সচিত্র

কাশীদাসী অষ্টাদশ পর্ব্ব

[মহামুনি বেদব্যাস প্রণীত মূল সংস্কৃত হইতে]

আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, সৌপ্তিক, ঐষিক, নারী, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমিক, মুষল ও স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

৺কাশীরাম দাস কর্ত্তৃক পয়ারাদি
বিবিধ ছন্দে অনুবাদিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
পরিবর্দ্ধিত পরিমার্জ্জিত ও পরিশোধিত।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৩২ সাল।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

মহাভারত
মহামুনি
বেদব্যাস প্রণীত
শ্রীপূর্ণচন্দ্র শীল
কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

স্বর্গীয়

কাশীরাম দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশে ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তঃপাতী কাটোয়ার সন্নিকট সিদ্ধিগ্রামে কাশীরাম দাসের বাসস্থান। কাশীরাম দাসের সবিশেষ জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইবার কোনও উপায় নাই। তৎপ্রণীত মহাভারত পাঠে, কাটোয়ার নিকট স্থানে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণে, অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছে। আদিপর্ব্বের শেষভাগে লেখা আছে—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি। দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রামে। প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নামে॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা। কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥"

আবার কেহ কেহ বলেন, হুগলী জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রাণী-নামক স্থানে কাশীরাম দাসের বাসস্থান। প্রমাণার্থ তাঁহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে নিম্নের কয়েকটি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন।—

মণ্ডলহাট ডাহিনে আছে, থাকিব ঘাটের কাছে, আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্লভ জানি, দেব আসে যাহার সদন॥
"ডাহিনে ললিতপুর, বাহিল ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া ফুল পাণি॥
লহনা খুল্লনা কাছে মাগিয়া মেলানি। বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী॥

প্রথমোক্ত শ্লোক পাঠে স্পষ্টই জানা যায় যে, কাশীরামদাস কায়স্থকুলোদ্ভব ছিলেন ও সিদ্ধিগ্রামে তাঁহার বাসভূমি ছিল। সিদ্ধিগ্রামের সন্নিকটে ভাগীরথীর ধারে ধারে পীরের ঘাট, বারদুয়ারী ঘাট ইত্যাদি ঘাট সমেত ১২টি তীর্থঘাট আছে, এবং তথায় ইন্দ্রেশ্বরনামক শিবস্থানের চিহ্নও অদ্যাপি প্রসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত মণ্ডলহাটের সন্নিকট গোমহাট প্রভৃতি তেরটি হাট-সমেত গ্রামও আছে।

"তের হাট বার ঘাট, তিন চণ্ডী ত্রিলোচন। এই যে বলিতে পারে, তার ইন্দ্রাণীতে ঘর॥"

আর লোক-পরম্পরায় শুনা গিয়াছে যে, সিদ্ধিগ্রামে যে স্থলে কাশীরাম দাসের বাস ছিল, তথায় একটি পুষ্করিণী আছে, উহাকে [illegible] পুকুর" বলিয়া থাকে।

কবিকঙ্কণ তংকৃত শ্লোকমধ্যে যে ইন্দ্রাণীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও কাটোয়ার নিকট ইন্দ্রাণী বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ হাট ঘাট সমস্ত এস্থানে [illegible]ন রহিয়াছে। কিন্তু কবিকঙ্কণ কাশীরাম দাসের ভবিষ্যৎ জন্ম বিষয়ে কিছু জানিতেন বলিয়া সম্ভব হয় না; কারণ কবিকঙ্কণ স্বর্গারোহণ করিবার প্রায় ৫০৷৬০ বৎসর পরে কাশীরাম দাসের জন্ম হয়। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে, কাশীরাম দাসের বাসস্থান কাটোয়ার সন্নিকট ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তঃপাতী সিদ্ধিগ্রামে।

কাশীরাম দাস কোন সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ কিছুই নাই। কবিকঙ্কণ কৃত্তিবাস ইত্যাদির রচনা অপেক্ষা কাশীরাম দাসের রচনা আধুনিক। কারণ কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণের ভাষা অপেক্ষা কাশীরাম দাসের ভাষা অনেক অংশে মার্জ্জিত, স্পষ্ট ও সরল এবং ইহাতে শব্দগত বৈষম্যও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণের চণ্ডী তিন শত ত্রিশ বৎসরাধিক কালের লিখিত; কাশীরাম দাসের রচনা তাহার পরে প্রতীয়মান হইতেছে। ফলতঃ, কাশীরাম দাস যে ইহার অনেক পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, কাশীরাম দাসের পুত্র, পুরোহিতগণকে সন ১০৮৫ সালের আষাঢ় মাসে বাস্তবাটী দান করিয়াছেন। উক্ত দানপত্র এক্ষণে ছিন্ন বস্ত্রে আঁটা আছে; তাহার সমস্ত শব্দ পড়িতে পারা যায় না, স্থানে স্থানে গলিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, যদি কাশীরাম দাসের পুত্র ১০৮৫ সালে দানপত্র করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার পিতা সন ১০০০ দশ শত সালের কিছুদিন পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কাশীরাম দাস কায়স্থকুলোদ্ভব এবং তাঁহাদের "দেব" উপাধি ছিল। কায়স্থ জাতিরা উপাধির পূর্ব্বে "দাস" বলিয়া উল্লেখ করেন। কাশীরাম দাসও মহাভারতের কোন স্থানে "দেব", কোন স্থানে "দাস" উল্লেখ করিয়াছেন।—

"শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথনে। কাশীরাম দেব কহে গোবিন্দচরণে ॥"

কাশীরাম কায়স্থবংশোদ্ভব; কিন্তু তিনি শৈব ছিলেন, কি বৈষ্ণব ছিলেন, তাহার কিছুই নির্দ্ধারিত প্রমাণ নাই। তিনি নিজ রচনায় লিখিয়া ছেন;—

"মস্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচূড়-পদরজঃ। কহে কাশীরাম গদাধর দাসাগ্রজ"

মহাভারত কৃষ্ণলীলায় পূর্ণ, সুতরাং ইহার মধ্যে অনেক স্থলে কৃষ্ণ বন্দনাই লক্ষিত হয় এবং কাশীরাম দাসকেও কৃষ্ণভক্ত বলিয়া বোধ হয়।

সময়ের গুণেই হউক, অথবা স্বভাবের গুণেই হউক, কাশীরাম দাস ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। তিনি মহাভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য অতিশয় সরল অন্তঃকরণে লিখিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে বন্দনাও করিয়াছেন।—

"মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ। কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ ॥"

কাশীরাম দাসের পিতার নাম কমলাকান্ত, পিতামহের নাম সুধাকর এবং প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর ছিল। কাশীরাম দাসের দুই সহোদর। কৃষ্ণদাস জ্যেষ্ঠ, কাশীরাম মধ্যম, ও গদাধর কনিষ্ঠ। কেহ কেহ বলেন, কমলাকান্তের চারিটি পুত্র, তন্মধ্যে কাশীরাম তৃতীয়, কিন্তু এ কথা বিশ্বাস হয় না; কারণ এ বিষয়ের কিছুই প্রমাণ নাই।

সূচীপত্র।

আদিপর্ব্ব।

বনপর্ব্ব।

বিরাট পর্ব্ব।

উদ্যোগপর্ব্ব।

ভীষ্মপর্ব্ব।

দ্রোণপর্ব্ব।

কর্ণপর্ব্ব

শল্যপর্ব্ব

গদাপর্ব্ব

সৌপ্তিকপর্ব্ব

ঐষিকপর্ব্ব

নারীপর্ব্ব

শান্তিপর্ব্ব

অশ্বমেধ পর্ব্ব

আশ্রমিক পর্ব্ব

মুষল পর্ব্ব

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব

সূচীপত্র সমাপ্ত।

গ্রন্থ-সূচনা।

সর্ব্বশাস্ত্র-বীজ হরিনাম দ্বি-অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি তাহা বেদে অগোচর॥
প্রণমহ পুস্তক ভারত-নাম-ধর।
যার নাম লইলে নিষ্পাপ হয় নর॥
পরাশর-সুত-মুখে হইল সম্ভব।
অমল কমল দিব্য ত্রৈলোক্য-দুর্ল্লভ॥
গীতি অর্থ কৈল তাহে সুগন্ধি নির্ম্মাণ।
কেশর রচিত তাহে বিবিধ আখ্যান॥
তরিতে সম্ভক্তি সেই প্রচণ্ড তপনে।
ভারত-পঙ্কজ ফুটে যার দরশনে॥
সুজন-সুবুদ্ধি লোক হইয়া ভ্রমর।
ভারত-পঙ্কজ-মধু পিয়ে নিরন্তর॥
বিপুল বৈভব ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রকাশ।
কলির কলুষ যত হয় ত বিনাশ॥
ষষ্ঠি লক্ষ শ্লোকে ব্যাস ভারত রচিল।
ত্রিশ লক্ষ শ্লোক তার দেবলোকে দিল॥
সুরলোকে পড়িল নারদ তপোধন।
ইন্দ্র আদি দেবগণ করেন শ্রবণ॥
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পরম যতনে।
অসিত-দেবল-মুখে পিতৃলোকে শুনে॥
শুকদেব-মুখে শুনে গন্ধর্ব্বাদি যক্ষ।
মহাভারতের শ্লোক চতুর্দ্দশ লক্ষ॥
লক্ষ শ্লোক প্রচারিল তথা মর্ত্ত্যপুরে।
সংসার নরক হৈতে উদ্ধারিতে নরে॥
বৈশম্পায়ন কহে জনমেজয় শুনে।
পরম পবিত্র কথা ব্যাসের রচনে॥
চারি বেদ ষট শাস্ত্র একভিতে কৈল।
ভারত সহিত মুনি তুলেতে তুলিল॥
ভারেতে অধিক তেঁই হইল ভারত*।
বিবিধ পুরাণ গ্রন্থ যাহার সম্মত॥
সুরাসুর-নাগলোক এ তিন ভুবনে।
সংসারের মধ্যে যত হৈল পুণ্যজনে॥
সবার চরিত্রে এই ভারত ভিতর।
যাহার শ্রবণে পাপহীন হয় নর॥
সর্ব্বশাস্ত্রমধ্যে হয় প্রধান গণন।
দেবগণমধ্যে যথা দেব নারায়ণ॥
নদনদীগণ যেন প্রবেশে সাগর।
সকল পুরাণ-কথা ভারত ভিতর॥
সকল গ্রন্থের সার ভারত কথন।
শুনিলে সফল হয় মানব জীবন।
অনেক কঠোর তপে ব্যাস মহামুনি।
রচিল বিচিত্র গ্রন্থ ভারত কাহিনী॥
শ্লোকচ্ছন্দে গ্রন্থ তবে রচিলেন ব্যাস।
গীতচ্ছন্দে কহে তাহা কবি কাশীদাস॥

* পুরাকালে মহর্ষিগণ একদা তুলাদণ্ডে একদিকে চারি বেদ ও অন্যদিকে এই ভারত পুস্তক স্থাপন করেন, তাহাতে এই পুস্তক মহত্ত্বে ও ভারবত্ত্বে বেদ-চতুষ্টয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়াতে ইহাকে "মহাভারত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

নিবেদন।

মহাভারত একখানি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমূলক গ্রন্থ, ইহা ভারতের ঘরে ঘরে, আবাল বৃদ্ধ-বনিতা, কি ধনী গরীব শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলের রাখা ও পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ইহা পড়িলে হৃদয়ের ঘন অন্ধকার দূর হইয়া অপার্থিব দিব্য জ্ঞানজ্যোতিঃ কাশ হয়।

ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে শোক তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয় ও ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফল লাভ হয়।

সাহিত্যিক কবিবর—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এই গ্রন্থের বহুস্থানে তাহার ছন্দের অনেক পরিবর্ত্তন এবং প্রধান প্রধান কতকগুলি ঘটনা, মূল গ্রন্থ হইতে সন্নিবেশিত করিয়া বাজারের অন্যান্য পুস্তক হইতে অনেকাংশে সুন্দর করিয়াছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার আকারও বর্দ্ধিত হইল কিন্তু সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই।

প্রকাশক—

গরুড়ের দর্প চূর্ণ।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

আদিপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

গ্রন্থাভাষ।

হরিনাম সর্ব্বশাস্ত্র বীজ দ্বি-অক্ষর।
অন্ত নাহি আদি নাহি, বেদে অগোচর॥
কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন করে ভারত রচন।
ত্রৈলোক্য দুর্লভ হয়, অমূল্য রতন॥
অর্থ গীতি তাহে কৈল, সুগন্ধি নির্ম্মাণ।
রচিত কেশর তাহে, বিবিধ আখ্যান॥
বিপুল বৈভব ধর্ম্ম, জ্ঞানের প্রকাশ।
কলির কলুষ যত হয় তাহে নাশ॥
ষাটলক্ষ শ্লোকে ব্যাস ভারত রচিল।
শ্লোক তার ত্রিশলক্ষ, দেবলোকে দিল॥
পড়িল দেবলোকে, নারদ তপোধন।
ইন্দ্র আদি দেবতারা করেন শ্রবণ॥
পনেরো লক্ষের শ্লোক পরম যতনে।
অসিত দেবল মুখে পিতৃলোক শুনে॥
শুকদেব মুখে শুনে গন্ধর্ব্বাদি যক্ষ।
মহাভারতের শ্লোক চতুর্দ্দশ লক্ষ॥
প্রচারিত লক্ষশ্লোক হ'ল ধরাপরে।
সংসার নরক হ'তে উদ্ধারিতে নরে॥
কহেন বৈশম্পায়ন জন্মেজয় শুনে।
পরম পবিত্র কথা ব্যাসের বচনে॥
ষট্‌শাস্ত্র চারি বেদ একভিতে কৈল।
ভারত গ্রন্থের সনে ওজনে তুলিল॥
ভারেতে অধিক তবে হইল ভারত।
বিবিধ পুরাণ গ্রন্থ যাহার সম্মত॥
সবার চরিত্র এই ভারত-ভিতর।
শ্রবণেতে নাশ হয় যায় পাপ ভার॥
সকল শাস্ত্রের মাঝে প্রধান গণন।
দেবগণ মধ্যে যথা দেব নারায়ণ॥
অনেক দুরন্ত তপে ব্যাস মহামুনি।
রচিল বিচিত্র গ্রন্থ ভারত কাহিনী॥
ভারত পুস্তক গ্রন্থ বিদিত ভুবন।
পঠনে শ্রবণে লভে দিব্যমুক্তি-ধন॥

সৌতির নিকটে সনকাদি ঋষির চন্দ্রবংশ বিবরণ জিজ্ঞাসা।

সনকাদি মুনিগণ নৈমিষ-কাননে।
দ্বাদশ বর্ষ যজ্ঞ করে একমনে॥
লোমহর্ষণের পুত্র সৌতি নামধর।
ব্যাস-উপদেশে সর্ব্বশাস্ত্রেতে তৎপর॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল নৈমিষ-কাননে।
সনকাদি মুনি যজ্ঞ করে সেইখানে॥

মুনিগণে প্রণমিল সূতের নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে দিলেন আসন ॥
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনিগণে।
তব তাত সূত ছিল বহুশাস্ত্রজ্ঞানে ॥
নানা চিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন।
সূতমুখে বহু শাস্ত্র করেছি শ্রবণ ॥
তাঁর পুত্র তুমি হে জিজ্ঞাসি সে কারণ।
কি জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণ ॥
ভৃগুবংশ উৎপন্ন হইল কোন্‌মতে।
বিস্তারিয়া কহ দেব সবার সাক্ষাতে ॥
সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ।
কহিব বিচিত্র কথা ব্যাসের বচন ॥
ব্রহ্মার নন্দন হৈল ভৃগু মহামুনি।
পুলোমা নামেতে কন্যা তাঁহার গৃহিণী ॥
গর্ভবতী পুলোমা রাখিয়া নিজ ঘরে।
মহামুনি ভৃগু গেল স্নান করিবারে ॥
হেনকালে তথা আসে দৈত্য একজন।
হরিবারে গুরুপত্নী করিয়া মনন ॥
কামেতে পীড়িত চিত্ত অন্যে নাহি ভয়।
ফলমূল দিল কন্যা কিছু নাহি লয় ॥
বলেতে ধরিব বলি বিচারিল মনে।
গৃহে প্রবেশিতে দেখে জলন্ত আগুনে ॥
অগ্নিপানে চাহি বলে দানব দুরন্ত।
কহ বৈশ্বানর তুমি জান আদি অন্ত ॥
ইহার জনক পূর্ব্বে বরিলেক মোরে।
না দিয়া বিবাহ মোরে দিলেক ভৃগুরে ॥
মিথ্যাবাদী ভৃগু নাহি করিল বিচার।
বিভা করি আনে কন্যা বরণ আমার ॥
না কহিও মিথ্যা তুমি কহ সত্যবাণী।
ন্যায়েতে এ কন্যা হয় কাহার গৃহিণী ॥
দানবের কথা শুনি অগ্নি হৈল ভীত।
কহিব কেমনে মিথ্যা হইল চিন্তিত ॥
সত্য কৈলে কন্যা লৈয়া যাইবে দানব।
ভাবিয়া তাহার প্রতি বলে জলোদ্ভব ॥
যে কালে ইহার বাপ কহিলেক মোরে।
বিধিমতে বেদমন্ত্রে তোমা নাহি বরে ॥
বিধিমতে বিভা কৈল ভৃগু মুনিবর।
ইহার জনক দিল আমার গোচর ॥
ন্যায়েতে পুলোমা হৈল ভৃগুর রমণী।
শুনিয়া দানব হৈল জলন্ত আগুনি ॥
বলে ধরি কন্যা ল'য়ে চলিল সত্বর।
ভয়েতে বিকলা কন্যা কাঁপে থর থর ॥
কান্দয়ে পুলোমা বহু বিলাপ করিয়া।
বালকে জন্মিল ক্রোধ গর্ভেতে থাকিয়া ॥
দ্বিতীয় সূর্য্যের প্রায় হইল বাহির।
বিখ্যাত চ্যবন নাম সেই মহাবীর ॥
দৃষ্টি মাত্রে ভৃগুপুত্র রাক্ষস দুর্জ্জন।
সেই দণ্ডে ভস্মীভূত কৈল তপোধন ॥
হেনকালে তথায় আইল পদ্মযোনি।
ক্রন্দন নিবৃত্ত কৈল বলি প্রিয়বাণী ॥
ক্রন্দনে বহিল অশ্রুজল পুলোমার।
খরতর স্রোতে বহে নদী সে অপার ॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইলেন বিধি।
নাম তার দিল তবে বধূমতী নদী ॥
বধূকে রাখিয়া গৃহে গেল প্রজাপতি।
পুত্র কোলে করিয়া আছয়ে দুঃখমতি ॥
হেনকালে স্নান করি আসে ভৃগু তথা।
জিজ্ঞাসিল কেন তোর চিত্ত বিচলিতা ॥
স্বামীরে দেখিয়া কন্যা করিয়া রোদন।
কহিলেন যতেক দানব-বিবরণ ॥
তোমার তনয় এই কৈল প্রতিকার।
দানবে মারিয়া মোরে করিল উদ্ধার ॥
এত বলি পুনঃ ভৃগু হেতু জিজ্ঞাসিল।
কি কারণে দানব ধরিয়া তোরে নিল ॥
কন্যা বলে আচম্বিতে আসি দুষ্টমতি।
আমারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল অগ্নি প্রতি ॥
বৈশ্বানর-বাক্যে মোরে নিলেক দুর্জ্জন।
শুনি শাপ দিল ভৃগু ক্রোধে অচেতন ॥
আজি হৈতে সর্ব্বভক্ষ্য হও হুতাশন।
ত্রাসিত অনল শুনি ভৃগুর বচন ॥
কোন্ দোষে ভৃগুমুনি শাপ দিলে মোরে।
যাহা জানি তাহা বলি আমি দানবেরে ॥

জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলে যেই জন ।
ইহলোকে কুৎসা অন্তে নরকে গমন ॥
উভয় সপ্তম কুল নরকে প্রবেশে ।
জানিয়া আমারে শাপ দিলে কোন্ দোষে ॥
মোর মুখে দিলে তৃপ্ত দেব পিতৃগণ ।
অনুচিত শাপ মোরে দিলে কি কারণ ॥
এত বলি বৈশ্বানর দেবগণ লৈয়া ।
ব্রহ্মারে সকল কথা নিবেদিল গিয়া ॥
ব্রহ্মা বলে অগ্নি দুঃখ না ভাবিহ মনে ।
সকল হইবে শুদ্ধ তোমার কারণে ॥
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া ।
পুনরপি ত্রিজগতে ব্যাপিল আসিয়া ॥

—

রুরুর সর্প হিংসা ।

সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ ।
হেনমতে ভৃগু পুত্র হইল চ্যবন ॥
প্রমতি নামেতে হৈল চ্যবন-তনয় ।
তাহার তনয় হৈল রুরু মহাশয় ।
প্রমদ্বরা ভার্য্যা তার পরমা-সুন্দরী ।
গর্ভে জন্ম হৈল তার মেনকা অপ্সরী ॥
কতকালে মৈল কন্যা সর্পের দংশনে ।
দেখি শোকাকুল হৈল যত বন্ধুগণে ॥
ভার্য্যার মরণশোকে প্রমতি-নন্দন ।
একাকী অরণ্যমধ্যে করয়ে ক্রন্দন ॥
মুনির ক্রন্দন দেখি যত দেবগণ ।
পাঠাইল দেবদূত প্রবোধ-কারণ ॥
দেবদূত বলে রুরু কান্দ কি কারণে ।
মরিল তোমার ভার্য্যা আয়ুর বিহনে ॥
ইহার উপায় আর নাহিক ত্রিলোকে ।
আছয়ে উপায় এক কহিব তোমাকে ॥
আপন অর্দ্ধেক আয়ু যদি দেহ তারে ।
তবে পাবে নিজ ভার্য্যা কহিনু তোমারে ॥
অর্দ্ধ আয়ু দিব রুরু কৈল অঙ্গীকার ।
জীউক যে ভার্য্যা মোর কর প্রতিকার ॥

এত শুনি দেবদূত রুরুকে লইয়া ।
যমের ভবনে গেল বিমানে চড়িয়া ॥
যমেরে কহিল দূত সব বিবরণ ।
অর্দ্ধ আয়ু স্ত্রীকে দিল প্রমতি-নন্দন ॥
ধর্ম্মরাজ বলে পাবে তোমার কামিনী ।
যাও যাও নিজালয়ে ওহে দ্বিজমণি ॥
ধর্ম্মবলে প্রমদ্বারা জীবন পাইল ।
দেখিয়া প্রমতি-পুত্র সানন্দ হইল ॥
প্রতিজ্ঞা করিল রুরু ক্রোধে ততক্ষণে ।
মারিব ভুজঙ্গ যত দেখিব নয়নে ॥
হাতে দণ্ড ভ্রমে রুরু সর্প অন্বেষণে ।
মারিল অনেক সর্প না যায় গণনে ॥
একদিন ভ্রমে মুনি অরণ্য ভিতর ।
দেখিলেন মহাসর্প অতি ভয়ঙ্কর ॥
সর্প দেখি দণ্ড ল'য়ে যায় মারিবারে ।
দেখিয়া ডুণ্ডুভ ডাকি কহে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কি দোষ করিনু আমি তোমার সদনে ।
অহিংসক জনে মার কিসের কারণে ॥
রুরু বলে দোষ গুণ না করি বিচার ।
সর্প পেলে সংহারিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥
ডুণ্ডুভ বলেন আমি নাম মাত্র সাপ ।
অহিংসক হিংসনে জন্মায় মহাপাপ ॥
এতেক শুনিয়া রুরু ভাবে মনে মন ।
জিজ্ঞাসিল সর্প তুমি কোন্ মহাজন ॥
সর্প বলে পূর্ব্বে ছিনু মুনির কুমার ।
চিত্রসেন নামে সখা ছিলেন আমার ।
তালপত্রে এক সর্প করিয়া রচন ।
সখারে দিলাম আমি হাস্যের কারণ ॥
সর্প দেখি মোহ গেল মুনির তনয় ।
ক্রোধ করি শাপ মোরে দিল অতিশয় ॥
হীনবীর্য্য সর্প হৈয়া থাকহ কাননে ।
পুনরপি কহে মোরে করুণ বচনে ॥
অচিরে হইবে মুক্ত শুন প্রাণসখা ।
রুরু সহ যেই দিনে হবে তব দেখা ॥
প্রমতির পুত্র তুমি ভৃগুবংশে জন্ম ।
দ্বিজ হৈয়া কর কেন ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম ॥

ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নয় লোকের হিংসন।
অল্প দোষে দেখ মোর দুর্গতি লক্ষণ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করহ পালন।
ভয়ার্ত্ত জনেরে রক্ষ করিয়া যতন॥
পূর্ব্বে রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ কৈল।
যায় সর্পের কুল ব্রহ্মণে রাখিল॥
আস্তিক নামেতে দ্বিজ জরৎকারু-সুত।
যাঁহার চরিত্র-কথা শুনিতে অদ্ভুত॥
রুরু বলে কহ শুনি আস্তিক-আখ্যান।
কিমতে নাগের কুল কৈল পরিত্রাণ॥
কি কারণে সর্পযজ্ঞ কৈল জন্মেজয়।
কহ শুনি মুনিবর ঘুচুক বিস্ময়॥
মুনি কহে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
শুনিবারে চিত্ত যদি আছয়ে তোমার॥
মুনিগণে জিজ্ঞাসিলে কহিবে সকল।
আজ্ঞা দেহ যাব আমি আপনার স্থল॥
এতবলি দিব্যমূর্ত্তি হৈল ততক্ষণে।
অন্তর্দ্ধান হৈয়া মুনি গেল যথাস্থানে॥
বিস্ময় জন্মিল রুরু মনোদুঃখী তাপে।
আপনার গৃহে আসি জিজ্ঞাসিল বাপে॥
প্রমতি বলেন আমি তাহা সব জানি।
আস্তিকের উপাখ্যান অদ্ভুত কাহিনী॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শ্রবণের সুখ ইহা বিনা নাহি আর॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধুজনে।
পায় সে পরম প্রীতি ভারত-শ্রবণে॥

জরৎকারুর বিবরণ।

জিজ্ঞাসিল রুরু তবে জনকের স্থান।
প্রমতি বলেন শুন অদ্ভুত আখ্যান॥
জটাচার্ব্ববংশে জন্ম জরৎকারু মুনি।
যোগেতে পরম যোগী ত্রিজগতে জানি॥
স্বচ্ছন্দে ভ্রমিয়া গেল দেশ-দেশান্তরে।
উলঙ্গ উন্মত্ত বেশ সদা অনাহারে॥
এক দিন অরণ্যে ভ্রময়ে তপোধন।
এক গোটা গর্ত্ত দেখে অদ্ভুত কথন॥
তার মধ্যে দেখয়ে মনুষ্য কত জন।
উলা মূল এক ধরি আছে সর্ব্বজন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া জিজ্ঞাসিল জরৎকার।
কি কারণে দুঃখ এত তোমা সবাকার॥
যে উলার মূল ধরিয়াছ সর্ব্বজনে।
মূষিক খুঁড়িছে মূল না দেখ নয়নে॥
এক গোটা মূলমাত্র দৃঢ় আছে তৃণে।
এখনি ছিঁড়িবে ইহা ইন্দুর-দংশনে॥
তবে ত পড়িবে সবে গর্ত্তের ভিতর।
এত শুনি পিতৃগণ করিল উত্তর॥
জটাচার্ব্ববংশে আমা সবার উৎপত্তি।
নির্ব্বংশ হইনু তেঁই হৈল হেন গতি॥
ঋষি বলে কেহ বংশে নাহিক তোমার।
বংশ রক্ষা করি করে সবার উদ্ধার॥
পিতৃগণ বলে মাত্র আছে একজন।
মূর্খ দুরাচার সেই বংশে অভাজন॥
না করিল কুলধর্ম্ম বংশের রক্ষণ।
জরৎকারু নাম তার শুন মহাজন॥
এত শুনি জরৎকারু বিস্ময় হইয়া।
আমি জরৎকারু বলি কহিল ডাকিয়া॥
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর পিতৃগণ।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব পালন॥
পিতৃগণ বলে কর স্ত্রী-পাণিগ্রহণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি তপস্যা-তৎপর।
পুত্রবন্তে যেই ধর্ম্ম তোমাতে গোচর॥
মহাপুণ্য করি লোক না যায় যথায়।
পুত্রবন্ত লোক সব তথাকারে যায়॥
তেঁকারণে বিবাহ করহ মুনিবর।
পুত্র জন্মাইয়া আমা সবা রক্ষা কর॥
পিতৃগণ-বাক্যে শুনি বলে জরৎকার।
যত্নে না করিব বিভা কৈনু অঙ্গীকার॥
মোর নামে কন্যা যদি যাচি কেহ দেয়।
তবে সে করিব বিভা আমি সুনিশ্চয়॥

তাহার গর্ভেতে যেই জন্মিবে কুমার।
তোমা সবাকারে সেই করিবে উদ্ধার ॥
শুনি অন্তর্দ্ধান হৈল যত পিতৃগণ।
ডাকিয়া শূন্যেতে তবে বলিল বচন ॥
বিভা করি জরৎকারু জন্মাও সন্ততি।
বংশ হৈলে হইবেক সবার সদ্গতি ॥
যেই বেণামূল সবে ছিলাম ধরিয়া।
তুমি আছ তেঁই মূল আছে ত লাগিয়া ॥
মূষিক খুঁড়িতেছিল মূষিক সে নয়।
মূষারূপে আপনি সে ধর্ম্ম মহাশয় ॥
তাহা শুনি জরৎকারু করিল গমন।
বহু দেশ-দেশান্তরে করয়ে ভ্রমণ ॥
পিতৃগণ-আজ্ঞা শুনি চিন্তে অনুক্ষণে।
কন্যা যাচি দিবে কেহ নাহিক ভুবনে ॥
মহাবনে প্রবেশ করিল জরৎকার।
কন্যা কার আছে দেহ বলে তিনবার ॥
আছিল তথায় বাসুকীর অনুচর।
মুনির সন্দেশ কহে বাসুকী গোচর ॥
এত শুনি বাসুকী যে আনন্দ অপার।
ভগিনী সহিত গেল যথা জরৎকার ॥
মুনি প্রতি ফণিবর করে নিবেদন।
আমার ভগিনী মুনি করহ গ্রহণ ॥
মুনি বলে সেই কন্যা কিবা নাম ধরে।
সত্য করি কহ মিথ্যা না ভাণ্ডাও মোরে ॥
মোর নামে হয় যদি ভগিনী তোমার।
বিবাহ করিব আমি কৈনু অঙ্গীকার ॥
বাসুকী বলেন নাম ধরে জরৎকারী।
তোমার লাগিয়া জন্ম ল'য়েছে সুন্দরী ॥
যতনে রেখেছি আমি তোমারি কারণে।
তব আজ্ঞা পেয়ে তবে আনি এত দিনে ॥
এত বলি কন্যা দিয়া গেল ফণিবর।
শুনি নাগলোকে হৈল আনন্দ বিস্তর ॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
শ্রবণে শুনিলে যাবে যত ভবক্ষুধা ॥
বহু চিত্র কথা যত কাশী-বিরচিত।
অমর-কিন্নর-নর-নাগের চরিত ॥
বিবিধ বিপদ খণ্ডে যাহার শ্রবণে।
আত্মশুদ্ধি বংশবৃদ্ধি পাপ-বিমোচনে ॥
স্ববাঞ্ছিত ফল ইথে পায় নরগণ।
হরিপদে মতি হয় জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥

গরুড়াদি নাগগণের উৎপত্তি-বিবরণ ও অরুণের জন্ম।

মুনিগণ বলে কহ ইহার কারণ।
ভগিনীকে দিল নাগ কোন্ প্রয়োজন ॥
মুনি তরে কি কারণে কন্যার উৎপত্তি।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ পুনঃ সৌতি ॥
সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ।
বাসুকী ভগিনী দিল যাহার কারণ ॥
দক্ষের দুহিতা কদ্রু বিনতা সুন্দরী।
স্বামী কশ্যপেরে দোঁহে তুষে সেবা করি ॥
তুষ্ট হৈয়া বলে মুনি মাগ দোঁহে বর।
ইহা শুনি কদ্রু বলে যুড়ি দুই কর ॥
সহস্রেক নাগ হবে আমার নন্দন।
এই মোর বাঞ্ছা, পূর্ণ কর তপোধন ॥
বিনতা মাগিল বর কশ্যপের পায়।
দুই গোটা পুত্র মোরে দেহ মহাশয় ॥
কদ্রু পুত্র হ'তে বলাধিক সে নন্দন।
হাসিয়া কশ্যপ বর দিল ততক্ষণ ॥
মুনি বরে দুইজনে হৈল গর্ভবতী।
দোঁহে আশ্বাসিয়া বনে গেল মহামতি ॥
কত দিনে দুই জনে প্রসব হইল।
সহস্রেক ডিম্ব তবে কদ্রু প্রসবিল ॥
দুই ডিম্ব প্রসবিল বিনতা সুন্দরী।
রাখিল সকল ডিম্ব স্বর্ণপাত্রে ভরি ॥
পঞ্চশত বৎসরে জন্মিল নাগগণ।
মুনি বরে পায় কদ্রু সহস্র নন্দন ॥
বিনতা দেখিয়া তাপ হৃদয়ে ভাবিল।
এককালে উভয়ের ডিম্ব জনমিল ॥
সহস্র পুত্রের কদ্রু জননী হইল।
কি হেতু না জানি মোর পুত্র না জন্মিল ॥

এত ভাবি এক ডিম্ব বিনতা ভাঙ্গিল।
তাহাতে লোহিতবর্ণ সন্তান জন্মিল ॥
অর্দ্ধাঙ্গবিহীন হৈল পক্ষীর আকার।
ক্রোধ করি জননীকে বলিল কুমার ॥
পর পুত্র দেখি হিংসা জন্মিল হৃদয়।
অকালে ভঙ্গিলে ডিম্ব পূর্ণ নাহি হয় ॥
অঙ্গহীন করি মোরে জন্মাইলে তুমি।
যে কারণে জননী শাপিব তোমা আমি ॥
যে ভগ্নীর পুত্র দেখি হিংসা কৈলে মনে।
হইয়া তাহার দাসী সেব চিরদিনে ॥
এই ডিম্বে আছে যেবা পুরুষ-রতন।
তাহা হৈতে হবে তব শাপ বিমোচন ॥
মহাবীর্য্যবন্ত বীর এই ডিম্বে আছে।
অকালে আমার প্রায় ভাঙ্গি ফেল পাছে ॥
হইবে আপনি ভঙ্গ সহস্র বৎসরে।
এত বলি প্রবোধ করিল জননীরে ॥
এইমত কত দিনে দৈবের ঘটনে।
কদ্রু আর বিনতা আছয়ে একসনে ॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর পরম সুন্দর।
সূর্য্যের কিরণ নিন্দি তার কলেবর ॥
নানারত্ন অলঙ্কার অঙ্গের ভূষণ।
মহাবীর্য্যবন্ত অশ্ব পবন-গমন ॥
সমুদ্র-মন্থনে সেই অশ্বের উৎপত্তি।
এত শুনি মুনি জিজ্ঞাসিল সৌতি প্রতি ॥
সমুদ্র-মন্থন হৈল কিসের কারণ।
কহ শুনি বিস্তারিয়া সূতের নন্দন ॥

সমুদ্র-মন্থন।

সৌতি বলে অবধান কর মুনিবর।
যে হেতু হৈল পূর্ব্বে সমুদ্র-মন্থন ॥
কহিল ব্রহ্মারে পূর্ব্বে দেব গদাধর।
দেবাসুরগণ মিলি মন্থহ সাগর ॥
অমৃত উৎপন্ন হবে সাগরমন্থনে।
দেবগণ অমর হইবে সুধাপানে ॥
যত মহৌষধি আছে পৃথিবী ভিতরে।
মন্দর লইয়া মথ ফেলিয়া সাগরে ॥
পাইয়া বিষ্ণুর আজ্ঞা যত দেবগণ।
মন্দর পর্ব্বত যথা করিল গমন ॥
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন।
ঊর্দ্ধে উচ্চ একাদশ সহস্র যোজন ॥
উপাড়িতে বহু শক্তি কৈল দেবগণে।
না পারিয়া নিবেদিল বিষ্ণুর সদনে ॥
বিষ্ণুর আজ্ঞাতে সে অনন্ত মহীধর।
ভুজবলে উপাড়িয়া আনিল মন্দর ॥
দেবগণ সহ গেল সমুদ্রের তীরে।
বরুণে বলিল তুমি ধরহ মন্দরে ॥
বরুণ বলিল গিরি বড়ই বিস্তার।
মোর শক্তি নাহিক ধরিতে মহাভার ॥
মন্দর ধরিতে এক আছয়ে উপায়।
মোর জলে কূর্ম্ম আছে অতি মহাকায় ॥
তাহা শুনি দেবগণ কূর্ম্মে আরাধিল।
মন্দর ধরিতে কূর্ম্ম অঙ্গীকার কৈল ॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠে গিরিবরে করিয়া স্থাপন।
বাসুকী নাগেরে দড়ি কৈল নিয়োজন ॥
পুচ্ছে ধরে দেবগণ, মুখে দৈত্যগণ।
আরম্ভিল তবে সিন্ধু করিতে মন্থন ॥
গিরি-ঘরষণে নাগ ছাড়িল নিশ্বাস।
ধূম উপজিল তাহে ব্যাপিল আকাশ ॥
সেই ধূমে হৈল যত মেঘের জনম।
বৃষ্টি করি সুরগণে দূর করে শ্রম ॥
ত্রিভুবনে হৈল কম্প সর্পের গর্জ্জনে।
অনেক মরিল দৈত্য বিষের জ্বলনে ॥
মন্দরের আলোড়নে জল কম্পমান।
সলিল নিবাসী সব ত্যজিল পরাণ ॥
পর্ব্বতের বৃক্ষ সব মূল ঘরষণে।
পর্ব্বতনিবাসী পোড়ে তাহার আগুনে ॥
দেখিয়া করিল দয়া দেব পুরন্দর।
আজ্ঞায় বরিষে মেঘ পর্ব্বত উপর ॥
নিভিল তখন অগ্নি জল-বরিষণে।
ঔষধের বৃক্ষ যত হ'ল ঘরষণে ॥

তাহাতে যতেক রস সমুদ্রে পড়য়ে ।
সেই রস পরশিয়ে জলচর জীয়ে ॥
হেনমতে দেব দৈত্য সমুদ্র মথিল ।
অনেক হইল শ্রম অমৃত নহিল ॥
ব্রহ্মারে কহিল তবে সব দেবগণ ।
তোমার আজ্ঞায় করি সমুদ্র-মন্থন ।
না উঠে অমৃত হৈল পরিশ্রম সার ।
পুনঃ মথিবারে শক্তি নাহি সবাকার ॥
এত শুনি ব্রহ্মা নিবেদিল নারায়ণে ।
অশক্ত হইল সবে সমুদ্র-মন্থনে ॥
তোমা বিনে সিন্ধু মথে কাহার শকতি ।
এত শুনি অঙ্গীকার করিল শ্রীপতি ॥
দেবতা সব তবে বিষ্ণুতেজ পাইয়া ।
পুনরপি মথে সিন্ধু মন্দর ধরিয়া ॥
হেনমতে দেবাসুর মথন করিতে ।
চন্দ্রমার জনম হইল আচম্বিতে ॥
সুধার ষোড়শ কলা নাম ধরে সোম ।
দুই লক্ষ যোজনে করিল স্থিতি ব্যোম ॥
দরশনে অখিল-জনের হৈল তৃপ্তি ।
পঞ্চাশ যোজন কোটি ব্রহ্মাণ্ডেতে দীপ্তি ॥
দেখিয়া হরিষ হৈল সুরাসুর নর ।
পুনরপি মথে সিন্ধু ধরিয়া মন্দর ॥
তবে ত উঠিল হস্তী নাম ঐরাবত ।
শ্বেত অঙ্গ চতুর্দ্দন্ত আকার পর্ব্বত ॥
মণিরাজ উঠিল ঘোটক উচ্চৈঃশ্রবা ।
পারিজাত পুষ্পবৃক্ষ সুরপুরী-শোভা ॥
অমৃতের কমণ্ডলু লয়ে বাম কাঁখে ।
ধন্বন্তরী উঠিলেন সুরাসুর দেখে ॥
উপজিল রত্নগণ দেখে দেবগণ ।
আনন্দেতে পুনঃ সিন্ধু করয়ে মথন ॥
মন্দরের আন্দোলনে ক্ষীরসিন্ধু মাঝ ।
না পারিল সহিতে বরুণ মহারাজ ॥
পাত্রমিত্রগণ ল’য়ে করিল বিচার ।
মন্থন কিমতে বন্ধে কহ তা বিস্তার ॥
মিত্র বলে উপায় শুনহ মোর বাণী ।
লইতে শরণ চল দেব চক্রপাণি ॥

পদ্মবনে যেই কন্যা হ’য়েছে উৎপত্তি ।
তাহা দিয়া পূজা কর দেব জগৎপতি ॥
পূর্ব্বে নাম ছিল তাঁর লক্ষ্মী হরিপ্রিয়া ।
মুনিশাপে ভ্রষ্ট হৈয়া জন্মিল আসিয়া ॥
তাহার কারণে সিন্ধু হইল মথন ।
নিবারণ হবে লক্ষ্মী পেলে নারায়ণ ॥
শুনি শীঘ্র জলরাজ বিলম্ব না কৈল ।
দিব্য-রত্নদিয়া চতুর্দ্দোল সাজাইল ॥
আপনি লইল স্কন্ধে পুত্রের সহিতে ।
নারীগণ চামর ঢুলায় চারিভিতে ॥
সহস্র ফণায় ছত্র শিরে ধরে শেষ ।
বাহির হইলা সিন্ধু হইতে জলেশ ॥
রূপেতে হইল আলো এ তিন ভুবন ।
হইল মলিন সূর্য্য আদি জ্যোতিগণ ॥
কমল জিনিয়া অঙ্গ অতি কোমলতা ।
কমল-বরণ চক্ষু কমলের পাতা ॥
দ্বিভুজা কমলদন্তা চড়ি চতুর্দ্দোলে ।
করকমলেতে ধৃত যুগল কমলে ॥
যুগল কনক-পদ কমল আসন ।
বিদ্যুৎ-বরণী নানা রত্নে বিভূষণ ॥
স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি সমুদ্র আকাশ ।
দরশনে সবাকার হইল উল্লাস ॥
জীবাত্মা বিহনে যেন হয় মৃত তনু ।
তদ্বৎ ত্রৈলোক্য আছে বিনা লক্ষ্মীতনু ॥
দুন্দুভির শব্দে নৃত্য করে বরাঙ্গনা ।
ত্রৈলোক্যেতে জয় জয় হইল ঘোষণা ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি যত অমর মণ্ডল ।
কর যুড়ি প্রণমি পড়িল ভূমিতল ॥
চারিদিকে স্তুতি করে দেব-ঋষিগণ ।
উত্তরিল সন্নিকটে দেব নারায়ণ ॥
প্রণমিয়া বরুণ পড়িল কত দূরে ।
আজ্ঞামাত্র উঠি দাণ্ডাইল যোড়করে ॥
কৃতাঞ্জলি বদ্ধকায় গদগদ ভাষে ।
স্তুতি করে নারায়ণে অশেষ-বিশেষে ॥
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল তুমি সর্ব্বরূপী ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি সর্ব্বব্যাপী ॥

স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি ধরাধর ।
আকাশ পাতাল তুমি দেব নাগ নর ॥
তোমার দৃষ্টিতে দেব এ তিন ভুবন ।
স্থানে স্থানে সকল তোমার নিয়োজন ॥
ইন্দ্রে স্বর্গ যমে দিলা সংযমনীপুর ।
কুবেরে কৈলাস দিলা ধনের ঠাকুর ॥
জলমধ্যে আমারে যে করিয়াছ স্থিতি ।
চিরকাল তবাজ্ঞায় করি যে বসতি ॥
কোন দোষে দোষী নহি আমি তব পদে ।
তবে কেন এত আমি পড়িনু প্রমাদে ॥
দ্বিতীয়-সুমেরু-সম মন্দর পর্ব্বত ।
মোর পুরমধ্যেতে মথিত অবিরত ॥
যোজন পঞ্চাশ কোটি পৃথিবী বিস্তার ।
হেন ক্ষিতি তিলবৎ শিরে রহে যাঁর ॥
অবিরত সেই স্থল মথে সেই শেষ ।
সুরাসুর ত্রৈলোক্যেতে বর্ষণ বিশেষ ॥
জীব জন্তু যতেক আছিল যত জন ।
একটিও না রহিল লইয়া জীবন ॥
ভাঙ্গিল আমার পুর হৈল লণ্ড ভণ্ড ।
না জানি কাহার দোষে মোর হৈল দণ্ড ॥
এতকাল দিয়া স্থল সিন্ধুজল-মাঝ ।
কোথায় রহিব আজ্ঞা দেহ দেবরাজ ॥
এতেক প্রার্থনা যদি করিল বরুণ ।
শুনিয়া করুণাময় হৈল সকরুণ ॥
আশ্বাসি বলেন হরি শুন জলেশ্বর ।
না করিহ চিন্তা কিছু না করিহ ডর ॥
দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ি স্বর্গস্থল ।
তিনপুরে ত্যজি প্রবেশিল সিন্ধুজল ॥
লক্ষ্মী হত হৈয়া কষ্ট পায় সর্ব্বজন ।
সমুদ্র মথিল সবে তাহার কারণ ॥
লক্ষ্মী যদি পাই তবে মথনে কি কাজ ।
বিশেষ তোমার ক্লেশ হৈল জলরাজ ॥
এত বলি মন্থন করিল নিবারণ ।
শুনি হৃষ্ট হইল বরুণ ততক্ষণ ॥
সর্ব্বরত্নসার যেই ত্রৈলোক্য-দুর্ল্লভ ।
গোবিন্দের গলে মণি দিলেন কৌস্তুভ ॥
চন্দ্র-সূর্য্য-প্রভা জিনি যাহার কিরণ ।
নারায়ণ-বক্ষে মণি হইল শোভন ॥
লক্ষ্মী দিয়া প্রণমিয়া গেলেন জলেশ ।
মন্থন নিবারি তবে যান হৃষীকেশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাশী বলে শুনিলে তরিবে ভববারি ॥

নারদের কৈলাসে গমন ও মহাদেবকে সমুদ্র-মন্থন-সংবাদ প্রদান ।

সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ।
সবে সিন্ধু মথিল না জানে মাত্র হর ॥
দেখিয়া নারদ মুনি হৃদয়ে চিন্তিত ।
কৈলাসে হরের ঘরে হৈল উপনীত ॥
প্রণমিলা শিব-দুর্গা দোঁহার চরণ ।
আশীষ করিয়া দেবী দিলেন আসন ॥
নারদ বলেন গিয়াছিনু সুরপুরে ।
শুনিনু মথিল সিন্ধু যত সুরাসুরে ॥
বিষ্ণু পান কমলা কৌস্তুভ মণি আদি ।
ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত গজনিধি ॥
নানা রত্ন পায় লোক মেঘে পায় জল ।
অমৃত অমর বৃন্দ কল্পতরুবর ॥
নানারত্ন মহৌষধি পায় নরলোক ।
এই হেতু হৃদয়ে জন্মিল বড় শোক ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে বৈসে যত জনে ।
সবে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে ॥
সে কারণে তত্ত্ব জানিতে আইলাম হেথা ।
সবার ঈশ্বর তুমি বিধাতার ধাতা ॥
তোমারে না দিয়া ভাগ সবে বাঁটি নিল ।
এই হেতু মোর অঙ্গে ধৈর্য্য না হইল ॥
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন ।
শুনি কিছু উত্তর না কৈল ত্রিলোচন ॥
দেখি ক্রোধে কম্পান্বিত দেবী ত্রিলোচনা ।
নারদেরে কহে কিছু করিয়া ভৎর্সনা ॥
কাহাকে এতেক বাক্য কহ মুনিবর ।
বধিরে বলিলে যেন না পায় উত্তর ॥

কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার ।
কৌস্তুভাদি মণি রত্নে কি কাজ তাহার ॥
কি কাজ চন্দনে যার বিভূষণ ধূলি ।
অমৃতে কি কাজ যার ভক্ষ্য সিদ্ধিগুলি ॥
মাতঙ্গে কি কাজ যার বলদ বাহন ।
পারিজাতে কিবা কাজ ধুতুরাভরণ ॥
সকল চিন্তিয়া মম অঙ্গ জ্বর জ্বর ।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর ॥
জানিয়া উহাকে দক্ষ পূজা না করিল ।
সেই অভিমানে তনু ত্যজিতে হইল ॥
দেবী-বাক্যে শুনি হাসি বলে ভগবান ।
যা বলিলে হৈমবতী কিছু নহে আন ॥
বাহন-ভূষণে মম কিবা প্রয়োজন ।
আমি লই তাহা যা না লয় অন্যজন ॥
ভক্তিতে করিয়া বশ মাগিলেন দাস ।
অম্লান অম্বর পট্টাম্বর দিব্যবাস ॥
ঘৃণা করি ব্যাঘ্রচর্ম্ম কেহ না লইল ।
তেঁই মোরে বাঘাম্বর পরিতে হইল ॥
অগুরু চন্দন নিল কুঙ্কুম কস্তুরী ।
বিভূতি না লয় সেই বিভূষণ ধরি ॥
মণিরত্নহার নিল মুকুতা প্রবাল ।
কেহ না লইল তেঁই আছে হাড়মাল ॥
ধুতুরা কুসুম নাহি লয় কোনজন ।
তেঁই অঙ্গে ধুতুরা করিনু বিভূষণ ॥
রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ ।
কেহ নাহি লয় তেঁই আছয়ে বলদ ॥
প্রথমেতে দক্ষ মোরে জানি না পূজিল ।
অজ্ঞান-তিমিরে দক্ষ মোহিত হইল ॥
তেঁই মোরে না জানিয়া পূজা না করিল ।
সমুচিত তার ফল তখনি পাইল ॥
পশুর সদৃশ হৈল ছাগলের মুণ্ড ।
মূত্র-পুরীষেতে পূর্ণ হৈল যজ্ঞকুণ্ড ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র যম বরুণ তপন ।
মোরে না পূজিয়া দেবী আছে কোন জন ॥
দেবী বলে দারা-পুত্রে গৃহী যেই জন ।
তাহার না হয় মুক্তি এ সব কারণ ॥
বিভূতি বৈভব বিদ্যা সঞ্চয় যতনে ।
সংসার বিমুখ ইথে আছে কোনজনে ॥
যে জন সংসারেতে বিমুখ এ সকলে ।
কাপুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রে তুমি যেমত পূজিত ।
সাক্ষাতেই সে সকল হইল বিদিত ॥
রত্নাকর মথিয়া নিলেক রত্নগণ ।
কেহ না পুছিল তোমা করিয়া হেলন ॥
পার্ব্বতীর এই বাক্য শুনিয়া শঙ্কর ।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
কাশীরাম কহে কাশীপতি ক্রোধমুখে ।
বৃষভ সাজাতে আজ্ঞা করিল নন্দীকে ॥

———

সমুদ্র মন্থন স্থানে মহাদেবের আগমন ।

পার্ব্বতীর কটুভাষ, শুনি ক্রোধে দিগ্বাস,
আঁটিয়া পরিল বাঘবাস ।
বাসুকী নাগের দড়ি, কাঁকলে বান্ধিল ফিরি
করে তুলি নিল মৃগপাশ ॥
কপালেতে শশিকলা, কণ্ঠেতে কপালমালা,
করযুগে কঞ্চুক কঙ্কণ ।
ভানু বৃহদ্ভানু শশী, ত্রিবিধ প্রকার ঋষি,
ক্রোধে যেন প্রলয় কারণ ॥
যেন গিরি হেমকূটে, আকাশে লহরী উঠে,
বেগে গঙ্গা মধ্যে জটাজূটে ।
রতন মণির আভা, কোটি চন্দ্র মুখ-শোভা,
ফণি মণি বেড়া যে মুকুটে ॥
গলে দিল হার সাপ, টঙ্কারী পিনাকচাপ,
ত্রিশূল খট্টাঙ্গ নিল করে ।
সাজিল শিবের সেনা, যক্ষ রক্ষ অগণনা,
ভূত প্রেত ভূচর খেচরে ॥
আগে ধায় যত দানা, চারিদিকে দিয়ে হানা,
মুখরব মহা কোলাহলে ।
ডম্বুরের ডিমি ডিমি, আকাশ পাতালভূমি,
কম্প হৈল ত্রৈলোক্যমণ্ডলে ॥

বৃষভ সাজায় বেগে, আনি নন্দী দিল আগে,
নানা রত্নে করিয়া ভূষণ।
ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ, যেন কদলীর পাত,
অতি শীঘ্র কৈল আরোহণ ॥
আগুদলে সেনাপতি, ময়ূর বাহনে গতি,
শক্তি করে করি ষড়ানন।
গণেশ চড়িয়া মূষ, করে ধরি পাশাঙ্কুশ,
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধ-মন ॥
বামে নন্দী মহাকাল, করে শূল শাল তাল,
পাছে ধায় ভৃঙ্গী তিন পাদ।
চলিলেন দেবরাজ, দেখিয়া শিবের সাজ,
তিনলোক গণিল প্রমাদ ॥
ক্ষণেকে ক্ষীরোদকূলে, উত্তরিলা সহ বলে,
যথা সিন্ধু মথে সুরাসুর।
কহে কাশীদাস দেবে, দ্রুতগতি চল সবে,
প্রণময়ে দেখিয়া ঠাকুর ॥

মহাদেবের প্রতি দেবগণের স্তুতি।

করযোড়ে দাণ্ডাইল সব দেবগণ।
শিব বলে মথ সিন্ধু দাঁড়াইয়া কেন ॥
ইন্দ্র বলে মথন হইল দেব শেষ।
নিবারিয়া মোদের গেলেন হৃষীকেশ ॥
একে ক্রোধে আছিলেন দেব মহেশ্বর।
দ্বিতীয় ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর ॥
শিব বলে এত গর্ব্ব তোমা সবাকার।
আমারে হেলন করি কর অহঙ্কার ॥
রত্নাকর মথি রত্ন নিলে সব বাঁটি।
কেহ চিত্তে না করিলে আছয়ে ধূর্জ্জটি ॥
যে করিলা তাহা কিছু না করিনু মনে।
আমি মথিবারে বলি করহ হেলনে ॥
এতেক বলিল যদি দেব মহেশ্বর।
ভয়েতে উত্তর কেহ না কহিল আর ॥
নিঃশব্দে রহিল যত দেবের সমাজ।
করযোড়ে বলয়ে কশ্যপ মুনিরাজ ॥

অবধান কর দেব পার্ব্বতীর কান্ত।
কহিব ক্ষীরোদসিন্ধু-মথন-বৃত্তান্ত ॥
পারিজাতমাল্য দুর্ব্বাসার গলে ছিল।
স্নেহে সেই মাল্য মুনি ইন্দ্রগলে দিল ॥
গজরাজ-আরোহণে ছিল পুরন্দর।
সেই মাল্য দিল তার দন্তের উপর ॥
সহজে মাতঙ্গ অনুক্ষণ মদে মত্ত।
পশুজাতি নাহি জানে মাল্য মুনিদত্ত ॥
শুণ্ডে জড়াইয়া ফেলাইল ভূমিতলে।
দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলে ॥
অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞা করিল।
মোর দত্ত পুষ্পরাজি ছিঁড়িয়া ফেলিল ॥
সম্পদে হইয়া মত্ত তুচ্ছ কৈল মোরে।
দিল শাপ লক্ষ্মী হত হবে পুরন্দরে।
ব্রহ্মশাপে লোকমাতা প্রবেশিল জলে।
লক্ষ্মী বিনা কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্যমণ্ডলে ॥
লোকের কারণে ব্রহ্মা কৃষ্ণে নিবেদিল।
সমুদ্র মথিতে আজ্ঞা নারায়ণ কৈল ॥
এই হেতু ক্ষীরোদ মথিল মহেশ্বর।
শেষ মথনের দড়ি মথিল মন্দর ॥
অনেক উৎপাত হৈল বরুণের পুরে।
লক্ষ্মী দিয়া স্তব বহু কৈল গদাধরে ॥
নিবারিয়া মথন গেলেন নারায়ণ।
পুনঃ তুমি আজ্ঞা কর মথন কারণ ॥
বিষ্ণুবলে বড় বলা আছিল অমর।
এবে বিষ্ণুতেজ বিনা শ্রান্ত কলেবর ॥
দ্বিতীয় মথন দড়ি নাগরাজ শেষ।
সাক্ষাতে আপনি তার দেখ সব ক্লেশ ॥
অঙ্গের যতেক হাড় সব হৈল চূর।
সহস্র মুখেতে লালা বহিছে প্রচুর ॥
বরুণের যত কষ্ট না হয় গণন।
আর আজ্ঞা নাহি কর করিতে মথন ॥
শিব বলে আমা হেতু মথ একবার।
আগমন অকারণ না হবে আমার ॥
শিববাক্য কার শক্তি লঙ্ঘিবারে পারে।
পুনরপি মথন করিল সুরাসুরে ॥

শ্রমেতে অশক্ত-কলেবর সর্ব্বজনা।
ঘনশ্বাস বহে যেন আগুনের কণা॥
অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল।
সহস্র মুখের পথে বিষ বাহিরিল॥
সিন্ধুর ঘর্ষণে অগ্নি সর্পের গরল।
দেবের নিশ্বাস-অগ্নি মন্দর-অনল॥
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল।
সমুদ্রে হইতে আচম্বিতে নিঃসরিল॥
প্রাতঃ হৈতে দিনকর তেজে যেন বাড়ে।
দাবানল-তেজে যেন শুষ্ক বন পোড়ে॥
যুগান্তের যম যেন হইল অনল।
মুহূর্ত্তেকে ব্যাপিলেক সমুদ্রের জল॥
দহিল সবার অঙ্গ বিষের জ্বলনে।
রহিতে না পারে ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে॥
পলায় সহস্র চক্ষু কুবের বরুণ।
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীনন্দন॥
অসুর রাক্ষস যক্ষ যত ছিল আর।
সকলের মনেতে লাগিল চমৎকার॥
পলাইয়া গেল যত ত্রৈলোক্যের জন।
বিষণ্ণ-বদনেতে চাহেন ত্রিলোচন॥
দূরেতে থাকিয়া দেবগণ করে স্তুতি।
রক্ষা কর ভূতনাথ অনাথের পতি॥
তোমা বিনা রক্ষাকর্ত্তা নাহি দেখি আন।
সংসার হইল নষ্ট তোমা বিদ্যমান॥
রাখ রাখ বিশ্বনাথ বিলম্ব না সয়।
ক্ষণেক হইলে আর হইবে প্রলয়॥
দেবতাগণের শুনি কাকুতি বচন।
বিষে দগ্ধ হয় সৃষ্টি দেখি ত্রিলোচন॥
বিশেষ চিন্তেন তিনি পূর্ব্ব অঙ্গীকার।
এবার মথনে সিন্ধু রত্ন যে আমার॥
আপন অর্জ্জিত সৃষ্টি তাহে করে নাশ।
হৃদয়ে চিন্তিয়া আশু হন কৃত্তিবাস॥
সমুদ্র জিনিয়া বিষ আকাশ পরশে।
আকর্ষণ করি হর নিলেন গণ্ডূষে॥
দূরে থাকি সুরাসুর দেখয়ে কৌতুকে।
করিলেন বিষপান একই চুমুকে॥

অঙ্গীকার পালন স্বধর্ম্ম দেখিবারে।
কণ্ঠেতে রাখেন বিষ না লন উদরে॥
নীলবর্ণ কণ্ঠ বিষ পিয়ে বিশ্বনাথ।
নীলকণ্ঠ নাম তেঁই হইল বিখ্যাত॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া যত ত্রৈলোক্যের জন।
কৃতাঞ্জলি করি হরে করেন স্তবন॥
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব-ধনের-ঈশ্বর।
তুমি যম সূর্য্য বায়ু সোম বৈশ্বানর॥
তুমি শেষ বরুণ নক্ষত্র বসু রুদ্র।
তুমি স্বর্গ ক্ষিতি অধঃ পর্ব্বত সমুদ্র॥
যোগ জ্ঞান বেদ শাস্ত্র তুমি যজ্ঞ জপ।
তুমি ধ্যান ধারণা সে তুমি উগ্রতপ॥
অকালে করিলা তুমি এ মহাপ্রলয়।
কি করিব মোরা আজ্ঞা দেহ মৃত্যুঞ্জয়॥
এত শুনি অনুজ্ঞা দিলেন মহেশ্বর।
রাখ ল'য়ে যথাস্থানে আছিল মন্দর॥
মন্থন নিবৃত্ত কর নাহি আর কাজ।
অনেক পাইলে কষ্ট দেবের সমাজ॥
এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবগণ।
লইতে মন্দর সবে করেন যতন॥
অমর তেত্রিশ কোটি অসুর যতেক।
মন্দর তুলিতে যত্ন করিল অনেক॥
কার' শক্তি নহিল তুলিতে গিরিবর।
তুলিয়া লইল গিরি শেষ বিষধর॥
যথাস্থানে মন্দর থুইল ল'য়ে শেষ।
নিবারিয়া সবে গেল যার সেই দেশ॥
কাশীরাম দাস কহে করিয়া বিনতি।
অনুক্ষণ নীলকণ্ঠ-পদে রহে মতি॥

অমৃতের নিমিত্ত ও সুরাসুরের যুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীরূপ ধারণ

মুনিগণ বলে শুন সূতের নন্দন।
শুনিলাম যে কথা সে অদ্ভুত কথন॥
অমর অসুর মিলি সমুদ্র মথিল।
উপজিল যত রত্ন দেবতারা নিল॥

রত্নের বিভাগ কিছু পায় কি অসুর ।
কহ শুনি সূতপুত্র শ্রবণে মধুর ॥
সৌতি বলে দৈত্যগণ একত্র হইয়া ।
দেবগণ হৈতে সুধা লইল কাড়িয়া ॥
সবে শ্রম করিলেন সমুদ্র মন্থনে ।
যে কিছু উঠিল সব নিল দেবগণে ॥
ঐরাবত হস্তী নিল বাজী উচ্চৈঃশ্রবা ।
লক্ষ্মী কৌস্তুভাদি মণি শত-চন্দ্র আভা ॥
অমরের ভাগে পাছে হয় সুধা হাণ্ডি ।
সকল লইল যেন শিশুগণে ভাণ্ডি ॥
এত বলি কাড়িয়া লইল দৈত্যগণ ।
দেব-দৈত্যে কলহ হইল ততক্ষণ ॥
মধ্যস্থ হইয়া হর কলহ ভাঙ্গিয়া ।
তবে দৈত্যগণ প্রতি কহেন ডাকিয়া ॥
অকারণে দ্বন্দ্ব সবে কর কি কারণ ।
সবার অর্জ্জিত সুধা লহ সর্ব্বজন ॥
শিবের বচনে সবে নিবৃত্ত হইল ।
কে বাটিয়া দিবে সুধা সকলে কহিল ॥
হেনকালে নারায়ণ ধরিয়া স্ত্রীবেশ ।
ধীরে ধীরে উপনীত হৈল সেই দেশ ॥
রূপেতে হইল আলো চতুর্দ্দশ পুর ।
সুবর্ণ-রচিত তাঁর চরণে নূপুর ॥
কোকনদ জিনি পদ মনোহর গতি ।
যে চরণে জন্মিলেন গঙ্গা ভাগীরথী ॥
যার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিবৃন্দ ।
লাখে লাখে পড়ে ঝাঁকে পেয়ে মধুগন্ধ ॥
যুগ্ম উরু রম্ভাতরু চারু দুই হাত ।
মধ্যদেশ হেরি ক্লেশ পায় মৃগনাথ ॥
নাভিপদ্ম জিনি পদ্ম অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ ।
কুচযুগ ভরা বুক দাড়িম্ব সমান ॥
ভুজ সম ভুজঙ্গম মৃণাল জিনিয়া ।
সুরাসুর মূর্চ্ছাতুর যাহারে হেরিয়া ॥
পদ্মবর জিনি কর চম্পক অঙ্গুলি ।
নখবৃন্দ জিনি ইন্দু প্রভা গুণশালী ॥
কোটি কাম জিনি ধাম বদন-পঙ্কজ ।
মনোহর ওষ্ঠাধর গরুড়-অগ্রজ ॥
নাসিকায় লজ্জা পায় শুক-চঞ্চুখানি ।
নেত্রদ্বয় শোভা হয় নীলপদ্ম জিনি ॥
পুষ্পচাপ হরে দাপ ভ্রু-দ্বয়-ভঙ্গিমা ।
ভালে প্রাতঃ দিননাথ দিতে নারে সীমা ॥
পীতবাস করে হাস স্থির সৌদামিনী ।
দন্তপাঁতি করে দ্যুতি মুক্তার গাঁথনি ॥
দীর্ঘকেশে পৃষ্ঠদেশে বেণী লম্বমান ।
আচম্বিতে উপনীত সবা বিদ্যমান ॥
দৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বগাত্রে কামাগ্নি দহিল ।
সুরাসুর তিনপুর ঢলিয়া পড়িল ॥
সবে মূর্চ্ছাগত হৈল দেখিয়া মোহিনী ।
কতক্ষণে চেতন পাইল শূলপাণি ॥
মোহিনীর প্রতি হর একদৃষ্টে চান ॥
দুই ভুজ প্রসারিয়া ধরিবারে যান ॥
কন্যা বলে যোগী তোর কেমন প্রকৃতি ।
ঘনাইয়ে আস বুড়া হ'য়ে ছন্নমতি ॥
এত বলি নারায়ণ যান শীঘ্রগতি ।
পাছে পাছে ধাইয়া চলেন পশুপতি ॥
হর বলে হরিণাক্ষি মুহূর্ত্তেক রহ ।
দাঁড়াইয়া তুমি মোরে এক কথা কহ ॥
কে তুমি কোথায় থাক কাহার নন্দিনী ।
কি হেতু আইলে তুমি কহ সত্যবাণী ॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত আছে রূপবতী ।
তব পদ-নখ-তুল্য নহে কার' জ্যোতি ॥
দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শচী, অরুন্ধতী ।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, রতি ॥
নাগিনী, মানুষী, দেবী ত্রৈলোক্যবাসিনী ।
সবে মোরে জানে আমি সবাকারে জানি ॥
ব্রহ্মাণ্ডে আছহ কভু না শুনি না দেখি ।
কোথা হৈতে এলে কহ সত্য শশীমুখী ॥
কন্যা বলে বুড়া তোর মুখে নাহি লাজ ।
তোরে পরিচয় দিতে আমার কি কাজ ॥
তৈল বিনে বিভূতি মাথায় জটাভার ।
তাম্বূল বিহনে দন্ত স্ফটিক আকার ॥
বসন না মিলে পরিধান ব্যাঘ্রছড়ি ।
দীঘল করের ন'খ পাকা গোঁফদাড়ী ॥

অঙ্গের দুর্গন্ধে উঠে মুখেতে বমন।
না জানি আছয়ে কি না বদনে দশন ॥
মম অঙ্গ গন্ধে দেখ ব্রহ্মাণ্ড পূরিত।
অঙ্গের ছটাতে দেখ ত্রৈলোক্য দীপিত ॥
কোন লাজে চাহ তুমি করিতে সম্ভাষ।
কেমন সাহসে তুমি আইস মম পাশ ॥

—

মোহিনীর সহিত হরের মিলন।

হর বলে হরিণাক্ষি কেন দেহ তাপ।
মম সহ কভু নহে তোমার আলাপ ॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে আছে যত মহাপ্রাণী।
সবার ঈশ্বর আমি জান বরাননি ॥
ব্রহ্মার পঞ্চম শির ন'খে ছেদি দিল।
বহুকাল সেবি বিষ্ণু অভয় পাইল ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
সব লোকপাল করে মোর আরাধন ॥
জ্ঞানযোগে মৃত্যু আমি করিলাম জয়।
আমার নয়নানলে কাম ভস্ম হয় ॥
মহামায়া বলে যাঁরে ত্রৈলোক্যমোহিনী।
বিষ্ণু অংশ জন্মে গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥
দাসী হ'য়ে সেবে মোর চরণ-অম্বুজে।
মনোরথ লভে সেই যেবা মোরে পূজে ॥
ত্যজ মান মনোরমে করহ সম্ভাষ।
আমায় ভজিলে হবে সিদ্ধ অভিলাষ ॥
কন্যা বলিলেন যোগী জানিনু এক্ষণে।
তোমারে মহেশ বলি বলে সর্ব্বজনে ॥
ব্যর্থ জপ তপ তোর, ব্যর্থ যোগ জ্ঞান।
ব্যর্থ তোর পঞ্চমুখে রাম নাম গান ॥
ব্যর্থ জটা ভস্ম মাখ, ব্যর্থ তুমি যোগী।
ভণ্ডতা করিয়া লোকে বলহ বৈরাগী ॥
কামিনী দেখিয়া এত হইলা বিহ্বল।
কামে দগ্ধ কৈলে কোন লাজে হেন বল ॥
হর বলে মনোহরা কর অবধান।
তব অঙ্গ দেখি মম হরিলেক জ্ঞান ॥
করিলাম এক কাম দহন নয়নে।
কোটি কাম জ্বলিতেছে তব চক্ষুকোণে ॥
তপ জপ যোগ জ্ঞান নিবৃত্তি বৈরাগ্য।
এ সকল কর্ম্মে যদি হয় শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ॥
এই বাঞ্ছা হয় তুমি করহ পরশ।
আলিঙ্গন দেহ তুমি হইয়া হরষ ॥
যতেক করিনু তপ জপ রামনাম।
জটা ভস্ম দিগ্‌বাস শ্মশানের ধাম ॥
তার সমুচিত ফল মিলাইল বিধি।
এতকালে পাইলাম তোমা হেন নিধি ॥
সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পিনু তোমার চরণে।
কৃপা করি আলিঙ্গন দেহ বরাননে ॥
হরবাক্য শুনিয়া বলেন হয়গ্রীব।
অপ্রাপ্য দ্রব্যের কেন বাঞ্ছা কর শিব ॥
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিবারে পারে যেইজন।
অন্যমনা না হবে আমাতে একমন ॥
কায়মনোবাক্যে করে আমার ভজন।
সে জনেরে যাচি আমি দিব আলিঙ্গন ॥
শঙ্কর বলেন এই সত্য অঙ্গীকার।
আজি হৈতে তোমা বিনা না ভজিব আর ॥
ত্যজিলাম সর্ব্ব কর্ম্ম ভার্য্যা পুত্রগণ।
সেবিব তোমার পদ দেহ আলিঙ্গন ॥
হরি বলে কত আর করহ ভণ্ডন।
কেমনে ত্যজিবে তুমি ভার্য্যা পুত্রগণ ॥
এক ভার্য্যা রাখিয়াছ জটার ভিতরে।
আর ভার্য্যা রাখিয়াছ অর্দ্ধ কলেবরে ॥
হর বলে হরিণাক্ষি কেন হেন কহ।
ত্যজিলাম স্পষ্ট তুমি কর অনুগ্রহ ॥
কি ছার সে নারী পুত্র নামে লও তার।
শত শত দুর্গা গঙ্গা নিছনি তোমার ॥
দাসী হ'য়ে সেবিবে সে আমি হব দাস।
কৃপা করি বরাননি পুরাও এ আশ ॥
যদি তুমি নিশ্চয় না দিবে আলিঙ্গন।
তোমার উপরে বধ দিব এইক্ষণ ॥
নেউটি আমার পানে চাহ চারুমুখে।
হের মরি ত্রিশূল মারিয়া নিজ বুকে ॥

পথে যেতে সমুদ্র দেখিল দুইজন।
পর্ব্বত-আকর তাহে জলচরগণ ॥
শতেক যোজন কেহ বিংশতি যোজন।
কুম্ভীর কচ্ছপ মৎস্য আদি জন্তুগণ ॥
হেনমতে কৌতুক দেখিয়া দুইজন।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যথা করিল গমন ॥
নিকটেতে গিয়া দোঁহে করে নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণবর্ণ দেখে ঘোঁড়া অতি সুলক্ষণ।
দেখিয়া বিনতা হৈল বিষণ্ণ-বদন।
অঙ্গীকারে কৈল সপত্নীর দাসীপণ ॥

গরুড়ের জন্ম ও সূর্য্যের রথে অরুণের স্থাপন।

হেনমতে দাসীপণে আছেন বিনতা।
মহাবীর গরুড়ের জন্ম হৈল হেথা ॥
ডিম্ব ফাটি বাহির হইল আচম্বিতে।
দেখিতে দেখিতে দেহ লাগিল বাড়িতে ॥
প্রাতঃ হৈতে যেন ক্রমে সূর্য্যতেজ বাড়ে।
বনে অগ্নি দিলে যেন দশ দিক্ বেড়ে ॥
কামরূপী বিহঙ্গম মহাভয়ঙ্কর।
নিশ্বাসে উড়িয়া যায় যতেক শিখর ॥
বিদ্যুৎ আকার অঙ্গ লোহিত লোচন।
ক্ষণমাত্রে মুণ্ড গিয়া ঠেকিল গগন ॥
যুগান্তের অগ্নি যেন দেখে সর্ব্বজনে।
সুরাসুর কম্পবান হইল গর্জ্জনে ॥
অগ্নি হেন জানি সবে করি যোড়কর।
অগ্নির উদ্দেশে স্তব করিল বিস্তর ॥
অগ্নি বলে আমারে এ স্তুতি কর কেনে।
আপনা সম্বর বলি বলে দেবগণে ॥
অগ্নি বলে আমি নহি বিনতা নন্দন।
সর্ব্বলোক হিতকারী হিংস্রক-হিংসন ॥
না করিহ ভয় কেহ থাক মম সঙ্গে।
আনন্দিত হ'য়ে সবে দেখহ বিহঙ্গে ॥
এত শুনি দেবগণ অগ্নির বচন।
যোড়হাত করি করে গরুড়ে স্তবন ॥

ভীমরূপ তোমার দেখিতে ভয়ঙ্কর।
সম্বরহ নিজ রূপ বিনতা-কোঙর ॥
তোমার তেজেতে চক্ষু মেলিবারে নারি।
তোমার গর্জ্জনে লাগে কর্ণদ্বয়ে তালি ॥
কশ্যপের পুত্র তুমি হও দয়াবান্।
নিজ তেজ সম্বরহ কর পরিত্রাণ ॥
দেবতার স্তবে তুষ্ট হৈল খগেশ্বর।
আশ্বাসিয়া সম্বরিল নিজ কলেবর ॥
তবে পক্ষিরাজ বীর অরুণে লইয়া।
আদিত্যের রথে তারে বসাইল গিয়া ॥
বিষম সূর্য্যের তেজে পোড়ে ত্রিভুবন।
অরুণের আচ্ছাদনে হৈল নিবারণ ॥
মুনিগণ বলে কহ ইহার কারণ।
কোন্ হেতু ত্রিভুবন দহেন তপন ॥
সৌতি বলে যেইকালে অমৃত বাটিল।
মায়া করি রাহু তথা অমৃত খাইল ॥
হেনকালে সূর্য্য বাক্যে দেব নারায়ণ।
চক্রেতে তাহার মুণ্ড করেন ছেদন ॥
সূর্য্যের হইল পাপ তাহার কারণে।
সেই ক্রোধে রাহু গ্রাসে পাপগ্রহ দিনে ॥
সূর্য্যের হইল ক্রোধ যত দেবগণে।
ডাকিয়া বলিনু আমি সবার কারণে ॥
সবে দেখে কৌতুক আমায় করে গ্রাস।
এই হেতু সৃষ্টি আমি করিব বিনাশ ॥
আপনার তেজেতে পোড়াব ত্রিভুবন।
এত চিন্তি মহাতেজ ধরিল তপন ॥
দেবগণ নিবেদিল ব্রহ্মার গোচর।
ত্রৈলোক্য দহিতে তেজ ধরে দিনকর ॥
ব্রহ্মা বলে ভয় না করহ দেবগণ।
ইহার উপায় এক করিব রচন ॥
কশ্যপের পুত্র হবে বিনতা-উদরে।
রবিতেজ নিবারিবে সেই মহাবীরে ॥
কিছু দিন কষ্ট সহি থাক সর্ব্বজন।
এত শুনি প্রবোধ পাইল দেবগণ ॥

সুধা আনিতে গরুড়ের স্বর্গে গমন ও গজ-কূর্ম্মের বিবরণ।

অরুণে লইয়া স্কন্ধে বিনতা নন্দন।
সূর্য্যরথে যত্ন করি করিল স্থাপন॥
অশ্বদড়ি কড়িয়ালি ধরি বাম হাতে।
রহিল অরুণ সে সারথি হৈয়া রথে॥
সূর্য্যরথে ভাইকে রাখিয়া পক্ষিরাজ।
জননীর ঠাঁই গেল ক্ষীরসিন্ধু মাঝ॥
দুঃখিত জননী দেখি মলিন-বদন।
মায়ের নিকটে গিয়া করিল বন্দন॥
পুত্র দেখি বিনতার খণ্ডিল বিষাদ।
আশ্বাসিয়া গরুড়েরে করে আশীর্ব্বাদ॥
হেনকালে কদ্রু ডাকি বলে বিনতারে।
রম্যক দ্বীপেতে চল স্কন্ধে করি মোরে॥
রম্যক দ্বীপেতে মোর পুত্রের আলয়।
ত্বরিতে লইয়া চল বিলম্ব না সয়॥
কদ্রুরে করিল স্কন্ধে বিনতাসুন্দরী।
নাগগণে গরুড় লইল স্কন্ধে করি॥
নাগগণে স্কন্ধে করি গরুড় উড়িল।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য-মণ্ডলে চলিল॥
সূর্য্যের কিরণে পোড়ে যত নাগগণ।
নাগমাতা দেখে পুড়ি মরিছে নন্দন॥
পুড়ি মরে নাগগণ নাহিক উপায়।
আকুল হইয়া কদ্রু স্মরে দেবরায়॥
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি দেব শচীপতি।
আমার কুমারগণে কর অব্যাহতি॥
বহুবিধ স্তুতি কৈল কদ্রু পুরন্দরে।
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল ডাকি সব জলধরে॥
ততক্ষণে মেঘগণ ঢাকিল আকাশ।
জল বৃষ্টি করিয়া ভরিল দিশপাশ॥
তবে খগপতি সব ল'য়ে নাগগণে।
রম্যক দ্বীপেতে বীর গেল ততক্ষণে॥
নাগের আলয় দ্বীপ অতি মনোহর।
কাঞ্চনে মণ্ডিত গৃহ প্রবাল প্রস্তর॥
ফল ফুলে সুশোভিত চন্দনের বন।
মলয় সুগন্ধি বায়ু বহে অনুক্ষণ॥
আপনার আলয়ে বসিল নাগগণ।
গরুড়ে চাহিয়া তবে বলিল বচন॥
উড়িবার শক্তি বড় আছয়ে তোমার।
চড়িয়া তোমার স্কন্ধে করিব বিহার॥
আর এক দ্বীপে ল'য়ে চল খগেশ্বর।
শুনিয়া গরুড় গেল মায়ের গোচর॥
গরুড় কহিল মাতা কহ বিবরণ।
পুনরপি স্কন্ধে নিতে বলে নাগগণ॥
প্রভু যেন আজ্ঞা করে সেবকের তরে।
কি হেতু এমন বাক্য বলে বারে বারে॥
একবার স্কন্ধে কৈনু তোমার আজ্ঞায়।
পুনরপি বলে দেহে সহনে না যায়॥
বিনতা বলিল পুত্র দৈবের লিখন।
আমি তার দাসী তুমি তাহার নন্দন॥
গরুড় বলিল মাতা কহ বিবরণ।
তুমি তার দাসী হৈলে কিসের কারণ॥
বিনতা বলিল পূর্ব্বে বিমাতার সনে।
উচ্চৈঃশ্রবা হেতু আমি হারিলাম পণে॥
দাসীপণে সেই হৈতে খাটি তার আমি।
তেকারণে দাসীপুত্র হৈলা বাপু তুমি॥
এত শুনি মহাক্রোধে কহিল সুপর্ণ।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে চক্ষু রক্তবর্ণ॥
মায়ে এড়ি গেল তবে বিমাতা নিকটে।
কদ্রুর নিকটে বীর কহে করপুটে॥
আজ্ঞা কর জননী গো করি নিবেদন।
কিমতে মায়ের হবে দাসীত্ব মোচন॥
কদ্রু বলে মুক্ত যদি করিবে জননী।
তবে তুমি অমৃত আমারে দেহ আনি॥
এত শুনি খগবর আনন্দ অপার।
মায়ের নিকটে বীর গেল আরবার॥
যা বলিল সর্পমাতা মায়েরে কহিল।
না ভাবিহ আর, দুঃখ অবসান হৈল॥
এখনি আনিব সুধা চক্ষু পালটিতে।
ক্ষুধায় উদর জলে দেহ কিছু খেতে॥
জননী বলিল যাও সমুদ্রের ধারে।
তথা আছে নিশাচর খাও সবাকারে॥

কিন্তু কহি তাহে এক দ্বিজবর আছে।
বুঝিয়া খাইবে বাপু দ্বিজে খাও পাছে ॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ জাতি কহিনু তোমারে।
ক্ষুধায় আকুল বাছা খাও পাছে তারে ॥
অগ্নি সূর্য্য বিষ হ'তে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণ-কোপেতে বাছা নাহিক নিস্তার ॥
গরুড় বলিল যদি তাদৃশ ব্রাহ্মণ।
কোন চিহ্ন ধরে দ্বিজ কেমন বরণ ॥
বিনতা বলিল তুমি ক্ষুধায় আকুল।
চিনিয়া খাইতে দুঃখ পাইবে বহুল ॥
খাইতে তোমার কষ্ট জন্মিবে যখন।
নিশ্চয় জানিবে পুত্র সেই সে ব্রাহ্মণ ॥
এত বলি বিনতা করিল আশীর্ব্বাদ।
যাও পুত্র অমৃত আনহ অপ্রমাদ ॥
ইন্দ্র যম আদিত্য কুবের হুতাশন।
তোমারে জিনিতে শক্ত নহে কোনজন ॥
এত শুনি খগবর করিল মেলানি।
মায়ে প্রণমিয়া বীর উড়ল তখনি ॥
গরুড় উড়িতে তিন ভুবন কাঁপিল।
প্রলয়ের প্রায় যেন সিন্ধু উথলিল ॥
পাখসাটে পর্ব্বত উড়িয়া যায় দূরে।
গর্জ্জনে লাগিল তালা সুরাসুর নরে।
কৈবর্ত্তের দেশ দেখি মুখ বিস্তারিল।
নিশ্বাস সহিতে সব মুখে প্রবেশিল ॥
আছিল ব্রাহ্মণ এক তাহার ভিতরে।
অগ্নির সমান জ্বলে গরুড় উদরে ॥
গরুড় স্মরিল তবে মায়ের বচন।
ডাকিয়া বলিল শীঘ্র নিঃসর ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ বলিল নিঃসরিব কি প্রকারে।
ভার্য্যা মোর পুড়ে মরে তোমার উদরে ॥
কৈবর্ত্তিনী ভার্য্যা মোর প্রাণের সমান।
ভার্য্যা বিনা আমি না রাখিব এই প্রাণ ॥
গরুড় বলিল দ্বিজ মোর বধ্য নহে।
ব্রাহ্মণ পরম ধন সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
ধরিয়া ভার্য্যার হাত আইস বাহিরে।
এত শুনি ধরে দ্বিজ কৈবর্ত্তিনী-করে ॥
লইয়া আপন ভার্য্যা হইল বাহির।
অন্তরীক্ষে উড়িল গরুড় মহাবীর ॥
হেনকালে গরুড়েরে কশ্যপ দেখিল।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল ॥
গরুড় বলিল পিতা আছি যে কুশলে।
সকল কুশল মাত্র ভক্ষ্য নাহি মিলে ॥
মায়ের বচনে খাইলাম নিশাচর।
না হইল ক্ষুধা শান্তি পুড়িছে উদর ॥
বিমাতার বাক্যে যাই অমৃত আনিতে।
ক্ষুধায় অবশ তনু জ্বলি উদরেতে ॥
তুমি আর কিছু মোরে দেহ খাইবারে।
ভাল করি দেহ গো উদর যেন পুরে ॥
কশ্যপ বলেন তবে শুন খগেশ্বর।
দেব নরে বিখ্যাত আছয়ে সরোবর ॥
গজ-কূর্ম্ম দুইজন তথা যুদ্ধ করে।
তাহার বৃত্তান্ত শুন আমার গোচরে ॥
বিভাবসু সুপ্রতীক দুই সহোদর।
মহাধনে ধনী তারা মুনির কোঙর ॥
শত্রুগণ দোঁহারে করিল ভেদাভেদ।
ধনের কারণে দোঁহে হইল বিচ্ছেদ ॥
সুপ্রতীক কনিষ্ঠ সে পৃথক হইল।
আপনার সমুচিত বিভাগ মাগিল ॥
শত্রুগণে বলিল অনেক ধন আছে।
আপন উচিত ভাগ ছাড়ি দেহ পাছে ॥
বিভাবসু জ্যেষ্ঠ কহে এ ভাগ উহার।
অকারনে দ্বন্দ করে সহিত আমার ॥
দোঁহা কারে এইমত কহে শত্রুজনে।
বহুদিন এইমত দ্বন্দ দুইজনে ॥
নিত্য আসি সুপ্রতীক ভ্রাতে মাগে ধন।
ক্রোধে বিভাবসু শাপ দিল ততক্ষণ ॥
যে কিছু তোমার ভাগ তাহা দিনু আমি।
না লইয়া পরবাক্যে দ্বন্দ্ব কর তুমি ॥
নিত্য আসি জঞ্জাল করহ মোর সনে।
দিনু শাপ গজ হ'য়ে থাক গিয়া বনে ॥
সুপ্রতীক বলে মোর ভাগ নাহি দিয়া।
শাপ দাও বল মোরে কিসের লাগিয়া ॥

তুমি ও কচ্ছপ হও জলের ভিতরে।
দুইজনে দুই শাপ দিলেন দোঁহারে॥
গজ গেল অরণ্যে কচ্ছপ গেল জলে।
ভাই সহ বিসম্বাদ কৈল হেন ফলে॥
পরবাক্যে ভাই সহ করে যে বিবাদ।
অতি ক্লেশ জন্মে পরে হয় ত প্রমাদ॥
সেই সে কচ্ছপ আছে জলের ভিতর।
যুড়িয়া যোজন দশ তার কলেবর॥
তাহার দ্বিগুণ হয় হস্তীর শরীর।
নিত্য আসি যুদ্ধ করে সরোবর-তীর॥
সেই গজ-কূর্ম্ম গিয়া করহ ভক্ষণ।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে বিনতা নন্দন॥
ত্রিভুবন-পরাজয়ী হও মহাবীর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তব রাখুন শরীর॥
কশ্যপের আজ্ঞা পেয়ে গরুড় সত্বর।
চক্ষুর নিমিষে গেল যথা সরোবর॥
আকাশ হইতে দেখে বিনতানন্দন।
বন হতে গজ নিঃসরিল ততক্ষণ॥
সরোবর তীরে আসি করিলা গর্জ্জন।
ক্রোধ করি কূর্ম্ম দেখা দিল ততক্ষণ॥
মহাযুদ্ধ দুইজনে কহনে না যায়।
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা দেখে খগরায়॥
এক নখে গজ ধরি কূর্ম্ম আর ন'খে।
চক্ষুর নিমিষে উড়ি গেল তপোলোকে॥
কোথায় খাইব বলি ভাবে মনে মন।
বৃক্ষ নানাজাতি দেখে পরশে গগন॥
রোহিণী নামেতে বৃক্ষ অতি উচ্চতর।
জানিয়া গরুড়ে ডাকি বলিল সত্বর॥
মোর ডাল দেখ শত যোজন বিস্তার।
সুস্থ হ'য়ে ইথে বসি করহ আহার॥
বৃক্ষের বচন শুনি বিনতা নন্দন।
ডালেতে বসিল গিয়া করিতে ভক্ষণ॥
ভাঙ্গিল বৃক্ষের ডাল গরুড়ের ভরে।
বালখিল্য মুনিগণ তাহে তপ করে॥
শাখা ধরি অধোমুখে আছে মুনিগণ।
দেখিয়া হইল ভীত বিনতা নন্দন॥
ফেলিলে ভূমিতে ডাল মরিবেক মুনি।
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল মনে ভয় গণি॥
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল গজ-কূর্ম্ম নখে।
বহুদিন গরুড় উড়িল হেন পাকে॥
দেখিল কশ্যপ গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
গরুড়ের মুখে ডাল দেখি বিপরীতে॥
বালখিল্য মুনিগণ হতেছে লম্বিত।
তার ভয়ে গরুড় হইল সবিস্মিত॥
কশ্যপ বলেন পুত্র করিলা কি কাজ।
হের দেখ ডালে আছে মুনির সমাজ॥
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ষাটি সহস্র ব্রাহ্মণ।
উপায় করহ ক্রোধ নহে যতক্ষণ॥
তবে ত কশ্যপ মুনি করি যোড়কর।
মুনিগণে নতি স্তুতি করিল বিস্তর॥
এই ত গরুড় হয় সবাকার হিত।
তেকারণে ক্রোধ তারে না হয় উচিত॥
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হ'য়ে ঋষিগণ।
হিমালয় গিরিপরে করিল গমন॥
খগেশ্বর তবে জিজ্ঞাসিল কশ্যপেরে।
ফেলিব কোথায় ডাল আজ্ঞা কর মোরে॥
কশ্যপ বলিল যাও কিংপুরুষ গিরি।
জীব জন্তু নাহি সেই পর্ব্বত উপরি॥
কশ্যপের আজ্ঞা পেয়ে বীর খগেশ্বর।
ফেলিল সে ডাল ল'য়ে পর্ব্বত উপর॥
গজ-কূর্ম্ম খাইলেক পর্ব্বতে বসিয়া।
অমৃত আনিতে যায় সুতৃপ্ত হইয়া॥
মহাতেজে গগনে উঠিল খগেশ্বর।
পাখসাটে উড়ি গেল পর্ব্বত-শিখর॥
দিনকর আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার।
অমরনগরে হৈল উৎপাত অপার॥
উল্কাপাত নির্ঘাত হইছে ঘনে ঘন।
ঘোর বায়ু মেঘে করে রক্ত বরিষণ॥
শচীপতি বৃহস্পতি প্রতি জিজ্ঞাসিল।
এত অমঙ্গল কেন স্বর্গেতে হইল॥
বৃহস্পতি বলিল তোমার পূর্ব্ব-পাপে।
আইসে গরুড় পক্ষী অদ্ভুত প্রতাপে॥

ধার কারণে আইসে বিনতানন্দন।
অবশ্য লইবে সুধা জিনি দেবগণ ॥
এত শুনি কুপিত হইল পুরন্দর।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল যত অনুচর ॥
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা যত দেবগণ।
সুসজ্জ হইল সবে করিবারে রণ ॥
মুনিগণ বলে শুন সূর্য্যের নন্দন।
ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ ॥
কামরূপী পক্ষী সেই মহাবলধর।
কি হেতু হইল কহ করিয়া বিস্তার ॥
সৌতি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার ॥

ইন্দ্রের প্রতি বালখিল্যাদি মুনির শাপ।

তপ করে পর্ব্বতে কশ্যপ মুনিবর।
ইন্দ্র আদি যত দেবতার অনুচর ॥
যজ্ঞকাষ্ঠ আনিবারে গেল মুনিগণ।
ইন্দ্র যম সূর্য্য বায়ু আদি যত জন ॥
ভাঙ্গিয়া লইল কাষ্ঠ মাথার উপর।
পর্ব্বত সমান বোঝা নিল পুরন্দর ॥
শীঘ্রগতি কাষ্ঠ ফেলি আসিল তখনি।
পথেতে দেখিল যত বালখিল্য মুনি ॥
পলাশের পত্র সবে লইয়া মাথায়।
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ সবে ধীরে ধীরে যায় ॥
কত দূর গিয়া সবে গোক্ষুরে দেখিয়া।
পার হৈতে নাহি পারে রহে দাণ্ডাইয়া ॥
তাহা দেখি হাসিতে লাগিল দেবরাজ।
দেখিয়া করিল ক্রোধ মুনির সমাজ ॥
উপহাস করিলি করিয়া অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণেরে নাহি চিন দুষ্ট দুরাচার ॥
বালখিল্য মুনিগণ এতেক ভাবিল।
আর ইন্দ্র করিবারে যজ্ঞ আরম্ভিল ॥
ইন্দ্র হ'তে শতগুণ বলিষ্ঠ হইবে।
কামরূপী মহাকাল ত্রৈলোক্যে জিনিবে ॥
এই হেতু যজ্ঞ করে মহামুনিগণ।
শুনিয়া কশ্যপে ইন্দ্র করে নিবেদন ॥
শীঘ্রগতি গেল তেঁই যজ্ঞের সদন।
মুনিগণ প্রতি তবে বলিল বচন ॥
দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মারে সেবিল।
দেবের ঈশ্বর করি ব্রহ্মা নিয়োজিল ॥
অন্য ইন্দ্র হেতু যজ্ঞ কর কি কারণ।
ব্রহ্মার বচন চাহ করিতে লঙ্ঘন ॥
ব্রহ্মার বচন রাখ হও সবে প্রীত।
আজ্ঞা কর মুনিগণ যে হয় উচিত ॥
বালখিল্য বলে যজ্ঞে পাই বহু কষ্ট।
রাখিতে তোমার বাক্য সব হৈল নষ্ট ॥
কশ্যপ বলেন ভ্রষ্ট হবে কি কারণ।
হউক পক্ষীন্দ্র যে জিনিবে ত্রিভুবন ॥
মুনিগণে সম্বোধিয়া বলে পুরন্দরে।
আর উপহাস নাহি কর ব্রাহ্মণেরে ॥
ব্রাহ্মণেরে না দেখিয়া কর' অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে কার' নাহিক নিস্তার।
এত শুনি দেবরাজ করিল মেলানি।
বিনতারে বলেন কশ্যপ মহামুনি ॥
সফল করিলা ব্রত শুন গুণবতী।
তোমার গর্ভেতে হবে খগেন্দ্র উৎপত্তি ॥
এত শুনি বিনতার আনন্দ বিস্তর।
হেনমতে পক্ষী হৈল খগেন্দ্র কোঙর ॥
তবে ত গরুড় পক্ষী গেল সুরালয়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সবে করে ভয় ॥
যে দেবের হাতে ছিল যেই প্রহরণ।
চতুর্দ্দিক হ'তে সবে করে বরিষণ ॥
শেল শূল জাঠা শক্তি ভূষণ্ডি তোমর।
পরিঘ পরশু চক্র মুষল মুদ্গর ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন করে বরিষণ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি করে দেবগণ ॥
কামরূপী পক্ষিরাজ নির্ভয় শরীর।
দেবের চরিত্র দেখি হাসে মহাবীর ॥
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
যত অস্ত্র মারে তত তার তেজ বাড়ে ॥
জিনিয়া মেঘের শব্দ গরুড় গর্জ্জন।
দেবের চরিত্র দেখি ভাবে মনে মন ॥

ইন্দ্র আদি দেবগণ সকলে অবোধ ।
না জানিয়া মম সনে করিছে বিরোধ ॥
পলকে মারিতে পারি সবে অনায়াসে ।
সাধিব আপন কার্য্য কি ফল বিনাশে ॥
এত চিন্তি ততক্ষণ বিনতানন্দন ।
পাখসাটে ধূলি-পূর্ণ করিল গগন ॥
অনিমিষ নয়নে দেখেন দেবগণ ।
ধূলায় পূরিল অঙ্গ চিন্তে সর্ব্বজন ॥
পুরহূত পুরমাঝে যত রত্ন ছিল ।
গরুড়ের পাখ-সাটে সকলি ভাঙ্গিল ॥
পবনেরে আজ্ঞা দিল দেব পুরন্দর ।
ধূলা উড়াইয়া তুমি ফেলহ সত্বর ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় ধূলা উড়ায় পবন ।
পুনঃ আসি গরুড়ে বেড়িল সর্ব্বজন ॥
চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র করে বরিষণ ।
দেখিয়া রুষিল বীর বিনতানন্দন ॥
পাখসাট মারি কারে নখে বিদারিল ।
যে পড়ে সম্মুখে ঠোঁটে চিরিয়া ফেলিল ॥
সংঘাতে জর্জ্জর করে সবার শরীর ।
মস্তক ভাঙ্গিল কার' বুক হৈল চির ॥
ফেলে চারিদিকে পাখসাটে উড়াইয়া ।
যাম্যে যম পূর্ব্বে ইন্দ্র যায় পলাইয়া ॥
পশ্চিমে দ্বাদশ রবি পালাইল ডরে ।
অশ্বিনীকুমার দোঁহে পলায় উত্তরে ॥
পুনঃ আসি যুদ্ধ করে যত দেবগণ ।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ অমৃত কারণ ॥
কামরূপী বিহঙ্গম বলে মহাবল ।
অতি ক্রোধে হৈল যেন জ্বলন্ত অনল ॥
প্রলয়-অনল যেন দহে সর্ব্বজন ।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দেবগণ ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি জিনিয়া সমরে ।
চন্দ্রলোকে উত্তরিল নিমেষ ভিতরে ॥
চন্দ্রের নিকটে গিয়া দেখে মহাবল ।
চতুর্দ্দিক বেড়িয়াছে জ্বলন্ত অনল ॥
অগ্নি দেখি উপায় করিল খগবর ।
সুবর্ণের অঙ্গ হৈয়া প্রবেশে ভিতর ॥
অগ্নি পার হ'য়ে তবে দেখে খগেশ্বর ।
তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার চক্র ভ্রমে নিরন্তর ॥
মক্ষিকা পড়িলে তাহে হয় শতখান ।
হেন চক্র গরুড় দেখিল বিদ্যমান ॥
সূচীর প্রমাণ ছিদ্র ছিল চক্রমাঝ ।
ততোধিক ক্ষুদ্র তথা হৈল পক্ষি-রাজ ॥
চক্র পার হয়ে তবে বিনতানন্দন ।
অমৃত করিল পান আনন্দিত-মন ॥
ঢাকিয়া লইল সুধা পাখার ভিতর ।
অতিবেগে তথা হৈতে চলিল সত্বর ॥
কামরূপী মহাকায় বিনতানন্দন ।
সেরূপে যাইতে ইচ্ছা করিল তখন ॥
চক্র-অগ্নি লঙ্ঘিয়া আইল খগবর ।
এ সব কৌতুক দেখি ক্রোধে চক্রধর ॥
শূন্যে আইসেন যথা বিনতানন্দন ।
দুইজনে যুদ্ধ হৈল না যায় কথন ॥
চতুর্ভুজে চারি অস্ত্রে যুঝে নারায়ণ ।
পাখসাটে গরুড় করয়ে নিবারণ ॥
আঁচড় কামড় আর মারে পাখসাট ।
ক্ষুব্ধ হয় গোবিন্দের হৃদয়-কপাট ॥
অনেক হইল যুদ্ধ লিখন না যায় ।
তুষ্ট হৈয়া গরুড়ে বলেন দেবরায় ॥
তোমার বিক্রমে তুষ্ট হ'লাম খেচর ।
মনোনীত মাগ তুমি আমি দিব বর ॥
গরুড় বলিল যদি দিবে তুমি বর ।
তোমা হৈতে উচ্চেতে বসিব নিরন্তর ॥
অজয় অমর হৈব অজিত সংসারে ।
বিষ্ণু কন যাহা ইচ্ছা দিলাম তোমারে ॥
বর পেয়ে হৃষ্টচিত্তে বলে খগেশ্বর ।
আমি বর দিব তুমি মাগ গদাধর ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি যদি দিবে বর ।
আমার বাহন তুমি হও খগেশ্বর ॥
গরুড় বলিল মম সত্য অঙ্গীকার ।
নিশ্চয় বাহন আমি হইব তোমার ॥
উচ্চস্থল দিতে যে আমারে দিলে বর ।
শ্রীহরি বলেন বৈস রথের উপর ॥

এইমত দোঁহাকারে দোঁহে বর দিয়া।
তথা হৈতে চলে বীর অমৃতে লইয়া ॥
পবন অধিক হয় গরুড়ের গতি।
দৃষ্টিমাত্রে সুরলোকে গেল মহামতি ॥
আছিল পরম ক্রোধে দেব পুরন্দর।
মহাতেজে মারে বজ্র গরুড় উপর ॥
হাসিয়া গরুড় বলে শুন দেবরাজ।
বজ্র অস্ত্র ব্যর্থ হৈলে পাবে বড় লাজ ॥
মুনি-অস্থিজাত অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
শত বজ্র হৈলে মম কি করিতে পারে ॥
তথাপি মুনির বাক্য করিতে পালন।
একগুটি পাখা দিব বজ্রের-কারণ ॥
এত বলি এক পাখা ঠোঁটে উপাড়িয়া।
ইন্দ্র মারে বজ্র তাতে দিল ফেলাইয়া ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন দেব পুরন্দর।
সবিনয়ে বলে শুন ওহে খগেশ্বর ॥
তোমার চরিত্র দেখি হইলাম প্রীত।
সখ্য করিবারে চাহি তোমার সহিত ॥
গরুড় বলিল যদি ইচ্ছা কর তুমি।
আজি হৈতে হইনু তোমার সখা আমি ॥
ইন্দ্র বলে সখা এক করি নিবেদন।
তোমার তেজের কথা না যায় কথন ॥
কত বল ধর তুমি কহ সত্য করি।
তোমার বিক্রম দেখে তিন লোকে ডরি ॥
ইন্দ্রের বচন শুনি বলে পক্ষিরাজ।
আপনি আপন গুণ কহিবারে লাজ ॥
তুমি সখা জিজ্ঞাসিলে কহিতে যুয়ায়।
আমার বলের কথা শুন দেবরায় ॥
সাগর সহিত ক্ষিতি এক পক্ষে করি।
আর পক্ষে তোমা সহ অমরনগরী ॥
দুই পক্ষে লইয়া উড়িব বায়ুভরে।
শ্রম না হইবে মম সহস্র বৎসরে ॥
শুনিয়া হইল স্তব্ধ দেব পুরন্দর।
ইন্দ্র বলে ইহা সত্য মানি খগেশ্বর ॥
যতেক বলিলে সব সম্ভবে তোমারে।
এক নিবেদন সখা কহি আরবারে ॥
সুধা লৈয়া যাও তুমি কিসের কারণ।
এই অমৃত যে হয় সবার জীবন ॥
গরুড় বলিল মোর মাতা দাসীপণ।
সুধা গেলে হইবেক সকল মোচন ॥
সুধা নিতে বলিল যতেক সর্পগণ।
সেই হেতু লই সুধা সহস্রলোচন ॥
ইন্দ্র বলে হেন কথা যুক্তিযুক্ত নয়।
মহাদুষ্ট নাগগণ সৃষ্টি করে ক্ষয় ॥
তোমার হইলে শত্রু হয়ত' আমার।
শত্রুকে অমৃত দিতে না হয় বিচার ॥
হেন জনে সুধা দিবে কিসের কারণ।
উপায় করিয়া মায়ে করিবে মোচন ॥
জগতের প্রাণ রাখ আমার বচন।
সদয় হইয়া সুধা কর প্রত্যার্পণ ॥
গরুড় বলিল সখা এ নহে বিচার।
মায়ের অগ্রেতে করিলাম অঙ্গীকার ॥
এখনি আনিব সুধা বলিয়াছি বাণী।
হেন সুধা কেমনে ছাড়িব বজ্রপাণি ॥
তবে এক বাক্য সখা করহ বিচার।
তব বাক্য রয় হয় মায়ের উদ্ধার ॥
সুধা ল'য়ে দিব আমি যত সর্পদলে।
সুযোগ বুঝিয়া তুমি হরিবে কৌশলে ॥
পেয়ে সুধা নাহি পাবে দুষ্ট নাগগণ।
লাভে হৈতে জননীর দাসীত্ব মোচন ॥
এই যুক্তি মনে লয় সখা সুরপতি।
শুনি দেবরাজ হৈল হরষিত-অতি ॥
ইন্দ্র বলে তুষ্ট হৈনু তোমার বচনে।
বর ইচ্ছা থাকে যদি মাগ মম স্থানে ॥
গরুড় বলিল আমি কি মাগিব বর।
আমার অসাধ্য কিবা ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
তথাপি তোমার বাক্য করিব পালন।
বর দেহ ফণী মোর হইবে ভক্ষণ ॥
কপটেতে দুষ্টগণ মায়ে দুঃখ দিল।
গরুড়েরে বর দান বাসব করিল ॥
বর পেয়ে তথা হৈতে চলে খগেশ্বর।
ছায়ারূপে সঙ্গেতে চলিলা পুরন্দর ॥

পথে যেতে ইন্দ্র জিজ্ঞাসেন ক্ষণে ক্ষণ।
এখন' সুদৃঢ় করি বলহ বচন ॥
যথায় রাখিবা সুধা যবে লব আমি।
মোর সহ দ্বন্দ্ব পাছে পুনঃ কর তুমি ॥
হাসিয়া গরুড় ইন্দ্রে করিল নির্ভয়।
তথাপি ইন্দ্রের চিত্তে না হয় প্রত্যয় ॥
তথা হৈতে চলে বীর তারা যেন খসে।
নাগলোকে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥
ডাক দিয়া আনিল যতেক নাগগণ।
হের সুধা আনিলাম দেখ সর্ব্বজন ॥
আমার মাতার কর দাসীত্ব মোচন।
এত শুনি সব ফণী আনন্দিত মন ॥
ফণিগণ বলিলেক নাহি আর দায়।
দাসীত্বে মোচন করিলাম তব মায় ॥
এত শুনি হৃষ্টমতি বিনতানন্দন।
নাগগণে ডাকি তবে বলিল বচন ॥
স্নান করি এস শুচি হয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দিত হৈয়া সুধা করহ ভক্ষণ ॥
এই সুধা রাখি দেখ কুশের উপর।
এত বলি সুধা থুয়ে গেল খগেশ্বর ॥
গরুড়ের বাক্যে সবে করে স্নানদান।
হেথা সুধা ল'য়ে ইন্দ্র হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
শুচি হৈয়া আইল যতেক নাগগণ।
সুধা না দেখিয়া হৈল বিরস-বদন ॥
জানিল হরিয়া সুধা দেবরাজ নিল।
সবে মেলি সেই কুশ চাটিতে লাগিল ॥
তীক্ষ্ণধারে সবার জিহ্বাতে হৈল চির।
সেই হৈতে দুই জিহ্বা হইল ফণীর ॥
পবিত্র হইল কুশ সুধা পরশনে।
সকল নিষ্ফল কর্ম্ম কুশের বিহনে ॥

———

নাগরাজার তপস্যা।

সনকাদি মুনি বলে সূতের নন্দন।
শুনিনু গরুড়-কথা অদ্ভুত কথন ॥
রুদ্রুর হইল এক সহস্র কুমার।
কোন্ কর্ম্ম কৈল কিবা নাম সবাকার ॥
সৌতি বলে কতেক কহিব মুনিগণ।
কিছু নাম কহি শ্রেষ্ঠ ফণী যতজন ॥
শেষ জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিতীয় বাসুকি।
ঐরাবত তক্ষক কর্কট পিঙ্গলাক্ষী ॥
বামন কালিয় হৈল পূর্ণ ধনঞ্জয়।
প্রাঙ্ক অনীল নীল পনস অজয় ॥
অসিবর্ণ খড়্গচুর আর্য্যক উগ্রক।
স্বার্থক গোলক রুদ্র বিমন বিতক ॥
নহুষ নির্দ্ধর ধৃতরাষ্ট্র অতিশ্রম।
হেনমত নাগ সব মহাপরাক্রম ॥
সর্ব্ব হৈতে জ্যেষ্ঠ হয় শেষ বিষধর।
জিতেন্দ্রিয় সুপণ্ডিত ধর্ম্মেতে তৎপর ॥
দুরাচার ভাই সব দেখি নাগরাজ।
বিশেষ মায়ের শাপ ভাবি হৃদি মাঝ ॥
সকল ত্যজিয়া গেল তপ করিবারে।
নানা তীর্থ করি শেষ ভ্রময়ে সংসারে ॥
হিমালয়ে আশ্রম করিল নাগবর।
অত্যন্ত কঠোর তপ করে নিরন্তর ॥
তার তপ দেখি তুষ্ট হৈল প্রজাপতি।
ব্রহ্মা বলে তপ কেন কর ফণিপতি ॥
স্ববাঞ্ছিত বর মাগি করহ গ্রহণ।
করযোড়ে শেষ তবে কৈল নিবেদন ॥
আমি কি কহিব আর তোমার গোচর।
দুষ্ট দুরাচার মোর সব সহোদর ॥
গরুড় আমার ভাই বিনতানন্দন।
তার সহ কোন্দল করয়ে অনুক্ষণ ॥
বলেতে সামর্থ কেহ নহে সম তার।
নিষেধ না শুনে কেহ করে অহঙ্কার ॥
সদাই কপট কর্ম্ম লোকের হিংসন
অহঙ্কারী কুপথী যতেক ভ্রাতৃগণ ॥
সেই হেতু সকলের সংসর্গ ছাড়িয়া।
শরীর ত্যজিব আমি তপস্যা করিয়া ॥
পুনঃ যেন সংসর্গ না হয় সবা সনে।
মরিব তপস্যা করি তাহার কারণে ॥

বিরিঞ্চি বলেন শেষ না ভাব এমন।
দুষ্টের সংসর্গ তব হইবে মোচন ॥
ধর্ম্মেতে তৎপর তুমি বলে মহাবল।
আপনার তেজে ধর পৃথিবীমণ্ডল ॥
ব্রহ্মার বচনে শেষ পৃথিবী ধরিল।
গরুড় সহিত ব্রহ্মা মৈত্রী করাইল ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় গিয়া পাতাল ভিতর।
তথা থাকি পৃথিবী ধরিল বিষধর ॥
তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা তারে কৈল নাগরাজা।
নাগলোকে দেবলোকে সবে করে পূজা ॥
হেনমতে শেষ সব ত্যজি ভ্রাতৃগণে।
একাকী রহিল সেই ব্রহ্মার বচনে ॥
শেষ যদি গেল তবে বাসুকী চিন্তিত।
মায়ের শাপেতে সদা অত্যন্ত দুঃখিত ॥
সব ভ্রাতৃগণে ল'য়ে করেন যুকতি।
মায়ের শাপেতে ভাই না দেখি নিষ্কৃতি ॥
জনকের শাপেতে আছয়ে প্রতিকার।
জননীর শাপে নাহি দেখি যে উদ্ধার ॥
ক্রোধ করি জননী যখন শাপ দিল।
পিতৃ-পিতামহ সবে স্বীকার করিল ॥
জন্মেজয়-যজ্ঞে হবে অবশ্য সংহার।
এখন তাহার ভাই কর প্রতিকার ॥
এতেক বচন যদি বাসুকী বলিল।
যার যেবা যুক্তি আসে কহিতে লাগিল ॥
এক নাগ বলে আমি ব্রাহ্মণ হইব।
জন্মেজয়-যজ্ঞে গিয়া ভিক্ষা মাগি লব ॥
আর নাগ বলে আমি রাজমন্ত্রী হৈয়া।
না দিব করিতে যজ্ঞ মন্ত্রণা করিয়া ॥
আর নাগ বলে কোন্ বিচিত্র সে কথা।
কেমনে করিবে যজ্ঞ খাব' যজ্ঞ-হোতা ॥
নতুবা খাইব সব ব্রাহ্মণ ধরিয়া।
দ্বিজ বিনা যজ্ঞ হবে কেমন করিয়া ॥
আমরা সকলে তবে একত্র হইয়া।
যজ্ঞের সদনে সবে থাকিব বেড়িয়া ॥
যাহারে দেখিব তারে করিব দংশন।
ডরেতে করিবে রাজা যজ্ঞ নিবারণ ॥

এতেক বলিল যদি সব নাগগণে।
বাসুকী বলিল নাহি রুচে মম মনে ॥
আমা সবা মারিবারে যে শক্তি ধরিবে।
কাহার শকতি ভাই তাহারে হিংসিবে ॥
মায়ের বচন কভু নহে ত লঙ্ঘন।
যত যুক্তি কৈলে সবে সব অকারণ ॥
মায়ের বচন আর দৈবের লিখন।
অবশ্য হইবে যজ্ঞ না হয় খণ্ডন ॥
পাণ্ডুবংশে জনমেজয় হৈবে উৎপত্তি।
তাঁর যজ্ঞ হিংসিবেক কাহার শকতি ॥
আছয়ে উপায় এক শুন সর্ব্বজন।
সাবধানে শুন সবে ব্রহ্মার বচন ॥
পুত্রগণে যখন জননী শাপ দিল।
নাগগণ তখনি ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসিল ॥
হেন শাপ কেহ দেয় আপন নন্দনে।
আর আছে হেন কোন্ এ তিন ভুবনে ॥
ব্রহ্মা বলে মাতৃশাপ পুত্রে নাহি বাধে।
সবে মিলে স্বীকার করিল নাগবধে ॥
ধর্ম্মে অনুগত তাহে যেই নাগ হবে।
জন্মেজয়-যজ্ঞে মাত্র সেই রক্ষা পাবে ॥
আছয়ে উপায় তার শুন নাগগণ।
জটাচার্ব্ব-বংশে জরৎকারু যে নন্দন ॥
তাহার বিবাহ হবে জরৎকারী সনে।
বাসুকীর ভগ্নি সেই বিখ্যাত ভুবনে ॥
জরৎকারী গর্ভে হবে আস্তিক কুমার।
সেই পুত্র নাগকুল করিবে নিস্তার ॥
এইরূপে ব্রহ্মা আজ্ঞা কৈল নাগগণে।
এই সব কথা আমি শুনেছি শ্রবণে ॥
আর যত প্রকার করহ ভাইগণ।
না হইবে সাধ্য কিছু সব অকারণ ॥
সেই জরৎকারী এই ভগিনী আমার।
জরৎকারু বিবাহ করিলে সে নিস্তার ॥
এতেক বলিল এলাপত্র বিষধর।
সাধু সাধু কহি সবে করিল উত্তর ॥
তবেত কতেক দিন সমুদ্র মন্থিল।
মন্দর মন্থন দড়ি বাসুকি হইল ॥

তুষ্ট হইয়া দেবগণ ব্রহ্মারে বলিল।
বাসুকি হইতে সিন্ধু মন্থন হইল॥
মাতৃশাপে বাসুকির দহে কলেবর।
আজ্ঞা কর পিতামহ খণ্ডে যেন ডর॥
ব্রহ্মা বলে জরৎকারী ভগিনী তোমার।
তার পুত্র করিবেক নাগের নিস্তার॥
বাসুকি শুনিয়া হৈল আনন্দিত-মন।
জরৎকারু-জন্য চর কৈল নিয়োজন॥
চরগণে বলেন ডাকিয়া অলক্ষিতে।
জরৎকারু দেখা হৈলে কহিবা ত্বরিতে॥
যাহা জিজ্ঞাসিল সৌতি বলে মুনিগণে।
বাসুকি ভগিনী দিল তাহার কারণে॥

—— ——

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

সৌতি বলে এইরূপে গেল বহুকাল।
পাণ্ডুবংশে হৈল পরীক্ষিত মহীপাল॥
মহাপুণ্যবান্ রাজা প্রতাপে মিহির।
কৃপাচার্য্য-শিক্ষায় সকল শাস্ত্রে ধীর॥
সত্য দয়া ক্ষমা যজ্ঞ দানে বড় রত।
মৃগয়াতে প্রিয় বনে ভ্রমে অবিরত॥
দৈবে একদিন রাজা বিন্ধিয়া হরিণে।
পলায় হরিণ পাছে ধাইল আপনে॥
পরীক্ষিত-বাণে জীয়ে কাহার জীবন।
পলাইয়া গেল মৃগ দৈব-নিবন্ধন॥
বহু দূরে অরণ্যে পশিল নরবর।
দেখিতে না পায় মৃগ অরণ্যভিতর॥
তৃষ্ণায় আকুল বড় হইল রাজন।
শুনিয়া গভীর শব্দ গহন কানন॥
শব্দ অনুসারে রাজা করিল গমন।
বসিয়াছে একজন দেখিল রাজন্॥
আমি পরীক্ষিৎ বলি বলেন ডাকিয়া।
দেখিলে কি গেল মৃগ কোন্ পথ দিয়া॥
মৌনব্রতে আছে মুনি রাজা নাহি জানে।
উত্তর না পেয়ে রাজা ক্রোধ কৈল মনে॥
একে ত রাজ্যের রাজা দ্বিতীয়ে অতিথি।
উত্তর না দিল মোরে এ দুষ্ট প্রকৃতি॥
এত ভাবি নৃপতি কুপিত হৈল মনে।
মৃত সর্প ছিল দৈবে তার সন্নিধানে॥
ধনুহুলে করি সর্প গলে জড়াইল।
অশ্ব আরোহণে রাজা হস্তিনায় গেল॥
ব্রাহ্মণের পুত্র মুনি শৃঙ্গী নাম ধরে।
কৃশ নামে তার সখা বলিল তাহারে॥
কিবা গর্ব্ব কর আপনারে না জানিয়া।
তোর বাপে রাজা দণ্ডে বনে দেখ গিয়া॥
এত শুনি গেল শৃঙ্গী দেখিবারে বাপ।
গলায় দেখিল বেড়া আছে মৃত সাপ॥
ক্রুদ্ধ হৈল শৃঙ্গী যেন জ্বলন্ত অনল।
রাজারে দিলেন শাপ হাতে করি জল॥
আজ হৈতে সাত দিনে পরীক্ষিত নৃপে।
দংশিবে তক্ষক নাগে মম এই শাপে॥
পুত্রের শুনিয়া শাপ দ্বিজে হৈল তাপ।
মৌনভঙ্গে দ্বিজবর করয়ে বিলাপ॥
সন্তান অজ্ঞান তুমি করিলে কি কর্ম্ম।
ক্রোধে তপ নষ্ট হয় প্রবল অধর্ম্ম॥
রাজারে যে দিতে শাপ উচিত না হয়।
রাজার প্রতাপে সব রাজ্য রক্ষা হয়॥
রাজার আশ্রয়ে যজ্ঞ করে দ্বিজগণ।
যজ্ঞ কৈলে বৃষ্টি হয় জন্মে শস্যধন॥
দুষ্ট দৈত্য চোর ভয় রাজার বিহনে।
রাজ্যরক্ষা হেতু ধাতা সৃজিল রাজনে॥
রাজা দশশ্রোত্রিয় সমান বেদে বলে।
হেন নৃপে শাপ দিয়া কুকর্ম্ম করিলে॥
অন্য হেন রাজা নহে রাজা পরীক্ষিৎ।
পিতামহ সম রাজা স্বধর্ম্মে পণ্ডিত॥
ব্রতধারী বলি রাজা আমা নাহি জানে।
ক্ষুধার্ত্ত আইল রাজা আমার সদনে॥
না করিলে গৃহধর্ম্ম, দিলা তারে শাপ।
ক্ষমা করি পুত্র তারে খণ্ড মনস্তাপ॥
এত শুনি বলে শৃঙ্গী বাপের গোচরে।
যে কথা বলিনু পিতা নারি খণ্ডিবারে॥

সহজে বচন মম না হয় খণ্ডন ।
যে শাপ দিলাম ইহা খণ্ডিব কেমন ॥
এত শুনি মুনিবর হইল চিন্তিত ।
নিশ্চয় জানিল মুনি না হয় খণ্ডিত ॥
গৌরমুখ নামে শিষ্য আনিল ডাকিয়া ।
পাঠাইল নৃপ স্থানে সকল কহিয়া ॥
আজ্ঞা পেয়ে গেল বিপ্র হস্তিনানগর ।
প্রবেশ করিল গিয়া যথা নৃপবর ॥
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা শুন সাবধানে ।
মৃগয়া কারণ তুমি গিয়াছিলে বনে ॥
যে দ্বিজের গলে জড়াইলে মৃত সাপ ।
অজ্ঞান তাহার পুত্র ক্রোধে দিল শাপ ॥
পুত্র শাপ দিল তাহা পিতা নাহি জানে ।
সে কারণে আমা পাঠাইল তব স্থানে ॥
শুনি হেন প্রীতিবাক্যে পুত্রেরে কহিল ।
কদাচিৎ শাপান্তর করিতে নারিল ॥
সাত দিনে করিবেক তক্ষক দংশন ।
জানিয়া উপায় শীঘ্র করহ রাজন্ ॥
বজ্রাঘাত হয় তার শুনিয়া বচন ।
আপনারে নিন্দা করি বলেন রাজন্ ॥
করিলাম কোন্ কর্ম্ম দুষ্ট কদাচার ।
ব্রাহ্মণের হিংসা কৈনু না করি বিচার ॥
আপন মরণ রাজা নাহি চিন্তে মনে ।
ব্রাহ্মণের তাপ হেতু নিন্দয়ে আপনে ॥
ধ্যানেতে ছিলেন মুনি আগে নাহি জানি ।
যে দণ্ড হইল মম সত্য করি মানি ॥
মুনিরাজে জানাইও আমার বিনয় ।
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডন না হয় ॥
এত বলি ব্রাহ্মণেরে করিয়া মেলানি ।
মন্ত্রণা করয়ে যত মন্ত্রিগণ আনি ॥
তক্ষক দংশিবে সপ্ত দিবস ভিতরে ।
কি করি উপায় শীঘ্র জানাও আমারে ॥
মন্ত্রিগণ বলে রাজা কর অবধান ।
মঞ্চ এক উচ্চতর করহ নির্ম্মাণ ॥
উচ্চ এক স্তম্ভে মঞ্চ করিল রচন ।
চতুর্দ্দিকে জাগিয়া রহিল মন্ত্রিগণ ॥
সর্পের যতেক মন্ত্র আছয়ে সংসারে ।
চতুর্দ্দিকে রাখিলেন যোজন বিস্তারে ॥
বেদবিজ্ঞ বিপ্র যত সিদ্ধবাক্য যার ।
শত শত চতুর্দ্দিকে রহিল রাজার ॥
তাহে বসি দান ধ্যান করে নৃপবর ।
হরিগুণ শুনে রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর ॥

পরীক্ষিতের নিকটে তক্ষকের আগমন ।

সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ ।
এমত উপায় বহু কৈল মন্ত্রিগণ ॥
কাশ্যপ নামেতে মুনি সর্পমন্ত্রে গুণী ।
রাজারে দংশিবে লোকমুখে শুনি ॥
ধন ধর্ম্ম যশ পাব ভাবি দ্বিজবর ।
ত্বরা করি গেল দ্বিজ হস্তিনানগর ॥
তক্ষক আইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে ।
বটবৃক্ষতলে দেখা পাইল কাশ্যপে ॥
তক্ষক বলিল দ্বিজ এলে কোথা হ'তে ।
কোথায় গমন তুমি করিছ ত্বরিতে ॥
কাশ্যপ বলিল পরীক্ষিৎ নরবরে ।
তক্ষক বিষধর আজি দংশিবে তাঁরে ॥
সে কারণে যাই আমি রাজার সদনে ।
মন্ত্রবলে আমি রক্ষা করিব রাজনে ॥
তক্ষক বলিল তুমি অবোধ ব্রাহ্মণ ।
কার শক্তি আছে রাখে তক্ষক-দংশন ॥
ফিরি নিজ গৃহে যাও শুন দ্বিজবর ।
অকারণে লজ্জা পাবে সভার ভিতর ॥
কাশ্যপ বলিল আমি গুরুমন্ত্রবলে ।
রক্ষিতে পারিব নৃপে তক্ষক দংশিলে ॥
শুনিয়া তক্ষক ক্রুদ্ধ হৈল অতিশয় ।
আমি ত' তক্ষক বলি দিল পরিচয় ॥
নিবারিতে পার যদি আমার দংশন ।
এই বৃক্ষ দংশি দেখ করহ রক্ষণ ॥
কাশ্যপ বলিল তুমি দংশ তরুবর ।
মন্ত্রবলে রাখি দেখ তোমার গোচর ॥

এতেক কাশ্যপ-বাক্য তক্ষক শুনিয়া।
দংশিলেক তরুবর যায় ভস্ম হৈয়া॥
লাফ দিয়া ভস্ম মুষ্টি কাশ্যপ ধরিল।
মন্ত্রপড়ি ভস্ম মুষ্টি গর্ত্তেতে ফেলিল॥
দৃষ্টমাত্র সেইক্ষণে অঙ্কুর হইল।
বাড়িতে লাগিল বৃক্ষ আশ্চর্য্য মানিল॥
দুই পত্র হ'য়ে হৈল দীর্ঘ তরুবর।
শাখা পত্র পূর্ব্ব মত হইল সুন্দর॥
দেখিয়া তক্ষক হৈল বিষণ্ণ-বদন।
কাশ্যপে চাহিয়া বলে বিনয়-বচন॥
পরম পণ্ডিত তুমি গুণে মহাগুণী।
তোমার চরিত্র লোকে অদ্ভুত কাহিনী॥
রাখিতে আছয়ে শক্তি দেখিনু তোমার।
কেবল আমার বিষে কৈলে প্রতিকার॥
আমাকে রাখিতে পার আছয়ে শকতি।
রাখিতে নারিবে পরীক্ষিৎ নরপতি॥
পূর্ব্বেতে দংশিল তারে ব্রাহ্মণের বিষ।
সেই বিষে ভয় করে দেব জগদীশ॥
পদাঘাত খাইয়া করিল কৃতাঞ্জলি।
স্তব করিলেন ভয়ে পাছে দেয় গালি॥
ব্রাহ্মণের গালিতে কলঙ্কী শশধর।
ব্রাহ্মণের গালিতে ভগাঙ্গ পুরন্দর॥
আর যত লোক আছে দেখ পৃথিবীতে।
হেন জন কে না ডরে বিপ্রের গালিতে॥
ব্রহ্মশাপে বিরোধ করিতে যদি মন।
তবে তথাকারে তুমি করহ গমন॥
যশ লভিবারে যদি যাবে দ্বিজবর।
না পারিলে লজ্জা পাবে সভার ভিতর॥
ধন ইচ্ছা করি যদি যাও তথাকারে।
আমি দিব যাহা নাহি রাজার ভাণ্ডারে॥
এতেক বচন যদি তক্ষক বলিল।
শুনিয়া কাশ্যপ দ্বিজ মনেতে ভাবিল॥
ভাল বলে ফণিবর লয় মোর মন।
ব্রহ্মশাপে বিরোধ নাহিক প্রয়োজন॥
নিশ্চয় জানিনু আয়ু নাহিক রাজার।
চিন্তিয়া তক্ষক-বাক্য করিল স্বীকার॥

কাশ্যপ বলিল আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
তবে আর কেন যাই পাই যদি ধন॥
যাইতাম ধন অর্থ যশের কারণে।
ব্রহ্মশাপ বিরোধে হইল ভয় মনে॥
তুমি যদি দেহ ধন যাইব ফিরিয়া।
এত শুনি ফণি মণি দিলেক ডাকিয়া॥
যাহার পরশে হয় লৌহাদি কাঞ্চন।
হৃষ্ট হৈয়া ফিরি গেল দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
বাহুড়ি কাশ্যপ গেল চিন্তে ফণিবর।
পরস্পর কহে লোক শুনিল উত্তর॥
কেহ বলে ভূপতিরে ব্রহ্মশাপ দিল।
সপ্তম দিবস আজি আসি পূর্ণ হৈল॥
কেহ বলে রাজা বড় করিল উপায়।
এক স্তম্ভে মঞ্চ করি বসি আছে তায়॥
কাহার' নাহিক শক্তি যাইতে তথায়।
কেমনে তক্ষক গিয়া দংশিবে রাজায়॥
নানাবিধ মহৌষধি আছে চারিভিতে।
গুণিগণ শূন্যপথ রোধিল মন্ত্রেতে॥
পরস্পর এই কথা বলে সর্ব্বজন।
শুনিয়া চিন্তিত চিত্তে কদ্রুর নন্দন॥
সহচরগণ প্রতি বলিল বচন।
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি তবে ধর সর্ব্বজন॥
কেবল যাইতে নাই ব্রাহ্মণের মানা।
ব্রাহ্মণের বেশ এবে ধর-সর্ব্বজনা॥
ফল ফুলে আশীর্ব্বাদ করিবা রাজারে।
এই ফল-গুটি লৈয়া দিবে তাঁর করে॥
শীঘ্রগতি না যাইবে যাবে ধীরে ধারে।
চিনিতে না পারে যেন রাজ-অনুচরে॥
এত বলি ফলমধ্যে করিল আশ্রয়।
শুনিয়া সকল নাগ বিপ্রমূর্ত্তি হয়॥
সেই ফল নানা পুষ্প হাতে করি নিল।
যথা আছে নরপতি তথায় চলিল॥
ব্রাহ্মণের রোধ নাহি রাজার দুয়ারে।
ফল ফুলে আশীষ করিল নরবরে॥
আনন্দে ভূপতি তার পুষ্প-ফল নিল।
ফলে খুঁত দেখি রাজা নখে বিদারিল॥

ক্ষুদ্র এক কীট তাহে লোহিতবরণ।
কৃষ্ণবর্ণ মুখ তার দেখিল রাজন্ ॥
হেনকালে ভূপতি বলিল মন্ত্রিগণে।
ব্রহ্মশাপে মুক্ত আজি হই সাত দিনে ॥
মুহূর্ত্তেক অস্ত হৈতে আছে দিনমণি।
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ হৈলে অদ্ভুত কাহিনী ॥
এই হেতু শঙ্কা বড় হইতেছে মনে।
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ শাপ হইল খণ্ডনে ॥
এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ।
আমাকে দংশুক থাক ব্রাহ্মণ বচন ॥
এতেক বলিয়া পোকা মস্তকে রাখিল।
শুনিয়া সকল মন্ত্রী না হ'ক বলিল ॥
হেনমতে রাজা মন্ত্রী করয়ে বিচার।
ততক্ষণে তক্ষক ধরিল নিজাকার ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন।
শব্দ শুনি ভয়েতে পলায় মন্ত্রিগণ ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সবে হৈল ডর।
জড়াইল লাঙ্গুলে রাজার কলেবর ॥
সহস্রেক ফণা ধরে ছত্রের আকার।
শব্দ করি ব্রহ্মতালু দংশিল রাজার ॥
ভূপতীরে দংশিয়া চলিল অন্তরীক্ষে।
রক্তপদ্ম-আভা তনু দেখে সর্ব্বলোকে ॥
অগ্নিহোত্র ঘৃতে তনু করিল দাহন।
শ্রাদ্ধ শান্তি হৈল তাঁর বিহিত যেমন ॥
মন্ত্রিগণ সহ যুক্তি করি সব প্রজা।
তাঁর পুত্র জন্মেজয়ে কৈল তবে রাজা ॥
বয়সে বালক শিশু বড় বুদ্ধিমন্ত।
পরাক্রমে জন্মেজয় দুষ্টের দুরন্ত ॥
রাজার দেখিয়া গুণ যত মন্ত্রিগণ।
কাশীরাজ কন্যা সহ করিল মিলন ॥
বপুষ্টমা নামে কাশীরাজের নন্দিনী।
নানা রত্নে ভূষিয়া দিলেন-নানা মণি ॥
বিভা করি জন্মেজয় আসে গৃহে লৈয়া।
চিরদিন ক্রীড়া করে আনন্দিত হৈয়া ॥

—

জরৎকারু মুনির জরৎকারী ত্যাগ।

সৌনকাদি মুনি বলে শুন ওহে সূত।
কহিলা সকল কথা শুনিতে অদ্ভুত ॥
জরৎকারু মুনিকে বাসুকি ভগ্নী দিল।
কহ কিরূপেতে আস্তিকের জন্ম হৈল ॥
সৌতি বলে জরৎকারু বিবাহ করিয়া।
পূর্ব্ববৎ বনে ভ্রমে একাকী হইয়া ॥
জরৎকারী ভগিনীকে বাসুকি কহিল।
কহ ভগ্নি মুনি সহ কি কথা হইল ॥
রক্ষণ ভরণ মুনি করে কি তোমার।
সত্য করি কহ তুমি অগ্রেতে আমার ॥
জরৎকারী বলে আমি মুনি নাহি দেখি।
কোথা যায় কোথা থাকে বঞ্চি যে একাকী ॥
এত শুনি বাসুকির বিষণ্ণ বদন।
আর দিনে মুনির পাইল দরশন ॥
বাসুকি বলেন মুনি কর অবধান।
তোমাকে আপন ভগ্নী করিলাম দান ॥
রাখিয়াছিলাম যত্নে তোমার কারণ।
বিবাহ করিয়া তারে করিবে পালন ॥
মুণি বলে মোর চিত্তে বিবাহ না ছিল।
পিতৃগণ দুঃখে বিভা করিতে হইল ॥
গৃহবাস করিতে না লয় মোর মন।
শরীরে না সয় মোর কাহার বচন ॥
তোমার ভগিনী সত্য করুক গোচরে।
কখন না, কোন বাক্য, বলিবে আমারে ॥
যদি বলে ত্যজিব আমার সত্যবাণী।
বাসুকি বলিল সত্য যাহা বল মুনি ॥
মম ভগ্নী করিবে অপ্রিয় যেই দিনে।
নিশ্চয় করিও ত্যাগ তাহারে সে দিনে ॥
তবে ত বাসুকি গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
রত্নময় গৃহ দিল মণিময় স্থান ॥
জরৎকারী সহ মুনি করিল পয়ান।
কতদিনে নাগিনী করিল ঋতুস্নান ॥
ধরিল নাগিনী গর্ভ মুনির ঔরসে।
শশি সম বাড়ে যেন দিবসে দিবসে ॥

হু সেবা করে কন্যা জানি মুনি-মন।
রযোড়ে সম্মুখেতে থাকে অনুক্ষণ॥
ধন যে আজ্ঞা করে জরৎকারু মুনি।
াজ্ঞামাত্রে সেই কর্ম্ম করয়ে নাগিনী॥
হনমতে বহু সেবা করে প্রতিদিনে।
বে একদিন দেখি দিবা অবসানে।
রৎকারী-উরুদেশে নিজ শির দিয়া।
দ্রা যান মুনিরাজ অচেতন হৈয়া॥
দ্রাগত মুনি হৈল সন্ধ্যার সময়।
খিয়া নাগিনী মনে ভাবিলেক ভয়॥
স্ত গেল দিনকর সন্ধ্যা যায় বৈয়া।
ডাকিলে ক্রোধ মোরে করিবে জাগিয়া॥
দ্রাভঙ্গ হৈলে পাছে ক্রোধ করে মুনি।
ইল পরম চিন্তা এত সব গণি॥
হা করে করিবেক পরে মুনিরাজ।
ন্ধ্যা ধর্ম্ম না করিলে হইবে অকাজ॥
বহেলে যেই দ্বিজ সন্ধ্যা নাহি করে।
শ মহাপাপ জন্মে তাহার শরীরে॥
ত ভাবি জরৎকারী বলিল ডাকিয়া।
ঠ সন্ধ্যা কর প্রভু সন্ধ্যা যায় বৈয়া॥
দ্রাভঙ্গ হৈল মুনি উঠে মহাকোপে।
াহিতলোচন মুখ অধরোষ্ঠ কাঁপে॥
ান্য করিলে মোরে করি অহঙ্কার।
ই দোষে তোর মুখ না দেখিব আর॥
রৎকারী বলে প্রভু মোর নাহি দোষ।
বুঝিয়া কেন মোরে কর অভিরোষ॥
ন্ধ্যা বহি যায় প্রভু সূর্য্য যায় অস্ত।
ন্ধ্যাহীন যত পাপ জানহ সমস্ত॥
কারণে নিদ্রাভঙ্গ করিনু তোমার।
বে ত্যাগ কর মোরে করিয়া বিচার॥
নি বলে নাগিনী বলিস না বুঝিয়া।
ামি সন্ধ্যা না করিলে যাবে কি বহিয়া॥
রে ওরে সন্ধ্যা তোর কেমন বিচার।
ারে না বলিয়া যাও বড় অহঙ্কার॥
ন্ধ্যা বলে মুনিরাজ না করিহ ক্রোধ।
হিত যে আছি আমি তব উপরোধ॥

মুনি বলে নাগিনী শুনিলি নিজ কাণে।
অবজ্ঞা করিলি মোরে সাধারণ জ্ঞানে॥
নিশ্চয় ত্যজিয়া তোরে যাই আমি বন।
পুনরপি না দেখিব তোমার বদন॥
মুনির নির্ঘাত বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
কান্দিতে কান্দিতে কহে চরণেতে ধরি॥
না জানিয়া করিলাম প্রভু অপরাধ।
এবার ক্ষমহ মোরে করহ প্রসাদ॥
ভাই সব শুনি মোরে করিবে বিনাশ।
তোমারে দিলেন ভাই বড় করি আশ॥
মাতৃশাপে ভ্রাতৃমনে বড় ছিল ভয়।
তোমায় আমারে দিয়া খণ্ডিল সংশয়॥
তোমার ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
তাহা হৈতে রক্ষা পাবে মোর ভ্রাতৃগণ॥
বংশ না হইতে তুমি যাহ যে ছাড়িয়া।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিব কি বোল বলিয়া॥
নিশ্চয় ছাড়িয়া যদি যাবে তুমি মোরে।
শরীর ত্যজিব আমি তোমার গোচরে॥
এত শুনি সদয় হইল মুনিবর।
আশ্বাসিয়া কন্যার উদরে দিল কর॥
অস্তি অস্তি বলিয়া বুলায় গর্ভে হাত।
এই গর্ভে আছে পুত্র নাগকুলনাথ॥
এই গর্ভে আছে যেই পুরুষ রতন।
তোমার আমার কুল করিবে রক্ষণ॥
চিন্তা ছাড়ি যাহ প্রিয়ে নিজ ভ্রাতৃগৃহে।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিবে যেন দুঃখী নহে॥
বলিলাম বাক্য মোর কভু মিথ্যা নয়।
ত্যজিলাম তোমারে যে জানিও নিশ্চয়॥

আস্তিকের জন্ম।

ত্যজিয়া কন্যার পাশ, মুনি গেলা বনবাস,
নাগিনী রাখিয়া একাকিনী।
অশ্রুজলপূর্ণ মুখে, করাঘাত হানি বুকে,
ভ্রাতৃস্থানে চলিল নাগিনী॥
ক্রন্দন করয়ে স্বসা, মুখে নাহি আসে ভাষা
দেখিয়া বাসুকি চমকিত।

আশ্বাসিয়া নাগরাজ,স্বসাকে জিজ্ঞাসে কাজ,
কান্দ কেন হইয়া দুঃখিত ॥
ভ্রাতার বচন শুনি, কহে গদগদ বাণী,
আপনার যত বিবরণ ॥
অবধান কর ভাই, কিছু মোর দোষ নাই,
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন॥
নির্ঘাত সদৃশ বাণী, ভগিনীর বাক্য শুনি,
নাগ হৈল বিষণ্ণ বদন ।
পূর্ব্বেতে মায়ের শাপে,সর্ব্বদা শরীর কাঁপে,
অতি শীঘ্র জিজ্ঞাসে কারণ ॥
বলহ ভগিনী মোরে,জিজ্ঞাসিতে লজ্জা করে,
আপনি জানহ সব কথা ।
মাতৃশাপে ভ্রাতৃগণে, বড় ভয় ছিল মনে,
উপায় করিয়া দিল ধাতা ॥
মুনিবীর্য্যে গর্ভে তব, যেই পুত্রের উদ্ভব,
নাগকুল করিবে সে ত্রাণ ।
তাহার কারণ তোরে, চিরদিন রাখি ঘরে,
জরৎকারে করিলাম দান ॥
না হইতে বংশধর, চলিলেন মুনিবর,
মাতৃশাপে সদা চিন্তা মন ।
জরৎকারী কহে শুনি,যে যুক্তি বলিয়া মুনি,
কাননেতে করিল গমন ॥
তোমার যতেক ভ্রাতৃ, আমার যতেক পিতৃ,
দুই কুল করিবে উদ্ধার ।
এতেক বলিয়া মোরে, মুনি গেল দেশান্তরে,
নিবারিয়া ক্রন্দন আমার ॥
ত্যজ ভাই মনস্তাপ, চিন্তা নাই মাতৃশাপ,
কভু নহে মিথ্যা কহে মুনি ।
জরৎকার ইহা ব'লে, কাননে গেলেন চলে,
আনন্দে নাচয়ে সব ফণী ॥
উল্লাসিত নাগরাজা, ভগিনীকে করে পূজা,
নানা রত্নে করিল ভূষিত ।
দিব্যবস্ত্র অলঙ্কার, বহু ভক্ষ্য উপহার,
সেবায় করিল নিয়োজিত ॥
তবে ভুজঙ্গমপতি, বলে জরৎকারী প্রতি,
কহ তুমি ইহার কারণ ।
কহ সত্য জরৎকারী, কি দোষতোমার হেরি
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন ॥
আমি তাঁরে ভাল জানি, বড় উগ্র সেই মুনি,
বিনা দোষে ত্যজিয়াছে তোমা ।
তথাপি কি দেখি দোষ,করিলেক এত রোষ,
একা গৃহে ছাড়ি গেল রমা ॥
জরৎকারী বলে ভাই, শুন তবে বলি তাই,
আজিকার দিন অবসানে ।
শির দিয়া মোর উরে, নিদ্রা গেল মুনিবরে,
অস্ত গেল তপন গগনে ॥
সন্ধ্যাভঙ্গ হয় মুনি, মনে আমি ভয় গণি,
জাগরণে পাছে-ক্রোধ করে ।
সন্ধ্যাহীন যেই দ্বিজ, সর্প হেন হীনবীজ,
এ কারণে জাগালাম তাঁরে ॥
জাগি রক্তমুখ কোপে, দেখিয়া হৃদয় কাঁপে,
বলে মোরে অবজ্ঞা করিলি ।
আমি সন্ধ্যা না করিতে, সন্ধ্যা যাবে কোন
মতে, সন্ধ্যারে ডাকিল ইহা বলি ॥
সন্ধ্যা মনে ভয় পাই, বলে আমি নাহি যাই,
আছি যে তোমার উপরোধে ।
সন্ধ্যার বচন শুনি, ত্যাগ করি গেল মুনি,
এই মাত্র মম অপরাধে ॥
মুনির বচন শুনি, বিস্ময় মানিল ফণী,
ভগিনীকে তোষে মৃদুভাষে ।
যদ্যপি গিয়াছে দ্বিজ, দুঃখ না ভাবিও নিজ,
থাক গৃহে পরম সন্তোষে ॥
সহস্রেক সহোদর, আর যত অনুচর,
সহস্রেক বধূর সহিত ।
সেবিবে তোমার পায়, সর্ব্বদা ঈশ্বরীপ্রায়,
মোর গৃহে থাক গো সতত ॥
এত বলি ফণিবর, ডাকি সব সহোদর,
নিয়োজিল তাঁহার সেবনে ।
হেনমতে জরৎকারী, সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি,
রহিলেন ভ্রাতার সদনে ॥
গর্ভ বাড়ে দিবানিশি, শুক্লপক্ষে যেন শশী
প্রসবিল কালের সংযোগে ।

পরম সুন্দর কায়, শিশু পূর্ণশশী প্রায়,
দেখি আনন্দিত সব নাগে ॥
রূপে গুণে অনুপম, আস্তিক থুইল নাম,
গর্ভকালে কহি গেল পিতা।
শৈশব হইতে সুত, সকল গুণেতে যুত,
বেদ-বিদ্যা-ব্রতে পারগতা ॥
আস্তিকের জন্মকথা, অপূর্ব্ব ভারতীগাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

উপমন্যু ও আরুনির উপাখ্যান।

সৌতি বলে অপূর্ব্ব শুনহ মুনিগণ।
কহিব বিচিত্র কথা পুরাণ-বচন ॥
অবন্তীনগরে দ্বিজ নাম সান্দীপন।
তাঁর স্থানে শিশ্যগণ করে অধ্যয়ন ॥
এক শিষ্যে দ্বিজ গাভী কৈল সমর্পণ।
গুরু-আজ্ঞাক্রমে তারে করেন রক্ষণ ॥
কত দিনে কহে গুরু কহ শিষ্যবর।
বড় পুষ্ট দেখি যে তোমার কলেবর ॥
কিবা খাও কোথা পাও কহ সত্যবাণী।
শুনিয়া বলেন শিষ্য করি যোড়পাণি ॥
গাভীগণ-দোহনান্তে পিয়ে বৎসগণ।
পশ্চাতে যে খাই আমি করিয়া দোহন ॥
গুরু বলে এতদিনে সব জানা গেল।
এই হেতু বৎসগণ দুর্ব্বল হইল ॥
আর কভু না করিও তুমি হেন কাজ।
গাভী দুহি খাও তুমি মুখে নাহি লাজ ॥
গুরু-আজ্ঞা শুনি দ্বিজ গেল গাভী লৈয়া।
কত দিনে পুনঃ তারে কহিল ডাকিয়া ॥
উচিত কহিতে শিষ্য না হইও রুষ্ট।
পুনশ্চ তোমারে দেখি বড় হৃষ্টপুষ্ট ॥
গাভীদুগ্ধ পুনঃ বুঝি কর তুমি পান।
শিষ্য কহে গোসাঞি করহ অবধান ॥
যেই হৈতে তুমি মোরে করিলে বারণ।
ভিক্ষা করি নিত্য করি উদর পূরণ ॥
গুরু বলে ভিক্ষা করি পূরাও উদরে।
এবে ভিক্ষা করি সব আনি দেহ মোরে ॥
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল দ্বিজবর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কত দিবস অন্তর ॥
কহ শিষ্য বড় পুষ্ট দেখি তব কায়।
কি খাইয়া রহিয়াছ কহিবে আমায় ॥
শিষ্য কহে গাভী রাখি অরণ্য ভিতর।
রক্ষক রাখিয়া আমি যাই যে নগর ॥
দিবসেতে যত ভিক্ষা দিই তব ঘরে।
সন্ধ্যাতে মাগিয়া ভিক্ষা ভরি যে উদরে ॥
হাসিয়া বলিল গুরু এ কোন বিচার।
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রাত্রে তুমি কর আপনার ॥
রাত্রি দিবা যত পাও আনি দিবে মোরে।
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল বনান্তরে ॥
ক্ষুধায় আকুল আত্মা ভ্রমে বনে বন।
অর্কের কমল পত্র করয়ে ভক্ষণ ॥
বড়ই দুর্ব্বল হৈল শীর্ণ হৈল কায়।
দেখিতে না পায় তবু গোধন চরায় ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈবের লিখন।
নিরুদক-কূপমধ্যে পড়িল ব্রাহ্মণ ॥
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল।
গৃহেতে আইল সবে গোধনের পাল ॥
শিষ্য না দেখিয়া গুরু দুঃখিত অন্তর।
অন্বেষণে গেল দ্বিজ অরণ্য ভিতর ॥
কোথা গেল উপমন্যু ডাকে দ্বিজবর।
উপমন্যু বলে আমি কূপের ভিতর ॥
গুরু বলে উপমন্যু পড়িলে কিমতে।
উপমন্যু বলে চক্ষে না পাই দেখিতে ॥
অর্কপত্র খাইয়া নয়ন অন্ধ হৈল।
শুনিয়া আচার্য্য তবে উপদেশ কৈল ॥
দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুইজন।
শীঘ্র কর দ্বিজবর তাঁদিগে স্মরণ ॥
এত শুনি দ্বিজ বহু স্তবন করিল।
ততক্ষণে দুই চক্ষু নির্ম্মল হইল ॥
কূপ হৈতে উঠিয়া ধরিল গুরুপদ।
সন্তুষ্ট হইয়া গুরু কৈল আশীর্ব্বাদ ॥

আজ্ঞা পেয়ে গেল দ্বিজ পরম আহ্লাদে।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত হৈল গুরু-আশীর্ব্বাদে ॥
ধান্যক্ষেত্রের জল-যায় বাহির হইয়া।
যত্ন করি আলি বান্ধি জল রাখ গিয়া ॥
জল সব যায় গুরু পাছে ক্রোধ করে।
আপনি শুইল দ্বিজ বান্ধের উপরে ॥
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী।
না আইল শিষ্য, দ্বিজ চলিল আপনি ॥
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর।
শিষ্য বলে শুয়ে আছি আলির উপর ॥
বহু যত্ন করিলাম না রহে বন্ধন।
আপনি শুইনু বান্ধে তাহার কারণ ॥
শুনিয়া বলিল গুরু আইস উঠিয়া।
শীঘ্র আসি গুরুপদে প্রণমিল গিয়া ॥
আশীষ করিয়া গুরু করিল কল্যাণ।
চারি বেদ ষট্‌শাস্ত্রে হোক তব জ্ঞান ॥
এত বলি বিদায় করিল দ্বিজবর।
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
কাশীরাম দাস কহে ভব-পরিত্রাণ ॥

উতঙ্কের উপাখ্যান।

উতঙ্ক তৃতীয় শিষ্য পড়ে গুরুস্থানে।
কতদিনে যায় গুরু যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে ॥
উতঙ্কে বলিল গুরু থাক তুমি ঘরে।
কিছু নষ্ট নাহি হয় থাকিবে গোচরে ॥
এত বলি গেল দ্বিজ যথা যজ্ঞস্থান।
কতদিনে গুরুপত্নী কৈল ঋতুস্নান ॥
উতঙ্কে ডাকিয়া তবে ব্রাহ্মণী কহিল।
তোমারে সমর্পি গৃহ তব গুরু গেল ॥
কোন' দ্রব্য নষ্ট যেন নহে কদাচন।
ঋতু নষ্ট হয় তুমি করহ রক্ষণ ॥
শুনিয়া বিস্ময়চিত্ত হইল উতঙ্ক।
উদ্বিগ্ন বসিয়া ভাবে হৃদয়ে আতঙ্ক ॥
কি করিব কি হইবে ইহার উপায়।
গৃহরক্ষা হেতু গুরু রাখিল আমায় ॥
ঋতুরক্ষাকর্ম্ম এই না হয় আমার।
পরদার মহাপাপ তাহে গুরুদার ॥
এত চিন্তে ব্রাহ্মণীরে না দিল উত্তর।
ব্রাহ্মণ আইল কত দিবস অন্তর ॥
উতঙ্কের তাপ ব্রাহ্মণীর মনে জাগে।
একান্তে ব্রাহ্মণী কহে ব্রাহ্মণের আগে ॥
দিবে গুরুদক্ষিণা উতঙ্ক যেইক্ষণে।
পাঠাইবে তাহাকে আমার সন্নিধানে ॥
তবে দ্বিজ জানিল সকল বিবরণ।
তুষ্ট হয়ে উতঙ্কে বলিল ততক্ষণ ॥
যাহ দ্বিজ সর্ব্বশাস্ত্রে হও তুমি জ্ঞাত।
শুনিয়া উতঙ্ক কহে করি যোড়কর ॥
আজ্ঞা কর গোঁসাই দক্ষিণা কিছু দিব।
গুরু বলে আমি ত তোমারে না মাগিব ॥
যদি দিবা, দেহ গুরুপত্নী যাহা মাগে।
এত শুনি গেল দ্বিজ গুরুপত্নী আগে ॥
দক্ষিণা যাচয়ে দ্বিজ করি যোড়পাণি।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলিল ব্রাহ্মণী ॥
পৌষ্য নৃপতির স্ত্রীর শ্রবণ কুণ্ডল।
আনি দিলে পাই তব দক্ষিণা সকল ॥
সপ্তদিন ভিতরে আনিয়া দিবা মোরে।
না আনিলে দিব শাপ কহিলাম তোরে ॥
এত শুনি উতঙ্ক গুরুরে নিবেদিল।
যাও হে নির্ব্বিঘ্নে দ্বিজ গুরু আজ্ঞা দিল ॥
গুরুকে প্রণাম করি উতঙ্ক চলিল।
কতদূর পথে এক বৃষভ দেখিল ॥
পুরীষ ত্যজিয়া বৃষ আছে দাঁড়াইয়া।
উতঙ্কে দেখিয়া বৃষ বলিল ডাকিয়া ॥
হের দেখ মল মোর উতঙ্ক ব্রাহ্মণ।
হইবে তোমার প্রিয় করহ ভক্ষণ ॥
উতঙ্ক বলিল হেন নহে কদাচন।
অসম্মান পথে প্রিয় নাহি প্রয়োজন ॥
বৃষ বলে অসম্মান নহে দ্বিজবর।
তোমার গুরুর দিব্য খাও এ গোবর ॥
গুরুদিব্য শুনি দ্বিজ ভাবিল বিস্তর।
গোবর ভক্ষণ করি চলিল সত্বর ॥

তথা হৈতে চলি গেল পৌষ্য নৃপবর।
মাগিল কুণ্ডল যুগ্ম ভূপতি-গোচর।
নৃপ পাঠাইল দ্বিজে রাণীর সদনে।
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল দিলেন ততক্ষণে॥
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল কাটিয়া দিল রাণী।
পাইয়া কুণ্ডল, চলি গেল দ্বিজমণি॥
যেইক্ষণে দ্বিজ হাতে কুণ্ডল পাইল।
সেইক্ষণে তক্ষক তাহার সঙ্গ নিল॥
পরশ করিতে দ্বিজে নাহিক শকতি।
পাছে পাছে ধায় ধরি সন্ন্যাসী মূরতি॥
কত পথে উতঙ্ক দেখিয়া সরোবর।
স্নান হেতু নামে বস্ত্র থুইয়া উপর॥
বসন ভিতরে দ্বিজ কুণ্ডল থুইল।
ছিদ্র পেয়ে তক্ষক কুণ্ডল হরি নিল॥
উতঙ্ক দেখয়ে থাকি জলের ভিতরে।
সন্ন্যাসী কুণ্ডল লৈয়া পশিল বিবরে॥
উপায় না দেখি মুনি বিষাদিত মন।
নখেতে বিবর দ্বার করয়ে খনন॥
এ সকল বৃত্তান্ত জানিল পুরন্দর।
ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখী হইল অন্তর॥
সেই দণ্ডে নিজ বজ্র কৈল নিয়োজন।
বিবরের দ্বার মুক্ত হৈল ততক্ষণ॥
পাতালে উতঙ্ক গিয়া প্রবেশ করিল।
ভ্রমিল অনেক স্থানে অনেক দেখিল॥
চন্দ্র সূর্য্য গতায়াত গ্রহ তারাগণ।
মাস বর্ষ ষড়ঋতু সবার সদন॥
অনেক ভ্রমিল দ্বিজ পাতাল ভিতরে।
না দেখিল সন্ন্যাসীরে গেল কোথাকারে॥
হেনকালে অশ্বরূপে বলে বৈশ্বানর।
হে উতঙ্ক ব্রাহ্মণ, আমার বাক্য ধর॥
গুরুজ্ঞানে মোরে তুমি করহ বিশ্বাস।
শ্রেয় হবে মোর গুহ্যে করহ বাতাস॥
গুরুনাম শুনি দ্বিজ বিলম্ব না কৈল।
কিছু না পাইয়া মুখে গুহ্যে ফুক দিল॥
গুহ্যে ফুক দিতে ধূম বাহিরায় মুখে।
ধূম-ময় সকল করিল নাগলোকে॥
প্রলয়ের প্রায় হৈল ঘোর অন্ধকার।
বিস্মিত হইয়া নাগ করিল বিচার॥
বাসুকি প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ নাগগণ।
কি হেতু হইল ধূম জিজ্ঞাসে কারণ॥
চরমুখে বৃত্তান্ত পাইল ততক্ষণ।
তক্ষকে আনিয়া বহু করিল গর্জ্জন॥
দেহ শীঘ্র কুণ্ডল ব্রাহ্মণ হোক সুখী।
এত বলি দ্বিজে তুষ্ট করিল বাসুকি॥
কুণ্ডল পাইয়া দ্বিজ গেল অশ্বস্থানে।
পৃষ্ঠে করি অশ্ব লৈয়া থুইল ব্রাহ্মণে॥
সপ্তদিন পূর্ণে আসি গুরুর গৃহেতে।
দেখে গুরুপত্নী ক্রোধে আছে জল-হাতে॥
মুখেতে নির্গত হৈতে ছিল ব্রজবাণী।
হেনকালে উতঙ্ক দিলেন যুগ্মমণি॥
কুণ্ডল পাইয়া হৃষ্ট ব্রাহ্মণী হইল।
উতঙ্ক সকল কথা গুরুকে কহিল॥
গুরু প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
যথা রাজা জন্মেজয় চলিল ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল বন্দন।
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে কেন আগমন॥
দ্বিজ বলে নৃপতি করহ কোন কর্ম্ম।
পিতৃবৈরী না মারিলে নহে পুত্রধর্ম্ম॥
চণ্ডাল তক্ষক নাগ বড় দুরাচার।
দংশিল তোমার বাপে বিখ্যাত সংসার॥
তাহার উচিত রাজা করিতে যুয়ায়।
সর্পকুল বিনাশিতে করহ উপায়॥
উতঙ্ক-বচন শুনি রাজা জন্মেজয়।
মন্ত্রিগণে জিজ্ঞাসিল মানিয়া বিস্ময়॥
কহ সত্য মন্ত্রীগণ ইহার কারণ।
তক্ষক দংশনে হৈল পিতার মরণ॥
ব্রহ্মশাপে মরিলেন পিতা হেন জানি।
তক্ষক এমন কৈল কভু নাহি শুনি॥
রাজার এমত বাক্য শুনি মন্ত্রীগণ।
কহিতে লাগিল তবে কথা পুরাতন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান॥

জনমেজয়ের যজ্ঞের মন্ত্রণা।

মন্ত্রিগণ বলে রাজা কর অবধান।
প্রতাপে তোমার বাপ পাণ্ডব সমান॥
মৃগয়া করিতে রাজা ভ্রমে বনে বন।
একদিন হৈল তথা দৈব-নির্ব্বন্ধন॥
বিন্ধিয়া হরিণ রাজা পাছে পাছে ধায়।
আচম্বিতে দ্বিজ এক দেখিল তথায়॥
ক্ষুধায় আকুল রাজা জিজ্ঞাসিল তাঁরে।
মৌনী ছিল, কিছু নাহি বলিল রাজারে॥
ক্রোধে মৃতসাপ তাঁর গলে জড়াইল।
কিছু না বলিল মুনি রাজা ঘরে গেল॥
শৃঙ্গী নামে ঋষিপুত্র দিল শাপবাণী।
সপ্তম দিবসে নৃপে দংশিবেক ফণী॥
পুত্র শাপ দিল পিতা দুঃখিত হইয়া।
রাজারে জানায় তবে দূত পাঠাইয়া॥
বার্ত্তা পেয়ে করিলেন নৃপতি উপায়।
সপ্তম-দিবস-কথা কহি শুন রায়॥
কাশ্যপ নামেতে মুনি সর্ব্বমন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিবে সর্প লোকমুখে শুনি।
বাঁচাইতে এসেছিল হস্তিনা-নগরে।
পথে দেখা পাইল তক্ষক বিষধরে॥
নিজ নিজ গুণ পরীক্ষিতে দুইজনে।
ভস্ম হ'য়ে গেল বৃক্ষ তক্ষক-দংশনে॥
পুনরপি কশ্যপ মন্ত্রবলে রাখিল।
সে কারণে ধন তারে ফণীবর দিল॥
ধন পেয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাহুড়িল।
কপটে তক্ষক আসি দংশন করিল॥
এত শুনি নৃপ জিজ্ঞাসিল আরবার।
সত্য কহ, শুনিয়া করিব প্রতিকার॥
কাশ্যপে তক্ষকে কথা হইল যখন।
এ সকল বার্ত্তা শুনিলেক কোনজন॥
মন্ত্রীগণ বলে সর্প যে বৃক্ষ দংশিল।
কাষ্ঠ হেতু সেই বৃক্ষে একজন ছিল॥
বৃক্ষের সহিত সেই ভস্ম হৈয়া গেল।
পুনরপি বৃক্ষ সহ জীবন লভিল॥
আশ্চর্য্য শুনিনু যত কাশ্যপের কথা।
মন্ত্রবলে রাখিতে পারিত মোর পিতা॥
দারুণ তক্ষক সর্প তারে ফিরাইল।
তক্ষক আমার বৈরী এবে জানা গেল॥
বিপ্রের বচনে আসি করিল দংশন।
কাশ্যপেরে ফিরাইল কিসের কারণ॥
ধন দিয়া করে লোকে পর উপকার।
মোর বাপে ধন দিয়া করিল সংহার॥
পুনরপি রাজা কহে শুন মন্ত্রীগণ।
সত্য কহিলেক যত উতঙ্ক ব্রাহ্মণ॥
উতঙ্কের প্রিয় আর মম পিতৃকর্ম্ম।
ধ্বংসিব নাগের কুল এই মোর ধর্ম্ম॥
এতেক বলিয়া রাজা আনি পুরোহিত।
আর যত দ্বিজগণ আনিল ত্বরিত॥
সবারে কহিল রাজা নিজ প্রয়োজন।
মোর পিতৃবৈরী আছে যত সর্পগণ॥
সর্প বিনাশিতে চেষ্টা হইল আমার।
সবংশে সকল নাগ করিব সংহার॥
বিষজালে যেমন পুড়িল মোর বাপ।
সেইরূপ অগ্নিতে পোড়াও সব সাপ॥
বিপ্রগণ বলে রাজা আছয়ে উপায়।
সর্প সংহারিতে যজ্ঞ কর কুরুরায়॥
তোমার নামেতে মন্ত্র আছে বেদমতে।
তোমা বিনা শক্তি নাহি অন্যের করিতে॥
এত শুনি নরপতি আনন্দিত মন।
আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণে যজ্ঞের কারণ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা যত মন্ত্রীগণ।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য আনিল তখন॥
পত্রেতে লিখিল দ্রব্য বলে মন্ত্রীগণে।
দেশ-দেশান্তরে হৈতে আসে সর্ব্বজনে॥
সঙ্কল্প করিল রাজা শাস্ত্রের বিধান।
শিল্পকারে যজ্ঞস্থান করিল নির্ম্মাণ॥
যজ্ঞকুণ্ড করিল সে শিল্পী বিচক্ষণ।
রাজারে ভবিষ্য কথা কৈল নিবেদন॥
দেখিলাম রাজা যজ্ঞ পূর্ণ না হইবে।
ব্রাহ্মণ হইতে তব সব বিঘ্ন হবে॥

শুনি নরপতি তবে বলেন দ্বারীগণে ।
যজ্ঞকালে আসিতে না দিবে কোনজনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

—

জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ ।

ঘৃত বস্ত্র যব ধান্য কাষ্ঠ রাশি রাশি ।
আনাইল যজ্ঞ হেতু কত দ্বিজ ঋষি ॥
হোতা চণ্ড ভার্গব নামেতে দ্বিজবর ।
সদাচার ব্রতী দ্বিজ আইল বিস্তর ॥
ঋষি সে নারদ ব্যাস মার্কণ্ড পিঙ্গল ।
উদ্দালক সহ আইল সে দেবল ॥
বিপ্রগণ বেদমন্ত্রে জ্বালিল অনল ।
লইয়া নাগের নাম যুজ্ঞকুণ্ডে তুলে ॥
পর্ব্বতপ্রমাণ অগ্নি দেখে লাগে ভয় ।
মন্ত্রবলে আসি কুণ্ডে সবে ভস্ম হয় ॥
কেহ অশ্ব-উষ্ট্র প্রায় কেহ হস্তী প্রায় ।
কেহ কৃষ্ণবর্ণ কেহ শুক্লবর্ণ কায় ॥
জলমধ্যে গর্ত্তমধ্যে কোটরে প্রবেশে ।
যজ্ঞস্থানে টানি আনে বান্ধি মন্ত্রপাশে ॥
একশত দুইশত পঞ্চশত শির ।
পর্ব্বত জিনিয়া কার' বিপুল শরীর ॥
মস্তকে লাঙ্গুল শিরে জিহ্বা লড়বড়ি ।
কাতর হইয়া কেহ যায় গড়াগড়ি ॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হইয়া ব্যাকুল ।
মহানন্দে গর্জ্জি সবে পড়য়ে অনল ॥
দুর্গন্ধ হইল যত পূরিল সংসার ।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হইল চমৎকার ॥
যখন প্রতিজ্ঞা করিলেন জন্মেজয়ে ।
ইন্দ্রস্থানে তক্ষক শরণ নিল ভয়ে ॥
কহিল বৃত্তান্ত যত যজ্ঞের কারণ ।
জন্মেজয় যজ্ঞ করে সর্পের নিধন ॥
প্রাণভয়ে শরণ লইল সুরেশ্বরে ।
শুনিয়া অভয় তারে দিল পুরন্দরে ॥
নির্ভয় হইয়া তথা তক্ষক রহিল ।
এখানে নাগের কুল উৎপন্ন হইল ॥
যজ্ঞে ভস্ম হয় যত নাগের সমাজ ।
চমকিত হইল বাসুকি নাগরাজ ॥
ভয়েতে কম্পিত তনু মূর্চ্ছা ঘনে ঘন ।
ভগিনীরে ত্বরিতে করিল নিবেদন ॥
ভ্রাতারে আকুল দেখি কান্দয়ে নাগিনী ।
পুত্রেরে ডাকিয়া কহে সকরুণ বাণী ॥
ভ্রাতৃগণে আমার হইল মাতৃশাপ ।
সেই হেতু আমারে পাইল তোর বাপ ॥
মম ভ্রাতৃগণ হয় মাতুল তোমার ।
এ মহাপ্রলয়ে প্রাণ রাখহ সবার ॥
আস্তিক বলিল মাতা কান্দ কি কারণ ।
যে আজ্ঞা করিবা তাহা করিব এখন ॥
জরৎকারী বলে যজ্ঞ করে জন্মেজয় ।
মন্ত্রবলে সকল ভুজঙ্গ করে ক্ষয় ॥
মরিছে মাতুলবংশ করহ উদ্ধার ।
তোমা বিনা ত্রিভুবনে কেহ নাহি আর ॥
আস্তিক বলিল মাতা না কর বিষাদ ।
এখনি খণ্ডিব আমি নাগের প্রমাদ ॥
বাসুকিরে বল তুমি হইতে নির্ভয় ।
এখনি করিব ত্রাণ নাহিক সংশয় ॥
মাতুলে নির্ভয় করি চলিল ত্বরিত ।
জন্মেজয় যজ্ঞস্থানে হৈল উপনীত ॥
প্রবেশ করিতে দ্বারী নাহি দেয় তারে ।
ক্রোধেতে আস্তিক কহে কম্পে ওষ্ঠাধরে ॥
ব্রাহ্মণ হেলন কর মূঢ় দুরাচার ।
নাহি জান এই হেতু হইবে সংহার ॥
আস্তিকের ক্রোধ দেখি দ্বারী কম্পবান্ ।
দ্বার ছাড়ি প্রণমিল হ'য়ে সাবধান ॥
তথা হৈতে আস্তিক গেলেন যজ্ঞস্থান ।
বেদধ্বনি করি সভা কৈল কম্পমান্ ॥
সভার ব্রাহ্মণগণে করিল বন্দন ।
নৃপতিরে বলে তবে আশীষ বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী ।
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি ॥

যজ্ঞস্থানে আস্তিকের গমন।

গাইল আস্তিক মুনি, করি মহা বেদধ্বনি,
নৃপতিরে করিল কল্যাণ।
ধন্য যত চন্দ্রবংশ, হেন পুত্র অবতংশ,
ক্ষত্রমধ্যে না দেখি সমান॥
দেখেছি শুনেছি কত, যজ্ঞ হৈল শত শত,
কারে দিব ইহার তুলনা।
যজ্ঞ কৈল ইন্দ্র যম, কুবের বরুণ সোম,
আর যত না যায় গণনা॥
যুধিষ্ঠির পাণ্ডুপতি, বাসুদেব মহামতি,
শ্বেতবাহু নহুষ যযাতি।
মান্ধাতা মরুৎ ভূপ, নানা যুগে প্রতিরূপ,
দক্ষিণ সগর দাশরথি॥
ইক্ষ্বাকু ভরতাত্মজ, রাজা শিবি শিখিধ্বজ,
নানা যজ্ঞ করিল বহুল।
কেহ শত, কেহ ত্রিশ,কেহ ষষ্টি, কেহ বিশ,
এক যজ্ঞ নহে সমতুল॥
পুত্র সহ ব্যাস ঋষি, যাহার সভায় আসি,
যজ্ঞ হেতু শিষ্যগণ লৈয়া।
সাক্ষাৎ হইয়া যায়, বৈশ্বানর হবি খায়,
শিখা যায় প্রদক্ষিণ হৈয়া॥
ধন্য শ্রীজনমেজয়, নাহি হবে নাহি হয়,
তুলনা নাহিক ভূমণ্ডল।
ধর্ম্মে যেন যুধিষ্ঠির, ধনুর্ব্বেদে মহাবীর,
কীর্ত্তি ভগীরথ সমতুল॥
তেজে সূর্য্যপ্রভাসম, রূপে কামদেব যেন,
ব্রতাচারী ভীষ্মের সমান।
ধর্ম্মেতে বাল্মীকি মুনি, ক্ষমাতে বশিষ্ঠ গণি,
বিভবেতে যেন মরুত্বান্॥
আস্তিক-বচন শুনি, জন্মেজয় নৃপমণি,
মন্ত্রিগণে বলেন বচন॥
বালক দ্বিজের সুত, কথা কহে বৃদ্ধমত,
যত যত পূর্ব্ব পুরাতন॥
যাহা মাগে দিব আমি, গো অশ্ব কাঞ্চনভূমি,
এ দ্বিজের পূরাইব আশ।
মাগ শিশু যেই মনে, মনোনীত মম স্থানে,
এত বলি করিল আশ্বাস॥
এত শুনি হোতাগণে, বলিল রাজার স্থানে,
নহে এই দানের সময়।
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি করি, তক্ষক সে পিতৃ-বৈরী,
যাবৎ না অনলে ভস্ম হয়॥
শুনি রাজা বলে দ্বিজে,রাখিয়াছ কোনকাজে,
অদ্যপি সে তক্ষক ভীষণ।
দ্বিজ বলে নৃপমণি, তক্ষক দারুণ ফণী,
দেবরাজে ল'য়েছে শরণ॥
শুনি তবে মহাকোপে, দশনে অধর চাপে,
বলিল যতেক দ্বিজগণে।
ইন্দ্র রাখে মোর অরি,তারে আনিসঙ্গেকরি,
তক্ষকেও লও হুতাশনে॥
মম বৈরী রাখি ধরি, ইন্দ্র লবে বাহাদুরী,
সহনে না যায় স্পর্দ্ধা এত।
আন সবে মন্ত্রবলে, ভস্ম কর যজ্ঞানলে,
নাশ শীঘ্র পিতৃ বৈরী যত॥
ভূপতির আজ্ঞা পেয়ে, শ্রুবদণ্ড হাতে ল'য়ে,
দ্বিজগণ মন্ত্র উচ্চারিল।
বিপ্রের মন্ত্রের তেজে, রথে চড়ি দেবরাজে,
নাগগণ সঙ্গেতে চলিল॥
অপ্সরী অপ্সর যত, বাদ্যগীতে হৈয়া রত,
মন্ত্রপাশে হইয়া বন্ধিত।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
কাশীরাম দাস বিরচিত॥

আস্তিক কর্ত্তৃক সর্প যজ্ঞ বিঘ্ন।

সূর্য্যমণ্ডলেতে শুনি নৃত্য গীত-নাদ।
যত যজ্ঞহোতাগণ গণিল প্রমাদ॥
ভূপতির ক্রোধেতে করিনু কোন্ কাজ।
সর্ব্বনাশ হৈল আজি মরে দেবরাজ॥
এত চিন্তি হোতাগণ করিল বিচার।
ইন্দ্র ত্যজি তক্ষকে আকর্ষে আরবার॥

তক্ষক-প্রত্যয়ে ইন্দ্র উত্তরিয়ে ভরি।
অনুগত-রক্ষা-হেতু আছে কাছে করি॥
রাখিতে নারিল ইন্দ্র করিয়া যতন।
ইন্দ্র হৈতে ছাড়াইল মন্ত্রের বন্ধন॥
আইসে তক্ষক নাগ করিয়া গর্জ্জন।
সঘনে নিশ্বাস ঘোর করিয়া ক্রন্দন॥
মূর্ত্তিমান্ বায়ু যেন ফিরয়ে আকাশে।
অবশ হইয়া নাগ অন্তরীক্ষে আসে॥
মাতুল অনলে পোড়ে আস্তিক জানিল।
অন্তরীক্ষে তিষ্ঠ বলি আস্তিক বলিল॥
শূন্যেতে রহিল সর্প আস্তিকের বোলে।
তক্ষক সঘনে কাঁপে ব্রহ্মমন্ত্র-বলে॥
আস্তিক বলিল রাজা হও কৃপাবান্।
আজ্ঞা কর ভূপতি মাগি যে আমি দান॥
রাজা বলে দ্বিজ শিশু বৈসহ সভায়।
যা মাগিবে দিব আমি বলেছি তোমায়॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিব তক্ষক পামর।
এইমাত্র মুহূর্ত্তেক বিলম্ব আমার॥
আস্তিক বলিল যদি তক্ষকে পোড়াবে।
তবে কিবা মোরে তুমি আর দান দিবে॥
আয়ুশেষে যমে নিল তোমার জনকে।
অকারণে অপরাধী করহ তক্ষকে॥
অসংখ্য ভুজঙ্গগণ করিলে সংহার।
অহিংসক জনে মার না কর বিচার॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের সভা দেখি যে তোমার।
নিষেধ না করে কেহ জীবের সংহার॥
আস্তিক বলিল যদি এতেক বচন।
রাজারে বলিল তবে যত সভাজন॥
আপনি বলিল ব্যাস ডাকিয়া রাজারে।
প্রবোধ করহ মহারাজ ব্রাহ্মণেরে॥
নিবৃত্ত করহ যজ্ঞ সবে বলে ডাকি।
ব্রাহ্মণ-বালকে রাজা না কর অসুখী॥
নিবর্ত্ত নিবর্ত্ত বলি হৈল মহাধ্বনি।
নিষেধ করিল যজ্ঞ ভূপতি আপনি॥
শুনিয়া বাসুকি নাগ হৈল আনন্দিত।
নাগলোকে আনন্দ হইল অপ্রমিত॥
যে কিছু আছিল নাগ একত্র হইয়া।
পূজা কৈল আস্তিকেরে বহু রত্ন দিয়া॥
পুনঃ জন্মদাতা তুমি নাহিক সংশয়।
বর দিব মাগ তুমি যেই মনে লয়॥
আস্তিক বলিল যদি সবে দিবে বর।
এই বর মাগি আমি সবার গোচর॥
প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে যেই মোর নাম লবে।
নাগগণ হ'তে তার ভয় না রহিবে॥
আমার চরিত্র যেই করিবে শ্রবণ।
নাগ হৈতে কভু ভীত নহিবে সে জন॥
এ সব নিয়ম যেই করিবে লঙ্ঘন।
সত্য কহি তবে তার নিশ্চয় মরণ॥
ফাটিবেক শির যেন শিরিসের ফল।
আস্তিকের বাক্য যেই করিবে নিস্ফল॥
বর দান করিলাম বলে নাগগণে।
নিকটে না যাব কেহ তোমার স্মরণে॥
আদিপর্ব্ব ভারতের নাগ উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

জনমেজয়ের ধর্ম্ম হিংসা।

সৌতি বলে তবে পরীক্ষিতের নন্দন।
ডাকিয়া আনিল যত পাত্র-মিত্রগণ॥
সবারে বলয়ে রাজা করিয়া বিলাপ।
দূর না হইল মম হৃদয়ের তাপ॥
আপনার চিত্তে আমি করিনু বিচার।
দ্বিজ বিনা শত্রু মোর কেহ নাহি আর॥
ধর্ম্মশীল তাত মোর জগতে বিখ্যাত।
বিনা অপরাধে শাপ দিলেন নির্ঘাত॥
পিতৃবৈরী বিনাশিতে বহু চেষ্টা ছিল।
তাহে পুনঃ দ্বিজ আসি বাধক হইল॥
শাপেতে মরিল পরীক্ষিত নরবর।
মারিতে রাখিল পুনঃ তক্ষক পামর॥
মোর রাজ্যে বসিয়া এতেক অহঙ্কার।
দ্বিজের কুরীতি অঙ্গে সহ্য নহে আর॥

কোধানলে মোর অঙ্গ হইছে দহন।
ন মনে হয় সব মারিব ব্রাহ্মণ ॥
র্ব্বে কার্ত্তবীর্য্য করিলেক দ্বিজ-ধ্বংস।
দর চিরিয়া মারিলেন ভৃগুবংশ ॥
ইমত দ্বিজ সব করিব সংহার।
। হউক এই সত্য বচন আমার ॥
পতির বাক্য শুনি সবে স্তব্ধ হৈল।
ত পাত্র-মিত্রগণ উত্তর না দিল ॥
জা বলে কেহ কেন না দাও উত্তর।
ন্ত্রিগণ বলে শুন ওহে নরবর ॥
ষম বুঝিয়া বাক্য না আসে মুখেতে।
ক দিবেক যুক্তি রাজা বিপ্র বিনাশিতে ॥
হিলা যে কার্ত্তবীর্য্য মারিল ব্রাহ্মণ।
ার সমুচিত দণ্ড বিখ্যাত ভুবন ॥
ই ভৃগুকুলে জাত রাম ভগবান্।
ত্রিয়-শোণিতে ক্ষিতি করাইল স্নান ॥
ত্র বলি পৃথিবীতে না রহিল আর।
াহ্মণ-ঔরসে পুনঃ হইল সঞ্চার ॥
চনে সৃজন করে বচনে পালন।
পেকেতে করে ভস্ম যাঁহার নয়ন ॥
গ্নি সূর্য্য কালসর্পে আছে প্রতিকার।
াহ্মণের ক্রোধে রাজা নাহিক নিস্তার ॥
ক যুক্তি বুদ্ধিতে আইসে নৃপবর।
পায় করিয়া বিপ্র-বীর্য্য হানি কর ॥
শোদকে বিপ্রের পবিত্র হয় অঙ্গ।
শ বিনা হইবেক কর্ম্ম লণ্ড ভণ্ড ॥
নতেজ হবে দ্বিজ হ'য়ে কর্ম্মহীন।
শ্চাতে হইবে দগ্ধ ধর্ম্মে হৈলে ক্ষীণ ॥
রাজা বলে ভাল যুক্তি কৈলে সর্ব্বজন।
এমতে নাশিব দ্বিজ নিল মম মন ॥
এত বলি নরপতি দূতগণে আনে।
আজ্ঞা করি ডাকিয়া আনিল কোড়াগণে ॥
সব কোড়াগণে কহে চতুর্দ্দিকে যাও।
থিবীর যত কুশ খুদিয়া ফেলাও ॥
যাজ্ঞগণ বলে রাজা এ নহে বিচার।
া নষ্ট করে কুশ বলিবে সংসার ॥
না খুদিলে মরিবেক করিব উপায়।
ঘৃত দুগ্ধ গুড় মধু আনি দেহ তায় ॥
এই সব দ্রব্য ঢালিবেক কুশ মূলে।
স্বাদে পিপীলিকা গিয়া খাইবে সকলে ॥
পিপীলিকা কুশ মূল কাটিয়া ফেলিবে।
কার্য্যসিদ্ধি হবে হিংসা কেহ না জানিবে ॥
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল ততক্ষণ।
চারিভিতে চলিল যতেক দূতগণ ॥
রাজ্যে রাজ্যে বার্ত্তা কৈল যত অনুচরে।
মারিল সকল কুশ দেশ-দেশান্তরে ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ ॥
কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ।

জনমেজয়ের নিকটে ব্যাসের আগমন।

কুশ না মিলিল দ্বিজ হৈল চমৎকার।
স্থানে স্থানে বসি সবে করেন বিচার ॥
এইমত করিল জানিল ব্যাসমুনি।
নৃপতিরে বুঝাবারে চলিল আপনি ॥
ব্যাসে দেখি আনন্দিত জন্মেজয় রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করে বহু পূজা ॥
আনন্দিত ব্যাসমুনি বসিয়া আসনে।
নৃপতিরে জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে ॥
বদরিকাশ্রমে শুনিলাম সমাচার।
ব্রাহ্মণ-হিংসন কর কিমত বিচার ॥
সর্ব্বধর্ম্মে বিজ্ঞ তুমি পণ্ডিত সুজন।
তবে কেন হেন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিলা মন ॥
যাঁর ক্রোধে যদুকুল হইল বিধ্বংস।
যাঁর ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ ॥
যাঁর ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ্য।
যাঁর ক্রোধে ভগাঙ্গ হইল সহস্রাক্ষ ॥
পূর্ব্বেতে যতেক তব পিতামহগণ।
যাঁরে সেবি বিজয়ী হইল ত্রিভুবন ॥
হেন জন সহ হিংসা কর কি কারণ।
শুনিয়া বলিল রাজা নিজ নিবেদন ॥

বিনা অপরাধে বাপে কৈল ভস্মরাশি।
পিতৃবৈরী মারিতে বাধক হৈল আসি ॥
এই হেতু ক্রোধ মনে হতেছে আমার।
নিজ দুঃখ নিবেদিনু অগ্রেতে তোমার ॥
ব্যাসদেব বলে ধৈর্য্য ধর নরপতি।
ক্রোধে ধর্ম্ম নাশ করে বিনাশে বিভূতি ॥
ব্রাহ্মণেরে ক্রোধ রাজা কর অকারণ।
ভবিতব্য খণ্ডন না হয় কদাচন ॥
তোমার পিতার জন্ম হইল যখন।
গণিয়া কহিল যত শাস্ত্রবিদ্ জন ॥
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম করিবেন অপ্রমিত।
ভুজঙ্গ দংশনে মৃত্যু হইবে নিশ্চিত ॥
আমার বচনে স্থির হও গুণাধার।
পিতা হেতু দুঃখ চিন্তা না করিহ আর ॥
কে খণ্ডাতে পারে রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
না বুঝিয়া করিতেছ বিপ্র সহ দ্বন্দ্ব ॥
ব্যাসের মুখেতে রাজা শুনিয়া বচন।
ভাবিয়া ত কুশ-হিংসা কৈল নিবারণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

———

জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ।

রাজা বলে অকারণে করিলাম এত।
কোটি অহিংসক সর্প করিলাম হত ॥
এ পাপ নরক হৈতে নাহিক নিস্তার।
কহ মুনি ইহাতে কিমতে হ'ব পার ॥
জ্ঞাতিবধ করি পূর্ব্বে পিতামহগণ।
অশ্বমেধ করি পাপে হইল মোচন ॥
আমিও করিব সেই বাজিমেধ যজ্ঞ।
শুনি নিষেধিল ব্যাস সকল-শাস্ত্রজ্ঞ ॥
পারিব না জানি সবে, নিষেধ করিলে।
নিশ্চয় করিব যজ্ঞ, এই কলিকালে ॥
মুনি বলে ক্ষম তুমি সকল কর্ম্মেতে।
বাজিমেধ নহে রাজা এ কলিযুগেতে ॥
মাংসশ্রাদ্ধ সন্ন্যাস গোমেধ অশ্বমেধ।
দেবর হইতে পুত্র কলিতে নিষেধ ॥
অবশ্য করিব যজ্ঞ বলে মহারাজ।
মোর বিঘ্ন করিতে কে আছে ক্ষিতিমাঝ ॥
মুনি বলে করহ যে তব মনে লয়।
কিমতে কহিব আমি বেদে নাহি কয় ॥
এত বলি মুনিরাজ হৈল অন্তর্দ্ধান।
ভূপতি কহিল তবে যজ্ঞের বিধান ॥
যজ্ঞ-অশ্ব নিয়োজিল সেনাপতিগণ।
বহুদেশ-দেশান্তর করিল ভ্রমণ ॥
সম্পূর্ণ বৎসর অশ্ব পৃথিবী ভ্রমিল।
যত রাজগণ বলে জিনিয়া আনিল ॥
যত মুনি দ্বিজগণ ছিল ভূমণ্ডলে।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল যজ্ঞস্থলে ॥
বপুষ্টমা রাণী সহ আছে নৃপবর।
অসিপত্র ব্রত আচরিয়া সংবৎসর ॥
হইল বৎসর পূর্ণ চৈত্র পূর্ণিমাতে।
কাটিয়া তুরঙ্গ রাজা ফেলিল অগ্নিতে ॥
দ্বিজগণ বেদশব্দে পূরিল গগন।
শূন্যমণ্ডলেতে থাকি দেখে দেবগণ ॥
অশ্বমেধ পূর্ণ হয় কলিযুগ মাঝ।
বেদনিন্দা ভয়েতে কম্পিত দেবরাজ ॥
কাটামুণ্ড অশ্বের যে আছিল বিশেষ।
মায়াবলে ইন্দ্র তাহে করিল প্রবেশ ॥
সভামধ্যে নৃত্য করে তুরঙ্গের মুণ্ড।
দেখিয়া আশ্চর্য্য বড় হৈল সভাখণ্ড ॥
রাণীসহ ভূপতি আছয়ে সভামাঝ।
নাচে মুণ্ড সভামাঝে পাইলেক লাজ ॥
যতেক সভার লোক অধোমুখ হৈল।
ব্রাহ্মণ কুমার এক হাসিয়া উঠিল ॥
পুনঃ পুনঃ তালি মারে হাসে খল খল।
দেখিয়া হইল রাজা জ্বলন্ত অনল ॥
রাজার সম্মুখে ছিল খড়্গ খরশান।
দ্বিজপুত্রে কাটিয়া করিল দুই খান ॥
হাহাকার শব্দ হৈল যজ্ঞের শালায়।
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ পলাইয়া যায় ॥

ব্রহ্মঘাতী মহাপাপী এই দুরাচার।
দেখিলে হইবে পাপ বদন ইহার ॥
যতদূর পর্য্যন্ত ইহার অধিকার।
ততদূর দ্বিজের বসতি নহে আর ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ নাম করিয়া আনিল।
ব্রাহ্মণের মাংস খায় এবে জানা গেল ॥
দাও ফেলি এর দ্রব্য যে আছ যথায়।
এত বলি সভা ছাড়ি দ্বিজগণ যায় ॥
ব্রাহ্মণঘাতীর মুখ দেখা অনুচিত।
রাজগণ যথা তথা গেল চতুর্ভিত ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র ছিল যত জন।
সবে গেল একা মাত্র রহিল রাজন্ ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীরাম দাস কহে তরিবে সংসার ॥

জনমেজয়কে ভারত শ্রবণে ব্যাসের উপদেশ।

অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপরাশর মুনি।
বর্ণনা না যায় যিনি অপ্রমিত গুণী ॥
সত্যবতী হৃদয়ানন্দন মুনি ব্যাস।
যাঁর মুখচন্দ্রে তিন ভুবন প্রকাশ ॥
কনক-পিঙ্গল-জটা-বিরাজিত শির।
কৃষ্ণঅঙ্গ শোভে যেন তরিতে মুনির ॥
অম্বর সম্বরি যে ভারত রাখি কাঁখে।
দক্ষিণ বামেতে পাছে মুনি লাখে লাখে ॥
জানিয়া রাজার কষ্ট সদয় হৃদয়।
উপনীত সেখানে যেখানে জনমেজয় ॥
অধোমুখে আছে রাজা হ'য়ে শোকাবেশ।
ব্যাস দেখি লজ্জাবান হইল বিশেষ ॥
মুনি বলে অভিমান ত্যজ নরপতি।
বাক্য না শুনিয়া তব হইল এ গতি ॥
ব্যাসের বচনে রাজা পাইয়া আশ্বাস।
চরণে পড়িয়া কহে গদগদ ভাষ ॥
নিন্দিত আমার মত নাহি এ সংসারে।
তোমার বচন নাহি শুনি অহঙ্কারে ॥
তার সমুচিত ফল শীঘ্র পাইলাম।
দুস্তর নরকসিন্ধু মধ্যে পড়িলাম ॥
কৃপা করি মুনিরাজ পড়িনু চরণে।
তোমাবিনা তারে মোরে নাহি অন্যজনে ॥
ত্যজিল আমারে ভ্রাতা মন্ত্রী যত জন।
ত্যজিল যতেক দ্বিজ পুরোহিতগণ ॥
পাপী ব'লে কেহ মোর নিকটে না আসে।
আপনি আইলা কৃপা করি স্নেহবশে ॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ কি করি এখন।
পাপসিন্ধু হৈতে মোরে করহ তারণ ॥
মুনি বলে চিত্তে দুঃখ না ভাবিহ আর।
হইবে নিষ্পাপ ধর বচন আমার ॥
ব্রহ্মবধ আদি পাপ সব হবে ক্ষয়।
অশ্বমেধ ফল পাবে নাহিক সংশয় ॥
এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত কাহিনী।
শুচি হ'য়ে একমনে শুন নৃপমণি ॥
পাপ তাপ খণ্ডিবেক নাহিক সংশয়।
আমার বচনে যদি করহ প্রত্যয় ॥
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ বান্ধহ উপর।
তার তলে ভারত শুনহ নৃপবর ॥
মহাভারতের কথা কীর্ত্তন করিতে।
কৃষ্ণবর্ণ ত্যজি শুক্ল হইবে নিশ্চিতে ॥
মহাপুণ্য যত কথা সর্ব্বশাস্ত্র সার।
করহ শ্রবন মুক্ত হবে নরবর ॥
এত শুনি জন্মেজয় আনন্দ-হৃদয়।
ধরিল মুনির পায় করিয়া বিনয় ॥
কৃপা করি যদি মোরে কহ এইমত।
আপনি শুনাও মোরে শ্রীমহাভারত ॥
মুনি বলে ভারতের কথন বিস্তার।
কহিবারে অবসর নাহিক আমার ॥
মুনিশ্রেষ্ঠ শিষ্যশ্রেষ্ঠ এই তপোধন।
ভারতে আমার সম শ্রীবৈশম্পায়ন ॥
ইনি শুনাইবেন মহাভারত আখ্যান।
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করেন সম্মান ॥
এত বলি মুনিরাজ গেলা নিজ স্থান।
শ্রীবৈশম্পায়নে বলে বর্ণিতে পুরাণ ॥

শৌনকাদি মুনি সূতপুত্রে জিজ্ঞাসিল।
আস্তিকের উপাখ্যান সকল কহিল॥
কশ্যপাদি মুনি ছিল যজ্ঞের সদনে।
কেন্ কোন্ প্রসঙ্গ করিল সেই স্থানে॥
কোন হেতু আমার প্রপিতামহগণ।
ভাই ভাই যুদ্ধ করি হইল নিধন॥
আপনি আছিলে তুমি সে সব সময়।
তবে কেন বিবাদে হইল সব ক্ষয়॥
ব্যাস বলিলেন তাহা কহিতে বিস্তার।
শুনিবারে ইচ্ছা যদি হইল তোমার॥
দেখহ আমার শিষ্য শ্রীবৈশম্পায়ান।
এ সব কথায় ইনি বড়-বিচক্ষণ॥
যাহা জিজ্ঞাসিবে তাহে কহিবে সকল।
এত বলি গেলা ব্যাস আপনার স্থল॥
তবে শ্রীজনমেজয় ব্যাসের বচনে।
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ করে ততক্ষণে॥
তার তলে বসি রাজা সহ মন্ত্রীগণ।
চারি জাতি নগরের শ্রেষ্ঠ যতজন॥
নানা রত্ন দিয়া মুনিরাজে কৈল পূজা।
বিনয়-বচনে তবে জিজ্ঞাসিল রাজা॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
তবে শ্রীজনমেজয় মুনিরে লইয়া।
জিজ্ঞাসিল পুণ্যকথা বিনয় করিয়া॥
জগতে বিখ্যাত যে বৈশম্পায়ন মুনি।
কহিতে লাগিল তত্ত্ব ভারত কাহিনী॥
প্রথমে বন্দিল গুরু ব্যাস মহামুনি।
যাঁহার রচিত গ্রন্থ ভারত-কাহিনী॥
খণ্ডয়ে অশেষ পাপ যাহার শ্রবণে।
সকল যজ্ঞের ফল পায় ততক্ষণে॥
বৈশ্য শূদ্র শুনিলে খণ্ডয়ে সব দুঃখ।
অপুত্রক শুনিলে দেখয়ে পুত্রমুখ॥
রাজভয়, শত্রুভয়, পথিভয়, আদি।
বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে আর যত বিধি॥
মোক্ষশাস্ত্র বলি যেই ব্যাসের রচিত।
সম্পূর্ণ সকল রসে করিল বর্ণিত॥
ইহার শ্রবণে যত সুখ লভে নর।
তার সম ফল নাহি স্বর্গের উপর॥
ইহলোকে আয়ুর্যশ অন্তে স্বর্গে যায়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়॥

———

মহাভারত-কথারম্ভ।

সৌতি বলে শুন সবে অদ্ভুত কথন।
যজ্ঞস্থানে ব্যাস মুনি আইল যখন॥
ব্যাস দেখি আনন্দিত জন্মেজয় রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করিলেন পূজা॥
আমারে বলহ মুনি ইহার কারণ।
চিরদিন শুনিতে উৎসুক মম মন॥
শুচি হৈয়া মন দিয়া যে জন শুনয়।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়॥
এক লক্ষ শ্লোকে এই ভারত নির্ম্মাণ।
নানা ধর্ম্ম পরিপূর্ণ বিচিত্র আখ্যান॥
হরি হরি শব্দ করি শুন একচিতে।
প্রথমেতে সবাকার রক্ষা যেই মতে॥
পৃথিবীর মধ্যে ক্ষত্র হইল অপার।
মহামত্ত হৈয়া সবে করে কদাচার॥
লোকহিংসা সহিতে না পারি জনার্দ্দন।
ভৃগুবংশে অবতার হ'লেন তখন॥
করেতে কুঠার জমদগ্নির কুমার।
নিঃক্ষত্র করিল ক্ষিতি তিন সপ্তবার॥
ক্ষত্র বলি ক্ষিতিমধ্যে না রাখিল নাম।
মারিল দুগ্ধের শিশু ক্ষত্র যার নাম॥
ব্রাহ্মণেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোধন।
বিপ্রগৃহে প্রবেশিল ক্ষত্রিয়-স্ত্রীগণ॥
রাজকর্ম্মে বিপ্রগণে সম্ভব না হয়।
ক্ষত্রগর্ভে বিপ্রজাত হইল তনয়॥
ক্ষত্র-স্ত্রীতে বিপ্রবীর্য্যে হইল কুমার।
পুনঃ ক্ষিতিমধ্যে হৈল ক্ষত্রিয় প্রচার॥
নিষ্পাপ হইল সবে পরম ধার্ম্মিক।
ধর্ম্মেতে বাড়িল বংশ হইল অধিক॥

ধর্ম্মেতে করিল সবে প্রজার পালন।
রাজ্যেতে নাহিক আর অকাল মরণ॥
নিজ নিজ বৃত্তিতে করেন সবে কর্ম্ম।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যে ধর্ম্ম॥
পাপের প্রসঙ্গ নাহি ধর্ম্মেতে তৎপর।
সাগর অবধি ক্ষিতি পূর্ণ হৈল নর॥
স্বর্গের বৈভবপূর্ণ হৈল ক্ষিতিমাঝ।
রাজগণ হইল দ্বিতীয় দেবরাজ॥
এত দেখি যতেক দানব দৈত্যগণ।
দেব হৈতে পরাভব হইল যখন॥
সুখভোগস্থান ক্ষিতি দেখি মনোরম।
ভোগের কারণে নিল মনুষ্য-জনম॥
জন্মিয়া পৃথিবী মধ্যে হইল প্রবল।
তপ, জপ, যজ্ঞ, দান হিংসিল সকল॥
হিংসকের ভার ধরা সহিতে না পারে।
দণ্ডবৎ করে গিয়া ব্রহ্মার গোচরে॥
ক্ষিতির রোদন দেখি দেব প্রজাপতি।
জানিয়া সকল তত্ত্ব সান্ত্বাইল ক্ষিতি॥
না কর ক্রন্দন তুমি স্থির কর মন।
উপায়ে তোমার কার্য্য করিব সাধন॥
তোমার কারণে আমি সব দেবগণে।
নররূপে জন্মাইব অসুর-নিধনে॥
এত বলি পৃথিবীকে করিল মেলানি।
দেবগণ লৈয়া যুক্তি করে পদ্মযোনি॥
প্রবল অসুরগণে হৈল ক্ষিতিভার।
হরি বিনা কার শক্তি করিতে সংহার॥
চল সবে ইহা জানাইব নারায়ণে।
এত বলি ব্রহ্মা সহ যত দেবগণে॥
ঊর্দ্ধবাহু করি স্তুতি করে প্রজাপতি।
কৃপা কর নারায়ণ অনাথের গতি॥
সর্ব্বভূত আত্মা তুমি সবার জীবন।
তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল ভুবন॥
হেন সৃষ্টি নাশ করে দানব প্রবল।
তোমা বিনা রক্ষা নাহি মজিল সকল॥
কাতর হইয়া ব্রহ্মা করিলেন স্তুতি।
করিলেন অনুজ্ঞা কৃপায় লক্ষ্মীপতি॥
তোমার বচনে ব্রহ্মা হ'ব অবতার।
আপনি খণ্ডিব আমি পৃথিবীর ভার॥
নিজ নিজ অংশ লইয়া যত দেবগণ।
সবে জন্ম লও গিয়া মনুষ্য-ভুবন॥
এতেক আকাশবাণী শুনি প্রজাপতি।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল দেবগণ প্রতি॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর যত বিদ্যাধরে।
সবে জন্ম লও গিয়া আজ্ঞা অনুসারে॥
ব্রহ্মার আদেশ পেয়ে যত দেবগণ।
অবনীর মাঝে গিয়া জন্মিল তখন॥
বলেন বৈশাম্পায়নে কহ মুনিবর।
কোন্ জন দৈত্য আর কোন্ জন নর॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেরূপে হইল শুন সৃষ্টি-প্রকরণ॥

আদি বংশ বিবরণ।

ব্রহ্মার মানস পুত্র হৈল ছয়জন।
ছয়জন হৈতে শুন জন্মে ত্রিভুবন॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র ত্রিজগতে জানি।
তাঁর পুত্র হইল কাশ্যপ মহামুনি॥
তের কন্যা দক্ষের-বিবাহ করে মুনি।
তা সবার নাম শুন প্রত্যেক বাখানি॥
অদিতি, কপিলা, দনু, কদ্রু, মুনি, ক্রোধা।
দনায়ু সিংহিকা কালা দিতি আর প্রধা॥
বিশ্বা আর বিনতা যে তের জন গণি।
তের জনে যত জন্মে শুন নৃপমণি॥
অদিতির গর্ভে হৈল আদিত্য দ্বাদশ।
যাঁর কিরণে এই প্রকাশে দিবস॥
যম, মিত্র, অংশ, ভগ, বরুণ, অর্য্যমা।
ত্বষ্টা, বিষ্ণু, বিবস্বান্, সবিতা, শক্রনামা॥
ইত্যাদি অদিতি পুত্র হৈল বহুতর।
সকল পুত্রের শ্রেষ্ঠ হৈল পুরন্দর॥
দিতি দুই পুত্র হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যক।
দেবের পরম শত্রু প্রতাপে পাবক॥

রণ্যাক-পুত্র তবে হৈল পঞ্চজন ।
ধান প্রহ্লাদ পুত্র ত্রৈলোক্যপাবন ॥
ন পুত্র হৈল তাঁর মহাধনুর্দ্ধর ।
রোচন, কুম্ভ আর নিকুম্ভ সুন্দর ॥
রোচনের পুত্র হৈল বলি মহাশয় ।
র পুত্র বাণ বীর ভুবনে দুর্জ্জয় ॥
হাকাল নাম তার শিবের কিঙ্কর ।
স্রেক ভুজেতে ভূষিত কলেবর ॥
ুর নন্দন হইল দানব সকল ।
চুস্ত্রিংশৎ পুত্র হইল বলে মহাবল ॥
প্রচিত্তি সম্বর পুলোমা মস্তকেশী ।
বংবিধ বহুনাম দানবেতে ঘোষি ॥
হা সবাকার পুত্র পৌত্র কোটি কোটি ।
র্গ মর্ত্ত্য পাতালে দানবদল কোটি ॥
াহু নামে এক পুত্র সিংহিকা-উদরে ।
ক্রে কাটি দুই অঙ্গ কৈল চক্রধারে ॥
নায়ুর চারি পুত্র হইলেক ক্রমে ।
ানহ বিখ্যাত বল বীর বৃত্র নামে ॥
কালার নন্দন হৈল কালকেতুগণ ।
দেবের অবধ্য তারা বিখ্যাত ভুবন ॥
কদ্রুর নন্দন হইল অনন্ত বাসুকি ।
ইত্যাদি কদ্রুর পুত্র সহস্রেক লিখি ॥
অনুরম্ভা আকীরাদি বিশ্বার দুহিতা ।
প্রধানা নন্দিনীগণ জগতে বিদিতা ॥
অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, তিলোত্তমা ।
সুবাহু, সুব্রত আদি লোকে অনুপমা ॥
হাহা হুহু নামে পুত্র গন্ধর্ব্বের রাজা ।
কপিলার পুত্রগণে সবে করে পূজা ॥
ব্রাহ্মণ অমৃত গবী কপিলা উদরে ।
তাহার মহিমা গুণ বিখ্যাত সংসারে ॥
চিত্ররথ আর যত অপ্সর কিন্নরে ।
কাশ্যপ কপিল পুত্র ক্রোধার উদরে ॥
মুনির উদরে জন্মে সাত্যকি যে মুনি ।
জগৎজননী এই তের দাক্ষায়ণী ॥
অঙ্গিরা ব্রহ্মার পুত্র তাঁর তিন সুত ।
বৃহস্পতি, উতথ্য, সম্বর্ত্ত গুণযুত ॥
পৌলস্ত্য মুনির পুত্র বিখ্যাত সংসারে ।
বিশ্বশ্রবা পুত্র তাঁর সর্ব্বগুণ ধরে ॥
কুবেরাদি যক্ষ যত তাঁহার নন্দন ।
রাক্ষস, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ॥
অত্রির নন্দন হৈল অনেক ব্রাহ্মণ ।
ক্রতুর নন্দন হৈল যজ্ঞের কারণ ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে দক্ষ প্রজাপতি ।
পঞ্চাশৎ কন্যা তাঁর হইল উৎপত্তি ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্তে ধর্ম্ম মহাশয় ।
দশ কন্যা দক্ষের করিল পরিণয় ॥
কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি,মেধা, পুষ্টি,শ্রদ্ধা,ক্রিয়া ।
বুদ্ধি, লজ্জা, মতি, এই দশ ধর্ম্মপ্রিয়া ॥
তিন পুত্র ধর্ম্মের শুনহ তার নাম ।
সর্ব্ব ঘটে স্থিতি তাঁরা শম, হর্ষ, কাম ॥
কামের বনিতা রতি প্রাপ্তি পতি শম ।
হর্ষের বনিতা নন্দা এই তার ক্রম ॥
অশ্বিন্যাদি কন্যা সপ্তবিংশ দাক্ষায়ণী ।
বিবাহ কারণ চন্দ্রে দিল দক্ষমুনি ॥
ব্রহ্মার তনয় মনু বিখ্যাত ভুবন ।
প্রজাপতি নামে তার জন্মিল নন্দন ॥
সেই প্রজাপতি পুত্র বসু অষ্টজন ।
বসুর নন্দন হৈল দেব হুতাশন ॥
যত কহিলাম পূর্ব্বে সৃষ্টির সঞ্চার ।
প্রত্যক্ষে শুনহ তবে নাম সবাকার ॥
দানব-প্রধান বিপ্রচিত্তি মহাতেজা ।
জরাসন্ধ নামে হৈল মগধের রাজা ॥
হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যের প্রধান ।
শিশুপাল হৈল সেই মহাবলবান ॥
শল্য সে হইল পূর্ব্বে প্রহ্লাদ যে ছিল ।
অহ্লাদ আসি মর্ত্ত্যে ধৃষ্টকেতু হৈল ॥
বাস্কল আসিয়া হৈল ভগদত্ত নাম ।
কালনেমি হৈল কংস মথুরায় ধাম ॥
শরভ নামেতে দৈত্য পৌরব হইল ।
উগ্রসেন নামেতে গরিষ্ঠ নাম দিল
দীর্ঘজিহ্বা নামে দৈত্য নাম কাশীরাজা ।
মণিমান্ নামে বৃত্রাসুর মহাতেজা ॥

কালকেতু নামে যক্ষ ছিল মৎস্যদেশে।
হরিদশ্ব হৈল রুক্মী ভীষ্মক-ঔরসে ॥
কীচক কলিঙ্গ বৃষসেন মহাবলে।
কালকেতুগণ আসি জন্মিল ভূতলে ॥
বৃহস্পতি অংশে হৈল দ্রোণ মহাশয়।
বশিষ্ঠের শাপে বসু গঙ্গার তনয় ॥
রুদ্র অংশে কৃপাচার্য্য অজর অমর।
বসু-অংশে সাত্যকি দ্রুপদ নৃপবর ॥
কৃতবর্ম্মা বিরাট গন্ধর্ব্ব অংশে জন্ম।
ধর্ম্ম অংশ হৈতে হৈল বিদুরের জন্ম ॥
ধর্ম্ম অংশে জন্মিলেন যুধিষ্ঠির রাজা।
বায়ু অংশে জন্মিলেন ভীম মহাতেজা ॥
দেবরাজ অংশে জন্ম নিল ধনঞ্জয়।
অশ্বিনীকুমার হৈতে মাদ্রীর তনয় ॥
চন্দ্র আসি হৈল অভিমন্যু মহাবীর।
কাম হৈতে প্রদ্যুম্ন বিখ্যাত যদুবীর ॥
বসুদেবে দয়া করি দয়াময় হরি।
তাঁর গৃহে জন্মিলা গোলোক পরিহরি ॥
শেষ অংশে জন্ম লৈল রোহিণীনন্দন।
দ্রৌপদী জন্মিল আসি সবার নিধন ॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন যুযুৎসু তৎপর।
দুঃশাসন দুঃসল দুঃশীল বীরগণ ॥
প্রথম দুর্ম্মুখ তথা বিবিংশতি বীর।
বিকর্ণ শ্রীজরাসন্ধ সুলোচন ধীর ॥
বিন্দ, অনুবিন্দ, শ্রীদুর্দ্ধর্ষ, সুবাহুক।
দুষ্প্রাধর্ষ, দুর্ম্মর্ষণ, দ্বিতীয় দুর্ম্মুখ ॥
দুষ্কর্ণ আর যে কর্ণ চিত্র তার পর।
উপচিত্র পরেতে চিত্রাক্ষ নামধর ॥
চিত্রাঙ্গদ দুর্ম্মদ জানহ অনন্তর।
দুষ্প্রহর্ষ, বিবিৎসু, বিকট তৎপর ॥
ঊর্ণনাভ, পদ্মনাভ, নন্দ নামধর।
উপানন্দ সেনাপতি সুষেন কুণ্ডীর ॥
মহোদর চিত্রবাহু চিত্রবর্ম্মা ধীর।
সুবর্ম্মা দুর্ব্বিরোচন অয়বাহু বীর ॥
মহাবাহু চিত্রতাপ নামে সুকুমার।
ভীমবেগ ভীমবল বলাকী তৎপর ॥
শ্রীভীমবিক্রম উগ্রায়ুধ ভীমশর।
কনকায়ু তথা দৃঢ়ায়ুধ তারপর ॥
দৃঢ়কর্ম্মা দৃঢ়ক্ষেত্র সোমকীর্ত্তি বীর ॥
অনূদর জরাসন্ধ দৃঢ়সন্ধ ধীর ॥
সত্যসন্ধ সহস্রাক্ষ উগ্রশ্রবা খ্যাত।
উগ্রসেন ক্ষেত্রমূর্ত্তি শ্রীঅপরাজিতা ॥
সুবর্চ্চা আদিত্যকেতু বহ্বাশী অপর।
নাগদত্ত অনুযায়ী কবচী তৎপর ॥
জানহ নিষঙ্গী সঙ্গী আর দণ্ডধার।
ধনুগ্রহ উগ্র তথা ভীমরথ আর ॥
বীর বীরবাহু অলোলুপ নামধেয়।
অভয় আশু রৌদ্রকর্ম্মা দৃঢ়রথ জেয় ॥
অনাধৃষী কুণ্ডভেদী বিরোধী তৎপর।
সুদীর্ঘলোচন বীরবাহু অনন্তর ॥
মহাবাহু ব্যঢ়োরু যে তাহার অ[illegible]
জানহ কনকাঙ্গদ পরেতে কুণ্ডজ ॥
চিত্রক শ্রীপুরুমিত্র করণ তৎপর।
আর সত্যব্রত এই শত সহোদর ॥
বৈশ্যপুত্র যুযুৎসু সে হয় শতোপরি।
একা সহোদরা মাত্র দুঃশলা সুন্দরী ॥
জ্যেষ্ঠ অনুক্রমে করিলাম এ রচন।
ভারতে যেমন আছে ব্যাসের বচন ॥
শত এক সুত ধৃতরাষ্ট্রের হইল।
দুঃশালারে জয়দ্রথ বিবাহ করিল ॥
অংশ অবতার কথা প্রত্যক্ষে প্রকাশ।
বিরচিত পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস ॥

শকুন্তলা উপাখ্যান।

মুনি বলিলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
ভরতবংশের কথা শুন মহাশয় ॥
দুষ্মন্ত নামেতে রাজা জগতে বিদিত।
তাঁহার মহিমা-কথা না হয় বর্ণিত ॥
সংসারে আসিয়া বসুন্ধরা ভোগ করে।
ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালে দুষ্টেরে সংহারে ॥

দুষ্মন্ত শকুন্তলা।

াপরাক্রমী রাজা রূপগুণবন্ত।
থিবীতে একছত্র করিল দুষ্মন্ত॥
গয়াতে বড় রত মহাধনুর্দ্ধর।
গয়া করিতে গেল বনের ভিতর॥
স্তী হয় পদাতিক না যায় গণন।
সৈন্যে বেড়িল রাজা এক মহাবন॥
ংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ।
নেক মারিল রাজা না যায় গণন॥
তেক রাজার সৈন্য মারি মৃগচয়।
কটে পূরিল কেহ স্কন্ধে করি লয়॥
কান কোন জন তথা খায় পোড়াইয়া।
ার এক বনে গেল সে বন ছাড়িয়া॥
রণ্য নামেতে বন অতি মনোরম।
চত্রবন সমান সে মুনির আশ্রম॥
নাজিত বৃক্ষ তথা ফুল ফল ধরে।
নাজাতি পক্ষী তথা কলরব করে॥
ধুচক্র ডালে ডালে আছে তরুগণে।
ায়ুতেজে পুষ্পবৃষ্টি হয় অনুক্ষণে॥
না পক্ষিগণ তথা সদা ক্রীড়া করে।
ক্ষীকে না করে ভক্ষ্য মুনিরাজ ডরে॥
নির আশ্রম বুঝি দুষ্মন্ত নৃপতি।
াকিয়া বলেন রাজা সৈন্যগণ প্রতি॥
গ্নিহোত্র ধূম গিয়া পরশে গগন।
ক্ষার বদনে যেন মন্ত্র-উচ্চারণ॥
নি সম্ভাষি আমি না আসি যতক্ষণ।
ইখানে তাবৎ থাকহ সর্ব্বজন॥
ত বলি নরপতি পুরোহিত লৈয়া।
ণ্বের আশ্রমে তবে প্রবেশিল গিয়া॥
প্রবেশ করিল গিয়া মুনি অন্তঃপুরে।
দখিল যে কণ্ব নাই চিন্তে নৃপবরে॥
হনকালে শকুন্তলা মুনির নন্দিনী।
াদ্য অর্ঘ্য দিয়া তুষ্ট কৈল নৃপমণি॥
খিয়া কন্যার রূপ ভূপতি মোহিত।
জ্ঞাসিল কন্যা প্রতি কামে হতচিত॥
মন্ত ভূপতি আমি শুন সুবদনি।
থা আইলাম আমি ভেটিবারে মুনি॥

কোথায় গেলেন তিনি কহত' সুন্দরি।
তুমি বা কাহার কন্যা কহ সত্য করি॥
কন্যা বলে পিতা গেল ফলের কারণ।
মুহূর্ত্তেকে রহ হেথা আসিবে এখন॥
মুনির নন্দিনী আমি শুন নরবর।
এত শুনি নরপতি করিল উত্তর॥
তোমার সদৃশ রূপ কোথাও না দেখি।
মুনি কন্যা সত্য তুমি কহ শশিমুখি॥
পরম তপস্বী মুনি ফলমূলাহারী।
দারাত্যাগী জিতেন্দ্রিয় যতী ব্রহ্মচারী॥
তাঁহার তনয়া তুমি হইলে কিমতে।
কহ সত্য সুবদনি আমার সাক্ষাতে॥
কন্যা বলে শুন মম জন্মের কাহিনী।
যেমতে হইনু আমি মুনির নন্দিনী॥
বিশ্বামিত্র মুনি জান বিখ্যাত সংসারে।
চিরদিন তপস্যা করেন অনাহারে॥
তাঁর তপ দেখি কম্পবান্ পুরন্দর।
আমার ইন্দ্রত্ব লবে এই মুনিবর॥
সর্ব্ব দেবগণ মিলি ভাবে নিরন্তর।
মেনকারে ডাকি বলে দেব পুরন্দর॥
রূপে গুণে তব তুল্য নাহি ত্রিভুবনে।
মম কার্য্য সিদ্ধ কর আপনার গুণে॥
শুনিয়া মেনকা অতি বিষণ্ণ-বদন।
যোড়হাত করি ইন্দ্রে করে নিবেদন॥
সংসারে বিখ্যাত বিশ্বামিত্র মহাঋষি।
মহাতেজা ক্রোধী সেই পরম তপস্বী॥
বশিষ্ঠের শত পুত্র প্রকারে মারিল।
ক্ষত্রক্ষেত্রে জন্মি তবু ব্রাহ্মণ হইল॥
কৌশিকী নামেতে নদী আশ্রমেতে সৃজিল।
সহজাঙ্গে ব্যাধি করি পুনঃ মুক্ত কৈল॥
দ্বিতীয় করিল সৃষ্টি বিখ্যাত জগতে।
আপনি করহ ভয় যাঁহার তপেতে।
তাঁর তপ নষ্ট করে হেন কোনজন।
কর্ম্মনা হইবে হবে আমার মরণ॥
অগ্নি-সূর্য্যতেজ যাঁর যুগল নয়নে।
তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করে কোনজনে॥

তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তব কার্য্য সিদ্ধ হ'ক বাঁচি কিংবা মরি॥
কামদেব বায়ু দেহ আমার সহায়।
তবে যেই মতে হয় করিব উপায়॥
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল সঙ্গে যাহ দুইজন।
দেবরাজ-আজ্ঞা পেয়ে চলিল তখন॥
হেমন্ত পর্ব্বতের নিকটে মুনিবর।
মুনি দেখি মেনকার কাঁপিল অন্তর॥
অতিশয় সুবেশা হইয়া বিদ্যাধরী।
মুনির নিকটে ক্রীড়া করে মায়া করি॥
হেনকালে বায়ু বহে অতি খরতর।
উড়াইয়া বস্ত্র তার ফেলিল অন্তর॥
আস্তে ব্যাস্তে মেনকা উঠিয়া বস্ত্র ধরে।
বিবিধ প্রকারে পবনের নিন্দা করে॥
এ সকল কৌতুক দেখিল মুনিবর।
শরীরেতে ভেদিল কামের পঞ্চশর॥
মেনকা ধরিয়া মুনি নিল নিজ দেশ।
কামে মত্ত নিত্য করে শৃঙ্গার বিশেষ॥
হেনমতে বহুদিন গেল ক্রীড়ারসে।
তপ জপ সকল ত্যজিল কামবশে॥
একদিন সন্ধ্যা হেতু বিশ্বামিত্র মুনি।
মেনকারে ডাকি বলে জল দেহ আনি॥
শুনিয়া মেনকা আসি বলিল বচন।
এত দিনে ভাল সন্ধ্যা হইল স্মরণ॥
এত শুনি মুনি হৈল কুপিত অন্তর।
দেখিয়া মেনকা ভয়ে পলায় সত্বর॥
হ'য়েছিল যেই গর্ভ মুনির ঔরসে।
অরণ্যে প্রসব করি গেল নিজ দেশে॥
মুনিতপ নষ্ট করি গেল নিজ স্থানে।
আমারে ফেলিয়া গেল বিজন কাননে॥
সিংহ ব্যাঘ্র পশুগণ হিংসা নাহি করে।
পক্ষিগণ বেড়িয়া যে রহিল আমারে॥
তপস্যা করিতে গেল মুনি সেই বনে।
অনাথা দেখিয়া তাঁর দয়া হৈল মনে॥
গৃহে আনি পালন করিল মুনিবর।
তেঁই আমি তাঁর কন্যা শুন দণ্ডধর॥
শকুনে বেড়িয়া ছিল নিকুঞ্জকাননে।
শকুন্তলা নাম মুনি রাখে তেকারণে॥
আদিপর্ব্বে দিব্য শকুন্তলা-উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দুষ্মন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার বিবাহ

রাজা বলে কন্যা তুমি পরমাসুন্দরী।
রাজযোগ্য ধনি তুমি হও মোর নারী॥
গাছের বাকল ত্যজি পর পট্টবাস।
রত্ন অলঙ্কার পর যেই অভিলাষ॥
এত শুনি লজ্জিতা হইয়া শকুন্তলা।
মৃদুভাষে ভূপতিরে কহিতে লাগিলা॥
শুন রাজা আমি করিলাম অঙ্গীকার।
পিতা আসি সম্প্রদান করিবে আমার॥
রাজা বলে মুনিবর বিলম্বে আসিবে।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে মম মৃত্যু হবে॥
বেদোক্ত বিবাহ হয় অষ্টম প্রকার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ লিখে ক্ষত্রিয়-আচার।
আপনি বিবাহ কর যদ্যপি আমারে।
মুনির বচনে দোষ না হবে তোমারে॥
বেদের বিহিত যথা আছে পূর্ব্বাপর।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ হবে শুন নৃপবর॥
আমার উদরে যেই জন্মিবে কুমার।
সত্য কর তুমি তারে দিবে রাজ্যভার॥
কামে মত্ত ভূপতি করিল অঙ্গীকার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ করি ভুঞ্জিল শৃঙ্গার॥
তবে নরপতি বলে কন্যারে চাহিয়া।
রাজ্যেতে লইব তোমা লোক পাঠাইয়া॥
এত বলি নরপতি করিল গমন।
যাইতে যাইতে পথে চিন্তে মনে মন॥
কি কহিবে মুনিরাজ আসি নিজ ঘরে।
দুষ্মন্ত নিতান্ত ভীত ভাবিয়া অন্তরে॥
সসৈন্যে আপন দেশে গেল নরপতি।
কতক্ষণে গৃহে আসে মুনি মহামতি॥

স্কন্ধ হৈতে ফলভার ভূমেতে থুইল ।
শকুন্তলা এস বলি মুনি ডাক দিল ॥
লজ্জায় মলিন কন্যা না হ'ল বাহির ।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইল মুনির ॥
ধ্যানেতে জানিল মুনি যত বিবরণ ।
হাসিয়া কন্যার প্রতি বলিল বচন ॥
আমারে হেলন করি কৈলে এই কর্ম্ম ।
দুষ্মন্ত নৃপতি সহ করিলে অধর্ম্ম ॥
ক্ষমিলাম তোরে আমি করেছি পালন ।
না করিহ ভয় চিত্তে স্থির কর মন ॥
সবিনয়ে কন্যা বলে যুড়ি দুই কর ।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম মুনিবর ॥
যোগ্যপাত্র সেই সে দুষ্মন্ত নৃপবর ।
গান্ধর্ব্ব বিবাহে তাঁরে বরিলাম বর ॥
ক্ষমহ রাজার দোষ আমায় দেখিয়া ।
এত শুনি মুনিবর বলিল হাসিয়া ॥
তোমার কারণে আমি দিনু তারে বর ।
শুনি শকুন্তলা হৈল হরিষ-অন্তর ॥
হেনমতে মুনি গৃহে আছে শকুন্তলা ।
বিস্মৃত হইল রাজা রাজভোগে ভোলা ॥
কতকালে প্রসব হইল শকুন্তলা ।
পরম সুন্দর পুত্র শশী ষোলকলা ॥
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র মুনির ভবনে ।
ছয় বর্ষ পূর্ণ হৈল নাহি কার' মনে ॥
মহাপরাক্রমী বীর হৈল শিশুকালে ।
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী ধরি আনে পালে পালে ॥
তার পরাক্রম দেখি মুনি চমৎকার ।
দমনক বলি নাম দিলেন তাহার ॥
শকুন্তলা সহ মুনি করিল বিচার ।
যুবরাজযোগ্য পুত্র হইল তোমার ॥
পুত্র সহ যাও তুমি রাজার আলয় ।
পিতৃগৃহে পুত্র কভু সম্ভব না হয় ॥
ধর্ম্মক্ষয় অপযশ হয় কুচরিত্র ।
পিতৃগৃহে বহুধর্ম্মে না হয় পবিত্র ॥
দুষ্মন্ত নৃপতি বৈসে হস্তিনানগর ।
শকুন্তলা গেল যথা আছে নরবর ॥
পাত্রমিত্র সহ রাজা আছেন বসিয়া ।
পুত্র আগে করি তথা উত্তরিল গিয়া ॥
রাজারে চাহিয়া শকুন্তলা বলে বাণী ।
এই পুত্র তোমার দেখহ নৃপমণি ॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা রাজা করহ স্মরণ ।
তপোবনে গিয়াছিলে মৃগয়া কারণ ॥
সত্য আপনার রাজা করহ পালন ।
যুবরাজযোগ্য হয় এইত নন্দন ॥
শুনি সভাসদলোকে বিস্ময়-অন্তর ।
হাসিয়া দুষ্মন্ত রাজা করিল উত্তর ॥
কোথাকার তপস্বিনী কাহার নন্দিনী ।
কোনকালে পরিচয় আমি নাহি জানি ॥
এত শুনি শকুন্তলা হইল লজ্জিত ।
ক্রোধেতে অধর ওষ্ঠ সঘনে কম্পিত ॥
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া বলে শকুন্তলা ।
পূর্ব্ব সত্য পাসরিয়া রাজভোগে ভোলা ॥
কি বাক্য বলিলা রাজা নাহি ধর্ম্মভয় ।
তুমি হেন মিথ্যা বল উচিত না হয় ॥
দৈবের সে সব কথা কেহ নাহি জানে ।
আপনা আপনি রাজা ভাব মনে মনে ॥
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কহে যেই জন ।
সহস্র বৎসর তার নরকে গমন ॥
লুকাইয়া যেই জন করে পাপ কর্ম্ম ।
লোকে না জানয়ে কিন্তু জানে সেই ধর্ম্ম ॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি মহী আর জল ।
আকাশ শমন ধর্ম্ম জানয়ে সকল ॥
দিবা রাত্রি সন্ধ্যা প্রাতঃ কাল বৃদ্ধজনে ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল তারে দেয় ত শমনে ॥
মিথ্যা হেন বল রাজা [illegible] ভাল নহে ।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
পতিব্রতা নারী আমি না কর হেলন ।
আমারে নীচের প্রায় না ভাব রাজন ॥
পুত্ররূপে জন্ম হয় ভার্য্যার উদরে ।
শাস্ত্রেতে প্রমাণ আছে যত চরাচরে ॥
অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে ।
ভার্য্যা সম বন্ধু রাজা নাহি কোন লোকে ॥

পরম সহায়.সখা পতিব্রতা নারী।
যাহার সহায়ে রাজা সর্ব্ব ধর্ম্ম করি ॥
ভার্য্যা বিনা গৃহশূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলয় ॥৹
ভার্য্যাহীন লোক কেহ না করে বিশ্বাস।
সদাই দুঃখিত সেই সদাই উদাস ॥
ভার্য্যাবন্ত লোক ইহকাল বঞ্চে সুখে।
মরণে সংহতি হৈয়া তরে পরলোকে ॥
স্বামীর জীবনে ভার্য্যা আগে যদি মরে।
পথ চাহি থাকে ভার্য্যা স্বামী অনুসারে ॥
মরিলে স্বামীরে উদ্ধারিয়া লয় স্বর্গে।
হেন নীতিশাস্ত্রে রাজা কহে সুরবর্গে ॥
ভার্য্যা হৈতে নরপতি দেখে পুত্রমুখ।
যাহা হৈতে লোক সব ভুঞ্জে নানা সুখ ॥
ভার্য্যা বিনা পুত্র করে কাহার শকতি।
দেব ঋষি মুনি আদি যত মহামতি ॥
পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
জন্মমাত্র মুখ দেখি পিতা মাতা তরে ॥
পিণ্ডদানে পুত্র তারে করয়ে উদ্ধার।
হেন নীতি আছে রাজা বেদেতে প্রচার ॥
চতুষ্পদে গাভী শ্রেষ্ঠ দ্বিপদে ব্রাহ্মণ।
অধ্যয়নে গুরু শ্রেষ্ঠ পুত্র আলিঙ্গন ॥
ধূলায় ধূসর পুত্র কর আবাহন।
হৃদয়ের যত দুঃখ হইবে খণ্ডন ॥
হেন পুত্র দাণ্ডাইয়া তোমার সম্মুখে।
আলিঙ্গন কর রাজা পরম কৌতুকে ॥
অবজ্ঞা না কর রাজা নীচপুত্র নহে।
উহার মহিমা যত মুনিগণ কহে ॥
শত শত করিবেক অশ্বমেধ ব্রত।
সসাগরা একচ্ছত্র করিবে নিয়ত ॥
পিতার হতাশে পুত্র সদা ভাবে দুঃখ।
সে কারণে দেখিতে আইল তব মুখ ॥
আলিঙ্গন দিয়া রাজা তোষহ কুমারে।
আমারে রাখ না রাখ যা হয় বিচারে ॥
বিশ্বামিত্র মম পিতা মেনকা জননী।
প্রসবিয়া বনে গেল থুয়ে একাকিনী ॥
ত্যজিল জননী পূর্ব্বে তুমি ত্যজ এবে।
তোমারে বলিব কি মরিব এই ভাবে ॥
নিশ্চয় মরিব আমি নাহি তব দুঃখ।
এ পুত্রবিচ্ছেদে মম বিদরিছে বুক ॥
এত বলি শকুন্তলা বিনয় করিল।
নৃপতি শুনিয়া তবে প্রত্যুত্তর দিল ॥
অকারণে পুনঃ পুনঃ কহ কি আমারে।
তোমার বচন শুনি কেবা শ্রদ্ধা করে ॥
জনক তোমার যদি বিশ্বামিত্র মুনি।
মেনকা অপ্সরা বেশ্যা তোমার জননী ॥
বিশ্বামিত্র লোভী বলি জানে ত্রিজগতে।
জন্মিয়া ক্ষত্রিয়-বীর্য্যে গেল বিপ্রপথে ॥
বেশ্যাগর্ভে জন্ম তার বেশ্যার প্রকৃতি।
এই পুত্র তোর নহে হেন লয় মতি ॥
মিথ্যা প্রবঞ্চনা করি ভাণ্ডাও আমারে।
যাহ বা থাকহ কেহ না জিজ্ঞাসে তোরে ॥
শকুন্তলা কহে রাজা কহ বিপরীত।
দেবলোকে নিন্দা করা নহেত উচিত ॥
তোমায় আমায় রাজা অনেক অন্তর।
সুমেরু সরিষা রাজা কর পাঠান্তর ॥
মম মাতা স্বর্গবাসী তুমি বৈস ক্ষিতি।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমতুল কর নরপতি ॥
আমার দেখহ শক্তি আপন নয়নে।
এখনি যাইতে পারি যথা ইচ্ছা মনে ॥
ইন্দ্র যম কুবের ভুবন আদি করি।
মুহূর্ত্তেকে চরাচর ভ্রমিবারে পারি ॥
যত নিন্দা কর সহি স্বামীর কারণে।
আপনা না জানি নিন্দা কর অন্য জনে ॥
কুরূপ মনুষ্য রাজা নিন্দে সর্ব্বলোকে।
যতক্ষণ দর্পণেতে মুখ নাহি দেখে ॥
সত্যসম পুণ্য রাজা না দেখি তুলনা।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি কহে মুনিজনা ॥
হেন মিথ্যাবাদী তুমি হইলে নিশ্চয়।
তোমার নিকটে রহা উচিত না হয় ॥
এত বলি শকুন্তলা চলিল সত্বর।
হেনকালে শব্দ হয় আকাশ উপর ॥

যতেক বচন সত্য বলে শকুন্তলা।
শকুন্তলা বাক্য রাজা না করিও হেলা॥
সতী পতিব্রতা এই তোমার গৃহিণী।
পুত্রসহ সম্ভাষণ কর নৃপমণি॥
স্বামী বলি শকুন্তলা তোমারে ক্ষমিল।
শকুন্তলা ক্রোধে তব নাহি হবে ভাল॥
বংশের তিলক রাজা এই যে নন্দন।
আমার বচনে কর রক্ষণ ভরণ॥
ভরত বলিয়া নাম রাখহ ইহার।
ইহা হৈতে বংশোজ্জ্বল হইবে তোমার॥
দুষ্মন্ত নৃপতি শুনে মন্ত্রী পুরোহিত।
এতেক আকাশ বাণী হৈল আচম্বিত॥
রাজা বলে মন্ত্রিগণ করিলা শ্রবণ।
আমি ও জানি যে ইহা নহি বিস্মরণ॥
একারণে আমি ভাণ্ডালাম মন্ত্রিগণে।
বেশ্যা বলি ইহারে জানিল সর্ব্বজনে॥
এত বলি শীঘ্র উঠি দুষ্মন্ত রাজন।
শকুন্তলা হস্ত ধরি ফিরায় তখন॥
মহানন্দে নরপতি পুত্র কৈল কোলে।
শত শত চুম্ব দিল বদন কমলে॥
শকুন্তলা কৈল রাজা রাজপাটেশ্বরী।
পরম কৌতুকে চিরদিন রাজ্য করি॥
কতদিনে বৃদ্ধকালে দুষ্মন্ত রাজন।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোবন॥
পৃথিবীতে মহারাজ হইল ভরত।
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি করে শত শত॥
লক্ষ পদ্ম সুবর্ণ ব্রাহ্মণে দিল দান।
দাতা যে নাহিক কেহ ভরত সমান॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিল বাহুবলে।
অদ্যাপি ভারতভূমি ঘোষে ভূমণ্ডলে॥
তার বংশে যত যত হৈল নরপতি।
ভরতের বংশ বলি হইল সুখ্যাতি॥
ভারতের উপাখ্যান যেই নর শুনে।
আয়ুর্যশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে॥
আদিপর্ব্ব ভারত রচিল বেদব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় কাশীরাম দাস॥

চন্দ্রবংশের বিবরণ।

জন্মেজয় বলে কহ মুনি মহামতি।
চন্দ্রবংশে ভরতের হইল উৎপত্তি॥
চন্দ্র হৈতে বংশ হৈল কিমত প্রকারে।
সে সকল কথা মুনি শুনাও আমারে॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব সকল কথা করহ শ্রবণ॥
ভাল কথা জিজ্ঞাসিলে ভারত আখ্যান।
সোমবংশ চরিত্র করহ অবধান॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র বিখ্যাত সংসার।
কশ্যপ নামেতে পুত্র হইল তাঁহার॥
তাঁহার নন্দন হৈল সূর্য্য মহাশয়।
বৈবস্ব নাম হৈল তাঁহার তনয়॥
তাঁহার নন্দন হৈল বিদিত জগতে।
ইলাগর্ভে পুরূরবা বুধের বার্য্যেতে॥
অষ্টাদশ দ্বীপে সেই হৈল নরপতি।
চিরদিন ক্রীড়া করে উর্ব্বশী সংহতি॥
নৃপতি হইল আয়ু তাঁহার তনয়।
তার পুত্র হইল নহুষ মহাশয়॥
স্বর্গে ইন্দ্ররাজ হৈল আপনার গুণে।
সর্পযোনি পাইয়াছে ব্রহ্মার বচনে॥
যযাতি নৃপতি হৈল তাহার কুমার।
যযাতির গুণ যত কহিতে অপার॥
শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত তাঁহার শরীর।
পুত্রে জরা দিয়া রাজ্য করিল সুধীর॥

শুক্রস্থানে কচের গমন।

জন্মেজয় বলে কহ ইহার কারণ।
শুক্রস্থানে কোন্ দেশে কহিল রাজন্॥
কোন্ হেতু শাপ দিল ভৃগুর কুমার।
সে সব চরিত্র কহ করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
দেবতা-অসুর যুদ্ধ নিরন্তর হয়॥
নিজ নিজ হিত সবে বাঞ্ছা করি মনে।
দুই দলে পুরোহিত কৈল নিয়োজনে॥

বৃহস্পতি পুরোহিত করেন বাসব।
দৈত্যবংশে পুরোহিত হইল ভার্গব ॥
যুদ্ধে যত দৈত্যবধ করে যত দেবে।
সকল জীয়ান শুক্র মন্ত্রের প্রভাবে ॥
সঞ্জীবনীমন্ত্রে ভৃগুপুত্রের অভ্যাস।
যত মরে তত জীয়ে নাহিক বিনাশ ॥
যুদ্ধে যত দেবগণ হইত নিধন।
জীয়াইতে না পারেন অঙ্গিরানন্দন ॥
শুক্রের প্রভাবে দেবগণ চমৎকার।
সকলে মিলিয়া এক করিল বিচার ॥
কচ নামে ছিল বৃহস্পতির নন্দন।
তাঁহারে বলিল তবে সব দেবগণ ॥
বৃষপর্ব্বপুরে হয় শুক্রের বসতি।
তোমা বিনা যাইতে না পারে কোন কৃতী ॥
শিষ্য হ'য়ে শুক্রস্থানে কর অধ্যায়ন।
দেবযানী তাঁর কন্যা করিবে সেবন ॥
এত যদি বলিল সকল দেবগণ।
বৃষপর্ব্বপুরে কচ করিল গমন ॥
শুক্রের চরণে কচ করি নমস্কার।
প্রত্যক্ষেতে পরিচয় দিল আপনার ॥
অঙ্গিরার পুত্র আমি জীবের নন্দন।
পড়িবারে আইলাম তোমার সদন ॥
এত শুনি শুক্র তাঁরে করিল আশ্বাস।
পড়াব' সকল শাস্ত্র এই অভিলাষ ॥
শুক্রের আশ্বাসে কচ আনন্দিত মন।
ব্রহ্মচর্য্য আদি বিদ্যা করেন পঠন ॥
বিবিধ প্রকারে কচ শুক্রে সেবা করে।
ততোধিক সেবে কচ তাহার কন্যারে ॥
করযোড়ে থাকি কচ দেবযানী আগে।
অবিলম্বে আনে কচ যাহা কন্যা মাগে ॥
নৃত্যগীত বাদ্যে সদা তোষে তাঁর মন।
আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া তার থাকে অনুক্ষণ ॥
হেন মতে পঞ্চশত বৎসর যে গেল।
গাভী রাখিবারে শুক্র কচে নিয়োজিল ॥
গোধন রক্ষণে কচ নিত্য যায় বনে।
দৈত্যগণ তাহারে দেখিল একদিনে ॥
জানিল তাহারে দেবগুরুর নন্দন।
শুক্রস্থানে আসিয়াছে মন্ত্রের কারণ ॥
তবে সব দৈত্যগণ কচেরে মারিয়া।
তীক্ষ্ণ খড়্গে খণ্ড খণ্ড করিল কাটিয়া ॥
অস্থি মাংস সব শার্দ্দূলে খাওয়াইল।
কচে মারি দৈত্যগণ নিজ ঘরে গেল ॥
সন্ধ্যাকালে গাভীগণ প্রবেশে নগরে।
কচ নাহি গাভীগণ প্রবেশিল ঘরে ॥
কচ নাহি দেবযানী হইল চিন্তিত।
কান্দিয়া পিতার ঠাঁই জানায় ত্বরিত ॥
গাভীগণ আসে ঘরে কচ না আইল।
সিংহ ব্যাঘ্র দৈত্যে কি তাহারে বিনাশিল ॥
নিশ্চয় মরিব আমি কচের বিহনে।
এত বলি দেবযানী ভালে কর হানে ॥
শুক্র বলে দেবযানী না কর ক্রন্দন।
মন্ত্রবলে কচে আমি জীয়াব এখন ॥
এস কচ বলি শুক্র তিন ডাক দিল।
মন্ত্রের প্রভাবে কচ আসি উত্তরিল ॥
কচে দেখি দেবযানী আনন্দিত মন।
জিজ্ঞাসিল কোথায় আছিলে এতক্ষণ ॥
কচ বলে দৈত্যগণ আমারে মারিল।
প্রসন্ন হইয়া গুরু পুনঃ জীয়াইল ॥
এত শুনি দেবযানী পিতারে কহিল।
গোধন-রক্ষণ হেতু নিষেধ করিল ॥
ভারতের কথা সব শুনিতে অমৃত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥

কচ ও দেবযানীর পরস্পর অভিশাপ।

তবে কতদিনে কচে বলে দেবযানী।
দেব আরাধিব কিছু পুষ্প দেহ আনি ॥
আজ্ঞা ল'য়ে কচ গেল পুষ্প আনিবারে।
পুনরপি দেখি তারে ধরিল অসুরে ॥
তিলেক প্রমাণ কৈল খড়্গেতে কাটিয়া।
ঘৃতে ভাজি অস্থি মাংস একত্র করিয়া ॥
তবে সব দৈত্যগণ করিল বিচার।
অন্যেতে খাইলে তার নাহিক নিস্তার ॥

এতেক বিচার করি যত দৈত্যগণ।
করাইল সুরা সহ শুক্রেরে ভোজন ॥
পুনরপি দেবযানী বাপে জিজ্ঞাসিল।
পুষ্প আনিবারে কচ কাননেতে গেল ॥
বহুক্ষণ হৈল পিতা কচ না আইল।
বোধ হয় দৈত্যগণ পুনশ্চ মারিল ॥
নিশ্চয় মরিব পিতা কচে না দেখিয়া।
পুনরপি তারে পিতা দেহ জীয়াইয়া ॥
শুক্র বলে দেবযানী না কর বিষাদ।
মৃতজন হেতু কেন কর পরিতাপ ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য মরিলে না জীয়ে।
তার হেতু কেন মর ক্রন্দন করিয়ে ॥
দেবযানী বলে পিতা যাই কহ তুমি।
নিশ্চয় মরিব কচে না দেখিলে আমি ॥
কচের যতেক সেবা কহিতে না পারি।
কচের সৌজন্য পিতা পাসরিতে নারি ॥
আজি হৈতে পিতা এই সত্য অঙ্গীকার।
শরীর ত্যজিব আমি করি অনাহার ॥
এত বলি দেবযানী করিছে ক্রন্দন।
প্রবোধিয়া শুক্র বলে মধুর বচন ॥
কন্যা প্রবোধিয়া শুক্র ভাবিল অন্তরে।
ধ্যানে দেখে কচ আছে আপন উদরে ॥
শুক্র বলে কচ তুমি কহ বিবরণ।
আমার উদরে এলে কিসের কারণ ॥
কচ বলে আমারে মারিয়া দৈত্যগণ।
করাইল সুরাসহ তোমায় ভক্ষণ ॥
এত শুনি শুক্র তবে বলে বার বার।
তোমারে বাহির কৈলে আমার সংহার ॥
বাহির না করিলে ব্রাহ্মণ বধ হয়।
মরণ হইতে বড় বিপ্র বধে ভয় ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আছে যত জন ॥
ব্রহ্মবধ পাপে নয় কাহার মোচন ॥
এত ভাবি কচে শুক্র বলিল বচন।
নিশ্চয় দেখি যে পুত্র আমার মরণ ॥
সঞ্জীবনীমন্ত্র আমি দিতেছি তোমারে।
বাহির হইয়া তুমি জীয়াইবে মোরে ॥
এত বলি মন্ত্র দিল ভৃগুর নন্দন।
গর্ভে থাকি কচ করে মন্ত্র অধ্যায়ন ॥
তবে দৈত্যগুরু নিজ খড়্গ করে নিয়া।
বাহির করিল কচে উদর চিরিয়া ॥
হইল বাহির কচ শুক্র ত্যজে প্রাণ।
পুনরপি জীয়াইল মন্ত্র করি ধ্যান ॥
তবে মহাক্রুদ্ধ হৈল ভৃগুর নন্দন।
সুরা প্রতি শাপ মুনি দিল তৎক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেই করে সুরাপান।
থাকুক পানের কায লয় যদি ঘ্রাণ ॥
আজি হৈতে সুরাপান করে যেইজন।
ব্রহ্মতেজ নষ্ট তার হবে সেইক্ষণ ॥
ইহলোকে অপূজিত হবে সেইজন।
মরিলে নরকমধ্যে হইবে গমন ॥
তবে শুক্র ডাকি বলে দৈত্যগণ প্রতি।
মম শিষ্যে মারিলে যে এ কোন্ প্রকৃতি ॥
আজি হতে পুনঃ কচে কেহ না হিংসিবে।
এই বাক্য হেলা কৈলে বড় দুঃখ পাবে ॥
কচেরে বলিল শুক্র আশ্বাস করিয়া।
যথা সুখে বিহরহ নির্ভয় হইয়া ॥
শুক্রের বচনে কচ নির্ভয় হইল।
নানা বিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য অধ্যয়ন কৈল ॥
বিদ্যা পড়ি শুক্রস্থানে সুরপুরী যায়।
দেবযানী কাছে গেল হইতে বিদায় ॥
এত শুনি দেবযানী বিরস বদন।
কচেরে ডাকিয়া তবে বলেন বচন ॥
আমার দেখহ কচ যৌবন সময়।
তোমারে যে দেখি যোগ্য কর পরিণয় ॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈল জীবের কুমার।
হেন অনুচিত বাক্য না বলিহ আর ॥
গুরুর তনয়া তুমি আমার ভগিনী।
এমন কুৎসিত কেন বল দেবযানী ॥
দেবযানী বলে তুমি না কর খণ্ডন।
তোমারে করিতে পতি আছে মম মন ॥
মরেছিলা তুমি জীয়াইনু বার বার।
মম বাক্য নাহি রাখ কেমন বিচার ॥

পূর্ব্বের সৌহৃদ্য রাখ আমার বচন।
এত শুনি কচ হৈল বিষন্ন-বদন ॥
কচ বলে দেবযানী এ নহে উচিত।
তোমায় আমায় হেন না হয় পীরিত ॥
যেই শুক্র হইতে তোমার জন্ম হয়।
সেই শুক্র হইতে আমার জ্ঞানোদয় ॥
সহোদরা তুমি হও সহজে আমার।
কিমতে এমন বল করি কদাচার ॥
আজ্ঞা কর যাই আমি আপন আলয়।
শুনি দেবযানী কোপ করে অতিশয় ॥
স্ত্রী হইয়া বারে বারে করিনু বিনয়।
না রাখ আমার বাক্য তুমি দুরাশয় ॥
যত বিদ্যা তোরে পড়াইল মোর বাপে।
সকল নিষ্ফল তোর হবে মোর শাপে।
কচ বলে দেবযানী করিলা কি কর্ম্ম।
বিনা দোষে দিলা শাপ নহে এই ধর্ম্ম ॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্যা তার।
মোর শাপে ক্ষত্র-ভর্ত্তা হইবে তোমার ॥
মোরে শাপ দিলা তুমি না হয় খণ্ডন।
বিফল হইবে যত করিনু পঠন ॥
আমি যত পড়াইব আর শিষ্যগণে।
তারা ফলদায়ী হবে মোর অধ্যয়নে ॥
এত বলি কচ গেল ইন্দ্রের নগর।
কচে দেখি আনন্দিত যতেক অমর ॥
কহিল সকল কচ যত বিবরণ।
নিঃশঙ্ক হইয়া যুদ্ধ করে দেবগণ ॥
দেব-দৈত্য-যুদ্ধকথা না যায় লিখন।
এক্ষণে শুনহ দেবযানীর কথন ॥
মহাভারতের কথা ব্যাসের রচিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥

দেবযানীর উপাখ্যান।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল যুড়ি দুই পাণি।
কি প্রকারে বিবাহিত হৈল দেবযানী ॥
মুনি বলে অবধান কর দণ্ডধর।
তাহার বিবাহ কথা অতি মনোহর ॥
তার কত দিন পরে বৃষপর্ব্বপুরে।
কন্যাগণ মিলি গেল স্নান করিবারে ॥
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে বৃষপর্ব্বের কুমারী।
স্নানেতে চলিল দাসীগণ সঙ্গে করি ॥
শুক্রকন্যা দেবযানী চলিল সংহতি।
চলিল একত্র সবে স্নানেতে যুবতী ॥
চৈত্ররথ নামে বনে আছে সরোবর।
জলক্রীড়া করে সবে তাহার ভিতর ॥
নিজ নিজ বস্ত্র সব রাখি তার কূলে।
উন্মত্তা হইয়া সবে ক্রীড়া করে জলে ॥
হেনকালে খরতর বহিল পবন।
একত্র করিল যত সবার বসন ॥
জলক্রীড়া করি সবে উঠি কন্যাগণ।
চিনিয়া পরিল সবে বসন ॥
শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যের কন্যা উঠি শীঘ্রগতি।
দেবযানী বস্ত্র পরে হইয়া বিস্মৃতি ॥
দেবযানী বলে তোর এত অহঙ্কার।
শূদ্রা হ'য়ে বস্ত্র তুই পরিস্ আমার ॥
দেবযানীবাক্য শুনি শর্ম্মিষ্ঠা কুপিল।
দেবযানী চাহি তবে ক্রোধেতে বলিল ॥
তোমায় আমায় দেখ অনেক অন্তর।
মোর ধন খেয়ে রক্ষা কর কলেবর ॥
মোর বাপে তোর বাপ সদা স্তুতি করে।
মোরে হেন বাক্য কহ কোন অহঙ্কারে ॥
অল্প হেন করি তোরে করি যে গণনা।
মোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর না চিন আপনা ॥
দেবযানী কূপে ফেলি গেল নিজাগার।
মরিল কি বাঁচিল সে না দেখিল আর ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে।
সেই বনে গেল রাজা মৃগ মারিবারে ॥
মৃগয়াতে রত বড় নহুষ-নন্দন।
সসৈন্য যযাতি রাজা গেল সেই বন ॥
তৃষ্ণায় পীড়িত হৈল যযাতি রাজন্।
জল অন্বেষণে ভ্রমে সব সৈন্যগণ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে কূপের ভিতর।
পড়িয়াছে কন্যা এক পরম সুন্দর ॥

আস্তে ব্যস্তে লোক গিয়া জানায় রাজারে।
শুনিয়া নৃপতি তবে এল' তথাকারে॥
অতি পুরাতন কূপ আচ্ছন্ন তৃণেতে।
পড়িয়াছে চন্দ্রের সমান কন্যা তাতে॥
রাজা বলে কন্যা কহ নিজ বিবরণ।
কূপে পড়িয়াছ তুমি কিসের কারণ॥
দ্বিতীয় চন্দ্রের প্রায় ত্রৈলোক্যমোহিনী।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দিনী॥
রাজার বচন শুনি বলে দেবযানী।
দেবযানী নাম মোর শুক্রের নন্দিনী॥
আমার বৃত্তান্ত রাজা কহিব পশ্চাতে।
আগে নরপতি মোরে তোল কূপ হ'তে॥
কুলীন পণ্ডিত তুমি দেখি মহাজন।
মহাতেজোবন্ত দেখি রাজার লক্ষণ॥
এত শুনি নৃপতি বলিল বার বার।
তোমার বচন চিত্তে না লয় আমার॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্যা তাঁর।
দ্বিতীয় নবীন যুবা বয়স তোমার॥
সেকারণে ছুঁইতে তোমারে না যুয়ায়।
কন্যা বলে রাজা দায় নাহিক তোমায়॥
অন্ধকূপে পড়িয়া আমার প্রাণ যায়।
ত্বরিতে উদ্ধার কর প্রাণ রাখ রায়॥
এত শুনি নরপতি কন্যার বচন।
কন্যার দক্ষিণ হস্ত ধরি ততক্ষণ॥
করে ধরি নরপতি উপরে তুলিল।
কন্যারে উদ্ধারি রায় নিজ দেশে গেল॥
হেনকালে ঘূর্ণিকা নামেতে সহচরী।
সম্মুখে দেখিল তারে শুক্রের কুমারী॥
কান্দি কহিলেন যত দুঃখ আপনার।
পিতারে জানাও গিয়া মোর সমাচার॥
পুনঃ নগরেতে নাহি করিব গমন।
কোন্ লাজে লোকে আমি দেখাব বদন॥
চলি যাহ ঘূর্ণিকা গো কহ পিতৃস্থান।
তাঁহাকে কহিয়া আমি ত্যজিব পরাণ॥
ত্বরিতে জানাও বাপে শুন গুণবতী।
এত শুনি ঘূর্ণিকা চলিল শীঘ্রগতি॥
করযোড়ে ঘূর্ণিকা কহিছে সবিস্ময়।
দেবযানী-বৃত্তান্ত শুনহ মহাশয়॥
শর্ম্মিষ্ঠা সহিত গেল স্নান করিবারে।
বলেতে শর্ম্মিষ্ঠা কূপে ফেলাইল তারে॥
এত শুনি শুক্র হৈল বিরস-বদন।
দেবযানী দেখিবারে করিল গমন॥
দেখে শুক্র দেবযানী বনের ভিতরে।
হেঁটমুখে বসিয়াছে চক্ষে জল ঝরে॥
বস্ত্র দিয়া দৈত্যগুরু মুছায়ে বদন।
জিজ্ঞাসিল বার্ত্তা কহ কিবা বিবরণ॥
কোন্ কালে তুমি যে করিয়াছিলে পাপ।
তাহার কারণে তুমি পাইলে এ তাপ॥
পাপ হৈতে দুঃখ পায় না যায় খণ্ডন।
শুনি দেবযানী বলে করুণ বচন॥
পাপ নাহি জানি গো যাবৎ মোর জ্ঞান।
কহি যত বিবরণ কর অবধান॥
বৃষপর্ব্বকন্যা বলে আমারে ধরিয়া।
কূপে ফেলাইয়া গৃহে গেল সে চলিয়া॥
শূদ্রা হৈয়া মম বস্ত্র করিল পিন্ধন।
কতেক কহিব যে কহিল কুবচন॥
মোর বাপে স্তুতি শুক্র করে অনুব্রতে।
সকুটুম্ব বাঁচায় আমার ধন হৈতে॥
পুনঃ পুনঃ কহিলেক যা আইল মুখে।
তার বাক্য বজ্র হেন লাগিয়াছে বুকে॥
শুক্র বলে দেবযানী ত্যজ মনস্তাপ।
ক্রোধে লোক ভ্রষ্ট হয় ক্রোধে হয় পাপ॥
অক্রোধের সম পুণ্য নাহিক সংসারে।
সর্ব্ব ধর্ম্মে ধার্ম্মিক যে ক্রোধকে সম্বরে॥
শতেক বৎসর তপ করে যেইজন।
অক্রোধী সহিত সম নহে কদাচন॥
দেবযানী বলে পিতা আমি সব জানি।
অপ্রতিভা কৈল মোরে দৈত্যের নন্দিনী॥
সর্পের দংশনে যেন বিষে অঙ্গ দয়।
কাষ্ঠে কাষ্ঠ ঘর্ষণে যেমন অগ্নি হয়॥
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
বৃষপর্ব্বদৈত্যস্থানে করিল গমন॥

বৃষপর্ব্ব চাহি শুক্র বলিল বিশেষ।
অন্য দেশে যাব ত্যজি তোমার এ দেশ॥
পাপী দুরাচার যেই হিংসা করে লোকে।
পুণ্যবান জন তার নিকটে না থাকে॥
জানিয়া শুনিয়া পাপ করে যেইজন।
অনুরূপ দুঃখ পায় না যায় খণ্ডন॥
তারে না ফলিলে তার পুত্র-পৌত্রে ফলে।
ব্যর্থ নাহি হয় হেন বিধি বেদে বলে॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির নন্দন।
পুনঃ পুনঃ তুই তারে করিলি নিধন॥
মম কন্যা দেবযানী প্রাণের সমান।
কূপে ফেলাইলি তারে নিধন বিধান॥
নারীবধ ব্রহ্মবধ কৈলি বারে বার।
সহজে অসুর তুই দুষ্ট দুরাচার॥
থাকিলে পাপীর কাছে নিত্য পাপ বাড়ে।
সেকারণ সাধুজন পাপী সঙ্গ ছাড়ে॥
এত বলি ভৃগুসুত চলিল সত্বর।
পায়ে ধরি বসাইয়া বলে দৈত্যেশ্বর॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় দুরাচার।
আপনার গুণে প্রভু কর প্রতিকার॥
নিশ্চয় গোঁসাই যদি ছাড়ি যাবে মোরে।
গোষ্ঠীর সহিত আমি পশিব সাগরে॥
শুক্র বলে তুমি গিয়া প্রবেশ সাগরে।
শরীর ত্যজহ কিংবা যাও দেশান্তরে॥
প্রাণের সদৃশ হয় আমার কুমারী।
তাহার অপ্রিয় আমি করিবারে নারি॥
ইহাতে যদ্যপি ক্ষমা করে দেবযানী।
তবে ক্ষান্ত হই আমি শুন দৈত্যমণি॥
এত শুনি দৈত্যরাজ বিনয় করিয়া।
কহে দেবযানীর অগ্রেতে দাঁড়াইয়া॥
হইল কুকর্ম্ম মম ক্ষম অপরাধ।
আমারে সদয় হও করহ প্রসাদ॥
দেবযানী বলে রাজা বুঝহ অন্তরে।
তবে সে প্রসন্ন আমি হইব তোমারে॥
শর্ম্মিষ্ঠা তোমার কন্যা বড়ই দুর্ভাষী।
পরিবার সহ মোরে করি দেহ দাসী॥
এত শুনি দৈত্যরাজ কৈল অঙ্গীকার।
এইক্ষণে আনি অগ্রে দিব ত' তোমার॥
এত বলি ধাত্রী পাঠাইল অন্তঃপুরে।
শর্ম্মিষ্ঠারে বার্ত্তা ধাত্রী কহিল সত্বরে॥
ক্রোধ করি শুক্র যায় নগর ত্যজিয়া।
সে কারণে রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া॥
না মানে প্রবোধ কারো ভৃগুর নন্দন।
কেবল তাহার ক্রোধ তোমার কারণ॥
অতএব শীঘ্র তুমি চল তথাকারে।
তোমারে লইতে রাজা পাঠাইল মোরে॥
কন্যা বলে যাহে হবে জ্ঞাতির কুশল।
প্রবোধিয়া শুক্রাচার্য্যে করিব নিশ্চল॥
এত বলি যায় কন্যা ধাত্রীর সংহতি।
যথায় আছেন পিতা দৈত্য অধিপতি॥
সহস্রেক দাসী সঙ্গে চড়ি চতুর্দ্দোলে।
পিতার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল তলে॥
বৃষপর্ব্ব বলে কন্যা দৈবের লিখন।
দেবযানী কাছে তুমি থাক দাসীপণ॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন পিতঃ যে আজ্ঞা তোমার।
হইলাম দাসী আমি কর্ম্মে আপনার॥
এত শুনি উত্তর করিল দেবযানী।
কিমতে হইবে দাসী তুমি ঠাকুরাণী॥
হেন জন তুমি দাসী হইবে কেমনে।
শুনিয়া উত্তর কন্যা দিল ততক্ষণে॥
জ্ঞাতির কুশল আর পিতার বচন।
দুই ধর্ম্ম রাখিতে করিনু দাসীপণ॥
ইহাতে আমার লজ্জা তিলেক না হবে।
তথাচ রাজার কন্যা সবাই বলিবে॥
পরে শুক্র দেবযানী গেল নিজ ঘর।
সঙ্গেতে শর্ম্মিষ্ঠা গেল সহ সহচর॥
আদিপর্ব্বে হয় দেবযানীর আখ্যান।
কাশীদাস বলে সব অমৃত-সমান॥

——

দেবযানীর বিবাহ।

হেনমতে নানারঙ্গে বঞ্চে দেবযানী।
দাসীভাবে সেবে তাঁরে দৈত্যের নন্দিনী॥

কতদিনে দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া ।
সহস্রেক দাসীগণ সংহতি করিয়া ॥
চৈত্ররথ নামে বন অতি মনোহর ।
নানারঙ্গে ক্রীড়া করে তাহার ভিতর ॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ দেয় তালি ।
মায়া বিস্তারম্ভে কেহ দেয় হুলাহুলি ॥
কিশলয়-শয্যায় শয়ানা দেবযানী ।
পদসেবা করে তাঁর দৈত্যের নন্দিনী ॥
হেনকালে সেই বনে দৈবের ঘটন ।
যযাতি নৃপতি আইল শিকার কারণ ॥
কন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপমণি ।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দিনী ॥
এত শুনি দেবযানী করিল উত্তর ।
দৈত্যগুরু শুক্র নাম খ্যাত চরাচর ॥
তাঁহার তনয়া আমি নাম দেবযানী ।
শর্ম্মিষ্ঠা আমার সখী দৈত্যের নন্দিনী ॥
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দন ।
এথাকারে এলে তুমি কোন্ প্রয়োজন ॥
শুনিয়া কন্যার বাক্য কহেন নৃপতি ।
নহুষ নন্দন আমি নামেতে যযাতি ॥
ব্রহ্মচর্য্যশীল আমি বিখ্যাত সংসারে ।
মৃগয়া কারণ আমি আইনু এথারে ॥
দেবযানী বলে রাজা তুমি মহাতেজা ।
ব্রহ্মচর্য্য বিজ্ঞ তুমি ধর্ম্মশীল রাজা ॥
পূর্ব্বে কূপ হৈতে তুমি তুলিলা আমারে ।
পুরুষ হইয়া তুমি ধরিয়াছ করে ॥
এক্ষণে আমারে কর বিবাহ ভূপতি ।
সহস্রেক দাসী পাবে শর্ম্মিষ্ঠা সংহতি ॥
তোমার বংশেতে কেহ বিবাহ না করে ।
হাত ধরি ল'য়ে যায় কন্যা সেই বরে ॥
এক্ষণে আমার হস্ত ধরি লহ তুমি ।
স্বেচ্ছায় তোমারে রাজা বরিলাম আমি ॥
রাজা বলে শুক্র জানি তপকল্পতরু ।
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ আর দৈত্যগণ গুরু ॥
তাঁহার নন্দিনী তুমি বন্দিতা আমার ।
সে কারণে যোগ্য আমি না হই তোমার ॥
বিবাহ করিতে তোমা বড় ভয় মম ।
পাছে শুক্র-ক্রোধে হয় সংশয় জীবন ॥
সর্পের বিষের তেজে একজন মরে ।
ব্রাহ্মণের ক্রোধ-বিষে সবংশে সংহারে ॥
দেবযানী বলে রাজা কি তোমার ভয় ।
অযাচকে দিলে দান কিবা তার হয় ॥
রাজা বলে যদি তিনি দেন অনুমতি ।
তবেত বিবাহ করি শুন গুণবতী ॥
এত শুনি দেবযানী রাজার উত্তর ।
রাজারে লইয়া গেল পিতার গোচর ॥
পিতারে কহিল কন্যা যত বিবরণ ।
যযাতি নৃপতি এল মৃগয়া কারণ ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা নহুষ-তনয় ।
তাঁরে সম্প্রদান কর মোরে মহাশয় ॥
শুনিয়া কন্যার বাক্য বলে শুক্রাচার্য্য ।
যযাতিকে দিব তোমা এ নহে আশ্চর্য্য ॥
এত বলি দৈত্যগুরু চলে শীঘ্রগতি ।
দেবযানী সহ গেল যথা নরপতি ॥
শুক্রে দেখি নরপতি প্রণতি করিল ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল ॥
শুক্র বলে শুনহ যযাতি নৃপমণি ।
এই দেবযানী হয় আমার নন্দিনী ॥
রাজা বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানহ আপনি ।
ক্ষত্রিয়ের যোগ্য নহে ব্রাহ্মণ নন্দিনী ॥
শুক্র বলে আছে দোষ বলে বেদবাণী ।
ব্রাহ্মণতনয়া তিন বর্ণের জননী ॥
তথাপি বিবাহ কর আজ্ঞায় আমার ।
মম তপোবলে দোষ খণ্ডিবে তোমার ॥
এক বাক্য আমার শুনহ নৃপমণি ।
শর্ম্মিষ্ঠা দেখহ এই দৈত্যের নন্দিনী ॥
মম কন্যা দেবযানীর সেবিকা হয় ।
ইহারে ডাকিও নাহি শয়ন সময় ॥
এত বলি সমর্পি দিলেন দেবযানী ।
শুক্রে প্রণমিয়া দেশে গেল নৃপমণি ॥
শর্ম্মিষ্ঠার সহ এক সহস্র যুবতী ।
অশোকবনেতে রাজা দিলেন বসতি ॥

যথাযোগ্য ভক্ষ্য ভোজ্য বসন-ভূষণ।
প্রত্যেকে সবারে রাজা কৈল নিয়োজন ॥
দেবযানী হইল প্রধান পাটেশ্বরী।
হেনমতে ক্রীড়া করে দিবস শর্ব্বরী ॥
ধরিল প্রথম গর্ভ শুক্রের নন্দিনী।
দশ মাসে প্রসব হইল দেবযানী ॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র প্রায় হইল নন্দন।
নন্দনের যদু নাম রাখিল রাজন ॥
কতদিন পরে দেখ দৈবের যে গতি।
দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা হইল ঋতুমতী ॥
ঋতুস্নান করি কন্যা চিন্তিত হৃদয়ে।
স্বামীহীনা হইলাম কর্ম্ম দুরাশয়ে ॥
বৃথা জন্ম গেল মম এ নব যৌবনে।
পুত্রবর মাগি লব যযাতি রাজনে ॥
দেবযানী সখী মম হয় ত' ঈশ্বরী।
তাঁহার ঈশ্বর হৈলে মম অধিকারী ॥
যদি পাই একান্তে নৃপতি দরশন।
ঋতুদান মাগি লব এই লয় মন ॥
যযাতি সে সত্যব্রত বিখ্যাত সংসারে।
যে কিছু যে চাহে তাহা অন্যথা না করে ॥
এতেক চিন্তিতে দেখ দৈবের লিখন।
আইল নৃপতি তথা বিহার কারণ ॥
হেনকালে শর্ম্মিষ্ঠা রাজারে একা দেখি।
সন্নিকট হইয়া প্রণমিল শশীমুখী ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাণ্ডাইল।
বিনয়পূর্ব্বক কন্যা কহিতে লাগিল ॥
উপেন্দ্র মহেন্দ্র চন্দ্র যোগেন্দ্রের প্রায়।
সর্ব্বগুণ নৃপতি তোমারে গণি তায় ॥
আমারে রাজন তুমি জান ভালমতে।
শুনহ প্রার্থনা এক কহি যে তোমাতে ॥
কামভাবে তোমায় না করি নিবেদন।
ঋতুরক্ষা কর মোর ধর্ম্মের কারণ ॥
রাজা বলে ইহা না কহিও কদাচন।
শুক্রের বচন নাহি তোমার স্মরণ ॥
দেবযানী-বিবাহে বলিল বারে বারে।
শয়নে কদাচ না ডাকিবা শর্ম্মিষ্ঠারে ॥
শুক্রের বচন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
কি শক্তি আমার বল পরশি তোমারে ॥
কন্যা বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব আমি না হয় উচিত ॥
বিবাহের কালে সর্ব্বধন-অপহরে।
কৌতুকেতে আঁর নারী সহিত বিহারে ॥
প্রাণের সংশয়ে যদি মিথ্যা কেহ কহে।
এই পঞ্চস্থানে মিথ্যা-পাপ হেতু নহে ॥
দেবযানী তোমারে বরিল যেইক্ষণে।
আমার বরণ রাজা হৈল সেই দিনে ॥
একে সখী দেবযানী দ্বিতীয়ে ঈশ্বরী।
তাঁর ভর্ত্তা তুমি মোর হৈলা অধিকারী ॥
রাজা বলে নহে এই ধর্ম্মের বিচার।
কখনই মিথ্যা বাক্য না শোভে রাজার ॥
লোকে মিথ্যা পাপ কৈলে দণ্ড করে রাজা।
রাজা মিথ্যাবাদী হৈলে লোকে নাহি পূজা ॥
কন্যা বলে রাজা নহে অধর্ম্ম-আচার।
ভার্য্যা-পুত্র-দাসেতে স্বামীর অধিকার ॥
ঈশ্বরী-ঈশ্বর তুমি আমার ঈশ্বর।
সে কারণে তোমারে মাগিনু পুত্রবর ॥
কন্যার বচন শুনি সত্যধর্ম্মনীতি।
হৃদয়ে ভাবিয়ে তবে কহে নরপতি ॥
রাজা বলে পূর্ব্বে করিলাম অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥
সে কারণে তোমার পুরাব অভিলাষ।
এত বলি গেল রাজা শর্ম্মিষ্ঠার পাশ ॥
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠারে দিয়া নরপতি।
কেহ না জানিল গেল আপন বসতি ॥
রাজার ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভ হৈল।
দশমাস দশদিনে পুত্র প্রসবিল ॥
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল লোকে হৈল শব্দ।
বার্ত্তা পেয়ে দেবযানী হইলেন স্তব্ধ ॥
আশ্চর্য্য শুনি যে পুত্র হইল কিমতে।
শর্ম্মিষ্ঠার গৃহে তবে চলিল ত্বরিতে ॥
দেবযানী বলে সখী করিলা কি কর্ম্ম।
কার দ্বারা হইল তব পুত্রের জন্ম ॥

যযাতির প্রতি শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ। [পৃষ্ঠা—৭৩

শর্ম্মিষ্ঠা বলেন সখী দৈবের লিখন।
মম ঋতুকালে আসে ঋষি একজন ॥
কামভাবে তাহারে না করিনু কামনা।
পুত্রদান দিয়া মোরে গেল সেইজনা ॥
দেবযানী বলে সখী কহ সত্যকথা।
কি নাম ঋষির পুত্র তাঁর বাস কোথা ॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন ঋষি পরম সুন্দর।
মহাতেজ ধরে আর দিব্য কলেবর ॥
তাঁরে জিজ্ঞাসিতে শক্তি হইবে কাহার।
সেকারণে নাম গোত্র না জানি তাঁহার ॥
দেবযানী বলে সখী তুমি পুণ্যবতী।
ঋষিবরে হৈল পুত্র চন্দ্রসম দ্যুতি ॥
এত বলি দেবযানী গেল অন্তঃপুরে।
হেনমতে যায় কত দিবস অন্তরে ॥
দেবযানী প্রসবিল যুগল নন্দন।
যদু আর তুর্ব্বসু বিখ্যাত সর্ব্বজন ॥
শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মে ঔরসে রাজার ॥
ঋতুযোগে জন্মাইল এ তিন কুমার ॥
জ্যেষ্ঠ দ্রুহ্যু অনু তার দ্বিতীয় কুমার।
কনিষ্ঠ হইল পুরু সর্ব্বগুণাধার।
রাজার কুমার সব বাড়ে দিনে দিনে।
ঋষি হৈতে পুত্র হয় দেবযানী জানে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যযাতির প্রতি শুক্রের অভিশাপ।

কিছুদিন পরে তবে যযাতি নৃপতি।
বিহারে চলিল দেবযানীর সংহতি ॥
নানা বৃক্ষে সুশোভিত অশোকের বন।
ফল ফুলে সুগন্ধি কুহরে পক্ষিগণ ॥
দেবযানীসহ ক্রীড়া করে নৃপবর।
শর্ম্মিষ্ঠা আইল সেই বনের ভিতর ॥
শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র বাপেরে দেখিয়া।
রাজার নিকটে সবে আইল ধাইয়া ॥
সুন্দর কুমার তিন দেখি দেবযানী।
জিজ্ঞাসিল কার পুত্র কহ নৃপমণি ॥
মৌনেতে রহিল রাজা না করে উত্তর।
কুমারগণেরে জিজ্ঞাসিল অতঃপর ॥
কি নাম তোমরা ধর কাহার নন্দন।
সত্য কহ এথায় আইলা কি কারণ ॥
দেবযানী বলে যদি এতেক বচন।
প্রত্যেকে আপন নাম কহে তিন জন ॥
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে আমা সবাকার মাতা।
রাজা দেখাইয়া বলে এই মম পিতা ॥
এত বলি গেল তিনে রাজার নিকটে।
প্রণিপাত করি দাণ্ডাইল করপুটে ॥
দেবযানী-ভয়ে রাজা না বলিল কিছু।
বিরস হইয়া তিনে বাহুড়িল পিছু ॥
এত শুনি দেবযানী অরুণ নয়ন।
শর্ম্মিষ্ঠারে ডাকিয়া বলিল ততক্ষণ ॥
পূর্ব্বে যে কহিলি তুই আমার গোচরে।
এক ঋষি পুত্রদান দিলেন আমারে ॥
এক্ষণে তোমার কথা হইল বিদিত।
শর্ম্মিষ্ঠা শুনিয়া তাহা হইল বিস্মিত ॥
যোড়কর করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহে বাণী।
ধর্ম্মে নাহি ঘাটি আমি শুন ঠাকুরাণী ॥
তুমি মম ঈশ্বরী তোমার রাজা পতি।
সে কারণে মোর ভর্ত্তা হৈল নরপতি ॥
সেবিকার পুত্রগণ তোমার সেবক।
ক্রোধ পরিহর মোর দেখিয়া বালক ॥
ক্রোধে দেবযানী ভূপতির প্রতি বলে।
শুক্রবাক্য লঙ্ঘন করিলা অবহেলে ॥
গুরুবাক্য লঙ্ঘ আর ভজহ সেবকী।
এবে জানিলাম তুমি পরম পাতকী ॥
আর না রহিব আমি তোমার সদন।
এত বলি দেবযানী করেন ক্রন্দন ॥
কান্দিতে কান্দিতে যায় জনকের ঘর।
বিনয় করিয়া রাজা বুঝান বিস্তর ॥
রাজার বিনয় বাক্য না শুনিল কানে।
দেখিয়া পাইল বড় ভয় রাজা মনে ॥
পাছে নাহি চায়, ক্রোধে যায় শীঘ্রগতি।
পাছে পাছে নরপতি-চলিল সংহতি ॥

শুক্রের সম্মুখে গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া কহে রাজার চরিত ॥
অবধান কর পিতা মম নিবেদন।
অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হৈল যযাতি রাজন্ ॥
তোমার নিয়ম বাক্য করিয়া হেলন।
বৃষপর্ব্বকন্যাসহ করিল রমণ ॥
তিন পুত্র জন্মাইল তাহার উদরে।
দুর্ভাগা করিল মোরে রাজা অবিচারে ॥
আমার উদরে দুই পুত্র জন্মাইল।
এখন তোমার বাক্য হেলন করিল ॥
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
ক্রোধ করি রাজারে বলিল ততক্ষণ ॥
সর্ব্বধর্ম্ম জ্ঞাত তুমি পরম পণ্ডিত।
মম বাক্য লঙ্ঘ রাজা এ কোন্ বিহিত ॥
গুরুজনে লঙ্ঘ রাজা করি অহঙ্কার।
এই পাপে জরা অঙ্গ হইবে তোমার ॥
শুনিয়া শুক্রের শাপ কম্পিত-হৃদয়।
করযোড় করি রাজা বলিছে বিনয় ॥
কামভাবে শর্ম্মিষ্ঠাকে না করি রমণ।
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠা যে করিল প্রার্থন ॥
সে কারণে তাকে করিলাম ঋতুদান।
না করিলে নাহি পাপ তাহার সমান ॥
নপুংসক হ'য়ে জন্ম হয় ক্ষিতি তলে।
নরকের মধ্যে গিয়া পড়ে অন্তকালে ॥
ঋতুদান করিলাম করি ধর্ম্মভয়।
অগ্রে মম অঙ্গীকার জান মহাশয় ॥
যেই যাহা মাগে তাহা না করিব আন।
সে কারণে দিনু যে মাগিল ঋতুদান ॥
শুক্র বলে ধর্ম্মভয়ে করিলে বিহার।
মম বাক্য ভয় নাহি এত অহঙ্কার ॥
এতেক বলিবা মাত্রে ভৃগুর নন্দন।
রাজার শরীরে জরা হইল তখন ॥
অশক্ত হইল রাজা শুক্ল হৈল কেশ।
মুখেতে না স্ফুরে বাক্য হৈল বৃদ্ধবেশ ॥
আপনার অঙ্গ দেখি নৃপতি বিস্ময়।
যোড়হস্তে কহে পুনঃ করিয়া বিনয় ॥

যুবভাবে তৃপ্ত নাহি, না পূরে কামনা।
তব কন্যা দেবযানী প্রথম যৌবনা ॥
হইলাম বঞ্চিত এ সংসারের সুখে।
কৃপায় শাপান্ত প্রভু আজ্ঞা কর মোকে ॥
শুক্র বলে মম বাক্য না যায় খণ্ডন।
ভোগ করিবারে রাজ্য যদি আছে মন ॥
আপনার জরাবস্থা দিয়া অন্যজনে।
সাংসারিক সুখভোগ করহ আপনে ॥
রাজা বলে আছে মম পঞ্চ যে কুমার।
যেই জরা লবে তারে দিব রাজ্য ভার ॥
শুক্র বলে জরা লইবেক যেই জন।
দীর্ঘ আয়ু হবে সেই রাজ্যের ভাজন ॥
বংশবৃদ্ধি হবে সেই রাজ্যে হবে রাজা।
পরম পণ্ডিত হবে বলে মহাতেজা ॥
শুক্রের পাইয়া আজ্ঞা যযাতি রাজন।
দেবযানীসহ দেশে করিল গমন ॥
যযাতি-চরিত্রকথা শুনিতে অমৃত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥

———

যযাতির যৌবন প্রাপ্তি এবং পুরুর জরা গ্রহণ

দেশে আসি নৃপতি বসিল সিংহাসনে।
জ্যেষ্ঠপুত্র যদুরে বলিল ততক্ষণে ॥
শুক্রশাপে জরা বাপু হইল শরীরে।
যৌবনের ভোগে মম মন নাহি পূরে ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হও তুমি পরম পণ্ডিত।
খণ্ডিতে পিতার দুঃখ হয়ত উচিত ॥
সে কারণে মম জরা লহ রে শরীরে।
তোমার যৌবন পুত্র দেহ-ত আমারে ॥
সহস্র বৎসরে পুত্র পাইবে যৌবন।
এত শুনি যদু হৈল বিরস বদন ॥
জরা সম দুঃখ পিতা নাহিক সংসারে।
অন্নপানহীন শক্তি না থাকে শরীরে ॥
শরীর কুৎসিত হয় লোক উপহাসে।
এ জরা লইতে মম চিত্তে না প্রকাশে ॥
শুনিয়া হইল ক্রুদ্ধ যযাতি রাজন্।
জ্যেষ্ঠপুত্র হ'য়ে তুমি হৈলা অভাজন ॥

তোর বংশে রাজা না হইবে কোনকালে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈয়া তুমি কুপুত্র হইলে ॥
তাহার অনুজ নাম তুর্ব্বসু সুন্দর।
তাহারে আনিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপবর ॥
শুক্রশাপে জরা হৈল না হৈল খণ্ডন।
জরা ল'য়ে দেহ পুত্র আপন যৌবন ॥
এ ভীষণ লহ জরা সহস্র বৎসর।
আমার বচন রাখ উপকার কর ॥
তুর্ব্বসু বলিল জরা পিতা বড় দুঃখ।
আচারে বর্জ্জিত যত সংসারের সুখ ॥
এ জরা লইতে আমি অপারগ অতি।
শুনিয়া কুপিত অতি হইল নৃপতি ॥
পুত্র হ'য়ে পিতৃবাক্যে কর অনাদর।
এই পাপে ম্লেচ্ছ দেশে হবে দণ্ডধর ॥
তব বংশে যতেক হইবে পুত্রগণ।
মূর্খ হ'য়ে করিবেক অভক্ষ্য ভক্ষণ ॥
দেবযানী দুই পুত্র না শুনিল বাণী।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রগণে ডাকিল আপনি ॥
শর্ম্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্য নাম ধরে।
মধুর বচনে রাজা বলিল তাহারে ॥
মম জরা লহ তুমি সহস্র বৎসর।
পাপ জরা দিয়া লব যুবা কলেবর ॥
দ্রুহ্য বলে রাজা জরা বহু দোষ ধরে।
অন্য কার্য্য থাক তার বাক্য নাহি স্ফুরে ॥
না পারিব সহিতে সে জরার যন্ত্রণা।
অন্যেরে করহ আজ্ঞা লয় যেই জনা ॥
শুনিয়া যযাতি ক্রোধে বলিল তখন।
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য করিলা লঙ্ঘন ॥
চারি জাতি ভেদ না থাকিবে যেই দেশে।
সেই দেশে রাজা হবে তোমার ঔরসে ॥
যতেক করিবে আশা হইবে নিরাশ।
কভু পূর্ণ না হইবে তব অভিলাষ ॥
অণু বলি পুত্র তার কনিষ্ঠ সোদর।
তাহারে ডাকিয়া তবে বলে নৃপবর ॥
মম জরা লহ বাপু কর পুত্রকাজ।
শুনিয়া বলিল অণু শুন মহারাজ ॥

যে কিছু খাইলে জীর্ণ না হয় উদরে।
হেন জরা লৈতে পিতা না বল আমারে।
রাজা বলে তুমি পুত্র বড় দুরাচার।
পুত্র হৈয়া বাক্য তুমি লঙ্ঘিলা আমার ॥
যতেক জরার দুঃখ কহিলা আপনে।
সেই সব দুঃখ তুমি ভুঞ্জ অনুক্ষণে ॥
তোমার ঔরসে পুত্র যতেক হইবে।
যৌবনকালেতে তারা সবাই মরিবে ॥
তবেত নৃপতি বড় হইয়া চিন্তিত।
সবার কনিষ্ঠ পুত্রে ডাকিল ত্বরিত ॥
সবা হৈতে প্রিয় তুমি কনিষ্ঠ নন্দন।
প্রিয় কর্ম্ম কর, রাখ আমার বচন ॥
শুক্রশাপে জরা হৈল আমার শরীরে।
তৃপ্তি নাহি পাই সুখে জানাই তোমারে ॥
পুত্রধর্ম্ম কর, দেহ আপন যৌবন।
সহস্র বৎসর পরে পাইবে আপন ॥
মম জরা দুঃখ বাছা লহ নিজ কায়।
স্বীকার করিলে তুমি মম দুঃখ যায় ॥
পিতার বচন শুনি কহে যোড়করে।
তোমার বচন রাজা কে লঙ্ঘিতে পারে ॥
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য না রাখে যে জন।
ইহলোকে অপযশ নরকে গমন ॥
তব জরা দেহ পিতা আমার শরীরে।
আমার যৌবন ভোগ ভুঞ্জ কলেবরে ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
মুখে চুম্ব দিয়া পুত্রে বলেন বচন ॥
বংশবৃদ্ধি হবে তব ধর্ম্মেতে তৎপর।
তোমার বংশেতে হবে রাজ্যের ঈশ্বর ॥
যৌবন পাইয়া তবে যযাতি রাজন।
ধর্ম্মকর্ম্ম করে সদা সুখে অনুক্ষণ ॥
যজ্ঞ হোমে তুষ্ট কৈল যত দেবগণে।
পিতৃগণে তুষ্ট কৈল শ্রাদ্ধাদি তর্পণে ॥
দানেতে তুষিল দ্বিজ দরিদ্র ভিক্ষুক।
সুপালনে প্রজাগণে দিল বড় সুখ ॥
অভ্যাগত অতিথি তুষিল নৃপবর।
প্রতাপে নাহিক দুষ্ট রাজ্যের ভিতর ॥

কামরসে কামিনীগণেরে রাজা তোষে
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী তোষে প্রিয়ভাষে ॥
হেনমতে রাজ্য করে সহস্র বৎসর।
পূর্ব্ববাক্য স্মরণ করিল নৃপবর ॥
জরায় পীড়িত পুত্র দেখিয়া নৃপতি।
আপনারে ধিক্কার করেন মহামতি ॥
আপনার জরা দিয়া দিনু পুত্রে দুঃখ।
পুত্রের যৌবনে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ ॥
কামে মাতি পুত্র কষ্ট না দেখি নয়নে।
ধিক্ মোরে শত ধিক্ এ ছার জীবনে ॥
কামুকের কাম পূর্ণ না হয় কখন।
যত ইচ্ছা তত বাড়ে নহে তৃপ্ত মন ॥
এত চিন্তি নরপতি বলিল নন্দনে।
বহু ভোগ করিলাম তোমার যৌবনে ॥
পুত্রকর্ম্ম করি প্রীত করিলে আমারে।
তোমার মহিমা যত ঘুষিবে সংসারে ॥
আপন যৌবন লহ, জরা দেহ মোরে।
ছত্রদণ্ড দিব আমি তোমার উপরে ॥
এত বলি জরা নিল নহুষ-নন্দন।
পুরুর হইল প্রাপ্তি আপন যৌবন ॥
পুরু রাজা হবে বলি দিলেন ঘোষণা।
পাত্র মিত্র অমাত্য ডাকিল সর্ব্বজনা ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত প্রজা।
আনিল সবারে রাজ্যে নিমন্ত্রিয়া রাজা ॥
পুরু-অভিষেক দেখি যত প্রজাগণ।
কহিতে লাগিল আর ক্ষত্র রাজগণ ॥
নানা শাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি নহুষ-তনয়।
জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যমানে কনিষ্ঠ কি হয় ॥
সর্ব্বগুণযুত যদু পরম সুন্দর।
তাঁর বিদ্যমানে পুরু নহে রাজ্যেশ্বর ॥
ধর্ম্মনীতি যত তুমি জান মহাশয়।
কনিষ্ঠে করিতে রাজা কোন্ শাস্ত্রে কয় ॥
প্রজাদের হেন কথা শুনি নৃপবর।
ক্ষণেক চিন্তিয়া মনে করিল উত্তর ॥
পিতৃমাতৃ-বাক্য যেই পুত্র নাহি রাখে।
তারে পুত্র বলি হেন কোন্ শাস্ত্রে লেখে ॥
পুরুরে জানি যে আমি আপন কুমার।
আর পুত্র অকারণে হইল আমার ॥
জরাতে পীড়িত আমি না ছিল যৌবন।
আমা বাক্য না রখিল এই চারিজন ॥
পণ্ডিত সুবুদ্ধি পুরু করিল স্বীকার।
সহস্র বৎসর নিল মম জরাভার ॥
সে কারণে রাজ্যভারে পুরু যোগ্য হয়।
হেন পুরু রাজা হবে ধর্ম্মে কেন ভয় ॥
প্রজাগণ বলে শুক্র জগতে বিদিত।
তাঁর নাতিগণ যোগ্য সংসারে পূজিত ॥
তাহারে না দিয়া অন্যে দিবে অধিকার।
হইলে শুক্রের ক্রোধ নাহিক নিস্তার ॥
রাজা বলে শুক্রেরে করেছি নিবেদন।
যেই জরা লইবে সে রাজ্যের ভাজন ॥
শুক্র বলে যেই পুত্র লবে জরাভার।
আপনার রাজ্যে তারে দিবে অধিকার ॥
প্রজাগণ বলে কিছু কহিতাম আর।
শুক্র আজ্ঞা করিয়াছে নাহিক বিচার ॥
পিতৃমাতৃ বাক্য যেই করয়ে পালন।
তারে পুত্র বলি হেন কহে মুনিগণ ॥
এত যদি বলিল সকল প্রজাগণ।
অভিষেক করিলেন পুরুকে তখন ॥
ছত্রদণ্ড দিল তবে নৃপতি যযাতি।
সুতে শিক্ষা করাইল যত রাজনীতি ॥
আদিপর্ব্বে বিচিত্র যযাতি-উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

যযাতির স্বর্গে গমন ও পতন

হইল নৃপতি পরে জরাযুক্ত অঙ্গ।
রাজ্য ত্যজি গেল বন মুনিগণ সঙ্গ ॥
কঠিন তপস্যা রাজা করে নিরন্তর।
ফল-মূলাহার করে বনের ভিতর ॥
অতিথির পূজা রাজা করয়ে তথায়।
হেনমতে সহস্র বৎসর কেটে যায় ॥
উঞ্ছবৃত্তি ব্রত করি বঞ্চে বহু ক্লেশ।
ফলমূলাহার ত্যজিলেন রাজা শেষ ॥

জলপান ত্যজিয়া করিল বাতাহার ।
তপস্যায় হৈল রাজার অস্থিচর্ম্মসার ॥
হেনমতে গেল দুই সহস্র বৎসর ।
পঞ্চাগ্নি করিল বৎসরেক নৃপবর ॥
যোগে যাগে শরীর ত্যজিল মহারাজ ।
দিব্যরথে চড়ি গেল ইন্দ্রের সমাজ ॥
তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে গিয়া নরপতি ।
দশলক্ষ বর্ষ ব্রহ্মলোকে করে স্থিতি ॥
ব্রহ্মলোক হৈতে রাজা আইল ইন্দ্রস্থানে ।
কপটে জিজ্ঞাসে ইন্দ্র তার বিদ্যমানে ॥
জরায় পীড়িত তুমি ছিলে গুণাধার ।
জরা নিল পুরু তব কনিষ্ঠ কুমার ॥
কেন্ নীতি তারে শিখাইলে মহারাজ ।
কেন বা ছাড়িয়া এলে ব্রহ্মার সমাজ ॥
রাজা বলে শিখাইলাম সবি যে তাহারে ।
রাজনীতি বিধিমত শাস্ত্র অনুসারে ॥
রাজছত্র দিয়া আমি কহিনু নন্দনে ।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ যত শুন একমনে ॥
পর দুঃখে দুঃখী যেই, পর-উপকারী ।
মধুর কোমল বাক্য বলে মৃদু করি ॥
মর্মকথা পরেরে না বলে কোন কালে ।
অকপট কুবৃত্তিহীন সদা সত্য বলে ॥
আপনারে ক্লেশ করি পরে পরিত্রাণ ।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নাহি তাহার সমান ॥
এ সব লোকের বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ।
পুত্রবৎ করিয়া পালিবে প্রজাগণে ॥
দুঃখীর দারিদ্র্য-দুঃখ বিনাশিবে ধনে ।
বিপ্রগণে তুষিবে বিপুল শ্রদ্ধাদানে ॥
উত্তম করিয়া বন্ধুগণেরে তুষিবে ।
চোর দস্যু দুষ্টলোক রাজ্যে না রাখিবে ॥
দয়া করি পালিবে অনাথ বৃদ্ধজনে ।
অবহেলা না করিবে অতিথি-সেবনে ॥
অবশেষে জ্যেষ্ঠ পুত্রে দিয়া রাজ্যভার ।
তপস্যা করিবে করি ফল-মূলাহার ॥
ইন্দ্র বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত ।
তোমার যতেক কর্ম্ম না হয় বর্ণিত ॥

ইন্দ্রলোকে ব্রহ্মলোকে ভ্রম নিজ সুখে ।
তোমার সমান নাহি দেখি ব্রহ্মলোকে ॥
কি পুণ্য করিয়া তুমি জন্মিলা সংসারে ।
কহ নৃপবর ইচ্ছা আছে শুনিবারে ॥
রাজা বলে বৃষ্টিধারা গণিবারে পারি ।
আমার পুণ্যের কথা কহিবারে নারি ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে না দেখি একজন ।
আমার সহিত তার করি যে গণন ॥
শুনিয়া হাসিয়া বলে ইন্দ্র দেবরাজ ।
আপন প্রশংসা, নিন্দ দেবের সমাজ ॥
এই পাপে ক্ষীণপুণ্য হইলে যযাতি ।
তোমারে না শোভে আর স্বর্গের বসতি ॥
স্বর্গ হৈতে চ্যুত হও বলে পুরন্দর ।
বিস্মিত হইয়া তবে বলে নৃপবর ॥
কহিলাম বাক্য আমি আর না নেউটে ।
ভুঞ্জিব আপন কর্ম্ম আছে যে ললাটে ॥
এক নিবেদন মম তোমার গোচরে ।
কৃপা করি দেবরাজ আজ্ঞা কর মোরে ॥
পুণ্যবান্ লোক যত আছে যেই পথে ।
সেই পথে পড়ি আজ্ঞা কর শচীনাথে ॥
ইন্দ্র বলে রাজা তব বুদ্ধি নাহি ঘটে ।
নিজগুণে পুনঃ স্বর্গে আসিবে নিকটে ॥
এতেক বলিতে তবে পড়িল রাজন ।
আকাশ হইতে যেন পড়িল তপন ॥
হেনকালে শূন্যে অষ্টকাদি চারিজন ।
ডাক দিয়া বলে রহ পড় কোন্‌জন ॥
পুণ্যবান্ আজ্ঞা কভু না হয় খণ্ডন ।
শূন্যেতে হইল স্থির যযাতি রাজন্ ॥
অষ্টক বলিল তুমি কোন্ মহাজন ।
কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন ॥
রাজা বলে নাম আমি ধরি যে যযাতি ।
পুরুর জনক আমি নহুষ উৎপত্তি ॥
পুণ্যবান্ জনে আমি করিনু অমান্য ।
সেই হেতু হইল আমার ক্ষীণ পুণ্য ॥
ধনহীনে পৃথিবীতে বন্ধুগণ ত্যজে ।
পুণ্যহীনে স্বর্গ ত্যজে দেবের সমাজে ॥

অষ্টক বলিলা তুমি আছিলা কোথায়।
কি কারণে চ্যুত হ'লে কহিবা আমায়॥
রাজা বলে মর্ত্ত্যেতে ছিলাম মহারাজা।
পৃথিবীর লক্ষ রাজা সবে করে পূজা॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া পুনঃ গেলাম কাননে।
তপ আচরিলাম যে পরম যতনে॥
শরীর ত্যজিয়া স্বর্গে করিয়া গমন।
স্বর্গভোগ করিলাম না যায় খণ্ডন॥
তথা হৈতে গেলাম যে ইন্দ্রের নগরী।
সহস্র বৎসর তথা স্বর্গভোগ করি॥
ইন্দ্রের অমরাবতী নাহি পাঠান্তর।
নানা ভোগ করিলাম সহস্র বৎসর॥
তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে করিলাম গতি।
দশলক্ষ বৎসর হইল তথা স্থিতি॥
নন্দনাদি বন তথা কি কব সে কথা।
অপ্সরীর সহ ক্রীড়া করিলাম তথা॥
কামরূপী হৈয়া বেড়ালাম যথা তথা।
দৈবে ইন্দ্র একদিন জিজ্ঞাসিল কথা॥
ইন্দ্রেরে কহিনু আপনার পুণ্যচয়।
তথা হতে সে কারণে পড়ি মহাশয়॥
অষ্টক বলিল কহ শুনি মহামতি।
তথা হৈতে পড়িলে হইবে কোন্ গতি॥
রাজা বলে ক্ষীণপুণ্য হয় যেই জন।
ভৌম নরকের মধ্যে পড়ে ততক্ষণ॥
রজোবীর্য্যযুত হ'য়ে পুনঃ দেহ ধরে।
দ্বিপদ চৌপদ হয় যোনি অনুসারে॥
অষ্টক বলিল তবে হবে কি প্রকার।
এ ঘোর নরক হৈতে পাইতে নিস্তার॥
রাজা বলে-তপ-শান্তি-দয়া-দান-ফলে।
এই সব স্বর্গভোগ হয় অবহেলে॥
যজ্ঞ হোম ব্রত করে অতিথিসেবন।
গুরু-দ্বিজ সেবা করে দেব-আরাধন॥
তবেত তরিতে পারে নরক হইতে।
কহিলাম বৃত্তান্ত এ সকল তোমাতে॥
অষ্টক বলিল তুমি বড় পুণ্যবান্।
হেথায় নাহিক কেহ তোমার সমান॥
চিরদিন হেথায় থাকহ মহাশয়।
নিশ্চিন্ত হইয়া থাক নাহি ইন্দ্রে ভয়॥
রাজা বলে ক্ষীণপুণ্য রহিতে না পারি।
স্বর্গেতে রহিতে আর নহি অধিকারী॥
শুনিয়া অষ্টক শিবি বসু প্রতর্দ্দন।
রাজারে ডাকিয়া তথা বলে সর্ব্বজন॥
আমা সবাকার পুণ্য যতেক আছয়।
সেই পুণ্যে হেথা তুমি রহ মহাশয়॥
রাজা বলে পরদ্রব্য না করি গ্রহণ।
কৃপণের বৃত্তি এই শুন মহাজন॥
শিবি বলে রাজা তুমি তৃণগাছি দিয়া।
আমা সবাকার পুণ্য লহত কিনিয়া॥
রাজা বলে যত কহ বালকের ভাষ।
তৃণ দিয়া লব পুণ্য লোকে উপহাস॥
এত শুনি অষ্টকাদি বলে চারিজন।
নিশ্চয় হেথায় যদি না রহ রাজন্॥
তোমার সহিত তবে যাব চারিজন।
যথায় নৃপতি তুমি করিবা গমন॥
এতেক বচন যদি তাহারা বলিল।
দিব্যমূর্ত্তি পঞ্চরথ সে স্থানে আইল॥
পঞ্চরথে চড়িয়া চলিল পঞ্চজন।
ইন্দ্রের অমরাবতী করিল গমন॥
শ্রীবৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
সেই চারিজন তাঁর কন্যার তনয়॥
কন্যার পুত্রের পুণ্যে তরিল যযাতি।
পুনরপি স্বর্গে রাজা করিল বসতি॥
যযাতি-চরিত্রকথা অমৃত সমান।
শ্রবণে মধুর নাহি ইহার সমান॥
হৃদয়ে নির্ম্মল জ্ঞান হয়ত উদিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস-বিরচিত॥

পুরু বংশ কথন।

জন্মেজয় বলে স্বর্গে গেল নৃপবর।
পূরুকে করিল রাজা রাজ্যের ঈশ্বর॥
আর চারি পুত্রে শাপ দিল নরপতি।
কি কর্ম্ম করিল তারা কহ মহামতি॥

মুনি বলে যদু হৈতে জন্মিল যাদব ।
তুর্ব্বসুর বংশ হৈতে যবন উদ্ভব ॥
দ্রুহ্যু হৈতে বর্দ্ধিত হইল ভোজবংশ ।
অনুর ঔরসে জন্ম ম্লেচ্ছ অবতংশ ॥
পুরুর ঔরসে জন্ম হইল পৌরব ।
যার বংশে আপনার হৈয়াছে উদ্ভব ॥
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত ধর্ম্মেতে তৎপর ।
পুরুর যতেক কর্ম্ম লোকে অগোচর ॥
পুরুরাজ পাটেশ্বরী পৌষ্টী নাম ধরে ।
তিন পুত্র হইল যে তাঁহার উদরে ॥
প্রবীর প্রধান পুত্রে দিল রাজ্যভার ।
শূরসেনা নামে কন্যা বনিতা তাঁহার ॥
তাঁর পুত্র মনস্যু সে হৈল নরবর ।
তিন পুত্র হৈল তার পরমসুন্দর ॥
তিন পুত্র মধ্যে হৈল রাজা সংহনন ।
মিশ্রকেশী-গর্ভেতে জন্মিল দশ জন ॥
অনাবৃষ্টি নৃপতির পুত্র মতিনার ।
তংসু আদি চারি পুত্র হইল তাঁহার ॥
ঈলিল তাঁহার পুত্র বলে মহাতেজা ।
তার পঞ্চ পুত্রেতে দুষ্মন্ত হল রাজা ॥
শকুন্তলা ভার্য্যা তাঁর বিখ্যাত সংসার ।
ভরত নামেতে পুত্র হইল তাঁহার ॥
ভরতের গুণ কর্ম্ম কহিতে বিস্তার ।
ভুমন্যু বলিয়া পুত্র হইল তাঁহার ॥
সুহোত্র বলিয়া রাজ তাঁহাতে উৎপত্তি ।
তাঁর পুত্র হস্তী নামে হইল সুকীর্ত্তি ॥
বসাইল আপনার নামেতে নগর ।
হস্তিনা বলিয়া নাম ভুবন ভিতর ॥
অজমীঢ় মহারাজ হস্তীর নন্দন ।
তাঁর পুত্র রাজা হৈল নাম সংবরণ ॥
সংবরণ রাজ্যকালে অনাবৃষ্টি কৃত ।
দুর্ভিক্ষ হইল, লোক ব্যাধিতে পীড়িত ॥
পাঞ্চাল দেশের রাজা বলে নিল দেশ ।
সংবরণ করিলেন বনেতে প্রবেশ ॥
কৃপা করি বশিষ্ঠ সহায় হৈল তাঁর ।
পুনরপি রাজ্যপ্রাপ্তি হইল রাজার ॥

নানা যজ্ঞ দান তবে করিল নৃপতি ।
তাঁর জায়া সূর্য্যসুতা নামেতে তপতী ॥
তাঁহার নন্দন কুরু বিখ্যাত ভূতলে ।
কুরুক্ষেত্র নির্ম্মাইল নিজ বাহুবলে ॥
জন্মেজয় আদি করি পঞ্চ পুত্র তাঁর ।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা জন্মেজয়ের কুমার ॥
প্রতীপ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন ।
তিন পুত্র হৈল তাঁর বিখ্যাত ভুবন ॥
দেবাপি শান্তানু আর তৃতীয় বহ্লীক ।
এই তিন পুত্র জন্মাইল সে প্রতীপ ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি সন্ন্যাসধর্ম্ম নিল ।
বালক-কালেতে সেই অরণ্যে পশিল ॥
শান্তনু দ্বিতীয় পুত্র হৈল নরপতি ।
গঙ্গাগর্ভে তাঁর পুত্র ভীষ্ম মহামতি ॥
বিবাহ না করে ভীষ্ম বংশ না হইল ।
সত্যবতী কন্যাকে বাপে বিভা দিল ॥
তাঁর গর্ভে শান্তানুর যুগল কুমার ।
চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্য্য সর্ব্ব গুণাধার ॥
গন্ধর্ব্বে মারিল চিত্রাঙ্গদ নরবর ।
রাজ্যেতে বিচিত্রবীর্য্য হৈল দণ্ডধর ॥
বংশ না হইতে তাঁর হইল নিধন ।
পুনঃ বংশবৃদ্ধি কৈল ব্যাস তপোধন ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুর নন্দন ।
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র হৈল এক শত জন ॥
ভ্রাতার বিবাদে সবে হইল নিধন ।
বংশরক্ষা হেতু হৈল পাণ্ডুর নন্দন ॥
যুধিষ্ঠির ভীম আর বীর ধনঞ্জয় ।
নকুল পঞ্চম সহদেব মহাশয় ॥
অর্জ্জুনের পুত্র হৈল সুভদ্রা উদরে ।
যৌবনে মরিল সেই ভারত-সমরে ॥
তাঁর ভার্য্যা উত্তরা আছিল পতিব্রতা ।
পরীক্ষিত মহারাজ তাহাতে-উৎপাদ ॥
আপনি হইলা তুমি তাহার নন্দন ।
তোমার নন্দন এই দেখ দুইজন ॥
শতানন্দ আর শঙ্কু দুই সহোদর ।
মেরুদণ্ড হৈল শতানীকের কুমার ॥

পুরু-বংশ পুণ্যকথা যেইজন শুনে।
আয়ুর্যশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে॥
সংসারে যতেক ধর্ম্ম শাস্ত্রে বেদে কয়।
সর্ব্বধর্ম্ম ফল পায় নাহিক সংশয়॥
আদিপর্ব্ব ভারত শ্রীব্যাস-বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত॥

মহাভিষ রাজার প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপ
এবং শান্তনুর উৎপত্তি।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ আর বার।
সংক্ষেপে কহিলা, কহ করিয়া বিস্তার॥
ত্রৈলোক্যপাবনা গঙ্গা বিষ্ণু-অংশে জন্ম।
শান্তনুর ভার্য্যা শুনি এ অদ্ভুত কর্ম্ম॥
মুনি বলে শুন কহি তাহার কারণ।
মহাভিষ নামে রাজা ইক্ষ্বাকুনন্দন॥
ইন্দ্রের সম্মতে যজ্ঞ করিল বিস্তর।
সহস্রেক অশ্বমেধ কৈল নরবর॥
দেব দ্বিজ দরিদ্রে তুষিল মহামতি।
দানেতে পৃথিবী পূর্ণ কৈল নরপতি॥
ব্রহ্মলোকে গেল রাজা যজ্ঞপুণ্যফলে।
ব্রহ্মার সহিত তথা বৈসে কুতূহলে॥
বহুকাল তথায় আছয়ে নরপতি।
একদিন দেখে রাজা দৈবের যে গতি।
ধ্যানেতে আছেন ব্রহ্মা বসিয়া আসনে।
সম্মুখে বেষ্টিত যত সিদ্ধ মুনিগণে॥
ব্রহ্মার সভার তুল্য নাহি পাঠান্তর।
সবে তথা চতুর্ম্মুখ গৌর-কলেবর॥
দক্ষ আদি প্রজাপতি ইন্দ্র আদি দেবে।
দেব ঋষি মুনিগণ নিত্য আসি সেবে॥
গঙ্গাদেবী আইলেন ব্রহ্মার সদন।
হেনকালে অতি বেগে বহিল পবন॥
বায়ুতেজে জাহ্নবীর উড়িল বসন।
দেখি হেট মুণ্ড করিলেন দেবগণ॥
অপূর্ব্ব গঙ্গার অঙ্গ দেখিয়া সঘনে।
মহাভিষ রাজা দেখে নিশ্চল নয়নে॥
মহাভিষ রাজা অতি রূপে অনুপম।
তাঁর দিকে গঙ্গাদেবী চান অবিরাম॥
দোঁহার দেখিয়া দৃষ্টি বলে প্রজাপতি।
মম লোকে আসি রাজা করিলে অনীতি॥
ব্রহ্মলোকে আসি কর মনুষ্য-আচার।
মর্ত্ত্যে জন্ম ল'য়ে ভোগ কর পুনর্ব্বার॥
পুনরপি এথায় আসিবে পুণ্যবলে।
সোমবংশে জন্ম গিয়া লও ভূমণ্ডলে॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা চিন্তে নরপতি।
তথা হৈতে পতন হইল শীঘ্রগতি॥
সোমবংশে মহারাজ প্রতীপ আছিল।
মহাভিষ রাজা তাঁর গৃহে জন্ম নিল॥
বাহুড়িল গঙ্গা, করি ব্রহ্মা দরশন।
পথেতে দেখিল আসে বসু অষ্টজন॥
বিরস-বদন গঙ্গা দেখি বসুগণে।
জিজ্ঞাসিল তোমরা চিন্তিত কি কারণে
বসুগণ বলে চিন্তা করি নিজ দোষে।
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ জন্মিতে মানুষে॥
পৃথিবীতে জন্ম হবে কাঁপিছে অন্তর।
বিশেষ মনুষ্য যোনি নরক দুস্তর॥
উপায় না দেখি মনে ভাবি সে কারণ।
ভাল হৈল তব সনে হৈল দরশন॥
গঙ্গা বলে কি করিব কহ সন্নিধান।
যা বলিবে অঙ্গীকার না করিব আন॥
বসুগণ বলে মর্ত্ত্যে জন্মিব নিশ্চয়।
নরযোনি জন্মিতে হতেছে বড় ভয়॥
আপনি মনুষ্যলোকে হ'য়ে রাজনারী।
আমা সবাকার তুমি হও গর্ভধারী॥
আর এক নিবেদন করি যে তোমারে।
জন্মমাত্র ভাসাইয়া দিও গঙ্গানীরে॥
বসুর বচনে গঙ্গা স্বীকার করিল।
শুনি অষ্টবসু তবে হরষিত হৈল॥
কুরুবংশে আছিল প্রতীপ নামে রাজা।
ধর্ম্মেতে তৎপর বড়, বলে মহাতেজা॥
দেবাপি নামেতে তাঁর প্রথম নন্দন।
অল্পকালে সন্ন্যাসী হইয়া গেল বন॥
দেবাপি বিহনে রাজা হৈল পুত্রহীন।
গঙ্গাজলে থাকে সদা বয়সে প্রবীণ॥

তপ জপ ব্রত করে বেদ অধ্যয়ন।
বৃদ্ধকালে নরপতি রূপেতে মদন ॥
তার রূপ গুণ দেখি প্রীতি যে পাইল।
জল হৈতে গঙ্গাদেবী বাহির হইল ॥
জাহ্নবীর রূপে নিন্দে এ তিন ভুবন।
দ্বিতীয় চন্দ্রের যেন হৈল কিরণ ॥
দক্ষিণ উরুতে গিয়া বসিল রাজার।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল কৌরব-কুমার ॥
রাজা বলে কি করিব কি বাঞ্ছা তোমার।
সত্য করি কহ যেই বাঞ্ছা আপনার ॥
কন্যা বলে কুরুশ্রেষ্ঠ তুমি মহামতি।
তোমারে ভজিনু আমি হও মম পতি ॥
হৈয়া উপযাচিকা ভজয়ে যদি নারী।
পুরুষ না ভজিলে সে হয় পাপকারী ॥
রাজা বলে পরদার আমি নাহি ভজি।
পরদার পরশিলে নরকেতে মজি ॥
কন্যা বলে নহি আমি পরের গৃহিণী।
দেবকন্যা আমি মোরে ভজ নৃপমণি ॥
রাজা বলে কন্যা না বলিও হেন বাণী।
দক্ষিণ উরুতে বসে পুত্রবধূ গণি ॥
পুরুষের বাম উরু ভার্য্যার আসন।
বুঝিয়া এমত বাক্য কহ কি কারণ ॥
সে কারণে তোমারে বধূর মধ্যে গণি।
কেমনে করিব ভার্য্যা অনুচিত বাণী ॥
তোমার বচনে আমি হইনু স্বীকার।
বরিব তোমারে সুতে করি অঙ্গীকার ॥
আমার নিয়ম এই শুন মহারাজ।
নিষেধ না করিবে আমার প্রিয় কাজ ॥
তবে সে তোমার সুতে করিব বরণ।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হ'লেন তখন ॥
কন্যার বচনে রাজা হরষিত হৈল।
সুপুত্র হইবে রাজা ভার্য্যারে কহিল ॥
ভার্য্যা সহ ব্রতাচার করিল নৃপতি।
কত দিনে গর্ভে সুত হইল উৎপত্তি ॥
দশমাস দশদিনে হইল কুমার।
রাজীবলোচন মুখ চন্দ্রের আকার ॥
শান্তশীল সুত নাম শান্তনু থুইল।
তাঁহার অনুজে নাম বহ্লীক রাখিল ॥
দিনে দিনে বাড়ে তাঁর যুগল তনয়।
কতদিনে দেখি পুত্র যৌবন সময় ॥
শান্তনুর নিকটেতে আসি নৃপবর।
রাজনীতি ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন বিস্তর ॥
এক কথা কহি আমি শুন মহামতি।
আমার বচন এই না হও বিস্মৃতি ॥
তব জন্ম না হইতে দৈবে একদিনে।
পরমা সুন্দরী কন্যা আসে এই স্থানে ॥
বধূ করি তাহারে করিলাম বরণ।
অঙ্গীকার করি কন্যা করিল গমন ॥
পরমা সুন্দরী কন্যা হয় দেবরূপী।
তোমার সদনে যদি আইসে কদাপি ॥
তোমারে ভজিলে তুমি ভজিও তাহারে।
নিষেধ না করিবে, সে যেই কর্ম্ম করে ॥
পিতা যাহা বলে তাহা স্বীকার করিল।
শান্তনুরে রাজ্য দিয়া রাজা বনে গেল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

অষ্টবসুর জন্ম বিবরণ।

হস্তিনানগরে রাজা শান্তনু হইল।
ক্রমে তার গুণরাশি পৃথিবী পূরিল ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বনের ভিতর ॥
জাহ্নবীর দুই তটে ভ্রমে রাজা একা।
পাইল দৈবাৎ তথা জাহ্নবীর দেখা ॥
পদ্মের কেশর-বর্ণ শুক্ল বস্ত্র-ধারা।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
আশ্চর্য্য কন্যার রূপ শান্তনু দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নরপতি নিকটেতে গিয়া ॥
কে তুমি দেবের কন্যা অপ্সরা কিন্নরী।
কিবা নাগকন্যা তুমি কিবা বিদ্যাধরী ॥
অপরূপ রূপ ধর বর্ণিতে না পারি।
তোমাতে মজিল মন হও মম নারী ॥

কন্যা বলে রাজা, ভার্য্যা হইব তোমার।
এক নিবেদন আছে নিয়ম আমার॥
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ।
আমারে নিষেধ না করিবে মহারাজ॥
কদাচিৎ কভু যদি বল কুবচন।
আমার সহিত আর না হবে দর্শন॥
ত্যাগ করি তোমারে যাইব নিজ স্থান।
স্বীকার করিল রাজা তাঁর বিদ্যমান॥
যে কিছু তোমার ইচ্ছা কর নিজ সুখে।
কখনও নিষেধ না করিব তোমাকে॥
রাজার বচনে গঙ্গা স্বীকার করিল।
গঙ্গারে লইয়া রাজা হস্তিনা আসিল॥
দিব্য রত্ন ভূষণ বসন অলঙ্কারে।
নানামত দ্রব্যে তুষিল সদা গঙ্গারে॥
অনুগত হইয়া থাকেন নরপতি।
চিরকাল ক্রীড়া করে গঙ্গার সংহতি॥
মুনিশাপে বসুগণ জন্ম নিল আসি।
জন্মিল গঙ্গার পুত্র যেন পূর্ণশশী॥
পুত্র দেখি শান্তনুর আনন্দিত মন।
নানা দান, নানা যজ্ঞ, করিছে রাজন॥
হেথা পুত্র ল'য়ে গঙ্গা গেল গঙ্গাজলে।
জলেতে ডুবিয়া মর পুত্র প্রতি বলে॥
দেখিয়া শান্তনু হইল বিরস-বদন।
ভয়েতে গঙ্গারে কিছু না বলে বচন॥
তবে কতদিনে আর এক পুত্র হৈল।
সেইমত করি গঙ্গা জলে ডুবাইল॥
পূর্ব্বসত্যভয়ে রাজা কিছু নাহি বলে।
নিরন্তর দহে তনু পুত্র-শোকানলে॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত।
একে একে গঙ্গাদেবী করিল নিপাত॥
পুত্র শোকে শান্তনুর দহে কলেবর।
কতদিনে জন্ম হৈল অষ্টম কুমার॥
সুত ল'য়ে গঙ্গাদেবী যায় নিজ জলে।
ব্যগ্র হয়ে নরপতি গঙ্গাপ্রতি বলে॥
কোন্ মায়াবিনী তুমি এলে কোথা হ'তে।
তব সম নিন্দিতা না দেখি পৃথিবীতে॥
পাষাণ শরীর তব বড়ই নির্দ্দয়।
এত বলি কোলে নিল আপন তনয়॥
গঙ্গা বলে সুত-বাঞ্ছা কৈলে নরপতি।
পূর্ব্বের নিয়ম পূর্ণ হৈল মহামতি॥
তোমায় আমায় আর নাহি দরশন।
এ সুত পালিও রাজা করিয়া যতন॥
আমি পরিচয় তবে দিব নরপতি।
আমি ত জাহ্নবী তিনলোকে মম গতি॥
আমার উদরে যত হৈল সুতগণ।
বশিষ্ঠের শাপে এই বসু অষ্টজন॥
মুনিশাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
আমারে মিনতি করি মাগিলেক বর॥
গর্ভেতে ধরিব বলি করি অঙ্গীকার।
সে কারণে হইলাম বনিতা তোমার॥
রাজা বলে কহ শুনি পূর্ব্ব বিবরণ।
বসুগণে বশিষ্ঠ শাপিল কি কারণ॥
গঙ্গা বলে সেই কথা শুন নরপতি।
বরুণের পুত্র সে বশিষ্ঠ মহামতি॥
হিমালয় পর্ব্বতে মুনির তপোবন।
নানা ফল-ফুলে সদা শোভে তরুগণ॥
দক্ষকন্যা সুরভি সে কশ্যপ-গৃহিণী।
কামদুঘা ধেনু হৈল তাহার নন্দিনী॥
সেই ধেনু প্রাপ্ত হৈল বরুণ নন্দন।
বৎস সহ সদা থাকে মুনির সদন॥
দৈবযোগে একদিন বসু অষ্টজন।
ভার্য্যার সহিত তথা করিল গমন॥
আপন আপন ভার্য্যা সহ অষ্টজন।
ক্রীড়া করি ভ্রমে সদা মুনির কানন॥
দিব্যবসু-ভার্য্যা কামদুঘা ধেনু দেখি।
একদৃষ্টে চাহে কন্যা অনিমিষ আঁখি॥
সুন্দর দেখিয়া গাভী কহিল স্বামীরে।
কাহার সুন্দর গাভী দেখ বনে চরে॥
দিব্যবসু বলে এই বশিষ্ঠের গাভী।
কশ্যপের অংশে জন্ম জননী সুরভী॥
ইহার যতেক গুণ কহনে না যায়।
এক পল দুগ্ধ যদি নরলোকে পায়॥

পান কৈলে জীয়ে দশ সহস্র বৎসর।
শুনিয়া কহিল কন্যা স্বামীর গোচর॥
নরলোকে সখী এক আছয়ে আমার।
উশীনর-কন্যা জিতবতী নাম তার॥
তাহার কারণে তুমি গাভী দেহ মোরে।
যদ্যপি থাকয়ে স্নেহ আমার উপরে॥
বিনয় করিয়া কন্যা বলে বারে বারে।
স্ত্রীবশ হইয়া বসু ধরিল গাভিরে॥
ভার্য্যা-বোলে গাভী ধরে পাছে না গণিল।
কামদুঘা ধেনু লৈয়া নিজ ঘরে গেল॥
কতক্ষণে মুনিবর আইল আশ্রমে।
গাভী না দেখিয়া মুনি তপোবনে ভ্রমে॥
না পাইল গাভী মুনি ভ্রমিল বিস্তর।
কেবা নিল গাভী মুনি চিন্তিত-অন্তর॥
ধ্যান করি দেখে তবে বরুণ-নন্দন।
জানিল হরিল গাভী বসু অষ্টজন॥
ক্রোধেতে বশিষ্ঠ শাপ দিল ততক্ষণে;
নরযোনি জন্ম লহ বসু অষ্টজনে॥
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ শুনি বসুগণে।
করযোড়ে স্তুতি করে মুনির সদনে॥
মুনি বলে মম বাক্য না হয় খণ্ডন।
বৎসরেক গর্ভবাসে রবে সাতজন॥
বৎসরে বৎসরে ক্রমে হইবে মুকতি।
সবে না হইবে তাহে একই সুকৃতি॥
তোমা সবা মধ্যে গাভী লৈল যেইজন।
নরলোকে রহি মুক্ত হবে সেইজন॥
মুনিশাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
স্তুতি করি আমারে মাগিল এই বর॥
জন্মমাত্র আমা সবে ডুবাইবে জলে।
অঙ্গীকার করিলাম তা সবার বোলে॥
সে কারণে ভার্য্যা আমি হলেম তোমার।
এই ত কুমার রাজা বসু-অবতার॥
পালন করিয়া সুতে যুবক হইলে।
তোমারে আনিয়া দিব কত দিন গেলে॥
এত বলি সুত লৈয়া হৈল অন্তর্দ্ধান।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা গেল নিজ স্থান॥

গঙ্গা কর্ত্তৃক দেবব্রতকে শান্তনুর করে অর্পণ
দেবব্রতের যুবরাজ হওন।

গঙ্গার শোকেতে রাজা হইল কাতর।
গঙ্গার ভাবনা বিনা নাহি চিন্তা আর॥
বিবাহ না করে রাজা নবীন যৌবনে।
দান ধ্যান তপ জপ করে নিশি দিনে॥
বছর শতেক ষষ্টি গেল এই মতে।
একদিন গেল রাজা গঙ্গার তটেতে॥
আচম্বিতে দেখে রাজা গঙ্গা বসি নীরে।
ছয় ঋতু বহে সদা গঙ্গা দেবী ঘিরে॥
তার পাশে তেজোদীপ্ত আছে এক বীর।
হাতে ধনু শরাসন উজ্জ্বল শরীর॥
তদন্ত জানিতে রাজা কাছে যাই গেল।
রাজা হেরি মহাবীর জলেতে ডুবিল॥
পূর্ব্ব মূর্ত্তি ত্যজি গঙ্গা অন্যরূপ ধরি।
দেবব্রতে অগ্রে করি এলো তট'পরি॥
ভাগিরথী তবে ডাকি নৃপে চাহি বলে।
অষ্টম কুমারে নিয়ে যাও রাজ্যে চলে॥
দেবব্রত নাম ধরে তনয় তোমার।
বশিষ্ঠের স্থানে শিক্ষা অস্ত্র হ'ল তার॥
জানে অস্ত্র বিদ্যা ভৃগু রামের সমান।
দৈত্যগুরু দেবগুরু সম শাস্ত্রে জ্ঞান॥
তোমারে দিলাম পুত্র লও মহারাজ।
অভিষেক করি এরে কর যুবরাজ॥
পুত্র পেয়ে আনন্দিত হ'ল নরপতি।
অভিষেক করে পুত্রে শান্তনু ভূপতি॥
কিছুদিন পরে নৃপ মৃগয়া কারণ।
কালিন্দীর তীরে করে মৃগ অন্বেষণ॥
গন্ধে আমোদিত চারিভীতে চায়।
কিসের সুগন্ধ তাহা না জানিল রায়॥
গন্ধ অনুসারে তবে যায় নরপতি।
আচম্বিতে নৌকাপরে দেখিল যুবতী॥
পরমা সুন্দরী কন্যা জিনি বিদ্যাধরী।
কিরণে উজ্জ্বল করে কালিন্দীর বারি॥
কন্যা দেখি নৃপতিরে পীড়িল মদন।
আগু হইয়া কন্যা প্রতি জিজ্ঞাসে রাজন॥

কোন জাতি হও তুমি কোথা তব ধাম।
কাহার নন্দিনী তুমি কি তোমার নাম ॥
কন্যা বলে আমি দাস রাজার দুহিতা।
ধর্ম্মার্থে বহিতে নৌকা আজ্ঞা দিল পিতা ॥
শুনি পরিচয় রাজা গেল শীঘ্রগতি।
যথায় মৎস্য জীবী দাসের বসতি ॥
রাজা হেরি করযোড়ে দাসরাজা কয়।
কি হেতু আইলে আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
কন্যা তরে আমি আসি শুন তব স্থান।
তব কন্যা কর তুমি মোরে আজি দান ॥
দাস কহে সত্য কর ধর্ম্মার্থে লইবে।
কন্যার গর্ভেতে যবে সন্তান হইবে ॥
সেই জনে দিবে তুমি রাজ্য অধীকার।
তবে আমি দিতে পারি কন্যা রত্ন সার ॥
দেবব্রত মুখ চাহি রাজা এল ঘরে।
হেন সত্যে বদ্ধ হতে রাজা নাহি পারে ॥
কন্যা দেখি সেই দিন হইতে রাজন।
স্নানাহার ছাড়ি রাজা রয় বিস্মরণ ॥
পিতার ঘটনা সব করিয়া শ্রবণ।
দেবব্রত গেল রথে দাস রাজা স্থান ॥
দেবব্রত বলে রাজা তুমি ভাগ্যবান।
আমার পিতারে তুমি কন্যা দেহ দান ॥

মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি।

দ্বাপর যুগেতে রাজা নামে পরিচর।
সত্যশীল ধর্ম্মবন্ত তপেতে তৎপর ॥
সকল ত্যজিয়া রাজা ধর্ম্মে দিল মন।
কঠিন তপস্যা বনে করে অনুক্ষণ ॥
কভু ফল মূল খায় কভু অম্বু পান।
শিরে জটা বৃক্ষের বল্কল পরিধান ॥
কখন গলিত পত্র কভু বাতাহার।
বৎসরেক নৃপতি করিল অনাহার ॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুন।
ঊর্দ্ধপদে তার মধ্যে রহিল রাজন্ ॥
হেনমতে তপ করে সহস্র বৎসর।
তাঁর তপ দেখিয়া ত্রাসিত পুরন্দর ॥
ঐরাবতে চড়িয়া চলিল দেবরাজ।
যথা তপ করে রাজা অরণ্যের মাঝ ॥
ডাক দিয়া বলে ইন্দ্র শুন নৃপবর।
দেখিয়া তোমার তপ সবে পায় ডর ॥
নিবর্ত্ত কঠোর তপ না কর রাজন।
এত বলি ইন্দ্র দিল দিব্য আভরণ ॥
বৈজয়ন্তী মালা নৃপতির গলে দিল।
ছত্রদণ্ড দিল আর শ্রবণ-কুণ্ডল ॥
চেদি নামে রাজ্যে করি অভিষেক তাঁরে।
রাজা করি দেবরাজ গেল নিজপুরে ॥
চেদিরাজ্যে নৃপতি হইল পরিচর।
নানাবিধ যজ্ঞ দান করে নিরন্তর ॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা পর্ব্বতে পাইল।
পরমা সুন্দরী দেখি বিবাহ করিল ॥
ঋতুস্নান করিল সে রাজ পাটেশ্বরী।
পবিত্র হইল তবে স্নানদান করি ॥
সেই দিন পিতৃলোক কহিল রাজায়।
মৃগমাংসে শ্রাদ্ধ আজি কর মহাশয় ॥
পিতৃগণ আজ্ঞা পেয়ে রাজা পরিচয়।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর ॥
মহাবনে প্রবেশিল মৃগ অন্বেষণে।
ঋতুমতী ভার্য্যা তাঁর প'ড়ে গেল মনে ॥
মৃগয়া করয়ে রাজা নাহি তাহে মন।
অনুক্ষণ ভার্য্যা মনে হয়ত স্মরণ ॥
কাম হেতু তাঁর বীর্য্য হইল স্খলিত।
দেখিয়া নৃপতি চিত্তে হইল চিন্তিত ॥
করেতে সঞ্চান পক্ষী আছিল রাজার।
পত্রে করি বীর্য্য দিল স্থানেতে তাহার ॥
এই বীর্য্য লৈয়া দিবে পাটেশ্বরী স্থানে।
এত বলি নরপতি পঠায় সঞ্চানে ॥
চলিল সঞ্চান পাখী রাজার আজ্ঞাতে।
আর এক সঞ্চান দেখিল শূন্যপথে ॥
ভক্ষ্যদ্রব্য বলিয়া তাহারে ছোঁ মারিল।
অন্তরীক্ষে যুগল সঞ্চানে যুদ্ধ হৈল ॥
সঞ্চানের নিকট হইতে সেইকালে।
পতিত হইল রেতঃ যমুনার জলে ॥

দীর্ঘিকা নামেতে ছিল স্বর্গ বিদ্যাধরী।
মুনিশাপে জলমধ্যে হইয়া শফরী ॥
সেই ত শফরী বীর্য্য করিল ভক্ষণ।
খণ্ডন না যায় কভু দৈবের ঘটন ॥
তবে সেই দশমাসে ধীবরের জালে।
পড়িল প্রবীণ মৎস্য তুলিলেক কূলে ॥
কূলেতে তুলিতে মৎস্য প্রসব হইল।
মুনিশাপে মুক্ত হৈয়া নিজ দেশে গেল ॥
এক গুটি সুতা তাহে এক গুটি সুত।
দেখিয়া ধীবরগণ মানিল অদ্ভুত ॥
যুগল সন্তান তবে ল'য়ে কোলে করি।
গেল যথা পরিচর চেদি-অধিকারী ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাজা হইল বিস্ময়।
কৈবর্ত্তে তনয়া দিয়া লইল তনয় ॥
অপুত্রক রাজা, পুত্রে করিল পালন।
মৎস্যরাজ বলি নাম হইল ঘোষণ ॥
কন্যা ল'য়ে ধীবর আইল নিজ ঘরে।
বহুবিধ যত্ন করি পালিল তাহারে ॥
রূপেতে তাহার সম না মিলে সংসারে
দোষের মধ্যে মৎস্যের গন্ধ কলেবরে ॥
দুর্গন্ধেতে কেহ তার নিকটে না যায়।
দেখিয়া ধীবর-রাজ চিন্তিল উপায় ॥
যমুনার জল পথ গহন কাননে।
সেই পথে নিত্য পার হয় মুনিগণে ॥
কন্যারে বলিল তুমি থাক এই স্থানে।
ধর্ম্ম অর্থে পার কর যত মুনিগণে ॥
মহামুনি পরাশর শক্তির কুমার।
তীর্থযাত্রা করিবারে যান পুনর্ব্বার ॥
আচম্বিতে পরাশর আসে সেই পথে।
কৈবর্ত্ত কুমারী কন্যা দেখিল নৌকাতে ॥
অনিন্দিত অঙ্গ তার প্রথম যৌবন।
প্রমত্ত কোকিল-স্বর-জিনিয়া বচন ॥
তাহার লাবণ্য দেখি মোহ গেল মুনি।
জিজ্ঞাসিল কন্যা তুমি কাহার নন্দিনী ॥
কন্যা বলে আমি দাসরাজার কুমারী।
পিতা মাতা নাম দিল মৎস্যগন্ধা করি ॥
মুনি বলে কন্যা তুমি জগৎমোহিনী।
আমারে ভজহ, আমি পরাশর মুনি ॥
এত শুনি কন্যা বলে যুড়ি দুই কর।
কন্যাজাতি প্রভু আমি নহি স্বতন্তর ॥
সহজে কৈবর্ত্তকন্যা হই নীচজাতি।
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ মম দেখ মহামতি ॥
দুর্গন্ধে নিকটে না আইসে কোন জনে।
আমারে পরশ মুনি করিবে কেমনে ॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন পরাশর।
আমি বর দিব কন্যা নাহি কোন ডর ॥
মৎস্যের দুর্গন্ধ আছে তব কলেবরে।
পদ্মগন্ধ হইবেক আমার এ বরে ॥
অনূঢ়া আছহ তুমি প্রথম যৌবনে।
সদা এইরূপে থাক আমার বচনে ॥
বলিলে তোমার জন্ম কৈবর্ত্তের ঘরে।
মহারাজ বিবাহ করিবে মম বরে ॥
এতেক বচন যদি সে মুনি বলিল।
পূর্ব্ব গন্ধ ত্যজি কন্যা পদ্মগন্ধা হৈল ॥
অত্যন্ত সুন্দরী হৈল মুনিরাজ বরে।
আপনা নেহারে কন্যা হরিষ অন্তরে ॥
পুনরপি বলে কন্যা যুড়ি দুই কর।
খণ্ডিতে কাহার শক্তি তোমার উত্তর ॥
যমুনার দুই তটে আছে লোক জন।
যমুনার জলে নৌকা আছে অগণন ॥
ইহার উপায় প্রভু চিন্তহ আপনি।
লোকেতে প্রচার যেন না হয় কাহিনী ॥
শক্তি-পুত্র পরাশর মহা-তপোধন।
আজ্ঞাতে করিল মুনি কুজ্ঝটি সৃজন ॥
যমুনার মধ্যে দ্বীপ হইল তখন।
পদ্মগন্ধা কন্যা মুনি করিল রমণ ॥
সেইকালে গর্ভ হৈল কন্যার উদরে।
ব্যাসদেব জন্মিলেন বিখ্যাত সংসারে ॥
দ্বীপে জন্ম হেতু নাম তাঁর দ্বৈপায়ন।
চারিভাগ কৈল বেদ ব্যাস সে কারণ ॥
জন্মমাত্র জননীরে বলেন বচন।
আজ্ঞা কর মাতা আমি যাব তপোবন ॥

যখন তোমার কিছু হবে প্রয়োজন।
আসিব তোমার ঠাঁই করিলে স্মরণ ॥
জননীর আজ্ঞা পেয়ে গেল তপোবন।
তোমারে কহিনু এই পূর্ব্ব বিবরণ ॥

সত্যবতীর বিবাহ।

জন্মেজয় বলে তবে কহ মুনিবর।
পিতামহে কোন বাক্য বলিল ধীবর ॥
মুনি বলে দাসরাজ বিবিধ বিধানে।
বিনয়পূর্ব্বক বলে শান্তনু নন্দনে ॥
পূর্ব্বেতে তোমার পিতা এসেছিল হেথা।
কন্যার কারণে কহিলেন এই কথা ॥
এক্ষণে আপনি তুমি কহ মহাশয়।
মোর কর্ম্মদোষে ইহা ঘটনা না হয় ॥
রূপেতে তোমার পিতা কামদেব জিনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে ॥
হেন বংশে দিব কন্যা ভাগ্য নাহি করি।
তবে এক কথা আছে এই হেতু ডরি ॥
দেবব্রত বলে কহ আছে কোন কথা।
মম সাধ্য হ'লে তাহা করিব সর্ব্বথা ॥
দাস বলে মহাশয় কর অবধান।
যেই হেতু নাহি করিলাম কন্যাদান ॥
তোমা হেন পুত্র যাঁর রাজ্যের ভাজন।
তাঁর কি উচিত পুনঃ পত্নীর গ্রহণ ॥
তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসারে।
তোমার ক্রোধেতে ইন্দ্র আদি দেব ডরে ॥
এতেক শুনিয়া বলে গঙ্গার নন্দন।
অনুমানে বুঝিলাম তোমার বচন ॥
সে কারণে সত্য আমি করি দাসরাজ।
অবধানে শুন যত ক্ষত্রিয়-সমাজ ॥
পিতার বিবাহ হেতু করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে রাজ্যে মম নাহি অধিকার ॥
তোমার কন্যার গর্ভে হইলে কুমার।
হস্তিনানগরে তার হৈবে রাজ্যভার ॥
দাসরাজ বলে তব অপূর্ব্ব বচন।
আর এক মহাশয় আছে নিবেদন ॥
তুমি সত্য করিলে তা করিবে পালন।
পাছে দ্বন্দ্ব করে শেষে তব সুতগণ ॥
সে কারণে ভয়ান্বিত আমার অন্তর।
এত শুনি দেবব্রত করিল উত্তর ॥
আমি ত্যাগ করিলাম যদি রাজ্যভার।
সুত হেতু ভয় কেন হইল তোমার ॥
তোমার অগ্রেতে আমি করি অঙ্গীকার।
বিবাহ না করিব এ প্রতিজ্ঞা আমার ॥
দেবব্রত যদি এই বচন কহিল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব-নর বিস্মিত হইল ॥
ধন্য ধন্য শব্দে সবে চারিভিতে ডাকে।
হেন কর্ম্ম কেহ পূর্ব্বে নাহি করে লোকে ॥
দেবাসুর নরে এই কর্ম্ম অনুপম।
এ হেন প্রতিজ্ঞা হেতু ভীষ্ম হ'ল নাম ॥
সত্য করি কন্যা লয় দিতে জনকেরে।
সেই হেতু সত্যবতী নাম কন্যা ধরে ॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি কৈবর্ত্তের পতি।
ভীষ্ম আগে আনি দিল কন্যা সত্যবতী ॥
সত্যবতী দেখি ভীষ্ম বলে যোড়হাতে।
নিজ গৃহে চল মাতা চড় আসি রথে ॥
রথেতে চড়ায়ে তবে করিল গমন।
হস্তিনানগরে আসি দিল দরশন ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তথা যত রাজা ছিল।
অপূর্ব্ব শুনিয়া সবে দেখিতে আইল ॥
ধন্য ধন্য বলিয়া ডাকয়ে সর্ব্বজনে।
ভীষ্ম ভীষ্ম বলি রব হইল ভুবনে ॥
কন্যা লৈয়া দিল ভীষ্ম পিতার গোচরে।
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিস্ময় অন্তরে ॥
তুষ্ট হ'য়ে বর তবে দিলেন নন্দনে।
ইচ্ছামৃত্যু হও তুমি মম বর দানে ॥
ভীষ্ম-জন্ম কর্ম্ম আর গঙ্গার চরিত্র।
অপূর্ব্ব ভারত কথা ত্রৈলোক্য পবিত্র ॥
এ সব রহস্য কথা যেই জন শুনে।
শরীর পবিত্র হয় জ্ঞান ততক্ষণে ॥
ব্যাসের রচিত চিত্র অপূর্ব্ব ভারত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত ॥

বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু ও ধৃতরাষ্ট্রাদির উৎপত্তি।

সত্যবতী পাইয়া শান্তনু শান্তমনে।
অনুক্ষণ ক্রীড়া করে সত্যবতী সনে॥
কিছুকাল পরে রাজ্ঞী হৈল গর্ভবতী।
দশ মাসে প্রসব হইল সত্যবতী॥
পরম সুন্দর সুত মুখ কোকনদ।
সুন্দর দেখিয়া নাম রাখে চিত্রাঙ্গদ॥
আর কত দিনেতে দ্বিতীয় সুত হৈল।
তার নাম তবে বিচিত্রবীর্য্য রাখিল॥
সত্যবতী গর্ভে হৈল যুগল কুমার।
পরম সুন্দর যেন কাম অবতার।
কতদিন অন্তরে শান্তনু নৃপবর।
ত্যজিলেন অক্লেশে ভৌতিক কলেবর॥
রাজার মরণে হৈল দুঃখী সর্ব্বজন।
ভীষ্ম সত্যবতী হৈল শোকাকুল মন॥
বালক কুমার দুই অভাবে পিতার।
পালন করিল ভীষ্ম আপনি দোঁহার॥
চিত্রাঙ্গদ উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
আপনি পালেন ভীষ্ম মহারাজ্যখণ্ড॥
কত দিনে চিত্রাঙ্গদ হইল যুবক।
মহাধনুর্দ্ধর হৈল প্রতাপে পাবক॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দৈত্য নর নাগে।
হেন জন নাহি যুঝে চিত্রাঙ্গদ আগে॥
হেনমতে এক রথে জিনিল সকল।
একরথে ভ্রমে বীর পৃথিবী-মণ্ডল॥
চিত্ররথ নামে এক গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর।
কুরুক্ষেত্রে তাহাকে ভেটিল নৃপবর॥
সরস্বতী নদীতীরে হইল সমর।
সম্পূর্ণ হইল যুদ্ধ দ্বাদশ বৎসর॥
নিজ তেজে গন্ধর্ব্ব অধিক হৈল বলে।
চিত্রাঙ্গদে মারি গেল গগন-মণ্ডলে॥
চিত্রাঙ্গদ বধ শব্দ হইল নগরে।
ধরিল বিচিত্রবীর্য্য রাজছত্র শিরে॥
তাহার বিবাহ তরে সবে চিন্তা করে।
শুনে তবে স্বয়ংবর কাশীরাজ করে॥
রূপবতী তিন কন্যা আছে তার ঘর।
হেন শুনি ভীষ্ম তবে চলিল সত্বর॥
এক রথে কাশী রাজ্যে হৈল উপনীত।
ভীষ্ম দেখি কাশীরাজ হয় পুলকিত॥
পৃথিবীর যত রাজা তথা বিদ্যমান।
সভা আলো করি সবে আছে গুণবান॥
হেনকালে বলে ভীষ্ম সভার ভিতর।
আমার বচন শুন কাশীর ঈশ্বর॥
আমার অনুজ আছে শান্তনু নন্দন।
তার হেতু তব কন্যা করিব হরণ॥
এত বলি তিন কন্যা রথে চড়াইল।
পুনরপি ডাক দিয়া রাজারে কহিল॥
স্বয়ংবর হৈতে কন্যা বলে যাই ল'য়ে।
যার শক্তি থাকে যুদ্ধ করহ আসিয়ে॥
মাতঙ্গে তুরঙ্গে কেহ, কেহ চড়ে রথে।
শতপুর করিয়া বেড়িল চারিভিতে॥
শেল শূল জাঠা শক্তি মুষল মুদ্গর।
নানা বর্ণে অস্ত্র ফেলে ভীষ্মের উপর॥
মুহূর্ত্তেকে হৈল সব অন্ধকার প্রায়।
না দেখায় ভীষ্মবীর আছয়ে কোথায়॥
ক্ষিপ্রহস্ত ভীষ্মবীর গঙ্গার কুমার।
বশিষ্ঠমুনির শিক্ষা যমের দোসর॥
শরজালে আপনারে করে আচ্ছাদন।
শরে শরে অস্ত্র সব করিল বারণ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র গঙ্গার কুমার।
নিজ অস্ত্রে রাজগণে করিল প্রহার॥
কাটিল কাহার মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
শ্রবণ কাটিল কারো দেখি বিপরীত॥
শরীর ত্যজিল কেহ ভূমিতলে পড়ি।
রত্ন অলঙ্কার সব যায় গড়াগড়ি॥
বাম হস্ত সহিত ধনুক গেল কাটি।
বুকেতে বাজিল কেহ করে ছটফটি॥
পড়িল সকল সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
করিল গঙ্গার পুত্র ক্ষণে রক্ত নদী॥
বিমুখ হইল কেহ না রহে সম্মুখে।
ধন্য ধন্য ভীষ্ম বলি রাজগণ ডাকে॥

কন্যা ল'য়ে যায় ভীষ্ম শাল্বরাজা দেখে।
না পালাও না পালাও বলি ভীষ্মে ডাকে ॥
হস্তিনী কারণ যেন ক্রোধে হস্তিবর।
ধাইয়া আইল হেন শাল্ব নৃপবর ॥
ক্রোধেতে আকর্ণ পূরি মহাধনুর্দ্ধর ॥
দিব্য অস্ত্র প্রহারিল ভীষ্মের উপর ॥
নেউটিয়া ভীষ্মবর নিল শরাসন।
শাল্ব ভীষ্ম দুইজনে হৈল মহারণ ॥
দুই সিংহ যুঝে যেন পর্ব্বত উপর।
দুই বৃষে যুঝে যেন গোষ্ঠের ভিতর ॥
ক্রোধেতে নির্ধূম অগ্নি যেন ভীষ্মবীর।
দুই বাণে কাটে তার সারথির শির ॥
চারি অশ্ব কাটিল, কাটিল রথধ্বজ।
ধনুক কাটিল তার গঙ্গার অঙ্গজ ॥
অশ্ব রথ সারথি ধনুক কাটা গেল।
ভূমে পড়ি দ্রুত শাল্বরাজ পলাইল ॥
কাতর দেখিয়া তারে দিল প্রাণদান।
না মারিল অস্ত্র আর গঙ্গার সন্তান ॥
সংগ্রাম জিনিয়া তবে চলে মতিমান।
কন্যা ল'য়ে নিজ দেশে করিল পয়ান ॥
আনন্দিত লোক সব হস্তিনাপুরের।
বিবাহ উদ্‌যোগ হৈল বিচিত্রবীর্য্যের ॥
পুরোহিত লইয়া করিল শুভক্ষণ।
আইল যতেক দ্বিজ বিবাহ কারণ ॥
বরের নিকটে তিন কন্যা বসাইল।
অম্বা নামে জ্যেষ্ঠা কন্যা তখন কহিল ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি শান্তনু-নন্দন।
তোমায় করি যে আমি এক নিবেদন ॥
সভামধ্যে দেখিয়া সকল রাজগণে।
শাল্বেরে বরিতে আমি করিয়াছি মনে ॥
পিতার সম্মতি আছে দিবেন শাল্বেরে।
আমারে বিবাহ দেহ আনিয়া তাহারে ॥
ব্রাহ্মণ-সভাতে কন্যা এমত কহিল।
বিচার করিয়া ভীষ্ম তাহারে ত্যজিল ॥
পুনর্ব্বার গেল কন্যা শাল্বরাজ স্থান।
শাল্বরাজ বলে তোরে না করি গ্রহণ ॥
কান্দিয়া ভীষ্মের স্থানে পুনঃ সে আইল।
তুমি বলে নিলে তেঁই শাল্ব তেয়াগিল।
তবে ভীষ্ম বলে তুমি বড় দুরাচার।
পুন না লইব তোরে ধর্ম্মের বিচার ॥
এত শুনি হৈল কন্যা পরম দুঃখিত।
সেইখানে অগ্নিকুণ্ড করিল ত্বরিত
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি করিল প্রবেশ।
ভীষ্মের বধের হেতু কামনা বিশেষ ॥
অম্বালিকা অম্বিকা যুগল সুন্দরী।
দোঁহার রূপেতে নিন্দে স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
বিচিত্রবীর্য্যেরে সেই দুই কন্যা দিল।
শচী তিলোত্তমা যেন দেবেন্দ্র পাইল ॥
সহজে বিচিত্রবীর্য্য নবীন বয়েস।
যুগল কন্যার সহ শৃঙ্গার বিশেষ ॥
অল্পকালে যক্ষ্মাকাশ তাহার ঘটিল।
অনেক উপায় ভীষ্ম তাহার করিল ॥
বহু যত্ন করি রক্ষা নারিল করিতে।
মরিল বিচিত্রবীর্য্য পুত্র না জন্মিতে ॥
শোকেতে আকুল হৈল যত বধূগণ।
বধূ সহ সত্যবতী করেন ক্রন্দন ॥
তবে সত্যবতী আসি গঙ্গার নন্দনে।
কহিতে লাগিল তাঁরে করিয়া ক্রন্দনে ॥
কুরুকুল মহাবংশ পৃথিবী ঈশ্বর।
এ বংশ ধরিতে পুত্র তুমি একেশ্বর ॥
রাজা হইয়া রাজ্য রাখ পাল প্রজাগণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ।
কুরুকুল অস্ত যায় করহ রক্ষণ।
তোমা বিনা রক্ষা হেতু নাহি অন্যজন ॥
নরক হইতে উদ্ধারহ পিতৃগণে।
সর্ব্বশাস্ত্র ধর্ম্ম বাপু জানহ আপনে ॥
অপুত্রক তব ভাই হইল নিধন।
নিঃসন্তান আছে তব ভ্রাতৃবধূগণ ॥
অবিরোট ধর্ম্ম বাপু আছে পূর্ব্বাপর।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের উদ্ধার ॥
এতেক শুনিয়া বলে শান্তনু-নন্দন।
বেদের সদৃশ মাতা তোমার বচন ॥

আমার বচন মাতা জানহ আপনে ।
অঙ্গীকার করিলাম তোমার কারণে ॥
ত্রিভুবন কেহ যদি দেয় অধিকার ।
তথাপি না লব আমি রাজ্য অধিকার ॥
যাবৎ শরীরে মম আছয়ে পরাণ ।
না ছুঁইব নারী সত্য নহে মম আন ॥
দিনকর ত্যজে তেজ, চন্দ্র শীত ত্যজে ।
ধর্ম্ম সত্য ত্যজে পরাক্রম দেবরাজে ॥
ত্যজিবারে পারয়ে এ সব কদাচন ।
তবু সত্য নাহি ত্যজে গঙ্গার নন্দন ॥
সত্যবতী বলে পুত্র আমি সব জানি ।
তোমার মহিমা গুণ কহে সুর মুনি ॥
আমার বিবাহে যে করিলা অঙ্গীকার ।
সকল জানি যে আমি প্রতিজ্ঞা তোমার ॥
তথাপি বিপদে ত্রাণ কর কোনমতে ।
আপনি উপায় কর কুলধর্ম্ম হ'তে ॥
বিপদে দেবতা পুছে বৃহস্পতি-স্থানে ।
দৈত্যগণ যুক্তি পুছে ভৃগুর নন্দনে ॥
তোমা বিনা আমি জিজ্ঞাসিব কার কাছে ।
যেমত জানহ কর যাহে বংশ বাঁচে ॥
দৈব বিধি ধর্ম্ম পুত্র তোমাতে গোচর ।
অবিরোধে ধর্ম্ম পুত্র বংশ রক্ষা কর ॥
এত বলি সত্যবতী করয়ে ক্রন্দন ।
নিবর্ত্তিয়া পুনঃ বলে গঙ্গার নন্দন ॥
ক্ষত্রিয় হইয়া যেই প্রতিজ্ঞা না পালে ।
অপযশ ঘোষে তার এ মহীমণ্ডলে ॥
কুরুবংশরক্ষা হেতু করিব বিধান ।
পূর্ব্বাপর আছে কহি কর অবধান ॥
জমদগ্নি সুত রাম পিতার কারণে ।
দশ শত ভুজধর মারিল অর্জ্জুনে ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্ষত্র করিল সংহার ।
নিঃক্ষত্র করিল ক্ষিতি তিন সপ্তবার ॥
ক্ষত্র আর না রহিল পৃথিবী ভিতর ।
যত ক্ষত্রনারী প্রবেশিল বিপ্রঘর ॥
বেদেতে পারগ সেই পবিত্র ব্রাহ্মণ ।
তাঁহার ঔরসে বংশ করিল রক্ষণ ॥

ক্ষত্রক্ষেত্রে জন্ম হৈল ব্রাহ্মণ ঔরসে ।
যার ক্ষেত্র তার সুত বেদে হেন ভাষে ॥
বিপ্র হৈতে ক্ষত্রজন্ম আছে পূর্ব্বাপর ।
অদূষিত কর্ম্ম এই ধর্ম্মের উত্তর ॥
আর পূর্ব্বকথা মাতা কহিব তোমারে ।
উতথ্য নামেতে ঋষি বিখ্যাত সংসারে ॥
তাহার কনিষ্ঠ দেবগুরু বৃহস্পতি ।
মমতা নামেতে কন্যা উতথ্য যুবতী ॥
কামেতে পীড়িত হৈয়া ধরে বৃহস্পতি ।
মমতা ডাকিয়া বলে বৃহস্পতি প্রতি ॥
ক্ষমা কর এই নহে রমণ সময় ।
মম গর্ভে আছে তব ভ্রাতার তনয় ॥
অক্ষয় তোমার বীর্য্য হইবে সন্ততি ।
দুই পুত্র ধরিবারে নাহিক শকতি ॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত তুমি নহে সুবিচার ।
পরম পণ্ডিত আছে গর্ভেতে আমার ॥
গর্ভেতে ষড়ঙ্গ বেদ করে অধ্যয়ন ।
নিবর্ত্তহ বৃহস্পতি ইহার কারণ ॥
কামেতে পীড়িত গুরু না করি বিচার ।
নিষেধ না শুনি তারে করিল শৃঙ্গার ॥
উতথ্য-নন্দন যেই গর্ভেতে আছিল ।
বৃহস্পতি প্রতি সেই ডাকিয়া বলিল ॥
অনুচিত কর্ম্ম তাত কর কি বিধান ।
তব বীর্য্য রহিবারে নাহি হেথা স্থান ॥
সঙ্কীর্ণেতে রহিবারে নাহি স্থান ইথে ।
মোর পীড়া হইবে তোমার বীর্য্যেতে ॥
না শুনিল বৃহস্পতি তাহার বচন ।
কামেতে হইয়া রত করিল রমণ ॥
এতেক দেখিয়া তবে উতথ্য-কুমার ।
যুগল চরণে বন্ধ কৈল রেতদ্বার ॥
পড়িল জীবের বীর্য্য না পাইয়া স্থল ।
দেখি ক্রোধে গুরু হৈল জ্বলন্ত অনল ॥
মম বীর্য্য ঠেলিয়া ফেলিলা ভূমিতলে ।
দিনু শাপ হও অন্ধ নয়ন যুগলে ॥
অন্ধ হৈয়া জন্ম হৈল উতথ্য-নন্দন ।
সৌরভি-বংশেতে সেই কৈল অধ্যয়ন ॥

তার কর্ম্ম দেখিতে যতেক ঋষিগণ।
ধিক্কার করিয়া সবে বলিল বচন ॥
নিকটে বসিতে যোগ্য নহে দুরাচার।
দূর করি দেহ এরে করি গঙ্গাপার ॥
এত বলি সব মুনি ধরিল তাঁহারে।
বান্ধি ভাসাইয়া দিল জাহ্নবীর নীরে ॥
ভেলার বন্ধনে ভাসি গেল বহুদূর।
দৈবেতে দেখিল তারে বলি মহাশূর ॥
ধরিয়া আনিল ভেলা দেখিল ব্রাহ্মণ।
জিজ্ঞাসিল তাহাকে যতেক বিবরণ ॥
কহিল সকল কথা উতথ্য-নন্দন।
বলি বলে আমি তোমা করিনু বরণ ॥
গৃহে আনি দ্বিজবরে করিল অর্চ্চন।
সুদেষ্ণা রাণীকে ডাকি বলিল বচন ॥
এই দ্বিজে ভক্তি কর বংশের উন্নতি।
দ্বিজ হৈতে পুত্র হবে আছে হেন নীতি ॥
অন্ধ দেখি সুদেষ্ণা করিল অনাদর।
শূদ্রা দাসী পাঠাইল যথা দ্বিজবর ॥
দ্বিজের ঔরসে তার হৈল পুত্রগণ।
চারি বেদ ষটশাস্ত্র করে অধ্যয়ন ॥
হেনকালে বলি গেল দ্বিজের ভবন।
জিজ্ঞাসিল এই সব কাহার নন্দন ॥
দ্বিজ বলে এরা নহে কুমার তোমার।
শূদ্রাগর্ভে জন্ম হৈল আমার কুমার ॥
অন্ধ দেখি আমায় তোমার পাটেশ্বরী।
না আইল মম কাছে অনাদর করি ॥
এত শুনি বলি গেল নিজ অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা সুদেষ্ণা রাণীরে ॥
তবে ত চলিল রাণী স্বামীর আদেশে।
তিন পুত্র জন্মাইল দ্বিজের ঔরসে ॥
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এ তিন পুত্র নাম।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা হৈল অনুপম ॥
অঙ্গদেশে বসাইল জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ।
কলিঙ্গ কলিঙ্গদেশে, বঙ্গদেশে বঙ্গ ॥
যেনমতে দ্বিজ হৈতে ক্ষত্রিয় উৎপত্তি।
[illegible] হৈল প্রজাপতি ॥
পরম্পর আছে এই কহে বেদবাণী।
তোমার বিচারে যেই আইসে জননী ॥
মন্ত্রী পুরোহিত লৈয়া করহ বিচার।
ভারতবংশের হেতু কর প্রতিকার ॥
সত্যবতী বলে পুত্র তুমি ব্রহ্মচারী।
তোমার বচন আমি বেদতুল্য ধরি ॥
মম পূর্ব্ব বিবরণ কহি যে তোমাতে।
যখন ছিলাম আমি পিতার গৃহেতে ॥
পিতা দেশে ধর্ম্মার্থে বাহি নৌকা নদীতে।
তেজ পুঞ্জ ঋষি এক উঠে তরণীতে ॥
তাঁর নাম মহামুনি হয় পরাশর।
মহাতেজা জ্যোতির্ম্ময় দেখি লাগে ডর ॥
কহিবার যোগ্য পুত্র নহে ত তোমারে।
সে মুনির কর্ম্ম পুত্র অদ্ভুত সংসারে ॥
মৎস্যের দুর্গন্ধ মম শরীরে আছিল।
আজ্ঞামাত্র পদ্ম গন্ধ মম দেহে হৈল ॥
কুজ্ঝটি সৃজিয়া মুনি কৈল অন্ধকার।
মহাভয়ে বশীভূত হইলাম তাঁর ॥
তাঁহার ঔরসে মম হৈল নন্দন।
দ্বীপমধ্যে পুত্র মোর হৈল সেইক্ষণ ॥
জন্মমাত্র তার কর্ম্ম লোকে অনুপম।
দ্বীপে জন্ম হৈল তাই দ্বৈপায়ন নাম ॥
বেদ চতুর্ভাগ কৈল ব্যাস সে কারণ।
কৃষ্ণ নাম বলি কৃষ্ণ অঙ্গের বরণ ॥
জন্মমাত্র পুত্র তবে যায় তপোবন।
আমারে বলিয়া গেল এই ত বচন ॥
ত্বরিতে আসিব আমি করিলে স্মরণ।
কন্যাকালে পুত্র মম ব্যাস তপোধন ॥
তোমার সম্মত হৈলে করি যে স্মরণ।
তুমি আমি কহি তারে বংশের কারণ ॥
করযোড় করি বলে শান্তনু-নন্দন।
তবে চিন্তা কর মাতা কিসের কারণ ॥
তোমার কুমার মাতা ব্যাস তপোধন।
শীঘ্রগতি কর মাতা তাঁহাকে স্মরণ ॥
দেবগণমধ্যে যেথা ব্যাস তপোধন।
ভীষ্মের বচনে দেবী করিল স্মরণ ॥

নানাশাস্ত্র ধর্ম্ম কহিছেন দেবস্থানে।
চিংকণ্ঠা জন্মিল তাঁর মাতার স্মরণে॥
সেইক্ষণে আসি তথা হৈল উপনীত।
দেখি ভীষ্ম পূজা তাঁরে কৈল বিধিমত॥
এতদিনে সত্যবতী দেখিয়া নন্দন।
আলিঙ্গন দিয়া পুত্রে করেন ক্রন্দন॥
নয়নেতে নীর ঝরে দুগ্ধ ঝরে স্তনে।
স্তনদুগ্ধে স্নান করাইল তপোধনে॥
মায়ের রোদন দেখি বিষণ্ণ বদন।
কমণ্ডলু জল মুখে করিল সেচন॥
নিবারিয়া ক্রন্দন কহেন ব্যাসমুনি।
কেন ডাকিয়াছ আজ্ঞা করহ জননী॥
করিব তোমার প্রিয় আজ্ঞা দেহ মোরে।
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব সংসার ভিতরে॥
সত্যবতী কহে পুত্র কহিতে অশেষ।
আমার দুঃখের কথা নাহি পরিশেষ॥
শিশু-পুত্র রাখি স্বামী গেল স্বর্গবাস।
গন্ধর্ব্বেতে জ্যেষ্ঠপুত্রে করিল বিনাশ॥
কনিষ্ঠ বালকে ভীষ্ম পালন করিল।
কাশীরাজ দুই কন্যা বিবাহ যে দিল॥
বংশ না হইতে সেই হইল নিধন।
বিধবা যুগল বধূ নবীন যৌবন॥
কুরুকুল অন্ত যায় নাহি রাজ্যস্বামী।
এ শোক-সাগরে পুত্র পড়িয়াছি আমি॥
উপায় না দেখি তোমা করিনু স্মরণ।
উপায়ে আমার বংশ করহ রক্ষণ॥
পিতা মাতা হৈতে হয় সন্তান-সন্ততি।
এক বিনা অন্যে নহে সন্তান-সঙ্গতি॥
তুমি পুত্র যেমন, তেমন দেবব্রত।
ইহার উপায় কর দোঁহার সম্মত॥
সে কারণে তোমা বিনা না দেখি উপায়।
আপনি উদ্ধার কর কুল অন্ত যায়॥
ব্যাস বলে জননী গো করিনু স্বীকার।
করিব পালন আজ্ঞা যে হয় তোমার॥
সত্যবতী বলে তব আছে ভ্রাতৃবধূ।
পরম পবিত্র রূপ জিনি পূর্ণবিধু॥
আপন ঔরসে তারে দেহ পুত্রদান।
ইহা বিনা উপায় না দেখি আমি আন॥
ব্যাস বলে মাতা তুমি ধর্ম্মেতে তৎপর।
ধর্ম্মেতে বিহিত এই আছে পরাম্পর॥
তোমার বচন আমি করিব পালন।
রাজ্যহিতে তব কুল করিব রক্ষণ॥
আর এক নিবেদন শুনহ জননী।
পবিত্র হইতে বধূ বলহ আপনি॥
সম্পূর্ণ বৎসর এক ব্রত আচরিবে।
দান যজ্ঞ ব্রত করি পবিত্র হইবে॥
তবে যে পরশ অঙ্গ করিব তাহার।
দেবতুল্য পরাক্রম হইবে কুমার॥
সত্যবতী বলে পুত্র বিলম্ব না সয়।
অরাজকে রাজ্য নষ্ট দুষ্ট-চোর-ভয়॥
মায়ের বচনে বলে ব্যাস তপোধন।
মোর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হবে দরশন॥
সেই মূর্ত্তি দেখি বধূ সহিবারে পারে।
সুপুত্র হইবে তবে তাহার উদরে॥
আসিব বলিয়া তবে বনে গেল ব্যাস।
সত্যবতী চলে তবে অম্বিকার পাশ॥
মধুর বচনে তবে বলে সত্যবতী।
আমার বচন বধূ কর অবগতি॥
মজিল ভারতবংশ নাহিক উপায়।
বংশরক্ষাহেতু কহি যে তোমায়॥
যে উপায় বলে মোরে গঙ্গার কুমার।
সেই ত উপায় আছে নিকটে তোমার॥
অর্দ্ধরাত্রে আসিবেন তোমার ভাসুর।
ভজিবে তাহারে তুমি ভয় করি দূর॥
আপনি থাকিয়া তবে দেবী সত্যবতী।
বিবিধ কুসুমে তার শয্যা দিল পাতি॥
পুনঃ পুনঃ বলি দেবী গেল নিজ স্থান।
অর্দ্ধরাত্রে ব্যাসদেব কৈল আগমন॥
কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ সুপিঙ্গল জটাভার।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যেন ভৈরব আকার॥
দেখি মহাভয়ে রাণী মুদিল নয়ন।
তবে ব্যাস মুনি কৈল বিস্মিত-বদন॥

রজনী বঞ্চিয়া মুনি কৈল স্নানদান।
প্রাতঃকালে সত্যবতী গেল তাঁর স্থান॥
সত্যবতী বলে পুত্র কহ বিবরণ।
ব্যাস বলে পালিলাম তোমার বচন॥
মহাবলবন্ত মাতা হইবে কুমার।
অযুত হস্তীর বল হইবে তাহার॥
কেবল হইবে অন্ধ জননীর দোষে।
শত পুত্র হইবেক তাহার ঔরসে॥
সত্যবতী বলে পুত্র নহিল কারণ।
কুরুকুলে অন্ধরাজা নহিবে শোভন॥
আর এক পুত্র কর বংশের কারণ।
অঙ্গীকার করি গেল ব্যাস তপোধন॥
তবে দশমাস পরে ধৃতরাষ্ট্র হইল।
যুগল নয়ন অন্ধ মুনি যাহা কৈল॥
পুনরপি অম্বালিকা কৈল ঋতুস্নান।
পুনঃ ব্যাসে সত্যবতী করিল আহ্বান॥
পূর্ব্ব ভয়ে অম্বালিকা না মুদিল আঁখি।
শরীর পাণ্ডুর বর্ণ হৈল মুনি দেখি॥
তবে ব্যাস মহামুনি মায়েরে কহিল।
আমারে দেখিয়া বধূ পাণ্ডুবর্ণ হৈল॥
সে কারণ হবে পুত্র পাণ্ডুর বরণ।
এত বলি গেল চলি ব্যাস তপোধন॥
সত্যবতী বলে পুত্র কর অবধান।
আর এক পুত্র দেহ গন্ধর্ব্ব সমান॥
মায়ের বচনে ব্যাস স্বীকার করিল।
অন্তর্দ্ধান হ'য়ে মুনি নিজ স্থানে গেল॥
পুনরপি আইল ব্যাস মাতার স্মরণে।
ভয়ে অম্বালিকা নাহি গেল তার স্থানে॥
সেবিকা আছিল তার পরমা সুন্দরী।
পাঠাইল মুনিস্থানে সুবেশাদি করি॥
নবীন বয়েস তার হয় শূদ্রজাতি।
মুনির চরণে বহু করিল ভকতি॥
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি বলিল তাহারে।
ধর্ম্মবন্ত পুত্র হবে তোমার উদরে॥
পরম পণ্ডিত হবে নরেতে প্রধান।
বর দিয়া গেল ব্যাস আপনার স্থান॥
মুনিবরে গর্ভ তার হইল উৎপত্তি।
আপনি জন্মিল তায় যম মহামতি॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে অবিরত॥

বিদুরের জন্ম বিবরণ এবং ধৃতরাষ্ট্র,
পাণ্ডু ও বিদুরের বিবাহ।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ।
যম আসি জন্ম নিল কিসের কারণ॥
মুনি বলে মাণ্ডব্য নামেতে মুনিবর।
সত্যবন্ত যশোবন্ত ধর্ম্মেতে তৎপর॥
জন্মাবধি তপ করে বৃক্ষমূলে বসি।
ঊর্দ্ধ বাহু মৌনব্রত সদা উপবাসী॥
হেনমতে চিরকাল আছে মুনিবর।
দৈবে একদিন তথা নগর ভিতর॥
চুরি করি নগরেতে চোরগণ যায়।
নগররক্ষক তার পাছে পাছে ধায়॥
পলাইতে নাহি পারে যত চোরগণ।
মুনির আশ্রমে প্রবেশয়ে সর্ব্বজন॥
তার পাছে আসে যত রাজচরগণ।
মুনিরে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল ততক্ষণ॥
এই পথে অগ্রে অগ্রে চোরগণ এল।
দেখিয়াছ মহাশয় কোন পথে গেল॥
কিছু না বলিল মুনি ছিল মৌনব্রতে।
হেনকালে দ্রব্য দেখে সেই আশ্রমেতে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখে চোরগণ।
চোরগণে দেখি তবে করিল বন্ধন॥
সেনাপতি তবে মনে করিল বিচার।
ভাবিল সকল কর্ম্ম এই বামনার॥
লোকে ভাণ্ডাইতে করে তপের আরম্ভ।
ইহারে বন্ধন কর, না কর বিলম্ব॥
চোরগণ সহিত বান্ধিয়া নিল তারে।
চোর ধরিলাম বলি জানায় রাজারে॥
রাজা আজ্ঞা দিল শূলে দেহ সর্ব্বজনে।
নগর বাহিরে শূলে দিল ততক্ষণে॥

মাণ্ডব্যেরে শূলে দিল চোরের সহিতে।
চিরদিন আছে মুনি বসিয়া শূলেতে ॥
একদিন মুনিগণ দেখিল তাহারে।
দেখিয়া পরম চিন্তা হৈল সবাকারে ॥
মুনিগণ মিলি তবে সে শূল ধরিল।
অনেক যতনে উপাড়িতে না পারিল ॥
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ মাণ্ডব্যের প্রতি।
কোন পাপে মুনি তব এতেক দুর্গতি ॥
মাণ্ডব্য বলিল আমি বহুপাপকারী।
কোন পাপে হেন শাস্তি বলিতে না পারি ॥
মুনিগণ কথা তবে শুনিল ভূপতি।
শূলেতে আছয়ে মুনি রাজা ভীত অতি ॥
সকুটুম্ব সহ রাজা আসে শীঘ্রগতি।
অশেষ বিশেস মুনিবরে করে স্তুতি ॥
রাজা তাঁরে নানাবিধ করিল বিনয়।
দয়া করি মুনিরাজ হইল সদয় ॥
তবে নরপতি সেই শূল উপাড়িল।
মুনি অঙ্গ হৈতে শূল কাড়িতে লাগিল ॥
অনেক যতনে শূল নহিল বাহির।
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত হৈল নৃপতির ॥
বাহিরে যতেক ছিল কাটিয়া ফেলিল।
ভিতরে যে কিছু ছিল ভিতরে রহিল ॥
তথাপি ও দুঃখ মনে নাহিক মুনির।
নাহিক বেদনা চিত্তে প্রফুল্ল শরীর ॥
মুনিগর্ভে শূল রহে দেখি যত লোকে।
সেই হইতে মাণ্ডব্য নাম তার রাখে ॥
একদিন মুনিবর ভাবিল অন্তরে।
কোন পাপে ধর্ম্ম শাস্তি দিলেন আমারে ॥
তবে মুনিবর গেল ধর্ম্মের সদন।
কহিল তাঁহারে সব নিজ বিবরণ ॥
কহ ধর্ম্মরাজ মোরে কারণ ইহার।
কোন দোষে হেন শাস্তি করিলা আমার ॥
ধর্ম্মরাজ বলে তুমি বালক বয়সে।
বালক সহিত ছিলা বাল্যক্রীড়া রসে ॥
একদিন তুমি ক্ষুদ্র পতঙ্গ ধরিলা।
ঈষীকাতে তার গুহ্যে তুমি শূল দিলা ॥

এত শুনি মহাক্রোধে বলে তপোধন।
মম তপোবল আমি দেখাই এখন ॥
অল্প দোষে হেন শাস্তি এ তব বিচার।
তাহাতে বালকবুদ্ধি কি জ্ঞান আমার ॥
বাল্যকালে অল্প দোষে এ দণ্ড তোমার।
এমত করিলে তবে মজিবে সংসার ॥
পাঁচবর্ষ পর্য্যন্ত যতেক করে পাপ।
তোমার সদনে তার নাহিক সন্তাপ ॥
এই হেতু নরলোকে শূদ্র যোনি মাঝ।
অবশ্য লভিবে জন্ম শুন ধর্ম্মরাজ ॥
এত বলি মুনিরাজ চলিল আশ্রম।
তাঁর শাপে শূদ্রযোনি পাইলেক যম ॥
পরম পণ্ডিতবুদ্ধি ধর্ম্মের আচার।
কুরুতে বিদুর-রূপে যম অবতার ॥
হেনমতে কুরুবংশে তিন পুত্র হৈল।
অহর্নিশি নানা দান নানা যজ্ঞ কৈল ॥
তিন পুত্রে ভীষ্মবীর করিল পালন।
নানা অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যা করান পঠন ॥
কতদিনে দেখি সবে যৌবন সময়।
বিবাহ কারণে চিন্তে গঙ্গার তনয় ॥
যদুবংশে সুবল নামেতে নৃপমণি।
গান্ধারী নামেতে কন্যা তাঁহার নন্দিনী ॥
ভগবানে আরাধিয়া পায় কন্যা বর।
একশত পুত্র হবে মহাবলধর ॥
বার্ত্তা পেয়ে ভীষ্মবীর দূত পাঠাইল।
সুবল রাজারে দূত সকল কহিল ॥
বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নাম।
কুরুতে বিখ্যাত বীর রূপে অনুপম ॥
তাঁর হেতু বরিবারে তোমার কুমারী।
ভীষ্মবীর পাঠাইল মোরে শীঘ্র করি ॥
শুনিয়া গান্ধার রাজা ভাবে মনে মনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে ॥
সকল সম্পন্ন দেখি অন্ধমাত্র বর।
না দিলে বিরস হবে ভীষ্ম কুরুবর ॥
হস্তী হয় রথ রত্ন শকটে পূরিয়া।
দাস দাসী গো মহিষ বিপুল করিয়া ॥

শকুনির সঙ্গে দিল অনেক ব্রাহ্মণ।
চতুর্দ্দোলে কন্যা দিল করিয়া সাজন ॥
গান্ধারী শুনিল অন্ধবরে সমর্পিল।
আপন কুকর্ম্ম ভাবি চিত্তে ক্ষমা দিল ॥
শুক্ল পট্টবস্ত্র দেবী শতপুরু করি।
আপন নয়নদ্বয় বান্ধিল সুন্দরী ॥
পতি প্রীতি হেতু সতী মুদিল নয়ন।
পতিব্রতা গান্ধারী সে জগতে ঘোষণ ॥
শকুনি চলিল সেই ভগিনী সংহতি।
হস্তিনানগরে উত্তরিল শীঘ্রগতি ॥
ধৃতরাষ্ট্রে সমর্পিল ভগিনা রতন।
নানা রত্ন অলঙ্কার করিয়া ভূষণ ॥
হস্তী অশ্ব রথ রত্ন করি বহু দান।
শকুনি আপন দেশে করিল পয়ান ॥

জ্যেষ্ঠের বিবাহ দিয়া গঙ্গার নন্দন।
পাণ্ডুর বিবাহ হেতু সচিন্তিত মন ॥

শূর নামে যাদব কৃষ্ণের পিতামহ।
কুন্তী ভোজ নৃপতিরে বড় অনুগ্রহ ॥
পিতৃস্বস্পুত্র কুন্তে অপুত্রক দেখি।
পালিবারে দিল কন্যা পৃথা শশিমুখী ॥
পৃথারে আনিয়া বলে কুন্তী নরপতি।
অতিথি শুশ্রূষা তুমি কর গুণবতী ॥
পিতৃ আজ্ঞা পেয়ে কন্যা পুজে অতিথিরে।
কতকালে দুর্ব্বাসা আইল সেই ঘরে ॥
মুনিরাজে দেখি কন্যা পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
আপনার হস্তে দুই পদ প্রক্ষালিল ॥
করযোড় করি কুন্তী মুনি আগে রয়।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল মুনি মহাশয় ॥
তুষ্ট হৈয়া বলিল দুর্ব্বসা মহামুনি।
এক মন্ত্র দিব তোমা লহ সুবদনি ॥
মন্ত্র জপি যেই দেবে করিবা স্মরণ।
তোমার অগ্রেতে সেই আসিবে তখন ॥
এত বলি মন্ত্র দিয়া গেল মুনিবর।
মন্ত্র পেয়ে কুন্তীদেবী হরিষ অন্তর ॥
পরীক্ষা করিতে মন্ত্র ভোজের নন্দিনী।
মন্ত্র জপি স্মরণ করিল দিনমণি ॥

কুন্তীর স্মরণে তথা আসে দিনকর।
সূর্য্য দেখি কুন্তী হৈল বিরস অন্তর ॥
করযোড় করি কুন্তী প্রণাম করিল।
সবিনয়ে কুন্তীদেবী বলিতে লাগিল ॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্র আমি পরীক্ষা কারণ।
শেষ না গণিয়া করি তোমারে স্মরণ ॥
অপরাধ করিলাম অজ্ঞান মোহিত।
বামা জাতি সদা দোষী ক্ষমিতে উচিত ॥
সূর্য্য বলে ব্যর্থ নহে মুনির বচন।
ব্যর্থ নহে কন্যা কভু মম আগমন ॥
প্রথম লইয়া মন্ত্র আমারে ডাকিলে।
তোর মন্ত্র ব্যর্থ হবে আমা না ভজিলে ॥
কুন্তী বলে কন্যা আমি শৈশব বয়সে।
করিলে কুৎসিত কর্ম্ম লোকে অপযশে ॥

দিনকর বলে ভয় না করিহ মনে।
মোর হেতু তোর দোষ নহিবে ভুবনে ॥

প্রবোধিয়া কুন্তীকে সে অনেক প্রকার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার ॥
তাঁর বীর্য্যে গর্ভে এক হইল নন্দন।
জন্ম হৈতে অক্ষয় কবচ বিভূষণ ॥
লোকে খ্যাত হবে বলি হইল বিরস।
কুলেতে কলঙ্ক কর্ম্ম লোকে অপযশ ॥
এতেক চিন্তিয়া কুন্তী পুত্র লৈয়া কোলে।
তাম্রকুণ্ড করি ভাসাইয়া দিল জলে ॥
এক সূত সদা করে যমুনায় স্নান।
ভাসি যায় তাম্রকুণ্ড দেখি বিদ্যমান ॥
ধরিয়া আনিয়া দেখে সুন্দর কুমার।
আনন্দে লইয়া গেল গৃহে আপনার ॥
রাধা নামে ভার্য্যা তার পরমা সুন্দরী।
অপুত্র আছিল পালিল পুত্র করি ॥
বসুসেন নাম করি থুইল তাহার।
দিনে দিনে বাড়ে যেন চন্দ্রের আকার ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈল মহাবীর।
অহর্নিশি আরাধনা করয়ে মিহির ॥
জিতেন্দ্রিয় মহাবীর ব্রতে অনুরত।
ব্রাহ্মণেরে দান বীর দেয় অনুব্রত ॥

যেই যাহা চায় দিতে নাহি করে আন।
প্রাণ কেহ নাহি চাহে তেঁই রহে প্রাণ ॥
তাহারে দেখিয়া সাধু দেব পুরন্দর।
পুত্রহিতে মায়ায় ব্রাহ্মণ কলেবর ॥
কুণ্ডল কবচ দান মাগিল তাহারে।
সেইক্ষণে অঙ্গ কাটি দিল পুরন্দরে ॥
তীক্ষ্ণ ক্ষুরে কাটি দিল অঙ্গ আপনার।
সেই হৈতে কর্ণ নামে ঘোষয়ে সংসার ॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বলে লহ বর।
একাঘ্নী মাগিয়া নিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
একাঘ্নী নামেতে অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ ॥
কর্ণ নাম দিয়া ইন্দ্র গেল নিজপুর।
সেই হৈতে হৈল কর্ণ ঘোষে তিনপুর ॥
কুন্তী ভোজনন্দিনী আছিল পিত্রালয়ে।
স্বয়ংবর করিল সে যৌবন সময়ে ॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
আইল সকল রাজা তার নিমন্ত্রণে ॥
বসিল সকল রাজা যার যেই স্থান।
মধ্যেতে বসিলা পাণ্ডু ইন্দ্রের সমান ॥
গ্রহগণ মধ্যে যেন শোভে দিনকর।
পাণ্ডু তেজে আচ্ছাদিল যত নরবর ॥
পাণ্ডুরে দেখিয়া কুন্তী উল্লাসিত মন।
গলে মাল্য দিয়া তাঁরে করিল বরণ ॥
ভোজরাজ পাণ্ডুর করিল সুসম্মান।
কুন্তীরে লইয়া পাণ্ডু আইল নিজস্থান ॥
পুরন্দর কোলে যেন পুলোমা-নন্দিনী।
রজনীপতির কোলে শোভিতা রোহিণী ॥
হস্তিনানগরে লোক হৈল হরষিত।
স্থানে স্থানে নগরে হইল নৃত্যগীত ॥
তবে কতদিনে ভীষ্ম বিচারিয়া মনে।
বংশবৃদ্ধিহেতু আর বিবাহ কারণে ॥
শল্য নামে রাজা আছে মদ্রের ঈশ্বর।
পৃথিবীতে বিখ্যাত অতুল গুণধর ॥
তাহার ভগিনী আছে পরমা সুন্দরী।
বার্ত্তা পেয়ে গেল ভীষ্ম তাহার নগরী ॥

শল্য রাজা শুনিল সে ভীষ্মের আগমন।
অগ্রসরি নিজ গৃহে লৈল ততক্ষণ ॥
বিধিমতে গঙ্গাপুত্রে পূজিল তখন।
জিজ্ঞাসিল কোন কার্য্যে হেথা আগমন ॥
ভীষ্ম বলে তুমি রাজা বিখ্যাত সংসার।
বন্ধু করিবারে ইচ্ছা হৈয়াছে আমার ॥
তোমার ভগিনী আছে কহে সর্ব্বজন।
ভ্রাতার নন্দনে মম করহ অর্পণ ॥
হাসিয়া বলেন শল্য বিধি মিলাইল।
কে জানে এমত ভাগ্য আমার যে ছিল ॥
একমাত্র নিবেদন আছয়ে আমার।
পূর্ব্বাপর আছয়ে আমার কুলাচার ॥
ঠেলিতে না পারি কৈল পিতামহ পিতা।
তোমারে কহিতে যোগ্য নহে সেই কথা ॥
শল্যের বচনে ভীষ্ম বুঝিল কারণ।
কুলধর্ম্মরক্ষা হেতু কর্ত্তব্য যতন ॥
ইন্দ্র প্রতি প্রজাপতি বলিল বচন।
দোষকর্ম্ম কুলধর্ম্ম না করি লঙ্ঘন ॥
আপনার কুলধর্ম্ম করিবে পালন।
নাহিক তাহাতে দোষ বেদের বচন ॥
এত বলি ভীষ্ম দিল অমূল্য রতন।
সাত কুম্ভ পূর্ণ করি দিলেন কাঞ্চন ॥
অশ্ব রথ গজ দিল বিচিত্র বসন।
ধনলাভে প্রীতি হৈল মদ্রের নন্দন ॥
নানা রত্নে ভূষিয়া ভগিনী আনি দিল।
মাদ্রী লৈয়া ভীষ্মদেব নিজদেশে গেল ॥
পাণ্ডুর বিবাহে মহা উৎসব করিল।
দেখিয়া মাদ্রীর রূপ পাণ্ডু হৃষ্ট হৈল ॥
যুগল বনিতা পাণ্ডু দেখিয়া সমান।
দুই ভার্য্যা সমভাব নাহি ভেদজ্ঞান ॥
তবে পাণ্ডু কতদিনে সবার অগ্রেতে।
প্রতিজ্ঞা করিল দিগ্‌বিজয় করিতে ॥
পদাতি রথাশ্বগজ চতুরঙ্গ দলে।
সাজিয়া পশ্চিম দিকে চলে মহাবলে ॥
দশার্ণ দেশের রাজা পূর্ব্ব অপরাধী।
তাহারে জিনিয়া পায় বহুরত্ন নিধি ॥

মগধ রাজ্যেতে জিনি মদ্ররথ রাজা।
মিথিলা ঈশ্বর কাশীখণ্ড মহাতেজা ॥
জমদগ্নিসম তেজ পাণ্ডু মহামতি।
একে একে জিনিল সকল নরপতি ॥
তবে ত সকল রাজা একত্র হইয়া।
পাণ্ডুর সহিত যুদ্ধ করিল আসিয়া ॥
না পারিয়া ভঙ্গ দিল যত নৃপবর।
পাণ্ডুকে পূজিয়া সবে দেয় রাজকর ॥
হস্তী ঘোড়া রথ গাভী বিবিধ রতন।
উট খর মেষ অজ না যায় কথন ॥
রাজগণ জিনি পাণ্ডু ল'য়ে রাজকর।
আপনার রাজ্যে গেল হস্তিনানগর ॥
পাণ্ডুর মহিমা যশে পৃথিবী পূরিল।
পূর্ব্বেতে ভরত রাজা যে কর্ম্ম করিল ॥
পাণ্ডু প্রতি বড় প্রীতি গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি করে মস্তক চুম্বন ॥
তবে একে একে পাণ্ডু সবারে বন্দিল।
যতেক আনিল দ্রব্য ধৃতরাষ্ট্রে দিল ॥
ধন পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র করিল সম্মান।
নানা রত্ন লইয়া করিল বহুদান ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ বহু ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
হস্তী হয় গাভী স্বর্ণ ভুমি দান দিল ॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিয়া পাণ্ডু রাজ্য অধিকার।
মৃগয়াতে রত সদা বনেতে বিহার ॥
কুন্তী মাদ্রী সহ রাজা সদা থাকে বনে।
যথা থাকে তথা যেন হস্তিনাভুবনে ॥
তবে কতদিনে ভীষ্ম বিদুর কারণ।
সুদেব রাজার কন্যা করিল বরণ ॥
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গবিদ্যাধরী।
সুদেব রাজার কন্যা নামে পরাশরী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কয় কাশীরাম দেবে ॥

দুর্য্যোধনাদির জন্ম কথন।

মুনি বলে শুন, কর অবধান,
পূর্ব্ব পিতামহ কথা।
ব্যাস তপোনিধি, পূজে নিরবধি,
গান্ধারী সুবল-সুতা ॥
তাঁর সেবাবশে, বর দিল ব্যাসে,
হইয়া হরিষ যুত।
মহা বলবান, স্বামীর সমান,
পাইবে শতেক সুত ॥
পরম হরিষে, কতেক দিবসে,
গর্ভ ধরিল গান্ধারী।
দশ মাস যায়, প্রসব না হয়,
চিত্তে চিন্তিত সুন্দরী ॥
হেনকালে ধ্বনি, আচম্বিতে শুনি,
কুন্তীর পুত্র হইল।
শুনিয়া গান্ধারী, আপনা পাসরি,
মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িল ॥
পুত্র হৈলে জ্যেষ্ঠ, রাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠ,
কুরুকুলে হবে রাজা।
কুন্তী ভাগব্যতী, পাইল সন্ততি,
সবাই করিবে পূজা ॥
আমি অভাগিনী, পরম পাপিনী,
কর্ম্মফল আপনার।
দ্বিবৎসর হৈল, কিছু না জন্মিল,
পরিশ্রম মাত্র সার ॥
প্রসবি যদ্যপি, ভাবনা তথাপি,
সহজে হইবে দাস।
ভাবি হেন মত, দৃঢ় করি চিত,
গর্ভের করিতে নাশ ॥
লোহার মুদ্গরে, আপন উদরে,
নির্ঘাত করিয়া হানে।
পাইয়া আঘাত, গর্ভ হৈল পাত,
ধৃতরাষ্ট্র নাহি জানে ॥
নাহি পদ মুণ্ড, সবে মাংসপিণ্ড,
গান্ধারী প্রসব হৈল।
ডাকাইল দাসী, চিত্তে ঘৃণা বাসি,
ফেলাইতে ইচ্ছা কৈল ॥
জানিয়া কারণ, মুনি দ্বৈপায়ন,
আসি হৈল উপনীত।

বলে ক্রোধ করি, শুন গো গান্ধারী,
এ কর্ম্ম কোন্ বিহিত॥
জানি সর্ব্ব ধর্ম্ম, কর হেন কর্ম্ম,
তোমার উচিত নহে।
হিংসা মহাক্লেশ, অধর্ম্ম অশেষ,
আপনা আপনি দহে॥
শুনিয়া বচন, লজ্জিত বদন,
কহে করযোড় করি।
তোমার বচন, হইল লঙ্ঘন,
এ বড় বিস্ময় হেরি॥
বলে ব্যাসমুনি, শুন সুবদনী,
মম বাক্য অন্য নয়।
দুঃখ পরিহর, মম বাক্য ধর,
হইবে শত তনয়॥
শত কুণ্ড করি, ঘৃতে তাহা পূরি,
মাংসপিণ্ড সিঞ্চ জলে।
এত বলি মুনি, সিঞ্চিল আপনি,
মাংসপিণ্ড করি কোলে॥
শীতল জলেতে, সিঞ্চিতে সিঞ্চিতে,
যেন বিধি নিরমিল।
এক মাংসপিণ্ড, কৈল শত খণ্ড,
একাধিক শত হৈল॥
অঙ্গুলির পর্ব্ব, প্রায় হৈল সর্ব্ব,
ঘৃতকুণ্ডে লৈয়া ফেলে।
তবে তপোধন, সুদৃঢ় বচন,
গান্ধারী দেবীর বলে॥
এই কুণ্ডগণে, রাখিয়া যতনে,
নাহি হও উতরোল।
আপন ইচ্ছায়, জানাও রাজায়,
নাহি ভাঙ্গ মম বোল॥
এত বলি ঋষি, হিমালয়বাসী,
গেল হিমালয়ে চলি।
গত কিছু দিন, হৈল দুর্য্যোধন,
মূর্ত্তিমন্ত যুগ কলি॥
ভীম যেই দিনে, জন্মিল কাননে,
সেই দিনে দুর্য্যোধন।
জনম মাত্রেতে, শিখিগণ ডাকে,
যেমন গৃধ্র গর্জ্জন॥
তার ডাক শুনি, যেন গৃধ্রধ্বনি,
গৃধ্রগণ সব ডাকে।
কুকুর শৃগাল, ডাকে পালে পাল,
নগর পূরিল ডাকে॥
বহে তপ্ত বাত, সঘনে নির্ঘাত,
দশদিক যায় পুড়ি।
মিহির মুদিল, রুধির বর্ষিল,
ঝনঝনা হয় গিরি॥
এ সব চরিত, দেখি বিপরীত,
চিন্তিল কৌরব পতি।
ভীষ্ম মহামতি, বিদুর প্রভৃতি,
জানাইল শীঘ্রগতি॥
সবার অগ্রেতে, লাগিল কহিতে,
ধৃতরাষ্ট্র গুণাধার।
শব্দ শুনা গেল, পাণ্ডুপুত্র হৈল,
বংশের জ্যেষ্ঠ কুমার॥
রাজা সেই হবে, প্রজা সুখী হবে,
মোর মন তাহে সুখী।
মোর পুত্র হ'তে, অতি বিপরীতে,
বহু অমঙ্গল দেখি॥
বিধান ইহার, করিয়া বিচার,
কহ মোরে সর্ব্বজন।
রাজার বচন, করিয়া শ্রবণ,
বিদুর বলে তখন॥
ভারত-সঙ্গীত জগৎ মোহিত,
কেবল অমৃত নিধি।
কাশীদাস কয়, খণ্ডে মম ভয়,
পান কর নিরবধি॥

দুঃশলার জন্ম।

বিদুর বলেন অবধান মহারাজ।
যত অমঙ্গল দেখি ভাল নহে কাজ॥
ইথে প্রায়শ্চিত্ত রাজা নাহি কিছু আর।
তবে সে মঙ্গল হয় ত্যজহ কুমার॥

কুলের অন্তক রাজা এ পুত্র তোমার।
ইহাকে পালিলে দুঃখ পাইবা অপার ॥
নিজ কুলহিত এবে চিন্তহ রাজন।
এক উন হউক তব শতেক নন্দন ॥
কুলের কারণ রাজা ত্যজি একজন।
সুত ত্যাগ কর রাজা রাজ্যের কারণ ॥
এতেক বচন যদি বিদুর বলিল।
পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র হেলন করিল ॥
তবে আর ঊনশত হইল নন্দন।
হেনমতে হৈল ভাই একশত জন ॥
একশত পুত্র হৈল কন্যা নাহি গণি।
শুনি মুনিবরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি ॥
আপনি বলিলা ব্যাসদেবের যে বরে।
একশত পুত্র হবে গান্ধারী-উদরে ॥
অধিক হইল কন্যা কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ তপোধন ॥
মুনি কহে শুন তত্ত্ব শ্রীজনমেজয়।
যখন বিভাগ করে ব্যাস মহাশয় ॥
সতী পতিব্রতা দেবী সুবল-নন্দিনী।
মনেতে বাঞ্ছিল এক কন্যা দেহ মুনি ॥
শুনিয়াছি স্ত্রীলোকের কন্যার পীরিত।
দানেতে অক্ষয় স্বর্গ আছে হেন নীত ॥
শত পুত্র বর দিল ব্যাস মহামুনি।
নাহিক সন্দেহ পুত্র হইবে এখনি ॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
পতিব্রতা হই আমি পতি মম গতি ॥
ব্রাহ্মণেরে গাভী দিয়া থাকি কোটি কোটি।
তবে মম ইথে কন্যা হবে এক গুটি ॥
ব্রত তপ ক'রে থাকি গুরুর সেবন।
যদি কভু পূজে থাকি দেব দ্বিজগণ ॥
গান্ধারী মানস আর বিধির সৃজন।
মাংসপিণ্ড ব্যাসদেব করিল সিঞ্চন ॥
একে একশত ভাগ মাংসপিণ্ড হৈল।
দেখি মহামুনি ব্যাস গান্ধারীকে কৈল ॥
আমার বচন বধূ কভু মিথ্যা নয়।
এই দেখ হইলেক শতেক তনয় ॥
একখানি অধিক যে সুবল-নন্দিনী।
তোমার মানস হ'তে হ'ল একখানি ॥
শুনি হরষিত হৈল সুবল-দুহিতা।
সে কারণে অধিক হইল এক সুতা ॥
অন্যা ধৃতরাষ্ট্রভার্য্যা বৈশ্যের কুমারী।
বহু সেবা ধৃতরাষ্ট্রে করিল সুন্দরী ॥
তাহার উদরে হৈল একই নন্দন।
যুযুৎসু বলিয়া নাম জানে সর্ব্বজন ॥
হেনমতে একত্রেতে শত সহোদর।
সবে মহাবলবন্ত পরম সুন্দর ॥
বিবাহ করিল সব রাজার কুমারী।
জয়দ্রথে সমর্পিল দুঃশলা সুন্দরী ॥
কৌরবের জন্মকথা কহিলাম সব।
বলি শুন পাণ্ডবের যেমতে উদ্ভব ॥

মৃগরূপী ঋষিকুমারের প্রতি পাণ্ডুর শরাঘাত।

চিরকাল বৈসে পাণ্ডু বনের ভিতর।
সঙ্গে দুই ভার্য্যা আর কত সহচর ॥
নিরন্তর ভ্রমে পাণ্ডু মৃগ অন্বেষণে।
পর্ব্বত-কন্দর ঘোর মহা শালবনে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী খড়্গী ভল্লূক শূকর।
পাইয়া পাণ্ডুর শব্দ যায় বনান্তর ॥
হেনমতে একদিন দেখে নরবর।
হরিণীযূথের মধ্যে মৃগ একেশ্বর ॥
কিন্দম নামেতে সেই ঋষির কুমার।
মৃগরূপ ধরি করে মৃগীকে শৃঙ্গার ॥
মৃগ দেখি কুরুপুত্র প্রহারিল শর।
তীক্ষ্ণশরে ভেদিল ঋষির কলেবর ॥
শরাঘাতে ঋষিপুত্র করে ছটফটি।
মৃগীর উপর হইতে ভূমে পড়ি লুটি ॥
ডাক দিয়া ঋষিপুত্র পাণ্ডু প্রতি বলে।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হৈয়া কি কর্ম্ম করিলে ॥
মূর্খ দুরাচার যেই হিংসা করে পরে।
বড় শত্রু হইলে এ সময়ে না মারে ॥
পাণ্ডু বলে মৃগ তুমি নিন্দ কি কারণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম মৃগ মারি পাই হে যখন ॥

কুম্ভযোনি করিলেন ভক্ষ্য মৃগগণ।
দেবঋষি ভক্ষ্য হেতু মৃগের সৃজন ॥
রিপুসম মৃগে অস্ত্র করিব প্রহার।
নীতিশাস্ত্রে কহে হেন ক্ষত্রিয়-আচার ॥
মুনি বলে মৃগ বধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
রমণে বিরোধ করা মহাপাপ কর্ম্ম ॥
কুরুবংশে জন্মি কর হেন অনুচিত।
রতিরসে জ্ঞাত সব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত ॥
রাজা হ'য়ে হেন কর্ম্ম কর দুরাচার।
রাজা যদি পাপ করে মজিবে সংসার ॥
ঋষির নন্দন আমি তপের সাগর।
সকল ত্যজিয়া থাকি বনের ভিতর ॥
মৃগরূপে আমি করি হরিণী রমণ।
হেনকালে মোর তুমি বধিলে জীবন ॥
মৃগদেহ মারিলা ইহাতে পাপ নয়।
এই পাপ, মারিলা যে মৈথুন সময় ॥
এই হেতু শাপ আমি দিলাম রাজন।
মৈথুন সময় হবে তোমার মরণ ॥
আমি যেন অশুচিতে যাই পরলোক।
এইমত হইবে তোমার চিত্তে শোক ॥
স্বর্গেতে রহিতে শক্তি নহিবে তোমার।
কভু মিথ্যা নাহি হবে বচন আমার ॥
এত বলি ঋষিপুত্র ত্যজিল জীবন।
হইল শুনিয়া পাণ্ডু বিষণ্ণ বদন ॥
শোকেতে আকুল হৈয়া করেন ক্রন্দন।
প্রদক্ষিণ করি মৃত ঋষির নন্দন ॥
ভার্য্যা সহ কান্দেন যেমন বন্ধুশোকে।
অশেষ বিশেষ রাজা নিন্দে আপনাকে ॥
কেন হেন বড় কুলে হইল উদ্ভব।
আপনার কর্ম্মভোগ করে লোক সব ॥
শুনিয়াছি পিতা করিলেন কদাচার।
কামলোভে অল্পকালে তাঁহার সংহার ॥
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মম সহজে অধম।
দুষ্টবুদ্ধি দুরাচার তেঁই ব্যতিক্রম ॥
রাজনীতি ধর্ম্ম কত আছয়ে সংসারে।
সব ত্যজি ভ্রমি মৃগবধ অনুসারে ॥
সমুচিত ফল তার হৈল এত কালে।
খণ্ডন না হয় কর্ম্ম অনুসারে ফলে ॥
আজি হ'তে ত্যজিলাম সংসার বিষয়।
শরীর ত্যজিব তপ করিয়া আশ্রয় ॥
একাকী হইয়া পৃথ্বী করিব ভ্রমণ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিব দমন ॥
কুন্তী মাদ্রী প্রতি রাজা বলিছে বচন ॥
হস্তিনানগরে দোঁহে করহ গমন ॥
বিদুর প্রভৃতি যত সুহৃদ সকল।
যে দেখিলা শুনিলা কহিবে অবিকল ॥
এত শুনি দুইজনে করেন ক্রন্দন।
কান্দিতে কান্দিতে কহে করুণ বচন ॥
নিশ্চয় নৃপতি যদি না লবে সংহতি।
ক্ষণেক রহিয়া যাও শুন নরপতি ॥
আমরা তোমার অগ্রে প্রবেশি আগুনে।
তারপর যেথা ইচ্ছা যাও সেই স্থানে ॥
অনেক বিনয় করি কান্দে দুইজন।
দেখিয়া ব্যাকুল পাণ্ডু নৃপতি তখন ॥
বলিলেন নিশ্চয় সহিত যদি যাবে।
তোমরা অশেষ ক্লেশ অরণ্যেতে পাবে ॥
গাছের বাকল পর ত্যজহ বসন।
শিরে জটা ধর আর ত্যজ আভরণ ॥
ফলমূলাহারী হও ত্যজ দিব্য হার।
লোভ মোহ কাম ত্যজ ক্রোধ অহঙ্কার ॥
স্বামীর বচন তবে শুনি দুইজন।
ততক্ষণে পরিত্যাগ করে আভরণ ॥
কেশপাশে করিল মস্তকে জটাভার।
নৃপতির অগ্রে দিল সব অলঙ্কার ॥
দেখিয়া নৃপতি মনে হইল বিস্ময়।
দেখিয়া দোঁহার বেশ বিদরে হৃদয় ॥
তবে রাজা ত্যজিলেন নিজ অলঙ্কার।
করিয়া সকল ত্যাগ তপস্বী আচার ॥
রত্ন অলঙ্কার দ্বিজে করিলেন দান।
তপস্যা করিতে রাজা করেন প্রস্থান ॥
অনুচরগণ যত আছিল সংহতি।
সবাকারে বলিলেন পাণ্ডু নরপতি ॥

হস্তিনা-নগরে সবে করহ গমন ।
সবাকারে কহিবে আমার বিবরণ ॥
পাণ্ডুর বচন এত শুনি সর্ব্বজন ।
হাহাকার শব্দে করে সকলে ক্রন্দন ॥
সঘনে নিশ্বাস মুখে করুণ বচন ।
হস্তিনানগরে সবে করিল গমন ॥
একে একে সবারে কহিল সমাচার ।
শুনি পুরলোক সব করে হাহাকার ॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন মহারোল ।
প্রলয়ের কালে যেন সাগর কল্লোল ॥
গাঙ্গেয় বিদুর আদি আর যত জন ।
পাণ্ডুর শোকেতে সবে করয়ে ক্রন্দন ॥
শুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজা অত্যন্ত অস্থির ।
নাহি রুচে অন্ন জল না হন বাহির ॥
রত্নময় পালঙ্ক ছাড়িয়া নরবর ।
ভূমে গড়াগড়ি যান শোকেতে কাতর ॥
হেনমতে রোদন করিছে বন্ধুগণ ।
হেথা পাণ্ডু প্রবেশ করিলেন কানন ॥
চৈত্ররথ নামে বন অতি সে বিস্তার ।
গন্ধর্ব্ব অপ্সর তথা করিছে বিহার ॥
সে বন ত্যজিয়া যায় নৈমিষ-কানন ।
বহু নদ নদী দেশ করিয়া লঙ্ঘন ॥
তিনজনে হিমালয় করি আরোহণ ।
তথা হৈতে চলিলেন শ্রীগন্ধমাদন ॥
তথায় আছয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ।
মহাপুণ্য তীর্থ যাহে বাঞ্ছিত অমর ॥
তাহে স্নান করিয়া গেলেন তিনজন ।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করেন অরোহণ ॥
মহা উচ্চ গিরিবর দেখিতে উত্তম ।
অনেক তপস্বী ঋষিগণের আশ্রম ॥
পর্ব্বত পাইয়া রাজা আনন্দিত মন ।
করেন তপস্যা তথা সহ ঋষিগণ ॥
করেন কঠোর তপ তথা তিনজন ।
দিনশেষে ফল মূল করেন ভক্ষণ ॥
ঘোর তপ দেখিয়া বাখানে ঋষিগণ ।
তপস্যাতে সিদ্ধ হইলেন তিনজন ॥
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি হৈল হেন বাসি ।
তথা হৈতে গেলেন প্রণমি যত ঋষি ॥
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন ।
স্বর্গেতে যাইতে করিলেন আরোহণ ॥
পথেতে দেখেন সব দেবতার স্থান ।
নানারত্ন বিভূষিত বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥
দেখেন গঙ্গার মধ্যে প্রবল তরঙ্গ ।
দেবকন্যাগণ তথা করে ক্রীড়া রঙ্গ ॥
কোন স্থানে দেখিলেন পর্ব্বত উপর ।
জলধরগণে বৃষ্টি করে নিরন্তর ॥
তাহার অন্তরেতে অগম্য ভূমি দেখি ।
আছুক অন্যের কায যেতে নারে পাখী ॥
তিনজনে দেখিলেন তথা ঋষিগণ ।
ডাক দিয়া ঋষিগণ বলেন বচন ॥
কোথাকারে যাও হে তোমরা তিনজন ।
অগম্য বিষম ভূমি যাহ কি কারণ ॥
ঋষিগণ বচনে বলেন নরপতি ।
পাণ্ডু নামে আমি কুরুবংশেতে উৎপত্তি ॥
অপুত্রক হইলাম নিজ কর্ম্মদোষে ।
সংসার ত্যজিয়া আমি যাই স্বর্গবাসে ॥
চারি ঋণ লইয়া মনুষ্যদেহ ধরে ।
ঋণ হৈতে পার হৈলে মুক্ত কলেবরে ॥
যজ্ঞ করি দেবঋণে হইবেক পার ।
মুনিগণে তুষিবেক করি ব্রতাচার ॥
পিতৃঋণে মুক্ত হয় পিতৃপিণ্ড দিয়া ।
মনুষ্য হইবে পার অতিথি সেবিয়া ॥
ঋণে পার হইলাম আমি তিন স্থানে ।
সবে না হৈলাম পার পিতৃগণ-ঋণে ॥
আপন কুকর্ম্ম-ফল না হয় খণ্ডন ।
শরীর ত্যজিতে আমি যাই সে কারণ ॥
ঋষিগণ বলে তুমি পণ্ডিত সুজন ।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
পুত্রহীন জন স্বর্গে যাইতে না পারে ।
দ্বারপালগণ তথা দ্বার রক্ষা করে ॥
অকারণে তথাকারে যাও নরপতি ।
কদাচিত না পাইবা স্বর্গের বসতি ॥

পৃথিবীতে বহুলোক দান পুণ্য করে।
পুত্রহীন হৈলে স্বর্গে যাইতে না পারে॥
স্বর্গেতে যতেক বৈসে দেব সিদ্ধ ঋষি।
মর্ত্ত্যে পুত্র জন্মাইয়া সবে স্বর্গবাসী॥
শুনিয়া বলেন রাজা বিনয় বচন।
কি করি আমারে আজ্ঞা কর তপোধন॥
মুনিগণ বলে রাজা থাক এই স্থানে।
হইবেক পুত্র তব দেব বরদানে॥
দিব্যচক্ষে মোরা সব করি দরশন।
মহাবীর্য্যবন্ত হবে তব পুত্রগণ॥
ঋষিগণ বচনে নিবর্ত্তে নরপতি।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করিলেন স্থিতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পুত্রোৎপাদনে কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর অনুমতি।

কুন্তীরে বলেন তবে পাণ্ডু নৃপবর।
আপনি শুনিলে মুনিগণের উত্তর॥
মৃগঋষি শাপে শক্তি নাহি যে আমার।
উপায় করিয়া পিতৃগণে কর পার॥
আর হেন আছে পূর্ব্ব শাস্ত্রের বিধান।
বিবরিয়া কহি তাহা কর অবধান॥
স্বয়মুৎপাদিত কেহ সহজে নন্দন।
নতুবা কাহারে পুত্র দেয় কোন জন॥
মূল্য লৈয়া পোষ্য করে পুত্রবৎ করি।
আপনি প্রবেশে কেহ অন্ন হেতু মরি॥
পুত্রহীনে কোন জন কন্যা করে দান।
তার পুত্র হৈলে সেই হয় পুত্রবান॥
নতুবা স্বামীর আজ্ঞা লৈয়া কোন জনে।
আপন সদৃশ কিম্বা উচ্চজন স্থানে॥
তাহাতে জন্মিলে হয় আপন নন্দন।
পূর্ব্বাপর আছে হেন ব্রহ্মার বচন॥
সেই অনুসারে আমি বংশের কারণ।
আজ্ঞা করি কর তুমি বংশের রক্ষণ॥
কুন্তী বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
কি কারণে কহ তুমি এমন কুৎসিত॥
আমি ধর্ম্মপত্নী তুমি ধর্ম্মজ্ঞ আপনে।
তোমা বিনা অন্য জন না দেখি নয়নে॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি রাজা কহে মুনিগণ।
বুষিতাশ্ব রাজা ছিল কৌরব নন্দন॥
মহারাজা ব্যুষিতাশ্ব ধর্ম্মেতে তৎপর।
যজ্ঞ করি তুষিলেক যতেক অমর॥
তাঁর দক্ষিণায় সুখী হৈল দ্বিজগণ।
বাহুবলে জিনিল সকল রাজগণ॥
ভদ্রা যে তাঁহার ভার্য্যা পরমা সুন্দরী।
রাজারে সেবয়ে সদা পুত্রকাম্য করি॥
কামনায় তাঁহার কামুক নরবর।
তাঁহার সঙ্গমে ব্যাধিযুক্ত কলেবর॥
যক্ষ্মাকাশ রোগে রাজা হইল নিধন।
ভদ্রা হৈল শোকের সাগরে নিমগন॥
স্বামী বিনা ভার্য্যা জীয়ে ধিক্ তার প্রাণ।
স্বামী বিনা ঘর দ্বার শ্মশান সমান॥
স্বামীর বিহনে নারী জীয়ে যেই জনা।
নিত্য নিত্য ভুঞ্জে সেই বিবিধ যন্ত্রণা॥
স্বামী পুত্রহীন নারী লোকে অনাদরে।
গণনা না করে কেহ মনুষ্য ভিতরে॥
হেনমতে ভদ্রা বহু করিছে ক্রন্দন।
ডাকিয়া তাহারে শব বলে ততক্ষণ॥
না কান্দহ ভদ্রা তুমি উঠি যাও ঘরে।
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে॥
শবের বচনে ভদ্রা গেল নিজ স্থান।
শবেরে রাখিল করি যতন বিধান॥
ঋতুযোগে ভদ্রা তবে শবের সঙ্গমে।
সপ্ত পুত্র উদরে ধরিল ক্রমে ক্রমে॥
শব স্বামী হৈতে ভদ্রা পুত্র জন্মাইল।
হেনমতে হয় পূর্ব্বে মুনিরা কহিল॥
তুমিও এখন রাজা যোগ কর মনে।
আমার উদরে জন্ম করাও নন্দনে॥
পাণ্ডু বলিলেন সে মনুষ্যে না সম্ভব।
দৈববলে শব হৈতে পুত্রের উদ্ভব॥
সেইরূপ শক্তি কুন্তী নাহিক আমার।
পূর্ব্বের আচার কিছু কহি শুন আর॥

পূর্ব্বকালে নাহি ছিল এ সব নিয়ম।
যারে যার ইচ্ছা হয় করিত সঙ্গম ॥
ইচ্ছামত স্ত্রীগণ যাইত যথা স্থানে ॥
না ছিল বিরোধ পূর্ব্বে ব্রহ্মার সৃজনে ॥
নিয়ম করিল ঋষিপুত্র একজন।
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন ॥
উদ্দালক নামে এক মহা তপোধন।
শ্বেতকেতু নাম ধরে তাহার নন্দন ॥
পিতা মাতা কোলে ক্রীড়া করে অনুক্ষণ।
হেনকালে আইলেন মুনি একজন ॥
কামাতুর হৈয়া মুনি ধরে তার মায়।
স্বামী পুত্র কাছে হৈতে ধরি ল'য়ে যায় ॥
বিস্ময় হইয়া শিশু চায় পিতৃপানে।
ক্রোধমুখে জিজ্ঞাসিল জনকের স্থানে ॥
কোথা হৈতে আসে দ্বিজ বড় দুরাচার।
জননীরে ল'য়ে যায় কোথায় আমার ॥
শুনিয়া বচন মুনি করেন প্রবোধ।
পূর্ব্বাপর আছে বাপ না করিও ক্রোধ ॥
শুনিয়া হইল শিশু অধিক কুপিত।
এ হেন কুৎসিত কর্ম্ম বিধির সৃজিত ॥
সৃষ্টি করে প্রজাপতি নিয়ম না জানে।
হেন অনুচিত কর্ম্ম করে সে কারণে ॥
আজি হৈতে সৃষ্টি মধ্যে করিব নিয়ম।
দেখ পিতা আজি মম তপঃ পরাক্রম ॥
নিজ নিজ স্বামী ভার্য্যা ত্যজি যেই জন।
পরনারী পরস্বামী করিবে গমন ॥
সংসারে যতেক পাপে হইবে সে পাপী।
নরক হইতে পার না হবে কদাপি ॥
স্ত্রী হইয়া স্বামীর বচন নাহি শুনে।
স্বামী যদি নিয়োজেন বংশের রক্ষণে ॥
অবজ্ঞায় স্বামী বাক্য করে অনাদর।
চিরকাল মজে সেই নরক ভিতর ॥
হেনমতে মুনিপুত্র নিয়ম করিল।
পূর্ব্বমত ত্যজি তাই হেনমত হৈল ॥
আর পূর্ব্ব কথা কহি করহ শ্রবণ।
সূর্য্যবংশে ছিল নাম সৌদাস রাজন ॥

মদয়ন্তী ভার্য্যা তাঁর পরমা সুন্দরী।
অপত্য বিহনে দোঁহে সদা চিন্তা করি ॥
বশিষ্ঠের স্থানে ভার্য্যা নিযুক্ত করিল।
মুনির ঔরসে তাঁর বহুপুত্র হৈল ॥
বংশ হেতু হেন মত আছে পূর্ব্বতন।
বিস্ময় না কর ইথে স্থির কর মন ॥
সেই হেতু আজ্ঞা আমি করি যে তোমারে।
পুত্রার্থে নাহিক শক্তি কি বল আমারে ॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি নিবেদি তোমায়।
পুত্র জন্মাইতে কর আপনি উপায় ॥
রাজার করুণ বাক্য শুনি পতিব্রতা।
কহিতে লাগিল আপনার পূর্ব্বকথা ॥
বাল্যকালে পিতৃগৃহে ছিলাম যখন।
অতিথি সেবনে ছিল মম নিয়োজন ॥
অকস্মাৎ আইল দুর্ব্বাসা মুনিবর।
মুনিরাজে সেবা করিলাম বহুতর ॥
পরম পণ্ডিত সেই মুনি মহাশয়।
সেবাবশে মম প্রতি হইল সদয় ॥
মন্ত্র দিয়া আমারে কহিলেন সে মুনি।
যেই দেবে ইচ্ছা তব হবে সুবদনী ॥
এই মন্ত্র পড়ি তারে করিবা আহ্বান।
অবিলম্বে সে দেব আসিবে তব স্থান ॥
যেই বর ইচ্ছা কর পাবে সেই বর।
এত বলি দুর্ব্বাসা গেলেন দেশান্তর ॥
এখন যেমত আজ্ঞা কর দণ্ডধর।
আজ্ঞা কর দেবস্থানে মাগি পুত্রবর ॥
যে তোমারে কহিলাম পূর্ব্বের বিধান।
আজ্ঞা কর কোন দেবে করিব আহ্বান ॥
রাজা বলিলেন মুনি দিয়াছেন বর।
পুত্রের কারণে তবে কেন চিন্তা কর ॥
হোম যজ্ঞ পূজা করি যাঁহার উদ্দেশে।
নানামতে অর্চ্চি যাঁরে অতিশয় ক্লেশে ॥
তথাপি দেবের নাহি পাই দরশন।
উদ্দেশে মাগি যে বর যার যেই মন ॥
হেন দেব সাক্ষাতে চাহিবা তুমি বর।
শুভকার্য্যে সুবদনী বিলম্ব না কর ॥

দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মহাশয় ।
সর্ব্বপাপ হরে যাঁর লইলে আশ্রয় ॥
ধর্ম্মবন্ত হইবেক তেঁই সে কুমার ।
মহাবলবন্ত হবে সর্ব্বগুণাধার ॥
নিয়ম করিয়া ধর্ম্মে করহ স্মরণ ।
আজিকার বিলম্ব না সহে এককক্ষণ ॥
স্বামীর বচনে কুন্তী করিল স্বীকার ।
স্বামী প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার ॥
আদি পর্ব্ব ভারত যে ব্যাসের রচিত ।
পরম পবিত্র পুণ্য শ্রবণে অমৃত ॥
আয়ুর্যশ পুণ্য বাড়ে যাহার শ্রবণে ।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে ॥

যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম ।

মুনি বলিলেন শুন রাজ্য অধিকারী ।
বৎসরেক গর্ভ যবে ধরিল গান্ধারী ॥
সেইত সময়ে তবে ভোজের নন্দিনী ।
যেই মন্ত্র দিয়াছিল সে দুর্ব্বাসা মুনি ॥
সেই মন্ত্র জপি ধর্ম্মে করিলা আহ্বান ।
তৎক্ষণে আইল ধর্ম্ম কুন্তী বিদ্যমান ॥
ধর্ম্মের সঙ্গমে হইল গর্ভের সঙ্গতি ।
পরম সুন্দর সুত প্রসবিল সতী ॥
ইন্দ্রচন্দ্র সম কান্তি তেজ দিবাকর ।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর ॥
দিবা দুই প্রহরেতে পুণ্য তিথিযুত ।
অতি শুভক্ষণেতে জন্মিল কুন্তীসুত ॥
সেইক্ষণে হল ধ্বনি আকাশ উপর ।
সকল ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ এই সুতবর ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হবে মহারাজ ।
জগতের লোকে তাঁরে করিবেক পূজা ॥
এতেক আকাশ বাণী শুনিয়া রাজন ।
কুন্তীরে ডাকিয়া পুনঃ বলেন বচন ॥
শুনিলা আকাশবাণী বলে দেবগণ ।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি শান্ত হইবে নন্দন ॥
ক্ষত্রিয়প্রধান গণি বলিষ্ঠ কোঙর ।
ধার্ম্মিক গণি যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিতর ॥
সে কারণে কুন্তী তুমি ভজ পুনর্ব্বার ।
যাঁহা হৈতে হইবেক বলিষ্ঠ কুমার ॥
রাজার বচনে কুন্তী তবে মনে মনে ।
দেবগণ মধ্যে দেখি বলিষ্ঠ পবনে ॥
মন্ত্র জপে কুন্তী করি বায়ুর উদ্দেশ ।
সেইক্ষণে বায়ু তথা করিল প্রবেশ ॥
পবন সঙ্গমে পুত্র লভিল জনম ।
জন্ম মাত্র তাহার শুনহ যে বিক্রম ॥
পুত্র প্রসবিয়া কুন্তী কোলে লৈতে চায় ।
তুলিতে নারিল, ভারি পর্ব্বতের প্রায় ॥
অশক্ত হইয়া ফেলে পর্ব্বত উপরে ।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বত কাঁপিল থর থরে ॥
শিলা বৃক্ষ গিরি শৃঙ্গ হৈল চূর্ণময় ।
বালকের শব্দে পায় গিরিবাসী ভয় ॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি যত পশুগণ ।
পর্ব্বত ত্যজিয়া সবে গেল অন্য বন ॥
হেনকালে শূন্যবাণী হয় ততক্ষণ ।
শুন কুন্তী পাণ্ডু এই তোমার নন্দন ॥
যতেক বলিষ্ঠ আছে পৃথিবী ভিতর ।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ এই মহাবলধর ॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এই দুষ্টজনরিপু ।
অস্ত্রেতে অভেদ্য এই বজ্রসম বপু ॥
দেখিয়া শুনিয়া পাণ্ডু হইল বিস্ময় ।
আশ্চর্য্য মানিল কুন্তী দেখিয়া তনয় ॥
পুনরপি কুন্তীরে বলেন নৃপবর ।
এইমত জন্ম হৈল যুগল কুমার ।
এক হৈল ধার্ম্মিক নির্দ্দয় আর জন ।
সর্ব্বগুণযুত এক জন্মাও নন্দন ॥
কুন্তী বলে হেন পুত্র হইবে কেমনে ।
সর্ব্বগুণযুত পাব কার আরাধনে ॥
ইহা শুনি পাণ্ডু কহিলেন মুনিগণে ।
দেব মধ্যে আছে কোনজন সর্ব্বগুণে ॥
তাঁরে আরাধিয়া আমি লভিব নন্দনে ।
এত শুনি বলিল যতেক মুনিগণে ॥
সর্ব্বদেবগণ মধ্যে ইন্দ্র দেবরাজ ।
তাঁহারে সেবিলে রাজা সিদ্ধ হবে কাজ ॥

ইন্দ্রের উদ্দেশে তপ কর নৃপবর।
নিয়ম করিয়া তপ কর সম্বৎসর॥
বিনা তপে নহে তুষ্ট দেব পুরন্দর।
এত শুনি তপ আরম্ভিল নৃপবর॥
ঊর্দ্ধবাহু একপদে রহে দাঁড়াইয়া।
সম্বৎসর করে তপ বায়ু আহারিয়া॥
তপে তুষ্ট হ'য়ে ইন্দ্র আইল তথায়।
কহিলেন পাণ্ডুরে শুনহ কুরুরায়॥
আপন বাঞ্ছিত ফল মাগ মহাশয়।
সর্ব্বগুণযুত হবে তোমার তনয়॥
বর দিয়া ইন্দ্র হইলেন অন্তর্দ্ধান।
তপ নিবর্ত্তিয়া পাণ্ডু গেলেন স্বস্থান॥
কুন্তীরে কহিল পাণ্ডু হরিষ অন্তর।
পুত্রবর আমারে দিলেন পুরন্দর॥
স্ববাঞ্ছিত ফল লাভ হইবে তোমার।
সর্ব্বগুণযুত তুমি পাইবা কুমার॥
তপস্যায় করিলাম প্রসন্ন বাসবে।
মুনিমন্ত্রে স্মরণ করহ তাঁরে তবে॥
স্মরণ করিল কুন্তী স্বামীর বচনে।
দেবরাজ আইল তখন সেস্থানে॥
উভয়ের সঙ্গম হইল সুখময়।
ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম হইল তনয়॥
জন্ম মাত্র শূন্যবাণী হইল গভীর।
সুরাসুরে এই পুত্র হবে মহাবীর॥
পরাক্রমে হবে তুল্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।
তিনলোকে বিখ্যাত হইবে পুত্রগুণ॥
পৃথিবীর লক্ষ রাজা জিনি বাহুবলে।
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক করিবে ভূতলে॥
ভ্রাতৃসহ করিবেক তিন অশ্বমেধ।
ভৃগুরাম সদৃশ শিখিবে ধনুর্ব্বেদ॥
শিখি দিব্য অস্ত্র দিব্যমন্ত্র যেইমতে।
এ পুত্র না জানে হেন নাহিক জগতে॥
পিতৃলোক উদ্ধারিবে এই পুত্রবর।
খাণ্ডব দহিয়া এ তুষিবে বৈশ্বানর॥
এতেক আকাশবাণী হইল আকাশে।
দেখিতে আইল সব লোক তার পাশে॥
ইন্দ্র সহ আইল যতেক দেবগণ।
চন্দ্র সূর্য্য পবন শমন হুতাশন॥
দেখিতে আইল যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সিদ্ধ ঋষিগণ যত অপ্সরী অপ্সর॥
একাদশ ঋষি ঊনপঞ্চাশ পবন।
অশ্বিনীকুমার আর বিশ্বাবসুগণ॥
যক্ষরাজ প্রজাপতি আইল ত্বরিত।
দেবাঙ্গনা আসি করে কত নৃত্যগীত॥
দেবগণ ঋষিগণ করিয়া কল্যাণ।
নিরখিয়া সবে গেল আপনার স্থান॥
তবে কতদিনে পাণ্ডু নিভৃতে বসিয়া।
কুন্তী প্রতি বলিলেন একান্তে ডাকিয়া।
আমার পুত্রের বাঞ্ছা পূর্ণ নাহি হয়।
পুনরপি কহিতে তোমায় যোগ্য নয়॥
চতুর্থ পুরুষে নারী হয় যে স্বৈরিণী।
পঞ্চম পুরুষে নারী বেশ্যা মধ্যে গণি॥
সে কারণে তোমারে কহিতে না যোয়ায়।
পুত্রবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না দেখি উপায়॥
হেনমতে কুন্তী সহ কথোপকথনে।
পুত্রচিন্তা নরবর সদা ভাবে মনে॥
মহাভরেতের কথা অমৃত সমান।
একমনে শুনিলে বাড়য়ে দিব্যজ্ঞান॥

নকুল ও সহদেবের জন্ম।

একদিন পাণ্ডু নৃপে একান্তে দেখিয়া।
বলিতে লাগিল মাদ্রী নিকটে বসিয়া॥
কুরুবংশে তিন পুত্র আছে যে সম্প্রতি।
ইতিমধ্যে দুইজন হৈল পুত্রবতী॥
শুনিলাম গান্ধারীর শতেক নন্দন।
প্রত্যক্ষে কুন্তীর পুত্র দেখি তিনজন॥
অভাগিনী আমি ইথে হইনু বঞ্চিত।
তোমায় কি কব মম অদৃষ্টে লিখিত॥
দয়া করি কুন্তী যদি অনুগ্রহ করে।
মন্ত্রবলে জপি পুত্র পাই দেববরে॥
সহজে সতীন কুন্তী কি বলিতে পারি।
দেয় বা না দেয় আমি চিত্তে ভয় করি॥

মাদ্রীর বচন শুনি বলে নৃপবর।
মম চিত্তে এই কথা জাগে নিরন্তর ॥
তোমারে প্রকাশ আমি তেঁই নাহি করি।
শুন কি না শুন তুমি হও ধর্ম্মনারী ॥
এখন আপনি তুমি কহিলা আমারে।
তোমার কারণে আমি কহিব কুন্তীরে ॥
মম বাক্য কুন্তী কভু না করিবে আন।
মাদ্রীরে কহিয়া রাজা যান কুন্তীস্থান ॥
কুন্তীরে একান্তে পেয়ে কহে নৃপতি।
কুলের কল্যাণ হেতু কহি শুন সতী ॥
ইন্দ্রত্ব পাইয়া ইন্দ্র নিত্য যজ্ঞ করে।
যশের কারণে আর শাস্ত্র অনুসারে ॥
বেদে তপে পারগ হইয়া দ্বিজগণ।
তথাপি করেন তাঁরা দ্বিজের সেবন ॥
সেই হেতু কুন্তী আমি কহি যে তোমারে।
মাদ্রীকে উদ্ধার কর এ ভব সংসারে ॥
মদ্রের বংশের হেতু করহ উপায়।
এর পুত্র হৈলে হবে এ পুত্র সহায় ॥
এতেক শুনিয়া কুন্তী কহিল রাজায়।
একবার দিব মন্ত্র তোমার আজ্ঞায় ॥
মাদ্রীকে ডাকিয়া তবে কুন্তী পাণ্ডুপ্রিয়া।
মন্ত্র বলে দিল তারে প্রসন্ন হইয়া ॥
একবার দিতে পারি বলেন বচন।
চিন্তিত হইয়া মাদ্রী ভাবে মনে মন ॥
একবার বিনা কুন্তী না দিবেক আর।
কি উপায়ে হবে মম অধিক কুমার ॥
ভাবিয়া করিল যুক্তি মাদ্রী এই সার।
দেব মধ্যে যুগ্ম হয় অশ্বিনী কুমার ॥
অশ্বিনীকুমারদ্বয়ে করিল স্মরণ।
মন্ত্রের প্রভাবে দোঁহে আইল ততক্ষণ ॥
তাদের ঔরসে গর্ভ হইল সঞ্চার।
প্রসবিল মাদ্রীদেবী যুগল কুমার।
জন্মমাত্র শুনি শব্দ আকাশ উপরে।
রূপেগুণে শোভা দোঁহে করিবেক নরে ॥
হেনমতে ক্রমে পঞ্চ নন্দন হইল।
পর্ব্বতনিবাসী ঋষি আসি নাম দিল ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম তার হৈল যুধিষ্ঠির।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সেই হ'ল ভীম-বীর ॥
তৃতীয় অর্জ্জুন নাম থুইল ঋষিগণ।
চতুর্থ নকুল নাম মাদ্রীর নন্দন ॥
সহদেব নাম থুইল কুমার পঞ্চম।
মহাবীর্য্যবন্ত পঞ্চ সিংহের বিক্রম ॥
পঞ্চ পুত্র নৃপতির দেখিতে সুন্দর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর ॥
পুত্র নিরখিয়া রাজা হরিষ অন্তর।
হরষিত কুন্তী মাদ্রী দেখিয়া কুমার।
পুত্র সঙ্গ তিনজন তিলেক না ছাড়ে।
ক্ষণেক না করে রাজা নয়নের আড়ে ॥
হেনমতে পঞ্চ পুত্র করেন পালন।
একদিন কুন্তী প্রতি বলেন রাজন।
পুত্রসম সুখ নাহি সংসার ভিতরে।
বঞ্চিত সকল সুখ পুত্রহীন নরে ॥
রাজ্যবন্ত ধনবন্ত বিদ্যাবন্ত জন।
পুত্র বিনা তার হয় সব অকারণ ॥
ইহকালে সুখদায়ী লোকেতে গৌরব।
পরকালে নিস্তারয়ে নরক রৌরব ॥
ভাগ্যবন্ত ধৃতরাষ্ট্র শত-সুত-পিতা।
সে কারণে কহি শুন ভোজের দুহিতা ॥
পুনরপি মন্ত্র দেহ মদ্র নন্দীনীরে।
বহু পুত্রে বহুসুখ হয় এ সংসারে ॥
শুনিয়া বলেন কুন্তী যুড়ি দুই কর ॥
আর না কহিও আজ্ঞা শুন নৃপবর ॥
পরম কপটি মাদ্রী দেখহ আপনে।
একবার বর সে পাইয়া মোর স্থানে ॥
তাহে জন্মাইল মাদ্রী যুগল নন্দনে।
মাদ্রীরে আমার ভয় হয় সে কারণে ॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি নিবেদি তোমারে।
মাদ্রীর কারণে আর না কহ আমারে ॥
মৌনে রহিল পাণ্ডু কুন্তীর বচনে।
আর সুত বাঞ্ছা ত্যাগ করিলেন মনে ॥
পাণ্ডবের জন্মকথা অপূর্ব্ব কথন।
স্ববাঞ্ছিত ফল লভে শুনে যেইজন ॥

ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

পাণ্ডুরাজার মৃত্যু।

সুখেতে থাকেন রাজা পুত্রের সহিত।
ঋতুরাজ বসন্ত হইল উপনীত॥
বসন্তকালেতে বন হইল শোভিত।
নানা বৃক্ষগণ সব হইল পুষ্পিত॥
পলাশ চম্পক আম্র অশোক কেশর।
পারিভদ্র কেতকী করবী পুষ্পবর॥
হৃদয়ে আনন্দ পাণ্ডু দেখিয়া কানন।
গহন নিকুঞ্জবনে করেন ভ্রমণ॥
কুন্তীসহ পুত্রগণ রাখিয়া মন্দিরে।
মাদ্রীসহ যান রাজা অরণ্য ভিতরে॥
রাজার সহিত মাদ্রী কুন্তী নাহি জানে।
গহন কানন মধ্যে ভ্রমে দুইজনে॥
মদনের শরে হৈল অবশ রাজন।
সঘনে মাদ্রীর রূপ করে নিরীক্ষণ॥
বদনকমল পদ্ম শশধর জিনি।
শ্রবণ গৃধিনী চারু পঙ্কজনয়নী॥
যুগল দাড়িম্ব সম দুই পয়োধর।
বিপুল নিতম্বভারে গমন মন্থর॥
সতত মধুর ভাষে বরিষয়ে সুধা।
নিরখিয়া পাণ্ডুর জন্মিল রতিক্ষুধা॥
মদনে আচ্ছন্ন রাজা অতি অচেতন।
হইল বিস্মৃত সেই মুনির বচন॥
নিবৃত্ত হইতে শক্তি নহিল রাজার।
মাদ্রীরে ধরিয়া বলে করেন শৃঙ্গার॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত ডাকে মদ্রের নন্দিনী।
অতি উচ্চৈঃস্বরে ডাকে হাহাকার ধ্বনি॥
হস্ত পদ আস্ফালনে ছট ফট করে।
কুৎসিত আচারে মাদ্রী ভৎসিল তাহারে।
মৃগ-ঋষি-শাপ প্রভু ভুলিলা এখন!
ক্ষণেকে প্রমাদ হবে না জান কারণ॥
...পি মদনশরে হইয়া বিহ্বল।
...হি শুনেন মাদ্রীর যত বোল॥

কালেতে যে করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
পরম পণ্ডিত বুদ্ধি কালেতে সংহারে॥
সঙ্গম করিতে রাজা মাদ্রীর সহিত।
ঋষিশাপে মৃত্যু আসি হইল উপনীত॥
শরীর ত্যজেন পাণ্ডু দেখিয়া সুন্দরী।
ক্রন্দন করেন মাদ্রী হাহাকার করি॥
এ স্থানে ভোজের কন্যা উচাটিত মন।
মাদ্রীর সহিত নাহি দেখয়ে রাজন॥
হইল অনেক বেলা যায় কোথাকারে।
পুত্রসহ গেল কুন্তী খুঁজিতে রাজারে॥
শব্দ অনুসারে যায় অতি শীঘ্রগতি।
দেখিল কান্দিছে মাদ্রী কোলে নরপতি॥
বজ্রাঘাত মুণ্ডে যেন হ'ল আচম্বিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া কুন্তী পড়িল ভূমিতে॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে উচাটন মন।
কান্দিয়া মাদ্রীর প্রতি বলেন বচন॥
কি কর্ম্ম করিলে মদ্রকন্যা স্বামী বধি।
এই হেতু তোমারে ভোগাব নিরবধি॥
কেন একা এলে তুমি রাজার সংহতি।
কি হেতু নিবৃত্ত না করিলে নরপতি॥
যদি বা আইলে সঙ্গে আনিতে নন্দন।
তবে কেন নৃপতির হইবে নিধন॥
মৃগঋষিশাপ তোর না ছিল স্মরণে।
সকল ত্যজিয়া বনে বঞ্চ এ কারণে॥
অনিমিষে থাকি আমি রাজার রক্ষণে।
সঙ্গে আসিয়াছ তুমি জানিব কেমনে॥
আপনা খাইয়া মম হৈল হেন গতি।
হারাইব কেন স্বামী থাকিলে সংহতি॥
মাদ্রী বলে কুন্তী মোরে নিন্দ অকারণ।
আমি করিলাম বহুবিধ নিবারণ॥
দৈবে যাহা করে খণ্ডে হেন কোনজন।
না রাখি আমার বাক্য ঘটিল নিধন॥
কুন্তী বলে ভাবি কর্ম্ম না যায় খণ্ডন।
সম্প্রতি শুনহ তুমি আমার বচন॥
পঞ্চপুত্রে পালন করহ ভালমতে।
অনুমৃতা যাই আমি রাজার সহিতে॥

দ্রী বলে হেন বাক্য না বল আমারে।
লেক না জীব আমি না দেখি রাজারে॥
মার বিলম্বে এতক্ষণ আছি প্রাণে।
নি শরীর ত্যজি যাব প্রভুস্থানে॥
মার যৌবনে প্রভু তৃপ্ত নাহি হয়।
মা সনে রমণে যাঁহার হৈল ক্ষয়॥
হার সংহতি আমি ছাড়িব কেমনে।
ভু স্বামী সনে দেহ রাখিব এক্ষণে॥
মার নিকটে করি এক নিবেদন।
নায় তোমার স্থানে মাগি যে এখন॥
ঃ পুনঃ তোমারে করি যে পরিহার।
নে পালিবা এই দুইটি কুমার॥
বিনা তোমায় কহিতে নাহি কিছু।
চ্ছেদ না করিও আমার পুত্র পিছু॥
তৃ মাতৃ বিনা পুত্র সহজে অনাথ।
মি সর্ব্ব বন্ধু যেন তুমি মাতা তাত॥
েক বলিয়া মাদ্রী নিঃশব্দ হইল।
নায় করিয়া শবে আলিঙ্গন দিল॥
লিঙ্গন করি মাদ্রী ত্যজিল পরাণ।
নি শতশৃঙ্গবাসী আইল সেই স্থান॥
গণ মিলিয়া করিল এ বিচার।
লসহ ছিল পাণ্ডু আশ্রমে আমার॥
মন শরীর ত্যাগ করিল রাজন।
নাথ হইল কুন্তী শিশু পুত্রগণ॥
ণ্ডুপুত্রগণ স্থিতি না শোভে কাননে।
পুরেতে লইয়া রাখ পাণ্ডুপুত্রগণে॥
ই শব স্কন্ধে করি লহ চরগণ।
ত্রসহ কুন্তী লৈয়া, করহ গমন॥
দিনে গেল কুন্তী হস্তিনানগরে।
বেশ করিল সবে নগর ভিতরে॥
াজ-অন্তপুরেতে-হইল সমাচার।
ন্তী সহ আইল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার॥
ষ্ম সোমদত্ত আর বাহ্লীক বিদুর।
তরাষ্ট্র আদি যত বৈসে অন্তঃপুর॥
ত্যবতীসহ বধূ গান্ধারী সুন্দরী।
হেতে বৈসেন আর যত বৃদ্ধ নারী॥

ঋষিগণে প্রণমিয়া দিলেন আসন।
কহিতে লাগিল বার্ত্তা সব ঋষিগণ॥
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে ছিলেন পাণ্ডুরাজ।
ব্রহ্মচর্য্য করিতেন মুনির সমাজ॥
দেববরে পঞ্চপুত্র হইল তাঁহার।
কালেতে তাঁহারে কালে করিল সংহার।
মদ্রকন্যা অতি ধন্যা ভুবনে মানিতা।
হইলেন অনুমৃতা পাণ্ডুর বনিতা॥
এই কুন্তী সহ দেবসুত পঞ্চজন।
এই পাণ্ডু মাদ্রী দোঁহে রহিত জীবন॥
যেমন বিচার হয় করহ বিধান।
এত বলি মুনিগণ করিল প্রয়াণ॥
এত শুনি রোদন করিল সর্ব্বজন।
হাহাকার শব্দ মুখে করুণ ক্রন্দন॥
সত্যবতী আই কান্দে কৌশল্যা জননী।
শ্রীভীষ্ম বিদুর কান্দে অন্ধ নৃপমণি॥
নগরের লোক করে বিলাপ ক্রন্দন।
বাল-বৃদ্ধ তরুণী কান্দয়ে সর্ব্বজন॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে বিদুরে ডাকিয়া।
দুই শব দগ্ধ কর গঙ্গাতীরে লৈয়া॥
হেন রাজবিধান আছয়ে পূর্ব্বাপর।
শুনিয়া বিদুর তবে হইল সত্বর॥
দুই শব কান্দে করি ল'য়ে শক্রগণে।
চতুর্দ্দোল বিভূষিত বিবিধ বিধানে॥
উপরে ধরিল ছত্র যেন রাজনীত।
শত শত চামর ঢুলায় চারিভিত॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনিল বিস্তর।
কলসে কলসে ঘৃত আনে থরে থর॥
পঞ্চভাই দিল পিণ্ড ক্ষত্রিয় বিধান।
দ্বাদশ দিবসে করে অগ্নি শান্তি দান॥
স্বর্ণদান ভূমিদান করে গাভীদান।
কাঞ্চন-রজত-দান বিবিধ বিধান॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

সত্যবতীর প্রাণত্যাগ।

কত দিন পরেতে আইল বেদব্যাস।
একান্তে কহেন মুনি জননীর পাশ ॥
অবধানে শুন মাতা আমার বচন।
পুণ্যকাল গেল পাপকাল আরম্ভন ॥
তোমার বংশেতে হবে বড় দুরাচার।
কপট হইবে বড় হিংসা অহঙ্কার ॥
এই সবাকার পাপে মজিবে সকল।
পৃথিবী হরিবে শশ্য মেঘে অল্প জল ॥
ধর্ম্মলুপ্ত হইবেক যত দ্বিজবর।
আত্ম আত্ম হিংসা সবে করিবে বিস্তর ॥
ধৃতরাষ্ট্র-কপটে হইবে কূলক্ষয়।
ধর্ম্ম ত্যজি নর লবে অধর্ম্মে আশ্রয় ॥
সে কারণে মাতা আমি কহি যে তোমায়।
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে না যুয়ায় ॥
এত বলি ব্যাস মুনি হৈল অন্তর্দ্ধান।
শুনি সত্যবতী চিত্তে চিন্তেন বিধান ॥
দুই বধূ ডাকিয়া আনিল নিজ পাশ।
কহিতে লাগিল যত কহিলেন ব্যাস ॥
তোমার নন্দন বধূ করিবে দুর্নীতি।
কপট হিংস্রক হবে করিবে দুষ্কৃতি ॥
কুলক্ষয় হইবেক তার কদাচারে।
এ সব শুনিয়া আমি জানাই তোমারে ॥
সে কারণে সাধ মম যাই তপোবনে।
করহ বিধান বধূ যেই লয় মনে ॥
শুনিয়া যুগলবধূ চলিল সংহতি।
ভীষ্মে আনি সব কথা কহিলেন সতী ॥
অন্তঃপুরে ছিল যত বৃদ্ধ নারীগণ।
সত্যবতীসহ সবে গেল তপোবন ॥
ফলমূলাহারী হৈয়া তপ আচরিল।
যোগে মন দিয়া সব শরীর ত্যজিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত প্রস্তাবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় কাশীরাম দেবে ॥

ভীমের বিষপান।

মুনি বলিলেন রাজা শুন অতঃপরে।
পুত্রসহ কুন্তীদেবী রহে অন্তঃপুরে ॥
কৌরব পাণ্ডব ভাই পঞ্চোত্তর শত।
বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে সবে পারগত ॥
বালকের ক্রীড়া যত আছয়ে সংসারে।
ক্রীড়ায় উত্তম সবে সদা ক্রীড়া করে ॥
ক্রীড়ারসে বলে শ্রেষ্ঠ পঞ্চ সহোদর।
সবার অধিক বল বীর বৃকোদর ॥
যাইতে পবন সম সিংহ সম হাঁকে।
আস্ফালনে গজ সম মেঘ সম ডাকে ॥
যেই দিক্ দিয়া ভীম বেগে যায় চলি।
দশ বিশ ভূমে ফেলে ভুজাস্ফালে ঠেলি ॥
ক্রোধে সব সহোদরে ধরে একেবারে।
অবহেলে বৃকোদর শরীর ঝাঁকারে ॥
দুই হস্তে ধরে বীর সবাকার কর।
চক্রাকার করিয়া ঘুরায় বৃকোদর ॥
প্রাণ যায় যায় বলি পরিত্রাহি ডাকে।
মৃতকল্প দেখি তবে তারে ভীমরাখে ॥
জলমধ্যে ক্রীড়া সব করে ভ্রাতৃগণ।
একেবারে ধরে ভীম দশ দশ জন ॥
জলের ভিতরে চুবে চাপি দুই কাঁখে।
মৃতকল্প করি ছাড়ে প্রাণমাত্র রাখে ॥
ভয়েতে ভীমের কেহ না যায় নিকটে।
জলেতে দেখিলে ভীম সবে থাকে তটে ॥
ফলহেতু উঠে সবে বৃক্ষের উপরে।
তলে থাকি বৃক্ষে ভীম চরণ প্রহারে ॥
চরণের ঘায় বৃক্ষ করে থর থর।
ফলসহ ভূমে পড়ে সর্ব্ব সহোদর ॥
বালককালেতে ভীম মহাপরাক্রম।
ভীমেরে বালকগণ দেখে যেন যম ॥
দুর্য্যোধন দেখি হৈল পরম চিন্তিত।
বালককালেতে বল ধরে অপ্রমিত ॥
বয়োধিক হইলে হইবে মহাবল।
ইহার জীবনে নাহি আমার কুশল ॥

দে চিন্তি দুর্য্যোধন করিল বিচার।
মেরে মারিব হেন যুক্তি করে সার॥
ম মারি চারি ভায়ে রাখিব বান্ধিয়া।
বেত ভুঞ্জিব রাজ্য নিষ্কণ্টক হৈয়া॥
লককালেতে করে এমত বিচার।
য কালে না করে লোক হিংসা অহঙ্কার॥
বে অনুচরে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
ঙ্গাতীরে আছে তথা গহন কানন॥
াহাতে বিচিত্র স্থল করহ নির্ম্মাণ।
উত্তম বরণ ঘর কর স্থানে স্থান॥
র্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় শকটে পূরিয়া।
কল গৃহের মধ্যে পূর্ণ কর গিয়া॥
আজ্ঞামাত্র করে সব অনুচরগণ।
সব ভ্রাতৃগণেরে ডাকিল দুর্য্যোধন॥
আজি চল ভাই সব যাই গঙ্গাজলে।
জলক্রীড়া করিব পরম কুতূহলে॥
উত্তম বিহার করি আহার সহিতে।
ভক্ষ্যদ্রব্য আছে সব প্রমাণ-কোটিতে॥
শুনিয়া সম্মত হইলেন যুধিষ্ঠির।
করিব সলিল ক্রীড়া চল গঙ্গাতীর॥
পঞ্চোত্তর শত ভাই একত্র করিয়া।
রথ গজ অশ্ব যানে আরোহণ হৈয়া॥
প্রমাণকোটিতে করিল যে দুর্য্যোধন।
অতি মনোহর স্থল বিচিত্র কানন॥
অনুচরগণ সব চলিল সহিতে।
ভ্রাতৃগণসহ গেল প্রমাণকোটিতে॥
একত্র হইয়া সবে আসনে বসিল।
নানা দ্রব্য উপহার খাইতে লাগিল॥
হেনকালে ক্রূর কুরুপতি দুর্য্যোধনে।
দুষ্ট কালকূট দিল ভীমের বদনে॥
পুনঃ পুনঃ তথিপর দিল উপহার।
ভক্ষণে সন্তুষ্ট বীর আনন্দ অপার॥
কালকূট পান করিলেন বৃকোদর।
দুর্য্যোধন হৈল বড় হরিষ-অন্তর॥
তবে সব ভ্রাতৃগণ গেল গঙ্গাজলে।
জলক্রীড়া আরম্ভিল মহা কুতূহলে॥

কেহ উঠে কেহ ডুবে কেহ ফেলে জল।
ক্রীড়ায় হইল হীন ভীম মহাবল॥
জলক্রীড়া করি শ্রান্ত হৈল সর্ব্বজন।
প্রমাণকোটিতে পুনঃ করিল গমন॥
দিব্য বস্ত্র পিন্ধন ভূষণ অলঙ্কার।
উপহার দ্রব্য যত করিল আহার॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করিল শয়ন।
ক্রীড়াশ্রমে নিদ্রাগত হৈল সর্ব্বজন॥
বিষেতে আবৃত ভীম হৈল অচেতন।
সবে নিদ্রা গেল মাত্র জাগে দুর্য্যোধন॥
অচেতন ভীমেরে দেখিয়া কুরুপতি।
হস্তপদ বন্ধন করিল শীঘ্রগতি॥
ধরিয়া ফেলে গঙ্গার অগাধ সলিলে।
নাহিক শরীরে জ্ঞান জরিল গরলে॥
ভাসিয়া চলিল বীর স্রোতে বিপরীত।
নাগের আলয়ে গিয়া হৈল উপনীত॥
বিপুল শরীর দেখি বেড়ে নাগগণ।
ক্রোধে চতুর্দ্দিকে সবে করিল দংশন॥
নাশিল স্থাবর বিষ জঙ্গম বিষেতে।
চেতন পাইয়া ভীম দেখে চতুর্ভিতে॥
অবহেলে ছিঁড়ে কর-পদের বন্ধনে।
মুষ্ট্যাঘাত প্রহারে যতেক নাগগণে॥
ভীমের মুষ্টিকাঘাত বজ্রের সমান।
পলায় সকল নাগ লইয়া পরাণ॥
বাসুকির অগ্রে গিয়া করে নিবেদন।
নাগকুল নাশিল মনুষ্য একজন॥
মনুষ্যের আচরণ না দেখি তাহার।
অনুমানে বুঝি ইন্দ্র নর-অবতার॥
বন্ধনেতে ছিল হেথা আইল ভাসিয়া।
ক্রোধে সব নাগগণে ফেলিল মারিয়া॥
অচেতন ছিল পূর্ব্বে হইল চেতন।
সবে পলাইল শুনি তাহার গর্জ্জন॥
ভীম পরাক্রমে বীর আছে সেই স্থানে।
দিব্যচক্ষু বাসুকি জানিল ততক্ষণে॥
পবন-ঔরসে জন্ম কুন্তীর নন্দন।
মধুর বচনে ভীমে করে সম্ভাষণ॥

আমার নাতির নাতি হও বৃকোদর।
কি করিব তব প্রিয় করহ উত্তর ॥
ধন রত্ন লহ তুমি যাহা লয় মনে।
এত শুনি বলিল যতেক নাগগণে ॥
তোমার পরম বন্ধু যদি এ কুমার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া প্রীতি জন্মাও ইহার ॥
ধন রত্নে ইহার নাহিক প্রয়োজন।
ইহার পরম প্রীতি পাইলে ভক্ষণ ॥
এত শুনি ফণিরাজ লৈয়া বৃকোদরে।
গৃহমধ্যে বসাইল পালঙ্ক উপরে ॥
নাগের আলয়ে আছে সুধাকুণ্ডগণ।
ভীমে বলে কর পান যত লয় মন ॥
সহস্র হস্তীর বল এক কুণ্ড পানে।
যত ইচ্ছা তত পান করহ এক্ষণে ॥
একে বৃকোদর, তাহে পরিশ্রম ক্ষুধা।
তাহে লোভী পাইল অপূর্ব্ব কুণ্ডসুধা ॥
একে একে অষ্ট কুণ্ড পান যে করিল।
চলিতে নাহিক শক্তি উদর পূরিল ॥
হেথা সবে গৃহে যেতে করিল বিচার।
রথে অশ্বে গজে উঠে চড়ে যে যাহার ॥
ভ্রাতৃগণে ডাকিয়া কহেন যুধিষ্ঠির।
সবে আছে কেবল না দেখি ভীমবীর ॥
ফল হেতু ভীম কিবা গিয়াছে কাননে।
গঙ্গাজলে গেল কিবা বিহার কারণে ॥
ভীমের উদ্দেশ কর ভাই সর্ব্বজন।
চতুর্দ্দিকে ভ্রাতৃগণ গেল ততক্ষণ ॥
কেহ গেল গঙ্গাতীরে কেহ মধ্যভাগে।
ভীম ভীম বলি কেহ ডাকে চতুর্দ্দিকে ॥
না পাইয়া বাহুড়িল সব ভ্রাতৃগণ।
ভীমেরে না পাই ভাই বলে সর্ব্বজন ॥
যুধিষ্ঠির হইলেন বিরস-বদন।
কোথাকারে গেল ভীম না জানি কারণ ॥
কেহ বলে বৃকোদর ছিল এইক্ষণ।
কেহ বলে অগ্রে ঘরে করিল গমন ॥
অসন্তুষ্ট যুধিষ্ঠির উঠিয়া সত্বর।
গৃহে গিয়া দেখেন জননী একেশ্বর ॥
মায়ে দেখি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের কুমার।
গৃহে আসিয়াছে মাতা ভাই বৃকোদর ॥
গৃহের মধ্যেতে নাহি দেখি কি কারণে।
কিবা কোথা পাঠাইলে বুঝি অনুমানে ॥
ভীমে না দেখিয়া মম স্থির নহে মতি।
ভীমের কুশল মাতা কহ শীঘ্রগতি ॥
জল স্থল দেখিলাম কানন নগর।
কোথাও না পাইলাম ভাই বৃকোদর ॥
শুনিয়া বিষণ্ণমনা হ'য়ে ভোজসুতা।
বলিলেন ভীম নাহি আইসেন হেথা ॥
কোথাকারে ভীম তবে করিল গমন।
শীঘ্র গিয়া তল্লাসিয়া আন পুত্রগণ ॥
আইল বিদুর তবে কুন্তীর আদেশে।
বিদুরে কহেন কুন্তী গদগদ ভাষে ॥
ভাই সহ গেল ভীম ক্রীড়ার কারণে।
সবে আসে বৃকোদর না আসে কেনে ॥
দুষ্ট দুর্য্যোধন তারে দেখিতে না পারে।
ক্রূরমতি নিলর্জ্জ সে মারিয়াছে তারে ॥
নিশ্চয় মারিল ভীমে করিয়া মন্ত্রনা।
হৃদয় অস্থির, চিত্তে হইল যন্ত্রণা ॥
বিদুর কহিল কুন্তী এ কথা না কহ।
আর চারি পুত্রের জীবন যদি চাহ ॥
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বড় দুরাচার।
ছিদ্রকথা শুনিলে করিবে অবিচার ॥
এত শুনি কুন্তীদেবী করেন ক্রন্দন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় ভাই চারিজন ॥
ভীমের শোকেতে বড় পাইয়া সন্তাপ।
অধোমুখে কান্দে তবে করিয়া বিলাপ ॥
ব্যাসের বচন তুমি ভুলিলা এখন।
পৃথিবীতে অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
ব্যাসের বচন কুন্তী কভু মিথ্যা নয়।
এখনি আসিবে ভীম নাহিক সংশয় ॥
এত বলি প্রবোধিয়া গেল নিজ ঘর।
শোকাকুল অতি রয় চারি সহোদর ॥
হেথা নাগলোকে নিদ্রা যায় বৃকোদর।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল অষ্ট দিবস অন্তর ॥

ভীমে সচেতন দেখি বলে নাগগণ।
আপন আলয়ে তুমি করহ গমন॥
ভাই সব শোকাকুল কান্দয়ে জননী।
অষ্টদিন হৈল কোন বার্ত্তা নাহি শুনি॥
এত বলি নাগগণ নানা রত্ন দিয়া।
স্কন্ধে করি প্রমাণকোটিতে থুল গিয়া॥
তথা হৈতে চলে বীর বীর মদে মাতি।
আপন মন্দিরে উত্তরিল শীঘ্রগতি॥
মায়ে প্রণমিয়া প্রণমিল যুধিষ্ঠিরে।
তিন ভাই আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল শিরে॥
জিজ্ঞাসেন কোথা ভাই এতদিন ছিলা।
আমা সব পরিহরি কেমনে রহিলা॥
শুনিয়া কহিল যত সব বিবরণ।
যেই মত দুর্য্যোধন করিল বন্ধন॥
সন্দেশ বলিয়া বিষ দিল মম মুখে॥
গঙ্গাজলে ভাসিয়া গেলাম নাগলোকে॥
নাগগণ দংশনে পুনঃ হৈল চেতন।
বাসুকি দিলেন সুধা করিতে ভক্ষণ॥
এত বলি রত্ন সব দিল মাতৃস্থানে।
চমকিত যুধিষ্ঠির সেই বিবরণে॥
যুধিষ্ঠির বলে ভাই শুন চারিজনে।
এই সব কথা যেন কেহ নাহি শুনে॥
দুর্য্যোধন দুষ্ট, কেহ না যাবে বিশ্বাস।
একা হৈয়া কেহ নাহি যাবে তার পাশ॥
হেনমতে বিচার করেন পঞ্চজন।
সেই হৈতে বাল্যক্রীড়া হইল বর্জ্জন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কৃপাচার্য্যের জন্ম।

তবে কতদিনে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অস্ত্রশিক্ষা হেতু নিয়োজিল পৌত্রগণ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ কৃপাচার্য্য নাম।
শরদ্বান ঋষিপুত্র হস্তিনায় ধাম॥
পঞ্চোত্তর শত ভাই কৌরব পাণ্ডব।
কৃপাচার্য্য ধনুর্ব্বেদ শিখাইল সব॥

জন্মেজয় কহিলেন কহ মহাশয়।
ক্ষত্রধর্ম্ম কৈল কেন ব্রাহ্মণতনয়॥
মুনি বলিলেন নৃপ কর অবধান।
গৌতম ঋষির পুত্র নাম শরদ্বান॥
শরদ্বান্ নাম হৈল শরসহ জন্ম।
ধনুর্ব্বেদে রত হৈল ত্যজি দ্বিজকর্ম্ম॥
বেদশাস্ত্র নাহি পড়ে ধনুর্ব্বেদে মন।
তপোবন মধ্যে তপ করে অনুক্ষণ॥
তার তপ দেখিয়া সশঙ্ক শতক্রতু।
সৃজিলেন উপায় সে তপোভঙ্গহেতু॥
জানপদী দেবকন্যা দেন পাঠাইয়া।
যথা তপ করে তথা উত্তরিল গিয়া॥
কন্যা দেখি শরদ্বান্ হইল অধৈর্য্য।
ধনুঃশর খসিল স্খলিত হৈল বীর্য্য॥
স্খলিত হইতে মুনি হৈল অচেতন।
সে বন ত্যজিয়া মুনি গেল অন্য বন॥
যাইতে ঋষির বীর্য্য পড়িল ভূতলে।
দুই ঠাঁই হইয়া পড়িল সেই স্থলে॥
তপস্বী ঋষির বীর্য্য কভু নষ্ট নয়।
এক গুটি কন্যা হৈল একটি তনয়॥
শান্তনু নৃপতি গেল মৃগয়া কারণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল সেই তপোবন॥
অনাথ যুগল শিশু দেখি অনুচরে।
আস্তে ব্যস্তে জানাইল রাজার গোচরে॥
শুনিয়া গেলেন রাজা ভাবি চমৎকার।
দেখেন রোদন করে কুমারী কুমার॥
ধনুঃশর আছে আর আছে মৃগচর্ম্ম।
অনুমানে জানিলেন ঋষির আশ্রম॥
গৃহে আনি দোঁহাকারে করেন পালন।
কতদিনে আইলেন শরদ্বান্ তপোধন॥
শরদ্বান বলে রাজা তুমি ধর্ম্মময়।
কৃপায় পুষিলা সেই তনয়া তনয়॥
সে কারণে নাম রাখিলাম দোঁহাকার।
কৃপ কৃপী নাম হেন ঘোষয়ে সংসার॥
তবে শরদ্বান্ মুনি আপন নন্দনে।
নানা অস্ত্রবিদ্যা শিখাইল দিনে দিনে॥

পরে দ্রোণাচার্য্যকে করিল সমর্পণ।
দ্রোণাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র করান জ্ঞাপন॥
ধনুর্ব্বেদে কৃপসম নাহিক মানুষে।
অল্পকালে আচার্য্য বলিয়া লোকে ঘোষে॥
কুরুবংশ যদুবংশ অন্ধ বৃষ্ণিবংশে।
আর যত রাজগণ বৈসে দেশে দেশে॥
সবে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করে কৃপস্থানে।
বিশেষ কিমতে শিক্ষা হবে পৌত্রগণে॥
কৃপগুরু ভীষ্ম মহাবীর চিন্তিলেন মনে।
বিশেষ কিমতে শিক্ষা হবে পৌত্রগণে॥
এত বলি দ্রোণেরে করিল সমর্পণ।
দ্রোণাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র করান জ্ঞাপন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

—

দ্রোণাচার্য্যের উৎপত্তি।

রাজা বলিলেন মুনি কর অবধান।
কার পুত্র দ্রোণাচার্য্য কোথা তাঁর ধাম॥
ধনুর্ব্বেদ শিখাইল তাঁরে কোন্ জন।
কুরুদেশে গুরু হইলেন কি কারণ॥
ব্যাসশিষ্য মুনিবর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা।
কহিবারে লাগিলেন দ্রোণাচার্য্য-কথা॥
ভরদ্বাজ মহামুনি খ্যাত ভূমিতলে।
একদিন স্নানার্থে গেলেন গঙ্গাজলে॥
অন্তরীক্ষে চলি যায় ঘৃতাচী অপ্সরা।
পরমাসুন্দরী হয় অপ্সরাতে বরা॥
দক্ষিণ পবনে তাঁর উড়িল বসন।
মুনি তার অঙ্গ করিলেন দরশন॥
দেখিয়া তাঁহার মনে জন্মিল উদ্বেগ।
পঞ্চশর-শরের অধিক তার বেগ॥
নাহি হেন জন যারে না মোহে কামিনী।
স্খলিত হইল রেত চিন্তান্বিত মুনি॥
সম্মুখে দেখিয়া দ্রোণী রাখিলেন তায়।
দ্রোণীমধ্যে পুত্র জন্ম হইল ত্বরায়॥
পুত্র দেখি ভরদ্বাজ হরিষ বিধান।
পুত্র লৈয়া গেলেন সে আপনার স্থান॥

দ্রোণীতে জন্মিল পুত্র তেঁই দ্রোণ আখ্যা।
বেদ বিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্র করিলেন শিক্ষা॥
ছিলেন পৃষত নামে পাঞ্চাল রাজন।
দ্রুপদ বলিয়া নাম তাঁহার নন্দন॥
ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে সদা যায়।
সমান বয়স, দ্রোণ সহিত খেলায়॥
এক ঠাঁই দুই জন করে অধ্যয়ন।
ক্রীড়া করে এক ঠাঁই ভোজন শয়ন॥
তিলেক না রহে দোঁহে না হইলে দেখা।
পরস্পরে হইল দোঁহার দোঁহে সখা॥
তবে কতদিনে রাজা পৃষত মরিল।
পাঞ্চাল দেশেতে রাজা দ্রুপদ হইল॥
স্বর্গেতে গেলেন ভরদ্বাজ তপোধন।
তপস্যা করিতে দ্রোণ যান তপোধন॥
কতদিনে দ্রোণাচার্য্য পিতৃ-আজ্ঞা মানি।
বিবাহ করেন কৃপাচার্য্যের ভগিনী॥
পরমা সুন্দরী কন্যা ব্রতে অনুরতা।
যজ্ঞ-হোম-তপে নিষ্ঠা সতী পতিব্রতা॥
যজ্ঞ-তপঃ ফলে তার হইল নন্দন।
জন্মমাত্র করিলেক অশ্বের গর্জ্জন॥
হেনকালে আচম্বিতে হৈল শূন্যবাণী।
জন্মমাত্র পুত্র করিবেক অশ্বধ্বনি॥
অশ্বত্থামা নাম পুত্রে রাখে সে কারণে।
দীর্ঘজীবী হবে আর পূর্ণ সর্ব্বগুণে॥
পুত্রে দেখি দ্রোণাচার্য্য আনন্দিত মন।
নানা বিদ্যা তারে তিনি যতনে শিখান॥
তবে কতদিনে দ্রোণ করেন শ্রবণ।
জমদগ্নিসুতের দানের বিবরণ॥
নানা ধন বিপ্রে রাম দিতেছেন দান।
পৃথিবীতে শব্দ হৈল দানের বাখান॥
মহেন্দ্র-পর্ব্বত মধ্যে রামের নিলয়।
তথায় গেলেন ভরদ্বাজের তনয়॥
দ্রোণে দেখি জিজ্ঞাসেন ভৃগুর নন্দন।
কোথা হৈতে এলে দ্বিজ কিবা প্রয়োজন॥
দ্রোণ বলিলেন মম দ্রোণাচার্য্য নাম।
ভরদ্বাজ আমার জনক গুণধাম॥

বহু দান কর তুমি শুনি লোকমুখে।
বার্ত্তা পেয়ে আইলাম তোমার সম্মুখে ॥
পূর্ণ করি ধন দিবা আমারে হে রাম।
সকল কুটুম্বে যেন পূরে মনস্কাম ॥
শুনিয়া বলেন জমদগ্নির নন্দন।
সব ধন দিয়া আমি এই যাই বন ॥
হেনকালে এলে তুমি ব্রাহ্মণ-কুমার।
কোন্ দ্রব্য দিয়া তুষ্টি করিব তোমার ॥
পৃথিবীর মধ্যে মম নাহি অধিকার।
কশ্যপে দিলাম আমি সকল সংসার ॥
আছে মাত্র প্রাণ আর ধনুঃ শর দ্রোণ।
যাহা ইচ্ছা মম স্থানে মাগি লহ ধন।
দ্রোণাচার্য্য মাগিলেন তবে ধনুর্ব্বাণ।
মন্ত্র সহ অস্ত্র দেন ভৃগুর সন্তান ॥
ধনুর্ব্বেদে নিপুণ হইয়া দ্রোণাচার্য্য।
পরে চলিলেন তিনি দ্রুপদের রাজ্য ॥
অত্যন্ত দরিদ্র দ্রোণ না মাগেন কারে।
পুত্রের দেখিয়া কষ্ট ভাবেন অন্তরে ॥
বালক-কালের সখা দ্রুপদ রাজন।
তার স্থানে গেলে হবে দারিদ্র্য-ভঞ্জন ॥
ভাবিয়া গেলেন দ্রোণ পাঞ্চালনগর।
উত্তরিল যথায় দ্রুপদ নরবর ॥
পিন্ধন মলিন জীর্ণ কটি মাত্র ঢাকে।
সকল শরীর শীর্ণ সদাকাল দুঃখে ॥
রাজারে বলেন বহুকাল পরে দেখা।
অবধান কর রায় হই আমি সখা ॥
এত শুনি নরপতি কটাক্ষেতে চায়।
নয়ন লোহিতবর্ণ কহে কম্পকায় ॥
কোথাকার দ্বিজ তুমি দরিদ্র ভিক্ষুক।
অজ্ঞান বাতুল কিবা হইবে দুর্ম্মুখ ॥
আমি মহারাজ হই পাঞ্চাল ঈশ্বর।
কোন্ লাজে সখা বল সভার ভিতর ॥
ধনীর নির্ধন সখা কভু না যুয়ায়।
সুর নরলোকে কেহ সখা নাহি হয় ॥
কোথা সখ্য হইয়াছে নৃপতি ভিক্ষুকে।
সমানে সমানে সখ্য হয় অতি সুখে ॥
উত্তমে অধমে সখ্যে নাহি হয় সুখ।
অধমে উত্তমে দ্বন্দ্ব সেইরূপ দুঃখ ॥
কোথা হৈতে এলে তুমি দরিদ্র এখানে।
দেখেছি কি না দেখেছি নাহি পড়ে মনে ॥
এতেক শুনিয়া তাঁর নিষ্ঠুর উত্তর।
অভিমানে দ্রোণের কম্পিত কলেবর ॥
সর্পবৎ বহে শ্বাস নেত্র দুটি শোণ।
মুহূর্ত্তেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন দ্রোণ ॥
পুনশ্চ না দেখিলেন রাজার বদন।
কারে কিছু না বলিয়া করিলা গমন ॥
তথা হৈতে যান দ্রোণ হস্তিনানগর।
দ্রোণে দেখি কৃপাচার্য্য হরিষ অন্তর ॥
দারাপুত্র-সহ দ্রোণ থাকেন তথায়।
হেনমতে গুপ্তবেশে কতদিন যায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচেন ॥

কুরু বালকদিগের বাল্যক্রীড়া।

একদিন মিলে সব কুরু পুত্রগণ।
নগর বাহিরে করে ক্রীড়া সর্ব্বজন ॥
লোহার প্রকাণ্ড ভাঁটা ভূমিতে ফেলিয়া।
দণ্ড হাতে করি তাহা যায় তাড়াইয়া ॥
আচম্বিতে লৌহ ভাঁটা দৈবনির্ব্বন্ধনে।
নিরুদক কূপ মধ্যে পড়িল তাড়নে ॥
পড়ি গেল কূপে দেখি সকল কুমার।
তুলিবারে ভাঁটা যত্ন করিল অপার ॥
কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইল।
হেনকালে দ্রোণাচার্য্য তথায় আইল ॥
দ্রোণে দেখি শিশুগণ জানায় বেদন।
তুলিবারে ভাঁটা শক্ত নহি কোনজন ॥
দ্রোণ বলে ঈষীকায় করিব উদ্ধার।
ভোজ্য দিয়া তুষ্ট তবে করিবা আমার ॥
এত বলি কুশাঙ্কুরা কূপে দিল ফেলি।
ঈষীকা আনিয়া এক বলে হের তুলি ॥
এত বলি মন্ত্র পড়ি ঈষীকা মারিল।
মন্ত্রতেজে লৌহ ভাঁটা অমনি ভেদিল ॥

পুনঃ পুনঃ তার পর মারেন আবার।
ঈষীকা ঈষীকা জুড়ি হৈল দীর্ঘাকার॥
ঈষীকার গোড়া তবে দ্রোণ ধরি করে।
আকাশে তুলেন ভাঁটা মাথার উপরে॥
দেখিয়া দুষ্কর কার্য্য বালকের গণ।
পরিচয় জিজ্ঞাসিল দ্রোণেরে তখন॥
দ্রোণ বলে শুন সবে আমার উত্তর।
কবে মম সমাচার ভীষ্মের গোচর॥
এত শুনি শীঘ্রগতি যতেক কুমার।
পিতামহ আগে কহে সব সমাচার॥
এত শুনি গঙ্গাপুত্র ভাবিয়া তখন।
বুঝিলেন দ্রোণাচার্য্য হয় এই জন॥
কুরুবংশ যোগ্য গুরু মেলে এতদিনে।
দ্রোণেরে আনিল ভীষ্ম আপন ভবনে॥
পৌত্রগণে সমর্পি তোমার বিদ্যমান।
কৃপাকরি সবাকারে দেহ দিব্যজ্ঞান॥
এত বলি ভীষ্ম তবে পূজি বহুতর।
থাকিবারে দিলেন সুরত্নময় ঘর॥

দ্রোণাচার্য্যের নিকট রাজকুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষা।

দ্রোণাচার্য্য সব রাজকুমারে লইয়া।
কহিবারে লাগিলেন একান্তে বসিয়া॥
অস্ত্রবিদ্যা সবারে করাব অধ্যয়ন।
শিক্ষা করি মম বাক্য করিবা পালন॥
আমার যে বাঞ্ছা আছে শুন সব শিষ্য।
সত্য কর তোমরা তা করিবে অবশ্য॥
দ্রোণের বচন শুনি সব শিষ্যগণ।
নিঃশব্দ হইল সবে না কহে বচন॥
অর্জ্জুন বলেন সত্য করি অঙ্গীকার।
করিব পালন হয় যে আজ্ঞা তোমার॥
অর্জ্জুন বচনে দ্রোণ হরিষ-অন্তর।
আলিঙ্গন চুম্ব দিল মস্তক উপর॥
একান্তে বলেন দ্রোণ করি অঙ্গীকার।
শিষ্য না করিব কারে সদৃশ তোমার॥
তবে দ্রোণাচার্য্য সব লৈয়া শিষ্যগণ।
সর্ব্বদা করান সদা অস্ত্র অধ্যয়ন॥
অস্ত্রশিক্ষা করে কুরু পাণ্ডুর কুমার।
রাজ্যে রাজ্যে গেল গুরু দ্রোণ সমাচার॥
যত রাজপুত্রগণ শিক্ষার কারণ।
হস্তিনানগরে সবে করিল গমন॥
ঋষিবংশ যদুবংশ অনু ভোজ আদি।
আর যত রাজগণ সাগর অবধি॥
কর্ণ মহাবীর অধিরথের নন্দন।
সদা দুর্য্যোধনের সে অনুগত জন॥
সেও অস্ত্র দ্রোণস্থানে করে অধ্যয়ন।
হেনমতে বহু শিষ্য হইল ঘটন॥
শিক্ষা হেতু শিষ্যগণ থাকে নিরন্তর।
নিজ পুত্রে পড়াইতে নাহি অবসর॥
সবারে কহেন দ্রোণ কপট করিয়া।
গঙ্গাজল আন কমণ্ডলুতে ভরিয়া॥
কমণ্ডলু ল'য়ে যত রাজপুত্রগণ।
জল আনিবারে সবে করিল গমন॥
গোপনে পুত্রেরে দ্রোণ অস্ত্রশিক্ষা দেন।
এ সব কারণ মাত্র জানেন অর্জ্জুন॥
বরুণ নামেতে অস্ত্র ধনুকে যুড়িয়া।
কমণ্ডলু দিল লৈয়া জলেতে পূরিয়া॥
জল আনিবারে যায় যত শিষ্যগণ।
অশ্বত্থামা অর্জ্জুন করেন অধ্যয়ন॥
অহর্নিশি পার্থের নাহিক অবসর।
নাহি নিদ্রা শ্রম সদা হাতে ধনুঃশর॥
নিরবধি গুরুপদ করেন সেবন।
কৃতাঞ্জলি সদা স্তুতি বিনয় বচন॥
পার্থের বিনয় দেখি দ্রোণ বড় প্রীত।
বহু বিদ্যা অর্জ্জুনে দিলেন অপ্রমিত॥
তবে একদিন তথা দ্রোণ গুরুস্থানে।
আইল নিষাদ এক শিক্ষার কারণে॥
হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম॥
যোড়হাত করি বলে বিনয় বচন।
শিক্ষা হেতু আইলাম তোমার সদন॥
দ্রোণ বলিলেন তুই হ'স্ নীচজাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি॥

অনেক বিনয়ে বলে নিষাদ নন্দন।
তথাপি তাহারে না করান অধ্যয়ন॥
দ্রোণাচার্য্য-মুখে যবে নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥
নিষাদের বেশ ত্যজি হৈল ব্রহ্মচারী।
জটাবল্ক পরিধান ফল-মূলাহারী॥
মৃত্তিকার দ্রোণ এক করিয়া গঠন।
নানা পুষ্প দিয়া তাঁর করয়ে পূজন॥
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর।
সর্ব্ব মন্ত্র অস্ত্র জ্ঞাত হৈল ধনুর্দ্ধর॥
তবে কতদিন পরে কৌরব-নন্দন।
সেই বনে গেল সবে মৃগয়া কারণ॥
কেহ রথে কেহ গজে কেহ তুরঙ্গমে।
সঙ্গেতে চলিল ভ্রাতৃগণ ক্রমে ক্রমে॥
মৃগয়ানিপুণ গুণী লইয়া সংহতি।
মহাবনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি॥
মৃগয়া করিছে যত রাজার কুমার।
হেনকালে পাণ্ডবের এক অনুচর॥
করিয়া কুকুর সঙ্গে যায় পিছে পিছে।
উত্তরিল যথায় নিষাদ-পুত্র আছে॥
মৃত্তিকা পুত্তলি অগ্রে করি যোড়কর।
বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুঃশর॥
শব্দ করে কুকুর দেখিয়া ব্রহ্মচারী।
চারিভিতে ভ্রমে তারে প্রদক্ষিণ করি॥
কুকুরের শব্দে তার ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
ক্রোধে কুকুরের মুখে মারে সপ্তবাণ॥
না মরিল কুকুর না হইল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে কুকুরের রোধিলেক রা॥
কুকুর নিঃশব্দ হৈল মুখে সপ্ত শর।
ততক্ষণে গেল তবে কুমার গোচর॥
কুকুরের মুখে শর আশ্চর্য্য দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল অনুচরে বিস্মিত হইয়া॥
এ হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কভু নাহি শুনি।
বহু শিক্ষা জানি এই বিদ্যা নাহি জানি॥
লজ্জায় মলিন হৈল যত ভ্রাতৃগণ।
চল যাই দেখিব বিস্মিল কোন জন॥

অনুচর লৈয়া যায় যথা ব্রহ্মচারী।
দেখিল বসিয়া আছে ধনুঃশর ধরি॥
জিজ্ঞাসিল তুমি হও কোন্ মহাজন।
কার স্থানে এ বিদ্যা করিলে অধ্যয়ন॥
ব্রহ্মচারী বলে মম একলব্য নাম।
অস্ত্রশিক্ষা করিলাম দ্রোণ গুরুস্থান॥
শুনিয়া বিস্ময় মানে যতেক কুমার।
অর্জ্জুন শুনিয়া চিন্তা করেন অপার॥
মৃগয়া সংবরি তবে যত ভ্রাতৃগণ।
দ্রোণস্থানে করিলেন সব নিবেদন॥
বিনয়ে কহেন পার্থ বিরস-বদন।
আমারে আপনি কেন করিলা বঞ্চন॥
পূর্ব্বেতে আমার প্রতি ছিল অঙ্গীকার।
তব সম প্রিয় শিষ্য নাহিক আমার॥
তোমার সদৃশ বিদ্যা নাহি দিব কারে।
এখন ছলনা প্রভু করিলা আমারে॥
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা কেহ নাহি জানে।
হেন বিদ্যা শিখাইলে নিষাদ-নন্দনে॥
অর্জ্জুনের বাক্যে দ্রোণ মানিয়া বিস্ময়।
ক্ষণেক নিঃশব্দে চিন্তা করয়ে হৃদয়॥
অর্জ্জুনেরে বলেন সে আছে কোন্ স্থানে।
শীঘ্রগতি চল তথা যাব দুই জনে॥
দ্রোণ আর অর্জ্জুন করিলেন গমন॥
দ্রোণে দেখি ত্বরা উঠি নিষাদ-নন্দন॥
দূরে থাকি ভূমে লুটি প্রণাম করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রেতে দাণ্ডাইল॥
নিষাদ-নন্দন বলে মধুর বচন।
আজ্ঞা কর গুরু হেথা কোন্ প্রয়োজন॥
দ্রোণ বলিলেন যদি তুমি শিষ্য হও।
তবে গুরুদক্ষিণা আমারে আজি দাও॥
একলব্য বলে প্রভু মম ভাগ্যবশে।
কৃপা করি আপনি আইলা এই দেশে॥
এ দ্রব্য সে দ্রব্য নাহি করহ বিচার।
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু অধিকার॥
যে কিছু মাগিবা প্রভু, সকল তোমার।
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অঙ্গীকার॥

দ্রোণ বলিলেন যদি আমারে তুষিবে।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি দিবে ॥
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল।
গুরুর আজ্ঞায় সে বিলম্ব না করিল ॥
তুষ্ট হইলেন দ্রোণ আর ধনঞ্জয়।
মনে জানিলেন গুরু আমারে সদয় ॥
তাহার কঠোর কর্ম্ম দেখি দুইজন।
প্রশংসা করিয়া দেশে করিল গমন ॥
তবে কতদিনে দ্রোণ বিদ্যা পরীক্ষিতে।
কাষ্ঠের রচিয়া পক্ষী রাখিল বৃক্ষেতে ॥
একে একে ডাকিলেন সব শিষ্যগণে।
আইলেন যুধিষ্ঠির অগ্রে সেইক্ষণে ॥
ধনুঃশর দিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির করে।
ভাস পক্ষী দেখাইয়া কহেন তাহারে ॥
ওই দেখ ভাস পক্ষী বৃক্ষের উপর।
উহারে করিয়া লক্ষ্য ধর ধনুঃশর ॥
যেইক্ষণে মম আজ্ঞা হইবে বাহির।
সেইক্ষণে কাটিবা উহার তুমি শির ॥
এত শুনি ধনুঃশর যুড়ি যুধিষ্ঠির।
ভাসপক্ষী পানে দৃষ্টি করিলেন স্থির ॥
ডাকি বলিলেন দ্রোণ কুন্তীর কুমারে।
কোন্ কোন জনে তুমি পাও দেখিবারে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাস দেখি বৃক্ষোপরে।
ভূমিতে তোমারে দেখি আর সহোদরে ॥
এত শুনি দ্রোণ তাঁরে অনেক নিন্দিয়া।
ছাড় ছাড় বলি ধনু নিলেন কাড়িয়া ॥
দুর্য্যোধন শত ভাই বীর বৃকোদর।
একে একে সবারে দিলেন ধনুঃশর ॥
যেইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেইমত কহিল সকল ভ্রাতৃগণ ॥
সবাকারে বহু নিন্দা করি দ্রোণ বীর।
ধনু লৈয়া ঠেলা মারি করেন বাহির ॥
ধনুঃশর দেন গুরু অর্জ্জুনের হাতে।
বৃক্ষে ভাস দেখাইয়া কহেন অগ্রেতে ॥
নির্গত হইবা মাত্র মম মুখে বাণী।
নিঃশব্দে করিবা বাপু ভাসপক্ষী হানি ॥
গুরুবাক্যে তখনি টানিয়া ধনুগুর্ণ।
পক্ষী প্রতি দৃষ্টি করি রহেন অর্জ্জুন ॥
কতক্ষণ থাকি দ্রোণ বলেন অর্জ্জুনে।
কোন কোন জন তুমি দেখহ নয়নে ॥
অর্জ্জুন বলেন আমি অন্য নাহি দেখি।
বৃক্ষমধ্যে শুধু দেখিবারে পাই পক্ষী ॥
হৃষ্ট হইয়া দ্রোণ পুনঃ বলেন বচন।
কিরূপ ভাসের অঙ্গ কর নিরীক্ষণ ॥
অর্জ্জুন বলেন আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ডসহ দুই আঁখি ॥
দ্রোণ বলিলেন অস্ত্রে কাট পক্ষি-শির।
না স্ফুরিতে বাক্য মাত্র কাটে পার্থবীর ॥
দ্রোণাচার্য্য নিরখিয়া হরষিত মন।
আলিঙ্গিয়া পুনঃ পুনঃ করেন চুম্বন ॥
প্রশংসা করেন দ্রোণ অর্জ্জুনে অপার।
দেখি চমৎকার হৈল সকল কুমার ॥
তবে একদিন দ্রোণ যান গঙ্গাস্নানে।
সঙ্গেতে করিয়া লইলেন শিষ্যগণে ॥
জলেতে নামিল গুরু শিষ্যগণ তটে।
কুম্ভীর ধরিল তাঁরে দশন বিকটে ॥
শক্তিসত্ত্বে মুক্ত নাহি হইয়া আপনে।
ডাক দিয়া বলিলেন সব শিষ্যগণে ॥
আমারে কুম্ভীর ধরি ল'য়ে যায় জলে।
এই ডুবাইল, রাখ আমারে সকলে ॥
দ্রোণের বচনে সবে হইল চমৎকার।
আস্তে ব্যস্তে ল'য়ে যায় অস্ত্র যে যাহার ॥
দ্রোণের মুখেতে তবে নাহি সরে বাণী।
অলক্ষিতে পঞ্চবান মারিল ফাল্গুনী ॥
খণ্ড খণ্ড হইল কুম্ভীর-কলেবর।
মরিল কুম্ভীর ভাসে জলের উপর ॥
জল হৈতে উঠি দ্রোণ ধরিল অর্জ্জুনে।
বার বার তুষিলেন চুম্ব আলিঙ্গনে ॥
তুষিয়া দিলেন অস্ত্র নাম ব্রহ্মশির।
অস্ত্র দিয়া বলিলেন দ্রোণ মহাবীর ॥
এই অস্ত্র প্রহারিবা দেবতা রাক্ষসে।
কদাচিত অস্ত্র নাহি ছাড়িবা মানুষে ॥

দেখিয়া গুরুর এত অর্জ্জুনে সম্মান।
ক্রোধে দুর্য্যোধন রহে মরণ সমান ॥
হেনমতে দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্যগণে।
নানা বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন যতনে ॥
রথ অরোহণে দৃঢ় হন যুধিষ্ঠির।
গদায় কুশল দুর্য্যোধন ভীম বীর ॥
তুরঙ্গে নকুল হৈল সহদেব কুন্ত।
হেনমতে সবে হইলেন বিদ্যাবন্ত ॥
ইন্দ্রের নন্দন পার্থ অনুজ সমান।
সকল বিদ্যায় পূর্ণ হইল বাখান ॥
মহাভরতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাসে কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাজার নিকট অস্ত্র পরীক্ষা।

সব শিষ্যগণ যবে হইল প্রখর।
দ্রোণ চলিলেন যথা অন্ধ নৃপবর।
ভীষ্ম কৃপাচার্য্য আদি যত ক্ষত্রগণ।
সভাতে কহেন ভরদ্বাজের নন্দন ॥
বিদ্যায় পারগ হৈল সকল কুমার।
সাক্ষাতে পরীক্ষা কর বিদ্যা সবাকার ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন।
বিদুরে ডাকিয়া আজ্ঞা করেন তখন ॥
রঙ্গভূমি সজ্জাদি করহ শীঘ্রগতি।
সেইরূপ আচার্য্য কহেন মহামতি ॥
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া বিদুর ততক্ষণে।
আদেশ করেন যত অনুচরগণে ॥
যে স্থান প্রশস্ত চারি দিকেতে সোসর।
রঙ্গভূমি বিরচিল তাহার ভিতর ॥
চতুর্দ্দিকে নির্ম্মাইল উচ্চ গৃহগণ।
নানা রত্নে গৃহ সব করিল মণ্ডন ॥
রাজগণ বসিবারে তথির উপর।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা থুইল বিস্তর ॥
রাজনারীগণ হেতু কৈল ভিন্ন স্থল।
জল হেতু মঞ্চ নির্ম্মাইল সুকোমল ॥
হেনমতে রঙ্গভূমি করিয়া নির্ম্মাণ।
বিদুর জানাইল সে ধৃতরাষ্ট্র-স্থান ॥
শুভদিন করিয়া চলিল সর্ব্বজন।
কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গার নন্দন ॥
বাহ্লীক চলিল সহ পুত্র সোমদত্ত।
আর যত রাজগণ আসে শত শত ॥
গান্ধারীর সুতা আর কুন্তী আদি করি।
আইল সকল যত অন্তঃপুর-নারী ॥
রথ গজ অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চের উপরে।
লক্ষপুর করিয়া রহিল দেখিবারে ॥
নানা বাদ্য বাজে সদা কর্ণে লাগে তালি।
প্রলয়কালেতে যেন সিন্ধুর কল্লোলি ॥
আইলেন তখন আচার্য্য মহাশয়।
তারা মধ্যে হ'ল যেন চন্দ্রের উদয় ॥
শুক্লবাস শুক্লবেশ শুক্লপুষ্পমালে।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত শুক্ল মলয়জ ভালে ॥
পুত্রসহ গুরু দাণ্ডাইল সভামাঝে।
কহিলেন আসিবারে পাণ্ডব অগ্রজে ॥
সভাতে প্রবেশ করিলেন যুধিষ্ঠির।
বিকচ-পঙ্কজ মুখ নির্ম্মল শরীর ॥
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ সন্ধি দিব্য শর।
মহাশব্দে প্রহারিল লোকে ভয়ঙ্কর ॥
এক অস্ত্রে বহু অস্ত্র করেন সৃজন।
বায়ব্য অনল আদি বহু অস্ত্রগণ।
ধন্য ধন্য করি সবে করিল আখ্যান।
সবে বলে কেহ নাহি ইহার সমান ॥
নিবর্ত্তিয়া যুধিষ্ঠিরে তপোধন দ্রোণ।
আজ্ঞা করিলেন এস ভীম দুর্য্যোধন ॥
গদা হাতে করিয়া আইসে দুইবীর।
মল্লবেশে রঙ্গমাটি ভূষিত শরীর ॥
মাথায় মুকুট পরিধান বীরধড়া।
দুই ভিতে দোঁহে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
গদা হাতে করি দোঁহে করিয়া মণ্ডলী।
দোঁহার হুঙ্কার শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
দুই মত্ত গজ যেন শুণ্ডে জড়াজড়ি।
চরণে চরণে মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি ॥
দোঁহার দেখিয়া কর্ম্ম লোকে ভয়ঙ্কর।
অন্যে অন্যে কথা হয় সভার ভিতর ॥

কেহ বলে মহাবলী বীর বৃকোদর।
কেহ বলে ভীম হৈতে বলী কুরুবর॥
হেনমতে দুই পক্ষ হইল সভায়।
উঠিল প্রলয় শব্দ কথায় কথায়॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী পাণ্ডবগণ-মাতা।
তিনজনে বিদুর কহেন সব কথা॥
বুঝিয়া লোকের কর্ম্ম দ্রোণ মহাশয়।
আজ্ঞা করিলেন দোঁহে নিবৃত্ত যে হয়॥
মধ্যে গিয়া দাণ্ডাইল গুরুর নন্দন।
নিবৃত্ত হইল দোঁহে ভীম দুর্য্যোধন।
আজ্ঞা করিলেন গুরু অর্জ্জুনে আসিতে।
আইলেন ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে॥
নবজলধর প্রায় অঙ্গের বরণ।
পূর্ণ-শশধর মুখ রাজীবলোচন॥
দেখিয়া মোহিত হৈল যত সভাজন।
কেহ বলে আইলেন কুন্তীর নন্দন॥
কেহ বলে পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব মধ্যম
কেহ বলে কুরুশ্রেষ্ঠ রিপুগণ-যম॥
বীর ধর্ম্মশীল সাধু সর্ব্বলোকে বলে।
ইহা সম বীর্য্যবন্ত নাহিক ভূতলে॥
এইমত কথাবার্ত্তা সকলে সভাতে।
ধন্য ধন্য বলি শব্দ হৈল আচম্বিতে॥
শব্দ শুনি ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মে জিজ্ঞাসিল।
কি হেতু এমন শব্দ সভাতে হইল॥
বিদুর বলেন রাজা আইল অর্জ্জুন।
সভাসদ সকলে প্রশংসে তার গুণ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি প্রশংসিলেন অপার।
কুরুবংশে ভাগ্য মম এতেক কুমার॥
ধন্য কুন্তী এই পুত্র গর্ভে জন্মাইল।
যাহার মহিমা যশ সভাতে পূরিল॥
কুন্তীদেবী শুনি আনন্দিত হৈল মন।
স্তনযুগে ঝরে দুগ্ধ সজল-নয়ন॥
তবে পার্থ মহাবীর সভামধ্যে গিয়া।
সভাতে পূরেন শব্দ ধনু টঙ্কারিয়া॥
মারিল অনল অস্ত্র হইল অনল।
অগ্নি প্রবেশিল গিয়া গগনমণ্ডল॥
দেখিয়া সকল লোক মানিল বিস্ময়।
চতুর্দ্দিকে দেখে সব হৈল অগ্নিময়॥
যুড়িল বরুণ বাণ কুন্তীর নন্দন।
বারিলেন অগ্নিবৃষ্টি বরিষে জীবন॥
বায়ু অস্ত্রে করিলেন জল নিবারণ।
আকাশ অস্ত্রেতে বায়ু করেন বারণ॥
সাধিয়া পর্ব্বত অস্ত্রে করি গিরিবর।
পর্ব্বত করেন চূর্ণ মারি বজ্রশর॥
ভূমি অস্ত্রে নির্ম্মাণ করেন ভূমণ্ডল।
সিন্ধু অস্ত্রে জল পূর্ণ করিল সকল॥
অন্তর্দ্ধান অস্ত্র মারি হইলেন লুকি।
কোথায় আছেন পার্থ কেহ নাহি দেখি॥
কভু রথে ধনঞ্জয় কভু ভূমিপরে।
বাদিয়ার বাদি যেন ফেরেন সত্বরে॥
নানা বিদ্যা প্রকাশ করেন ধনঞ্জয়।
ধন্য ধন্য করি শব্দ হৈল সভাময়॥
নিবৃত্তিয়া সর্ব্ব বিদ্যা ইন্দ্রের নন্দন।
বাহুস্ফোটে করিলেন বজ্রের নিঃস্বন॥
সেই শব্দে সবার কর্ণেতে লাগে তালি।
গুরু অগ্রে রহিলেন করি কৃতাঞ্জলি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-অর্ণবে।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

রঙ্গস্থলে কর্ণের আগমন।

অর্জ্জুনের বিদ্যা যদি হৈল সমাধান।
রঙ্গভূমি মধ্যে কর্ণ করে আগমন॥
কাঞ্চন জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ।
শ্রবণ পরশে দিব্য পঙ্কজ-নয়ন॥
শ্রবণে কুণ্ডলযুগ্ম দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচে আবরিত কলেবর॥
দুই দিকে দুই তূণ বামে ধরে ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ অনিন্দিত তনু॥
অবহেলে অবজ্ঞা করয়ে সর্ব্বজনে।
বালকের ক্রীড়া হেন ভাবে লোক মনে॥
কর্ণের বচন শুনি লোকে চমৎকার।
কেহ বলে এই হবে দেবের কুমার॥

গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিবা না জানি নির্ণয়।
অকস্মিতে কোথা হৈতে আইল দুর্জ্জয়॥
দেখিবারে তবে লোক করে হুড়াহুড়ি।
ঠেলাঠেলি একের উপরে আর পড়ি॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
এতেক করিলা তুমি সভার ভিতর।
তাহা হৈতে বিদ্যা আমি জানি বহুতর॥
দেখিয়া আমার বিদ্যা হইবা বিস্ময়।
অসংখ্য আমার বিদ্যা সংখ্যা নাহি হয়॥
এত শুনি সর্ব্বলোক বিষণ্ণ বদন।
দুর্য্যোধন শুনি হৈল আনন্দিত মন॥
বিরস-বদন হৈল বীর ধনঞ্জয়।
এত শুনি আজ্ঞা দেন দ্রোণ মহাশয়॥
কোন্ বিদ্যা জানহ সবার অগ্রে কহ।
শুনি কর্ণ মহাবীর ঘুচায় সন্দেহ॥
প্রকাশিল নানা অস্ত্র লোকে অগোচর।
শিখিয়াছিলেন যত পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দেখিয়া সবার মনে বিস্ময় জন্মিল।
দুর্য্যোধন নিরখিয়া প্রফুল্ল হইল॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল দুর্য্যোধন।
অতি শীঘ্র উঠিয়া করিল আলিঙ্গন॥
ধন্য ধন্য বীর তুমি ছিলা কোন দেশে।
হেথায় আইলা তুমি মম ভাগ্যবশে॥
ক্ষিতিমধ্যে যত ভোগ আছয়ে আমার।
আজি হৈতে দিলাম সে সকল তোমার॥
কর্ণ বলে সত্য আমি করি অঙ্গীকার॥
আজি হৈতে দাস আমি হইনু তোমার।
কেবল আছয়ে এই এক নিবেদন।
অর্জ্জুনের সঙ্গে ইচ্ছা করিবারে রণ॥
এতেক বলিল যদি কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধে ধনঞ্জয় অতি কম্পিত-শরীর॥
অর্জ্জুন-বলিল তোরে কে ডাকিল হেথা।
কেবা বলে-তোমারে সভাতে কহ কথা॥
অনাহূত কর দ্বন্দ্ব আসিয়া সভায়।
ইহার উচিত ফল পাইবে ত্বরায়॥
নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচন।
আপনি আসিয়া খায় বিনা নিমন্ত্রণ॥
ঘোর নরকেতে গতি পায় সেই জন।
সেই গতি মম স্থানে পাইবে এখন॥
কর্ণ বলে ধনঞ্জয় গর্ব্ব পরিহর।
সভাতে সকল লোক জিনি অস্ত্র ধর॥
বীর্য্যেতে অধিক যেই তারে বলি রাজা।
ধর্ম্মবন্ত লোক বীর্য্যবন্তে করে পূজা॥
হীনলোকপ্রায় কেন দেহ গালাগালি।
অস্ত্রে অস্ত্রে দ্বন্দ কর তবে জানি বলী॥
মম সহ রণে জিন তবে জানি বীর।
দ্রোণ গুরু অগ্রেতে কাটিব তোর শির॥
এতেক শুনিয়া দ্রোণ ঘূর্ণিত নয়ন।
আজ্ঞা দেয় অর্জ্জুনেরে কর গিয়া রণ॥
এত শুনি সুসজ্জ হইল ধনঞ্জয়।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করেন প্রলয়॥
সপক্ষ হইল পৃষ্ঠে চারি সহোদর।
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য ভীষ্ম বীরবর॥
অগ্র হৈল কর্ণ বীর হাতে ধনুঃশর।
সপক্ষ হইল কুরু শত সহোদর॥
আর যত মহারথী যোদ্ধা লক্ষ লক্ষ।
কেহ পাণ্ডবের পক্ষ কেহ কুরুপক্ষ॥
পুত্রস্নেহে গগনে আগত পুরন্দর।
অর্জ্জুনে করিল ছায়া যত জলধর॥
কর্ণভিতে যত তাপ করেন তপন।
সুসজ্জ হইল সবে করিবারে রণ॥
সকুণ্ডল কর্ণবীরে দেখি বিদ্যমানে।
কুন্তীদেবী জানিলেন আপন নন্দনে॥
পুত্রে পুত্রে বিবাদ দেখিয়া কুন্তীদেবী।
ঘন ঘন মূর্চ্ছা যায় মহাতাপ ভাবি॥
হেনকালে কৃপাচার্য্য বলিল ডাকিয়া।
সর্ব্বলোক শুনে কহে কর্ণেরে চাহিয়া॥
এই পার্থ বীর হয় পৃথার নন্দন।
কুরুমহাবংশে জন্ম বিখ্যাত ভুবন॥
তোমার সহিত আসি করিবেক রণ।
তুমি কহ কোন্ বংশে কাহার নন্দন॥

জ্ঞাত হৈলে দোঁহাকার করাইব রণ।
সম বংশ হৈলে যুদ্ধ হয় সুশোভন ॥
নাহি অভিমান সম জয় পরাজয়।
রাজপুত্র ইতর লোকেতে যুদ্ধ নয় ॥
শুনিয়া কৃপের কর্ণ এতেক বচন।
হেঁটমুখ হৈল বীর বীরস-বদন ॥
না দিল উত্তর কিছু কর্ণ মহাবল।
বৃষ্টি হৈলে ছিন্ন যেন কমলের দল ॥
কৃপেরে চাহিয়া বলে রাজা দুর্য্যোধন।
বিবিধ প্রকারে রাজা শাস্ত্রের বচন ॥
সহজ বংশজ আর লোকে যারে পূজে।
সবা হৈতে বীর্য্যবন্ত যেই জন তেজে ॥
রাজা হৈলে পার্থ যদি করিবেন রণ।
আজি আমি কর্ণে রাজা করিব এখন ॥
অঙ্গদেশে কর্ণ আজি হবে দণ্ডধর।
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর ॥
অভিষেক-দ্রব্য আনাইল ততক্ষণে।
বসাইল কর্ণবীরে কনক-আসনে ॥
শিরেতে ধরিল ছত্র রতন-মণ্ডিত।
রাজগণে চামর ঢুলায় চারিভিত ॥
কনক-অঞ্জলি সব ফেলিল নিছিয়া।
ভীষ্ম দ্রোণ রহিলেন বিস্মিত হইয়া ॥
তবে কর্ণ মহাবীর প্রসন্নবদন।
দুর্য্যোধন প্রতি বলে হৈয়া হৃষ্টমন ॥
দিলা অঙ্গদেশেতে আমার অধিকার।
আজ্ঞা কর প্রিয় কিবা করিব তোমার ॥
দুর্য্যোধন বলে অন্য নাহি প্রয়োজন।
হইব তোমার সখা এই মম মন ॥
অচল সৌহৃদ্য ইচ্ছা তোমার সহিতে।
এই মম বাঞ্ছা আজ্ঞা কর তুমি মিতে ॥
কর্ণ বলে সখা মম সুদৃঢ় বচন।
পরম স্নেহেতে দোঁহে করি আলিঙ্গন ॥
হেনকালে অধিরথ জাতিতে সারথি।
লোকমুখে শোনে পুত্র হৈল নরপতি ॥
অধিক বয়সে সেই চলে যষ্ঠিভরে।
উঠিতে পড়িতে বুড়া যায় দেখিবারে ॥
বৃদ্ধ দেখি সব লোক ছাড়ি দিল পথ।
সভামধ্যে প্রবেশ করিল অধিরথ ॥
অধিরথে দেখি কর্ণ আস্তে ব্যাস্তে উঠি।
প্রণাম করিল শির ভূমিতলে লুঠি ॥
কর্ণ প্রণমিল অধিরথের চরণে।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেক সভাজনে ॥
পাণ্ডব জানিল, কর্ণ সূতের নন্দন।
উপহাস করি ভীম বলিল বচন ॥
অর্জ্জুন সহিত রণে হও শক্তিমন্ত।
এখন সে জানিলাম তব আদি অন্ত ॥
সভাতে সম্ভ্রমে কার্য্য কর জাতিমত।
হাতেতে চাবুক ল'য়ে চালা গিয়া রথ ॥
আরে নরাধম তোর কি বড় যোগ্যতা।
অঙ্গদেশে রাজা হও এ অদ্ভুত কথা ॥
যজ্ঞের নিকটে যদি সারমেয় যায়।
যজ্ঞের বিভাগ হবি কুকুর কি পায় ॥
ভীমবাক্য শুনি কর্ণের কাঁপে অধর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া কর্ণ চাহে দিনকর ॥
ভীমবাক্যে মহাক্রুদ্ধ হৈল দুর্য্যোধন।
অস্ত্র লৈয়া বলে দম্ভে মেঘের গর্জ্জন ॥
সখা করিলাম কর্ণে সভার ভিতর।
এ কথা কহিতে যোগ্য নহে বৃকোদর ॥
শ্রেষ্ঠ বলি ক্ষত্রমধ্যে বলিষ্ঠ যে জন।
শূরের নদীর অন্ত পায় কোনজন ॥
জল হৈতে শীতল যে না শুনি শ্রবণে।
তাহাতে জন্মিল অগ্নি দহে ত্রিভুবনে ॥
দধীচির হাড়েতে বজ্রের হৈল জন্ম।
দানব দলন করি করে সুর-কর্ম্ম ॥
কার্ত্তিকেয় জন্ম কেহ দৃঢ় নাহি জানে।
কেহ বলে শিব হৈতে কেহ বা আগুনে।
গঙ্গার নন্দন কেহ বলে কৃত্তিকার।
জন্মের নিয়ম নাহি পূজ্য সবাকার ॥
বিপ্র হৈতে ক্ষত্রজন্ম সর্ব্বকাল জানি।
ক্ষত্র হৈতে বিপ্র হৈল বিশ্বামিত্র মুনি ॥
কলসে জন্মিল দ্রোণ কৃপ শরবনে।
বশিষ্ঠ অপ্সরীপুত্র কেবা নাহি জানে ॥

তোমা সবাকার জন্ম জানি ভালমতে।
তুমি নিন্দা কর পিছে আমার সাক্ষাতে ॥
কর্ণেরে কি মত বলি লয় তোর মনে।
ক্ষিতি মধ্যে আছে কেহ এমত লক্ষণে ॥
সহজ কুণ্ডল কবচ যাহার কলেবর।
কেমনে চিত্তে লয় অধিরথের কোঙর ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ কর্ণ সম দিবাকরে।
ব্যাঘ্র কভু জন্ম লয় মৃগীর উদরে ॥
সকল পৃথিবী শোভে কর্ণে অধিকার।
কর্ণ রাজা হৈল অঙ্গদেশ কোন ছার ॥
কর্ণ-বাহুবলে সবে করিবেক পূজা।
অনুগত হইব আমরা সর্ব্ব রাজা ॥
এতেক কহিল সভামধ্যে দুর্য্যোধন।
হাহাকার শব্দ হৈল সভাতে তখন ॥
কেহ বলে ভেদাভেদ হৈল ভ্রাতৃগণ।
কেহ বলে দ্বন্দ আর নহে নিবারণ ॥
অস্ত গেল দিনকর রজনী-প্রবেশ।
রাজগণ চলি গেল যার যেই দেশ ॥
কর্ণহস্ত ধরিয়া চলিল দুর্য্যোধন।
পিছু পিছু চলে ভাই একশত জন ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব চলিল নিজ স্থান।
পাছে পাছে পরিবার করিল প্রয়াণ ॥
হর্ষান্বিত কুন্তদেবী জানিয়া কারণ।
অঙ্গদেশে রাজা হৈল আমার নন্দন ॥
দুর্য্যোধন হরষিত হইল নির্ভয়।
নিরবধি কম্প হৈত দেখি ধনঞ্জয় ॥
ত্যজিল অর্জ্জুন ভয় কর্ণেরে-পাইয়া।
যুধিষ্ঠির ভীত অতি কর্ণেরে দেখিয়া ॥
কর্ণসম বীর নাহি আর যে সংসারে।
এই ভয় সদা জাগে ধর্ম্মের অন্তরে ॥
আদিপর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

———

দ্রোণাচার্য্যের দক্ষিণা প্রার্থনা।

কতদিনে দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণ প্রতি।
দক্ষিণা আমারে দেহ বলেন সুমতি ॥
দ্রোণ বলিলেন শুন পার্থ দুর্য্যোধন।
রত্ন আদি ধনে মম নাহি প্রয়োজন ॥
পাঞ্চাল ঈশ্বর খ্যাত দ্রুপদ ভূপতি।
রণমধ্যে তারে আন বান্ধিয়া সম্প্রতি ॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা কৈল কুন্তীর নন্দন।
পূর্ব্বে সত্য কৈলা না করিতে অধ্যয়ন ॥
যেমতে পারহ আন করিয়া বন্ধন।
আমার দক্ষিণা এই শুন শিষ্যগণ ॥
এতেক শুনিয়া যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন।
সৈন্যগণ সাজিতে বলিলেন ততক্ষণ ॥
সৈন্যগণ সাজিল দেখিয়া ধনঞ্জয়।
এক রথে চড়ি যায় নির্ভয় হৃদয় ॥
করপুটে জ্যেষ্ঠেরে করেন নিবেদন।
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ ॥
আমা হৈতে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন।
তবে প্রভু পাঠাও অন্য কোন জন ॥
এতেক বলিয়া পার্থ হইয়া সত্বর।
প্রবেশ করেন ক্ষণে পঞ্চাল নগর ॥
দ্রুপদ পাইয়া অর্জ্জুনের সমাচার।
আজ্ঞা কৈল আপনার সৈন্য সাজিবার ॥
দ্রুপদ চিন্তিত অতি না জানি কারণ।
অর্জ্জুনের আগমন কোন প্রয়োজন ॥
মন্ত্রী পাঠাইয়া দিল অর্জ্জুন-গোচর।
মন্ত্রী বলে অর্জ্জুনে করিয়া যোড়কর ॥
কহ কুরুবর এলে কোন্ প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব সাধন ॥
রাজার মন্দিরে চল লহ রাজপূজা।
তোমা দরশনে বড় ইচ্ছা করে রাজা ॥
অর্জ্জুন বলেন সব হবে ব্যবহার।
রাজারে জানাও এই সংবাদ আমার ॥
অতিথির যত পূজা পাইলাম আমি।
কেবল আমারে আজি যুদ্ধ দেহ তুমি ॥
সসৈন্যে আসিতে বল সংগ্রামের স্থলে।
নহিলে অনিষ্ট বড় হইবে পঞ্চালে ॥
কহিলেন মন্ত্রী গিয়া রাজার গোচর।
শুনি ক্রোধে কম্পিত নৃদ্রুপদপবর ॥

লে নাহি [illegible]
এই মনে চিন্তে সদা [illegible] ॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র কুমতি দুর্য্যোধন।
আমারে সভাতে নিন্দ করিয়া রাজন ॥
দ্রোণ দুর্য্যোধন দুই কলহ কারণ।
যজ্ঞ করিবারে দ্বিজ কৈল নিয়োজন॥
দ্বিজবাক্য মন্ত্র বিনা নাহিক উপায়।
এত ভাবি যজ্ঞ করে পাঞ্চালের রায় ॥
অর্দ্ধেক পাঞ্চাল ভাগীরথীর দক্ষিণ।
তার অধিকারী কৈল দ্রুপদ রাজন ॥
অহিচ্ছত্রা নামে ভূমি গঙ্গার উত্তর।
অর্দ্ধেক পাঞ্চালে দ্রোণ হলেন ঈশ্বর ॥

যুধিষ্ঠিরের যৌবনরাজ্যাভিষেক।

মুনি বলিলেন রাজা কর অবধান।
অনন্তর শুন পিতামহ উপাখ্যান ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বুঝিয়া বিধান।
যুবরাজ করিতে করেন অনুমান ॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির।
সকল জনের প্রিয় ধর্ম্মশীল বীর ॥
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক কৈল যুবরাজ।
পাইল পরম প্রীতি সকল সমাজ ॥
যুধিষ্ঠির সৌজন্যেতে সবে হৈল বশ।
পৃথিবী হইল পূর্ণ ধর্ম্মপুত্র যশ ॥
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই রাজাজ্ঞা পাইয়া।
চতুর্দ্দিকে রাজগণে বেড়ায় শাসিয়া ॥
জিনিল অনেক দেশ কত কব নাম।
বহু রাজা সহ কৈল অনেক সংগ্রাম ॥
উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব জম্বুদ্বীপ আদি।
জিনিয়া আনিল যৌতে বহু রত্ন নিধি ॥
কুরুকুলে জন্মে নেই [illegible] আছিল।
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই [illegible] করিল ॥
নানা রত্নে কৈল পূর্ণ [illegible]।
পৃথিবী পূরিল [illegible] ॥
নকুল [illegible]।
কৌর[illegible]

[illegible]।
যত যত [illegible] হইল শোষণ ॥
কুরুবংশ [illegible] যত রাজগণ।
পাণ্ডব সূর্য্যেতে যেন তারা আচ্ছাদন ॥
দিনে দিনে বাড়ে তেজ [illegible]।
পাণ্ডবের কীর্ত্তি লোকে গায় অহর্নিশি ॥
ধৃতরাষ্ট্র দেখিয়া হইল [illegible]।
পাণ্ডবের যশকীর্ত্তি বাড়ে নিতি নিতি ॥
বিধির লিখন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
সংশয় হইল চিত্তে অন্ধ নরবরে ॥
মম পুত্রগণ গুণ কেহ নাহি বলে।
পাণ্ডবের যশ প্রচারিল ভূমণ্ডলে ॥
এই সব ভাবনা করয়ে অনুক্ষণ।
শয়নে নাহিক নিদ্রা, না রুচে ভোজন ॥
কুরুবংশে বৃদ্ধ মন্ত্রী জাতিতে ব্রাহ্মণ।
কণিকেরে ডাকি আনিলেন ততক্ষণ ॥
একান্তে কণিকে আনি বলিল তাহাকে।
পরম বিশ্বাস তেঁই ডাকাই তোমাকে ॥
দিবানিশি আমার হৃদয়ে নাহি সুখ।
তোমার মন্ত্রণাবলে খণ্ডিব সে দুখ ॥
পাণ্ডবের যশকীর্ত্তি বাড়ে দিনে দিনে।
চিত্ত স্থির নহে মম ইহার কারণে ॥
ইহার উপায় তুমি বলহ সত্বর।
কণিক শুনিয়া তবে করিল উত্তর ॥
আমার বচন যদি রাখ নরবর।
খণ্ডিবে সকল চিন্তা হইবে নির্ভর ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি যে কর বিচার।
মম দৃঢ় বাক্য সেই কর্ত্তব্য আমার ॥
কণিক বলিল রাজা শুন রাজনীতি।
পূর্ব্বাপর আছে যেব [illegible] ॥
কার্য্য না থাকিলে [illegible]।
আত্মবশ করি[illegible]।
আত্মছিদ্র [illegible]।
রিপুছিদ্র [illegible]।
সদা [illegible]।
[illegible]

দুর্ব্বল দেখিয়া শত্রু দয়া নাহি করি।
শরণ লইলে তবু না রাখিবে বৈরী ॥
বালক দেখিয়া শত্রু না করিবে ত্রাণ।
ব্যাধি অগ্নি রিপু জল একই সমান ॥
শত্রুকে বলিষ্ঠ দেখি বলিবে বিনয়।
অপমান আদি ক্লেশ সহিবে হৃদয় ॥
সদাই থাকিবে তারে স্কন্ধেতে করিয়া।
সময় পাইলে মার ভূমে আছাড়িয়া ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক শুন নরপতি।
বনেতে শৃগাল বৈসে বিজ্ঞ রাজনীতি ॥
এক দিন বনে চরে একটি হরিণী।
অতিশয় মাংস গায় আছয়ে গর্ব্বিণী ॥
শৃগাল দেখিয়া কহে মৃগের ঈশ্বরে।
যত্নেতেও সিংহ তারে নারে ধরিবারে ॥
শৃগাল বলিল তবে শুন সখাগণ।
ধরিব হরিণ শুন আমার বচন ॥
বলেতে সমর্থ কেহ নহিবে তাহার।
মূষিক হইতে তারে করিব সংহার ॥
শ্রান্ত আছে হরিণী শুইবে যেই স্থান।
ধীরে ধীরে মূষা তথা করিবে গমন ॥
দূরে থাকি যাবে তথা করিয়া সুড়ঙ্গ।
নিঃশব্দেতে যাবে যেন না জানে কুরঙ্গ ॥
সুড়ঙ্গ কাটিবে তার চরণ যথায়।
কাটিবা পদের শির করিয়া উপায় ॥
পদশির কাটা গেলে অশক্ত হইবে।
অবহেলে সিংহ তারে অবশ্য ধরিবে ॥
এত শুনি সম্মত হইল সর্ব্বজন।
যা বলিল জম্বুক করিল ততক্ষণ ॥
কাটা গেল পদশির মূষিক দংশনে।
হীনশক্তি দেখি সিংহ ধরিল তখনে ॥
হরিণ পড়িল সবে হরিষ বিধান।
শৃগাল আপন চিত্তে করে অনুমান ॥
সকল খাইতে মাংস করিব উপায়।
চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাহিক ধরায় ॥
ইহা ভাবি শৃগাল করিয়া যোড়কর।
নীতি বুঝাইয়া কহে সবার গোচর ॥
দেখ দৈবযোগে আজি পড়িল হরিণ।
মাংস শ্রাদ্ধ করি সবে তোষ' পিতৃগণ ॥
স্নান করি শুচি হৈয়া সবে আইস গিয়া।
ততক্ষণ মৃগ আমি রাখিব জাগিয়া ॥
বুদ্ধিমান শৃগালের যুক্তি অনুসারে।
ততক্ষণ গেল সব স্নান করিবারে ॥
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ সিংহ বলিষ্ঠ বিশেষ।
গিয়া স্নান করি আসে চক্ষের নিমেষ ॥
স্নান করি আসি সিংহ দেখয়ে জম্বুকে।
অত্যন্ত বিরসে বসি আছে হেঁটমুখে ॥
সিংহ বলে সখা কেন বিরস বদন।
স্নান করি এস মাংস করিব ভক্ষণ ॥
শৃগাল কহিল সখা কি কহিব কথা।
মূষিকের বচনে জন্মিল বড় ব্যথা ॥
মহাবলী সিংহ বলি জানে সর্ব্বজন।
আমি মারিলাম মৃগ করিবে ভক্ষণ ॥
সিংহ বলে হেন বাক্য সহে কোন্ জন।
কোন ছার মূষা হেন বলিবে বচন ॥
না খাইব মাংস আমি খাউক আপনি।
নিজ বীর্য্যবলে মৃগ ধরিব এখনি ॥
হেন বাক্য বলে তার মুখ না চাহিব।
আপন অর্জ্জিত বস্তু আপনি খাইব ॥
এত বলি গেল সিংহ গহন কাননে।
স্নান করি ব্যাঘ্র তবে আইল সেখানে ॥
আস্তে ব্যস্তে কহে শিবা শুন প্রাণসখা।
ভাগ্যেতে সিংহ তোমারে না পাইল দেখা
এখনি গেলেন তিনি তোমা ধরিবারে।
আমারে বলিল তুমি না বলিও তারে ॥
চিরকাল সখা তুমি না বলি কেমনে।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেবা লয় মনে ॥
এতেক শুনিয়া ব্যাঘ্র শৃগাল বচন।
হৃদয়ে বিস্মিত হৈয়া ভাবে মনে মন ॥
নাহি জানি কোন দোষ করিলাম তার।
কুপিয়াছে কেন, না বুঝিনু অভিপ্রায় ॥
এথায় থাকিলে হবে বড়ই প্রমাদ।
স্থান ছেয়াড়িয়া যাব কি কাজ বিবাদ ॥

ত বলি ব্যাঘ্র প্রবেশিল ঘোর বনে ।
তক্ষণে মূষিক আইল সেই স্থানে ॥
ষিকে দেখিয়া তবে যুড়িল ক্রন্দন ।
স, এস সখা তোমা করি আলিঙ্গন ॥
খা হেন নকুলের হইল কুমতি ।
াড়িতে নারিল সখা আপন প্রকৃতি ॥
াচম্বিতে সর্পসঙ্গে হৈল তার দেখা ।
ুদ্ধে হারি তার কাছে হৈল তার সখা ॥
ান করি এখানে আইল দুইজন ।
র্পেরে দিলেক মাংস করিতে ভক্ষণ ॥
াঞ্চজন মিলিয়া মারিলাম যে মৃগী ।
এখন নকুল আনে আর-এক ভাগী ॥
ুইজন মিলি গেল তোমা খুঁজিবারে ।
এথা এলে ধরিও বলিয়া গেল মোরে ॥
এত শুনি মূষিকের উড়িল পরাণ ।
অতি শীঘ্র পলাইয়া গেল অন্য স্থান ॥
হেনকালে নকুল আসিয়া উপনীত ।
ক্রোধে শিবা কহে তারে সময় উচিত ॥
সিংহ আদি তিন জন করিল সমর ।
হারিয়া আমার যুদ্ধে গেল বনান্তর ॥
তোর শক্তি থাকে যদি আসি কর রণ ।
নহিলে পলাও তুমি লইয়া জীবন ॥
সহজে নকুল ক্ষুদ্র শিবা বলবান ।
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল অন্য স্থান ॥
কণিক বলিল রাজা কর অবধান ।
এমত করিলে রাজা হয় রাজ্যবান ॥
বলিষ্ঠে বুদ্ধিতে জিনি মারিবেক বলে ।
লুব্ধজনে ধন দিয়া মারিবেক ছলে ॥
শত্রুরে পাইলে রাজা কভু না ছাড়িবে ।
জন্মাইয়া বিশ্বাস বিপক্ষে সংহারিবে ॥
জানিবেক শত্রু মম জীবনের বৈরী ।
তাহারে মারিবে আনাইয়া দিব্য করি ॥
বিশ্বাসিয়া দিব্য করি মারে শত্রু সব ।
নাহিক ইহাতে পাপ কহেন ভার্গব ॥
শত্রুরে পালন করি করিয়া বিশ্বাস ।
খচ্চরী জন্মিলে যেন গর্ভের বিনাশ ॥
এ সব বুঝিয়া রাজা করহ উপায় ।
এবে না করিলে শেষে দুঃখ পাবে রায় ॥
এত বলি কণিক চলিল নিজ ঘর ।
চিন্তিতে লাগিল মনে অন্ধ নৃপবর ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র ।
কাশীরাম দাস কহে অদ্ভুত-চরিত্র ॥

পাণ্ডবদিগের বারণাবতে গমন ।

যুধিষ্ঠির যুবরাজ সুখী সর্ব্বজন ।
স্থানে স্থানে বিচার করয়ে প্রজাগণ ॥
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির দয়ার সাগর ।
পুত্রভাবে দেখে রাজা অমাত্য কিঙ্কর ॥
যুধিষ্ঠির রাজা হৈলে সবে থাকে সুখে ।
রাজার নন্দন রাজ্য সম্ভবে তাহাকে ॥
ভীষ্ম রাজা নহিলেন সত্যের কারণ ।
ধৃতরাষ্ট্র না হইল অন্ধ দ্বি-নয়ন ॥
বিশেষ রাজার যোগ্যপাত্র যুধিষ্ঠির ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুবুদ্ধি সুধীর ॥
চলহ যাইয়া, প্রজা আছি যে যতেক ।
যুধিষ্ঠিরে রাজা করি, করি অভিষেক ॥
হাট বাট নগর চত্বরে এই কথা ।
দুর্য্যোধনে শুনিয়া জন্মিল বড় ব্যথা ॥
বিরস বদনে গেল পিতার গোচর ।
দেখিল জনক রাজা ব'সে একেশ্বর ॥
সকরুণে পিতারে বলয়ে দুর্য্যোধন ।
অবধান কর রাজা বলে প্রজাগণ ॥
অবজ্ঞায় অনাদর করিল তোমারে ।
পতি ইচ্ছা করে সবে কুন্তীর কুমারে ॥
এইমত বিচার করয়ে সর্ব্বজন ।
রাজপুত্র যুধিষ্ঠির হইবে রাজন ॥
তাহার নন্দন হৈলে সেই হবে রাজা ।
আমা সবাকারে আর না গণিবে প্রজা ॥
অকারণে হই আমি পরভাগ্যজীবী ।
অকারণে আমারে ধরিল এ পৃথিবী ॥
পুত্রের শুনিয়া রাজা এতেক বচন ।
হৃদয়ে বাজিল শেল চিন্তিত রাজন ॥

কি করিব কি হইবে চিন্তে মনে মন।
হেনকালে এল তথা দুষ্ট মন্ত্রীগণ ॥
দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
বিচারিয়া কহে কথা অন্ধরাজ প্রতি ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে অম্বিকানন্দন।
কিমতে বাহির করি পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
যখন আছিল পাণ্ডু পৃথিবীতে রাজা।
সেবকের প্রায় মম করিত সে পূজা ॥
নাম মাত্র রাজা সেই আমি দিলে খায়।
নিরবধি সমর্পয়ে যাহা যথা পায় ॥
মম আজ্ঞাবর্ত্তী হয়েছিল অনুক্ষণ।
ভাই হ'য়ে কারো ভাই না হবে এমন ॥
তাহার অধিক হয় তার পুত্রগণ।
আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া মম থাকে অনুক্ষণ ॥
দেবপ্রায় আমারে পূজেন যুধিষ্ঠির।
কোন দোষ দিয়া তারে করিব বাহির ॥
পিতৃ পিতামহ তার পুষিল সবারে।
কার শক্তি হয় বল দূর করিবারে ॥
দুর্য্যোধন বলে যাহা কহিলে প্রমাণ।
পূর্ব্বে আমি জানিয়া করিলাম বিধান ॥
যত রথী মহারথী আছে ভ্রাতৃগণ।
সবারে করিব বশ দিয়া বহুধন ॥
সেবকগণের প্রতি নাহিক বিচার।
নিশ্চয় বুঝিয়া কর্ম্ম করহ আমার ॥
নগর বারণাবত দেশের বাহির।
ভ্রাতৃ মাতৃ সহ তথা যাক যুধিষ্ঠির ॥
এথা আমি নিজ রাজ্য স্ববশ করিলে।
এস্থানে আসিবে পুনঃ কতদিন গেলে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলেন করিলা যে বিচার।
নিরবধি এই চিত্তে জাগয়ে আমার ॥
পাপ কর্ম্ম বলি ইহা প্রকাশ না করি।
গুপ্তে রাখিলাম লোকাচারে বড় ডরি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুরের ধর্ম্মচিত।
এ কথা স্বীকার না করিবে কদাচিত ॥
এই চারি জন যদি নহিবে স্বীকার।
কার্য্যসিদ্ধি হইবেক কেমন প্রকার ॥

এত শুনি পুনরপি বলে দুর্য্যোধন।
তাহার যেমন ভীষ্ম আমার তেমন ॥
অশ্বত্থমা গুরুপুত্র মম অনুগত।
দ্রোণ কৃপ সহ অশ্বত্থামার সম্মত ॥
বিদুর সর্ব্বাংশে সেবা করে পাণ্ডবেরে।
হইলে সহজে একা কি করিতে পারে ॥
তুমি ত চিন্তহ পিতা উপায় ইহার।
পাণ্ডব থাকিতে নিদ্রা নাহিক আমার ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে যদি করি দূর তারে।
অপযশ ঘুষিবেক সকল সংসারে ॥
এমন উপায় করি করহ মন্ত্রণা।
আপন ইচ্ছায় যায় নগর বারণা ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
নানা রত্ন লৈয়া গেল মন্ত্রিগণ ঘর ॥
তবে দুর্য্যোধন দিয়া বিবিধ রতন।
ক্রমে ক্রমে বশ করে সব মন্ত্রিগণ ॥
শিখাইল মন্ত্রিগণে কপট করিয়া।
নগর বরণাবত উত্তম বলিয়া ॥
সর্ব্বক্ষণ কহ সবে যাহাকে তাহাকে।
নগর বারণা সম নাহি ইহলোকে ॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি পাইয়া মন্ত্রিগণে।
সেইমত বলিতে লাগিল অনুক্ষণে ॥
কতদিনে হৈল শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।
রাজার নিকটে সব মন্ত্রিগণ বসি ॥
নগর বারণাবত পুণ্যক্ষেত্র গণি।
প্রত্যক্ষ বৈসেন তথা দেব শূলপাণি ॥
আর মন্ত্রী বলে সে জগৎ মনোরম।
নগর বারণাবত ভুবনে উত্তম ॥
আর মন্ত্রী বলে তার নাহিক তুলনা।
অমর কিন্নর তথা থাকে সর্ব্বজনা ॥
হেনমতে মন্ত্রিগণ বলেন বচন।
বিধির লিখন কর্ম্ম না হয় খণ্ডন ॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে পুণ্যক্ষেত্রবর।
দেখিব বারণাবত কেমন নগর ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন।
হৃদয় কপট মুখে অমৃত বচন ॥

ইচ্ছা যদি হয় তথা করিতে বিহার।
সঙ্গে করি লয়ে যাও যত পরিবার॥
জননী সহিত তথা পঞ্চ সহোদর।
মন সুখে রহ সবে বারণানগর॥
ধন রত্ন সঙ্গে লও যেই মনে লয়।
কত দিনে বঞ্চিয়া আইস নিজালয়॥
এত যদি ধৃতরাষ্ট্র বলে বার বার।
স্বীকার করিল রাজা ধর্ম্মের কুমার॥
দেখিবারে ইচ্ছামাত্র হইল আমার।
এখনি যাইতে বল সহ পরিবার॥
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞাবহ ধর্ম্মের নন্দন।
তার আজ্ঞা কখন না করেন লঙ্ঘন॥
যাইব বারণাবত করি অঙ্গীকার।
ধৃতরাষ্ট্র চরণে করেন নমস্কার॥
বিজ্ঞ মন্ত্রিগণে তবে করিয়া সম্ভাষ।
যুধিষ্ঠির চলিলেন জননীর পাশ॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হরিষ অন্তর।
পুরোচন মন্ত্রী বলি ডাকিল সত্বর॥
দুর্য্যোধনের বিশ্বাসী জাতিতে যবন।
একান্তে আনিয়া তারে কহিল বচন॥
তোমার সমান নাহি মন্ত্রীর ভিতরে।
পরম বিশ্বাস তেঁই ডাকি হে তোমারে॥
তোমার সহিত আমি করি যে বিচার।
অন্যজন মধ্যে ইহা না হয় প্রচার॥
নগর বারণাবতে পাণ্ডুপুত্র যায়।
তারা না যাইতে আগে যাইবে তথায়॥
খচর-সংযোগ রথে করি আরোহণ।
অতি শীঘ্র তুমি তথা করিবে গমন॥
উত্তম করিয়া স্থল করিয়া আলয়।
অগ্নিগৃহ বিরচিবে ব্যক্ত নাহি হয়॥
স্তম্ভ বিরচিয়া তাহে পুরাইবে ঘৃতে।
স্বর্ণ নিয়োজিয়া গৃহ করিবে তাহাতে॥
এমন রচিবা কেহ লক্ষিতে না পারে
নানা চিত্র বিরচিবা লোক-মনোহরে॥
জতুগৃহ বেড়িয়া করিবে অস্ত্রঘর।
মন্ত্র বিরচিয়া অস্ত্র রাখিবা ভিতর॥

জতুগৃহে কদাচিত নহিবেক ত্রাণ।
অস্ত্রগৃহে অস্ত্রবাজি হারাইবে প্রাণ॥
তার চতুর্দ্দিকে গড় খুদিবা গভীর।
লাফে যেন পার নাহি হয় ভীমবীর॥
সময় বুঝিয়া অগ্নি দিবে সে আলয়ে।
একত্র থাকিবে তবে সমস্ত সময়ে॥
ত্বরিতে চলিয়া যাও না কর বিলম্ব।
শীঘ্রগতি কর গিয়া গৃহের আরম্ভ॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রী পুরোচন।
বাহন যুড়িল রথে পবন-গমন॥
ক্ষণেকে পাইল গিয়া বারণানগর।
গৃহ বিরচিতে নিয়োজিল নিজচর॥
যেমন করিয়া কহিলেন দুর্য্যোধন।
ততোধিক গৃহ বিরচিল পুরোচন॥
ভ্রাতৃ সহ যুধিষ্ঠির সহিত জননী।
সব বৃদ্ধগণে যায় মাগিতে মেলানি॥
বাহ্লীক গাঙ্গেয় দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধারী সহিত গৃহে নারীগণ যত॥
একে একে সবা স্থানে হইয়া বিদায়।
পুরোহিত বিপ্রগণে প্রণমিল রায়॥
দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র করিল কুমতি।
সে কারণে হেন কর্ম্ম করিছে অনীতি॥
সত্যবুদ্ধি ধর্ম্মশীল পাণ্ডুপুত্রগণ।
বাহির করিয়া দেয় দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
হেন ছার নগরে রহিতে না যুয়ায়।
যথা যান যুধিষ্ঠির যাইব তথায়॥
হেতা সবে রহিবেক যত দুষ্টচিত।
মোরা না রহিব হেথা যাইব নিশ্চিত॥
এত বলি দ্বিজগণ চলিল সুমতি।
পুত্র দারা পরিবার লইয়া সংহতি॥
অগ্রসরি বিদুর গেলেন কতদূরে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন ম্লেচ্ছভাষাচারে॥
বারণাবতেতে যাও পঞ্চ সহোদর।
সাবধানে থাকিবা আছয়ে তাহে ডর॥
স্বযোনি-অন্তক যেই শীতলের রিপু।
তাহে সাবধানেতে রাখিবা সবে বপু॥

এত বলি বিদুর করিল আলিঙ্গন।
স্নেহবশে শিরে ধরি করিল চুম্বন ॥
নয়নের নীর ঝরে ভাবে গদগদ।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই প্রণমিল পদ ॥
বাহুড়িয়া বিদুর চলিল নিজালয়।
বারণা গেলেন পঞ্চপাণ্ডুর তনয় ॥
প্রবেশ করেন গিয়া নগর ভিতর।
অগ্রসরি নিল যত নগরের নর ॥
হেনকালে পুরোচন করে নমস্কার।
ভূমিষ্ঠ হইয়া যেন রাজ-ব্যবহার ॥
করযোড় করি দুষ্ট পুরোচন কহে।
এথায় রহিলে কেন চল নিজ গৃহে ॥
তব আগমন শুনি করিনু মণ্ডন ॥
বিলম্ব না কর তুমি দিন শুভক্ষণ ॥
এত শুনি হৃষ্ট হৈয়া পঞ্চ সহোদর।
জননী সহিত গিয়া প্রবেশেন ঘর ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ মনোহর সে আলয়।
দেখি হৃষ্ট হইলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
তবে কতক্ষণে পুরী করি নিরীক্ষণ।
ভীমে দেখি যুধিষ্ঠির বলেন বচন ॥
গৃহের পরীক্ষা, দেখি লও বৃকোদর।
মম মনে বিশ্বাস না হয় এই ঘর ॥
বৃকোদর নিলেন সে ঘরের আঘ্রাণ।
জানিলেন ঘর জতুঘৃতের নির্ম্মাণ ॥
বৃকোদর বিস্মিত কহেন যুধিষ্ঠিরে।
জৌঘৃত-সরিষা-তৈল গন্ধ পাই ঘরে ॥
প্রত্যক্ষ অগ্নির ঘর ইথে নাহি আন।
আমা সবা দহিবারে করেছে নির্ম্মাণ ॥
পথে দেখিলাম যত অনুচরগণ।
এই সব দ্রব্য এনেছিল অনুক্ষণ ॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে প্রমাণ হইল।
আসিতে যবনভাষে বিদুর বলিল ॥
বিশ্বাস করিয়া সবে থাকিলে এ ঘরে।
অচেতন হইব সকলে নিদ্রাভরে ॥
তখন অনল ইথে দিবে পুরোচন।
হেন বুদ্ধি করিয়াছে দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥

ভীম বলিলেন ত্যজি অনলের ঘর।
পুনরপি যাই চল হস্তিনাগরর।
যুধিষ্ঠির বলিলেন নহে সুবিচার।
এই কথা লোকে ভাই হইবে প্রচার ॥
দুর্য্যোধন বিচার করিবে নিজ চিতে।
নিশ্চয় আমার কার্য্য পারিল জানিতে ॥
সৈন্যগণ সাজি দুষ্ট করিবেক রণ।
তার হাতে সর্ব্ব সৈন্য সর্ব্ব রত্ন ধন ॥
কি কার্য্য বিবাদে ভাই না যাব তথায়।
নির্ধন সিংসৈন্য আমি নাহিক সহায় ॥
সাবধান হৈয়া এই গৃহেতে বঞ্চিব।
আমরা জানি যে ইহা কারে না বলিব ॥
পঞ্চভাই একত্রে না র'ব কোন স্থলে।
হেথা হৈতে পলাইব কতদিন গেলে ॥
অনুক্ষণ মৃগয়া ক'রিব পঞ্চজন।
পথ ঘাট জ্ঞাত হব' বন উপবন ॥
সব জ্ঞাত হব' আমি কেহ নাহি জানে।
হেনমতে বিচারে রহিল ছয় জনে ॥
হেথায় আকুল চিত্ত বিদুর সুমতি।
নিরন্তর অনুশোচে পাণ্ডবের প্রতি ॥
কি মতে বাহির হবে জৌগৃহ হইতে।
নিশ্চয় যাইবে কেহ না পারে লক্ষিতে ॥
বিচারিয়া বিদুর করিল অনুমান।
খনক আনিল জানে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ ॥
খনক সুবুদ্ধি বড় বিদুরে বিশ্বাস।
সকল কহিয়া পাঠাইল ধর্ম্মপাশ ॥
খনক করিল যুধিষ্ঠিরে নমস্কার।
ধীরে ধীরে কহে বিদুরের সমাচার ॥
পাঠাইল বিদুর আমারে তব কাছে।
ভূমি খনিবার বিদ্যা আমার যে আছে ॥
একান্তে কহিল মোরে ডাকি নিজ পাশ।
দুর্য্যোধন-লোক বলি না যাবে বিশ্বাস ॥
অতএব এই চিহ্ন কহিল আমারে।
আসিতে কি ম্লেচ্ছভাষে কহিল তোমারে।
যুধিষ্ঠির শুনিয়া করিলেন আশ্বাস।
জানিলাম তোমারে নাহিক অবিশ্বাস ॥

বিদুরের প্রিয় তুমি তেঁই পাঠাইল।
তুমি যে বিদুর তুল্য আজি জানা গেল॥
আমা সবাকার ভাগ্যে হৈলে উপনীত।
সবধানে দেখ দুষ্ট কৌরব-চরিত॥
স্বর্ণ জতুগৃহ বাঁশ-সংযোগে রচিত।
যন্ত্রের খিলনি কৈল গৃহ চতুর্ভিত॥
করে চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত গভীর বিস্তার।
অক্ষৌহিণীবলে পুরোচন রাখে দ্বার॥
এইরূপে পড়িয়াছি বিপদ-বন্ধনে।
উপায় করিয়া মুক্ত কর ছয় জনে॥
লোকে যেন নাহি জানে সব বিবরণ।
হেন বুদ্ধি কর তুমি হও বিচক্ষণ॥
শুনিয়া খনক তবে করিল উত্তর।
খুদিতে লাগিল গর্ত্ত গৃহের ভিতর॥
সুড়ঙ্গের মুখে দিল কপাট উত্তম।
উপরে মৃত্তিকা দিয়া কৈল ভূমি সম॥
চতুর্দ্দিকে ছিল গর্ত্ত অতীব গভীর।
ততোধিক তথায় খনিল মহাবীর॥
গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত খনক খনি গেল।
সম্পন্ন করিয়া কার্য্য আসি নিবেদিল॥
শুনিয়া হরিষ চিত্ত পঞ্চ সহোদর।
প্রণমিয়া খনক চলিল নিজ ঘর॥
সাবধানে রহে সদা ভাই ছয়জন।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বন উপবন॥
বৎসরেক জতুগৃহে করিল নিবাস।
পুরোচন জানিল যে হইল বিশ্বাস॥
পুরোচন মন বুঝি ধর্ম্মের নন্দন।
ভাইগণে আনিয়া বলিল ততক্ষণ॥
আমা সবা বিশ্বাস জানিল পুরোচন।
সাবধান হইয়া থাকিব ছয়জন॥
আজি রাত্রি অগ্নি দিবে বুঝি পুরোচন।
বিদুরের কথা ভাই চিন্তহ এখন॥
ভীম বলে দিবসে করিতে নারে বল।
রাত্রি হৈলে পাবে দুষ্ট আপনার ফল॥
কুন্তীদেবী শুনিয়া বলেন পুত্রগণে।
পলাইয়া কোথায় ভ্রমিবে বনে বনে॥
ভালমতে কর আজি ব্রাহ্মণ-ভোজন।
ক্ষুধিত বিপ্রেরে তোষ' দিয়া বহু ধন॥
মাতার আজ্ঞায় আনাইল দ্বিজগণ।
কুন্তীদেবী করাইল ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
ভোজন করিয়া দ্বিজ গেল সর্ব্বজন।
অন্ন হেতু আইল যতেক দুঃখীগণ॥
পঞ্চ পুত্রসহ এক নিষাদ-গৃহিণী।
অন্ন হেতু আসে যথা কুন্তীঠাকুরাণী॥
পুত্রগণে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন তায়।
আপন দুঃখের কথা নিষাদী জানায়॥
দিনকর অস্ত গেল নিশা প্রবেশিল।
যথাস্থানে সর্ব্বলোক শয়ন করিল॥

—

জতুগৃহ-দাহ।

পরিবার লয়ে গৃহে শোয় পুরোচন।
কত রাত্রে হইল নিদ্রায় অচেতন॥
বৃকোদরে আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
পুরোচনদ্বারে অগ্নি দাও এইক্ষণ॥
বৃকোদর পুরোচনদ্বারে অগ্নি দিল।
অগ্নি দিয়া মাতৃসহ গর্ত্তে প্রবেশিল॥
মাতৃসহ পঞ্চভাই শীঘ্রগতি চলে।
হেথা জতুগৃহ ব্যাপ্ত হইল অনলে॥
অগ্নির পাইয়া শব্দ গ্রামবাসিগণ।
জল লৈয়া চতুর্দ্দিকে ধায় সর্ব্বজন॥
নিকটে যাইতে শক্তি নহিল কাহার।
চতুর্দ্দিকে ভ্রমে লোক ক'রে হাহাকার॥
জোয়ৃত তৈলের গন্ধ চতুর্দ্দিকে ধায়।
জতুগৃহ বলিয়া যে লোকে টের পায়॥
দুষ্ট কর্ম্ম কৈল ধৃতরাষ্ট্র দুরাচার।
কপটে দহিল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার॥
ধর্ম্মশীল পঞ্চ ভাই নহে অপরাধী।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বগুণনিধি॥
তবে সবে জানিল পুড়িল পুরোচন।
ভাগ্য ভাগ্য বলিয়া বলেন সর্ব্বজন॥
নির্দ্দোষগণেরে হিংসা করে যেই জন।
এইরূপ শাস্তি তারে দেন নারায়ণ॥

এত বলি কান্দে যত নগরের লোক।
পাণ্ডবের গুণ স্মরি করে বহু শোক ॥
জননী সহিত হেথা পাণ্ডুর নন্দন।
সুড়ঙ্গে বাহির হৈয়া প্রবেশিল বন ॥
ঘোর অন্ধকার নিশা গহন কানন।
লতা বৃক্ষ কণ্টকেতে যায় ছয় জন ॥
চলিতে অশক্ত কুন্তী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র কোমল শরীর ॥
কতদূর গিয়া কুন্তী হন অচেতন।
শীঘ্রগতি যাইতে না পারে পঞ্চ জন ॥
তবে বৃকোদর নিল মায়ে স্কন্ধে করি।
দুই স্কন্ধে মাদ্রীপুত্র হস্তে দোঁহা ধরি ॥
বায়ুবেগে যান ভীম সহ পঞ্চজনে।
বৃক্ষ শিলা চূর্ণ হয় ভীমের চরণে ॥
অতি শীঘ্রগতি যায় ভীম মহাবীর।
নিশাযোগে উত্তরিল জাহ্নবীর তীর ॥
গভীর গঙ্গার জল অতি সে বিস্তার।
দেখি হৈল চিন্তিত কেমনে হৈব পার ॥
চিন্তিত ভোজরে পুত্রী পঞ্চ সহোদর।
গঙ্গাজল পরিমাণ করে বৃকোদর ॥
হেনকালে দিব্য এক আইল তরণী।
পবন গমন তাহে শোভে পতাকিনী ॥
নৌকায় কৈবর্ত্ত বিদুরের অনুচর।
না জানিয়া পঞ্চ ভাই চিন্তিত অন্তর ॥
দূরে থাকি কৈবর্ত্ত করিল নমস্কার।
কহিতে লাগিল বিদুরের সমাচার ॥
আমারে পাঠায়ে দিল পরম যতনে।
তোমা সবা পার করিবারে নৌকাসনে ॥
অবিশ্বাসী নহি আমি বিদুরের জন।
সঙ্কেতে আমারে পাঠাইল সে কারণ ॥
যখন আইলা সবে বারণানগর।
ম্লেচ্ছভাষে তোমারে সে কহিল উত্তর ॥
যাহে জন্ম তাহে ভক্ষ্য শীতল বিনাশে।
ইহার আছয়ে ভয় যাহ সেই দেশে ॥
এই চিহ্ন বলি মোরে আসিবার কালে।
পাঠাইল করিবারে পার গঙ্গাজলে ॥
তাহার বচন শুনি বিশ্বাস জন্মিল।
ছয় জন গিয়া, নৌকা আরোহণ কৈল ॥
চালাইল নৌকা তবে পবন গমনে।
পুনরপি কহে দাস বিদুর বচনে ॥
বিদুর কহিল এই করুণ বচন।
হেথা থাকি শিরে ঘ্রাণ করি আলিঙ্গন ॥
কিছুকাল অজ্ঞাতে বঞ্চহ কোন স্থান।
দুঃখ ক্লেশ সহি কর কালের হরণ ॥
এই কথা কহিতে হইল গঙ্গাপার।
কূলে উঠিলেন সবে পাণ্ডুর কুমার ॥
বলেন কৈবর্ত্ত প্রতি ধর্ম্মের নন্দন।
বিদুরে কহিবে গিয়া এই নিবেদন ॥
বিষম প্রমাদ হৈতে সবে হৈনু পার।
তোমা হৈতে পাণ্ডবের বন্ধু নাহি আর ॥
তোমার উপায় হেতু রহিল জীবন।
পুনঃ ভাগ্য হইলে হইবে দরশন ॥
এত বলি কৈবর্ত্তে করিল মেলানি।
বনেতে প্রবেশ কৈল প্রভাত রজনী ॥
গঙ্গার দক্ষিণে যান কুন্তীর নন্দন।
উত্তরে বাহিয়া নৌকা গেল সে তখন ॥
এখানে প্রভাত হৈলে নগরের লোক।
জতুগৃহ নিকটে আসিয়া করে শোক ॥
জল দিয়া নিভাইল যে ছিল অনল।
ভস্ম উলটিয়া সবে নিরখে সকল ॥
দ্বারমধ্যে দেখিল পুড়িল পুরোচন।
তাহার সুহৃদ যত ভাই বন্ধুগণ ॥
জতুগৃহ দ্বারে তবে গেল ততক্ষণ।
দেখিল অনলে দগ্ধ আছে ছয় জন ॥
দেখিয়া সকল লোক হাহাকার করে।
গড়াগড়ি দিয়া পড়ে ভূমির উপরে ॥
হায় হায় কোথা কুন্তী মাদ্রীর নন্দন।
নিরখিয়া সর্ব্বলোক করয়ে ক্রন্দন ॥
এই কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন।
জতুগৃহ করিতে আইল পুরোচন ॥
দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র সেও ইহা জানে।
কপট করিয়া দগ্ধ কৈল পুত্রগণে ॥

এই ক্ষণে আমা সবাকার এই কায।
লোক পাঠাইয়া দেহ হস্তিনার মাঝ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বল না করিও কিছু ভয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর হলো দুরাশয়॥
হস্তিনানগরে দূত গেল শীঘ্রগতি।
জানাইল সমাচার অন্ধরাজ প্রতি॥
জৌতুগৃহে ছিলেন কুন্তী পাণ্ডুর নন্দন।
নিশাযোগে অগ্নি তাহে দিল কোন্ জন॥
পুত্রসহ কুন্তীদেবী হইল দাহন।
পরিবারসহ দগ্ধ হৈল পুরোচন॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন।
ক্ষণেক নিঃশব্দ হৈয়া করিল ক্রন্দন॥
হাহা কুন্তী যুধিষ্ঠির ভীম ধনঞ্জয়।
হাহা সহদেব আর নকুল দুর্জ্জয়॥
বহুবিধ বিলাপ করয়ে অন্ধবর।
সমাচার গেল অন্তঃপুরীর ভিতর॥
গান্ধারী প্রভৃতি ছিল যত নারীগণ।
শোকেতে আকুল সবে করয়ে ক্রন্দন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বাহ্লীক বিদুর।
পাণ্ডবের মৃত্যু শুনি শোকেতে আকুল॥
নগরের সব লোক কান্দয়ে শুনিয়া।
পাণ্ডবের গুণ সব হৃদয়ে স্মরিয়া॥
কেহ ডাকে যুধিষ্ঠির কেহ বৃকোদর।
কেহ ধনঞ্জয় কেহ মাদ্রীর কুমার॥
হাহা কুন্তী বলি কেহ করয়ে ক্রন্দন।
এই মত নগরে কান্দয়ে সর্ব্বজন॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র শ্রাদ্ধ করিল বিধান।
ব্রাহ্মণের দিল বহুরত্ন ধেনু দান॥
এথায় পাণ্ডবগণ ভুঞ্জি অতি ক্লেশ।
হিড়িম্বের অরণ্যেতে করিল প্রবেশ॥
পথশ্রম আর ভয় ক্ষুধা তৃষ্ণা যত।
কহেন ডাকিয়া কুন্তী প্রতি পঞ্চসুত॥
বহুদূর আইলাম অরণ্য ভিতর।
তৃষ্ণায় আকুল, নাহি চলে কলেবর॥
যাইতে না পারি আর বিনা জলপানে।
কতক্ষণ বিশ্রাম করহ এই স্থানে॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
না জানি মরিল কিবা জীয়ে পুরোচন॥
দুষ্ট দুরাচার দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা।
এই সমাচার পাছে কহে কোন জনা॥
তবে ত সাজিয়া সব আসিবে হেথায়।
কি করিব তবে পুনঃ করহ উপায়॥
ভীম বলে নিঃশব্দে থাকহ এইস্থানে।
পশ্চাতে যাইব তৃপ্ত হৈলে জলপানে॥
অন্য সর্ব্বজনেরে রাখিয়া বটমূলে।
জলে অন্বেষণে ভীম ভ্রমে নানা স্থলে॥
জলচর শব্দ বীর শুনি কত দূরে।
শব্দ অনুসারে গেল জল আনিবারে॥
জলেতে নামিয়া ভীম কৈল স্নান পান।
জল লইবারে ভীম নাহি পায় স্থান॥
স্থল না পাইয়া ভীম বস্ত্র ভিজাইল।
বসনে করিয়া জল লইয়া চলিল॥
দুই ক্রোশ গিয়াছিল জলের কারণ।
ক্ষণমাত্রে পুনঃ এল পবন-নন্দন॥
দেখিল সকলে নিদ্রাগত অচেতন।
কহিতে লাগিল ভীম বিলাপ বচন॥
বিচিত্র পালঙ্কোপরি শয্যা মনোহর।
নিদ্রা নাহি হয় যাঁর তাহার উপর॥
হেন মাতা গড়াগড়ি যায় ধরাতলে।
হরি হরি বিধি হেন লিখিল কপালে॥
কমল অধিক যার কোমল শরীর।
হেন ভাই ভূমিতলে লোটায় শরীর॥
তিন লোক ঈশ্বরের যোগ্য যেইজন।
সহজ মানুষ প্রায় ভূমিতে শয়ন॥
অর্জ্জুন সমান বীর্য্যবন্ত কোন জন।
হেন ভাই কৈল হায় ধরাতে শয়ন॥
সুন্দর নকুল সহদেব অনুপম।
বীর্য্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত সর্ব্বগুণধাম॥
এরূপ দুর্গতি নাহি হয় কোন জনে।
দুষ্টবুদ্ধি জ্ঞাতি দুর্য্যোধনের কারণে॥
আপদে তরয়ে লোক জ্ঞাতির সহায়।
বনে যেন বৃক্ষে বৃক্ষে বাতে রক্ষা পায়॥

দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার হৈল জ্ঞাতিবৈরী।
গৃহ ত্যজি যার হেতু বনে বনচারী ॥
দুর্য্যোধন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
ধৃতরাষ্ট্র সেও দুষ্ট করিল অনীতি ॥
ধর্ম্মেরে না করে ভয় রাজ্যে লুব্ধ মন।
পাপেতে নিমগ্ন হৈল দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
পুণ্যবলে নাহি দুষ্ট জীয়ে দেববলে।
কোন দেব বরদায়ী হৈল হেনকালে ॥
সে কারণে আজ্ঞা না করেন যুধিষ্ঠির।
নতুবা গদার বাড়ি লোটাই শরীর ॥
কোন্ মন্ত্র মহৌষধি কৈল কোন্ জন।
সে কারণে রহে দুষ্ট তোমার জীবন ॥
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠিরে করে পাপাচার।
সে কারণে এত দুঃখ আমা সবাকার ॥
কোন কর্ম্মে অশক্ত যে ইহ মোরা সব।
তবু আজ্ঞা না করেন মারিতে কৌরব ॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল বৃকোদরে।
দুই চক্ষু লোহিত কচালে দুই করে ॥
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া দেখে ভ্রাতৃগণে।
নিদ্রা ভঙ্গ না করেন বিচারিয়া মনে ॥
হেনকালে হিড়িম্বা নামেতে নিশাচর।
বিপুল বিস্তার কায় লোকে ভয়ঙ্কর ॥
দন্তপাটি বিদাকাটি জিহ্বা লহ লহ।
দীর্ঘকর্ণ রক্তবর্ণ চক্ষু কূপগৃহ ॥
কৃষ্ণ অঙ্গ অতি ব্যঙ্গ শিরা দীর্ঘতর।
সেই কালে ছিল ভাল মহীর উপর ॥
পেয়ে গন্ধ হ'য়ে অন্ধ চতুর্দ্দিকে চায়।
চন্দ্রপ্রভা মুখশোভা জলরুহ প্রায় ॥
সুশোভন ছয় জন দেখি বটমূলে।
দুষ্টমতি স্বসা প্রতি নিশাচর বলে ॥
চিরদিন ভক্ষ্যহীন থাকি উপবাসে।
দৈবযোগে দেখ আজি আইল মানুষে ॥
সুপ্রভাত অকস্মাৎ মাংস উপনীত।
ছয় জনে মম স্থানে আনহ ত্বরিত ॥
নাহি ভয় নিজালয় যাও শীঘ্রগতি।
মোর বন কোন্ জন বিরোধিবে সতী ॥

ভ্রাতৃকথা শুনি তথা চলিল রাক্ষসী।
বীরবর বৃকোদর যথা আছে বসি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

——

পাণ্ডবের নিকট হিড়িম্বার আগমন। হিড়িম্ব রাক্ষস বধ। হিড়িম্বার বিবাহ ও ঘটোৎকচের জন্ম।

ভীম হিড়িম্বাতে হয় কথোপকথন।
দূরে থাকি হিড়িম্ব করয়ে নিরীক্ষণ ॥
বসিয়াছে হিড়িম্বা ভীমের বামদিকে।
ভুবনমোহন রূপ বিদ্যুৎ ঝলকে ॥
কবরী বেড়িয়া দিব্য কুসুমের মালে।
মাণিক প্রবাল মুক্তা হার তার গলে ॥
বসন ভূষণ দিব্য নূপুর কঙ্কণ।
স্বর্গবিদ্যাধরী মোহে নবীন যৌবন ॥
ভগিনীরে ডাক দিয়া বলয়ে হিড়িম্ব।
এই হেতু এতক্ষণ তোমার বিলম্ব ॥
ধিক্ তোর জীবনে কুলের কলঙ্কিনী।
মনুষ্য স্বামীতে লোভ করিলি পাপিনী ॥
মম ক্রোধ তোমার হইল পাসরণ।
মম ভক্ষ্য ব্যাঘাত করিলি সে কারণ ॥
এই হেতু অগ্রে তোরে করিব সংহার।
পশ্চাৎ এ সব জনে করিব আহার ॥
এত বলি যায় হিড়িম্বারে মারিবারে।
নয়ন লোহিত দন্ত কড়মড় করে ॥
ভীম বলে রাক্ষসা রে তোর লাজ নাই।
ভগিনীরে পাঠাইলি পুরুষের ঠাঁই ॥
তুই পাঠাইলি তেঁই আইল হেথায়।
মদনের বশ হৈয়া ভজিল আমায় ॥
কামপত্নী আমার হইল তোর স্বসা।
মম বিদ্যমানে দুষ্ট বলিস দুর্ভাসা
মারিবারে চাহিস, করিস অহঙ্কার।
এইক্ষণে পাঠাইব যমের দুয়ার ॥
মাতা ভ্রাতা শুইয়া যে নিদ্রায় বিহ্বল।
নিদ্রাভঙ্গ হইবেক না করিস গোল ॥

ভীমের বচনেতে রাক্ষস নাহি থাকে।
উদ্ধবাহু যায় মারিবারে হিড়িম্বাকে॥
ধরিয়া কুন্তীর পুত্র দুই হাত ধরে।
এক টানে ফেলে অষ্ট ধনুক অন্তরে॥
মহাবল রাক্ষস উঠিয়া তাড়াতাড়ি।
বৃকোদরে ধরিলেক করিয়া আঁকাড়ি॥
বায়ুর নন্দন ভীম অতি ভয়ঙ্কর।
পরম আনন্দ যার পাইলে সমর॥
দুইজনে টানাটানি ধরি ভুজে ভুজে।
শুণ্ডে শুণ্ডে টানাটানি যেন করে গজে॥
দুই মত্তসিংহ যেন করে সিংহনাদ।
মেঘের নিস্বন যেন করয়ে আহ্লাদ॥
দোঁহাকার আস্ফালনে ভাঙ্গে বৃক্ষগণ।
পলায় কাননবাসী ত্যজিয়া কানন॥
কাননে পূরিল শব্দ দোঁহার গর্জ্জনে।
নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া উঠিল পঞ্চজনে।
আছে হিড়িম্বা নিন্দিত বিদ্যাধরী।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল ভোজের কুমারী॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া কুন্তী উঠি শীঘ্রগতি।
মৃদুভাষে জিজ্ঞাসেন হিড়িম্বার প্রতি॥
কে তুমি কোথায় হৈতে আইলে গো হেথা।
অপ্সরা নাগিনা কিবা বনের দেবতা॥
হিড়িম্বা প্রণাম করি কুন্তী প্রতি বলে।
জাতিতে রাক্ষসী আমি নিবাস এস্থলে॥
এই বন-নিবাসী হিড়িম্বা নিশাচর।
মহাযোদ্ধা বীর সে আমার সহোদর॥
পঞ্চ পুত্র সহ তোমা ধরি লইবারে।
ভাই মোরে পাঠাইয়া দিল হেথাকারে॥
পরম সুন্দর দেখি তোমার তনয়।
কামে বশ হৈয়া আমি ভজিলাম তায়॥
বিলম্ব দেখিয়া মম আসি মম ভাই।
তোমার পুত্রের সহ যুঝে দেখ ওই॥
হিড়িম্বার মুখে শুনি এতেক উত্তর।
চারি ভাই ভীম স্থানে চলিল সত্বর॥
ভীম হিড়িম্বাতে যুদ্ধ না যায় বর্ণন।
যুগল পর্ব্বত প্রায় দেখে দুইজন॥

যুদ্ধে ধূলি ধূসর দোঁহার কলেবর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিত যেন গিরিবর॥
দুইভিতে দোঁহাকারে টানে দুইজন।
নিশ্বাস পবন ঝড়ে উড়ে বৃক্ষগণ॥
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
রাক্ষসের ভয় নাহি করিও এখন॥
তোমা সহ রাক্ষসের হৈয়াছে বিবাদ।
নিদ্রায় ছিলাম এত না জানি প্রমাদ॥
সবে মিলি রাক্ষসেরে করিব সংহার।
এত শুনি বলে ভীম পবনকুমার।
কি কারণে সন্দেহ করহ মহাশয়।
এইক্ষণে বিনাশিব রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
পথিক লোকের প্রায় দেখ দাঁড়াইয়া।
এত বলি দিল লাফ ভুজ প্রসারিয়া॥
অর্জ্জুন বলেন বহু করিলা বিক্রম।
রাক্ষসের যুদ্ধে বহু হৈল পরিশ্রম॥
বিশ্রাম করহ তুমি থাকিয়া অন্তরে।
আমি বিনাশিব ভাই এই নিশাচরে॥
অর্জ্জুন বচনে ভীম অধিক কুপিল।
চুলে ধরি হিড়িম্বারে ভূমেতে ফেলিল॥
চড় আর চাপড় মুষ্টিক পদাঘাত।
পশ্বিবৎ করি তারে করিল নিপাত॥
মধ্যদেশ ভাঙ্গিয়া করিল দুইখান।
দেখাইল নিয়া সব ভ্রাতৃ বিদ্যমান॥
পরস্পর আলিঙ্গন পঞ্চ সহোদরে।
প্রশংসিল ভ্রাতৃ সব বীর বৃকোদরে॥
অর্জ্জুন বলেন তবে চাহি যুধিষ্ঠিরে।
এই ত নিকটে গ্রাম নহে বহুদূরে॥
এই সমাচার যদি শুনে কোনজন।
লোকমুখে বার্ত্তা তবে পাবে দুর্য্যোধন॥
সে কারণে ক্ষণেক রহিতে না যুয়ায়।
শীঘ্র চল অন্য স্থানে ত্যজিয়া হেথায়॥
হেন মতে যুক্তি করি পাণ্ডব তখন।
মাতা সহ শীঘ্রগতি করেন গমন॥
হিড়িম্বা চলিল তবে কুন্তীর সংহতি।
হিড়িম্বা দেখিয়া ক্রোধে বলয়ে মারুতি॥

[illegible] কাহিনী [illegible]।
দনব কহিয়া [illegible]
অনেক সঙ্কটে [illegible]
যত কৈল অগোচর নাহিক আমার।
সে কারণে দেখিবারে আইনু হেথায়॥
দুঃখ না ভাবিও বধূ স্থির কর মন।
অচিরে হইবে তব দুঃখ বিমোচন॥
তব পুত্রগণ গুণ না জানহ তুমি।
মম অগোচর নাহি সব জানি আমি॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে জিনিবে সকলে।
বিভব করিবে সাগরান্ত ভূমণ্ডলে॥
এক্ষণে যে বলি আমি শুন সাবধানে।
বহু দুঃখ পেলে, বহু ভ্রমিলে কাননে॥
নিকটে নগর এই একচক্রা নাম।
কিছুদিন রহি হেথা করহ বিশ্রাম॥
গুপ্তবেশে এই স্থানে থাক ছয়জনে।
তাবৎ থাকহ আমি না আসি যত দিনে॥
ব্রাহ্মণের গৃহে রহিলেন ছয়জন।
স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মহাতপোধন॥
পুণ্যকথা ভারতের অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

এক চক্রানগরে যুধিষ্ঠিরাদির স্থিতি ও বক বধ।

রহেন ব্রাহ্মণগৃহে পাণ্ডুপুত্রগণ।
নগরে প্রবেশ নিত্য ভিক্ষার কারণ॥
ভিক্ষা করি আসি সবে দিবা অবসানে।
যে কিছু পায়েন দেন জননীর স্থানে॥
জননী করিয়া পাক দেন সবাকারে।
অর্দ্ধেক করিয়া দেন বীর বৃকোদরে॥
মাতা সহ অর্দ্ধ খান চারি সহোদর।
তথাপি ও তৃপ্তি নহে বীর বৃকোদর॥
হেনমতে বিপ্রগৃহে বঞ্চে বহুক্লেশে।
ভিক্ষা করি আনি দেন ব্রাহ্মণের বেশে॥
একদিন গৃহেতে রহিল বৃকোদর।
ভিক্ষাতে গেলেন আর চারি সহোদর॥
আচম্বিতে বিপ্রগৃহে [illegible] শুনি।
বিলাপ করিয়া [illegible]॥

[illegible] যাইতে হইয়া।
কহিলেন নিকটেতে ভীমেরে [illegible]॥
এতদিন বিপ্রগৃহে আছি যে [illegible]।
পরম সাহায্য বিপ্র করিল বিপদে॥
এখন বিপদগ্রস্ত হইল ব্রাহ্মণ।
অবশ্য বিপদে তাঁরে করহ রক্ষণ॥
উপকারী জনে যে সাহায্য নাহি করে।
পরলোকে পাপ হয় অযশ সংসারে॥
ভীম বলিলেন মাতা জিজ্ঞাস ব্রাহ্মণে।
শক্তি অনুসারে রক্ষা করিব এক্ষণে॥
ভীমের আশ্বাস পেয়ে যান কুন্তীদেবী।
বৎসের বন্ধনে যেন ধায় ত সুরভি॥
ব্রাহ্মণ কাতর হৈয়া বলে ব্রাহ্মণীরে।
এই হেতু পূর্ব্বে কত বলিনু তোমারে॥
রাক্ষসের উপদ্রব যেই দেশে হয়।
সে দেশে বসতি কভু উপযুক্ত নয়॥
পিতা মাতা স্নেহে তুমি লঙ্ঘিলা বচন।
তাহার উচিত দুঃখ পাইলে এখন॥
কি করিব উপায় না দেখি যে ইহার।
কোন বুদ্ধি করিব না দেখি প্রতিকার॥
তুমি ধর্ম্মপত্নী হও আমার গৃহিণী।
সর্ব্ব ধর্ম্মবিশারদা সুখপ্রদায়িনী॥
বিশেষ বালক পুত্র আছে যে তোমার।
তোমা বিনা মুহূর্ত্তেক না জীবে কুমার॥
অরণ্যের প্রায় দুঃখ হবে তোমা বিনে।
জীয়ন্তে হইবে মরা তোমার মরণে॥
আপনা রাখিয়া তোমা দিব রাক্ষসেরে।
অপযশ হবে আমা [illegible] ভিতরে॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী এই কন্যা সুবদনী।
কন্যার রাক্ষসেরে দিলে [illegible] কাহিনী॥
কন্যা জন্ম হৈলে পিতৃলোকে [illegible]
দান [illegible]॥
ইহা [illegible] রাক্ষসে [illegible]।
কিন্তু [illegible]
আপনি [illegible]।
এত [illegible]

ব্রাহ্মণী বলেন প্রভু কেন দুঃখ ভাব।
তোমরা থাকহ আমি সুখে তথা যাব ॥
তুমি যদি যাবে তথা একে হবে আর।
একেবারে মজিবে সকল পরিবার ॥
আমি সহমৃতা হব তোমার মরণে।
অনাথ হইবে কন্যা পুত্র দুইজনে ॥
তবে কদাচিত যদি রাখিব জীবন।
কি শক্তি আমার শিশু করিতে পালন ॥
তোমা বিনা অনাথ হইব তিন জনে।
অনাথের বেশী কষ্ট হবে দিনে দিনে ॥
দরিদ্র দেখিয়া তবে অকুলীন জন।
এই কন্যা বরিবেক দিয়া কিছু ধন ॥
অল্পকালে এই পুত্র হইবে ভিক্ষুক।
কুলধর্ম্ম আর বেদে হইবে বিমুখ ॥
বলিষ্ঠ দুর্ম্মুখ লোক কামে মুগ্ধ হবে।
অনাথা দেখিয়া মোরে বলে আকর্ষিবে ॥
বিবিধ দুর্গতি হবে তোমার বিহনে।
অনুচিত তোমার যাইতে সে কারণে ॥
অপত্য নিমিত্ত তুমি করিলে সংসার।
পুত্র কন্যা দুই গুটি হ'য়েছে তোমার ॥
আমি বিনা গৃহস্থালী হবে আর বার।
তোমার বিহনে সর্ব্ব হবে ছারখার ॥
ভার্য্যার পরম ধর্ম্ম স্বামীর সেবন।
স্বামী বিনা অকারণ নারীর জীবন ॥
সঙ্কটে তারয়ে স্বামী দিয়া আপনাকে।
ভুঞ্জয়ে অক্ষয় স্বর্গ যশ ইহলোকে ॥
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত নানাবিধ দান।
স্বামীর প্রসাদে হয় সর্ব্বত্র সম্মান ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম আছে ইথে শাস্ত্রেতে বিহিত।
রাক্ষসের ঠাঁই আমি যাইব নিশ্চিত ॥
ব্রাহ্মণী এতেক যদি করিল উত্তর।
গলে ধরি উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজবর ॥
স্বামীর ক্রন্দন দেখি কান্দয়ে ব্রাহ্মণী।
মা বাপের দশা দেখি কন্যা বলে বাণী ॥
অনাথের প্রায় দোঁহে কান্দ কি কারণ।
ক্রন্দন সংবর শুন মম নিবেদন ॥
রাক্ষসের ঠাঁই যদি জননী যাইবে।
জননী বিচ্ছেদে এই বালক মরিবে ॥
পিণ্ডদান যাবে আর হবে কুলক্ষয়।
সে কারণে মাতার যাইতে বিধি নয় ॥
জন্ম হৈলে কন্যারে অবশ্য ত্যাগ করে।
বিধির নিয়ম ইহা কে খণ্ডিতে পারে ॥
দৈবেতে আমারে পিতা অন্যে দিবে দান।
এক্ষণে রাক্ষসে দিয়া দোঁহে হও ত্রাণ ॥
আমা হেন কত হবে তোমরা থাকিলে।
সে কারণে মোরে দিয়া বঞ্চ কুতূহলে ॥
হইলে আমার পুত্র তারিবে পশ্চাতে।
সম্প্রতি তরিয়া আমি যাইব নিশ্চিতে ॥
এতেক শুনিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তিন জনে গলাগলি কান্দে উচ্চধ্বনি ॥
এমত শুনিয়া পুত্র তিনের ক্রন্দন।
মুখে হস্ত দিয়া করে সবারে বারণ ॥
রাক্ষসে মারিব এই বাড়ির প্রহারে।
কোথা আছে দেখাইয়া দেহ দেখি তারে ॥
বালকের বচন শুনিয়া তিনজন।
হাসিতে লাগিল তারা ত্যজিয়া ক্রন্দন ॥
ক্রন্দন নিবৃত্ত দেখি ভোজের নন্দিনী।
বলেন ব্রাহ্মণ প্রতি সকরুণ বাণী ॥
মৃতের উপরে যেন সুধা বরিষণে।
জিজ্ঞাসেন কুন্তীদেবী মধুর বচনে ॥
কি কারণে ক্রন্দন করহ তিনজন।
জানিলে হইবে সাধ্য করিব মোচন ॥
দ্বিজ বলে যেই হেতু করি যে ক্রন্দন।
মনুষ্যের শাক্ত নাহি করিতে মোচন ॥
এই নগরেতে আছে বক নিশাচর।
অত্যন্ত দুরন্ত সেই রাজ্যের ভিতর ॥
যক্ষ রক্ষ প্রেত ভূত পরচক্র ভয়।
তার ভুজবলে ইথে নাহিক সংশয় ॥
নগরের মধ্যে ইথে আছে যত নর।
রাক্ষসের নির্ণয় করিল এই কর ॥
পায়স পিষ্টক যত শকটে পূরিয়া।
এক নরবলি দেয় নিয়ম করিয়া ॥

এই কার্য্য বিনা অন্য নাহিক তাহার।
বহুকালে মম প্রতি হয়েছে কড়ার॥
এইরূপে বলি নাহি দেয় যেই জন।
সকুটুম্ব সহ তারে করয়ে ভক্ষণ॥
আজ তার পঞ্চক হইল মম ঘরে।
কি করিব কি হইবে বাক্য নাহি সরে॥
এই ভার্য্যা কন্যা পুত্র আছি চারিজনা।
কারে দিব বলিদান করি যে ভাবনা॥
মূল্য কিনিয়া দিব নাহি হেন ধন।
স্বজন কুটুম্ব তরে নাহি হেন জন॥
কারো মায়া তেয়াগিতে নারে কোন জন।
সবে মিলি যাব ভাগ্যে যা থাকে লিখন॥
ব্রাহ্মণের এতেক কাতর বাক্য শুনি।
সদয় হৃদয়া বলে ভোজের নন্দিনী॥
ত্যজ দ্বিজবর না কর ক্রন্দন।
সকুটুম্ব যাবে কেন রাক্ষস-সদন॥
পঞ্চপুত্র আছে মম শুন হে ব্রাহ্মণ।
এক পুত্র দিব আমি তোমার কারণ॥
দ্বিজ বলে কি প্রকারে করিব এ কর্ম্ম।
লোকে অসম্ভব হবে মজিবেক ধর্ম্ম॥
আত্মা দিয়া দ্বিজে রাখে বেদে হেন কয়।
দ্বিজ দিয়া আত্মরক্ষা উচিত না হয়॥
অজ্ঞানে ব্রাহ্মণ-বধে নাহি প্রতিকার।
কি মতে করিব হেন কর্ম্ম দুরাচার॥
কুন্তী বলিলেন যে কহিলা দ্বিজমণি।
মম অগোচর নহে আমি সব জানি॥
লোকের বেদনা মম না সহে পরাণে।
বিশেষ ব্রাহ্মণ-দুঃখ সহিব কেমনে॥
দ্বিজ বলে হেন বাক্য না বলিও মোরে।
এ পাপ ভুঞ্জিব আমি যুগ-যুগান্তরে॥
নিঃশব্দে বলেন কুন্তী শুন দ্বিজবর।
আমার তনয়গণ মহাবলধর॥
রাক্ষসে খাইবে হেন না ভাবিও মনে।
রাক্ষস সংহার কৈল মম বিদ্যমানে॥
বেদ-বিদ্যা-বুদ্ধিমান মম পুত্রগণ।
পৃথিবীতে নাহিক জিনিতে কোন জন॥
শত পুত্র থাকিলে কি পুত্রে অনাদর।
ভয় ত্যজি অন্য বলি আনহ সত্বর॥
কুন্তীর অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া তখন।
মৃতদেহে দ্বিজ যেন পাইল জীবন॥
দ্বিজে সঙ্গে ল'য়ে কুন্তী করিল গমন।
ভীমেরে জানাইলেন সব বিবরণ॥
মায়ের বচনে ভীম করেন স্বীকার।
হরিষে ব্রাহ্মণ গেল গৃহে আপনার॥
কতক্ষণে আইলেন ভাই চারিজন।
যুধিষ্ঠির শুনিলেন সব বিবরণ॥
একান্তে ধর্ম্মের পুত্র ডাকিয়া মায়েরে।
জিজ্ঞাসা করেন ভীম যাবে কোথাকারে॥
তোমার সম্মত কিবা আপন ইচ্ছায়।
কাহার বুদ্ধিতে হেন করিলা উপায়॥
কুন্তী বলে আমার বচনে বৃকোদর।
বিপ্রের কারণে আর রাখিতে নগর॥
ধর্ম্ম কীর্ত্তি আছে ইথে নাহি অপযশ।
আর ব্রাহ্মণের রক্ষা পরম পৌরষ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির কহেন বিরস।
কোন্ বুদ্ধে মাতা হেন করিলা সাহস॥
এমন দুষ্কর নাহি শুনি ইহলোকে।
মাতা হৈয়া পুত্রে দেয় রাক্ষসের মুখে॥
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি যথাস্থানে বাস।
পুনঃ রাজ্য পাব বলি যার বলে আশ॥
যার ভুজবলে নিদ্রা না যায় কৌরবে।
যার তেজে জতুগৃহে রক্ষা পাই সবে॥
স্কন্ধে করি নৈল সবা হিড়িম্বক বনে।
হিড়িম্বে মারিয়া কৈল সবার রক্ষণে॥
আমরা বাঁচিব আর কিসের কারণে।
হেন পুত্র দিলা তুমি রাক্ষস ভক্ষণে।
জননী হইয়া ইহা কেহ নাহি করে।
বেদেতে নাহিক, নাহি সংসার ভিতরে॥
রাজার দুহিতা তুমি রাজার নন্দিনী।
বনবাসী হৈয়া তব হৈল বুদ্ধিহানী॥
কুন্তী বলে যুধিষ্ঠির না ভাবিও তাপ।
মম অগোচর নহে ভীমের প্রতাপ॥

জন্মকালে পরাক্রম দেখেছি তাহার।
প্রসবিয়া নিতে শক্তি নহিল আমার॥
কিছুমাত্র তুলি পুনঃ ফেলাইনু তলে।
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হৈল ভীমের আস্ফালে॥
বারণাবতে তুমি দেখিলা নয়নে।
চারি হস্তী তুল্য যে তোমরা চারিজনে॥
আমা সহ সবারে লইল স্কন্ধে করি।
হিড়িম্বা বরিল বনে হিড়িম্বে সংহারি॥
ভীম-পরাক্রম পুত্র আমি জানি ভালে।
রাক্ষস সংহার হবে ভীম-বাহুবলে॥
উপস্থিত ভয়ে ত্রাণ করে যেইজন।
তার সম পুণ্য বাপু না করি গণন॥
বিশেষ গো-বিপ্র হেতু দিবে নিজ প্রাণ।
আপনাকে দিয়া দ্বিজে করিবেক ত্রাণ॥
রাজ্যরক্ষা দ্বিজরক্ষা আর যে পৌরষ।
হেন কর্ম্মে কেন তুমি হইলে বিরস॥
মায়ের এতেক নীতি শুনিয়া বচন।
ধন্য ধন্য বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
পুরদুঃখে দুঃখী তুমি দয়ালু হৃদয়।
তোমা বিনা হেন বুদ্ধি অন্যের কি হয়॥
পরপুত্র-ত্রাণ হেতু নিজপুত্র দিলা।
ব্রাহ্মণেরে এ সঙ্কটে রক্ষণ করিলা॥
তোমার পুণ্যেতে মাতা তরিব বিপদে।
রাক্ষস মারিবে ভীম তোমার প্রসাদে॥
আর এক কথা মাতা কহ দ্বিজবরে।
এসব প্রচার যেন না করে অন্যেরে॥
তবে কুন্তী তত্ত্ব কহিলেন সে ব্রাহ্মণে।
বলিসজ্জা করি দ্বিজ দিল ততক্ষণে॥
নিশাকালে বৃকোদর শকটে চড়িয়া।
যথা বৈসে বনে বক উত্তরিল গিয়া॥
রে রে বক নিশাচর আইস সত্বর।
এত বলি অন্ন খায় বীর বৃকোদর॥
নাম ধরি ডাকিতে ক্রোধেতে থর থর।
বক বীর আসে যেন পর্ব্বত শিখর॥
মহাকায় মহাবেশ মহাভয়ঙ্করে।
চলিতে বিদরে ক্ষিতি চরণের ভরে॥

অন্ন খায় বৃকোদর দেখে বিদ্যমান।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অনল-সমান॥
ডাক দিয়া বলে বক আরে দুষ্টমতি।
মনুষ্য হইয়া কেন করিস্ অনীতি॥
সকুটুম্ব ব্রাহ্মণে খাইব তোমা দোষে।
এত বলি নিশাচর রোকে অতি রোষে॥
রাক্ষসের বাক্য ভীম না শুনিয়া কাণে।
পৃষ্ঠ দিয়া তারে, অন্ন পুরেন বদনে॥
দেখি ক্রোধে নিশাচর করয়ে গর্জ্জন।
ঊর্দ্ধবাহু করি ধায় অতি ক্রোধমন॥
দুই হাতে বজ্রসম পৃষ্ঠেতে প্রহারে।
তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাহি করে বৃকোদরে॥
পৃষ্ঠে যে রাক্ষস মারে সহেন হেলায়।
পায়সান্ন খায় বীর বসে নিঃশঙ্কায়॥
দেখিয়া অধিক ক্রোধ হৈল নিশাচরে।
বৃক্ষ উপাড়িয়া মারে ভীমের উপরে।
তথাপিও অন্ন খায় হাসি বৃকোদর।
বাম হাতে কাড়িয়া নিলেন বৃক্ষবর॥
পুনঃ মহাবৃক্ষ উপাড়িয়া নিশাচর।
গর্জ্জিয়া মারিল বৃক্ষ ভীমের উপর॥
বৃক্ষে বৃক্ষে যুদ্ধ হৈল না যায় কথনে।
উচ্ছন্ন হইল বৃক্ষ না রহিল বনে॥
শিলাবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
বাহুতে বাহুতে যুদ্ধ হৈল ভয়ঙ্কর॥
মুণ্ডে মুণ্ডে বুকে বুকে ভুজে ভুজে তাড়ি
ধরাধরি করি দোঁহে যায় গড়াগড়ি॥
যুদ্ধেতে হইল ক্ষান্ত বক নিশাচর।
রাক্ষসে ধরিল বীর কুন্তীর কুমার॥
বাম হস্তে দুই জানু দক্ষিণ হস্তে শির।
বুকে জানু দিয়া টানিলেন ভীম বীর॥
মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া করেন দুই খান।
মহাশব্দ করি বীর ত্যজিল পরাণ॥
আর যত আছিল বকের অনুচর।
ভয়ে পলাইয়া সবে গেল বনান্তর॥
নগর নিকটে ভীম বকে ফেলাইয়া।
মাতৃ-ভ্রাতৃ-স্থানে বীর কহিলেন গিয়া॥

হরষিত কুন্তীদেবী ডাকে যুধিষ্ঠিরে।
যুধিষ্ঠির প্রশংসা করেন বৃকোদরে ॥
রজনী প্রভাত হৈল উদয় অরুণ।
বাহির হইল যত নগরের জন ॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
পড়িয়াছে বক যেন পর্ব্বত আকার ॥
কেহ বলে এ কর্ম্ম করিল কোন্ জন।
কেহ বলে নিষ্কণ্টক হৈল সর্ব্বজন ॥
বিচারিয়া বলে সব নগরের জন।
তদন্ত জানহ বকে কে কৈল নিধন ॥
কালিকার ভোজ্য যার আছিল পঞ্চক।
সেই বলিবারে পারে বকের অন্তক ॥
ব্রাহ্মণের ঘরে বলি জানিল নির্ণিত।
সবে মেলি ব্রাহ্মণেরে ডাকিল ত্বরিত ॥
জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণেরে সব বিবরণ।
ব্রাহ্মণ বলিল শুন ইহার কারণ ॥
কালিকার পঞ্চক আছিল মম ঘর।
আমাকে শোকার্ত্ত দেখি এক দ্বিজবর ॥
সদয় হইয়া দ্বিজ দানিয়া অভয়।
বলি লৈয়া বকস্থানে গেল মহাশয় ॥
সেই দ্বিজবর বকে করিল সংহার।
সেইত রাজ্যের দ্বিজ করিল নিস্তার ॥
আনন্দে ব্রাহ্মণ এল আপনার ঘরে।
দেবতুল্য দ্বিজবর পূজে পাণ্ডবেরে ॥

———

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর উৎপত্তি কথন।

হেনমতে দ্বিজগৃহে কত দিন যায়।
আচম্বিতে এক দ্বিজ আইল তথায় ॥
বিবিধ দেশের কথা কহে তপোধন।
পঞ্চ পুত্র সহ কুন্তী করেন শ্রবণ ॥
দ্বিজ বলে করিলাম দেশ পর্য্যটন।
বহু নদী তীর্থক্ষেত্রে না যায় গণন ॥
দেখিলাম আশ্চর্য্য যে পাঞ্চাল নগরে।
মহোৎসব দ্রুপদ কন্যার স্বয়ংবরে ॥
দ্রুপদ রাজার কন্যা কৃষ্ণানাম ধরে।
রূপে গুণে তুল্য নাহি পৃথিবী ভিতরে ॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা জন্ম যজ্ঞ হৈতে।
যাজ্ঞসেনী নাম তার বিখ্যাত জগতে ॥
দ্রুপদের পুত্র এক রূপগুণধাম।
দ্রোণ বিনাশিতে জন্ম ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন পাণ্ডুপুত্রগণ।
কহ শুনি দ্বিজবর ইহার কারণ ॥
দ্বিজ বলে পূর্ব্বে দ্রোণ দ্রুপদের মিত।
কত দিনে কলহ হইল আচম্বিত ॥
অভিমানে গেল দ্রোণ হস্তিনানগর।
অস্ত্র শিক্ষা করাইল কৌরব কোঙর ॥
শিক্ষা অন্তে শিষ্যগণে দক্ষিণা মাগিল।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি আনিতে কহিল ॥
কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন গুরু আজ্ঞা পাইয়া।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি দিলেন আনিয়া ॥
অভিমানে দ্রুপদে না রুচে অন্ন জল।
কেমনে মারিবে চিন্তে দ্রোণ মহাবল ॥
এইত ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন।
সদা গঙ্গাতীরে রাজা করেন ভ্রমণ ॥
যাজ উপযাজ নামে দুই সহোদর।
বেদেতে বিখ্যাত দোঁহে ব্রাহ্মণ কুমার ॥
উপযাজে দ্রুপদ দেখিল একদিনে।
বহু পূজা ভক্তি কৈল তাঁহার চরণে ॥
বিনয় মধুর ভাষে যুড়ি দুই কর।
উপযাজ প্রতি বলে পাঞ্চাল ঈশ্বর ॥
এক লক্ষ ধেনু দিব অসংখ্য সুবর্ণ।
যাহা চাহ দিব, মম বাঞ্ছা কর পূর্ণ ॥
মম ইষ্ট কর্ম্ম এই শুন মহাশয়।
দ্রোণ নামে আছে ভরদ্বাজের তনয় ॥
অস্ত্রধারী তার তুল্য নাহি ক্ষিতি মাঝে।
পৃথিবীতে নাহি হেন তার সনে যুঝে ॥
দ্বিতীয় পরশুরাম সম পরাক্রমে।
হেন বুদ্ধি কর তারে জিনি যে সংগ্রামে ॥
ক্ষত্রিয়ে অশক্য শক্তি হৈয়াছে তাহার।
তপোমন্ত্রবলে তার কর প্রতীকার ॥
হেন যজ্ঞ কর, হয় আমার নন্দন।
তার ভুজবলে দ্রোণ হইবে নিধন ॥

উপযাজ বলে মনে এই যুক্তি নয়।
ব্রাহ্মণের বধধর্ম্ম উচিত না হয়॥
দ্বিজের এতেক বাক্য শুনিয়া রাজন।
পুনঃ বহু স্তুতি করি বলিল বচন॥
দ্রুপদের বিনয় দেখিয়া দ্বিজবর।
প্রসন্ন হইয়া বলে শুন দণ্ডধর॥
মম জ্যেষ্ঠ ভাই যাজ পরম তপস্বী।
বেদবিশারদ সদা অরণ্য নিবাসী॥
প্রার্থনা-তাঁহার স্থানে করহ রাজন।
তিনি করিবেন তব দুঃখ বিমোচন॥
উপযাজ বাক্যে গেল যাজের সদন।
প্রণমিয়া সকল করিল নিবেদন॥
সদয় হইয়া যাজ করিল স্বীকার।
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে পৃষত-কুমার॥
রাণী সহ ব্রত আচরিল নরবর।
যজ্ঞ পূর্ণ দিনে জন্ম হইল কোঙর॥
অগ্নিবর্ণ হৈল বীর হাতে ধনুঃশর।
অঙ্গেতে কবচ তার মাথায় টোপর॥
অন্য হস্তে ধরে খড়্গ লোকে ভয়ঙ্কর।
পুত্র দেখি আনন্দিত পাঞ্চাল ঈশ্বর॥
তবে সেই যজ্ঞমধ্যে কন্যার উৎপত্তি।
জন্মমাত্র দশ দিক করে মহাদ্যুতি॥
অঙ্গের সৌরভ এক যোজন ব্যাপিত।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব বাঞ্ছিত॥
পুত্র কন্যা দুইজনে যজ্ঞেতে জন্মিল।
হেনকালে আকাশে আকাশবাণী হৈল॥
এ কন্যার হৈল জন্ম শুন বিবরণ।
ইহা হৈতে ক্ষত্র সব হইবে নিধন॥
কুরুবংশ ক্ষয় হবে এ কন্যা হইতে।
এই পুত্র জন্ম হৈল দ্রোণ বিনাশিতে॥
এতেক আকাশ বাণী শুনি সর্ব্বজন।
জয় জয় শব্দ কৈল পাঞ্চালের গণ॥
[illegible] বীর [illegible] ছাড়ে সিংহনাদ।
[illegible] রাজা ছাড়িল বিষাদ॥
[illegible] নাম থুইল তখন।
[illegible] বলিয়া ডাকিল সর্ব্বজন॥

কৃষ্ণ অঙ্গে কৃষ্ণা নাম থুইল তখনি।
পিতৃ নামে দ্রৌপদী যজ্ঞেতে যাজ্ঞসেনী॥
সম্প্রতি হইবে সে কন্যার স্বয়ংবর।
দেখিতে আইল যত রাজরাজ্যেশ্বর॥
দ্বিজমুখে শুনিয়া এতেক সমাচার।
যাইতে হইল চেষ্টা তথা সবাকার॥
পুত্রগণ চিত্ত জানি ভোজের নন্দিনী।
সবাকার প্রতি দেবী কহেন আপনি॥
বহুদিন করিলাম এস্থানে বসতি।
এক স্থানে বহুদিন নাহি শোভে স্থিতি॥
চল যাব তথাকারে যদি লয় মন।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন ভ্রাতৃগণ॥
পুত্রসহ কুন্তীদেবী করেন বিচার।
হেনকালে আইলেন ব্যাস সদাচার॥
প্রণাম করিয়া তাঁরে ভোজের নন্দিনী।
পঞ্চভাই প্রণমেন লোটায়ে ধরণী॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি সবাকারে।
কাশী কহে ভবার্ণবে শুনে যাবে পারে॥

অর্জ্জুন অঙ্গরাপর্ণ সংবাদ এবং তপতী সংবরণোপাখ্যান।

ব্যাস বলিলেন শুন পঞ্চ সহোদর।
দ্রুপদ নৃপতি করে কন্যা-স্বয়ংবর॥
অদ্ভুত রচিল লক্ষ পাঞ্চালের পতি।
সে লক্ষ্য কাটিতে নাহি কাহার শকতি॥
অর্জ্জুন কাটিবে লক্ষ্য সভার ভিতর।
পাঞ্চালের কন্যা প্রাপ্তি হইবে তোমার॥
শীঘ্রগতি যাও তথা না কর বিলম্ব।
চারিদিন হৈল সয়ংবরের আরম্ভ॥
এত বলি বেদব্যাস গেলেন স্বস্থান।
কুন্তীসহ পঞ্চভাই করেন প্রস্থান॥
অন্তর্হিত হইলেন ব্যাস তপোধন।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুপুত্রগণ॥
দিবানিশি চলিলেন না হয় বিশ্রাম।
নানা দেশ নদী লঙ্ঘিলেন বনগ্রাম॥

অগ্রে যায় ধনঞ্জয় ঘোর রজনীতে ।
অন্ধকার হেতু ধরি দেউটি করেতে ॥
কতদিনে উত্তরিল জাহ্নবীর তীরে ।
স্ত্রী-সহ গন্ধর্ব্ব এক তথায় বিহরে ॥
পাণ্ডবের শব্দ শুনি বলে ডাক দিয়া ।
বড় অহঙ্কার দেখি মনুষ্য হইয়া ॥
প্রয়াগ গঙ্গার মধ্যে আমার আশ্রয় ।
রাত্রিকালে আসি জীয়ে কে হেন আছয় ॥
যক্ষ রক্ষ রাক্ষস পিশাচ ভূতগণ ।
নিশাকালে অধিকারী এই সব জন ॥
বিশেষ অঙ্গার পর্ণ নাম মোর খ্যাত ।
নিশ্চয় আমার হাতে হইবে নিপাত ॥
পার্থ বলিলেন শাস্ত্র না জান দুর্ম্মতি ।
জাহ্নবীর জলে স্নান দিবা কিবা রাতি ॥
অকাল হইল তাহে কিবা তোরে ভয় ।
তোমাতে অশক্ত যেবা সে তোরে ডরায় ॥
গঙ্গার মহিমা না জানহ মূঢ়মতি ।
স্বর্গেতে অলকানন্দা ভূমে ভাগীরথী ॥
হেন গঙ্গাস্নান রুদ্ধ করহ অজ্ঞান ।
ইহার উচিত ফল পাবে মম স্থান ॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কোপে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর ।
ধনু টঙ্কারিয়া এড়ে সর্পময় শর ॥
হাতেতে উলকা ছিল ইন্দ্রের নন্দন ।
তাহে করিলেন তার অস্ত্র নিবারণ ॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ শুন রে গন্ধর্ব্ব ।
এই অস্ত্র-বলেতে করিতে ছিলি গর্ব্ব ॥
তোর বাণ নিবারিনু সহ মম বাণ ।
এই বাণে লব আমি আজি তব প্রাণ ॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র দিলেন আমারে ।
এড়িলাম অস্ত্র এই রাখ আপনারে ॥
এত বলি এড়িলেন অস্ত্র ধনঞ্জয় ।
গন্ধর্ব্বের রথ পুড়ি হৈল ভস্মময় ॥
পলায় গন্ধর্ব্বপতি রণে ভঙ্গ দিয়া ।
পাছে ধেয়ে অর্জ্জুন ধরেন চুলে গিয়া ॥
স্বামীর দেখিয়া হেন সঙ্কট-সময় ।
[illegible]

গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা কুম্ভীনসী নাম ধরে ।
যুধিষ্ঠির-পদে ধরি বিনয় সে করে ॥
পরম সঙ্কট হৈতে মোরে কর ত্রাণ ।
সহস্র সতীনে মোর স্বামী দেহ দান ॥
কামিনীর ক্রন্দন দেখিয়া পাণ্ডুপতি ।
অর্জ্জুনে করিল আজ্ঞা ছাড় শীঘ্রগতি ॥
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা ছাড়েন অর্জ্জুন ।
গন্ধর্ব্ব বলয়ে তবে বিনয়-বচন ॥
মোর প্রাণ দান যদি দিলা মহাশয় ।
করিব তোমার প্রীতি উচিত যে হয় ॥
অদ্ভুত রাক্ষসী বিদ্যা আছে মম স্থানে ।
এ বিদ্যা জানিলে লোক জানে সর্ব্বজনে ॥
মনু পূর্ব্বে এই বিদ্যা দিলেন চন্দ্রেরে ।
বিশ্বাবসু চন্দ্র-স্থানে, সে দিল আমারে ॥
মনুষ্য-অধিক আমি সেই বিদ্যা হৈতে ।
সেই বিদ্যা দিব আমি তোমার প্রীতিতে ॥
ভাই প্রতি শত অশ্ব দিব আনি আর ।
সেই অশ্ব শ্রান্ত নহে ভ্রমিলে সংসার ॥
পূর্ব্বে ইন্দ্র বৃত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল ।
অসুরের মুণ্ডে বজ্র শতখান হৈল ॥
স্থানে স্থানে সেই বজ্র কৈল নিয়োজন ।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ বজ্র ব্রাহ্মণ বচন ॥
শূদ্রগণ কর্ম্ম করে যজ্ঞ তায় সেহি ।
বৈশ্যগণ দান করে বজ্র তারে কহি ॥
ক্ষত্রিয় থুইল বিদ্যা রথের বাজিতে ।
সে কারণে দিব অশ্ব তোমার সে হিতে ॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি হারিলা সমরে ।
তব স্থানে লব অস্ত্র না শোভে আমারে ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল যাতে সর্ব্বলোকে জানে ।
হেন বিদ্যা জানি, তুমি ত্যজ কি কারণে
অর্জ্জুন বলেন আমি জানিনু সকল ।
ভয় পেয়ে এতেক বিনয় কেন বল ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল আমি জানি হে তোমারে ।
তপতী হইতে জন্ম বিখ্যাত সংসারে ॥
তোমার পূর্ব্বপুরুষে আমি জানায়ে ।
[illegible]

তবু রুষিলাম রাত্রে আমার বিষয়।
বিশেষ স্ত্রীসহ মোর ক্রীড়ার সময়॥
স্ত্রী সহিত ক্রীড়াতে অবজ্ঞা যেবা করে।
বলবান নাহি বুঝি রুদ্ধ করি তারে॥
অনাহুত অনাগ্নেয় যেই দ্বিজগণ।
তাহারে করি যে বদ্ধ নিশার কারণ॥
আর যত জনে আমি পাই নিশাকালে।
অবশ্য সংহার তার মম শরানলে॥
পুরোহিত কিম্বা দ্বিজ সঙ্গেতে করিয়া।
গৃহ হৈতে বাহিরায় দেবতা স্মরিয়া॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল তার যথাকারে যায়।
তাহাকে নাহিক শক্তি হিংসিতে আমায়॥
জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক তোমরা পঞ্চজন।
আমারে জিনিতে শক্ত হৈলে সে কারণ॥
মম বাক্য তাপত্য শুনহ এইক্ষণে।
সকল নিস্ফল পুরোহিতের কারণে॥
অর্জ্জুন বলেন শুন বলি যে তোমারে।
তাপত্য বলিয়া কেন বলিলা আমারে॥
জননী আমার কুন্তী আছেন সংহতি।
তাপত্য বলিলা কেন, কেবা সে তপতী॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন ইহার কারণ।
তব পূর্ব্ব কথা কহি শুন দিয়া মন॥
সেইত সূর্য্যের কন্যা হইল তপতী।
ত্রৈলোক্যে তাঁহার সম নাহি রূপবতী॥
যৌবন সময়ে তাঁরে দেখি দিনকর।
চিন্তিলেন নাহি দেখি কন্যা-যোগ্য বর॥
তোমার উপর বংশে রাজা সংবরণ।
নিরবধি করিলেন সূর্য্যের সেবন॥
উপবাস নিয়ম করেন চিরকাল।
তাহাতে হলেন তুষ্ট দেব লোকপাল॥
সূর্য্যের সেবায় সংবরণ মহারাজা।
রূপে অনুপম হৈল বলে মহাতেজা॥
তাঁর রূপ গুণে তুষ্ট হৈল দিনকর।
মনে চিন্তা কৈল তপতীর যোগ্যবর।
তবে কতদিনে সংবরণ নৃপবর।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর॥

একা অশ্বে চড়িয়া ভ্রময়ে বনে বনে।
বহু শ্রমে অশ্ব মরে জলের বিহনে॥
অশ্বহীন পদব্রজে ভ্রমে নরবর।
দিক জানিবারে উঠে পর্ব্বত উপর॥
পর্ব্বত উপরে দেখে কন্যা নিরুপমা।
বিদ্যুতের পুঞ্জ কিবা কাঞ্চন প্রতিমা॥
কতক্ষণে নৃপতি মধুর মৃদুভাষে।
মদনে পীড়িত হৈয়া গেল কন্যা পাশে॥
রাজা বলে কহ শুনি মন্মথমোহিনী।
নির্জ্জন কাননে কেন আছ একাকিনী॥
বিবিধ বিনয় করি ভূপতি কহিল।
কিছু না বলিয়া কন্যা অন্তর্দ্ধান হৈল॥
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ লুকায়।
উন্মত্ত হইয়া রাজা চারিদিকে চায়॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সে তপতী দেখিল।
ডাক দিয়া তপতী যে রাজারে বলিল॥
কি কারণে অচেতন হৈলা নৃপবর।
উঠহ ভূপতি তুমি যাও নিজ ঘর॥
চেতন পাইয়া রাজা উর্দ্ধমুখে চায়।
অন্তরীক্ষে দেখে কন্যা বিদ্যুতের প্রায়॥
রাজা বলে কামশরে মোহিত শরীর।
ইচ্ছা করি ধৈর্য্য ধরি চিত্ত নহে স্থির॥
তোমা বিনা অন্যে দেখি রাখিব জীবন।
কদাচিৎ নহে হেন অবশ্য মরণ॥
পাইলাম প্রাণ, শুনি তোমার বচন।
অনুগ্রহ কৈলা মোরে হেন লয় মন॥
মম প্রতি যদি দয়া হইল তোমার।
আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখহ আমার॥
কন্যা বলে নরপতি এ নহে বিচার।
প্রার্থনা পিতার কাছে করহ আমার॥
পরিচয় আমার শুনহ নরপতি।
সূর্য্যকন্যা আমি নাম ধরি যে তপতী॥
তপঃক্লেশ ব্রত কর সূর্য্য আরাধন।
সূর্য্য দিলে আমারে সে পাইবা রাজন্॥
এত বলি তপতী হইল অন্তর্দ্ধান।
পুনঃ পড়ে নরপতি —

হেথা রাজমন্ত্রী সব সৈন্যগণ লৈয়া।
ভ্রময়ে সকল বন রাজা না দেখিয়া ॥
পর্ব্বত উপরে তবে দেখে নরবর।
পড়িয়াছে অজ্ঞানে মোহিত কলেবর ॥
শীতল সলিল অঙ্গে সিঞ্চে মন্ত্রিগণ।
ধরি বসাইল সবে করিয়া যতন ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা চারিদিকে চায়।
মন্ত্রিগণ দেখি কিছু না বলিল রায় ॥
কন্যার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিদায় করিল রাজা সব সৈন্যগণে ॥
উর্দ্ধপদে অধোমুখে সদা উপবাসে।
একচিত্তে তপ করে সূর্য্যের উদ্দেশে ॥
তবে চিত্তে অনুমানি রাজা সংবরণ।
পুরোহিত বশিষ্ঠেরে করিল স্মরণ ॥
আইল বশিষ্ঠ মুনি রাজার সদনে।
রাজার দেখিয়া ক্লেশ চিন্তে মুনি মনে ॥
তপতী কারণে তপ তপন-সেবন।
জানি মুনিরাজ চিত্তে ভাবিল তখন ॥
অন্তরীক্ষে উঠি গেল আকাশমণ্ডল।
দ্বিতীয় ভাস্কর-তেজ যাঁর তপোবল ॥
কৃতাঞ্জলি করি সূর্য্যে করিল প্রণাম।
সবিনয়ে জানাইল আপনার নাম ॥
ভাস্কর বলেন মুনি কহ সমাচার।
কোন্ প্রয়োজনে এলে আলয়ে আমার ॥
কোন্ কার্য্য অভিলাষ বলহ আমারে।
দুষ্কর হইলে তবু তুষিব তোমারে ॥
প্রণমিয়া বশিষ্ঠ কহেন পুনর্ব্বার।
মম এই নিবেদন তোমার গোচর ॥
ভরত-বংশের রাজা নাম সংবরণ।
রূপে গুণে অনুপম বিখ্যাত ভুবন ॥
তোমার ভজনে রাজা বড় অনুগত।
চিরকাল সংবরণ তোমাতেই রত ॥
তাহার বরণ হেতু তোমার তনুজা।
তপতী নামেতে সেই সাবিত্রী অনুজা ॥
অযোগ্যা না রাজা উর্ব্বীতে প্রধান।
এই হেতু যেই আজ্ঞা করহ বিধান ॥

ভাস্কর বলেন তুমি মুনির প্রধান।
ক্ষত্রেতে নাহি কেহ সংবরণ সমান ॥
তপতী সমান কন্যা নাহিক তুলনা।
তিন স্থানে শ্রেষ্ঠ যে তোমরা তিন জনা ॥
তোমার বচন আমি না করিব আন।
তপতী কন্যায় দিব সংবরণে দান ॥
এত বলি কন্যা লৈয়া কৈল সমর্পণ।
কন্যা লৈয়া মুনিরাজ করিল গমন ॥
তপতী দেখিয়া তপ ত্যজি নৃপবর।
বশিষ্ঠকে স্তব করে করি যোড়কর ॥
তবে ঋষি দোঁহাকরে পরিণয় দিল।
রাজারে রাখিয়া মুনি নিজাশ্রমে গেল ॥
বশিষ্ঠের লৈয়া আজ্ঞা সেই মহাবনে।
তপতী লইয়া ক্রীড়া করে সংবরণে ॥
যেই বৃদ্ধ মন্ত্রী ছিল রাজার সংহতি।
তাঁরে রাজ্যভার দিয়া পাঠায় নৃপতি ॥
বিহার করয়ে রাজা পর্ব্বত উপরে।
তপতী সহিত ক্রীড়া দ্বাদশ বৎসরে ॥
তথায় রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হৈল।
দ্বাদশ বৎসর ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল ॥
বৃক্ষ আদি যত শষ্য গেল ভস্ম হৈয়া।
পশু পক্ষী আদি প্রাণী মরিল পুড়িয়া ॥
দুর্ভিক্ষ হইল রাজ্যে হয় ডাকাচুরি।
একেরে না মানে অন্যে সত্য পরিহরি ॥
কুটুম্ব বান্ধবগণে কেহ নাহি সয়।
সকল মনুষ্যগণ হৈল শবপ্রায় ॥
হাহাকার রব বিনা অন্য নাহি শুনি।
দেশান্তরে গেল লোক পরমাদ গণি ॥
রাজ্যের এতেক কষ্ঠ রাজা নাহি জানে।
আইলেন বশিষ্ঠ সে দেশে কতদিনে ॥
রাজ্যভঙ্গ দেখিয়া চিন্তিত মুনিবর।
রাজারে আনিতে যান পর্ব্বত উপর ॥
বার্ত্তা পেয়ে অনুতাপ করিল রাজন।
তপতী সহিত দেশে করিল গমন ॥
দেশে আসি যজ্ঞদান করে নৃপবর।
তবে বৃষ্টি করিলেন দেব পুরন্দর ॥

পুনঃ শস্য জন্মিল হর্ষিত প্রজাগণ।
পূর্ব্বমত রাজ্য পুনঃ কৈল সংবরণ ॥
তপতী সহিত ক্রীড়া করে চিরকাল।
তপতীর গর্ভে হৈল কুরু মহীপাল ॥
কুরুর যতেক কর্ম্ম না যায় গণন।
কুরুবংশ নাম খ্যাত হৈল সে কারণ ॥
পুরোহিত বশিষ্ঠের সাহায্য কারণ ॥
পাইলেন ধর্ম্ম অর্থ কাম সংবরণ ॥
তপতীর গর্ভজাত কুরু নরবর।
তোমরা যাহার বংশ পঞ্চ সহোদর ॥
তাপত্য বলিয়া তেঁই কহি যে তোমারে।
পূর্ব্ববংশ-কথা এই খ্যাত চরাচরে ॥
শুনিয়া হরিষ হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কহ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ॥
সংবরণ নৃপে রক্ষা করিলেন যিনি।
কে তিনি বশিষ্ঠ কহ তাঁর কথা শুনি ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল সে বিখ্যাত তপোধন।
বশিষ্ঠের গুণ কর্ম্ম না যায় কথন ॥
কাম ক্রোধ জিনি হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হেন কাম ক্রোধ সেবে মুনির চরণে ॥
বিশ্বামিত্র বহু তাঁর ক্রোধ করাইল।
তথাপিও মুনি তাঁরে কিছু না বলিল ॥
ইক্ষ্বাকু-বংশের রাজা যাঁর বুদ্ধিবলে।
নিষ্কণ্টকে বৈভব ভুঞ্জিল ভূমণ্ডলে ॥

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ বিরোধ ও কল্মাষপাদ রাজার উপাখ্যান।

জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় অদ্ভুত কথন।
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে কলহ কি কারণ ॥
গন্ধর্ব্ব কহিল শুন কথা পুরাতন।
কান্যকুব্জ দেশে গাধি নামেতে রাজন ॥
একদিন সসৈন্যেতে গাধির নন্দন।
মহাবনে প্রবেশিল মৃগয়া কারণ ॥
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর।
মৃগয়ায় শ্রান্ত বড় হৈল নরবর ॥
ক্ষুধায় পীড়িত বড় হৈল পরিশ্রম ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল বশিষ্ঠ-আশ্রম ॥
মনোহর স্থল দেখি হৈল হৃষ্টমন।
উত্তরিল যথায় বশিষ্ঠ তপোধন ॥
রাজারে দেখিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি।
অতিথি বিধানে পূজা করিলেন তিনি ॥
রাজার যতেক সৈন্য পরিশ্রান্ত শুনি।
নন্দিনী ধেনুর প্রতি বলিলেন মুনি ॥
দেখহ রাজার সৈন্য অতিথি আমার।
কামনানুসারে তোষ করহ সবার ॥
বশিষ্ঠের আজ্ঞা পেয়ে সুরভি-নন্দিনী।
সংসারে যাহার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী।
নিমেষে বিবিধ দ্রব্য করিল সৃজন।
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় নানা রত্ন ধন ॥
বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য কুসুম চন্দন।
বিচিত্র পালঙ্ক আর বসিতে আসন ॥
যেই যাহা চাহে তাহা পায় ততক্ষণে।
পাইল পরমানন্দ সর্ব্ব সৈন্যগণে ॥
গাভীর দেখিয়া কর্ম্ম বিস্মিত রাজন।
বশিষ্ঠ মুনিরে বলে গাধির নন্দন ॥
এই গাভী মুনিবর দান কর মোরে।
এক কোটি গাভী দিব স্বর্ণ মণ্ডি খুরে ॥
নতুবা সকল রাজ্য লহ তপোধন।
হস্তী অশ্ব পদাতিক যত সৈন্যগণ ॥
বশিষ্ঠ বলেন নাহি দিতে পারি দান।
দেবতা অতিথি হেতু আছে মম স্থান ॥
রাজা বলে হও তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের হেন দ্রব্যে নাহি প্রয়োজন ॥
হেন দ্রব্য মুনিবর ভূপতিকে সাজে।
কি করিবে তুমি ইহা থাক বনমাঝে ॥
গাভী নাহি দিবে যদি আপন ইচ্ছায়।
নিশ্চয় লইব গাভী জানাই তোমায় ॥
মাগিলে না দিবে গাভী ল'য়ে যাব বলে।
ক্ষত্রধর্ম্মী আমরা লইব বলে ছলে ॥
বশিষ্ঠ বলেন তুমি অধিকারী দেশে।
বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয়-সৈন্য সহায় বিশেষে ॥

যাহা ইচ্ছা কর শীঘ্র, না কর বিচার ।
সহজে তপস্বী দ্বিজ, কি শক্তি আমার ॥
শুনি যত সৈন্যগণ গলে দিল দড়ি ।
চালাইল কামধেনু পাছে মারে দড়ি ॥
প্রহারে পড়িল গাভী তবু নাহি যায় ।
ক্রন্দমুখে সজলাক্ষে মুনি পানে চায় ॥
মুনি বলিলেন কিবা চাহ মম ভিতে ।
তোমার যতেক কষ্ট দেখি যে চক্ষেতে ॥
তপস্বী ব্রাহ্মণ আমি কি করিতে পারি ।
বলে তোমা ল'য়ে যায় রাজ্য-অধিকারী ॥
তবে রাজসৈন্যগণ বৎসকে ধরিয়া ।
আগে লৈয়া যায় তারে গলে দড়ি দিয়া ॥
বৎসকে ধরিয়া লয় কান্দয়ে নন্দিনী ।
ডাক দিয়া বলে হের দেখ মহামুনি ॥
মুনি বলিলেন তোমা ত্যাগ নাহি করি ।
বলে নিয়া যায় রাজা কি করিতে পারি ॥
নিজ শক্তিবলে যদি পার রহিবারে ।
তবে সে রহিতে পার কি কব তোমারে ॥
মুনিরাজ মুখে যদি এতেক শুনিল ।
অতি ক্রোধে ভয়ঙ্কর তনু বাড়াইল ॥
উর্দ্ধমুখ করি গাভী হাম্বারবে ডাকে ।
নানাজাতি সৈন্য বাহিরায় লাখে লাখে ॥
পহ্লব নামেতে জাতি নানা অস্ত্র হাতে ॥
পুচ্ছ হৈতে বাহির হইল আচম্বিতে ॥
মূত্রেতে পাইল জন্ম বহু ব্যাধগণ ।
দুই পার্শ্বে জন্ম নিল কিরাত যবন ॥
জন্মিল অনেক সৈন্য মুখের ফেণেতে ।
নানাজাতি ম্লেচ্ছ হৈল চারিপদ হৈতে ॥
নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন ।
দুই সৈন্য দেখাদেখি হইল ভিড়ন ॥
বিশ্বামিত্র সৈন্যগণ যতেক আছিল ।
এক জন প্রতি তার পঞ্চজন হৈল ॥
করিতে নারিল যুদ্ধ বিশ্বামিত্র সেনা ।
রাজার সম্মুখে ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনা ।
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী ।
মুনি সৈন্য রাজ সৈন্য পাছে যায় খেদি ॥
পলায় সকল সৈন্য পাছে নাহি চায় ।
সর্ব্বসৈন্য বশিষ্ঠের পাছে খেদি যায় ॥
বনের বাহির করি গাধির কুমারে ।
বাহুড়িয়া সৈন্যগণ এল' মুনি ঘরে ॥
তবে বিশ্বামিত্র বড় মনে অভিমান ।
মুনির নিকটে এত পেয়ে অপমান ॥
অদ্ভুত দেখিয়া কর্ম্ম মনে মনে গণে ।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জানিনু এতক্ষণে ॥
ধিক ক্ষত্রজাতি মম ধিক রাজপদে ।
এই ত তপস্বী দ্বিজে না পারি বিবাদে ।
এ জন্ম রাখিয়া আর কোন প্রয়োজন ।
এত চিন্তা করি মনে গাধির নন্দন ॥
দেশে পাঠাইয়া দিল যত সৈন্যগণ ।
তপস্যা করিতে গেল গহন কানন ॥
বিশ্বামিত্র তপ কথা অদ্ভুত কথন ।
যাঁর তপে তাপিত হইল ত্রিভুবন ॥
গ্রীষ্মকালে চারিভিতে জ্বালি হুতাশন ।
উর্দ্ধপদে তার মধ্যে থাকেন রাজন ॥
নাকে মুখে রক্ত বহে ঘোর দরশন ।
অস্থিচর্ম্মসার মাত্র আহার পবন ॥
বরিষাকালেতে যথা জলদ বরিষে ।
যোগাসন করি রাজা তার মধ্যে বৈসে ॥
অহর্নিশি জলধারা বরিষে উপর ।
স্থাবর সদৃশ হৈয়া থাকে নৃপবর ॥
শীতকালে হীনবস্ত্র হৈয়া নিরাশ্রয় ।
হেমন্ত পর্ব্বতে যথা সদা বরিষয় ॥
এইরূপে করে তপ সহস্র বৎসর ।
তপে তুষ্ট হইলেন ব্রহ্মা তদন্তর ॥
ব্রহ্মা বলে বর মাগ গাধির নন্দন ।
বিশ্বামিত্র বলে কর আমারে ব্রাহ্মণ ॥
বিরিঞ্চি বলেন তব ক্ষত্রকুলে জন্ম ।
কেমনে হইবে দ্বিজ দুষ্কর এ কর্ম্ম ॥
অন্য বর চাহ তুমি যেই লয় মনে ।
বিশ্বামিত্র বলে অন্যে নাহি প্রয়োজন ॥
ব্রহ্মা বলে আর জন্মে হইবে ব্রাহ্মণ ।
এক্ষণে যা চাহ তাহা মাগহ রাজন্ ॥

বিশ্বামিত্র বলে অন্য আমি নাহি চাই।
কিবা প্রাণ যায় কিবা ব্রাহ্মণত্ব পাই ॥
এতেক শুনিয়া ধাতা করিল গমন।
পুনঃ তপ আরম্ভিল গাধির নন্দন ॥
ঊর্দ্ধ দুই পদ করি ঊর্দ্ধোমুখ হৈয়া।
একপদে অঙ্গুলিতে রহে দণ্ডাইয়া ॥
শুষ্ককাষ্ঠমত সে হইল নরবর।
কেবল জাগয়ে প্রাণ মজ্জার ভিতর ॥
তাঁর তপে মহাতাপ হৈল তিনলোকে।
ইন্দ্রাদি দেবতা ভয় হইল সবাকে ॥
সহিতে নারিয়া ব্রহ্মা আসে আরবার।
বলিলেন বর মাগ গাধির কুমার ॥
বিশ্বামিত্র বলে আমি মাগিয়াছি অগ্রে।
ব্রাহ্মণ আমারে কর যদি থাকে ভাগ্যে ॥
এড়াইতে না পারিয়া সৃষ্টি-অধিকারী।
বিশ্বামিত্র গলে দেন আপন উত্তরী ॥
বর দিয়া চতুর্ম্মুখ করিলা গমন।
বিশ্বামিত্র মুনি হৈলা মহাতপোধন ॥
কেহ নহে তপস্যায় তাঁহার সমান।
সদা মনে জাগে বশিষ্ঠের অপমান ॥
বশিষ্ঠের অপমান সদা জাগে মনে।
বশিষ্ঠের ছিদ্র খুঁজি ভ্রমে অনুক্ষণে ॥
ইক্ষ্বাকু বংশেতে রাজা সর্ব্বগুণাধাম।
সংসারে বিখ্যাত সে কল্মাষপাদ নাম ॥
মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত।
যজ্ঞ হেতু তাঁহারে করিল নিমন্ত্রিত ॥
বশিষ্ঠ বলেন কিছু আছে প্রয়োজন।
রাজা বলে যজ্ঞ আমি করিব এখন ॥
মুনি না আইল রাজা হৈল ক্রোধমন।
বিশ্বামিত্রে যজ্ঞ হেতু কৈল নিমন্ত্রণ ॥
বিশ্বামিত্র লৈয়া সঙ্গে আইসে রাজন।
পথেতে ভেটিল শক্তি বশিষ্ঠনন্দন ॥
রাজা বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবর।
শক্তি বলে মোরে পথ দেহ নরেশ্বর ॥
রাজা বলে রাজপথ জানে সর্ব্বজন।
পথ ছাড়, যাব' আমি যজ্ঞের সদন ॥

শক্তি বলে দ্বিজপথ বেদের বিহিত।
পথ ছাড়ি, দেহ মোরে যাইব ত্বরিত ॥
এইমতে বলাবলি হৈল দুইজন।
কেহ না ছাড়িল পথ কুপিল রাজন ॥
হাতেতে প্রবোধ বাড়ি আছিল রাজার।
ক্রোধে মুনি-অঙ্গে রাজা করিল প্রহার ॥
প্রহারে জর্জ্জর শক্তি রক্ত পড়ে ধারে।
ক্রোধ-চক্ষে চাহিয়া বলিল নরবরে ॥
উত্তম বংশেতে জন্ম করিস অনীতি।
ব্রাহ্মণেরে হিংসা তুই করিস্ দুর্ম্মতি ॥
এই পাপে মম শাপে হও নিশাচর।
মনুষ্যের মাংসে তোর পূরুক উদর ॥
শাপ শুনি ব্যাস্ত হৈল সৌদাস-নন্দন।
কৃতাঞ্জলি করি বলে বিনয়-বচন ॥
হেনকালে বিশ্বামিত্র পেয়ে অবসর।
রাজ-অঙ্গে নিয়োজিল এক নিশাচর ॥
সম্মুখে পাইয়া শক্তি ধরিল রাজন।
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ ॥
মোরে শাপ দিলা দুষ্ট ভুঞ্জ ফল তার।
ধরিয়া ঘাড়ের রক্ত খাইব তোমার ॥
শক্তিকে খাইয়া মূর্ত্তি হৈল ভয়ঙ্কর।
উন্মত্ত হইয়া গেল বনের ভিতর ॥
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি ভাবিল অন্তরে।
রাক্ষস লইয়া সঙ্গে গেল মুনিবরে ॥
যথা আছে বশিষ্ঠের শতেক কুমার।
কাল পেয়ে বিশ্বামিত্র দেয় ফল তার ॥
একে একে দেখাইয়া সর্ব্বজনে দিল।
রাক্ষস সবারে ধরি ভক্ষণ করিল ॥
বশিষ্ঠ আসিয়া গৃহে দেখে শূন্যময়।
শত পুত্রে না দেখিয়া হইল বিস্ময় ॥
ধ্যানেতে জানিল যাহা বিশ্বামিত্র কৈল।
শক্তি সহ শত পুত্রে রাক্ষসে ভক্ষিল ॥
শত পুত্র-শোকে তাঁর দহয়ে শরীর।
মহাধৈর্য্যবন্ত তবু হইল অস্থির ॥
আপনার মরণ বাঞ্ছিয়া মুনিবর।
শোকানলে প্রবেশিল সমুদ্র ভিতর ॥

সমুদ্র দেখিয়া তাঁরে রাখি গেল কূলে ।
মরণ নহিল যদি সমুদ্রের জলে ॥
অত্যুচ্চ পর্ব্বতে গিয়া উঠিল সে মুনি ।
তথা হৈতে শোকাকুল পড়িল ধরণী ॥
বিংশতি সহস্র ক্রোশ উচ্চ হৈতে পড়ি ।
তুলারাশি প'রে মুনি যায় গড়াগগি ॥
তাহাতে নহিল মৃত্যু চিন্তে মুনিরাজ ।
প্রবেশ করিল গিয়া অনলের মাঝ ॥
যোজন-প্রসর অগ্নি পরশে আকাশে ।
শীতল হইল অগ্নি মুনির পরশে ॥
তবে মুনি প্রবেশিল অরণ্য ভিতর ।
নানা পশু ব্যাঘ্র হস্তী ভল্লুক শূকর॥
বশিষ্ঠে দেখিয়া সবে পলাইয়া যায় ।
হেনমতে কৈল মুনি অনেক উপায় ॥
মরণ নহিল মুনি ভ্রমিল সংসার ।
কতদিনে গৃহে মুনি আসে আপনার ।
এক শত পুত্র নাহি দেখি মুনিবর ।
পুত্রশোকে অবশ হইল কলেবর ॥
চতুর্দ্দিকে অনুক্ষণ বেদ-অধ্যয়ন ।
নানাশাস্ত্র পঠন করিত পুত্রগণ ॥
এ সব চিন্তিয়া মুনি অধিক তাপিত ।
গৃহমধ্যে প্রবেশিতে নাহি চায় চিত ॥
পুনরপি বশিষ্ঠ চলিল দেশান্তর ।
মৃত্যুর উপায় মুনি করে নিরন্তর ॥
দেখিল একটি নদী অত্যন্ত গভীর ।
ভয়ঙ্কর লক্ষ লক্ষ আছয়ে কুম্ভীর ॥
তাহে পড়িবার তরে ইচ্ছা কৈল মুনি ।
হেনকলে পাছু হৈতে শুনে বেদধ্বনি ॥
যোড়হাত করি বলে শক্তির বনিতা ।
তোমার সহিত প্রভু আইলাম হেথা ॥
মুনি বলে সঙ্গে আর আছে কোন জন ।
শত শত বেদধ্বনি করে উচ্চারণ ॥
শক্তির কণ্ঠের প্রায় শুনিলাম স্বর ।
এত শুনি বলে দেবী বিনয় উত্তর ॥
শক্তির নন্দন আছে আমরে উদরে ।
দ্বাদশ বৎসর বেদ অধ্যয়ন করে ॥
এত শুনি বশিষ্ঠ হইল হৃষ্টমন ।
বংশ আছে শুনি নিবর্ত্তিল তপোধন ॥
বধূ সঙ্গে লইয়া চলিল পুনঃ ঘরে ।
হেনকালে ভেটিল রাক্ষস নরবরে ॥
নির্জ্জন গহন বনে থাকে নিরন্তর ।
বহু নর পশু খেয়ে পূর্ণিত উদর ॥
ভূপতি কল্মাষপাদ দেখি বশিষ্ঠেরে ।
মুখ মেলি ধাইল মুনিরে গিলিবারে ॥
বিপরীত মূর্ত্তি দেখি হাতে কাষ্ঠদণ্ড ।
তৃতীয় প্রহরে যেন তপন প্রচণ্ড ॥
নিকটে আইল মূর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্কর ।
দেখি অদৃশ্যন্তী দেবী কাঁপে থর থর ॥
শ্বশুরে ডাকিয়া বলে শুন মহাশয় ।
মৃত্যু উপস্থিত হের রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
রাক্ষসের হাতে দেখি নিকট মরণ ।
তোমা বিনা রাখে ইথে নাহি অন্যজন ॥
বশিষ্ঠ বলেন বধূ না করিহ ভয় ।
নৃপতি কল্মাষপাদ রাক্ষস এ নয় ॥
এতেক বলিতে দুষ্ট আইল নিকটে ।
মুনি গিলিবারে যান দশন বিকটে ॥
মুনির হুঙ্কারে দুষ্ট রহে কত দূরে ।
কমণ্ডলু-জল মুনি ফেলিল উপরে ॥
রাজ অঙ্গ হৈতে হৈল রাক্ষস বাহির ।
রাহু হৈতে যেন হৈল বাহির মিহির ॥
পূর্ব্বজ্ঞান হৈল রাজা পাইল চেতন ।
কৃতাঞ্জলি করি করে বশিষ্ঠে স্তবন ॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি পাপে নাহি অন্ত ।
দয়া কর মুনিরাজ তুমি দয়াবন্ত ॥
কায়মনে আজি হৈতে তোমার কিঙ্কর ।
তব আজ্ঞাবর্ত্তী আমি যাবৎ কলেবর ॥
সূর্য্যবংশে জন্ম মম সৌদাস-নন্দন ।
হেন কর মোরে, নাহি নিন্দে কোন জন ॥
এত বলি নৃপবর আজ্ঞা যে পাইয়া ।
অযোধ্যানগরে পুনঃ রাজা হৈল গিয়া ॥
বধূসহ বশিষ্ঠ আইল নিজ ঘর ।
কত দিনে জন্মিল সে মুনি পরাশর ॥

পৌত্র দেখি বশিষ্ঠের শোক দূর হৈল।
অতি যত্নে মুনিরাজ বালকে পুষিল ॥
শিশুকাল হৈতে পরাশর মুনি।
বশিষ্ঠেরে পিতা জ্ঞান নিজ মনে জানি ॥
এক দিন পরাশর মায়ের গোচরে।
বাপ বাপ বলিয়া যে ডাকে বশিষ্ঠেরে ॥
শুনি অদৃশ্যন্তী শোক করিল প্রচুর।
রোদন করিয়া পুত্রে বলেন মধুর ॥
পিতৃহীন পুত্র তুমি বড় অভাগিয়া।
পিতামহে পিতা বলি ডাক কি লাগিয়া ॥
যেইকালে ছিলা তুমি আমার উদরে।
তোমার জনকে বনে খায় নিশাচরে ॥
মায়ের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
বিশেষ মায়েরে দেখি শোকেতে ক্রন্দন ॥
ক্রোধেতে শরীর কম্পে লোহিত লোচন।
কি করিব হৃদয়ে চিন্তিল তপোধন ॥
এত বড় নিদারুণ নির্দ্দয় বিধাতা।
রাক্ষসের হাতে বিনাশিল মম পিতা ॥
আজ তাঁর সর্ব্বসৃষ্টি করিব নিধন।
না রাখিব ত্রিলোকে তাঁহার একজন ॥
এত যদি মনে কৈল শক্তির কুমার।
বশিষ্ঠ জানিল যে এ সব সমাচার ॥
মধুর বচনে তারে করেন প্রবোধ।
অকারণে তাত তুমি কেন কর ক্রোধ ॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ক্রোধ না হয় উচিত।
ক্ষমা শান্তি ব্রাহ্মণের বেদের বিহিত ॥
কর্ম্ম অনুসারে শক্তি হইল নিধন।
তার প্রতি অনুশোচ কর অকারণ ॥
ক্রোধ শান্তি কর বাপু তত্ত্বে দেহ মন।
অকারণে সৃষ্টি কেন করিবা নিধন ॥

কৃতবীর্য্য চরিত ও ভৃগু পুত্র ঔর্ব্বের বৃত্তান্ত।

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বলি তোমার গোচর।
কৃতবীর্য্য ব'লে ছিল এক নরবর ॥
ভৃগুবংশে ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোহিত।
নানা যজ্ঞ ক্রিয়া রাজা কৈল অপ্রমিত ॥
সর্ব্বধন দিয়া রাজা গেল স্বর্গবাসে।
ধনহীন হৈল, যেই রাজা হৈল দেশে ॥
ভৃগুবংশ-দ্বিজগণে আনিল ধরিয়া।
মাগিল যতেক ধন দেহ ফিরাইয়া ॥
ভয়ে তবে দ্বিজগণ বলিল বচন।
যার গৃহে যত আছে দিব সব ধন ॥
এত শুনি ছাড়ি দিল সর্ব্ব দ্বিজগণ।
গৃহে আসি বিচার করিল সর্ব্বজন ॥
রাজভয়ে কোন' দ্বিজ সর্ব্বধন দিল।
কেহ কেহ কত ধন পুতিয়া রাখিল ॥
কত ধন দিল লৈয়া রাজার গোচর।
অল্পধন দেখিয়া রুষিল নরবর ॥
অনুচর হৈতে ভেদ পাইল রাজন্।
ঘরের ভিতরেতে পুতিল সর্ব্বধন ॥
সসৈন্যেতে গৃহ সব বেড়িল সে গিয়া।
বাহির করিল ধন যে ছিল পুতিয়া ॥
ধন দেখি ক্রোধ কৈল যত ক্ষত্রগণ।
ব্রাহ্মণে মারিতে আজ্ঞা করিল রাজন্ ॥
হাতে খড়্গ করিয়া যতেক রাজবল।
যতেক ব্রাহ্মণগণ কাটিল সকল ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা সর্ব্ব যতেক আছিল।
দুগ্ধপোষ্য বালকাদি সকলি মারিল ॥
গর্ভবতী স্ত্রীগণের চিরিয়া উদর।
মারিল অনেক দ্বিজ দুষ্ট নরবর ॥
মহা কলরব হৈল ব্রাহ্মণনগরে।
প্রাণ লৈয়া স্ত্রীগণ পলায় দেশান্তরে ॥
একে ভৃগুপত্নী যে আছিল গর্ভবতী।
স্বামিগর্ভ রক্ষা হেতু বিচারিল সতী ॥
উদর হইতে গর্ভ উরুতে থুইয়া।
ক্ষত্রগণ ভয়েতে যায়েন পলাইয়া ॥
যতেক ক্ষত্রিয়গণ বেড়িল তাহারে।
যাইতে নাহিক শক্তি পূর্ণ-গর্ভভরে ॥
মহাভয়ে প্রসব হইল সেই স্থানে।
দশ সূর্য্যপ্রায় তেজ ধরয়ে নন্দনে ॥
দৃষ্টিমাত্র ক্ষত্রগণ সব অন্ধ হৈল।
কত শত ক্ষত্রগণ ভস্ম হৈয়া গেল ॥

যোড়হাতে স্তুতি করে যত ক্ষত্রগণে।
ব্রাহ্মণীরে স্তুতি করে বিনয় বচনে ॥
পিতৃ-পিতামহ সর্ব্ব হইল সংহার।
মহাক্রুদ্ধ হৈল তবে ভৃগুর কুমার ॥
মহাদুষ্ট ক্ষত্রগণ কৈল অবিচার।
অনাথের প্রায় দ্বিজ করিল সংহার ॥
বিধাতার দুষ্ট কর্ম্ম জানিনু এক্ষণ।
এই হেতু বিনাশ করিব ত্রিভুবন ॥
এত চিন্তি তপস্যা করয়ে ভৃগুবর।
অনাহারে তপ ষাটি সহস্র বৎসর ॥
তপানলে তাপিত হইল ত্রিভুবন।
হাহাকার কলরব করে সর্ব্বজন ॥
দেবগণ মিলি যুক্তি করিল তখন।
নিবারণ হেতু পাঠাইল সর্ব্বজন ॥
ঔর্ব্ব প্রতি পিতৃগণ বলিল বচন।
এত ক্রোধ কর বাপু কিসের কারণ ॥
আমা সবা হেতু দুঃখ ভাবহ অন্তরে।
আমা সবা মারিবারে কার শক্তি পারে ॥
কাল উপস্থিত হৈল কর্ম্মের লিখন।
সে কারণে ক্ষত্র হাতে হইল মরণ ॥
আপনার মনে জানি ক্ষমা কর মনে।
হীনকর্ম্মে হীনতাপী নহে কোনজনে ॥
শম তপ ক্ষমা এই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।
আমা সবে না রুচে তোমার ক্রোধকর্ম্ম ॥
পিতৃগণ-বচন শুনিয়া ঔর্ব্ব মুনি।
কহেন কহিলা যত আমি সব জানি ॥
বিশেষ ক্ষত্রিয়গণ কৈল দুরাচার।
দুষ্টে শাস্তি না করিলে মজিবে সংসার ॥
দুষ্টলোকে সমুচিত যদি ফল পায়।
সংসারে তবেত লোক দুষ্টতা ছাড়য় ॥
অপ্রমিত কুকর্ম্ম করিল ক্ষত্রগণ।
অল্পদোষে বিনাশিল অনেক ব্রাহ্মণ ॥
যখন ছিলাম আমি জননী-উদরে।
ক্ষত্রভয়ে মম মাতা লইলেন উরে ॥
আর যত ব্রাহ্মণী পাইয়া গর্ভবতী।
উদর চিরিয়া মারিলেক দুষ্টমতি ॥
অনাথের প্রায় করি মারিল সবারে।
সে সব স্মরিয়া মম হৃদয় বিদরে ॥
হেন দুষ্টজনে যদি শাস্তি না হইবে।
এইমত দুষ্টাচার ত্যাগ কে করিবে ॥
শক্তি আছে শাস্তি নাহি দেয় যেইজন।
কাপুরুষ বলি তারে সংসারে ঘোষণ ॥
এই হেতু ক্রোধ মম হইল অপার।
নিবৃত্ত না হবে কোপ, না করি সংহার ॥
ঔর্ব্ব প্রতি পুনরপি বলে পিতৃগণ।
নিবৃত্ত করহ ক্রোধ শান্ত কর মন ॥
ক্রোধতুল্য মহাপাপ নাহিক সংসারে।
তপ জপ জ্ঞান সব ক্রোধেতে সংহারে ॥
বিশেষ যতির ক্রোধ চণ্ডাল গণন।
এ সব গণিয়া বাপু কর সংবরণ ॥
আমা সবাকার বাক্য না কর লঙ্ঘন।
আমরা তোমার হই পিতৃ গুরুজন ॥
নিবৃত্ত করিতে যদি নাহিক শকতি।
উপায় কহি যে এক শুন মহামতি ॥
ত্রৈলোক্য জনের প্রাণ জলের ভিতরে।
জল বিনা মুহূর্ত্তেকে না বাঁচে সংসারে ॥
এ কারণে জলমধ্যে এড় ক্রোধানল।
জলেরে হিংসিলে হিংসা পাইবে সকল ॥
ঔর্ব্ব বলে না লঙ্ঘিব সবার বচন।
সমুদ্রে থুইল ক্রোধ ভৃগুর নন্দন ॥
অদ্যাপি মুনির ক্রোধ অনলের তেজে।
দ্বাদশ যোজন নিত্য পোড়ে সিন্ধু মাঝে ॥
এত শুনি পরাশর ক্রোধে শান্ত হৈল।
রাক্ষসে মারিব বলি অঙ্গীকার কৈল ॥
রাক্ষস আমার তাতে করিল ভক্ষণ।
পিতৃবৈরী নিশাচরে করিব নিধন ॥
রাক্ষস বলিয়া না থুইব পৃথিবীতে।
পরাশর মুনি এত দৃঢ় কৈল চিতে ॥
বশিষ্ঠের শক্তিতে না হইল বারণ।
রাক্ষস-বধের যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ ॥
পরাশর-যজ্ঞ-কথা অদ্ভুত কথন।
সে যজ্ঞে হইল সব রাক্ষস-নিধন ॥

রাক্ষসের দুষ্টাচার জানিয়া সকল।
পরাশর মুনি হৈল জ্বলন্ত অনল ॥
বেদমন্ত্রে অগ্নি জ্বালি কৈল অঙ্গীকার।
সঙ্কল্প করিল সব রাক্ষস-সংহার ॥
যজ্ঞের অনল গিয়া উঠিল আকাশে।
মন্ত্রে আকর্ষিয়া যত আনয়ে রাক্ষসে ॥
গিরীন্দ্র নগর আদি কাননাদি গ্রাম।
দ্বীপ দ্বীপান্তরে যত রাক্ষসের ধাম ॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে।
হাহাকার কলরব করিয়া সশব্দে ॥
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈয়া পড়ে অগ্নির ভিতরে।
ব্যাকুল হইয়া কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
মহাতেজ মহাকায় মহাভয়ঙ্কর।
কার সপ্ত মুখ কার' অষ্টাদশ কর ॥
বিকট দশন রক্ত লোমাবলি দেহ।
কূপসম চক্ষুতে রহয়ে ঘন লোহ ॥
পর্ব্বত-আকার দেহ জিহ্বা লহ লহ।
বিপুল উদর কারো দেখি শুষ্ক দেহ ॥
কেহ প্রবেশিল ভয়ে পর্ব্বত-কোটরে।
প্রাণভয়ে কোনজন বৃক্ষ চাপি ধরে ॥
কেহ প্রবেশয়ে গিয়া সমুদ্র ভিতরে।
পাতালে প্রবেশে কেহ যায় দিগন্তরে ॥
কর্কট সিংহেতে যেন সলিল বরিষে।
লিখন না যায় যত অনলে প্রবেশে ॥
দশদিকে কলরব হৈল হাহাকার।
প্রলয়কালেতে যেন মজয়ে সংসার ॥
আকুল হইয়া কেহ শরীর আছাড়ি।
ভয়েতে কম্পয়ে তনু যায় গড়াগড়ি ॥
কোন রাক্ষসের নাহিক রক্ষণ।
যজ্ঞে লৈয়া আসে, মন্ত্রে করিয়া বন্ধন ॥
পরাশর-যজ্ঞে হৈল রাক্ষস-সংহার।
পৌলস্ত্য পাইল সে সকল সমাচার ॥
সৃষ্টিনাশ হইল চিন্তিত মুনিবর।
যথা যজ্ঞ করে মুনি চলিল সত্বর ॥
পৌলস্ত্যেরে দেখিয়া উঠিল মুনিগণ।
বসিবারে দিল দিব্য কনক-আসন ॥

চিত্তে ক্রোধ করিয়া বসিল মুনিবর।
পরাশরে চাহি মুনি করিল উত্তর ॥
বড় যশ উপার্জ্জিলা শক্তির নন্দন।
অনেক রাক্ষসগণে করিলা নিধন ॥
বেদশাস্ত্র জ্ঞাত হৈয়া কর হেন কর্ম্ম।
কোন্ বেদশাস্ত্রে আছে পরহিংসা ধর্ম্ম ॥
পৃথিবীতে দ্বিজ নাই তোমার বিচারে।
আর কোন দ্বিজ নাই কেহ তপ করে ॥
তোমার বিচারে শক্তি ছিল হীনজন।
সে কারণে কৈল তারে রাক্ষসে ভক্ষণ ॥
মৃত্যু বলি সংসারে আছয়ে মহাব্যাধি।
ত্রৈলোক্যে না পাই বাপু ইহার ঔষধি ॥
শত বৎসরেতে কিংবা সহস্র বৎসরে।
শরীর ধরিলে লোক অবশ্য যে মরে ॥
ব্যাঘ্র হস্তী হাতে কিংবা জলে ডুবি মরে।
শত শত ব্যাধি আর আছয়ে সংসারে ॥
যথায় যাহার মৃত্যু কর্ম্ম-নিবন্ধন।
কার আছে ক্ষমতা তা করয়ে খণ্ডন ॥
সকল জানহ তুমি শাস্ত্র-অনুসারে।
জানিয়া এমন কর্ম্ম কর অবিচারে ॥
বিশেষ আপন দোষে শক্তির নিধন।
মহাক্রোধ হৈল অল্প দোষের কারণ ॥
আপনার মৃত্যু শক্তি আপনি সৃজিল।
নৃপতিরে শাপ দিয়া রাক্ষস করিল ॥
অল্পদোষে মহাক্রোধ দ্বিজে অনুচিত।
সেই পাপে মৃত্যু তার কর্ম্ম-নিবন্ধিত ॥
রাক্ষসের কোন্ দোষ বুঝিলা আপনে।
অসংখ্য রাক্ষস ভস্ম কৈলা অকারণে ॥
যে কর্ম্ম করিলা তুমি দ্বিজের এ নয়।
দ্বিজক্রোধ হৈলে ক্ষণে হইবে প্রলয় ॥
ক্রোধ করি দ্বিজ যদি সংসার নাশিবে।
কাহার শকতি তবে পৃথিবী রাখিবে ॥
ক্রোধ শান্তি কর বাপু আমার বচনে।
অবশেষ যেই আছে করহ রক্ষণে ॥
আমার বচন যদি মনোরম নহে।
জিজ্ঞাসহ বশিষ্ঠে তোমার পিতামহে ॥

বশিষ্ঠ বলেন সত্য কহিলেন মুনি ।
পূর্ব্বে বলিয়াছি বাপু এ সব কাহিনী ॥
অকারণে হিংসাকর্ম্মে উপজয়ে পাপ ।
এ সব করিলে তুমি পাবে বড় তাপ ॥
এত শুনি পরাশর কৈল সমাধান ।
বহু যত্নে কৈল যজ্ঞ-অগ্নির নির্ব্বাণ ॥
নিবৃত্ত না হয় অগ্নি পূর্ব্ব অঙ্গীকারে ।
সঙ্কল্প করিল যত রাক্ষস সংহারে ॥
আহুতি না পেয়ে অগ্নি প্রবেশিল বনে ।
অদ্যাপি অনল উঠে কানন দাহনে ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন পাণ্ডুর নন্দন ।
কহিলাম এ সকল কথা পুরাতন ॥
বশিষ্ঠের ক্ষমা সম নাহিক সংসারে ।
বিশ্বামিত্র সংহারিল শতেক কুমারে ॥
তথাপিও তাঁরে ক্রোধ না করিল মুনি ।
যম হৈতে লৈতে পারে তথাপি না জানি ॥
কারণ বুঝিয়া মুনি অতি ক্ষমাবান্ ।
নৃপতি কল্মাষপাদে দিল পুত্রদান ॥
যে রাজা হইল হেতু শতপুত্রনাশে ।
তারে পুত্রবান্ কৈল আসন ঔরসে ॥
অর্জ্জুন বলেন কহ ইহার কারণ ।
কি কারণে হেন কর্ম্ম কৈল তপোধন ॥
একে ত পরের দারা, দ্বিতীয়ে অগম্য ।
কি কারণে বশিষ্ঠ করিল হেন কর্ম্ম ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন তার বিবরণ ।
শক্তি-শাপে নিশাচর হইল রাজন্ ॥
হেনকালে পথে দেখে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ ।
রাজারে দেখিয়া পলাইল দুইজন ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণে গিয়া ধরিল নৃপতি ।
ভয়েতে বিলাপ করে ব্রাহ্মণ-যুবতী ॥
কাতর হইয়া বলে বিনয়-বচন ।
পৃথিবীর রাজা তুমি সৌদাস-নন্দন ॥
তোমার বংশেতে সবে দ্বিজের কিঙ্কর ।
ব্রাহ্মণেরে বধ না করিও নরবর ॥
আজি মম প্রথম হৈয়াছে ঋতুস্নান ।
প্রথম দিবসে নাহি যাই স্বামিস্থান ॥
অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হৈয়াছ যদি তুমি ।
আমারে ভক্ষণ কর ছাড় মম স্বামী ॥
এতেক কাতর বাণী ব্রাহ্মণী বলিল ।
সহজে অজ্ঞান রাজা শুনে না শুনিল ॥
ব্যাঘ্রে যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ ।
ঘাড় ভাঙ্গি রক্তপান কৈল ততক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণের মৃত্যু দেখি ব্রাহ্মণী বিকল ।
আনিয়া বনের কাষ্ঠ জ্বালিল অনল ॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ডাকি বলে ভূপে ।
ওরে দুষ্ট দুরাচার শুন মম শাপে ॥
মম ঋতু ভুঞ্জিতে না পাইলেন স্বামী ।
এই মত নিরাশ হইবে দুষ্ট তুমি ॥
স্ত্রী স্পর্শ করিলে তোর অবশ্য মরণ ।
এ শাপ দিলাম তোরে নহিবে খণ্ডন ॥
সূর্য্যবংশ-কারণ জানাই উপদেশে ।
বংশরক্ষা হবে তোর ব্রাহ্মণ-ঔরসে ॥
এত বলি ব্রাহ্মণী পড়িল অগ্নিমাঝ ।
দ্বাদশ বৎসর বনে ফিরে মহারাজ ॥
বশিষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়া রাজন্ ।
চেতন পাইয়া দেশে করিল গমন ॥
স্নান দান জপ হোম করিল ভূপতি ।
শয়ন করিতে গেল যথা মদয়ন্তী ॥
মদয়ন্তী বলে রাজা নাহিক স্মরণ ।
ব্রাহ্মণী দিলেন শাপ দারুণ বচন ॥
স্ত্রী স্পর্শ করিলে তব হইবে মরণ ।
সে কারণে মম অঙ্গ না ছুঁয়ো রাজন্ ॥
রাণীর বচনে নিবর্ত্তিল নরপতি ।
বংশরক্ষা-কারণে চিন্তিত মহামতি ॥
বশিষ্ঠ হইতে হবে শুনি [illegible] ।
ভার্য্যা নিয়োজিত কৈল বশিষ্ঠ মুনিকে ॥
বশিষ্ঠ হইতে তাঁর হইল সন্তান ।
সূর্য্যবংশ রাখিল বশিষ্ঠ মহামতি ॥
এত শুনি অর্জ্জুন হইল হৃষ্টমন ।
গন্ধর্ব্বেরে বলিলেন বিনয়-বচন ॥
এসব শুনিয়া মম ব্যগ্র হৈল মন ।
পুরোহিত-যোগ্য কোথা পাইব ব্রাহ্মণ ॥

চন্দনে [illegible]
সুগন্ধি [illegible]
স্থানে স্থানে রাখিল বিচিত্র সিংহাসন।
বিচিত্র উত্তম শয্যা বিচিত্র বসন॥
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় লিখনে না যায়।
বহুদিনে সঞ্চয় করিল তাহা রায়॥
বসিল যতেক রাজা যথাযোগ্য স্থানে।
পুরন্দর সভা যেন অমরভুবনে॥
মঞ্চের উপরেতে বসিল রাজগণ।
নানা চিত্র বিচিত্র বিবিধ ভূষণ॥
রূপবন্ত কুলবন্ত বলে মহাবলী।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্বগুণশালী॥
আইল যতেক রাজা না হয় বর্ণনা।
চতুরঙ্গ দলেতে লইয়া নিজ সেনা॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির শতেক কুমার।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন সহ যত আর॥
ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণি কর্ণ কৃপ সোমদত্ত।
কোটি কোটি রথ অশ্ব পদাতিক মত্ত॥
জরাসন্ধ জয়সেন রাজ চক্রসঙ্গ।
মৎস্যরাজ শল্য শাল্ব সিন্ধুরাজ রঙ্গ।
শকুনি সৌবল বৃহদ্বল মহাবীর।
গান্ধার রাজার পুত্র যুদ্ধে অতি ধীর॥
অংশুমান চেদিপাল কাশীদণ্ডধর।
শিশুপাল শ্বেতশঙ্খ বিরাট্ উত্তর॥
প্রতিভূতী পুণ্ডরীক বাসুদেব রাজা।
রুক্মাঙ্গদ রুক্মরথ রুক্মী মহাতেজা॥
শত ভাই সহিত ভূপতি অনুগত।
বিন্দ অনুবিন্দ চিত্রসেন জয়দ্রথ॥
নীলধ্বজ শ্রীবৎস যে রাজা সত্রাজিত।
চিত্র উপচিত্র দুর্ব্বানন্দের সহিত॥
ভূরি ভূরিশ্রবা কেতু সুশর্ম্মা সঞ্জয়।
গোশৃঙ্গ বাহ্লীক দীর্ঘবাহু [illegible]॥
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল [illegible]।
শরদের [illegible]॥
দ্রৌপদী [illegible]

[illegible]
দেবতা তেত্রিশ কোটি [illegible]।
সিদ্ধ বিদ্যাধর [illegible]
নৃত্য-গীত-বাদ্যেতে যেমন স্বর্গপুরী।
গরুড়ারোহণে আইলেন জগন্নাথ।
পাণ্ডব-বিবাহ হেতু যদুবংশ সাথ॥
কামপাল কামদেব কামের নন্দন।
গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ॥
শূন্যেতে রহিল খগপতি আরোহণে।
করিলেন শঙ্খধ্বনি স্বয়ং নারায়ণে॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য মোহিল।
পৃথিবীর যত বাদ্য সব লুকাইল॥
যত সভ্যগণ সভামধ্যে বসেছিল।
গোবিন্দ আগত দেখি সম্ভ্রমে উঠিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সত্যসেন সত্রাজিত।
শল্য ভূরিশ্রবা ক্রথ কৌশিক সহিত॥
কৃতাঞ্জলি করি শিরে কৈল দণ্ডবৎ।
দেখিয়া হাসিল দুষ্ট রাজগণ যত॥
শিশুপাল আর শাল্ব রুক্মী দন্তবক্র।
জরাসন্ধ সহ যত রাজা দুষ্টচক্র।
কেহ বলে কারে সবে করিলা প্রণাম।
দেব কি গন্ধর্ব্ব খণ্ডি পুরাইবে কাম॥
করতালি দিয়া হাসি বলে শিশুপাল।
সবা হৈতে ভাল শঙ্খ বাজায় গোপাল।
তেঁই সে দ্রুপদ বরিয়াছেন ইহারে।
বাদ্যকরগণ সহ বাদ্য করিবারে॥
জরাসন্ধ বলে ভীষ্ম তুমি জ্ঞানবান্।
তোমা হেন জন কেন হইল অজ্ঞান॥
এ সভার মধ্যেতে করহ হেন কর্ম্ম।
গোপসুতে প্রণাম কি করিতে [illegible]॥
নন্দঘোষ-গৃহেতে থাকিল চিরকাল।
গোপ-অন্ন খাইয়া রাখিল [illegible]॥
[illegible]
জানিয়া [illegible]
ভীষ্ম [illegible]

[illegible] চরিত্র বেদের অগোচর ।
[illegible] কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
ব্রহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দ্দশ লোকে ।
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে ॥
[illegible] অর্দ্ধ কোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায় ।
এমত বিরাট যাঁর নিশ্বাসে প্রলয় ॥
সেই প্রভু আপনি গোপাল-অবতার ।
মায়াতে মানবদেহ দেব নিরাকার ॥
লীলায় হইল যাঁর চরাচর জন ।
নাভি-কমলেতে সৃষ্টি করিল সৃজন ॥
ললাটে জন্মিল ধাতা চক্ষেতে তপন ।
মনেতে জন্মিল চন্দ্র নিশ্বাসে পবন ॥
[illegible] কীট হইতে যতেক মহীপাল ।
সর্ব্বভূতে মায়ারূপে আছয়ে গোপাল ॥
কর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ সনাতন ।
সেই সে মস্তকে বন্দে গোপাল-চরণ ॥
[illegible] মুখে অনুক্ষণ প্রণমে মহেশ ।
চারি মুণ্ডে বিধাতা সহস্র মুণ্ডে শেষ ॥
[illegible] প্রণমিতে আমি কিছে গণি ।
অজ্ঞানেতে হেন কথা কহ নৃপমণি ॥
ভীষ্মের বচন শুনি হাসে জরাসন্ধ ।
কোন্ মূঢ়-বাক্যে তুমি পড়িয়াছ ধন্ধ ॥
[illegible] মারিল দুষ্ট আমার জামাতা ।
[illegible] না শুনিলাম এ দুরন্ত কথা ॥
[illegible] এই যদি দেব নারায়ণ ।
আমার ভয়েতে পলাইল কি কারণ ॥
[illegible] বলিলেন আমি সে সকল জানি ।
না জানিয়া বলি চিত্তে না ভাবিও তুমি ॥
[illegible] রাজা তুমি দৈত্য অধিপতি ।
[illegible] মারিলে পাইবে কি গতি ॥
[illegible] তোমা না মারিল ।
[illegible] মারিতে চাহিল ॥
[illegible] তোমা না মারিল প্রাণে ।
[illegible] পলাইল রণে ॥
[illegible] ।

কি হেতু [illegible] ।
এই আমি এথা হৈতে যাই অন্য স্থান ॥
কৃষ্ণনিন্দা স্থানে আমি তিলেক না থাকি
নিন্দুকেরে মারি কিংবা সে স্থান উপেক্ষি
এত বলি তথা হৈতে যান অন্য স্থান ।
কাশীরাম বিরচিল শুনে পুণ্যবান্ ॥

দ্রৌপদীর সভায় আগমন ।

হেনমতে তথায় ষোড়শ দিন গেল ।
এক লক্ষ রাজা তবে সভায় বসিল ॥
তবে রাজা দ্রুপদ আনিয়া ধাত্রীগণ ।
আজ্ঞা কৈল দ্রৌপদীরে করিতে সাজন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা সর্ব্ব ধাত্রীগণ ।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ ॥
দ্রৌপদীর পুরোহিত পড়িয়া মঙ্গল ।
যাত্রা কৈল সভামধ্যে পূজিয়া অনল ॥
সভামধ্যে যখন দ্রৌপদী উপনীত ।
দেখি সব রাজগণ হইল মূর্চ্ছিত ॥
কামাগ্নি দহিল চিত্তে হৈল অচেতন ।
চিত্রের পুত্তলিপ্রায় সব রাজগণ ॥
কেহ কেহ সেই স্থানে পড়িল মোহিয়া ।
গড়াগড়ি যায় কেহ অজ্ঞান হইয়া ॥
সচেতন হৈয়া কেহ নাহি চায় আর ।
কেহ কেহ জীবন বাখানে আপনার ॥
ধন্য এ জীবন যাহে দেখিনু এ রূপ ।
পাইব এ কন্যা চিত্তে করে কোন ভূপ ॥
হেনমতে রাজগণ বিস্ময় অন্তর ।
কাশীরাম বিরচিল রচিয়া পয়ার ॥

দ্রৌপদীর রূপবর্ণন ।

পূর্ণ সুধাকর, হইতে প্রবর,
বিকচ কমল মুখ ।
গজমতি ভূষা, তিলফুল নাসা,
দেখি মুনি-মন সুখ ॥
[illegible], দেখিয়া হরিণ,

চারু ভুরুলতা, দেখিয়া মন্মথ,
নিন্দে নিজ শরাসন ॥
শ্রীধর, বিরাজে অধর,
পূর্ব্বীয় অরুণ ভালে।
নিন্দে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী,
সিন্দুর চাঁচর ভালে ॥
তড়িত মণ্ডল, কর্ণেতে কুণ্ডল,
হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকুম্ভ, লজ্জায় দাড়িম্ব,
হৃদয় ফাটিয়া পড়ে ॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু,
অগাধ অম্বুধি মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল, ভুজ দেখি ব্যাল,
প্রবেশিল বিলে লাজে ॥
মাজা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন,
করি-অরি হরি লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিপদ,
নখরেতে দ্বিজরাজে ॥
কনক-কঙ্কণ, করে ঝন্ ঝন্,
চরণে নূপুর হংস।
জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর,
স্বর্ণকাঞ্চী অবতংস ॥
রামরম্ভা তরু, চারু যুগ্ম ঊরু,
দেখি নিন্দে যত হাতী।
উদর সুকৃশ, মাজা মৃগ-ঈশ,
নিতম্বযুগল ক্ষিতি ॥
নীল সুকোমল, শরীর অমল,
কমলে গঠিত অঙ্গ।
ভারের কারণ, হীন আভরণ,
সহজে মোহে অনঙ্গ ॥
কমল-বদন, কমল-নয়ন,
কমলগঞ্জিত গণ্ড ॥
দ্বি-কর কমল, কমলাংঘ্রি তল,
স্থূল কমলের দণ্ড ॥
মন্দ মন্দ [illegible] যোজনেক [illegible]
হইয়া উন্মত্ত, ধায় চঞ্চরীক,
কমল মধুপবৃন্দ ॥
কুরুকুল-ধ্বংসে, কমলার অংশে,
সৃজিত কমলজাত।
কমলা-বিলাসী, বন্দি কহে বাণী,
কমলাকান্তের সুত ॥

রাজাদিগের লক্ষ্যভেদে উদ্যোগ।

দ্রৌপদীর রূপ দেখি মোহে নৃপগণ।
শীঘ্রগতি সকলে উঠিল ততক্ষণ ॥
হুড়াহুড়ি করি সবে যায় বায়ুবেগে।
সবে বলে রহ, লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে ॥
সুহৃদে সুহৃদে তবে উপজিল দ্বন্দ্ব।
ধনুক বেড়িয়া দাঁড়াইল নৃপবৃন্দ ॥
তবে মগধের পতি জরাসন্ধ রাজা।
রাজচক্রবর্ত্তী ক্ষত্রকুলে মহাতেজা ॥
ধনুক তুলিয়া সে ঝাঁকারে পুনঃ পুনঃ।
নোয়াইয়া ধনুহুলে দিতে গেল গুণ ॥
অতিশয় বিপুল সে ধনুকের ভরে।
মূর্চ্ছা হ'য়ে নৃপতি পড়িল কতদূরে ॥
তবে দুর্য্যোধন দম্ভ করিয়া বহুল।
ধনু ধরি জানু পাতি নোওয়াইল হুল ॥
মুখে রক্ত উঠিল কম্পিত কলেবর।
কতদূরে মূর্চ্ছা হৈয়া ধূলায় ধূসর ॥
তবে মৎস্য-অধিপতি বিরাট রাজন।
ঠেলাঠেলি করি ধনু নিল প্রাণপণ ॥
তুলিতে সে নারিল ছাড়িতে না পারিল।
হাসিয়া সুশর্ম্মা রাজা কাড়িয়া লইল ॥
কন্যাকে দেখিয়া বুড়া খাইলি কি লাজ।
লক্ষ্য বিন্ধিবার ছলে হাসালি সমাজ ॥
তুলিতে নাহিক শক্তি বিন্ধিবারে যাও।
এই মুখে মৎস্যদেশে রাজভোগ খাও ॥
এত বলি [illegible]পতি তুলিলেক ধনু।
দেখিয়া কীচক বীর ক্রোধে কাঁপে তনু ॥
কতদূরে [illegible]

পায়ে চাপি ধরি ধনু গুণ দিতে যায়।
কতদূরে পড়িল হইয়া মৃতপ্রায় ॥
মত্ত দশ সহস্র মাতঙ্গ পরাক্রম।
ধনুকে দিবার গুণ না হইল ক্ষম ॥
শিশুপাল মহারাজ চেদীর ঈশ্বর।
বড় লজ্জা পাইল সে সভার ভিতর ॥
লজ্জাভয়ে প্রাণপণে নোওাইল ধনু।
না পারিল ধৈর্য্য হৈতে হীনবীর্য্য তনু ॥
ধনুহুলে চিবুক লাগিয়া উলটিল।
কতদূরে রাজগণ উপরে পড়িল ॥
মুকুট ভাঙ্গিল, তনু হৈল মহাক্ষীণ।
মৃতপ্রায় হইয়া রহিল দণ্ড তিন ॥
একে একে যত ছিল নৃপতির গণ।
রুক্মী ভগদত্ত শল্য শাল্ব নৃপগণ ॥
বাহ্লীক কলিঙ্গ কাশী ভোজ নরপতি।
চন্দ্রসেন মদ্রসেন পৌরব প্রভৃতি ॥
সত্যসেন সুষেণ রোহিত বৃহদ্বল।
দীর্ঘপিঙ্গকেশী দন্তবক্র মহাবল ॥
বলবন্ত কুলবন্ত ক্ষত্রিয়প্রধান।
যোল লক্ষ নরপতি সবে বলবান ॥
একে একে সবাই বুঝিল পরাক্রম।
ধনু নোওাইতে কেহ না হইল ক্ষম ॥
কোথায় ধনুক পড়ে কোথায় আপনি।
কোথা পড়ে কুণ্ডল মুকুট রত্নমণি ॥
কাহার ভাঙ্গিল হাত ঘাড় স্কন্ধ নাক।
মুখে রক্ত উঠে কার' ঝলকে ঝলক ॥
বড় বড় ভূপতির দেখি অপমান।
ভয়ে আর কেহ না হইল আগুয়ান ॥
প্রথমে বিন্ধিব বলি হৈল মহাগোল।
লজ্জায় কাহার' মুখে নাহি আর বোল ॥
দম্ভ করি উঠিয়া বসিল অধোমুখে।
লজ্জিত হইয়া, পৃষ্ঠ করিয়া ধনুকে ॥
অজেয় জানিয়া সবে বিপুল ধনুক।
যত ক্ষত্রকুল সবে হইল বিমুখ ॥
রাজগণ যখন হইল ভঙ্গীয়ান।
করযোড় করি বলে পঞ্চাল-প্রধান ॥

অবধান কর যত রাজার সমাজ।
স্বয়ংবর করিয়া যে পাইলাম লাজ ॥
নিমন্ত্রিয়া আনিলাম যত রাজগণ।
না হইল কার্য্যসিদ্ধি করি প্রাণপণ ॥
সবে বলে রাজা তোর না বুঝি চরিত।
কভু নাহি দেখি হেন ধনু বিপরিত ॥
বহু স্থানে এমত আছয়ে লক্ষ্যপণ।
লক্ষ্য বিন্ধি সবে লইয়াছে কন্যাগণ ॥
এতাদৃশ ধনু কভু নাহি দেখি শুনি।
ধনুভরে মূর্চ্ছা হৈল সব নৃপমণি ॥
বিন্ধিবার কার্য্য থাক্, গুণ দিতে নারি।
আমা সবা বিড়ম্বিতে করেছ চাতুরী ॥
বহু ধনু দেখিয়াছি আমা সবা জ্ঞানে।
ধনু হেন দেখি নাই শুনি নাই কাণে ॥
মদ্ররাজ পূর্ব্বে কন্যা স্বয়ংবর কৈল।
যোজনেক উচ্চ রাধাচক্র করেছিল ॥
তাহাতেও গুণ দিল কোন কোন জনা।
লক্ষ্য বিন্ধি বাসুদেব লভিলা লক্ষ্মণা ॥
ভগদত্ত নৃপতির কন্যা ভানুমতী।
সেও এইমত পণ করিল ভূপতি ॥
দুর্জ্জয় ধনুক কৈল জানে সর্ব্বজনা।
সে ধনু নহিবে যে এ ধনুর তুলনা ॥
তাহাতেও গুণ দিয়াছেন রাজগণে।
কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধি, কন্যা দিল দুর্য্যোধনে ॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনি সম্বোধনে।
কহ মুনি কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধিল কেমনে ॥
কহ শুনি ভানুমতী-স্বয়ংবর-কথা।
কোন্ কোন্ রাজগণ গিয়াছিল তথা ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভব-বারি ॥

ভানুমতীর স্বয়ংবর।

মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
প্রাগ্‌দেশে ভগদত্ত-কন্যা ভানুমতী ॥
ভূপতি করিল সেই কন্যা স্বয়ংবর।
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত নরবর ॥

দুর্য্যোধন শত ভাই ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
কলিঙ্গ কামদ মৎস্য পঞ্চাল-নন্দন ॥
রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধ মহাতেজা।
স্বয়ংবরে গেল আশী সহস্রেক রাজা ॥
হেনমতে রাজগণ করিল গমন।
ভগদত্ত ভূপতি করিল নিবেদন ॥
এইমত মৎস্য লক্ষ্য উচ্চার্দ্ধ যোজন।
এই ধনুর্ব্বাণে বিন্ধিবেক যেইজন ॥
সেই মম কন্যা লভিবেক ভানুমতী।
এত বলি কন্যা আনাইল শীঘ্রগতি ॥
ভানুর প্রকাশে যেন তিমির বিনাশ।
ভানুমতী-রূপে যেন করিল প্রকাশ ॥
দেখিয়া মোহিত হৈল যত রাজগণ।
ষোড়শ কলাতে যেন চন্দ্রের শোভন ॥
তবে যত রাজগণ উঠি একে একে।
কারো শক্তি গুণ দিতে নারিল ধনুকে ॥
জরাসন্ধ মহারাজ ধনুক লইয়া।
বহু শক্তি দিল গুণ ধনু নোঙাইয়া ॥
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ এড়িল ভূপতি।
নারিল বিন্ধিতে লক্ষ্য তাহার শকতি ॥
লক্ষ্য পরশিয়া বাণ পড়িল ভূতলে।
সে লাজ পাইয়া ধনু হাত হৈতে ফেলে ॥
যত সব রাজগণ হইল বিমুখ।
কারো শক্তি নোঙাইতে নারিল ধনুক ॥
সবারে বিমুখ দেখি প্রাগ্‌দেশপতি।
করযোড়ে কহে সব ভূপতির প্রতি ॥
কেহ নাহি পারে লক্ষ্য বিন্ধিতে রাজন।
আজ্ঞা কর কোন্ কর্ম্ম করিব এখন ॥
রাজগণ বলে শক্তি নাই মো-সবার।
উপায় করহ চিন্তে যে হয় বিচার ॥
যে পারিবে সে লইবে তোমার কুমারী।
কারো শক্তি তারে কিছু বলিতে না পারি ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল ভগদত্ত।
অস্ত্রধারী হইয়া আছয়ে ইথে যত ॥
এই ভাষা পুনঃ পুনঃ বলিল রাজন্।
শুনিয়া উঠিল তবে বীর বৈকর্ত্তন ॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার।
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ করিল প্রহার ॥
মহাপরাক্রম কর্ণ হয় দৃষ্টিভেদী।
এক বাণে মৎস্যচক্র ফেলাইল ছেদি ॥
দেখি হৃষ্টমতি তবে হৈল ভানুমতী।
কর্ণগলে মাল্য দিতে যায় শীঘ্রগতি ॥
পাছু হৈয়া মাল্য দিতে কর্ণ নিবারিল।
দেখিয়া সকল রাজা বিস্মিত হইল ॥
রহ রহ বলি ডাকে জরাসন্ধ রাজা।
শুনিয়া বলিল সূর্য্যপুত্র মহাতেজা ॥
কর্ণ বলে লক্ষ্য বিন্ধিলাম এ সভাতে।
ভানুমতী আইল আমারে মাল্য দিতে ॥
মৈত্র হেতু আমি তারে করিনু বারণ।
তুমি নিবারহ তারে কিসের কারণ ॥
জরাসন্ধ বলে অর্দ্ধভাগী হই আমি।
মম গুণ দিয়া ধনু বিন্ধিয়াছ তুমি ॥
গুণ দিলে ধনুক অর্দ্ধেক হয় তার।
হয় কিনা বুঝ সবে করিয়া বিচার ॥
এত শুনি কহিলেন যতেক ভূপতি।
সত্য কহিলেন জরাসন্ধ মহামতি ॥
গুণদাতা জনের অর্দ্ধেক অধিকার।
ভানুমতী উপরে স্বামিত্ব দোঁহাকার ॥
এক্ষণে ইহার এই দেখি যে বিধান।
দোঁহাকার মধ্যে যে হইবে বলবান ॥
ভানুমতী কন্যা লভিবেক সেইজন।
এইমত কহিল সকল রাজগণ ॥
শুনি কর্ণ ডাকি বলে জরাসন্ধ প্রতি।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব অকারণে কর নরপতি ॥
কন্যালোভে দ্বন্দ্ব এবে কর অকারণে
ইহার উচিত ফল পাবে মম স্থানে ॥
গুণ দিতে ধনু আমি পারি শতবার।
হেন লক্ষ্য বিন্ধিবারে ক্ষমতা আমার
আবার তথায় লক্ষ্য রাখ ল'য়ে পুনঃ।
পুনঃ আমি বিন্ধিব ধনুকে দিয়া গুণ ॥
নতুবা আইস দোঁহে করিব সমর।
এত বলি ডাকে বীর কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥

শুনিয়া ধাইল জরাসন্ধ নরপতি।
দোঁহাকার অঙ্গে অস্ত্র বিন্ধে শীঘ্রগতি ॥
নানা অস্ত্র কর্ণবীর করে বরিষণ।
নিবারয়ে তাহা বৃহদ্রথের নন্দন ॥
প্রাণপণে ঘোর যুদ্ধ হৈল দোঁহাকার।
ধনু এড়ি গদা লৈল মগধকুমার ॥
গদাযুদ্ধে অধিক কুশল মহারথ।
গদাঘাতে চূর্ণ সে করিল কর্ণরথ ॥
সারথি তুরঙ্গ রথ আদি চূর্ণ হৈল।
লাফ দিয়া কর্ণবীর ভূমিতে পড়িল ॥
আর রথে চড়ি অস্ত্র করে বরিষণ।
সেই রথ চূর্ণ তবে করিল তখন ॥
মার মার করিয়া ভীষণ ঘোর ডাকে।
বায়ুবেগে গদা বীর ফিরায় মস্তকে ॥
মেঘের বর্ষণাধিক কর্ণ অস্ত্র এড়ে।
গদায় ঠেকিয়া অস্ত্র ধূলি হৈয়া পড়ে ॥
হেনমতে কতক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে দিব্যঅস্ত্র কর্ণ এড়ে ধনুর্দ্ধর ॥
খণ্ড খণ্ড করি গদা কাটিয়া ফেলিল।
আর গদা লৈয়া বীর কর্ণে প্রহারিল ॥
সেই গদা কাটি কর্ণ কৈল খান খান।
আর গদা নিল পুনঃ মগধ প্রধান ॥
পুনঃ পুনঃ জরাসন্ধ যত গদা লয়।
সেইক্ষণে কাটে তাহা সূর্য্যের তনয় ॥
বহু গদা কাটা গেল গদা নাহি আর।
কর্ণ প্রতি বলে তবে মগধকুমার ॥
আমি অস্ত্রহীন তুমি হও অস্ত্রধারী।
অস্ত্র ত্যজি এস দোঁহে বাহুযুদ্ধ করি ॥
শুনি কর্ণ সেইক্ষণে এড়ি ধনুঃ শর।
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে ভূমির উপর ॥
মুণ্ডে মুণ্ডে ভুজে ভুজে বুকে বুকে তাড়ি।
চরণে চরণে বাঁধি যায় গড়াগড়ি ॥
পদাঘাত করাঘাত মুষ্টির প্রহার।
চট্ চট্ শব্দ বাজে অঙ্গে দোঁহাকার ॥
কোথায় পড়িল রত্ন কণ্ঠহার ছিঁড়ে।
আপনার মুকুট গেল চূর্ণ হ'য়ে উড়ে ॥

দোঁহাকার সংগ্রাম যে না হয় বিরাম।
পূর্ব্বে সীতা হেতু যেন রাবণ-শ্রীরাম ॥
সূর্য্যের নন্দন কর্ণ সূর্য্য-পরাক্রম।
ক্রোধমূর্ত্তি দেখি যেন কালান্তক যম ॥
ভুজবলে জরাসন্ধে পাড়িল ভূতলে।
বুকে চাপি বসিয়া চাপিয়া ধরে গলে ॥
জরাসন্ধ-সঙ্কট দেখিয়া রাজগণ।
হাহাকার করিয়া করিল নিবারণ ॥
হারি অপমান হৈয়া মগধের পতি।
আপন দেশেতে গেল হৈয়া দুঃখমতি ॥
তবে ভানুমতী লৈয়া ভানুর নন্দন।
দুর্য্যোধন অগ্রে লৈয়া দিল ততক্ষণ ॥
তুষ্ট হৈয়া দুই মিত্র করে কোলাকুলি।
ভানুমতী লৈয়া গেল নিজ দেশে চলি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের কথোপকথন।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
তার পর কি করিল পঞ্চাল-ঈশ্বর ॥
মুনি বলে অবধান কর নৃপমণি।
পুনঃ পুনঃ রাজগণ বলে কটুবাণী ॥
উপহাস করিবারে নৃপতিমণ্ডলে।
মিথ্যা স্বয়ংবর করি নিমন্ত্রি আনিলে ॥
আমা সবা মধ্যে বিন্ধে নাহি হেন জন।
কহ বিন্ধিবারে তব যারে লয় মন ॥
রাজগণ-বাক্য শুনি দ্রুপদকুমার।
ডাকিয়া বলিল তবে মধ্যেতে সভার ॥
ক্ষত্রকুলে আছহ সভাতে যত জন।
যে বিন্ধবে তারে কৃষ্ণা করিবে বরণ ॥
পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন সবাকার আগে।
এইমত বচন বলিল ক্ষত্রভাগে ॥
রাম দৃষ্টি করিলেন কৃষ্ণের বদন।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া বলিলেন নারায়ণ ॥
আমা সবাকার ইথে নাহি কিছু কাজ।
অকারণে সভায় উঠিয়া পাব লাজ ॥

বলভদ্র বলেন যে রহি কি কারণ।
ব্যর্থ স্বয়ংবর কৈল পঞ্চাল রাজন্ ॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল একলক্ষ রাজা।
বিংশতি দিবস সবাকারে করে পূজা ॥
কোন রাজা নোঙাইতে নারিল ধনুক।
তোমা হেন জন যাহে হইল বিমুখ ॥
আর বা সংসার মধ্যে আছে কোন্ জন।
এ লক্ষ্য বিন্ধিয়া কন্যা করিবে গ্রহণ ॥
চল অকারণে আর কেন রহি ইথি।
পনর দিবস ছাড়ি আছি দ্বারাবতী ॥
গোবিন্দ বলেন আজিকার দিন রহ।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে এবে কৌতুক দেখহ ॥
যেই বিন্ধে ইতি মধ্যে নাহি কোন ব্যক্তি।
এই লক্ষ্য বিন্ধিবারে আছে কার শক্তি ॥
পৃথিবীর রাজা আছে ত্রৈলোক্যমণ্ডলে।
ইন্দ্র যম বরুণ প্রভৃতি দিক্‌পালে ॥
এ লক্ষ্য বিন্ধিতে সবে একজন ক্ষম।
মনুষ্যলোকেতে শ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রম ॥
শুনিয়া বলেন রাম বিস্মিত-বদন।
কহ কৃষ্ণ এমত আছয়ে কোন্ জন ॥
তিনলোকে বীর তার নাহিক সমান।
নরশ্রেষ্ঠ তোমা বিনে কেবা আছে আন ॥
তোমা আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য আছয়।
শুনিয়া আমাতে বড় জন্মিল বিস্ময় ॥
অবর্ণিত-রূপ কৃষ্ণা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।
সম্পূর্ণচন্দ্রমামুখ জাতিতে পদ্মিনী ॥
এ কন্যা লভিবে যেই পুরুষ উত্তম।
কহ কৃষ্ণ তোমা হৈতে অন্য কেবা ক্ষম ॥
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান।
এ লক্ষ্য বিন্ধিতে পার্থ বিনা নাহি আন ॥
ইন্দ্রের নন্দন সেই পাণ্ডব তৃতীয়।
লক্ষ্য বিন্ধিতে সক্ষম সেই জন হয় ॥
রাম বলে ত্রিভুবনে কেহ না পারিল।
যে পারিবে দ্বাদশ বৎসর সে মরিল ॥
আশ্চর্য্য লাগিল মম শুনি তব ভাষ।
অনুমানে বুঝি কৃষ্ণ কর উপহাস ॥

অগ্নি মধ্যে পুড়িল যে পাণ্ডুর নন্দন।
তাহা বিনা লক্ষ্য বিন্ধে নাহি হেন জন ॥
তবে কে বিন্ধিবে লক্ষ কহ নারায়ণ।
কি হেতু রহিতে বল না জানি কারণ ॥
কৃষ্ণ বলে পাণ্ডুপুত্র পুড়ি নাহি মরে।
মহাবীর্য্যবন্ত তারা অবধ্য সংসারে।
দেব হৈতে হৈল পঞ্চ কুন্তীর কুমার।
ভূমিভার নাশিবারে জন্ম সবাকার ॥
তা সবা মারিতে পারে কাহার শকতি।
কতকাল গুপ্তে কাটাইল যথি তথি ॥
এই সভা মধ্যেতে আছয়ে পঞ্চজন।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন রোহিণীনন্দন ॥
রাম বলিলেন কহ অদ্ভুত কথন।
শুনিয়া আশ্চর্য্যযুক্ত হৈল মম মন ॥
অগ্নিতে মরিল পুড়ে ঘুষিল ভুবনে।
এতকাল কোন্ দেশে বঞ্চিল গোপনে ॥
কোন্ দেশে কোন্ স্থানে আছে পঞ্চজন।
পার্থ লক্ষ্য বিন্ধিতে না উঠে কি কারণ ॥
এত শুনি বলিলেন দেব যদুবীর।
দ্বিজসভামধ্যে দেখ রাজা যুধিষ্ঠির ॥
এক্ষণে কেমনে বা উঠিবে ধনঞ্জয়।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে তারে কেহ নাহি কয় ॥
যখন ব্রাহ্মণগণে দ্রুপদ বলিবে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে পার্থ তখনি উঠিবে ॥
শুনিয়া চাহেন রাম যুধিষ্ঠির পানে।
পিঙ্গল মলিন বস্ত্র বিরসবদনে ॥
তৈল বিনা তাম্রবর্ণ লোমাবলি চুলি।
মাথে তালপত্র-ছত্র স্কন্ধে ভিক্ষাঝুলি ॥
রাম বলিলেন কৃষ্ণ কর অবধান।
ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির লোকেতে আখ্যান ॥
তবে কেন হেন গতি দেখি যুধিষ্ঠিরে।
অনাহারে মহাকষ্ট দুঃখিত শরীরে ॥
কৃষ্ণ বলে কর অবধান মহাশয়।
পাপ-আত্মা দুর্য্যোধন জানিও নিশ্চয় ॥
পাপেতে পাপীর ধন বৃদ্ধি হয় নিত।
পশ্চাতে হইবে সমূলেতে বিনশ্যতি ॥

কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ম্মিজন।
সুখ দুঃখ কতকাল দৈবের লিখন॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি যদুগণ।
সবাই ত্যজিল লক্ষ্য বিন্ধিবার মন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সকলকে লক্ষ্য-বিন্ধিবার জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুমতি।

পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ংবর স্থলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে॥
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি।
ধনুক নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি॥
তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বাম জানু।
হুলে ধরি নোয়াইয়া ধরে মহাধনু॥
মহাশব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন।
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন॥
শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজভাগ।
সবে জান আমি দার করিয়াছি ত্যাগ॥
কন্যায় আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ যুড়িল ধনুকে।
হেনকালে শিখণ্ডীকে দেখিল সম্মুখে॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলেই ছাড়ে ধনুঃশর॥
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র নপুংসক জাতি।
তার মুখ দেখি ধনু থু'ল মহামতি॥
তবে ত সভাতে ছিল যত ক্ষত্রগণ।
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পাঞ্চাল-নন্দন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
যে বিন্ধিবে সেই লবে কৃষ্ণা গুণবতী॥
এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশয়।
শিরেতে উষ্ণীষ শোভে শুভ্র অতিশয়॥
শুভ্র মলয়জে লিপ্ত শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ।
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ॥
ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন।
যদি আমি এই লক্ষ্য বিন্ধি কদাচন॥
আমা যোগ্য নহে এই দ্রুপদকুমারী।
সখার কুমারী হয় আমার ঝিয়ারী॥
দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি।
এত বলি ধরিয়া তুলিলা বাম পাণি॥
টঙ্কারিয়া গুণ দিয়া বলেন আচার্য্য।
খসাইয়া দিব গুণ এ কোন আশ্চর্য্য॥
বিন্ধিতে যে শক্ত তার গুণেতে কি ভয়।
দুই স্থানে অধিকারী দুর্য্যোধন হয়॥
তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে।
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ্য দ্রুপদ নৃপতে॥
পঞ্চক্রোশ উর্দ্ধেতে সুবর্ণ মৎস্য আছে।
তার অর্দ্ধ পথে রাধাচক্র ফিরিতেছে॥
নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত-নির্ম্মাণ।
মধ্যে ছিদ্র আছে মাত্র যায় এক বাণ॥
উর্দ্ধদৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে।
জলেতে দেখিতে পাই চক্রছিদ্রপথে॥
অধোমুখে চাহিয়া থাকিবে মৎস্য লক্ষ্য।
উর্দ্ধে বাণ বিন্ধিবেক শুনিতে অশক্য॥
টানিয়া ধনুক দ্রোণ জলছায়া চায়।
দেখিয়া হৃদয়ে চিন্তেন যে যদুরায়॥
পরশুরামের শিষ্য দ্রোণ মহাশয়।
নানা বিদ্যা অস্ত্রে শস্ত্রে পূর্ণিত হৃদয়॥
বিশেষ সবার গুরু দ্রোণ ধনুর্ব্বেদ।
সকল লোকেতে খ্যাত সৃষ্টি করে ভেদ॥
লক্ষ্য বিন্ধিবারে এ বিচিত্র নহে কথা।
এক্ষণে বিন্ধিবে লক্ষ্য নাহিক অন্যথা॥
সুদর্শন চক্রে আচ্ছাদিল চক্রধর।
মৎস্য-লক্ষ্য ঢাকি রহে সেই চক্রবর॥
তবে দ্রোণাচার্য্য বাণ আকর্ণ পূরিয়া।
চক্রছিদ্রপথে বিন্ধে জলেতে চাহিয়া॥
মহাশব্দে উঠে বাণ গগনমণ্ডলে।
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে॥
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক।
সভাতে বসিল গিয়া হ'য়ে অধোমুখ॥
বাপের দেখিয়া লজ্জা ক্রোধে তবে দ্রোণি।
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বামপাণি॥

ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জলপানে।
আকর্ণ পুরিয়া চক্র ছিদ্রপথে হানে ॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান।
সুদর্শনে ঠেকিয়া হইল খান খান ॥
দ্রোণ দ্রোণি দোঁহে যদি বিমুখ হইল।
বিষম লজ্জার ভয়ে কেহ না উঠিল ॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
ধনুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন ॥
বাম হস্তে ধরে ধনু দিয়া পদভর।
বসাইয়া গুণ পুনঃ দিল বীরবর ॥
টঙ্কারিয়া ধনুক যুড়িল বীর বাণ।
ঊর্দ্ধকরে অধোমুখে পূরিয়া সন্ধান ॥
ছাড়িলেন বাণ বায়ুভরে বেগে ছুটে।
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে ॥
সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হৈয়া গেল।
তিলবৎ হৈয়া বাণ ভূতলে পড়িল ॥
লজ্জা পেয়ে কর্ণ ধনু ভূতলে ফেলিয়া।
অধোমুখ হৈয়া সভামধ্যে বসে গিয়া ॥
ভয়ে ধনুপানে কেহ নাহি চাহে আর।
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ-কুমার ॥
দ্বিজ হোক হোক ক্ষত্র হোক, শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি ॥
লভিবে দ্রৌপদী সেই দৃঢ় মম পণ।
এত বলি ঘন ডাকে পাঞ্চাল-নন্দন ॥
কেহ আর নাহি চায় ধনুকের ভিতে।
একবিংশ দিন তথা গেল হেনমতে ॥
দ্বিজসভা মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর ॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল ॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিবে, কন্যা লবে সেই বীর।
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হ'লেন অস্থির ॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে ॥
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি কহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে ॥
অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া ত দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে ॥
কোথাকার দ্বিজ তুমি কিসের কারণ।
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন প্রয়োজন ॥
অর্জ্জুন বলেন যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে ॥
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল ॥
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ শাল্ব দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন ॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহ কোন লাজে।
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয়-সমাজে ॥
বলিবেক ক্ষত্র যত, লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ ॥
বহুদূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহু ধন ॥
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে ॥
অনর্থ না কর, বৈস আসিয়া ব্রাহ্মণ।
এত বলি ধরি বসাইল দ্বিজগণ ॥
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ তনয়।
শুনিয়া অধৈর্য্য চিত্ত বীর ধনঞ্জয় ॥
পুনঃ উঠিবারে পার্থ করিলেন গতি।
হেনকালে শঙ্খনাদ করেন শ্রীপতি ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পূরিল।
দুষ্ট রাজগণ শব্দ শুনি স্তব্ধ হৈল ॥
শঙ্খশব্দ শুনি পার্থ হয়েন উল্লাস।
ভয়াতুর জনে যেন পাইল আশ্বাস ॥
উঠ উঠ ধনঞ্জয় ডাকে শঙ্খবর।
লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদীরে লভহ সত্বর ॥
গোবিন্দের ইঙ্গিতে উঠিলেন অর্জ্জুন।
পুনঃ গিয়া ধরে তারে যত দ্বিজগণ ॥
দ্বিজগণ বলে দ্বিজ হইলে বাতুল।
তব কর্ম্ম দেখি মজিবেক দ্বিজকুল ॥
দেখিলে হাসিবে যত দুষ্ট ক্ষত্রগণ।
বলিবেক লোভী এই সব দ্বিজগণ ॥

এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল॥
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন॥
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে ধনঞ্জয় যায় তবে॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কর্ম্ম দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥
সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাহি লাজ।
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ॥
সুরাসুরজয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিবা করি অনুমান॥
কিম্বা মনে করিয়াছে দেখি একবার।
পারিলে পারিব নহে কি যাবে আমার॥
নিলর্জ্জ ব্রাহ্মণে মোরা অল্পে না ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এজন॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগ আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুবলিত॥
বুকপাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশু জালে আচ্ছাদিত॥

এইক্ষণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কাশী ভণে হেন জনে কি কর্ম্ম অশক্য॥

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদে গমন।

এইমত রাজগণ করিছে বিচার।
ধনুর নিকটে যান কুন্তীর কুমার॥
প্রদক্ষিণ ধনুকে করিয়া তিনবার।
শিবদাতা শিবে করিলেন নমস্কার॥
বামকরে ধরি ধনু তুলিল অর্জ্জুন।
নোঙাইয়া ফেলিলেন কর্ণদত্ত গুণ॥
পুনঃ গুণ দিয়া পার্থ দিলেন টঙ্কার।
সে শব্দে কর্ণেতে তালি লাগিল সবার॥
গুরু প্রণমিব বলি চিন্তেন হৃদয়।
সাক্ষাৎ কিরূপে হবে অজ্ঞাত সময়॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য কহিলেন যে আমারে।
বাঞ্ছা যদি আমারে প্রণাম করিবারে॥
অগ্রে এক অস্ত্র মারি কর সম্বোধন।
অন্য অস্ত্র মারি পায় করিবা বন্দন॥
সেই অনুসারে পার্থ চিন্তিলেন মনে।
ভূমিতলে নাহি স্থল লোকের কারণে॥
বিশেষ সবারে বিদ্যা দেখাবার তরে।
শূন্যে স্থাপিলেন অস্ত্র পবনের ভরে॥
দুই অস্ত্র মারিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে ধৌত করিল চরণ॥
আর অস্ত্র প্রণাম করিল গিয়া পায়।
আশীর্ব্বাদ করিলেন দ্রোণাচার্য্য তায়॥
বিস্মিত হইয়া দ্রোণ চিন্তেন তখন।
মম প্রিয় শিষ্য এই হবে কোন জন॥
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ গঙ্গার কুমার।
তাঁরে করিলেন পার্থ শত নমস্কার॥
দ্রোণ বলিলেন দেখ শান্তনু-তনয়।
লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ তোমারে প্রণময়॥
ভীষ্ম বলে, আমি ক্ষত্র, ও হয় ব্রাহ্মণ।
আমায় প্রণাম করে কিসের কারণ॥
দ্রোণ বলে দ্বিজ এই না হয় কদাপি।
ক্ষত্রকুলেশ্রেষ্ঠ এই ছদ্ম দ্বিজরূপী॥

ইহা কেহ নাহি জানে অন্য রাজগণ ।
এ বিদ্যা পাইবে কোথা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ॥
বিশেষ তোমারে যে করিল নমস্কার ।
ভারতবংশেতে জন্ম হয়েছে ইহার ॥
এক্ষণে বিদিত আর হবে মুহূর্ত্তেকে ।
কতক্ষণে লুকাইবে জ্বলন্ত পাবকে ॥
ভীষ্ম কহে আমি হৃদে তাই ভাবিতেছি ।
পূর্ব্বে আমি ইহারে কোথায় দেখিয়াছি ॥
নিরখিয়া ইহার সুচারু চন্দ্রমুখ ।
কহনে না যায় কত জন্মিতেছে সুখ ॥
কহ কহ গুরু যদি জানহ ইহারে ।
কেবা এ কাহার পুত্র কিবা নাম ধরে ॥
দ্রোণাচার্য্য বলেন কহিতে আমি পারি ।
কেহ পাছে শুনে ইহা দুষ্টলোকে ডরি ॥
বিশেষ অনেক দিন মরিল যে জনে ।
দৃঢ় করি তার নাম লইব কেমনে ॥
ভীষ্ম বলিলেন কহ কি ভয় তোমার ।
কে মরিল বহু দিন কি নাম তাহার ॥
দ্রোণ বলে যেই বিদ্যা করিল সভায় ।
পার্থ বিনা মম ঠাঁই কেহ নাহি পায় ॥
পূর্ব্বে আমি পার্থেরে করিলাম স্বীকার ।
শিষ্য না করিব কেহ সমান তোমার ॥
সেই হেতু এ বিদ্যা দিলাম ধনঞ্জয়ে ।
আমারে দিলেন যাহা ভৃগুর তনয়ে ॥
অশ্বত্থামা আদি ইহা কেহ নাহি জানে ।
তেঁই পার্থ বলি ইহা লয় মোর মনে ॥
পার্থের শুনিয়া কথা ভীষ্ম শোকাকুল ।
নয়নের জলে আর্দ্র হইল দুকুল ॥
কি বলিয়া আচার্য্য করিলা কোন কর্ম্ম ।
জ্বালিয়া নির্ব্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলা মর্ম্ম ॥
দ্বাদশ বৎসর নাহি দেখি শুনি কাণে ।
আর কোথা পাইব সে সাধুপুত্রগণে ॥
এত বলি ভীষ্মদেব করেন ক্রন্দন ।
দ্রোণ বলিলেন ভীষ্ম ত্যজ শোকমন ॥
পাণ্ডুপুত্র মরিয়াছে কহে সর্ব্বজন ।
সে কথায় আমার প্রত্যয় নাহি মন ॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তাহে গেল তরি ।
এই কথা ভাবি আমি দিবস শর্ব্বরী ॥
হেন নীতি উক্ত আছে মুনিগণ বলে ।
পাণ্ডবের মরণ নাহিক মহীতলে ॥
এত শুনি ভীষ্মবীর ত্যজিল ক্রন্দন ।
দুইজনে কল্যাণ করেন হৃষ্টমন ॥
যদ্যপি এ কুন্তীপুত্র হইবে ফাল্গুনী ।
লক্ষ্য বিন্ধি লবে এই দ্রুপদ-নন্দিনী ॥
তবে পার্থ প্রণমেন কৃষ্ণে যোড়হাতে ।
পাঞ্চজন্য শঙ্খবাদ্য হয় যেই ভিতে ॥
দেখিয়া কল্যাণ-বাক্য কহেন শ্রীপতি ।
হাসিয়া বলেন তবে বলভদ্র প্রতি ॥
অবধানে হের দেখ রেবতীবল্লভ ।
তোমারে প্রণাম করে তৃতীয় পাণ্ডব ॥
রাম বলিলেন পার্থ বিন্ধিবেক লক্ষ্য ।
কন্যা ল'য়ে যাইবারে না হইবে শক্য ॥
একা ধনঞ্জয় এত সমূহ বিপক্ষ ।
সসৈন্যেতে আসিয়াছে রাজা এক লক্ষ ॥
এই হেতু সবাই করিবে প্রাণপণ ।
কন্যা লাগি দ্বন্দ করিবেক রাজগণ ॥
বিশেষ ব্রাহ্মণ বলি পার্থে সবে জানে ।
এত লোকে কি করিবে পার্থ একজনে ॥
কৃষ্ণ বলে অন্যায় করিবে দুষ্টগণ ।
তুমি আমি রহিয়াছি কিসের কারণ ॥
মম বিদ্যমানে করিবেক বলাৎকার ।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার ॥
জগৎজনের আমি অন্তে হই ত্রাতা ।
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্বফলদাতা ॥
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব ।
তবে কেন জগন্নাথ এ নাম ধরিব ॥
গোবিন্দের বাক্যে রাম চিন্তান্বিত মনে ।
অর্জ্জুনে আশীষ করে কৃষ্ণের বচনে ॥

অর্জ্জুনের লক্ষ্যবিদ্ধকরণ ।

প্রণাম করেন বীর ধর্ম্মের চরণে ।
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে ॥

লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলী ॥
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী।
লক্ষ্য ভেদী প্রাপ্ত হও দ্রুপদনন্দিনী ॥
ধনু লইয়া পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয় ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্রছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে ॥
কনকের মৎস্য তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য-চক্ষু যেই করিবে বিন্ধন ॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর ॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন ॥
সুদর্শন জগন্নাথ করেন অন্তর।
মৎস্য-চক্ষু ভেদিলেক অর্জ্জুনের শর ॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার ॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয় জয় শব্দ দ্বিজসভামধ্যে হৈল ॥
ভেদিল ভেদিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্মিত হৈল যত নৃপমণি ॥
হাতেতে দধির পাত্র ল'য়ে পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা ॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল যত নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনী ॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীনজাতি।
লক্ষ্য ভেদিবারে ইহার কোথায় শকতি ॥
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত ফল সদ্য দিতে পারি ॥
পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিছে কি না বিন্ধিছে কে জানে নির্ণয় ॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল ॥

তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে করে জল নিরীক্ষণ ॥
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে দুষ্টে বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয় ॥
শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে ॥
কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপে কহিলেক যতেক দুষ্টমতি ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈল পাঞ্চাল-নন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন ॥
অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ কেন কর সবে।
মিথ্যাকথা যে কহে সে কার্য্য নাহি লভে ॥
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ॥
সর্ব্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয় ॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি পাড়িব দেখুক সর্ব্বজন ॥
যতবার কহিবে বিন্ধিব ততবার।
হেন বাক্য বলি বীর সম্মুখে সবার ॥
ক্ষিপ্রহস্তে অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া ভেদিলেক দৃঢ়তর ॥
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ
হাতে দধিপাত্র মাল্য দ্রোপদীসুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেল কৃতাঞ্জলি করি ॥
দধি মাল্য দিতে পার্থ করেন বারণ।
দেখি অনুমান করে যত রাজগণ ॥
একজন প্রতি আর জন দেখাইল।
হের দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল ॥
সহজে দরিদ্র জীর্ণ বস্ত্র পরিধান।
তৈল বিনা শিরে দেখ জটার আধান ॥
রত্নধন সহিত দ্রুপদ রাজা দিবে।
এই হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে ॥
ব্রহ্মতেজে লক্ষ্য ভেদিলেন তপোবলে।
কি করিবে কন্যা তার অন্ন নাহি মিলে ॥

ধনের প্রয়াস ব্রাহ্মণের আছে মনে।
চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লহ এইক্ষণে ॥
এত বলি রাজগণ বিচার করিয়া।
অর্জ্জুনের স্থানে দূত দিল পাঠাইয়া ॥
দূত বলে অবধান কর দ্বিজবর।
রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর ॥
দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়।
মুখ্যপাত্র করি তোমা রাখিব সভায় ॥
বহু রাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিব।
একশত দ্বিজকন্যা বিবাহ করাব ॥
আর যাহা চাহ দিব নাহিক অন্যথা।
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদ-দুহিতা ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন জ্বলিলেন অগ্নিপ্রায়।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ বলেন তাহায় ॥
ওহে দ্বিজ যেইমত বলিলা বচন।
অন্য জাতি নহ তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ ॥
সে কারণে মম ঠাঁই পাইলে জীবন।
এ কথা কহিয়া অন্যে বাঁচে কোন্ জন ॥
আর তাহে দূত তুমি কি দোষ তোমার।
মম দূত হ’য়ে তুমি যাহ পুনর্ব্বার ॥
দুর্য্যোধন আদি যত কহ রাজগণে।
অভিলাষ তা সবার থাকে যদি মনে ॥
আমি দিব তা সবারে পৃথিবী জিনিয়া।
কুবেরের নানা রত্ন দিব যে আনিয়া ॥
তোমা সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সবা স্থানে কহিবা আপনি ॥
শুনিয়া সত্বরে তবে গেল দ্বিজবর।
কহিল বৃত্তান্ত সব রাজার গোচর ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জ্বলে।
ইহা শুনি রাজগণ ক্রোধভরে বলে ॥
দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হৈল বামনার।
হেন বুঝি লক্ষ্য বিন্ধি করে অহঙ্কার ॥
রাজগণে এতাদৃশ বচন কুৎসিত।
দিবার উচিত হয় শাস্তি সমুচিত ॥
প্রাণ আশা থাকিতে কহিবে কোন্ জন ॥
রাজগণে এতাদৃশ কুৎসিত বচন ॥
বিপ্রজাতি বলিয়া মনেতে করে দাপ।
হেন জনে মারিলে নাহিক কিছু পাপ ॥
এ হেন দুর্ব্বাক্য বলে কার প্রাণে সহে।
বিশেষ এ স্বয়ম্বর ব্রাহ্মণের নহে ॥
ক্ষত্র স্বয়ম্বর ইথে দ্বিজের কি কাজ।
দ্বিজ হৈয়া কন্যা লবে ক্ষত্রকুলে লাজ ॥
এমন কহিয়া যদি রহিবে জীবন।
এইমত দুষ্ট হবে যত দ্বিজগণ ॥
সেকারণে ইহারে যে ক্ষমা করা নয়।
অন্য স্বয়ম্বরে যেন এমত না হয় ॥
দেখহ দুর্দ্দৈব এই দ্রুপদ রাজার।
আমা সবা নাহি মানে ক’রে অহঙ্কার ॥
মহারাজগণে ত্যজি বরিল ব্রাহ্মণে।
এমত কুৎসিত কর্ম্ম সহে কার প্রাণে ॥
অমর কিন্নর নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত।
দরিদ্র ব্রাহ্মণে দিবে একি অনুচিত ॥
মারহ দ্রুপদে আজি পুত্রের সহিত।
মত্তর এই ব্রাহ্মণেরে বধে নাহি ভীত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান্ ॥

দ্বিজগণের সহিত ক্ষত্রগণের যুদ্ধ।

প্রলয়ের কালে যেন উথলে সাগর।
মার মার শব্দে ডাকে যত নৃপবর ॥
যুধিষ্ঠিরা চাহিয়া বলেন দ্বিজ সব।
চলহ সত্বর উঠ, উঠ দ্বিজ সব ॥
আপনি মরিলা সব দ্বিজে দুঃখ দিলে।
মারিবার হেতু দুষ্টে সঙ্গে এনেছিলে ॥
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম কিবা ব্রাহ্মণের শোভে।
রাজকন্যা দেখি লক্ষ্য বিন্ধিলেক লোভে ॥
পলাও পলাও হেথা নাহি প্রয়োজন।
ওই শুন দ্বিজে মার, ডাকে ক্ষত্রগণ ॥
প্রাণ ল’য়ে পলাইল, যতেক ব্রাহ্মণ।
ঊর্দ্ধ মুখে ধাইয়া পলায় মুনিগণ ॥
মার্কণ্ড, কৌণ্ড, ব্যাস, পুলস্ত্য দুর্ব্বাসা।
গর্গ, পরাশর ধায় মুখে নাহি ভাষা ॥

বাঁধিল তুমুল যুদ্ধ না হয় বর্ণন।
অস্ত্র কাটি ফেলে সব ইন্দ্রের নন্দন ॥
কাহারো কাটিল ধনু, কারো কাটে গুণ।
কাহারো কাটিল খড়্গ, কারো কাটে তূণ ॥
কাহারো কাটিল শর, শেল, শূল, শক্তি।
নিরস্ত্র করিল সবে কাটিয়া সারথি ॥
কর্ণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ, হয় বারান্তর।
হাতে বৃক্ষ উপনীত, বীর বৃকোদর ॥
মার মার বলি অস্ত্র, কাটে চারিদিকে।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে মেঘে ॥
শরজালে আচ্ছাদিল বীর বৃকোদরে।
কুয়াশায় ঘিরে যথা হেম গিরিবরে ॥
আথালি পাথালি বীর মারে বাড়ি।
রথ রথী অশ্ব গজ, চূর্ণ ভূমে পড়ি ॥
যতেক আছিল সৈন্য রক্তে হইল রাঙ্গা।
খরস্রোতে রক্ত বহে, ভাদ্রে যেন গঙ্গা ॥
একা একা প্রাণ ল'য়ে সবাই পলায়।
আইল, আইল, বলি পাছে নাহি চায় ॥
হেনকালে গর্জ্জি উঠে, মদ্র অধিপতি।
প্রহারয় নানা অস্ত্র, তবে ভীম প্রতি ॥
কোপে বৃক্ষ বাড়ি মারে বীর বৃকোদর।
রথ চূর্ণ হ'য়ে গেল, শাল্য ভূমি পর ॥
গদা হাতে দোঁহা রণ, দোঁহার গর্জ্জন।
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে, কাঁপে সর্ব্বজন ॥
ঘুরাইয়া বৃক্ষ ভীম প্রহারিল হাতে।
খসিয়া পড়িল গদা ভীষণ আঘাতে ॥
লাফ দিয়ে ধরি শাল্যে, পবন কুমার।
শূন্যেতে ঘুরায়ে তারে ফেলে ভূমি পর ॥
বাহু যুদ্ধে শল্যে জিনে নাহিক সংসারে।
এক হলধর, আর বৃকোদর পারে ॥

অর্জ্জুনের সহিত রাজগণের যুদ্ধ।

যার যেবা অস্ত্র ল'য়ে যত রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য শাল্ব কর্ণ দুর্য্যোধন ॥
শিশুপাল দন্তবক্র কাশী নরপতি।
রুক্মি ভগদত্ত ভোজ কলিঙ্গ প্রভৃতি ॥
চিত্রসেন মদ্রসেন চন্দ্রসেন রাজা।
নীলধ্বজ রোহিত বিরাট মহাতেজা ॥
ত্রিগর্ত্ত কীচক বাহু সুবাহু রাজন্।
অনুপেন্দ্র মিত্রবৃন্দ সুষেণ ভ্রমণ ॥
যার যে লইয়া সৈন্য ভূপতিমণ্ডল।
নানা অস্ত্র ফেলে যেন বরিষার জল ॥
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিতহৃদয়।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয় ॥
না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়।
বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায় ॥
ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি।
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি ॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি রহ মম কাছে।
দাণ্ডাইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে ॥
কৃষ্ণা বলিলেন দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
একা তুমি কি করিবে, লক্ষ নৃপমণি ॥
আমার প্রতাপ তুমি না জানহ সতি।
একা সিংহে, নাহি পারে অজাযূথপতি ॥
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে ॥
এক ব্যাঘ্র নাশ করে লক্ষ মৃগ ক্ষুদ্রে।
একা সে বাসুকী নাগ মথিল সমুদ্রে ॥
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা।
সেইমত নৃপগণে মারিব কি শঙ্কা ॥
এত বলি অর্জ্জুন কৃষ্ণারে আশ্বাসিয়া।
ধনুর্গুণ সন্ধান করেন টঙ্কারিয়া ॥
তবে ত দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্যজিত ॥
মুহূর্ত্তেকে যুদ্ধ করি নারিল সহিতে।
ভঙ্গ দিয়া সসৈন্যে পলায় চতুর্ভিতে ॥
একেশ্বর অর্জ্জুনে বেড়িল নৃপগণ।
দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবন-নন্দন ॥
অনুমতি লইতে রাজার পানে চায়।
দেখিয়া সম্মত হইলেন ধর্ম্মরায় ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে অনর্থ হইল।
এক লক্ষ রাজা দেখ অর্জ্জুনে বেড়িল ॥

শীঘ্র যাহ ভীমসেন আনহ অর্জ্জুনে ।
দ্বন্দ্ব করিবারে কিছু নাহি প্রয়োজনে ॥
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধায় বৃকোদর ।
উপাড়িয়া নিল এক দীর্ঘ তরুবর ॥
দশযোজনোচ্চ তরু নিষ্পত্র করিয়া ।
বায়ুবেগে সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল গিয়া ॥
ক্ষত্রগণ চেষ্টা দেখি ক্রোধে দ্বিজগণ ।
পাছে পাছে ভীমের ধাইল সর্ব্বজন ॥
হের দেখ ক্ষত্রিয় পাপিষ্ঠ দুরাচার ।
সভামধ্যে লক্ষ্য দ্বিজ বিন্ধিল আমার ॥
লক্ষ্য বিন্ধিবারে শক্য নহিল তখন ।
এবে দ্বন্দ্ব কর কেন একা ত ব্রাহ্মণ ॥
এমত অন্যায় বল কার প্রাণে সয় ।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিব দ্বিজ সব কয় ॥
এত বলি দ্বিজ দণ্ড লইল সে করে ।
মৃগচর্ম্ম দৃঢ় করি বান্ধি কলেবরে ॥
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ধাইল বায়ুবেগে ।
হাতে জাঠা করিয়া ভুপতিগণ আগে ॥
দেখিয়া বলেন পার্থ করি কৃতাঞ্জলি ।
মাথায় লইয়া দ্বিজগণ পদধুলি ॥
তোমরা আইলে দ্বন্দ্বে কিসের কারণ ।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখহ সর্ব্বজন ॥
যাহারে করহ ভস্ম মুখের বচনে ।
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব নহে সুশোভনে ॥
তোমা সবাকার মাত্র চরণপ্রসাদে ।
দুষ্টক্ষত্রগণেরে মারিব অপ্রমাদে ॥
যে প্রকার দুষ্টাচার করিয়াছে সবে ।
তাহার উচিত শাস্তি এইক্ষণে পাবে ॥
এত বলি নিবারণ করি দ্বিজগণ ।
রাজগণ প্রতি ধায় ইন্দ্রের নন্দন ॥
হাসিয়া বলেন রাম দেখ ভগবান্ ।
পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছি দেখ বিদ্যমান ॥
এই দেখ লক্ষ রাজা একত্র হইয়া ।
বেড়িলেক অর্জ্জুনেরে সসৈন্য লইয়া ॥
একা পার্থ প্রবোধিবে কত শত জনে ।
প্রতিকার ইহার না দেখি যে নয়নে ॥
প্রতিজ্ঞা করিল মিলে সব রাজাগণে ।
দ্বিজে মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে ॥
রামের বচন শুনি দুঃখিত গোবিন্দ ।
নয়নযুগল যেন বিকচার বিন্দ ॥
ক্ষণেক রহিয়া কৃষ্ণ করেন উত্তর ।
যা বলিলা সত্য দেব যাদব-ঈশ্বর ॥
এক লক্ষ ভূপতি বেড়িল একজনে ।
কোথায় জিনিবে সেই মনুষ্য-পরাণে ॥
অর্জ্জুনের পরাক্রম জ্ঞাত নহ তুমি ।
মুহূর্ত্তেকে নিবারয়ে সসাগরা ভূমি ॥
মনুষ্য যতেক আর সুরাসুর-সহ ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যদি করয়ে কলহ ॥
দুর্গম বনেতে যেন মদমত্ত বাঘ ।
তারে কি করিতে পারে রাজগণ ছাগ ॥
কহিলা যে প্রতিজ্ঞা করিল রাজগণে ।
দ্বিজ মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে ॥
নর কোথা করে চন্দ্র ধরিবারে পারে ।
ব্যাঘ্রমুখে খাদ্য সে শৃগাল কোথা হরে ॥
তবে যদি অর্জ্জুনের ন্যূনতা দেখিব ।
সুদর্শন চক্রে আমি সবারে ছেদিব ॥
শুনি রাম হইলেন সভয় অন্তর ।
নিজ শিষ্য দুর্য্যোধন অতি প্রিয়তর ॥
পাণ্ডবের শত্রু ক্রোধ আছয়ে অন্তরে ।
এই ছল করি কৃষ্ণ পাছে বধ করে ॥
চিন্তিয়া বলেন কৃষ্ণে রেবতীরমণ ।
আমা সবাকার দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন ॥
বিশেষে আপনি বল পার্থ মহাবল ।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবেক ভূপতি সকল ॥
সেই কথা পরীক্ষা করিব এইক্ষণে ।
অভ্যন্তরে থাকি যুদ্ধ দেখহ আপনে ॥
গোবিন্দ বলেন আমি না যাইব রণে ।
তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিব কখনে ॥
অপূর্ব্ব সমর দেখি যতেক অমর ।
অর্জ্জুন কারণ হৈল চিন্তিত অন্তর ॥
পুত্রের সাহায্য হেতু দেবরাজ তূর্ণ ।
পাঠাইয়া দিল তূণ অস্ত্রগণপূর্ণ ॥

বৈজয়ন্তী মালা ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ।
হৃষ্ট হৈয়া অর্জ্জুন ছাড়েন সিংহনাদ ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত ॥

কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

অর্জ্জুন-কর্ণের যুদ্ধ লোকেতে ভীষণ।
করিলেন যেন যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণ ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় বীর অতুল প্রতাপ।
এক বাণে সৃজিলেন শত শত সাপ ॥
হাসিয়া গরুড় অস্ত্র এড়ে বীর কর্ণ।
সকল ভুজঙ্গ ধরি গরাসে সুপর্ণ ॥
শত শত খগবর উড়য়ে আকাশে।
ভুজঙ্গ গিলিয়া পার্থে গিলিবারে আসে ॥
অগ্নি অস্ত্র এড়ি পার্থ করেন অনল।
আগুনে পক্ষীর পক্ষ পুড়িল সকল ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবৃষ্টি কর্ণের উপর।
দেখি কর্ণ এড়িলেন অস্ত্র জলধর ॥
বৃষ্টি করি নিবারণ কৈল বৈশ্বানর।
মুষলধারায় জল বর্ষে পার্থোপর ॥
পুনরপি ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
বৃষ্টি নিবারিতে এড়িলেন দিব্যবাণ ॥
বায়ু অস্ত্র মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
উড়াইলেন জল অস্ত্রে পার্থ বলবান্ ॥
বায়ু অস্ত্রে উড়াইল যত মেঘচয়ে।
মহাবাতে কাঁপাইল রবির তনয়ে ॥
মারিয়া আকাশ অস্ত্র সংহারিল বাত।
এইমত দুইজনে হয় অস্ত্রাঘাত ॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ না দেখি যে আর।
দিন দুই প্রহরে হইল অন্ধকার ॥
আকাশে প্রশংসা করে যতেক অমর।
বিস্মিত ভূপতি যত দেখিয়া সমর ॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ বলয়ে বচন।
কহ ছদ্মবেশধারী কে তুমি ব্রাহ্মণ ॥
কিংবা ভস্মানলে ছদ্মরূপে সহস্রাক্ষ।
কিংবা তুমি জগন্নাথ কিংবা বিরূপাক্ষ ॥
কিংবা তুমি ধনুর্ব্বেদী কিংবা তুমি রাম।
কিংবা তুমি জীবন্ত পাণ্ডবার্জ্জুন নাম ॥
এত জন মধ্যে তুমি হবে কোন্ জন।
মম ঠাঁই অন্য কেবা জীবে এতক্ষণ ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
কি হবে আমার তোরে দিলে পরিচয় ॥
মম পরিচয়ে তোর হবে কোন কাজ।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি তুমি মহারাজ ॥
একা দেখি বেড়িলা লইয়া লক্ষ লক্ষ।
হারি পরিচয় মাগ হইয়া অশক্য ॥
যদি প্রাণে ভয় হয় যাও পলাইয়া।
কাতরে না মারি আমি দিলাম ছাড়িয়া ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি আরুণি কুপিত।
অরুণ নয়ন যুগ্ম ঘোরে বিপরীত ॥
অরুণনন্দন বীর অরুণ প্রতাপে।
অরুণসদৃশ বাণ বসাইল চাপে ॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ এড়িলেন বাণ।
অর্দ্ধ পথে অর্জ্জুন করিল খান খান ॥
যত অস্ত্র ফেলে কর্ণ তত অস্ত্র কাটি।
নিরস্ত্র করিয়া অস্ত্র এড়েন কিরীটী ॥
চারি বাণে কাটেন রথের চারি হয়।
সারথি কাটেন তার বীর ধনঞ্জয় ॥
বিরথ হইল কর্ণ যুদ্ধের ভিতর।
হাহাকার করি ধায় যত নরবর ॥
কর্ণরক্ষাহেতু সবে বেড়িল অর্জ্জুনে।
অর্জ্জুন করেন শর বরিষণ রণে ॥
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে মেঘে।
দিনকর-তেজ যেন সব-ঠাঁই লাগে ॥
কারো কারো অঙ্গে অস্ত্র করেন প্রহার।
সহস্র সহস্র বীর হইল সংহার ॥
কাহার কাটেন মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
নাসা শ্রুতি কাটেন দেখিতে বিপরীত ॥
ধনুক সহিত কার' কাটে বাম হাত।
গড়াগড়ি যায় কেহ বুকে বাজে ঘাত ॥
ভাদ্র মাসে পাকা তাল পড়ে যেন ঝড়ে।
পুঞ্জে পুঞ্জ স্থানে স্থানে পার্থ কাটি পাড়ে ॥

নবমেঘ ঘটা যেন শোভে ভূমিতলে।
পার্থের নির্ঘাতে সব গাড়গড়ি বুলে॥
লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গ সারথি রথ রথী।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কত পড়িল পদাতি॥
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মথে সিন্ধুজল।
দুই ভাই রাজগণে মথিল সকল॥
রক্তেতে বহিল নদী রক্তেতে সাঁতারে।
রক্তমাংসাহারী ধায় ঘোর রব ক'রে॥
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে যত রাজগণ।
জানিল মনুষ্য নহে এই দুইজন॥
এত বলি নিবৃত্ত হইল রাজগণ।
দুই ভাই আনন্দে করেন আলিঙ্গন॥
চতুর্দ্দিক হইতে আইল দ্বিজগণ।
জয় জয় দিয়া কহে আশীষ বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে হয় উপকার।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর ছন্দে।
সজ্জন রসিক সাধু হেতু মকরন্দে॥

ভীমের যুদ্ধে রাজপরিবারদিগের ত্রাস।

ভীমের ভৈরব নাদ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তী।
হাতে বৃক্ষ যেন যুগান্তক-সমবর্ত্তী॥
ভঙ্গ দিয়া রাজগণ ধায় চতুর্ভিত।
মহারোল নগরে হইল অপ্রমিত॥
হেনকালে আইল পুরের একজন।
দ্রৌপদীর অগ্রে কহে করিয়া ক্রন্দন॥
প্রাণ লৈয়া দেশান্তরে গেল প্রজাগণ।
অন্তঃপুরে কি হইল না জানি এক্ষণ॥
ধনে প্রাণে রাজ্য দেশ সবার সহিত।
তোমার কারণে রাজা মজিল নিশ্চিত॥
শুনিয়া কাতর হৈল দ্রুপদনন্দিনী।
জনকের ঠাঁই শীঘ্র পাঠায় কেশিনী॥
যাহ শীঘ্র কেশিনী জনকে গিয়া কহ।
ত্যজ যুদ্ধ আপনার কুটুম্ব রাখহ॥
আপনার প্রাণ রাখ, রাখ পুত্রগণ।
দারা বধূ রাখ গিয়া রাখহ স্ত্রীগণ॥
আপনা রাখিলে তাত সকলি পাইবা।
আমার লাগিয়া কেন সবংশে মজিবা॥
যে পণ করিয়াছিলা হইল পূর্ণিত।
ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ্য সবার বিদিত॥
মম ভাল মন্দ এবে তোমারে না লাগে।
ব্রাহ্মণের হইলাম আছি তাঁর আগে॥
যাহ শীঘ্র না রহিও আমার শপথ।
শুনিয়া দ্রৌপদী-বার্ত্তা ব্যথিত দ্রুপদ॥
পুত্রগণে আনি কহে সকরুণ বাণী।
যতেক কহিয়া পাঠাইল যাজ্ঞসেনী॥
চলি যাহ পুত্রগণ সম্বরহ রণ।
এ সৈন্য-সাগর কে করিবে নিবারণ॥
সমান সহিতে যে সংগ্রাম সুশোভন।
না শোভে পতঙ্গপ্রায় অগ্নিতে মরণ॥
বিশেষ না জানি অন্তঃপুর-ভদ্রাভদ্র।
সৈন্যগণ কোলাহল প্রলয়-সমুদ্র॥
আপনার প্রাণ রাখ, রাখ পুরজন।
আমি রহিলাম দ্বিজ-সাহায্য কারণ॥
যুদ্ধ করি প্রাণ আমি ত্যজি আপনার।
কৃষ্ণার যে গতি আজি সে গতি আমার॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে তোমা মুখে নাহি লাজ।
ভগিনীকে ছাড়ি যাব সংগ্রামের মাঝ॥
হেন প্রাণ রাখি আর কোন্ প্রয়োজন।
কোন্ লাজে লোকে দেখাইব এ বদন॥
মারি কি মরিব আজি করিব সমর।
তুমি যাও রাখ গিয়া আপনার ঘর॥
পুত্রে বচন শুনি বলয়ে দ্রুপদ।
কৃষ্ণা পাঠাইল বলি আপন সম্পদ॥
যত দিন কৃষ্ণা হইয়াছে মম গৃহে।
কভু না লঙ্ঘিনু আমি কৃষ্ণা যাহা কহে॥
বৃহস্পত্যধিক-বুদ্ধি কৃষ্ণা শশিমুখী।
যাহার মন্ত্রণাবলে রাজ্যে আমি সুখী॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিল তোমরা যাহ ঘর।
কৃষ্ণার রক্ষণে আমি আছি একেশ্বর॥
এত বলি প্রবোধি পাঠায় সবাকারে।
পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়া প্রবেশে সমরে॥

করিল অনেক যুদ্ধ কীচক সংহতি।
গদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন করিল বিরথি ॥
গদার প্রহারে চূর্ণ হৈল হাড় তার।
হাত হৈতে খসিয়া পড়িল ধনুঃশর ॥
নিরস্ত্র বিরথ হৈল দ্রুপদ-নন্দন।
দ্বিজগণমধ্যে পশি রাখিল জীবন ॥
কান্দয়ে দ্রৌপদী তবে করিয়া বিলাপ।
না জানি যে কিবা হৈল বৃদ্ধ মম বাপ ॥
না জানি যে কিবা হৈল ভ্রাতৃ-মাতৃগণ।
না জানি যে কিবা হৈল রাজ্যে প্রজাগণ ॥
কৃষ্ণার বচন শুনি কন ধনঞ্জয়।
কি হেতু কান্দহ দেবী কারে তব ভয় ॥
কৃষ্ণা বলে আপনাকে নাহি করি তাপ।
মম হেতু সবংশে মজিল মম বাপ ॥
পার্থ বলে কি হইবে করিলে বিষাদ।
অভয় পঙ্কজ হয় গোবিন্দের পাদ ॥
এ মহাবিপদসিন্ধু তরিতে তরণী।
গোবিন্দেরে স্মরণ করহ যাজ্ঞসেনী ॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ।
হে কৃষ্ণ আপদহর্ত্তা জগতের তাত ॥
তোমা বিনা রাখে মোরে নাহি হেন জন।
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ ॥
তাত মাতঃ রাখ মম রাখ ভ্রাতৃগণ।
রাজ্য দেশ রক্ষ মোর যত প্রজাগণ ॥
তুমি যদি সত্য পাল আমি যদি সতী।
সবা জিনি মোরে লন দ্বিজ মম পতি ॥
দ্রৌপদীর আপদ জানিয়া জগন্নাথ।
নাহি ভয় বলিয়া তুলেন বাম হাত ॥
দ্রৌপদীরে আশ্বাসি বাজান পাঞ্চজন্য।
শব্দেতে নিস্তব্ধ হৈল যত রিপুসৈন্য ॥
সর্ব্ব যদুগণে ডাকি বলেন গোবিন্দ।
এই দেখ অর্জ্জুনে বেড়িল রাজবৃন্দ ॥
সৈন্যগণ যাতায়াতে ভাঙ্গিল নগর।
যত্ন পূর্ব্ব রাখ সব পাঞ্চালের ঘর ॥
শুনিয়া সাত্যকি গদা প্রদ্যুম্ন সারণ।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন ॥
এই যদি ধনঞ্জয় কুন্তীর কুমার।
তুমি তার প্রিয়বন্ধু বলয়ে সংসার ॥
এ মহাসঙ্কট মধ্যে পড়িয়াছে একা।
আর কোন্ বেলা তার তুমি হবে সখা ॥
তুমি ক্ষমা কৈলে না ক্ষমিব আমা সব।
মারিয়া ক্ষত্রিয়গণে রাখিব পাণ্ডব ॥
এত বলি চলে সবে যুদ্ধ করিবারে।
প্রবোধিয়া বাসুদেব রাখেন সবারে ॥
এতক্ষণ আমি মারিতাম রাজগণ।
যুদ্ধ করিবারে রাম করেন বারণ ॥
রামের বচন কেবা লঙ্ঘিবারে ক্ষম।
বিশেষ বুঝিব অর্জ্জুনের পরাক্রম ॥
অসুখী না হও কিছু অর্জ্জুন কারণ।
পাঞ্চাল নগর গিয়া করহ রক্ষণ ॥
কুন্তীর সহিত কুম্ভকার-কর্ম্মশাল।
তথা রক্ষা হেতু যান শ্রীরাম গোপাল ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে অবিরত ॥

অর্জ্জুনের সহিত দ্রৌপদীর স্বস্থানে গমন।

মুনিবর বলে শুন রাজা জন্মেজয়।
জিনিয়া সকল সৈন্য ভীম ধনঞ্জয় ॥
সমস্ত দিবস গেল হৈল অন্ধকার।
ধীরে ধীরে গেলেন ভার্গব-কর্ম্মশাল ॥
দোঁহার পশ্চাতে চলে দ্রুপদনন্দিনী ॥
মত্তহস্তী পাছে যেন চলিল হস্তিনী ॥
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত যতেক দ্বিজগণ।
কেমনে বাহির হৈব চিন্তে দুইজন ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া বলেন দ্বিজগণে।
বিদায় হই যে আজি সবাকার স্থানে ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বলে দ্বিজগণ।
এমত অপ্রিয় দ্বিজ বল কি কারণ ॥
তোমা দোঁহা সঙ্গ না ছাড়িব কদাচন।
না জানি কি করিবেক যত ক্ষত্রগণ ॥
নিশাকালে তোমা দোঁহে নিঃসখা দেখিয়া
দোঁহা মারি দ্রৌপদীরে লইবে কাড়িয়া।

দাঁহারে বেড়িয়া সবে থাকি চতুর্ভিতে ।
যাবৎ না শুনি ক্ষত্র নাহি এ দেশেতে ॥
পার্থ বলে সে ভয় না কর দ্বিজগণ ।
আজি যাহ কালি সবে করিব মিলন
অনেক প্রকারে পুনঃ পুনঃ বুঝাইল ।
তথাপিও দ্বিজগণ সঙ্গ না ছাড়িল ॥
দ্বিজগণ মধ্যে ছিল ধৌম্য তপোধনে ।
ডাকিয়া নিভৃতে কহে সব দ্বিজগণে ॥
কোথাকারে যাহ সবে এ দোঁহা সংহতি ।
চিনিলে কি এই দোঁহে হয় কোন্ জাতি ॥
কিবা দৈত্য কিবা দেব রাক্ষস কিন্নর ।
কাহার তনয় দোঁহে কোন্ দেশে ঘর ॥
ইহার সংহতি তবে কোন্ প্রয়োজন ।
যথা ইচ্ছা তথাকারে করুক গমন ॥
ধৌমবাক্য শুনি সবে ভয় হৈল মনে ।
দাঁহাকার সংহতি ছাড়িল দ্বিজগণে ॥
দ্বিজগণ মধ্যে বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিল ।
ভগিনীর মমত্ব কদাচ না ছাড়িল ॥
গুপ্তবেশে পাছে পাছে চলিল সংহতি ।
মেঘে ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ রাতি ॥
হেনকালে যুধিষ্ঠির সঙ্গে দুই ভাই ।
যাইতে ভার্গবগৃহে মিলেন তথাই ॥
হেথা কুম্ভকার গৃহে ভোজের নন্দিনন্দিনী
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী ॥
না দেখিয়া পুত্রগণে কান্দেন ব্যকুলে ।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ভাষে অশ্রুজলে ॥
এতক্ষণ না আইল কি হেতু না জানি ।
কার সহ দ্বন্দ্ব ভীম করিছে আপনি ॥
অনুক্ষণ দ্বন্দ্ব বিনা ভীম নাহি জানে ।
আজি বুঝি বিরোধ করিল কার সনে ॥
কি হেতু দ্বিজে কিবা মারে ক্ষত্রগণ ।
বহু বিলাপিয়া কুন্তী করেন রোদন ॥
হেনকালে উত্তরিল পঞ্চ সহোদর ।
হৃষ্টচিত্তে মায়েরে ডাকিছে বৃকোদর ॥
আজি মাতা সমস্ত দিন দুঃখ পাইলা ।
উপবাসে একাকিনী গৃহেতে রহিলা ॥

অনেক কলহ আজি হইল জননী ।
সে কারণে হৈল মাতা এতেক রজনী ॥
রাত্রিতে মিলিল ভিক্ষা দেখ আসি মাতা ।
কুন্তী বলে বাঁটিয়া লহ রে পঞ্চ ভ্রাতা ॥
তোমা সবাকার বাক্য কর্ণে শুনি সুধা ।
আনন্দ-সাগরে ডুবি গেল মম ক্ষুধা ॥
আয়রে সোনার চাঁদ ওরে বাছাধন ।
নিকটে আইস, দেখি সবার বদন ॥
এত বলি শীঘ্র কুন্তী হইয়া বাহির ।
একে একে চুম্ব দিল সবাকার শির ॥
সবার পশ্চাতে দেখে দ্রুপদ-নন্দিনী ।
পূর্ণ শশধরমুখী গজেন্দ্রগামিনী ॥
তারে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন পঞ্চ সুতে ।
কেবা এ সুন্দরী দেখি সবার পশ্চাতে ॥
ভীম বলে জননী এ দ্রুপদ-দুহিতা ।
একচক্রা নগরে শুনিলে যার কথা ॥
ইহার কারণে বহু বিরোধ হইল ।
তোমার প্রসাদে জয় সর্ব্বত্র জন্মিল ॥
এই ভিক্ষা হেতু মাতা হইল রজনী ।
অন্ন ভিক্ষা করিলে মিলিত অন্নপানী ॥
কুন্তী বলিলেন শুন কহি পঞ্চ ভাই ।
কহিলাম কি কথা অগ্রেতে জানি নাই ॥
কেন না বল পুত্র কি কর্ম্ম করিলা ।
কন্যারে আনিয়া কেন ভিক্ষা যে বলিলা ॥
ভিক্ষা জানি বলি বাঁটি খাও পঞ্চজন ।
কিমতে আমার বাক্য করিবা লঙ্ঘন ॥
এত বলি দ্রৌপদীরে কুন্তী ধরি হাতে ।
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে কান্দিতে কান্দিতে ॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাত তোমারে গোচর ।
শুনিয়াছ আমি কহিলাম যে উত্তর ॥
পুত্র হৈয়া আমা বাক্য লঙ্ঘিবা কি মতে ।
না লঙ্ঘিলে বিপরীত হইবে শুনিতে ॥
যেমতে লঙ্ঘন তাত নহে মম বাণী ।
ধর্ম্মচ্যুত নহে যেন দ্রুপদ-নন্দিনী ॥
মায়ের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন ।
ব্যাসের বচন পূর্ব্বে হইল স্মরণ ॥

একচক্রা নগরে বলিলা ব্যাস মুনি।
পূর্ব্বে দ্বিজকন্যারে কহিলা শূলপাণি ॥
পঞ্চস্বামী হবে তোর না হবে খণ্ডন।
সেই কন্যা কৃষ্ণা নামে জন্মিল এখন ॥
এত ভাবি মায়ে বলে আশ্বাস বচন।
তোমার বচন মাতা না হবে লঙ্ঘন ॥
অর্জ্জুনের চিত্ত তবে বুঝিবার তরে।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
বড় কর্ম্ম করিলা পাইয়া বহু কষ্ট।
লক্ষ্য বিন্ধি লক্ষ রাজা করিলা শ্রীভ্রষ্ট ॥
বহু কষ্টে প্রাপ্ত হৈলে দ্রুপদ-নন্দিনী।
শুভকর্ম্মে বিলম্ব না করা ভাল মানি ॥
ডাকাইয়া আনিয়া ধৌম্যাদি দ্বিজগণে।
কর আজি বিবাহ রজনী শুভক্ষণে ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন ধনঞ্জয়।
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয় ॥
লোকে বেদে নিন্দে যেই কর্ম্ম দুরাচার।
বিবাহ তোমার অগ্রে হইবে আমার ॥
প্রথমে তোমার হবে ভীম তার পাছে।
অনন্তর আমার শাস্ত্রে যেমন আছে ॥
পার্থবাক্য শুনি ধর্ম্ম হৈয়া হৃষ্টমন।
শিরে চুম্ব দিয়া করিলেন আলিঙ্গন ॥
কুম্ভকারশালে যবে করেন প্রবেশ।
হেনকালে আইলেন রাম হৃষীকেশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান্ ॥

কুন্তীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

প্রণাম করিয়া দোঁহে কুন্তীর চরণে।
আপনার পরিচয় দেন দুইজনে ॥
শুনি শূরসেন-সুতা দোঁহে করি কোলে।
দোঁহারে করান স্নান নয়নের জলে ॥
কোথা ছিলে তাত মোর অন্ধকের নড়ি।
হাপুতির পুত্ তোরা দরিদ্রের কড়ি ॥
দ্বাদশ বৎসর আজি মুখ নাহি দেখি।
অনুক্ষণ কান্দিয়া দুর্ব্বল হৈল আঁখি ॥
কহ তাত সবার কুশল সমাচার।
তোমার মায়ের আর আমার ভ্রাতার ॥
দ্বাদশ বৎসর হৈল নাহি দেখি শুনি।
কেবা মরে কেবা জীয়ে কিছুই না জানি
নাহি জানি তোমার এতেক নিষ্ঠুরতা।
না জানি যে এতেক নির্দ্দয় তোর পিতা
বনে বনে কত ভ্রমিলাম দেশ দেশ।
দ্বাদশ বৎসর কেহ না করে উদ্দেশ ॥
কৃষ্ণ বলিলেন দেবি ত্যজ মনস্তাপ।
না ভুঞ্জিলে না খণ্ডে পূর্ব্বের পরিতাপ
গৃহদাহে মরিলা শুনিয়া এই কথা।
সাতদিন অন্নজল না ছুঁলেন পিতা ॥
আমারে পাঠাইলেন বুঝিতে কারণ।
বিদুরের স্থানে শুনিলাম বিবরণ ॥
দ্বাদশ বৎসর কষ্ট অরণ্যে পাইলে।
তোমা স্মরি তাত ভাসিলেন অশ্রুজলে
শত্রুভয়ে আমার উদ্দেশ না পাইলা।
মম আত্মা সর্ব্বক্ষণ তোমা প্রতি ছিলা
শোক না করিহ দেবি দুঃখ হৈল শেষ
কালি কিংবা পরশ্ব চলহ নিজ দেশ ॥
কুন্তীরে প্রণাম করি যান ধর্ম্মপাশ।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া সকরুণ ভাষ ॥
শীঘ্র উঠি ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
দোঁহাকার অশ্রুজলে ভাসেন দুজন ॥
স্নেহভাবে দোঁহারে না ছাড়ে দুইজন
বহুক্ষণ দোঁহা মুখে না সরে বচন ॥
তবে পাঁচ ভাই রামকৃষ্ণে সম্বোধিয়া।
যতেক পূর্ব্বের কষ্ট কহয়ে বসিয়া ॥
কহেন সকল কথা ধর্ম্মের নন্দন।
জতুগৃহ যে প্রকারে হইল দাহন ॥
বিদুরের মন্ত্রণাতে যেমত উদ্ধার।
রাক্ষসের মুখে রক্ষা হৈল যে প্রকার
বনে বনে দেশে দেশে তপস্বীর বেশ
দ্বাদশ বৎসর যত পাইলেন ক্লেশ ॥
একে একে কহেন সকল সমাচার।
শুনি আশ্বাসিয়া বলে দেবকী-কুমার

ন্ত ধৃতরাষ্ট্র নষ্ট তার পুত্রগণ।
মুচিত ফল তারা পাইবে এক্ষণ ॥
দি প্রীতে বাঁটিয়া না দেয় রাজ্যভার।
কলে মিলিয়া তারে করিব সংহার॥
ধিষ্ঠির বলিলেন তবে দামোদরে।
কমতে জানিলা আমি কুম্ভকার-ঘরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে করিল তব ভাই।
নুষ্য করিবে হেন ক্ষিতিমাঝে নাই ॥
ধিষ্ঠির বলিলেন আজি সুপ্রভাত।
তঁই আজি নয়নে দেখিনু জগন্নাথ ॥
একমাত্র বড় ভয় হতেছে অন্তরে।
বে জ্ঞাত হৈল আমি কুম্ভকার-ঘরে ॥
বিশেষ তোমার হইয়াছে আগমন।
এ সব বার্ত্তা পাছে শুনে দুর্য্যোধন ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা ভয় কর কারে।
ত দুর্য্যোধন তোমা কি করিতে পারে ॥
তিন লোক সহায় করিয়া যদি আসে।
দুর্ত্তেকে নিবারিব চক্ষুর নিমিষে ॥
প্তবংশ সহ আমি যাজ্ঞসেন সখা।
বারে করিবে জয় ভীমার্জ্জুন একা ॥
ধিষ্ঠির বলেন যে তাহারে না গণি।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র তারে ভয় মানি ॥
আজিকার রজনা বঞ্চিব এই দেশে।
যেই চিত্তে লয় কালি করিব দিবসে ॥
এত বলি মেলানি করিল দুইজন।
বিদায় হইয়া যান রাম নারায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্রুপদ রাজার খেদ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবোধ।

হেথা যাজ্ঞসেন রাজা যাজ্ঞসেনী-শোকে।
ভূমে গড়াগড় দিয়া কান্দে অধোমুখে ॥
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত মন্ত্রিগণ।
পুত্রগণ কান্দে আর অন্তঃপুর জন ॥
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তরিল তথা।
রাজা বলে একি দেখি কৃষ্ণা মম কোথা ॥
হরি হরি বিধি মম কৈলা হেন গতি।
অবহেলে হারাইনু কৃষ্ণা গুণবতী ॥
কহ পুত্র কৃষ্ণার কুশল সমাচার।
কোথা গেল লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণকুমার ॥
সর্ব্বনাশ করিলেন ব্যাস মুনিবর।
তাঁর বোলে কৃষ্ণার হইল স্বয়ংবর ॥
ধনুর্ব্বাণ দিল লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মাণ।
বলিলেন পার্থ বিনা না পারিবে আন ॥
মম কর্ম্মদোষে মুনিবাক্য মিথ্যা হৈল।
কালে বিপরীত ফল আমাতে ফলিল ॥
কহ বাপু কৃষ্ণা রাখি আইলা কোথায়।
কৃষ্ণা ছাড়ি কোন্ মুখে আইলা হেথায় ॥
হা কৃষ্ণা হা কৃষ্ণা মম প্রাণের তনয়া।
এত বলি পড়ে রাজা মূর্চ্ছাগত হৈয়া ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে আর না কান্দ রাজন্।
সকল মঙ্গল রাজা ত্যজ দুঃখ মন ॥
ব্যাসের বচন রাজা কভু মিথ্যা নয়।
তোমার মানস পূর্ণ হইল নিশ্চয় ॥
শুনি কহ কহ বলি উঠিল রাজন।
কিমতে হইল সত্য ব্যাসের বচন ॥
শতপুর করিয়া বেড়িল রাজগণ।
সবাকে জিনিল সেই একক ব্রাহ্মণ ॥
সহায় হইল তার এক দ্বিজ আর।
সুরাসুর মনুষ্যে সদৃশ নাহি তার ॥
হাতে বৃক্ষ এল যেন বজ্রহস্তে ইন্দ্র।
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল নৃপবৃন্দ ॥
এইমত যুদ্ধে তাত হইল রজনী।
দুইজন সঙ্গে চলি গেল যাজ্ঞসেনী ॥
এ দোঁহার সহ তাত আর তিন জন।
পথেতে যাইতে হৈল সবার মিলন ॥
ভার্গবের কর্ম্মশাল-আশ্রয়ে আছিল।
পাঁচজন মিলিয়া তথায় চলি গেল ॥
স্ত্রী এক আছিল তথা পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপে বিনা দীপে ঘর আলো করি ॥
জননী হইবে তাঁর বুঝি অভিপ্রায়।
তিন ভাই কৃষ্ণা সহ রাখিয়া তথায় ॥

একচক্রা নগরে বলিলা ব্যাস মুনি।
পূর্ব্বে দ্বিজকন্যারে কহিলা শূলপাণি ॥
পঞ্চস্বামী হবে তোর না হবে খণ্ডন।
সেই কন্যা কৃষ্ণা নামে জন্মিল এখন ॥
এত ভাবি মায়ে বলে আশ্বাস বচন।
তোমার বচন মাতা না হবে লঙ্ঘন ॥
অর্জ্জুনের চিত্ত তবে বুঝিবার তরে।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
বড় কর্ম্ম করিলা পাইয়া বহু কষ্ট।
লক্ষ্য বিন্ধি লক্ষ রাজা করিলা শ্রীভ্রষ্ট ॥
বহু কষ্টে প্রাপ্ত হৈলে দ্রুপদ-নন্দিনী।
শুভকর্ম্মে বিলম্ব না করা ভাল মানি ॥
ডাকাইয়া আনিয়া ধৌম্যাদি দ্বিজগণে।
কর আজি বিবাহ রজনী শুভক্ষণে ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন ধনঞ্জয়।
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয় ॥
লোকে বেদে নিন্দে যেই কর্ম্ম দুরাচার।
বিবাহ তোমার অগ্রে হইবে আমার ॥
প্রথমে তোমার হবে ভীম তার পাছে।
অনন্তর আমার শাস্ত্রে যেমন আছে ॥
পার্থবাক্য শুনি ধর্ম্ম হৈয়া হৃষ্টমন।
শিরে চুম্ব দিয়া করিলেন আলিঙ্গন ॥
কুম্ভকারশালে যবে করেন প্রবেশ।
হেনকালে আইলেন রাম হৃষীকেশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান্ ॥

কুন্তীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

প্রণাম করিয়া দোঁহে কুন্তীর চরণে।
আপনার পরিচয় দেন দুইজনে ॥
শুনি শূরসেন-সুতা দোঁহে করি কোলে।
দোঁহারে করান স্নান নয়নের জলে ॥
কোথা ছিলে তাত মোর অন্ধকের নড়ি।
হাপুতির পুত্ তোরা দরিদ্রের কড়ি ॥
দ্বাদশ বৎসর আজি মুখ নাহি দেখি।
অনুক্ষণ কান্দিয়া দুর্ব্বল হৈল আঁখি ॥
কহ তাত সবার কুশল সমাচার।
তোমার মায়ের আর আমার ভ্রাতার ॥
দ্বাদশ বৎসর হৈল নাহি দেখি শুনি।
কেবা মরে কেবা জীয়ে কিছুই না জানি ॥
নাহি জানি তোমার এতেক নিষ্ঠুরতা।
না জানি যে এতেক নির্দ্দয় তোর পিতা ॥
বনে বনে কত ভ্রমিলাম দেশ দেশ।
দ্বাদশ বৎসর কেহ না করে উদ্দেশ ॥
কৃষ্ণ বলিলেন দেবি ত্যজ মনস্তাপ।
না ভুঞ্জিলে না খণ্ডে পূর্ব্বের পরিতাপ ॥
গৃহদাহে মরিলা শুনিয়া এই কথা।
সাতদিন অন্নজল না ছুঁলেন পিতা ॥
আমারে পাঠাইলেন বুঝিতে কারণ।
বিদুরের স্থানে শুনিলাম বিবরণ ॥
দ্বাদশ বৎসর কষ্ট অরণ্যে পাইলে।
তোমা স্মরি তাত ভাসিলেন অশ্রুজলে ॥
শত্রুভয়ে আমার উদ্দেশ না পাইলা।
মম আত্মা সর্ব্বক্ষণ তোমা প্রতি ছিলা ॥
শোক না করিহ দেবি দুঃখ হৈল শেষ।
কালি কিংবা পরশ্ব চলহ নিজ দেশ ॥
কুন্তীরে প্রণাম করি যান ধর্ম্মপাশ।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া সকরুণ ভাষ ॥
শীঘ্র উঠি ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
দোঁহাকার অশ্রুজলে ভাসেন দুজন ॥
স্নেহভাবে দোঁহারে না ছাড়ে দুইজন।
বহুক্ষণ দোঁহা মুখে না সরে বচন ॥
তবে পাঁচ ভাই রামকৃষ্ণে সম্বোধিয়া।
যতেক পূর্ব্বের কষ্ট কহয়ে বসিয়া ॥
কহেন সকল কথা ধর্ম্মের নন্দন।
জতুগৃহ যে প্রকারে হইল দাহন ॥
বিদুরের মন্ত্রণাতে যেমত উদ্ধার।
রাক্ষসের মুখে রক্ষা হৈল যে প্রকার ॥
বনে বনে দেশে দেশে তপস্বীর বেশ।
দ্বাদশ বৎসর যত পাইলেন ক্লেশ ॥
একে একে কহেন সকল সমাচার।
শুনি আশ্বাসিয়া বলে দেবকী-কুমার ॥

দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র নষ্ট তার পুত্রগণ ।
সমুচিত ফল তারা পাইবে এক্ষণ ॥
যদি প্রীতে বাঁটিয়া না দেয় রাজ্যভার ।
সকলে মিলিয়া তারে করিব সংহার॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন তবে দামোদরে ।
কমতে জানিলা আমি কুম্ভকার-ঘরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে করিল তব ভাই ।
মনুষ্য করিবে হেন ক্ষিতিমাঝে নাই ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন আজি সুপ্রভাত ।
তুঁই আজি নয়নে দেখিনু জগন্নাথ ॥
একমাত্র বড় ভয় হতেছে অন্তরে ।
পাবে জ্ঞাত হৈল আমি কুম্ভকার-ঘরে ॥
বিশেষ তোমার হইয়াছে আগমন ।
এ সব বার্ত্তা পাছে শুনে দুর্য্যোধন ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা ভয় কর কারে ।
শত দুর্য্যোধন তোমা কি করিতে পারে ॥
তিন লোক সহায় করিয়া যদি আসে ।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিব চক্ষুর নিমিষে ॥
নপ্তবংশ সহ আমি যাজ্ঞসেন সখা ।
সবারে করিবে জয় ভীমার্জ্জুন একা ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে তাহারে না গণি ।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র তারে ভয় মানি ॥
আজিকার রজনী বঞ্চিব এই দেশে ।
যেই চিত্তে লয় কালি করিব দিবসে ॥
এত বলি মেলানি করিল দুইজন ।
বিদায় হইয়া যান রাম নারায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্রুপদ রাজার খেদ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবোধ।

হেথা যাজ্ঞসেন রাজা যাজ্ঞসেনী-শোকে ।
ভূমে গড়াগড় দিয়া কান্দে অধোমুখে ॥
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত মন্ত্রিগণ ।
পুত্রগণ কান্দে আর অন্তঃপুর জন ॥
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তরিল তথা ।
রাজা বলে একি দেখি কৃষ্ণা মম কোথা ॥
হরি হরি বিধি মম কৈলা হেন গতি ।
অবহেলে হারাইনু কৃষ্ণা গুণবতী ॥
কহ পুত্র কৃষ্ণার কুশল সমাচার ।
কোথা গেল লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণকুমার ॥
সর্ব্বনাশ করিলেন ব্যাস মুনিবর ।
তাঁর বোলে কৃষ্ণার হইল স্বয়ংবর ॥
ধনুর্ব্বাণ দিল লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মাণ ।
বলিলেন পার্থ বিনা না পারিবে আন ॥
মম কর্ম্মদোষে মুনিবাক্য মিথ্যা হৈল ।
কালে বিপরীত ফল আমাতে ফলিল ॥
কহ বাপু কৃষ্ণা রাখি আইলা কোথায় ।
কৃষ্ণা ছাড়ি কোন্ মুখে আইলা হেথায় ॥
হা কৃষ্ণা হা কৃষ্ণা মম প্রাণের তনয়া ।
এত বলি পড়ে রাজা মূর্চ্ছাগত হৈয়া ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে আর না কান্দ রাজন্ ।
সকল মঙ্গল রাজা ত্যজ দুঃখ মন ॥
ব্যাসের বচন রাজা কভু মিথ্যা নয় ।
তোমার মানস পূর্ণ হইল নিশ্চয় ॥
শুনি কহ কহ বলি উঠিল রাজন ।
কিমতে হইল সত্য ব্যাসের বচন ॥
শতপুর করিয়া বেড়িল রাজগণ ।
সবাকে জিনিল সেই একক ব্রাহ্মণ ॥
সহায় হইল তার এক দ্বিজ আর ।
সুরাসুর মনুষ্যে সদৃশ নাহি তার ॥
হাতে বৃক্ষ এল যেন বজ্রহস্তে ইন্দ্র ।
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল নৃপবৃন্দ ॥
এইমত যুদ্ধে তাত হইল রজনী ।
দুইজন সঙ্গে চলি গেল যাজ্ঞসেনী ॥
এ দোঁহার সহ তাত আর তিন জন ।
পথেতে যাইতে হৈল সবার মিলন ॥
ভার্গবের কুম্ভশাল-আশ্রয়ে আছিল ।
পাঁচজন মিলিয়া তথায় চলি গেল ॥
স্ত্রী এক আছিল তথা পরমা সুন্দরী ।
তাঁর রূপে বিনা দীপে ঘর আলো করি ॥
জননী হইবে তাঁর বুঝি অভিপ্রায় ।
তিন ভাই কৃষ্ণা সহ রাখিয়া তথায় ॥

তত রাত্রে গেল দোঁহে ভিক্ষার কারণ।
ভিক্ষা করি আনি দিল করিতে রন্ধন ॥
রন্ধন করিল কৃষ্ণা চক্ষুর নিমিষে।
মাতা তার সাদরে বলিল প্রিয়ভাষে ॥
আশে পাশে ডাকিয়া আইস পুত্রগণ।
উপবাসী অতিথি থাকয়ে কোন জন ॥
অতিথিরে দিয়া যাহা অবশেষ থাকে।
দুই ভাগ করি কৃষ্ণা বাঁটহ তাহাকে ॥
এক ভাগ দেহ হের ইহার গোচর।
আর এক ভাগ কৃষ্ণা পাঁচ ভাগ কর ॥
চারি ভাগ দেহ এই চারি বিদ্যমানে।
এক ভাগ দ্রৌপদী করহ দুই স্থানে ॥
তুমি অর্দ্ধ লহ মোরে দেহ অর্দ্ধ আনি।
ক্রোধে বলে এক দ্বিজ চাহিয়া জননী ॥
এত রাত্রে অতিথিরে পাইব কোথায়।
ভুঞ্জিয়া থাকিবে কিংবা থাকিবে নিদ্রায় ॥
আজিকার ভিক্ষা মাতা অতিরেক নহে।
বিশেষ যুদ্ধের শ্রমে পেটে অগ্নি দহে ॥
আজিকার দিনে মাতা অতিথি রহুক।
ভয়েতে জননী বলে হউক হউক ॥
পুনঃ বলে অতিথির ভাগ দেহ মোরে।
কালি প্রাতে যত ইচ্ছা দিও অতিথিরে ॥
দেহ দেহ বলি পুনঃ ডাকিল জননী।
সেইরূপে বাঁটিয়া দিলেন যাজ্ঞসেনী ॥
গ্রাস দুই তিনে তাহা সকলি খাইল।
মণ্ড আন মণ্ড আন বলি ডাক দিল ॥
না পাইয়া মণ্ড ক্রোধে কটাক্ষেতে চায়।
মম মনে দ্রৌপদীরে মারিলেক প্রায় ॥
এই হেতু মাতা তোরে জন্মে মম ক্রোধ।
তুমি কহ ভীমে নারি করিতে প্রবোধ ॥
মাতা বলে তাত আজি মম দোষ খণ্ড।
নূতন রন্ধনী আজি না রাখিল মণ্ড ॥
মায়ের বচনে বহুমতে শান্ত হৈল।
ভোজন করিয়া গিয়া আচমন কৈল ॥
ভোজন করিয়া চাহে শয়ন করিতে।
সবার কনিষ্ঠে বলে শয্যা পাতি দিতে ॥
সবার উপরে শয্যা করিল মাতার।
পাঁচ ভ্রাতার শয্যা হৈল পদনীচে তাঁর ॥
সবার চরণতলে কৃষ্ণা শয্যা পাতি।
হৃষ্ট হৈয়া শুইল দ্রৌপদী গুণবতী ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম কহে সদা শুনে সাধু নর ॥

দ্রুপদ রাজপুরে পাণ্ডবদের আনয়ন।

শুনিয়া দ্রুপদ রাজা আনন্দিত মনে।
উঠি বসি রাত্রি পোহাইল জাগরণে ॥
পূর্ব্বভিতে দেখি রাজা অরুণ উদয়।
পুরোহিত দ্বিজে কহে করিয়া বিনয় ॥
কুমারের শালে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
পরিচয় লহ তারা হয় কোন জাতি ॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা চলিল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া প্রণমিল পঞ্চজন ॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজমণি।
সত্যশীল ধর্ম্ম তুমি বুঝি অনুমানি ॥
যাহা জিজ্ঞাসিব নাহি করিবে ভণ্ডন।
পরিচয় ইচ্ছে তোমা দ্রুপদ রাজন ॥
দ্রুপদ রাজার এই মানস আছিল।
দ্রৌপদী কুমারী তাঁর যে দিনে জন্মিল ॥
কুরুবংশে পাণ্ডুরাজা সখা প্রিয়তর।
তাঁর পুত্রে কন্যা দিবে সানন্দ অন্তর ॥
গৃহদাহে মাতা সহ মৈল পঞ্চ ভাই।
সবে এই কথা বলে প্রত্যয় না যাই ॥
ব্যাস সহ যুক্তি করি লক্ষ্য কৈল পণ।
বিনা পার্থ নারিবে বিন্ধিতে অন্য জন ॥
এই হেতু মনে বড় আছয়ে সন্দেহ।
কে তুমি কাহার পুত্র পরিচয় দেহ ॥
ধর্ম্ম বলে পরিচয়ে কোন্ প্রয়োজন।
জাতির নির্ণয় নাহি লক্ষ্য কৈলে পণ ॥
সেই পণে এই কন্যা আনিল জিনিয়া।
এক্ষণে কি কাজ আর জাতি জিজ্ঞাসিয়া ॥
পুরোহিত কহে তাহা কে লঙ্ঘিতে পারে।
পরিচয় দিয়া প্রীতি করহ রাজারে ॥

যুধিষ্ঠির বলে গিয়া কহ নৃপবরে।
হীনজাতি জন লক্ষ্য বিন্ধিতে কি পারে ॥
শুনি পুরোহিত গিয়া দ্রুপদে কহিল।
পরিচয় না পাইয়া নৃপতি চিন্তিল ॥
পুত্রগণ সহ তবে বিচার করিয়া।
ছয়খান রথ তবে দিল পাঠাইয়া ॥
পুত্রে পাঠাইল অগ্রসরি লইবারে।
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল তথাকারে ॥
চিহ্ন জানিবার তরে থুইল রাজন।
পাশাক্রীড়া বেদ বিদ্যা পুরাণ পঠন ॥
ধান্য যব নানা শস্য থুইল দুইভিতে।
ধনুক বিবিধ অস্ত্র তূণের সহিতে ॥
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল শীঘ্রগতি।
সবিনয়ে বলে তবে ধর্ম্মরাজ প্রতি ॥
পাঠাইল নরপতি পরম আদরে।
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ ভাই চল তথাকারে ॥
ধর্ম্মরাজ শুনিয়া বিলম্ব না করিয়া।
পঞ্চ ভাই পঞ্চ রথে চড়িলেন গিয়া ॥
এক রথে কৃষ্ণা সহ ভোজের নন্দিনী।
বাজিল বিবিধ বাদ্য সুমঙ্গল ধ্বনি ॥
দুই ভিতে নানা রথ থুইল রাজন।
কারু ভিতে না তিষ্ঠিল ভাই পঞ্চ জন ॥
বিচারে জানিল যত বিদ্যাবন্ত জনে।
ভাঙ্গিল ধনুক সেই গুণ টঙ্কারণে ॥
যথায় বসিয়া রাজা রত্ন সিংহাসনে।
পাত্র-মিত্রগণ আছে তাঁর সন্নিধানে ॥
দিব্য রাজাসনে বসিলেন পঞ্চজন।
উঠিয়া আপনি রাজা কৈল সম্ভাষণ ॥
কুন্তী সহ দ্রৌপদারে অন্তঃপুরে নিল।
যত নারী হুলাহুলি মঙ্গল করিল ॥
মহাভারতের কথা শ্রবণ মঙ্গল।
কাশীদাস কহে লভ ভারতের ফল ॥

রাজা কর্ত্তৃক পাণ্ডবের পরিচয় গ্রহণ।

বসিল দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিতে।
পাত্রমিত্রগণ আর দ্বিজ পুরোহিতে ॥
পঞ্চজন মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ।
হরষিত হইয়া বলিছে এ বচন ॥
কে তোমরা বাস কোথা, কহ সত্যবাণী।
কে তব জনক বল কে তব জননী ॥
মনুষ্য-লোকের প্রায় নাহি লয় মনে।
আকৃতি প্রকৃতি দেবতুল্য পাঁচজনে ॥
রূপে পঞ্চজনের না দেখি শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ।
সবার সমান রূপ জ্যেষ্ঠ কে কনিষ্ঠ ॥
কিবা ইন্দ্র চন্দ্র কাম অশ্বিনীকুমার।
ইহা মধ্যে হবে চিত্তে লয়েছে আমার ॥
আর যত ধর্ম্ম কর্ম্ম সত্য সম নহে।
মিথ্যাসম পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমা সবার গোচর।
কহ সত্য খণ্ডুক মনের মতান্তর ॥
যুধিষ্ঠির বলে মোরা পাণ্ডুর নন্দন।
আমি যুধিষ্ঠির এই দোঁহে ভীমার্জ্জুন ॥
এ নকুল সহদেব জানহ নৃপতি।
অন্তঃপুরে মাতা কুন্তী সহিত পার্ষতি ॥
এত শুনি নরপতি হইল উল্লাস।
আপনা পাসরে মুখে নাহি আসে ভাষ ॥
কদম্বকুসুম সম কলেবর ফুলে।
বসন ভূষণ তিতে নয়নের জলে ॥
শীঘ্রগতি উঠি রাজা করে আলিঙ্গন।
একে একে সম্ভাষিল ভাই পঞ্চজন ॥
রাজা বলে পূর্ব্বভাগ্য আমার যে ছিল।
সেই ফলে মনের কামনা পূর্ণ হৈল ॥
কহ শুনি তাত সেই সব বিবরণ।
গৃহদাহে মৈল বলি জানে সর্ব্বজন ॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে গৃহদাহ নয়।
জৌগৃহ করিল পুরোচন পাপাশয় ॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তরিনু তাহাতে।
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা বলে ক্রোধচিতে ॥
এত বড় নির্দ্দয় সে অন্ধ নৃপরাজ।
নাহি ধর্ম্মভয় নাহি লোকভয় লাজ ॥
ধর্ম্মেতে রাখিল তোমা সে সব সঙ্কটে।
মরিবেক পাপিগণ আপন কপটে ॥

গৃহদাহে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন।
জৌগৃহ করিল বলি শুনি যে এখন॥
এ সকল কষ্ট চিত্তে না ভাবিহ আর।
মম ধন রাজ্য বাপু সকলি তোমার॥
তবে কতক্ষণান্তরে বলয়ে বচন।
ববাহ করহ পার্থ করি শুভক্ষণ॥
শুনিয়া কহেন তবে ধর্ম্মের কুমার।
রাজা বলে যাহা ইচ্ছা বিচারে তোমার॥
তুমি কিংবা বৃকোদর কিংবা ধনঞ্জয়।
কিংবা দুইজন এই মাদ্রীর তনয়॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে মায়ের বচনে।
দ্রৌপদীকে বিবাহ করিব পঞ্চজনে॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বিস্মিত নৃপতি।
অধোমুখ হৈয়া তবে নিরীক্ষয়ে ক্ষিতি॥
কুন্তীপুত্র শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তুমি হেন বল আমি কি বলিব আর॥
বহু পতি ধরে সতী নাহি শুনি ক্ষিতি।
লোকে বেদে নাহি শুনি স্ত্রীর বহু পতি॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব যাহা নাহি করে।
সম্প্রতি ধার্ম্মিকগণ তাহা না আচরে॥
এমত অপূর্ব্ব কথা কভু নাহি শুনি।
ইতরের প্রায় কেন কহ হেন বাণী॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এ কথা প্রমাণ।
পূর্ব্বসাধুগণ-পথ কে করিবে আন॥
লোকে বেদে যাহা কহে জানিও রাজন্।
গুরুজনবাক্য কভু না করি লঙ্ঘন॥
লোকমত কর্ম্ম রাজা করিব সর্ব্বথা।
কিন্তু গুরুবগণবাক্য না করি অন্যথা॥
লোকমধ্যে গুরু শ্রেষ্ঠ গুরুতে জননী।
মাতৃবাক্য কেমনে লঙ্ঘিব নৃপমণি॥
মাতা মম গুরুদেব ইষ্টদেব জানি।
মাতার বচন আমি বেদতুল্য মানি॥
মাতার বচন লঙ্ঘে যেই দুরাচার।
যতেক সুকৃতি কর্ম্ম নিস্ফল তাহার॥
কতক্ষণে উত্তর করিল নরপতি।
নারিনু এ বিধি দিতে কি আছে শকতি॥
তুমি আর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরোহিত সহ।
এ কথা বিচার করি আমারে সে কহ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত॥

দ্রৌপদীর বিবাহ হেতু মুনিগণের রাজসভায় আগমন

অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ সকল মুনিগণ।
পাণ্ডব-বিবাহ হেতু কৈলা আগমন॥
শিষ্যসহ পরাশর মুনি যে আইল।
জমদগ্নি জৈমিনী শ্রীঅসিত দেবল॥
দুর্ব্বাসা লোমশ আঙ্গিরস তপোধন।
শিষ্য যাটি সহস্র আইল দ্বৈপায়ন॥
যতেক আইল মুনি লিখনে না যায়।
দ্বারী সবে আসিতে দ্রুপদে জানায়॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা শীঘ্রগতি উঠি।
অগ্রসরি প্রণমিল ভুমে শির লুঠি॥
অগ্রেতে সংগ্রহ করি আছিল রাজন্।
বসিবারে সবে দিল উত্তম আসন॥
পাদ্য অর্ঘ্য ধুপ দীপ গন্ধে কৈল পূজা।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল পাঞ্চালের রাজা॥
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়।
সে কারণে মুনিগণ আইল হেথায়॥
আছিল সন্দেহ এই বিবাহ কারণ।
বিধিদাতা সংসারে তোমরা সর্ব্বজন॥
যে বিধান কহিবে বিধান সেই মত।
বিচারিয়া সব কথা দেহ অভিমত॥
মুনিগণ বলে শুন ইহা কি কহিব।
পূর্ব্বে যে ধাতার সৃষ্টি তাহা কি ঘুচাব॥
কৃষ্ণার বিবাহ হেতু এই নিরূপণ।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি বিধির লিখন॥
দেখিতেছি সৃষ্টি স্থিতি গোচরে সর্ব্বথা।
পঞ্চ পতি দ্রৌপদীর কে করে অন্যথা॥
মুনিগণ মুখে শুনি এতেক বচন।
মৌনী হয়ে রহিলেন দ্রুপদ রাজন্॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে নাহি শুনি সংসারেতে।
লোকে যাহা নাহি তাহা করিব কিমতে।

যথার্থ করিতে কর্ম্ম লোকে উপহাস।
এমত নিন্দিত কর্ম্মে কহ কেন ভাষ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন অন্য নাহি জানি।
মায়ের বচন যে অধিক বেদবাণী॥
মুনিগণ মুখে শুনিয়াছি পূর্ব্বকথা।
জটিল ব্রাহ্মণ ছিল ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞাতা॥
যত দ্বিজগণে তিনি করান অধ্যয়ন।
সর্ব্বশাস্ত্র বেদাগম গ্রন্থ ব্যাকরণ॥
পড়াইয়া পাছে দেন এই উপদেশ।
যত শাস্ত্র হ'তে শুন কহি যে বিশেষ॥
মাতার যে আজ্ঞা যত্নে করিবে পালন।
না করিবে দ্বিধা রহে বেদের বচন॥
লোক হৈতে গুরু শ্রেষ্ঠ আমি মানি।
সর্ব্বগুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ গণি যে জননী॥
জননী আমারে আজ্ঞা দেন এইমত।
পঞ্চজনে বাঁটি লহ অন্য ভিক্ষা মত॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বলি তাহা কে বুঝিতে পারে।
অধর্ম্মেতে আছে ধর্ম্ম ধর্ম্মে পাপ করে॥
অধর্ম্ম কর্ম্মেতে মম মন নাহি লয়।
এ কর্ম্ম করিতে মম চিত্তে নাহি ভয়॥
সে কারণে বুঝি এই ধর্ম্ম আচরণ।
বিশেষ খণ্ডিতে নারি মায়ের বচন॥
অনন্তরে বলিতে লাগিল বৃকোদর।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ধর্ম্মের উত্তর॥
বেদশাস্ত্র লোক আমি সবার বাহির।
আমা সবাকার ধাতা কর্ত্তা যুধিষ্ঠির॥
আমরা না মানি শাস্ত্র কিবা অন্য জনে।
ধর্ম্ম আজ্ঞা পালন করি যে প্রাণপণে॥
কে লঙ্ঘিবে যে আজ্ঞা করেন যুধিষ্ঠির।
অনেক সহিনু এ পাঞ্চাল নৃপতির॥
পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মবাক্য করিল হেলন।
অন্যজন হৈলে আজি লইতাম জীবন॥
সম্বন্ধে শ্বশুর ইনি গুরু মধ্যে গণি।
মম ক্রোধানল শান্ত হইল আপনি॥
লোকে বেদে বলে যদি নহে ভীত মন।
আজি হৈতে সর্ব্বশাস্ত্রে করহ লিখন॥

হেনকালে কুন্তী শুনি হইল বাহির।
কৃতাঞ্জলি বন্দে সব চরণ মুনির॥
ব্যাসের চরণ ধরি সকরুণে কয়।
আমারে নিস্তার কর মিথ্যাবাক্য ভয়॥
যেই বলে যুধিষ্ঠির বল সেই কথা।
যেই মতে মম বাক্য না হয় অন্যথা॥
মুনি বলে ত্যজ ভয় না কর ক্রন্দন।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর॥

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হইবার কারণ।

ব্যাস বলে সব তত্ত্ব জান মুনিগণ।
শুনহ দ্রুপদ রাজা পূর্ব্ব বিবরণ॥
ত্রেতাযুগে দ্বিজকন্যা আছিল দ্রৌপদী।
পতিবাঞ্ছা করি শিব পূজে নিরবধি॥
রচিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গ বনপুষ্প দিয়া।
ঘৃত মধু উপহার বাদ্য বাজাইয়া॥
অবশেষে প্রণমিয়া পড়ি ক্ষিতিতলে।
পতিং দেহি পতিং দেহি পঞ্চবার বলে॥
হেনমতে বহুকাল পূজয়ে মহেশ।
তুষ্ট হৈয়া বর তারে দেন ব্যোমকেশ॥
পঞ্চ স্বামী হবে তোর পরম সুন্দর।
শুনিয়া বিস্ময় মানি কহে যোড়কর॥
কেহ হেন উপহাস কর শূলপাণি।
লোকে বেদে বহির্ভূত অপূর্ব্ব কাহিনী॥
শঙ্কর বলেন কন্যা কি দোষ আমার।
স্বামী বর তুমি যে মাগিলা পাঁচবার॥
অকারণে কেন আর করহ রোদন।
কখন খণ্ডন নহে আমার বচন॥
হইবে তোমার স্বামী পঞ্চ মহারথী।
তথাপিও ক্ষিতিমধ্যে কবে তোমা সতী॥
পৃথিবীতে ঘুষিবেক তোমার চরিত্র।
তব নাম নিলে লোক হইবে পবিত্র॥
এত বলি অন্তর্হিত হইলেন হর।
গঙ্গাজলে কন্যা গিয়া ত্যজে কলেবর॥

পুনঃ সেই কন্যা জন্মে কাশীরাজালয়ে।
সেই জন্মে পতিহীন যৌবন সময়ে॥
না হইল বিবাহ যৌবন কাল গেল।
আপনাকে তিরস্কারি তপ আরম্ভিল॥
হিমাদ্রি পর্ব্বতে তপ করয়ে অপার।
দেখি ধর্ম্ম ইন্দ্র বায়ু অশ্বিনীকুমার॥
তথায় আসিয়া এই দেব পঞ্চজন।
জিজ্ঞাসিল কন্যা তপ কর কি কারণ॥
তপ কর যদি স্বামী লাভের কারণে।
যারে ইচ্ছা বর তুমি আমা পঞ্চজনে॥
এত শুনি চাহে কন্যা পঞ্চজন পানে।
সবার সমান রূপ দেখিল নয়নে॥
কাহারে বরিব হেন বলিতে লাগিল।
অধোমুখ হ'য়ে কন্যা নিঃশব্দে রহিল॥
কন্যার হৃদয়-কথা জানি দেবগণ।
পাঁচজনে বর তারে দিল ততক্ষণ॥
ত্যজ তপ এই দেহ ত্যজ কন্যা তুমি।
আর জন্মে আমরা হইব তব স্বামী॥
এত বলি অন্তর্হিত হৈল দেবগণ।
তপস্যা করিয়া কন্যা ত্যজিল জীবন॥
সেই কন্যা তব গৃহে হইল দ্রৌপদী।
অযোনিসম্ভবা জন্ম হৈল যজ্ঞভেদী॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র বায়ু অশ্বিনীয় পাঁচজন।
পঞ্চজন অংশে জন্ম পাণ্ডুর নন্দন॥
পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণা ধাতার নির্ম্মাণ।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ ইহা কে করিবে আন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত।

অগস্ত্য বলেন সত্য কহিলেন ব্যাস।
আমি যাহা জানি শুন কহি সে আভাস॥
পূর্ব্বে এককালে যজ্ঞ করেন শমন।
অহিংসাতে কোন প্রাণী না হয় মরণ॥
মনুষ্যে পূরিল ক্ষিতি দেবে ভয় হৈল।
সবে আসি ব্রহ্মারে সভয়ে নিবেদিল॥
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।
নৈমিষ কাননে যজ্ঞ করেন শমন॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষেণ।
কি কর্ম্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন॥
সৃষ্টির উপরে আছে তব অধিকার।
পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড দিবা সবকার॥
শুনিয়া কহেন যম করি যোড়পাণি।
মম শক্তি এ কর্ম্ম নহিল পদ্মযোনি॥
সব দেবগণমধ্যে আমি হৈনু চোর।
ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর॥
ত্রৈলোক্যের রাজা হৈল দেব পুরন্দর।
তিনি যজ্ঞ করিতে পায়েন অবসর॥
কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে।
অবকাশ মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে॥
না পারিনু এ কর্ম্ম করিতে দেবরাজ।
অন্য কোন জনেরে সমর্প এই কাজ॥
না পাইনু পাপ পুণ্য কর্ম্মের নির্ণয়।
কার কতকাল আয়ু নির্ণয় না হয়॥
যমের বচনে সুচিন্তিত প্রজাপতি।
সেইকালে কায় হৈতে হইল উৎপত্তি॥
লেখনী দক্ষিণ করে তালপত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হৈল চিত্রগুপ্ত নামে॥
যমেরে বলেন তুমি সঙ্গে রাখ এরে।
যখন যে জিজ্ঞাসিবে কহিবে তোমারে॥
যাহার যে কর্ম্ম তুমি জানিতে পারিবে।
ব্যাধিরূপ হৈয়া তারে বিনাশ করিবে॥
আপনার কর্ম্মভোগ ভুঞ্জিবে সংসার।
তথাপি উপরে তব এই অধিকার॥
ব্রহ্মার বচনে যম প্রবোধ পাইয়া।
সঞ্জিবনীপুরে যান যজ্ঞ সমাপিয়া॥
যমে প্রবোধিয়া সবে যথাস্থানে চলে।
যাইতে কনক-পদ্ম দেখে গঙ্গাজলে॥
সহস্র সহস্র পুষ্প ভাসি যায় স্রোতে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সবাকার চিতে॥
অম্লান কমল পুষ্প গন্ধে মন মোহে।
তদন্ত জানিতে ইন্দ্র পবনেরে কহে॥

ইন্দ্রের আজ্ঞায় বায়ু গেল শীঘ্রগতি।
বহুক্ষণ নাহি দেখি চিন্তে সুরপতি ॥
তাহার পশ্চাতে ধর্ম্মে পাঠায় ত্বরিত।
তাহার বিলম্ব দেখি হইল চিন্তিত ॥
হইল অনেকক্ষণ বাহুড়ি না আইল।
ইন্দ্র সুরপতি তথা আপনি চলিল ॥
তদন্ত জানিতে তবে গেল সুরপতি।
হিমালয়ে গঙ্গাকূলে কান্দিছে যুবতী ॥
কনক-কমল হয় তার অশ্রুজলে।
খরস্রোতে ভাসি যায় মন্দাকিনী জলে ॥
কন্যারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল দেবরাজ।
কে তুমি কি হেতু কান্দ কহ নিজ কাজ ॥
নয়ন কুরঙ্গ বিম্ব জিনিয়া অধর।
নির্ধূম জ্বলন্তানল অঙ্গ মনোহর ॥
মুখ তব নিন্দে ইন্দু মধ্যে মৃগনাথ।
চারু ভুরু যুগ্ম উরু নিন্দ হস্তিহাত ॥
কি কারণে আপনি কান্দহ একাকিনী।
আমারে বরহ যদি আছ বিরহিণী ॥
কন্যা বলে আমি হই দক্ষের নন্দিনী।
ছাড়িয়া সংসার সুখ জন্ম-তপস্বিনী ॥
মোরে হেন কহিতে তোমারে না যুয়ায়।
পাপ চক্ষে চাহিলে অনেক কষ্ট পায় ॥
এইমত আমারে কহিল চারি জন।
তা সবার কষ্ট যত না যায় কহন ॥
ইন্দ্র বলে কহ তারা আছয়ে কোথায়।
কন্যা বলে যদি ইচ্ছা আইস তথায় ॥
কন্যার সহিত গেল দেব পুরন্দর।
পর্ব্বত উপরে দেখে পুরুষ সুন্দর ॥
কেতকী বলিল দেব আমি তপস্বিনী।
এজন আমারে বলে উপহাস বাণী ॥
শিব বলিলেন মূঢ় না দেখ নয়নে।
প্রতিফল ইহার পাইবে মম স্থানে ॥
এই গিরিবর তুমি তোল পুরন্দর।
হরের আজ্ঞায় ইন্দ্র তোলে গিরিবর ॥
পর্ব্বতের গহ্বরে হরের কারাগার।
চরণে নিগড় বন্দী আছয়ে সবার ॥
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনী র'য়েছে চারিজন।
দেখিয়া হইল ভীত সহস্রলোচন ॥
করযোড়ে বহু স্তব করিলেন হরে।
তুষ্ট হৈয়া সদানন্দ বলেন তাঁহারে ॥
আমার তোমার বাক্যে হইল সন্তোষ।
তোমা হেতু ক্ষমিলাম এ চারির দোষ ॥
বিষ্ণুর সদনে লৈয়া যাব তোমা সব।
তাঁর আজ্ঞামত কর্ম্ম করিবা বাসব ॥
এত বলি সবে লৈয়া যান ত্রিলোচন।
শ্বেতদ্বীপে যথায় আছেন নারায়ণ ॥
কহিল সকল কেতকীর বিবরণ।
শুনি করিলেন আজ্ঞা শ্রীমধুসূদন ॥
ইন্দ্রত্ব পাইয়া তোর নাহি খণ্ডে লোভ।
মর্ত্ত্যে জন্ম লইয়া ভুঞ্জিতে আছে ক্ষোভ ॥
কর্ম্মফল অবশ্য ভুঞ্জয়ে যাহা করি।
হইবে তোমার ভার্য্যা কেতকী সুন্দরী ॥
পঞ্চজনে জন্ম লভ হৈয়া নরযোনি।
কেতকী হইবে তোমা পঞ্চের ভামিনী ॥
তোমা সবা প্রীতি হেতু আমিও জন্মিব।
দ্বাপরে ক্ষত্রিয়-দর্প নিঃশেষ করিব ॥
এত বলি দুই কেশ দিলেন মহেশ।
শুক্ল কৃষ্ণ দুই হৈলা রাম হৃষীকেশ ॥
শুনহ দ্রুপদ এই পূর্ব্বের কাহিনী।
সেই দেবী কেতকী হইল যাজ্ঞসেনা ॥

কেতকীর প্রতি সুরভির শাপ।

দ্রুপদ কহিল বলি শুন তপোধন।
কার কন্যা কেতকা তাপসী কি কারণ ॥
কেন সে রোদন করে গঙ্গা তীরে বাস।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে, করহ প্রকাশ ॥
অগস্ত্য বলেন তবে শুন সে কাহিনী।
সত্যযুগে ছিলা এক দক্ষের নন্দিনী ॥
বিভা সে না করিল সন্ন্যাস ধর্ম্ম নিল।
হিমালয়ে হর মন্দিরে তপ আরম্ভিল ॥
হর তারে বলিলেন রহ গিরিপরে।
পুরুষ হইয়া যেবা ডাকিবে তোমারে ॥

তাহারে আনিবে ধরি আমার কাছেতে।
আশ্বাস পাইয়া তবে রহিল সুখেতে॥
দৈবে একদিন তথা আইল সুরভি।
পাছে ধায় ষণ্ড দেখি গাভী ঋতুমতি॥
পাঁচ পাঁচ ষাঁড় এক সুরভির পাছে।
ষাঁড়ে ষাঁড়ে করে যুদ্ধ কেতকীর কাছে॥
ষাঁড়ের গর্জ্জনে কেতকীর ধ্যান ভাঙ্গে।
পাঁচ পাঁচ ষাঁড় দেখে সুরভির সঙ্গে॥
দেখিয়া কেতকী তাহা ঈষৎ হাসিল।
হাসিল কেতকী তাহা সুরভি জানিল॥
উপহাস ক'রে বুঝি হৃদে হ'ল তাপ।
ক্রুদ্ধা হ'য়ে গোমাতা যে দিল অভিশাপ॥
ইহাতে নাহিক লজ্জা গরু জাতি আমি।
নরযোনী হ'য়ে তোর হবে পঞ্চস্বামী॥
পুনঃ পুনঃ জন্ম তোর হবে নরযোনী।
দুই জন্ম যাবে তোর হ'য়ে বিরহিণী॥
তৃতীয় জন্মেতে হ'বে স্বামী পাঁচজন।
পাইবে লক্ষ্মীর অঙ্গ হবে বিমোচন॥
একজন অংশে তারা হবে পঞ্চজন।
নাহি রবে ভেদাভেদ সবে একমন॥
কেতকী পুছিলা তবে করি যোড়হাত।
কতদিনে শাপ নাশ কহ তা সাক্ষাত॥
এক অংশে পঞ্চজন কেবা হবে বল।
সুরভি বলিল তবে শুন অবিকল॥
ত্বষ্ঠার নন্দনে ইন্দ্র করিলে সংহার।
ভস্ম করিবারে ইন্দ্রে ধায় ইন্দ্রাগার॥
ত্বষ্টার দেখিয়া ক্রোধ ইন্দ্র পায় ত্রাস।
কোথা যাব রক্ষা পাব যাব কার পাশ॥
ইন্দ্রের নিকটে ছিল তবে চারিজন।
চারিজনে চারি অংশ কৈল সমর্পণ॥
পাঁচ ঠাঁই পাঁচ আত্মা করি পুরন্দর।
এক আত্মা ধরিয়া রহিল কলেবর॥
হেনকালে তথা আসি ত্বষ্টা মহাঋষি।
দৃষ্টি মাত্রে পুরন্দরে কৈল ভস্মরাশি॥
ইন্দ্রে ভস্ম করি তবে বসি ইন্দ্রাসনে।
আমি ইন্দ্র বলিয়া বলিল দেবগণে॥
দেবগণ গিয়া তবে কহিল ব্রহ্মারে।
বিনা ইন্দ্র থাকিতে না পারি স্বর্গপুরে॥
এত শুনি ব্রহ্মা পাঠাইল নারদেরে।
নারদ কহিল সব ত্বষ্টার গোচরে॥
ইন্দ্রত্ব লইয়া তুমি কর ইন্দ্র কার্য্য।
নতুবা বাঁচাও ইন্দ্রে পালিবারে রাজ্য॥
ত্বষ্টার সম্মুখে যত ইন্দ্র ভস্ম ছিল।
শান্ত দৃষ্টে চাহি ত্বষ্টা তাঁরে বাঁচাইল॥
এতবলি সুরভি গেলেন নিজস্থান।
চিন্তিয়া কেতকী শিবে করিল সে ধ্যান॥
গঙ্গাতীরে বসি কাঁদে পড়ে অশ্রুজল।
তাহে জন্ম হয় দিব্য কনক কমল॥

পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ।

মুনিগণ দেবগণ আইল সভায়।
বিবাহের আজ্ঞা দিল পাঞ্চালের রায়॥
পঞ্চ ভায়ে বসাইল পঞ্চ সিংহাসনে।
হরিদ্রা পিটালি গন্ধ দিল প্রতিজনে॥
পঞ্চতীর্থ জল আনি স্নান করাইল।
ইন্দ্রের ভূষণে বিভূষিতাঙ্গ হইল॥
বিবাহ মঙ্গল মত হইয়া সুবেশ।
রত্নবেদী মধ্যস্থলে করিল প্রবেশ॥
সিংহাসনে বসাইল দ্রৌপদী সুন্দরী।
পঞ্চ ভায়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করি॥
কৃষ্ণা বাম বৃদ্ধাঙ্গুলি যুধিষ্ঠির হস্ত।
তর্জ্জনীতে বৃকোদর মধ্যাঙ্গুষ্ঠে পার্থ॥
নকুল অনামাঙ্গুষ্ঠে কনিষ্ঠে কনিষ্ঠ।
ক্রমে পঞ্চজনে কৃষ্ণা করাইল দৃষ্ট॥
দুন্দুভি নিনাদে নৃত্য করে বিদ্যাধরী।
হুলাহুলী মঙ্গল করয়ে নরনারী॥
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ।
লক্ষ লক্ষ শঙ্খ বাজে বাদ্য অগণন॥
কল্যাণ করিল যত দেব ঋষিগণ।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিল না যায় লিখন॥
হেনমতে সম্পূর্ণ করিয়া শুভকার্য্য।
প্রভাতে চলিয়া গেল যেবা যার রাজ্য॥

মুনিগণ দ্বিজগণ গেল নিজ স্থান।
দ্বারাবতী চলিলেন রাম ভগবান ॥
যাইতে বিদুরে স্মরিলেন যদুমণি।
পাণ্ডবের বার্ত্তা দিতে গেলেন আপনি ॥
কৃষ্ণে দেখি বিদুর আনন্দজলে ভাসে।
পাদ্য অর্ঘ্য সিংহাসনে পূজিল বিশেষে ॥
দ্বাদশ বৎসর হেথা নাহি গতায়াত।
বড় ভাগ্য হস্তিনা কি হেতু জগন্নাথ ॥
কহ কিছু জান যদি পাণ্ডবের বার্ত্তা।
কোন্ দেশে কোন্‌রূপে আছে তারা কোথা
মরিল বাঁচিল কিছু না জানি তদন্ত।
কেবল ভরসা এই সবে ধর্ম্মবন্ত ॥
হা-হা কুন্তী হা-হা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
তোমা না দেখিয়া আছে এ পাপ শরীর ॥
এত বলি বিদুর পড়িল মূর্চ্ছা হ'য়ে।
দুই হাতে ধরি কৃষ্ণ বসান তুলিয়ে ॥
হাসিয়া বিদুরে কহিলেন জগন্নাথ।
ভাল বার্ত্তা লহ তুমি হৈয়া খুল্লতাত ॥
পাণ্ডবের বিবাহ যে ত্রৈলোক্য জানিল।
এক লক্ষ রাজা সহদলে আসিছিল ॥
অদ্য রাত্রে বিবাহিতা হৈলা যাজ্ঞসেনী।
পঞ্চ পাণ্ডবের ভার্য্যা তিনি একাকিনী ॥
শুনিয়া বিদুর বড় আনন্দ হইল।
গোবিন্দচরণ ধরি ভূমে লোটাইল ॥
এ কথা এক্ষণে হরি না কহিও আর।
শুনি দুষ্টলোক পাছে করে কুবিচার ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ ডরহ কাহারে।
সবে পলাইয়া এল পাণ্ডবের ডরে ॥
ভীমার্জ্জুন পরাক্রম অতুল ভূতলে।
এক লক্ষ ভূপতি জিনিল অবহেলে ॥
বিদুরে প্রবোধ দিয়া যান ভগবান।
বিদুর ত্বরিত গেল ধৃতরাষ্ট্রস্থান ॥
বিদুর বলেন আজি শুভরাত্রি হ'ল।
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কুরুকুলে এল ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি কহে আনন্দে বিভোর।
অগ্রসরি আন গিয়া পুত্রবধূ মোর ॥
নানা রত্ন ফেল দুর্য্যোধনেরে নিছিয়া।
অগ্রসরি আন কৃষ্ণা রতনে ভূষিয়া ॥
বিদুর বলিল রাজা হেথা বধূ কোথা।
যুধিষ্ঠিরে বরিলেক দ্রুপদ-দুহিতা ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি যেন শেল বাজে বুকে।
ততোধিক ভাগ্য বলি বলে রাজা সুখে ॥
দুর্য্যোধন হইতে অধিক যুধিষ্ঠির।
শুভবার্ত্তা শুনি হৃষ্ট হইল শরীর ॥
কহ শুনি বিদুর আছয়ে তারা কোথা।
কার ঠাঞি পাইলা হে এ সব বারতা ॥
বিদুর বলেন কৃষ্ণা করি লক্ষ্যপণ।
লক্ষ্য বিন্ধিলেক রাজা ইন্দ্রের নন্দন ॥
কন্যা হেতু বহু দ্বন্দ কৈল রাজা সব।
ভীমার্জ্জুন সবারে করিল পরাভব ॥
মুনিগণ দেবগণ একত্র হইয়া।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবে কৃষ্ণারে দিল বিয়া।
যদুবংশসহ গিয়াছিলেন শ্রীপতি।
কহি বার্ত্তা আমারে গেলেন দ্বারাবতী ॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

পাণ্ডবদিগের বিবাহ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনাদির মন্ত্রণা।

তিন দিন পরে তবে চতুর্থ দিবসে।
দম্ভ ভগ্ন দুর্য্যোধন উত্তরিল দেশে ॥
বাপের চরণে গিয়া নমস্কার কৈল।
আশীর্ব্বাদ করি অন্ধ বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল ॥
কিরূপ পাণ্ডব সহ হইল মিলন।
আইল কি তব সহ পাণ্ডু পুত্রগণ ॥
কর্ণ বলে কি কথা বলিলা মহাশয়।
হেন কথা কেমনেতে স্ফুরিত মুখে হয় ॥
ছদ্ম দ্বিজবেশ ধরি ভাণ্ডিল আমারে।
দ্বিজবধ ভয় করি ক্ষমিলাম তারে ॥
জানিতাম যদি সবে, মারিতাম প্রাণে।
দুর্য্যোধন বলে ইহা জানিব কেমনে ॥

এক্ষণে কি হইবেক ইহার উপায়।
শিয়রে হইল শত্রু শমনের প্রায় ॥
কোন মতে মনান্তর কর পঞ্চভাই।
পাঠাও সুহৃদ দ্বিজে তাঁহাদের ঠাঁই ॥
কোন মতে পাণ্ডুপুত্রে করায়ে বিশ্বাস।
বিষ দিয়া বৃকোদরে, করুক বিনাশ ॥
ভীম বিনা পাণ্ডবেরা হইবে অনাথ।
কর্ণ যুদ্ধে অর্জ্জুনের কে যাইবে সাথ ॥
দুর্য্যোধন বচন শুনিয়া কর্ণ বলে।
কিছু নাহি চিত্তে লাগে যতেক কহিলে ॥
ভীমেরে মারিতে পারে, আছে কোনজন।
কিনা করিয়াছ ছিল গৃহেতে যখন ॥
যতেক উপায় বল, নাহি লয় মনে।
বিনা দ্বন্দে বাধ্য নহে পাণ্ডুর নন্দনে ॥
যাবৎ না আইসেন কৃষ্ণ পাণ্ডু দলে।
যাবৎ না পায় বার্ত্তা নৃপতি সকলে ॥
রজনীর মধ্যে গিয়া নগর বেড়িব।
সপুত্রে দ্রুপদ সহ পাণ্ডবে মারিব ॥
কর্ণের বচন শুনি অন্ধ নৃপবর।
সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসে বহুতর ॥
এ বিচার করিতে তোমারে যোগ্য দেখি।
তবে ভীষ্ম বিদুর দ্রোণেরে আন ডাকি ॥
সে সবার মত দেখি, কি করে যুকতি।
এত বলি সবারে আনিল শীঘ্রগতি ॥

হস্তিনায় পাণ্ডব আনিতে যুক্তি।

রাজার আদেশে এল যত মন্ত্রিগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য দ্রোণের নন্দন ॥
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক বিদুর।
কুলে শীলে বুদ্ধিবলে খ্যাত তিন পুর ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে অবধান জ্যেষ্ঠতাত।
শুনি যে পাণ্ডব জীয়ে আছে কুন্তীসাথ ॥
এতকাল কোথা ছিল লুকাইয়া কেন।
কিছুই ইহার আমি না জানি কারণ ॥
হেন বুঝি চিত্তে প্রায় আমারে আক্রোশ।
আমি সে সবার কাছে নাহি করি দোষ ॥
তবে কেন গুপ্তবেশে লুকায়ে থাকিয়া।
বিবাহ করিল যে আমারে না বলিয়া ॥
কহ কি করিব এবে বিধান ইহার।
শুনিয়া কহেন তারে গঙ্গার কুমার ॥
তব পুত্রাধিক তোমা সেবে ত পাণ্ডব।
তুমি তায় পুত্রাধিক করিতে গৌরব ॥
কি বুদ্ধি হইল তব না জানি কারণ।
বারণাবতেতে পাঠাইলা পুত্রগণ ॥
না জানি যে তথায় কি কৈল পুরোচন।
জতুগৃহে দগ্ধ কৈল বলে সর্ব্বজন ॥
ত্রিভুবন যুড়ি মম অকীর্ত্তি হইল।
আপনি থাকিয়া ভীষ্ম এতেক করিল ॥
যদবধি জতুগৃহ হইল দাহন।
তোমাদিগে নাহি চাহি মেলিয়া নয়ন ॥
জননী সহিত জীয়ে পাণ্ডুর কুমার।
ইহার অধিক রাজা কি ভাগ্য তোমার ॥
অপযশ অধর্ম্ম সকল তব গেল।
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম উদয় হইল ॥
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ রাজন্।
কর পাণ্ডুপুত্রগণ সঙ্গেতে মিলন ॥
আমি একা নাহি বলি সবার বিচার।
যেন তুমি তেন পাণ্ডু নৃপতি আমার ॥
যেন কুন্তী তেন বধূ গান্ধার-নন্দিনী।
যেন যুধিষ্ঠির তেন দুর্য্যোধন মানি ॥
ইথে ভেদাভেদ ভদ্র নাহিক রাজন্।
পাণ্ডুপুত্র সহ তব দ্বন্দ কি কারণ ॥
তার পিতা পাণ্ডু ছিল পৃথিবীর রাজা।
তাহার সকল সৈন্য রাজ্য-ধন-প্রজা ॥
সে জীয়ন্তে তাহারে ত্যজিবে কোন্ জন
তব হিত হেতু তাই বলি হে রাজন্ ॥
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া কর পাণ্ডবেরে বশ।
পৃথিবী যুড়িয়া রাজা হবে তব যশ ॥
কীর্ত্তি রাখ নরপতি যাবৎ ধরণী।
যত পূর্ব্বদোষ খণ্ডিবেক নৃপমণি ॥
ভীষ্মের বচন অন্তে বলিলেন গুরু।
সর্ব্বগুণবান্ তুমি যেন কল্পতরু ॥

আপনার হিতাহিত বিচার কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র আনিয়াছে সব মন্ত্রিগণ॥
সে কারণে হিতকথা চাহি কহিবার।
শুনহ ক্ষত্রিয়গণ মম যে বিচার॥
ধর্ম্ম অর্থ যশ শ্রেয় সবার কল্যাণ।
সব কহিলেন গঙ্গাপুত্র মতিমান্॥
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ ভূপাল।
প্রিয়ম্বদ দূত এক পাঠাও পাঞ্চাল॥
বিবাহ-সামগ্রী লৈয়া মঙ্গল বাজন।
নানা অলঙ্কার দ্রব্য করিয়া সাজন॥
দ্রৌপদীরে তুষিবে বিবিধ অলঙ্কারে।
নানা ধনে তুষিবেক পঞ্চ সহোদরে॥
পুনঃ পুনঃ সন্তোষিয়া কুন্তীরে কহিবে।
যেন পূর্ব্ব দুঃখ স্মরি দুঃখী না হইবে॥
দ্রুপদ রাজার জন্য দেহ বহুধন।
প্রত্যক্ষ করিবে তাহা সব পুত্রগণ॥
হেন জন পাঠাও সুশীল সত্যবাদী।
পাণ্ডব তোমাতে যেন না হয় বিবাদী॥
এত বাক্য যদি বলিলেন ভীষ্ম দ্রোণ।
ক্রোধমুখে উত্তর করিল বৈকর্ত্তন॥
ভাল মন্ত্রী আনিলা মন্ত্রণা করিবারে।
সবাই শত্রুর অংশ খ্যাত এ সংসারে॥
মুখেতে সুহৃদ্ তব অন্তরেতে আন।
যে কহিল বুঝহ করিয়া অনুমান॥
ধন জন সম্পদ এ সংসার ভিতরে।
সবাকারে দিয়াছ না দিয়াছ কাহারে॥
তথাপি পাণ্ডব অংশ তোমার অহিত।
জিহ্বায় অন্তরবার্ত্তা হৈতেছে বিদিত॥
রাজা হৈয়া যেই জন আপনা না বুঝে।
দুষ্ট মন্ত্রী মন্ত্রণাতে সবংশেতে মজে॥
শুনি ক্রোধে বলে ভরদ্বাজের কুমার।
ওরে দুষ্ট শুনি কহ তোর কি বিচার॥
কলহ করিতে প্রায় চাহ সবা সহ।
নিকট বাঞ্ছহ প্রায় যাইতে যমগৃহ॥
ভালমতে জানি আমি তোমা বীরপণা।
দেখিল পাঞ্চাল রাজ্যে তাহা সর্ব্বজনা॥

লক্ষ রাজা সহ একা বেড়িল অর্জ্জুনে।
পলাইয়া গেলে তেঁই রহিলা জীবনে॥
কিমতে কহিব আমি এমত বিচার।
মহাকুল ক্ষয় হবে সবার সংহার॥
এত শুনি বিদুর বলেন মহামতি।
কি হেতু নিঃশব্দ হৈয়া আছহ নৃপতি॥
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার।
ভীষ্মদ্রোণ সম হিত কে আছে তোমার॥
এ দোঁহার গুণে কেবা আছে ভূমণ্ডলে।
বিচারে অমরগুরু তেজে আখণ্ডলে॥
ধর্ম্মেতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ত্রিভুবনে খ্যাত।
শীলতায় পূর্ব্বে যেন ছিল রঘুনাথ॥
কভু নাহি তব মন্দ ভীষ্মমুখে ভাষে।
সর্ব্বদা তোমার হিত সর্ব্বলোকে ঘোষে॥
এ দোঁহার বাক্য ঠেলে দুষ্ট অধোগামী।
কি কারণে উত্তর না দেহ রাজা তুমি॥
কলহ করিতে চাহ বুঝি নরপতি।
কে তোমার যুঝিবেক অর্জ্জুন সংহতি॥
এই কর্ণ দুর্য্যোধন সসৈন্য সংহতি।
পাঞ্চালেতে ছিল এক লক্ষ নরপতি
সবারে করিল জয় পার্থ একেশ্বর।
শুনিয়া থাকিবে যে করিল বৃকোদর॥
অস্ত্রহীন বৃক্ষ লৈয়া প্রবেশিয়া রণ।
এক লক্ষ নৃপ-সৈন্য করিল মথন॥
এক্ষণে সহায় হবে সেই রাজগণ।
স্ব অস্ত্রে করিবে যুদ্ধ ভাই পঞ্চজন॥
সহায় সর্ব্বেশ্ব যার মন্ত্রী জগৎপতি।
আর যত যদুগণ বৈসে দ্বারাবতী॥
মাতুল নন্দন বলভদ্র সখা যার।
শ্বশুর দ্রুপদ সহ যতেক কুমার॥
বিশেষ তোমার দেখ যত রথিগণ।
ভালমতে জান কিবা সবাকার মন॥
আমি জানি সবে হবে পাণ্ডব সহায়।
দ্বন্দ ইচ্ছা কর তুমি কার ভরসায়॥
আর বার্ত্তা তুমি নাহি জান নরপতি।
রাজ্যের যতেক লোক করয়ে যুকতি॥

পাণ্ডুপুত্র জীয়ে আছে শুনিয়া শ্রবণে।
সবাই বাসনা সদা করে মনে মনে ॥
সহজে এ শিশুগণ কি জানে বিচার।
মম বাক্য শুন রাজা হিত যে তোমার ॥
জতুগৃহে পোড়াইলা লজ্জিত অন্তরে।
সব দোষ গেল পুরোচনের উপরে ॥
প্রিয়বাক্যে এস্থানে আনহ পাণ্ডুসুতে।
ঘুচিবেক লজ্জা যশ ঘুষিবে জগতে ॥
বিদুরের বচনেতে ধৃতরাষ্ট্র বলে।
যে বলিলা বিদুর আমার মনে নিলে ॥
পাণ্ডবে প্রবোধে হেন নাহি অন্যজন।
আপনি বিদুর তুমি করহ গমন ॥
এতেক বলিলা যদি অন্ধ নরপতি।
শুনিয়া সে সভাজন হৈল হৃষ্টমতি ॥

———

বিদুরের পাণ্ডব আনয়নে পাঞ্চালে গমন।

তিলমাত্র বিদুর বিলম্ব না করিল।
বহু ধনরত্ন লৈয়া পাঞ্চালে চলিল ॥
একে একে সবাকারে সম্ভাষে বিদুর।
কুন্তীসহ বসিয়াছে যত অন্তঃপুর ॥
দ্রৌপদীরে ভূষিল অনেক অলঙ্কারে।
নানা রত্নে বিভূষিল পঞ্চ সহোদরে ॥
বিদুরে দেখিয়া বড় হরিষ দ্রুপদ।
সূর্য্যের উদয়ে যেন ফুটে কোকনদ ॥
পঞ্চভাই দেখিয়া বিদুর মহাশয়।
আনন্দে নয়ন-জলে ভাসিল হৃদয় ॥
বিদুর-চরণে প্রণমিল পঞ্চজন।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল যত বন্ধুগণ ॥
বিদুর কহিল যত কুশল-সংবাদ।
একে একে কহিল সবার আশীর্ব্বাদ ॥
বিদুরে লইয়া গেল দ্রুপদ রাজন্।
মিষ্টান্নে পক্কান্নে তাঁরে করায় ভোজন ॥
ভোজনান্তে সর্ব্বলোক বসিল সভাতে।
দ্রুপদে বিদুর তবে লাগিল কহিতে ॥
পাণ্ডবে বরিল রাজা তোমার নন্দিনী।
বড় আনন্দিত হৈল ধৃতরাষ্ট্র শুনি ॥
তোমা হেন বন্ধু রাজা বড় ভাগ্যে পায়।
সে কারণে সম্ভাষিতে পাঠায় আমায় ॥
বহু কহিলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
তোমা হেন সম্বন্ধেতে প্রীতি হৈল মন ॥
প্রিয়সখা তোমারে করিয়া আলিঙ্গন।
পুনঃ পুনঃ বলিলেন নিজে গুরু দ্রোণ ॥
চিরদিন দেখি নাহি পাণ্ডুপুত্রগণ।
সবাই উদ্বিগ্ন বড় এই সে কারণ ॥
গান্ধারী প্রভৃতি যত কুরুকুলনারী।
দেখিবারে উতরোল তোমার কুমারী ॥
পাণ্ডবেরা বহুদিন পেয়েছে হুতাশ।
চিরদিন নাহি বন্ধুগণের সম্ভাষ ॥
আমারে ত এইমত কহে নরপতি।
যাইতে পাণ্ডবগণে আপন বসতি ॥
দ্রুপদ বলিল ভাগ্য আমার আছিল।
কুরু মহাবংশ সহ কুটুম্বিতা হৈল ॥
যে বল বিদুর সেই মম মনোনীত।
পাণ্ডবেরে নিজ গৃহে যাইতে উচিত ॥
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র জনক সমান।
তাঁর সেবা পাণ্ডবের হয়ত বিধান ॥
ভয় আছে তথা যদি হেন কর মনে।
তোমা সবা বিরোধিবে কাহার পরাণে ॥
তথাপিও নহে আর হস্তিনায় স্থিতি।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে গিয়া করহ বসতি ॥
দ্রুপদের বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
মাতৃসহ বিদায় হৈলেন ততক্ষণ ॥
রথে চড়ি গেলেন দ্রৌপদী সমুদিত।
হস্তিনানগরে যান বিদুর সহিত ॥
পাণ্ডব হস্তিনা আসে শুনি প্রজাগণ।
বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় দর্শন কারণ ॥
লজ্জা ভয় ত্যজি ধায় কুলের যুবতী।
ঊর্দ্ধশ্বাসে চলি যায় নারী গর্ভবতী ॥
পাণ্ডবেরে দেখিতে করয়ে হুড়াহুড়ি।
যষ্টিভর করিয়া চলিল যত বুড়ী ॥
পাঁচ ভাই গেলেন যেখানে জ্যেষ্ঠতাত।
একে একে তাঁহারে করয়ে প্রণিপাত ॥

কুন্তীসহ অন্তঃপুরে গিয়া যাজ্ঞসেনী।
একে একে সম্ভাষেন কৌরবরমণী ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে ভাই পঞ্চজনে।
হস্তিনা বসতি তব নহে সুশোভনে ॥
খাণ্ডবপ্রস্থেতে যাহ পঞ্চ সহোদর।
অর্দ্ধরাজ্য ভোগ কর ইন্দ্রের সোসর ॥
শুনি যুধিষ্ঠির করিলেন অঙ্গীকার।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে সব কৈল আগুসার ॥
পাণ্ডবের আগমন জানি যদুবর।
বলভদ্র সঙ্গে যান হস্তিনানগর ॥
ধৃতরাষ্ট্র যা বলিল পাণ্ডবের প্রতি।
খাণ্ডবে রহিতে কৃষ্ণ দেন অনুমতি ॥
বলভদ্র জনার্দ্দন পঞ্চ সহোদর।
শুভক্ষণে করিলেন আরম্ভ নগর ॥
প্রাচীর হইল উচ্চ আকাশ সমান।
চতুর্দ্দিকে গড়খাই সমুদ্রপ্রমাণ ॥
উচ্চ উচ্চ মন্দির করিল মনোরম।
কিবা সে অমরাবতী ভোগবতী সম ॥
প্রাচীর উপরে সব অস্ত্র পূর্ণ কৈল।
ভক্ষ্য ভোজ্য পদাতিক প্রজাগণ থু'ল ॥
কুবের-ভাণ্ডার জিনি পূরাইল ধন।
শুক্লবর্ণে সব গৃহ বিচিত্র-শোভন ॥
বেদান্ত পাঠকগণ ক্ষত্র বৈশ্য জাতি।
নগরের মধ্যস্থলে করিল বসতি ॥
পাঠক লেখক বৈদ্য চিকিৎসক জন।
সদ্গোপ বণিক্ জাতি যত শূদ্রগণ ॥
স্থানে স্থানে নগরে রোপিল বৃক্ষগণ।
পিপ্পলী কদম্ব আম্র পনস কানন ॥
জম্বীর পলাশ তাল তমাল বকুল।
নাগেশ্বর কেতকী চম্পক রাজফুল ॥
পাটলী খদির বেল বদরী কবরী।
পারিজাত আমলকী পর্কটী মহিরী ॥
কদলী গুবাক নারিকেল ও খর্জ্জুর।
নানাবর্ণে বৃক্ষ শোভে যেন সুরপুর ॥
স্থানে স্থানে খোদাইল দীঘি পুষ্করিণী।
জলচর পক্ষিগণ সদা করে ধ্বনি ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন।
ইন্দ্রপ্রস্থ নাম রাখিলেন নারায়ণ ॥
পাণ্ডবেরে স্থাপি তথা হলধর হরি।
বিদায় হইয়া যান দ্বারকানগরী ॥
পাণ্ডবের রাজ্যপ্রাপ্তি শুনে যেইজন।
স্থানভ্রষ্ট স্থান পায় দারিদ্র্য-খণ্ডন ॥
আদিপর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে ভণে কাশীরাম গীত ॥

দ্রৌপদীর সহিত সময় নির্দ্ধারণ।

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান ॥
পঞ্চ ভাই এক স্ত্রীতে কেমনে চলিল।
বিভেদ নহিল দিন-[illegible]নে বঞ্চিল ॥
মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেল যবে ভাই পঞ্চজনে ॥
কতদিনে করিল নারদ আগমন।
কৃষ্ণা সহ পাণ্ডব পূজিল শ্রীচরণ ॥
করযোড় করি দাণ্ডাইল ছয় জন।
বসিবারে মুনি আজ্ঞা দিলেন তখন ॥
নারদ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
এক পত্নী পতি যে তোমরা পঞ্চজন ॥
ভাই ভাই বিচ্ছেদ করিয়া থাক পাছে।
স্ত্রী হেতু বিরোধ হয় পূর্ব্বে হেন আছে ॥
সুন্দ উপসুন্দ বলি দুই ভাই ছিল।
স্ত্রীর হেতু দুই ভাই যুদ্ধ করি মৈল ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কহ মুনিবর।
কি হেতু করিল যুদ্ধ দুই সহোদর ॥
নারদ বলেন পূর্ব্বে কশ্যপ-নন্দন।
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ দুইজন ॥
নিকুম্ভ অসুর হিরণ্যাক্ষ দৈত্যবংশে।
সুন্দ উপসুন্দ দুই তাহার ঔরসে ॥
মহাবল দুই ভাই মহা কলেবর।
অসুরকুলেতে শ্রেষ্ঠ মহাভয়ঙ্কর ॥
দুই জন মিলি তবে যুক্তি কৈল সার।
তপোবলে করিব ত্রৈলোক্য অধিকার ॥

গিয়া হিমালয়েতে তপস্যা আরম্ভিল।
অনেক বৎসর বায়ু আহারে রহিল ॥
অনাহারে বহু তপ কৈল দুইজনা।
যতেক কঠোর কৈল না হয় গণনা ॥
দোঁহার কঠোর তপ দেখি পিতামহ।
ডাকিয়া বলেন মনোমত বর লহ ॥
দুই ভাই বলে মোরে করহ অমর।
ব্রহ্মা বলিলেন তুমি মাগ অন্যবর ॥
দুই ভাই বলে মোরা অন্য নাহি চাই।
তবে তপ ত্যজি যদি এই বর পাই ॥
বিধাতা বলেন জন্ম হইলে মরণ।
মরণ-বিধান কিছু কর দুইজন ॥
দৈত্যদ্বয় বলিলেক বর দেহ তবে।
দুই ভায়ে ভেদ হৈলে মরণ হইবে ॥
তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা হৈলা অন্তর্দ্ধান।
সুন্দ উপসুন্দ গেল আপনার স্থান ॥
ত্রৈলোক্য জিনিতে সৈন্য সাজিল অসুর।
নানাবর্ণে অস্ত্র লৈয়া গেল সুরপুর ॥
অমর জানিল ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
ছাড়িয়া অমরাবতী হইল অন্তর ॥
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল দেবগণ।
ইন্দ্রপুরে ইন্দ্রত্ব করিল দুইজন ॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব জিনিল নাগালয়।
সবে পলাইয়া গেল দুই দৈত্যভয় ॥
যজ্ঞ হোম ব্রত করে দ্বিজ মুনিগণ।
একে একে উচ্ছিন্ন করিল দুইজন ॥
দেবকন্যা নাগকন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
ত্রৈলোক্যে পাইল যত অপূর্ব্ব সুন্দরী ॥
সে সবারে হরিয়া আনিল নিজ ঘরে।
যখন যাহারে ইচ্ছা তখনি বিহরে ॥
যে দেবের যে বাহন ভূষা অলঙ্কার।
সর্ব্ব রত্নে পূর্ণ কৈল আপন ভাণ্ডার ॥
স্থানভ্রষ্ট হৈয়া যত দেব ঋষিগণ।
ব্রহ্মারে সকলে গিয়া কৈল নিবেদন ॥
ব্রহ্মা কন রচ এক নারী মনোরম।
তুলনা না হয় যেন এ তিন ভুবন ॥

সেইক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা মহা বিচক্ষণ।
বিধাতার আজ্ঞা পেয়ে করিল সৃজন ॥
ত্রৈলোক্য ভিতরে যত রূপবন্ত ছিল।
সর্ব্বরূপ হৈতে রূপ তিল তিল নিল ॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী করিয়া রচন।
ব্রহ্মার অগ্রেতে লৈয়া দিল ততক্ষণ ॥
যে সব দেবতা সেই কন্যা পানে চাহে।
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রহে ॥
ব্রহ্মা বলে নাহি হয় এ রূপের সীমা।
তিল তিল আনি কৈল নাম তিলোত্তমা ॥
তবে করযোড়ে কন্যা ধাতা অগ্রে কয়।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর মহাশয় ॥
বিধাতা বলেন সুন্দ উপসুন্দ শূর।
তপোবলে দুই দৈত্য লৈল তিন পুর ॥
ভেদ হৈলে দুই ভাই হইবে সংহার।
উপায় করিয়া ভেদ করাও দোঁহার ॥
পাইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা চলিল সুন্দরী।
দেবের মণ্ডলী কন্যা প্রদক্ষিণ করি ॥
কন্যা দেখি মোহিত হইল ত্রিলোচন।
চারিভিতে চারি গোটা হইল বদন ॥
যেই দিকে চায় মুখ সেই দিকে রয়।
পূর্ব্ব সহ পঞ্চমুখ হৈল মৃত্যুঞ্জয় ॥
মদনে পীড়িত হৈয়া চাহে পুরন্দর।
দশ শত চক্ষু তাঁর হৈল কলেবর ॥
আর যত দেবগণ একদৃষ্টে চায়।
অধৈর্য্য হইল সবে দেখিয়া কন্যায় ॥
তবে তিমোত্তমা গেল যথা দুই জন।
ক্রীড়া করে দুই ভাই লইয়া স্ত্রীগণ ॥
কোটি কোটি দৈত্যগণ সহ পরিবার।
অশ্ব গজ রথ সৈন্য পূর্ণিত ভাণ্ডার ॥
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী ল'য়ে দুইজনে।
বিন্ধ্যগিরি মধ্যে ক্রীড়া করে হৃষ্টমনে ॥
রক্তবস্ত্র পরি তিলোত্তমা বিদ্যাধরী।
নানা পুষ্প তুলে সেই পর্ব্বত উপরি ॥
ধীরে ধীরে তথা দৈত্য করিল গমন।
দূরে থাকি কন্যারে দেখিল দুইজন ॥

অলি মত্ত, করে মত্ত, মত্ত মধুপানে ।
শীঘ্রগতি কন্যা দেখি উঠে দুইজনে ॥
জ্যেষ্ঠ সুন্দ ধরিল কন্যার সব্যকর ।
বামহস্ত ধরিল কনিষ্ঠ সহোদর ॥
পরম আনন্দ সুন্দ কন্যারে দেখিয়া ।
হাত ছাড় ভাই প্রতি বলিল ডাকিয়া ॥
মম ভার্য্যা তোমার গুরুর মধ্যে গণি ।
ইহারে ধরহ তুমি কিমত কাহিনী ॥
উপসুন্দ বলে এই আমার রমণী ।
ভ্রাতৃবধূ হয় এই ছাড়ি দেহ তুমি ॥
সুন্দ বলে অগ্রে দেখিলাম এ কন্যারে ।
উপসুন্দ বলে কন্যা ব'রেছে আমারে ॥
ছাড় ছাড় বলি দোঁহে করে গালাগালি ।
ক্রুদ্ধ হৈয়া দুই ভাই দোঁহারে নেহালি ॥
মধুপানে কামবাণে হইল অজ্ঞান ।
ক্রোধে দুইজন হৈল অগ্নির সমান ॥
ভয়ঙ্কর দুই গদা ধরি ততক্ষণ ।
দোঁহাকারে প্রহার করিল দুইজন ॥
যুগল পর্ব্বত প্রায় পড়ে দুই বীর ।
খসিয়া পড়িল যেন যুগল মিহির ॥
আর যত দৈত্যগণ এ সব দেখিয়া ।
কালরূপা কন্যা জানি যায় পলাইয়া ॥
দেবগণ সহ ব্রহ্মা আসিয়া তখন ।
কন্যারে দিলেন বর করিয়া বর্ণন ॥
সূর্য্যের কিরণে তুমি থাক নিরন্তর ।
কেহ নাহি দেখে যেন তব কলেবর ॥
তপ যজ্ঞ ভঙ্গ হবে তোমার কারণে ।
ধর্ম্ম নষ্ট হবে লোক তোমা দরশনে ॥
সেই হেতু সূর্য্য-অংশু মধ্যে তুমি রহ ।
এত বলি অন্তরে গেলেন পিতামহ ॥
এই মত প্রীত তারা ছিল দুইজন ।
হেন গতি হৈল পরে বুঝহ কারণ ॥
মহাবংশে জন্মিলে তোমরা পঞ্চজন ।
ভেদ নাহি হয় যেন ভার্য্যার কারণ ॥
এত শুনি পঞ্চ ভাই নারদ-গোচরে ।
সমান নির্ব্বন্ধ তরে বলে যোড়করে ॥
বৎসরেক কৃষ্ণা থাকিবেক এক গৃহে ।
অন্যজন সেইকালে অধিকারী নহে ॥
কৃষ্ণাসহ দেখে যদি ভাই অন্যজনে ।
দ্বাদশ বৎসর তবে যাইবে অরণ্যে ॥
এ নির্ব্বন্ধ করিলেন ব্রহ্মার নন্দন ।
হেনমতে কৃষ্ণাসহ রহে পঞ্চজন ॥

অর্জ্জুনের নিয়ম ভঙ্গে বনে গমন ।

তবে কতদিনে সেই রাজ্যের ভিতরে ।
ব্রাহ্মণের গাভী হরি লৈয়া যায় চোরে ॥
কাতরে ব্রাহ্মণ কহে অর্জ্জুনের পাশ ।
থাকিয়া তোমার রাজ্যে হৈল সর্ব্বনাশ ॥
গালি দেয় ব্রাহ্মণ যতেক আসে মনে ।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন সঙ্কোচে সে কারণে ॥
কি হেতু কান্দহ দ্বিজ কহ বিবরণ ।
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া চল এইক্ষণ ॥
হরিয়া আমার গাভী যায় দুষ্টগণ ।
শীঘ্রগতি চল তারা গেল এতক্ষণ ॥
দ্বিজের বচন শুনি ধনঞ্জয় বীর ।
আস্তে আস্তে চলিলেন আয়ুধ-মন্দির ॥
দৈবযোগে অস্ত্রগৃহে কৃষ্ণা-যুধিষ্ঠির ।
দূরে থাকি জানি পার্থ হৈলেন বাহির ॥
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া শীঘ্রগতি চল ।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজ পড়ে চক্ষুজল ॥
এত শুনি অর্জ্জুন গেলেন অস্ত্রঘরে ।
হস্তে ধনু লৈয়া বীর চলেন সত্বরে ॥
দ্বিজসহ গেলেন যথায় চোরগণ ।
চোর মারি আনি দেন বিপ্রের গোধন ॥
দ্বিজে প্রবোধিয়া আসি কহেন ফাল্গুনী ।
শুন নিবেদন মম ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
অতিক্রম করিলাম লঙ্ঘিয়া সময় ।
বনবাসে যাব আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
রাজা কন্ কেন হেন কহ ধনঞ্জয় ।
পূর্ব্বে নারদের অগ্রে কৈলা যে সময় ॥
কনিষ্ঠ ভায়ের সঙ্গে কৃষ্ণা যদি থাকে ।
জ্যেষ্ঠ ভাই বনে যাবে তাহা যদি দেখে ॥

তুমি মম কনিষ্ঠ ইহাতে দোষ নাই।
কেন হেন অপ্রিয় বচন বল ভাই॥
পার্থ বলিলেন স্নেহে বল মহাশয়।
কপট এ কর্ম্ম প্রভু মম মত নয়॥
এত বলি পার্থ করিলেন নমস্কার।
মাতৃ ভ্রাতৃ সখা ছিল যত যত আর॥
সবারে বিদায় মাগি গেলেন কানন।
সব বন্ধুগণ হৈল বিরস-বদন॥
অর্জ্জুনের সহিত চলিল দ্বিজগণ।
পৌরাণিক কথকাদি গায়ক চারণ॥
কতদিনে হরিদ্বারে করিল গমন।
দেখিয়া হইল হৃষ্ট পাণ্ডুর নন্দন॥
স্নান করি অগ্নিহোত্র করে দ্বিজগণ।
গঙ্গায় প্রবেশি পার্থ করেন তর্পণ॥
তর্পণ করিতে দেখে অগ্নিহোত্র স্নানে।
জল হৈতে নাগকন্যা ধরিল অর্জ্জুনে॥
বলে ধরি লৈয়া গেল আপন মন্দির।
উত্তম আলয় তথা দেখে পার্থবীর॥
অগ্নিহোত্র জ্বলে তথা দেখি ধনঞ্জয়।
সেই অগ্নি পূজিলেন কুন্তীর তনয়॥
নিঃশঙ্কহৃদয় পার্থ নাহি কোন ভয়।
কন্যারে বলেন এই কাহার আলয়॥
কি নাম ধরহ তুমি কাহার কুমারী।
কি কারণে আমারে আনিলা এই পুরী॥
কন্যা বলে ঐরাবত নাগরাজবংশে।
কৌরব নামেতে নাগ এই পুরে বৈসে॥
তার কন্যা আমি যে উলুপী মম নাম।
তোমারে হেরিয়া মম বাড়িলেক কাম॥
আনিলাম তোমারে যে এই সে কারণ।
তোমারে ভজিব, মোর তৃপ্তি কর মন॥
পার্থ বলিলেন কন্যা না জান কারণ।
ব্রহ্মচারী আমি, ভ্রমি সতত কানন॥
দ্বাদশ বৎসর আমি করেছি নিয়ম।
কিমতে লঙ্ঘিব তাহা নাহি কোন ক্রম॥
কন্যা বলে সব তত্ত্ব আমি ভাল জানি।
কৃষ্ণা হেতু নিয়ম যে করিলা আপনি॥
অন্য স্ত্রীতে নাহি দোষ শুন মহাশয়।
তাহে আর্ত্তা আমি, কর ধর্ম্মের সঞ্চয়॥
হৃদয়ে বিচারি পার্থ কন্যার বচন।
স্বধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করেন রমণ॥
এক নিশা বঞ্চি তথা পার্থ মহাবীর।
প্রাতঃকালে গঙ্গা হৈতে হৈলেন বাহির॥
বিস্মিত হইয়া দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিল।
প্রত্যক্ষে বৃত্তান্ত পার্থ সকল কহিল॥
পৃথিবী দক্ষিণাবর্ত্ত করি হেন গণি।
পূর্ব্বে সিন্ধুতীরে বীর গেলেন আপনি॥
সমুদ্রের তীরেতে মহেন্দ্র গিরিবর।
মণিপুর নামে এক আছয়ে নগর॥
চিত্রভানু নামে রাজা রাজ্য-অধিকারী।
চিত্রাঙ্গদা নাম ধরে তাহার কুমারী॥
দেবের বাঞ্ছিত কন্যা রূপে মন হরে।
নগরে বিহরে কন্যা দেখিল তাহারে॥
কন্যা দেখি মোহিত হইল ধনঞ্জয়।
শীঘ্রগতি গেলেন সে কন্যার আলয়॥
পার্থ বলিলেন রাজা কর অবধান।
তোমার কুমারীকে আমারে দেহ দান॥
রাজা বলে কে তুমি কোথায় তব ঘর।
কোন্ বংশে জন্ম তব কাহার কুমার॥
অর্জ্জুন বলেন আমি পাণ্ডুর তনয়।
কুন্তীগর্ভে জন্ম মম নাম ধনঞ্জয়॥
এত শুনি শীঘ্রগতি উঠিয়া রাজন্।
আলিঙ্গন করি দিল বসিতে আসন॥
রাজা বলে এতদূর এলে কি কারণ।
বিশেষিয়া কহিলেন সমস্ত অর্জ্জুন॥
রাজা বলে মম ভাগ্যে আইলা এথায়।
মম বিবরণ কহি শুন যে তোমায়॥
প্রভঞ্জন নামে দ্বিজ মম পূর্ব্ববংশে।
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা সেবিল মহেশে॥
প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন ঈশ্বর।
তব বংশে হবে রাজা একই কুমার॥
কুলক্রমে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহিবে।
যে পুত্র হইবে সেই রাজ্যে রাজা হবে॥

পূর্ব্বেতে এমন বর দিলেন ধূর্জ্জটি।
পুত্র না হইল মম হইল কন্যাটি ॥
পুত্রবৎ করি কন্যা করি যে পালন।
মম রাজ্যে রাজা হৈতে নাহি আর জন ॥
সেই হেতু করিলাম মনে এ বিচার।
এই কন্যা দিয়া তারে দিব রাজ্যভার ॥
কুরুবংশে শ্রেষ্ঠ তুমি না শোভে এ কথা।
এই বাক্য সত্য কর তবে দিব সুতা ॥
ইহার গর্ভেতে যেই জ্যেষ্ঠপুত্র হবে।
সেই সে আমার রাজ্যে রাজত্ব করিবে ॥
সত্য করিলেন পার্থ, রাজা কন্যা দিল।
একবর্ষ তথাকারে রহিতে হইল ॥
পরে পার্থ চলিলেন দক্ষিণ সাগর।
স্নান দান সর্ব্বত্র করেন বীরবর ॥
এক স্থানে তথায় দেখেন ধনঞ্জয়।
পঞ্চতীর্থ বলি তারে মুনিগণে কয় ॥
অশ্বমেধ ফল স্নানে হয়ত বিশেষে।
অন্ধ হৈয়ে পড়িয়াছে কেহ না পরশে ॥
বিস্মিত হইয়া পার্থ জিজ্ঞাসেন লোকে।
হেন তীর্থ লোকে না পরশে কোন পাকে ॥
মুনিগণ বলে এই পুণ্যতীর্থ গণি।
কুম্ভীরের ভয়ে কেহ না পরশে পানি ॥
শুনিয়া গেলেন স্নানে কুন্তীর নন্দন।
নিষেধিল তাঁহারে যাইতে সর্ব্বজন ॥
সৌভদ্র নামেতে তীর্থ পশি ধনঞ্জয়।
স্নান করিলেন বীর নিঃশঙ্ক-হৃদয় ॥
শব্দ শুনি কুম্ভীরিণী আইল নিকটে।
অর্জ্জুনের পায়ে ধরে দশন বিকটে ॥
বলে ধরি কূলে তারে তুলেন অর্জ্জুন।
গ্রাহরূপ ত্যজি কন্যা হইল তখন ॥
অদ্ভুত মানিয়া জিজ্ঞাসেন পার্থবীর।
কে তুমি কি হেতু হৈল কুম্ভীর শরীর ॥
কন্যা বলে আমি বর্গা নামেতে অপ্সরী।
কুবেরের ইষ্টা পঞ্চ আমরা কুমারী ॥
সুবেশা হইয়া যাই যথা ধনেশ্বর।
পথে দেখি তপ করে এক দ্বিজবর ॥
চন্দ্রসূর্য্য সম তেজ মহাতপোধন।
অহঙ্কারে তাঁরে করিলাম বিড়ম্বন ॥
তপোভঙ্গ করিবারে গেনু তার পাশ।
নৃত্যগীতবাদ্য সহ হাস্য পরিহাস ॥
কদাচিত বিচলিত নহিল ব্রাহ্মণ।
ক্রোধে শাপ মো সবারে দিল ততক্ষণ ॥
অনেক বৎসর থাক গ্রাহরূপ ধরি।
করিলাম বহু স্তুতি করযোড় করি ॥
ব্রাহ্মণের শীলতা-সর্ব্বশাস্ত্রে জানি।
দয়ায় শাপান্ত আজ্ঞা কর মহামুনি ॥
মুনি বলে গ্রাহরূপে তীর্থের ভিতর।
থাক, মুক্ত হবে, যবে ছোঁবে গিয়া নর ॥
ব্রাহ্মণের বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
বাহুড়িয়া যাই ঘর হইয়া বিমন ॥
আচম্বিতে দেখিনু নারদ তপোধন।
জানাইনু তাঁহারে যতেক বিবরণ ॥
নারদ বলেন নাহি হইও বিমন।
পঞ্চতীর্থে গ্রাহরূপে থাক পঞ্চজন ॥
তীর্থ যাত্রা হেতু যে আসিবে ধনঞ্জয়।
তাহার পরশে মুক্ত হইবে নিশ্চয় ॥
সত্য হৈল যা বলিল ব্রাহ্মণ-কুমার।
তোমার পরশে মুক্তি হইল আমার ॥
চারি তীর্থে চারি সখী আছে যে আমার।
কৃপা করি তাহাদের করহ উদ্ধার ॥
বিনয় শুনিয়া তার হ'য়ে দয়াবান্।
চারি-তীর্থে চারি-জনে করিলেন ত্রাণ ॥
মুক্ত হৈয়া নিজ স্থানে গেল পঞ্চজন।
নিষ্কণ্টকে তীর্থ করি গেলেন অর্জ্জুন ॥
পুনঃ বীর মণিপুরে করেন গমন।
চিত্রাঙ্গদা সহ পুনঃ হইল মিলন ॥
চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে জন্মাইলেন নন্দন।
নাম রাখিলেন তার শ্রীবভ্রুবাহন ॥
কত দিন বঞ্চি পুত্র স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
পুনঃ তীর্থ করিতে গেলেন তথা হৈতে ॥
গোকর্ণাদি তীর্থে স্নান করি ক্রমে ক্রমে।
প্রভাস তীর্থেতে যান পৃথিবী পশ্চিমে ॥

প্রভাসে আগত পার্থ কুন্তীর কুমার।
দ্বারকায় গোবিন্দ শুনিল সমাচার ॥
অতি শীঘ্র করিলেন তথায় গমন।
প্রভাসে অর্জ্জুন সহ হইল মিলন ॥
আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে পরস্পর।
উভয়ের হইল উত্তর প্রত্যুত্তর ॥
অর্জ্জুনে লইয়া পরে দৈবকী নন্দন।
রৈবতক নামে গিরি করেন গমন ॥
গোবিন্দের আজ্ঞায় তথায় যদুগণ।
রৈবত পর্ব্বতে পূর্ব্বে করেছে গমন ॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আরোহণ করে রথে।
দোঁহে একমূর্ত্তি কেহ না পারে চিনিতে ॥
দোঁহে নীল ঘনশ্যাম অরুণ অধর।
কিরীট কুণ্ডল হার শোভে পীতাম্বর ॥
কেহ বলে কৃষ্ণে পার্থ, পার্থে বলে হরি।
দোঁহামূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত নর-নারী ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর রথ হৈতে উলি।
লইলেন শ্রীবসুদেবের পদধূলি ॥
আলিঙ্গন শিরে চুম্ব বসুদেব দিয়া।
যতেক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন বসিয়া ॥
কহিলেন অর্জ্জুন আপন বিবরণ।
নারদ নিয়ম হেতু ভ্রমি তীর্থগণ ॥
বসুদেব বলেন থাকহ এ আলয়।
দ্বাদশ বৎসর যত দিনে পূর্ণ হয় ॥
উগ্রসেন বলভদ্র সাত্যক সাত্যকি।
একে একে সম্ভাষেন পরম কৌতুকী ॥
লইয়া চলিল সবে রৈবতক গিরি।
সম্ভাষিতে আইল যতেক যদুনারী ॥
মাতুলানীগণে পার্থ প্রণাম করিয়া।
যথাযোগ্য সম্ভাষ করেন নম্র হৈয়া ॥
হেনকালে সুভদ্রা যে বসুদেবসুতা।
প্রথম যুবতী সর্ব্বরূপগুণযুতা ॥
বিচিত্র কবরীভার সুচাঁচর চুল।
মেঘেতে সঞ্চারে যেন কুরুবক ফুল ॥
তার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিকুলে।
চতুর্দ্দিকে ঝঙ্কারিয়া অনুক্ষণ বুলে ॥
দুই গণ্ড মণ্ডিত কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
চন্দ্রজ্যোতি গজমতি শোভে নাসামূলে ॥
বদন নিন্দিত চাঁদ নাসা তিলফুলে।
কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন ভুলে ॥
কুচযুগ সম পূগ ঢাকিয়া দুকূল।
মধ্যদেশ মৃগঈশ নহে সমতুল ॥
জঘন সরস ঘন নর্ত্তন অতুলে।
হেরি মুগ্ধ হয় কাম চরণ-অঙ্গুলে ॥
নিতম্ব কুঞ্জর-কুম্ভ জিনিয়া বিপুল।
জাতী যুথি হার পরে মালতী বকুল ॥
দেখি তবে পার্থ জিজ্ঞাসেন গোবিন্দেরে।
কেবা এ সুন্দরী হয় সবাকার পরে ॥
এ কন্যা অবিবাহিতা অনুমান করি।
শুনিয়া পার্থের বাক্য কহেন শ্রীহরি ॥
বসুদেবসুতা হয় আমার ভগিনী।
সারণের সহোদরা সুভদ্রা নামিনী ॥
বিবাহ না হয়, নাহি মিলে যোগ্যবর।
শুনিয়া লজ্জিত অতি পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুনের মুখ দেখি সুভদ্রা মূর্চ্ছিত।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়ে আচম্বিত ॥
সত্যভামা বলে না আইসে ভদ্রা কেনে।
সবে বলে একক বসিয়া কি কারণে ॥
সুভদ্রা বলিল সখি ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ফুটিল পায় বাহির করহ ॥
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেক হাতে।
নাহিক কণ্টকাঘাত দেখেন পদেতে ॥
সত্যভামা বলেন কি হেতু ভাঁড়াইলা।
নাহিক কণ্টকাঘাত কেন বা পড়িলা ॥
নিভৃতে সুভদ্রা কহে কি কহিব সখি।
যে কণ্টক ফুটিল কোথায় পাবে দেখি ॥
অর্জ্জুনের নয়ন চাহনি তীক্ষ্ণশর।
আজি অঙ্গ আমার করিল জ্বর জ্বর ॥
দেখ মম অঙ্গতাপ ঘন কম্পমান।
ছটফট করে তনু বাহিরায় প্রাণ ॥
ছাড় সত্যভামা আমি না পারি যাইতে।
এত বলি অর্জ্জুনেরে লাগিল দেখিতে ॥

সত্যভামা বলে ভদ্রা খাইলি কি লাজ।
করিলি কলঙ্ক নিষ্কলঙ্ক কুলমাঝ ॥
পিতা বসুদেব, ভাই রাম নারায়ণ।
তিনলোক মধ্যে যাঁরে পূজে সর্ব্বজন ॥
ইহা সবাকার লজ্জা করিতে চাহিস্।
দেখিয়া পুরুষে প্রাণ ধরিতে নারিস্ ॥
ভারতীর এতেক নিষ্ঠুর বাণী শুনি।
সকরুণ কহে ভদ্রা চক্ষে বহে পানী ॥
ধিক্ ধিক্ ব্যর্থ জন্ম নারীর ভূতলে।
পরবশ দহে তনু বিরহ-অনলে ॥
সত্যভামা বলে কি নিন্দিস্ কামিনী।
নারীরূপা দেখি ক্ষিতি সংসারধারিণী ॥
স্ত্রী হৈতে হইল পূর্ব্বে জীবের সৃজন।
শক্তিরূপে রক্ষা করে সবার জীবন ॥
স্ত্রীর নাম প্রথমেতে মঙ্গলকারণ।
লক্ষ্মী অগ্রে বসয়ে পশ্চাতে নারায়ণ ॥
শঙ্কর ছাড়িয়া অগ্রে ভবানীর নাম।
রামসীতা নাহি বলে বলে সীতারাম ॥
গৃহিণী থাকিলে লোক বলে তারে গৃহী।
সংসারে দেখহ নারী বিনা কেহ নাহি ॥
স্ত্রী হইতে হয় ভদ্রা সবার উৎপত্তি।
স্ত্রী বিনা করিতে বংশ কাহার শকতি ॥
ভদ্রা কহে যত কহ নাহি করি জ্ঞান।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান ॥
কৌরববংশীয় যে পাণ্ডব বলবান্।
বিনা ধনঞ্জয় আমি নাহি দেখি আন ॥
আজি যদি ধনঞ্জয়ে আমারে না দিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে ॥

অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ কারণ
সত্যভামার সহিত অর্জ্জুনের কথা।

তবে নিশাকালে সত্রাজিতের নন্দিনী।
একান্তে কহেন কান্তে ভদ্রার কাহিনী ॥
গোবিন্দ বলেন আমি ভাবিতেছি মনে।
আসিয়াছে অর্জ্জুন এখানে বহু দিনে ॥
করাইব বিবাহ দোঁহার যে প্রকারে।
আজি নিশা তুমি বোধ করাহ ভদ্রারে ॥
সত্যভামা বলে নহে বিলম্বের ক[থা]
আজি নিশা পার্থ বিনা মরিবে সর্ব্বথা ॥
গোবিন্দ বলেন যে আমার সাধ্য নয়।
কর গিয়া যেমতে সঙ্কট নাহি হয় ॥
কৃষ্ণের আদেশে চলিলেন সত্যভামা।
সুভদ্রা লইয়া যথা পার্থ মহাধামা ॥
দুয়ার করিয়া বন্ধ কনক কপাটে।
শুইয়া আছেন পার্থ রত্নময় খাটে ॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন বলি ডাকেন শ্রীমতী।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসেন মহামতি ॥
সত্যভামা বলিলেন সত্রাজিত-সুতা।
ঘুচাও কপাট কিছু আছে গুপ্তকথা ॥
অর্জ্জুন বলেন হৈল অর্দ্ধেক রজনী।
এত রাত্রে আইলেন কি হেতু আপনি।
যদি কার্য্য ছিল পাঠাইতে দূতগণ।
আজ্ঞামাত্রে করিতাম তথায় গমন ॥
ইহা না করিয়া তুমি আইলা আপনি।
যে আজ্ঞা করিবা কালি করিব তখনি ॥
সত্যভামা বলেন যে দূতকর্ম্ম নয়।
সে কারণে আইলাম তোমার আলয় ॥
তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মম মহাতাপ মনে ॥
এক ভার্য্যা পঞ্চভাই কি সুখে নিবাস।
সেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস ॥
সেই হেতু আইলাম হৃদয়ে বিচারি।
আমি দিব এক আর পরমা সুন্দরী ॥
অর্জ্জুন বলেন এত স্নেহ কর মোরে।
পালিব সকল আজ্ঞা গো[বিন্দ] গোচরে ॥
সত্যভামা বলিলেন বিলম্বে কি কাজ।
গান্ধর্ব্ব-বিবাহ কর রজনীর মাঝ ॥
পার্থ বলিলেন কহ এ অদ্ভুত কথা।
কেবা এ সুন্দরী হয় কাহার দুহিতা ॥
না জানিয়া না শুনিয়া তদন্ত তাহার।
করিতে বিবাহ বল কি মত বিচার ॥

সত্যভামা বলিলেন ঘুচাও দুয়ার ।
আনিয়াছি কন্যা দেখ চক্ষে আপনার ॥
যদুকুলে জন্ম কন্যা প্রথমযৌবনী ।
বিদ্যুৎবরণী রূপে ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥
অর্জ্জুন বলেন একি আমার শকতি ।
বলভদ্র জনার্দ্দন যদুকুলপতি ॥
তাঁদের বিনাজ্ঞাতে লব আমি যাদবী ।
লজ্জা মম করাইতে চাহ মহাদেবি ॥
দেবী বলিলেন ইহা করিয়া কেমনে ।
মন বাঁন্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে ॥
পাঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধি গাছ ।
তিল আধ পঞ্চস্বামী নাহি ছাড়ে পাছ ॥
লোভেতে নারদবাক্য করিয়া হেলন ।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতেছে বনে বন ॥
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয় ।
কিমতে করিবা হেন দ্রৌপদীর ভয় ॥
পার্থ বলিলেন দেবি নিন্দহ দ্রৌপদী ।
ত্রিজগৎমধ্যে খ্যাত তব মহৌষধি ॥
ষোল সহস্র যে আছ অষ্ট পাটরাণী ।
সবা হৈতে কোন্ গুণে তুমি সোহাগিনী ॥
অপুত্রা কি রূপহীন হীনকুলে জাত ।
রুক্মিণী প্রভৃতি করি পাটরাণী সাত ॥
ঔষধের গুণে হরি তোমারে ডরান ।
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চান ॥
দিব্য রত্ন বসন ভূষণ অলঙ্কার ।
যেখানে যা পান কৃষ্ণ সকলি তোমার ॥
অন্য জনে দিলে তুমি পরাণ না ধর ।
কহ মহাদেবি ইহা কোন্ গুণে কর ॥
রুক্মিণীরে দেন কৃষ্ণ এক পারিজাত ।
তাহাতে করিলে যত জগতে বিখ্যাত ॥
জন্মেজয় বলিলেন মুনিরে তখন ।
কহ মুনিবর পারিজাতের কথন ॥
কি হেতু হইল দ্বন্দ রুক্মিণী সহিত ।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় ইহার রচিত ॥

— —

পারিজাত-হরণ বিবরণ ।

একদিন নারায়ণ বিহার কারণ ।
রৈবতক পর্ব্বতেতে করেন গমন ॥
হেনকালে নারদ তথায় উপনীত ।
বাজাইয়া বীণা গান কৃষ্ণগুণ গীত ॥
পারিজাত পুষ্প ছিল বীণায় বন্ধন ।
গোবিন্দের হস্তেতে দিলেন তপোধন ॥
পরম সুন্দর পুষ্প দেবের দুর্ল্লভ ।
যোজন পর্য্যন্ত যায় যাহার সৌরভ ।
দেখিয়া আনন্দযুক্ত হৈয়া হৃষীকেশ ।
পুষ্প দিয়া রুক্মিণীরে করেন সুবেশ ॥
এতেক রুক্মিণীদেবি ত্রৈলোক্যমোহিনী ।
পারিজাত সুবেশে শোভিল সবা জিনি ॥
নারদ ক্ষণেক করি কথোপকথন ।
বিদায় হইয়া চলিলেন তপোধন ॥
কলহে আনন্দ বড় ব্রহ্মার নন্দন ।
পথে মুনি যাইতে চিন্তেন মনে মন ॥
সত্যভামা-অগ্রে কহি পারিজাত কথা ।
শুনিয়া কি বলে দেখি সত্রাজিত-সুতা ॥
এত চিন্তি গিয়া মুনি দ্বারকাভবন ।
সত্যভামা-গৃহে উপনীত সেইক্ষণ ॥
মুনি দেখি সত্যভামা করিয়া বন্দন ।
পাদ্য অর্ঘ্য অর্পিলেন বসিতে আসন ॥
কোথায় আছিলা বলি জিজ্ঞাসেন সতী ।
কহেন করুণ বাক্য মুনি মহামতি ॥
আজি গিয়াছিলাম যে ইন্দ্রের নগর ।
পুষ্প দিয়া আমারে পূজিল পুরন্দর ॥
নরের অদৃষ্ট পুষ্প দেবের দুর্ল্লভ ।
দিল ইন্দ্র মোরে বহু করিয়া গৌরব ॥
পুষ্প দেখি আমি চিন্তিলাম এ হৃদয় ।
বিনা ইন্দ্র উপেন্দ্র অন্যের যোগ্য নয় ॥
সে কারণে পুষ্প আমি দিলাম কৃষ্ণেরে ।
পুষ্প দেখি গোবিন্দের আনন্দ অন্তরে ॥
সেই ক্ষণে রুক্মিণীরে আনি জগন্নাথ ।
স্বহস্তে ভূষিত করিলেন পারিজাত ॥

দ পুষ্পে ভূষিত হ'য়ে ভীষ্মক-দুহিতা।
ত্রেলোক্যের নারী জিনি হইল শোভিতা ॥
াবা হৈতে প্রেয়সী তোমারে আমি জানি।
..ব জানিলাম কৃষ্ণ প্রেয়সী রুক্মিণী ॥
ুনির এতেক বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
চিত্রের পুতলী প্রায় রহে ধ্যান করি ॥
ছিঁড়িয়া ফেলিলা কণ্ঠে ছিল যেই হার।
ঘুচাইয়া ফেলেন অঙ্গের অলঙ্কার ॥
ছিঁড়িল পুষ্পের মালা খুলিল কুন্তল।
হাহাকার করিয়া পড়েন ভূমিতল ॥
সতীর দেখিয়া কষ্ট মনে মনে হাসি।
রৈবতক পর্ব্বতেতে বেগে যান ঋষি ॥
রুক্মিণীর গৃহে কৃষ্ণ করেন ভোজন।
হেনকালে উপনীত তথা তপোধন ॥
গোবিন্দ কহেন মুনি কহ সমাচায়।
পুনঃ হেথা আগমন-কি হেতু তোমার ॥
মুনি বলে শুন প্রভু শ্রীমধুসূদন।
দ্বারকানগরে গিয়াছিলাম এখন ॥
সত্যভামা জিজ্ঞাসিল তোমার বারতা।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে হৈল পারিজাত কথা ॥
এমন করিবে বলি জানিব কেমনে।
রুক্মিণীরে দিলা পুষ্প শুনিয়া শ্রবণে ॥
সেইক্ষণে মূর্চ্ছাপন্ন পড়িল ধরণী।
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে উচ্চধ্বনি ॥
ছিঁড়িয়া ফেলিল যত বসন ভূষণ।
কপালে প্রহার করে হস্ত ঘনে ঘন ॥
সব সখিগণ মেলি করয়ে প্রবোধ।
নাহি শুনে কানে দ্বিগুণ যে বাড়ে ক্রোধ ॥
প্রাণ যাক প্রাণ যাক এইমাত্র ডাকে।
দেখিয়া কহিতে আইলাম যে তোমাকে ॥
শুনিয়া গোবিন্দ চিত্তে হইল বিস্ময়।
কি হবে কি হবে বলি চিন্তেন হৃদয় ॥
পারিজাত পুষ্প হেতু অনর্থ ভাবিয়া।
রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রবোধিয়া ॥
কি করিব বৈদর্ভী আপনি কর ক্ষমা।
তুমি জান যেমন চরিত্র সত্যভামা ॥
ক্রোধেতে আপন প্রাণ ছাড়িবারে পারে।
তোমার প্রসাদ হৈল দেহ পুষ্প তারে ॥
শুনিয়া রুক্মিণী হইলেন বড় দুঃখী।
গোবিন্দেরে কহেন হইয়া অধোমুখী ॥
দিয়া পুষ্পরাজ পুনঃ লইবা মুরারী।
সহজে দুর্ভাগা আমি কি করিতে পারি ॥
মোরে পুষ্প দিলা বলি পুড়িছে অন্তরে।
মরুক পুড়িয়া, পুষ্প কেন দিব তারে ॥
রুক্মিণীর বাক্য শুনি চিন্তেন শ্রীহরি।
নারদেরে জিজ্ঞাসেন বৃত্তান্ত বিবরি ॥
কোথায় পাইলা পুষ্প কহ মুনিবর।
নারদ কহেন আছে স্বর্গে তরুবর ॥
ইন্দ্রের রক্ষকগণ করয়ে রক্ষণ।
তাহাতে নন্দন বন করয়ে শোভন ॥
মাগিয়া পাঠাও পুষ্প সহস্রলোচনে।
তব নাম শুনিলে দিবেক সেইক্ষণে ॥
গোবিন্দ বলেন মুনি যাও তুমি তথা।
মোর নাম লৈয়া ইন্দ্রে কহ এই কথা ॥
ক্ষীরোদ-মথনে পুষ্প হৈয়াছে উৎপত্তি।
একা কেন ভোগ তুমি কর শচীপতি।
দেহ পারিজাত যে আমার ভাগ আছে।
না দিলে সহজে পুষ্প কষ্ট পাবে পাছে ॥
সম্প্রীতে প্রথমে মাগিবেন তপোধন।
না দিলে এ সব পরে কহিবা তখন ॥
এত বলি নারদে পাঠান নারায়ণ।
দ্বারাবতী যান সত্যভামার কারণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী দাস কহে সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি ॥

সত্যভামার মান ভঞ্জন।

পড়ি আছে সত্যভামা ভূমির উপর।
মুক্তকেশী গড়াগড়ি ধূলায় ধূসর ॥
বসন ভূষণ ভিজে নয়নের জলে।
শশিকলা যেমন পতিতা ভূমিতলে ॥
চতুর্দ্দিকে ব্যজনী ধরিয়া সখিগণ।
সুগন্ধি সলিল সিঞ্চে চাপয়ে চরণ ॥

সঘনে নিশ্বাস বহে হস্ত দিয়া নাকে।
দেখিয়া কৃষ্ণের অশ্রু নয়নে না থাকে॥
আপনি ব্যজন লৈয়া সখী-হস্ত হৈতে।
মন্দ মন্দ বায়ু কৃষ্ণ লাগিল করিতে॥
গোবিন্দের আগমনে উজ্জ্বল হৈল ধাম।
ষড়ঋতু লৈয়া যেন উপনীত কাম॥
আমোদিত হৈল গৃহ অঙ্গের সৌরভে।
সহস্র সহস্র অলি ধায় ভোঁ ভোঁ রবে॥
অচেতন ছিল সখী পাইল চেতন।
সৌরভে জানিল গৃহে কৃষ্ণ-আগমন॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ক্রোধে চক্ষু নাহি মেলে।
ক্ষণেক থাকিয়া সব সখিগণে বলে॥
কে দহে আমার অঙ্গ হুতাশনপ্রায়।
রুক্মিণীবান্ধব কিবা আইল হেথায়॥
এতবলি মারে শিরে কঙ্কণের ঘাত।
দুই হস্তে হস্ত ধরিলেন জগন্নাথ॥
কেন হেন বল রুক্মিণীর পতি বলি।
সত্যভামা-প্রাণ আমি চাহ চক্ষু মেলি॥
আমার কি অপরাধ না পাই ভাবিয়া।
কি হেতু এতেক কষ্ট দাও প্রাণপ্রিয়া॥
এত বলি কৃষ্ণ বসাইলেন ধরিয়া।
মুখ মুছাইলেন আপন বস্ত্র দিয়া॥
গোবিন্দের এতেক বিনয় বাক্য শুনি।
কান্দিতে কান্দিতে কহে আধ আধ বাণী॥
মুখেতে তোমার সুধা অন্তরে নিষ্ঠুর।
এবে জানিলাম তুমি কত বড় ক্রূর॥
পারিজাত পুষ্পরাজ অতুল সুবাস।
রুক্মিণীরে দিলা, আমা করিয়া নিরাশ॥
কার শক্তি সহিবে এতেক অপমান।
এক্ষণে ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান॥
গোবিন্দ কহেন প্রিয়ে ত্যজহ বিলাপ।
কোন্ দ্রব্য পারিজাত, চিন্ত এত তাপ॥
এক পুষ্প হেতু তোমা ক্রোধ হইয়াছে।
তোমারে আনিয়া দিব পুষ্প সহ গাছে॥
শুনি সত্যভামা দেবী উল্লাসিত-মন।
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণে মেলিয়া নয়ন॥

আসনে বসাইলেন উঠি যদুনাথে।
চরণ প্রক্ষালিলেন সুগন্ধি জলেতে॥
ভোজন করিলা কৃষ্ণ পরম হরিষে।
তাম্বুল যোগান দেবী বসি বাম পাশে॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করেন শয়ন।
আনন্দেতে রজনী বঞ্চেন দুইজন॥
প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ করে স্নানদান।
হেনকালে উপনীত মুনি ঢেঁকিযান॥
কলহবিদ্যায় বিজ্ঞ দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
কহেন কৃষ্ণের অগ্রে গদগদ ভাষি॥
কি আর কহিব কথা কহিবারে লাজ।
কটুবাক্য আমারে কহিলা দেবরাজ॥
শুন শুন দেবগণ কথন অদ্ভুত।
নারদ আইল হৈয়া গোপালের দূত॥
দেবের দুর্ল্লভ পারিজাত পুষ্পরাজ।
মনুষ্যের হেতু মাগে মুখে নাহি লাজ॥
এত অহঙ্কার কেন গোপালের হৈল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বুঝি সব পাসরিল॥
কংসভয়ে নন্দগৃহে ছিল লুকাইয়া।
গোধন রাখিত নিত্য গোপান্ন খাইয়া॥
একদিন চুরি করি খেয়েছিল ননী।
হাতে বান্ধি মারিলেক নন্দের ঘরণী॥
বৃষ অশ্ব সর্প বক করিল সংহার।
সেই হেতু দেখি তার এত অহঙ্কার॥
জরাসন্ধভয়ে স্থল নাহিক সংসারে।
লুকাইয়া রহে গিয়া সমুদ্র ভিতরে॥
হেনজনে পারিজাত পুষ্পে হৈল সাধ।
নাহি দিলে বলিয়াছে করিবে প্রমাদ॥
হেন কটুত্তর কি আমার প্রাণে সহে।
কি করিব দূত আর অন্য জন নহে॥
যাহ যাহ নারদ না থাক মোর কাছে।
কহ গিয়া করুক সে যত শক্তি আছে॥
নারদের মুখে শুনি এতেক বচন।
ক্রোধেতে ঘূর্ণিত হৈল যুগল নয়ন॥
গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র হইয়াছে মত্ত।
আপনি করিল লঘু আপন মহত্ত্ব॥

আজি চূর্ণ করিব তাহার অহঙ্কার।
সাক্ষাতে দেখিবে চল তুমি আপনার ॥
সে সকল কথন হইল পাসরণ।
গোকুলেতে ইন্দ্রে দূর করিনু যখন ॥
সাত দিন কৈল যত ছিল পরাক্রম।
নহিলেক গোপকুলে পূজা লৈতে ক্ষম ॥
এত অহঙ্কার তার সুরপুরে স্থিতি।
উচ্চকুলে নিবাস অমরাবতী খ্যাতি ॥
আর অহঙ্কার চড়ে ঐরাবতোপরে।
আর অহঙ্কার বজ্র অস্ত্র ধরে করে ॥
আর অহঙ্কার তার সহস্রলোচন।
মত্ততা তাহার দূর করিব এখন ॥
সুরপুর হইতে পাড়িব ভূমিতলে।
প্রহারে ভাঙ্গিব গজরাজ-কুম্ভস্থলে ॥
অব্যর্থ মুনির অস্থি সেই তার বাজ।
ব্যর্থ করি হাসাইব দেবের সমাজ ॥
ভাঙ্গি বন সমূলে আনিব পারিজাত।
দেখি রক্ষা কেমনে করিবে শচীনাথ ॥
এত বলি গোবিন্দ স্মরেন খগেশ্বরে।
অগ্রে দাঁড়াইল খগরাজ যোড়করে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাব ইন্দ্রের নগর।
আনিব হেথায় পারিজাত তরুবর ॥
গরুড় বলিল প্রভু তুমি যাও কেনে।
আজ্ঞা দিলে আমি যাই ইন্দ্রের ভবনে ॥
নন্দন বনের সহ ফুল পারিজাত।
এইক্ষণে হেথা আনি দিব জগন্নাথ ॥
গোবিন্দ বলেন সব সম্ভব তোমাতে।
কিন্তু আমি তারে লঘু করিব সাক্ষাতে ॥
এত বলি গোবিন্দ নিলেন প্রহরণ।
কৌমদকী গদা খড়্গ চক্র সুদর্শন ॥
ধরিয়া সারঙ্গ ধনু চড়াইয়া গুণ।
অর্পিলেন গরুড়ে অক্ষয় যার তূণ ॥
বেশভূষা করিলেন কিরীট কুণ্ডল।
মেঘেতে শোভিল যেন মিহিরমণ্ডল ॥
কণ্ঠেতে ভূষণ গজমুকুতার হার।
ঝিকিমিকি করে যেন বিদ্যুৎ আকার ॥
বক্ষঃস্থলে রত্নরাজ শোভিত কৌস্তুভ।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয় কোটি মনোভব ॥
অঙ্গদ বলয় আর কেয়ূর ভূষণ।
আঁটিয়া পরেন পীতবরণ বসন ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপন কৈল চন্দন কস্তুরী।
কাঁকালেতে বন্ধন করেন খড়্গ ছুরি ॥
হইলেন গরুড়ে আরূঢ় জগন্নাথ।
সত্যভামা বলেন যাইব আমি সাথ ॥
দেখিব ইন্দ্রের পুরী কেমন ইন্দ্রাণী।
কিরূপে তোমার সহ যুঝে বজ্রপাণি ॥
শুনি হরি তাঁরে বসাইলেন যে বামে।
আনিলেন ডাকিয়া সাত্যকি আর কামে ॥
দোঁহারে বলেন কৃষ্ণ চল মম সঙ্গ।
ইন্দ্র সহ সমর দেখহ আজি রঙ্গ ॥
কৃষ্ণাজ্ঞা পাইয়া খগে করি আরোহণ।
চলিলেন সমর দেখিতে চারিজন ॥
হেনকালে বলভদ্র প্রভৃতি যাদব।
বলিল তোমার সহ যাব মোরা সব ॥
গোবিন্দ বলেন থাক দ্বারকা রক্ষণে।
শূন্য জানি আসি কি করিবে দুষ্টগণে ॥
এত বলি প্রবোধিয়া সবারে রাখিয়া।
গরুড়ে দিলেন আজ্ঞা চলহ বলিয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রালয়ে গমন

নারদ বলিল তবে শুন নারায়ণ।
অদিতি কহিল যত কুণ্ডল কারণ ॥
নরক আনিল বলে অদিতি কুণ্ডল।
লুটিয়া অমরাবতী অমরী সকল ॥
পৃথিবীর পুত্র হয় নরক দুর্ম্মতি।
তারে না মারিলে নহে স্বর্গের বসতি ॥
শুনিয়া গোবিন্দ তথা করিল গমন।
নরকে মারিয়া পাইলেন কন্যাগণ ॥
ষোড়শ সহস্র কন্যা দেবের কুমারী।
এককালে বিবাহ করিলেন মুরারী ॥

অদিতির কুণ্ডল দিলেন অদিতিরে।
তথা হৈতে চলিলেন অমর নগরে॥
নন্দন-কানন মধ্যে হৈল উপনীত।
দেখেন কুসুমরাজ গন্ধে আমোদিত॥
সাত্যকিরে বলেন আনহ তরুবর।
শুনিয়া সাত্যকি তথা গেলেন সত্বর॥
বৃক্ষের রক্ষণেতে আছিল বহু রক্ষ।
হাতে অস্ত্র লইয়া ধাইল লক্ষ লক্ষ॥
সাত্যকি বলেন প্রাণ যদি সবে চাহ।
না করহ দ্বন্দ্ব তুমি ইন্দ্রেরে জানহ॥
যাইয়া ইন্দ্রের ঠাঁই সবে গিয়া কহে।
চল শীঘ্র দেবরাজ বিলম্ব না সহে॥
গরুড় আরূঢ় যে মনুষ্য তিন জন।
পারিজাত লইয়া ভাঙ্গিল সব বন॥
শুনিয়া ইন্দ্রের চিত্তে হইল স্মরণ।
পারিজাত লইতে আইল নারায়ণ॥
ক্রোধে ইন্দ্র কলেবর কাঁপে থর থর।
সহস্রলোচন চলে করিতে সমর॥
নানা অস্ত্র লইয়া সমরে কৈল সাজ।
হাতে বজ্র লইয়া চলিলা দেবরাজ॥
শচী বলে যাব আমি সংহতি তোমার।
কিরূপে হইবে যুদ্ধ দেখিব দোঁহার॥
শুনি ইন্দ্র বসাইল বামে আপনার।
জয়দেব সখা আর জয়ন্তকুমার॥
হেনমতে আরোহণ কৈল চারিজন।
চালাইয়া দিল গজ যথা নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীদাস কহে শুনি তরি ভববারি॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ।

অস্ত্রে অস্ত্রে দুইজনে লাগিল বিরোধ।
সত্যভমা দেখিয়া ইন্দ্রাণী বলে ক্রোধে॥
কহ না ভারতী কেন এত গর্ব্ব তোর।
আসিয়াছ লইতে ভূষণ পুষ্প মোর॥
মর্য্যাদা থাকিতে আগে যাহ বাহুড়িয়া।
যথা ছিল পারিজাত তথায় রাখিয়া॥
বামন হইয়া ইচ্ছা ধরিতে চন্দ্রমা।
দিব প্রতিফল আজি ভাঙ্গিব গরিমা॥
সত্যভামা বলে শচী মিছে কর গর্ব্ব।
পরাক্রম তোমার জানি যে আমি সর্ব্ব॥
শাশুড়ীর কুল নরক নিল বলে।
নারিলা আনিতে তাহা কহি আখণ্ডলে॥
লুটিয়া পুটিয়া স্বর্গ কৈল ছারখার।
রাখিবারে না পারিল স্বামী যে তোমার॥
মারিয়া সে নরকে ভাঙ্গিয়া তার পুরী।
অদিতির কুণ্ডল আনিয়া দিল হরি॥
পারিজাত পুষ্পে তোর কোন্ অধিকার।
মথনে জন্মিল পুষ্প বিভাগ সবার॥
তুমি পুষ্প ভূষণ করিবা একা কেনে।
দেখ আজি লৈয়া যাব রাখহ কেমনে॥
সতী শচী দোঁহাকার শুনিয়া কোন্দল।
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে দেবতা সকল॥
আনন্দ-লহরীতে নারদ মুনি হাসে।
শুনি পুরন্দর কাঁপে অতিশয় রোষে॥
উপেন্দ্র ইন্দ্রের যুদ্ধ হয় দেবধামে।
ত্রিভুবন চমৎকার দোঁহার সংগ্রামে॥
নানা অস্ত্র দুইজনে করেন প্রহার।
পৃথিবীর মধ্যে পড়ে উল্কার আকার॥
দর্পক জয়ন্ত যুদ্ধ কি দিব তুলন।
শরজালে দুইজনে ছাইল গগন॥
সাত্যকি তুলিল তরু গরুড় উপর।
তার সহ জয়দেব করয়ে সমর॥
খগেন্দ্র গজেন্দ্র যুদ্ধ না হয় বর্ণন।
গর্জ্জনে বধির হৈল ত্রৈলোক্যের জন॥
দশন শুণ্ডেতে গজ গরুড়ে প্রহারে।
গরুড় গজেন্দ্র মুণ্ড নখেতে বিদরে॥
গরুড়ের নখাঘাতে গজেন্দ্র অস্থির।
খণ্ড খণ্ড হৈল, বহে সর্ব্বাঙ্গে রুধির॥
না পারিল শূন্যেতে রহিতে গজবর।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে ভূমির উপর॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহে কম্পে কলেবর।
পড়িল মাতঙ্গরাজ পর্ব্বত উপর॥

হস্তীর চাপনে গিরি অর্দ্ধ গেল তল।
পর্ব্বত উপরে স্থিতি হৈল আখণ্ডল।
ইন্দ্র বলে গর্ব্ব কৃষ্ণ না করহ তুমি।
সমরেতে ন্যূন হৈয়া পড়ি নাহি আমি ॥
বাহন অস্থির হৈল গরুড় আঘাতে।
তুমি আমি চল যুদ্ধ করিব ভূমিতে ॥
ইন্দ্রবাক্য শুনিয়া বলেন ভগবান।
যথায় তোমার ইচ্ছা যাব সেই স্থান ॥
পুনরপি মুখামুখি হইল সমর।
যত অস্ত্র ইন্দ্রের কাটেন দামোদর ॥
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয় মনে পাই লাজ।
অতি ক্রোধে বজ্র প্রহারিল দেবরাজ ॥
গোবিন্দ বলেন তবে গরুড়ের প্রতি।
বজ্র অস্ত্র হাতে লইয়াছে সুরপতি ॥
সুদর্শনে ইচ্ছা কাটি তিল তিল করি।
মুনিবাক্য ব্যর্থ হবে এই হেতু ডরি ॥
ইহার উপায় তুমি কর খগেশ্বর।
এক পক্ষ দাও ফেলে বজ্রের উপর ॥
ঠোঁটেতে উপাড়ি পক্ষ গরুড় ফেলিল।
পক্ষ চুর্ণ করি বজ্র বাহুড়ি চলিল ॥
একবার বিনা বজ্র আর নাহি চলে।
দেখিয়া বিস্ময় বড় হৈল আখণ্ডলে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

মহাদেবের যুদ্ধস্থলে গমন।

গোবিন্দ ইন্দ্রের রণ নাহি অবসান।
ত্রিলোকের লোক শব্দে হয় হতজ্ঞান ॥
দেখিয়া নারদ মুনি হইয়া চিন্তিত।
ক্ষীরোদে কশ্যপ-স্থানে গেলেন ত্বরিত ॥
নারদ বলেন কশ্যপ আছ কি কাজে।
প্রমাদ পাড়িল তব পুত্র দেবরাজে ॥
অজ্ঞান হইয়া করে কৃষ্ণ সহ রণ।
না মারেন কৃষ্ণ তেঁই জীয়ে এতক্ষণ ॥
দেবরাজ পরাক্রম করিলন সব।
নিজ অস্ত্র অদ্যাপি না ছাড়েন মাধব ॥
সুদর্শন যদ্যপি ছাড়েন নারায়ণ।
কাটিবেন ইন্দ্রেরে রাখিবে কোন জন ॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মন।
কেমনে দোঁহার দ্বন্দ্ব হৈবে নিবারণ ॥
দোঁহার মধ্যস্থ শিব বিনা অন্যে নারে।
এত চিন্তি কশ্যপ করেন স্তুতি হরে ॥
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হইয়া ত্রৈলোক্য।
যুদ্ধস্থানে গেলেন করিতে নিবারক ॥
খগেন্দ্র উপেন্দ্র গজেন্দ্র দেবরাজ।
যোগেন্দ্র বৃষারূঢ় দাঁড়াইল মাঝ ॥
কহিলেন শ্রীহরি করহ অবধান।
তব সহ সমরে কি ইন্দ্র বলবান ॥
দেবরাজ ইন্দ্রে তুমি করিলা স্থাপিত।
এক্ষণে প্রহার তারে না হয় উচিত ॥
গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র স্বর্গভোগ করে।
এক পারিজাত বৃক্ষ না দেয় আমারে ॥
স্বতন্ত্র তাহার উপার্জ্জিত নহে ফুল।
ক্ষীরোদ মথিয়া পায় সুরাসুরকুল ॥
মথনের দ্রব্যে সবাকার ভাগ আছে।
বিশেষ কমলা আমি পাই তার পাছে ॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা স্বর্গে যত সুখ।
সকল ইন্দ্রের ভুঞ্জা আমি যে বিমুখ ॥
একমাত্র পারিজাত বৃক্ষ আমি মাগি।
উচিত কি দ্বন্দ্ব তার করা ইহা লাগি ॥
গোবিন্দের মুখে শুনি এতেক বচন।
হায় হায় বলিয়া বলেন পঞ্চানন ॥
গিরিশ বলেন ইন্দ্র হইয়া অজ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান ॥
তাঁর সহ দ্বন্দ্ব কর না হয় বিধান।
মম বাক্যে সুরপতি কর সমাধান ॥
ইন্দ্র বলে পশুপতি কর অবধান।
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা আদি যত যান ॥
শচী বজ্র পারিজাত নন্দন-কানন।
ইহাতে ইন্দ্রত্ব মম স্বর্গের ভূষণ ॥
পারিজাত লবে যদি দৈবকীকুমার।
স্বর্গেতে ইন্দ্রত্ব মম কি রহিল আর ॥

মহেশ বলেন হরি পূর্ব্ব অবতারে।
তোমার কনিষ্ঠ ভাই অদিতি উদরে॥
কনিষ্ঠের ভাগ মাগিলেন নারায়ণ॥
দেহ পুষ্পরাজ দ্বন্দ্ব হউক নিবারণ॥
ইন্দ্র বলে তব বাক্য না করিব আন।
আমার কনিষ্ঠ ভাই যদি ভগবান॥
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠেতে আছে ব্যবহার।
তাহা না করিয়া কেন করে বলাৎকার॥
না করিয়া মান্য মোরে ল'য়ে যাবে বলে।
বলে নিল বলিয়া ঘুষিবে ভূমণ্ডলে॥
শুনিয়া বলেন শিব গোবিন্দে চাহিয়া।
ক্রোধ ত্যজ যদুনাথ আমারে দেখিয়া॥
অজ্ঞানে হইয়া মত্ত দেব সুরপতি।
সেই হেতু করে যুদ্ধ তোমার সংহতি॥
আপনি ইন্দ্রত্ব তুমি দিয়াছ উহারে।
বিবিধ বিপদে রাখিয়াছ বারে বারে॥
আপন অর্জ্জিত যদি বিষবৃক্ষ হয়।
কাটিতে আপন হস্তে সমুচিত নয়॥
পারিজাত ফুল ল'য়ে যাহ বাধা নাই।
মান্য করি লহ ইন্দ্রে হয় জ্যেষ্ঠভাই॥
আমার বচন দেব করহ পালন।
শিববাক্য স্বীকার করেন নারায়ণ॥
গেলেন গোবিন্দে লৈয়া শিব ইন্দ্রস্থানে।
প্রণাম করিয়া হরি কনিষ্ঠ বিধানে॥
তুষ্ট হৈয়া দেবরাজ কৃষ্ণে কোল দিয়া।
পারিজাত বৃক্ষ দিল নিয়ম করিয়া॥
যাবৎ থাকিবা তুমি অবনীমণ্ডলে।
তাবৎ থাকিয়া পুষ্প আসিবেক কালে॥
এত বলি দেবরাজ স্বর্গেতে চলিল।
সত্যভামা চাহি তবে ইন্দ্রাণী হাসিল॥

গরুড় কর্ত্তৃক ইন্দ্রে লইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন
ও কৃষ্ণের ক্রোধ নিবারণ।

শচীর দেখি হাসি সতীর অভিমান।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে কর অবধান॥
প্রণাম করিলা তুমি ইন্দ্রের চরণে।
হাসিয়া চাহিয়া মোরে দেখায় নয়নে॥
যে প্রতিজ্ঞা কৈল শচী হইল সম্পূর্ণ।
বলেছিলা গর্ব্ব আজি করিব সে চূর্ণ॥
কি কারণে এমত করিলা জগন্নাথ।
না হয় নাহিক পেতে পুষ্প পারিজাত॥
হাসিয়া বলেন প্রভু কমললোচন।
এই হেতু সতী তব কেন দুঃখ মন॥
যতেক দেখহ প্রাণী এ তিন ভুবনে।
আমা হৈতে বিভিন্ন নাহি যে কোন জনে॥
আপনাকে নমস্কার করি হে আপনে।
তোমার ইহাতে লজ্জা হৈল কি কারণে॥
সতী বলে তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কৈলা॥
আপন প্রতিজ্ঞা দেব বিস্মৃত হইলা॥
সহস্রলোচনে দিব ধূলির অঞ্জন।
ভাঙ্গিব ইন্দ্রের গর্ব্ব কহিলা তখন॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা না পালিলে ধর্ম্ম নহে।
বিশেষ শচীর হাসি দেখি অঙ্গ দহে॥
কৃষ্ণ কহে আমার প্রতিজ্ঞা নহে স্থির।
ভক্তেরে বিক্রীত দেবী আমার শরীর॥
না পারি শিবের বাক্য করিতে লঙ্ঘন।
ইন্দ্র অপরাধ ক্ষমিলাম সে কারণ॥
সতী বলে আমি প্রায় অভক্ত তোমার।
সে কারণে ক্রোধে দহে শরীর আমার॥
গোবিন্দ বলেন তুমি ত্যজ ক্রোধ মনে।
এক্ষণে লোটাব ইন্দ্রে তোমার চরণে॥
সত্যভামা আশ্বাসিয়া দৈবকী তনয়।
ডাকিয়া বলেন শুন দেব মৃত্যুঞ্জয়॥
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তথির কারণে আমি ইন্দ্রে মান্য করি॥
ইন্দ্রেতে আমাতে কিবা সম্বন্ধ নির্ণয়।
কত অবতার মম ধরণীতে হয়॥
হিরণ্যক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই জন।
প্রতাপেতে লয়েছিল সকল ভুবন॥
মারিলাম তাহারে হইয়া অবতার।
নিষ্কণ্টক স্বর্গেতে দিলাম অধিকার॥

ধর্ম্মবলে বলি লৈয়াছিল ত্রিভুবন।
ছলিয়া পাতালে রাখি করিয়া বন্ধন ॥
দুই পদে ব্যাপিলাম ব্রহ্মাণ্ড সকল।
নিষ্কণ্টক করিয়া দিলাম অখণ্ডল ॥
কুম্ভকর্ণ রাবণ রাক্ষস অধিপতি।
সকলে জানহ ইন্দ্রে কৈল যেই গতি ॥
তা সবে মারি যে আমি রাম অবতারে।
নিষ্কণ্টক করি স্বর্গ দিলাম তাহারে ॥
উহায় আমায় শিব কিসের সম্বন্ধ।
এই বাক্য তাহারে বলহ সদানন্দ ॥
মৃত্তিকাতে লোটাইয়া সহস্রলোচনে।
প্রমাম করিয়া পড়ে সতীর চরণে ॥
তবে তার অপরাধ করি আমি দূর।
নাহিলে এক্ষণে অন্যে দিব স্বর্গপুর ॥
কহিলেন এ সকল ইন্দ্রে মহেশ্বর।
শুনি ইন্দ্র ক্রোধেতে কম্পিত কলেবর ॥
না করে স্বীকার শিব কহেন কৃষ্ণেরে।
গরুড় ডাকিয়া কৃষ্ণ বলেন সত্বরে ॥
যাহ বীর খগেশ্বর পাতাল ভুবন।
আন গিয়া শীঘ্র বিরোচনের নন্দন ॥
বলিরে করিব আজি স্বর্গ অধিপতি।
সাধুসেবা-গুণে বলি আমাতে ভকতি ॥
গরুড় ইন্দ্রের সখা অতিশয় প্রীত।
গোবিন্দ-চরণে পড়ে সখার নিমিত্ত ॥
সবিনয় বচনে বলয়ে খগেশ্বর।
অদিতির সত্য পাসরিলে চক্রধর ॥
মন্বন্তরে বলিরে করিবা অধিকারী।
এক্ষণে বলিরে কি কারণে ডাক হরি ॥
কোন ছার ইন্দ্র প্রভু তারে এত কেনে।
দেখি আমি তোমারে কেমনে নাহি মানে ॥
এত বলি আপনি চলিল খগেশ্বর।
কহিল অজ্ঞান কেন হও পুরন্দর ॥
যাঁহার পালন সৃষ্টি সৃজন যাহার।
যেই প্রভু তোমারে দিয়াছে অধিকার ॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অবহেলা।
দেখিয়া না দেখ চক্ষে ইন্দ্রপদে ভোলা ॥
আইস তোমার দোষ ক্ষমা করাইব।
সতীর যে চরণেতে তোমা ফেলাইব ॥
আমার বচনে যদি না হও প্রবোধ।
বলি ইন্দ্রপদ লৈবে বাড়িবেক ক্রোধ ॥
খগেন্দ্রের বাক্য শুনি চিন্তে মেঘবান।
বুঝিলাম মোরে ক্রোধ কৈল ভগবান ॥
ত্রৈলোক্যের নাথ প্রভু দেব নারায়ণ।
অজ্ঞান হইয়া তাঁর সঙ্গে কৈনু রণ ॥
গরুড়ে বলিল ইন্দ্র শুন সখা তুমি।
গোবিন্দে বাড়ানু ক্রোধ না জানিয়া আমি ॥
খগেশ্বর বলে সখা শুন মম বাণী।
মোর সহ আসি শান্ত কর চক্রপাণি ॥
আইস তোমার দোষ করাইব ক্ষমা।
নারায়ণ সম্মুখে লইয়া যাব তোমা ॥
এত বলি গরুড় করিয়া হাতাহাতি।
সতীর চরণতলে ফেলে সুরপতি ॥
পড়ি তার সহস্রলোচনে লাগে ধূলি।
দেখিতে না পায় ইন্দ্র হাতাড়িয়া বুলি ॥

সত্যভামার প্রতি ইন্দ্রের স্তব।

কতদূরে সতী আগে, শিরে দিয়া করযুগে,
প্রণমি পড়িল দেবরাজ।
স্তব করে সুরপতি, অষ্টাঙ্গ লোটায় ক্ষিতি,
সহ যত অমর-সমাজ ॥
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, রতি সতী অরুন্ধতী,
পার্ব্বতী সাবিত্রী বেদমাতা।
তুমি অধঃ ক্ষিতি স্বর্গ, তুমি ধাতা চতুর্ব্বর্গ,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধাতা ॥
অনাদিপুরুষ প্রিয়া, কে জানে তোমার ক্রিয়া,
মায়াতে মনুষ্যদেহধারি।
তুমি বিধাতার ধাতা, সবাকার অন্নদাতা,
আমি তোমা কি বর্ণিতে পারি ॥
বেদপতি বহু খেদে, না পাইল চারিবেদে,
আগমে না পায় পঞ্চানন।
তুমি মোরে দিলা সর্ব্ব, তেঁই মোর হৈলগর্ব্ব,
না জানিনু তোমার চরণ ॥

করহ এবার কৃপা, তুমি দেবী বুদ্ধিরূপা,
সুমতি কুমতি প্রদায়িনী।
তুমি শূন্য জল স্থল, পৃথিবী পর্ব্বতানল,
সর্ব্ব গৃহে জননী রূপিণী॥
শরণ লইনু পদে, ক্ষমা কর অপরাধে,
অজ্ঞান দুর্ম্মতি কর দূর।
সম্পদে হইয়া মত্ত, না জানি তোমার তত্ত্ব,
না চিনিনু আপন ঠাকুর॥
এত বলি দেবরাজ, আরোহিয়া গজরাজ,
শীঘ্র গেল হইয়া বিদায়।
লৈয়া পুষ্প পারিজাত, নারদে করিয়া সাথ,
দ্বারকা গেলেন যদুরায়॥

সত্যভামার ব্রতারম্ভ।

রোপিল পুষ্পরাজ সত্যভামা দ্বারে।
নানা রত্নে মূল বান্ধিলেন তরুবরে॥
শত শত পূর্ণচন্দ্র যেন করে শোভা।
পৃথিবী যুড়িয়া তার দীপ্ত করে আভা॥
উপরে চন্দ্রমা বান্ধে দিয়া রত্নবাস।
তার তলে কৃষ্ণ সহ করেন বিলাস॥
হেনকালে আগত নারদ মুনিবর।
দেখি সত্যভামা স্তব করেন বিস্তর॥
নারদ বলেন দেবী কি কর বাখান।
না হইবে নাহি হয় তোমার সমান॥
দেবের দুর্ল্লভ যেই পুষ্প পারিজাত।
আপন দুয়ারে রোপিলেন জগন্নাথ॥
এক্ষণে করহ দেবী ইহার যে কাজ।
অবহেলে তোমার হইবে ব্রতরাজ॥
যে ব্রত করিলে হয় সোহাগে আগুলি।
জন্ম জন্ম করিবে গোবিন্দ লৈয়া কেলী॥
ব্রহ্মাণ্ড দানের ফল পায় এই ব্রতে।
বিখ্যাত তোমার যশ হইবে জগতে॥
এ ব্রত করিয়াছিল পুলোমানন্দনী।
সোহাগে আগুলি হৈল ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
পর্ব্বতনন্দিনী পূর্ব্বে এই ব্রত করি।
শিবের অর্দ্ধাঙ্গ পাইলেন মহেশ্বরী॥
আর কৈল স্বাহাদেবী অগ্নির গৃহিণী।
যার ফলে হইল অগ্নির সোহাগিনী॥
শুনি সত্যভামা ধরে মুনির চরণে।
প্রভু মোরে সেই ব্রত করাও এক্ষণে॥
নারদ বলেন লহ কৃষ্ণ অনুমতি।
শ্রীকৃষ্ণ নহেন যে কেবল তব পতি॥
নাহি জান দেবী তুমি এ ব্রত বিধান।
বৃক্ষেতে বান্ধিয়া দিতে হবে স্বামী দান॥
সত্যভামা বলে হেন কহ কেন মুনি।
আমার করিবে মন্দ কে আছে সতিনী॥
করিব গোবিন্দ দান যে বিধি আছয়।
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসিব ইথে কি আছে সংশয়॥
মুনি বলিলেন তবে বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্র কেন আরম্ভ না কর ব্রতরাজ॥
এক লক্ষ ধেনু চাহি ধান্য লক্ষ কোটি।
দক্ষিণা সামগ্রী কর স্বর্ণ লক্ষ কোটি॥
বসন ভূষণ দান ষোড়শ বিধান।
অশ্ব রথ গজ বৃষ যত রত্ন যান॥
নারদের বাক্য মত সব আয়োজন।
শুভদিনে করিলেন ব্রত আরম্ভন॥
গোবিন্দেরে একান্তে কহেন সমাচার।
হাসিয়া সতীরে কৃষ্ণ করেন স্বীকার॥
নিমন্ত্রিয়া আনেন যতেক মুনিগণ।
পৃথিবীর মধ্যে যত বৈসেন ব্রাহ্মণ॥
হইল ব্রতের সজ্জা যে ছিল বিহিত।
বৈসেন নারদ মুনি হৈয়া পুরোহিত॥
পারিজাত বৃক্ষেতে বান্ধিয়া হৃষীকেশে।
সত্যভামা বসিলেন হাতে তিল কুশে॥
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল সহস্র রমণী।
অভিমানে সবাকার চক্ষে বহে পানী॥
সত্যভামা করিলেন দান জগন্নাথ।
স্বস্তি ব'লে নারদ দিলেন হাতে হাত॥

শ্রীকৃষ্ণকে দান পাইয়া নারদের গমন।

ঊর্দ্ধবাহু নারদ নাচেন হৃষ্টমনে।
দক্ষিণার ধন দেন দরিদ্র ব্রাহ্মণে॥
নারদ দ্বারকানাথে লৈয়া যান ধরি।
শুনিয়া দ্বারকা শুদ্ধ ধায় নরনারী॥
পারিজাত বৃক্ষ হৈতে খসান বন্ধন।
গোবিন্দে বলেন সব ফেল আভরণ॥
এক্ষণে গোপাল আর এ বেশে কি কাজ।
তপস্বী হইয়া ধর তপস্বীর সাজ॥
কিরীট ফেলিয়া শিরে ধর পিঙ্গজটা।
কনক পইতা ফেলি লহ যোগপাটা॥
কনক মুকুতা হার ফেল বনমালা।
পীতাম্বর ফেলিয়া পরহ বাঘছালা॥
মুনির বচনে হরি ত্যজে সেইক্ষণ।
হৈলেন তপস্বীবেশ দৈবকী-নন্দন॥
হাতেতে করিয়া বীণা কাঁধে মৃগছালা।
পাছে পাছে যান যেন সন্ন্যাসীর চেলা॥
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল সহস্র রমণী।
পাছে পাছে চলি যায় যতেক কামিনী॥
নারদ বলেন কে তোমরা যাহ কোথা।
রুক্মিণী বলেন তুমি লৈয়া যাবে যথা॥
নারদ বলেন কি তোমার প্রয়োজন।
নানা স্থানে ভ্রমি আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ॥
রুক্মিণী বলেন কৃষ্ণ দান পেলে মুনি।
যৌতুক পাইলা ষোল সহস্র রমণী॥
মুনি বলে রুক্মিণী যে মিছা কর দ্বন্দ্ব।
পাছে ক্রোধ না করিও বলি ভাল মন্দ॥
যখন করিল দান সত্রাজিত সুতা।
তখনি ত কেহ না কহিলা কোন কথা॥
তার অগ্রে কহিবারে নহিলে ভাজন।
আমার সহিত তব কোন প্রয়োজন॥
রুক্মিণী বলেন পুনঃ শুন মুনিরায়।
সত্যভামা দিল দান আমার কি দায়॥
প্রাণনাথ লৈয়া যাহ আমা সবাকারে।
কহ মুনি আমরা রহিব কোথাকারে॥

নারদকে শ্রীকৃষ্ণ পরিমাণে ধনদান।

গোবিন্দেরে লইয়া নারদ মুনি যান।
বিষণ্নবদন হৈয়া সত্যভামা চান॥
ঘন পড়ি উঠি ধায় বাতুল সমান।
দুই হাতে আগুলিয়া মুনিরে রহেন॥
বুঝিনু নারদ মুনি চতুরালি তোর।
ভাঁড়িয়া লইয়া যাও প্রাণপতি মোর॥
বালকে ভাণ্ডায় যেন হাতে দিয়া কলা।
কাচ দিয়া লৈয়া যাহ কাঞ্চনের মালা॥
শিলা দিয়া লৈয়া যাও পরশ রতন।
শুধু কায়া দিয়া যাও লইয়া জীবন॥
না হইত ব্রত না হইত কার্য্য তার।
বাহুড়িয়া দেহ প্রাণপতি যে আমার॥
মুনি বলে সত্যভামা সত্যভ্রষ্ট হৈলা।
সবাকার সাক্ষাতে গোবিন্দে দান দিলা॥
এক্ষণে কহিছ ব্রত নাহি প্রয়োজন।
দান লইয়াছি আমি দিব কি কারণ॥
একক দেখিয়া চাহ বল করিবারে।
মম ঠাঁই লইতে কাহার শক্তি পারে॥
এত বলি নারদ ঘুরান দুই আঁখি।
শরীর কম্পিত দেবী, মুনিমুখ দেখি॥
সত্যভামা বলেন না তব ক্রোধে ডরি।
বড় ক্রোধ হইলে ফেলাবে ভস্ম করি॥
গোবিন্দ বিচ্ছেদে মরি সেই মম সুখ।
না দেখিব কৃষ্ণ আর এই বড় দুঃখ॥
এক কথা কহি অবধান কর মুনি।
পূর্ব্বে যে বলিলা ব্রত করিল ইন্দ্রাণী॥
পার্ব্বতী করিল আর স্বাহা অগ্নিপ্রিয়া।
তারা সব স্বামী পাইল কেমন করিয়া॥
নারদ বলেন সর্ব্ব ভক্ষ্য হুতাশন।
চারি মুখে ধরে তার প্রচণ্ড কিরণ॥
তাহারে লইয়া সতী কি করিব আমি।
সে কারণে তাহারে ফিরিয়া দিনু স্বামী॥
পার্ব্বতীর পতি রুদ্র বলদ বাহন।
হাড়মালা ভস্ম মাখে অঙ্গে ফণিগণ॥

নিরন্তর ভূত প্রেত লইয়া তার খেলা ।
না নিলাম তাহারে করিয়া অবহেলা ॥
শচীপতি পুরন্দর সহস্রলোচন ।
ত্রৈলোক্য পালিতে ধাতা কৈল নিয়োজন ॥
কভু ঐরাবত কভু উচ্চৈঃশ্রবা রথে ।
বিনা বাহনেতে ইন্দ্র না পারে চলিতে ॥
তারে না নিলাম আমি ইহার লাগিয়া ।
তথাপিও আছে স্বর্গে আমার হইয়া ॥
তোমার যে স্বামী কৃষ্ণ রূপে নাহি সীমা ।
তিনলোক মধ্যে দিব কাহাতে উপমা ॥
যথায় যাইব তথা সঙ্গে করি লব ।
অনুক্ষণ দিবানিশি নয়নে দেখিব ॥
জন্মে জন্মে এই মম মনে বাঞ্ছা ছিল ।
অনেক তপের ফলে বিধি মিলাইল ॥
নয়ন মুদিয়া সদা ধ্যান করি যাকে ।
তাঁহাকে পাইয়া হাতে দিব কি তোমাকে ॥
এ কথা শুনিয়া সতী হলেন মূর্চ্ছিতা ।
নাহি জ্ঞান সত্যভামা মৃতা কি জীবিতা ॥
দেখিয়া সতীর কষ্ট কৃষ্ণে হৈল দয়া ।
নারদে বলেন ছাড়হ মুনি মায়া ॥
নারদ বলেন কর্ম্ম ভুঞ্জুক আপন ।
তোমারে ত্যজিয়া দিল ব্রতফলে মন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন হয় সহজে স্ত্রীজাতি ।
কোথা পাইবেক জ্ঞান তোমার যেমতি ॥
শরীরে নাহিক প্রাণ, হেন লয় মনে ।
যোগবলে আত্মা মুনি, দেহ এইক্ষণে ॥
দেখিয়া সতীর কষ্ট মুনি চমৎকার ।
উঠহ বলিয়া ডাকিলেন বার বার ॥
মুনির আশ্বাসে দেবী পাইয়া চেতন ।
উঠিয়া ধরেন পুনঃ মুনির চরণ ॥
নারদ বলেন দেবী এক কর্ম্ম কর ।
দান দিয়া লৈতে চাহ অধর্ম্ম বিস্তর ॥
গোবিন্দ তৌলিয়া দেহ আমারে রতন ।
পাইবা ব্রতের ফল শাস্ত্রের লিখন ॥
শুনি সত্যভামা যান হইয়া উল্লাস ।
পুত্রগণে ডাকিয়া কহেন মৃদুভাষ ॥
করহ তুলের সজ্জা যে আছে বিহিত ।
মম গৃহ হৈতে রত্ন আনহ ত্বরিত ॥
আজ্ঞা পেয়ে কামাদি যতেক পুত্রগণ ।
কনকে নির্ম্মাণ তুলা কৈল ততক্ষণ ॥
একভিতে চড়াইল দেবকীনন্দনে ।
আর ভিতে চড়াইল যত রত্নগণে ॥
সত্যভামা গৃহে রত্ন যতেক আছিল ।
তুলে চড়াইল তবু সমান নহিল ॥
রুক্মিণী কালিন্দী নগ্নজিতী জাম্ববতী ।
যে যাহার ঘর হৈতে আনে শীঘ্রগতি ॥
চড়াইল তুলে তবু সমতুল নহে ।
ষোড়শ সহস্র কন্যা নিজ ধন বহে ॥
কৃষ্ণের ভাণ্ডারে ধন কুবের জিনিয়া ।
ত্বরাত্বরি চড়াইল তুলে সব লৈয়া ॥
না হয় কৃষ্ণের সম অপরূপ কথা ।
দ্বারকাবাসীর দ্রব্য যার ছিল যথা ॥
শকটে উষ্ট্রেতে বৃষে বহে অনুক্ষণ ।
নাহিক কৃষ্ণের সম দেখে সর্ব্বজন ॥
পর্ব্বত আকার চড়াইল রত্নগণে ।
ভূমি হৈতে তুলিতে নারিল নারায়ণে ॥
দেখি সত্যভামা দেবী করেন রোদন ।
ক্রোধমুখে বলেন নারদ তপোধন ॥
উপেন্দ্রাণী বলিয়া বুলিস এই মুখে ।
রত্নে জুখি উদ্ধারিতে নারিলি স্বামিকে ॥
শিশু প্রায় পুনঃ পুনঃ করিস্ রোদন ।
হেন জন হেন ব্রত করে কি কারণ ॥
এবে জানিলাম ধন না পারিলি দিতে ।
উঠ বলি নারদ ধরেন কৃষ্ণ হাতে ॥
শুনি সত্যভামা মুখে উড়িল যে ধূলি ।
ভূমে গড়াগড়ি যায় সবে মুক্তচুলি ॥
হেনমতে কান্দে সব যাদবী যাদব ।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলেন উদ্ধব ॥
আপনি শ্রীমুখে কহিছেন বার বার ।
আমা হৈতে নাম বিনা বড় নাহি আর ॥
চিন্তিয়া বলিল সবে মম বোল ধর ।
যত রত্ন আছে তুলে ফেলাহ সত্বর ॥

একৈক ব্রহ্মাণ্ড যাঁর এক লোমকূপে।
কোন্ দ্রব্য সম করি তৌলিবা তাঁহাকে ॥
এত বলি আনি এক তুলসীর দাম।
তাতে দুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণনাম ॥
তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত।
নীচে হৈল তুলসী ঊর্দ্ধেতে জগন্নাথ ॥
দেখি উল্লাসিত হৈল সকল রমণী।
সাধু সাধু বলিয়া হইল মহাধ্বনি ॥
কৃষ্ণনাম গুণের নাহিক বেদে সীমা।
বৈষ্ণব সে জানে কৃষ্ণনামের মহিমা ॥
শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণনাম ধন বড়।
জপহ কৃষ্ণের নাম চিত্ত করি দৃঢ় ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পাইবে কৃষ্ণদেহ।
কৃষ্ণের মুখের বাক্য নাহিক সন্দেহ ॥
নামপত্র লৈয়া মুনি তুষ্ট হৈয়া যান।
সত্যভামা রত্নগণ ব্রাহ্মণে বিলান ॥
পারিজাত হরণের এই বিবরণ।
এক্ষণে কহিব তবে সুভদ্রা-হরণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শুনিলে অধর্ম্মী হবে হেলে ভবপার ॥

সুভদ্রার গন্ধর্ব্ব বিবাহ।

অতঃপর জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয়।
পিতামহ কথা কহ শুনি মহাশয় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতে।
ভদ্রা পার্থে স্বয়ম্বর হইল যেমতে ॥
বলিলেন ইহা যদি বীর ধনঞ্জয়।
সত্যভামা তাহারে কহেন সবিনয় ॥
ঔষধ করিবে পার্থ স্ত্রীর এই বিধি।
পুরুষ হইয়া তুমি কৈলে কি ঔষধি ॥
ভণ্ডতা করিয়া হইয়াছ ব্রহ্মচারী।
মহৌষধি শিখিয়াছ ভুলাইতে নারী ॥
অর্জ্জুন বলেন স্তুতি করি সত্যভামা।
নিশাশেষে নিদ্রা যাই করি আজি ক্ষমা ॥
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ব্রহ্মচারী আমি।
তীর্থযাত্রা করি দেশ-দেশান্তরে ভ্রমি ॥

মিথ্যা অপবাদ কেন দিতেছ আমারে।
শুনিলে আমারে নিন্দা করিবে সংসারে ॥
বুঝিয়া পার্থের মন উঠেন ভারতী।
সুভদ্রা বলেন কহ কোথা যাহ সতী ॥
সতী বলে আইসহ করিব উপায়।
এত বলি ভদ্রা লৈয়া গেলেন আলয় ॥
নানা মায়া জানে মায়াবতী কামপ্রিয়া।
সত্যভামা শীঘ্র তারে আনেন ডাকিয়া ॥
গুপ্তেতে কহেন সব ভদ্রার চরিত্র।
রতি বলে ঠাকুরাণী এ কোন্ বিচিত্র ॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব্ব করে।
অস্থি চর্ম্ম অনাহারী পারি মোহিবারে ॥
এত বলি সিন্দুর পড়িয়া দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়ন কজ্জলে ॥
যাহ দেবি এক্ষণে যাইতে পাবে বাট ॥
হস্ত দিলে ঘুচিবেক দ্বারের কপাট ॥
শুনিয়া রতির বাক্য আনন্দ হইল।
পুনরপি ভদ্রা তথা গিয়া উত্তরিল ॥
হস্ত দিতে কপাটের খিলানি ঘুচিল।
অর্জ্জুন সম্মুখে গিয়া ভদ্রা দাঁড়াইল ॥
বত্রিশ কলাতে যেন শোভিত চন্দ্রমা।
চিত্রকর চিত্র যেন কনক প্রতিমা ॥
কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিল ফাল্গুনী।
স্ত্রী নহিলে খড়্গেতে কাটিতাম এখনি ॥
যাহ শীঘ্র হেথা হৈতে প্রাণ লৈয়া বেগে।
নহিলে নাসিকা কাণ কাটিব যে খড়্গে ॥
এত বলি উঠিলেন হাতে লৈয়া ছুরি।
দেখিয়া সুভদ্রা অঙ্গ কাঁপে থরহরি ॥
সিঁথায় সিন্দুর তার নয়নে কজ্জল।
দেখিয়া পড়িল পার্থ হইয়া বিহ্বল ॥
হরিল পার্থের জ্ঞান কামের হিল্লোলে।
তখনি উঠিয়া তারে করিলেন কোলে ॥
আইস বৈসহ তুমি ওহে প্রাণসখি।
তোমার বদনে পূর্ণচন্দ্রমা নিরখি ॥
নহি নহি করি ভদ্রা মুখে বস্ত্র ঢাকে।
জাতিনাশ কর কেন ছাড় ছাড় ডাকে ॥

ধনঞ্জয় তোমার কিমত ব্যবহার।
অনূঢ়া কন্যারে কেন কর বলাৎকার ॥
বলেন বাহিরে থাকি সত্রাজিত সুতা।
কহ পার্থ গণ্ডগোল কে করিছে হেথা ॥
সুভদ্রা বলেন সখি দেখ না আসিয়া।
আমারে অর্জ্জুন বীর ধরে কি লাগিয়া ॥
সত্যভামা বলে পার্থ অনূঢ়া এ নারী।
কিমতে ধরহ বলে হৈয়া ব্রহ্মচারী ॥
বসুদেব-সুতা হয় কৃষ্ণের ভগিনী।
কেন হেন কর্ম্ম কর ধার্ম্মিক আপনি ॥
বলেন বিনয় বাক্য পার্থ বীরবর।
অনন্ত নারীর মায়া বুঝিবে কি নর ॥
তোমার অশেষ মায়া বিধি অগোচর।
আমি কি বুঝিব নারিলেন দামোদর ॥
না জানিয়া তব আজ্ঞা করিনু লঙ্ঘন।
ক্ষমহ, তোমার পায় লইনু শরণ ॥
অর্জ্জুনের স্তবে তুষ্টা হইয়া ভারতী।
হাসিয়া বলেন ভীত নহ মহামতি ॥
যে হইল অর্জ্জুন বুঝিনু তব কর্ম্ম।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ কর আছয়ে যে ধর্ম্ম ॥
পাঁচ সাত সখী মিলি দিল হুলাহুলি।
দোঁহাকার গলে দোঁহে মালা দিল তুলি ॥
হেনমতে দোঁহাকার বিবাহ করাইয়া।
সত্যভামা গোবিন্দে কহেন সব গিয়া ॥
সত্যভামা বলেন যে আজ্ঞা কৈলা তুমি।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ দিয়া আইলাম আমি ॥
কালি প্রাতে কর তুমি বিবাহের কাজ।
দূত পাঠাইয়া আন কুটুম্ব-সমাজ ॥
অতএব বলি যে বিলম্ব নাহি সয়।
গোবিন্দ বলেন সতি এইমত হয় ॥
কিন্তু বলভদ্রের অর্জ্জুনে নাহি প্রতি।
পার্থে দিতে তাঁহার নহিবে মনোনীত ॥
সত্যভামা বলেন উপায় কিবা করি।
উপায় করিব বলি বলেন শ্রীহরি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম কহে সদা সাধু করে পান ॥

অর্জ্জুনসহ সুভদ্রার বিবাহে বলরামের অসম্মতি

প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নানদান।
একত্রে বসিল যব যাদব প্রধান ॥
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
অক্রূর সারণ গদ মুষলী মাধব ॥
প্রসঙ্গ করেন তবে দেব নারায়ণ।
সুভদ্রা দেখিয়া মম স্থির নহে মন ॥
বিবাহের যোগ্যা যে অবিবাহিতা থাকে।
অস্পৃশ্য তাহার অন্ন জল বলে লোকে ॥
অনূঢ়া কুমারী যদি হয় ঋতুমতী।
উভয়ত সপ্তকুল হয় অধোগতি ॥
কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসারেতে লাজ।
একারণে কন্যা দিতে না করিবে ব্যাজ ॥
সপ্তম বৎসরে কন্যা দিলে ফল পায়।
অতঃপর ইহাতে বিলম্ব না যুয়ায় ॥
আমার সম্বন্ধ যোগ্য না দেখি যে আর।
এক চিত্তে লয় মম কুন্তীর কুমার ॥
রূপে গুণে কুলে শীলে বলে বলবান।
পার্থ যোগ্য হয় করিয়াছি অনুমান ॥
শুনি বসুদেব তাহা করেন স্বীকার।
যে বলেন কৃষ্ণ চিত্তে লইল আমার ॥
সাত্যকি বলেন যদি কুলে ভাগ্য থাকে।
তবে ভদ্রা পাইবেক স্বামী অর্জ্জুনকে ॥
অর্জ্জুন সমান যোগ্য না দেখি ভূতলে।
ভাল ভাল বলি বলে যাদব সকলে ॥
এতেক সবার বাক্য শুনি হলধর।
রক্তচক্ষু করি ক্রোধে করেন উত্তর ॥
কেন চিন্তা কর সবে সুভদ্রা কারণে।
তার হেতু বর আমি চিন্তিয়াছি মনে ॥
কৌরব কুলেতে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন।
উর্দ্ধকুল বলি সিদ্ধ বিখ্যাত ভুবন ॥
বলে জিনে মত্ত শত সহস্র বারণ।
রূপেতে কন্দর্প জিনে ধরে বৈশ্রবণ ॥
অর্জ্জুনেরে শতাংশ না গণি তার গুণে।
না বুঝিয়া হেন বাক্য বল কি কারণে ॥

দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনানগর।
দুর্য্যোধনে হেথা নিয়া আসুক সত্বর ॥
শুভদিন করহ করিতে শুভকার্য্য।
রাজগণ আনাইব হ'তে সর্ব্ব রাজ্য ॥
এই বাক্য যদ্যপি বলেন হলধর।
অধোমুখ হ'য়ে কেহ না দেয় উত্তর ॥
কতক্ষণে বলরাম ডাকি দূতগণে।
রাজ্যে নিমন্ত্রণ লিখি দিল জনে জনে ॥
দুর্য্যোধনে লিখিয়া দিলেন সমাচার।
সুসজ্জা হইয়া এস বিবাহ তোমার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম কহে সাধু পীয়ে কর্ণ ভরি ॥

——

সুভদ্রা হরণের উদ্যোগ।

দিবা অবসান হৈল সন্ধ্যার সময়।
উঠি গেল যদুগণ যার যে আলয়।
সত্যভামা জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের প্রতি।
বিবাহে বিলম্ব কেন কর প্রাণপতি ॥
গোবিন্দ বলেন সতী কিসের বিবাহ।
পার্থ নাম শুনিয়া রামের জ্বলে দেহ ॥
বলেন যে বর করিয়াছি দুর্য্যোধনে।
দূত পাঠাইলেন তাহার সন্নিধানে ॥
শুনি সত্যভামা হৈয়া চমকিত চিতে।
অধোমুখ করিয়া বসিলেন ভূমিতে ॥
বলিলেন কহ দেব কি হবে এখন।
অনর্থ হইল এবে সুভদ্রা কারণ ॥
অর্জ্জুন শুনিলে পাছে যায় পলাইয়া।
ভগিনীরে দিবে কি হে অন্যবরে বিয়া ॥
গোবিন্দ বলেন দেবি কেন কর গোল।
করিব উপায় আমি নহ উতরোল ॥
সত্যভামা বলেন বিলম্ব কথা নহে।
কেহ যদি একথা রামেরে গিয়া কহে ॥
উপায় না করি কেন মৌনেতে রহিলে।
হেন বুঝি কলঙ্ক করিবা যদুকুলে ॥
এই লজ্জা ভয়ে মম হইতেছে কাঁপ।
না দেখাব মুখ আর জলে দিব ঝাঁপ ॥

স্ত্রীলোকেতে জানে যে স্ত্রীলোকের বেদন।
শাশুড়ীর অগ্রে আমি করি নিবেদন ॥
এত বলি উঠি গেল দৈবকী সদন।
কহিলেন যতেক সুভদ্রা বিবরণ ॥
শুন শুন ঠাকুরাণী করি নিবেদন।
কুললজ্জা ভয়ে মম স্থির নহে মন ॥
সুভদ্রা আসক্তা হৈল বীর ধনঞ্জয়ে।
বলিল নহিলে প্রাণ ছাড়িব নিশ্চয়ে ॥
গান্ধর্ব্ব বিবাহ আমি দিলাম দোঁহার।
এবে শুনি এখন হইবে বর আর ॥
শুনি দৈবকী দেবী হইয়া বিস্মিতা।
বলভদ্র-গৃহে যান রোহিণী সহিতা ॥
দৈবকী বলেন তাত শুন হলপাণি।
অর্জ্জুনে না দেহ কেন সুভদ্রা ভগিনী ॥
রূপে গুণে কুলে শীলে সকল বাখান।
কুটুম্বে কুটুম্ব হবে কেন কর আন ॥
রাম বলে জননী না বুঝি কেন কহ।
পাণ্ডবের জন্মকথা সকলি জানহ ॥
আমার কুটুম্বযোগ্য নহে ধনঞ্জয়।
অযোগ্য সম্বন্ধে মাতা সব নষ্ট হয় ॥
এই হেতু দুর্য্যোধনে পাঠাইনু দূত।
নিষ্কলঙ্ক সর্ব্বযোগ্য হয় কুরুসুত ॥
তিনলোকে বিখ্যাত পাণ্ডব জারজাত।
হেনজনে দিতে চাহ সুভদ্রা কিমত ॥
রোহিণী বলেন তাত সবার বিচার।
তাত ভ্রাতা তোমার যতেক জ্ঞাতি আর ॥
কি হেতু সবার বাক্য করহ হেলন।
দেহ অর্জ্জুনেরে ভদ্রা সবাকার মন ॥
সাধু ধর্ম্মশীল পার্থ গুণী সর্ব্বগুণে।
তারে নাহি দিয়া ভদ্রা দিবা অন্যজনে ॥
যে কহ সে কহ তাত ক্রোধ কর তুমি।
কল্য প্রাতে পার্থে সুভদ্রা দিব যে আমি ॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য কম্পিত অধর।
তাম্র দুই চক্ষু যেন জ্বলে বৈশ্বানর ॥
বাতুলের বাক্যমত কহিছ বচন।
অন্য হৈলে কোথা তার রহিত জীবন ॥

গোবিন্দের কথা যত করিলা স্বীকার।
জাতিকুল গোবিন্দের নাহিক বিচার।
ভক্তি করি দুই কথা যেই জন কয়।
না বিচারি ভাল মন্দ সেই বন্ধু হয় ॥
কল্য তার পুত্রে দুর্য্যোধন দিল সুতা।
নাহিক তিলেক স্নেহ নব কুটুম্বিতা ॥
শিষ্য বলি তারে অতি স্নেহ আমি করি।
এই হেতু সবে ক্রুদ্ধ তাহার উপরি ॥
কার শক্তি দিতে পারে ভদ্রা অর্জ্জুনেরে।
যাহ মাতা আর কিছু না বল আমারে ॥
এতেক রামের বাক্য শুনিয়া রোহিণী।
উঠি গেল দুইজনে বিষণ্ণ বদনী ॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনিরাজ শুন।
কোন্ কৃষ্ণ পুত্রে কন্যা দিল দুর্য্যোধন ॥
না কহ আমারে ইহা মুনি কি কারণ।
কহ শুনি মুনিরাজ বড় ইচ্ছা মন ॥

দুর্য্যোধন কন্যার লক্ষণার স্বয়ম্বর।

মুনি বলে অবধান কর নৃপবর।
দুর্য্যোধন নৃপতির কন্যা স্বয়ম্বর ॥
ভানুমতী-গর্ভে জন্ম একই দুহিতা।
রূপে গুণে অনুপমা সর্ব্বগুণান্বিতা ॥
ভুবনমোহিনী কন্যা সর্ব্ব সুলক্ষণা।
সে কারণে তার নাম থুইল লক্ষণা ॥
বিবাহ সময় কন্যা দেখি নরবর।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে কৈল স্বয়ম্বর ॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
পৃথিবীতে নিবাস আছিল যে যে স্থানে ॥
আইল যতেক রাজা কত লব নাম।
রূপবন্ত গুণবন্ত কুলে অনুপম ॥
রথ গজ অশ্ব দেখি না হয় গণনে।
বিবিধ বাদ্যের শব্দ না শুনি শ্রবণে ॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
চরণধুলিতে আচ্ছাদিল দিনমণি ॥
সবাকারে দুর্য্যোধন করিল সম্মান।
বসিল নৃপতিগণ যার যেই স্থান ॥

নারদের মুখে বার্ত্তা পায় শাম্ব বীর।
শুনিয়া কন্যার রূপ হইল অস্থির।
একেশ্বর রথে চড়ি করিল গমন।
কিমতে পাইব কন্যা চিন্তে মনে মন ॥
অলক্ষিতে একান্তে রহিল রথোপরে।
হেনকালে বাহির করিল লক্ষণারে ॥
অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু।
ঝলমল কুণ্ডল কমল প্রিয়বন্ধু ॥
সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর রঙ্গিমা।
ভ্রূভঙ্গ অনঙ্গ চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা ॥
খঞ্জন গঞ্জনে চক্ষু অঞ্জনে রচিত।
শুকচঞ্চু নাসা শ্রুতি গৃধিনী নিন্দিত ॥
বিপুল নিতম্ব গতি জিনিয়া মরাল।
চরণে কিঙ্কিণী আর নূপুর রসাল ॥
নির্ধুমাগ্নি কিম্বা যেন রচিলা বিদ্যুতে।
বালসূর্য্য উদয় করিল পূর্ব্বভিতে ॥
দৃষ্টিমাত্র রাজগণ হারায় চেতন।
দেখি জাম্ববতী সুতে পীড়িল মদন ॥
শীঘ্রগতি ধরি হাতে তুলিলেক রথে।
চালাইয়া দিল রথ দ্বারকার পথে ॥
ধর ধর বলিয়া ধাইল সেনা সব।
নানা অস্ত্র লয়ে ধায় যতেক কৌরব ॥
কৃষ্ণের নন্দন শাম্ব কৃষ্ণের সমান।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ এড়ে দিব্য বাণ ॥
কাটিল অনেক সৈন্য চক্ষুর নিমিষে।
নাহিক ভ্রূভঙ্গ বীর যুঝে অনায়াসে ॥
হস্তী অশ্ব রথ রথী পড়ে সারি সারি।
যতেক মারিল যুদ্ধে লিখিতে না পারি ॥
ভয়েতে সম্মুখে তার কেহ নাহি রয়।
ক্রোধে অগ্র হৈয়া বলে সূর্য্যের তনয় ॥
বালক হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
কন্যা হরি লৈয়া যাস্ অগ্রেতে আমার ॥
প্রতিফল ইহার পাইবি এইক্ষণে।
এত বলি কর্ণবীর এড়ে অস্ত্রগণে ॥
ইন্দ্রজাল অস্ত্র এড়ে সূর্য্যের নন্দন।
নারি নিবারিতে শাম্ব পড়িল বন্ধন ॥

ধরিল ধরিল চোর বলি শব্দ হৈল।
ফেল কাটি বলিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল।
আমা লঙ্ঘে এই চোর আমার অগ্রেতে।
দক্ষিণ মশানে লৈয়া কাট এই পথে ॥
নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে ধায় দুঃশাসন।
অনেক মারিয়া নিল করিয়া বন্ধন ॥
কর্ণ প্রতি জিজ্ঞাসেন রাজা দুর্য্যোধন।
চিনিলা কি এই চোর কাহার নন্দন ॥
কর্ণ বলে মহারাজ এত গর্ব্ব কার।
চোরপুত্র বিনা চুরি কে করিবে আর ॥
শুনি দুর্য্যোধনের কাঁপিছে কলেবর।
কড়মড় দশনে কচালে করে কর ॥
গোকুলেতে বাড়িল গোপ অন্ন খাইয়া ॥
ক্ষত্রকুলে কেহ কন্যা নাহি দেয় বিয়া ॥
চুরি করি সব ঠাঁই এইমত লয়।
সহজে চোরের জাতি কিবা লাজ ভয় ॥
সর্ব্বত্র করিয়া চুরি বাড়িয়াছে মন।
নাহি জানে দুরন্ত এ যমের সদন ॥
সভাতে এ সব লজ্জা দিলেক আমায়।
কাট লৈয়া চোরেরে বিলম্ব না যুয়ায় ॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কে চোর বলিয়া বলে ধর্ম্মের নন্দন ॥
দুর্য্যোধন বলে যুধিষ্ঠির মহারাজ।
তোমার কি অগোচর সেই চোররাজ ॥
ভাই ভাই বলি যারে বলহ আপনি।
গোকুলে করিল চুরি গোকুল-কামিনী ॥
বিদর্ভে করিল চুরি ভীষ্মক-দুহিতা।
পুত্র কাম কৈল চুরি ব্রজনাভসুতা ॥
পৌত্র চুরি করিলেক বাণের নন্দিনী।
এ তিন পুরুষে চোর বিখ্যাত ধরণী ॥
শুনিয়া বিষন্ন মুখ হৈয়া ধর্ম্মরাজ।
কৃষ্ণনিন্দা শুনিয়া দুঃখিত হৃদিমাঝ ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাই না হয় উচিত।
গোবিন্দের নিন্দা কর সবার বিদিত ॥
যে পারে করিতে চুরি সেই করে চুরি।
কাহার শক্তিতে কৃষ্ণে কি করিতে পারি ॥
দুর্য্যোধন বলে ভাল বল ধর্ম্মরাজ।
যাহা হৈতে আমার ভুবনে হৈল লাজ ॥
মম কন্যা চুরি করি লয় দুরাচার।
তারে নিন্দা করিতে এ উত্তর তোমার।
যুধিষ্ঠির কহে কন্যা কে করিল চুরি।
আন দেখি তাহারে চিনিতে যদি পারি ॥
দুর্য্যোধন বলে চোরে কোন্ কর্ম্ম হেথা।
যে কেহ হউক শীঘ্র কাট তার মাথা ॥
যুধিষ্ঠির বলে যদি কৃষ্ণের নন্দন।
তারে কাটি ভাল না হইবে দুর্য্যোধন ॥
কৃষ্ণ বৈরী হৈলে ভাই রক্ষা আছে কার।
কুরুকুলে বাতি দিতে না থাকিবে আর ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের পঞ্চানন।
কৃষ্ণ ক্রোধ করিলে রাখিবে কোন্ জন ॥
দুর্য্যোধন বলে যদি তুমি ডরাইলে।
ইন্দ্রপ্রস্থে যাও প্রাণ লয়ে এইকালে ॥
এক্ষণে শরণ গিয়া লহ কৃষ্ণ ঠাঁই।
মারিব চোরেরে আমি কারে না ডরাই ॥
দুর্য্যোধন-বাক্য যে শুনিয়া বৃকোদর।
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধাইল সত্বর ॥
মশানেতে দুঃশাসন ধরি শাম্বচুলে।
কাটিবারে হস্তে বীর খড়্গ চর্ম্ম তোলে ॥
বায়ুবেগে বৃকোদর উত্তরিল গিয়া।
হাত হৈতে খড়্গ চর্ম্ম লইল কাড়িয়া ॥
তাহারে বলিল তোর কিমত বিচার।
কাটিবারে আনিয়াছ কৃষ্ণের কুমার ॥
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা কৈল লইতে বাহুড়ি।
এত বলি ছিঁড়িল সে বন্ধনের দড়ি ॥
হাতে ধরি কোলে করি লইল শাম্বেরে
শাম্ব দেখি যুধিষ্ঠির কহেন সাদরে ॥
জাম্ববতী-নন্দন হে বৎসল আমার।
চুম্বিয়া নিলেন কোলে ধর্ম্মের কুমার ॥
দেখি ক্রোধে দুর্য্যোধন কাঁপে থরথরে।
দেখ দেখ বলিয়া বলয়ে সবাকারে ॥
দেখ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আপন বিদিত।
নিরন্তর কহ যে পাণ্ডব তব হিত ॥

কুলের কলঙ্ক যেই অধর্ম্ম আচার।
হেনজনে মারিতে সহায় হৈল তার ॥
যুধিষ্ঠির বলে ভাই দেখ দুর্য্যোধন।
এইরূপ সভামধ্যে আছে কোন্ জন ॥
যদু মহাকুলে জন্ম কৃষ্ণের কুমার।
কৃষ্ণপুত্রে দিব কন্যা কুলের আচার ॥
উহারে না দিয়া কন্যা আর কারে দিবা।
বর পূর্ব্বা হৈলা কন্যা কলঙ্ক হইবা ॥
কে আর করিবে বিভা পৃথিবীমণ্ডলে।
সভাতে দেখিল শাম্ব করিলেন কোলে ॥
দুর্য্যোধন বলয়ে তোমার নাহি দায়।
এইমত গৃহে পাছে রাখিব কন্যায় ॥
মারিব দুষ্টেরে তুমি ছাড়শীঘ্রগতি।
ভীম বলে দুর্য্যোধন ছন্ন হৈল মতি ॥
কি দেখিয়া এত গর্ব্ব হইল তোমার।
কৃষ্ণপুত্রে মারিবা যে অগ্রেতে আমার ॥
কে আসে আসুক দেখি তাহার বদন।
গদাঘাতে দেখাইব যমের সদন ॥
এত বলি গদা লৈয়া বীর বৃকোদর।
অবিরত ঘুরায় সে মস্তক উপর ॥
ভীমের বচন শুনি দুর্য্যোধন ক্রোধে।
কাড়ি লহ বলি আজ্ঞা দিল সব যোধে ॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞাতে যতেক সহোদর।
হাতে গদা করি সব ধাইল সত্বর ॥
ব্যাঘ্রের সম্মুখে যেতে লাগে যেন শঙ্কা।
দেখি ধায় বৃকোদর সদা রণডঙ্কা ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ কহে দাঁড়াইয়া মধ্যস্থানে।
আপনা আপনি তাত দ্বন্দ্ব কর কেনে ॥
বন্দী করি রাখ শাম্বে আমার গৃহেতে।
বুঝিয়া ইহার দণ্ড করিব পশ্চাতে ॥
দুর্য্যোধন বলে তাত কৃষ্ণের এ সুত।
শ্রুতমাত্র যদুবলে আসিবে অচ্যুত ॥
ইহারে এক্ষণে যদি প্রাণেতে মারিবে।
গোবিন্দ করিলে ক্রোধ অনর্থ হইবে ॥
যুদ্ধ করি গোবিন্দে করিব পরাজয়।
অনেক সাধিব এরে ঘরেতে আছয় ॥

যুধিষ্ঠির বলিলে ভাল ভাল বলি।
দুর্য্যোধন বলে, দেহ চরণে শিকলি ॥
চরণে নিগড় দিয়া নিল গুরু দ্রোণ।
নিজ নিজ গৃহে সব করিল গমন ॥

শাম্বের বন্ধন সংবাদ লইয়া নারদের গমন।

বন্ধনে রহিল শাম্ব কৃষ্ণের নন্দন।
বার্ত্তা দিতে চলেন নারদ তপোধন ॥
কহেন গোবিন্দ প্রতি গদগদ কথা।
শুনহ গোবিন্দ শাম্ব পুত্রের বারতা ॥
দুর্য্যোধন দুহিতার স্বয়ম্বর কালে।
স্বয়ম্বর স্থানে তারে শাম্ব হরি নিলে ॥
যুদ্ধ করি বন্দী তারে কৈল ইন্দ্রজালে।
কতেক কহিব দেব যতেক মারিলে ॥
কাটিতে লইয়া গেল দক্ষিণ মশানে।
যুধিষ্ঠির রাখিলেন দিয়া ভীমসেনে ॥
অনেক করিল দ্বন্দ্ব তাহার সহিতে।
বদ্ধ করি রাখিয়াছে ভীষ্মের গৃহেতে ॥
ক্ষুধায় আকুল শাম্ব আর নানা ক্লেশ।
বিবিধ অস্ত্রের ঘাত প্রাণ মাত্র শেষ ॥
তোমারে যতেক গালি দিল দুর্য্যোধন।
আমি কি কহিব সব করিয়া বর্ণন ॥
শুনি কৃষ্ণ হইলেন ক্রোধেতে অস্থির।
সেইক্ষণে যদুসৈন্যে হইল বাহির ॥
এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়া হলধর।
দুর্য্যোধন হেতু তাপ করেন বিস্তর ॥
ক্রোধে যাইতেছে কৃষ্ণ সাজি সেনাগণে।
সবংশেতে মারিবেন আজি দুর্য্যোধনে ॥
এত চিন্তি আপনি রেবতীপতি গিয়া।
শ্রীপতিরে কহিছেন বিনয় করিয়া ॥
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ।
আমি গিয়া পুত্রবধূ আনিব এক্ষণ ॥
ইত্যাদি অনেকবিধ কৃষ্ণে বুঝাইয়া।
আপনি গেলেন রাম কৃষ্ণেরে রাখিয়া ॥
হস্তিনানগরে রাম হৈয়া উপনীত।
দুর্য্যোধনে দূত পাঠাইলেন ত্বরিত ॥

। বুঝিয়া দুর্য্যোধন এ কর্ম্ম তোমার।
ন্ধ করি রাখ গৃহে কৃষ্ণের কুমার॥
য হইল দোষ ক্ষমিলাম সে তোমারে।
পুত্রবধূ আনি দেহ আমার গোচরে॥
এত শুনি দুর্য্যোধন দূতের বচন।
ক্রোধে থরথর অঙ্গ করয়ে গর্জ্জন॥
য বাক্য বলিলে তুমি গুরু বলি মানি।
অন্য হৈলে সেই জন দেখিত এখনি॥
পাঠাইলা পুত্রে হেথা চুরি কর গিয়া।
এবে বলে পুত্রবধূ দেহ পাঠাইয়া॥
কে পুত্রবধূকে তার দিবে পাঠাইয়া।
লজ্জা নাহি তেঁই হেন পাঠায় কহিয়া॥
যাও দূত কহ গিয়া এ বাক্য আমার।
ভালে ভালে নিজ গৃহে যাও আপনার॥
দূত গিয়া কহিল সকল বিবরণ।
শুনি ক্রোধে হলধর কম্পিত নয়ন॥
ক্রোধে হলী মূষল নিলেন তুলে হাতে।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন ভূমিতে॥
ক্রোধে থরথর অঙ্গ পদ নাহি চলে।
ধরণীতে লাঙ্গল দিলেন সেই স্থলে॥
রাজা প্রজা পাত্রমিত্র সহিত সকলে।
নগর সহিত যেন পড়ে গঙ্গাজলে॥
হস্তিনানগর পঞ্চ যোজন বিস্তার।
রামের লাঙ্গলে উঠে হইয়া বিদার॥
দেখি হাহাকার শব্দ হইল নগরে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় সবে রামের গোচরে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সংহতি।
শত ভাই দুর্য্যোধন পাণ্ডব প্রভৃতি॥
করযোড়ে করুণ বচনে করে স্তুতি।
রক্ষা কর বলদেব রেবতীর পতি॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
অনাদি অনন্ত তুমি ব্যাপ্ত চরাচর॥
তুমি ক্রোধী হইলে ভস্ম হৈবে সংসার।
তোমার ক্রোধেতে এ হস্তিনা কোন ছার॥
যুবা বৃদ্ধ শিশু গো ব্রাহ্মণ নারায়ণ।
বিশেষ তোমার বধূ আছয়ে লক্ষ্মণ॥
ক্ষমা কর কৃপাময় পড়ি যে চরণে।
এইবার রাখ প্রভু দয়া করি মনে॥
এতেক সবার স্তুতি শুনি বলরাম।
রাখিলেন লাঙ্গল হইল ক্রোধ শাম॥
ততক্ষণ দুর্য্যোধন শাম্বেরে লইয়া।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে ভূষণ করিয়া॥
লক্ষ্মণার সহিত লইয়া দোঁহা রথে।
বিবিধ যৌতুক দিল শাম্বের অগ্রেতে॥
দেখিয়া সানন্দ হৈয়া রেবতীরমণ।
পুত্রবধূ লয়ে শীঘ্র করেন গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান॥

সুভদ্রার বিবাহ কারণ সত্যভামার মহাচিন্তা ও হস্তিনায় দূত প্রেরণ।

মুনি বলে অবধান করহ নৃপতি।
রামবাক্য শুনি দোঁহে হৈল দুঃখমতি॥
অধোমুখে বসিলেন দৈবকী রোহিণী।
সতী বলিলেন সর্ব্বনাশ ঠাকুরাণী॥
না দিলে মরিবে পার্থ মারিবেক ক্রোধে।
আর কত করিবেক তা সহ বিরোধে॥
মরিবে অনেক লোক সুভদ্রা কারণ।
এক্ষণে না হয় কেন সুভদ্রা মরণ॥
গরল খাউক কিম্বা প্রবেশুক জলে।
সকল অনিষ্ট খণ্ডে সুভদ্রা মরিলে॥
আমি তার সহ করি জলেতে প্রবেশ।
সংসারেতে লোকলজ্জা স্ত্রীবধ বিশেষ॥
এতেক ভাবিয়া দেবী আকুল পরাণ।
পুনঃ উঠি যান দেবী গোবিন্দের স্থান॥
দৈবকী রোহিণী দেবী কহিলেন যত।
গোবিন্দে করান দেবী তাহা অবগত॥
গোবিন্দ বলেন প্রিয়ে ভয় কি তোমার।
উপায় করিব ইথে সে ভার আমার॥
দূত পাঠাইয়া আন তুমি ধনঞ্জয়।
সতী বলে আমি যাই দূত কর্ম্ম নয়॥

একাকিনী যান সতী পার্থের সদন।
দেখেন সুভদ্রা সহ আছেন অর্জ্জুন ॥
সত্যভামা বলেন কি নিশ্চিন্ত আছহ।
এতেক প্রমাদ পার্থ তুমি না জানহ ॥
পার্থ বলিলেন দেবী কিসের প্রমাদ।
যাহার সহায় দেবী তব যুগ্মপাদ ॥
পার্থেরে লইয়া সতী যান কৃষ্ণস্থান।
হস্তে ধরি পালঙ্কে বসান ভগবান ॥
গোবিন্দ বলেন সখা কর অবধান।
পিতৃ আজ্ঞা তোমারে সুভদ্রা দিতে দান ॥
লাঙ্গলী বলেন আমি দিব দুর্য্যোধনে।
এত বলি দূত পাঠাইলেন সে স্থানে ॥
কি হইবে কহ সখা উপায় ইহার।
শুনি হাসি বলিলেন কুন্তীর কুমার ॥
এই কথা হেতু সখা চিন্তা কেন মনে।
তোমার প্রসাদে আমি জিনি ত্রিভুবনে ॥
মৃত্যুপতি মৃত্যুঞ্জয় ইন্দ্রে নাহি ডরি।
কামপাল কত শক্তি ধরেন শ্রীহরি ॥
দাণ্ডাইয়া আপনি দেখুন হলধর।
সুভদ্রা লইয়া যাই সবার গোচর ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।
লুকাইয়া ভদ্রা লৈয়া করহ গমন ॥
মম রথে চড়ি যাহ মৃগয়ার ছলে।
সুভদ্রা পাঠাব আমি স্নান হেতু জলে ॥
সেই রথে ল'য়ে তুমি করিবে গমন।
পশ্চাতে করিব শান্ত রেবতীরমণ ॥
এতেক বলিল যদি দৈবকী-কুমার।
অর্জ্জুন বলেন দেব যে আজ্ঞা তোমার ॥
হেনমতে বিচার করিয়া দুইজন।
নিজ গৃহে চলিলেন করিতে শয়ন ॥
প্রভাতে উঠিয়া পার্থ করি স্নানদান।
কি করিব বসিয়া করেন অনুমান ॥
এতেক অনর্থ হবে রাম সহ রণ।
কিছু না জানেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন ॥
এত চিন্তি ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠাইয়া।
বলিলেন সমস্ত বৃত্তান্ত বিবরিয়া ॥

আমারে সুভদ্রা দিতে কৃষ্ণের মানস।
কামপাল হইলেন তাহাতে বিরস ॥
তাহে কৃষ্ণ বলিলেন লহ লুকাইয়া।
ইহার বিহিত আজ্ঞা দেহ পাঠাইয়া ॥
শুনিয়া বলেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
পাণ্ডবের সখা বল বুদ্ধি নারায়ণ ॥
তিনি কহিবেন যাহা করিবা সে কাজ।
শুনি পার্থ সানন্দ হইলেন হৃদিমাঝ ॥
হেনমতে সপ্তনিশা গত হয় তথা।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা শুনিল বারতা ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী হরিষ সর্ব্বজন।
কৃষ্ণের ভগিনীপতি হবে দুর্য্যোধন ॥
বহু দেশ হইতে আসিল বন্ধুগণ।
বিবাহ সামগ্রী হেতু করে আয়োজন ॥
স্থানে স্থানে বসি সবে করেন বিচার।
দুর্য্যোধনে পাণ্ডবের ভয় নাহি আর ॥
এই কথা অহর্নিশি চিন্তে মনে মন।
আজি হৈতে নির্ভয় হইল দুর্য্যোধন ॥
পাণ্ডবের সহায় কেবল নারায়ণ।
দুর্য্যোধনের আত্মবন্ধু হইল এখন ॥
দ্রোণ বলে কৃষ্ণের কুটুম্বে নাহি প্রীত।
তাঁর নাহি পরাপর ভক্তজন হিত ॥
বিদুর কহেন কথা আশ্চর্য্য লাগয়।
কৃপাচার্য্য বলে ইহা কদাচিত নয় ॥
দুর্য্যোধনে অপ্রীত গোবিন্দ মহাশয়।
এমন হইবে কর্ম্ম মনে নাহি লয় ॥
দূতস্থানে জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ।
সকল বৃত্তান্ত দূত কহিল তখন ॥
দ্বারকাতে আছেন অর্জ্জুন কুন্তীসুত।
তাহারে সুভদ্রা দিবে বলেন অচ্যুত ॥
পাণ্ডবে অপ্রীত রাম না করে স্বীকার।
দুর্য্যোধনে দিব বলে রোহিণীকুমার ॥
গোবিন্দের চিত্ত নহে দুর্য্যোধনে দিতে।
না হয় নির্ণয় কিছু যা হয় পশ্চাতে ॥
ভীষ্ম বলে দুর্য্যোধন পাবে লজ্জা মাত্র।
যে কেহ করুক বিভা, মোরা বরযাত্র ॥

সুভদ্রা হরণ।

দুর্য্যোধনের বরবেশে দ্বারকায় গমন।

দুর্য্যোধন দূত পাঠাইল ধর্ম্মস্থানে।
সকলে আসিবা মম বিবাহ কারণে॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিস্ময় অন্তর।
সহদেবে ডাকি জিজ্ঞাসেন নরবর॥
অনর্থের প্রায় কথা লয় মম মনে।
কহ সহদেব ইথে হইবে কেমনে॥
সহদেব বলেন শুনহ নরনাথ।
সুভদ্রার বিবাহ হইল দিন সাত॥
সত্যভামা বিবাহ দিলেন লুকাইয়া।
হরির আজ্ঞায় বলরামে না কহিয়া॥
রামের বাসনা ভদ্রা দিতে দুর্য্যোধনে।
দুর্য্যোধন যাইতেছে রামের কারণে॥
ইহার উচিত বিধি করিবা আপনি।
তার হেতু চিন্তিত না হবে নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির বলেন এ লজ্জার বিষয়।
আমার যাইতে তথা উচিত না হয়॥
না গেলে হইবে দুঃখী রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি সসৈন্যে ভীম করহ গমন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর বৃকোদর।
পাঁচ অক্ষৌহিণী দলে চলেন সত্বর॥
আনন্দেতে দুর্য্যোধন বরবেশ ধরে।
রত্নময় চতুর্দ্দোলে আরোহণ করে॥
দুর্য্যোধন বেশ দেখি ভীমে হৈল ক্রোধ।
ডাকিয়া বলিল তোমা সবাই অবোধ॥
এথা হইতে দ্বারাবতী আছে দূর দেশ।
এই স্থানে কি হেতু করিলা বরবেশ॥
দুঃশাসন বলে কহ কি দোষ ইহাতে।
দেখিতে না পার যদি আইস পশ্চাতে॥
ভীম বলে ভাল মন্দ বুঝিবা হে শেষে।
কোন্ কন্যা বিবাহেতে যাও বরবেশে॥
তোমার নিকটে দূত পরশ্ব আইল।
সুভদ্রা বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল॥
অকারণ সভামধ্যে গিয়া পাবে লাজ।
তেঁই সে বলিনু বরবেশে নাহি কাজ॥
পিছে কেন যাব আমি যাই তব আগে।
এত বলি সসৈন্যে চলিল বীর বেগে॥
বিস্মিত শকুনি কর্ণ দুর্য্যোধন শুনি।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর করেন কানাকানি॥
দুঃশাসন বলে যে বলিল বৃকোদর।
সত্য হেন লাগে প্রায় আমার অন্তর॥
কে না জানে ভীমের যেমন বুদ্ধি খল।
বরবেশ দেখি আত্মা হইল বিকল॥
বাতুলের প্রায় বলে যা আইসে মুখে।
চল শীঘ্র দেখিয়া ফাটয়ে যেন বুকে॥
এত বিচারিয়া সবে করিল গমন।
তিন দিন গেল পথ শতেক যোজন॥
দুর্য্যোধন রাজা তবে করিয়া যুকতি।
পত্র লিখি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি॥
রোহিণী নক্ষত্র শেষ অক্ষয় তৃতীয়া।
দ্বিতীয় প্রহর কল্য উত্তরিব গিয়া॥
করহ কন্যার অধিবাস আজ রাতি।
কালিরাত্রে বৈবাহিক শ্রেষ্ঠলগ্ন তিথি॥
দূত গিয়া দিল পত্র মুষলীর হাতে।
পত্র পড়ি বলরাম কহেন সভাতে॥
করহ ভদ্রার গন্ধ অধিবাস আজি।
নিকটে আইল রাজা দুর্য্যোধন সাজি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের সুভদ্রা হরণ।

বলভদ্রের আজ্ঞা পাইয়া নারীগণ।
পিটালি হরিদ্রা লৈয়া কৈল উদ্বর্ত্তন॥
তৈল আমলকা গন্ধ মাখিল কুন্তলে।
স্নান করিবারে গেল সরস্বতী কূলে॥
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পেয়ে দেবী সত্যবতী।
ভদ্রা লৈয়া গেল সহ অনেক যুবতী॥
অর্জ্জুনেরে ডাকিয়া বলেন নারায়ণ।
অর্জ্জুন শুনিলে কি আইল দুর্য্যোধন॥
আজি অধিবাস আজ্ঞা দিল হলপাণি।
সরস্বতী-কূলে গেল সুভদ্রা ভগিনী॥

মৃগয়ার ছলে চড়ি যাও মম রথে।
সুভদ্রা লইয়া তুমি যাও সেই পথে ॥
দারুকে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলেন ইঙ্গিতে।
অর্জ্জুনে লইয়া তুমি যাও মম রথে ॥
যা কহিবে অর্জ্জুন না করিও অন্যথা।
যথায় বলিবে রথ লৈয়া যাবে তথা ॥
পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা দারুক সত্বর।
সাজায়ে আনিল রথ অর্জ্জুন গোচর ॥
সুসজ্জ হইয়া পার্থ লৈয়া ধনুঃশরে।
খড়্গ ছুরি গদা শূল চক্র লৈয়া করে ॥
কৃষ্ণরথে আরোহণ করি মহাবীর।
চালাইয়া দেন রথ সরস্বতী তীর ॥
যথা ভদ্রা করে স্নান নারীগণ মাঝে।
ধীরে ধীরে অর্জ্জুন চলেন পদব্রজে ॥
ধরিয়া ভদ্রারে তুলি চড়াইয়া রথে।
চালাইয়া দেন রথ ইন্দ্রপ্রস্থ পথে ॥
হাহাকারে ডাকিল যতেক কন্যাগণ।
সুভদ্রা হরিয়া লয় কুন্তীর নন্দন ॥
শব্দ শুনি বেগে ধায় সভাপাল সব।
ধর ধর বলি ডাকে আরে রে পাণ্ডব ॥
আরে পার্থ মতিচ্ছন্ন হইল তোমারি।
কেমন সাহস তোর হেন গৃহে চুরি ॥
না পলাও বলি তারে পাছেতে ডাকিল ॥
শৃগালের শব্দে যেন সিংহ নেউটিল ॥
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করি শরজাল।
নিমিষে কাটেন তিন্ লক্ষ সভাপাল ॥
সভাপাল মারিয়া চালাইলেন রথ।
নিমিষে গেলেন পার্থ দশ ক্রোশ পথ ॥
সুভদ্রা হরিল বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
চতুর্দ্দিকে ধাইয়া আইল সর্ব্বজনে ॥
গদ শাম্ব আইল লইয়া বহু সেনা।
পাইয়া রামের আজ্ঞা ধায় সর্ব্বজনা ॥
ধর গিয়া বলি আজ্ঞা দেন হলধর।
সসৈন্যে সারণ বীর চলিল সত্বর ॥
ক্রোধে বলভদ্র তনু কাঁপে থর থর।
ফুলিয়া হইল তনু যেমন মন্দর ॥
প্রলয় মেঘের শব্দ ডাকে যেন গলা।
অঙ্গ হৈতে ছিঁড়িয়া পড়িল বনমালা ॥
রাম বলে এত গর্ব্ব পাণ্ডবের হৈল।
শ্বা হইয়া যজ্ঞহবি লইতে ইচ্ছিল।
চণ্ডাল হইয়া ইচ্ছা হরিল ব্রাহ্মণী।
গারুড়ি আজ্ঞাতে যেন ধরে কালফণী ॥
যে পুরে সূর্য্যেন্দু বায়ু তেজ মন্দ বয়।
যে পুরে আসিতে শক্তি শমনের নয় ॥
হের দেখ মতিচ্ছন্ন হৈল দুরাচার।
চুরি করি ল'য়ে যায় ভগিনী আমার ॥
এই দোষে তোরে আজি মারিব সমূলে।
বাতি দিতে না রাখিব পাণ্ডবের কুলে ॥
তাহারে মারিব যে হইবে তার অংশে।
পৃথিবী খুঁজিয়া আমি মারিব সবংশে ॥
ইন্দ্রপ্রস্থ মাটি আজি তাড়িয়া লাঙ্গলে।
ফেলাইয়া দিব ল'য়ে সমুদ্রের জলে ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন।
কার শক্তি মম শত্রু করিবে রক্ষণ ॥
জানি আমি পাণ্ডবের অতি মন্দ রীতি।
না জানিয়া কৃষ্ণ তার সহ কৈল প্রীতি ॥
অন্তঃপুরে দেয় তারে রহিবারে স্থান।
নহে কেন এতেক হইবে অপমান ॥
যত স্নেহ করিনু শুধিল তারগুণ।
ভগিনী হরিয়া মুখে দিল কালি চুণ ॥
প্রতিফল ইহার পাইবে দুষ্ট আজি।
এত বলি বাহির হলেন রাম সাজি ॥
বামেতে লাঙ্গল ধরি দক্ষিণে মুষল।
বজ্রহস্তে শোভা যেন করে আখণ্ডল ॥
কৃষ্ণে ডাক বলি দূতে দেন পাঠাইয়া।
সে প্রিয়সখার কর্ম্ম দেখুক আসিয়া ॥

যাদবগণের অর্জ্জুনের পশ্চাদ্ধাবন।

গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
চালাইয়া দিল রথ পবনগমন ॥
না পলাও শুন পার্থ ডাকে যদুগণ।
শুনিয়া দারুক প্রতি বলেন অর্জ্জুন ॥

ফিরাও দারুক রথ ডাকে ক্ষত্রগণে।
না দিয়া প্রবোধ তারে যাইব কেমনে॥
দারুক বলিল পার্থ কহ কি অদ্ভুত।
গোবিন্দ অধিক দেখ গোবিন্দের সুত॥
ইহা সব সহ যুদ্ধ না হয় উচিত।
সময় বুঝিয়া যুদ্ধ আছে ক্ষত্রনীত॥
এ কর্ম্ম করিতে শক্ত নহিবে অর্জ্জুন।
পলাইতে যথা চাহ বলহ এক্ষণ॥
কৃষ্ণপুত্রে প্রহারিয়া চড়ি এই রথে।
মম শক্তি নহিবে তুরঙ্গ চালাইতে॥
পার্থ বলে দারুক এ নহে ব্যবহার।
যুদ্ধ হেতু ডাকিতেছে পশ্চাতে আমার॥
হেন অপযশ মম ঘুষিবে ভুবনে।
শৃগালের প্রায় যাব কি কাজ জীবনে॥
কৃষ্ণপুত্র আসুক আপনি কৃষ্ণ আসে।
কিম্বা যুধিষ্ঠির ভীম সমরে প্রবেশে॥
যুদ্ধ হেতু আমারে ডাকিলে ক্ষত্র হৈয়া।
যে হউক সংগ্রাম করিব বাহুড়িয়া॥
নিশ্চয় জানিনু তুমি যদুকুল-হিত।
নারিবে সারথি-কর্ম্ম করিতে উচিত॥
অবিশ্বাস তোমাতে বিশেষ রণস্থলি।
ফেলহ প্রবোধ বাড়ি ছাড় কাড়িয়ালি॥
চালাইব রথ আমি করিব সমর।
এত বলি ছড়ি কাড়ি লইল সত্বর॥
পাশ অস্ত্রে দারুকেরে রাখিয়া বন্ধনে।
বান্ধিলেন রথস্তম্ভে আপন দক্ষিণে॥
এক পদে কড়িয়ালি আর পদে বাড়ি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া রহিলা বাহুড়ি॥
ভদ্রা বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে।
আজ্ঞা কর আমারে চালাই অশ্বগণে॥
তথা হৈতে চালাইয়া দিল অশ্ববর।
রথের চঞ্চল গতি অতি মনোহর॥
দৃষ্টিমাত্রে যতেক যাদব বীরগণ।
মূর্চ্ছা হৈয়া রণেতে পড়িল সর্ব্বজন॥
বিদ্যুৎবরণী ভদ্রা পার্থ জলধর।
বিদ্যুতের প্রায় পৈশে মেঘের ভিতর॥
অনেক মারেন সৈন্য পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটি কোটি রথী পড়ে অসংখ্য কুঞ্জর॥
রক্তে নদী বহে সব রক্তেতে সাঁতারে।
কালরূপ দেখি পার্থে ভঙ্গ দিল ডরে॥
কামদেব সারণ বিচারি মনে মন।
রামের নিকটে দূত করিল প্রেরণ॥

বলরামের নিকট অর্জ্জুনের রণজয় সংবাদ।

সসৈন্যে বাহির হইলেন বলরাম।
হেনকালে দূত গিয়া করিল প্রণাম॥
সুভদ্রা চালায় রথ না পাই দেখিতে।
কখন আকাশে উঠে কখন ভূমিতে॥
যুদ্ধ করে পার্থ সব সৈন্যের সম্মুখে।
কোন ঠাঁই থাকে তাহা কেহ নাহি দেখে॥
নানাবর্ণে ধনঞ্জয় অস্ত্রগণ ফেলে।
অগ্নি অস্ত্রে সবায় পোড়ায় দাবানলে॥
সেই সে সবারে মারে কেহ তারে নারে।
যতেক মারিল সৈন্য কে কহিতে পারে॥
তার যুদ্ধ দেখিয়া হইল চমৎকার।
বার্ত্তা দিতে পাঠাইল যতেক কুমার॥
মুষলী বলেন দূত কহ সত্য কথা।
এমত তুরঙ্গ রথ পাইল সে কোথা॥
দূত বলে যাদবেন্দ্র কহিবারে ভয়।
গোবিন্দের রথোপরি সুগ্রীবাদি হয়॥
সারথি দারুক বান্ধা আছে বসি রথে।
সুভদ্রা চালায় রথ দেখিনু সাক্ষাতে॥
দূতমুখে বলভদ্র শুনি এই কথা।
ভূমিতলে বসিলেন হৈয়া হেঁটমাথা॥
অর্জ্জুনের কি শক্তি যে হেন কর্ম্ম করে।
না বুঝিয়া দোষী আমি করি অর্জ্জুনেরে॥
দুর্য্যোধনে ডাকাইনু বিবাহ কারণ।
অধিবাস হেতু বসিয়াছে দ্বিজগণ॥
এত বলি অধোমুখে বসিলেন রাম।
হেনকালে আইলেন নবঘনশ্যাম॥
ভূমে পড়ি বলদেবে করেন প্রণাম।
নারায়ণে ক্রোধে না চাহেন বলরাম॥

গোবিন্দ বলেন কেন ক্রোধ কর স্বামী।
তব পদে কোন্ অপরাধ করি আমি ॥
উগ্রসেন বলে তুমি করিলে কুকর্ম্ম।
ভদ্রা নিতে পার্থে বল, নহে এই ধর্ম্ম ॥
নিজ রথ তুরঙ্গ সারথি দিলে তারে।
তোমারে না দিয়া দোষ দিব আর কারে ॥
গোবিন্দ বলেন ইহা জানে সর্ব্বজন।
সেই রথে চড়ি পার্থ ভ্রমে অনুক্ষণ ॥
কিমতে জানিব যে সুভদ্রা লবে হরি।
নর মায়া বুঝিবারে নাহি আমি পারি ॥
ইথে অকারণ প্রভু আমারে আক্রোশ।
ভদ্রা যদি বাহে রথ দারুকে কি দোষ ॥
কহ সত্য পুনঃ দূত দারুকের কথা।
কিরূপে দারুক আছে অর্জ্জুনের সেথা।
দূত বলে দারুক আপন বশে নাই।
বন্ধন করিয়া তারে রাখিল গোসাঞি ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন যতেক বচন।
এই কথা বুঝহ করিয়া অনুমান ॥

দূত কর্ত্তৃক যদুগণের পরাজয় বার্ত্তা।

পুনরপি কহে দূত করি যোড়হাত।
কি কারণে নিঃশব্দে রহিলে যদুনাথ ॥
আজ্ঞা দেহ আমি এবে করিব কি কাজ।
বার্ত্তা হেতু পাঠাইল কুমার-সমাজ ॥
কামদেব মহাবীর যাদব প্রধান।
তিনলোক মধ্যে যার অব্যর্থ সন্ধান ॥
তিল তিল কাটা গেল শর ধনুর্গুণ।
একগুটি নাহি অস্ত্র শূন্য হৈল তূণ ॥
শাম্ব গদ সারণ যতেক বীর আর।
যাদবে অক্ষত তনু নাহিক কাহার ॥
কাহার' নাহিক অস্ত্র কার' ধনুর্গুণ।
সবারে করিল জয় একাকী অর্জ্জুন ॥
পাঠাইয়া দেহ অস্ত্র রথ অশ্ব আর।
আপনি চলহ কিম্বা দৈবকী-কুমার ॥
হেন বাক্য শুন প্রভু দেখিয়া স্বচক্ষে।
না পারিবে অর্জ্জুনে কুমারগণ পক্ষে ॥

স্নেহেতে অর্জ্জুন নাহি মারে শিশুগণে।
তেঁই এতক্ষণ প্রভু জীয়ে সর্ব্বজনে ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আছে শাস্ত্রের গোচরে।
বলেতে বিবাহ করে প্রশংসা তাহারে ॥
কিন্তু দোষ কি করিল বীর ধনঞ্জয়।
আপন ভগিনী-কর্ম্ম দেখ মহাশয় ॥
অর্জ্জুনে তাহার যদি নাহি ছিল মন।
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এখন ॥
না জানে কি ধনঞ্জয় তোমার মহিমা।
এক্ষণে ভাঙ্গিতে পার তাহার গরিমা ॥
কিন্তু পার্থ জীয়ন্তে না ধরিতে পারিবা।
অনেক করিলে শক্তি প্রাণেতে মারিবা ॥
সুভদ্রা না জীবে তবে ত্যজিবে জীবন।
কহ দেব ইথে হবে কি কর্ম্ম সাধন ॥
এক্ষণে আমার মত এই মহাশয়।
সবাকার মত যদি তব আজ্ঞা হয় ॥
প্রিয়ম্বদ একজন যাউক আপনার।
প্রিয়বাক্যে ফিরাউক কুন্তীর কুমার ॥
এক্ষণে আনাও তারে, করাও বিবাহ।
সম্প্রীতে সুভদ্রা তুমি তারে সমর্পহ ॥
আপনি সাত্যকি তুমি করহ গমন।
আনহ অর্জ্জুনে কহি মধুর বচন ॥

দুর্য্যোধনের অভিমানে স্বদেশ যাত্রা ও পার্থ সহ সুভদ্রার বিবাহ।

তবে রাজা দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া।
যাদব-সৈন্যের মধ্যে উত্তরিল গিয়া ॥
শুনিল নিলেন পার্থ সুভদ্রা হরিয়া।
মহাক্রোধে দুর্য্যোধন উঠিল গর্জ্জিয়া ॥
হে কৃপ হে পিতামহ আচার্য্য বিদুর।
সাক্ষাতে দেখহ কর্ম্ম তনয় পাণ্ডুর ॥
যে কন্যা নিমিত্ত রাম আনিলেন মোরে।
দেখহ দুষ্টের কর্ম্ম হরিল তাহারে ॥
কর্ণ বলে মহারাজ বসি দেখ তুমি।
আজ্ঞা দিলে অর্জ্জুনে বান্ধিয়া দিব আমি ॥

শুনি আজ্ঞা দিল তারে গান্ধারী-নন্দন ।
শীঘ্র যায় কর্ণ বীর লোহিত লোচন ॥
বৃকোদর বলে কোথা যাস্ সূতসুত ।
অর্জ্জুনে ধরিতে আশ শুনিতে অদ্ভুত ॥
মম হস্তে রহে যদি তোমার জীবন ।
তবে পার্থ সহ তুমি কর গিয়া রণ ॥
এত বলি লাফ দিয়া পড়িল ধরণী ।
গদা ফিরাইয়া যান যেন দণ্ডপাণি ॥
বিদুর বলিল তাত শুন দুর্য্যোধন ।
পার্থ সহ দ্বন্দ কি তোমার প্রয়োজন ॥
যতন করিয়া তোমা আনিল যে জন ।
তাঁর ঠাঁই আগে গিয়া জিজ্ঞাস কারণ ॥
হেনকালে উপনীত হৈল সাত্যকি ।
মধুর কোমল ভাষে পার্থে কহে ডাকি ॥
দুর্য্যোধন শুনি অভিমানেতে রহিল ।
সসৈন্যে আপন দেশে বাহুড়ি চলিল ॥
তবে পার্থ দারুকে করিয়া কৃতাঞ্জলি ।
সবিনয় কহিতে লাগিল মহাবলী ॥
যথা কৃষ্ণ তথা তুমি ইথে নাহি আন ।
করিলাম অপরাধ ক্ষম মতিমান ॥
দারুক কহিল পার্থ কৈলে বড় কর্ম্ম ।
বন্ধন এ নহে মম রক্ষা কৈলে ধর্ম্ম ॥
তুমি যদি আমারে না করিতে বন্ধন ।
কোন্ লাজে দেখাতাম রামেরে বদন ॥
এই মত লহ মোরে সাক্ষাতে তাঁহার ।
নহিলে রামের ক্রোধ হইবে অপার ॥
অর্জ্জুন বলেন ইহা না হয় উচিত ।
তোমার বন্ধনে কৃষ্ণ হইবে কুপিত ॥
চিত্তে করিবেন রাম কপট বন্ধন ।
এত বলি মুক্ত করি দিলেন তখন ॥
তবে যত যদুগণ সন্তুষ্ট হইয়া ।
লইল অর্জ্জুন বীরে আদর করিয়া ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সুমতি ।
ভুরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক প্রভৃতি ॥
অগ্রসরি লইলেন দেব নারায়ণ ।
হুলাহুলি দিয়া নিল যতেক স্ত্রীগণ ॥
রত্নময় আসনে দোঁহারে বসাইয়া ।
বেদ অনুসারে দোঁহাকার দিল বিয়া ॥
বসুদেব করিলেন ভদ্রা সম্প্রদান ।
যতেক যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ ॥

খাণ্ডব বন দাহন ।

কতদিন পরেতে অর্জ্জুন নারায়ণ ।
গ্রীষ্মকালে যান দোঁহে ক্রীড়ার কারণ ॥
যমুনার জলে গিয়া করেন বিহার ।
রুক্মিণী সুভদ্রা সঙ্গে বহু পরিবার ॥
ক্রীড়ান্তে বসিলেন উভয়ে আসনে ।
বিপ্রবেশে হুতাশন আইল সেখানে ॥
কহিলেন সবিনয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
দুইজন মিলি মোরে করাও ভোজন ॥
হাসিয়া কহেন পার্থ কহ বিচক্ষণ ।
কোন্ ভক্ষ্য দিলে তৃপ্ত হইবে এক্ষণ ॥
ভক্ষ্য হেতু এত কথা বল কি কারণ ।
যে কিছু মাগহ ভক্ষ্য দিব এইক্ষণ ॥
আশ্বাস পাইয়া বলে অগ্নি মহাশয় ।
আমি অগ্নি বলি দিল নিজ পরিচয় ॥
ব্যাধিযুক্ত বহুকাল আমার শরীর ।
নির্ব্যাধি করহ মোরে পার্থ মহাবীর ॥
খাণ্ডব বনেতে সব জীবের আলয় ।
সেই বন ভক্ষ্য মোরে দেহ মহাশয় ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয় ।
কহ মুনিরাজ মম খণ্ডাও বিস্ময় ॥
কি হেতু হইল ব্যাধিযুক্ত হুতাশন ।
কিসের কারণ চাহে খাণ্ডব দাহন ॥
মুনি বলে শুন নৃপ [illegible]বের কাহিনী ।
সত্যযুগে ছিল [illegible] নৃপমণি ॥
যজ্ঞ বিনা অন্য কর্ম্ম না জানে কখন ।
নিরন্তর যজ্ঞ করে [illegible] ব্রাহ্মণ ॥
বহুকাল যজ্ঞ রাজা করে হেনমত ।
সহিতে না পারে কষ্ট দ্বিজগণ যত ॥
যজ্ঞ ত্যজি দ্বিজগণ করিল গমন ।
বিনয় করিয়া রাজা বলিল বচন ॥

পতিত নহি যে আমি নহি কোন দোষী ॥
কোন হেতু মম যজ্ঞ না কর মহর্ষি ॥
দ্বিজগণ বলে ভূপ না দোষী তোমারে।
শক্তি নাহি মোসবার যজ্ঞ করিবারে ॥
অপ্রমিত যজ্ঞ তব নাহি হয় শেষ।
সহিতে না পারি আর অগ্নিতাপ ক্লেশ ॥
দ্বিজগণ বচন শুনিয়া নরপতি।
করিল অনেকবিধ সবিনয় স্তুতি ॥
দ্বিজগণ বলে রাজা বল অকারণ।
তব যজ্ঞ করে হেন না দেখি ব্রাহ্মণ ॥
ত্রিদশ ঈশ্বর শিবে সেবহ রাজন।
তাঁহা বিনা যজ্ঞ করে না দেখি এমন ॥
দ্বিজগণ বাক্যে রাজা তপ আরম্ভিল।
অনেক কঠোর করি মহেশে সেবিল ॥
শিব তুষ্ট হইয়া বলেন মাগ বর ॥
রাজা বলে কৃপা যদি কৈলে মহেশ্বর ॥
মম যজ্ঞ করে হেন নাহিক ব্রাহ্মণ।
আপনি আমার যজ্ঞ কর পঞ্চানন ॥
হাসিয়া বলেন শিব শুন মহারাজ।
মম কর্ম্ম নহে যজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাজ ॥
যজ্ঞফল যাহা চাও মাগহ রাজন।
শুনিয়া নৃপতি বলে বিনয় বচন ॥
না করিয়া যজ্ঞফল নহে সুশোভন।
যজ্ঞের উপায় করি কহ ত্রিলোচন ॥
মহেশ কহেন তব যজ্ঞে এত মন।
মম অংশে আছে এক দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণ ॥
দুর্ব্বাসার যোগ্য যজ্ঞ করহ বিধান।
সর্ব্ব মতে রক্ষা পায় দুর্ব্বাসার মন ॥
শিব আজ্ঞা পেয়ে রাজা গেল নিজ ঘর।
যজ্ঞের সামগ্রী করে দ্বাদশ বৎসর ॥
সম্পূর্ণ সামগ্রী করি জানাইল হরে।
শিব করিলেন অজ্ঞা দুর্ব্বাসা মুনিবরে ॥
শিবের আজ্ঞায় হৈল ক্রোধ তপোধনে।
ছিদ্র কিছু পেয়ে আজি নাশিব রাজনে ॥
এত অহঙ্কার করে শ্বেতকি রাজন।
যজ্ঞ হেতু আমারে করিল আবাহন ॥
মনে ক্রোধ করিয়া চলিল মুনিবর।
যজ্ঞ করিবারে গেল সহ দণ্ডধর ॥
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে মহাতপোধন।
যখন যা মাগে মুনি যোগায় রাজন ॥
শ্বেতকি রাজার যজ্ঞ অতুল সংসারে।
দুর্ব্বাসা আহুতি দেন মুষলের ধারে ॥
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ কৈল অবিরাম।
তিনলোক চমৎকার শুনে যজ্ঞনাম ॥
সেই হবি খাইয়া হইল মন্দানল।
ব্যাধিযুক্ত দেব অগ্নি হইল দুর্ব্বল ॥
অগ্নিদেব চলিলেন ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে আপন দুঃখ কৈল নিবেদন ॥
বিরিঞ্চি বলেন লোভে এ দুঃখ পাইলা।
বহু হবি খেয়ে তুমি ব্যাধিযুক্ত হৈলা ॥
ইহার ঔষধ আছে শুন হুতাশন।
খাণ্ডব বনেতে আছে বহু জীবগণ ॥
সেই বন দগ্ধ যদি পার করিবারে।
তবে ত না র'বে রোগ তব কলেবরে ॥
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি উপদেশ পাইয়া।
অতি শীঘ্র লাগিল খাণ্ডব বনে গিয়া ॥
খাণ্ডবে আছিল বহু জীবের আলয়।
অনল দেখিয়া সবে মানিল বিস্ময় ॥
কোটি কোটি মত্ত হস্তী সহিত হস্তিনী।
নিভাইল অগ্নিকুণ্ড শুণ্ডে জল আনি ॥
খাণ্ডব দহিতে শক্ত নহে হুতাশন।
ক্রোধচিত্তে গেল পুনঃ ব্রহ্মার সদন ॥
বিনয় করিয়া বহু বলে বিরিঞ্চিরে।
না হৈল আমার শক্তি, বন দহিবারে ॥
মুহূর্ত্তেক থাকিয়া চিন্তিল প্রজাপতি।
না কর হে ভয় অগ্নি স্থির কর মতি ॥
ব্রহ্মা বলিলেন আর না দেখি উপায়।
স্থির হৈয়া থাক তুমি কাল গত প্রায় ॥
ইহার উপায় এক কহি যে তোমায়।
সাবধান হ'য়ে শুন ইহার উপায় ॥
নর নারায়ণ জন্মিবেন মহীতলে।
খাণ্ডব দহিবা দোঁহে সহায় হইলে ॥

ব্রহ্মার বচনে অগ্নি স্থির করি মন।
বহুকাল রোগযুক্ত রহিল তেমন॥
হইলে দ্বাপর শেষ দোঁহে অবতার।
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি গেল পুনর্ব্বার॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা দেব হুতাশন।
অতি শীঘ্র গেল যথা নর-নারায়ণ॥
অগ্নির বচনে পার্থ করেন স্বীকার।
আশ্বাস পাইয়া অগ্নি বলে আরবার॥
সে বন দহিতে বিঘ্ন আছে বহুতর।
বনের রক্ষক আছে দেব পুরন্দর॥
অর্জ্জুন কহেন দেবে নাহি মম ভয়।
বহু ইন্দ্র আসে তবু করিব বিজয়॥
মম যোগ্য ধনুর্ব্বাণ নাহি হুতাশন।
ইন্দ্রসহ যুঝিতে নাহিক অস্ত্রগণ॥
অবশ্য বিরোধ হবে দেবরাজ সঙ্গ।
তার যুদ্ধযোগ্য রথ নাহিক তুরঙ্গ॥
ইন্দ্র দেবরাজ সহ বিরোধ হইবে।
ত্রিজগৎ লোক তার সাহায্য করিবে॥
সাহায্য করিতে হৈলে নাহি অস্ত্রগণ।
উপায় বিহনে সিদ্ধ নহে কদাচন॥
আপনি চিন্তহ তুমি ইহার উপায়।
খাণ্ডব দহিতে মোরা হইব সহায়॥
অগ্নির স্মরণে আইলেন জলেশ্বর।
বরুণে দেখিয়া নিবেদিল বৈশ্বানর॥
এমত সময়ে সখে কর উপকার।
চন্দ্রদত্ত রথ আছে আলয়ে তোমার॥
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
এ সকল দিলে মম খণ্ডে সব দুঃখ॥
শুনিয়া বরুণ আনি দিল শীঘ্রগতি।
আরো আপনার পাশ দেন জলপতি॥
সুরাসুর পূজিত গাণ্ডীব মহাধনু।
কপিধ্বজ রথ জ্যোতি জিনি চন্দ্রভানু॥
শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার।
লাগিল অনল, উঠে পর্ব্বত আকার॥
দুই ভিতে বনের থাকেন দুইজন।
নিঃশঙ্কে দহয়ে বন দেব হুতাশন॥

সিংহনাদ করি বলবন্ত কোনজন।
গর্জ্জিয়া বাহির হৈল করিবারে রণ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন বাণে কাটি ফেলে ততক্ষণ।
হরষিত হুতাশন করয়ে ভক্ষণ॥
যক্ষ রক্ষ কিন্নর দানব বিদ্যাধর।
অনেক পুড়িল বীর অরণ্য ভিতর॥
শীঘ্রগতি গিয়া কেহ পড়ে জলমাঝে।
জলজন্তু সহ ভস্ম হয় অগ্নি তেজে॥
জলেতে পুড়িয়া মরে শফরী কচ্ছপ।
বনেতে পুড়িয়া মরে বনবাসী সব॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ।
মহিষ শার্দ্দূল খড়্গী না যায় লিখন॥
অসংখ্য কুঞ্জর পুড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত।
জম্বূক শশক নকুলের নাহি অন্ত॥
নানাজাতি নাগ পুড়ে গর্জ্জিয়া আগুনে।
শত পঞ্চদশ ফণা ধরে কোনজনে॥
পর্ব্বত আকার অঙ্গ গমনে পবন।
নানাবর্ণে পুড়িয়া মরয়ে পক্ষিগণ॥
আকাশে উড়য়ে কেহ পবনের তেজে।
অর্জ্জুন কাটিয়া বাণে ফেলে অগ্নি মাঝে॥
আকুল যতেক জীব করে কলরব।
মহাশব্দ হৈল যেন উথলে অর্ণব॥
পর্ব্বত আকার অগ্নি উঠিল আকাশে।
স্বর্গবাসী দেবগণ পলায় তরাসে॥
ভয়েতে লইল সবে ইন্দ্রের শরণ।
দেবরাজে জানাইল খাণ্ডব দাহন॥
তোমার পালিত বন দহে হুতাশন।
কেমনে রক্ষিবে বল খাণ্ডব গহন॥
এত শুনি কুপিত হইল দেবরাজ।
যুঝিবারে চলে লয়ে দেবের সমাজ॥

ইন্দ্রাদি দেবতার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

অতি ক্রোধে পুরন্দর, চড়ে ঐরাবতোপর,
বজ্র করে ছত্র শোভে শিরে।
কোপেতে সহস্র আঁখি, লোহিতবরণ দেখি,
আজ্ঞা দিল যত সব চরে॥

যত আছ দেবগণ, ল'য়ে নিজ প্রহরণ,
আইসহ আমার পশ্চাতে ॥
শুনিবারে উপহাস, তিলেক না কর ত্রাস,
মম বন পোড়ায় কি মতে ॥
সহায় জনের সহ, বিনাশিব হব্যবাহ,
এত বলি চলে বজ্রপাণি।
সহ পরিবার যত, উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত,
চারি মেঘ চৌষট্টী মেদিনী ॥
হংসারূঢ় মহামতি, চলিল ধনের পতি,
ভয়ঙ্কর গদা করি করে।
মহিষেতে মৃত্যুনাথ, লোকান্তক দণ্ডহাত,
চলিল সহিত সহচরে ॥
নিজ নিজ যানারোহ, চলিল যতেক গ্রহ,
অষ্টবসু অশ্বিনীকুমার।
পবন ধনুক ধরি, মৃগে আরোহণ করি,
ইন্দ্র সহ কৈল আগুসার ॥
চড়িয়া মকরধ্বজ, চলিল দেবের রাজ,
পাশ অস্ত্র শোভে সব্যকরে।
শিখিপৃষ্ঠে আরোহণ, শক্তিধর ষড়ানন,
চলিল খাণ্ডব রাখিবারে ॥
এই মত গুটি গুটি, দেবতা তেত্রিশ কোটি,
গেলেন বনরক্ষা কারণ।
আইল গরুড় পক্ষী, সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পক্ষী,
রক্ষা হেতু নিজ জ্ঞাতিগণ।
চিত্তে বহু অনুরাগ, আইল অনন্ত নাগ,
কোটি কোটি ভুজঙ্গ সংহতি।
আইল তক্ষক সেনা, ধরে শত শত ফণা,
বিষবৃষ্টি পূর্ণ কৈল ক্ষিতি ॥
যক্ষ রক্ষ ভূত দানা, সহ নিজ নিজ সেনা,
নানা অস্ত্র শূল শেল লৈয়া।
এমত লিখিব কত, ত্রিভুবনে আছে যত,
রহে সর্ব্ব আকাশ যুড়িয়া ॥
তবে দেব পুরন্দরে, আজ্ঞা দিল জলধরে,
বৃষ্টি করি নিবার অনল !
আজ্ঞামাত্র অতিবেগে, সম্বর্ত্তাদি চারিমেঘে,
মুষলধারায় ফেলে জল ॥

প্রলয়কালেতে বৃষ্টি, যেন মজাইতে সৃষ্টি,
শিলা জলে ছাইল আকাশ।
মহাঘোর ডাক ছাড়ে, ঝনঝনা ঘন পড়ে,
তিনলোকে লাগিল তরাস ॥
দেখি পার্থ মহাবল, না পড়িতে বৃষ্টিজল,
শোষক বায়ব্য অস্ত্র এড়ে।
শূন্যে অস্ত্র উঠে রোষে, শোষকে সলিল শোষে
বায়ব্যে সকল মেঘ উড়ে ॥
মেঘ হৈল পরাজয়, অতিক্রোধী ইন্দ্র হয়,
বজ্র হানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে।
জানি নর-নারায়ণে, বজ্র না চলিল রণে,
বাহুড়ি আইল ইন্দ্রস্থানে ॥
তবে ক্রোধে দেবরাজ, অস্ত্রব্যর্থ পায় লাজ,
উপাড়িয়া আনিল মন্দর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে, যেন স্বর্গ ছিঁড়ে পড়ে,
আইসে মন্দর গিরিবর ॥
ইন্দ্রপুত্র দিব্য শিক্ষা, ভরদ্বাজ পুত্রদীক্ষা,
অজেয় গাণ্ডীব ধরে ধনু।
শীঘ্রহস্তে ধরে বাণ, গিরি করে খানখান,
চূর্ণ করে যেন ক্ষুদ্র রেণু ॥
পর্ব্বত ফেলিল ছেদি, চমকিত জন্তুভেদী,
নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
অনেক করেছি রণ, নিবারিতে হুতাশন,
কে করিবে তাহার গণন ॥
বায়ু অগ্নি ভিন্দিপাল, ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল,
পরশু মুদ্গর শেল শূল।
চক্রবাণ জাঠাজাঠি, নানাঅস্ত্র কোটি কোটি,
অর্দ্ধচন্দ্র তোমর ত্রিশূল ॥
তবল সাবল সাঙ্গী, ক্ষুরপা বেণব টাঙ্গী,
কুঠার পট্টিশ বহুতর।
ভল্ল শেল শব্দভেদী, কুন্তখড়্গ রিপুচ্ছেদী,
সূচীমুখ খট্টাঙ্গ বিস্তর ॥
যেন বৃষ্টি ঘোর ঘনে, ইন্দ্র ফেলে অস্ত্রগণে,
সব নিবারেণ ধনঞ্জয়।
অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে, যেন ভস্ম হ'য়ে উড়ে,
ক্ষণমাত্রে হৈল সব ক্ষয় ॥

অগ্নি রাখে নারায়ণ, পার্থ করে মহারণ,
স্থরাস্থর সবারে নিবারে।
দেখি অর্জ্জুনের কাজ, সবিস্ময়ে দেবরাজ,
স্থরাস্থর আগু নহে ডরে॥
দেখি দেব ভঙ্গিয়ান, ক্রোধে হৈল আগুয়ান,
গর্জ্জিয়া গরুড় মহাবীর।
বজ্র যম দন্ত নখে, চলিল বিস্তার মুখে,
গিলিবারে পার্থের শরীর॥
আকাশে গরুড় পাখী, আইসে তখন দেখি,
দিব্য অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়।
ব্রহ্মশির নামে বাণ, পূর্ব্বে কৈল গুরুদান,
সকল হইল অগ্নিময়॥
গর্জ্জে ব্রহ্মশির অস্ত্র, গরুড় হইল ব্যস্ত,
পলাইল শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গম।
নিজ পরিবার সঙ্গ, গরুড় দিলেক ভঙ্গ,
ক্রোধে ধায় যত ভুজঙ্গম॥
বিস্তারি সহস্র ফণ, শ্বাস বহে সমীরণ,
গর্জ্জনে শ্রবণে লাগে তালা।
বক্রমুখ দশ শত, বিষ বর্ষে অবিরত,
যেন কর্কটের মেঘমালা।
ফাল্গুনী জানিল ফণী, গাণ্ডীব ধনুক টানি,
পিপীলিকা নামে বাণ এড়ে।
নানাবর্ণ নানারূপে, পিপীলিকা একচাপে,
সকল ভুজঙ্গে গিয়া বেড়ে॥
শিখী নামে দিব্য শর, এড়ে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
লক্ষ লক্ষ হইল ময়ূর।
উড়িয়া আকাশ দিগে, খণ্ড খণ্ড করি নাগে,
রক্ত মাংস বরিষে প্রচুর॥
নারিল সহিতে রণ, পাছু হৈল ফণিগণ,
অগ্র হৈল যক্ষের ঈশ্বর।
কোটি কোটি যক্ষ সাথে, ভয়ঙ্কর গদা হাতে,
টঙ্কারিয়া নিল ধনুঃশর॥
ঘন সিংহনাদ ছাড়ে, নানাবর্ণ অস্ত্র এড়ে,
মুহূর্ত্তেকে কৈল অন্ধকার।
না দেখি দিবসপতি, যেন অমাবস্যা রাতি,
শরজালে ঢাকিল সংসার॥

যে অস্ত্রে হে অস্ত্রবারে, যথোচিত পার্থ মারে,
দৃষ্টিমাত্রে করিল সংহার।
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কোপে, দশনে অধর চাপে,
গদা লয়ে ধায় ধনেশ্বর।
পার্থ এড়ে বজ্র শর, বাজিল হৃদয়োপর,
খসিয়া পড়িল গদাবর।
চিন্তিয়া আপন মনে, বিমুখ হইল রণে,
রণ ত্যজি চলিল সত্বর॥
সংগ্রামে পাইয়া লাজ, বাহুড়িল যক্ষরাজ,
নিজ পরিবারের সংহতি।
এই মতে ধনঞ্জয়, সমরে পাইয়া জয়,
দেবতার করেন দুর্গতি॥
এইমতে ক্রমে ক্রমে, অরুণ বরুণ যমে,
সবে আসি করিল সংগ্রাম।
সত্য আদি চারিযুগে নহিল না হবে আগে,
স্থরে নরে যুদ্ধ অনুপম॥
এই মত পুনঃ পুনঃ, স্থরাস্থর নাগগণ,
সংগ্রাম করিল অবিরাম।
হেনকালে বনমাঝ, তক্ষক পন্নগরাজ,
তার স্থত অশ্বসেন নাম॥
সখা করি হরি হ'য়ে, খাণ্ডব তক্ষকালয়ে,
থাকে সহ নিজ পরিজন।
গৃহে রাখি ভার্য্যা পুত্রে, গিয়াছিল কুরুক্ষেত্রে,
সেইকালে কদ্রুর নন্দন॥
আচম্বিতে বন দহে, বেড়িলেক হব্যবহে,
মাতা পুত্র গণিল প্রমাদ।
উপায় না দেখি কিছু, [illegible] করি শিশুপিছু
ফণিপ্রিয়া করয়ে বিষাদ॥
অনলে নাহিক ত্রাণ, নাহি রক্ষা পাবে প্রাণ,
অগ্নিতে ফেলাবে শর হানি।
হৃদয়ে ভাবিয়া দুঃখ, চাহিয়া পুত্রের মুখ,
কান্দি কহে তক্ষক-গৃহিণী॥
উপায় না দেখি আর, খাণ্ডবাগ্নি হৈতে পার
শুন পুত্র আমার বচন।
প্রবেশহ মোর পেটে, যদিও আমারে কাটে
তুমি যাহ লইয়া জীবন।

মাতার বচন ধরে, উদরে প্রবেশ করে,
বায়ুভরে উড়িল নাগিনী।
অন্তরীক্ষে যায় উড়ে, পার্থের সম্মুখে পড়ে,
দুই অস্ত্র এড়িল ফাল্গুনী ॥
এক অস্ত্রে কাটে মুণ্ড, পুচ্ছ কাটি তিন খণ্ড,
নাগিনী পড়িল ভূমিতলে।
অশ্বসেন উড়ি যায়, পার্থ না দেখিতে পায়,
ইন্দ্র মোহ কৈল মায়াজালে ॥
দেখি পার্থ মহাক্রুদ্ধ, পুনঃ ইন্দ্র সহ যুদ্ধ,
শরজালে ছাইল মেদিনী।
ইন্দ্রার্জ্জুনে মহারণ, চমকিত ত্রিভুবন,
আচম্বিতে হৈল শূন্যবাণী ॥
না কর না কর দ্বন্দ্ব, কেন হৈল মতিধন্ধ,
সম্বর সম্বর মেঘরাজ।
এই নর নারায়ণে, সংগ্রাম করিয়া জিনে,
নাহি হেন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝ ॥
কোন প্রয়োজন হেতু, যুদ্ধ কর শতক্রতু,
অপমান পরিশ্রম সার।
যেইহেতু চিত্তে আছে, কুরুক্ষেত্রে অগ্রেগেছে
তব সখা কশ্যপ-কুমার ॥
শূন্যবাণী শুনি ইন্দ্র, সহ যত সুরবৃন্দ,
সমরেতে হইল বিরত।
স্বর্গে গেল সুরপতি, নাগগণ ভোগবতী,
যথা স্থানে গেল আর যত ॥
হেনকালে ময় নামে, আছিল তক্ষক ধামে,
নমুচি দানব সহোদর।
ভয়ে পলাইয়া যায়, পাছে দেখি অগ্নি ধায়,
যেই ভিতে দেব দামোদর ॥
দানব দেখিয়া হরি, দেবতাগণের অরি,
সুদর্শন ছাড়িলেন তায়।
পাছে ধায় হুতাশন, মহাচক্র সুদর্শন,
দানব ঈশ্বরে গিয়া পায় ॥
কাতরে ডাকয়ে ময়, রক্ষা কর ধনঞ্জয়,
ত্রৈলোক্যবিজয়ী কুন্তীসুত।
বেড়িলেক মহাচক্র, ক্ষুদ্র মীন যেন নক্র,
পাছে অগ্নি যেন যমদূত ॥
শব্দ শুনি ধনঞ্জয়, ডেকে বলে নাহি ভয়,
ভীত হৈয়া ডাকে কোন জন।
অর্জ্জুন অভয় দিল, সুদর্শন বাহুড়িল,
অভয় দিলেন হুতাশন ॥
যতেক খাণ্ডববাসী, পুড়ি হৈল ভস্মরাশি,
কেবল রহিল ছয়জন।
আদিপর্ব্ব ব্যাসকৃত, পাঁচালী প্রবন্ধে গীত,
কাশীদাস দেব বিরচন ॥

মন্দপালাদির অগ্নিতে প্রাণরক্ষা।

বলেন শ্রীজন্মেজয় শুন তপোধন।
অগ্নিতে পাইল রক্ষা কোন ছয় জন ॥
শুনিলাম ভুজঙ্গ দানব বিবরণ।
অগ্নিতে বাঁচিল কেবা আর চারিজন ॥
মুনি বলে শুন রাজা কথা পুরাতন।
মন্দপাল নামে এক ছিল তপোধন ॥
ধার্ম্মিক তপস্বী জিতেন্দ্রিয় মহাবীর।
তপঃ করি সদাকাল ত্যজিল শরীর ॥
তপঃ ক্লেশ-ফলে রাজা গেল স্বর্গবাস।
স্বর্গে বসি সর্ব্ব সুখে হইল নিরাশ ॥
আর যত স্বর্গবাসী নানা সুখে সুখী।
স্বর্গেতে বসিয়া রাজা চিত্তে বড় দুঃখী ॥
দুঃখচিত্তে দ্বিজ জিজ্ঞাসিল পুণ্যজনে।
স্বর্গে মম দুঃখ দূর নহে কি কারণে ॥
কোন কর্ম্ম আমি না করিলাম ক্ষিতিতলে।
কি হেতু স্বর্গেতে মম সুখ নাহি মিলে ॥
দেবগণ বলে পুণ্যভূমি ভূমণ্ডলে।
সেথা যাহা করে স্বর্গে ভুঞ্জে সেই ফল ॥
ভূমিতে জন্মিয়া কর্ম্ম বহুল করিলা।
কিন্তু মহাশয় পুত্র নাহি জন্মাইলা ॥
পৃথিবীতে পুত্রোৎপত্তি যে জন না করে।
পুণ্য নাশে, অন্তে যায় নরক ভিতরে ॥
বহু পুণ্যকর্ম্ম করে বহু করে দান।
নরকে প্রবেশে, যদি নহে পুত্রবান ॥
স্বর্গবাসে দুঃখ তুমি পাও সে কারণ।
অন্যোপায় নাহি ইথে শুন তপোধন ॥

এত শুনি মন্দপাল চিন্তিত অন্তরে।
স্বর্গবাসে দুঃখ মম না সহে শরীরে॥
পুনঃ গিয়া জন্ম লব পৃথিবী ভিতর।
পুত্র জন্মাইয়া স্বর্গে আসিব সত্বর॥
কোন যোনি হৈলে হয় ঝটিতি সন্তান।
পক্ষিযোনি হব বলি চিন্তে মতিমান॥
ততক্ষণ দেবদেহ ত্যজি দ্বিজবর।
পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হৈল সংসার ভিতর॥
হইল শার্ঙ্গিক পক্ষী খাণ্ডব কাননে।
শার্ঙ্গিকারে ভার্য্যা সে করিল কতদিনে॥
কতদিনে খাণ্ডবেতে লাগিল দহন।
ধ্যানেতে জানিল মন্দপাল তপোধন॥
চারি পুত্র শিশু তার পক্ষ নাহি উঠে।
হেনকালে অগ্নি মধ্যে ঠেকিল সঙ্কটে॥
অগ্নিতে তরিতে শিশু না দেখি উপায়।
পুত্ররক্ষা হেতু মুনি ধ্যানেতে ধেয়ায়॥
সঙ্কল্প করেন আজি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবে।
এক জীব না রাখিব এইত খাণ্ডবে॥
অগ্নি যদি রাখে তবে জীবে পুত্রগণ।
এত ভাবি করে দ্বিজ অগ্নিরে স্মরণ॥
ব্রাহ্মণের ইষ্ট তুমি হও কৃপাবান।
এই চারিগুটি পুত্রে দেহ প্রাণদান॥
দ্বিজ স্তুতিবশে অগ্নি দিলেন অভয়।
শুনি মন্দপাল হৈল সানন্দ হৃদয়॥
খাণ্ডবে লাগিল অগ্নি মহা ভয়ঙ্কর।
শার্ঙ্গিকা পুত্রের সহ চিন্তিত অন্তর॥
অশক্ত অজাত পক্ষ তোমা চারিজন।
গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশিয়া রাখহ জীবন॥
অনেক মধুর বাক্যে শার্ঙ্গিকা বলিল।
তথাপিও চারি শিশু গর্ত্তে নাহি গেল॥
শিশু সব কহে মাতা কেন কর দ্বন্দ্ব।
তোমায় আমায় মাতা কিসের সম্বন্ধ॥
মায়ামোহে পড়ি কেন হারাও জীবন।
আপনি থাকিলে কত পাইবে নন্দন॥
নিজ শক্তি থাকিতে মরিবা কেন পুড়ি।
আইসে অনল দেখ শীঘ্র যাহ উড়ি॥

পুত্রের বচন শুনি শার্ঙ্গিকা উড়িল।
কানন দহিয়া তবে পাবক আইল॥
প্রচণ্ড অনল তাহে মহাবায়ু বহে।
পর্ব্বত আকার জীবজন্তুগণ দহে॥
দেখিয়া কাতর চারি মুনির নন্দন।
অগ্নি প্রতি যোড়করে করে নিবেদন॥
অনেক করিল স্তুতি শিশু চারিজন।
তুষ্ট হৈয়া বলে তারে দেব হুতাশন॥
না করিও ভয় মন্দপালের তনয়।
পূর্ব্বেতে তোমায় আমি দিয়াছি অভয়॥
শিশুগণ বলে যদি হৈলে কৃপাবান।
মনোনীত বর দেহ মাগি তব স্থান॥
এ স্থানেতে আছয়ে মার্জ্জার দুষ্টগণ।
আমা সবা ধরিবারে আসে অনুক্ষণ॥
তা সবারে ভস্ম কর আমার গোচর।
ঈষৎ হাসিয়া ভস্ম করে বৈশ্বানর॥
চারি শিশু প্রতি অগ্নি দিলেন অভয়।
সকল খাণ্ডব বন হৈল ভস্মময়॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র বিস্ময় মানিয়া।
অন্তরীক্ষে থাকি তবে কহিল ডাকিয়া॥
যাহা করিলেন তবে নর-নারায়ণ।
এ কর্ম্ম করিতে শক্য নহে কোন জন॥
এই হেতু এক বাক্য বলি যে এখন।
মনোনীত বর মাগ শুন দুইজন॥
অর্জ্জুন বলেন বর দিবা সুরেশ্বর।
আমায় অজয় অস্ত্র দেহ পুরন্দর॥
ইন্দ্র বলে দিব অস্ত্র কত দিন গেলে।
শিবে তুষ্ট যখন করিবা তপোবলে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন বর মাগি যে তোমায়।
অর্জ্জুনেরে স্নেহে তুমি হইবা সহায়॥
হৃষ্টমনে বর দিয়া গেল পুরন্দর।
কৃষ্ণার্জ্জুনে বিদায় করিল বৈশ্বানর॥

সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন।

অনন্তর অর্জ্জুন প্রভাসতীর্থে গিয়া।
দ্বাদশ বৎসর তথা অরণ্যে বঞ্চিয়া ॥
তবে পুনঃ কতদিন রহে দ্বারাবতী।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন যে সুভদ্রা সংহতি ॥
যুধিষ্ঠির চরণে করেন প্রণিপাত।
ধর্ম্ম আশীর্ব্বাদ দেন শিরে দিয়ে হাত ॥
কুন্তী ভীমে প্রণমেন পার্থ সবিনয়ে।
আশীর্ব্বাদ দেন দুই মাদ্রীর তনয়ে ॥
দ্রৌপদীরে সম্ভাষিতে যান অন্তঃপুর।
পার্থে দেখি দুঃখী কৃষ্ণা হইয়া প্রচুর ॥
অধোমুখে রহিলেন অতি ক্রোধমন।
কতক্ষণ থাকি পার্থ বলেন বচন ॥
দ্বাদশ বৎসর অন্তে হইল মিলন।
ইহাতে অপ্রিয় কেন না বুঝি কারণ ॥
দ্রৌপদী বলেন পার্থ না দহ শরীর।
হেথা হৈতে গেলে মম চিত্ত হয় স্থির ॥
মম সনে তোমার কি আর প্রয়োজন।
যথায় যাদবী তথা করহ গমন ॥
শুনিয়া কহেন পার্থ হইয়া লজ্জিত।
তুমি হেন কহ দেবী না হয় উচিত ॥
তোমা বিনা অর্জ্জুনের কে আছে সংসারে।
লক্ষ স্ত্রী হইলে তুমি সবার উপরে ॥
আমরা যে পঞ্চভাই সকলি তোমার।
ভদ্রা হেতু কর ক্রোধ না বুঝি বিচার ॥
শুনিয়া দ্রৌপদী মনে হইল উল্লাস।
প্রিয়বাক্যে দুইজনে হইল সন্তোষ ॥
কতদিন পরে তবে পাণ্ডবের প্রীতে।
বলভদ্র যান কৃষ্ণ রহেন তথাতে ॥
তবে কতদিনে ভদ্রা হৈল গর্ভবতী।
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিল সতী ॥
দ্বিতীয় চন্দ্রের জ্যোতি অঙ্গের বরণ।
রূপেতে বীর্য্যেতে হৈল জনক সমান ॥
অভিরাম মনোহর সুন্দর শরীর।
মনেতে বিশাল ক্রোধ অতিশয় ধীর ॥
সে কারণে অভিমন্যু দিল তার নাম।
পশ্চাতে কহিব যত তার গুণগ্রাম ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র পঞ্চজন হৈতে।
সবার সমান হৈলে রূপেতে গুণেতে ॥
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ।
প্রতিবন্ধ্য নাম হৈল ধর্ম্মের নন্দন ॥
সুতসোম নাম বৃকোদর সুত হৈল।
শ্রুতকর্ম্ম বলি নাম পার্থসুতে দিল ॥
শতানীক নাম হৈল নকুল-নন্দন।
সহদেব-সুত নাম হৈল শ্রুতসেন ॥
এই পঞ্চ নাম ধরে পঞ্চের সন্তান।
রূপে গুণে বলে বীর্য্যে জনক সমান ॥
পাণ্ডবের বংশবৃদ্ধি হৈল এইমত।
দেখে সব পুত্রমুখ হৈল আনন্দিত ॥
সুধাময় ভারত শ্রীব্যাস বিরচিল।
এতদূরে আদিপর্ব্ব সমাপ্ত হইল ॥

আদিপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

বনপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

পাণ্ডবদের বনবাসে প্রজাগণের খেদ।

বলিলা বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কপটে সকল নিল রাজা দুর্য্যোধন ॥
ক্ষমাবন্ত দয়াবন্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
হস্তিনা হইতে তিনি হইয়া বাহির ॥
নগর উত্তরমুখে চলেন পাণ্ডব।
চতুর্দ্দিকে ধাইল রাজ্যের প্রজা সব ॥
যেইমত ছিল সেই ধাইল ত্বরিতে।
পাণ্ডবে দেখিয়া সবে রহে চতুর্ভিতে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুরের প্রতি।
নানা মত তিরস্কার করে নানা জাতি ॥
ধৃতরাষ্ট্রে ভয় নাহি করে কেহ আর।
ক্রোধে গালি পাড়ে মুখে আসে যে যাহার ॥
পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কি ছার বসতি
সবে মেলি যাব মোরা পাণ্ডব সংহতি ॥
যে দেশে শকুনি মন্ত্রী রাজা দুর্য্যোধন।
তথায় বসতি নাহি করে সাধুজন ॥
পাপিষ্ঠ হইলে রাজা প্রজা সুখী নয়।
কুলধর্ম্ম পুণ্য যত সব নষ্ট হয় ॥
মহাক্রোধী অর্থলোভী মানী কদাচারী।
নির্দ্দয় সুহৃদ শত্রু মহা পাপকারী ॥
হেন দুর্য্যোধন মুখ কভু না দেখিব।
চল সবে পাণ্ডবের সহিত রহিব ॥
সবিনয়ে ধর্ম্মরাজ প্রতি প্রজাগণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করিছে নিবেদন ॥
আমা সবা ছাড়ি কোথা যাইবা রাজন।
তুমি যথা যাবে তথা যাব সর্ব্বজন ॥
তোমার সর্ব্বস্ব ছলে জিনিল কৌরব।
আইলাম উদ্বেগে আমরা হেথা সব ॥
রাজ্যেতে হইল মহাপাপী অধিকারী।
এ কারণ আমরা হইব বনচারী ॥
জল ভূমি বস্ত্র পুষ্প সঙ্গে যদি রয়।
তাহার সৌরভে গন্ধ সকলের হয় ॥
পাপীর সংসর্গে পাপ বাড়ে নীতি নীতি।
পুণ্য বৃদ্ধি হয় পুণ্যজনের সংহতি ॥
রাজ-পাপে প্রজার নাহিক অব্যাহতি।
যাইব তোমার সঙ্গে কি আর বসতি ॥
দর্শনেতে পাপ হয় স্পর্শনে শয়নে।
ধর্ম্মাচার নষ্ট হয় রাজার মননে ॥
যেমন সংসর্গ ফল সেইমত হয়।
তেঁই সে আমরা বনে যাইব নিশ্চয় ॥
সমস্ত সদ্‌গুণ করে তোমাতে নিবাস।
তেঁই তব সহিতে থাকিতে করি আশ ॥

জাগণ বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
হিলেন মিষ্ট বাক্য কোমল গভীর॥
গ্য করি আপনারে মানি এতক্ষণ।
া কারণে এত স্নেহ কর সর্ব্বজন॥
ামি যাহা কহি তাহা অন্য না করিবা।
ামারে সম্ভ্রম করি সকলে মানিবা॥
পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত।
কুন্তী মাতা ইহারা করেন অশ্রুপাত॥
এই সবাকার শোক কর নিবারণ।
দশে থাকি সবাকার করহ পালন॥
ধিষ্ঠির মুখে শুনি এতেক বচন।
হাহাকার করি নিবর্ত্তিল প্রজাগণ॥
নগ্নি সাগ্নিক শিষ্য সহ দ্বিজগণ।
পাণ্ডবের সহিত চলিল সর্ব্বজন॥
নশস্ত্র পাণ্ডবগণ রথ আরোহণে।
প্রজাগণে প্রবোধিয়া চলিলেন বনে॥
উত্তরমুখেতে যখন জাহ্নবীর তটে।
রম্যস্থান দেখিয়া রহেন মহাবটে॥
দিনকর অস্ত গেল প্রবেশে শর্ব্বরী।
সেই রাত্রি নির্ব্বাহিল জল স্পর্শ করি॥
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ অগ্নিহোত্র জ্বালি।
বেদধ্বনি শব্দেতে পূরিল বনস্থলী॥
রজনী প্রভাত হৈল উঠি পঞ্চজন।
ঘোর বনে গমন করিলেন তখন॥
চতুর্দ্দিকে মুনিগণ চলিল সংহতি।
দেখিয়া বলেন তবে ধর্ম্ম নরপতি॥
আমা সনে বহু দুঃখ পাবে দ্বিজগণ।
বিশেষ বনেতে ভয়ঙ্কর পশুগণ॥
হবে যত দুঃখ শুন তোমা সবাকার।
সে পাপে হইবে নষ্ট মম ধর্ম্মাচার॥
দ্বিজগণ বলে কোথা যাইবে নৃপতি।
তোমার যে গতি আমা সবার সে গতি॥
আমা সবা পোষণে ত্যজহ ভয় মন।
স্বকৃত উপায় করি করিব ভক্ষণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন দেখিব কেমনে।
মম সহ রহি দুঃখ পাবে দ্বিজগণে॥

ধিক ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুষ্ট পুত্রগণ।
এত বলি অধোমুখে রহেন রাজন॥
সৌনক নামেতে ঋষি বুঝান রাজারে।
সুললিত শাস্ত্র বলি বিবিধ প্রকারে॥
শোক স্থান সহস্র শতেক ভয় স্থান।
তাহাতে মূর্চ্ছিত হয় মূর্খ যে অজ্ঞান॥
পণ্ডিত জনের তাহে নহে মুগ্ধমন।
তুমি হেন লোক শোক কর কি কারণ॥
অর্থ হেতু উদ্বেগ ত্যজহ নরপতি।
অনর্থের মূল অর্থ কর অবগতি॥
উপার্জ্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় দুঃখ আর ক্ষয়েতে দ্বিগুণে॥
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরী রাজা অগ্নি চোর বন্ধুজন॥
অর্থ হৈতে মোহ হয় অহঙ্কার পাপ।
অত্যন্ত উদ্বেগ হয় সদা মনস্তাপ॥
এ কারণ অর্থ চিন্তা ত্যজহ রাজন।
সর্ব্ব পূর্ণ হ'লে তৃষ্ণা নাহি নিবারণ॥
যাবৎ শরীরে পাপ তৃষ্ণা নাহি টুটে।
সাধুজন এই তৃষ্ণা জ্ঞান অস্ত্রে কাটে॥
সন্তোষ সাধুর অস্ত্র তৃষ্ণা নিবারণ।
ইন্দ্র সম অর্থে তুষ্ট নহে জ্ঞানীজন॥
অনিত্য এ ধন জন অনিত্য সংসার।
ইহার মায়াতে ডুবি ক্লেশ মাত্র সার॥
এই সব স্নেহেতে মোহিত যত জন।
অচিন্তিত কোথা দেখিয়াছ হে রাজন॥
ধর্ম্ম করিবারে যদি উপার্জ্জয়ে ধন।
বিচলিত হয় মন ধনের কারণ॥
মহারাজ জান ধন পাপ পঙ্কবৎ।
পঙ্কেতে নামিলে তনু হয় পঙ্কাবৃত॥
নিশ্চয় হইবে দুঃখ পঙ্ক ধুইবারে।
সাধু যে, সে নাহি যায় সেই পঙ্কোপরে॥
ধর্ম্মে যদি প্রয়োজন থাকয়ে রাজন।
এ সকল পাপতৃষ্ণা কর কি কারণ॥
সৌনক-বচন শুনি কহিলা নৃপতি।
মম কিছু তৃষ্ণা নাহি রাজ্যধন প্রতি॥

বিপ্রের ভরণ হেতু চিন্তা করি মনে ।
গৃহাশ্রমে অতিথি বা পূজিব কেমনে ॥
পালন না করে ইহা গৃহস্থ হইয়া ।
বৃথা হয় দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আদি ক্রিয়া ॥
শৌনক বলিল রাজা চিন্তা দূর কর ।
সূর্য্যের শরণ লও শুন নরবর ॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদিত্য অপর দিকপালে ।
ত্রৈলোক্য জনেরে তাঁরা ধর্ম্মবলে পালে ।
তুমিও করহ রাজা তপ আচরণ ।
তপোবলে দ্বিজগণে করহ পালন ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির চিন্তিত হৃদয় ।
ধৌম্য পুরোহিত ডাকি কহে সবিনয় ॥
দ্বিজগণ চলিলেন আমার সংহতি ।
কেমনে ভরণ হবে কহ মহামতি ॥
সবার পালন-কর্ত্তা দেব দিবাকর ।
সূর্য্যের প্রসাদে কার্য্য হবে নৃপবর ॥
এত বলি দীক্ষা দিয়া ধৌম্য তপোধন ।
অষ্টোত্তর শত নাম করান শ্রবণ ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ সেবেন ভাস্কর ।
হৃষ্ট হ'য়ে নানা পুষ্পে পূজেন বিস্তর ॥
অষ্টোত্তর শত নাম জপেন ভূপতি ।
স্তুবং প্রণমিয়া করে নানা স্তুতি ॥
তুমি প্রভু লোকপাল লোকের পালন ।
চতুর্দ্দিকে দীপ দীপ্তি তোমার কিরণ ॥
অমর কিন্নর সব রাক্ষস মানুষে ।
সর্ব্বসিদ্ধ হয় দেব তব কৃপাবশে ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করেন রাজন ।
আইলেন মূর্ত্তিমান তথা বিকর্ত্তন ॥
বলিলেন চিন্তা ত্যজ ধর্ম্মের নন্দন ।
সিদ্ধ হবে নরপতি যে তোমার মন ॥
ত্রয়োদশ বৎসর থাকিলে হীনরাজ্য ।
যত চাহ তত তব করিব সাহায্য ॥
ফল মূল অল্পমাত্র যে কিছু আনিবে ।
অল্পমাত্র রন্ধনেতে অব্যয় হইবে ॥
এবং দ্রৌপদী দেবী না করে ভক্ষণ ।
অক্ষয় রন্ধন গৃহে রবে ততক্ষণ ॥

এত বলি অন্তর্হিত দেব দিবাকর ।
হৃষ্ট হ'য়ে সবাকে বলিল নৃপবর ॥
এমতে পাইল বর সূর্য্যের সেবনে ।
বনে যান ধর্ম্মরাজ সঙ্গে দ্বিজগণে ॥
ভারত পর্ব্বের কথা পাপের বিনাশ ।
বনপর্ব্ব যত্নেতে রচিল কাশীদাস ॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদুরের অপমান ও যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন ।

বনে চলিলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।
চিন্তাকুল অন্ধরাজ স্থির নহে মন ॥
মন্ত্রিরাজ বিদুরে আনিল ডাক দিয়া ।
জিজ্ঞাসিল ধৃতরাষ্ট্র মধুর ভাসিয়া ॥
বিচারে বিদুর তুমি ভার্গবের প্রায় ।
পরম ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধি আছয়ে তোমায় ॥
কুরুবংশে তোমার বচনে সবে স্থিত ।
কহ শুনি বিচারিয়া যাতে মম হিত ॥
অরণ্যে গেলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।
যাহে শ্রেষ্ঠ যুক্তি হয় করহ এখন ॥
যেমতে আমার বশ হয় সর্ব্বজন ।
যে যেরূপে স্বচ্ছন্দে বিহরে পুত্রগণ ॥
বিদুর বলেন রাজা কর অবধান ।
ধর্ম্ম হ'তে বিজয় হইবে সর্ব্বজন ॥
নিবৃত্তিতে পাই ধর্ম্ম, ধর্ম্মে সব পাই ।
ধর্ম্মসেবা কর রাজা কোন চিন্তা নাই ॥
তোমার উচিত রাজা যে কর্ম্মে রক্ষণ ।
নিজপুত্র ভ্রাতৃপুত্র করহ পালন ॥
সে ধর্ম্ম ডুবিল রাজা তোমার সভায় ।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন শকুনি সহায় ॥
সত্যশীল যুধিষ্ঠিরে কপটে জিনিল ।
বিবসনা কুলবধূ সভাতে করিল ॥
তুমিত তখন নাহি করিলে বিচার ।
এবে কি উপায় বল না দেখি যে আর ॥
তবে যদি কর রাজা এক সদুপায় ।
সগর্ব্বে সবংশে থাক বলি হে তোমায় ॥

পাণ্ডবের যতেক জিনিলে রাজ্যধন।
শীঘ্রগতি আনি তারে দেহ এইক্ষণ॥
দ্রৌপদীরে দুঃশাসন কৈল অপমান।
বিনয় করিয়া চাহ ক্ষমা তার স্থান॥
কর্ণে দুর্য্যোধনে কর পাণ্ডবের প্রীত।
এই কর্ম্ম হয় প্রীত দেখি তব হিত॥
তুমি কৈলে যদি নাহি মানে দুর্য্যোধন।
তবেত তাহারে রাখ করিয়া বন্ধন॥
পূর্ব্বে যত বলিলাম করিলে অন্যথা।
এখন যে বলি রাজা রাখ এই কথা॥
জিজ্ঞাসিলে তেঁই এই কহিনু বিচার।
ইহা ভিন্ন অন্য নাহি উপায় ইহার॥
বিদুর বচন শুনি বলিলেন অন্ধ।
যতেক বলিলা এ সকল কথা মন্দ॥
আপনার মূর্ত্তিভেদ আপন নন্দন।
তারে দুঃখ দিব পর-পুত্রের কারণ॥
এবে জানিলাম তব কুটিল বিচার।
তোমারে বিশ্বাস ক্ষত্তা না হবে আমার॥
অসতী নারীকে যদি করয়ে পালন।
বহুমতে রাখিলে সে না হয় আপন॥
পাণ্ডবের হিত তুমি করহ এখন।
যাও বা থাকহ তুমি যাহা লয় মন॥
এত শুনি উঠিল বিদুর মহাশয়।
ডাকি বলে কুরুবংশ মজিল নিশ্চয়॥
চিত্তে মহাতাপ হেতু না গেল মন্দির।
হস্তিনানগর হৈতে হইল বাহির॥
যথা বনে আছে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
এক রথে তথাকারে করিল গমন॥
যুধিষ্ঠির ছিল কাম্যকানন ভিতর।
গচর্ম্ম পরিধান সঙ্গে সহোদর॥
চতু. দকে সহস্র সহস্র দ্বিজগণ।
ইন্দ্রেরে বেড়িয়া আছে যেন দেবগণ॥
কতদূরে বিদুরে দেখিয়া কুরুনাথ।
ভ্রাতৃগণে বলে ঐ আইল খুল্লতাত॥
কি হেতু বিদুর আসে না বুঝি বিচার।
পনঃ কি বিচার কৈল সুবল-কুমার॥
পুনঃ কিবা পাশা হেতু দিল পাঠাইয়া।
রাজ্য হৈতে আমি কিছু না আইনু লৈয়া।
কেবল আয়ুধ মাত্র আছয়ে আমার।
আয়ুধ জিনিয়া নিতে করেছে বিচার॥
পঞ্চ ভাই করিছেন বিচার এমত।
হেনকালে উপনীত বিদুরের রথ॥
যথাযোগ্য পরস্পর করি সম্ভাষণ।
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির বিনয় বচন॥
আমরা আইলে বনে অন্ধ কি কহিল।
বিদুর কহেন শুন যে কথা হইল॥
কুরুবংশ হিত হেতু জিজ্ঞাসিল মোরে।
সেইমত সৎযুক্তি দিলাম অন্ধেরে॥
যতেক কহিনু আমি সবাকার হিত।
অন্ধ রাজা শুনিয়া বুঝিল বিপরীত॥
রোগীজনে যথা দিব্য পথ্য নাহি রুচে।
যুবা নারী বৃদ্ধ স্বামী যথা নাহি ইচ্ছে॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে আমারে বলিল কুবচন।
যাও বা থাকহ তোমা নাহি প্রয়োজন॥
সে কারণে তারে ত্যজি আইলাম বন।
তোমা সবাকারে বনে করিতে পালন॥
ভাল হৈল অন্ধরাজ ত্যজিল আমারে।
তোমা সবা সহ বনে থাকিব বিহারে॥
তবেত বিদুর বহু কহিল সুনীত।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই লইয়া ত্বরিত॥
বনপর্ব্ব অপূর্ব্ব রচিলেন অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত॥

ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিদুরের পুনঃ মিলন
ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের
হিতোপদেশ।

হস্তিনা ত্যজিয়া ক্ষত্তা গেল বনমাঝ
শুনিয়া আকুল চিত্ত হৈল অন্ধরাজ॥
নাহি রুচে অন্নজল অশন শয়ন।
অতি বেগে সভামাঝে করিল গমন॥
যাইতে মূর্চ্ছিত হ'য়ে ভূমিতে পড়িলা।
সঞ্জয় প্রভৃতি সবে ধরিয়া তুলিলা॥

ন বলিলেন সঞ্জয়ের প্রতি ।
আছে বিদুর ডাকহ শীঘ্রগতি ॥
ধার্ম্মিক ভাই মম হিতে রত ।
। বিচ্ছেদে আমি আছি মৃতবৎ ॥
বলিলাম আমি পাপ মুখে ।
ণ প্রাণ সেই রাখে বা না রাখে ॥
ত্তি চলহ বিলম্ব না করহ ।
। হৃদয় মহ সত্বর আনহ ॥
শুনি সঞ্জয় চলিল সেইক্ষণ ।
নে আছে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥
চত পূজা করি সবাকার প্রতি ।
র চাহিয়া তবে বলিছে ভারতী ॥
চল এইক্ষণে বিলম্ব না সয় ।
। বিনা অন্ধরাজ জীবন সংশয় ॥
শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্প্রাত ।
চড়ি দুইজন চলিল ত্বরিত ॥
। আইল পুনঃ শুনিল রাজন ।
তে চুম্বন করি দিল আলিঙ্গন ॥
র বচন দোষ ক্ষমহ আমার ।
বলি অনেক করিল পুরস্কার ॥
নি করিবে ক্ষমা ইহা আমি চাই ।
ছাড়া হাতে কভু মম শক্তি নাই ॥
ন তোমার পুত্র পাণ্ডব তেমন ।
তারা দুঃখী মম এতে পোড়ে মন ॥
র আইল শুনি রাজা দুর্য্যোধন ।
াইয়া আনাইল কর্ণ দুঃশাসন ॥
নি সহিত সবে সভায় বসিল ।
ক্ষণে দুর্য্যোধন বাক্য প্রকাশিল ॥
ভূপতির মন্ত্রী পাণ্ডবের হিত ।
র আইল দেখ মন্ত্রণা পণ্ডিত ॥
বিদুর না আকর্ষে তাঁর মন ।
বে আনিতে আজ্ঞা না দেন রাজন ॥
মন্ত্রণা কর ইহার উপায় ।
মতে কুন্তীপুত্র আসিতে না পায় ॥
যদি হস্তিনায় দেখিব পাণ্ডব ।
চয় আমার বাক্য কহি শুন সব ॥

গরল খাইব কিম্বা প্রবেশিব জলে ।
নিতান্ত ত্যজিব প্রাণ অস্ত্র বা অনলে ॥
শকুনি বলিল শুন আমার বচন ।
কদাচিত না আসিবে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
সত্যবাদী যুধিষ্ঠির করেছে সময় ।
ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ পূর্ণ নয় ॥
শুনিয়া বৃদ্ধের বাক্য যদি পুনঃ আসে ।
আমরা করিব পুনঃ সেই পণ শেষে ॥
কর্ণ বলিলেন চিত্তে এই যুক্তি আসে ।
দুঃখিত পাণ্ডবগণ আছে বনবাসে ॥
জটাচীর তপঃক্লেশ শোকেতে আতুর ।
সহায় সম্পদগণ আছে বহুদূর ॥
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বেড়িব পাণ্ডবে ।
এ সময় মারিলে সকল রিষ্টি যাবে ॥
দুর্য্যোধন বলে সাধু মন্ত্রণা তোমার ।
করিলে মন্ত্রণা এই সংসারের সার ॥
আজ্ঞা দিল নরপতি সাজিতে সবারে ।
রথ গজ তুরঙ্গম চলিল সত্বরে ॥
সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব চলিল ।
অন্তর্য্যামী ব্যাসের যে গোচর হইল ॥
হস্তিনানগরে মুনি করিল গমন ।
পথে দুর্য্যোধন সহ হইল মিলন ॥
বাহুড়িয়া চল বলি আজ্ঞা দেন মুনি ।
দুর্য্যোধন বাহুড়িল মুনিবাক্য শুনি ॥
ধৃতরাষ্ট্র নিকটে গেলেন দ্বৈপায়ন ।
যথোচিত পূজা তাঁর করিল রাজন ॥
মুনি বলে ধৃতরাষ্ট্র করিলা কি কর্ম্ম ।
ধর্ম্ম অন্ধ হ'য়ে নষ্ট করিলা স্বধর্ম্ম ॥
মন্দবুদ্ধি তব পুত্র দুষ্ট দুরাচারী ।
রাজ্য লোভে হইল সে পাণ্ডবের বৈরী ॥
পাণ্ডব সহায় যেই জান ভালমতে ।
বিধাতার ধাতা হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রিজগতে ॥
তাঁহার অপেক্ষা তুমি না কাঁপিলে মনে ।
বনবাসে পাঠাইয়া দিলা পুত্রগণে ॥
আপনার হিত যদি চাহ রাজা মনে ।
পাণ্ডবের নিকটে পাঠাও দুর্য্যোধনে ॥

একাকী পাণ্ডব সহ ভ্রমুক কাননে।
মন্দ চিন্তা না করুক না হিংসুক মনে॥
ইহাতে পাণ্ডব যদি হয় প্রীতিমান।
তবে তব শত পুত্র পাইবে কল্যাণ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে দেব কহিলা উত্তম।
আমারে না রুচে যত কহিল অধম।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারী আদি করি।
কাহার' না শুনে বাক্য দুষ্ট দুরাচারী॥
মুনি বলিলেন নহে ধর্ম্মের আচার।
সে সব কর্ম্মেতে নাহি আমার বিচার॥
পুত্র সম স্নেহ রাজা নাহিক সংসারে।
বিশেষ দুর্ব্বল পুত্র বড় স্নেহ করে॥
তুমি যেন মম পুত্র পাণ্ডুও তেমন।
যুধিষ্ঠির যেমন তেমন দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবেরে বিশেষ অনেক স্নেহ হয়।
পিতৃহীন সদা পায় দুঃখ অতিশয়॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কথা শুনহ রাজন।
সুরভি গো মাতা আর সহস্রলোচন॥
সুরভি রোদন করে হইয়া বিকল।
তুষ্ট হৈয়া তারে জিজ্ঞাসিল আখণ্ডল॥
কহ কি কারণে মাতা করহ রোদন।
দেবে নরে কিবা নাগে আপদ ঘটন॥
সুরভি কহিল নাই আপদ কাহার।
শুন যেই হেতু দুঃখ হইল আমার॥
দুর্ব্বল আমার পুত্রে যুড়ি লাঙ্গলেতে।
হীনশক্তি বৃদ্ধ বড় না পারে চলিতে॥
মারিছে কৃষক বড় পুচ্ছমূল মোড়ে।
আর এক বলিষ্ঠ যাইছে উভরড়ে॥
তার সঙ্গে শক্তি নাই যাইতে ইহার।
কৃষক পাপিষ্ঠ বড় করিছে প্রহার॥
এ হেতু রোদন আমি করি নিরন্তর॥
শুনিয়া উত্তর করিলেন পুরন্দর॥
এই হেতু দেবী তুমি করহ রোদন।
এইমত স্থানে স্থানে লক্ষ বৃষগণ॥
কি যকে কৃষকগণ করিছে প্রহার।
পুনঃ সবারে স্নেহ কেন না হয় তোমার॥
সুরভি বলেন এই অসক্ত দুর্ব্বল।
ইহা দেখি চিত্ত মোর হইল বিকল॥
এত শুনি দেবরাজ মেঘে আজ্ঞা দিল।
জল বৃষ্টি করি সব পৃথিবী পূরিল॥
কৃষক ত্যজিল কৃষি করিল গমন।
সুরভি বলেন সাধু সহস্রলোচন॥
এইমত পালন করহ সবাকারে।
বনবাসে হইল দুর্ব্বল কলেবরে॥
শুন রাজা পূর্ব্বে হেন হয়েছে বিধান।
তবে ধর্ম্ম রহে সব দেখিলে সমান॥

মৈত্রেয় মুনির বাক্য ও দুর্য্যোধনকে অভিশাপ প্রদান।

ধৃতরাষ্ট্র বলে মুনি করি নিবেদন।
মোরে যদি স্নেহ হয় শুন তপোধন॥
আপনি বুঝাও দুষ্টমতি দুর্য্যোধনে।
ব্যাস বলে আমি না কহিব কদাচনে॥
এইক্ষণে আসিবে মৈত্রেয় তপোধন।
সকল কহিবে হিত শুনহ রাজন॥
তব হিত তিনি বুঝাইবেন আপনি।
তাঁরে প্রীত না করিলে শাপ দিবে মুনি॥
এত বলি চলিলেন ব্যাস নিজালয়।
উপনীত হৈল মৈত্রেয় মহাশয়॥
যথোচিত পূজা তাঁর ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
সুস্থ হৈয়া বসিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল॥
আমি বহু তীর্থগণ করিয়া ভ্রমণ।
কাম্যবনে দেখিলাম পাণ্ডুপুত্রগণ॥
জটাচীর ভূষিত আহার ফল মূল।
তপস্বীর বেশ অঙ্গে তপস্যা বিপুল॥
শুনিলাম তথায় এ সব সমাচার।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কৈল কদাচার॥
ভীষ্ম আর তুমি কুরুবংশের প্রধান।
হেন কর্ম্ম কেন হয় তোমা বিদ্যমান॥
কুরুবংশে সবাকার স্বধর্ম্ম সুকৃতি।
হেন বংশে অপযশ করিল দুর্ম্মতি॥

হেতু সভা তব না শোভে রাজন।
বলি কহে মুনি চাহি দুর্য্যোধন॥
ও দুর্য্যোধন বড় কুলে জন্ম।
কেন হেনরূপ করিলা অধর্ম্ম॥
বের হিংসা কর হইয়া অজ্ঞান।
জান সখা যার পুরুষপ্রধান॥
শুনি কিসে হীন পাণ্ডুপুত্রগণে।
গুণে ধর্ম্মে সবে বিজয়ী ভুবনে॥
কুঞ্জর বল ধরে ভীমনাথ।
ম্বক বক আদি করিল নিপাত॥
রে মারিল ভীম পশিতে কাননে।
পরাজয় কৈল খাণ্ডব দাহনে॥
সহ তুমি করিছ বিরস।
বাক্য কর প্রীতি নহে মৃত্যুবশ॥
এতেক কথা শুনি কুরুনাথ।
মানে উরুতে করিল করাঘাত॥
তে রহিলা, ভুমি ক'রে নিরীক্ষণ।
না পেয়ে ক্রোধে কহে তপোধন॥
দুষ্ট মম বাক্য করিলি হেলন।
উচিৎ ফল শুনহ রাজন॥
রূপে অভিমানে কৈলি করাঘাত।
গদা মারি ভীম করিবে নিপাত॥
য়া ব্যাকুল হৈল অন্ধ নরপতি।
চরণ ধরি করিলা মিনতি॥
কর মুনিরাজ নহুক এমন।
হইয়া তবে বলে তপোধন॥
দশ বৎসরান্তে তব পুত্রগণ।
দিয়া ভজে যদি ধর্ম্মের চরণ॥
হেন না হইবে শুনহ রাজন।
রিলে মম বাক্য নহিবে লঙ্ঘন॥
ধৃতরাষ্ট্র হৈল মলিন বদন।
সিল কহ মুনি কির্ম্মীর নিধন॥
পে পাণ্ডুর সুত মারিল কির্ম্মীরে।
য় বসতি তার কত বল ধরে॥
বলে আমি আর না বসি হেথায়।
ধন সুখী নহে আমার কথায়॥

শুনিবারে ইচ্ছা যদি আছয়ে তোমার।
বিদুরে জিজ্ঞাস, পাবে সব সমাচার॥
এত বলি মহামুনি করিল গমন।
বিদুরে জিজ্ঞাসে তবে অম্বিকানন্দন॥
অরণ্যপর্ব্বের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অবিরত॥

কির্ম্মীর বধোপাখ্যান।

ভীমের বীরত্ব শুনি গেল দুর্য্যোধন।
বিদুর বলিল তবে কির্ম্মীর নিধন॥
যে কার্য্য করিল রাজা বীর বৃকোদর।
করিতে না পারে কেহ সুরাসুর নর॥
কাম্যক কাননে রহে কির্ম্মী নিশাচর।
দেবের অবধ্য পরাক্রমে পুরন্দর॥
পশিল পাণ্ডবগণ, যেই কাম্যবন।
ধাইল মনুষ্য দেখি, রাক্ষস দুর্জ্জন॥
রাক্ষসী মায়ায় কৈল, ঘোর অন্ধকার।
মেলিয়া বদন রহে' গিলিতে সংসার॥
ভয়েতে দ্রৌপদী দেবী মুদিল নয়ন।
দ্রুত তবে লুকাইল, মধ্যে পঞ্চজন॥
নাশিতে রাক্ষসী মায়া, ধৌম্য তপোধন।
রক্ষোঘ্ন মন্ত্রেতে কৈল মায়া নিবারণ॥
মায়া নাশ হ'লে কহে ধর্ম্মের নন্দন।
আমি ধর্ম্ম এই মম ভাই চারিজন॥
রাজ্য ভ্রষ্ট হ'য়ে মোরা আসিনু হেথায়।
কিছুদিন রব সুখে তোমার আলয়॥
কির্ম্মী বলে মম ভায়ে ক'রেছে নিধন।
ভীম নামে তোর ভাই কোথা সেই জন॥
আমার পরম সখা হিড়িম্বে মারিল।
তার স্বসা হিড়িম্বাকে বিবাহ করিল॥
রাক্ষসের বৈরী ভীম জানে সর্ব্বজন।
মোর হাতে আজ তার নিশ্চয় মরণ॥
ভীমের রক্তেতে করি বকের তর্পণ।
আগুনে পোড়ায়ে মাংস করিব ভক্ষণ॥
রাক্ষসের শুনি হেন কঠোর বচন।
ক্রোধে ভীম এক বৃক্ষ আনিল তখন॥

মহাক্রোধে প্রহারিলা বীর বৃকোদর।
বৃত্রাসুরে বজ্র যেন মারে পুরন্দর॥
অটল রাক্ষস স্থির যেন গিরিবর।
দগ্ধ কাষ্ঠ দণ্ড হানে ভীমের উপর॥
দোঁহার উপরে দোঁহে বজ্রমুষ্টি মারে।
শরবনে অগ্নি যেন চড় বড় করে॥
মহা ভয়ঙ্কর যেন দানব অমর।
হেন মতে দুই বীর করিল সমর॥
কৌরবের ব্যবহারে ছিল মহা ক্রোধে।
কির্ম্মীরে সুমুখে পেয়ে ধরিল অবাধে॥
অতি ক্রোধে ভীম তবে ধরিয়া রাক্ষসে।
পৃষ্ঠে জানু দিয়া ধরে, পদ আর কেশে॥
মধ্যেতে ভাঙ্গিয়া তারে কৈল দুই খান।
মহানাদ করি দুষ্ট ত্যজিল পরাণ॥
হৃষ্ট হ'য়ে চারি ভাই দিল আলিঙ্গন।
সাধু সাধু প্রশংসা করেন মুনিগণ॥
যবে আমি যাই বনে করিতে সন্ধান।
পথে দেখি পড়িয়াছে পর্ব্বত সমান॥
দেখি হেন জিজ্ঞাসিনু মণিগণ স্থান।
মুনি মুখে বিবরণ সব জানিলাম॥
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈল অম্বিকা নন্দন।
পাণ্ডুপুত্র কথা শুনি ছন্ন হৈল জ্ঞান॥

কাম্যবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডব-
দিগের নানা কথা।

বনে যদি গেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
দেশে দেশে এ বার্ত্তা পাইল রাজগণ॥
ভোজ বৃষ্ণি অন্ধক প্রভৃতি নৃপগণ।
কৃষ্ণের সহিত গেল কাম্যক কানন॥
পাঞ্চাল রাজার পুত্র সহ অনুগত।
ধৃষ্টকেতু ধৃষ্টদ্যুম্ন আর বন্ধু যত॥
যুধিষ্ঠিরে বেড়ি সবে বসিল চতুর্ভিত।
পাণ্ডবের বেশ দেখি হইল বিস্মিত॥
আত্ম দুঃখ কহিতে লাগিল পঞ্চজন।
হেন কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন॥

সে জন বধের যোগ্য কহে ধর্ম্মনীত।
গোবিন্দ বলেন এই আমার বহিত॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ কমললোচন।
সবিনয়ে অর্জ্জুন করিল নিবেদন॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও সত্যবাদী।
সদয় হৃদয় তুমি বিধাতার বিধি॥
অক্রোধী অলোভী তুমি দীনে ক্ষমাবন্ত।
তোমারে এতেক ক্রোধ না পাই তদন্ত
নারায়ণ রূপে তুমি হইলা তপস্বী।
করিলা তপস্যা গন্ধমাদনে নিবসি॥
পুষ্কর তীর্থেতে দশ সহস্র বৎসর।
দেবমানে তপস্যা করিলা দামোদর॥
তুমিত নির্গুণ কিন্তু গুণেতে পূরিত।
তোমারে যে না ভজে সে জগতে বঞ্চিত।
এতেক বলিল যদি বীর ধনঞ্জয়।
তাহারে কহেন তবে দেবকী-তনয়।
তোমায় আমায় কিছু নাহিক অন্তর।
আমি নারায়ণ ঋষি তুমি হও নর॥
পাণ্ডবে আমায় আর নাহি ভেদ লেশ।
সহিতে না পারি আমি পাণ্ডবের ক্লেশ।
যে তোমারে দ্বেষ করে সে করে আমারে
তোমারে যে স্নেহ করে সে আমারে করে
তুমি হও আমার হে, আমি যে তোমার
যে জন তোমার পার্থ, সে জন আমার॥
এতেক বলেন কৃষ্ণ কমললোচন।
ভাল ভাল বলিয়া বলিল রাজগণ॥
হেনকালে উপনীত দ্রুপদনন্দিনী।
কৃষ্ণ অগ্রে বলিলেন যোড় করি পাণি।
অসিত-দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি।
নাভি-কমলেতে স্রষ্টা সৃজিয়াছ তুমি॥
আকাশ তোমার শির পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি জঙ্ঘা গিরিগণ॥
শিব আদি যত যোগী তোমারে ধেয়ায়
তপস্বী করিয়া তপ সমর্পে তোমায়॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়।
সবার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কয়॥

াথের নাথ তুমি দুর্ব্বলের বল ।
কারণে তোমাকেই কহি যে সকল ॥
দুঃখ কহিতে সবার তুমি স্থান ।
াদুঃখ কহি কিছু কর অবধান ॥
গুবের ভার্য্যা আমি, দ্রুপদ-নন্দিনী ।
প্রিয়সখি আমি, অর্জ্জুন ভামিনী ॥
নারা কেশে ধরি লইল সভায় ।
ভাষা কহিল যত কহনে না যায় ॥
ধর্ম্মে ছিলাম আমি এক বস্ত্র পরি ।
নাথার প্রায় বলে নিল কেশে ধরি ॥
রবংশ পাঞ্চাল পাণ্ডবগণ জীতে ।
ম্যকর্ম্ম বিধিমতে বলিল করিতে ॥
ষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র ছিল বিদ্যমান ।
ব বসি দেখিল আমার অপমান ॥
পত্নী আমি হেন কহে সর্ব্বলোকে ।
পঞ্চজন সভামধ্যে বসি দেখে ॥
ধিক ভীমবীর ধিক ধনঞ্জয় ।
ারণে গাণ্ডীব ধনু কেন বয় ॥
র্ব্বতে এমত আমি শুনেছি বিধান ।
কষ্ট না স্বামী দেখে বিদ্যমান ॥
বল হইলে ভার্য্যায় রাখে স্বামী ।
কারণ এ সবার নিন্দা করি আমি ॥
রূপে জন্মে লোক ভার্য্যার উদরে ।
ই হেতু জায়া বলি বলয়ে ভার্য্যারে ॥
র্য্যা ভীতা হৈলে লয় স্বামীর শরণ ।
ণ যে লয় তারে করয়ে রক্ষণ ॥
াম শরণ আমি এ পঞ্চজনারে ।
ন এরা রক্ষা না করিল অনাথারে ॥
্যা নাহি দেব আমি, হই পুত্রবতী ।
পুত্র চাহি না করিল অব্যাহতি ॥
বীর্য্য নহে মোর সব পুত্রগণ ।
তেজা তব পুত্র প্রদ্যুম্ন যেমন ॥
ব কেন দুষ্টের সহিল হেন কর্ম্ম ।
টে জিনিল মিথ্যা করিয়া অধর্ম্ম ॥
রূপে সভায় বসিয়া সবে দেখে ।
অপমান করে যত দুষ্টলোকে ॥

গাণ্ডীবী বলিয়া ধনু ধনঞ্জয় ধরে ।
পৃথিবীতে গুণ দিতে কেহ নাহি পারে ॥
ধনঞ্জয় কিম্বা ভীম আর পার তুমি ।
তবে কেন এত সহে না জানিনু আমি ॥
ধিক ধিক মম নাথ পাণ্ডুপুত্রগণ ।
এত করি অদ্যাবধি জিয়ে দুর্য্যোধন ॥
বাল্যকাল হৈতে যত করে সেইজন ।
অগোচর নহে সব জানহ আপন ॥
কপটে বিষের লাড়ু ভীমে খাওয়াইল ।
হস্ত পদ বান্ধি গঙ্গাজলে ফেলাইল ॥
জতুগৃহ করিয়া রহিতে দিল স্থান ।
ধর্ম্ম হৈতে অগ্নিতে পাইল পরিত্রাণ ॥
রাজ্য ধন ল'য়ে তবে পাঠাইল বনে ।
এতেক সহিল কষ্ট কিসের কারণে ॥
সভায় বসিয়া নাথ দেখে পঞ্চজন ।
দুঃশাসন হরে মম পিন্ধন বসন ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কহেন তখনে ।
তোমরা আমার নহ জানিনু এক্ষণে ॥
থাকিলে কি হবে নাথ সভার গোচরে ।
এতেক দুর্গতি মম ক্ষুদ্রলোকে করে ॥
এত বলি কৃষ্ণা তবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
বারিধারা নয়নেতে অনিবার ঝরে ॥
পুনঃ গদগদ বাক্যে বলয়ে পার্ষতি ।
নাহি মোর তাত ভ্রাতা নাহি মোর পতি ॥
তুমি অনাথের নাথ বলে সর্ব্বজনে ।
চারি কর্ম্মে আম নাথ তোমার রক্ষণে ॥
সম্বন্ধে গৌরবে স্নেহে আর প্রভুপণে ।
দাসীজ্ঞানে আমারে রাখিলা শ্রীচরণে ।
গোবিন্দ বলেন সখী না কর ক্রন্দন ।
তোমার ক্রন্দনে মম স্থির নহে মন ॥
যখন বিবস্ত্র তোমা করে দুঃশাসন ।
গোবিন্দ বলিয়া তুমি ডাকিলা যখন ॥
অগ্রেতে হৈয়াছে মম সেই মহাঘাত ।
যাবৎ কপটি দুষ্ট না হয় নিপাত ॥
যেই মত কৃষ্ণা তুমি করেছ রোদন ।
সেই মত কান্দিবে সে সবার স্ত্রীগণ ॥

তোমার সাক্ষাতে আমি কহি সত্য করি।
না করিলে বৃথা নাম বাসুদেব ধরি ॥
তথাপি আমার বাক্য না হইবে আন।
দিন কত কল্যাণি থাকহ সাবধান ॥
এতেক শুনিয়া কহিলেন ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণের বচন দেবি কভু মিথ্যা নয় ॥
কহিলেন যত কৃষ্ণ হবে সেইমত।
অকারণে কান্দহ অজ্ঞান জন মত ॥
স্বসার ক্রন্দন দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
সজল নয়নে কহে কাম্পিত শরীর ॥
এতেক লাঞ্ছনা কেবা ক্ষত্র হ'য়ে সয়।
নিকটে না ছিনু আমি কুরু ভাগ্যোদয় ॥
তথাপি কৌরবগণে করিব সংহার।
শুন সর্ব্ব রাজগণ প্রতিজ্ঞা আমার ॥
দ্রোণ গুরু বলি যেই গর্ব্ব করে মনে।
মম ভার রৈল তারে সংহারিতে রণে ॥
ভীষ্ম পিতামহ যে অজেয় তিনলোকে।
তাহাকে মারিতে ভার হৈল শিখণ্ডীকে ॥
মধুর বচনে তবে কন জগন্নাথ।
যুধিষ্ঠির আগে যোড় করি পদ্মহাত ॥
দ্বারকা ছাড়িয়া আমি নিকটে থাকিলে।
নিবৃত্ত করিতে আসিতাম দূত্যকালে ॥
শাল্ব নামে মহাবল দৈত্যের ঈশ্বর।
সসৈন্য বেড়িয়াছিল দ্বারকানগর ॥
তব রাজসূয় যজ্ঞে গেলাম যখন।
সবারে পীড়িল দুষ্ট করি মায়া রণ ॥
আমার সহিত যুদ্ধ হৈল বহুতর।
বহু কষ্টে তারে মারিলাম নরেশ্বর ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল পুনঃ।
কহ শুনি দ্বারকা হিংসিল শাল্ব কেন ॥
তোমার সহিত কেন বৈরতা হইল।
কার হিত কারণ সে দ্বারকা আইল ॥
কোন্ মায়া ধরে দুষ্ট কত করে রণ।
বিস্তারি আমারে কহ শ্রীমধুসূদন ॥
গোবিন্দ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
তব রাজসূয় যজ্ঞ অনর্থ কারণ ॥
শিশুপাল আমা হৈতে হইল নিধন।
সেই বৈরীবৃক্ষ বীজ হইল রোপণ ॥
শিশুপাল মরণ শুনিয়া দৈত্যেশ্বর।
সসৈন্যে বেড়িল আসি দ্বারকা নগর ॥
দ্বারকার লোক তার শুনি আগমন।
উগ্রসেন আদি সব সাজিল তখন ॥
দ্বারকা পশিতে যত নৌকা-পথ ছিল।
সকল স্থানের নৌকা ডুবাইয়া দিল ॥
লোহার কণ্টক সব পোতাইল পথে।
ক্রোশেক পর্য্যন্ত বিষ রাখিল জলেতে ॥
ধন রত্ন রাখিলেন গর্ত্তের ভিতর।
রক্ষক উদ্ধব উগ্রসেন নরবর ॥
আসিতে যাইতে লোক করে নিবারণ।
বিনা চিহ্নে তথায় না চলে কোন জন ॥
সৌভপতি আইল সে চতুরঙ্গ দলে।
পৃথিবী কম্পিত হৈল রণ-কোলাহলে ॥
দ্বারকার চতুর্দ্দিক রহিল বেড়িয়া।
বহু সৈন্য জলস্থল রহিল যুড়িয়া ॥
দেবালয় শ্মশান পূর্ণিত কৈল স্থল।
এই স্থলে নিজ সৈন্য রাখিল সকল ॥
দেখিয়া দৈত্যের সৈন্য বৃষ্ণিবংশগণ।
বাহির হইল তবে করিবারে রণ ॥
চারুদেষ্ণ শাম্ব গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
সসৈন্যে বাহির হৈল করিবারে রণ ॥
ক্ষেমবৃদ্ধি নামেতে শাল্বের সেনাপতি।
সে যুদ্ধ করিল শাম্ব কুমার সংহতি ॥
মহাবল শাম্ব জাম্ববতীর নন্দন।
অস্ত্র বৃষ্টি কৈল যেন জল বরিষণ ॥
সহিতে না পারি রণে ভঙ্গ দিয়া গেল।
ক্ষেমবৃদ্ধি ভঙ্গ দেখি সৈন্য পলাইল ॥
বেগবান নামে দৈত্য আছিল তাহাতে।
আগু হ'য়ে যুদ্ধ দিল শাম্বের সহিতে ॥
শাম্বের হস্তেতে যে মহাগদা আছিল।
বেগবান তাহার প্রহারে প্রাণ দিল ॥
দানব বিবিন্ধ্য নামে আসি দাঁড়াইল।
নানা অস্ত্রে দুই বীরে মহাযুদ্ধ হৈল ॥

মহাবীর চারুদেষ্ণ রুক্মিণী-তনয়।
অগ্নিবাণে সকল করিল অগ্নিময়॥
সেই বাণে ভস্ম হৈল বিবিন্ধ্য অসুর।
যার ভয়ে সদাই কম্পয়ে সুরপুর॥
সেনাপতি পড়িল পলায় সেনাগণ।
সৈন্যভঙ্গ দেখি শাল্ব আইল তখন॥
শাল্বে দেখি কম্পিত হইল সব বীর।
বাহির হইল শাম্ব নির্ভয় শরীর॥
নির্ভয় পাইল যত দ্বারকার জনে।
আইল মকরধ্বজ রথ আরোহণে॥
অগ্রগতি যুদ্ধ কৈল শাল্বের সংহতি।
অঞ্জন পর্ব্বত তুল্য শাল্ব দৈত্যপতি॥
মর্ম্মভেদী এক অস্ত্র প্রদ্যুম্ন রচিল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র শাল্বেরে ভেদিল॥
মূর্চ্ছিত হইয়া শাল্ব রথেতে পড়িল।
দেখিয়া যাদবদল চৌদিকে বেড়িল॥
হাহাকারে কান্দয়ে যতেক দৈত্যগণ।
ততক্ষণে শাল্বরাজা পাইল চেতন॥
গর্জ্জিয়া উঠিয়া শাল্ব দিলেক হুঙ্কার।
পলায় যাদবদল শব্দ শুনি তার॥
বহু মায়া জানে শাল্ব মায়ার নিদান।
কামদেবে প্রহার করিল তীক্ষ্ণবাণ॥
মোহ হৈল প্রদ্যুম্ন মায়া অস্ত্রাঘাতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া কাম পড়িলেক রথে॥
কামদেব মূর্চ্ছা দেখি দারুক সন্ততি।
রথ ফিরাইয়া পলাইল শীঘ্রগতি॥
কতক্ষণে চেতন পাইল মম সুত।
সারথিরে নিন্দা করি বলয়ে বহুত॥
কি কর্ম্ম করিলে তুমি দারুক নন্দন।
মম রথ ফিরাইলে কিসের কারণ॥
কি দেখি তব ভয় হৈল হৃদি মাঝ।
কি কারণে সারথি করিলে হেন কাজ॥
বৃষ্ণিবংশ সমরে বিমুখ কোন কালে।
কেবা অগ্রসর হয় মম শরজালে॥
যুদ্ধ রঙ্গে ভয় কিছু না হয় আমার।
শরেতে বহুল মুর্চ্ছা হইল তোমার॥
রথী মূর্চ্ছা দেখি রথ ফিরায় সারথি।
না হয় তাহাতে দোষ, আছে হেন নীতি॥
বিশেষ গরিষ্ঠ বাক্য শুনিয়া তাহার।
ঈষৎ হাসিয়া কহে রুক্মিণী-কুমার॥
আর কভু না করিবে কর্ম্ম হেনমত।
জীয়ন্ত থাকিতে রথী না ফিরাও রথ॥
বৃষ্ণিবংশে এমন কখন নাহি হয়।
কি বলিবে শুনি জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়।
গদাগ্রজ কি বলিবে জনক আমার।
তোমা হৈতে বৃষ্ণিবংশে হইল ধিক্কার॥
পাছে পাছে শাল্ব মোরে প্রহারিবে শর।
পলাইয়া যাব আমি স্ত্রীগণ ভিতর॥
দেখিয়া হাসিবে সব বৃষ্ণিবংশ নারী।
পলাইয়া গেল বলি বহু নিন্দা করি॥
এ কর্ম্ম হইতে মৃত্যু শতগুণে ভাল।
দ্বারকার ভার যে আমারে সমর্পিল॥
রাজসূয় যজ্ঞে গেল আমারে রাখিয়া।
কি বলিবে তাত এবে সকল শুনিয়া॥
শীঘ্র বাহুড়াহ রথ দারুক নন্দন।
এইক্ষণে সৌভপুরী করিব নিধন॥
কামের এতেক বাক্য শুনিয়া সারথি।
রণমুখে চালাইল রথ শীঘ্রগতি॥
ভগ্ন সৈন্য দেখিয়া কুপিল দৈত্যপতি।
নানা অস্ত্র প্রদ্যুম্নে প্রহারে শীঘ্রগতি॥
পুনঃ পুনঃ মায়াবীর প্রহারে নানা শর।
সব শর ছেদ করে কাম ধনুর্দ্ধর॥
পরে ক্রোধে সম্বরারি নিল দিব্য বাণ।
চন্দ্র সূর্য্য তেজ দেখি যাহে বিদ্যমান॥
অস্ত্র দেখি দেবগণ করে হাহাকার।
শীঘ্র পাঠাইল তথা ব্রহ্মার কুমার॥
বায়ুবেগে আইলেন নারদ ঝাটতি।
দেবগণ বলিল বিনয়ে কাম প্রতি॥
সম্বরহ এই অস্ত্র কৃষ্ণের নন্দন।
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন॥
শাল্ব দৈত্য রাজা কভু তব বধ্য নয়।
স্বহস্তে মারিবে এরে দৈবকী-তনয়॥

এত শুনি হৃষ্ট হৈয়া তূণে অস্ত্র থুল।
এ সব কারণ শাল্ব সকল জানিল॥
রণ ত্যজি সৌভপুরে উত্তরিল গিয়া।
নিজ রাজ্যে গেল তবে দ্বারকা ত্যজিয়া॥

শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধে শাল্বদৈত্য বধ।

তব যজ্ঞ সাঙ্গ যবে হৈল নরপতি।
হেথা হতে আমিত' গেলাম দ্বারাবতী॥
দেখিলাম দ্বারকা যে লণ্ডভণ্ড প্রায়।
বেদধ্বনি উচ্চারিল সবে সূক্ষ্ম তায়॥
পুষ্পোদ্যানে তরুগণ লণ্ডভণ্ড দেখি।
জানিলাম জিজ্ঞাসিয়া সাত্যকিরে ডাকি॥
সকল কহিল তবে হৃদিকানন্দন।
আদ্যোপান্ত যতেক শাল্বের বিবরণ॥
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ হইল অপার।
ঘরে প্রবেশিতে চিত্ত নহিল আমার॥
কামপাল কামদের বাহুক প্রভৃতি।
ডাকিলাম সবারে রাখিতে দ্বারাবতী॥
হইলাম কিছু সৈন্য লইয়া বাহির।
শাল্ব সহ যুদ্ধে যাই সিন্ধুনদ তীর॥
তথা শুনিলাম শাল্ব আছে সিন্ধুমাঝে।
হইলাম সিন্ধুমাঝে প্রবিষ্ট সে সাজে॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ শব্দ শুনিয়া আমার।
হাসিয়া ডাকিয়া বলে শাল্ব দুরাচার॥
তোমারে দেখিতে গেনু দ্বারকা নগরে।
না দেখিনু তোমারে আইনু নিজ ঘরে॥
ভাগ্য মোর আপনি আইলা মম পুরে।
পাঠাইব এখনি তোমারে যমঘরে॥
এত বলি এড়িলেক লক্ষ লক্ষ বাণ।
গদা চক্র শেল শূল অস্ত্র খরসান॥
আমি সব কাটিলাম চোখা চোখা শরে।
মায়ায় উঠিল শাল্ব আকাশ উপরে॥
আকাশে উঠিয়া শাল্ব বহু মায়া কৈল।
দিবা রাত্রি নাহি জ্ঞান অন্ধকার হৈল॥
কোটি কোটি বাণ যে এড়িল দুষ্টমতি।
না দেখি রথের ঘোড়া রথের সারথি॥

শৈল সুগ্রীবাদি অশ্ব হইল অচল।
ডাকিল দারুক মোরে হইয়া বিহ্বল॥
শক্তিহীন সর্ব্বাঙ্গে বহিছে রক্তধার।
চিন্তান্তর হয় দুঃখ দেখিয়া তাহার॥
হেনকালে দ্বারকা নিবাসী একজন।
সম্মুখে আসিয়া বলে করিয়া ক্রন্দন॥
কিবা কর বাসুদেব চল শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্র রহিলে মজিবে দ্বারাবতী॥
শাল্ব রাজা আসিয়াছে দ্বারকানগরে।
যুদ্ধ করি মারিলেক তোমার বাপেরে॥
শীঘ্র করি উগ্রসেন দিল পাঠাইয়া।
মজিল দ্বারকাপুর রক্ষা কর গিয়া॥
এত শুনি চিত্তে বড় হইল বিস্ময়।
পিতৃশোকে তাপ বড় জন্মিল হৃদয়॥
বলভদ্র প্রদ্যুম্ন সাত্যকি আদি করি।
মহাবীরগণ সব রক্ষা করে পুরী॥
এ সব থাকিতে বাসুদেবেরে মারিল।
সবাই মরিল হেন সত্য জানা গেল॥
এ তিন থাকিতে যদি দেবরাজ আসে।
না হয় তাঁহার শক্তি দ্বারকা প্রবেশে॥
মায়াতে সকলি হেন জানিলাম মনে।
করিলাম পুনঃ যুদ্ধারম্ভ শাল্ব সনে॥
আচম্বিতে দেখি শাল্ব সৌভপুরী হৈতে।
কেশপাশমুক্ত পিতা পড়িল ভূমিতে॥
চতুর্দ্দিকে দৈত্যগণ করয়ে প্রহার।
দেখিয়া আমরা সব করি হাহাকার॥
দেখিয়া এ সব ক্রিয়া ব্যাকুল হইয়া।
জ্ঞানচক্ষে চাহিলাম বিস্ময় মানিয়া॥
শেষে জানা গেল সব অসুরের মায়া।
না জানি কোথায় শাল্ব আছে লুকাইয়া॥
তবে কতক্ষণে শব্দ শুনি আচম্বিতে।
মার মার বলিয়া ডাকয়ে পূর্ব্বভিতে॥
এড়িলাম শব্দ অনুসারে শব্দভেদি।
যতেক মায়াবী দৈত্য ফেলিলাম ছেদি॥
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল সিন্ধুজলে।
কুম্ভীর মকর দৈত্য ধরি সব গিলে॥

নিঃশব্দ হইল সব পড়িল দানব ।
আর কতক্ষণে শুনি দশদিকে রব ॥
করিলাম গান্ধর্ব্ব যে অস্ত্র নিক্ষেপণ ।
মায়া দূর হৈল শাল্ব দিল দরশন ॥
সৈন্য হত দেখিয়া দৈত্যের অধিপতি ।
সে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গেল শীঘ্রগতি ॥
তথা হৈতে বহু সৈন্য লইয়া আইল ।
অন্ধকার করি দৈত্য পর্ব্বত বর্ষিল ॥
অনেক প্রকারে তাহা নারি নিবারিতে ।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল আমার মনেতে ॥
ডুবিল আমার রথ পর্ব্বত চাপনে ।
হাহাকার আকাশে করয়ে দেবগণে ॥
আমারে না দেখিয়া ব্যাকুল দেবগণ ।
আর কত মিত্রগণ করয়ে রোদন ॥
অস্ত্রের প্রসাদে পুনঃ পাই পরিত্রাণ ।
সেই অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইল পাষাণ ॥
পর্ব্বত কাটিয়া আমি হলেম বাহির ।
জলদপটল হৈতে যেমন মিহির ॥
পুনঃ শাল্ব নানা অস্ত্র করে বরিষণ ।
যোড়হাতে দারুক করিল নিবেদন ॥
মায়ার পুত্তলি এই অসুর দুরন্ত ।
সুদর্শন এড়িয়া অসুরে কর অন্ত ॥
সৌভপুরে শাল্বের থাকিবে যতক্ষণ ।
ততক্ষণে নহিবেক তাহার নিধন ॥
সুদর্শন এড়িয়া কাটহ সৌভপুর ।
তবে ত নিধন হবে মায়াবী অসুর ॥
এ কথা শুনিয়া ত্যাগ করিলাম চক্র ।
দেখি দৈত্য হয় ব্যস্ত সচকিত শক্র ॥
আকাশে উঠিল চক্র সূর্য্যের সমান ।
সৌভপুরী কাটিয়া করিল খান খান ॥
পুনরপি সুদর্শন বাহুড়ি আইল ।
শাল্বেরে কাটিতে পুনঃ অনুজ্ঞা হইল ॥
গর্জ্জিয়া উঠিল চক্র গগনমণ্ডলে ।
প্রলয়ের কালে যেন শত সূর্য্য জ্বলে ॥
দেখি সুরাসুর সব হইল অজ্ঞান ।
শাল্বদৈত্য কাটিয়া করিল খান খান ॥

এই হেতু আসিতে না পাইনু তখন ।
আপনার মৃত্যুপথ কৈল দুর্য্যোধন ॥
তুমি সত্যবাদী সত্য করিবে পালন ।
সেই বলে দুর্য্যোধন ত্যজিবে জীবন ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে হইবে সংহার ।
ইন্দ্র আদি সখা হ'লে রক্ষা নাহি তার ॥
শুন ধর্ম্ম মহীপাল আমার বচন ।
গ্রহদোষ হৈতে দুঃখ পায় সাধুজন ॥
অবনীতে ছিল পূর্ব্বে শ্রীবৎস নৃপতি ।
শনিকোপে দুঃখ তিনি পাইলেন অতি ॥
চিন্তাদেবী তাঁর ভার্য্যা লক্ষ্মী অংশে জন্ম ।
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তাহাদের কর্ম্ম ॥
দ্রৌপদীর কিবা দুঃখ শুন নরবর ।
ইহা হৈতে চিন্তা দুঃখ পাইল বিস্তর ॥
দৈবেতে এ সব হয় শুন মহীপাল ।
আপন অর্জ্জিত কর্ম্ম ভুঞ্জে চিরকাল ॥
এত দুঃখ পাও রাজা দৈবের বিপাকে ।
ঈশ্বরেরে নিন্দ নাহি, নিন্দ আপনাকে ॥
মূল কর্ম্ম ফলাফল ভোগায় তাহাতে ।
কর্ম্ম অনুসারে জীব ব্যস্ত হয় যাতে ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা অতি মনোহর ।
কহিলেন যুধিষ্ঠির যোড় করি কর ॥
কহ প্রভু শ্রীবৎস নৃপতি কোন্ জন ।
কোথায় নিবাস তাঁর কাহার নন্দন ॥
চিন্তাদেবী কার কন্যা কহ নারায়ণ ।
কিরূপে পাইল দুঃখ কহ বিবরণ ॥
কহ কহ জগন্নাথ কি শুনি আনন্দ ।
মুখপদ্ম হৈতে ঝরে বাক্য মকরন্দ ॥
বনপর্ব্ব ব্যাসঋষি করিলা প্রকাশ ।
ভাষায় রচিল তাহা কাশীরাম দাস ॥

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান ।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা করহ শ্রবণ ।
শ্রীবৎস রাজার কথা অপূর্ব্ব কথন ॥
চিত্ররথ পূর্ব্বে ছিল পৃথিবীর পতি ।
তৎপরে শ্রীবৎস হয় তাহার সন্ততি ॥

একছত্রে ধরিণী শাসিল নরপতি।
রতিপতি সম রূপে জ্ঞানে বৃহস্পতি ॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিল বাহুবলে।
সকল করিল রাজা নিজ করতলে ॥
রাজসূয় অশ্বমেধ করে শত শত।
দানেতে দারিদ্রগণে তোষে অবিরত ॥
অপ্রমিত গুণ তাঁর বর্ণন না যায়।
ধার্ম্মিক তাঁহার তুল্য না দেখি কোথায় ॥
যে যাহা প্রার্থনা করে তাহা দেয় তারে।
দেহরক্ষা হেতু প্রাণ নাহি দেন কারে ॥
চিত্রসেন রাজকন্যা তাঁহার মহিষী।
চিন্তা নামে পতিব্রতা পরম রূপসী ॥
শত শত চান্দ্রায়ণ কত মহাদান।
করিয়াছে কেবা হেন চিন্তার সমান ॥
রাজা রাণী ধর্ম্ম কর্ম্ম যা করে যখন।
ঈশ্বরে অর্পেণ সদা হৈয়া শুদ্ধমন ॥
শুন সে অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের নন্দন।
তৎপরে হৈল দেখ দৈবের ঘটন ॥
একদিন লক্ষ্মী আর শনি মহাশয়।
উভয়ের বাক্যযুদ্ধ হৈল অতিশয় ॥
লক্ষ্মী কহে আমি শ্রেষ্ঠা সকল সংসারে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে কে ছাড়ে আমারে ॥
কেমনে বলিলে শনি তুমি শ্রেষ্ঠ জন।
ত্রিভুবন মধ্যে তোমা কে করে অর্চ্চন ॥
এইরূপে দুইজনে হৈল অকৌশল।
পণ করি দুইজন আইল ভূতল ॥
লক্ষ্মী কহে শ্রীবৎস নৃপতি বিচক্ষণ।
ইহার মধ্যস্থ তবে হউক সেই জন ॥
সূর্য্যপুত্র সিন্ধুকন্যা উভয়ে ত্বরিত।
রাজার পুরেতে আসি হৈল উপনীত ॥
শ্রীবৎস নৃপতি যান স্নান করিবারে।
দুইজন উপনীত দেখিলেন দ্বারে ॥
দেখি ব্যস্ত ভূপতি দাণ্ডায় যোড়করে।
কহিলেন প্রণাম করিয়া মৃদুস্বরে ॥
কি কারণে আগমন হয়েছে এ স্থানে।
শনি কহিলেন কার্য্য তব সন্নিধানে ॥
আমা এ দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
বিচারিয়া কহ রাজা তুমি বিচক্ষণ ॥
শুনিয়া কহিল রাজা বিনয় বচনে।
কল্য এলে বলিব যা লয় মম মনে ॥
এই বাক্য কহি দোঁহে করেন বিদায়।
স্নান করি নিজালয়ে আসি নররায় ॥
রাণীরে কহিল রাজা এই বিবরণ।
শুনিয়া হইল রাণী বিষণ্ণবদন ॥
অমরে অমরে দ্বন্দ্ব করি দুইজনে।
মনুষ্য মধ্যস্থ মানি আসে কি কারণে ॥
ভাল ত লক্ষণ রাজা নহে এ সকল।
না জানি কি হয় বুঝি মম কর্ম্মফল ॥
রাজা বলে চিন্তাদেবি চিন্তা কর মিছা।
হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ॥
কাল বলবান দেবি জানিহ নিশ্চয়।
কালপ্রাপ্ত হইলে নরের মৃত্যু হয় ॥
এমত চিন্তায় গত দিবস শর্ব্বরী।
কাশীরাম কহে সাধু পীয়ে কর্ণ ভরি ॥

শ্রীবৎস রাজার সভায় শনি ও লক্ষ্মীর আগমন।

প্রভাতে উঠিয়া রাজা, লইয়া সকল প্রজা,
মন্ত্রণা করেন এই সার।
বচন নাহিক কবে, অথচ বিচার হবে,
ইথে ভার ইষ্টদেবতার ॥
এত বলি নরবরে, আজ্ঞা দিল অনুচরে,
আন দুই দিব্য সিংহাসন।
এক স্বর্ণ বিনির্ম্মিত, এক রৌপ্যে বিরচিত,
দুইপার্শ্বে দুয়ের স্থাপন ॥
আসনের নানা সাজ, সাজাইল মহারাজ,
আপনি বসিয়া মধ্যস্থলে।
কমলা শনির সাথে, আসিয়া বৈকুণ্ঠ হৈতে,
বসিলেন আসন বিমলে ॥
সম্মুখে দাণ্ডায়ে রাজা, বিধিমতে করি পূজা,
প্রকাশিয়া মহতী ভকতি।
কৃতাঞ্জলি প্রণিপাতে, দাণ্ডাইল যোড়হাতে,
করিলেন বহুবিধ স্তুতি ॥

হইল আহ্লাদযুতা, বসিলা জলধি-সুতা,
স্বর্ণছত্র সিংহাসনোপরে।
রহে শনি মহাশয়, আসন রজতময়,
রবি শশী যেন তম হরে॥
বসিলেন তিনজনে, নানা কথা আলাপনে,
রাজার পীযূষ বাক্য শুনি।
ভবার্ণব সাগর-সেতু, জীব তারাবার হেতু,
রচিলেন ব্যাস মহামুনি॥
কাশীরাম দাস কয়, তরিবারে ভবভয়,
না হইবে জঠর যন্ত্রণা।
হরিনাম কর সার, জন্ম না হইবে আর,
এই মম বচন রচনা॥

শ্রীবৎস রাজার বিচার ও শনির কোপ

ছত্র সিংহাসনে তবে বসি দুইজন।
জিজ্ঞাসেন কথায় কথায় সেইক্ষণ॥
কহ রাজা এ দুয়ের শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
শুনিয়া হাসিয়া রাজা বলিল বচন॥
কাঞ্চন ছত্রেতে বিধি বুঝে লহ মনে।
বামে বসে সাধারণ প্রধান দক্ষিণে॥
শুনি শনি হইলেন কোপান্বিত মন।
ক্রোধযুক্ত হয়ে শনি করিল গমন॥
লক্ষ্মী কহিলেন তুষ্ট করিলা আমায়।
অচলা হইয়া র'ব তোমার আলয়॥
আশীর্ব্বাদ করি দেবী করিলা গমন।
চিন্তিত হইয়া রাজা ভাবে মনে মন॥
এরূপে শ্রীবৎস রাজা বঞ্চিত কতদিন।
ছিদ্র অন্বেষণে শনি ভ্রমে অনুদিন॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
যেমতে কুগ্রহ ঘটে শ্রীবৎস রাজার॥
স্নান করি সিংহাসনে বসি নরপতি।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের দুর্গতি॥
তথা এক কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর আসিয়া।
সেই জল অকস্মাৎ খাইল চাটিয়া॥
এই ছিদ্র দেখি শনি প্রবিষ্ট হইল।
ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি হ্রাস করিতে লাগিল॥
অকস্মাৎ পড়ে গৃহমন্দির প্রাচীর।
শত শত মঞ্চ ভগ্ন সুন্দর মন্দির॥
অকস্মাৎ কোন স্থানে অগ্নিদাহ হয়।
দিবস রজনী প্রায় সব ধূমময়॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয় চতুর্দ্দিকে।
অকস্মাৎ উল্কাপাত কালপেঁচা ডাকে॥
দিবসে প্রকাশে সব নক্ষত্রমণ্ডল।
ধূমকেতু খসি পড়ে অতি অমঙ্গল॥
শনি-কোপানলেতে পড়িল নরবর।
রাজ্য রক্ষা নাহি হয় উৎপাত বিস্তর॥
গজ বাজী পদাতি মরিল লক্ষ লক্ষ।
গাভী বৎস পশু পক্ষী নাহি পায় ভক্ষ্য॥
অকস্মাৎ রথধ্বজ ভাঙ্গিতে লাগিল।
দাবানল আসি যেন অরণ্য দহিল॥
শ্রীবৎসের রাজ্যে শনি ঘটান প্রমাদ।
যুবক যুবতী হয় হরষে বিষাদ॥
বিপদ-সাগরে পড়ি শ্রীবৎস নৃপতি।
ভাসিলেন রোদন করিয়া মহামতি॥
রাজার নিকটে আসি যত প্রজাগণ।
এই দুঃখে দুঃখী হয়ে করয়ে রোদন॥
কোথা বা যাইব আর কোথা বা রহিব।
অনাহারে মহাকষ্টে কেমনে বাঁচিব॥
তিন দিন রাত্রি রাজা নগর ভ্রমিয়া।
ঘরে ঘরে দেখিলেন সকল চাহিয়া॥
ভাবেন কাশীর রাজা না বাঁচে পরাণে।
বিলাপ করিয়া রাণী পড়িল অজ্ঞানে॥
রাজা বলে কান্দ কেন পাগলের প্রায়।
কপালে অবশ্য মৃত্যু সকলেরি হয়॥
কান্দায় কর্ম্মের ভোগ [illegible]।
তবে প্রিয়ে কেন বা রোদন কর আর॥
সসাগরা পৃথিবীর পতি যেইজন।
তাহার এমন দশা দৈবের ঘটন॥
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে অন্যথা।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হেন খেদ কর বৃথা॥
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর।
আমি কি করিব চিন্তা কর্ত্তা ঈশ্বর॥

শ্রীবৎস চিন্তার বন গমন।

এইরূপে বিবেচনা করিয়া নৃপতি।
ত্রিপক্ষের পর তাঁর স্থির হৈল মতি॥
শনি দুঃখ দিলেন আমায় এইমতে।
উপায় ইহার এক ভাবি জগন্নাথে॥
চিন্তাদেবী কর তুমি কিঞ্চিৎ সঞ্চয়।
হীরা মুক্তা মণি স্বর্ণ যাহা মনে লয়॥
প্রবাল প্রস্তর আর আছে যত যত।
বহুমূল্য অল্প ভার এমত রজত॥
সঞ্চয় করিয়া লও বিচিত্র বসন।
অন্য বস্ত্র দিয়া সব কর আচ্ছাদন॥
শুনি রাণী কাঁথা এক করিল তখন।
কাঁথার ভিতরে রাখি বহুমূল্য ধন॥
রাজা বলিলেন শুন আমার বচন।
শনিদোষে মজিল সকল রাজ্যধন॥
কেবল আছয়ে মাত্র জীবন দোঁহার।
এখন উপায় কিছু নাহি দেখি আর॥
পিত্রালয়ে যাও তুমি রাখিতে জীবন।
যথা তথা আমি কাল করিব ক্ষেপণ॥
শনিত্যাগ যদি হয় কখন আমার।
তব সহ মিলন হইবে পুনর্ব্বার॥
এত শুনি চিন্তাদেবী লাগিল কহিতে।
না যাব বাপের বাড়ী রহিব সহিতে॥
পিতৃগৃহে যাইবার সময় এ নয়।
হাসিবেক শত্রুগণ সে দুঃখ না সয়॥
দুঃখের সময় তব থাকিব সংহতি।
যা হবে তোমার গতি আমার সে গতি॥
তব সঙ্গে থাকিয়া সেবিব তব পদ।
আমি সঙ্গে থাকিলে না ঘটিবে আপদ॥
গৃহিণী থাকিলে সঙ্গে গৃহস্থ বলয়।
উভয়ে যে স্থানে থাকে তথা সুখ পায়॥
শনির দোষেতে তুমি আমারে ছাড়িবে।
চিন্তারে সমর্পি চিন্তা দুঃখ ত পাইবে॥
শুনিয়া রাণীর কথা নৃপতি দুঃখিত।
আশ্বাস করিয়া এই করিল নিশ্চিত॥
শুন ধর্ম্ম অবতার অদ্ভুত বচন।
শ্রীবৎস শনির দোষে করিল যেমন॥
অর্দ্ধ রাত্র সময়ে উঠিয়া নরপতি।
রাণীকে করিয়া সঙ্গে যান শীঘ্রগতি॥
এইকালে লক্ষ্মীদেবী আসিয়া তথায়।
সদয় হইয়া বাক্য বলিলা রাজায়॥
যথায় থাকিবা তথা করিব গমন।
কায়ার সহিত ছায়া মিলন যেমন॥
কিছুকাল দুঃখ তুমি গ্রহেতে পাইবে
পুনর্ব্বার নিজ রাজ্যে ঈশ্বর হইবে॥
এক্ষণে বিদায় রাজা হইলাম আমি।
শুভক্ষণে বনপথে হও অগ্রগামী॥
অতিশয় ঘোর রাত্রে যান নররায়
রমণী সহিত কাঁথা করিয়া মাথায়॥
গৃহের বাহিরে কভু না যায় যে জন।
সেই চিন্তা পদব্রজে করিল গমন॥
কণ্টক অঙ্কুর কত ফুটে তাঁর পায়।
অতি ক্লেশে পতি সহ দ্রুতগতি যায়॥
সঘনে নির্জ্জন বনে প্রবেশ করিল।
তার মধ্যে মায়ানদী দেখিতে পাইল॥
অকূল সমুদ্র প্রায় নাহি পারাবার।
ভূপতি করেন চিন্তা কিসে হৈব পার॥
নদীর কূলেতে বসি কান্দে দুইজন।
হায় বিধি মম ভাগ্যে এই কি লিখন॥
কর্ণধাররূপে শনি আসিয়া তখন।
ভগ্ন নৌকা ল’য়ে ঘাটে দিল দরশন॥
মন্দ মন্দ বহে তরি চলে বা না চলে।
নৌকা দেখি নরপতি কাণ্ডারীকে বলে॥
ত্বরা করি পার করি দাও হে কাণ্ডারী।
বিলম্ব না সহে দুঃখ সহিতে না পারি॥
নাবিক আসিয়া কহে তুমি কোন্ জন।
রমণী সহিত রাত্রে কোথায় গমন॥
কার নারী হরণ করিয়া নিয়া যাও।
পরিচয় দেহ অগ্রে কূলেতে দাঁড়াও॥
রাজা বলে শুনিয়াছ শ্রীবৎস নৃপতি।
সেই আমি এই মম নারী চিন্তা সতী॥

আমার কুদিন হয় দৈবের ঘটনে।
নারী সঙ্গে করি তাই আসিয়াছি বনে॥
শুনি শনি কহিলেন বুঝেছি বিস্তর।
যে তাল বেতাল সিদ্ধ আছিল তোমার॥
তারা সবে কোথা গেল বিপত্তি সময়।
কোথা গেল মন্ত্রীবর্গ কহ মহাশয়॥
রাজা বলে ভাই বন্ধু যত পরিবার।
বিপত্তি সময় সঙ্গী নহে কেহ কার॥
অসার সংসার এই মায়ামদে মজে।
সকল করয়ে নষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যজে॥
সংসার আমার বলে কেহ কার' নয়।
কস্য মাতা কস্য পিতা শাস্ত্রে এই কয়॥
আপনার রক্ষা হেতু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনার নাশ হেতু করয়ে কুকর্ম্ম॥
আমার সর্ব্বদা হয় ধর্ম্মেতে বাসনা।
কায়মনোবাক্যে এই করি হে কামনা॥
শুনি শনি হাসি কহিলেন পুনর্ব্বার।
অতি জীর্ণতর নৌকা দেখহ আমার॥
দুইজন হৈলে যেতে পারে পরপারে।
তিনজন ভয় তরি পারে কি না পারে॥
আপনি সুবুদ্ধি বট দেখ বর্ত্তমান।
বিবেচনা করিয়া করহ অনুমান॥
কাথারে লইয়া অগ্রে পার হও তুমি।
সঙ্গে যদি লও তবে কাঁথা রাখ ভূমি॥
শুনিয়া নাবিক বাক্য করেন বিচার।
কাঁথা পার করি অগ্রে শেষে হৈব পার॥
রাজা রাণী দুইজনে ধরিয়া কাঁথায়।
যতনে তুলিয়া দেন শনির নৌকায়॥
কাঁথা ল'য়ে সূর্য্যপুত্র বাহিয়া চলিল।
দেখিতে দেখিতে মায়ানদী শুকাইল॥
শ্রীবৎস নৃপতি খেদে করে হায় হায়।
এ সকল দেখিলাম ভোজবাজী প্রায়॥
বুঝিলাম এ সকল শনির চাতুরী।
মায় করি সর্ব্ব ধন করিলেক চুরি॥
দেখিলে সাক্ষাতে রাণী বঞ্চনা শনির।
চঞ্চল হৃদয় তাঁর নাহি হয় স্থির॥
বহু কষ্টে গমন করিয়া দুইজন।
প্রবেশ করেন গিয়া চিত্রধ্বজ বন॥
হেনকালে সেই স্থানে হইল প্রভাত।
পূর্ব্বদিকে উদয় হইলা দীননাথ॥
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত দোঁহে কাতর হৃদয়।
রম্যস্থান দেখি রাণী নৃপতিরে কয়॥
চলিতে না পারি প্রভু করি নিবেদন।
বিশ্রাম করহ এই স্থানে কিছুক্ষণ॥
দিব্য জলে স্থলে নানা পুষ্প বিকসিত।
এই স্থানে স্নান কর আছ ত ক্ষুধিত॥
রমণী কাতরা দেখি ব্যথিত অন্তর।
বন হৈতে ফল পুষ্প আনেন সত্বর॥
উভয়ে করিয়া স্নান ইষ্টপূজা করি।
কুড়াইয়া আনিলেন সুপক্ব বদরী॥
উভয়ে খাইল জল শ্রান্তি হ'ল দূর।
গমন করিতে শক্তি হইল প্রচুর॥
নানা স্থান এড়াইল পর্ব্বত কানন।
নদনদী কত শত বন পর্য্যটন॥
তমাল পিয়াল শাল বৃক্ষ নানাজাতি।
মল্লিকা মালতী বক চম্পক প্রভৃতি॥
বদরী খর্জ্জুর জম্ব পনশ রসাল।
নারিকেল গুবাক্ দাড়িম্ব আর তাল॥
জারুল পারুল বেল পিয়ঙ্গু অগুরু।
রক্তসার চন্দন তমাল দেবদারু॥
ইত্যাদি অনেক বৃক্ষে নানা পক্ষিগণ।
ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক কত করিছে ভ্রমণ॥
মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র উষ্ট্র গণ্ডার কাসর।
ঘোটক গোধিকা খর ভল্লুক শূকর॥
শত শত পশু দেখি বনের ভিতর।
বিকট দশন দেখি অতি ভয়ঙ্কর॥
ভূচর খেচর কত কে করে গণন।
দেখিয়া চিন্তিত রাজা অতি ঘোর বন॥
মনে মনে বলে রক্ষা কর লক্ষ্মীপতি।
সংসারের সার তুমি অগতির গতি॥
দয়া কর দীননাথ করুণানিদান।
সমূহ সঙ্কটে প্রভু কর পরিত্রাণ॥

তোমা বিনা রক্ষা করে নাহি হেন জন।
আমার ভরসা মাত্র প্রভুর চরণ ॥
গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী গদাধর।
ত্রাণ কর এই বার হয়েছি কাতর ॥
এইরূপ বলি রাজা স্মরি চক্রপাণি।
অকস্মাৎ তথা এই হৈল দৈববাণী ॥
যতদিন নৃপ তুমি থাকিবে কাননে।
থাকিব তোমার সঙ্গে রক্ষার কারণে ॥
শুনিয়া আনন্দ বড় হইল রাজার।
বন মধ্যে ভ্রমে সদা নির্ভয় আকার ॥
একদিন বনমধ্যে করে দরশন
মৎস্যঘাতী ধীবর আসিছে কতজন ॥
ধীবর দেখিয়া মৎস্য করেন যাচন।
কিছু মৎস্য দেহ আজি করিব ভোজন ॥
জেলে বলে কুক্ষণে ল'য়েছি জাল করে।
কিছুই না পাইলাম ফিরে যাই ঘরে ॥
রাজা বলে শুন সবে আমার বচন।
পুনর্ব্বার ফেল জাল পাইবে এখন ॥
তাল বেতালের স্তুতি করেন শ্রীবৎস।
সকলে ফেলিয়া জাল পায় বহু মৎস্য ॥
চতুর ধীবর জাল করিয়া বিস্তার।
পুনর্ব্বার ফেলে জাল করিয়া স্বীকার ॥
পাইয়া অনেক মীন কৈবর্ত্তের গণ।
জানিল সাধক বটে এই দুইজন ॥
সাদরে শলুক মৎস্য দিল নৃপতিরে।
মৎস্য পেয়ে নৃপবর কহিল রাণীরে ॥
ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি রাণী কাতর জীবন।
মৎস্য পোড়াইয়া দেহ করিব ভোজন ॥
শুনিয়া কহেন রাণী যে আজ্ঞা তোমার।
মীন পোড়া খেলে হয় শনি প্রতীকার ॥
ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির করহ শ্রবণ।
মায়া করি শনি মৎস্য করিল হরণ ॥
হরিষ বিষাদে রাণী অনল জ্বালিল।
যতন পূর্ব্বক সেই মৎস্য পোড়াইল ॥
মীনদগ্ধ করি চিন্তা চিন্তিলেন মনে।
মৎস্যপোড়া রাজহস্তে দিব বা কেমনে ॥
ক্ষীর ছানা নবনীত যে করে ভোজন।
বনে আসি মীনদগ্ধ খাবে সেইজন ॥
কিরূপেতে এই ছাই খেতে দিব তাঁরে
শতেক ব্যঞ্জন হয় যাঁহার আহারে ॥
এতেক চিন্তিয়া চিন্তা মীন ল'য়ে করে
ধুইয়া আনিব বলি গেল সরোবরে ॥
জলেতে ধুইতে পোড়া মৎস্য পলাইল।
ইহা দেখি চিন্তাদেবী কান্দিতে লাগিল ॥
হাহাকার করি রাণী কান্দে বিনাইয়া।
কি বলিবে মহারাজ এ কথা শুনিয়া ॥
কে দেখেছে কে শুনেছে পোড়া মৎস্য বাঁচে
কি হইবে মম ভাগ্যে না জানি কি আছে ॥
শুনিয়া বিশ্বাস নাহি করিবে ভূপতি।
একে ত ক্ষুধার্ত্ত রাজা হবে ক্রুদ্ধ অতি।
বলিবেক তুমি মৎস্য করেছ ভক্ষণ।
পলাইল বলিয়া করহ প্রতারণ ॥
হায় বিধি এত দুঃখ ঘটালে আমায়।
এখনো রয়েছে প্রাণ নাহি কেন যায়।
শুনিয়া হাসিয়া রাজা রাণীকে কহিল
এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিতে হইল ॥

শ্রীবৎসের প্রতি শনির প্রত্যাদেশ।

অন্তরীক্ষে থাকি শনি, কহিল আকাশবাণী,
শুন শুন শ্রীবৎস নৃপতি।
আমি ছোট লক্ষ্মী বড়, তুমি কহিয়াছ দড়,
তার শাস্তি করিব সম্প্রতি ॥
সম্পত্তিতে করিগর্ব্ব, আমারে দেখিলে খর্ব্ব,
আমি তব কি করিতে পারি।
যেইলজ্জা দিলে মোরে, সে কথা কহিব কারে,
শুন দুষ্টমতি মন্দকারী ॥
পণ্ডিত ধার্ম্মিক জ্ঞানে, আইলাম তব স্থানে
তুমি ত করিবে সুবিচার।
কপট চাতুরি করি, মম গুণ পরিহরি,
তুমি দুঃখ দিয়াছ অপার ॥
কি ক'ব দুঃখের কথা, স্মরণে মরণ ব্যথা,
রহিবেক হৃদয়ে আমার।

...করিয়া শ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মীরে করিলে জ্যেষ্ঠ,
এবে লক্ষ্মী কোথায় তোমার ॥
করিয়াছি রাজ্য নাশ, অপর অরণ্যে বাস,
শেষে এই স্ত্রী ভেদ করিব।
...বলি তোরে, তবে ত চিনিবে মোরে,
নহে মিথ্যা যে কথা বলিব ॥
শুন শুন মহারাজ, ধরিয়া বিবিধ সাজ,
দেব দৈত্য নাগ আদি গণে।
...সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বঘটে থাকি আমি,
অতিশয় পূজ্য ত্রিভুবনে ॥
শুন ... শ্রীবৎস নৃপ, ত্রেতাযুগে রামরূপ,
হইলেন প্রভু অবতার।
...চারি অংশে, জন্মিলা ইক্ষ্বাকুবংশে,
রাজা দশরথের কুমার ॥
...াচার, দেন তাঁরে রাজ্যভার,
আমি তাঁরে পাঠাই কানন।
... লক্ষ্মণ সাথে, প্রবেশে গহন পথে,
জটাবল্ক করিয়া ধারণ ॥
... লক্ষ্মী সীতাসতী, পতি অনুগতা অতি,
শুন হে দুর্গতি যত তার।
... পতির সহ, ভুঞ্জিবারে পাপগ্রহ,
বনে গেল দীনের আকার ॥
... ...নন পথে, বঞ্চিয়া স্বামীর সাথে,
পরে তাঁরে হরে দশানন।
... স্বামী ছাড়ি, গেলেন রাবণ বাড়ী,
বাস হৈল অশোক কানন ॥
... ...কিছু বলি শুন, দেবদেব পঞ্চানন,
সতী কন্যা অৰ্দ্ধ অঙ্গ যাঁর।
... ... কৃত্তিবাস, দক্ষযজ্ঞ করি নাশ,
ছাগমুণ্ড দক্ষের আকার ॥
... দেহ ত্যাগ করে, জন্মি হিমালয় ঘরে,
সর্ব্বহেতু মম মায়াজাল।
...মারে হেলন করি, ইন্দ্র স্বর্গ পরিহরি,
ভগাঙ্গ রহিল কত কাল ॥
মম সহ বাদ করি, বৈকুণ্ঠনিবাসী হরি,
কীটরূপ ধারণ করিল।
ঘুচিল বৈকুণ্ঠ লীলা, গণ্ডকী পর্ব্বতে শিলা,
দেবমানে বহুকাল ছিল ॥
বলি দৈত্য অধিপতি, স্বর্গ রসাতল ক্ষিতি,
ত্রিভুবন করে অধিকার।
হেলন করিল মোরে, পাতালে লইয়া তারে,
রাখিলাম বদ্ধ কারাগার ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, সর্ব্বত্র আমার বল,
সবে করে আমারে পূজন।
তব কাছে অল্প আমি, তুমি পৃথিবীর স্বামী,
লক্ষ্মী তব দেখিব কেমন ॥
এত কহি গ্রহস্বামী, হইল কাননগামী,
স্বপ্নবৎ শুনিয়া রাজন।
চিত্তে ... বুঝিলা মর্ম্ম, শনির এতেক কর্ম্ম,
হৈল রাজা নিরানন্দ মন ॥
অরণ্যপর্ব্বের কথা, অতি সুখ মোক্ষদাতা,
চলিলেন মহামুনি ব্যাস।
রচিল পাঁচালীছন্দে, মানস অবেশানন্দে,
কৃষ্ণদাসানুজ কাশীদাস ॥

রাজা রাণীর কথোপকথন

শুনিয়া আকাশবাণী শনির ভারতী।
কাতরে বলিল রাজা চিন্তাদেবী প্রতি ॥
এতেক কহিল শনি প্রত্যক্ষ হইল।
রাজ্যনাশ বনবাস সর্ব্বনাশ কৈল ॥
আমার কৃন্দন হৈল বিধির ঘটন।
নহে কেন দ্বন্দ্ব করি আসিবে দুজন ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া ... কি কি হইবে আর।
নিজ কর্ম্মার্জ্জিত পাপ ... ভুঞ্জিবার ॥
কারণ করণ কর্ত্তা দেব গদাধর।
আমার একান্ত ... তাঁহার উপর ॥
ধর্ম্মে বিচলিত মন নহিবে আমার।
নিজ কর্ম্মে দুঃখ পাই দোষ কি তাঁহার ॥
চিন্তাযুক্ত হয়ে রাজা বঞ্চেন কানন।
ফল মূল আহারেতে করেন যাপন ॥
ধর্ম্ম চিন্তা করে রাজা স্মরে বিধাতায়।
এইরূপ পঞ্চবর্ষ নানা দুঃখ পায় ॥

শ্রীবৎস রাজার কাঠুরিয়া আলয়ে স্থিতি।

শুন শুন ধর্ম্মরাজ অপূর্ব্ব কথন।
কাননে বঞ্চেন চিন্তা শ্রীবৎস রাজন॥
পূর্ব্বমত ফল মূল তথায় না পান।
কানন ত্যজিয়া রাজা নগরেতে যান॥
নগর উত্তর ভাগ যথায় বসতি।
তথায় বসতি মম না হয় সম্মতি॥
দুঃখী হ'য়ে ধনাঢ্যের নিকটে না যাবে।
দরিদ্র দেখিয়া সবে অবজ্ঞা করিবে॥
নগর দক্ষিণ ভাগে প্রবেশিল রায়।
শত শত ঘর তথা কাঠুরিয়া রয়॥
রাজা রাণী তথায় হইয়া উপনীত।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তারা জিজ্ঞাসে ত্বরিত॥
কহ তুমি কেবা হও কোথায় বসতি।
কি কারণে আসিয়াছ কহ শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া সবার বাক্য কহে নৃপবর।
মম সম দুঃখী নাই পৃথিবী ভিতর॥
বহু দুঃখ পেয়ে আমি আইনু হেথায়।
তোমরা করিলে কৃপা তবে দুঃখ যায়॥
আশ্বাস করিয়া তারা কৈল অঙ্গীকার।
করিব তোমার হিত প্রতিজ্ঞা সবার॥
মোরা কাঠুরিয়া জাতি কাষ্ঠ বেচি কিনি।
নিত্য আনি নিত্য খাই দুঃখ নাহি জানি॥
সঙ্গে থেকে কাষ্ঠ বেচি প্রত্যহ আনিবে।
এ কর্ম্মে নিযুক্ত হৈলে দুঃখ নাহি রবে॥
শুনি আনন্দিত হৈল শ্রীবৎস রাজন।
ভাল ভাল এই কর্ম্ম করিব এখন॥
হেন মতে কাঠুরিয়া ঘরে দুই জন।
রহিলা গোপনে রাজা নিরানন্দ মন॥
কাঠুরিয়াগণ ভার্য্যা যতেক আছিল।
চিন্তার সৌজন্যে তারা সবে বশ হৈল॥
নানা ধর্ম্ম নানা কর্ম্ম করান শ্রবণ।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সবাকার মন॥
প্রভাতে কাঠুরেগণ চলিল কাননে।
রাজাকে ডাকিল সবে চল যাই বনে॥

শুনিয়া চলিল রাজা সবার সংহতি।
ঘোর বনে প্রবেশ করিলা শীঘ্রগতি॥
কাঠুরিয়াগণ কাষ্ঠ ভাঙ্গিল অনেক।
বড় বড় বোঝা সবে বান্ধিল যতেক॥
ফল মূল পত্র পুষ্প মিল সর্ব্বজন।
আমি কি লইব চিত্তে চিন্তিল রাজন॥
নিন্দিত না হয় কর্ম্ম ক্লেশ না সহিব।
অথচ আপন কর্ম্ম প্রকারে সাধিব॥
চিনিয়া লইয়া রাজা চন্দনের সার।
কাঠুরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল বাজার॥
বাজারে ফেলিল বোঝা কাঠুরিয়া কুল।
গৃহীলোক আসিয়া করিয়া নিল মূল॥
কেহ পায় চারি পণ কেহ আট পণ।
কেহ বা বেচিয়া কেনে খাদ্য প্রয়োজন॥
চন্দনের কাষ্ঠ লৈয়া শ্রীবৎস রাজন।
বেচিবারে যান পরে বণিক-সদন।
দিব্য চন্দনের সার পেয়ে সদাগর।
উচিত করিয়া মূল্য দিলেন সত্বর॥
তঙ্কা দুই চারি রাজা বেচিয়া পাইল।
অপূর্ব্ব বিচিত্র দ্রব্য কিনিয়া লইল॥
ঘৃত তৈল চাল ডাল লবণ সৈন্ধব।
মসলা মিষ্টান্ন দধি কিনিলেক সব॥
শাক আদি তরকারী যতেক পাইল।
ভাল মৎস্য মাংস রায় কিনিয়া লইল॥
কিনিয়া অশেষ দ্রব্য নিয়া নরপতি।
গৃহেতে আনিয়া দিল যথা চিন্তাসতী॥
রাণী প্রতি কহিলেন বিনয় বচন।
কাঠুরিয়াগণ বন্ধু কর নিমন্ত্রণ॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল চিন্তা মহারাণী।
উত্তম করিয়া পাক করিল তখনি॥
স্নানাদি করিয়া রাজা আইল সত্বর।
দেখিল সকল পাক হয়েছে সুন্দর।
রাণী বলিলেন সবে ডাকহ রাজন।
সকল রন্ধন হৈল করাব ভোজন॥
এত শুনি নরপতি ডাকি সবাকারে।
আনন্দিত হইয়া আইল ভুঞ্জিবারে॥

একত্র হইয়া যত কাঠুরিয়াগণ ।
ভোজনে বসিল সব অতি হৃষ্টমন ॥
রাণী অন্ন আনি দিল, বাঁটেন রাজন ।
ক্রমে ক্রমে পরশিল ভুঞ্জে সর্ব্বজন ॥
সুধাসম অন্ন পাক খেয়ে সর্ব্বজন ।
ধন্য ধন্য হৈল ধ্বনি কাঠুরে ভবন ॥
প্রচুর পুরস্কারে সবে বিদায় করিয়া ।
পশ্চাতে ভুঞ্জিল রাজা হৃষ্টমন হৈয়া ॥
এইরূপে কতদিন বঞ্চিল তথায় ।
একদিন শুন যুধিষ্ঠির মহাশয় ॥
বাণিজ্য করিতে এক সদাগর যায় ।
ভিড়াইয়া তরি সাধু রহিল তথায় ॥
অকস্মাৎ তার ডিঙ্গা চড়াতে লাগিল ।
হায় হায় করি কান্দে কি হৈল কি হৈল ॥
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটন ।
গণক হইয়া শনি আইল তখন ॥
হস্তে লাঠি পুথি কাঁখে গ্রহাচার্য্য হৈয়া ।
সাধুরে মঙ্গল কথা কহিল আসিয়া ॥
শুন মহারাজ তুমি স্থির কর মন ।
তোমার তরণী বদ্ধ হইল যে কারণ ॥
দেব নারা নবগ্রহ করেন অর্চ্চন ।
অবজ্ঞা করিয়া তুমি আইলে পাটন ॥
সেই হেতু তব তরী হৈল হেনরূপ ।
কহিনু যতেক কথা জানিয়া স্বরূপ ॥
মহাজন কহে কথা করিয়া প্রণতি ।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী ॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুন আমার বচন ।
যেরূপে তোমার তরী চলিবে এখন ॥
এই গ্রামবাসী কাঠুরিয়া যত জন ।
নিমন্ত্রণ করি আন তার ভার্য্যাগণ ॥
সকলে আসিয়া তারা ধরিবেক তরী ।
তার মধ্যে পতিব্রতা আছে এক নারী ॥
সেই আসি যেই তব স্পর্শিবে তরণী ।
কহিনু সকল কথা ভাসিবে তখনি ॥
শুনি আনন্দিত হৈল সেই মহাজন ।
এ কথা কহিয়া শনি করিল গমন ॥
পাইয়া উপায় সাধু চিন্তা করে মনে ।
পাইনু পরম তত্ত্ব দৈবের ঘটনে ॥
কিঙ্করেরে তবে সাধু কহিল সত্বরে ।
কাঠুরিয়া জাতি সতী আনহ সাদরে ॥
শুনিয়া সাধুর আজ্ঞা কিঙ্কর চলিল ।
তবে স্তুতি করি সবাকারে আমন্ত্রিল ॥
কতেক কাঠুরে ভার্য্যা নিমন্ত্রণ শুনি ।
হরিষ বিধানে তবে চলিল তখনি ॥
যেখানে নদীর ঘাটে আটক তরণী ।
সেই স্থানে উত্তরিল যতেক রমণী ॥
কমলা বিমলা গেল আর কলাবতী ।
কৌশল্যা রোহিণী চলে আর মালাবতী ॥
রেবতী কৈকেয়ী উমা রম্ভা তিলোত্তমা ।
হরপ্রিয়া চিত্রাবতী রাধাসতী শ্যামা ॥
চপলা চঞ্চলা ধায় চণ্ডালী কেশরী ।
পদ্মাবতী অরুন্ধতী সাবিত্রী মঞ্জরী ॥
একে একে তরী সবে পরশ করিল ।
জনে জনে মান নিয়া বিদায় হইল ॥
কারো হৈতে না হইল সাধু প্রয়োজন ।
বুঝিলাম মিথ্যা হৈল গণক বচন ॥
কত নারী এল না আইসে কতজন ।
কিঙ্করে জিজ্ঞাসে সাধু এ সব কারণ ॥
নাবিক কহিল সবে আসিয়াছে [illegible] ।
এক নারী না আইল স্বামীর মানায় ॥
শুনি সাধু মনে কৈল সেই সাধ্বী তবে ।
সে আইলে মম তরী সর্ব্বথা চলিবে ॥

বণিক কর্ত্তৃক চিন্তা হরণ ।

তবে সাধু হর্ষযুক্ত গলে বস্ত্র দিয়া ।
যথা স্থানে চিন্তাদেবী উত্তরিল গিয়া ॥
কাতরা হইয়া অতি সাধু কহে বাণী ।
আমারে করহ রক্ষা ওগো ঠাকুরাণী ॥
সাধুরে দেখিয়া চিন্তা কহিল তখন ।
আমাকে যাইতে মানা করিল রাজন ॥
কি কহিবে মহারাজ আসিয়া ভবনে ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী স্থির কৈল মনে ॥

কাতর শরণাগত যেই জন হয়।
তাহাকে করিলে রক্ষা ধর্ম্মের সঞ্চয় ॥
বেদে শাস্ত্রে মুনিমুখে শুনিয়াছি আমি।
প্রাণ দিয়া রাখিবে শরণাগত প্রাণী ॥
না কহেন মহারাজ এ কর্ম্ম শুনিয়া।
কহিব সকল কথা চরণে ধরিয়া ॥
এত ভাবি চিন্তাদেবী হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
চলিলেন তবে রাণী ঈশ্বরে স্মরিয়া ॥
উপনীত হৈল যথা সদাগর তরী।
করযোড়ে কহে দেবী প্রদক্ষিণ করি ॥
যদি আমি সতী হই পতি অনুব্রতা।
তবে যেন ভাসে তরী কহিনু সর্ব্বথা ॥
এত বলি সেই তরী পরশ করিতে।
ভাসিয়া চলিল তরী দক্ষিণ মুখেতে ॥
দেখি সদাগর হৈল হরষিত মন।
জানিল মনুষ্য নহে এই নারী জন ॥
যদি মোর নৌকা কভু আটক হইবে।
ইহাকে লইলে সঙ্গে তখনি চলিবে ॥
এত ভাবি নৌকাপরে লইল চিন্তারে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে ॥
শুনি ধর্ম্ম নৃপমণি কহে প্রভু প্রতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী ॥
কহ কহ চিন্তার হইল কোন্ গতি।
কিরূপে রহিল কোথা শ্রীবৎস নৃপতি ॥
এত শুনি কহিলেন যশোদাকুমার।
শুন মহারাজ কহি বিশেষ ইহার ॥
অতি দুঃখে শোকাকুল কাতর অন্তরে।
ঈশ্বরে চিন্তিয়া দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কেন আমি আইলাম আপনা খাইয়া।
কান্দিয়া আকুল চিন্তা এ কথা ভাবিয়া ॥
সূর্য্যপানে চাহি দেবী যোড় করি হাত।
বহু স্তব করে চিন্তা করি প্রণিপাত ॥
দয়া কর দীননাথ অখিলের পতি।
মোর রূপ নিয়া দেব দাও কু-আকৃতি।
জরাযুত অঙ্গ প্রভু দেহ শীঘ্রগতি।
এত বলি কান্দে রাণী লোটাইয়া ক্ষিতি ॥
দেখি দেব ভাস্করের দয়া উপজিল।
ভয় নাই ভয় নাই বাণী নিঃসরিল ॥
চিন্তাদেবী রূপ দেব করিলা হরণ।
গলিত ধবল মূর্ত্তি দিল ততক্ষণ ॥
এইরূপে নৌকায় রহিল চিন্তা সতী।
বাহিয়া চলিল সাধু মহা হৃষ্টমতি ॥
হেথায় কানন হৈতে আসি নিজালয়।
শূন্য ঘর দেখি রাজা মানিল বিস্ময় ॥
কান্দিয়া অস্থির রাজা না দেখি চিন্তায়।
পড়সীরে জিজ্ঞাসেন কাতর ভাষায় ॥

শ্রীবৎস রাজার রোদন ও চিন্তার অন্বেষণ

কাতর হৃদয় অতি, শ্রীবৎস নরপতি,
পড়সীরে জিজ্ঞাসেন কথা।
কহ সব সমাচার, কোথা চিন্তা সে আমার,
না হেরিয়া পাই মনে ব্যথা ॥
রাজার বচন শুনি, পড়সী কহিছে বাণী
ওহে ধীর পণ্ডিত সুজন।
কহি শুন বিবরণ, এই ঘাটে একজন
আইল ধনাঢ্য মহাজন ॥
তাহার কর্ম্মের ঘটে, তরণী আটক রাখে,
বিধাতা তাহারে বিড়ম্বিল।
আসি সেই মহাজন, কহিলেন বচন,
যত নারী সবারে ডাকিল ॥
গৌরব করিয়া সাধু, লইয়া কাষ্ঠে বধূ,
ক্রমে ক্রমে তরণী ছোঁয়াল।
না ভাসিল সেই তরী, পুনঃ সাধু যত্ন করি,
তোমার চিন্তারে ল'য়ে গেল ॥
বজ্র সম বাণী শুনি, মূর্চ্ছাগত নৃপমণি,
লোটায়ে পড়িল ভূমিতলে।
ক্ষণেক চেতন পায়, বলে রাজা হায় হায়,
কেন হেন ঈশ্বর করিলে ॥
আমার কর্ম্মের পাশ, রাজ্য ত্যজি বনবাস,
নারী সঙ্গে আইনু কাননে।
ধন রত্ন যত আনি, সকল হরিল শনি
অবশেষে ছিনু দুইপ্রাণে ॥

গৃহেতে করিল আন, দুইজন দুই স্থান,
শনি দুঃখ দিল বহু মোরে ।
বিষাদে তাপিত মন, এই চিন্তা অনুক্ষণ,
ভয়ে রক্ষা কে করিবে তারে ॥
এত চিন্তি নরপতি, শোকেতে কাতর অতি
চলিল নদীর তটে তটে ।
জিজ্ঞাসিল জনে জনে, স্থাবর জঙ্গমগণে,
মনুষ্য যতেক দেখে ঘাটে ॥
বিবিধ কানন মাঝ, খুঁজিলেন মহারাজ,
চিন্তার না পাইল উদ্দেশ ।
খুঁজিলেন নানা স্থানে, নদ নদী উপবনে,
ভ্রমিলেন পেয়ে বহু ক্লেশ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহারে, মহাকষ্টে নৃপবরে,
শেষ মাত্র ছিল প্রাণ তাঁর ।
শুন শুন মহাশয়, সকলি দৈবেতে হয়,
সব কর্ম্ম ইচ্ছা বিধাতার ॥
...নন্দ নাম বনে, রাজা গেল সেইস্থানে,
তথা ছিল সুরভী আশ্রম ।
অপূর্ব্ব বিচিত্র শোভা, সুরাসুর মনোলোভা,
তথা যেতে সভয় শমন ॥
নানাজাতি পশু পক্ষ, একস্থানে লক্ষ লক্ষ,
ভক্ষ্য ভোজ্য রহে এক স্থল ।
বিচিত্র তড়াগ বাপী, পুষ্করিণী কত রূপী,
তাহে শোভে কনক কমল ॥
অপূর্ব্ব কানন শোভা, নানাপুষ্প মনলোভা,
ষড়ঋতু শোভিত তথায় । •
কেহ কারে নাহি ডরে,সুখে সবে ঘর করে,
নিঃশঙ্কেতে রহিল তথায় ॥
...ন্ত পুণ্যবান অতি,জানিয়া গোমাতা সতী,
তথায় হইল উপনীত ।
কাশীরাম দাস গায়, বিফলে জনম যায়,
ভজ হরি ভবে নাহি ভীত ॥

———

সুরভী আশ্রমে রাজার স্থিতি ।

সুরভি জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন্ জন ।
রাজা বলে শুন মাতা মম নিবেদন ॥
অবনীতে মহীপতি ছিলাম মা আমি ।
শ্রীবৎস আমার নাম প্রাগদেশস্বামী ॥
আনন্দেতে করিলাম প্রজা সুপালন ।
কত দিনে শুন মাতা দৈবের ঘটন ॥
বিচার করিনু আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ধরি ।
বিপরীত বুঝি শনি হৈল মম অরি ॥
রাজ্যধন সকল করিল শনি নাশ ।
অপর চিন্তারে ল'য়ে আইনু বনবাস ॥
বনবাসে মহাক্লেশে বঞ্চি দুইজনে ।
চিন্তারে হারানু শেষে বিপিন নির্জ্জনে ॥
সুরভি এতেক শুনি কহে রাজা প্রতি ।
ভয় নাহি থাক রাজা আমার বসতি ॥
যতদিন গ্রহ মন্দ আছয়ে তোমার ।
ততদিন মোর হেথা থাক গুণাধার ॥
এখানে শনির ভয় না হয় রাজন ।
হেথা থাকি কর রাজা কালের হরণ ॥
পুনঃ বসুমতি পাবে হবে নরবর ।
চিন্তাসতী পাবে কত দিবস অন্তর ॥
এ বন ছাড়িয়া নাহি যাইবে কোথায় ।
একাধারে দুগ্ধ আমি ভুঞ্জাব তোমায় ॥
রাজা বলিলেন মাতঃ যে আজ্ঞা তোমার ।
রহিলাম যতদিন দুঃখ নহে পার ॥
এরূপে শ্রীবৎস রাজা রহিল নির্ভয় ।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের তনয় ॥
মনোরথ নন্দিনার যত দুগ্ধ খায় ।
দুধারের দুগ্ধেতে ধরণী ভিজে যায় ॥
দুই হাতে মহারাজ দুই পাট ধরি ।
সেই দুগ্ধে মৃত্তিকা ভিজায়ে কাদা করি ॥
চিন্তাসতী শ্রীবৎস নৃপতি নাম স্মরি ।
সে তাল বেতাল সিদ্ধ মনেতে বিচারি ॥
যুগ্মপাট যুক্ত করি গঠয়ে রাজন ।
এইরূপে কত পাট করয়ে রচন ॥
ঈশ্বরের ধ্যান করি কালের হরণ ।
সহস্র সহস্র পাট করিল গঠন ॥
স্থানে স্থানে স্তুপাকার শত শত করি ।
এমতে বঞ্চেন রাজা দিবস শর্ব্বরী ॥

কত দিনান্তরে শুন ধর্ম্ম মহাশয়।
পুনর্ব্বার পড়িলেন শনির মায়ায় ॥
সেই মহাজন যায় বাহিয়া তরণী।
কূলে থাকি দেখিলেন শ্রীবৎস আপনি ॥
মহাজন প্রতি রাজা বলিল ডাকিয়া।
শুন শুন সদাগর কূলেতে আসিয়া ॥
নৃপতির উচ্চরব শুনি মহাজন।
শীঘ্র করি কূলে তরী লইল তখন ॥
রাজা কহিলেন পরে বিনয় বচন।
শুন মহাজন তুমি মোর বিবরণ ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্ব ভাগ্যবলে।
এবার হইনু নষ্ট নিজ কর্ম্মফলে ॥
কারে কি বলিব আমি কি করিতে পারি।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা খণ্ডাইতে নারি।
তুমি যদি দয়া করি এই কর্ম্ম কর।
তবেত তরিব আমি বিপদ-সাগর ॥
কতকগুলি স্বর্ণপাট করিয়াছি আমি।
তুলে যদি ল'য়ে যাও নৌকাপরে তুমি ॥
যে দেশে বাণিজ্যে তুমি করিছ পয়ান।
সেই দেশে তব সঙ্গে করিব প্রস্থান ॥
স্বর্ণপাট বেচি যদি পাই কিছু ধন।
তবেত বিপদে তরি এই নিবেদন ॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি মহাজন।
কিঙ্করেরে আজ্ঞা করে ল'য়ে এস ধন ॥
হৃষ্ট হয়ে নরপতি উঠে নৌকাপরে।
স্বর্ণপাট ল'য়ে আনে যতেক নফরে ॥
হৃষ্ট হয়ে সদাগর বাহিল তরণী।
কি কব শনির মায়া শুন নৃপমণি।
কপট পাষণ্ড বড় সেই সদাগর।
এই দুষ্টচিন্তা চিত্তে করিল অন্তর ॥
মিলাইল যদি ধন দৈবেতে আমাকে।
ঘুচাই মনের ব্যথা বধিয়া ইহাকে ॥
এতেক ভাবিয়া মনে দুষ্ট দুরাচারে।
রাজাকে ধরিয়া ফেলে অপার সাগরে ॥
যতক্ষণ ধরি দুষ্ট করিল বন্ধন।
ত্রাহি ত্রাহি করি রাজা করিছে স্মরণ ॥

কোথা তাল বেতাল বান্ধব দুইজন।
এ মহাবিপদে কর আমারে তারণ ॥
কোথা গেলে চিন্তাদেবী আমারে ছাড়িয়া।
আমার দুর্গতি প্রিয়ে দেখ না আসিয়া ॥
সেই নৌকা মধ্যে ছিল চিন্তা পতিব্রতা।
কান্দিয়া উঠিল রাণী শুনি প্রভু-কথা ॥
যখন ধরিয়া নৃপে ফেলিল সাগরে।
আইল বেতাল তাল নিদ্রারূপ ধরে ॥
তাল রক্ষা কৈল চক্ষু, বেতাল হৈল ভেলা।
ভাসিয়া নৃপতি যান যেন রাশি তুলা ॥
সেইক্ষণে চিন্তাদেবী বালিশ যোগান।
বালিশে আলস্য রাখি ভাসি নৃপ যান ॥
শুনহ আশ্চর্য্য কথা ধর্ম্মের তনয়।
বহুকাল জলে ভাসি সৌতিপুরে যায় ॥
সৌতিপুরে মালাকার জায়ার ভবনে।
আসিয়া লাগিল শুষ্ক পুষ্পের উদ্যানে ॥
বহুকাল শুষ্ক ছিল যতপুষ্পবন।
রাজ-আগমনে পুষ্প ফুটিল তখন ॥
রাজ দরশনে পুনঃ জীব সঞ্চারিল।
পূর্ব্বমত সব পুষ্প বিকসিত হৈল ॥
অশোক কিংশুক নাগ ফুটিল বকুল।
গন্ধরাজ চাঁপা ফুটে জারুল পারুল ॥
পুষ্পগন্ধে অলিকুল ধায় মধু আশে।
কোকিল কোকিলা গান করিছে হরিষে ॥
ষড়ঋতু আসিয়া হইল উপনীত।
শর ধনু সহ কাম তথায় উদিত ॥
পূর্ব্বমত বন শোভা হইল বিস্তর।
কর্ম্মান্তর হইতে মালিনী এলো ঘর ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া বড় ভাবিছে মালিনী।
ইহার কারণ কিবা কিছুই না জানি ॥
বন দেখি হৃষ্ট অতি মালীর মহিষী।
কুসুম কাননে শীঘ্র প্রবেশিল আসি ॥
একে একে নিরখিয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
হেনকালে শ্রীবৎসকে দেখিল তথায় ॥
কন্দর্প আকার এক পুরুষ সুন্দর।
মালিনী দেখিয়া কহে করি যোড়কর।

কোথা হৈতে আসিয়াছ কোন্ মহাজন।
সত্য করি কহ বাছা মোর নিবেদন॥
মালিনীর বিনয় শুনিয়া নৃপমণি।
কহিতে লাগিল রাজা আপন কাহিনী॥
বাণিজ্যে আইনু আমি করিতে ব্যাপার।
ডিঙ্গা ডুবি হ'য়ে দুঃখ হইল আমার॥
ভাগ্য হেতু প্রাণ পাই তেঁই আসি কূল।
আমার ভাবনা মিথ্যা ভবিতব্য মূল॥
শুনিয়া মালিনী কহে শুন মহাশয়।
থাকহ আমার ঘরে নাহি কিছু ভয়॥
শুভগ্রহ হৈল তব দুঃখ অবসান।
নহে কেহ নৌকা ডুবি পাইয়াছে প্রাণ॥
ঘরে কেহ নাহি বাপু বঞ্চি একাকিনী।
মোর গৃহে ভাগিনেয় ভাবে থাক তুমি॥
এমতে রহিল তথা শ্রীবৎস নৃপতি।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্ম নরপতি॥
বনপর্ব্বে শ্রীবৎসের পুণ্য উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

রাজার মালিনী আলয়ে স্থিতি।

মালিনীর কথা শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
হৃষ্ট হৈয়া গেল সেই বাসে।
আয়োজন আনি দিল, নৃপতি রন্ধন কৈল,
থাকে রায় কৌতুক বিশেষে॥
এইরূপে নৃপবর, রহিল মালিনী ঘর,
আছে রায় কেহ নাহি জানে।
শুন ধর্ম্ম মহাশয়, শুভকাল যবে হয়,
শুভ তার হয় দিনে দিনে॥
অদ্ভুত বিধির কর্ম্ম, কেবা তার বুঝে মর্ম্ম,
সৃজন পালন তার হাত।
ঈশ্বর হয় অংশ, আরবার করে ধ্বংস,
কর্ম্মযোগে করে যাতায়াত॥
জন্মে পুনঃ মরে, এইরূপে ফিরে ঘুরে,
তথাচ না বুঝে মূঢ় জন।
লোভ করে অপহরে, কুকর্ম্ম কতেক করে,
স্থির কর্ম্ম নহে এতক্ষণ॥

আশ্চর্য্য শুনহ রাজা, সেই দেশে মহাতেজা,
বাহুদেব নামে নৃপবর।
ভদ্রা নামে তাঁর কন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা,
সৌজন্যেতে দ্রৌপদী দোসর॥
জন্মাবধি কর্ম্ম তাঁর, শুন বলি গুণাধার,
হরগৌরী করে আরাধন।
কঠোর করিল যত, বিস্তারিয়া কব কত,
আরাধয়ে করি প্রাণপণ॥
স্তবে তুষ্ট হৈমবতী, বলিলেন ভদ্রাবতী,
বর মাগ চিত্তে যাহা লয়।
শুনিয়া রাজার সুতা, হইল আনন্দযুতা,
প্রণমিয়া করযোড়ে কয়॥
শুন মাতা ব্রহ্মময়ী, গতি নাই তোমা বই,
তরাইতে হবে এ দাসীরে।
বর যদি দিবে তুমি, শ্রীবৎস নৃপতি স্বামী,
এই বর দেহ মা আমারে॥
তুষ্ট হ'য়ে হরিপ্রিয়া, কহিলেন আশ্বাসিয়া,
তব ভাগ্যে হবে নৃপবর।
তত্ত্ব কথা কহি শুন, আসিয়াছে সেই জন,
রম্ভাবতী মালিনীর ঘর॥
তারে বরমাল্য দিয়া, সুখে ঘর কর নিয়া,
বর দেই বাঞ্ছামত তব।
বর পেয়ে নৃপসুতা, হইয়া আনন্দযুতা,
দেবী পূজে করিয়া উৎসবে॥
শ্রীবৎস চিন্তার কথা, অরণ্যপর্ব্বেতে গাঁথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

শ্রীবৎসের সহিত ভদ্রার বিবাহ।

শুন শুন মহারাজ করহ শ্রবণ।
মালিনী ভবনে থাকে শ্রীবৎস রাজন॥
মালা গাঁথি করে রাজা কালের হরণ।
ফুল ফল জলে রাজা পূজে নারায়ণ॥
কায়মনোবাক্যে রাজা নাহি ধর্ম্ম ত্যজে।
আপনা গোপন করি রহে ধর্ম্মরাজে॥

শুন ধর্ম্ম মহীপাল অপূর্ব্ব কথন।
ভদ্রাবতী কন্যা ল'য়ে শুন বিবরণ॥
ভোজনেতে বসি বাহুদেব মহীপাল।
নিকটে আইল ভদ্রা হাতে স্বর্ণথাল॥
রাণীস্থানে করিলেন রাজা পরিহাস।
কান্দিয়া কহিল ভদ্রা জননীর পাশ॥
শুনি রাণী ক্রোধচিত্তে করেন গমন।
ভর্ৎসিয়া নৃপতি প্রতি কহেন বচন॥
শুহে মহারাজ তুমি রাজমদে মজি।
সকলি করিলে নষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যজি॥
পরকালবন্ধু ধর্ম্ম তাহে করি হেলা।
বিষয়ে হইলে মত্ত রাজভোগে ভোলা॥
জান না যে মহারাজ আছয়ে শমন।
কি বোল বলিবে কালে না ভাব এখন॥
এমন কুকর্ম্ম রাজা কেহ না আচরে।
আপনার তনয়ারে পরিহাস করে॥
সুপাত্রে আনিয়া যদি কন্যা কর দান।
চিরদিন স্বর্গভোগ বৈকুণ্ঠেতে স্থান॥
ইহা না করিয়া তারে কর পরিহাস।
ধিক্ ধিক্ রাজা তব জীবনে কি আশ॥
এমত শুনিয়া রাজা রাণীর বচন।
লজ্জিত হইয়া রাজা কহিছে তখন॥
ওহে মহাদেবি শুন আমার বচন।
মিথ্যাবাদে তুমি মোরে করহ লাঞ্ছন॥
এত বড় যোগ্য কন্যা আছে মোর ঘরে।
এতদিন মহাদেবি না কহ আমারে॥
আমি ধর্ম্ম হেলা নাহি করি যে কখন।
জানেন আমার মন সেই নারায়ণ॥
আজি আমি করিব কন্যার স্বয়ম্বর।
এত বলি বাহিরে চলিল নৃপবর॥
ডাকাইয়া পাত্র মন্ত্রী আনিল সকল।
সবারে কহিল আমন্ত্রহ ভূমণ্ডল॥
ইচ্ছাবরী হইবেক আমার নন্দিনী।
আনন্দিত হৈল সবে এই কথা শুনি॥
আজ্ঞা পেয়ে নিমন্ত্রণ করিল সবার।
যতদূর পাইলেক মনুষ্য সঞ্চার॥

নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক রাজগণ।
বাহুদেব রাজ্যে সব করিল গমন॥
নিরবধি আসে রাজা কত লব নাম।
কলিঙ্গ তৈলঙ্গ আর সৌরাষ্ট্র সুধাম॥
চতুরঙ্গ দলেতে আইল নৃপগণ।
উপযুক্ত বাসা দিল করি নিরূপণ॥
সুস্থির হইল সবে পেয়ে রম্যস্থান।
ভক্ষ্য ভোজ্য যত দিল নাহি পরিমাণ॥
কেবা খায় কেবা লয় কেবা দেয় আনি
খাও খাও লও লও এই মাত্র শুনি॥
আড়ে দীর্ঘে দশক্রোশ পুরা পরিমাণ।
প্রতি মঞ্চে প্রতি রাজা করে অধিষ্ঠান
সবাকারে বিধিমতে পূজিল রাজন।
ভাসিলেন আনন্দ-সাগরে নৃপগণ॥
নানা কথা আলাপনে বৈসে সর্ব্বজন
অধিবাস হেতু রাজা করিল গমন॥
অগ্নি পূজি গেল রাজা সভায় তখন।
মালিনীর মুখে শুনে শ্রীবৎস রাজন।
শুনিয়া দেখিব বলি বাঞ্ছা কৈল মনে
রাজকন্যা ইচ্ছাবরী হইবে কেমনে॥
সমভাব হ'য়ে বসে যত রাজগণ।
কদম্ব তরুর মূলে শ্রীবৎস রাজন॥
মনোযোগ কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু কে করে খণ্ডন॥
হাতে চন্দনের পাত্র মালার সহিত
সভামধ্যে ভদ্রাবতী হৈল উপনীত॥
ভদ্রার রূপের কথা বর্ণন না যায়।
তিলোত্তমা ইন্দ্রাণী তাহার তুল্য নয়।
লক্ষ্মী অংশে জন্মি ভদ্রা আইলা অবনী
রাজার ঋণেতে মুক্তি বাঞ্ছি নারায়ণী॥
সভামধ্যে আসি ভদ্রা কৈল নিবেদন।
এ সভাতে দেব দ্বিজ আছ যতজন॥
জানিবেন সকলে আমার নমস্কার।
আজ্ঞা কর আমি পাই পতি আপনার
এত বলি চতুর্দ্দিকে করে নিরীক্ষণ।
হেনকালে শূন্যবাণী হইল তখন॥

...ম্ব তরুর তলে তোমার ঈশ্বর ।
...র লাগি কৈলে তপ দ্বাদশ বৎসর ॥
...নি স্মিতমুখী ভদ্রা করিল গমন ।
...ায় বসিয়া আছে শ্রীবৎস রাজন ॥
...কটেতে গিয়া ভদ্রা-প্রদক্ষিণ করি ।
...লেন চন্দন মালা চরণ উপরি ॥
...বৎ করি ভদ্রা রহে দাণ্ডাইয়া ।
...েক সভার লোক উঠিল হাসিয়া ॥
...্ছ করি দুষ্ট রাজা নিন্দিল অপার ।
...জন কহে কর্ম্ম এই বিধাতার ॥
...হার ইচ্ছায় কিবা পারে হইবারে ।
...শ্বর নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে ॥
...ের সহিত যেন ছায়ার গমন ।
...র্ম্মের নির্ব্বন্ধ এই জানিবা তেমন ॥
...রূপে কথার আলাপে সর্ব্বজন ।
...ে যেই দেশে যাত্রা কৈল রাজগণ ॥
...দেব রাজা চিত্তে অনুতাপ করি ।
...গতি উঠিয়া চলিল অন্তঃপুরী ॥
...ন্দিয়া কহিল রাজা মহাদেবী স্থান ।
...দ্রার কপালে হেন কৈলা ভগবান ॥
... রাজগণ আইল না বরিল কায় ।
...ভুজ দেখিয়া চিত্ত মজাইল তায় ॥
...েতে পুরুষ মোর হইল অখ্যাতি ।
...ন ইচ্ছা হয় মোর গলে দেই কাতি ॥
...াণী কহে মহারাজ করহ শ্রবণ ।
...ব চিন্তা মম চিন্তা সব অকারণ ॥
...বে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ।
...মি আমি যত চিন্তি এ সকল মিছা ॥
...লায় সৃজন যাঁর হেলায় সংহার ।
...বে তাঁহার মায়া হেন শক্তি কার ॥
...দ্রা তনয়ার বুদ্ধি দিয়াছেন তিনি ।
...িন্তা করি কি করিব এবে তুমি আমি ॥
...ণীর প্রবোধ বাক্য শুনিয়া রাজন ।
...মন্ত্রীকে করিল আজ্ঞা শুন সর্ব্বজন ॥
...বাহিরে আবাস করি দেহ ত ভদ্রার ।
ভক্ষ্য ভোজ্য দেহ শীঘ্র যে চাহি তাহার ॥

পুরীর ভিতর আর নাহি প্রয়োজন ।
হ'য়েছে সভার মধ্যে মস্তক মুণ্ডন ॥
ভদ্রাকন্যা মুখ আমি না দেখিব আর ।
বিধাতা করিল মোরে অন্তঃপুরী সার ॥
এতদিন ভগবতী করি আরাধনা ।
কুজাতি কুরূপ বরে বরিল এ হীনা ॥
এ সব ভাবিয়া নাহি রুচে অন্ন জল ।
ইচ্ছা করি আজি মরি প্রবেশি অনল ॥
লোক মাঝে এ মুখ দেখাব কোন্ লাজে ।
এ ছার জীবন মোর থাকে কোন কাজে ॥
হায় হায় বিধি কৈল কেন হেনরূপ ।
ভদ্রা কন্যা লাগি এলো কত শত ভূপ ॥
কারে না বরিয়া করে দরিদ্রে বরণ ।
এমত ভাবিয়া রাজা কান্দয়ে তখন ॥
রাণী বলে মহারাজ হৈল হতজ্ঞান ।
কারণ করণ কর্ত্তা সেই ভগবান ॥
তুমি আমি কর্ম্মপাশে আছি যে বন্ধনে ।
মায়ার কারণ এত চিন্তা করি মনে ॥
মায়া মোহ ত্যজ রাজা ধর্ম্ম কর সার ।
যাহা হৈতে সংসার-সমুদ্র হবে পার ॥
এইমতে বুঝাইয়া মহিষী রাজনে ।
বাহির উদ্যানে গেল ভদ্রা সন্নিধানে ॥
দেখিল আছয়ে ভদ্রা স্বামী বিদ্যমানে ।
হৃষ্টভাবে মুগ্ধা নাহি চাহে কার পানে ॥
দেখিয়া রাণীর হৈল অতিশয় দুঃখ ।
কোলে নিয়া নিজ বস্ত্রে মুছাইল মুখ ॥
জামাতা কন্যাকে নিয়া বাহির আবাসে ।
রাখিয়া মধুর ভাষে দোঁহাকারে তোষে ॥
এই গৃহে থাক ভদ্রা না ভাবিও দুঃখ ।
কত দিন গত হৈলে পাবে বহু সুখ ॥
গৌরী আরাধনা ফল মিথ্যা না হইবে ।
কতদিন বাদে ভদ্রা রাজরাণী হবে ॥
এইরূপে কন্যাকে তুষিয়া মহারাণী ।
ভিতর মহলে গেল যথা নৃপমণি ॥
রাজা বলে ভদ্রা মোর গেল কোথাকারে ।
রাণী বলে রাখিয়াছি বাহির মন্দিরে ॥

ভক্ষ্য ভোজ্য নিয়োজিত করি দিল কাকে।
নিত্য নিত্য পুরী হৈতে নিয়া দিবে তাকে॥
এইমত দুইজন রহিল বাহিরে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে যাহা করে॥
বনপর্ব্ব অপূর্ব্ব শ্রীবৎস উপাখ্যান।
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান॥

—•—

শ্রীবৎস রাজার সহিত চিন্তাদেবীর মিলন।

শ্রীবৎসের যত দুঃখ কহে যদুরায়।
পঞ্চ ভাই জিজ্ঞাসেন কাতর হৃদয়॥
দ্রৌপদী কহিল দেব কহ পুনর্ব্বার।
চিন্তার কি হৈল গতি কেমন প্রকার॥
কিরূপে ভদ্রারে ল'য়ে বঞ্চিল রাজন।
কহ দেব শুনিতে ব্যাকুল বড় মন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সবে শুন সেই কথা।
রাজগৃহে মানহীন বঞ্চে রাজা তথা॥
পরগৃহে বঞ্চে পর অন্নেতে পালিত।
ধিক্ তার জীবন মরণ সমুচিত॥
কষ্টেতে বঞ্চেন রাজা দিবস রজনী।
সান্ত্বনা করেন ভদ্রা কহি প্রিয়বাণী॥
বহুকাল গেল দুঃখ আছে অল্পকাল।
অচিরে পাইবা রাজ্য শুন মহীপাল॥
জ্ঞানবান লোকে কভু কাতর না হয়।
স্থির হ'য়ে কর্ম্ম করে ঈশ্বরে ধেয়ায়॥
ইহা বুঝি মহারাজ শান্তচিত্ত হয়।
নিরবধি বদনেতে রাম নাম লয়॥
না জানহ মহাশয় আছয়ে শমন।
ইহা জানি নরপতি তত্ত্বে দেহ মন॥
ভদ্রার বিনয় বাক্য শুনিয়া রাজন।
অহর্নিশি করে রাজা ঈশ্বর স্মরণ॥
হেনমতে দ্বাদশ বৎসর অবশেষ।
শনির ভোগান্ত গত শুভেতে প্রবেশ॥
হেনকালে একদিন শ্রীবৎস রাজন।
ভদ্রা প্রতি কহে রায় মধুর বচন॥
তব বাপে কহি কিছু কর্ম্ম দেহ মোরে।
ক্ষীরোদ নদীর তটে দান সাধিবারে॥
শুনিয়া ইঙ্গিতে ভদ্রা মায়েরে কহিল।
রাণীর ইঙ্গিতে রাজা সেইক্ষণে দিল॥
পাইয়া নৃপের আজ্ঞা শ্রীবৎস নৃপতি।
নদীকূলে বৈসে রাজা হইয়া জগাতি॥
শত শত মহাজন নৌকা বাহি যায়।
তল্লাসি লইয়া তারে পুনঃ ছাড়ি দেয়॥
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবের ঘটনে।
কত দিনে সেই সাধু আইসে ঐ স্থানে॥
দেখিয়া তরণী তার শ্রীবৎস চিনিল।
আটক করিয়া তরী ঘাটেতে রাখিল॥
নিজ জনে আজ্ঞা দিল শ্রীবৎস রাজন।
নৌকা হৈতে কূলেতে উঠাও যত ধন॥
আজ্ঞা মাত্র স্বর্ণপাট যতেক আছিল।
ডিঙ্গা হৈতে নামাইয়া কূলে উঠাইল॥
দেখি সদাগর গিয়া ভূপে জানাইল।
তোমার জামাতা মম সর্ব্বস্ব লুটিল॥
শুনি রাজা ক্রোধচিত্তে জামাতারে বলে।
কি হেতু সাধুর সব স্বর্ণপাট নিলে॥
শ্রীবৎস বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
সাধু নহে এই বেটা দুষ্ট মহাজন॥
এই স্বর্ণপাট যদি করে দুইখান।
তবে ত উহার স্বর্ণ সকলি প্রমাণ॥
শুনি সদাগরে ডাকি কহিল নৃপতি।
স্বর্ণপাট দুই খণ্ড কর শীঘ্রগতি॥
একখানি পাট যদি দুইখানি হয়।
তবে ত তোমার স্বর্ণ হইবে নিশ্চয়॥
এ কথা শুনিয়া সাধু কুঠার আনিয়া।
খুলিতে বসিল যত স্বর্ণপাট নিয়া॥
খুলিতে নারিল সাধু মহালজ্জা পায়।
তবে ত শ্রীবৎস রাজা কহিছে সভায়॥
খুলিতে নারিল সাধু পাইলে প্রমাণ।
আমি খুলি স্বর্ণপাট করি দুইখান॥
স্বর্ণপাট হাতে করি শ্রীবৎস রাজন্।
তাল-বেতালেরে তবে করিল স্মরণ॥
স্মরণ করিবামাত্র দুইখান হয়।
দেখিয়া সভার লোক মানিল বিস্ময়॥

সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা যোড় করি কর।
কহে বাপু তুমি কেবা হও মায়াধর ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিম্বা নাগ নর।
মায়া করি ভদ্রা নিতে এলে গুণাকর।
বুঝি মোর ভদ্রার ভাগ্যের নাহি সীমা।
সত্য করি কহ বাপু না ভাণ্ডিও আমা ॥
শ্বশুরের বিনয় শুনিয়া নরপতি।
কহিতে লাগিল রাজা মধুর ভারতী ॥
সমানে সমানে বার্ত্তা করয়ে সংযোগ।
দুঃখ সুখ হয় রাজা শরীরের ভোগ ॥
দৈব্য সম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর।
শনির পীড়ায় আসি তোমার নগর ॥
তোমার নির্ব্বন্ধে করি ভদ্রারে গ্রহণ।
ভয় নাহি মহারাজ নহি নীচজন ॥
শুন নরপতি তুমি মোর বিবরণ।
[illegible]দেশপতি আমি শ্রীবৎস রাজন ॥
চিরদিন ধর্ম্ম ন্যায়ে রাজ্য পালি আমি।
দৈবের বিপাক রাজা জ্ঞাত হও তুমি ॥
একদিন শনি সহ জলধিকুমারী।
বিবাদ দ্বন্দ্ব করি আসে মম সভাপার ॥
লক্ষ্মী কহিলেন আমি পূজিতা সংসারে।
শনি বলে আমি শ্রেষ্ঠ যত চরাচরে ॥
এইরূপে দ্বন্দ্ব করি আসে দুইজন।
আমারে কহিল কহ শ্রেষ্ঠ কোন্ জন ॥
উভয়ে বলিনু কল্য আসিও প্রভাতে।
ইহার প্রমাণ কালি বুঝিব মনেতে ॥
বিদায় হইয়া দোঁহে করিল গমন।
আমার ভাবনা হৈল কি করি এখন।
কেবা ছোট কেবা বড় কহিতে না পারি।
অনেক ভাবিয়া চিত্তে অনুমান করি ॥
স্বর্ণ রৌপ্য সিংহাসন করি দুইখান।
দুই ভিতে সিংহাসন, মধ্যে মম স্থান ॥
রহিলাম সভা করি বসিয়া তথায়।
দুইজন আইলেন প্রভাত সময় ॥
দোঁহে দেখি সম্ভ্রমে বসাই শীঘ্রগতি।
কাতরে অন্তরে আমি করি বহু স্তুতি ॥

তুষ্ট হ'য়ে দুইজন বৈসে সিংহাসনে।
লক্ষ্মীমাতা দক্ষিণে বসিল শনি বামে ॥
আমাকে জিজ্ঞাসে দোঁহে সহাস্যবদন।
শুনিয়া উত্তর আমি করিনু তখন ॥
আপনা আপনি দোঁহে দেখি বুঝ ক্রমে।
দক্ষিণেতে শ্রেষ্ঠ বলি সাধারণ বামে ॥
এত শুনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে শনি মহাশয়।
অল্পদোষে গুরুদণ্ড করিল আমায় ॥
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী বিচ্ছেদ কৈল।
মরণ অধিক দুঃখ মোরে নিয়োজিল ॥
শ্রীবৎস-মুখেতে শুনি এতেক ভারতী।
ব্যস্ত হৈয়া বাহুরাজ উঠে শীঘ্রগতি ॥
যোড়হাত করি রাজা করয়ে স্তবন।
ক্ষমহ আমার দোষ অজ্ঞাত কারণ ॥
শুভক্ষণে ভদ্রা কন্যা কুলে উপজিল।
তাহার কারণে তোমা দর্শন হইল ॥
সার্থক সেবিল গৌরী আমার নন্দিনী।
এত দিনে আপনারে ধন্য করি মানি ॥
ধন্য মোর কুলে ভদ্রা তনয়া হইল।
ঘরে বসি তোমা হেন রত্ন মিলাইল ॥
এতদিন আছিলাম হইয়া অস্থির।
অমৃতাভিষিক্ত আজি হইল শরীর ॥
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য কতেক আছিল।
সেই ফলে ভদ্রা কন্যা তোমারে পাইল ॥
কাতর হইয়া [illegible] পড়িল ধরণী।
শ্রীবৎস কহিছে তবে শুন মম বাণী ॥
সম্বন্ধে এতাদৃশ না হয় উচিত।
শীঘ্র করি [illegible] হিত ॥
নৌকাপরে চিন্তা মম আছে বন্ধনে।
শীঘ্র করি [illegible] আনহ এখানে ॥
শুনি বাহু নরপতি উঠে শীঘ্রগতি।
পাত্রমিত্রগণ সবে চলিল সংহতি ॥
নদীতীরে গিয়া দেখে নৌকার উপরে।
চিন্তাদেবী আছে তথা কাতর অন্তরে ॥
কহিতে লাগিল রাজা চিন্তাদেবী প্রতি।
দুঃখকাল গেল মাতা উঠ শীঘ্রগতি ॥

তোমার বিচ্ছেদে দুঃখী শ্রীবৎস রাজন্।
উঠ মাতা দোঁহে গিয়া হও গো মিলন॥
জরাযুত চিন্তা-অঙ্গ দেখিয়া রাজন্।
জিজ্ঞাসেন চিন্তা প্রতি তার বিবরণ॥
শুনি চিন্তা কহিতে লাগিল মৃদুভাষে।
জরাযুত অঙ্গ-কথা শুন ইতিহাসে॥
এই সদাগর যায় বাণিজ্য করিতে।
আটক হইল তরী দৈবের দোষেতে॥
কাঠুরে রমণীগণ যতেক আছিল।
ক্রমে ক্রমে সদাগর সব আনাইল॥
সকলে ছুঁইল তরী না হৈল উদ্ধার।
পশ্চাতে আমারে গিয়া ডাকে বার বার॥
বিস্তর বিনয় করি আমারে কহিল।
কাতর দেখিয়া মোর দয়া উপজিল॥
দয়ায় উদ্ধার করি দিলাম যদি তরি।
দুষ্ট দুরাচার মোরে নাহি দিল ছাড়ি॥
আমাকে তুলিয়া নিল নৌকার উপর।
ভয় পেয়ে মম অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
অতি ভয়ে সূর্য্যদেবে করিলাম স্তুতি।
স্তবে তুষ্ট হইলেন সূর্য্য মম প্রতি॥
আমি কহিলাম দেব মম রূপ লহ।
জরাযুত অঙ্গ এবে মোরে দান দেহ॥
স্তবে তুষ্ট হৈয়া বর দিল সেইক্ষণ।
মায়া অঙ্গ দিয়া মোরে কহিল তখন॥
স্মরণ করিবামাত্র নিজরূপ পাবে।
চিন্তা না করিহ চিন্তা মহারাণী হবে॥
দৈবগ্রহ ঘুচিলে পাইবে নৃপবর।
কিছুদিন শুদ্ধচিত্তে ভাবহ ঈশ্বর॥
শুন মহারাজ মম জরার ভারতা।
দুঃখ শুনি কান্দে তবে বাহু নরপতি॥
তুমি সতী পতিব্রতা পতি-অনুরতা।
ত্রিভুবনে তব গুণ স্মরিবেক মাতা॥
সূর্য্য চিন্তায় চিন্তা নিজরূপ পাইল।
যেমন পূর্ব্বের রূপ তেমতি হইল॥
রাজা বলে চতুর্দ্দোল আন শীঘ্রগতি।
চিন্তা বলে হেঁটে যাই প্রভুর বসতি॥

এত বলি পদব্রজে চলিলেন সতী।
যথায় উদ্বেগচিত্তে শ্রীবৎস নৃপতি॥
নিকটেতে গিয়া চিন্তা প্রদক্ষিণ করে।
প্রণিপাত করি কহে স্বামী বরাবরে॥
দেখি তবে আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া রাজনে।
বামপার্শ্বে বসাইল নিজ সিংহাসনে॥
প্রেমাবেশে অবসন্ন হৈল দুইজন।
পুনঃ পুনঃ বদন চুম্বন আলিঙ্গন॥
বিনোদ শয্যায় রাজা করিল শয়ন।
চিন্তা ভদ্রা পদসেবা করে দুইজন॥
নানা হাসে নানা রসে শ্রীবৎস রাজন।
আনন্দেতে করিলেন নিশা সমাপন॥
প্রভাত সময়ে বার দিয়া বাহুরাজা।
শ্রীবৎস চিন্তারে তবে কৈল বহু পূজা॥
আনন্দিত হইয়া বসিল সর্ব্বজন।
নানা শাস্ত্র প্রসঙ্গ করেন জনে জন॥

শ্রীবৎসরাজার শনিত্যাগ এবং শনি কর্তৃক বর প্রাপ্তি।

প্রভাতে বাহুক রাজা, লইয়া কতেক প্রজা,
বসিয়াছে সানন্দ বিধানে।
হেনই সময় শনি, কহিছে আকাশ-বাণী,
শুন সভাপাল সর্ব্বজনে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, সকলি আমার ভক্ত,
সকলে আমারে শ্রেষ্ঠ জানে।
বিদ্যাধরী বিদ্যাধর রাক্ষস কিন্নর নর,
সবে মানে শ্রীবৎস না মানে॥
মনুষ্য হইয়া মোরে, অত্যন্ত অবজ্ঞা করে,
কত সব দুর্ম্মতি তাহার।
সুরাসুর যারে ডরে, মনুষ্য অবজ্ঞা করে,
বুঝ সবে করিয়া বিচার॥
কহিতে কহিতে শনি, আইল মরত-ভূমি,
যথা সভামধ্যে সর্ব্বজন।
আরক্ত পিঙ্গলবর্ণ, রূপ যেন তপ্ত স্বর্ণ,
পরিধান সুরক্ত বসন॥

তেজোময় দেখি আভা, উজ্জ্বল হইল সভা,
অতি ভয় পায় সভাজন।
ব্যস্তে ব্যস্তে সর্ব্বজনে, দাণ্ডাইল বিদ্যমানে,
করযোড়ে করয়ে স্তবন ॥
তুমি সকলের সার, তোমা বিনা নাহি আর,
ত্রিভুবনে করয়ে পূজন।
সর্ব্বঘটে ভুঞ্জ তুমি, তুমি সকলের স্বামী,
নবগ্রহরূপী জনার্দ্দন ॥
আমি মূর্খ মত জন, কি জানি তোমার গুণ,
জ্ঞানহীন তোমারে না চিনি।
মোরেক করহ দয়া, ত্যজিয়া কপট মায়া,
বরদাতা হও মহামানী ॥
এরূপে শ্রীবৎস ভূপ, করে বহুতর স্তব,
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে শনি কয়।
শুন ওহে মহারাজা, করহ আমার পূজা,
আর তব নাহি কিছু ভয় ॥
দেশে যাও নরবর, একছত্রে রাজ্যেশ্বর,
র'বে দশ-সহস্র বৎসর।
পুত্র পাবে শতজন, কন্যারত্ন মহাধন,
অন্তে বাস বৈকুণ্ঠ নগর ॥
মম সঙ্গ করি বাদ, হৈল তব এ প্রমাদ,
পৃথিবীতে রহিল ঘোষণ।
যে তোমার নাম লবে, তার মনোব্যথা যাবে,
শুন ওহে শ্রীবৎস রাজন ॥
শ্রীবৎসকে দিয়া বর, অন্তর্দ্ধান শনৈশ্চর,
গেল শনি বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
ভবার্ণবে ভয়রাশি, বর্ণনা করিল কাশী,
বনপর্ব্বে শ্রীবৎস রাজনে ॥

শ্রীবৎস রাজার [illegible] ভার্য্যার সহিত
স্বরাজ্যে গমন

যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন গদাধর।
বরদাতা হ'য়ে শনি গেল অতঃপর ॥
বাহু রাজা কি করিল শ্রীবৎস নৃপতি।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ লক্ষ্মীপতি ॥
যাদব কহেন রাজা কর অবধান।
বর দিয়া গেল যদি শনি নিজ স্থান ॥
আনন্দিত বাহু রাজা পুত্রের সহিত।
করাইল সভাতে বিবিধ নৃত্য-গীত ॥
নানা বাদ্য মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে।
হাস্য-পরিহাসে কেহ পাশা ক্রীড়া করে ॥
অস্ত্র লোফালুফি করে ধানুকী তবকী।
হেন ভোজবিদ্যা খেলে চক্ষে দিয়া ফাঁকি ॥
বাদ্য অন্বেষণ কেহ করে কোন স্থানে।
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দ বিধানে ॥
দিব্য রত্ন অলঙ্কারে বেশভূষা করে।
অগুরু চন্দনচুয়া পুষ্পমালা পরে ॥
যতনে পরয়ে কেহ উত্তম বসন।
কোন নারী ত্বরা করি করিল রন্ধন ॥
চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয় করি আয়োজন।
কোন কোন স্থানে হয় ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
নগরের মধ্যে এই হইল ঘোষণ।
মালিনীর গৃহে ছিল শ্রীবৎস রাজন ॥
ধন্য বাহুরাজ গৃহে ভদ্রা জন্মেছিল।
যাহা হৈতে বাহু রাজা শ্রীবৎস পাইল ॥
এইরূপে আনন্দে রহিল সর্ব্বজন।
কতদিন বঞ্চিলেন শ্রীবৎস রাজন্ ॥
একদিন প্রভাতে করিয়া স্নানদান।
যান রাজা আনন্দে শ্বশুর সন্নিধান ॥
করযোড় করি কহে শ্রীবৎস রাজন্।
অবধান কর রায় মোর নিবেদন ॥
আজ্ঞা দেহ নিজ দেশে করিব গমন।
বহুদিন দেখি নাই জ্ঞাতি বন্ধুগণ ॥
বাহুরাজা কহে বাপু কি কথা কহিলে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে বিধি তোমারে মিলালে ॥
এই রাজ্যে রাজা তুমি হইবে আপনি।
কি কারণে হেন কথা কহ নৃপমণি ॥
রাজা কহে যত কহ স্নেহের কারণ।
অদ্য আমি নিজ রাজ্যে করিব গমন ॥
নিশ্চয় বুঝিয়া মন বাহু নৃপবর।
সারথিরে আজ্ঞা তবে করিল সত্বর ॥

আজ্ঞা মাত্র সারথি চলিল শীঘ্রগতি।
রথ সাজি সেইক্ষণে আনিল সারথি ॥
রাজা বলিলেন সৈন্য সাজ সর্ব্বজন।
শ্রীবৎস কহিল রায় নাহি প্রয়োজন ॥
দক্ষিণ সমুদ্র পার আমার বসতি।
সৈন্য সেনা কেমনে যাইবে ঘোড়া হাতী ॥
রাজা বলে কেমনে যাইবে তুমি তথা।
শ্রীবৎস বলিল রাজা উপায় দেবতা ॥
তাল বেতালেরে রাজা করিল স্মরণ।
স্মরণ মাত্রেতে তারা এল দুইজন ॥
হাসিয়া কহিল দোঁহে কি আজ্ঞা করহ।
শ্রীবৎস কহিল মোরে নিজ রাজ্যে লহ ॥
শ্বশুরে প্রণাম করি উঠে রথোপরে।
চিন্তা ভদ্রা বলি নৃপ ডাকিল সত্বরে ॥
জনক-জননী-পদে বিদায় মাগিল।
চিন্তা ভদ্রা দোঁহে আসি রথে আরোহিল ॥
চূড়ায় বসিল তাল বেতাল সারথি।
বায়ুবেগে ধায় রথ সুললিত গতি ॥
নিমিষে উত্তরে উত্তরে দশ সহস্র যোজন।
রাজা কহে কহ তাল এই স্থান কোন্ ॥
তাল কহে ঐ দেশ সুরভি আশ্রম।
কহিতে কহিতে পায় কাঠুরে ভবন ॥
তাল কহে মহারাজ কর অবধান।
পোড়া মৎস জলে গেল দেখ সেই স্থান ॥
ভাঙ্গা নায় শনি আসি কাঁথা হ'রে নিল।
নিমিষেতে সেই স্থান পশ্চাৎ হইল ॥
ক্রমেতে পাইল আসি আপন ভবন।
তাল কহে নিজ রাজ্যে আইলা রাজন ॥
রথ হৈতে রাজা রাণী নামে তিনজন।
পদব্রজে ধীরে ধীরে করিল গমন ॥
শুনি নগরের লোক আইল রাজন।
মৃত-শরীরেতে যেন পাইল জীবন ॥
বামপার্শ্বে দুই রাণী সিংহাসনে রাজা।
পাত্রমিত্র সবে আসি করিলেন পূজা ॥
পূর্ব্বের সুহৃৎ বন্ধু যতেক আছিল।
ক্রমেতে আসিয়া সবে একত্র হইল ॥
বান্ধব সানন্দ নিরানন্দ রিপুগণ।
পূর্ব্বমত রাজা রাজ্যে করেন শাসন ॥
চিন্তা ভদ্রা দুই নারী পরম সুশীলা।
ক্রমে ক্রমে শত পুত্র দোঁহে প্রসবিলা ॥
দুই রাণী গর্ভে জন্মে দুই কন্যা ধন।
অমৃতেতে অভিষিক্ত হইল রাজন ॥
বহুকাল রাজ্য করে শ্রীবৎস রাজন্।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে যত না যায় বর্ণন ॥
দীর্ঘকাল রাজ্য করি পরম কৌতুকে।
অন্তকালে রাণী সহ গেল বিষ্ণুলোকে ॥
অতএব যুধিষ্ঠির করি নিবেদন।
দৈবাধীন কর্ম্মে শোক করা অকারণ ॥
শ্রীবৎস-চরিত্র আর শনির মাহাত্ম্য।
যেবা শুনে যেবা পড়ে সে হয় পবিত্র ॥
কদাচ শনির বাধা তাহার না হয়।
শাস্ত্রের বচন এই নাহিক সংশয় ॥
এত বলি জগন্নাথ মাগেন মেলানি।
সবারে সম্ভাষ করিলেন চক্রপাণি ॥
সুভদ্রা সৌভদ্র দোঁহে সঙ্গেতে করিয়া
দ্বারকা গেলেন হরি রথ চালাইয়া ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ল'য়ে ভাগিনেয় পঞ্চজন।
সসৈন্যে পাঞ্চালদেশে করিল গমন ॥
আর যেই দুই ভার্য্যা পাণ্ডবের ছিল।
নিজ নিজ ভ্রাতৃগণ সহ দেশে গেল ॥

পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে গমন ও মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রম।

দ্বারকানগরে চলিলেন যদুপতি
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন ভ্রাতৃগণ প্রতি ॥
দ্বাদশ বৎসর আমি নিবসিব বনে।
যোগ্যস্থান দেখ যথা বঞ্চি হৃষ্টমনে ॥
বহু মৃগ পক্ষী থাকে ফল পুষ্পরাশি।
সজল সুস্থল যথা বৈসে সিদ্ধ ঋষি ॥
অর্জ্জুন বলেন সব তোমাতে গোচর।
মুনিগণে হৈতে তুমি জ্ঞাত চরাচর ॥

দ্বৈত নামে মহাবন অতি মনোরম ।
সাধু সিদ্ধ ঋষি আদি মুনির আশ্রম ॥
তথায় চলহ সবে যদি লয় মন ।
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
নিজ নিজ যানারোহে চলেন পাণ্ডব ।
সঙ্গেতে চলিল যত দ্বিজ মুনি সব ॥
দ্বৈত কাননের গুণ না হয় বর্ণন ।
গন্ধর্ব্ব চারণ বৈসে মুনি অগণন ॥
তমাল কদম্ব তাল শিরীষ পিয়াল ।
অর্জ্জুন খর্জ্জুর জম্ব আম্র সুরসাল ॥
পারিজাত বকুল চম্পক কুরুবক ।
নানাজাতি পশু হস্তিগণ মরুবক ॥
ময়ূর কোকিল আদি পক্ষী সদা ভ্রমে ।
মধুযুক্ত বন লোক মনোরমে ॥
দেখিয়া উল্লাসযুক্ত পাণ্ডবের মন ।
আশ্রম করিল তথা সব মুনিগণ ॥
সেই বনে যত ছিল তাপস ব্রাহ্মণ ।
যুধিষ্ঠিরে আসিয়া করিল সম্ভাষণ ॥
হেনকালে এল মার্কণ্ডেয় মুনিবর ।
জলদগ্নি সম তেজ দিব্য জটাভার ॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির দিলেন আসন ।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া হাসিল তপোধন ॥
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত কহেন ভূপতি ।
কি হেতু হাসিলা কহ মুনি মহামতি ।
সব ঋষিগণ দুঃখী দেখিয়া আমারে ।
তোমার কি হেতু হাস্য না বুঝি অন্তরে ॥
মন্দ হাস্য করি মুনি বলেন তখন ।
যেহেতু হইল হাস্য শুনহ রাজন ॥
তুমি যেন মহারাজ ভার্য্যার সংহতি ।
সর্ব্বভোগ ত্যজি বনে করিলে বসতি ॥
এইরূপে পূর্ব্বে দশরথের নন্দন ।
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ ॥
পিতৃসত্য পালিতে করিয়া বনবাস ।
অবহেলে দশস্কন্ধে করিল বিনাশ ॥
অপ্রমেয় বল রাম অপ্রমেয় গুণ ।
সত্যে বিচলিত নাহি হন কদাচন ॥
তিনপুর জিনিতে ইঙ্গিতে ক্ষণে পারে ।
সত্যের কারণে শিরে জটাভার ধরে ॥
তাদৃশ দেখি যে রাজা তুমি সত্যবাদী ।
মহাবল ধর্ম্মবন্ত সর্ব্বগুণনিধি ॥
তথাপি বনেতে ভ্রম সত্যের কারণ ।
বিধির নির্ব্বন্ধ নাহি খণ্ডে কোনজন ॥
যখন যে ধাতা আনি করয়ে সংযোগ ।
ধর্ম্ম বুঝি সাধুজন করে তাহা ভোগ ॥
বলে শক্ত হৈলে সত্য কভু না ত্যজিবে ।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কভু না লঙ্ঘিবে ॥
বড় বড় মত্তহস্তী পর্ব্বত আকার ।
পরাক্রমে দলিবারে পারয়ে সংসার ॥
তথাপিও পশু হৈয়া বিধিবশ থাকে ।
কিমতে খণ্ডিবে তাহা তোমা হেন লোকে ॥
ধন্য মহারাজ তুমি পাণ্ডুর নন্দন ।
তোমার গুণেতে পূর্ণ হৈল ত্রিভুবন ॥
এত বলি মহারাজে আশীষ করিয়া ।
আপন আশ্রম প্রতি গেলেন চলিয়া ॥

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর পরস্পর কথা ।

দ্বৈতবন মধ্যে পঞ্চপাণ্ডুর নন্দন ।
ফল-মূলাহার জটা বাকল ভূষণ ॥
একদিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির পাশে ।
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাষে ॥
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন ।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন ॥
কিছুমাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে ।
এ হেন দারুণ কর্ম্ম করিল কেমনে ॥
কঠিন হৃদয় তার লৌহেতে গঠিল ।
তিলমাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল ॥
তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি ।
সহনে না যায় মম সন্তাপিত মতি ॥
রতনে ভূষিত শয্যা নিদ্রা না আইসে ।
এখন শয়ন রাঙা তীক্ষ্ণধার কুশে ॥
কস্তূরি চন্দনেতে লেপিত কলেবর ।
এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর ॥

মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বী সহিত এবে তপস্বীর বেশে॥
লক্ষ লক্ষ রাজা যার স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জে।
এবে ফল মূল ভক্ষ্য অরণ্যের মাঝে॥
এই তব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান।
ইহা সবা প্রতি নাহি কর অবধান॥
মলিন বদন ক্লিন্ট দুঃখেতে দুর্ব্বল।
হেঁটমুখে সদা থাকে ভীম মহাবল॥
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুঃখ।
সহনে না যায় মম ফাটিতেছে বুক॥
ভীমসম পরাক্রম নাহি ত্রিভুবনে।
ক্ষণমাত্রে সংহারিতে পারে কুরুগণে॥
সকল ত্যজিল রাজা তোমার কারণ।
কি মতে এ সব দুঃখ দেখহ রাজন॥
এই যে অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের সমান।
যাহার প্রতাপে সুরাসুর কম্পবান॥
দুঃখ চিন্তা করে সদা মলিনবদনে।
ইহা দেখি রাজা তাপ নাহি তব মনে॥
সুকুমার মাদ্রীসুত দুঃখী অধোমুখ।
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুঃখ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-স্বসা আমি দ্রুপদ-নন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ আমি হই রাণী॥
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্মায়।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয়॥
ক্ষত্র হ'য়ে ক্রোধ নাহি করে হেনজন।
তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয়-লক্ষণ॥
সময়েতে যেই বীর তেজ নাহি করে।
হীনজন ব'লে রাজা তাহারে প্রহারে॥
এই অর্থে পূর্ব্বে রাজা আছয়ে সম্বাদ।
বলি দৈত্যপতি প্রতি বলিছে প্রহ্লাদ॥
করযোড়ে বলি জিজ্ঞাসিল পিতামহে।
ক্ষমা তেজ উভয়ের ভাল কারে কহে॥
সর্ব্বধর্ম্ম-অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি।
কহিতে লাগিল শাস্ত্রমত পৌত্র প্রতি॥
সদা ক্ষমা না হইবে সদা তেজোবন্ত॥
সদা ক্ষমা করে তার দুঃখ নাহি অন্ত॥
শত্রুর আছয়ে কার্য্য মিত্রে নাহি মানে।
অবজ্ঞা করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে॥
কার্য্যে অবহেলা করে নাহি কিছু ভয়।
যথা স্থানে যাহা করে ক্রমে হয় লয়॥
বলে অন্যে হরি লয় তার ভার্য্যাগণ।
অতি ক্ষমাশীল দেখি করয়ে হেলন॥
অতি ক্ষমাশীল দেখি ভার্য্যা নাহি মানে।
সে কারণে সদা ক্ষমা ত্যজে বুধগণে॥
দোষ মত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে।
মহাক্লেশ পায় যে সদা ক্ষমা করে॥
ক্ষমার কারণ তবে শুন নরপতি।
একেবার করে ক্ষমা মূর্খজন প্রতি॥
নির্ব্বুদ্ধি অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার।
দুইবার দোষ কৈলে দণ্ড দিবে তার॥
সে কারণে ক্ষমা রাজা না কর তাহারে।
তেজকালে কর তেজ, ক্ষমা ফেল দূরে॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
করেন উত্তর তার ধর্ম্মশাস্ত্র-নীতি॥
ক্রোধ সম পাপ দেবি নাহিক সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হৈলে বলে॥
আছুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি॥
এ কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধী যে লোক তারে সর্ব্বলোকে পূজে॥
ক্রোধে তাপ ক্রোধে পাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥
জপ তপ সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ।
রজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল সৃজন॥
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে।
ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে॥
ক্ষমা সম ধর্ম্ম দেবি অন্য ধর্ম্ম নয়।
পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনি করিল নির্ণয়॥
অষ্টাঙ্গ বেদাঙ্গ যজ্ঞ মহাদান ধ্যান।
ক্ষমাময় জনের সর্ব্বদা দীপ্যমান॥

পৃথিবীকে ধরিয়াছে ক্ষমাবন্ত জনে ।
আমা সম জন, ক্ষমা ত্যজিবে কেমনে ॥
সে কারণে দ্রৌপদী ত্যজহ ক্রোধমন ।
শত অশ্বমেধ ফল অক্রোধী যে জন ॥
দুর্য্যোধন না ক্ষমিল, আমি না ক্ষমিব ।
এইক্ষণে কুরুবংশ সকল মজাব ॥
কুরুবংশে দেখ দেবি মম পুণ্যভার ।
মহাক্রোধ হৈলে বংশ হইবে সংহার ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি বুঝাইবে সবে ।
সবাকার দুর্য্যোধন নহিবেক যবে ॥
আপনার দোষে তারা হইবে সংহার ।
পূর্ব্বে করিয়াছি আমি এমন বিচার ॥
কৃষ্ণা বলে সেই বিধাতারে নমস্কার ।
যেই জন হেন রূপ করিল সংসার ॥
যেই জন যাহা করে সেই মত হয় ।
মনুষ্যের শক্তিতে কিছুই সাধ্য নয় ॥
যজ্ঞ দান তপ ব্রত বহু আচরিল ।
দ্বিজসেবা দেবপূজা কতই করিল ॥
ধিক্ ধিক্ বিধি তার কৈল হেন গতি ।
ধর্ম্ম হেতু পঞ্চভাই পাইল দুর্গতি ॥
ধর্ম্ম হেতু সব ত্যজি আইলে বনেতে ।
চারি ভাই আমাকেও পারহ ত্যজিতে ॥
তথাপিও ধর্ম্ম নাহি ত্যজিবে রাজন্ ।
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন ॥
যেই জন ধর্ম্ম রাখে তারে ধর্ম্ম রাখে ।
নাহিক সন্দেহ শুনিয়াছি ব্যাসমুখে ॥
তোমারে না রাখে ধর্ম্ম কিসের কারণে ।
এইত বিস্ময় খেদ লয় মম মনে ॥
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার ।
সর্ব্ব-ক্ষিতীশ্বর হ'য়ে নাহি অহঙ্কার ॥
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ কণক পাত্রে ভুঞ্জে ।
আমি করি পরিচর্য্যা সেবা হেতু দ্বিজে ॥
দ্বিজেরে স্বর্ণ পাত্র দিতাম আজ্ঞামাত্রে ।
এখন বনের ফল ভুঞ্জ বনপত্রে ॥
রাজসূয় অশ্বমেধ সুবর্ণ গো সব ।
আর সব বহু যজ্ঞ দান মহোৎসব ॥
সে সব করিতে বুদ্ধি হইল তোমায় ।
সর্ব্বস্ব হারিলে তুমি কপট পাশায় ॥
যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে ।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে ॥
এখন সে ধর্ম্ম তুমি করিবে কেমনে ।
রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে ॥
ধিক্ বিধাতারে এই করে হেন কর্ম্ম ।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল আজন্ম ॥
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ ॥
যুধিষ্ঠির কহে কৃষ্ণা উত্তম কহিলে ।
কেবল করিলে দোষ ধর্ম্মেরে নিন্দিলে ॥
কর্ম্ম করি যেইজন ফলাকাঙ্ক্ষী হয় ।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয় ॥
ফললোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে ।
লোভে পুনঃ পুনঃ পড়ে নরক ভিতরে ॥
এইত সংসার সিন্ধু ঊর্ম্মি কত তায় ।
হেলে তরে সাধুজন ধর্ম্মের নৌকায় ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি যেই করে ।
ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে ॥
ধর্ম্মফল বাঞ্ছা করি ধর্ম্মগর্ব্ব করে ।
ধর্ম্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম্ম আচরে ॥
এই সব জনেরে পশুর মধ্যে গণি ।
বৃথা জন্ম যায় তার পায় পশুযোনি ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ নিন্দা করে যেইজন ।
তির্য্যগের মধ্যে তারে করয়ে গণন ॥
পুনঃ পুনঃ তির্য্যগ-যোনিতে জন্ম হয়
নরক হইতে তার কভু পার নয় ॥
শিশু হ'য়ে ধর্ম্ম আচরয়ে যেইজন ।
বৃদ্ধের ভিতর তারে করয়ে গণন ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ কৃষ্ণা ধর্ম্ম যাহা কৈল ।
সপ্ত বৎসরের আয়ু মার্কণ্ডের ছিল ॥
ধর্ম্মবলে সপ্তকল্প জীয়ে মুনিরাজ ।
আর যত দেখ মুনি ঋষির সমাজ ॥
মুখে যাহা কহে তাহা হয় সেইক্ষণে ।
ধর্ম্মবলে ভ্রমিবারে পারে ত্রিভুবনে ॥

ইন্দ্র চন্দ্র নক্ষত্র যতেক স্বর্গবাসী।
ধর্ম্ম আচরিয়ে সবে স্বর্গ মধ্যে বসি॥
জপ তপ যজ্ঞ দান ব্রত শিষ্টাচার।
বাঞ্ছা না করিলে নাহি ফল পায় তার॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব গেল যেই পথে।
মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে॥
তুমি বল বনে ধর্ম্ম করিবে কেমনে।
যথাশক্তি তত আমি করিব কাননে॥
অন্য পাপ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত আছে তার।
ধর্ম্মনিন্দা কৈলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি আর॥
হর্ত্তা কর্ত্তা যেইজন সবার ঈশ্বর।
যাঁহার সৃজন এই যত চরাচর॥
আমি কোন্ কীট তারে অমান্য করিতে।
ভ্রম নাহি আমার ইহাতে কোন মতে॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের বাক্য।

যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ভীম ক্রুদ্ধতর।
করেন ধর্ম্মের প্রতি কর্কশ উত্তর॥
শুন মহারাজ আমি করি নিবেদন।
বীর পুরুষের ধর্ম্ম ত্যজ কি কারণ॥
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম্মতেজ দেখাইবে।
ভুজবলে রিপু জিনি পৃথিবী ভুঞ্জিবে।
কহ রাজা এই কর্ম্ম সম্মত কাহার।
গোবিন্দের মত কিবা দ্রুপদ রাজার॥
ক্ষত্রধর্ম্ম নহে এই দ্বিজ-আচরণ।
ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে অরি করিবে নিধন॥
দুষ্টকর্ম্মা দুষ্টবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন।
তাহারে মারিলে পাপ নাহিক রাজন॥
আজ্ঞা কর নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
এক্ষণে পৃথিবী দিব শত্রুকে মারিয়া॥

ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ-বাক্য।

রাজা বলে ভীম যাহা করিলে বিচার।
কপট এ ধর্ম্মচিত্তে না লয় আমার॥
মেরুসম ধর্ম্ম আমি লঙ্ঘিব কেমনে।
কভু নহে বৈরীজয় পাপ আচরণে॥
ধর্ম্মসখা বিনা নহে সহজে বিজয়।
বেদের লিখন যথা ধর্ম্ম তথা জয়॥
হেন ধর্ম্ম ত্যজিয়া অধর্ম্ম আচরিলে।
কহ ভীম শত্রুজয় হইবে কি ভালে॥
যুধিষ্ঠির ভীম সহ কথার সময়।
আইলেন তথা সত্যবতীর তনয়॥

অর্জ্জুনের শিবারাধনার্থ হিমালয় পর্ব্বতে গমন।

ব্যাসেরে করেন পূজা পাণ্ডুপুত্রগণে।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি বসেন আসনে॥
যুধিষ্ঠিরে চাহি বলিলেন মুনিবর।
শত্রুগণে ভয় তব হয়েছে অন্তর॥
তোমার হৃদয় ভাব জানিলাম আমি।
সে কারণে হেথা আইলাম শীঘ্রগামী॥
অশুভ সময় গেল হইল সুকাল।
এক বিদ্যা দিব আমি লহ মহীপাল॥
এই বিদ্যা হৈতে হবে শিব দরশন।
তোমারে সদয় হইবেন ত্রিলোচন॥
নরঋষি মূর্ত্তি তব ভাই ধনঞ্জয়।
এই মন্ত্রবলে ক্ষিতি করিবে বিজয়॥
এই বন ত্যজি রাজা যাও অন্য বন।
এক স্থানে বহু বধ হয় মৃগগণ॥
বনে এক ঠাঁই বসি কোন কর্ম্ম নাই।
তীর্থ দরশন করি ভ্রম ঠাঁই ঠাঁই॥
এত বলি একান্তে লইয়া মহামতি।
যুধিষ্ঠিরে দেন বিদ্যা নাম প্রতিস্মৃতি॥
মন্ত্র দিয়া মুনিরাজ গেলেন স্বস্থান।
মন্ত্র পেয়ে যুধিষ্ঠিরে হরিষ বিধান॥
ব্যাস অনুমতি পেয়ে কুন্তীর নন্দন।
দ্বৈতবন ত্যজিয়া গেলেন সেইক্ষণ॥
উত্তর মুখেতে সরস্বতী তীরে তীরে।
গিয়া উত্তরিলেন কাম্যক বনান্তরে॥
কতদিনে মুনিবাক্য করিয়া স্মরণ।
নিকটে ডাকিয়া পার্থে বলেন বচন॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভূরিশ্রবা কৃপ কর্ণ দ্রৌণি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ জানহ আপনি॥

আমার কেবল ভাই তোমার ভরসা ।
তাহে তুমি উদ্ধারিবে করিয়াছি আশা ॥
সে সবারে জিনিতে হইল উপদেশ ।
উগ্র তপ কর গিয়া সেবহ মহেশ ॥
যেই বিদ্যা আমারে দিলেন পিতামহ ।
ইহা জপি ত্বরিতে মিলহ শিব সহ ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ দিবেন দর্শন ।
ত সবারে সেবিয়া পাইবে অস্ত্রগণ ॥
পূর্ব্বে বৃত্রাসুর হেতু যত দেবগণ ।
নিজ নিজ অস্ত্র ইন্দ্রে দিল সর্ব্বজন ॥
সর্ব্ব অস্ত্র পাবে ইন্দ্র তুষ্ট করাইলে ।
সর্ব্বত্র হইবে জয় শিবেরে ভজিলে ॥
হিমালয় গিরি আজি করহ গমন ।
নিকটে তথায় দেখা দিবে ত্রিলোচন ॥
এত বলি দিব্য বিদ্যা দিয়া সেইক্ষণ ।
আশীষ করিয়া শিরে করেন চুম্বন ॥
আজ্ঞা পেয়ে বাহির হলেন ধনঞ্জয় ।
গাণ্ডীব নিলেন তূণ যুগল অক্ষয় ॥
চলিলেন ধনঞ্জয় উত্তর মুখেতে ।
কতদিনে উত্তরেন হিমাদ্রিপর্ব্বতে ॥
হিমাদ্রির পার গন্ধমাদন ভূধর ।
ইন্দ্রকীল গিরি হয় তাহার উত্তর ॥
বহু দুঃখে তথায় গেলেন ধনঞ্জয় ।
শূন্যবাণী হৈল হেথা করহ আশ্রয় ॥
অগ্রে পথ নাহি আছে মনুষ্য যাইতে ।
শুনি পার্থ মহাবীর রহিল তথাতে ॥
হেনকালে দেখিলেন জটিল তপস্বী ।
অর্জ্জুনেরে বলিলেন নিকটেতে আসি ॥
কে তুমি কবচ খড়্গ ধনু অস্ত্র ধরি ।
কি হেতু আইলে তুমি পর্ব্বত উপরি ॥
সব অস্ত্র ফেলহ, ফেলহ সব তূণ ।
দিব্যগতি পেলে অস্ত্র কোন্ প্রয়োজন ॥
বড় তেজোবন্ত তুমি এলে সে কারণ ।
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈয়া রহেন অর্জ্জুন ॥
উত্তর না পাইয়া বলয়ে জটাধর ।
বর মাগ ধনঞ্জয় আমি পুরন্দর ॥
করযোড়ে অর্জ্জুন মাগেন বর দান ।
কৃপা যদি কর তবে দেহ ধনুর্ব্বাণ ॥
ইন্দ্র বলে হেথা আসি কি কাজ অস্ত্রেতে ।
দেবত্ব লইয়া ভোগ করহ স্বর্গেতে ॥
পার্থ বলিলেন যদি ইন্দ্রপদ পাই ।
তথাপি ত্যজিতে আমি নারি চারিভাই ॥
অস্ত্র দেহ পুরন্দর কৃপা করি মনে ।
ইন্দ্র বলে আগে সিদ্ধ কর ত্রিলোচনে ॥

কিরাতরূপে হরপার্ব্বতীর আগমন

হিমালয় গিরিপরে ইন্দ্রের নন্দন ।
করেন তপস্যা আরাধিতে ত্রিলোচন ॥
গলিত বৃক্ষের পত্র ভক্ষ্য পক্ষান্তর ।
কতদিনে মাসেকেতে খান একবার ॥
কতদিন দুই চারি মাস একদিনে ।
কতদিন অর্জ্জুন থাকেন বায়ুপানে ॥
এক পদাঙ্গুলিতে রহেন দাণ্ডাইয়া ।
ঊর্দ্ধ দুই বাহু করি নিরালম্ব হৈয়া ॥
তাঁর তপে তাপিত হইল গিরিবাসী ।
গন্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধ যত মহাঋষি ॥
হরের চরণে নিবেদিল গিয়া সব ।
হিমালয়ে কেমনে থাকিব বল ভব ॥
পর্ব্বত তাপিত দেব অর্জ্জুনের তপে ।
আজ্ঞা কর আমরা রহিব কোনরূপে ॥
গিরিশ বলেন সবে যাও নিজাশ্রয়ে ।
আমি বর দিয়া শান্ত করি ধনঞ্জয়ে ॥
এত বলি মেলানি দিলেন সর্ব্বজনে ।
মায়ায় কিরাতরূপ ধরেন তখন ॥
কিরাত-গৃহিণীরূপা নগেন্দ্রনন্দিনী ।
সেরূপ হইল সব তাঁহার সঙ্গিনী ॥
জয়ন্তী নামেতে ধনু পৃষ্ঠে শরাসন ।
অর্জ্জুনের সম্মুখে গেলেন ত্রিলোচন ॥
হেনকালে এক মহা বরাহ আইল ।
গর্জ্জিয়া অর্জ্জুন পানে ত্বরিত ধাইল ॥
বরাহ দেখিয়া পার্থ গাণ্ডীব লইয়া ।
সন্ধান পূরেন ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া ॥

বলিলেন ডাকিয়া কিরাত ভগবান্।
বরাহে তপস্বী তুমি না মারহ বাণ ॥
আনিলাম দূর হৈতে ডাকিয়া বরাহ।
তুমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাহ ॥
না শুনিয়া পার্থ তাহা করি অনাদর।
বরাহের উপর মারিল তীক্ষ্ণশর ॥
কিরাত যে দিব্য অস্ত্র মারিল শূকরে।
দুই অস্ত্রে যেন বজ্র পর্ব্বত বিদরে ॥
গিরিশৃঙ্গ মূর্ত্তি যেন দেখি ভয়ঙ্কর।
মায়া ত্যজি হইল দারুণ কলেবর ॥
পার্থ বলে কে তুমি যুবতীবৃন্দ সঙ্গ।
আমারে তিলেক তোর নাহিক ভ্রুভঙ্গ ॥
বরাহেরে অস্ত্র আমি মারি আগুয়ান।
তুমি কি কারণে তারে প্রহারিলে বাণ ॥
এই দোষে আমি তবে লইব পরাণ।
হাসিয়া উত্তর করিলেন ভগবান ॥
কোথা হৈতে কে তুমি আইলে তপাচারী
এ ভূমিতে মৃগয়ার আমি অধিকারী ॥
মারিলাম আমি বাণ পড়িল শূকর।
তুমি অস্ত্র কেন মার শূকর উপর ॥
অনুচিত কৈলে আর চাহ মারিবারে।
যত শক্তি আছে তব মার দেখি মোরে ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় অস্ত্র করেন প্রহার।
ডাকিয়া কিরাত বলে আমি আছি মার ॥
পুনঃ পুনঃ ধনঞ্জয় প্রহারয়ে শর।
জলদ বরিষে যেন পর্ব্বত উপর ॥
আশ্চর্য্য ভাবেন মনে এই সে অর্জ্জুন।
ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি কারণ।
কিবা যম পুরন্দর কিবা ভূতনাথ।
অন্যতে সহিতে পারে এই অস্ত্রাঘাত।
যে হৌক সে হৌক আমি করিব সংহার।
ক্রোধেতে নিলেন বীর বাণ তীক্ষ্ণধার ॥
শিবের মস্তকে বাজি হৈল দুই খণ্ড।
পাষাণে বাজিয়া যেন পড়ে ইক্ষুদণ্ড ॥
অস্ত্র ব্যর্থ গেল হাতে অস্ত্র নাহি আর।
গাণ্ডীব ধনুক ল'য়ে করেন প্রহার ॥

হাসিয়া নিলেন ধনু কাড়ি ত্রিলোচন।
ক্রোধে পার্থ শিলাবৃষ্টি করে বরিষণ ॥
পর্ব্বত উপরে যেন শিলা চূর্ণ হয়।
ক্রোধে প্রহারেণ মুষ্টি বীর ধনঞ্জয় ॥
করিলেন ক্রোধে মুষ্টি প্রহার ধূর্জ্জটি।
মুষ্ট্যাঘাতে শব্দ যেন হইল চটপটি ॥
ভুজে ভুজে উরুতে ও চরণে চরণে।
মল্লযুদ্ধ ক্ষণেক হইল দুইজনে ॥
দুই অঙ্গ ঘর্ষণেতে অগ্নি বাহিরায়।
অতি ক্রোধে ধূর্জ্জটি প্রহারিল তায় ॥
মৃতবৎ হ'য়ে পার্থ পড়েন ভূতলে।
ক্ষণেক চেতন পেয়ে থাক থাক বলে ॥
যাবৎ না পূজি মম ইষ্ট ত্রিলোচন।
এত বলি শিবলিঙ্গ করিয়া রচন ॥
পূজিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গ দেন পুষ্পমালা।
সেই মালা বিভূষিত কিরাতের গলা ॥
বিনয়ে করেন পার্থ করি প্রণিপাত।
করিলাম দুষ্কৃতি যে ক্ষম ভূতনাথ ॥
শিব বলে যে কর্ম্ম করিলে ধনঞ্জয়।
দেবাসুরে মানুষে 'কাহার' শক্তি নয় ॥
আমার সহিত সম করিলে সমর।
তুমি আমি সম শক্তি নাহিক অন্তর ॥
দিব্যচক্ষু দিব লহ দৃষ্ট হবে সব।
এত বলি দিব্যচক্ষু দেন দেবদেব ॥
দিব্যচক্ষু পাইয়া দেখেন ধনঞ্জয়।
উমার সহিত উমাকান্ত দয়াময় ॥
অর্জ্জুন করেন স্তুতি যুড়ি দুই কর।
জয় প্রভু জয় শিব জয় মহেশ্বর ॥
ত্রিনেত্র ত্রিগুণময় ত্রিলোকের নাথ।
ত্রিবিক্রমপ্রিয় হর ত্রিপুরনিপাত ॥
হেলায় করিলা প্রভু দক্ষযজ্ঞ নাশ
ইঙ্গিতে বিজয় কৈল মৃত্যু কালপাশ ॥
নমো বিষ্ণুরূপ তুমি বিধাতার ধাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গদাতা ॥
অজ্ঞানে করিনু প্রভু অবিহিত কাজ।
চরণে শরণ লই ক্ষম দেবরাজ ॥

হাসিয়া অর্জ্জুনে দেব দিলা আলিঙ্গন ।
ঘুচিলেন অজ্ঞানের প্রহার পীড়ন ॥
শিব কন আপনারে নাহি জান তুমি ।
পূর্ব্বকথা কহি শুন যাহা জানি আমি ॥
নারায়ণ সহ তুমি নরঋষিরূপে ।
সংসার বরিলা অতিশয় উগ্রতপে ॥
এই যে গাণ্ডীব ধনু আছয়ে তোমার ।
তোমা বিনা ধরিবারে শক্তি আছে কার ॥
কাড়িয়া লয়েছি আমি যোগমায়া-বলে ।
মায়ায় হরিনু আমি এ তূণযুগলে ॥
পুনরপি সেই অস্ত্রে পূর্ণ হবে তূণ ।
নিজ ধনু তূণ তুমি ধরহ অর্জ্জুন ॥
প্রীত হইলাম আমি মাগি লও বর ।
শুনিয়া বলেন পার্থ যুড়ি দুই কর ॥
যদি কৃপা আমায় করিলা গঙ্গাব্রত ।
আজ্ঞা কর পাই আমি অস্ত্র পাশুপত ॥
শঙ্কর বলেন তাহা লও ধনঞ্জয় ।
অন্যজন নহে শক্ত পাশুপত লয় ॥
এ অস্ত্র যুড়িলে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র হয় ।
[illegible] কোটি কোটি গদা বরিষয় ॥
প্রীতিতে তোমার বশ হইলাম আমি ।
ধরিবারে যোগ্য হও অস্ত্র লহ তুমি ॥
[illegible] তার বাক্যে ধর নরলোকে জন্ম ।
এই অস্ত্রে বীরবর সাধ দেবকর্ম্ম ॥
এত বলি মন্ত্র সহ দেন ত্রিলোচন ।
আনন্দ হয়ে অস্ত্র আইল তখন ॥
অস্ত্র দিয়া মহেশ বলেন পুনর্ব্বার ।
এই অস্ত্রে কারে পাছে করহ সংহার ॥
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন ।
অযোগ্য পাইলে অস্ত্র করিবে ক্ষেপণ ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব করি নিবেদন ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে করিবা আগমন ॥
শিব কন সখা তব বৈকুণ্ঠের পতি ।
হরিহর এক আত্মা জান মহামতি ॥
কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইবে যখন ।
তাহাতে সাহায্য আমি করিব তখন ॥

এত বলি হরি হর হইলেন অন্তর্দ্ধান ।
অস্ত্র পেয়ে ধনঞ্জয় আনন্দ-বিধান ॥
আপনারে প্রশংসা করেন ধনঞ্জয় ।
এত কৃপা হৈলা হর শত্রুকে কি ভয় ॥

অর্জ্জুনের ইন্দ্রালয়ে গমন

হেনকালে আসিয়া যতেক দেবগণ ।
অর্জ্জুন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
দক্ষিণে থাকিয়া ডাকি বলে প্রেতপতি ।
মম বাক্য ধনঞ্জয় কর অবগতি ॥
বর দিতে তোমারে আইনু দেবগণ ।
লইয়াছ জন্ম তুমি শত্রু-নিবারণ ॥
দেব দৈত্য অসুর যতেক পৃথিবীতে ।
সবে পরাভব হবে তোমার অস্ত্রেতে ॥
তব শত্রু আছে সেই কর্ণ ধনুর্দ্ধর ।
তব হস্তে হত হবে সেই বীরবর ॥
হের লও এই অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে ।
আমার প্রধান অস্ত্র দণ্ডনাম ধরে ॥
এত বলি মন্ত্র সহ দিলা মহামতি ।
পশ্চিমে থাকিয়া ডাকি বলে জলপতি ॥
আমার বরুণ পাশ অব্যর্থ সংসারে ।
এই যে দেখহ যম নিবারিতে নারে ॥
প্রীতিতে তোমারে দিনু ধরহ অর্জ্জুন ।
ইহা হৈতে কর সদা বিপক্ষ-দলন ॥
উত্তরে থাকিয়া ডাকি কুবের বলিল ।
তোমারে অর্জ্জুন দুইজনে অস্ত্র দিল ॥
অন্তর্দ্ধান অস্ত্র এই লও বীরবর ।
এই অস্ত্রে ত্রিপুর বধিল মহেশ্বর ॥
মৃত্যুপতি জলপতি দিল যক্ষপতি ।
ডাকি বলে সুরপতি অর্জ্জুনের প্রতি ॥
কুন্তীগর্ভে জাত তুমি আমার নন্দন ।
অসুর বধিতে আমি দিব অস্ত্রগণ ॥
এখনি পাঠাব রথ তোমারে লইতে ।
স্বর্গেতে আসিবে তুমি মাতলি সহিতে ॥
এথা এলে পূর্ণ হবে তব প্রয়োজন ।
এত বলি চলি গেল সর্ব্ব দেবগণ ॥

কতক্ষণে রথ ল'য়ে আইল মাতলি।
ঘোর মেঘ মধ্যে যেন স্থগিত বিজলী ॥
বায়ুবেগে অদ্ভুত তুরঙ্গ রথ বয়।
নিশাকালে হৈল যেন রবির উদয় ॥
ডাকিয়া মাতলি বলে অর্জ্জুনের প্রতি।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় রথে চড় শীঘ্রগতি ॥
তোমা দরশন বাঞ্ছা করে দেবরাজ।
আর যত উপস্থিত দেবের সমাজ ॥
আনন্দে করেন পার্থ রথ আরোহণ।
মাতলি চালায় রথ পবন গমন ॥
পথেতে দেখিল পার্থ দেবঋষিগণ।
বিমানেতে আরোহণ যত পুণ্যজন ॥
বিস্ময় মানিয়া জিজ্ঞাসিলেন অর্জ্জুন।
কহ শুনি মাতলি এ সব কোন্ জন ॥
রাজসূয় অশ্বমেধ আদি যত কৈল।
সম্মুখ সংগ্রাম করি শরীর ছাড়িল ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বহু দান দিল।
দেবপূজা উগ্রতপ তীর্থস্নান কৈল ॥
সেই সব জন এই বিমানে বিহরে।
বিনা পুণ্যে নাহি শক্তি আসিতে স্বর্গেরে ॥
তারা বলি ত্রৈলোক্যেতে ঘোষয়ে মানুষে।
পুণ্যক্ষয় হ'য়ে গেল হের দেখ খসে ॥
সুরা পীয়ে মাংস খায় গুরুদারা হরে।
কদাচিৎ সে জন না আসে স্বর্গপুরে ॥
আনন্দে অর্জ্জুন সব করেন দর্শন।
কোটি কোটি বিমানে বিহরে পুণ্যজন ॥
সিদ্ধ সাধ্য সেবে দেব মরুত অনল।
সপ্তবসু রুদ্রগণ আদিত্য সকল ॥
দিলীপ নহুষ আদি যত মহামতি।
দেবঋষি রাজঋষি বহু সিদ্ধ যতি ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সর্ব্বজন।
কহ ত মাতলি এই কাহার নন্দন ॥
পরিচয় দিয়া তবে মাতলি চলিল।
বায়ুবেগে ইন্দ্রালয়ে উপনীত হৈল ॥
ইন্দ্রের বিচিত্র সভা বর্ণনে না যায়।
শত চন্দ্র শত সূর্য্য যেমন উদয় ॥

রথ হৈতে নামিয়া চলেন নরবর।
দুই হাত ধরিয়া তুলিল পুরন্দর ॥
আলিঙ্গন চুম্ব দিল মস্তক উপর।
আসনেতে বসাইল সভার ভিতর ॥
ইন্দ্র বিনা বসিবারে নারে অন্যজন।
দেবঋষি মান্য যেই ইন্দ্রের আসন ॥
এমত আসনে ইন্দ্র বসাইল কোলে।
মুহুর্মুহু সহস্রেক নয়নে নেহালে ॥
আসনে বসিয়া পার্থ পাইলেন শোভা।
সৌদামিনী কোলে যেন দ্বিতীয় মঘবা ॥
পুণ্যকথা ভারতের আনন্দ-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয় পরলোক তরি ॥

ইন্দ্রসভায় উর্ব্বশী ইত্যাদির নৃত্য-গীত।

হেনকালে শতক্রতু, অর্জ্জুনের প্রীতি
আজ্ঞা কৈল নৃত্যের কারণ।
বিশ্বাবসু হাহা হুহু, ইত্যাদি গন্ধর্ব্ব
চিত্রসেন তুম্বুরু গায়ন ॥
নানা ছন্দে বাদ্য বায়, মধুর সুন্দর
নৃত্য করে যতেক অপ্সর।
উর্ব্বশী ঘৃতাচী গৌরী, মিশ্রকেশী বিভা
সহজন্যা মধুর সুস্বর ॥
গীত বাদ্যে সবে, মোহিত যতেক
আনন্দিত হইল সুরগণ।
অর্জ্জুনের ম্লানমুখ, ভাবিয়া পূর্ব্বের
ভ্রাতৃমাতৃ করিয়া স্মরণ ॥
ক্ষণেক নয়নকোনে, চাহিলা উর্ব্বশী
জানিলেন সহস্রলোচন।
নৃত্য গীত নিবারিল, সবারে বিদায়
নিজধামে গেল দেবগণ ॥

অর্জ্জুনের প্রতি উর্ব্বশীর অভিশাপ

চিত্রসেন ডাকিয়া বলিল পুরন্দর।
পার্থেরে রহিতে স্থল দেহ মনোহর ॥

উর্ব্বশীরে পাঠাইবে অর্জ্জুনের স্থানে ।
রতি ক্রীড়া আদি যত করাও অর্জ্জুনে ॥
আজ্ঞা পেয়ে চিত্রসেন পার্থে ল'য়ে গেল ।
দিব্য মনোহর স্থল রহিবারে দিল ॥
বিচিত্র উত্তম শয্যা রত্নের আসন ।
পরিচর্য্যা হেতু নিয়োজিল বহুজন ॥
তবে চিত্রসেন গেল উর্ব্বশীর স্থান ।
অর্জ্জুনের গুণ কহে করিয়া বাখান ॥
রূপে গুণে বুদ্ধিবলে কর্ম্মে জপ তপে ।
অর্জ্জুনের তুল্য নাহি বিশ্বে কোনরূপে ॥
তাঁর তৃপ্তি হেতু আজ্ঞা কৈল পুরন্দর ।
আজি নিশি উর্ব্বশী তাহার সেবা কর ॥
উর্ব্বশী বলেন আমি ভালমতে জানি ।
কামেতে কাতর অঙ্গ তাঁর কথা শুনি ॥
আপনার গৃহে তুমি যাও মহাশয় ।
এই আমি চলিলাম যথা ধনঞ্জয় ॥
স্নান করি উর্ব্বশী পরিল দিব্যবাস ।
পারিজাত মাল্যেতে বান্ধিল কেশপাশ ॥
চন্দন কস্তুরী অঙ্গে করিল লেপন ।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ ॥
সহজ রূপেতে মুনিজন-মন মোহে ।
নানা রঙ্গে হরে প্রাণ যার পানে চাহে ॥
সুবেশ সুকেশা প্রায় কাল অর্দ্ধনিশি ।
অর্জ্জুনের আলয়েতে চলিল উর্ব্বশী ॥
দ্বারপাল জানাইল অর্জ্জুন গোচরে ।
উর্ব্বশী অপ্সরা আসি রহিয়াছে দ্বারে ॥
চিন্তিত হইলেন শুনি কুন্তীর নন্দন ।
এতকালে উর্ব্বশী আইল কি কারণ ॥
উঠিয়া গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার ।
উর্ব্বশীরে বিনয়ে করেন নমস্কার ॥
বিস্ময় মানিয়া মনে উর্ব্বশী চাহিল ।
কামনা পূরিল নাহি হৃদয় জ্বলিল ॥
চিত্রসেন যে বলিল ইন্দ্র-অনুমতি ।
একে একে সব কথা কহে পার্থ প্রতি ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় আমি আইনু হেথায় ।
আজি নিশি ক্রীড়া কর লইয়া আমায় ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কর্ণে হাত দিয়া ।
অধোমুখে মলিন কহেন শিহরিয়া ॥
শুনিবার যোগ্য নহে তোমার এ বাণী ।
কেন হেন দুষ্ট কথা কহ ঠাকুরাণী ॥
বারাঙ্গনা হও তুমি না হও প্রমাণ ।
উর্ব্বশী আমার পক্ষে জননী সমান ॥
কহিলে যে তুমি মোরে চাহিলা সভায় ।
যেই হেতু চাহি আমি কহিব তোমায় ॥
পূর্ব্বে মুনিগণ মুখে ইহা শ্রুত ছিল ।
তোমার উদরে পুরুবংশ বৃদ্ধি হৈল ॥
এই হেতু বড়ই বিস্ময় মানি মনে ।
পুনঃ পুনঃ চাহিলাম তাহার কারণে ॥
পূর্ব্ব পিতামহী তুমি মম গুরুজন ।
হেন অসম্ভব কথা কহ কি কারণ ॥
উর্ব্বশী বলিল আমি নহি যে কাহার ।
স্ব-ইচ্ছায় যথা তথা করি যে বিহার ॥
অকারণে গুরু বলি পাতিলে সম্বন্ধ ।
রমহ আমার সঙ্গে দূর কর দ্বন্দ্ব ॥
যত সব মহারাজা হৈল পুরুবংশে ।
তপ পুণ্যফলে সবে স্বর্গেতে আইসে ॥
ক্রীড়ারস করে সবে সহিত আমার ।
এ সব বচন কেহ না করে বিচার ॥
তুমি কেন হেন কথা কহ ধনঞ্জয় ।
করহ আমার প্রীতি খণ্ডাও বিস্ময় ॥
অর্জ্জুন কহেন মম তুমি ঠাকুরাণী ।
গুরুবৎ পরমগুরু কুলের জননী ॥
যথা কুন্তী যথা মাদ্রী যথা শচীন্দ্রাণী ।
ইহা সবা হৈতে তোমা গরিষ্ঠেতে গণি ॥
নিজ গৃহে যাও মাতা করি যে প্রণাম ।
পুত্রবৎ জ্ঞান আমা কর অবিশ্রাম ॥
শুনিয়া উর্ব্বশী-মনে জন্মিল তাপ ।
ক্রোধমুখে অর্জ্জুনেরে দিল অভিশাপ ॥
তব পিতৃ আজ্ঞায় আসিয়া তব গৃহে ।
নিষ্ফলা ফিরিয়া যাই প্রাণে নাহি সহে ॥
না করিলা কাম পূর্ণ পুরুষের কাজ ।
এই দোষে নপুংসক হও স্ত্রীর মাঝ ॥

নর্ত্তকরূপেতে র'বে মোর এই শাপ।
এত বলি নিজালয়ে গেল করি তাপ ॥
শাপ শুনি ধনঞ্জয় চিন্তিত অন্তর।
শোকে দুঃখে রজনী বঞ্চিলা উজ্জাগর ॥
প্রাতঃকালে চিত্রসেন লইয়া সংহতি।
করযোড়ে প্রণাম করেন সুরপতি ॥
নিশার বৃত্তান্ত যত কহেন অর্জ্জুন।
শুনিয়া বিস্ময় হয় সহস্রলোচন ॥
ধন্য কুন্তী তোমা পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
তোমা হৈতে কুরুবংশ পবিত্র হইল ॥
শাপ হেতু চিত্তে দুঃখ না ভাব অর্জ্জুন।
শাপ নহে তোমার এ হৈল মহাগুণ ॥
অবশ্য অজ্ঞাত এক বৎসর রহিবে।
সেইকালে নপুংসক নর্ত্তক হইবে ॥
হইলে বৎসর পূর্ণ শাপ হবে ক্ষয়।
শুনিয়া অর্জ্জুন অতি আনন্দ-হৃদয় ॥

ইন্দ্রালয়ে লোমশ ঋষির আগমন।

নানা অস্ত্র শিক্ষা করে পার্থ ইন্দ্রপুরে।
নৃত্য গীত বাদ্য শিখে চিত্রসেন ঘরে ॥
একদিন সুরপুরে লোমশ আসিল।
ইন্দ্র দরশন হেতু সভায় চলিল ॥
দেখি ঋষি প্রণমিল দেব পুরন্দর।
ইন্দ্র দত্ত দিব্যাসনে বসে মুনিবর ॥
ইন্দ্র সিংহাসনে পার্থে দেখি মুনিবর।
বিস্ময় মানিল মুনি চিন্তিত অন্তর ॥
যে আসনে বসিতে না পান দেবমুনি।
কোন্ কর্ম্মে ক্ষত্র হ'য়ে বসিল ফাল্গুনি ॥
ঋষির মনের কথা বুঝি পুরন্দর।
বলিলেন কেন ঋষি আকুল অন্তর ॥
মনুষ্য হেরিয়া পার্থে ভ্রম হৈল মনে।
তুমি কিনা জান মুনি আছ বিস্মরণে ॥
ধরণীর পরে হের নর নারায়ণ।
ভার নাশিবারে জন্ম নিলেন দুজন ॥
বাসুদেব নারায়ণ অজিত যে বিষ্ণু।
নর-ঋষি পাণ্ডবের মধ্যে হৈল জিষ্ণু ॥
কুন্তীগর্ভে জন্ম হৈল আমার অংশেতে।
কেবল মনুষ্য নাম দেবতার হিতে ॥
এখানে আসিল অস্ত্র শিক্ষার কারণ।
দেবের অনেক কার্য্য করিবে সাধন ॥
নিবাত কবচ দৈত্য নিবসে পাতালে।
তার সম যোদ্ধা নাই পৃথিবী মণ্ডলে ॥
সুরাসুর তিনলোক জিতিল যে বলে।
মহাসুখে আছে সেই পশি রসাতলে ॥
তাহারে বধিতে শক্তি ধরে ধনঞ্জয়।
পার্থ বিনা কার শক্তি তার অগ্রে রয় ॥
এ হেতু এখানে পার্থ থাকি কত দিনে।
গমন করিবে পুনঃ মনুষ্য ভবনে ॥
মম নিবেদন এক শুন তপোধন।
কাম্যক বনেতে তুমি করহ গমন ॥
আমার সকল কথা কবে যুধিষ্ঠিরে।
অর্জ্জুনের তরে যেন নাহি চিন্তা করে ॥
বিষম সঙ্কটে স্থানে আছে তীর্থগণ।
আপনি লইয়া সঙ্গে করাও ভ্রমণ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দুয়ে যদি জিনিবারে মন।
তীর্থস্নান করি ধর্ম্ম কর উপার্জ্জন ॥
স্বীকার করিল মুনি ইন্দ্রের বচন।
ডাকিয়া মুনিরে তবে বলেন অর্জ্জুন ॥
চলিলা কাম্যকবনে শুন তপোধন।
ভায়েদের বলিবেন মোর বিবরণ ॥
আপনি থাকিয়া সঙ্গে সব তীর্থে যাবে।
শাস্ত্রমত স্নান দান করাইয়া লবে ॥
রাক্ষস-দানবগণ থাকে তীর্থস্থানে।
সঙ্কটে করিবে রক্ষা সতত আপনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে ইহা বিনা সুখ নাহি আর ॥

সঞ্জয়-মুখে পাণ্ডবের বিক্রম শুনিয়া
ধৃতরাষ্ট্রের খেদ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনিরে তখন।
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল কি সব বিবরণ ॥

মুনি বলে মহারাজ কর অবধান।
অর্জ্জুনের চরিত্র শুনিল বহুস্থান॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া রাজা সঞ্জয়ে ডাকিল।
ব্যাসের কথানুসারে জিজ্ঞাসা করিল॥
শুনিলাম আশ্চর্য্য যে অর্জ্জুন কথন।
তুমি কি সঞ্জয় জান কহ বিবরণ॥
সঞ্জয় বলিল রাজা আমি সব জানি।
অর্জ্জুনের কথা রাজা অদ্ভুত কাহিনী॥
হেমন্ত পর্ব্বতে শিব সহ যুদ্ধ কৈল।
পাশুপত অস্ত্র শিবে তুষ্ট করি নিল॥
কুবের বরুণ যম যাচি দিল বর।
নিজ রথ দিয়া স্বর্গে নিল পুরন্দর॥
ইন্দ্র অর্দ্ধাসনেতে বসিল সুরমাঝে।
আদর করিয়া ইন্দ্র বসাইল কাছে॥
মনুষ্য কি ছার যারে দেবগণ পূজে।
দেবগণ তাপিত যাহার তপ তেজে॥
দিব্য অস্ত্র মন্ত্র যত মঘবা শিখায়।
অর্জ্জুনে দৈত্য মারি আসিবে হেথায়॥
এত শুনি চমকিত অন্ধ নৃমপণি।
আশ্চর্য্য মানিল রাজা পার্থকথা শুনি॥
দুষ্ট দুর্য্যোধন কাল হইল আমার।
পাপসিন্ধু মাঝেতে পড়িনু পাকে তার॥
অর্জ্জুনের অগ্রে জয়ী হবে কোন্ জন।
দ্রৌণি কর্ণ কৃপাচার্য্য বৃদ্ধ গুরু দ্রোণ।
সৃষ্টি দিব্যমন্ত্রে নির্দ্দয় অর্জ্জুন।
মহেশ দেবের বর পূর্ণ শতগুণ॥
দ্রৌপদীর কষ্টানলে অনুক্ষণ দহে।
অবশ্য হইবে দগ্ধ নিবারণ নহে॥
সঞ্জয় বলিল রাজা কি বলিলে তুমি।
শুন কহি যেই বার্ত্তা পাইলাম আমি॥
যুধিষ্ঠির বনে গেল শুনি নারায়ণ।
সেইক্ষণে যদুবলে করিল গমন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু কেকয় নৃপতি।
শ্রুতমাত্রে অরণ্যে গেল শীঘ্রগতি॥
যুধিষ্ঠির বিভূষণ দেখি জটাচীর।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ক্রোধে কম্পিত শরীর॥

যেইজন হেন গতি করিল তোমার।
রাজ্য ধন লইল অঙ্গের অলঙ্কার॥
সেই সব দ্রব্য তার সহিত জীবন।
আনি দিব যবে আজ্ঞা করহ রাজন॥
দ্রৌপদীর কেশে ধরে শুনিনু শ্রবণে।
সভামধ্যে উপহাস কৈল দুষ্টগণে॥
শৃগাল কুক্কুর মাংস আহারী সকল।
কুরুকুল মাংস ভক্ষে হবে কুতূহল॥
যে যে উপহাস কৈল কৃষ্ণা-কষ্ট দেখি।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহার খুলিব দুই আঁখি॥
কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যত।
একে একে সবাই কহিল এইমত॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজা কহনে না যায়।
কতদিন রক্ষা পায় তাহার কৃপায়॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন সকলি প্রমাণ।
ত্রয়োদশ বৎসর হইলে সমাধান॥
কুরু সভামধ্যে আমি করিনু নির্ণয়।
আমার কি শক্তি তাহা খণ্ডন না যায়॥
এত শুনি নির্ণয় করিয়া সর্ব্বজন।
প্রতিজ্ঞা করিল কুরু করিতে নিধন॥
নিয়ম করিয়া পূর্ণ রাজ্যে গেলে সবে।
কেমনে নৃপতি শান্ত করিবে পাণ্ডবে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে সত্য কহিলা সঞ্জয়।
কদাচিত পাণ্ডুপুত্র শান্ত আর নয়॥
যখন ধরিল দুষ্ট দ্রৌপদীর কেশ।
তখন জানিনু বংশ হইল বিনাশ॥
বিধি মম কৈল অন্ধ যুগল নয়ন।
সে কারণে আমারে না মানে দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন দোঁহে দুরাচার।
আর দুই দুষ্ট দেয় আজ্ঞা অবিচার॥
অমর আমি দৈবগতি পুত্রবশ হৈনু।
সাধুজন বচন শুনিয়া না শুনিনু॥
পশ্চাতে এ সব কথা করিব স্মরণ।
এইরূপে অনুশোচে অম্বিকানন্দন॥
মহাভারতের কথা হইল প্রকাশ।
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় কাশীরাম দাস॥

অর্জ্জুনের নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের আক্ষেপ।

হেথায় কাম্যকবনে ধর্ম্মের নন্দন।
মৃগয়া করিয়া নিত্য তোষেন ব্রাহ্মণ ॥
পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির যাম্যে বৃকোদর।
উত্তর পশ্চিমে দুই মাদ্রীর কুমার ॥
মৃগয়া করিয়া আনি দেন কৃষ্ণাস্থানে।
দ্রৌপদী জননীপ্রায় ভুঞ্জায় ব্রাহ্মণে ॥
সহস্র সহস্র দ্বিজ সবে ভুঞ্জি যায়।
স্বামীগণে ভুঞ্জাইয়া পাছে কৃষ্ণা খায় ॥
হেনমতে সেই বনে অর্জ্জুন বিহনে।
কৃষ্ণা সহ পঞ্চবর্ষ ভাই চারি জনে ॥
একদিন একান্তে বসিয়া সর্ব্বজনে।
শোকেতে আকুল-চিত্ত স্মরিয়া অর্জ্জুনে ॥
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ কান্দেন সঘনে।
জলধারা বহে সদা যুগল নয়নে ॥
রোদন সম্বরি ভীম রাজা প্রতি কয়।
পার্থের বিচ্ছেদ তাপ না সহে হৃদয় ॥
পার্থের যতেক গুণ প্রশংসে সংসারে।
বহুমত গুণ ভাই ধনঞ্জয় ধরে ॥
তোমার আজ্ঞাতে সেই পার্থবীরবর।
না জানি যে কোন বনে গেল সে সত্বর।
শোক-দুঃখে গেল সে অগম্য স্বর্গস্থল।
বহুদিন তাহার না জানি যে কুশল ॥
বনমধ্যে তাহার বিপদ যদি হয়।
শ্রুতমাত্র প্রাণ আমি ছাড়িব নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ প্রাণ ছাড়িবেন আর যদুগণ।
পাঞ্চাল দেশেতে যত পাঞ্চাল-নন্দন।
সবে প্রাণ দিবে রাজা অর্জ্জুন বিহনে।
পার্থ বিনা শরীর ধরিব কি কারণে ॥
যত কর্ম্ম কৈল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ।
অন্য জন হৈলে প্রাণ ত্যজি ততক্ষণ ॥
ক্ষণেকে মারিতে পারি, ঘৃণাতে না মারি।
যে ভায়ের তেজে রাজা হেন মনে করি ॥
ইন্দ্র আদি নাহি গণি যে ভ্রাতার তেজে।
ভৃত্যপ্রায় খাটাইল যত মহারাজে ॥
তব পাশাক্রীড়া হেতু শুন মহারাজ।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হৈনু বনমাঝ ॥
এখনো সদয় হৈয়া ক্ষমিছ কৌরবে।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্য মরিবে ॥
তবে কেন দুষ্টেরে এক্ষণে ক্ষমা করি।
বনে কত দুঃখ পাই তাহারে না মারি ॥
যদি কদাচিত পাপ জ্ঞাতিবধে হয়।
যজ্ঞদান করিয়া খণ্ডিব মহাশয় ॥
নতুবা এ বনবাস করিব তখন।
অগ্রে সব শত্রুগণে করিব নিধন ॥
কপটে কপটী মারি পাপ নাহি তায়।
আজ্ঞা কর দূত গিয়া আনে যদুরায় ॥
জগন্নাথ সাথে করি মারি কুরুকুল।
যথা কৃষ্ণ তথা জয় কিসে অপ্রতুল ॥
এত শুনি ভীমসেনে করিল চুম্বন।
শান্ত করি কহে রাজা মধুর বচন ॥
যে কহিলে বৃকোদর সকল প্রমাণ।
কিসের আপদ যার সখা ভগবান ॥
কিন্তু হেন বেদবাণী মুনিগণে কয়।
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম তথায় বিজয় ॥
অধর্ম্মী লোকের কৃষ্ণ সহায় না হয়
ভাই বন্ধু সুত দারা কেহ কিছু নয় ॥
হেন ধর্ম্ম না আচরি অধর্ম্ম করিলে।
নহিবে গোবিন্দ সখা আমি জানি ভালে
যে নিয়ম করিলাম খণ্ডাইতে নারি।
নিয়ম করিয়া পূর্ণ মার সব অরি ॥
হেনমতে ভ্রাতৃসহ কথোপকথন।
হেনকালে আইল বৃহদশ্ব তপোধন ॥
যথোচিত পূজিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
বসিবারে দেন আনি কুশের আসন ॥
শান্ত হ'য়ে মুনিরাজ বসিল তখন।
যুধিষ্ঠির কহেন আপন বিবরণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

———

নলরাজার উপাখ্যান ।

যুধিষ্ঠির বলে মুনি কর অবধান ।
আমার দুঃখের কথা নাহি পরিমাণ ॥
কপটে সকল মম নিল রাজ্যধন ।
জটাচীর পরাইয়া পাঠাইল বন ॥
যত ক্লেশ দুঃখে আমি বঞ্চি যে হেথায় ।
রাজপুত্র হ'য়ে এত দুঃখ নাহি পায় ॥
রাজার বচন শুনি হাসে মুনিবর ।
কতক্ষণে বৃহদশ্ব করিল উত্তর ॥
কি দুঃখ তোমার হেথা অরণ্য ভিতর ।
ইন্দ্র চন্দ্র সম তোমা সঙ্গে সহোদর ॥
ব্রহ্মার সদৃশ দ্বিজ সঙ্গে শত শত ।
দাস দাসী আর যত তব অনুগত ॥
এই হেতু দুঃখ রাজা না দেখি তোমার ।
তোমা হৈতে নল দুঃখ পাইল অপার ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ।
কহ শুনি মহারাজ নল-বিবরণ ॥
রাজপুত্র হয়ে আমা সমান দুঃখিত ।
অবশ্য শুনিতে হয় তাহার চরিত ॥
কহ শুনি মুনিরাজ তাঁহার কথন ।
কোন্ দেশে ঘর তাঁর কাহার নন্দন ॥
বৃহদশ্ব বলে শুন ধর্ম্মের নন্দন ।
তোমা হৈতে বড় দুঃখী নিষধ রাজন ॥
নল নামে নরপতি বীরসেন-সুত ।
ইন্দ্রের সদৃশ রাজা মহাগুণযুত ॥
রূপেতে কন্দর্প তুল্য অতি জিতেন্দ্রিয় ।
যশস্বী তেজস্বী ধীর অক্ষে বড় প্রিয় ॥
নিষধ রাজ্যেতে নল মহাগুণবান্ ।
বিদর্ভেতে ভীম রাজা তাঁহার সমান ॥
বংশের কারণ রাজা বড় চিন্তা মন ।
কতদিনে আইল তথা মহর্ষি দমন ॥
পুত্র হেতু ভার্য্যা সহ তাঁহারে পূজিল ।
হৃষ্ট হ'য়ে মুনি তাঁরে এই বর দিল ॥
রূপেতে সংসারে নারী করিবে দমন ।
দময়ন্তী কন্যা পাবে বড় সুলক্ষণ ॥
দমনের বরে কন্যা হৈল দময়ন্তী ।
যক্ষ রক্ষ দেব নরে নাহি দেখি কান্তি ॥
সমান বয়স্কা সঙ্গে যত সখীগণ ।
দময়ন্তী নিকটে থাকয়ে অনুক্ষণ ॥
দময়ন্তী সাক্ষাতে যতেক সখীগণ ।
নিরবধি বাখানে নলের রূপ গুণ ॥
নলের চরিত্র শুনি ভীমের নন্দিনী ।
কাম-দাবানলে দগ্ধ যেমন হরিণী ॥
দময়ন্তী-গুণ নল শুনি লোক-মুখে ।
সদাই অস্থির অঙ্গ শর বাজে বুকে ॥
দময়ন্তী চিন্তাতে নলের মগ্ন মন ।
কতদিনে দেখ তার দৈবের ঘটন ॥
অন্তঃপুর উদ্যানে বিহরে দুঃখমতি ।
জলতটে হংস এক দেখে নরপতি ॥
নিকটে পাইয়া হংস ধরিল তখন ।
রাজা প্রতি বলে হংস বিনয় বচন ॥
ছাড়হ আমারে রাজা না কর নিধন ।
করিব তোমার হিত চিন্ত যে কারণ ॥
তব অনুরূপরূপা ভীমের নন্দিনী ।
তার সহ মিলন করাব নৃপমণি ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হংসেরে ছাড়িল ।
অন্তরীক্ষে গতি পক্ষী বিদর্ভেতে গেল ॥
অন্তঃপুর মধ্যে যথা সরোবর ছিল ।
সেইখানে গিয়া হংস খেলিতে লাগিল ॥
সেইক্ষণে দময়ন্তী সহচরী সনে ।
পুষ্প তুলিবার ছলে আইল সেখানে ।
সরোবর মধ্যে হংস দেখি রূপবতী ।
ধরিবার মানসে চলিল শীঘ্রগতি ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি হংসে ধরিল স্ত্রীগণে ।
বৈদর্ভীরে কহে হংস মনুষ্য-বচনে ॥
নিষধ রাজ্যেতে রাজা নল মহামতি ।
অশ্বিনীকুমার রূপে নিন্দে রতিপতি ॥
নরলোকে না দেখি তাহার রূপে গুণে ।
করাইব মিলন তোমার তার সনে ॥
সার্থক হইবে রূপ শুনহ বচন ।
নল নৃপতিরে যদি করহ বরণ ॥

শুনিয়া ভৈমীর মন অনঙ্গে পীড়িল।
বিধাতা আমার হেতু নলেরে সৃজিল॥
নল নৃপতিরে আমি করিব বরণ।
এত বলি হংসকে পাঠান সেইক্ষণ॥
কহিল সকল কথা নলের গোচর।
শুনিয়া উদ্বিগ্ন সে হইল নরবর॥
যে হইতে হংসভাষা বৈদর্ভী শুনিল।
নলের ভাবনা করি সকল ত্যজিল॥
বিষণ্ণ বদন ভৈমী সঘনে নিশ্বাস।
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা সদাই হুতাশ॥
দময়ন্তী-দুঃখ দেখি সব সখিগণ।
ভীম নৃপে যতেক করিল নিবেদন॥
শুনিয়া নৃপতি বড় হইল চিন্তিত।
কান্ হেতু দময়ন্তী হইল দুঃখিত॥
মহাদেবী বলে কিবা চিন্ত নরবর।
যুবতী হইল কন্যা কর সয়ম্বর॥
শুনিয়া বিদর্ভপতি উদ্‌যোগী হৈল।
রাজ্যে রাজ্যে দূত গিয়া নিমন্ত্রণ কৈল॥
দেশে দেশে বার্ত্তা পেয়ে যত রাজগণ।
বিদর্ভনগরে সবে করিল গমন॥
হয় হস্তী পদাতিক পূরিল মেদিনী।
বার্ত্তা পেয়ে আইলু যতেক নৃপমণি॥
বিদর্ভে আইল যত রাজ্যের ঈশ্বর।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল নৃপবর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

দময়ন্তী স্বয়ম্বর।

দময়ন্তী-স্বয়ম্বর শুনিয়া সময়।
পুরাতন ঋষি আসে অমর-আলয়॥
যথোচিত বিধানে পূজিল সুরেশ্বর।
জিজ্ঞাসা কোথায় আছিলা মুনিবর॥
ঋষি বলে গিয়াছিনু পৃথিবী মণ্ডল।
আশ্চর্য্য দেখিনু তথা শুন আখণ্ডল॥
বিদর্ভ রাজার কন্যা দময়ন্তী নামা।
দেব যক্ষ নাগ নরে দিতে নারে সীমা॥
হইয়াছে রূপেতে শোভিত ভুমণ্ডল।
চন্দ্র মগ্ন হৈল দেখি বদন-কমল॥
ভীম রাজা করিল কন্যার স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনিল যতেক নৃপবর॥
দময়ন্তী-রূপ-গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
নিমন্ত্রণে গেল কেহ, বিনা নিমন্ত্রণে॥
নারদের বচন শুনিয়া দেবগণ।
দময়ন্তীরূপে মগ্ন হৈল সর্ব্বজন॥
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ-রাজ্যেশ্বর।
অহর্নিশি আসিতেছে বিদর্ভ নগর।
সসৈন্যে চলিল সবে পেয়ে নিমন্ত্রণ।
পথে নল সহ ভেট হৈল দেবগণ॥
দেখিয়া নলের রূপ বিস্ময় অন্তর।
দময়ন্তী-বাঞ্ছা ত্যাগ করিল অমর॥
ইহা দেখি অন্যে না বরিবে কদাচন।
এত চিন্তি নল প্রতি বলে দেবগণ॥
সাধু সর্ব্বগুণাশ্রয় তুমি মহারাজ।
সহায় হইয়া তুমি কর এক কাজ॥
কৃতাঞ্জলি করি বলে নিষধ-নন্দন।
কে তোমরা, আমা হতে কিবা প্রয়োজন॥
ইন্দ্র বলে আমি ইন্দ্র, ইনি বৈশ্বানর
শমন বরুণ এই জলের ঈশ্বর॥
সবে আসিয়াছি দময়ন্তী লভিবারে।
সবাকার দূত হ'য়ে যাও তথাকারে॥
কি বলে বৈদর্ভী জানি আইস সত্বরে।
নলেরে এতেক বাক্য কহিল অমরে॥
রাজা বলিলেন তবে যাইতেছি আমি।
কেমনে ভেটিব কন্যা অগম্য সে ভূমি॥
রক্ষকেরা পুররক্ষা করয়ে যতনে।
এ-বেশে পুরুষ আমি যাইব কেমনে॥
দেবগণ বলে আমা সবার প্রভাবে।
না হবে বারণ তুমি অলক্ষ্যেতে যাবে॥
দেবগণ-বাক্য নল করিয়া স্বীকার।
চলিয়া গেলেন দময়ন্তীর আগার॥
সখীগণ মধ্যে দময়ন্তীকে দেখিল।
দেখিয়া তাঁহার রূপ অজ্ঞান হইল॥

পূর্ব্বে হংসমুখে রাজা যতেক শুনিল।
সত্য সত্য বলি রাজা সকল মানিল ॥
নল দেখি দময়ন্তী হৈল চমকিত।
কেবা এ পুরুষবর হেথা উপনীত ॥
ইন্দ্র কিবা কামদেব অশ্বিনীকুমার।
ধন্য ধাতা হেন রূপ সৃজিল ইহার ॥
বসিতে আসন দিতে হৃদয়ে বিচারে।
সাহস করিয়া কিছু কহিতে না পারে ॥
কতক্ষণে মন্দ হাসি কহে মৃদুভাষে।
কে তুমি পোড়াও মোরে কন্দর্প হুতাশে ॥
কেমনে আইলে হেথা কেহ না দেখিল।
লক্ষ লক্ষ রক্ষকেতে যে পুরী রাখিল ॥
পবনাদি দেবে মম পিতা দণ্ড করে।
এ দুর্গমে কিরূপে আইলে হেথাকারে ॥
রাজা বলিলেন আমি নল বরাননে।
হেথা আইলাম আমি দেব-দূতপণে ॥
ইন্দ্রাগ্নি বরুণ যম পাঠান আমারে।
সবাকার ইচ্ছা বড় তোমা লভিবারে ॥
এই হেতু তব পুরে করি আগমন।
দেবের প্রভাবেতে না দেখে কোনজন ॥
কন্যা বলে দেবগণ বন্দিত সবার।
সে কারণে তাঁ সবারে করি নমস্কার ॥
নিষ্ফল হেথায় আসিছেন দেবগণ।
পূর্ব্বে নল ভূপতিরে করেছি বরণ।
হংসমুখে পূর্ব্বে আমি বরেছি তোমায়।
কেমনে আমায় ত্যাগ কর নৃপরায় ॥
কায়মনোবাক্যে রাজা তুমি মম পতি।
তোমা ভিন্ন বিষ অগ্নি জলে মম গতি ॥
নল বলে যেই দেবে পূজে সর্ব্বজন।
তপস্যা করিয়া বাঞ্ছে যার দরশন ॥
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল বিনাশিতে পারে।
হেনজন বাঞ্ছে তোমা ত্যজ কেন তাঁরে ॥
ইন্দ্র দেবরাজ দৈত্য দানবমর্দ্দন।
ত্রৈলোক্যের উপরে যাহার প্রভুপণ ॥
শচীর সমান হবে যাঁহারে বরিলে।
হেন দেব ত্যজি কেন মনুষ্য ইচ্ছিলে ॥
দিকপাল বৈশ্বানর সবাকার গতি।
যাঁর ক্রোধে মুহূর্ত্তেকে ভস্ম হয় ক্ষিতি ॥
জলেশ্বর বরুণ ও নর-অন্তকারী।
কেমনে বরিবা অন্যে তাঁরে পরিহরি ॥
কন্যা বলে অন্যে মোর নাহি প্রয়োজন।
তুমি ভর্ত্তা তুমি কর্ত্তা করিনু বরণ ॥
শুভকার্য্যে বিলম্ব না কর মহামতি।
গলে মাল্য দিতে রাজা দেহ অনুমতি ॥
নল বলে ইহা সম নাহিক অধর্ম্ম।
দূত হ'য়ে কেমনে করিব হেন কর্ম্ম ॥
এত শুনি বৈদর্ভীর বিষণ্ণ-বদন।
দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করেন রোদন ॥
পুনঃ বলে দময়ন্তী চিন্তিয়া উপায়।
বরিব তোমারে দোষ নহিবে তাহায় ॥
দেবগণ সহ তুমি এলে স্বয়ম্বরে।
তাঁ সবার মধ্যে আমি বরিব তোমারে ॥
এত শুনি নল রাজা করিল গমন।
দেবগণে সকল করিল নিবেদন ॥
কেহ মানা না করিল তব অনুগ্রহে।
দেখিলাম সে কন্যারে অন্তঃপুর-গৃহে ॥
কহিলাম সবাকার যে সব সন্দেশ।
প্রবন্ধেতে রূপ গুণ বিভব বিশেষ ॥
কারে না চাহিয়া কন্যা আদরে ইচ্ছিল।
আসিবার কালে পুনঃ এমত বলিল ॥
দেবগণ সঙ্গে এস স্বয়ম্বর স্থানে।
তোমায় বরিব তা সবার বিদ্যমানে ॥
বৈদর্ভীর চিত্ত বুঝি সর্ব্ব দেবগণ।
নলের সমান বেশ হৈল সর্ব্বজন ॥
এইরূপে দেবগণ নলের সংহতি।
স্বয়ম্বর স্থানে চলি গেল শীঘ্রগতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দময়ন্তীর বিবাহ।

স্বয়ম্বরে আইল যতেক দেবগণ।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল সর্ব্বজন ॥

কুলে শীলে রূপে গুণে একই প্রকার।
বিবিধ রতন অঙ্গে শোভে সবাকার ॥
তবে বিদর্ভির রাজা হেরি শুভক্ষণে।
দময়ন্তী আনাইল সভা বিদ্যমানে ॥
দেখিয়া মোহিত হইল সব রাজগণ।
দৃষ্টিমাত্র হরিলেক সবাকার মন ॥
যত যত মহারাজ আছিল সভায়।
বিচিত্র পুত্তলিপ্রায় একদৃষ্টে চায় ॥
নল বিনা দময়ন্তী অন্যে নাহি মন।
কোথায় আছয়ে নল করে নিরীক্ষণ ॥
এক স্থানে দেখি ভৈমী সবার ভিতর।
নলের আকার পঞ্চ পুরুষ সুন্দর ॥
বর্ণেতে নলের সম নাহি কিছু ভেদ।
দেখি দময়ন্তী চিত্তে করে বড় খেদ ॥
পঞ্চনল দেখিতেছি বরিব কাহারে।
হৃদয়ে করিল চিন্তা বঞ্চিল আমারে ॥
দেবলিঙ্গে নরলিঙ্গে বিভেদ আছয়।
দেবমায়া বলে কিছু সেও ব্যক্ত নয় ॥
উপায় না দেখি ভৈমী বিচারিল মনে।
করযোড়ে স্তবন করিল দেবগণে ॥
তোমরা যে অন্তর্য্যামি জানহ সকল।
পূর্ব্বে হংসমুখে আমি বরিয়াছি নল ॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে সবে দেহ বর।
জ্ঞাত হ'য়ে পাই আমি আপন ঈশ্বর ॥
বৈদর্ভীর নির্ণয় জানিয়া দেবগণ।
আপন আপন চিহ্ন করান দর্শন ॥
অনিমিষ নয়ন সে স্পন্দনহীন কায়া।
অম্লান কুসুম অঙ্গে নাহি অঙ্গছায়া ॥
বৈদর্ভি জানিল তবে এ চারি অমর।
নল নরপতি দেখে ভূমির উপর ॥
হৃষ্টা হয়ে শীঘ্রগতি মালা দিল গলে।
সাধু সাধু দেবতা গন্ধর্ব্বলোকে বলে ॥
তবে নল নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
দময়ন্তী প্রতি বলে আশ্বাস করিয়া ॥
যাবৎ শরীরে মম থাকিবেক প্রাণ।
তাবৎ ধরিব তোমা প্রাণের সমান ॥
নলেরে বৈদর্ভি যবে করিল বরণ।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ ॥
তুষ্ট হ'য়ে ইষ্ট বর দিল চারিজন।
অলক্ষিত বিদ্যা দিল সহস্রলোচন ॥
অমৃত দিলেন তবে জলের ঈশ্বর।
যথায় চাহিবে জল পাবে সরোবর ॥
অগ্নি বলে যাহা ইচ্ছা করিবে রন্ধন।
বিনা অগ্নি রন্ধন হইবে সেইক্ষণ ॥
প্রাণিবধ বিদ্যা দিল সূর্য্যের নন্দন।
অস্ত্র তূণ ধনু দিয়া করিল গমন ॥
নির্বর্ত্তিয়া স্বয়ম্বর গেল সবে ঘরে।
দময়ন্তী ল'য়ে গেল নল নরবরে ॥
দময়ন্তী বিনা রাজা অন্যে নাহি মতি।
কুতূহলে ক্রীড়া করে যেন কাম রতি ॥
বহু যজ্ঞ করিলা, করিলা বহুদান।
পুণ্যবলে নাহি কেহ নলের সমান ॥
মহাভারতের কথা পরম পবিত্র।
আরণ্যকে অনুপম নলের চরিত্র ॥

নলের শরীরে কলির প্রবেশ।

স্বয়ম্বর নির্বর্ত্তিয়া যান দেবগণ।
পথেতে দ্বাপর কলি ভেটে দুইজন ॥
জিজ্ঞাসিল দুইজনে যাও কোথাকারে।
কলি কহে যাই বৈদর্ভীর স্বয়ম্বরে ॥
সে কন্যার রূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
প্রাপ্তি ইচ্ছা করি তথা যাই দুইজনে ॥
হাসি ইন্দ্র বলিলা নিবৃত্ত স্বয়ম্বর।
নলেরে বরিলা ভৈমী সভার ভিতর ॥
এত শুনি ক্রোধে করি বলে আরবার।
দেবস্বামী ত্যজিয়া বরিল নর ছার ॥
এই হেতু দণ্ড আমি করিব তাহারে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমার গোচরে।
দেবেরা বলেন তার দোষ নাহি তিল।
আমা সবাকার বাক্যে বরিলেক নল ॥
নলের চরিত্র কিছু কহনে না যায়।
সংসারের যত গুণ বঞ্চে নলাশ্রয় ॥

সমুদ্র গভীর ছিল স্থির ছিল মেরু ।
পৃথিবীতে ক্ষমা ছিল চন্দ্রে ছিল চারু ॥
সবারে ছাড়িয়া নলে করিল আশ্রয় ।
যজ্ঞ সভা তৃপ্ত দেব যাহার আলয় ॥
সত্যব্রতী দৃঢ়প্রীতি তপঃ শৌচ দান ।
ধর্ম্ম সবাকার মাঝে নলের বাখান ॥
হেন নলে দুঃখদাতা হবে যেই জন ।
বিপুল দুঃখেতে মজিবেক সেইজন ॥
এত বলি দেবগণ করিল গমন ।
কলি আর দ্বাপর চিন্তয়ে মনে মন ॥
এত গুণ নলের বলিল সুরপতি ।
হেন জনে দিবে দণ্ড কাহার শকতি ॥
কলি বলে তুমি মম হইবে সহায় ।
যেমনে দণ্ডিব মনে করিব উপায় ॥
অক্ষপাটি হবে তুমি সহায় আমার ।
কলি বোলে দ্বাপর করিল অঙ্গীকার ॥
এতেক বিচারি দোঁহে করিল গমন ।
নলের সহিত কলি থাকে অনুক্ষণ ॥
নৃপতির পাপ ছিদ্র খুঁজি নিরন্তর ।
হেনমতে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর ॥
একদিন নরপতি সন্ধ্যার কারণে ।
অঙ্গ শৌচ কৈল পদে ভ্রম হৈল মনে ॥
ছিদ্র পেয়ে প্রবেশ করিল কলি দেহে ।
নিজ বুদ্ধিহীন হৈল রাজা রাজগৃহে ॥
পুষ্কর নামেতে ছিল রাজার সোদর ।
তাহার সদনে কলি চলিল সত্বর ॥
কলি বলে অবধান করহ পুষ্কর ।
বৈভব বাঞ্ছহ যদি মম বাক্য ধর ॥
নলের সহিত পাশা খেল গিয়া তুমি ।
সহায় হইয়া তব জিনাইব আমি ॥
কলির আশ্বাস পেয়ে পুষ্কর চলিল ।
খেলিব দেবন বলি নলে বার্ত্তা দিল ॥
এতেক শুনিয়া নল পুষ্করের দম্ভ ।
অহঙ্কারে ক্ষণেক না করি বিলম্ব ॥
পণ করি খেলিতে লাগিল দুইজন ।
হিরণ্য বিবিধ ধন রজক কাঞ্চন ॥
পুষ্করের বশ অক্ষ দ্বাপর প্রভাবে ।
না হয় অন্যথা যেই যাহা মাগে যবে ॥
পুনঃ ক্রোধে পণ করিলেন রাজা নল ।
মতিচ্ছন্ন হইল না বুঝে মায়াজাল ॥
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী যত পুরজন ।
কার শক্তি নাহিক করিতে নিবারণ ॥
তবে যত বয়স্যগণ একত্র হইয়া ।
দময়ন্তী স্থানে সবে জানাইল গিয়া ॥
মহাদুঃখ উৎপাত আনেন নরপতি ।
কর গিয়া আপনি নিরস্ত তুমি সতী ॥
এত শুনি দময়ন্তী বিষণ্ণবদন ।
অতি শীঘ্র নৃপস্থানে করিল গমন ॥
রাজারে বলিল ভৈমী বিনয় বচন ।
মন্ত্রীসহ দ্বারে আছে অমাত্যের গণ ॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা নাহি শুনে বাণী ।
মাথা তুলি ভৈমীরে না চাহিল আপনি ॥
পুনঃ পুনঃ বলে ভৈমী বারিতে নারিল ।
জ্ঞানহত হৈল রাজা নিশ্চয় জানিল ॥
নিজ নিজ গৃহে সবে গেল পুরজন ।
অন্তঃপুরে গেল ভৈমী করিয়া রোদন ॥
হেনমতে নল রাজা খেলি বহুদিন ।
ক্রমে ক্রমে সকল বৈভব হৈল হীন ॥
অক্ষ বিনা নলের নাহিক অন্য মন ।
সকল ত্যজিয়া রাজা খেলে অনুক্ষণ ॥
দেখিয়া বৈদর্ভী মনে আতঙ্ক পাইল ।
বৃহৎসেনা নামে ধাত্রী ডাকিয়া আনিল ॥
শীঘ্র আন বার্ষ্ণেয় সারথিরে ডাকিয়া ।
আজ্ঞামাত্র গেল ধাত্রী আরতি বুঝিয়া ॥
সেইক্ষণে আইল সারথি বিচক্ষণ ।
সারথি দেখিয়া ভৈমী বলয়ে বচন ॥
সর্ব্বনাশ হেতু পণ করিল রাজন ।
এই মহাতাপে তুমি করহ তারণ ॥
ইন্দ্রসেন পুত্র আর কন্যা ইন্দ্রসেনা ।
মম জ্ঞাতিগৃহে রাখি আইস দুজনা ॥
বিলম্ব না কর তুমি আন শীঘ্রগতি ।
আজ্ঞামাত্র রথ সাজি আনিল সারথি ॥

রথে চড়াইল দুই কুমার কুমারী।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুণ্ডিন নগরী॥
রথ অশ্ব সহিতে রাখিয়া রাজপুরে।
পুনঃ গেল বার্ষ্ণেয় সে নিষধ নগরে॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্।
কাশীদাস বিরচিল নলের আখ্যান॥

নলের বনে গমন ও দময়ন্তী ত্যাগ।

পুষ্করের সহ পাশা খেলি রাজা নল।
ক্রমে ক্রমে রাজ্যধন হারিল সকল॥
বসন ভূষণ আর রত্ন অলঙ্কার।
সকলি হারিল রাজা কিছু নাহি আর॥
হাসিয়া পুষ্কর তবে বলিল বচন।
খেলিব কি আছে আর শীঘ্র কর পণ॥
অবশেষে তব কিছু নাহি দেখি আর।
রাণী দময়ন্তী পণ কর এই বার॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধে লোহিত লোচন।
নাহিক কহিতে শক্তি বিষণ্ণবদন॥
তবে রাজা বস্ত্র রত্ন যা ছিল শরীরে।
বাহির করিয়া সব দিলেন পুষ্করে॥
অঙ্গের ভূষণ যত ফেলিল খুলিয়া।
চলিলেন মহারাজ একবস্ত্র হৈয়া॥
আজ্ঞা দিল পুষ্কর আপন অনুচরে।
এই কথা জ্ঞাত কর নগরে নগরে॥
নল রাজা যাইবেন সন্নিকটে যার।
নলেরে রাখিলে তার সবংশে সংহার॥
আজ্ঞামাত্র রাজ্যে রাজ্যে জানাইল চর।
রাজ-আজ্ঞা শুনিয়া লোকের হৈল ডর॥
তিন দিন ছিল নল নগর ভিতর।
রাজার ভয়েতে কেহ না যায় নগর॥
কে করে জিজ্ঞাসা তারে না যায় নিকটে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নল গেল নদীতটে॥
তিন রাত্রি দিনান্তরে করি জলপান।
তারপর বনমধ্যে করিল পয়াণ॥
পাছু পাছু দময়ন্তী করিল গমন।
অরণ্যের মধ্যে প্রবেশিল দুইজন॥
বহু দিন ক্ষুধা তৃষ্ণা শরীর পীড়িত।
বনমধ্যে স্বর্ণপক্ষী দেখে আচম্বিত॥
পক্ষী দেখি আনন্দিত ভাবিল রাজন।
মাংস ভক্ষি পক্ষী বেচি পাব বহুধন॥
ধরিবারে উপায় চিন্তিল মনে মন।
পক্ষীর উপরে ফেলে পিন্ধন বসন॥
বস্ত্র ল'য়ে উড়িল মায়াবী বিহঙ্গম।
আকাশে উড়িয়া বলে আরে মতিভ্রম॥
সর্ব্বনাশ কৈনু অক্ষে ভ্রষ্ট করি জ্ঞান।
আমি কলি দ্বাপর বলিয়া এবে জান॥
আমা সবা এড়ি ভৈমী বরিল তোমারে
তাহার উচিত ফল দিলাম উহারে॥
এত শুনি ভৈমী বলিলেক নলে।
যতেক কহিলে পক্ষী শ্রবণে শুনিলে॥
অক্ষে যেই হারাইল সেই বস্ত্র নিল।
বিস্ময়ে আমারে প্রিয়ে জ্ঞানহত হৈল॥
এখন যে বলি শুন তাহার কারণে।
এই যে দেখহ পথ যাইতে দক্ষিণে॥
অবন্তীনগরে লোক যায় এই পথে।
এই যে দেখহ পথ কোশল যাইতে॥
এই পথে যাও প্রিয়ে বিদর্ভ নগরে।
শুনিয়া হইল ভৈমী কম্পিত অন্তরে॥
রোদন করিয়া ভৈমী কহে রাজা প্রতি।
তব বাক্য শুনি মম স্থির নহে মতি॥
রাজ্যনাশ বনবাস বিবস্ত্র হইয়া।
ক্ষুধা তৃষ্ণা মহাদুঃখ-সাগরে ডুবিয়া॥
সব পাসরিবা আমি থাকিলে সংহতি।
আমারে ত্যজিতে কেন চাহ নরপতি॥
ভার্য্যার বিহনে রাজা নাহি সুখ লেশ।
আমারে ত্যজিলে বনে পাবে বড় ক্লেশ॥
নল বলিলেন সত্য যতেক কহিলে।
ভার্য্যা সম মিত্র আর নাহি ক্ষিতিতলে॥
ত্যজিবারে পারি আমি আপন জীবন।
তোমা ত্যাগ না করিব জানি কদাচন॥
ভৈমী বলে মোরে যদি ত্যাগ না করিবে।
বিদর্ভের পথ কেন দেখাইয়া দিবে॥

এই হেতু শঙ্কা মম হতেছে রাজন ।
তোমা ছাড়ি গেলে মম নিশ্চয় মরণ ॥
এক বাক্য বলি রাজা যদি লয় মনে ।
বিদর্ভনগরে চল যাই দুইজনে ॥
তোমারে দেখিলে পিতা হবে হরষিত ।
ভক্তিভাবে তোমারে পূজিবে নিত্য নিত্য ॥
নল বলে নহে দেবি যাবার সময় ।
এ বেশে কুটুম্ব-গৃহে উচিত না হয় ॥
আপনি জানহ তুমি স্বয়ম্বর কালে ।
তব পিতৃগৃহে গেনু চতুরঙ্গ দলে ॥
দরিদ্র বন্ধুর গৃহে যায় যদি দীন ।
শক্র সম হইলেও হয় মানহীন ॥
অনাহারে থাকি, তপ করিব কাননে ।
দীন হৈয়া বন্ধুগৃহে না যাব কখনে ॥
এরে পুনঃ পুনঃ ভৈমী অনেক কহিল ।
তাহা না শুনিল রাজা, নিশ্চয় জানিল ॥
এক বস্ত্র ছিল ভৈমী করিয়া পিন্ধন ।
সেই বস্ত্র সারিয়া পরিল দুইজন ॥
ছাড়িয়া যাবেন স্বামী ভয় করি মনে ।
একবস্ত্র উভয়ে পরিল সে কারণে ॥
বেগেতে চলিতে নারে যান ধীরে ধীরে ।
ক্ষুধা তৃষ্ণায় ভ্রমে দুর্ব্বল শরীরে ॥
হেন এক স্থান রাজা দেখিল কাননে ।
বিশ্রান্ত হইয়া শুইল দুইজনে ॥
দৃঢ় করিয়া ভৈমী ধরিয়া রাজারে ।
পাছে স্বামী ছাড়ি যায় সভয় অন্তরে ॥
রাজকুমারী বহু দিন নিরাহারা ।
নিদ্রায় দময়ন্তী হৈল জ্ঞানহারা ॥
সন্তাপিত নল নিদ্রা নাহি পায় ।
বিচারিল যে বৈদর্ভী নিদ্রা যায় ॥
ঘোর অরণ্যে ভৈমী সঙ্গে যদি থাকে ।
দুঃখে নিত্য নিত্য মজিবেক শোকে ॥
মোরে না দেখি কোন পথিক সংহতি ।
ক্রমে ক্রমে যাইবেক পিতার বসতি ॥
দুঃখ-সমুদ্র হৈতে হইবে মোচন ।
আমিও একাকী হৈলে যাব যথা মন ॥
তপস্বিনী পতিব্রতা ভকতি আমাতে ।
এরে কে করিবে বল, নাহি ত্রিজগতে ॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা হত নিজ জ্ঞান ।
দময়ন্তী ত্যজিব করি অনুমান ॥
একবস্ত্র আচ্ছাদন দোঁহাকার কায় ।
মনে চিন্তে কি করিব ইহার উপায় ॥
পাছে জাগে দময়ন্তী চিন্তিত রাজন ।
ভাবিত হইল বড় কি করি এখন ॥
কেমনে ত্যজিব আমি একবস্ত্র পরা ।
শরীরে আছিল কলি দুষ্ট খরতরা ॥
জানিয়া রাজার মন ধরে খড়্গরূপ ।
সম্মুখে হেরিয়া খড়্গ হরষিত ভূপ ॥
অস্ত্র ল'য়ে পরাবস্ত্র ছেদন করিল ।
মায়াতে মোহিত রাজা আকুল হইল ॥
ধীরে ধীরে তথা হৈতে গমন করিল ।
কতদূর হৈতে তবে বাহুড়ি আইল ॥
দেখিল বৈদর্ভি নিদ্রা যায় অচেতন ।
ব্যাকুল হইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন ॥
সিংহ ব্যাঘ্র লক্ষ লক্ষ এ ঘোর কাননে ।
কি গতি হইবে প্রিয়ে আমার বিহনে ॥
হে সূর্য্য পবন চন্দ্র বনের দেবতা ।
তোমা সব রক্ষা কর আমার বনিতা ॥
এত বলি নরপতি করিল গমন ।
পুনঃ কতদূর হৈতে ফিরিল রাজন ॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা দুই দিকে মন ।
ভার্য্যাস্নেহ ছাড়িতে না পারে কদাচন ॥
দময়ন্তী দুঃখে দুঃখী কহিছে অন্তরে ।
অনাথা করিয়া প্রিয়ে যাই যে তোমারে ॥
পুনরপি বিধি যদি করয়ে ঘটন ।
দেখিব তোমায়, নহে এই দরশন ॥
এত চিন্তি নরপতি আকুল হৃদয় ।
পাছে দময়ন্তী জাগে পুনঃ হৈল ভয় ॥
অতি বেগে চলিয়া যাইতে সেইক্ষণ ।
প্রবেশ করিল গিয়া নির্জ্জন কানন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দময়ন্তীর কোপে ব্যাধ ভস্ম।

কতক্ষণে দময়ন্তী নিদ্রা অবশেষে।
নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন স্বামী নাহি পাশে॥
মূর্চ্ছিতা হইয়া ভৈমী ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর হইয়া যায় গড়াগড়ি॥
উঠিয়া সঘনে চতুর্দ্দিকে ধায় রড়ে।
নাথ নাথ বলি উচ্চৈঃস্বরে ডাক পাড়ে॥
অনাথা ডাকিছে, কেন না দেহ উত্তর।
কোন দিকে গেলে প্রভু নিষধ ঈশ্বর॥
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায়।
তবে কেন আমারে ত্যজিলা মহাশয়॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা কহে সর্ব্বলোকে।
তবে কেন নিদ্রিত ছাড়িয়া গেলে মোকে॥
লোকপাল মধ্যে পূর্ব্বে সত্য কৈলে প্রভু।
শরীর থাকিতে তোমা না ছাড়িব কভু॥
সত্যবাদী হ'য়ে সত্য ছাড় কি কারণ।
লুকাইয়া আছ কোথা দেহ দরশন॥
দুঃখ-সিন্ধু মধ্যে প্রভু কেন দেহ দুঃখ।
অতি শীঘ্র এস নাথ দেখি তব মুখ॥
ক্ষুধার্ত্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কিবা গেলে জলপানে॥
এত বলি বনে বনে ভৈমী পর্য্যটিয়া।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে যায় ধাইয়া॥
ব্যাঘ্র সিংহ মহিষ শূকর যত ছিল।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে তাহারা বেড়িল॥
স্বামী অন্বেষিয়া ভৈমী বনে বনে ভ্রমে।
অকস্মাৎ সম্মুখেতে দেখে ভুজঙ্গমে॥
বিকট দশন তার বিকট গর্জ্জন।
ভৈমীরে দেখিয়া অহি বিস্তারে বদন॥
বিপরীত মূর্ত্তি অহি দেখিয়া নিকটে।
হা নাথ বলিয়া ডাকে পড়িয়া সঙ্কটে॥
আর না দেখিব প্রভু তোমার বদন।
নিশ্চয় হইনু কালসর্পের ভক্ষণ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী করি আর্ত্তনাদ।
দূরেতে থাকিয়া তাহা শুনে এক ব্যাধ॥
শীঘ্রগতি আসে ব্যাধ দেখি অজগর।
দুইখান করিল মারিয়া তীক্ষ্ণশর॥
সর্প মারি মৃগজীবী বৈদর্ভীরে পুছে।
কে তুমি একাকী ভ্রম এ কানন মাঝে॥
সম্পূর্ণ চন্দ্রমা-মুখ পীন-পয়োধর।
বচন অমৃতে ব্যাধে বিন্ধে খরশর॥
কামাতুর হৈয়া যায় ভৈমী ধরিবারে।
ব্যাধেরে দেখিয়া ভৈমী কহিল অন্তরে॥
সত্যশীল নল রাজা যদি মোর পতি।
নল বিনা অন্যে যদি নাহি থাকে মতি॥
এ পাপিষ্ঠ পরশিতে না পারে আমায়।
এখনি হউক ভস্মরাশি দুরাশয়॥
এতেক বলিতে ব্যাধ ভস্ম হৈয়া গেল।
স্বামীর উদ্দেশে সতী বৈদর্ভী চলিল॥

দময়ন্তীর পতি অন্বেষণ ও সুবাহু নগরে সৈরিন্ধ্রীবেশে স্থিতি।

মহাঘোর বনে গিয়া করিল প্রবেশ।
নানাজাতি পশু তথা দেখয়ে বিশেষ॥
সিংহ কোল ব্যাঘ্র দ্বিপ খড়্গী কৃষ্ণসার।
মৃগ মৃগী দেখে আর মহিষ মার্জ্জার॥
শল্লকী নকুল গোধা মূষিক বানর।
নানাজাতি গগনে পরশে তরুবর॥
শাল তাল পিয়াল যে অর্জ্জুন চন্দন।
শিমূল খর্জ্জুর জাম কদম্ব কাঞ্চন॥
খদির পাণ্ডবী পিচুমন্দ কোবিদার।
শাকট কপিত্থ যে অশ্বত্থ বট আর॥
নোয়াড়ী বদরী বিঞ্চি বহেড়া পর্কটি।
অশোক চম্পক কেন্দু তিড়িম্বীক ঝাটি॥
বাপী সর তড়াগ সিন্ধুর সম নদী।
নানা ঋতু রম্যস্থান বহু রত্ননিধি॥
যত যত দেখে ভৈমী অন্যে নাহি মন।
স্বামী অন্বেষণে ভ্রমে গহন কানন॥
যারে দৃষ্টি করে ভৈমী জিজ্ঞাসে তাহারে।
দেখিয়াছ মম প্রভু গেল কোথাকারে॥

...নীব প্রভু মম বিশাল লোচন ।
...তর দ্যা ভুজ অর্দ্ধাঙ্গ বসন ॥
...সিংহ মহাতেজা বনের ঈশ্বর ।
...র বৃত্তান্ত যত তোমার গোচর ॥
...কহ প্রাণনাথ গেল কোন্ দিকে ।
...তোমার স্থানে এই ভিক্ষা মাগে ॥
...র কে মহা সরিৎ দেখিল ।
...ন করিয়া তারে ভৈমী জিজ্ঞাসিল ॥
...ঙ্গিনী কহিয়া স্বামীর সমাচার ।
...ল করহ তুমি হৃদয় আমার ॥
...য কিশোর শ্রমে আকুল শরীর ।
...পানে আসিয়াছিলেন তব তীর ॥
... হৈতে গেল ভৈমী না পেয়ে উত্তর ।
... উচ্চতর এক দেখে গিরিবর ॥
...বে জিজ্ঞাসে ভৈমী করিয়া ক্রন্দন ।
... উচ্চতর শৃঙ্গ পরশে গগন ॥
...র তব দৃষ্টি যায় শৈলবর ।
...রে কোথায় আছেন প্রাণেশ্বর ॥
...সেন সুত প্রভু নিষধ-ঈশ্বর ।
... কি প্রাণনাথে কহ গিরিবর ॥
... হৈতে চলিলেন উত্তর মুখেতে ।
...র আশ্রমে যান তৃতীয় দিনেতে ॥
...হারী বাতাহারী দীর্ঘ গোঁপ দাড়ি ।
... সর্পবৎ নখ যেন বেড়ি ॥
... দময়ন্তী তাঁরে ভূমিষ্ঠ হইয়া ।
... করিয়া রহে অগ্রে দাঁড়াইয়া ॥
...সে ভৈমীরে মুনি মধুর বচনে ।
...মি কি হেতু কর ভ্রমণ কাননে ॥
... বলে আমি পতি-বিরহিণী ।
... হারালাম মম পতিমণি ॥
... মুনিরাজ আশ্বাস করিল ।
...র রোদন তব দুঃখ শেষ হৈল ॥
...বেক স্বামী পুনঃ পাবে রাজ্যভার ।
... কন্যা সহ সুখে বঞ্চিবে অপার ॥
... বলি ঋষিবর অন্তর্দ্ধান হৈল ।
...য় মানিয়া তবে বৈদর্ভী চলিল ॥

যাইতে যাইতে দেখে এক নদীকূলে ।
বহু দ্রব্য সঙ্গে ল'য়ে বহু লোক চলে ॥
ভৈমীকে দেখিয়া লোক বিস্ময় মানিল ।
বিপরীত দেখি কেহ ভয়ে পলাইল ॥
জিজ্ঞাসে দয়ার্দ্র হ'য়ে তবে কোন্ জন ।
কে তুমি একাকী ভ্রম নির্জ্জন কানন ॥
বৈদর্ভী বলিল নহি পিশাচী রাক্ষসী ।
স্বামী অন্বেষিয়া ভ্রমি আমি ত মানুষী ॥
অরণ্যের মধ্যে স্বামী ছাড়ি গেল মোরে ।
সত্য কহ তোমরা কি দেখিয়াছ তাঁরে ॥
এতেক শুনিয়া বলে বণিকের গণ ।
তোমা ভিন্ন এ বনে না দেখি অন্যজন ॥
চেদীরাজ্যে যাব মোরা বাণিজ্য কারণ ।
আইস মোদের সঙ্গে যদি লয় মন ॥
আশ্বাস পাইয়া ভৈমী চলিল সংহতি ।
সেই পথে অন্বেষিয়া যায় নিজ পতি ॥
হেনমতে কত পথে এক রম্যস্থলে ।
এক গুটি সরোবর শোভিত কমলে ॥
শ্রমযুক্ত উত্তরিল বাণিজ্য কারণ ।
সেই নিশি তথায় বঞ্চিল সর্ব্বজন ॥
নিশাকালে হস্তীগণ জলপানে এল ।
নিদ্রিত আছিল পথে চরণে চাপিল ॥
দশনে চিরিল কারে শুণ্ডে জড়াইল ।
বণিকগণের মধ্যে মহাগোল হৈল ॥
প্রাণভয়ে কোনদিকে যায় কোন জন ।
দময়ন্তী করিলেন বৃক্ষে আরোহণ ॥
রজনী প্রভাত হৈলে যে যেখানে ছিল ।
চারিদিক হৈতে আসি একত্র মিলিল ॥
ভয় পেয়ে তথা হৈতে যায় শীঘ্রগতি ।
কতদিনে চেদিরাজ্যে উত্তরিল সতী ॥
বিবর্ণবদনা কৃশা অঙ্গে অর্দ্ধবাস ।
ধূলিতে ধুসর কায় ঘন বহে শ্বাস ॥
বন হৈতে নগরেতে করিল প্রবেশ ।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক দেখি তার বেশ ।
যুবা বৃদ্ধা নগরেতে যত নারীগণ ।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া চলয়ে সর্ব্বজন ॥

কেহ বা কর্দ্দম দেয় কেহ দেয় ধূলা।
বৈদর্ভীরে বেড়িয়া হইল লোক মেলা॥
সুবাহু রাজার মাতা প্রাসাদে আছিল।
দময়ন্তী দেখিয়া ধাত্রীরে আজ্ঞা দিল॥
হের দেখ এক নারী নগরে আইসে।
মলিনা বিবর্ণরূপা বেষ্টিত মানুষে॥
শীঘ্র গিয়া তাহারে আনহ মোর স্থানে।
আজ্ঞামাত্র ভৈমীকে আনিল সেই স্থানে॥
ভৈমীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল রাজমাতা।
কহ নিজ পরিচয় কাহার বনিতা॥
দময়ন্তী বলে শুন কহি গো রাজমাই।
জাতিতে মানুষী আমি সৈরিন্ধ্রী বলাই॥
দ্যূতে হারি স্বামী মম পশিল কাননে।
অপ্রমিত গুণ তাঁর না যায় কথনে॥
সঙ্গেতে ছিলাম আমি ছাড়িলেন মোরে।
তাঁরে অন্বেষিয়া আমি আইনু নগরে॥
এত বলি দময়ন্তী করয়ে রোদন।
আশ্বাসিয়া রাজমাতা বলয়ে বচন॥
না কান্দহ কন্যা তুমি মন কর স্থির।
তব দুঃখ দেখি মম বিদরে শরীর॥
পাইবে স্বামীর দেখা থাক মোর বাসে।
লোক পাঠাইব তব পতির উদ্দেশে॥
ভৈমী বলে এত যদি করুণা আমারে।
তবে সে থাকিতে পারি তোমার মন্দিরে॥
পুরুষ সহিত মম নহিবে কথন।
পুরুষের স্থানে না পাঠাবে কদাচন॥
না ছুঁইব উচ্ছিষ্ট না দিব পদে হাত।
পূর্ব্বাপর ব্রত মম কহি রাজমাতঃ॥
বৃদ্ধ দ্বিজ পাঠাইবে স্বামী অন্বেষণে।
এতেক করিলে রহি তোমার সদনে॥
সেইরূপ হইবে বলিল রাজমাতা।
ডাকিল সুনন্দা নামে আপন দুহিতা॥
রাজমাতা বলে তবে তনয়ার প্রতি।
সখ্য কর তুমি এই সুন্দরী সংহতি॥
কাশীরাম বিরচিল করি গীত ছন্দ।
সজ্জন রসিক জন প্রিয় মকরন্দ॥

কর্কট নাগের দংশনে নলের বিকৃতি আকা[র]

হেথা ভৈমী ছাড়ি, পরি অর্দ্ধ সা[ড়ী]
চলিল নৃপতি নল।
বায়ুবেগে ধায়, পাছু নাহি চা[য়]
অঙ্গে বহে শ্রমজল॥
হেনকালে শুনি, দাবানল ধ্ব[নি]
রাখ রাখ নলরাজ।
ওহে পুণ্যশ্লোকে, রক্ষা কর মো[রে]
পুড়ি মরি অগ্নিমাঝ॥
শুনি দয়াময়, ডাকেন [illegible]
স্মরণ কে করে মোরে।
শুনি ফণিপতি, কহে নল প্র[তি]
নিবেদি দুঃখ তোমারে॥
আমি নাগরাজ, অনন্ত অনুজ
কর্কট নামে ভুজঙ্গ।
নারদের শাপে, সদা পুড়ি তা[পে]
অচল হইল অঙ্গ॥
শেষ হৈল দুঃখ, দেখি তব মু[খ]
শাপান্ত করিল মুনি।
বিলম্ব না কর, সত্বর উদ্ধ[র]
দহে দারুণ আগুনি॥
পর্ব্বত আকার, শরীর আমা[র]
দেখি পাছে কর ভয়।
তুমি পরশিতে, সম্বরিব হা[তে]
না হইবে শ্রম তায়॥
শুনি নরপতি, দয়াময় অ[তি]
আনিল অনল হ'তে।
পাইয়া অভয়, নাগরাজ ক[য়]
সখ্য হইল তব সাথে॥
তব শ্রম কাজ, শুন মহারা[জ]
কোলে করি মোরে লহ।
বিপুল শবদে, গণি পদে প[দে]
কতদূর ল'য়ে যাহ॥
তার বাক্য শুনি, পদে পদে গ[ণি]
দশ চরণ চলিল।

শ ডাক শুনি, দংশিলেক ফণী,
ছাড়িয়া অন্তর হৈল ॥
নল বলে ভাল, সখাধর্ম্ম হৈল,
সখারে দংশন কর।
নহে দোষ তব, জাতীয় স্বভাব,
উপকারী লোকে মার ॥
বলে নাগপতি, না ভাব দুর্গতি,
করিয়াছি উপকার।
কুৎসিত মূরতি, হৈল নরপতি,
অঙ্গ দেখ আপনার ॥
দুঃখের সময়, কভু ভাল নয়,
ভূপতি-লক্ষণ রূপ।
কেহ না লক্ষিবে, যথায় যাইবে,
যে হেতু হৈল বিরূপ ॥
যবে ইচ্ছা মনে, আমার স্মরণে,
আপন রূপ পাইবে।
রাজা ঋতুপর্ণ, পালে চতুর্ব্বর্ণ,
তাহার সারথি হবে ॥
বৈদর্ভী রূপসী, তোমার প্রেয়সী,
আরো তনয় তনয়া।
কুশলে ভেটিবে, পুনঃ রাজা হবে,
নিষধ রাজ্যেতে গিয়া ॥
এতেক কহিয়া, বস্ত্র এক দিয়া,
অন্তর্দ্ধান হ'য়ে গেল।
নাগের বচন, শুনিয়া রাজন,
অযোধ্যাপুরী চলিল ॥
ভারত কমল, শ্রবণ মঙ্গল,
সাধুজন করে আশ।
কৃষ্ণদাসানুজ, কৃষ্ণপদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাস ॥

—

অযোধ্যানগরে বাহুক নামে নল রাজার অবস্থিতি।

তবে নল নরপতি দশম দিবসে।
অযোধ্যায় প্রবেশ করিল কত ক্লেশে ॥
রাজার দুয়ারে গিয়া বলে নরপতি।
মম তুল্য নাহি কেহ অশ্বশিক্ষাকৃতী ॥
বাহুক আমার নাম শুন মহামতি।
নিষধ রাজার আমি ছিলাম সারথি ॥
আর এক মহাবিদ্যা জানিহে রাজন।
বিনা অনলেতে পারি করিতে রন্ধন ॥
এত শুনি নরপতি করিল আশ্বাস।
যথোচিত চাহ দিব রহ মম পাশ ॥
যত অশ্বপালের উপরে হবে পতি।
যে বাঞ্ছিবে তাহা দিব থাকিবে সংহতি।
এত শুনি নল রাজা রহিল তথায়।
দিবস রজনী রাজা নিদ্রা নাহি যায় ॥
অন্ন জল নাহি রুচে পত্নীরে ভাবিয়া।
সদা ভাবে কোথা গেল দময়ন্তী প্রিয়া ॥
না জানি সে কি করিল আমার বিহনে।
নিরাহারে নিরাশনে আছে কোন স্থানে ॥
কতেক কান্দিল প্রিয়া মোরে না দেখিয়া।
কোন কর্ম্ম করিলাম নিষ্ঠুর হইয়া ॥
ভয়ঙ্কর সিংহ ব্যাঘ্র নির্জ্জন কাননে।
একাকিনী বনে রাণী বঞ্চিবে কেমনে ॥
পতিব্রতা অনুরক্তা আমাতে সতত।
হেন স্ত্রী ছাড়িয়া আমি বাঁচি মৃতবত ॥

—

দময়ন্তীর পিত্রালয়ে গমন ও নলের উদ্দেশ।

ভার্য্যা সহ গেল নল অরণ্য ভিতর।
দূতমুখে বার্ত্তা পান ভীম নরবর ॥
শুনিয়া শোকার্ত্ত বড় ভীম নরপতি।
সহস্র সহস্র দ্বিজ আনি দ্রুতগতি ॥
দ্বিজগণ প্রতি রাজা বলিল বচন।
নল দময়ন্তীর করহ অন্বেষণ ॥
অন্বেষণ করিয়া কহিবা বার্ত্তা আসি।
সহস্র সহস্র গাভী দিব রত্ন ভূমি ॥
গ্রাম দেশ ভূমি দিব নানা রত্ন ধন।
দুইজন মধ্যে যে দেখিবে একজন ॥
সুদেব নামেতে দ্বিজ ভ্রমি নানা দেশ।
সুবাহু রাজার গৃহে করিল প্রবেশ ॥
বহুদিন থাকি তথা পাইল উদ্দেশ।
রাজগৃহে আছে নারী সৈরিন্ধ্রীর বেশ ॥

রাজগৃহে গিয়া তবে দ্বিজ বিচক্ষণ।
নিকটে সৈরিন্ধ্রী ডাকি করে নিরীক্ষণ॥
চন্দ্রাননী বিশালাক্ষী দীর্ঘ মুক্তকেশা।
চারু পীনপয়োধরা সুনাশা-সুবেশা॥
পদ্ম যেন বিচলিত হস্তী দন্তাঘাতে।
চন্দ্র যেন বিদলিত-সিংহিকেয় দাঁতে॥
ক্ষিতি মধ্যে না দেখি ইহার রূপ সমা।
এই যে সৈরিন্ধ্রী হবে বিদর্ভ চন্দ্রিমা॥
স্বামীর বিচ্ছেদে কৃশা বিবর্ণবদনী।
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে বলে দ্বিজমণি॥
মম দিকে বরাননে কর অবধান।
সুদেব ব্রাহ্মণ আমি ভ্রাতৃসখা জান॥
তোমারে চাহিয়া ভ্রমি দেশ-দেশান্তর।
চারিদিকে গিয়াছে ব্রাহ্মণ বহুতর॥
কন্যা পুত্র দুই তব আছে শুভতরে।
তব শোকে পিতা মাতা প্রাণমাত্র ধরে॥
এত শুনি দময়ন্তী করয়ে রোদন।
শুনিয়া আইল যত পুরনারীগণ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি সৈরিন্ধ্রী কান্দিল॥
বার্ত্তা পেয়ে রাজমাতা বিপ্রে জিজ্ঞাসিল॥
কাহার তনয়া এই কাহার গৃহিণী।
কি কারণে স্থানভ্রষ্টা হৈল প্রভাবিনী॥
যদি তুমি জানহ বলহ দ্বিজবর।
শুনিয়া সুদেব তাঁরে করিল উত্তর॥
বিদর্ভ ঈশ্বর ভীম তাঁহার দুহিতা।
পুণ্যকশ্লোক নলরাজা তাঁহার বনিতা॥
নিজ ভর্ত্তা রাজ্য দেশ পাশায় হারিল।
অরণ্যে পশিল গিয়া কেহ না দেখিল॥
মম ভাগ্যে তব গৃহে পাই দেখিবারে।
ভ্রূ-মধ্যেতে তিল দেখি চিনিনু ইহারে॥
এত শুনি রাজমাতা আপনা পাশরে।
দময়ন্তী কোলে করি অশ্রুজল ঝরে॥
এতকাল অজ্ঞাত আছহ মম ঘরে।
কি কারণে পরিচয় না দিলা আমারে॥
তোমার জননী গো আমার সহোদরা।
সুদাম রাজার কন্যা ভগিনী আমরা॥

বীরবাহু মম পতি ভীম তব পিতা।
এ কারণে তুমি মম ভগিনী দুহিতা॥
শুনি দময়ন্তী তবে প্রণাম করিল।
বিনয় পূর্ব্বক তাঁরে কহিতে লাগিল॥
পিতৃ-মাতৃবিহীন যুগল শিশু আছে।
জনক জননী মম দুঃখ পাইতেছে॥
আজ্ঞা কর আমারে গো করিতে গমন
শুনি রাজমাতা আজ্ঞা দিলা সেইক্ষণ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে করিয়া সুবেশ।
দিব্যরথ দিয়া পাঠাইল নিজ দেশ॥
সুদেব ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলিল তখন।
নানা দেশ ভ্রমি গেল পিতার ভবন॥
শুনিল ভীমের পত্নী আইল তনয়া।
উর্দ্ধমুখে ধায় রাণী মুক্ত কেশ হৈয়া॥
পিতা মাতা পুত্র কন্যা কৈল সম্ভাষণ।
একে একে মিলিল যতেক বন্ধুজন॥
ভোজন করিয়া ভৈমী করিল শয়ন।
একান্তে কহেন মায়ে করিয়া ক্রন্দন॥
জীয়ন্ত আছি হে আমি না করিহ মনে।
কেবল আছয়ে তনু নলের কারণে॥
নিশ্চয় নলের যদি না পাই উদ্দেশ।
অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ॥
এত শুনি মহাদেবী রাজস্থানে গিয়া।
কন্যার যতেক কথা কহিল কান্দিয়া॥
নলের বিচ্ছেদে কন্যা প্রাণ না রাখিবে।
কন্যার বিচ্ছেদে মম প্রাণ কিসে র'বে॥
এত শুনি নরপতি আনি দ্বিজগণে।
চতুর্দ্দিকে পাঠাইল নল অন্বেষণে॥
সব দ্বিজগণে তবে বৈদর্ভী ডাকিল।
সবাকারে এইরূপে বচন বলিল॥
একাকী নির্জ্জনে লৈয়া চিরি অর্দ্ধ সাড়ী
কোন্ দোষে ছাড়ি গেলা অনুরক্তা নারী।
যেই দেশে যেই গ্রামে করিল পয়ান
সেই কথা জিজ্ঞাসহ সবে সেই স্থান॥
ইহার উত্তর যদি দেয় কোনজন।
দ্রুত আসি আমারে কহিবা সেইক্ষণ॥

ইহার সংবাদ মোরে যেই আসি দিবে।
নিশ্চয় জানিও সেই ভৈমীকে কিনিবে॥

দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর শ্রবণে ঋতুপর্ণ রাজার বিদর্ভদেশে গমন এবং নলের দেহ হইতে কলি ত্যাগ।

তবে বহুদিনেতে পর্ণাদ নামধর।
দময়ন্তী নিকটে কহিল দ্বিজবর॥
ভ্রমিলাম বহুরাজ্য কত লব নাম।
ঋতুপর্ণ নামে রাজা অযোধ্যায় ধাম॥
যেমত বলিলা তুমি শুনাইনু তায়।
না করিল প্রত্যুত্তর ঋতুপর্ণ রায়॥
সভায় বসিয়া রাজা করিল শ্রবণ।
শুনিয়া না কৈল কিছু রাজমন্ত্রিগণ॥
বাহুক নামেতে এক রাজার সারথি।
বিনা অগ্নি করে পাক বিকৃতি আকৃতি॥
শুনিয়া সে মুহুর্মুহু করিল ক্রন্দন।
কুশল তোমার জিজ্ঞাসিল পুনঃ পুনঃ॥
পশ্চাতে আমারে সেই করিল উত্তর।
"কুলস্ত্রীর ধর্ম্ম এই শুন দ্বিজবর॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী বলি তারে।
কদাচ পতির দোষ প্রকাশ না করে॥
মূর্খ কিবা ধনহীন হয় যদি পতি।
অধর্ম্ম অসৎকর্ম্ম করে নিতি নিতি॥
সতীনারী পতিদোষ কখন না ধরে।
সে দোষ ঢাকিয়া পুনঃ গুণ ব্যক্ত করে॥"
শুনি তার বাক্য আইলাম শীঘ্রগতি।
করহ উপায় যেই মনে লয় মতি॥
এত শুনি দময়ন্তী অশ্রুপূর্ণমুখী।
কহিল সকল কথা জননীরে ডাকি॥
শুন গো জননি মম হিত যদি চাও।
সুদেবেরে একবার অযোধ্যা পাঠাও॥
পর্ণাদেরে কহে দিয়া বহু রত্ন গ্রাম।
নিজ গৃহে দ্বিজ গিয়া করহ বিশ্রাম॥
যে করিলে তুমি তাহা কেহ নাহি করে।
নল এলে যাহা বাঞ্ছা দিব তা তোমারে॥
প্রণাম করিয়া দ্বিজে বিদায় করিল।
সুদেব ব্রাহ্মণে ডাকি বৈদর্ভী বলিল॥
যাও বিপ্র অযোধ্যা নগরে একবার।
অসময়ে আমার করহ উপকার॥
এই পত্র দাও গিয়া ঋতুপর্ণ প্রতি।
বিশেষিয়া রাজারে করাও অবগতি॥
দময়ন্তী ইচ্ছিল দ্বিতীয় স্বয়ম্বর।
যতেক নৃপতি গেল বিদর্ভ-নগর॥
বহুদিন হইল স্বয়ম্বরের আরম্ভ।
যাহ যাহ দ্রুত যাহ না কর বিলম্ব॥
যদি রাজা বলে তার স্বামী নল ছিল।
ইহা তবে কহিবা না জানি কোথা গেল॥
জীয়ে বা না জীয়ে নল না পাইল বার্ত্তা।
সে কারণে বৈদর্ভী ইচ্ছিল অন্য ভর্ত্তা॥
এত শুনি চলিল সুদেব দ্বিজবর।
কতদিনে উপনীত অযোধ্যানগর॥
কহিয়া ভৈমীর কথা পত্রখানি দিল।
পত্র পেয়ে ঋতুপর্ণ বাহুকে ডাকিল॥
অশ্বতত্ত্ব জান তুমি সর্ব্বলোকে জানে।
বিদর্ভ যাইতে কি পারিবা রাত্রিদিনে॥
আজি নিশা প্রভাতে উদয় তিমিরান্তে।
ভীমপুত্রী ভৈমী বরিবেক অন্য কান্তে॥
এত শুনি নল রাজা হইল বিস্মিত।
দময়ন্তী করে হেন কর্ম্ম কদাচিত॥
মুহূর্ত্তেক নিজ চিত্তে করিয়া ভাবনা।
নিশ্চয় জানিলা এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা॥
কোন স্ত্রী এমন নাহি করে কোন দেশে।
তনয় তনয়া দুই আছয়ে বিশেষে॥
সতী সাধ্বী দময়ন্তী ভক্তি যে আমায়।
আমার কারণ হেন করিছে উপায়॥
অসৎকর্ম্ম দ্যূতে আমি পাশিলাম বনে।
তেঁই আমি মন্দভাগ শুনিনু শ্রবণে॥
মিথ্যা কথা ঋতুপর্ণ সত্য করি জানে।
সত্য কিম্বা মিথ্যা গিয়া জানিব সেখানে॥
এত চিন্তি নরপতি করিল উত্তর।
নিশাকালে লব রথ বিদর্ভ নগর॥

এত শুনি কহে রাজা হইয়া উল্লাস।
প্রসাদ যে চাহ তুমি লও মম পাশ ॥
নল বলে কার্য্যসিদ্ধ করিয়া তোমার।
তবে রাজা মাগিব প্রসাদ আপনার ॥
এত বলি অশ্বশালে প্রবেশ করিল।
একে একে সকল তুরঙ্গ নিরখিল ॥
দেখিতে শরীর কৃশ সিন্ধুদেশী ঘোড়া।
বাছিয়া বাহির কৈল নল দুই ঘোড়া ॥
ঘোড়া দেখি ঋতুপর্ণ আরক্ত লোচন।
বাহুকের প্রতি বলে কঠিন বচন ॥
সহস্র সহস্র মম আছে অশ্বগণ।
পার্ব্বতীয় ঘোড়া সব পবন গমন ॥
তাহা ছাড়ি হীনশক্তি দুর্ব্বল আনিলে।
কেমনে বাহিবে পথ কিমতে বুঝিলে ॥
বাহুক বলিল যদি যাইবে রাজন।
আমার বচনে কর রথ আরোহণ ॥
ইহা ভিন্ন অন্য ঘোড়া না পারে যাইতে।
এত বলি চারি ঘোড়া যুড়িলেক রথে ॥
চালাইয়া দিল রথ বাহুক সারথি।
শূন্যেতে উঠিল ঘোড়া বায়ু সম গতি ॥
কোথায় রহিল রথ কোথা সৈন্যগণ।
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন ॥
এই কি মাতলি যে সারথি পুরুহূত।
অশ্বিনীকুমার কিম্বা আপনি মরুত ॥
হেন শক্তি নাহি কার পৃথিবীমণ্ডলে।
মানুষের মধ্যে শক্তি ধরে রাজা নলে ॥
নল রাজা বিনা আর নহিবেক আন।
বায্য ধৈর্য্য ভাষা গুণ নলের সমান ॥
কেবল দেখিতে পাই কুৎসিত আকার।
ছদ্মবেশে হইয়াছে সারথি আমার ॥
হেনকালে নৃপতির পড়িল উত্তরী।
বাহুকে বলিল রথ রাখ অশ্ব ধরি ॥
উত্তরি লইতে রাজা পাছু পানে চায়।
বাহুক বলিল হেথা উত্তরী কোথায় ॥
পঞ্চ যোজনের পথ উত্তরী রহিল।
শুনি ঋতুপর্ণ রাজা বিস্ময় মানিল ॥
রাজা বলে বাহুক শুনহ মম বাণী।
আমি এক দ্রব্যসংখ্যা বিদ্যা ভাল জানি।
গণিতে সর্ব্বজ্ঞ নাহি আমার সমান।
এই বৃক্ষে পত্র ফল বুঝ পরিমাণ ॥
পঞ্চকোটি পত্র আছে দুই কোটি ফল।
এত শুনি বলিল নিষধ রাজা নল ॥
হেন বিদ্যা নাহি যাহা আমি নাহি জানি।
পরীক্ষিব তব বিদ্যা ফল পত্র গণি।
রাজা বলে চল শীঘ্র বিলম্ব না সয়।
নিকট হইল স্বয়ম্বরের সময় ॥
স্বয়ম্বর হইতে আসিব নিবর্ত্তিয়া।
তবে মম বিদ্যা তুমি বুঝিবে গণিয়া ॥
বাহুক বলিল যে কুণ্ঠিন অল্প পথ।
না পোহাবে রজনী লইব আমি রথ ॥
মুহূর্ত্তেক রথ অশ্ব ধর নরবর।
ফল পত্র গণি আমি আসিব সত্বর ॥
এতেক বলিয়া গেল অশ্বত্থের তল।
গণিয়া বুঝিল যে হইল পত্র ফল ॥
বিস্ময় মানিয়া বলে নল নরপতি।
এই বিদ্যা আমারে বিতর নরপতি।
অশ্ব বিদ্যা মন্ত্র যদি শিখাও আমারে।
আমি এ গণনা বিদ্যা শিখাই তোমারে ॥
স্বীকার করিল নল করাইব শিক্ষা।
তবে ঋতুপর্ণ কাছে কৈল মন্ত্র দীক্ষা ॥
মহামন্ত্র দীক্ষা যদি করিলেক নল।
শরীরে আছিল কলি হইল বিকল ॥
একে কর্কটের বিষ জরজর দহে।
অধিক রাজার মন্ত্র কলি স্থির নহে ॥
সেইক্ষণে অঙ্গ হৈতে হইয়া বাহির।
মুখেতে গরল বহে কম্পিত শরীর ॥
কলি দেখি নরপতি ক্রোধে কম্পকায়।
হাতে খড়্গ করিলেন কাটিবারে তায় ॥
কৃতাঞ্জলি করি কলি বলে সবিনয়।
মোরে না করিবা নাশ শুন মহাশয় ॥
দময়ন্তী শাপে মম সদা পুড়ে অঙ্গ।
বিশেষ দংশিল মোরে কর্কট ভুজঙ্গ ॥

আমারে না মার তব হইবেক কাজ।
এক কীর্ত্তি দিব বহু পৃথিবীর মাঝ॥
গৃহীজন তব কীর্ত্তি করিবে ঘোষণ।
তাহারে আমার বাধা নাহি কদাচন॥
কর্কটক ঋতুপর্ণ দময়ন্তী নল।
নাম নিলে নাহি আমি যাব সেই স্থল॥

ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভদেশে আগমন।

রথ চালাইয়া দিল নিষধ ঈশ্বর।
দিনান্তে পাইল সে বিদর্ভ নগর॥
আকাশে আইসে রথ মেঘের গর্জ্জনে।
মেঘ অনুমানে নৃত্য করে শিখিগণে॥
বিদর্ভের লোক সব একদৃষ্টে চায়।
রথশব্দ শুনি ভৈমী উল্লাস হৃদয়॥
অতি শীঘ্র দময়ন্তী প্রসাদে চড়িয়া।
গবাক্ষ দ্বারেতে রথ চাহে নিরখিয়া॥
রথ হেতে নামে তবে ইক্ষ্বাকুনন্দন।
সম্মুখে ভীম নরপতি করিলা গমন॥
না দেখিয়া স্বয়ম্বর বিস্ময় হইয়া।
কি কর্ম্ম করিনু আমি হেথায় আসিয়া॥
ঋতুপর্ণ রাজা দেখি ভীম নরপতি।
বসিতে আসন তাঁরে দিল মহামতি॥
ভীম রাজা বলে শুন অযোধ্যার নাথ।
হেথা আগমন কেন হৈল অকস্মাৎ॥
শুনিয়া ভূপতি মনে মানিল বিস্ময়।
মিথ্যা স্বয়ম্বর হেন জানিল নিশ্চয়॥
ভীম রাজা বলিলেন কি ভাগ্য আমার।
সে কারণে তোমার হেথায় অগ্রসার॥
শ্রমযুক্ত আছ আজি থাক মম বাস।
এত বলি দিল এক অপূর্ব্ব আবাস॥
আবাস ভিতরে উত্তরিল নরপতি।
অশ্বশালে উত্তরিল বাহুক সারথি॥
অশ্বগণে পরিচর্য্যা করিয়া বান্ধিল।
প্রাসাদ উপরে থাকি বৈদর্ভী দেখিল॥
ঋতুপর্ণ রাজা আর সারথি তাঁহার।
নলরাজা না দেখি যে কেমন বিচার॥

এত ভাবি পাঠাইল কেশিনী দূতীরে।
যাও শীঘ্র কেশিনী জিজ্ঞাস সারথিরে॥
দেখিয়া উহার মুখ হৃষ্ট মম মন।
শীঘ্র আসি কহ ইহা বুঝিয়া কারণ॥
এত শুনি কেশিনী চলিল শীঘ্রগতি।
মধুর বচনে কহে সারথির প্রতি॥
রাজকন্যা দময়ন্তী পাঠাইল হেথা।
কে তুমি আইলে হেথা জিজ্ঞাসিতে কথা॥
বাহুক বলিল মম অযোধ্যায় স্থিতি।
ঋতুপর্ণ নৃপতির রথের সারথি॥
হেথা হৈতে গিয়াছিল এক দ্বিজবর।
শুনিলেন ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর॥
এতশুনি কেশিনী বাহুকে প্রতি কয়।
তুমি যদি সারথি ভূপতি কোথা রয়॥
অর্দ্ধবাসা একাকিনী রাখি ঘোর বনে।
অনুরক্তা নারী ছাড়ি গেলেন কেমনে॥
সেই বস্ত্র পরিয়া আছেন অদ্যাপি।
নাহি রুচে অন্নজল পুণ্যশ্লোকে জপি॥
এত শুনি ব্যথিত হইল রাজা নল।
বারিধারা নয়নেতে বহে অশ্রুজল॥
রাজা বলিলেন সেই কুলবতী নারী।
স্বামীর বিশ্বাস কথা রাখে গুপ্ত করি॥
আপন মরণ বাঞ্ছে স্বামীর কারণ।
তথাপি স্বামীর নিন্দা না করে কখন॥
বিবস্ত্রা হইয়া সেই পশিল কানন।
অল্পভাগ্য নহে তার পাইল জীবন॥
হেনজনে ক্রোধ করিবার যোগ্য নয়।
রাজ্যভ্রষ্ট জ্ঞানভ্রষ্ট প্রাণমাত্র রয়॥
এত বলি শোকাকুল কান্দে নরপতি।
কেশিনী সকল জানাইল ভৈমী প্রতি॥
ভৈমী বলিলেন এই নহে অন্যজন।
পুনরপি যাও তুমি বুঝহ লক্ষণ॥
কি আচার কি বিচার কোন্ কর্ম্ম করে।
বুঝিয়া আমারে আসি কহিবে সত্বরে॥
আজ্ঞা পেয়ে দাসী তবে করিল গমন।
দেখিয়া সকল কর্ম্ম আইল তখন॥

কেশিনী বলিল শুন রাজার নন্দিনী।
বাহুকের যত কর্ম্ম দেবমধ্যে গণি॥
রন্ধন সামগ্রী যত ঋতুপর্ণ নৃপে।
মাংস আদি পাঠাইয়া দিল তব বাপে॥
শূন্য কুম্ভে কিঞ্চিত করিল দৃষ্টিপাত।
পূর্ণকুম্ভ তখনি হইল অকস্মাৎ॥
সেই জলে সব দ্রব্যজাত প্রক্ষালিল।
তৃণ কাষ্ঠ ছিল কিন্তু অনল না ছিল॥
তৃণমুষ্টি হস্তে করি কাষ্ঠ মধ্যে দিল।
দৃষ্টিমাত্র তৃণকাষ্ঠ আপনি জ্বলিল॥
ক্ষণমাত্রে সর্ব্বদ্রব্য করিল রন্ধন।
ভৈমী বলে আর কেন বুঝেছি কারণ॥
কেশিনী এখনি তুমি যাও আরবার।
ব্যঞ্জন আনহ কিছু রন্ধন তাহার॥
কেশিনী মাগিল গিয়া বাহুকে ব্যঞ্জন।
দময়ন্তী স্থানে গিয়া দিল সেইক্ষণ॥
খাইয়া ব্যঞ্জন ভৈমী হরষিত মন।
নিশ্চয় জানিল এই নলের রন্ধন॥
তবে পুত্র কন্যা দিল কেশিনী সংহতি।
কি বলে বুঝিয়া তুমি আইস শীঘ্রগতি॥
কেশিনীর সঙ্গে দেখি নন্দন-নন্দিনী।
শীঘ্রগতি উঠি কোলে করে নৃপমণি॥
দোঁহা মুখ দেখি রাজা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পুনঃ পুনঃ চুম্ব দিয়া আলিঙ্গন করে॥
কতক্ষণে কেশিনীরে বলিল বচন।
দুই শিশু দেখি মম স্থির নহে মন॥
এইমত কন্যা পুত্র আছে যে আমার।
বহুদিন দেখা নাহি সঙ্গে দোঁহাকার॥
সেই অনুতাপ চিত্তে হইল রোদন।
অপত্য-বিচ্ছেদ-তাপ নহে সম্বরণ॥
পাছে কেহ দেখিয়া কহিবে কোন কথা।
ল'য়ে যাও দুই শিশু কার্য্য নাহি হেথা॥
এতেক শুনিয়া তবে কেশিনী চলিল।
যতেক প্রস্তাব গিয়া ভৈমীরে কহিল॥
শুনিয়া বৈদর্ভী ব্যগ্র হইল দর্শনে।
দ্রুত গিয়া জানাইল জননীর স্থানে॥

আজ্ঞা যদি কর যাই নলে দেখিবারে।
শুনিয়া বৃত্তান্ত রাণী আজ্ঞা দিল তারে॥
তনয় তনয়া সঙ্গে করিয়া কামিনী।
পতি দরশনে যায় মরালগামিনী॥

নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন।

অশ্বশালে গিয়া ভৈমী,নিকটে দেখিয়া স্বা[illegible]
জটিল মলিন জীর্ণবাস।
দুঃখানলে অঙ্গ দহে, চক্ষে অশ্রুজল ব[illegible]
সকরুণে কহে মৃদুভাষ॥
হেদে রে বাহুকনাম, এবা দেখি কোন ঠা[illegible]
ধার্ম্মিক পুরুষ একজন।
ক্ষুধাতৃষ্ণাপরিশ্রমে,স্ত্রী কোলে আছিল ঘু[illegible]
একা ছাড়ি পলাইল বন॥
বিনা নল পুণ্যশ্লোক, পৃথিবীর অন্য লো[illegible]
কে করিল কহ নাম ধরি।
সদাকাল অনুব্রতা, বিশেষ পুত্রের মাত[illegible],
কোন দোষে নহে দোষকারী॥
যমাগ্নি বরুণ ইন্দ্র, ত্যজিয়া অমরবৃন্দ,
করিল বরণ যেই জনে।
সদা বাঞ্ছা অনুবর্ত্তী, কি হেতু এমন বৃ[illegible],
ত্যাগ করি নির্জ্জন কাননে॥
সভায় করিলে সত্য, রাখিব তোমায় নিত্য,
করিয়া প্রাণের পরাৎপর।
নল হেন সত্যবাদী, এমন করিল যদি,
আর কি করিবে অন্য নর॥
দময়ন্তী-বাক্য শুনি, লাজে কহে নৃপমণি,
পাইলে কে ছাড়ে হেন রামা।
রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট, করিলেক যেই দুষ্ট,
বিচ্ছেদ করায় তোমা আমা॥
তোমারে ছাড়িয়া বনে, হের দেখ বরাননে,
অস্থিচর্ম্ম প্রাণমাত্র জাগে।
ইহা না ভাবিয়া চিতে,দেখিলা আমারে জীতে
না বুঝিয়া মম অনুযোগে॥
কলিছাড়ি গেলআমা, তেঁই দেখিলাম তোমা,
ক্রোধ সম্বরহ শশীমুখী।

যেই নারী পতিব্রতা, না ধরে স্বামীর কথা,
স্বামীদোষ নয়নে না দেখি ॥
আর শুনিলাম বার্ত্তা, করিবে কি অন্য ভর্ত্তা,
কহিলা তোমারে দ্বিজবর ।
রাজ্যেরাজ্যে দূতগেল, সর্ব্বলোকে বার্ত্তাদিল
ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ॥
কোশলে শুনিয়া কথা, তেঁই আইলাম হেথা,
কারে বর দেখিব নয়নে ।
এমন কুৎসিত কর্ম্ম, রাজকুলে ল'য়ে জন্ম,
কহ করিয়াছে কোন্ জনে ॥
শুনিয়া স্বামীর বাণী, করিয়া যুগল পাণি,
নিতম্বিনী কহে সবিনয় ।
তব হেতু মহারাজ, ত্যজিলাম কুললাজ,
ত্যজিলাম গুরুজন-ভয় ॥
পূর্ব্বে তব অন্বেষণে, পাঠাইনু দ্বিজগণে,
পর্ণাদ কহিল সমাচার ।
তেঁই এ উপায় করি, পাঠাই অযোধ্যাপুরী,
কোন স্থানে নাহি যাই আর ॥
কর্ত্তব্য বচন মনে, তোমা বিনা অন্যজনে,
নাহি চাহি নয়নের কোণে ।
যদি কর পাপজ্ঞান, তোমার সাক্ষাতে প্রাণ,
বাহির হউক এইক্ষণে ॥
চন্দ্রসূর্য্য বায়ু সাক্ষী, এখনি বলিবে ডাকি,
যদি আমি হই পতিব্রতা ।
ভৈমী বলে উচ্চৈঃস্বরে, পুষ্পবৃষ্টি দেবেকরে,
ডাকি বলে পবন দেবতা ॥
ত্যজ রাজা মনস্তাপ, বৈদর্ভির নাহি পাপ,
স্বধর্ম্মেতে হৈয়াছে রক্ষিতা ।
যাবৎ গিয়াছ তুমি, রক্ষা করিয়াছি আমি,
তোমা হেতু কেবল চিন্তিতা ॥
অকস্মাৎ এই বাণী, শুনিয়া দুন্দুভিধ্বনি,
গগনে হইল আচম্বিত ।
দেখি মনে হৈল শান্তি, খণ্ডিল নলের ভ্রান্তি,
ভৈমীর বুঝিয়া ধর্ম্মমত ॥
ধরিয়া যুগল করে, বসাইল ঊরুপরে,
আশ্বাস করিয়া মৃদুভাষে ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাসে ॥

ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশগমন ও নলের পুনর্ব্বার
রাজ্যপ্রাপ্তি ।

পরে কর্কট-দত্ত বসন পরিয়া ।
নিজ পূর্ব্বরূপ নাগে লভিল স্মরিয়া ॥
দেখা চারি বৎসরে হইল দোঁহাকার ।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন পুনঃ শিষ্টাচার ॥
দোঁহে দোঁহাকার দুঃখ কহিল সকল ।
প্রভাতে উভয়ে ভীম নৃপেরে ভেটিল ॥
জামাতা দেখিয়া রাজা আনন্দ অপার ।
আলিঙ্গিয়া বলিলেন সকলি তোমার ॥
ঋতুপর্ণ শুনিল এ সব সমাচার ।
জানিল যে নল রাজা বাহুক আমার ॥
দময়ন্তী প্রত্যাশা ছাড়িল নরবর ।
দ্রুতগতি গেল যথা নিষধ ঈশ্বর ॥
ঋতুপর্ণ বলে ভাগ্য আছিল আমার ।
তেঁই সে হইল এ মিলন দোঁহাকার ॥
অজ্ঞাতের দোষ যত ক্ষমিবা আমারে ।
শুনিয়া নিষধ রাজা বলিল তাহারে ॥
কখনও দোষী তুমি নহ মম স্থানে ।
কখনও আমার ক্রোধ নহি হয় মনে ॥
ত্রাসিত কলির ত্রাসে বড় দুঃখ পেয়ে ।
ছিলাম তোমার পাশে আনন্দিত হ'য়ে ॥
তোমার আশ্রমে থাকি বিপদ সময় ।
সুখেতে ছিলাম যেন আপন আলয় ॥
বিপদ সময় রাজা যারে যেই রাখে ।
ধর্ম্মেতে বাড়য়ে সেই ধর্ম্ম রাখে তাকে ॥
অতএব শুন রায় করি নিবেদন ।
এমন বিপদে স্থান দেয় কোন্ জন ॥
হইলে পরম সখা অধিক কি বলিব ।
গাহিব তোমার গুণ যত কাল জীব ॥
যাও সখা নিজ রাজ্যে করহ গমন ।
এত বলি উভয়ে করিল আলিঙ্গন ॥

সারথি করিয়া আর কোশলের রায়।
আপনার রাজ্যে গেল লইয়া বিদায়॥
তবে নল নরপতি শ্বশুরে কহিয়া।
নিষধ রাজ্যেতে গেল কত সৈন্য লৈয়া॥
নিজ রাজ্যে আইলেন নল নরপতি।
পুষ্কর নিকটে যান অতি শীঘ্রগতি॥
পুষ্করে বলিল তোরে রাজ্য দিয়া।
অরণ্যে গেলাম আমি দেবনে হারিয়া॥
পুনঃ তব সহিত খেলিব একবার।
আপনার আত্মা পণ করিব এবার॥
জিনিলে তোমার আত্মা হইবে আমার।
হারিলে আমার আত্মা হইবে তোমার।
দ্যূতক্রীড়া করহ আনহ পাশাসারি।
নহিলে উঠহ শীঘ্র ধনুঃশর ধরি॥
নলের বচন শুনি পুষ্কর হাসিয়া।
বলে বড় ভাগ্য মানি তোমারে দেখিয়া॥
দময়ন্তী সহ তুমি প্রবেশিলে বনে।
এই তাপ অনুক্ষণ জাগে মম মনে॥
দময়ন্তী দেবনে না কৈলা রাজা পণ।
আমার বাঞ্ছিত বিধি করিল ঘটন॥
এত বলি পুষ্কর আনিল পাশাসারি।
দুই জনে বসিল আপন পণ করি॥
জিনিলা নৃপতি নল হারিলা পুষ্কর।
পুষ্কর ভাবিল মনে জীবন দুষ্কর॥
হারিয়া নলের হাতে উড়িল জীবন।
পুষ্কর কম্পিত তনু সজল নয়ন॥
ধার্ম্মিক অধর্ম্ম ভীরু দয়ার সাগর।
অনুজে চাহিয়া তবে বলে নৃপবর॥
না ভাবিও পুষ্কর নাহিক তব দোষ।
যতেক করিলা তাহে নাহি করি রোষ॥
কলিতে করিল সব দৈব নিবন্ধন।
পূর্ব্বমত নির্ভয়ে থাকহ হৃষ্টমন॥
এত শুনি করপুটে বলিছে পুষ্কর।
তব কান্তি ঘুষিবেক দেব-দৈত্য নর॥
বহু দোষে দোষী আমি ক্ষমিলা আমারে।
তোমার সদৃশ ক্ষমী নাহি চরাচরে॥

এত বলি প্রণমিয়া পড়িল ধরণী।
আশ্বাস করিল তারে নল নৃপমণি॥
পাত্র মিত্রগণ আর নগরের প্রজা।
সর্ব্বলোকে আনন্দিত নল হৈল রাজা॥
দ্বিজগণে পাঠাইয়া বৈদর্ভী আনিল।
দীর্ঘকাল মহাসুখে রাজত্ব করিল॥
কত দিনে নরপতি চিন্তি মনে মন।
ইন্দ্রসেনে রাজ্যভার করিল অর্পণ॥
নিজ পুত্রে করি রাজা নল নরপতি।
স্বর্গলোকে গেল রাজা মহিষী সংহতি॥
বৃহদশ্ব বলে রাজা শুনিলা সকল।
তোমার অধিক দুঃখ পেয়েছিল নল॥
সম্পদ কাহার কভু নাহি রহে চির।
ক্ষণমাত্র রহে যেন জোয়ারের নীর॥
পরমার্থ চিন্তা রাজা কর অনুক্ষণ।
দুঃখ সুখ হয় সব কর্ম্ম নিবন্ধন॥
নলের চরিত্র আর কলির শাসন।
এক মন হইয়া শুনিবে যেইজন॥
খণ্ডয়ে বিপদ ভয় স্ববাঞ্ছিত পায়।
বংশবৃদ্ধি হয় তার সুখে কাল যায়॥
কদাচ কলির বাধা নাহি হয় তারে।
যতেক সঙ্কট ভয় তাহা হৈতে তরে॥
তব দুঃখ নৃপতি খণ্ডিবে অল্প দিনে।
এত বলি অক্ষবিদ্যা দিলেন রাজনে॥
সভা সম্ভাষিয়া মুনি করিল গমন।
প্রণাম করেন তাঁরে ধর্ম্মের নন্দন॥
কাম্যবনে ধর্ম্মপুত্র চারি সহোদর।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে সদা কাতর অন্তর॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান॥
হরির ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন।
সদাকাল হয় তার গোলোকে গমন॥

অর্জ্জুনের বিরহে পাণ্ডবগণের শোক।

জনমেজয় বলেন কহ মুনিরাজ।
পার্থ বিনা কেমনেতে রহে পাণ্ডুরাজ॥

মুনি বলে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন বিহনে ।
বৎস হারা গাভীমত কাঁদে নিশিদিনে ॥
বিনা বিষ্ণু নাহি শোভে যথা সুরগণ ।
কুবের বিহনে যথা চিত্ররথ বন ॥
কাম্যবনে ধর্ম্মপুত্র চারি সহোদর ।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে রহে কাতর অন্তর ॥
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে ধর্ম্মের গোচর ।
পার্থে না দেখিয়া স্থির না হয় অন্তর ॥
কাতর অন্তরে তবে বলে বৃকোদর ।
শোকানলে মম প্রাণ জ্বলে নিরন্তর ॥
সর্ব্ব শূন্য দেখি আমি অর্জ্জুন বিহনে ।
দশদিক অন্ধকার দেখি রাত্রি দিনে ॥
অনন্তর নকুল বলেন সকরুণ ।
লোকান্তরে নাহি তুল্য অর্জ্জুনের গুণ ॥
অর্জ্জুন বিহনে সুখ না দেখি কোথায় ।
আহার বিহার আদি লাগে কষ্ট প্রায় ॥
কহে সহদেব কাঁদি নৃপের গোচরে ।
ধৈর্য্য ধরিতে নারি না হেরি পার্থেরে ॥
হেনমতে রোদন করয়ে ভ্রাতৃগণ ।
শোকাকুল অধোমুখ ধর্ম্মের নন্দন ॥

নারদের স্থানে যুধিষ্ঠিরের তীর্থফলের [illegible] শ্রবণ

কাম্যবনে নারদ করেন আগমন ।
আশীর্ব্বাদ করি বৈসে মহা তপোধন ॥
নারদেরে যুধিষ্ঠির করেন বিনয় ।
কহ মুনিবর মম খণ্ডুক বিস্ময় ॥
তীর্থস্নান করি ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে ।
কোন্ ফল লভে নর তাহা কহ মোরে ॥
নারদ কহেন পূর্ব্বে ভীষ্ম সত্যব্রত ।
পৌলস্ত্যের স্থানে জিজ্ঞাসিল এইমত ॥
পৌলস্ত্য কহিল যাহা তব পিতামহে ।
সে সকল কহি শুন অন্যমত নহে ॥
যার হস্ত পদ মন সদা পরিষ্কৃত ।
বিদ্যা কীর্ত্তি তপস্যাতে যেই হয় রত ॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে সর্ব্বদা সানন্দ ।
অহঙ্কার নাহি যার নহে ক্রোধে অন্ধ ॥
অল্পাহারী জিতেন্দ্রিয় সত্য ব্রতাচার ।
আত্মতুল্য সর্ব্বপ্রাণী দৃষ্টিতে যাহার ॥
ঈদৃশ হইলে সেই তীর্থফল পায় ।
পদে পদে যজ্ঞফল লভি তীর্থে যায় ॥
দরিদ্রের শক্য নাহি হয় যজ্ঞকর্ম্ম ।
যজ্ঞের বিশেষ তীর্থস্নানে পায় ধর্ম্ম ॥
দৃঢ়ভক্তি করি রাত্রে তীর্থে যদি থাকে ।
সর্ব্বযজ্ঞফল পায় যায় ইন্দ্রলোকে ॥
পুষ্কর নামেতে তীর্থ যদি করে স্নান ।
সর্ব্বপাপে মুক্ত সেই দেবতা সমান ॥
একগুণ দানে কোটিগুণ ফল লভে ।
অমর কিন্নর দৈত্য সেই তীর্থে সেবে ॥
দশকোটি তীর্থ আছে পৃথিবী ভিতর ।
নৈমিষ কানন আর চম্পকানদীবর ॥
তদন্তরে দ্বারাবতী যায় যেইজন ।
দশকোটি যজ্ঞফল পায় সেইজন ॥
তদন্তরে যায় সিন্ধু সাগর সঙ্গম ।
তাহে স্নানে কোনকালে নাহি দরশে যম ॥
সঙ্কর্ষণ ঈশ্বর করিয়া দরশন ।
দশ অশ্বমেধ ফল পায় সেইজন ॥
কামাখ্যা নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান ।
সিদ্ধপদ পায় আর দেয় দিব্যজ্ঞান ॥
তদন্তরে কুরুক্ষেত্রে যায় সেই জন ।
যাহার নামেতে সর্ব্বপাপ বিমোচন ॥
স্নানে ব্রহ্মলোকে যায় নাহিক সংশয় ।
সরস্বতী স্নানেতে নিষ্পাপ অঙ্গ হয় ॥
গোকর্ণে করিয়া স্নান দেখে নারায়ণ ।
সদাকাল নিবসয়ে বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
বারাহ নামে তীর্থ যথা ধবল বরাহ ।
স্নান কৈলে নাহি রয় পাপশূন্য দেহ ॥
রামঋষি নামে মহা তীর্থ গুণধর ।
যাহাতে করিলে স্নান হয় পুণ্যবর ॥
পূর্ব্বেতে পরশুরাম মারি ক্ষত্রগণ ।
ক্ষত্রিয়-রক্তেতে সেই করিল তর্পণ ॥
তুষ্ট হ'য়ে পিতৃগণ যাচে নিরন্তর ।
পুণ্যতীর্থ হউক বলিল ভৃগুবর ॥

ইথে যে করিবে পিতৃলোকের তর্পণ।
ব্রহ্মলোকে বসিবে তাহার পিতৃগণ॥
কপিল নামেতে তীর্থ তাহার অন্তর।
সরযুর স্নানে সূর্য্যলোকে যায় নর॥
স্বর্গদ্বার আদি করি যত তীর্থ সার।
সপ্তঋষ্যাশ্রম মহা সরযু কেদার॥
গোদাবরী বৈতরণী নর্ম্মদা কাবেরী।
জাহ্নবী যমুনা জয়া সর্ব্বদাতা বারি॥
সর্ব্বযজ্ঞফল লভে তীর্থগণ স্নানে।
সর্ব্বপাপ ধৌত হয় বৈসে দেবাসনে॥
এত বলি চলিল নারদ তপোধন।
তীর্থযাত্রা ইচ্ছিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
কহে কাশীদাস প্রভু নীলশৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড়॥

ক্ষেত্রতীর্থের মাহাত্ম্য।

বামে সিন্ধুতনয়া নিকটে সুদর্শন
জলদ অঙ্গেতে শোভে তড়িত বসন॥
বদন নয়ন শোভা জগ মন ফাঁদ।
নির্ম্মল গগনে যেন শোভে পূর্ণচাঁদ॥
যে মুখ দেখিবামাত্র আঁখির নিমিষে।
সেইক্ষণে মুক্ত হয় জন্ম কর্ম্মপাশে॥
জন্মে জন্মে তপ ব্রত ক্লেশ করে কায়।
ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করি সর্ব্বতীর্থে যায়॥
যাহাতে না পায় যজ্ঞ দানে সেবি দেবে।
নিমিষেক শ্রীমুখ দেখিয়া তাহা লভে॥
ব্রহ্মা শিব শচীপতি আদি দেবগণ।
নিত্য নিত্য আসে মুখ দর্শন কারণ॥
তাহা যে দেখয়ে লোক পশ্চাতে থাকিয়া।
বেত্রের প্রহারে লোক জর্জ্জর হইয়া॥
যাঁর অংশে অবতার হন পৃথিবীতে।
যুগে যুগে দুষ্ট নাশে শিষ্টেরে পালিতে॥
অজ ভব অগোচর যাঁহার মহিমা।
দেবগণ পুরাণে না পান যাঁর সীমা॥
ব্রহ্মাণ্ড ডুবায় ব্রহ্ম প্রলয়ের কালে।
সপ্তকল্পজীবী মুনি ভাসে সিন্ধুজলে।
বিশ্রাম পাইলে মুনি প্রভুর নিকটে।
সেই হৈতে রহিল আপনি বৃক্ষবটে॥
কে বর্ণিতে পারে মার্কণ্ডেয় হ্রদগুণ।
যার জলে স্নানে ভূমে জন্ম নহে পুনঃ॥
দক্ষিণেতে শ্বেতগঙ্গা মাধব সমীপে।
যাহে স্নানে স্বর্গে নর বৈসে দেবরূপে॥
রোহিণী কুণ্ডের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
তৃষ্ণায় পীড়িত হ'য়ে পীয়ে যার বারি॥
গরুড় অরুণ কাক বৈকুণ্ঠেতে গেল।
সেই হৈতে জন্মক্ষেত্রে পথ ত্যাগ কৈল॥
কোটি কোটি তীর্থ লৈয়া যথা মহানদী।
নানা শব্দ বাদ্যে প্রভু সেবে নিরবধি॥
যার বায়ে সকল গায়ের পাপ খণ্ডে।
যার নাম শুনিলে এড়ায় যমদণ্ডে॥
সর্ব্বপাপ যায় ফল হয় দরশনে।
সদাকাল বৈসে স্বর্গে সহ দেবগণে॥
সমুদ্রে করিয়া স্নান যদি পূজা দেখে।
চতুর্ভুজ হ'য়ে বৈসে ইন্দ্রের সম্মুখে॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে যদি করে স্নান।
পুনর্জ্জন্ম নহে তার দেবতা সমান॥
অশ্বমেধ দান যত করিল ভূপতি।
কোটি কোটি ধেনুক্ষুরে ক্ষুণ্ণা বসুমতী॥
গোমূত্র ফেণায় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোজন্ম।
যাহে স্নানে খণ্ডে কোটি জন্মের অধর্ম্ম॥
এই পঞ্চ তীর্থ নীলশৈল মধ্যে বৈসে।
পাপ লেশ নাহি থাকে তাহার পরশে॥
ভাগ্যবন্ত লোক যেই সদা করে স্নান।
কাশীদাস তার পদে করয়ে প্রণাম॥

ইন্দ্রাদেশে লোমশ মুনির কাম্যক বনে আগমন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিত বংশধর।
কাম্যবনে নিবসয়ে চারি সহোদর॥
হেনকালে আইল লোমশ মুনিবর।
দীপ্তিমান তেজ যেন দীপ্ত বৈশ্বানর॥

মুনি দেখি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
দিলেন প্রণাম করি বসিতে আসন ॥
জিজ্ঞাসেন কি হেতু আইলা মুনিবর।
আশীষ করিয়া মুনি করিল উত্তর ॥
ছন্দ অনুসারে আমি করি পর্য্যটন।
একদিন সুরপুরে করিনু গমন ॥
দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম মনে।
ইন্দ্রসহ অর্জ্জুন বসেছে একাসনে ॥
আমারে কহিল তবে সহস্রলোচন।
যুধিষ্ঠির স্থানে তুমি করহ গমন ॥
কহিবা সংবাদ এই তাহার গোচরে।
কুশলে নিবসে পার্থ অমরনগরে ॥
দেবকার্য্য সাধি অস্ত্রপারগ হইলে।
আসিবেন ধনঞ্জয় কতদিন গেলে ॥
ভ্রাতৃগণ সহ তুমি তীর্থে কর স্নান।
তপ আচরণ কর দ্বিজে দেহ দান ॥
কিন্তু আমি কর্ণেরে যে ভালমতে জানি।
অর্জ্জুনের ষোল অংশে তারে নাহি গণি ॥
তার ভয় অন্তরে যে আছে ধর্ম্মরায়।
ত্যজ ত্যজ ধর্ম্ম তার করিবে উপায় ॥
তব ভ্রাতা পার্থ যে কহিল সমাচার।
নিবেদন করি শুন কুন্তীর কুমার ॥
হিমালয়ে হৈমবতী করিয়া সেবন।
সুরাসুর অগোচর পাইয়াছে ধন ॥
সমুদ্র মথনে যেই অস্ত্র উপজিল।
মন্ত্রসহ পাশুপত পশুপতি দিল ॥
যে অস্ত্র থাকিলে হস্তে ত্রৈলোক্য অজিত।
হেন অস্ত্র দিল যম হ'য়ে হরষিত ॥
কুবের বরুণ যম দিল অস্ত্রগণ।
সম্প্রতি আছয়ে সুখে ইন্দ্রের ভবন ॥
নৃত্য গীত বিশ্বাবসুতনয়া শিখায়।
তার হেতু তাপ না ভাবিও সর্ব্বদায় ॥
আমারে বলিল পুনঃ বিনয় বচন।
আপনি থাকিয়া তীর্থ করাবে ভ্রমণ ॥
তীর্থে নিবসয়ে দৈত্য দানব দুর্জ্জন।
তুমি রক্ষা করিবা আমার ভ্রাতৃগণ ॥
রাখিল দধীচি যেন দেব পুরন্দরে।
অঙ্গিরা রাখিল যেন দেব দিবাকরে ॥
ইন্দ্রের বচনে তব অনুজ সম্মতি।
তীর্থস্থানে নরপতি চল শীঘ্রগতি ॥
দুইবার দেখিয়াছি তীর্থ আছে যথা।
তব সহ যাইব তৃতীয়বার তথা ॥
বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ।
বিনা সব্যসাচী যেতে নারে অন্যজন ॥
তুমিও যাইতে পার রাজধর্ম্মবলে।
পরাক্রম বিশেষ অনুজগণ মিলে ॥
হইবে বিপুল ধর্ম্ম অধর্ম্মের ক্ষয়।
নিজ রাজ্য পাইবে হইবে শত্রুজয়।
লোমশের বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
আনন্দেতে পুলকিত হইল শরীর ॥
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ করিল স্বীকার।
মুনিগণ চরণে করেন নমস্কার ॥
অভেদ্য কবচ সবে অঙ্গেতে পরিল।
দ্রৌপদী সহিত রাজা রথে আরোহিল ॥
মার্গশীর্ষ মাস শেষ পূর্ব্বমুখে গতি।
তীর্থযাত্রা করিলেন পাণ্ডব সুকৃতী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥

—

যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা ও অগস্ত্যোপাখ্যান।

চলিলেন ধর্ম্মরাজ সহ মুনিগণে।
কতদিনে উপনীত নৈমিষ কাননে ॥
গোমতীতে স্নান করি, করি বহুদান।
তথা হৈতে পরতীর্থে করেন পয়ান ॥
যেস্থানে প্রয়াগতীর্থে যমুনা সঙ্গম।
কতদিনে উপনীত অগস্ত্য আশ্রম ॥
লোমশ কহিল তবে পূর্ব্ব বিবরণ।
দৈত্য মারি আশ্রম করিল তপোধন ॥
স্বচ্ছন্দে সকল পৃথিবী করিল ভ্রমণ।
একদিন শুন রাজা তার বিবরণ ॥
একদিন এক গর্ত্তে দেখে মুনিরাজ।
পিতৃগণ অধোমুখে আছে তার মাঝ ॥

দেখিয়া হইল শঙ্কা জিজ্ঞাসে সবারে।
কি হেতু পড়িলে সবে গর্ত্তের ভিতরে॥
সবে বলে না করিনু বংশের উৎপত্তি।
তেঁই আমা সবার হইল হেন গতি॥
যদি শ্রেয় চাহ তুমি আমা সবাকার।
বংশ জন্মাইয়া তুমি করহ উদ্ধার॥
পিতৃগণ বচন শুনিয়া মুনিরাজ।
বংশ হেতু চিন্তিত হইল হৃদিমাঝ।
বিদর্ভ রাজার কন্যা অতি অনুপাম।
রূপে গুণে মনোহর লোপামুদ্রা নাম॥
যৌবন সময় তার দেখিয়া রাজন।
কারে দিব লোপামুদ্রা চিন্তে মনে মন॥
হেনকালে আইল অগস্ত্য তপোধন।
যথোচিত পূজা করি জিজ্ঞাসে রাজন॥
কি হেতু আইলে আজ্ঞা কর মুনিবর।
শুনি মুনিরাজ তবে করিল উত্তর॥
পিতৃগণ আদেশেতে জন্মাব সন্ততি।
তব কন্যা লোপামুদ্রা দেহ নরপতি॥
এত শুনি নরপতি হৈল অচেতন।
প্রত্যুত্তর দিতে মুখে না সরে বচন॥
উঠিয়া গেলেন রাজা মহাদেবী স্থান।
রাণীকে কহেন রাজা করুণ বচন॥
মাগে লোপামুদ্রাকে অগস্ত্য মহাঋষি।
নাহি দিলে কোপেতে করিবে ভস্মরাশি॥
এত বিচারিয়া তবে সন্তাপিত শোকে।
শুনি লোপামুদ্রা কহে জননী জনকে॥
মম হেতু তাপ কেন ভাবহ হৃদয়।
আমারে অগস্ত্যে দিয়া ঘুচাও এ ভয়॥
বুঝিয়া কন্যার চিত্ত নৃপতি সত্বর।
বিধিমতে মুনিরে দিলেন নৃপবর॥
লোপামুদ্রা চাহিয়া বলেন তপোধন।
মম ভার্য্যা হ'লে কর মম আচরণ॥
দিব্য বস্ত্র ত্যজ রত্ন ভূষণ সকল।
শিরেতে ধরহ জটা পিন্ধহ বাকল॥
মুনিবাক্যে সেইক্ষণে সকল তাজিলা।
জটাচীর লোপামুদ্রা ভূষণ করিলা॥

তবেত অগস্ত্য মুনি ভার্য্যারে লইয়া।
গঙ্গাতীরে মহামুনি রহিলেন গিয়া॥
নিরন্তর করে কন্যা মুনির সেবন।
স্তব শৌচ আচমন মুনি আচরণ॥
হেনমতে তথায় অনেক দিন গেল।
একদিন মুনিরাজ ভার্য্যারে কহিল॥
পুত্র হেতু করিয়াছি তোমারে গ্রহণ।
বংশ না হইল তোমা কিসের কারণ॥
এত শুনি লোপামুদ্রা যুড়ি দুই কর।
সবিনয়ে কহিলেন মুনির গোচর॥
কামদেব কৈল ধাতা সৃষ্টির কারণ।
বিনা কামে নাহি হয় বংশের সৃজন॥
জটাচীর ফলাহার ধূলাতে ধূসর।
ইথে কাম কিমতে জন্মিবে মুনিবর॥
আপনি না জান এই মুনিবংশ কাজ।
বংশ হেতু বাঞ্ছা যদি কর মুনিরাজ॥
পূর্ব্বে যেন ছিল মম বস্ত্র অলঙ্কার।
দিব্য গৃহ দাসগণ ভক্ষ্য উপহার॥
সে সকল বস্তু যদি পাই পুনর্ব্বার।
তবে ত জন্মিবে পুত্র উদরে আমার॥
শ্রুতর্ব্বা নামেতে রাজা ইক্ষাকু নন্দন।
ভার্য্যা সহ তথাকারে গেল তপোধন॥
দেখিয়া শ্রুতর্ব্বা রাজা পূজি বহুতর।
জিজ্ঞাসিল কি হেতু আইলে মুনিবর॥
মুনি বলে বৃত্তি হেতু আইলাম আমি।
বৃত্তি অর্থ কিছু রাজা দেহ মোরে তুমি॥
যে কিছু মাগিলা মুনি সব দিল রাজা।
পাত্রমিত্র সহিত করিল বহু পূজা॥
দিব্য গৃহ আসন ভূষণ দাসগণ।
বাঞ্ছামত পাইয়া রহিল তপোধন॥
তবে যত প্রজাগণ রাজার সংহতি।
অগস্ত্যেরে কহে তারা করিয়া মিনতি॥
ইল্বল নামেতে দৈত্য মায়ার সাগর।
বাতাপি নামেতে আছে তার সহোদর॥
মায়াবলে ধরে দুষ্ট গাড়ুর মুরতি।
কাটিয়া ব্যঞ্জন করি ভুঞ্জায় অতিথি॥

কতক্ষণে ইল্বল বাতাপি বলি ডাকে।
পেট চিরি বাহিরায় ভুঞ্জিয়া যে থাকে॥
এইমত মারিল অনেক দ্বিজগণ।
অদ্যাবধি হিংসা করে পাপীষ্ঠ দুর্জ্জন॥
ইল্বল দৈত্যের ভয়ে তাপিত নগর।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি চিন্তিত অন্তর॥
আশ্বাসিয়া সবাকারে করিল নির্ভয়।
একাকী চলিল মুনি ইল্বল আলয়॥
মুনি দেখি ইল্বল পূজিল বহুতর।
জিজ্ঞাসিল সবিনয়ে করিয়া আদর॥
কি হেতু আইলে আজ্ঞা কর তপোধন।
শুনিয়া উত্তর দিল কুম্ভক নন্দন॥
বহু পরিশ্রমে আইলাম তব পুর।
বহুদিন উপবাস ভুঞ্জাও প্রচুর॥
সম্পূর্ণ করিয়া মোরে করাও ভোজন।
হাসিয়া ইল্বল কহে বৈস তপোধন॥
কাটিয়া মায়াবী মেষ করিয়া রন্ধন।
অগস্ত্য মুনিরে দিল করিতে ভোজন॥
শির কাটি চারি পদ আনি দেহ মেষ।
তাবৎ খাইব আমি না রাখিব শেষ॥
মুনিবাক্য শুনিয়া ইল্বল আনি দিল।
অস্থিসহ মুনিবর সকলি খাইল॥
কতক্ষণে ইল্বল ডাকিল সহোদরে
বাহিরাও বাতাপি বলিল বারে বারে॥
হাসিয়া বলেন মুনি কেন ডাক পাপী।
অগস্ত্যের ঠাঁই কোথা পাইবে বাতাপি॥
বাতাপি পাইবে আর নাহি কর আশ।
এত দিনে তাহার হইল প্রাণনাশ॥
এত শুনি ইল্বল যুড়িল দুই কর।
স্তুতি করি কহে তবে মুনির গোচর॥
কি করিব প্রিয় তব কহ মুনিবর।
মুনি বলে প্রাণিহিংসা করিলে বিস্তর॥
যত রত্ন ধন তুমি পাইয়াছ তায়।
সকল আমায় দিয়া রাখ আপনায়॥
সেইক্ষণে ইল্বল আনিয়া সব দিল।
দ্রব্য ল'য়ে মুনিরাজ আশ্রমে চলিল॥
বসন ভূষণ দিব্য রত্ন অলঙ্কার।
দেখি লোপামুদ্রা হৈল আনন্দ অপার॥
সন্তুষ্ট হইয়া কন্যা ভাবে মনে মন।
বংশ হেতু মুনিরে করিয়া নিবেদন॥
মুনি বলে পুত্রবাঞ্ছা কতেক তোমার।
লোপামুদ্রা বলে হ'ক একই কুমার॥
তবে প্রীত হ'য়ে কাম বাড়িল দোঁহার।
মুনির ঔরসে তাঁর জন্মিল কুমার॥
তাহা হৈতে তাঁর পুত্র হইল পণ্ডিত।
শুনিলে পূর্ব্বের কথা অগস্ত্য-চরিত॥

অগস্ত্য মাহাত্ম্য বিবরণ এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের দর্পচূর্ণ।

লোমশ বলেন শুন ধর্ম্মের কুমার।
যেমতে খণ্ডিল রাজা ঘোর অন্ধকার॥
গিরিমধ্যে নগেন্দ্র সুমেরু গিরিবর।
প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমেণ দিনকর॥
তাহা দেখি বিন্ধ্যগিরি সক্রোধ হইয়া।
দিনমণি প্রতি তবে বলিল ডাকিয়া॥
যেমত আবর্ত্ত কর সুমেরু শিখরে।
সেইমত প্রদক্ষিণ করহ আমারে॥
সূর্য্য বলে রথে বসি আবর্ত্তন করি।
সৃষ্টি সৃজিলেন যেই সৃষ্টি অধিকারী॥
তাঁর নিয়োজিত পথে করিব ভ্রমণ।
শক্তি নাহি অন্য পথে করিতে গমন।
এত শুনি বিন্ধ্য বলে সক্রোধ বচনে।
দেখি মেরু প্রদক্ষিণ করিবে কেমনে॥
বিষম বাড়িল বিন্ধ্য করিয়া আক্রোশ।
না হয় রবির গতি না হয় দিবস॥
ক্রোধ করি কামরূপী বাড়াইল অঙ্গ।
ব্যাপিল আকাশপথ না চলে বিহঙ্গ॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ হৈল অন্ধকার।
প্রলয় হইল যেন মানিল সংসার॥
দেবগণ মিলিয়া করিল নিবেদন।
না শুনিল বিন্ধ্যগিরি কাহার বচন॥

তবে যত দেবগণ একত্র হইয়া।
অগস্ত্য মুনির পদে নিবেদিল গিয়া॥
চন্দ্র সূর্য্য পথ রুদ্ধ বিন্ধ্যগিরি করে।
তোমা বিনা নাহি দেখি তাহাকে নিবারে॥
রক্ষা কর মুনিরাজ সৃষ্টি হৈল নাশ।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি করিল আশ্বাস॥
বিন্ধ্যগিরি সমীপে চলিল তপোধন।
মুনি দেখি প্রণাম করিল সর্ব্বজন॥
মুনি দেখি বিন্ধ্যগিরি প্রণাম করিল।
ঈষৎ হাসিয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল॥
যাবৎ না আসি আমি দক্ষিণ হইতে।
তাবৎ পর্ব্বত তুমি থাক এইমতে॥
এত বলি মুনিরাজ করিল গমন।
পুনঃ না উত্তরে সে আসিল কদাচন॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত নাহি উঠে।
সৃষ্টি রক্ষা করিলেন অগস্ত্য কপটে॥
পুনঃ জিজ্ঞাসেন তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
কিরূপে শুষিল মুনি সাগর গভীর॥
লোমশ বলেন পূর্ব্বে দৈত্য বেত্রাসুর।
পরাক্রমে জিনিয়া বেড়ায় তিনপুর॥
কালকেয় আদি যত দ্বিতীয় দানব।
বেত্রাসুর সহিত থাকয়ে দুষ্ট সব॥
দৈত্যভয়ে দেবগণ রহিতে নারিল।
ইন্দ্রে অগ্রে করিয়া ব্রহ্মারে নিবেদিল॥
ব্রহ্মা বলে যেই হেতু এলে দেবগণ।
পূর্ব্বে চিন্তিয়াছি আমি তাহার কারণ॥
লোহ দারু মেরু যত আছে অস্ত্রসার।
কোনমতে নহে বেত্রাসুরের সংহার॥
দধীচি মুনির স্থানে করহ গমন।
সবে মিলি বর মাগ শুন দেবগণ॥
প্রসন্ন হইলে যে মাগিবে এই দান।
নিজ অস্থি দিয়া লোকে কর পরিত্রাণ॥
শরীর ত্যজিবে মুনি লোকের কারণ।
তাঁর অস্থি ল'য়ে কর অস্ত্রের সৃজন॥
বজ্র অস্ত্রে ইন্দ্র তারে করিবে প্রহার।
বজ্রাঘাতে বেত্রাসুর হইবে সংহার॥

এত শুনি দেবগণ করিল গমন।
সরস্বতী নদীতীরে আইল তখন॥
মহাতেজোময় মূর্ত্তি দেখি দধীচির।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি জিনি জ্বলন্ত শরীর॥
মুনিরে বেড়িয়া ইন্দ্র আদি দেবগণ।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল অগণন॥
দেবতা সমূহ সর্ব্ব দিকপালগণে।
দেখিয়া দধীচি মুনি ভাবিলেন মনে॥
জানিয়া সকল তত্ত্ব কহে মুনিবর।
কি হেতু আইলা আজি সকল অমর॥
সবাকার হেতু আমি ত্যজিব শরীর।
অস্থি মাংস বিষ্ঠা তনু সহজে অচির॥
হয় হোক ইহাতে লোকের উপকার।
উপকার হীন ব্যর্থ রহে তনু ছার॥
পূর্ব্বভাগ্যে লোককার্য্যে লাগিল শরীর।
এত বলি তনু ত্যাগ হৈল দধীচির॥
হেন উপকার কোথা নাহি করে কেহ।
পরোপকারের জন্য ত্যজে নিজ দেহ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কহ অতঃপর।
অস্থি নিয়া কি কর্ম্ম করিল পুরন্দর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাণ॥

বেত্রাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ।

লোমশ বলেন রাজা কর অবধান।
দেবশিল্পী স্থানে দিলা করিতে গঠন॥
অস্থি ল'য়ে দেবগণ করিল গমন।
বেত্রাসুরে যেইমতে মারে মরুত্বান॥
সে উগ্র প্রকারে বজ্র করিয়া নির্ম্মাণ।
শীঘ্রগতি আনি দিল ইন্দ্র বিদ্যমান॥
বজ্র নিয়া জাগিয়া রহিল পুরন্দর।
হেনকালে আসে বেত্রাসুর দৈত্যেশ্বর॥
প্রলয় দানব দৈত্য সংহতি করিয়া।
সুমেরু শিখর যেন পর্ব্বত বেড়িয়া॥
মার মার শব্দেতে করিয়া কলরব।
প্রলয় সময়ে যেন উথলে অর্ণব॥

পর্ব্বত আয়ুধ কেহ ধরে দৈত্যগণ।
...না অস্ত্র চতুর্দ্দিকে করে বরিষণ॥
...জেন্দ্রে চড়িয়া ইন্দ্র বজ্র লৈয়া হাতে।
...বগণ সহ যান বৃত্রকে মারিতে॥
...দ্র দেখি ঘোরনাদে গর্জ্জে দৈত্যেশ্বর।
...হুঙ্কর নাদেতে কম্পিত চরাচর॥
...কাশ পাতাল যুড়ি মুখ মেলি ধায়।
...খিয়া অমরপতি ভয়েতে পলায়॥
...বগণ সহ ইন্দ্র যান রড়ারড়ি।
...ছু পাছু দৈত্যগণ যায় তাড়াতাড়ি॥
...কাথায় পাইব রক্ষা করি অনুমান।
...ষ্ণুর সদনে গিয়া রাখিলেন প্রাণ॥
...য়ার্ত্ত দেখিয়া আশ্বাসিয়া নারায়ণ।
...পায় চিন্তেন দৈত্যনিধন কারণ॥
...লেন আপন তেজ হরি পুরন্দরে।
বিষ্ণুতেজ পেয়ে পুনঃ চলিল সমরে॥
অন্য দেবগণে তেজ দিল ঋষিগণ।
পুনঃ বেত্রাসুরেতে হইল মহারণ॥
হইল অনেক যুদ্ধ লিখন না যায়।
প্রহারিল বেত্রাসুরে বজ্র দেবরায়॥
বজ্রের ভীষণ শব্দ দৈত্যের গর্জ্জন।
ত্রৈলোক্যের লোক যত হৈল অচেতন॥
বজ্রাঘাতে অসুরের মুণ্ড হৈল চূর্ণ।
অসুর যত ছিল সব পলাইল তূর্ণ॥
...তেক দানব দৈত্য কালকেয়গণ।
প্রবেশিল সমুদ্র ভিতরে সর্ব্বজন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পরম সুখ জন্মে দিব্যজ্ঞান॥

অগস্ত্য মুনির সমুদ্রপান এবং দেবগণের যুদ্ধে অসুরদিগের নিধন।

লোমশ বলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
সমুদ্রে আশ্রয় নিল কালকেয়গণ॥
সমস্ত দিবস থাকে জলের ভিতর।
রাত্রিতে উঠিয়া খায় যত মুনিবর॥
বশিষ্ঠাশ্রমে খাইল সপ্তশত ঋষি।
তিন শত খাইল চব্যনাশ্রমে বসি॥
ভরদ্বাজ আশ্রমে অনেক মুনি ছিল।
রজনীর মধ্যে গিয়া সকলি খাইল॥
উপায় না দেখি আর ব্যাকুল হইয়া।
নারায়ণ স্থানে সবে জানাইল গিয়া॥
সৃষ্টিকর্ত্তা হর্ত্তা তুমি, তুমি শ্রীনিবাস।
তুমি উদ্ধারিবে সবে করিয়াছি আশ॥
বেত্রাসুর মৈল কিন্তু কালকেয়গণ।
লক্ষিতে না পারি তারা আইসে কখন॥
এত শুনি রোষভরে কন পীতাম্বর।
ইহার উপায় আর নাহি পুরন্দর॥
বরুণ আশ্রিত হ'য়ে আছে দুষ্টগণ।
সিন্ধু শুকাইতে সবে করহ যতন॥
পাইয়া বিষ্ণুর আজ্ঞা তবে দেবগণ।
ব্রহ্মার সহিত গেল অগস্ত্য সদন॥
দেবগণ তারে স্তুতি করে যোড়করে।
সঙ্কটেতে তুমি রক্ষা কর বারে বারে॥
নহুষের ভয়ে পূর্ব্বে করিলা নিস্তার।
বিন্ধ্যভয়ে ক্ষিতির খণ্ডিলা অন্ধকার॥
রাক্ষস বধিয়া বিনাশিলা লোকভয়।
এবারে করহ রক্ষা হইয়া সদয়॥
এত শুনি চলিল অগস্ত্য মুনিবর।
সঙ্গেতে চলিল সর্ব্ব অমর কিন্নর॥
অগস্ত্য সমুদ্র পিবে অদ্ভুত কথন।
দেখিতে চলিল যত ত্রৈলোক্যের জন॥
বলিলেন সমুদ্রে নিকটে তপোধন।
তোমায় শুষিব আমি লোকের কারণ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ দেখিবে কৌতুক।
নিমিষে সমুদ্র পান করিব চুম্বুক॥
তবেত অগস্ত্য এক গণ্ডূষে তখন।
ক্ষণমাত্রে সিন্ধুজল করিল শোষণ॥
হইল কুসুমবৃষ্টি মুনির উপরে।
সাধু সাধু বলি শব্দ হৈল দিগন্তরে॥
জলহীন সিন্ধু দেখি যত দেবগণ।
যে যাহার অস্ত্র ল'য়ে ধাইল তখন॥

যতেক অসুরগণে বেড়িয়া মারিল।
কত দৈত্য ক্ষিতি বিদারিয়া প্রবেশিল ॥
হত দৈত্য দেখিয়া নিবৃত্ত দেবগণ।
পুনরপি অগস্ত্যেরে করিল স্তবন ॥
তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল সংসার।
লোকের কণ্টক দৈত্য হইল সংহার ॥
সমুদ্রের জল যে শুষিলা মুনিবর।
পুনরপি সেইজলে পূর রত্নাকর ॥
মুনি বলে তোমরা উপায় কর সবে।
জলপান করিলাম আর কোথা পাবে ॥
এত শুনি দেবগণ বিষণ্ণবদন।
শীঘ্রগতি গেলা সবে ব্রহ্মার সদন ॥
দৈত্যনাশ হেতু সিন্ধু শুষিলা বারুণী।
কিমতে পূরিবে সিন্ধু কহ পদ্মযোনি ॥
ব্রহ্মা বলিলেন দেব যাও সর্ব্বজন।
উপায় নাহিক সিন্ধু পূরিতে এখন ॥
শুষ্কসিন্ধু রহিবেক দীর্ঘকাল যবে।
জ্ঞাতি হেতু ভগীরথ গঙ্গাকে আনিবে ॥
ভগীরথ হইতে পূরিবে জলনিধি।
শুষ্ক রহিবেক সিন্ধু তাবৎ অবধি ॥
শিরেতে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধরের অগ্রজ ॥

সগরবংশোপাখ্যান ও কপিলের শাপে
সগর সন্তান ভস্ম।

এত শুনি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি মুনি সিন্ধু পূরণ কথন ॥
কেবা জ্ঞাতি হেতু ভগীরথের উপায়।
বিস্তারিয়া মুনিরাজ জানাও আমায় ॥
লোমশ বলেন শুন ধার্ম্মিক রাজন।
সগর নামেতে রাজা বাহুর নন্দন ॥
তালজঙ্ঘ হৈহয়াদি রাজা বশ করি।
পৃথিবী পালন করে দুষ্টজনে মারি ॥
পুত্রবাঞ্ছা করি রাজা হইল চিন্তিত।
তপস্যা করিতে গেল ভার্য্যার সহিত ॥
শৈব্যা আর বৈদর্ভী যুগল ভার্য্যা তাঁর।
কৈলাস পর্ব্বতে তপ করে বহুবার ॥
তপোবলে সাক্ষাৎ হইয়া মহেশ্বর।
বলিলেন সগরে মাগিয়া লহ বর ॥
সেই হেতু এই বর মাগিলা রাজন।
দেহ ষাটি সহস্র তনয় ত্রিলোচন ॥
হর বলিলেন বর মাগিলে রাজন।
হইবে তোমার ষাটিসহস্রনন্দন ॥
সময়ে সবাই এককালে হবে ক্ষয়।
বংশরক্ষা করিবেক একই তনয় ॥
শৈব্যার উদরে যেই এক পুত্র হবে।
তাহাতে ইক্ষ্বাকুবংশ উন্নতি পাইবে ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইলেন হর।
সগর চলিয়া গেল আপনার ঘর ॥
দুই ভার্য্যা সহ বাস করে মতিমান।
কতদিনে দোঁহার হইল গর্ভাধান ॥
সময়েতে প্রসব হইল দুইজন।
শৈব্যা প্রসবিল এক সুন্দর নন্দন ॥
বৈদর্ভীর গর্ভে এক অলাবু জন্মিল।
দেখিয়া নৃপতি ফেলাইতে আজ্ঞা দিল ॥
হেনকালে ঘোর রবে হৈল শূন্যবাণী।
কি কারণে বংশত্যাগ কর নৃপমণি ॥
যত বীচি আছে এই লাউর ভিতর।
ঘৃতপূর্ণ হাঁড়িতে রাখহ নৃপবর ॥
ইহাতে পাইবে ষাটি সহস্র নন্দন।
এত শুনি নরপতি রাখে সেইক্ষণ ॥
ঘৃতহাঁড়ি প্রতি এক ধাত্রী নিয়োজিল।
ষাটি সহস্র পুত্র তাহাতে জন্মিল ॥
অশ্বমেধ আরম্ভিল বাহুর নন্দন।
ঘোড়া রাখিবারে নিয়োজিল পুত্রগণ ॥
সসৈন্যে তাহারা ষাটি সহস্র নন্দন।
ঘোড়া রাখিবারে গেল পর্ব্বত কানন ॥
জলহীন সিন্ধু মধ্যে করয়ে ভ্রমণ।
ঘোড়ার রক্ষণে সবে থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
ইন্দ্র বলে আর কেন রাজ্য পাছে যায়।
শত যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল কি হবে উপায় ॥

চুরি করি নিয়ে ঘোড়া রাখে পাতালেতে।
যেখানে কপিল মুনি ছিলেন যোগেতে ॥
কোথা না দেখিয়া অশ্ব চিন্তিত হইয়া।
সগরের স্থানে সবে জানাইল গিয়া ॥
শুনি রাজা দৈববশে করিল উত্তর।
ঘোড়া না আনিয়া কেন আইলি রে ঘর ॥
পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া চলিল সর্ব্বজন।
কোদালি ধরিয়া পৃথ্বী করিল খনন ॥
এইমতে বারিনিধি খনিতে খনিতে।
অশ্ব অন্বেষণে গেল পৃথ্বী পূর্ব্বভিতে ॥
খোয়ে খনিয়া পৃথ্বী বিদার করিল।
পাতালপুরেতে গিয়া সবে প্রবেশিল ॥
তথা গিয়া দেখিল কপিল মহামুনি।
দ্বিগুণ তেজ যেন জলন্ত আগুনি ॥
তাঁহার আশ্রমেতে দেখিয়া হয়বর।
হৃষ্ট হ'য়ে ঘোড়া গিয়া ধরিল সত্বর ॥
অহঙ্কারে মুনিরে করিল অনাদর।
দেখিয়া কপিল মুনি কুপিত অন্তর ॥
বাহিরায় দুই চক্ষু হইতে অনল।
ভস্মরাশি করিলেন কুমার সকল ॥
নারদের মুখে বার্ত্তা পাইল সগর।
শোকাকুল হয় রাজা বিরস অন্তর ॥
দুঃখ হ'য়ে শোকাকুলা চিন্তে নরপতি।
শিববাক্য চিন্তিয়া করিল স্থিরমতি ॥
অংশুমান পৌত্র অসমঞ্জের নন্দন।
তাহারে ডাকিয়া রাজা বলিল বচন ॥
কপিলের শাপে ভস্ম হৈল পুত্রগণ।
যজ্ঞ নষ্ট হইবেক অশ্বের কারণ ॥
পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছি তোমার পিতায়।
তোমা বিনা নাহি দেখি যজ্ঞের উপায় ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
কি হেতু অত্যাজ্য পুত্রে ত্যজিল সগর ॥
মুনি বলিলেন পুত্র শৈব্যাগর্ভে হয়।
যৌবন সময়ে বড় কুকর্ম্ম করয় ॥
দুগ্ধমুখ শিশুগণ ধার হস্তে গলে।
উপরে তুলিয়া ভূমে আছাড়িয়া ফেলে ॥
একত্র হইয়া তবে যত প্রজাগণ।
সগর রাজার প্রতি কৈল নিবেদন ॥
তাতরূপে আমা সবা করহ পালন।
দুষ্ট দৈত্য পরচক্রে করহ তারণ ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আজ্ঞা দিল যত প্রজাগণে।
গ্রাম হৈতে বাহির করহ এইক্ষণে ॥
এইমত নিজ পুত্রে ত্যজিল সগর।
পৌত্রে যে কহিল রাজা শুন নরবর ॥
তোমা বিনা কুলাঙ্কুর কেহ নাহি আর।
যজ্ঞবিঘ্ন নরক হইতে কর পার ॥
পিতামহ বচন শুনিয়া অংশুমান।
যথায় কপিল মুনি গেল সেই স্থান ॥
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
তুষ্ট হ'য়ে বলিলেন কি চাহ রাজন ॥
এত শুনি অংশুমান কহে যোড়করে।
কৃপা যদি কর প্রভু দেহ অশ্ববরে ॥
দ্বিতীয়ে মাগিল পিতৃগণের সদ্গতি।
বাঞ্ছা পূর্ণ হউক বলিল মহামতি ॥
সত্যশীল ক্ষমাশীল ধর্ম্মে তব জ্ঞান।
তব পিতা হৈতে সগর পুত্রবান ॥
মম ক্রোধে দগ্ধ যত সগর কুমার।
তব পৌত্র করিবেক সবার উদ্ধার ॥
শিবে তুষ্ট করিয়া আনিবে সুরধনী।
যজ্ঞ সাঙ্গ কর অশ্ব লইয়া এখনি ॥
মুনিরে প্রণাম করি ল'য়ে অশ্ববর।
অংশুমান দিল পিতামহের গোচর ॥
আলিঙ্গন দিয়া বহু করিল সম্মান।
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা কৈল সমাধান ॥
পৌত্রে রাজ্য দিয়া শেষে গেল তপোবন।
অংশুমান শাসিলেক সকল ভুবন ॥
হইল দিলীপ নামে তাঁহার নন্দন।
দেখি আনন্দিত বড় হইল রাজন ॥
দিলীপ পাইল নিজ পিতৃ-সিংহাসন।
শুনিল কপিল-ক্রোধে দগ্ধ পিতৃগণ ॥
গঙ্গা হেতু তপস্যা করিল বহুকাল।
তথাপি আনিতে গঙ্গা নারিল ভূপাল ॥

তাঁহার নন্দন মহারথ ভগীরথ।
যার যশ-কর্পূরে পূরিল ত্রিজগৎ ॥
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিতৃগণ।
লোকমুখে শুনিয়া চিন্তিত রাজন ॥
মন্ত্রীরে করিয়া রাজা রাজ্য সমর্পণ।
গঙ্গার উদ্দেশে গেল দিলীপ-নন্দন ॥

গঙ্গাবতরণ ও সগর-সন্তানগণের উদ্ধার।

হিমালয়ে গিয়া মহাতপ আরম্ভিল।
কঠোর তপেতে সব তপস্বী তাপিল ॥
ফলাহার পত্রাহার কৈল বাতাহার।
অনাহারে তপ কৈল অস্থিচর্ম্মসার ॥
দেবমানে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্ট গঙ্গা আইলেন দিতে বর ॥
গঙ্গা বলিলেন রাজা কেন তপ কর।
প্রীত হইলাম আমি মাগি লহ বর ॥
জাহ্নবীর বাক্য শুনি হৈল হৃষ্টমন।
করযোড়ে কহিলেন দিলীপ-নন্দন ॥
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিতৃগণ।
তাঁ সবার মুক্তি হেতু করি আরাধন ॥
যাবৎ তোমার জল না হয় সেচন।
তাবৎ সদ্গতি না পাইবে পিতৃগণ ॥
তোমার চরণে এই করি নিবেদন।
উদ্ধার করহ মাতা মম পিতৃগণ ॥
যদি কৃপা করিলা গো মাগি তব পায়।
আপনি তথায় গিয়া উদ্ধার সবায় ॥
গঙ্গা বলে তব প্রীতে যাইব তথায়।
মম বেগ সহে হেন করহ উপায় ॥
গগন হইতে চ্যুত হইব যখন।
মম বেগ সহে হেন নাহি অন্যজন ॥
এত শুনি ভগীরথ করিল গমন।
কৈলাস শিখরে শিবে করিল স্তবন ॥
তপস্যাতে হইলেন তুষ্ট দিগম্বর।
গঙ্গা ধরিবারে ভগীরথ মাগে বর ॥
নিজ ইষ্ট জানি তুষ্ট হ'য়ে মহেশ্বর।
প্রীতিতে বলেন চল যাব নৃপবর ॥

হিমালয় পর্ব্বতে কহেন উমাপতি।
আনহ কোথায় আছে তব হৈমবতি ॥
ভববাক্যে ভগীরথ গঙ্গা চিন্তা করে।
জানিলেন ব্রহ্মলোকে গঙ্গা তা অন্তরে ॥
আকাশ হইতে গঙ্গা দেখি শূলপাণি।
পড়িবেন হরশিরে করি ঘোর ধ্বনি ॥
মকর কুম্ভীর মীন পূর্ণ মহাজলে।
মুক্তামালা শোভে যেন চন্দ্রচূড় গলে ॥
শিবশির হৈতে গঙ্গা হৈলেন ত্রিধারা।
একধারা আসিয়া পড়িল বসুন্ধরা ॥
স্বর্গেতে যে ধারা তার মন্দাকিনী খ্যাতি।
মর্ত্ত্যে অলকানন্দা পাতালে ভোগবতী ॥
ভগীরথ প্রতি বলিলেন ভাগীরথী।
তোমার কারণ আমি আইলাম ক্ষিতি ॥
পিতৃগণ তোমার আছয়ে কোন্ দিকে।
কোন্ পথে যাইব চলহ মম আগে ॥
আজ্ঞামাত্র আগে যান দিলীপনন্দন।
কলকল শব্দে গঙ্গা চলিল তখন ॥
হিমালয় পর্ব্বতে হইল উপনীত।
পথ না পাইয়া গঙ্গা হইল ভাবিত ॥
অতঃপর ঐরাবতে কর রাজা ধ্যান।
নতুবা কেমনে বল হইবে পয়াণ ॥
গঙ্গাবাক্যে ঐরাবতে করিলেন স্তুতি।
স্তবে তুষ্ট হইয়া আইল গজপতি ॥
রাজা বলে মহাশয় নিস্তার এ দায়।
গিরি বিদারিয়া পথ দেহ গঙ্গা মায় ॥
শুনি করী দুষ্টমতি বলিল রাজারে।
পথ করি দিতে পারি যদি ভজে মোরে
কর্ণে হাত দিয়া রাজা আইল সত্বর।
ছলেতে জানায় সব পশুর উত্তর ॥
যাও বাছা ভগীরথ কহিবে করীরে।
বেগে দাণ্ডাইলে আমি ভজিব অচিরে ॥
মাতঙ্গ নিকটে গিয়া বলে ভগীরথ।
শুনি করী শীঘ্রগতি করি দিল পথ ॥
গিরিখণ্ড করি দন্তে টানিয়া ফেলিল।
মহাবেগে মহাধারা গমন করিল ॥

সম্মুখে পড়িয়া হস্তী ভাসিয়া চলিল ।
আছাড়ে বিছাড়ে তার প্রাণমাত্র ছিল ॥
স্তব করে গজবর ত্রাহি ত্রাহি ডাকে ।
বলে মাগো পশু আমি কি কব তোমাকে ॥
ভাগীরথী দয়া করি রাখিল জীবন ।
প্রাণভয়ে ঐরাবত পলায় তখন ॥
বেগেতে চলিল গঙ্গা আনন্দিত মনে ।
উপনীতা হৈলা জহ্নুমুনির সদনে ॥
দেখিয়া গঙ্গারে মুনি করিলেন পান ।
গঙ্গা না দেখিয়া রাজা হৈল হতজ্ঞান ॥
মুনিবরে স্তব করে কাতর অন্তরে ।
তুষ্ট হ'য়ে মুনিবর গঙ্গা দিল পরে ॥
চিরিয়া আপন হাঁটু বাহির করিল ।
জাহ্নবী হইল নাম, সর্ব্বত্র ঘোষিল ॥
কলকল শব্দে হয় গঙ্গার পয়াণ ।
কত শত লোক তরে নাহি পরিমাণ ॥
তাহা দেখি হরষিত দিলীপ-নন্দন ।
বেগেতে আইল গঙ্গা কপিল সদন ॥
যথায় আছিল ভস্ম সগর-সন্তান ।
পরশে পরম জল বৈকুণ্ঠে প্রস্থান ॥
পিতৃগণ মুক্তি দেখি আনন্দ অপার ।
প্রণাম করিয়া নাচে দিলীপ-কুমার ॥
ভগীরথ হৈতে সমুদ্রেতে হৈল জল ।
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু সকল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীদাস বিরচিল সগর-আখ্যান ॥

পরশুরামের দর্পচূর্ণ ।

লোমশ বলেন এই মহাতীর্থ স্থান ।
পরশনে হয় তার বৈকুণ্ঠে প্রস্থান ॥
পূর্ণ গঙ্গা এই স্থানে বিন্দুসর নাম ।
যেই স্থানে হতবীর্য্য হইলেন রাম ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন কহ তপোধন ।
হইলেন হতবীর্য্য রাম কি কারণ ॥
লোমশ বলিল পূর্ব্বে নাম দাশরথি ।
বিষ্ণু-অংশে চারি ভাই রঘুকুলপতি ॥
লক্ষ্মী অংশে জন্মিলেন জনক-নন্দিনী ॥
তাঁহার বিবাহে পণ কৈল নৃপমণি ॥
ধূর্জ্জটির ধনুর্ভঙ্গ যে জন করিবে ।
তাহারে আমার কন্যা জানকী বরিবে ॥
দেশে দেশে বার্ত্তা দিল জনক রাজন ।
বিশ্বামিত্র স্থানে রাম করেন শ্রবণ ॥
যজ্ঞরক্ষা করিলেন রাক্ষস মারিয়া ।
সীতা লভিলেন রাম ধনুক ভাঙ্গিয়া ॥
সীতা ল'য়ে যান রাম অযোধ্যানগর ।
পথেতে ভেটিল কুলান্তক ভৃগুবর ॥
দুর্জ্জয় ধনুক বামে দক্ষিণে কুঠার ।
পৃষ্ঠে শর তূণ তার শিরে জটাভার ॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড শরীর ।
কর্কশ বচনে কহে চাহি রঘুবীর ॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গি তোর এত অহঙ্কার ।
সীতারে লইয়া যাস অগ্রেতে আমার ॥
না জানিস ভৃগুরাম ক্ষত্রিয় কোঙর ।
ক্ষণেক তিষ্ঠহ বুঝি পরাক্রম তোর ॥
তিন সপ্তবার ক্ষত্র করেছি নিধন ।
নিক্ষত্র করিয়া ধরা, করেছি তর্পণ ॥
এত বলি দুর্জ্জয় ধনুক দিল ফেলি ।
দিলেন ধনুকে গুণ রাম মহাবলী ॥
রাম বলিলেন জমদগ্নির নন্দন ।
ধনুকেতে গুণ দিনু কি করি এখন ॥
ইহা শুনি ভৃগুপতি দিল দিব্য শর ।
শর সহ বিষ্ণুতেজ দিল রঘুবর ॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু কহে দাশরথী ।
কোথায় মারিব অস্ত্র কহ ভৃগুপতি ॥
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু মম বধ্য নহ ।
অব্যর্থ আমার অস্ত্র কোথা মারি কহ ॥
স্তুতি করি বলিলেন ভৃগুর কুমার ।
অস্ত্র মারি স্বর্গপথ রুদ্ধহ আমার ॥
একবাণে স্বর্গরোধ করেন তাঁহার ।
পরশুরামের গেল যত অহঙ্কার ॥
মুনি বলে কহিলাম রামের আখ্যান ।
কাশীদাস বিরচিল শুনে পুণ্যবান ॥

শ্যেন কপোত উপাখ্যান।

লোমশ বলেন ডাকি ধর্ম্মের নন্দনে।
শ্যেন-কপোতের কথা করহ শ্রবণে ॥
এই বিতস্তা নদী শিবিরাজ্য দেশে।
সারস সারসী ক্রীড়া করিছে উল্লাসে ॥
উশনীর নামে নৃপ আছিল তথায়।
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ইন্দ্র পরাভব পায় ॥
অগ্নি সনে যুক্তি করি অতি সঙ্গোপনে।
শ্যেন ও কপোত রূপে ছলিতে রাজনে ॥
ধরিল কপোতরূপ দেব হুতাশন।
দেবরাজ শ্যেন রূপ করিল ধারণ ॥
সভাতলে যজ্ঞে ব্রতী আছিল রাজন্।
শ্যেন ভয়ে কপোতক লইল শরণ ॥
ছদ্মবেশী কপোতক কহিল রাজায়।
লইনু শরণ প্রভু রাখ মোর দায় ॥
কপোতে ব্যাকুল হেরি কহে উশীনর।
তোমারে রক্ষিতে প্রাণ দিব কলেবর ॥
শ্যেন আসি কহে নৃপ একি আচরণ।
মোর ভক্ষ্য রক্ষ তুমি কিসের কারণ ॥
রাজা বলে পক্ষীরাজ কি করিব আমি।
অনর্থক না বুঝিয়া নিন্দ মোরে তুমি ॥
কপোত প্রাণের ভয়ে ল'য়েছে শরণ।
কেমনে কালের করে করিব অর্পণ ॥
শ্যেন বলে মহারাজ করহ শ্রবণ।
ক্ষুধায় আকুল আমি না স্বরে বচন ॥
ক্ষণেক বিলম্ব হইলে যাবে মম প্রাণ।
এত শুনি সকাতরে কহিল রাজন ॥
অন্য খাদ্য খাও তুমি রহিবে জীবন।
বৃষ মৃগ ছাগ মেষ যাহা আকিঞ্চন ॥
শ্যেন বলে অন্য মাংস নাহি মোরা খাই।
কপোত মোদের খাদ্য দেহ মোরে তাই ॥
কপোত যদ্যপি তব স্নেহের ভাজন।
নিজ মাংস দাও মোরে কপোত সমান ॥
তব মাংস কপোতের তুল্য যদি হয়।
সেই মাংসে তৃপ্ত হব শুন মহাশয় ॥

উশনারের মাংস দান ও স্বর্গে গমন।

উশীনর নৃপমণি, আশ্রিতে রক্ষিনু জানি,
তুলাযন্ত্র আনিয়া সত্বরে।
উরুদেশ খণ্ড করি, মাংস দেয় তুল্য করি,
কপোতের তুল্য করিবারে ॥
দেয় মাংস রাশি রাশি, তবু হয় ভার বেশি,
হুতাশন কপোতের ভারে।
ক্ষণকাল চিন্তা করি, উশনীর হরি স্মরি,
তুলে বৈসে নিজে ত্বরা করে ॥
হেরি হেন নৃপ মতি, শ্যেনরূপী সুরপতি,
কহিলেন শুনহে রাজন।
সুরপতি মম নাম, রাজ্য করি সুরধাম,
কপোত বেশেতে হুতাশন ॥
ধার্ম্মিকতা দেখিবারে,মোরা দোঁহে ছল ক'রে,
আসিয়াছি তোমার সদন।
হেরি তব ধর্ম্ম নিষ্ঠ, হইলাম বড় তুষ্ট,
কহি শুন মোদের বচন ॥
নর জ্বালা হৈল নাশ, স্বশরীরে স্বর্গবাস,
হৈল তব শুন নরপতি।
ত্যজিয়া সংসার মায়া, ধরিয়া দেবের কায়,
চল চল মোদের সংহতি ॥
শূন্য হ'তে রথ আসে, চলিল অমর বাসে,
যজ্ঞের প্রভাবে উশীনর।
অপ্সরী যোগিনী কত, দেবাদি কিন্নরা যত
পুষ্প বৃষ্টি করেন অমর ॥

ভীমের পদ্মান্বেষণে গমন ও হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
চারি ভাই কি কর্ম্ম করিল অতঃপর ॥
স্বর্গেতে রহিয়া কি করিল ধনঞ্জয়।
কত দিনে একত্র সবার মিল হয় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবর।
কৃষ্ণাসহ কাম্যবনে চারি সহোদর ॥

যত দ্বিজবর ধৌম্য লোমশ সংহতি ।
ছয় রাত্রি হেথায় রহিল ধর্ম্মপতি ॥
একদিন দেখ তথা দৈবের ঘটন ।
বহিল উত্তরদিকে মন্দ সমীরণ ॥
সুগন্ধ সুন্দর বায়ু অতি সুশীতল ।
পদ্মগন্ধে পূরিল সকল বনস্থল ॥
আমোদে করিল মুগ্ধ সবাকার মন ।
পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন ॥
উত্তরমুখেতে সবে করে অনুমান ।
যোগের সাধনে যেন যোগীর ধেয়ান ॥
কোনমতে কেহ না জানিল নিরূপণ ।
লোমশেরে জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
ইহার বৃত্তান্ত যদি কহ মুনিবর ।
কোথা হৈতে আসিতেছে গন্ধ মনোহর ॥
কোন্ মত পুষ্প সে কোথায় উপবন ।
চেষ্টায় পাইব কিংবা অসাধ্য সাধন ॥
মুনি বলে আছে গন্ধমাদন পর্ব্বত ।
সরোবরে আছে তাহে পুষ্প শত শত ॥
কুবেরের পুষ্প সেই অতি মনোহর ।
রক্ষক আছয়ে লক্ষ লক্ষ অনুচর ॥
স্বর্গের পুষ্প সেই গন্ধের অবধি ।
চেষ্টায় হইবে প্রাপ্তি বাঞ্ছা কর যদি ॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি কহিলেন মুনি ।
ব্যগ্র হৈয়া ভীমেরে কহিল যাজ্ঞসেনী ॥
আমা প্রতি শ্রদ্ধা যদি তোমার আছয় ।
অষ্টোত্তর শত পুষ্প দেহ মহাশয় ॥
ঈশ্বরে পূজিব আমি করি এ বাসনা ।
তোমার কৃপায় যদি পূরে সে কামনা ॥
তোমার অসাধ্য নাহি এ তিন ভুবনে ।
মনোযোগ করহ আমার নিবেদনে ॥
দ্রৌপদীকে ব্যাকুলা দেখিয়া বৃকোদর ।
অনুমতি লইলেন ধর্ম্মের গোচর ॥
বন্দনা করিয়া যত ব্রাহ্মণমণ্ডলী ।
ধর্ম্মেরে প্রণাম করে, করি কৃতাঞ্জলি ॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে দেবের আলয় ।
কাহার সহিত যেন বিরোধ না হয় ॥

যাও শীঘ্র ত্বরা করি এস ভ্রাতৃবর ।
শুনিয়া উত্তরে যান বীর বৃকোদর ॥
দেখিল সুন্দর বন ছায়া সুশীতল ।
দিব্য সরোবর তথা সুবাসিত জল ॥
কতদূরে দেখি বীর কদলীর বন ।
চলিছে উত্তর পথে পবন নন্দন ॥
প্রবেশিয়ে দেখে বনে সুপক্ক কদলী ।
করিল উদরপূর্ণ ভীম মহাবলী ॥
মারিল যতেক পশু নাহি তার অন্ত ।
সেই বনে আছিল দুরন্ত হনুমন্ত ॥
ভাঙ্গিল কদলীবন করি অনুমান ।
ক্রোধভরে শীঘ্রগতি করিল পয়ান ॥
দেখিয়া জানিল এই মম ভ্রাতৃবর ।
নতুবা এমন দর্প করে কোন্ নর ॥
জানি ছদ্ম করিল পবন অঙ্গজনু ।
হইল সত্বর জীর্ণ অতি ক্ষীণ তনু ॥
ব্যাধিতে পীড়িত অঙ্গ অস্থিচর্ম্ম সার ।
পড়িল পথেতে গিয়া ভীম আগুসার ॥
দুদিকে কণ্টক বন নাহি পরিমাণ ।
মধ্যপথ যুড়িয়া রহিল হনুমান ॥
হেনকালে উপনীত ভীম মহাবল ।
দেখিলেন পথে পড়ে বানর দুর্ব্বল ॥
ভীম বলিলেন পথ ছাড় রে বানর ।
আবশ্যক কার্য্য আছে যাইব সত্বর ॥
শুনিয়া ভীমের [illegible]
মায়া করি [illegible] ॥
ধীরে ধীরে কহিলেন [illegible]
জিজ্ঞা[illegible] করয়ে [illegible] ॥
কে তুমি [illegible]
জরাযুক্ত [illegible] ॥
নড়িতে নাহিক শক্তি [illegible] ।
লঙ্ঘিয়া গমন কর [illegible] মহাবীর ॥
এতেক শুনিয়া ভীম [illegible] মনে মন ।
সকল শরীরে আত্মারূপী নারায়ণ ॥
ইহারে লঙ্ঘিয়া আমি যাইব কেমনে ।
এতেক বিচারি তবে কহে হনুমানে ॥

ধার্ম্মিক বানর তুমি বৃদ্ধ পুরাতন।
অনীতি করিতে যুক্তি দাও কি কারণ॥
শুনিয়াছি শাস্ত্রে হেন আছে বিবরণ।
যত্র জীব তত্র শিব জপে নারায়ণ॥
দেখিয়া শুনিয়া কেন করিব দুর্নীতি।
লঙ্ঘিয়া যাইতে বল নাহি ধর্ম্মে মতি॥
হনুমান বলিলেন আমি যে বানর।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কোথা পশুর গোচর॥
তবে ভীম অবজ্ঞা করিয়া বাম হাতে।
ধরিয়া তুলিতে যান নারিলা তুলিতে॥
বিস্ময় মানিয়া তবে বীর বৃকোদর।
শক্ত করি ধরিলেন দিয়া দুই কর॥
যতেক আপন শক্তি কৈল প্রাণপণ।
মহাশ্রমে নাড়িতে নারিল কদাচন॥
বহিল অঙ্গেতে ঘাম হইল ফাঁপর।
বিনয় পূর্ব্বক কয় যুড়ি দুই কর॥
কে তুমি দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
রাক্ষস মনুষ্য কিংবা হবে নাগেশ্বর॥
জানিলাম মম দর্প নাশিতে বিশেষে।
ছলিতে আইলে বৃদ্ধ বানরের বেশে॥
চন্দ্রবংশে জন্ম রাজা পাণ্ডু মহামতি।
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মম পবন-সন্ততি॥
ভীমসেন নাম মম জান মহাশয়।
মম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়॥
রাজ্য ধন নিয়া শত্রু পাঠাইল বনে।
তপস্বীর বেশে ভ্রমি ভাই পঞ্চজনে॥
কহিলাম নিজ কথা তোমার অগ্রেতে।
সম্প্রতি যাইব গন্ধমাদন পর্ব্বতে॥
আনিব সুবর্ণ পদ্ম ঈশ্বরের হেতু।
পাঠাইয়া দিল মোরে ভাই ধর্ম্মসেতু॥
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
প্রসন্ন হইয়া তবে কহিল মারুতি॥
জিজ্ঞাসিলে শুনহ আমার বিবরণ।
কেশরীর ক্ষেত্রে জন্ম পবন-নন্দন॥
রামকার্য্য হেতু মোরে সৃজিল বিধাতা।
হনুমান নাম মোর রাখিলেন পিতা॥
এতেক শুনিয়া তবে ভীম মহাবল।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতল॥
বলিলেন অপরাধ ক্ষমহ গোঁসাই।
যুধিষ্ঠির তুল্য তুমি মম জ্যেষ্ঠ ভাই॥
নিজ মূর্ত্তি মহাশয় করিয়া প্রকাশ।
পূরাও আমার যে মনের অভিলাষ॥
শুনিয়া হাসিয়া তবে হনুমান বীর।
দেখিতে দেখিতে হৈল পূর্ব্বের শরীর॥
মনের আবেশে বাড়ে বীর হনুমন্ত।
কি দিব উপমা যেন পর্ব্বত জ্বলন্ত॥
মূর্চ্ছাগত হৈয়া ভীম পড়ে ভূমিতলে।
তথাপিও মহাবীর বাড়ে কুতূহলে॥
ঊর্দ্ধে লক্ষ যোজন হইল পদ নখ।
ব্রহ্মাণ্ড উপরে গিয়া ঠেকিল মস্তক॥
বিশেষে দেখিয়া দুঃখ বীর বৃকোদর।
পূর্ব্বমত ক্ষুদ্র দেহ হৈল মায়াধর॥
আশ্বাসিয়া ভীমেরে করিল সচেতন।
মৃতদেহে সঞ্চারিল যেমন জীবন॥
বৃকোদর কহে দাণ্ডাইয়া যোড়করে।
বিস্তর বিনয় করি বানর-ঈশ্বরে॥
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আমার পরম শত্রু আছে দুর্য্যোধন॥
বনবাস উপশমে যদি যুদ্ধ হয়।
সেইকালে সাহায্য করিবা মহাশয়॥

ভীমের সহিত যক্ষগণের যুদ্ধ ও পুষ্প আহরণ।

অতঃপর ভীম, পরাক্রমে যম,
চলিল উত্তর পথে।
দুই ভিতে যত, আছয়ে পর্ব্বত,
নানাবর্ণ বৃক্ষ তাতে॥
পরম কৌতুকে, আপনার সুখে,
স্বচ্ছন্দে গমনে যায়।
মহাবলবান, কি করে সন্ধান,
কে বুঝিবে অভিপ্রায়॥
কত দিনান্তর, গন্ধ গিরিবর,
বন উপবন শোভা।

উচ্চ সব শাখা, বিস্তারে অলেখা,
নব জলধর আভা ॥
সপ্ত শৃঙ্গ তথা, শোভা করে যথা,
তাহে নানা তরুগণ।
পবন-নন্দন, আনন্দিত মন,
সুখে কৈল আরোহণ ॥
প্রতি শৃঙ্গে পক্ষ, মৃগ লক্ষ লক্ষ,
পশুগণ অগণিত।
নানা পুষ্প বনে, মধুকরগণে,
মধুপানে আনন্দিত ॥
কোকিল কাকুলি, গুঞ্জরিছে অলি,
বিবিধ বিহঙ্গ রব।
দেখে নানা স্থানে, সকল সোপানে,
দেবের আশ্রম সব ॥
তাহার উত্তর, রম্য সরোবর,
সুবর্ণ পঙ্কজ বন।
দক্ষিণ পবন, বহে অনুক্ষণ,
আমোদে মোহিত মন ॥
গন্ধ অনুসারে, চলিল উত্তরে,
পুষ্প হেতু মহাবুদ্ধি।
দেখি সরোবর, বীর বৃকোদর,
জানিল যে কার্য্যসিদ্ধি ॥
সুবাসিত জলে, কনক কমলে,
মধুপান করে ভৃঙ্গ।
তথা লাখে লাখ হংস চক্রবাক,
বিহরে রমণী সঙ্গ ॥
কারণ্ডব বৃন্দ, পরম আনন্দ,
সবাই সানন্দ হ'য়ে।
মজি মনোভবে, কেলি করে সবে,
নিজ পরিবার ল'য়ে ॥
তথা লক্ষ লক্ষ, যক্ষরাজ পক্ষ,
আছয়ে রক্ষক লক্ষ।
মানিয়া বিস্ময়, ভীমসেন কয়,
কখন এ নহে লক্ষ্য ॥
নির্ভয় শরীর, বৃকোদর বীর,
দেখিয়া নির্ম্মল জল।

স্নান করি হৃষ্ট, পূজা কৈল ইষ্ট,
কৌতুকে তু'লে কমল ॥
দেখি পরস্পর, কহে অনুচর,
কুবের কিঙ্কর যত।
দেবের উদ্যানে, ভয় নাহি মনে,
দেখি যে অজ্ঞানবত ॥
কেহ বলে উঠ, না করিহ হঠ
কমল কনক ফুল।
অল্পতর প্রাণ, মানুষ অজ্ঞান
কি জানে ইহার মূল ॥
কেহ সাধুজন, মধুর বচন
কহে ভীমসেন প্রতি।
কহ মহামতি, কাহার সন্ততি
কি হেতু হেথা আগতি ॥
এই সরোবর, যক্ষের ঈশ্বর
ঈশ্বর ইহার হয়।
দেখি সাধু হেন, ভাল মন্দ জান
কারে নাহি কর ভয় ॥
ভীম বলে মোর, নাম বৃকোদর
পাণ্ডুর নন্দন আমি।
ভয় নাহি মনে, এ তিন ভুবনে
স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র ভ্রমি ॥
ক্ষিতিপাল শ্রেষ্ঠ, মম ভাই জ্যেষ্ঠ
যুধিষ্ঠির মহারাজা।
পুষ্প অনুসারে, পাঠান আমারে
করিবেন দেবপূজা ॥
পুষ্প লৈয়া আমি, যাব শীঘ্রগামী
করিতে ঈশ্বর-সেবা।
অন্য কর্ম্ম নয়, কি কারণে ভয়
এমত দুর্ব্বল কেবা ॥
অনুচর কয়, যাও মহাশয়
যক্ষরাজে গিয়া বল।
নহিলে বলহ, করিবে কলহ
তবে কি হইবে ভাল ॥
হাসি বৃকোদর, কহে ওহে চর
কি হেতু যাইবে তথা।

আসিয়া পাণ্ডব, পুষ্প নিল সব,
কহ গিয়া এই কথা ॥
ভীম মহাবল, তোলয়ে কমল,
না মানিল যদি মানা।
কুবের কিঙ্কর, হাতে ধনুঃশর,
রুষিল সকল সেনা ॥
ভীমের উপর, সবে এড়ে শর,
বৃষ্টি হেন পড়ে কায়।
ক্রোধে বৃকোদর, উঠিয়া সত্বর,
মারিল বৃক্ষের ঘায় ॥
মারিল যতেক, কহিব কতেক,
যে কিছু আছিল শেষ।
কান্দি উচ্চৈস্বরে, কহিল কুবেরে,
নিশ্চয় মজিল দেশ ॥
র একজন, বিকৃতি লক্ষণ,
মারিয়া রক্ষক কুল।
রিলেক হত, সরোবরে যত,
আছিল কমল ফুল ॥
হে নাম মোর, বীর বৃকোদর,
পাণ্ডু নৃপতির সুত।
ুন মহাশয়, কহিনু নিশ্চয়,
যক্ষকুল হৈল হত ॥
হে যক্ষরাজ, দ্বন্দ্বে নাহি কাজ,
তনয় অধিক হয়।
আমার উত্তর, কহিয়া সত্বর,
পুষ্প দেহ যত চায় ॥
আসি চরগণে, মধুর বচনে,
সান্ত্বাইল ভীমসেনে।
হথা ধর্ম্মসুত, ত্রিবিধ উৎপাত,
দেখয়ে শর্ব্বরী দিনে ॥
উচাটন মতি মুনিগণ প্রতি,
করিলেন নিবেদন।
কহ মুনিবর, ভাই, বৃকোদর,
না আইল কি কারণ ॥
মুনিগণ কয়, না করিহ ভয়,
ভীমে কে হিংসিতে পারে।
কহে যুধিষ্ঠির, প্রাণ নহে স্থির,
যাবৎ না দেখি তারে ॥

ভীমান্বেষণের যুধিষ্ঠিরের যাত্রা।

যুধিষ্ঠির বলে মুনি কর অবধান।
ভীমের বিলম্বে মম ব্যাকুলিত প্রাণ ॥
অস্ত্রশিক্ষা হেতু পার্থ স্বর্গেতে রহিল।
মিথ্যা কার্য্যে পুষ্প হেতু ভীমসেন গেল ॥
ব্যস্ত প্রাণ, না দেখিয়া দোঁহাকার মুখ।
বিধি দেয় দুঃখের উপর আরো দুঃখ ॥
এত বলি ঘটোৎকচে করেন্ স্মরণ।
স্মরণ করিবামাত্র ভীমের নন্দন ॥
আসিয়া সবার পদে করিল প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল নরপতি ॥
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বদন তোমার।
মন দিয়া শুন বাপু কহি সমাচার ॥
পুষ্প হেতু গেল ভীম জনক তোমার।
চারিদিন না পাই তাহার সমাচার ॥
এই হেতু চিন্তা সদা হতেছে আমার।
ঘটোৎকচ এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার ॥
প্রাণের অধিক মম বৃকোদর ভাই।
শীঘ্রগতি চল তথা যাইব সবাই ॥
আমারে লইবে আর ভাই দুইজন।
সকল বর্ণের গুরু লইবে ব্রাহ্মণ ॥
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা জননী তোমার।
সে কারণে লইতে আমার অঙ্গীকার ॥
ঘটোৎকচ বলে দেব তোমার আজ্ঞায়।
পৃথিবী বহিতে পারি কত বড় দায় ॥
মম পৃষ্ঠে আরোহণ কর সর্ব্বজনে।
তোমার প্রসাদে তথা যাইব এক্ষণে ॥
এত শুনি তুষ্ট হ'য়ে ধর্ম্মের নন্দন।
প্রশংসা করিয়া বহু দেন আলিঙ্গন ॥
আরোহণ কৈল অগ্রে ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
কৃষ্ণা সহ তিন ভাই বসে কুতূহলী ॥
চলিল ভীমের পুত্র ভীমপরাক্রম।
অনায়াসে গমনে তিলেক নাহি শ্রম ॥

এইমত অল্পদিনে রাজা যুধিষ্ঠির।
উপনীত যথা আছে বৃকোদর বীর॥
দেখিল অনেক সৈন্য কুবের-কিঙ্কর।
যুদ্ধেতে লইল প্রাণ বীর বৃকোদর॥
ক্রীড়ায় কৌতুকী মন ভীম মহামতি।
হেনকালে দেখিল আগত ধর্ম্মপতি॥
লোমশ ধৌম্যের কৈল চরণ বন্দন।
মাদ্রীপুত্র দুইজনে কৈল আলিঙ্গন॥
মধুর সম্ভাষে তুষ্ট কৈল যাজ্ঞসেনী।
ভীমে সম্বোধিয়া কহে ধর্ম্ম নৃপমণি॥
শুন ভাই তব যোগ্য নহে এই কর্ম্ম।
দেব দ্বিজ হিংসা নহে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
হেন কর্ম্ম কভু নাহি করিবে সর্ব্বথা।
কিছু না কহিয়া ভীম রহে হেঁটমাথা॥
দিন কত তথায় রহিল সর্ব্বজন।
এক দিন শুন তথা দৈবের ঘটন॥
মৃগয়া করিতে ভীম গেল দূর বনে।
ধৌম্য পুরোহিত গেল সরোবর স্নানে॥
লোমশ পুষ্পের হেতু প্রবেশিল বন।
অসহায় আশ্রমে আছেন চারিজন॥
হেনকালে জটাসুর বকের বান্ধব।
ভীমের পরম শত্রু জানিয়া পাণ্ডব॥
সেবা হেতু আশ্রয় করিল সেই বন।
ছিদ্র চাহি সাবধানে থাকে অনুক্ষণ॥
না পারে লঙ্ঘিতে দুষ্ট ভীমে করি ভয়।
[illegible] রক্ষক-মন্ত্র ব্রাহ্মণ পড়য়॥
দৈবযোগে সেই দিন দেখি শূন্যালয়।
শীঘ্রগতি আসিয়া রাক্ষস দুরাশয়॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি গভীর গর্জ্জনে।
কহিতে লাগিল দুষ্ট ধর্ম্মের নন্দনে॥
আরে পাপমতি দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাণ্ডব।
হিড়িম্বক আদি মম বন্ধু ছিল সব॥
সবারে মারিল দুষ্ট ভীম তোর ভাই।
সেই অনুতাপে আমি নিদ্রা নাহি যাই॥
সুবাঞ্ছিত ফল আজি বিধাতা ঘটাল।
এ কারণে চারিজন একত্রে মিলিল॥
নিশ্চয় নিধন আজি করিব সবাকে।
ভীমার্জ্জুন মরিবেক তোমাদের শোকে॥
নিপাত হইল শত্রু কাল হৈল পূর্ণ।
এতেক কহিয়া দুষ্ট ধরিলেক তূর্ণ॥
পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া শীঘ্রগতি।
ভীমে ভয় করিয়া পলায় দুষ্টমতি॥

জটাসুর বধ এবং পাণ্ডবদিগের বদরিকাশ্রম যাত্রা।

যুধিষ্ঠির বলিলেন রাক্ষস অধম।
বুঝিলাম স্মরণ করিল তোরে যম॥
অহিংসক জনে হিংসা করে যেইজন।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন॥
না বুঝিয়া কি কারণে করিস্ কুকর্ম্ম।
পাপেতে পড়িলি দুষ্ট মজাইলি ধর্ম্ম॥
ধর্ম্ম নষ্ট করি যার সুখে অভিলাষ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয় নরকেতে বাস॥
ফলিবেক এখনি তোমার দুষ্টাচার।
হইবি ভীমের হাতে সবংশে সংহার॥
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা এত সব দেখি।
পরিত্রাহি ডাকে দেবী মুদি দুই আঁখি॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু কৃপার নিদান।
করহ কমলাকান্ত কষ্টে পরিত্রাণ॥
তোমার পাণ্ডব-বন্ধু সর্ব্বলোকে কয়।
সেই কথা পালন করিতে যোগ্য হয়॥
কোথা গেলে ভীমসেন করহ উদ্ধার।
তোমা বিনা দুস্তারে তারিতে নাহি আর॥
কোথায় রহিলে [illegible] বীর ধনঞ্জয়।
রক্ষা কর পাণ্ডুবংশ মজিল নিশ্চয়॥
ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চরায়।
দূরে থাকি ভীমসেন শুনিবারে পায়॥
বুঝিল অমনি বীর কান্দে যাজ্ঞসেনী।
ব্যগ্র হৈয়া বৃকোদর ধাইল অমনি॥
দেখিয়া পলায় দুষ্ট ছাড়ি চারিজনে।
ডাকিয়া কহিল বীর আশ্বাস বচনে॥
তিলার্দ্ধ মনেতে ভয় না কর রাক্ষসে।
এখনি মারিব দুষ্টে চক্ষুর নিমিষে॥

চ বলি উপাড়িয়া দীর্ঘ তরুবর।
কি বলে রহ রে পাপিষ্ঠ নিশাচর ॥
াইয়া ভীমের শব্দ বেগে ধায় জটা।
গনমণ্ডলে যেন নবঘন ছটা ॥
সুরের কর্ম্ম দেখি বেগে ভীম ধায়।
য়ায়ে বৃক্ষের বাড়ী মারিল মাথায় ॥
ক্ষাঘাতে ব্যথিত হইয়া ক্রোধমনে।
ীমেরে ধরিল দুষ্ট ছাড়ি চারি জনে ॥
াইয়া ভীমের হাতে দিল এক টান।
লিতে নারিল ভীম পেয়ে অপমান ॥
ক্রোধে কম্পমান তনু বৃক্ষ ল'য়ে হাতে।
াহার করিল দুষ্ট মারুতির মাথে ॥
রশি ভীমের মাথে বৃক্ষ হৈল চুর।
ক্ষেতে চাপড় ক্রোধে মারিল অসুর ॥
রাঘাতে কম্পমান বৃকোদর বীর।
ঙ্গে বহে শ্রমজল হইল অস্থির ॥
রিল জটার বুকে দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত।
র্ব্বত উপরে যেন হৈল বজ্রাঘাত ॥
ীমের ভৈরব নাদ অসুরের শব্দ।
ানননিবাসী যত শুনি হৈল স্তব্ধ ॥
ক্ষাঘাত করাঘাত পদাঘাত ঘাতে।
তীয় প্রহর যুদ্ধ হৈল হেনমতে ॥
ল্লযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে মহাবল।
িংহনাদে পূরিল সকল বনস্থল ॥
াধরি করি দোঁহে ক্ষিতিমধ্যে পড়ি।
গল হস্তীর প্রায় যায় গড়াগড়ি ॥
ণেক উপরে ভীম ক্ষণেক রাক্ষস।
মান শকতি দোঁহে সমান সাহস ॥
বে বীর বৃকোদর পেয়ে অবসর।
কিতে উঠিল জটাসুরের উপর ॥
কের উপরে বসি পদে চাপি কর।
মহাতে গলা চাপি ধরিল সত্বর ॥
লিয়া দক্ষিণ কর মুষ্ট্যাঘাত মারি।
াঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই সারি ॥
দাঘাত করিয়া মস্তক কৈল চুর।
জিল পরাণ পাপ দুরন্ত অসুর ॥
দেখিয়া আনন্দচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
শিরেতে আঘ্রাণ ল'য়ে দেন আলিঙ্গন ॥
পরদিন প্রাতে বদরিকা পুণ্যস্থানে।
চলিলেন সহ মুনি অতি প্রীতমনে ॥
তবে কত দিন পরে লঙ্ঘি শত শত।
উপস্থিত হন গন্ধমাদন পর্ব্বত ॥

ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনের সপ্তস্বর্গ দর্শনার্থে যাত্রা।

হেথায় ইন্দ্রের পুরে বীর ধনঞ্জয়।
ইন্দ্রের আদরে পান সর্ব্বত্র বিজয় ॥
নানা বিদ্যা পাইলেন নাহি পরিমাণ।
রূপে গুণে পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর।
আছিল ছত্রিশ কোটি যত পরাৎপর ॥
শিখাইল অস্ত্র সহ সবে নিজ মায়া।
ইন্দ্রের নন্দন জানি সবে করে দয়া ॥
নৃত্য গীতে বিশারদ ক্ষমা নম্র ধীর।
শান্তি শক্তি সদা সর্ব্ব গুণেতে গভীর ॥
হেনমতে সুখেতে আছয়ে কুন্তীসুত।
দেখিয়া আনন্দযুত দেব পুরুহূত ॥
তবে ইন্দ্র জানিলেন অর্জ্জুন পরাক্রম।
সুরাসুর নাগ নরে কেহ নহে সম ॥
নিবাতকবচ দৈত্য কালকেয় আদি।
অসাধ্য সাধন যত দেবের বিবাদী ॥
বিনা পার্থ নাশিতে না পারে অন্যজন।
আনিলাম অর্জ্জুনেরে এই সে কারণ ॥
প্রাণের অধিক প্রিয় পুত্র ধনঞ্জয়।
হেন সঙ্কটেতে পাঠাইতে যোগ্য নয় ॥
নহিলে না হয় কিন্তু বৈরী নিপাতন।
সাক্ষাতে কহিতে সজ্জা করে বিবেচন ॥
এমত উদ্বেগচিত্ত অমরের পতি।
ডাকিয়া আনিল শীঘ্র মাতলি সারথি ॥
একে একে কহিল যতেক সমাচার।
পার্থ বিনা নাহি ইথে করিতে উদ্ধার ॥
না কহিয়া অর্জ্জুনে এ সব বিবরণ।
ছলে পাঠাইব স্বর্গ করিতে ভ্রমণ ॥

সহিত যাইবে তুমি জানাবে সকল।
প্রথমে যাইবে যত দেবতার স্থল ॥
সপ্তস্বর্গে নিবাস করয়ে যত জন।
দেবতা গুহ্যক সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ ॥
আমার পরম শত্রু কহিবে অসুর।
গতায়াতে পথভ্রমে যাইবে সে পুর ॥
জানিয়া বিরোধ পার্থ অবশ্য করিবে।
অর্জ্জুনের বাণে দুষ্ট সংহার হইবে ॥
এমত হইলে তবে ঘুচিবে অনর্থ।
সেইরূপে সাধ কার্য্য না জানিবে পার্থ ॥
শুনিয়া মাতলি বলে যে আজ্ঞা তোমার।
এরূপ হইলে হবে অসুর সংহার ॥
মাতলিরে বিদায় করিল সুরমণি।
কোনমতে গেল দিন প্রভাত রজনী ॥
উঠিয়া আনন্দমতি সহস্রলোচন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন ॥
বসিয় সভার মাঝে সহস্রলোচন।
মাতলি আসিয়া অগ্রে করে নিবেদন ॥
হেনকালে উপনীত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
নিজ পাশে বসাইল শচীর ঈশ্বর ॥
প্রশংসা করিয়া অঙ্গে বুলাইয়া হাত।
কহিলা পার্থের প্রতি ত্রিদেবের নাথ ॥
শুন পুত্র স্বকার্য্য সাধিলা নিজগুণে।
এত দিন বিলম্ব হইল সে কারণে ॥
না দেখি তোমার মুখ ধর্ম্মের তনয়।
চিন্তাযুক্ত রহিয়াছে মম মনে লয় ॥
অতঃপর বিলম্বিতে নাহি কিছু কাজ।
শীঘ্রগতি ভেটিতে উচিত ধর্ম্মরাজ ॥
রথ আরোহণ করি মাতলি সংহতি।
স্বর্গের বিভব দেখি এস শীঘ্রগতি ॥
আজ্ঞা পেয়ে আনে রথ মাতলি সত্বর।
ইন্দ্রেরে প্রণাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
সুসজ্জা হইয়া ধনুর্ব্বাণ লৈয়া হাতে।
গোবিন্দ বলিয়া বীর চড়িলেন রথে ॥
মাতলি চালায় রথ অতি বিচক্ষণ।
পবন অধিক বেগে রথের গমন ॥

ক্রমে ক্রমে দেখে যত অমর-আলয়।
নন্দনকাননে যান বীর ধনঞ্জয় ॥
দেখিয়া বনের শোভা পরম কৌতুকে।
দিন কত তথায় বঞ্চিল হেন সুখে ॥
তথা হৈতে গেল পার্থ গন্ধর্ব্বের পুরী।
দেখিল নিবসে যত কৌতুক বিহারী ॥
নৃত্য গীতে আনন্দিত সবাকার মন।
সমান বয়স বেশ বৈসে যত জন ॥
হেনকালে কিন্নর অপ্সর আদি যত।
ভ্রমণ করেন পার্থ চালাইয়া রথ ॥
যথাক্রমে সপ্তস্বর্গ দেখিয়া সকল।
আনন্দে বিহ্বলচিত্ত পার্থ মহাবল ॥
আপনারে সাধুবাদ করিলেন মনে।
ধন্য আমি এত সব দেখিনু নয়নে ॥
তবে ত মাতলি গেল যমের ভবন।
নানা কার্য্য দেখিলেন কুন্তীর নন্দন ॥
দেখেন ধর্ম্মের সভা কর্ম্মের বিচার।
পুণ্যবন্ত সুখে আছে দুঃখে পাপাচার ॥
পুণ্যবন্ত লোক যত দিব্য সিংহাসনে।
করিছে বিবিধ ভোগ আনন্দ বিধানে ॥
পাপীর কষ্টের কথা কহনে না যায়।
প্রহার করিয়া তারে নরকে ডুবায় ॥
মহাপাপী যত জন পড়িয়া নরকে।
কৃমির কামড়ে পাপী পরিত্রাহি ডাকে ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন।
মাতলি জানিয়া তবে করিল গমন ॥
চোরের নিদায় তথা নাহি প্রয়োজন।
ইন্দ্রকার্য্যে জাগে [illegible] মাতলির মন ॥
সপ্তস্বর্গে ছিল যত [illegible] অশেষ।
অর্জ্জুনে দেখায় যত দৈত্যগণ-দেশ ॥

—

নিবাতকবচ দৈত্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং দৈত্যের সবংশে নিধন।

ইন্দ্রবাক্য মনে করি মাতলি সারথি।
দৈত্যের দেশেতে তবে যায় দ্রুতগতি ॥

যাইতে দৈত্যের পুরী দেখি বামভাগে।
শীঘ্রগতি রথ তবে চালাইল বেগে ॥
কালকেয় নিবাতকবচ যেই দেশে।
মাতলি চালায় রথ চক্ষের নিমিষে ॥
জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্ম্মাণ।
বিস্ময় মানিয়া পার্থ করে অনুমান ॥
দেবের বসতি নহে মম অগোচর।
ভুবন তিনের সার কাহার নগর ॥
মাতলিরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
কহ সত্য জান যদি কাহার আলয় ॥
সর্ব্বলোক সুখী আছে নানা পরিচ্ছদ।
ইন্দ্রের অধিক দেখি প্রজার সম্পদ ॥
মাতলি কহেন পার্থ কর অবধান।
নিবাতকবচ নামে দৈত্যের প্রধান ॥
দেবের অবধ্য হয় তপস্যার বলে।
নাহিক সমান স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে ॥
ইন্দ্রের সমান তেজ সৈন্য পরাক্রম।
ইন্দ্রের বিপক্ষ বড় এই দৈত্যগণ ॥
মহাবলবন্ত যত নিবাতের দেশে।
ইন্দ্রত্ব লইতে পারে চক্ষুর নিমিষে ॥
এই দুষ্ট ইন্দ্রের পরম শত্রু হয়।
নিদ্রা নাহি শচীনাথে এই দৈত্যভয় ॥
তোমার এ বধ্য বটে জানিয়া বিশেষ।
আনিলাম অর্জ্জুন তোমারে এই দেশ ॥
মাতলি কহিল যদি এতেক ভারতী।
কহিতে আরম্ভ করে পার্থ মহামতি ॥
পিতার পরম শত্রু এই দুরাচার।
কি হেতু বিলম্ব কর করিতে সংহার ॥
নিশ্চয় পূরাব আজি পিতৃ-মনোরথ।
নির্ভয় হইয়া চালাইয়া দেহ রথ ॥
মাতলি কহিল রথ চালাইতে নারি।
রথী মাত্র একা তুমি এ কারণে ডরি ॥
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি আছয়ে তাহার।
একা তুমি কি প্রকারে করিবে সংহার ॥
চল শীঘ্র জানাইব অমরের নাথে।
অনুমতি দিলে কত সৈন্য ল'য়ে সাথে ॥
পশ্চাৎ করিব যুদ্ধ আসিয়া নিশ্চয়।
যে আজ্ঞা তোমার হয় মনে যেই লয় ॥
এতেক কহিল যদি সারথি মাতলি।
ক্রোধভরে গর্জ্জিয়া উঠিল মহাবলী ॥
একা মোরে দেখিয়া অবজ্ঞা কর মনে।
কোন্ জন বিরোধ করিবে মম সনে ॥
সুরাসুর একত্রে আইসে যদি বাদে।
চক্ষুর নিমিষে নিবারিব অপ্রমাদে ॥
এখনি মারিব যত অমরের অরি।
না মারিলে বৃথা আমি পার্থ নাম ধরি ॥
হুঙ্কারিয়া দেবশঙ্খ বাজায় সঘন।
পুনঃ পুনঃ গাণ্ডীবেতে পার্থ দেন গুণ ॥
মহাক্রোধে সিংহনাদ করে মহাবল।
দেখি কম্পমান হৈল ত্রৈলোক্যমণ্ডল ॥
শত বজ্রাঘাতে জিনি বিপরীত শব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হৈল মহাস্তব্ধ ॥
কালকেয় নিবাতকবচ বীর আদি।
ক্রোধভরে যায় যত অমরবিবাদী ॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দ সৈন্য কোলাহল।
ভেটিল আসিয়া সবে পার্থ মহাবল ॥
মাতলি সারথি রথে ইন্দ্রতুল্য রূপ।
দেখিয়া জানিল সবে অমরের ভূপ ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সবে করে অস্ত্রবৃষ্টি।
প্রলয়কালেতে যেন মজাইতে সৃষ্টি ॥
না হয় মানস পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস।
শরজাল করিয়া পূরিল দিশপাশ ॥
দিবা দ্বিপ্রহরে হৈল ঘোর অন্ধকার।
অন্যের থাকুক নাহি পবন সঞ্চার ॥
অগ্নি অস্ত্র এড়িলেন পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে পূরিল সকল ॥
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল মিহির।
প্রকাশ পাইল তথা পার্থ মহাবীর ॥
মেঘ অস্ত্র করিলেন পার্থ বরিষণ।
বায়ু অস্ত্রে দৈত্যেরা করিল নিবারণ ॥
এড়িল পর্ব্বত অস্ত্র দৈত্যের ঈশ্বর।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥

তবে দৈত্য অর্জ্জুনে মারিল দশ বাণ।
বাজিল পার্থের বুকে বজ্রের সমান॥
ব্যথায় ব্যথিত পার্থ হ'য়ে মূর্চ্ছাগত।
মুহূর্ত্তেকে উঠিলেন গর্জ্জি সিংহমত॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া ক্রোধের আবেশে।
সহস্র তোমর এড়ে দৈত্যের উদ্দেশে॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগনমণ্ডলে।
প্রাণভয়ে দৈত্যগণ পলায় সকলে॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি ক্রুদ্ধ দৈত্যের ঈশ্বর।
ঐষিক বানেতে কাটে সহস্র তোমর॥
বাণ ব্যর্থ দেখি পার্থ দুঃখিত অন্তরে।
দিব্য অস্ত্র প্রহার করিল দৈত্যেশ্বরে॥
বাণাঘাতে মূর্চ্ছিত হইল দৈত্যপতি।
রথ চালাইয়া বেগে পলায় সারথি॥
দৈত্যপতি চেতন পাইল কতক্ষণে।
কালকেয় আদি আসি ভেটিল অর্জ্জুনে॥
মহাবল মহাশিক্ষা যত বীরবর।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ পার্থ একেশ্বর॥
মানবী রাক্ষসী দেবী গন্ধর্ব্ব পিশাচী।
দানস্থানে যত অস্ত্র পায় সব্যসাচী॥
প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিয়া মহাবল।
রুধির সহিত অঙ্গে বহে ঘর্ম্মজল॥
দেখিয়া আনন্দমতি দৈত্যের ঈশ্বর।
উপায় না দেখি পার্থ হৈলেন ফাঁপর॥
ভাবিলেন পরম সঙ্কট আজি হৈল।
মাতলি এতেক দেখি কহিতে লাগিল॥
পাশুপত অস্ত্র দেন পশুপতি দান।
এড়িলে ভুবন যার পতঙ্গ সমান॥
সে হেন আছয়ে তব মহারত্ন নিধি।
এমন সংযোগে তারে নিয়োজিল বিধি॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় লাগে মম মনে।
এ সময়ে সেই অস্ত্র নাহি ছাড় কেনে॥
শুনি পাশুপত বীর নিলেন তৎক্ষণে।
মন্ত্র পড়ি যুড়িলেন ধনুকের গুণে॥
কোটি সূর্য্য জিনি অস্ত্র হৈল তেজোময়।
থাকুক অন্যের কার্য্য অর্জ্জুন সভয়॥
অস্ত্র অবতার কালে ত্রিবিধ উৎপাত।
নির্ঘাত উল্কা সদা বহে তপ্তবাত॥
প্রলয় জানিয়া সবে স্বর্গের নিবাসী।
রহিল অস্ত্রের মুখে দৃষ্টি অভিলাষী॥
অস্ত্রমুখে যেই হৈল হুতাশন বৃষ্টি।
দহন করিল তাতে অসুরের গুষ্টি॥
জ্বলন্ত অনলে যেন সিমুলের তুলা।
তাদৃশ হইল ভস্ম দুষ্ট দৈত্যগুলা॥
হেনকালে শূন্যবাণী শুনি এই রব।
সম্বর সম্বর পার্থ মজিল যে সব॥
ভাল হৈল দুষ্ট দৈত্য হইল সংহার।
মনুষ্যেরে অস্ত্র না করিহ অবতার॥
সংহার কারণ সৃষ্টি বিধির সৃজন।
বিনাশ করিতে ইহা ধরে ত্রিলোচন॥
যাবৎ না দহে ক্ষিতি অস্ত্রের আগুনে।
মন্ত্রবলে সম্বরিয়া রাখ নিজ তূণে॥
পুনঃ পুনঃ এইমত হৈল শূন্যবাণী।
আনন্দে বিহ্বল পার্থ ইষ্টসিদ্ধি জানি॥
মন্ত্রবলে অস্ত্র সম্বরেণ বীরবর।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেল নিজ ঘর॥

অস্ত্রশিক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের পুনঃ ইন্দ্রলোকে আগমন।

কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে সারথি মাতলি।
বায়ুবেগে রথ চালাইল মহাবলী॥
নানা কাব্য কথায় হরিষ দুইজন।
মুহূর্ত্তেকে গেল তবে ইন্দ্রের ভুবন॥
অর্জ্জুনের আগমনে ইন্দ্রের আনন্দ।
সঙ্গেতে করিয়া সবে দেবতার বৃন্দ॥
অগ্রসরি আপনি গেলেন কত পথ।
হেনকালে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ॥
নিকটে দেখিয়া পার্থ শচীর ঈশ্বর।
রথ হৈতে ভূমিতলে নামিল সত্বর॥
প্রণাম করিয়া পার্থ ইন্দ্রের চরণে।
সন্তোষ করেন সুখে যত দেবগণে॥
দেব পুরন্দর আদি হরিষে বিহ্বল।
প্রেমাবেশে কহে অর্জ্জুনেরে দিয়া কোল॥

ধন্য ধন্য পুত্র তুমি ধন্য তব শিক্ষা।
ধন্য তারে যে জন তোমারে দিল দীক্ষা॥
তোমা হৈতে দূর হৈল আমার অরিষ্ট।
তদিনে পরিপূর্ণ হইল অভীষ্ট॥
ত বলি কুতূহলী দেব পুরন্দর।
ণ যুগ্ম দিলেন বিচিত্র দিব্য শর॥
স্তকে কিরীট দিল কর্ণেতে কুণ্ডল।
শ নাম নিরূপণ করে আখণ্ডল॥
াছিল অর্জ্জুন নাম দ্বিতীয় ফাল্গুনী।
ক্ষত্রানুসারে নাম রাখিল জননী॥
াণ্ডব দহিল যবে আমা সবা জিনি।
সই কালে বিষ্ণু নাম দিয়াছি আপনি॥
আমা হৈতে কিরীট পাইলে সুশোভন।
এই হেতু কিরীটী বলিবে সর্ব্বজন॥
করিছে রথের শোভা শ্বেত চারি হয়।
লোকে শ্বেতবাহন বলিয়া তোমা কয়॥
দিলেন বীভৎসু নাম গোবিন্দ আপনি।
যথা তথা যাও তুমি এস যুদ্ধ জিনি॥
এই হেতু নাম তব হইল বিজয়।
বর্ণভেদে সবে যেন কৃষ্ণ নাম কয়॥
উভয় হস্তেতে তব সমান সন্ধান।
সব্যসাচী নাম তেঁই করি অনুমান॥
ধনঞ্জয় নাম পেলে ধনপতি জিনি।
যোগের সাধন এই সর্ব্বলোকে জানি॥
কাম্য করি দশ নাম নরে যদি জপে।
অশুভ বিনাশ হয় তরে সর্ব্বপাপে॥
হেনমতে আনন্দে রহিল সর্ব্বজন।
প্রভাতে উঠিয়া তবে সহস্রলোচন॥
মাতলিরে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি।
সুসজ্জা করিয়া রথ আন শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞামাত্র আনিল সারথি বিচক্ষণ।
বিচিত্র সাজান গতি নর্ত্তক খঞ্জন॥
অমর ঈশ্বর তবে অর্জ্জুনে ডাকিল।
মধুর সম্ভাষ করি কহিতে লাগিল॥
শুন পুত্র বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
দ্রুতগতি ভেট গিয়া ধর্ম্মের নন্দন॥
নানা জাতি ভূষণে করিয়া পুরস্কার।
কোলে করি চুম্বন করিলা বারে বার॥
অর্জ্জুন পড়িল তবে ইন্দ্রের চরণে।
প্রণাম করিয়া দাণ্ডাইল বিদ্যমানে॥
করযোড়ে কহে পার্থ সকরুণ ভাষে।
তোমার আজ্ঞায় যাই ধর্ম্মরাজ পাশে॥
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আপনি জানহ যত কৈল দুষ্টগণ॥
তা সবারে দিব আমি সমুচিত ফল।
কৃপা করি আপনি থাকিবা অনুবল॥
ইন্দ্র বলে যে কথা কহিলে ধনঞ্জয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিও নিশ্চয়॥
মনের মানস পূর্ণ হইবে তোমার।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার॥
বসুমতীপতি-যোগ্য সেই সে ভাজন।
কালের উচিত ফল পাবে দুর্য্যোধন॥
এতেক শুনিয়া পার্থ হরষিত মনে।
অমরাবতীতে বাস করে যত জনে॥
একে একে বিদায় লইয়া সর্ব্বজনে।
রথে চড়ি গমন করেন হৃষ্টমনে॥
এইমত যাইতে মাতলি ধনঞ্জয়।
কতদূরে হেরিল পর্ব্বত হিমালয়॥
অনন্তর যথা ধর্ম্ম ধবল পর্ব্বত।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ॥
চিন্তায় আকুল চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনে দেখিয়া হৈল প্রফুল্ল শরীর॥
ভূমে নামিলেন পার্থ ত্যজি ইন্দ্ররথ।
যুধিষ্ঠির চরণে হৈলেন দণ্ডবৎ॥
অর্জ্জুনে লইয়া কোলে ধর্ম্মের নন্দন।
চিরদিন সমাগমে করি আলিঙ্গন॥
পূর্ণচন্দ্র শোভা দেখি হর্ষ জলনিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহা রত্ননিধি॥
ধর্ম্মের আনন্দজলে পার্থ করি স্নান।
ভীমের চরণে নতি করেন বিধান॥
আলিঙ্গন করি দুই মাদ্রীর নন্দনে।
দ্রৌপদীরে তুষিলেন মধুর বচনে॥

নিয়া লোমশ মুনি ধৌম্য পুরোহিত।
গতি তথায় হইল উপনীত ॥
ম উঠিয়া পার্থ পড়েন চরণে।
সিয়া আশীর্ব্বাদ কৈল দুইজনে ॥
তে আনন্দে বসিল সর্ব্বজন।
তুক বিধানে যত কথোপকথন ॥

—

ষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ সহ কাম্যকবনে যাত্রা।

গেল সুরপতি, হইয়া আনন্দমতি,
যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর।
পনার ভাগ্য জানি, সফল করিয়া মানি,
আনন্দ বিধানে পরস্পর ॥
ধর্ম্ম নরপতি, লোমশ ধৌম্যের প্রতি,
কহিলেন করি যোড়কর।
জ্ঞা কর মহাশয়, যে কর্ম্ম করিতে হয়,
তাহা কহ করি অতঃপর ॥
ত [illegible] করি, কর আজ্ঞা শিরে ধরি,
সেই স্থানে করিব গমন।
হল লোমশ তবে, কাম্যবনে চল সবে,
সার যুক্তি লয় মম মন ॥
মা বলে কহ যত, সকলি মনের মত,
যুধিষ্ঠির মানেন সকল।
নি ধর্ম্মের সেতু, গমন স্বচ্ছন্দ হেতু,
ঘটোৎকচে স্মরণ করিল ॥
ল ধর্ম্মমণি, হিড়িম্বানন্দন জানি,
শীঘ্রগতি হৈল উপনীত।
রে প্রণাম ক'রে, দাণ্ডাইল যোড়করে,
দেখি রাজা আনন্দে পূরিত ॥
ব ঘটোৎকচ কয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
কি কারণে করিলা স্মরণ।
কহিলেন কথা, কাম্যক কানন যথা,
ল'য়ে চল করিব গমন ॥
নি ভীম অগ্রজনু, বাড়াইল নিজ তনু,
করিলেন বিস্তার যোজন।
ব ধর্ম্ম নরপতি, সবান্ধবে শীঘ্রগতি,
করিলেন তাহে আরোহণ ॥

ভীমের নন্দন বীর, পরাক্রমে মহাবীর,
অনায়াসে করিল গমন।
নাহি মনে কিছু ভ্রম, তিলেক না হয় শ্রম,
উত্তরিল কাম্যক-কানন ॥
মৃগ পশু বিহঙ্গম, বনস্থলে পূর্ণতম,
বৃক্ষগণ শোভে ফল-ফুলে।
কৌতুক বিধানে তবে, আশ্রম করেন সবে,
পুণ্যতীর্থ প্রভাসের কূলে ॥
সবার আনন্দ মন, বনে গিয়া ভীমার্জ্জুন,
মৃগয়া করিয়া নিত্য আনি।
কেবল সূর্য্যের বরে, ভুঞ্জায় সবার তরে,
রন্ধন করিয়া যাজ্ঞসেনী ॥
এমন আনন্দ মনে, বসতি করেন বনে,
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ সহোদর।
একদিন নিশি শেষে, আসিয়া ধর্ম্মের পাশে,
কহিছে লোমশ মুনিবর ॥
শুন ধর্ম্ম নরপতি, যাইব অমরাবতী,
তুষ্ট হ'য়ে করহ বিদায়।
শুনি ভাই পঞ্চজনে, আসিয়া বিরস মনে,
পড়িল প্রণাম করি পায় ॥
ধর্ম্ম আগমন শুনি, আইল যতেক মুনি,
ক্রমে ক্রমে যত বন্ধুজন।
ধর্ম্মেতে ধর্ম্মের সভা, উপমা তাহার কিবা,
হস্তিনা হইল কাম্যবন ॥
বলরাম জগন্নাথ, যতেক যাদব সাথ,
গেলেন ধর্ম্মের অন্বেষণে।
যত পরিবার সঙ্গে, আনন্দ প্রসঙ্গ রঙ্গে,
উপনীত রম্য কাম্যবনে ॥
কৃষ্ণ আগমন শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
কায়েতে [illegible] কলেবর।
আনন্দ মন্দির পুর, অগ্রসরি কতদূর,
সবান্ধবে পঞ্চ সহোদর।
চিরদিন অদর্শনে, নমস্কার আলিঙ্গনে,
আশীর্ব্বাদ সুমঙ্গল বাণী।
বৈসেন কৌতুক মতি, রামকৃষ্ণ ধর্ম্মপতি,
সবান্ধবে আর যত মুনি ॥

বলরাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চজন,
জিজ্ঞাসেন কুশল বারতা।
শুনিয়া কহেন ধর্ম্ম, হইল যতেক কর্ম্ম,
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব কথা ॥
শুনি রাম যদুপতি, আনন্দ প্রসন্ন মতি,
প্রশংসা করেন পার্থ বীরে।
তবে তার কতক্ষণে, চলিলেন সর্ব্বজনে,
স্নান হেতু প্রভাসের তীরে ॥
জলক্রীড়া করি সবে, আসিয়া আশ্রমে তবে,
ভোজন করেন পরিতোষে।
যথা সুখে আচমন, করি শেষে সর্ব্বজন,
বসিলেন হরিষ মানসে ॥
হেনকালে যদুবীর, সম্বোধিয়া যুধিষ্ঠির,
কহিলেন সুমধুর বাণী।
তোমার ভাগ্যের কথা, এমনি করিল ধাতা,
বনেতে হস্তিনা তুল্য মানি ॥
যতেক দেখহ কর্ম্ম, সকলের সার ধর্ম্ম,
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মী বলবন্ত।
অধর্ম্মী যেজন হয়, চিরদিন নাহি রয়,
অল্পদিনে অধর্ম্মীর অন্ত ॥
সত্য জেন মহাশয়, তোমার এ দুঃখ নয়,
বহু দুঃখে দুঃখী দুর্য্যোধন।
বিপুল বৈভব যত, নিশার স্বপন মত,
অল্পদিনে হইবে নিধন ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি, সত্য সত্য যত মুনি,
কহিল ধর্ম্মের সন্নিধান।
নিশ্চয় জানিবে তুমি, ভবিষ্য কহিনু আমি,
অল্পদিনে ক্ষয় দুর্য্যোধন ॥
আশীর্ব্বাদ করি তবে, যথাস্থানে গেল সবে,
বন্ধুগণ হইয়া বিদায়।
আশ্বাসিয়া সর্ব্বজনে, গেল সবে নিজ স্থানে,
দুঃখিত অন্তর ধর্ম্মরায় ॥
তবে রাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চজন,
চাহিলেন বিদায় বিনয়ে।
আজ্ঞা কর ধর্ম্মপতি, যাব তবে দ্বারাবতী,
কহ যদি প্রসন্ন হৃদয়ে ॥
ধর্ম্ম কন মৃদুভাষে, অবশ্য যাইবে দে[শে]
রাখিবে আমার প্রতি মন।
কি আর কহিব আমি, সকলি জানহ তু[মি]
দুই চক্ষু রাম নারায়ণ ॥
হেন করি সন্বিধান, বিদায় হইয়া [...]
রেবতীর সত্যভামাপতি।
রথে চড়ি সবান্ধবে, নানা বাদ্যমহোৎ[সবে]
উপনীত যথা দ্বারাবতী ॥
সবে গেল নিজ ঘর, হেথা পঞ্চ সহো[দর]
কাম্যবনে করিয়া আশ্রয়।
জপ যজ্ঞ নানা ব্রত, নানা ধর্ম্ম অবি[রত]
করে নিত্য আনন্দ-হৃদয় ॥
বনেতে বিচিত্র কথা, ব্যাসের রচিত গা[থা]
বর্ণিবারে কাহার শকতি।
গীতছন্দে অভিলাষ, ভণে দ্বৈপায়ন দা[স]
কৃষ্ণপদে মাগিল ভকতি ॥

দুর্য্যোধনের সপরিবারে প্রভাস-তীর্থ যাত্রা

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
শুনিতে বাসনা বড় ইহার বিধান ॥
সর্ব্বজন গেল যদি হইয়া বিদায়।
কি কর্ম্ম করিল সবে রহিলা কোথায় ॥
মুনি বলে অবধান কর কুরুবর।
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর ॥
প্রভাস তীর্থের তীরে বিচিত্র কানন।
ফল পুষ্প অপ্রমিত মৃগ পশুগণ ॥
মৃগয়া করেন নিত্য বীর ধনঞ্জয়।
রন্ধনে দ্রুপদসুতা আনন্দ হৃদয় ॥
তীর্থ করি আইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
শ্রুতমাত্রে মিলিলেন পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ ॥
পূর্ব্বমত ভোজন করয়ে বৃন্দ বৃন্দ।
লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞসেনী রন্ধনে আনন্দ ॥
এইমত পঞ্চভাই কাননে নিবসে।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা আনন্দেতে ভাসে ॥
বিপুল বিভব ভোগ করে ইন্দ্রপ্রায়।
অর্থ রাজ্য সৈন্য যত ক্রমহনে যায় ॥

রাজ্য ধর্ম্মরাজ্য একত্র মিলিত।
শষ যে রাজ্য পূর্ব্বে অর্জ্জুন-শাসিত॥
সকল রাজ্য হৈল তাহে অনুগত।
দিয়া সবাই থাকয়ে শত শত॥
গজ পত্তি যত কে করে গণনা।
দ্র সমান সব অপ্রমিত সেনা॥
দেবরাজ যথা অমর সমাজে।
্যাধন মহারাজ পৃথিবীর মাঝে॥
দিন সভায় বসিয়া কুরুপতি।
নি বলিছে তারে শুন পৃথ্বী-পতি॥
জ্বল ভারত-বংশ হৈল তোমা হৈতে।
মহারাজ হৈলা ভুবন মাঝেতে॥
হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল।
র জিনিয়া রত্ন ভাণ্ডার সকল॥
ল বৈভব তব ইন্দ্রের সমান।
মনে করি আমি এক মন্দজ্ঞান॥
পুষ্পে না হইল ঈশ্বর পর্য্যাপ্ত।
নে নাহিক হয় ব্রহ্মাণ্ড সুতৃপ্ত॥
ম্পদ ভুঞ্জিয়া বান্ধব নহে তুষ্ট।
ম্পদ শত্রুগণ না করিল দৃষ্ট॥
কল ব্যর্থ করি পূর্ব্বাপর কয়।
অনুতাপ মম জাগিছে হৃদয়॥
তৃপ্ত আছে তব গুণে যত বন্ধু।
ক পূরিয়া তোমা শুদ্ধ যশ-ইন্দু॥
কল অতুল ঐশ্বর্য্য যে হইল।
মাত্র এ সম্পদ শত্রু না দেখিল॥
ভাল মন্ত্রণা না করিলাম সব।
ছাড়ি বনে পাঠাইলাম পাণ্ডব॥
র অন্তে যদি অর্পিতাম স্থল।
নিত্য দেখাতাম বিভূতি সকল॥
নলে দগ্ধ সদা হৈত পঞ্চজন।
বজ্রের সম বাজিত সঘন॥
য় রহিল গিয়া নির্জ্জন কাননে।
ার ঐশ্বর্য্য এত জানিবে কেমনে॥
বলে যা কহিলে গন্ধারাধিকারী।
অনুশোচি আমি দিবস শর্ব্বরী॥

নারীর যৌবন যথা স্বামীর বিহনে।
মুল তথা ব্যর্থ না দেখিলে শত্রুগণে॥
বৈভব বিনষ্ট হয় বৈরীরে রাখিলে।
বিধির নিয়ম ইহা জানি আমি ভালে॥
যতদিন ইহা সব না দেখে পাণ্ডব।
লাগয়ে আমার মনে বিফল এ সব॥
কিন্তু এক করিয়াছি বিচার নির্ণয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিৎ যে হয়॥
প্রভাস তীর্থের তীরে তপস্বীর বেশে।
বাস করে শত্রুগণ তথা নানা ক্লেশে॥
চল সবে যাব তথা স্নান করিবারে।
হইবে অনন্ত পুণ্য স্নানে তীর্থনীরে॥
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল।
সবাকার পরিবার ভৃত্যাদি সকল॥
ইন্দ্রের অধিক তব বিপুল বৈভব।
দেখিয়া দ্বিগুণ দগ্ধ পাইবে পাণ্ডব॥
ঘোষযাত্রা করি সর্ব্ব লোকেতে কহিবে।
কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোণী কেহ না জানিবে॥
ইহার বিধান এই মম মনে আসে।
এক যাত্রা দুই কার্য্য হইবে বিশেষে॥
কর্ণের এতেক বাণী শুনি সেই ক্ষণ।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল দুর্য্যোধন॥
দুঃশাসন জয়দ্রথ ত্রিগর্ত্ত প্রভৃতি।
সাধু সাধু বলি উঠে যতেক দুর্ম্মতি॥
কর্ণবলে বিলম্ব না কর কুরুপতি।
সুসজ্জ সকল সৈন্য কর শীঘ্রগতি॥
যত বন্ধু বান্ধব সহিত পরিবার।
নারীগণ শুনি হৈল আনন্দ অপার॥
দ্রৌপদীর সহিত দেখা দ্বিতীয় উৎসব।
তীর্থস্নান তৃতীয় চিন্তিয়া এই সব॥
বিশেষ সন্তুষ্ট নারী যাত্রা মহোৎসবে।
সর্ব্বকাল বন্দীরূপে থাকে বদ্ধভাবে॥
নৃযান গোযান আর অশ্বযান সাজে।
রথ রথী চলিল পদাতি পদব্রজে॥
বাহিনী সাজিছে বহু বাজিছে বাজনা।
সমুদ্র সদৃশ সেনা কে করে গণনা॥

সাজাইয়া সর্ব্ব সৈন্য দুঃশাসন বেগে।
করযোড়ে দাণ্ডাইল নৃপতির আগে ॥
শুনিয়া কৌরবপতি উঠিল সম্ভ্রমে।
বাহির হইয়া নিরাক্ষয়ে ক্রমে ক্রমে ॥
সমুদ্র লহরী যেন রথের পতাকা।
মেঘের সদৃশ হস্তী নাহি যায় লেখা ॥
মনোহর মনোজ্ঞ উত্তম তুরঙ্গম।
পৃথিবী আচ্ছাদি বীর বিশাল বিক্রম ॥
সশস্ত্র সকল সৈন্য দেখিতে সুন্দর।
শমন সভয় হয় কিবা ছার নর ॥
কর্ণ বলে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
ভীষ্মদেব শুনিলে করিবে নিবারণ ॥
এই হেতু তিলেক বিলম্ব না যুয়ায়।
দ্রুতগতি চল সখা এই অভিপ্রায় ॥
সখা রাজা সৈন্যমাঝে যায় শীঘ্রগতি।
কহিল মধুর ভাষে দুর্য্যোধন প্রীতি ॥
শুনি তাত যাইবে প্রভাসতীর্থস্নানে।
পুণ্যকার্য্যে বাধা নাহি দিই সে কারণে ॥
কুরুবংশে শ্রেষ্ঠ তুমি রাজচক্রবর্ত্তী।
পূরিল ভুবন তিন তোমার সুকীর্ত্তি ॥
এ সময়ে যত কর ধৈর্য্য আচরণ।
ভূষিত বৈভব হবে দ্বিগুণ শোভন ॥
সবাকার মন মুগ্ধ প্রভাস গমনে।
নিষেধ নাহিক করি আমি সে কারণে ॥
বিচিত্র সুচিত্র বন সুন্দর যে স্থল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব তথা নিবসে সকল ॥
বহু সিদ্ধ ঋষিগণ উপনীত তথা।
কার সনে দ্বন্দ্ব নাহি করিবা সর্ব্বথা ॥
দুর্য্যোধন বলে তাত যে আজ্ঞা তোমার।
যদি দ্বন্দ্ব করে তাতে কি ক্ষতি আমার ॥
মম সৈন্য দেখ তাত তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্র যম আসে যদি জিনিব বিবাদে ॥
তথাচ বিরোধে মম কোন্ প্রয়োজন।
শীঘ্র তুমি নিজ গৃহে করহ গমন ॥
বিদুরে মেলানি করি কৌরবের পতি।
না করি বিলম্ব আর চলে শীঘ্রগতি ॥
বিনা ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোণী কৃপাচার্য্য বীর।
সর্ব্ব সৈন্যে দুর্য্যোধন হইল বাহির ॥
চলিতে চরণভরে কম্পিত ধরণী।
ধূলা উড়ি আচ্ছাদিল দিনে দিনমণি ॥
সৈন্য-কোলাহল জিনি সাগর গর্জ্জন।
প্রমাদ গণিল সবে না বুঝি কারণ ॥
মেঘের সদৃশ ধূলি গগনমণ্ডলে।
বহুক্ষেত্র ভাঙ্গিয়া চলিল বহুস্থলে ॥
ভারতপঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥

দুর্য্যোধনের সৈন্যের সহিত চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যু

এইমতে রহে সৈন্য যুড়ি বহুস্থল।
গতায়াতে লণ্ডভণ্ড উদ্যান-সকল ॥
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন।
গন্ধর্ব্ব উদ্যান এক ছিল সেই বনে ॥
চিত্রসেন নাম তার গন্ধর্ব্বপ্রধান।
যার নামে সুরাসুর সদা কম্পমান ॥
তাহার কিঙ্কর ছিল বনের রক্ষক।
দেখিল উদ্যান ভাঙ্গে রাজার কটক ॥
বহু সৈন্য দেখি একা না করি বিরোধ
দুর্য্যোধন অগ্রে আসি কহিছে সক্রোধ
শুন রাজা মম বাক্যে কর অবগতি।
প্রভু মম চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের পতি ॥
কুসুম উদ্যান তাঁর এই বনে ছিল।
প্রবেশি তোমার সৈন্য সকল ভাঙ্গিল।
বনের রক্ষক আমি কিঙ্কর তাঁহার।
না করিলে ভাল কর্ম্ম কি কহিব আর।
এই কথা মম মুখে পাইলে সম্বাদ।
আসিয়া ইঙ্গিতে রাজা করিবে প্রমাদ ॥
এত শুনি মহাক্রোধে কহে বীর কর্ণ।
বিকচ কমল প্রায় চক্ষু রক্তবর্ণ ॥
ওরে দুষ্ট করিস্ কাহার অহঙ্কার।
কোন্ ছার গন্ধর্ব্ব এতেক গর্ব্ব তার ॥
যে কথা কহিলি তুই আসি মম কাছে
এতক্ষণ জীয়ে রহে হেন কেবা আছে।

বলাবল বুঝিব সাক্ষাৎ যুদ্ধকালে।
কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভালে ভালে॥
এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল।
মহাদুঃখমনে রক্ষী কান্দিয়া চলিল॥
বাস আছে চিত্রসেন আপন আবাসে।
হেনকালে অনুচর কহে মৃদুভাষে॥
রক্ষা হেতু তুমি মোরে রাখিল উদ্যানে।
দুর্য্যোধন রাজা আসি প্রভাসের স্থানে॥
তার সৈন্য উদ্যান করিল লণ্ডভণ্ড।
রাজারে কহিনু গিয়া তার এই দণ্ড॥
কতেক কুৎসিত ভাষা কহিল তোমারে।
দুর্য্যোধন সেনাপতি কর্ণ নাম ধরে॥
মনুষ্য হইয়া করে এত অহঙ্কার।
দোষ মত দণ্ড যদি না দিবে তাহার॥
এইমত দুষ্টাচার করিবেক সবে।
লঘু গুরু মনুষ্য দেবেতে কিবা তবে॥
এত শুনি মহাক্রোধে উঠিল গন্ধর্ব্ব।
কোন্ ছার মনুষ্য করিব চূর্ণ গর্ব্ব॥
মরণকালেতে পিপীড়ার পাখা উঠে।
যাহাতে করিল বাঞ্ছা শমন নিকটে॥
ক্রোধভরে রথোপরি চলে দ্রুতগতি।
ধনুক টঙ্কার শুনি কম্পমান ক্ষিতি॥
দিব্য সুশাণিত শরে পূরি যুগ্ম তূণ।
ক্রোধভরে আসিতেছে জ্বলন্ত আগুন॥
কত দূর গিয়া দেখে রথের পতাকা।
শূন্যপথে আসে যেন জ্বলন্ত উলকা॥
কুরুসৈন্য নিকটে আইল সেইক্ষণ।
কহিতে লাগিল অতি গভীর গর্জ্জন॥
আরে দুষ্ট ত্যজ আজি জীবনের সাধ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে বিবাদ॥
এতেক বলিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে কৈল অন্ধকার॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব গর্ব্ব হৈল মহাক্রোধ।
টঙ্কারিয়া ধনুগুণ যায় মহাযোধ॥
সূর্য্য অস্ত্র যুড়িলেন সূর্য্যের-নন্দন।
কাটিয়া সকল অস্ত্র কৈল নিবারণ॥

তবেত গন্ধর্ব্ব এড়ে তীক্ষ্ণ পঞ্চবাণ।
অর্দ্ধপথে কর্ণ বাণে হৈল দশখান॥
গন্ধর্ব্ব দেখিল অস্ত্র কাটিলেন কর্ণ।
ক্রোধে কম্পমান তনু চক্ষু রক্তবর্ণ॥
সিংহমুখ দিব্য অস্ত্র যুড়িল ধনুকে।
অস্ত্রে অগ্নি বাহিরায় ঝলকে ঝলকে॥
মহাবীর কর্ণ তবে অপূর্ব্ব সন্ধানে।
কাটিল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণে॥
সর্পবাণ গন্ধর্ব্ব যুড়িল সেইক্ষণ।
যুড়িল গরুড় বাণ সূর্য্যের নন্দন॥
আরে দুষ্ট অহঙ্কারে না দেখ নয়নে।
গর্ব্ব চূর্ণ হবে আজি পড়ি মম বাণে॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ কৈল বিসর্জ্জন।
উঠিয়া আকাশপথে করিল গমন॥
অস্ত্র দেখি ব্যস্ত হৈল গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর।
শীঘ্র হস্তে এড়ে বীর চোকা চোকা শর॥
দুই অস্ত্রে মহাযুদ্ধ হইল অম্বরে।
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কর্ণ সক্রোধ অন্তর।
চিত্রসেনে প্রহারিল শতেক তোমর॥
বাণাঘাতে ব্যগ্র হয়ে গন্ধর্ব্বের পতি।
ডাকিয়া বলিল তবে কর্ণ বীর প্রতি॥
ধন্য তোর বীরপণা ধন্য তোর শিক্ষা।
এখন বুঝহ তুমি আমার পরীক্ষা॥
এতেক বলিয়া প্রহারিল দশ বাণ।
ব্যথায় ব্যথিত কর্ণ হইল অজ্ঞান॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া মহাবল।
বেড়িল গন্ধর্ব্বে আসি কৌরব সকল॥
শতপুর করিয়া বেড়িল সর্ব্ব সেনা।
ধনুক টঙ্কার যেন সঘনে ঝন্ঝনা॥
দশদিক যুড়িয়া করিল অন্ধকার।
গন্ধর্ব্ব সবার অস্ত্র করিল সংহার॥
প্রাণপণে সবে যুদ্ধ করিল অপার।
সবে নিবারণ করে গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর॥
পরশুরামের শিষ্য কর্ণ মহাবীর।
অচল পর্ব্বতপ্রায় যুদ্ধে রহে স্থির॥

রাখিয়া আপন সেনা অপার বিক্রমে।
প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিল বহু শ্রমে ॥
তবেত গন্ধর্ব্ব মনে করিল বিচার।
জানিল কৌরব সেনা রণে অনিবার ॥
মায়া বিনা এ সকল নারিল জিনিতে।
মায়ার পুত্তলি এই বিচারিল চিত্তে ॥
রথ লুকাইল তবে নাহি দেখি আর।
অন্তর্দ্ধান হইয়া করিল অন্ধকার ॥
অন্তরীক্ষে পড়ে বাণ দেখি সর্ব্বজনে।
অছিদ্রে বরিষে যেন ধারার শ্রাবণে ॥
কোথায় গন্ধর্ব্ব আছে কেহ নাহি দেখে।
বৃষ্টি হেন অস্ত্র সব পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
মুখে মাত্র মার মার শুনি সবাকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর ॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
হয় হস্তী রথ রথী কে করে অবধি ॥
কতক্ষণ রণ সহি ছিল কর্ণবীর।
তাহার সহিত কিছু সৈন্য ছিল স্থির ॥
শূন্য তূণ ছিন্ন গুণ অঙ্গে জলশ্রম।
বিষণ্ণবদন সবে হয় মনোভ্রম ॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল কর্ণবীর।
পলায় কৌরব সেনা ভয়েতে অস্থির ॥
অম্বর নাহিক কার নাহি বান্ধে কেশ।
পলায় সকল সৈন্য পাগলের বেশ ॥
কতক্ষণ সহে যুদ্ধ প্রাণ ব্যগ্র তায়।
হেনকালে চিত্রসেন আইল তথায় ॥
দুর্য্যোধনে ডাকি বলে পরিহাস বাণী।
গগনে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী ॥
আরে মন্দমতি দুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্ব হেলন ॥
কোথা তোর সে বন্ধু সহায় সমুদিত।
একেলা ছাড়িল কেন স্ত্রীগণ সহিত ॥
এই অহঙ্কারে নাহি দেখহ নয়নে।
আজিকার রণে যাবি শমন-সদনে ॥

চিত্রসেনের যুদ্ধে জয় ও নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের বন্ধন।

কর্ণ ভঙ্গ দিল রণে, আকুল গন্ধর্ব্ব বাণে
পলায় সকল সেনাপতি।
পলায় ত্রিগর্ত্তনাথ, সৌবল শকুনি সাথ
কর্ণ দুঃশাসন বিবিংশতি ॥
যত যত মহাবীর, রণেতে নাহিক স্থির
প্রমাদ গণিয়া সর্ব্বজন।
কে করে কাহার লেখা, কেবলরাখিয়া এক
নারীবৃন্দ সহ দুর্য্যোধন ॥
মহা ত্রস্ত হ'য়ে যায়, নারীপানে নাহি চায়
রথ চালাইয়া দ্রুতগতি।
অশ্ব গজ ধায় রড়ে, পদেতে পদাতি পড়ে
উঠে হেন নাহি শকতি ॥
তবে দুর্য্যোধনে কয়, দুষ্টমতি পাপাশয়
না জানিস্ গন্ধর্ব্ব কেমন।
আরে মন্দ মতিমান, ভালমন্দ নাহি জ্ঞান
অহঙ্কারে করিস্ হেলন ॥
না জানিস্ নিজ বল, এখন উচিত ফল
মম হস্তে অবশ্য পাইবে।
লইব তোমার প্রাণ, ইহাতে নাহিক আন
মনের বাসনা পূর্ণ হবে ॥
এত বলি নিজ অস্ত্র, যুড়িলেক লঘু হস্ত,
গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ক্রোধমনে।
অব্যর্থ জানয়ে সন্ধি, এবে সে হইল বন্দী,
ধরিলেক রাজা দুর্য্যোধনে ॥
বন্দী হৈল কুরুশ্রেষ্ঠ, সপক্ষ দিলেন পৃষ্ঠ,
দোসর নাহিক আর সাথে।
স্ত্রীবৃন্দ সহিত রাজা, রথে তুলি মহাতেজা,
দ্রুতগতি যায় স্বর্গপথে ॥
ঘোর আর্ত্তনাদ করি, কান্দয়ে সকল নারী,
হায় হায় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কপালে কঙ্কণাঘাত, ঘন ডাকে জগন্নাথ,
পার কর বিপদ-সাগরে ॥
আমি সর্ব্ব ধর্ম্মহীন, পাপকর্ম্ম প্রতিদিন,
তব ভক্তি লেশ নাহি মনে।

[illegible] আমি হীনতপা, কেবল করহ কৃপা,
দীনবন্ধু নামের কারণে ॥
ইত্যাদি অনেক করি, স্তুতি করে কুলনারী,
কেহ নিন্দা করে নিজপতি।
[illegible] স্বামীগণ, ধর্ম্মহিংসা অনুক্ষণ,
সেকারণে হৈল অধোগতি ॥
[illegible]শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপতি, ধর্ম্মেতে যাঁহার মতি,
অনুগত ভাই চারিজন।
[illegible] ধর্ম্মের সেতু, প্রাণ ত্যজে ধর্ম্মহেতু,
তারে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন ॥
[illegible] পতিব্রতা, দেব দ্বিজ অনুগতা,
সতত ধর্ম্মেতে যার মতি।
[illegible] যাজ্ঞসেনী, সভামধ্যে তারে,
[illegible], চুলে ধরি করিল দুর্গতি ॥
[illegible] আজি, বিপদ-সাগরে মজি,
সবাই হারানু জাতিকুল।
[illegible] ধর্ম্মরাজ, জানিয়া কুলের লাজ,
কেবল রক্ষার মাত্র মূল ॥
[illegible] নারী, এই যুক্তি মনে করি,
অনুচরে কহে শীঘ্রগতি।
[illegible] দূত, যথা পাণ্ডবের নাথ,
কহ গিয়া সকল দুর্গতি ॥
[illegible] করি, মো-সবার নাম ধরি,
নিশ্চয় মজিল কুরুবংশ।
[illegible] কর্ম্মফলে, এ কুৎসা কলঙ্ক কুলে,
চিত্রসেন হাতে জাতি ধ্বংস ॥
[illegible] কহে বাণী, সত্য কহ ঠাকুরাণী,
পাসরিলা পূর্ব্ব কথা সব।
[illegible] করিয়া তারে, পাঠাইলা বনান্তরে,
তাহা বিনা কে আছে বান্ধব ॥
[illegible] তোমার মাতা, এখনি যাইব তথা,
কহিব সকল সমাচার।
[illegible]রাজ মহাশয়, বীর বটে ধনঞ্জয়,
ভীমহস্তে নাহিক নিস্তার ॥
রাণী বলে ধর্ম্মরাজ, জানি না কুলের লাজ,
মো-সবার আপদ ভঞ্জনে।

না করিবে ভেদমতি, পরদুঃখে দুঃখী অতি,
উদ্ধারিবে পাঠায়ে অর্জ্জুনে ॥
স্বামী মম অপরাধী, ইহাতে অবজ্ঞা যদি,
করিয়া উদ্ধার না করিবে।
মিলিয়া সকল নারী, বিষ অগ্নি ভর করি,
কিবা জলে প্রবেশি মরিবে ॥
এত শুনি শীঘ্র দূত, গেল যথা ধর্ম্মসুত,
মাদ্রীর তনয় ভীমার্জ্জুন।
বেষ্টিত ব্রাহ্মণ ভাগে, করযোড় করি আগে,
কহিতে লাগিল সকরুণ ॥
অবধান মহারাজ, দৈবের দুর্গতি কাজ,
রাজা এল প্রভাসের স্থানে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম, খণ্ডন না হয় ধর্ম্ম,
বন্দী হৈল চিত্রসেন বাণে ॥
গন্ধর্ব্বের মায়াবলে, পোড়াইল অস্ত্রানলে,
প্রাণেতে কাতর যত সেনা।
কর্ণ শাল্ব দুঃশাসন যত মহা যোদ্ধাগণ,
প্রাণ ল'য়ে যায় সর্ব্বজনা ॥
একা ছিল দুর্য্যোধন, রক্ষা হেতু নারীগণ,
প্রাণপণে যুঝিল রাজন।
যতেক নারীর সহ, করাইয়া রথারোহ'
ল'য়ে যায় করিয়া বন্ধন ॥
প্রতিকারে নহে শক্য, পৃষ্ঠভঙ্গ দিল পক্ষ,
শোকে যায় জাতিকুল প্রাণ।
আকুল হইয়া মনে, তবভ্রাতৃবধূগণে,
পাঠাইয়া দিল তব স্থান ॥
আর বা কি কব আমি, আজন্ম আমার স্বামী
অপরাধী তোমার চরণে।
কুলের কলঙ্কোদয়, ভ্রাতৃজনের ভয়,
দূর কর আপনার গুণে ॥
তোমার কুলের নারী, গন্ধর্ব্বে লইবে হরি,
যাবৎ না যায় অতিদূর।
দেখিয়া উচিত কর্ম্ম, করহ কুলের ধর্ম্ম,
রক্ষা কর কুলের ঠাকুর ॥
শুনিয়া চরের কথা, মর্ম্মে পাইলেন ব্যথা,
ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।

কুলের কলঙ্ক আর, ভয়ান্বিতা অবলার,
রক্ষা হেতু হইয়া গম্ভির ॥
বিষম নিগ্রহ জানি, বিচারিয়া ধর্ম্মমণি,
অর্জ্জুনেরে কহেন বিশেষ।
শাঘ্র আন দুর্য্যোধনে, কহি চিত্রসেন স্থানে,
যবং না যায় নিজ দেশ ॥
বিনয় পূর্ব্বক তথা, কহিবে মধুর কথা,
বহুবিধ আমার বিনয়।
যদি তাহে সাধ্য নহে, দ্বৈপায়ন দাস কহে,
দণ্ড দিবে উচিত যা হয় ॥

ধর্ম্মাজ্ঞায় ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধে যাত্রা ও নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের মুক্তি।

যুধিষ্ঠির বলিলেন যাও শীঘ্রগতি।
গন্ধর্ব্ব না যায় যেন আপন বসতি ॥
ছাড়াইয়া আন গিয়া প্রধান কৌরবে।
প্রণয় পূর্ব্বক হৈলে দ্বন্দ্ব না করিবে ॥
এত যদি কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
গর্জ্জিয়া উঠিল ভীম অর্জ্জুন সুমতি ॥
ধন্য মহাশয় তুমি ধর্ম্ম অবতার।
এখনো ঈদৃশ বুদ্ধি অদৃষ্ট আমার ॥
আমা সবাকারে দুষ্ট যতেক করিল।
কাল পেয়ে সেই বৃক্ষ এখন ফলিল ॥
অহর্নিশি জাগে সেই মনের অনিষ্ট।
গন্ধর্ব্ব করিল তাহা ঘুচিল অরিষ্ট ॥
অধর্ম্মে বাড়ায় রাজা অধর্ম্মীর সুখ।
তাহা দেখি নিত্য পাই পরম কৌতুক ॥
ক্রমে ক্রমে সকল সংসার করে জয়।
কাল পেয়ে মুলের সহিত নষ্ট হয় ॥
যত দ্বন্দ্ব করিল কৌরব দুরাশয়।
নিঃশত্রু হইল রাজা চল নিজালয় ॥
এতেক কহেন যদি ভাই দুইজন।
মনেতে চিন্তেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
বিনা ক্রোধে কার্য্যসিদ্ধি না হয় নিশ্চয়।
তবে ধর্ম্ম কহে সম্বোধিয়া ধনঞ্জয় ॥
কহিলা যতেক পার্থ অন্যথা না করি।
সে মম পরম শত্রু আমি তার বৈরী ॥
আত্মপক্ষে ঘরে দ্বন্দ্ব করিব যখন।
তারা শত সহোদর আমরা পঞ্চজন ॥
সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত।
তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত ॥
আর এক কথা শুন বিচারিয়া মনে।
যদি না আনিবে তুমি রাজা দুর্য্যোধনে ॥
দুষ্টবুদ্ধি অতিশয় রাজা চিত্রসেনে।
পশ্চাৎ হইবে তার অহঙ্কার মনে ॥
লইবেক দুর্য্যোধনে সহ নারীবৃন্দ।
অমরমণ্ডলী যথা আছেন সুরেন্দ্র ॥
সবাকার অগ্রে করিবেক সমাচার।
জিনিনু কৌরব-সেনা রণে অনিবার ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চজন তথায় আছিল।
যত মোর পরাক্রম সকলে দেখিল ॥
তাহার কুলের বধূ সহ দুর্য্যোধনে।
বান্ধিয়া আনিনু দেখিলেন সর্ব্বজনে ॥
বারণ করিতে শক্তি নহিল কাহার।
কহিবে ইন্দ্রের অগ্রে এই সমাচার ॥
শুনিয়া হাসিবে যত অমর-সমাজ।
অবজ্ঞা করিবে তোমা ইন্দ্র দেবরাজ ॥
তুমি যে অবজ্ঞা কর ভাবিয়া বিপক্ষ।
দেবতা জানিবে তুমি বলেতে অশক্য ॥
আনিতে বলিনু আমি ইহা মনে করি।
নহে দুর্য্যোধন মম কোন্ উপকারী ॥
শুনিয়া উঠিল কোপে বীর ধনঞ্জয়।
এমত কহিবে দুষ্টবুদ্ধি পাপাশয় ॥
এই দেখ মহাশয় তোমার প্রসাদে।
না জীবে গন্ধর্ব্ব আজি পড়িল প্রমাদে ॥
এত বলি মহাক্রোধে উঠিয়া অর্জ্জুন।
গাণ্ডীব নিলেন হস্তে বান্ধি যুগ্ম তূণ ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি।
রথে চড়ি চলিলেন শ্রীগোবিন্দ বলি ॥
পবনগমন জিনি চলে স্বর্গপথ।
ক্ষণে উত্তরিল যথা চিত্রসেন রথ ॥

পাছে যায় ধনঞ্জয় ফিরিয়া নেহালি ।
দ্রুতগতি রথ চালাইল মহাবলী ॥
তবে পার্থ মনে মনে করেন বিচার ।
ভয়যুক্ত পলায় গন্ধর্ব্ব কুলাঙ্গার ॥
অতি বেগে ধায় রথ যাবে স্বর্গমাঝে ।
বিদিত হইবে তবে দেবতা-সমাজে ॥
ইহা জানি শরজালে রোধিলেন পথ ।
[illegible] গন্ধর্ব্বপতি না চলিল রথ ॥
সেইক্ষণে উপনীত বীর ধনঞ্জয় ।
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি কহে সবিনয় ॥
কহ পার্থ কোন্ হেতু আইলে হেথায় ।
দুর্য্যোধন উপকারে আসিয়াছ প্রায় ॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় হইতেছে মনে ।
যে জন্ম করিল হিংসা তোমা পঞ্চজনে ॥
কহিতে না পারি পূর্ব্বে আর যত ক্লেশ ।
সম্প্রতি দেখি যে বনে তপস্বীর বেশ ॥
তাহার উচিত ফল পায় দৈববশে ।
পথ ছাড় শীঘ্রগতি যাই নিজ বাসে ॥
পার্থ বলিলেন জ্ঞান নাহিক তোমায় ।
কহিলে এতেক কথা পাগলের প্রায় ॥
আপনা আপনি লোক যত দ্বন্দ্ব করে ।
আত্মপক্ষ কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে ॥
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিস্ অজ্ঞান ।
আমা সবা ভিন্ন ভাব করেছিস্ জ্ঞান ॥
যুধিষ্ঠির তুল্য মম ভাই দুর্য্যোধন ।
তাহারে লইয়া যাবি করিয়া বন্ধন ॥
এই কুলবধূগণে তুমি ল'য়ে যাবে ।
লোকেতে হইবে কুৎসা কলঙ্ক রটিবে ॥
যাহার কুৎসায় দুঃখী কুলাঙ্গার জন ।
কেমতে সহিবে তাহা আমার এ মন ॥
এই দেখ শীঘ্রগতি আইনু হেথায় ।
ছাড় দুর্য্যোধনে নহে যাবে যমালয় ॥
করহ সকলে মুক্ত নহে ফল দিব ।
মুহূর্ত্তেকে শমন সদনে পাঠাইব ।
চিত্রসেন বলে তোর জানিলাম মতি ।
বুঝিয়া করিল বিধি এতেক দুর্গতি ॥
মরিতে বাসনা তব হইল নিশ্চয় ।
দুই ভাই একত্রে যাইবি যমালয় ॥
এত বলি দিল শীঘ্র ধনুকে টঙ্কার ।
দশদিক বাণেতে হইল অন্ধকার ॥
দেখি পার্থ হইলেন জ্বলন্ত অনল ।
নিমিষের মধ্যে কাটিলেন সে সকল ॥
দোঁহার বিচিত্র শিক্ষা দোঁহে লঘুহস্ত ।
বৃষ্টিবৎ শত শত পড়ে কত অস্ত্র ॥
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে ।
জ্বলন্ত উলকা প্রায় উঠয়ে অম্বরে ॥
হইল দোঁহার অঙ্গ শরেতে জর্জ্জর ।
রণভঙ্গ তিলেক নাহি দোঁহে ধনুর্দ্ধর ॥
গন্ধর্ব্ব আপন মায়া করিল প্রকাশ ।
সন্ধান পূরিয়া অস্ত্র এড়িলেন পাশ ॥
দিব্য অস্ত্র এড়ি পার্থ করে নিবারণ ।
দশ অস্ত্র অঙ্গে তার করেন পাতন ॥
যে বাণেতে গন্ধর্ব্ব বান্ধিল দুর্য্যোধনে ।
সেই বাণ অর্জ্জুন যুড়িল ধনুর্গুণে ॥
বান্ধিয়া গন্ধর্ব্ব গলা ভুজের সহিত ।
নিজ রথে চড়াইয়া চলেন ত্বরিত ॥
দুর্য্যোধন নারী সহ গন্ধর্ব্বের পতি ।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত ধর্ম্মের বসতি ॥
সমর্পিয়া সকল করেন নিবেদন ।
যেরূপে গন্ধর্ব্বপতি করিলেন রণ ॥
যুধিষ্ঠির খুলিলেন দোঁহার বন্ধন ।
পার্থে অনুযোগ করিলেন অগণন ॥
এই চিত্রসেন জান গন্ধর্ব্বের পতি ।
ইহাকে উচিত নহে এতেক দুর্গতি ।
চিত্রসেন বলিলেন তুমি মতিমন্ত ।
চালন করহ কেন ক্ষত্রিয় দুরন্ত ॥
বালক অর্জ্জুন করিলেন অপরাধ ।
চাহিয়া আমার মুখ করহ প্রসাদ ॥
না কহিবা ইন্দ্রকে এ সব অপমান ।
যাহ দ্রুত নিজালয়ে করহ প্রয়াণ ॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্বপতি আনন্দিত মনে ।
আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিল সেইক্ষণে ॥

হস্তিনায় সশিষ্য দুর্ব্বাসার আগমন।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ।
সহজে অশুদ্ধবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন॥
আজন্ম হিংসিল দুষ্ট নানা দুষ্টাচারে।
ক্ষমাবন্ত ধর্ম্মশীল.ধর্ম্ম অবতারে॥
তথাপিও করি স্নেহ তারেণ সঙ্কটে।
হেনজনে দুঃখ কষ্ট দিলেন কপটে॥
মৃত্যু হৈতে উদ্ধার করিল যেই জন।
পুনরপি বাঞ্ছা করে তাহার মরণ॥
শুনিলাম মিষ্টকথা তোমার বদনে।
তৎপর কি করিল দুষ্টবুদ্ধিগণে॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান।
পিতামহগণ তবে গেল কোন্ স্থান॥
শুনিতে আনন্দ বড় জন্মে অন্তরে।
বিবর বিশেষ করিয়া কহ মোরে॥
বৈশাম্পায়ন বলে তবে শুন নরবর।
চাম্যক-কাননে আছে পঞ্চ সহোদর॥
যজ্ঞ জপ ব্রত তপ ধর্ম্ম আচরণ।
পূর্ব্বমত শত শত ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
হথায় আসিয়া তবে কৌরব-প্রধান।
গন্ধর্ব্বপতির হাতে পেয়ে অপমান॥
আহারে অরুচি হৈল অভিমান মনে।
একান্তে বসিয়া কহে যত দুষ্টগণে॥
হে কর্ণ প্রাণের সখা মাতুল ঠাকুর।
কিমত প্রকারে মম দুঃখ হবে দূর॥
করিলে সুযুক্তি সবে যতেক মন্ত্রণা।
বিশেষ হইল সেই আপন যন্ত্রণা॥
সুন্দর দেখিতে যেন পরিল অঞ্জন।
বিধির বিপাকে অন্ধ হইল নয়ন॥
চিত্রসেন করিল যতেক অপমান।
ততোধিক শত্রুতে করিল পরিত্রাণ॥
ইহা হৈতে মৃত্যুশ্রেষ্ঠ গণি শতগুণে।
এতেক দুর্গতি হবে ইহা কেবা জানে॥
আর দেখ পাণ্ডবের পুণ্যের প্রকাশ।
স্বর্গের অধিক সুখ অরণ্যেতে বাস॥
ইন্দ্রের সমান সঙ্গী চারি সহোদর।
সূর্য্যতুল্য সহস্র সহস্র দ্বিজবর॥
মনের মানসে সবে করে নানা ভোগ।
দ্রুপদনন্দিনী একা করয়ে সংযোগ॥
জানিনু নিশ্চয় তারা দৈবে বলবান।
মম সুখ নহে তার শতাংশে সমান॥
সূর্য্যের সমান পঞ্চ শত্রু বলবন্ত।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে করিবেক অন্ত॥
তুমি আমি মাতুল ত্রিগর্ত্ত দুঃশাসন।
মহাশ্রম করিলে না পারি কদাচন॥
বনের নিবাস শেষ যে কিছু আছয়।
ইতিমধ্যে এমন উপায় যদি হয়॥
প্রকারে পরম শত্রু যদি হয় নাশ।
আমার মনের হয় পূর্ণ অভিলাষ॥
এতেক কহিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল তবে দুষ্ট মন্ত্রিগণ॥
কি কারণে তুমি কর পাণ্ডবের ভয়।
নিজ পরাক্রম নাহি জান মহাশয়॥
বুদ্ধিবলে করিব উপায় যত আছে।
তাহাতে নিস্তার পেয়ে যদি তারা বাঁচে।
অস্ত্রের অনলে দগ্ধ করিব পাণ্ডবে।
কোন্ ক্ষুদ্র কর্ম্মেতে চিন্তহ এত সবে॥
দুষ্ট মন্ত্রিগণ যত কহিলেক ভাষা।
তার কত দিনান্তরে আইল দুর্ব্বাসা॥
সঙ্গেতে সহস্র দশ শিষ্য মহাঋষি।
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রায় উত্তরিল আসি॥
দুর্য্যোধন শুনিল মুনির আগমন।
অগ্রসরি কতদূরে গেল সর্ব্বজন॥
যতেক অমাত্য আর সহোদর শত।
মুনির চরণে সবে হৈল দণ্ডবত॥
শিষ্যগণে প্রণাম করিল সর্ব্বজনে।
বসাইল মুনিরাজে রত্নসিংহাসনে॥
সুশীতল আনি জল রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি করিল ধৌত মুনির চরণ॥
করযোড় করি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল কিছু বিনয় বচন॥

নিবেদন করিতে মনেতে বাসি ভয়।
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়॥
আজি মোরে প্রসন্ন হইল দেবগণ।
সে কারণে পাইলাম তোমার চরণ॥
মুনি বলে শুনিয়া তোমার ভাগ্যকথা।
সে হেতু আসিতে বাঞ্ছা বহুদিন হেথা॥
তোমার বৈভব যত শুনি লোকমুখে।
দেখিতে আসিনু হেথা মনের কৌতুকে॥
রাজা বলে উগ্র তপ কৈল পিতৃগণ।
জানিনু প্রসন্ন মোরে দেব দ্বিজগণ॥
পাইলাম আজি পূর্ব্ব তপস্যার ফল।
নিশ্চয় জানিনু মোর জনম সফল॥
জানিলাম আজি মোরে সুপ্রসন্ন বিধি।
নতুবা আমার গৃহে কেন তপোনিধি॥
বহুবিধ স্তব কৈল কৌরব সমাজ।
বসিবারে আজ্ঞা করি কহে মুনিরাজ॥
মুনি বলে ভাগ্যবন্ত তুমি ক্ষিতিতলে।
নহিলে এমন আর ক্ষত্রিয়ের কুলে॥
মহাবংশ জাত তুমি খ্যাত চরাচর।
তব পূর্ব্ব-পিতামহ যত পূর্ব্বাপর॥
মহাকীর্ত্তিমন্ত যত সবে মহাতেজা।
সেইমত আপনি হইলে মহারাজা॥
কিন্তু পূর্ব্ব পিতামহ করিল যে কর্ম্ম।
প্রাণপণে পালিও আপন-কুলধর্ম্ম॥
তপ জপ ব্রত আর ব্রাহ্মণ ভোজন।
সুনীতে করিবে নিত্য প্রজার পালন॥
দ্রব্য কিনি মূল্য দিবে উচিত যে হবে।
বিক্রয় করিতে ঔপাধিক না লইবে॥
পালন করিবে প্রজা পুত্রের সমান।
দোষ মত শাস্তি দিবে দুষ্টবুদ্ধি জন॥
মান্য জনে নিত্য নিত্য বাড়াইবে মান।
যে কিছু কহিবে কথা বিনয়-প্রধান॥
সতত যে হয় শান্তি সদা নহে রোষ।
কালের উচিত কর্ম্ম পরম পৌরুষ॥
দুষ্টবুদ্ধিদাতা কর্ম্ম দুষ্ট দুরাচার।
সে সকল সহ না করিবে ব্যবহার॥
অবিরত শাসনে রাখিবে সব ক্ষিতি।
অনুরক্ত থাকে যেন সকল নৃপতি॥
পরপক্ষে কদাচিত নহিবে বিশ্বাস।
মন বুঝি রাখিবেক যত দাসী দাস॥
বিরূপ না হও কভু আত্মপক্ষ জনে।
পালিবে এ সব কথা পরম যতনে॥
নহুষ যযাতি আদি পূর্ব্ববংশ যত।
পৃথিবী পালিত সবে করি এইমত॥
সে সবা হইতে তব বিপুল বৈভব।
দ্বিগুণ পাইবে শোভা হইলে এ সব॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কুরুপতি।
যাহা করিয়াছি আমি আপন শকতি॥
অতঃপর যে হয় তোমার উপদেশ।
আপনি করিয়া কৃপা কহিলা বিশেষ॥
পূর্ব্ব-পিতামহগণ ছিল উগ্রতপা।
সে কারণে কর প্রভু এতদূর কৃপা॥
এখন হইল প্রভু সফল জীবন।
বিবিধ অনেক স্তুতি কৈল দুর্য্যোধন॥
হেনমতে কথোপকথনে মুনিরাজ।
করিল আনন্দমতি কৌরব-সমাজ॥
নানাকাব্য কথায় কৌতুক মনসুখে।
মুনিরে করিল বশ যত সভালোকে॥
একদিন একান্তে বসিয়া দুর্য্যোধন।
ডাকিল শকুনি কর্ণ ভাই দুঃশাসন॥
কর্ণে সম্বোধিয়া কহে কৌরবপ্রধান।
আমার বচনে সখা কর অবধান॥
এ কথা বিচার করিনু আমি মনে।
পঞ্চভাই নিবাস করয়ে কাম্যবনে॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মীর সমান।
তাহার প্রসাদে সবে পায় পরিত্রাণ॥
সূর্য্যের কৃপার ফলে কিঞ্চিৎ রন্ধনে।
পরম সন্তোষে তাহা ভুঞ্জে লক্ষ জনে॥
যত লোক যায় তথা সবে অন্ন পায়।
যতক্ষণ যাজ্ঞসেনী কিছু নাহি খায়॥
অক্ষয় থাকয়ে যত চতুর্ব্বিধ ভোগ।
অপূর্ব্ব দেখহ কিবা বিধির সংযোগ॥

দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা করিলে ভোজন।
কিঞ্চিৎ মাগিলে নাহি পায় কোনজন॥
প্রতিদিন হেনমতে ভুঞ্জায় সবায়।
দশদণ্ড নিশাযোগে নিজে কিছু খায়॥
সেইকালে তথায় যাইবে মুনিরাজ।
সংহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ॥
দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যাবে সেই স্থানে।
সেবায় নহিবে ক্ষম ভাই পঞ্চজনে॥
দোষ দেখি মহামুনি দিবে ব্রহ্মশাপ।
মরিবে পাণ্ডব-বংশ ঘুচিবে সন্তাপ॥
তোমা সবাকার মনে না জানি কি লয়।
মুনিরাজে কহিব কর্ত্তব্য যদি হয়॥
এতেক কহিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল সর্ব্বজন॥
সবে বলে মহারাজ যে আজ্ঞা তোমার।
করিলে মন্ত্রণা এই সংসারের সার॥
আর দিন দিনান্তরে বসি মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া যত কৌরব-সমাজ॥
হিত উপদেশ আর মধুর উত্তর।
দুর্য্যোধনে সম্বোধিয়া কহে মুনিবর॥
শুন রাজা ভুবনে ভরিল তব যশ।
তোমার সেবায় বড় হইলাম বশ॥
ইষ্টবর মাগি লহ মম বিদ্যমান।
বিদায় করহ শীঘ্র যাই যথা স্থান॥
মুনির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
গদ্‌গদভাষে কহে মধুর বচন॥
ধন ধর্ম্ম দান দারা পুত্র বৈভব বিপুল।
কেবল তোমার মাত্র আশীর্ব্বাদ মূল॥
পরিপূর্ণ আছে সৈন্য রাজ্য অধিকার।
কেবল রহুক মতি চরণে তোমার॥
আর এক নিবেদন শুন মহাশয়।
কহিতে সঙ্কোচ করি কৃপা যদি হয়॥
যথায় কাম্যক বনে পাণ্ডুর তনয়।
সংহতি করিয়া তথা শিষ্য সমুদয়॥
উত্তীর্ণ হইবে যবে দশদণ্ড নিশি।
হেনকালে অতিথি হইবে মহাঋষি॥
ভক্তিভাব বুঝিয়া জানিবে তার মন।
সবে বলে ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডুর নন্দন॥
পূজা করে দেব-দ্বিজ ভক্তি অতিশয়।
সেই কথা পরীক্ষা করিতে যোগ্য হয়॥
সকালে সকল দ্রব্য হয় উপস্থিত।
রন্ধন করেন কৃষ্ণা নিত্য নিয়মিত॥
ভোজন করেন যত নিযুক্ত ব্রাহ্মণ।
তাহার মধ্যেতে যদি হয় লক্ষ জন॥
নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ থাকে সে সময়।
অনায়াসে খায় তথা যত লোক যায়॥
অভক্তি ভক্তির ভান না হয় বিদিত।
সে কারণে কালাতীতে যাইতে উচিত॥
দশদণ্ড রজনী উত্তীর্ণ হবে যবে।
পাক সমাপন করি যাজ্ঞসেনী খাবে॥
শয়নের উদ্যোগ করিবে সর্ব্বক্ষণ।
সেইকালে যাইবে সহিত শিষ্যগণ॥
আর যদি মধ্যাহ্নকালের অনুসারে।
যে জন করয়ে ভক্তিভাব বলি তারে॥
সন্দেহ ভাঙ্গিতে ইথে তোমা ভিন্ন নাই।
অবশ্য যাইলে তথা দেখিবে গোঁসাই॥
দুর্য্যোধন নৃপতির নম্র কথা শুনি।
কৃপা করি কহিতে লাগিল মহামুনি॥
কোন্ ভার দিলে রাজা এই কোন্ কথা।
তব প্রীতি হেতু আমি যাইব সর্ব্বথা॥
জানিব সত্যের ভাব রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দ্বিতীয় করিব স্নান পুষ্করের নীরে॥
তৃতীয় তোমার বাক্যে করিব এ কাজ।
শীঘ্রগতি বিদায় করহ মহারাজ॥
শুনিয়া আনন্দমতি রাজা দুর্য্যোধন।
সবান্ধবে প্রণাম করিল হৃষ্টমন॥
বহুবিধ বিনয় করিল সর্ব্বজনে।
সেইমত আদরে সম্ভাষি শিষ্যগণে॥
বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন।
রহিল আনন্দমনে রাজা দুর্য্যোধন॥

কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্ব্বাসা মুনির আগমন।

বিদায় হইয়া মুনি দুর্য্যোধন স্থানে।
বহু শিষ্য সহ যায় আনন্দিত মনে॥
যাইতে যাইতে মুনি বিচারিল মনে।
কহিল ডাকিয়া কাছে যত শিষ্যগণে॥
চল সবে এই পথে প্রভাসের তীর।
কাম্যবনে যাব যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
প্রভাসের স্নান-আর ধর্ম্মের সম্ভাষ।
দুর্য্যোধন রাজার মনের অভিলাষ॥
অনায়াসে তিন কর্ম্ম হবে এককালে।
এতেক কহিয়া মুনি পূর্ব্বদিকে চলে॥
জনপদ ছাড়ি সবে প্রবেশিল বন।
হেনকালে অস্তাচলে যান বিকর্ত্তন॥
পূর্ব্বদিক প্রসন্ন করিল কলানিধি।
কুমুদিনী বিকসিলা দেখিয়া কৌমুদী॥
মাধব মাসেতে শীতপক্ষ চতুর্দ্দশী।
সেই দিন চলিল দুর্ব্বাসা মহাঋষি॥
কৌতুকে পথেতে নানা কথার প্রবন্ধ।
বিচিত্র বনের শোভা দেখিয়া আনন্দ॥
অতিক্রান্ত হইল যখন অর্দ্ধ নিশি।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত গেল মহাঋষি॥
যথায় ধর্ম্মের পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
উত্তরিল মহামুনি প্রভাসের তীর॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া মুনির আগমন।
অগ্রসরি কতদুর যান পঞ্চজন॥
দুর্ব্বাসা দেখিয়া সবে আনন্দিত মন।
সেইমত চলিল যতেক দ্বিজগণ॥
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির করেন বিচার।
এত রাত্রে কি হেতু মুনির আগুসার॥
বিশেষ দুর্ব্বাসা মুনি কেহ আর নয়।
অল্প দোষে মহারোষে করিবে প্রলয়॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন চিন্তা করি মিছা।
অবশ্য হইবে যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
দেখিতে দেখিতে তথা এল মুনিরাজ।
সংহতি সহস্র দশ শিষ্যের সমাজ॥
সম্ভ্রমে চরণে পড়িলেন দণ্ডবৎ।
আদর করেন যত দেবের সম্মত॥
মুনিরে প্রণাম করি ভাই পঞ্চজনে।
সেইমত সম্ভাষেণ যত শিষ্যগণে॥
আছিল রাজার পাশে যতেক ব্রাহ্মণ।
মুনিরাজে সম্ভাষ করিল সর্ব্বজন॥
বয়োধিকে মান্য করি প্রণাম করিল।
জ্যেষ্ঠ জন কনিষ্ঠেরে আশীর্ব্বাদ দিল॥
সমান সমান জনে ধরি দেন কোল।
নমস্কারে আশীর্ব্বাদে হৈল মহাগোল॥
ধর্ম্ম বলিলেন মুনি করি নিবেদন।
শুনিবার ইচ্ছা আগমনের কারণ॥
কোন্ দেশ হৈতে আজি হৈল আগমন।
কোন্ দেশ করিবেন মঙ্গলভাজন॥
তীর্থ অনুসারে কিবা মম ভাগ্যোদয়।
বিশেষ করিয়া কহ কৃপা যদি হয়॥
মুনি বলে শুন যদি জিজ্ঞাসিলে তুমি।
সশিষ্য হস্তিনাপুরে গিয়াছিনু আমি॥
অনেক করিল সেবা ভাই শতজনে।
তোমারে দেখিতে বড় ইচ্ছা হৈল মনে॥
এই হেতু হেথায় করিনু আগমন।
যেমন পাণ্ডব, কুরু আমার তেমন॥
আর এক কথা শুন ধর্ম্মের নন্দন।
পথশ্রমে ক্ষুধার্ত্ত আছি যে সর্ব্বজন॥
রন্ধন করিতে কও যাহ দ্রুতগামী।
তাবৎ প্রভাসে গিয়া সন্ধ্যা করি আমি॥
শুনিয়া মুনির কথা ধর্ম্মের তনয়।
মনেতে চিন্তেন আজি না জানি কি হয়॥
অন্তরে জন্মিল [illegible] করে ক্রোধ।
অনুমতি দিলেন মুনির অনুরোধ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন মম ভাগ্যোদয়।
সে কারণে আগমন আমার আলয়॥
সন্ধ্যা হেতু গমন করহ মহাশয়।
করিব যে কিছু মম ভাগ্যে যাহা হয়॥
তবে মুনি সংহতি সকল শিষ্যগণ।
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণ॥

চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির আপন আশ্রমে।
দ্রৌপদীরে আসিয়া কহেন ক্রমে ক্রমে॥
ধর্ম্মের যতেক কথা দ্রৌপদী শুনিল।
উপায় না দেখি কিছু প্রমাদ গণিল॥
কৃষ্ণা বলে যে কথা কহিলা মহাশয়।
হেন বুঝি বিধি কৈল অকালে প্রলয়॥
সশিষ্য অতিথি হৈল উগ্রতপা ঋষি।
আমার নাহিক শক্তি আজিকার নিশি॥
রজনী প্রভাতে কালি সূর্য্যের প্রসাদে।
দশলক্ষ হইলে ভুঞ্জাব অপ্রমাদে॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণা উত্তম কহিলে।
মুনি ক্রোধানলে আজি সবে দগ্ধ হৈলে॥
কি কর্ম্ম করিবে কালি প্রভাতে কে জানে
দুর্ব্বাসার ক্রোধ সহে কাহার পরাণে॥
দ্রৌপদী কহিল এই দৈবের সংযোগ।
আমার কর্ম্মের ফল কে করিবে ভোগ॥
সুকর্ম্মের চিহ্ন যদি হৈত মহারাজ।
দিবসে আসিত তবে মুনির সমাজ॥
আমা সবা হৈতে কিছু নহে প্রতীকার।
কেবল পারেন কৃষ্ণ করিতে উদ্ধার॥
দ্রৌপদীর বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
চিন্তায় আকুল অতি শরীর অস্থির॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে।
পার কর জগন্নাথ বিপদ সাগরে॥
পার কর আমারে গোবিন্দ মহাশয়।
রাখহ পাণ্ডবকুল মজিল নিশ্চয়॥
তোমা হেন আছে যার মহারত্ন নিধি।
এমন সংযোগ তারে মিলাইল বিধি॥
তোমার পাণ্ডব-বন্ধু বলি লোক কয়।
সে কথা পালন কর ওহে দয়াময়॥
কৃষ্ণা সহ পঞ্চভাই আকুল হইয়া।
ডাকিতেছে কোথা কৃষ্ণ-উদ্ধার আসিয়া॥
হেথায় কৌতুকে কৃষ্ণ দ্বারকানগরে।
শয়ন করিয়াছেন রুক্মিণীর ঘরে॥
ব্যগ্র হ'য়ে ভক্ত ডাকে বলি জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে যেন কণ্টকের ঘাত॥

রহিতে নাহিক শক্তি ভক্ত-দুঃখ জানি।
ব্যস্ত হৈয়া উঠিয়া বৈসেন চক্রপাণি॥
চিন্তান্বিত অত্যন্ত করেন ছট্‌ফট।
রুক্মিণী কহেন দেখি করিয়া কপট॥
চিত্তের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কারণ।
হেন বুঝি কোথায় যাইতে আছে মন॥
অরণ্যে দ্রৌপদী সখী আছয়ে যথায়।
অকস্মাৎ মনে হৈল বুঝি অভিপ্রায়॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন প্রাণপ্রিয়তমা।
অদ্যকার এই অপরাধ কর ক্ষমা॥
ভক্তাধীন আমারে যে করিল বিধাতা।
আমার কেবল ভক্ত সুখদুঃখদাতা॥
মম ভক্তজন যথা তথা থাকে সুখে।
আমিও তথায় থাকি পরম কৌতুকে॥
মম ভক্তজন দেখ যদি দুঃখ পায়।
সে দুঃখ আমার হেন জানিও নিশ্চয়॥
এ কারণে ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকত-বৎসল॥
আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
বিপদ-সাগরে পড়ি হ'য়েছে অস্থির॥
যতক্ষণ নাহি দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ততক্ষণ মম দুঃখ না হবে খণ্ডন॥
এই আমি চলিলাম যথা ধর্ম্মমণি।
এত শুনি কহিলা রুক্মিণী ঠাকুরাণী॥
তোমার একান্ত ভক্তি আছয়ে পাণ্ডবে।
সর্ব্বকাল এইরূপ জানি অনুভবে॥
বিশেষ করিলে বশ দ্রুপদের সুতা।
তোমার বাসনা সদাকাল থাক তথা॥
গমন রজনীকালে উচিত না হয়।
সে কারণে নিবেদন করি মহাশয়॥
যাইবে অবশ্য কালি তপন উদয়।
যে ইচ্ছা তোমার কর তুমি ইচ্ছাময়॥
শ্রীকৃষ্ণবলেন সত্য কহিলে যে তুমি।
ক্ষণেক তথায় যদি নাহি যাই আমি॥
সবংশে মজিবে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
আমার গমনে তবে কোন্ প্রয়োজন॥

এত বলি করিলেন গরুড়ে স্মরণ।
আইল স্মরণমাত্রে বিনতা নন্দন ॥
আইল উড়িয়া বীর যথা জগন্নাথ।
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর করি যোড়হাত ॥

যুধিষ্ঠিরের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের কাম্যক বনে আগমন।

আসিয়া খগেন্দ্র কহে বন্দিয়া চরণ।
কি হেতু নিশাতে প্রভু করিলা স্মরণ ॥
কি হেতু হইল আজি চিত্ত উচাটন।
শীঘ্রগতি কহ হরি তার বিবরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যথা পাণ্ডুপুত্রগণ।
বসতি করেন যথা করিব গমন ॥
এত বলি খগোপরি করি আরোহণ।
নিমিষেকে উপনীত যথা কাম্যবন ॥
হেথায় ভাবিত চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
হেনকালে আইলেন হরি খগাসন ॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া গোবিন্দ আগমন।
পাইলেক প্রাণ যেন প্রাণহীন জন ॥
ব্যগ্র হৈয়া কতদূরে গিয়া পঙ্কজনে।
নিকটেতে পাইলেন দেবকীনন্দনে ॥
আনন্দ বাড়িল তার নাহিক অবধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ননিধি ॥
শ্রীকৃষ্ণের সমাগমে দেন আলিঙ্গন।
আনন্দ-সলিলে পূর্ণ হইল লোচন ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কহ সমাচার।
যুধিষ্ঠির কহে কৃষ্ণ কি কহিব আর ॥
কহিতে বদনে মম নাহি স্ফুরে ভাষা।
এত রাত্রে শিষ্য সহ আইল দুর্ব্বাসা ॥
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণ।
উপায় করিতে শক্ত নহে কোন জন ॥
সবংশে মজিনু আমি বুঝি অভিপ্রায়।
কাতর হইয়া তেঁই ডাকিনু তোমায় ॥
রাখিবারে রাখহ নহে যাহা মনে লয়।
বিলম্ব না সহে বড় সঙ্কট সময় ॥
যুধিষ্ঠির এতেক কহেন নারায়ণে।
গোবিন্দ কহেন চিন্তা না করিহ মনে ॥
শিষ্যগণ সহ মুনি আসুক হেথায়।
সবাকারে ভুঞ্জাইব সে আমার দায় ॥
এত বলি সন্তুষ্ট করিয়া ধর্ম্মমণি।
ত্বরিত গেলেন কৃষ্ণ যথা যাজ্ঞসেনী ॥
কৃষ্ণে দেখি কৃষ্ণার পূরিল অভিলাষ।
বসিতে আসন দিয়া কহে মৃদুভাষ ॥
ভকতবৎসল প্রভু তুমি অন্তর্য্যামী।
দীন বন্ধু নাম তব জানিলাম আমি ॥
কি জানি তোমার ভক্তি আমি হীনজ্ঞান।
দুঃখিত দেখিয়া প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
সশিষ্য দুর্ব্বাসা মুনি অতিথি আপনি।
উচিত বিধান শীঘ্র কর চক্রপাণি ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তাহা বিচারিব পাছে।
ক্ষুধায় শরীর পোড়ে দেহ যাহা আছে ॥
বিলম্ব না সহে কৃষ্ণা অন্ন দেহ আনি।
পশ্চাতে করিব যাহা কহ যাজ্ঞসেনী ॥
কৃষ্ণা বলে জানিয়া সকল সমাচার।
আপনি এমত কহ অদৃষ্ট আমার ॥
অন্ন দিতে আমি যদি হতেম ভাজন।
ঘোর অন্ধকারে না হইত আগমন ॥
ছল করি কহ কথা জানিয়া সকল।
বুঝিতে না পারি হরি মম কর্ম্মফল ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ক্ষুধানলে তনু দয়।
পাইলে উত্তম পরিহাসের সময় ॥
কহিতে নাহিক শক্তি স্থির নহে মন।
উঠ উঠ বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন ॥
এত শুনি কহিলেন দ্রুপদ-তনয়া।
বুঝিতে না পারি দেব কর কোন্ মায়া ॥
যখন হইল গত দশদণ্ড নিশি।
ভুঞ্জিলেন তখন যতেক দেবঋষি ॥
অবশেষে ছিল কিছু করিনু ভোজন।
শূন্যপাত্র আছে মাত্র দেখ নারায়ণ ॥
দিন নহে দ্বিতীয় প্রহর হৈল নিশি।
কি কর্ম্ম করিব শূন্য অরণ্যনিবাসী ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাজ্ঞসেনী শুন বলি।
অবশ্য আছয়ে কিছু দেখ পাকস্থলী ॥

রন্ধন ব্যঞ্জন অন্ন যে কিছু আছয়।
অল্পেতে হইব তৃপ্ত কহিনু নিশ্চয় ॥
আলস্য ত্যজিয়া উঠ করহ তল্লাস।
বিলম্ব না সহে আর ছাড় উপহাস ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কৃষ্ণা গুণবতী।
দেখাইতে পাকপাত্র আনে শীঘ্রগতি ॥
আনিয়া কহিল দেবী দেখ জগন্নাথ।
দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ পাতিলেন হাত ॥
শাকের সহিত এক অন্ন মাত্র ছিল।
ঈশ্বরে প্রদান হেতু অনন্ত হইল ॥
কৌতুকে উঠিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
উদ্গার করিয়া দেন উদরেতে হাত ॥
দ্রৌপদীরে কহেন আমার ক্ষুধা গেল।
আজিকার ভোজনে পরম তৃপ্তি হৈল ॥
ইহা বলি পুনরায় তুলেন উদ্গার।
ত্রিভুবনে সেই মত হইল সবার ॥
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে সেই নারায়ণ।
তাঁহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন ॥
হেথায় দুর্ব্বাসা ঋষি সহ শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারিলেন ইহার কারণ ॥
মন্দানলে উদর পূর্ণিত সবাকার।
সঘনে নিশ্বাস বহে উঠিছে উদ্গার ॥
বিস্ময় মানিয়া তবে কহে মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া যত শিষ্যের সমাজ ॥
মুনি বলিলেন শুন সর্ব্ব শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ ॥
অকস্মাৎ হৈল দেখ উদর আধ্মান।
পাইতেছি যত কষ্ট নাহি পরিমাণ ॥
অনুমান করি কিছু না পারি বুঝিতে।
পথশ্রান্তে এমন কি পারিবে হইতে ॥
শিষ্যগণ বলে যে কহিলা মহাশয়।
আমা সবাকার মনে হইল বিস্ময় ॥
সন্ধ্যা হেতু যাই মুনি প্রভাসের জলে।
শরীর দহিতেছিল ক্ষুধার অনলে ॥
অকস্মাৎ এইমত হৈল সবাকার।
উদর পূরণে ঘন উঠে ধুমোদ্গার ॥
অন্য অন্য বিচার করেন জনে জন।
কেহ না বলিল কিছু লজ্জার কারণ ॥
মুনি বলে আশ্চর্য্যে ডুবিল মম মন।
ব্রহ্মাণ্ড ভাবিয়া কিছু না পাই কারণ ॥
যখন সন্ধ্যার আসি প্রভাসের তীরে।
রন্ধন করিতে বলিলাম যুধিষ্ঠিরে ॥
সংযোগ করিল তারা করি প্রাণপণ।
কোন্ লাজে তারে গিয়া দেখাব বদন ॥
বুঝিয়া বিধান তবে করহ বিচার।
শিষ্যগণ বলে প্রভু কি কহিব আর ॥
আজি তথা গিয়া লজ্জা পাব কি কারণ।
উঠিতে শকতি নাহি কে করে ভোজন ॥
ঈশ্বর করিলে কালি উঠিয়া বিহানে।
অতিথি হইয়া সবে যাব তাঁর স্থানে ॥
ইহার উপায় আর নাহি মহাশয়।
মুনি বলিলেন কথা মম মনে লয় ॥
এত বলি শয়ন করিল সর্ব্বজন।
জানিলেন সব তত্ত্ব দৈবকী-নন্দন ॥
কৃষ্ণা সহ গেলেন যেখানে যুধিষ্ঠির।
সবাকার সম্মুখে কহেন যদুবীর ॥
মুনির কারণে মনে না করিবে ভয়।
আজি না আসিবে মুনি জানিও নিশ্চয় ॥
স্নানদান করি কালি প্রভাসের কূলে।
ভোজন করিবে সবে আসিয়া সকালে ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
ধর্ম্ম বলে বিলম্বে ভালই এতক্ষণ ॥
তোমার অসাধ্য দেব আছে কোন্ কর্ম্ম।
পাণ্ডবকুলের আজি হৈল পুনর্জ্জন্ম ॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
সহায় সম্পদ মম তুমি নারায়ণ ॥
না জানি পূর্ব্বেতে কত করিনু কুকর্ম্ম।
সে কারণে দুঃখে দুঃখে গেল মম জন্ম ॥
প্রথম বয়সে বিধি দিল নানা শোক।
অল্পকালে জনক গেলেন পরলোক ॥
গোঁয়াইনু সেই কাল পরের আলয়ে।
দুঃখ না জানিনু অতি অজ্ঞান সময়ে ॥

নন্দন্তরে দুষ্টবুদ্ধি দিলেক যন্ত্রণা।
জতুগৃহে প্রাণ পাই বিদুর মন্ত্রণা॥
বনের অশেষ দুঃখ ভ্রমণ সঙ্কটে।
আপনি রাখিলে ধৃতরাষ্ট্রের কপটে॥
এ সব সঙ্কট হৈতে তুমি মাত্র ত্রাতা।
মেন সংযোগ আনি করিল বিধাতা॥
রাজ্যনাশ বনবাস হীন সর্ব্বধর্ম্মে।
দৈবের নিযুক্ত এই পূর্ব্বমত কর্ম্মে॥
সবে মাত্র পূর্ব্ববংশে ছিল উগ্রতপা।
কেবল তাহার ফলে তুমি কর কৃপা॥
এতেক কহেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
অনন্তরে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
কহিলে যতেক কথা সব আমি জানি॥
ঘটিলে যতেক দুঃখ অন্যথা না হয়।
তেঁই তুমি ধর্ম্ম না ত্যজহ মহাশয়॥
কাম যে কহিলে আমি হীন সর্ব্ব ধর্ম্মে।
পৃথিবী পবিত্র হৈল তোমার সুকর্ম্মে॥
দান ধর্ম্মে রাজনীতে এ তিন ভুবনে।
নাহিক তোমার তুল্য হেন লয় মনে॥
দুর্ব্বলের বল ধর্ম্ম আমি জানি ভালে।
এই দুঃখ তোমার খণ্ডিবে অল্পকালে॥
অধর্ম্ম জনার সুখ কভু সিদ্ধ নয়।
জাহ্নবের জল প্রায় ক্ষণেকেতে লয়॥
মনেতে রাখিবে মম এই নিবেদন।
মহাকষ্টে আমা না ছাড়িও কদাচন॥
এত বলি বিদায় নিলেন নারায়ণ।
গরুড়ে চড়িয়া যান দ্বারকা ভুবন॥
কৃষ্ণেরে বিদায় করি ভাই পঞ্চজন।
হৃষ্টমনে শয়ন করিল সর্ব্বজন॥

সশিষ্য দুর্ব্বাসার পারণ।

প্রভাতে উঠিয়া তবে ধর্ম্মের নন্দন।
নিয়মিত কর্ম্ম করিলেন সমাপন॥
দুর্ব্বাসা অতিথি হেতু সচিন্তিত মন।
নানা কার্য্যে নানা স্থানে ধায় সর্ব্বজন॥
ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশিল বনে।
ভীমার্জ্জুন যান দোঁহে মৃগয়া কারণে॥
স্নান করি আসিলেন দ্রুপদনন্দিনী।
সত্বর তথায় আইলেম ধর্ম্মমণি॥
কহেন মধুর বাক্য ধর্ম্মের নন্দন।
শীঘ্রগতি গুণবতি করহ রন্ধন॥
আজিকার দিন যদি যায় ভালমতে।
তবে জানি কিছুকাল বাঁচিব জগতে॥
স্নান করি এখনি আসিবে মুনিরাজ।
সংহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ॥
স্বচ্ছন্দ বিধানে যদি পায় অন্ন পান।
তবে সে হইবে সবাকার পরিত্রাণ॥
এই হেতু চিন্তা বড় আছে মম মনে।
যা করিতে পার কৃষ্ণা আপনার গুণে॥
তোমা হৈতে সকল সঙ্কটে তবে তরি।
তুমি করিয়াছ বন হস্তিনানগরী॥
তোমার যতেক গুণ না যায় বর্ণনা।
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণা পাণ্ডবের সম্ভাবনা॥
আসিয়া রাখিল কৃষ্ণ ছিল যত দায়।
এখন করহ তুমি উচিত যে হয়॥
কৃষ্ণা বলে মহারাজ করি নিবেদন।
অল্প কার্য্যে এত চিন্তা কর কি কারণ॥
ধর্ম্মপথ মত যদি আমি হই সতী।
একান্ত আমার যদি ধর্ম্মে থাকে মতি॥
সূর্য্যের বচন আর তোমার প্রসাদে।
দশ লক্ষ হৈলে ভুঞ্জাইব অপ্রমাদে॥
চিন্তা না করিহ কিছু ইহার কারণ।
এই দেখ মহারাজ করি যে রন্ধন॥
যাও শীঘ্র সশিষ্যে আনহ মুনিবরে।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির কৌতুক অন্তরে।
হেথায় দুর্ব্বাসা মুনি উঠিয়া সকালে।
করিল আহ্নিক জপ প্রভাসের জলে॥
সেইমত করিলেক শিষ্যের সমাজ।
হেনকালে সবারে কহিল মুনিরাজ॥
চল শীঘ্র ধর্ম্ম পাশে যাব সর্ব্বজন।
করিব তাঁহার প্রতি শান্তি আচরণ॥

এত বলি চলিল সশিষ্য মুনিরাজ।
শুনিয়া আনন্দমতি পাণ্ডব-সমাজ ॥
অগ্রসরি কতদূরে সর্ব্বজন আসি।
আদরে সশিষ্য চলিলেন মহাঋষি ॥
অনেক করিয়া ভক্তি ভাই পঞ্চজনে।
বসাইল মৃগচর্ম্মে কুশের আসনে ॥
সুশীতল জল আনি ধর্ম্মের নন্দন।
কৌতুকে করেন ধৌত মুনির চরণ ॥
আনন্দ বিধানে তবে পঞ্চ সহোদরে।
সেই পাদোদক আনি পরম সাদরে ॥
পান করি বন্দনা করেন সবে শিরে।
তবে ধর্ম্ম নৃপতি কহেন ধীরে ধীরে ॥
নিশ্চয় আমারে আজি সুপ্রসন্ন বিধি।
পাইলাম আজি যত্ন বিনা রত্ননিধি ॥
সুপ্রভাত হৈল মোর আজিকার নিশি।
কৃপা করি আপনি আইলা মহাঋষি ॥
পৃথিবীতে ভাগ্যহীন আমার সমান।
নহিল না হবে হেন করি অনুমান ॥
তপস্যা করিল পূর্ব্বে পিতামহগণ।
যে কিছু আমার আর পূর্ব্ব উপার্জ্জন ॥
কৃপা কর আমারে সে ফলে সর্ব্বজনে।
নহিলে অধম আমি তরি কোন গুণে ॥
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি এতেক বচন।
তুষ্ট হ'য়ে কহিতে লাগিল তপোধন ॥
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
আপনারে না জানিয়া কহ কেন বাণী ॥
তুমি ধর্ম্মবন্ত সত্যবাদী মতিমান।
পৃথিবীতে নাহি কেহ তোমার সমান ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি ক্ষত্রিয় সুধীর।
সমুদ্রে সমান অতি গুণেতে গভীর ॥
অসার সংসার এই সারমাত্র ধর্ম্ম।
তোমার হইল রাজা সহজ এ কর্ম্ম ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ঐশ্বর্য্য মত্ততা।
তোমার নিকটবর্ত্তী নহিল সর্ব্বথা ॥
সুখ দুঃখ শরীরের অসহযোগ ধর্ম্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম ॥
তাহাতে সন্তাপ নাহি করে জ্ঞানবান।
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান ॥
সাধুর গণনে রাজা তুমি অগ্রগণ্য।
পৃথিবীর লোক যত করে ধন্য ধন্য ॥
কহিলাম সত্য এই লয় মম মন।
বসুমতীপতি যোগ্য তুমি সে ভাজন ॥
এ তিন ভুবনে তব পরিপূর্ণ যশ।
তোমার গুণেতে রাজা হইলাম বশ ॥
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহারাজ।
সম্প্রতি তোর ঠাঁই পাইলাম লাজ ॥
কহিয়া তোমারে হেথা করিতে রন্ধন।
সন্ধ্যা হেতু প্রভাসে গেলাম সর্ব্বজন ॥
সায়ংসন্ধ্যা জপ আদি যে কিছু আছিল।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বজন সমাপ্ত করিল ॥
পথশ্রমে অশক্ত উঠিতে শক্তি নাই।
আলস্যেতে শয়ন করিনু সেই ঠাঁই ॥
আসিতে না পারে কেহ এই সে কারণ।
তবস্থানে লজ্জা বড় হইল রাজন ॥
ক্ষুধার্ত্ত আছয়ে সবে করিবে ভোজন।
স্নান করি গিয়া যদি হইল রন্ধন ॥
ধর্ম্ম বলে কালি মম দুরদৃষ্ট ছিল।
এ কারণে সবাকার আলস্য হইল ॥
হইল আমার যদি সুকর্ম্মের লেশ।
তবে মহামুনি আসে করিলা প্রবেশ ॥
দেবের দুর্ল্লভ হয় তব আগমন।
অল্প ভাগ্যে এ সব না হয় কদাচন ॥
মম শক্তি অনুরূপ অন্ন জল স্থল।
তোমার প্রসাদে মুনি প্রস্তুত সকল ॥
এত বলি আপনি উঠেন ধর্ম্মপতি।
নিকটে ডাকেন ভীমার্জ্জুন মহামতি ॥
আজ্ঞা দেন ধর্ম্মসুত করিবারে স্থান।
শ্রুতমাত্র দুই ভাই হৈল সাবধান ॥
নানা দিকে স্থান করি দিল অন্নজল।
নিযুক্ত করিল তায় রক্ষক সকল ॥
আনন্দ বিধানে তবে ভাই দুইজনে।
শীঘ্রগতি জানাইল ধর্ম্মের নন্দনে ॥

ধর্ম্ম বলে অবধান কর মুনিরাজ ।
অতঃপর বিলম্বেতে নাহি কিছু কাজ ॥
রবির রৌদ্রের তেজ হৈলে অতি বেলা ।
বিধাতা নিযুক্ত করিলেন বৃক্ষতলা ॥
বলেন দুর্ব্বাসা মুনি তুমি সাধুজন ।
অট্টালিকা হৈতে ভাল তোমার আশ্রম ॥
কদর্য্য স্থানেতে যদি সাধুজন রয় ।
স্বর্গের সমান তাহা বেদে হেন কয় ॥
এত বলি কৌতুকে উঠেন মুনিবর ।
আনন্দ বদনে বৈসে সহ শিষ্যবর ॥
বসিলেন মুনিগণ যথাযোগ্য স্থান ।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই হরিষ বিধান ॥
অন্ন পরিবেশন করেন সবে আনি ।
বড়ই ব্যঞ্জন অন্ন দেন যাজ্ঞসেনী ॥
সবে আর শীঘ্র হস্ত ভাই পঞ্চজন ।
যে যাহা চাহে তাহা দেন সেইক্ষণ ॥
অপরূপ দেখ তার দৈবের ঘটন ।
একে একে এক দ্রব্য করয়ে রন্ধন ॥
আপনার ইচ্ছায় যতেক করে ব্যয় ।
সূর্য্য অনুগ্রহে পুনঃ পরিপূর্ণ হয় ॥
স্থানে স্থানে বসিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী ।
ভোজন করেন সবে অতি কুতুহলী ॥
নাহি জানি খায় কত দেয় কত আনি ।
খাও খাও বলে সবে এই মাত্র শুনি ॥
অভিলাষে তাহা পায় যাহা অভিলাষী ।
ভোজন করিল দশ সহস্র তপস্বী ॥
অনন্তরে উঠিয়া করিল আচমন ।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল সর্ব্বজন ॥
দুর্ব্বাসা বলেন রাজা তুমি ভাগ্যবান ।
ত্রিভুবনে নহিবে আর তোমার সমান ॥
এমন প্রকার যদি পাই বনবাস ।
তবে আর কি কার্য্য স্বর্গেতে অভিলাষ ॥
সহোদর তোমার সকল গুণবান ।
দ্রুপদনন্দিনী হয় লক্ষ্মীর সমান ॥
ভোজনে যেমন তৃপ্ত হইলাম আমি ।
এইমত সর্ব্বদা হইবে তুষ্ট তুমি ॥
কদাচিত চিন্তা কিছু না করিবে মনে ।
খণ্ডিবে তোমার দুঃখ অতি অল্পদিনে ॥
বিদায় করহ শীঘ্র যাই তপোবন ।
শুনিয়া কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
সফল এ জন্ম কর্ম্ম মানিনু আপনি ।
যাহে এত কৃপা কর কৃপাসিন্ধু মুনি ॥
মম এই নিবেদন তোমার অগ্রেতে ।
কদাচিত বিচলিত নহি সত্যপথে ॥
এত বলি ধর্ম্মপুত্র নমস্কার কৈল ।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল ॥
পঞ্চ ভাই প্রণাম করিয়া মুনিরাজে ।
সেইমত সম্ভাষণ করে শিষ্য মাঝে ॥
সবে আশীর্ব্বাদ করি বেদ বিধিমতে ।
তুষ্ট হৈয়া সর্ব্বজনে চলে পূর্ব্বপথে ॥
পরাণে কাতর দুষ্টবুদ্ধি দুরাশয়ে ।
অসহ্য বজ্রের প্রায় লাগিল হৃদয়ে ॥
আহারে অরুচি চিত্ত সতত চঞ্চল ।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সদা শরীর দুর্ব্বল ॥
এইরূপে দুর্য্যোধন চিন্তাকুল হৈয়া ।
একান্তে বসিল যত পাত্র-মিত্র লৈয়া ॥
ত্রিগর্ত্ত শকুনি কর্ণ দুঃশাসন আদি ।
হেনকালে কহে রাজা কর্ণেরে সম্বোধি ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস ।
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় কাশীরাম দাস ॥

দুর্য্যোধনের মন্ত্রণায় জয়দ্রথের দ্রৌপদীহরণের যাত্রা ।

দুর্য্যোধন কহিলেন কি যুক্তি করিলে ।
বিধাতা দিবেক বলি নিশ্চিন্ত রহিলে ॥
বিধিকৃত হইলে অবশ্য হবে জয় ।
তিনি না করিলে জানি সব মিথ্যা হয় ॥
সংসারে থাকিয়া লোক করিবে উদ্‌যোগ ।
নিত্য নিত্য ভুঞ্জিবেক নানা উপভোগ ॥
অনুক্ষণ করিবেক স্বকার্য্য সাধন ।
পূর্ব্বমত আছে হেন বিধি নির্ব্বন্ধন ॥
ফল পায় যেবা রাখে বিধাতাতে মন ।
জীবনের উপায় করিবে সর্ব্বজন ॥

বুদ্ধিতে পাণ্ডব যদি গুপ্তবাসে তরে।
অনর্থ করিবে আসি মহাক্রোধ ভরে ॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম এক একজন।
কাহার হইবে শক্তি করিতে বারণ ॥
তুমি আমি মাতুল ত্রিগর্ত্ত দুঃশাসন।
মহাশ্রম করিলে না পারি কদাচন ॥
মন্ত্রণা করিয়া যদি সংহারিতে পারি।
অনায়াসে উদ্বেগ সাগর হৈতে তরি ॥
সুযুক্তি ইহার এই লয় মম মন।
আনিব দ্রুপদ সুতা করিয়া হরণ ॥
দ্রুপদনন্দিনী হয় পাণ্ডবের প্রাণ।
অশেষ সঙ্কটে নিত্য করে পরিত্রাণ ॥
সে কারণে কহি আমি এ সব সম্মত।
গুপ্তবেশে তথায় যাউক জয়দ্রথ ॥
বুদ্ধিবলে বিশারদ তারে ভাল জানি।
প্রকার করিয়া যেন হরে যাজ্ঞসেনী ॥
লুকাইয়া রাখিবে দ্রৌপদী গুপ্তস্থানে।
খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন না পায় সন্ধানে ॥
কৃষ্ণার বিচ্ছেদে তবে পাইবেক শোক।
এইরূপে পঞ্চ ভাই হইবে বিয়োগ ॥
নিষ্কণ্টক হবে রাজ্য ঘুচিবে জঞ্জাল।
নির্ব্বিরোধে রাজ্যভোগ করি চিরকাল ॥
তোমা সবাকার যদি হয় এ সম্মতি।
তবে সে কর্ত্তব্য এই লয় মম মতি ॥
এতেক কহিল যদি কৌরবপ্রধান।
প্রশংসা করিল তবে মন্ত্রী জ্ঞানবান ॥
ধন্য ধন্য মহাশয় মন্ত্রণা তোমার।
করিলে যে মন্ত্রণা এ সংসারের সার ॥
অবশ্য কর্ত্তব্য এই সবাকার মত।
গুপ্তবেশে তথায় যাউক জয়দ্রথ ॥
দুষ্টমতিগণ যদি এতেক কহিল।
শুনিয়া নৃপতি তবে আনন্দ হইল ॥
তবে জয়দ্রথে আজ্ঞা দিল দুর্য্যোধন।
অতি শীঘ্র কাম্যবনে করহ গমন ॥
সাবধান হইয়া রহিবে চূড়ামণি।
বুদ্ধিবলে হরিয়া আনিবে যাজ্ঞসেনী ॥

এতেক কহিল যদি কৌরব-ঈশ্বর।
কতক্ষণে জয়দ্রথ করিল উত্তর ॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি যাই কাম্যবন।
কিন্তু পাণ্ডবেরে সবে জানহ কেমন ॥
দ্বিতীয় শমন তুল্য একৈক পাণ্ডব।
শতাংশে সমান তার নহি মোরা সব ॥
বিশেষে আপনি মনে কর অবধান।
একা পার্থ গন্ধর্ব্ব-সমরে কৈল ত্রাণ ॥
জীয়ন্ত বাঘের চক্ষু আনে কোন্ জনে।
কার শক্তি হিংসিবে সে পাণ্ডুপুত্রগণে।
যদি বা তোমার বাক্য নাহি করি আন।
নিমিষেকে বৃকোদর বধিবেক প্রাণ ॥
বিশেষ দ্রুপদসুতা লক্ষ্মী অবতার।
মহাবল পঞ্চভাই রক্ষক তাহার ॥
একান্ত থাকিবে যার জীবনের আশ।
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত প্রত্যাশা ॥
জয়দ্রথ-মুখে তবে এই বাক্য শুনি।
বিনয় পূর্ব্বক তারে কহে নৃপমণি ॥
কহিলে যতেক তুমি আমি সব জানি।
পাণ্ডবের সম্মুখে কে হরে যাজ্ঞসেনী ॥
কি ছার কৌরব-সেনা কর্ণ গণি কিসে।
অন্যে কি করিবে যারে দণ্ডপাণি ত্রাসে ॥
একা পার্থ জিনিলেক এ তিন ভুবন।
সুরাসুর নাগ নরে সম কোন্ জন ॥
অলক্ষিতে যাবে তথা কেহ না দেখিবে।
বুদ্ধিবলে যাজ্ঞসেনী হরিয়া আনিবে ॥
সন্নিকটে সতত থাকিবে সর্ব্বজনে।
অতি সঙ্গোপনে যেন কেহ নাহি জানে ॥
স্নানদানে সবে যবে যাবে চারিভিত।
সেইকালে তথায় হইবে উপনীত ॥
হরিয়া দ্রুপদসুতা প্রকার বিশেষে।
যত্ন করি লুকাইবে অতি দূর দেশে ॥
খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন উদ্দেশ না পায়।
তার শোকে পাণ্ডব মরিবে নিশ্চয় ॥
সুসিদ্ধ হইবে তবে মনের অভীষ্ট।
নিঃসঙ্কটে রাজ্যভোগ করিব যথেষ্ট ॥

তোমা বিনা অন্য জন ইথে নহে শক্য।
সহায় সম্পদ তুমি, তুমি সে সপক্ষ॥
চিন্তায় কিছুই আর নাহি প্রয়োজন।
অমূল্যে কিনিলে তুমি রাজা দুর্য্যোধন॥
পুনঃ পুনঃ কহে রাজা গদ্‌গদভাষ।
জয়দ্রথ কহে শুনি বচন প্রকাশ॥
কি কারণে এত কথা বল নরপতি।
অবশ্য পালিব যে তোমার অনুমতি॥
এই আমি চলিলাম কাম্যক কানন।
প্রাণপণে সাধিব তোমার প্রয়োজন॥
এত শুনি তুষ্ট হৈল প্রধান কৌরব।
সাজাইয়া দিল রথ করিয়া গৌরব॥
সবারে সম্ভাষি বীর চড়ে গিয়া রথে।
চালাইয়া দিল কাম্যকাননের পথে॥
যাইতে যাইতে রথে করিল বিচার।
রাজার সাহসে আমি কৈনু অঙ্গীকার॥
পড়িলে ভীমের হাতে না হবে নিস্তার।
ঈশ্বর করেন যদি হবে প্রতীকার॥
এইরূপে জয়দ্রথ চিন্তাকুল মনে।
উপনীত হেল গিয়া মহাঘোর বনে॥
দুদিকে কানন শোভা মধ্য দিয়া পথ।
নানা বর্ণ সুবাসিত পুষ্প কত শত॥
বিবিধ কুসুমে দেখ শোভিয়াছে বন।
মকরন্দ পান করে সুখে অলিগণ॥
বিবিধ অনেক শোভা দেখিয়া কাননে।
কাম্যবন নিকটে আইল কতদিনে॥
নন্দন কানন হেন দেখি কাম্যবন।
অনেক আশ্রম তথা দেখে মুনিগণ॥
স্থানে স্থানে দেখিলেন দেবের আশ্রম।
বহুবিধ বিহঙ্গম করে নানা ক্রম॥
হইল কৌতুক মনে করিতে ভ্রমণ।
উত্তরিল কতক্ষণে যথা পঞ্চজন॥
তাহার নিকটে লুকাইল জয়দ্রথ।
ছিদ্র চাহি থাকে বার নিরাখয়া পথ॥
যমন সমান জানি ভীম ধনঞ্জয়।
নিকটে যাইতে নারে পরাণের ভয়॥
হেনমতে তথা রহে করিয়া গোপন।
একদিন শুন রাজা দৈবের ঘটন॥

দ্রৌপদীহরণ ও ভীমহস্তে জয়দ্রথের অপমান।

শুন জন্মেজয় রাজা দৈবের ঘটন।
জয়দ্রথ গোপনে রহিল কাম্যবন।
উঠিয়া প্রভাতকালে ভাই দুইজন।
রাজার নিকটে রাখি মাদ্রীর নন্দন॥
মৃগয়া করিতে যায় ভীম ধনঞ্জয়।
স্নান হেতু যান ক্রমে বিপ্র সমুদয়॥
পরে চলিলেন স্নানে ভাই তিনজন।
বসিয়া দ্রৌপদী একা করেন রন্ধন॥
জয়দ্রথ দেখিলেন শূন্য সে মন্দির।
জানিয়া সময় তথা গেল মহাবীর॥
কুঁড়ের দুয়ারে গিয়া রাখিলেক রথ।
যাজ্ঞসেনী দেখিলেন আসে জয়দ্রথ॥
রথ হ'তে ভূমিতে নামিল মহাবীর।
কুটুম্ব জানিয়া কৃষ্ণা হইল বাহির॥
মনেতে জানিল এই অপূর্ব্ব অতিথি।
পূজা হেতু চিন্তা তার করে গুণবতী॥
শূন্যালয় মন্দির, না ছিল কোন জন।
আপনি আনিয়া দিল দিব্য কুশাসন॥
পাদ প্রক্ষালন হেতু আনি দিল জল।
জিজ্ঞাসা করিল কহ ঘরের কুশল॥
কোথা হৈতে আইলে যাইবে কোন্ দেশে।
এ বনে আইলে কোন্ প্রয়োজন বশে॥
জয়দ্রথ বলিল নাহিক কোন কায।
ভেটিবারে আসিলাম ধর্ম্ম মহারাজ॥
একমাত্র দেখি তুমি করিছ রন্ধন।
কহ দেখি কোথা গেল ধর্ম্মের নন্দন॥
কোন্ কার্য্য হেতু গেল ভীম ধনঞ্জয়।
ব্রাহ্মণমণ্ডলী কোথা মাদ্রীর তনয়॥
কৃষ্ণা বলে স্নানে গেল ব্রাহ্মণ-সমাজ।
সহদেব নকুল সহিত ধর্ম্মরাজ॥
ভীমার্জ্জুন বনে গেল মৃগয়া কারণ।
মুহূর্ত্তেকে এখনি আসিবে সর্ব্বজন॥

দ্রৌপদীর মুখে শুনি এ সব বচন।
দুষ্ট জয়দ্রথের চঞ্চল হৈল মন ॥
চতুর্দ্দিকে চাহে কেহ নাহিক কোথায়।
চঞ্চল হইয়া বীর ঘন ঘন চায় ॥
নিকটে আছিল কৃষ্ণা তুলি নিল রথে।
শীঘ্রগতি চালাইল হস্তিনার পথে ॥
কৃষ্ণা বলে দুষ্ট কর্ম্ম কর কুলাঙ্গার।
বুঝিলাম কাল পূর্ণ হইল তোমার ॥
বড় বংশে জন্মিয়া করহ নীচ কর্ম্ম।
মুহূর্ত্তে এখনি তোর ফলিবেক ধর্ম্ম ॥
যাবৎ পুরুষ সিংহ ভীম নাহি দেখে।
প্রাণ ল'য়ে যাও শীঘ্র ছাড়িয়া আমাকে ॥
আরে দুষ্ট কি হেতু হইল মতিচ্ছন্ন।
নিশ্চয় তোমার কাল হইল সম্পূর্ণ ॥
আরে অন্ধ ভাল মন্দ জানহ সকল।
হেন কর্ম্ম কর যাতে ক'রে সুফল ॥
পরপক্ষ জনে যদি আসি করে রণ।
সাহায্য করিয়া তাকে রাখে বন্ধুগণ ॥
তোর ক্রিয়া শুনি লোক কর্ণে দেয় কর।
হেন দুরাচার তুই অধম পামর ॥
হেনমতে অনেক কহিল যাজ্ঞসেনী।
চোরা নাহি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী ॥
ভাল মন্দ জয়দ্রথ কিছু নাহি কহে।
চালাইয়া দিল রথ তিলেক না রহে ॥
দ্রৌপদী দেখিল তবে পড়িনু বিপাকে।
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি পরিত্রাহি ডাকে ॥
কি জানি কৃষ্ণের পায় কৈনু অপরাধ।
সে কারণে হৈল মম এতেক প্রমাদ ॥
কোথা গেল মহারাজ ধর্ম্ম-অধিকারী।
কোথা গেল মাদ্রীপুত্র বিক্রম কেশরী ॥
ভুবনবিজয়ী কোথা পার্থ মহামতি।
তোমার রক্ষিত জনে হৈল হেন গতি ॥
পরিত্রাহি ডাকে কোথা ভীম মহাবল।
দুষ্টজনে আসি দেহ সমুচিত ফল ॥
তোমরা যে পঞ্চ ভাই রহিলে কোথায়।
জয়দ্রথ মন্দমতি বলে ল'য়ে যায় ॥
শূন্যালয়ে আছি দুষ্ট জানিয়া ধরিল।
সিংহের বনিতা নিতে শৃগালে ইচ্ছিল ॥
সকল লোকের সাক্ষী দেব বিকর্ত্তন।
আজন্ম জানহ তুমি সবাকার মন ॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
ইহার উচিত ফল পাউক দুর্ম্মতি ॥
এইমত যাজ্ঞসেনী পাড়িছে দোহাই।
হেনকালে আশ্রমে আইল তিন ভাই ॥
শূন্যালয় দেখিয়া মনেতে হৈল স্তব্ধ।
শুনিলেক দ্রৌপদীর ক্রন্দনের শব্দ ॥
ব্যগ্র হ'য়ে তিন ভাই ধনু ল'য়ে হাতে।
শব্দ অনুসারে ধায় শীঘ্র সেই পথে ॥
চিন্তাকুল ধায় সবে না দেখেন পথ।
দূর হৈতে দেখিল পলায় জয়দ্রথ ॥
ভয় নাই বলিয়া ডাকয়ে তিনজন।
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন ॥
মৃগয়া করিয়া আইসে ভাই দুইজন।
সেই পথে জয়দ্রথ করিছে গমন ॥
দূর হৈতে শুনিলেন ক্রন্দনের রোল।
উদ্ধার করহ ভীম শব্দ এই বোল ॥
অর্জ্জুনে কহেন ভীম শুনি বিপরীত।
হেথা যাজ্ঞসেনী কেন ডাকে আচম্বিত ॥
কি হেতু আইলা কৃষ্ণা নির্জ্জন কাননে।
না জানি হিংসিল আসি কোন্ দুষ্টগণে ॥
কিম্বা কেবা বিরোধিল ধর্ম্মের তনয়।
আকুল আমার মন গণিয়া প্রলয় ॥
ভীম বলিলেন কথা নাহি লয় মনে।
কে যাইতে ইচ্ছা করে শমন-সদনে ॥
চল শীঘ্র ভাল নহে এ সব কারণ।
সমুচিত ফল দিব জানি নিরূপণ ॥
এত বলি দুই বীর যান বায়ুপ্রায়।
শব্দ অনুসারে যান দ্রৌপদীর রায় ॥
হেনকালে দেখিলেন দূরে এক রথ।
ধ্বজা দেখি জানিলেক যায় জয়দ্রথ ॥
তবে পার্থ মহারথ করেন স্মরণ।
চিন্তামাত্রে রথবর আইল তখন ॥

আরোহণ করিলেন অতি হৃষ্টমতি।
চালাইয়া দেন রথ পবনের গতি ॥
দেখিল নিকট হৈল অর্জ্জুনের রথ।
প্রাণভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ ॥
রথ হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে ॥
দেখিয়া ভীমের মনে হইল সন্তাপ।
রথ হৈতে ভূমিতলে পড়ে দিয়া লাফ ॥
অধিক ধাইল দুষ্ট অতি চিন্তাকুলে।
চক্ষুর নিমিষে ভীম ধরিলেক চুলে ॥
মৃগেন্দ্র রুষিয়া যেন ধরে ক্ষুদ্র পশু।
ক্ষুধিত খগেন্দ্রমুখে যেন সর্পশিশু ॥
কহিল কৃষ্ণারে তবে আশ্বাস বচন।
স্থির হও যাজ্ঞসেনী ত্যজ দুঃখমন ॥
যেমত তোমারে দুঃখ দিল দুষ্টমতি।
তাহার উচিত ফল মুখে মার লাথি ॥
তবে কৃষ্ণা আপনার মনের কৌতুকে।
তিনবার পদাঘাত করে তার মুখে ॥
জয়দ্রথে কহিলেন ভীম মহাবল।
অবশ্য ভুঞ্জিতে হয় স্বকর্ম্মের ফল ॥
আরে দুষ্ট থাকে যার জীবনের আশা।
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত ভরসা ॥
এই মুখে কৃষ্ণা হরি দিয়াছিলি রড়।
এত বলি গণিয়া মারিল দশ চড় ॥
বজ্রমুষ্টি খাইয়া ভীমের করাঘাত।
সঘনে কম্পয়ে যেন কদলীর পাত ॥
এমতে বৃকোদর মারিল প্রচুর।
চুলে ধরি টানিয়া লইল কতদূর ॥
অনেক নিন্দিয়া তারে গভীর গর্জ্জনে।
পুনরপি টানিয়া আনিল কতক্ষণে ॥
মুক্তকেশ নষ্টবেশ বহে রক্তধার।
কাতর হইয়া কান্দে না পায় নিস্তার ॥
চুলে ধরি ভূমেতে ঘষিল তার মুখ।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী পরম কৌতুক ॥
পুনঃ পুনঃ প্রহার করয়ে বৃকোদর।
প্রাণমাত্র অবশেষ রহে কলেবর ॥
মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িল অচেতন।
হেনকালে উপনীত ধর্ম্মের নন্দন ॥
দেখিয়া তাহার দুঃখ দুঃখিত হৃদয়।
রক্ষা হেতু বিচারিয়া ধর্ম্মের তনয় ॥
কহিলেন শুন ভীম করিলে কি কর্ম্ম।
বিশেষে ভগিনীপতি মারিলে অধর্ম্ম ॥
পাইলেক ভাল দুষ্ট সমুচিত ফল।
দোষমত ফলদণ্ড হইল সকল ॥
কিন্তু বধ্য নহে, রাখ ইহার জীবন।
ভগিনী করিয়া রাঁড়ি নাহি প্রয়োজন ॥
ভগিনী ভাগিনী দোঁহে হইবে অনাথ।
কান্দিবে সকলে বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠতাত ॥
সে কারণে কহি ভাই শুনহ বচন।
ছাড়হ লইয়া যাক নির্লজ্জ জীবন ॥
রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি বৃকোদর।
জয়দ্রথে এড়ি বীর হইল অন্তর ॥
নিঃশব্দে রহিল বীর হ'য়ে নম্রশির।
ভর্ৎসিয়া কহেন তারে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে করিয়া কপটে।
কি হেতু মরিতে এলি এমন সঙ্কটে ॥
ক্ষণেকে না হৈত যদি মম আগমন।
এতক্ষণ যাইতিস শমন-সদন ॥
পলাইয়া ল'য়ে যারে নির্লজ্জ জীবন।
কুবুদ্ধি দিলেক তোরে যেই দুষ্টজন ॥
সেই সব জনে গিয়া কহিবি সকল।
কত দিনান্তরে হবে সে সবার ফল ॥
আমারে দিলেক যত দুঃখ আর কষ্ট।
এইমত সর্ব্বজন হইবেক নষ্ট ॥
এত বলি আশ্রমে চলিল ছয় জনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে ॥

জয়দ্রথের শিব-আরাধনায় গমন।

ক্ষান্ত হইলেন যদি ভাই পঞ্চজনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে ভাবে মনে মনে ॥
পাঠাইয়া দিল মোরে কৌরবপ্রধান।
তার কার্য্য করিতে বিধাতা হৈল আন ॥

কোন লাজে তারে গিয়া দেখাইব মুখ।
উপায় চিন্তিব যাহে খণ্ডিবেক দুঃখ॥
যত কষ্ট দিল মোরে পাণ্ডব দুরন্ত।
তা সবা জিনিলে মম দুঃখ হবে অন্ত॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম পাণ্ডব সকল।
কেমনে হইব শক্য আমি হীনবল॥
তপস্যার বলেতে পাণ্ডব বলবান।
আমার তপস্যা বিনা গতি নাহি আন॥
কঠোর তপস্যা করি শুদ্ধ কলেবর।
তপেতে করিব তুষ্ট দেব মহেশ্বর॥
প্রসন্ন হইবে যবে ত্রিদশের নাথ।
পাণ্ডব জিনিতে বর মাগিব পশ্চাৎ॥
এত বলি হিমালয় পর্ব্বতে সে গেল।
শুচি হৈয়া মন আত্মা সংযত করিল॥
নিয়ম করিয়া নিত্য করে নানা ক্লেশ।
তপ আরম্ভিল করি হরের উদ্দেশ॥
কতদিন বঞ্চিল খাইয়া ফুল ফল।
অতঃপর আহার করিল মাত্র জল॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুনি।
বসিয়া তাহার মাঝে দিবস রজনী॥
চারি মাস বরিষা বসিয়া বৃক্ষতলে।
মাথাতে পাতিয়া ধরে বরিষার জলে॥
শীতেতে শীতল যথা সুশীতল নীর।
তাহাতে নিমগ্ন হৈয়া রহে মহাবীর॥
তপস্যায় বৎসরেক করি মহাক্লেশ।
কঠোর তপেতে বশ হৈলেন মহেশ॥
দেখিয়া একান্ত ভক্তি দেব মহেশ্বর।
মায়াদেহ ধরিয়া ব্রাহ্মণ-কলেবর॥
যথা জয়দ্রথ আছে হিমালয় গিরি।
তাহার নিকটে চলিলেন ত্রিপুরারী॥
সমাধি করিয়া রাজা আছয়ে মননে।
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত হরের চরণে॥
হেনকালে ডাকিয়া বলেন মহেশ্বর।
তপস্যা ত্যজহ রাজা মাগ ইষ্ট বর॥
এত শুনি জয়দ্রথ উঠিল কৌতুকে।
অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণমূর্ত্তি দেখিল সম্মুখে॥

বিস্মিত হইয়া কহে তুমি কোন্ জন।
মহেশ কহেন আমি দেব পঞ্চানন॥
রাজা বলে তুমি যদি দেব বিশ্বনাথ।
তোমার যে নিজমূর্ত্তি ভুবনে বিখ্যাত॥
কৃপা করি সেই রূপ করহ প্রকাশ।
তবে সে আমার মনে হইবে বিশ্বাস॥
ভক্ত জানি নিজ রূপ ধরিলেন হর।
রজত পর্ব্বত জিনি দীপ্ত কলেবর॥
কটিতটে ফণীন্দ্র আটনি বাঘছাল।
শিরে জটা বিভূতি ভূষণ অঙ্গভাল॥
নাগযোগ্য উপবীত গলে হাড় মাল।
সুচারু চন্দ্রের কলা শোভিয়াছে ভাল॥
বাম করে শোভে শৃঙ্গ দক্ষিণে ডম্বরু।
দেখিয়া এমত রূপ বাঞ্ছাকল্পতরু॥
আপনারে কৃতকৃত্য মানে মহাবল।
দণ্ডবৎ হ'য়ে তবে পড়ে ভূমিতল॥
অষ্টাঙ্গ লোটায় ধরি অভয় চরণ।
ভক্তিভাবে বহুবিধ করিল স্তবন॥
অনাথের নাথ তুমি কৃপার নিদান।
কৃপা করি নিজগুণে কর পরিত্রাণ॥
মহেশ কহেন রাজা মাগ ইষ্টবর।
শুনি জয়দ্রথ কহে যুড়ি দুই কর॥
আমারে অনাথ দেখি কৃপা কর যদি।
জিনিব পাণ্ডবে আজ্ঞা কর কৃপানিধি॥
ধূর্জ্জটী বলেন তবে শুন মহামতি।
এই বর দিতে নাহি আমার শকতি॥
পুনর্ব্বার জয়দ্রথ আরম্ভিল তপ।
পাণ্ডবের পরাভব অন্তরেতে জপ॥
ঊর্দ্ধমুখে অধোমুখে করি অনাহার।
হেনমতে বৎসরেক গেল পুনর্ব্বার॥
জানিয়া একান্তে তবে নৃপ ভাব ভক্তি।
হরের রহিতে আর না রহিল শক্তি॥
যথায় নৃপতি বসি করে তপক্লেশ।
সন্নিকটে পুনরপি আসিলা মহেশ॥
রাজারে কহেন তপ কর কি কারণ।
চতুর্ব্বর্গ চাহ যাহে লয় তব মন॥

রাজ্য অর্থ বিদ্যা কিম্বা সন্ততি বৈভব।
যাহা চাহ তাহা লহ কি আছে দুর্ল্লভ ॥
ইহা কহিলেন যদি করুণার নিধি।
জয়দ্রথ নৃপতিরে বিড়ম্বিল বিধি ॥
পুনরপি কহে দুষ্ট জিনিব পাণ্ডব।
দেহ মোরে এই বর ওহে মহাভব ॥
শুনিয়া কহেন শিব শুনহ পামর।
পৃথিবীতে কত শত আছে ইষ্টবর ॥
তা ছাড়ি ইচ্ছা কর পরের হিংসন।
বিশেষ পাণ্ডব তাহে নহে অন্যজন ॥
বিশেষ অর্জ্জুন নামে তাহে একজন।
তাহার মহিমা বল জানে কোন্ জন ॥
পরম পুরুষ সেই ব্রহ্ম সনাতন।
দুই দেহ ধরিলা আপনি নারায়ণ ॥
বিশেষ হরিতে পৃথিবীর মহাভার।
নর-নারায়ণরূপে পূর্ণ অবতার ॥
নররূপ বীর পার্থ কুন্তীর নন্দন।
যদুকুলে গোবিন্দ আপনি নারায়ণ ॥
মহামদে অন্ধমতি না জান কারণ।
ইহাকে জিনিতে ক্ষম নাহি কোন্ জন ॥
হইবে গোবিন্দ যবে অর্জ্জুনের পক্ষ।
কহ কিসে গণি,-আমি না হইব শক্য ॥
তবে যদি একান্ত হইল তব মন।
বিনা পার্থ সমরে জিনিবে চারিজন ॥
রাজা বলে কিবা আজ্ঞা কৈলে দেবরাজ।
বিনা পার্থ সমর জিনিয়া কিবা কাজ ॥
একান্ত যদ্যপি কৃপা আছয়ে আমার।
আজ্ঞা কর সহিত জিনিব ধনঞ্জয় ॥
তবে মম জীবন সফল পূর্ণ আশ।
এত শুনি কহিলেন পুনঃ কৃত্তিবাস ॥
বড় বংশে জন্ম তোর হীন বুদ্ধি নয়।
কি কারণে কর রাজা অসৎ আশ্রয় ॥
অর্জ্জুন অজেয় জান এ তিন ভুবনে।
সুরাসুর নাগ আদি আমা আদি জনে ॥
আমার একান্ত ভক্ত পার্থ আদি বীর।
অভেদ অর্জ্জুন আমি একই শরীর ॥
বিশেষ আমার মিত্র প্রধান যাদব।
তাহার প্রধান সখ্য তৃতীয় পাণ্ডব ॥
আর ইন্দ্রদেব হৈতে লভিয়াছে জন্ম।
ত্রিভুবনে সুবিখ্যাত অর্জ্জুনের কর্ম্ম ॥
অভিমন্যু-পুত্র তার বড় বলবান।
কৃষ্ণের ভাগিনা প্রিয় প্রাণের সমান ॥
জিনিবা সমরে তারে দিলাম এ বর।
বিমুখ করিবে আর চারি সহোদর ॥
আত্ম হৈতে পুত্র হয় শাস্ত্রে হেন কয়।
অভিমন্যু বধিলে মরিবে ধনঞ্জয় ॥
আর দেখ অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চজন।
অস্ত্রাঘাতে কদাচিত নহিবে মরণ ॥
কি কর্ম্ম করিবে তবে করিয়া বিমুখ।
চিরকাল পুত্রশোকে পাইবেক দুঃখ ॥
এত শুনি সন্তুষ্ট হইল নরপতি।
চরণে ধরিয়া বহু করিল প্রণতি ॥
কৈলাস শিখরেতে গেলেন মহেশ্বর।
জয়দ্রথ যায় তবে হস্তিনানগর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে পিয়ে কর্ণ ভরি ॥

হস্তিনায় জয়দ্রথের আগমন।

হেথায় কৌরবপতি চিন্তাকুল হৈয়া।
চিত্তে অনুতাপ সদা মন্ত্রিগণ লৈয়া ॥
রাজা বলে কহ মোরে যত মন্ত্রিগণ।
জয়দ্রথ রাজার বিলম্ব কি কারণ ॥
কেহ বলে জয়দ্রথ গেল বহুদিন।
কি কর্ম্মে হইবে শক্য বল-বুদ্ধিহীন ॥
কেহ বলে পাণ্ডব দেখিল জয়দ্রথে।
নিশ্চয় ত্যজিল প্রাণ ভীম-বজ্রাঘাতে ॥
এই মতে চিন্তাকুল আছে নরপতি।
হেনকালে জয়দ্রথ আইল দুর্ম্মতি ॥
নিরখিয়া ভূপতির আনন্দ প্রচুর।
সভাশুদ্ধ নরপতি গেল কতদূর।
চিরদিনে পাইয়া বান্ধব দরশন।
পরস্পর আনন্দে করিল আলিঙ্গন ॥

তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মনে।
হাতে ধরি বসাইল নিজ সিংহাসনে॥
বসিয়া কৌতুকে দোঁহে কথোপকথন।
রাজা বলে এতেক বিলম্ব কি কারণ॥
নিবেদিল জয়দ্রথ দুঃখ আপনার।
পূর্ব্বাপর অবধি যতেক সমাচার॥
শুনি জয়দ্রথ মুখে সর্ব্ব বিবরণ।
হরিষ বিষাদ মনে রহে দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন বলে আমি চিন্তা করি মিছা।
হইবে অবশ্য যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
অকারণে চিন্তা করি নাই প্রয়োজন।
বিধির নির্ব্বন্ধ হয় যখন যেমন॥
সভা ভাঙ্গি স্বস্থানে চলিল সর্ব্বজন।
দুঃখমনে নিজগৃহে গেল দুর্য্যোধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পাণ্ডবের নিকট মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন।

জন্মেজয় বলিলেন কহ অতঃপর।
কোন্ কর্ম্ম করিলেক পঞ্চ সহোদর॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
আশ্রমেতে আসিলেন ভাই পঞ্চজন॥
সমাপ্ত করিয়া কর্ম্ম নিত্য নিয়মিত।
ভোজনান্তে বসিলেন সকলে দুঃখিত॥
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন।
মার্কণ্ডেয় মুনি করিলেন আগমন॥
অগ্রসরি কতদূরে গিয়া পঞ্চজনে।
প্রণিপাত করিলেন মুনির চরণে॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন মার্কণ্ডেয় মুনি।
আর সবে প্রণমিল লোটায়ে ধরণী॥
সেইমত সম্ভাষেণ ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
বসাইয়া মুনিরাজে মহাকুতূহলী॥
আপনি করেন ধৌত মুনির চরণ।
সুগন্ধি চন্দন আনি ধর্ম্মের নন্দন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করি নিবেদন।
কহ শুনি এ স্থানে কি জন্য আগমন॥
মুনি বলিলেন ইচ্ছা তোমা দরশনে।
এই হেতু মম আগমন কাম্যক বনে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাগ্য ছিল যে আমার।
সেই হেতু আপনি হইলা অগ্রসর॥
এইরূপে নানাবিধ কথোপকথনে।
বসিলেন আনন্দে সকলে যোগ্যস্থানে॥
মহা অভিমান মনে রাজা যুধিষ্ঠির।
বিরস-বদনে বসিলেন নম্রশির॥
দেখিয়া মুনির মনে জন্মিল বিস্ময়।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে কহে ধর্ম্মের তনয়॥
অভিপ্রায় বুঝি তব চিত্ত উচাটন।
মলিন বদন দেখি নিরানন্দ মন॥
বহু দুঃখ পাইয়াছ অল্প আছে শেষ।
অতঃপর অচিরে পাইবে রাজ্যদেশ॥
কত কত দুঃখ সহিয়াছ নিজ অঙ্গে।
তথাচ থাকিতে নানা কথার প্রসঙ্গে॥
পাপরূপ চিন্তা হয়, বহু দোষ ধরে।
সুবুদ্ধি পণ্ডিত জনে, মতি লোপ করে॥
বহু দুঃখে চিন্তা নাহি কর সে কারণে।
তাহা বুঝাইব কত তোমা হেন জনে॥
চিরদিনে আইনু তোমার দরশনে।
দুঃখিত দেখিয়া অতি দুঃখ হয় মনে॥
রাজা বলিলেন কিবা কহ মুনিবর।
আমা সম দুঃখী নাহি ত্রৈলোক্য ভিতর॥
না হইল না হইবে আমার সমান।
উত্তম মধ্যমাধম দেখহ প্রমাণ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্বভাগ্যফলে।
পিতৃহীনে বিধি দুঃখ দিল অল্পকালে॥
পরান্নে বঞ্চিনু কাল পরের আলয়।
না জানিনু দুঃখ অতি অজ্ঞান সময়॥
ছল করি যে কর্ম্ম করিল দুষ্টগণে।
পাইনু যতেক দুঃখ জানহ আপনে॥
সে দুঃখ ভুঞ্জিয়া যদি তুলিলাম মাথা।
এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা॥
ছলেতে লইল দুষ্ট রাজ্য-অধিকার।
আমার নিযুক্ত হৈল বৃক্ষতলা সার॥

রাজপুত্র হতভাগ্য মোরা পঞ্চজনে।
চিরকাল দুঃখেতে আজন্ম গেল বনে॥
আমা সবাকার দুঃখ নাহি করি মনে।
পূর্ব্বের কর্ম্মের ফলে বিধির ঘটন॥
রাজপত্নী হয়ে কৃষ্ণা সমান দুঃখিতা।
মহারণ্যে ভ্রমে যেন সামান্য বনিতা॥
নারী মধ্যে এমন নাহিক সুশিক্ষিতা।
দানধর্ম্ম শিল্পকর্ম্ম করণে দীক্ষিতা॥
যেন রূপ তেন গুণ একই সমান।
কতবার কষ্টেতে করিল পরিত্রাণ॥
নিজ দুঃখে দুঃখী নাহি হই তপোধন।
দ্রৌপদীর দুঃখেতে কাতর অতি মন॥
বিশেষ অপূর্ব্ব শুন আজিকার কথা।
শূন্যালয় দেখিয়া আইল জয়দ্রথা॥
রন্ধনে আছিল কৃষ্ণা দেখি শূন্যঘরে।
হরিয়া লইতেছিল হস্তিনানগরে॥
সেহেতু ধাইনু পথে পঞ্চ সহোদর।
চক্ষুর নিমিষে তবে ধরি বৃকোদর॥
ধরিয়া তাহার চুলে করিল লাঞ্ছনা।
পরাণ রাখিল মাত্র শুনি মম মানা॥
কেবল তোমার মুনি চরণ-প্রসাদে।
নিমিষেতে উদ্ধার করিনু অপ্রমাদে॥
এইক্ষণে আশ্রমে আইনু পঞ্চজনে।
সে কারণে ব'সে আছি নিরানন্দ মনে॥
বড়ই অসহ্য বড় নারীর হরণ।
ইহার হইতে শ্রেষ্ঠ শতাংশে মরণ॥
আজি যে পাইনু দুঃখ নাহি পরিণাম।
নাহিক না হবে দুঃখী আমার সমান॥
যুধিষ্ঠির রাজার এতেক বাক্য শুনি।
ঈষদ্ হাসিয়া তবে কহে মহামুনি॥
কহিলে যতেক কথা ধর্ম্মের নন্দন।
দুঃখ হেন বলিয়া না লয় মম মন॥
কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্য ভিতর।
ইন্দ্র চন্দ্র তুল্য সঙ্গে চারি সহোদর॥
বিশেষ সংহতি যার যাজ্ঞসেনী নারী।
মহিমা কহিতে যার আমি নাহি পারি॥
এতেক ব্রাহ্মণ নিত্য করাও ভোজন।
তুমি যদি বনবাসী গৃহী কোন জন॥
দয়া সত্য ক্ষমা শান্তি নিত্য দান কর্ম্ম।
পৃথিবী ভরিয়া-রাজা তোমার সুকর্ম্ম॥
নিশ্চয় কহিনু এই মম লয় মন।
বসুমতী-পতিযোগ্য তুমি সে ভাজন॥
আর যে কহিলা তুমি দুষ্ট জয়দ্রথ।
দ্রৌপদী লইয়াছিল হস্তীনার পথ॥
নারীতে এতেক কষ্ট কেহ নাহি পায়।
কিন্তু দুঃখ নাহি মনে আমার তাহায়॥
পর নয় জয়দ্রথ বন্ধু যারে বলি।
হস্তিনা আপন রাজ্য কুটুম্ব সকলি॥
সবে গিয়া উদ্ধারিল হস্তিনা না যায়।
এ কোন কৃষ্ণার দুঃখ মম অভিপ্রায়॥
দ্রৌপদী হইতে শত গুণেতে দুঃখিতা।
লক্ষ্মীরূপা জনক-নন্দিনী নাম সীতা॥
অনাদি পুরুষ যাঁর পতি নারায়ণ।
হরিয়া লইল তাঁরে লঙ্কার রাবণ॥
দশমাস ছিল বন্দী অশোক-কাননে।
নিত্য নিত্য প্রহার করিত চেড়ীগণে॥
তবে রাম মারিয়া রাক্ষস দুরাচার।
মহাক্লেশে করিলেন সীতার উদ্ধার॥
দ্রৌপদী হইতে সীতা দুঃখিতা বিখ্যাত।
যারে তারে জিজ্ঞাসহ কে না আছে জ্ঞাত॥
চতুর্দ্দশ বৎসর বনেতে মহাক্লেশে।
জটা বল্ক পরিধান তপস্বীর বেশে॥
দশমাস মহাকষ্ট রামের বিচ্ছেদ।
কি দুঃখ কৃষ্ণার রাজা কেন কর খেদ॥
মর্কেণ্ডেয় মুখে এত শুনিয়া বচন।
জিজ্ঞাসা করেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
নিবেদন করি মুনি কর অবধান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান॥
জন্মিলেন কি হেতু মর্ত্তেতে নারায়ণ।
কিমতে তাঁহার সীতা হরিল রাবণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

জয়-বিজয়ের অভিশাপ ও হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপুর জন্ম এবং হিরণ্যাক্ষ বধ।

ইহা কহিলেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
কৃপাবশে কহিতে লাগিল তপোধন॥
শুন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মসুত নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী॥
যবে সত্যযুগ আসি করিল প্রবেশ।
বৈকুণ্ঠে ছিলেন প্রভু দেব হৃষীকেশ॥
দ্বার রক্ষা হেতু ছিল উভয় কিঙ্কর।
জ্যেষ্ঠ জয়, বিজয় কনিষ্ঠ সহোদর॥
ব্রাহ্মণের দ্বার রোধ নহে কদাচন।
একদিন দেখ রাজা দৈবের ঘটন॥
ব্রাহ্মণ যাইতেছিল কৃষ্ণ সম্ভাষণে।
বেত্র দিয়া দ্বারেতে রাখিল দুইজনে॥
দোঁহাকার কর্ম্ম দেখি দ্বিজের সন্তাপ।
পৃথিবীতে জন্ম দোঁহে দিল এই শাপ॥
বজ্রতুল্য দ্বিজবাক্য শুনি দুইজন।
দুঃখিত চলিল যথা প্রভু নারায়ণ॥
কহিল শাপের কথা করিয়া বিশেষ।
কহিলেন শুনি তবে দেব হৃষিকেশ॥
আমা হৈতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর।
হইল তাঁহার মুখে অলঙ্ঘ্য উত্তর॥
কাহার শকতি তাহা করিতে হেলন।
ক্ষিতিমধ্যে অবশ্য জন্মিবে দুইজন॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর কথা ঈশ্বরের মুখে।
জিজ্ঞাসা করিল দোঁহে অতিশয় দুঃখে॥
আজ্ঞা কর শীঘ্র পাই যাহাতে তোমায়।
কতকাল থাকিব ছাড়িয়া তব পায়॥
গোবিন্দ বলেন জন্ম লহ মর্ত্ত্যলোকে।
কহি এক উপযুক্ত উপায় দোঁহাকে॥
মিত্রভাব আমাকে জানিবা তুমি যদি।
ভ্রমণ করিবে সপ্ত জনম অবধি॥
শত্রুরূপে হিংসা যদি করহ আমার।
গর্ভের যন্ত্রণা মাত্র তিন জন্ম সার॥
চিন্তা না করিও কিছু আমার হিংসনে।
আমিও জন্মিব গিয়া ভক্তের কারণে॥
যদি দোঁহে জনম লইবা বারে বারে।
শাপান্ত করিব আমি তিন অবতারে॥
হেনকালে আশ্চর্য্য শুনহ আর কথা।
দক্ষের নন্দিনী দিতি কশ্যপবনিতা॥
পুত্রকাম্য করি গেল স্বামীর গোচর।
সায়ংসন্ধ্যা করিবারে যায় মুনিবর॥
দিতি বলে পশ্চাৎ করিবা সন্ধ্যা তুমি।
আজ্ঞা কর পুত্রকাম্যে আইলাম আমি॥
মুনি বলে হৈল এই রাক্ষসী সময়।
ইথে পুত্র জন্ম হ'লে কভু ভাল নয়॥
দিতি বলে মুনিরাজ নহিলে না হয়।
মানস করহ পূর্ণ জন্মাও তনয়॥
হেনমতে এ কথা কহেন যদি দিতি।
পুত্রবর দিয়া মুনি কহে দুঃখমতি॥
মুনি বলে না শুনিবে আমার বচন।
হইবে অবশ্য তব যুগল নন্দন॥
মহাবল পরাক্রম আমার ঔরসে।
কিন্তু তারা দুষ্ট হবে সময়ের দোষে॥
ধর্ম্মপথ-বিরোধী জিনিবে ত্রিভুবন।
দেখিয়া দেবের দুঃখ প্রভু নারায়ণ॥
অবতরি নিজ হস্তে বধিবে দোঁহাকে।
তুমিও পরম দুঃখ পাবে পুত্রশোকে॥
এতেক বলিলে মুনি ভবিষ্য উত্তর।
নিজালয়ে গেল দিতি দুঃখিত অন্তর॥
মুনির ঔরসে রাজা দিতির গর্ভেতে।
জয়-বিজয়ের জন্ম হৈল হেনমতে॥
যথাকালে প্রসব হইল দাক্ষায়ণী।
প্রত্যক্ষ হইল যত মুনির কাহিনী॥
জন্মকালে হইল তবে বিবিধ উৎপাত।
ধরণী কাঁপিল শব্দে সঘনে নির্ঘাত॥
প্রাতঃকালে হৈতে যেন বাড়ে দিনকর।
জন্মমাত্র হৈল মত্ত মহাবলধর॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুইজন।
ধর্ম্মপথ বিরোধিতে করিলেক মন॥
যজ্ঞ নষ্ট করিয়া হিংসিল দেবগণে।
ইন্দ্রপদ লইয়া বসিল সিংহাসনে॥

কত্র হইয়া পরে যত দেবগণে ।
ক্ত দুঃখ জানাইল বিধাতার স্থানে ॥
তি দুঃখ পাইলা দেবের দুঃখ শুনি ।
সিয়া গৃহে যাও বলে পদ্মযোনি ॥
পূর্ব্ব শুনহ তবে রাজা যুধিষ্ঠির ।
হেতু দৈত্যপতি হইল অস্থির ॥
সুর সকল জিনিল ত্রিভুবনে ।
নাহি, যুদ্ধ করে তার সনে ॥
না রহিতে না পারে দৈত্যপতি ।
যুদ্ধ করে হীনবলের সংহতি ॥
পরাক্রম ধায় গদা ল'য়ে হাতে ।
দৈবযোগে নারদ সহিত দেখা পথে ॥
নি দেখি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ।
র সনে যুদ্ধ করি কহ মহাশয় ॥
রদ বলেন তবে সম যোদ্ধা হরি ।
ত্য বলে তাহারে কোথায় চেষ্টা করি ॥
মুনি কোথায় পাইব দরশন ।
মার প্রসাদে তবে সুখে করি রণ ॥
রদ বলেন তব বিক্রম বিশাল ।
ই ভয়ে লুকাইয়া আছেন পাতাল ॥
বরাহমূর্ত্তি আছে দুঃখমনে ।
চল তথা যুদ্ধ কর তাঁর সনে ॥
নিয়া দৈত্যের পতি বিক্রম বিশাল ।
রাজে নমস্কারি প্রবেশে পাতাল ॥
দেখিল পরিপূর্ণ সব জল ।
পায় বিষ্ণুর দেখা চিন্তে মহাবল ॥
ক্রোধে জলেতে গদার বাড়ি মারে ।
হরি কোথা গেলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কালে কৃপাসিন্ধু প্রভু নারায়ণ ।
ক্রের উদ্ধার হেতু দিলা দরশন ॥
যুদ্ধ হইল, প্রথমে গালাগালি ।
তে হইল যুদ্ধ দুই মহাবলী ॥
লইয়া দুষ্ট দৈত্যের পরাণ ।
মূর্ত্তি বরাহ রহেন যথা স্থান ॥
নেক বিলম্ব দেখি যত পুরজন ।
বিত হইল সবে না বুঝে কারণ ॥

কনিষ্ঠ আছিল তার অমরের রিপু ।
সিংহাসনে মহারাজ হিরণ্যকশিপু ॥
নারদে দেখিয়া দৈত্য আনন্দিত মনে ।
হাতে ধরি বসাইল রাজ-সিংহাসনে ॥
মুনিরাজে জিজ্ঞাসিল ভ্রাতার বারতা ।
নারদ কহিল রাজা শুন তার কথা ॥
যুদ্ধ হেতু তব ভ্রাতা ভ্রমি বহুকাল ।
যোদ্ধা না দেখিয়া পাছে প্রবেশে পাতাল ॥
পূর্ব্বে ক্ষিতি উদ্ধার করিতে দেব হরি ।
দেবকার্য্য সাধিলা বরাহ রূপ ধরি ॥
দৈবযোগে তাঁহার সংহতি রসাতলে ।
দারুণ হইল যুদ্ধ দুই মহাবলে ॥
তাঁর ঠাঁই হিরণ্যাক্ষ হইল নিধন ।
এতদিন না জান এ সব বিবরণ ॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি পায় বড় শোক ।
কহিয়া নারদ চলিলেন ব্রহ্মলোক ॥
দৈত্যপতি বলে মম খণ্ডিল বিস্ময় ।
বিষ্ণু যে আমার শত্রু জানিনু নিশ্চয় ॥
তাহা বিনা হিংসা না করিব অন্যজনে ।
পাইব তাঁহার দেখা ধর্ম্মের হিংসনে ॥
এতেক বিচারি দৈত্য করি বড় ক্রোধ ।
যথা ধর্ম্ম তথা যজ্ঞ করয়ে বিরোধ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সবার হৈল ভয় ।
নিস্তেজ হইল সবে গণিয়া প্রলয় ॥
কত দিনান্তরে রাজা শুন বিবরণ ।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥

প্রহ্লাদ চরিত্র ।

শুন যুধিষ্ঠির রাজা অপূর্ব্ব কথন ।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥
দিনে দিনে হৈল শিশু মহা জ্ঞানবান ।
বৈষ্ণবেতে নাহি কেহ তাহার সমান ॥
নারায়ণ-পরায়ণ শান্ত শুদ্ধমতি ।
তাহার পরশেতে পবিত্র বসুমতী ॥
পুত্রের চরিত্র দেখি দুঃখিত অন্তরে ।
নিযুক্ত করিল গুরু পড়াইতে তারে ॥

কেবল রাখিয়া মাত্র পুস্তকেতে দৃষ্টি।
মনে মনে জপে নিজ নারায়ণ ইষ্টি॥
কার্য্য হেতু গুরু যবে যায় যথা তথা।
তবে শিশুগণে কহে এই সব কথা॥
শুন ভাই এই পাঠে কোন্ প্রয়োজন।
জানহ পরম শত্রু আছয়ে শমন॥
তরিয়া যাইতে আর নাহিক উপায়।
কৃষ্ণ পদে রাখ চিত্ত কার' নাহি দায়॥
এমত প্রকারে নিত্য কহে শিশুগণে।
আর দিন তাঁরা সবে কহিল ব্রাহ্মণে॥
শুনিয়া শিষ্যের কথা গুরু ধায় বেগে।
প্রহ্লাদ-চরিত্র কহে নৃপতির আগে॥
বিপ্র বলে শুন রাজা হইল প্রমাদ।
সকল করিল নষ্ট তোমার প্রহ্লাদ॥
যতেক পড়াই আমি তাহে নাহি মন।
অনুক্ষণ জপে বিষ্ণু রাম-নারায়ণ॥
কৃষ্ণ বিনা তাহার নাহিক মনোরথ।
সকল বালকে লওয়াইল সে পথ॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি ব্রাহ্মণ কহিল।
ক্রোধভরে নৃপতি পুত্রেরে ডাকাইল॥
জিজ্ঞাসিল কহ বাপু বিচার কেমন।
আমার পরম শত্রু সেই নারায়ণ॥
কেবা সেই বিষ্ণু তার চিন্তা কর বৃথা।
অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নাহি শুন কথা॥
শিশু বলে এই কথা পড়িলে কি হবে।
অনিত্য সংসার পিতা কেমনে তরিবে॥
না জান পরম শত্রু আছে যে শমন।
ইথে কে করিবে রক্ষা বিনা নারায়ণ॥
অখিল সংসার মাঝে যত চরাচর।
সেই নারায়ণ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর॥
এ তিন ভুবনে আছে তাঁহার নিয়ম।
তাঁহার আশ্রয় নিলে কি করিবে যম॥
আমার পরম বিদ্যা সেই দেব হরি।
যাঁর নামে অশেষ বিপদ হৈতে তরি॥
তাহা ছাড়ি অন্য পাঠ পড়ে যেইজন।
অমৃত ছাড়িয়া করে গরল ভক্ষণ॥

শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
মহাক্রোধে কহিতে লাগিল দৈত্যপতি॥
মম বংশে হৈল এই দুষ্ট দুরাশয়।
কাষ্ঠের ভিতরে যেন থাকে ধনঞ্জয়॥
জন্মিলে পোড়ায়ে কাষ্ঠে করে ছারখার।
তেমনি জন্মিল দুষ্ট কুপুত্র আমার॥
আমার শত্রুর গুণ গায় অবিরত।
আত্মপক্ষ ত্যজিয়া পরের অনুগত॥
না রাখিহ এই শিশু মারহ এইকাল।
বিলম্ব হইলে বহু বাড়িবে জঞ্জাল॥
রাজার মুখেতে শুনি যত দৈত্যগণ।
চতুর্দ্দিকে ধরি সবে করে প্রহরণ॥
একে একে করিল সকলে অস্ত্রাঘাত।
কিছুতেই প্রহ্লাদের না হৈল নিপাত॥
বিস্ময় মানিয়া পুত্রে ডাকে দৈত্যপতি।
জিজ্ঞাসিল কেমনে পাইলে অব্যাহতি॥
এখন করহ ত্যাগ শত্রুগণ কথা।
নিজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করহ সর্ব্বথা॥
প্রহ্লাদ কহিল মোরে রাখিলেন হরি।
হরি সখা থাকিতে কে হয় মম অরি॥
কত শিব কত ব্রহ্মা কত দেবদেবী।
না পায় তাঁহার অন্ত বহুকাল সেবি॥
আমার পরমব্রহ্ম তাঁহার চরণ।
অন্য পাঠ পঠনেতে নাহি প্রয়োজন॥
এত শুনি মহাক্রোধে দৈত্যের ঈশ্বর।
কহে শিশু মার আনি দন্তাল কুঞ্জর॥
প্রহ্লাদে বেড়িল আসি যতেক বারণ।
আজ্ঞামাত্র ধরিল যতেক দৈত্যগণ॥
অঙ্কুশ আঘাতে দন্ত দিল দন্তীগুলা।
অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গে যেন সুকোমল মূলা॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা জিজ্ঞাসে বৃত্তান্ত
কহ পুত্র কিমতে ভাঙ্গিলে গজদন্ত॥
শিশু বলে করীদন্ত বজ্রের সমান।
কেমনে ভাঙ্গিব আমি নহি বলবান॥
একান্ত আছয়ে যার নারায়ণে মতি।
তাহার করিতে মন্দ কাহার শকতি॥

শুনিয়া দৈত্যের পতি অতি দুঃখমনে।
ডাকিয়া আনিল যত অনুচরগণে॥
যেইরূপে পার শীঘ্র মার এই পাপ।
ইহার জীবনে বড় পাইব সন্তাপ॥
ইহা শুনি যত দৈত্য প্রহ্লাদে লইল।
বিষম অনল জ্বালি তাহাতে ফেলিল॥
কৃষ্ণ বলি অনলে পড়িবা মাত্র শিশু।
শীতল হইল বহ্নি না হইল কিছু॥
দেখিয়া যতেক দৈত্য দুঃখিত অন্তর।
নিকটে পর্ব্বত ছিল অতি উচ্চতর॥
সবে মেলি তাহার উপরে শিশু তুলি।
অবনীমণ্ডলে তারে ফেলাইল ঠেলি॥
পড়ে শিশু নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে।
বালক শুইল যেন তুলার উপরে॥
দেখিয়া দৈত্যের পতি চিন্তাকুল মনে।
নিকটে ডাকিয়া তবে যত মন্ত্রিগণে॥
সংহার করিতে শিশু দিল তার হাতে।
কতেক প্রহার করি নারিল বধিতে॥
তবে রাজা নিকটে ডাকিল মল্লগণে।
ক্রীড়াযুদ্ধ আরম্ভিল বধিতে নন্দনে॥
প্রহ্লাদে মারিতে কৈল যজ্ঞ আরম্ভন।
তাহাতে হইল দগ্ধ সকল ব্রাহ্মণ॥
তবে ত দেখিয়া শিশু দ্বিজের মরণ।
পরিত্রাহি ডাকে রক্ষা কর নারায়ণ॥
এই ত ব্রাহ্মণ হয় তোমার শরীর।
ইহার মৃত্যুতে আমি হইনু অস্থির॥
তবে যদি ব্রাহ্মণ না হইবে সজীব।
অগ্নিতে প্রবেশ করি আমিও মরিব॥
এরূপ অনেক শিশু করিল স্তবন।
ভক্তদুঃখ দেখি তবে দেব নারায়ণ॥
জীয়াইয়া দিলেন সে সকল ব্রাহ্মণে।
দেখিয়া প্রহ্লাদ হৈল কুতূহলী মনে॥
দৈত্যপতি শুনিয়া সকল সমাচার।
না জানিয়া মূঢ়মতি বলে পুনর্ব্বার॥
যাহ সবে যত্নেতে আনহ কালসাপ।
দংশিয়া মারুক আজি কুলাঙ্গার পাপ॥

রাজার আজ্ঞায় যায় যত দৈত্যগণ।
ভুজঙ্গ আনিয়া দিল করিতে দংশন॥
পরম বৈষ্ণব-তেজ শিশুর শরীরে।
তাহাতে সে সব বিষ কি করিতে পারে॥
তবে দৈত্য পাষাণ বান্ধিয়া তার গলে।
ক্রোধমনে ফেলাইল সমুদ্রের জলে॥
শিশুর সম্ভ্রম কিছু নহিল তাহায়।
নিমগ্ন করিল চিত্ত গোবিন্দের পায়॥
ডাকিয়া বলিল শিশু রাখহ সঙ্কটে।
তোমার কিঙ্কর মরে দুষ্টের কপটে॥
অবশ্য মরণ নাথ দুঃখ নাহি তায়।
সবে মাত্র ভজিতে নারিনু রাঙ্গা পায়॥
এরূপ অনেক মতে করিল স্তবন।
জানিয়া সেবক-দুঃখ দেব নারায়ণ॥
পাষাণ ভাসিল জলে কৃষ্ণের কৃপায়।
বিষ্ণুভক্ত জনে আর নাহিক সংশয়॥
তাহা অবলম্ব করি আপনার সুখে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপে শিশু পরম কৌতুকে॥
জানিয়া একান্ত ভক্ত দেব দামোদর।
ভক্তের অধীন প্রভু আসিয়া সত্বর॥
কোলে করি আলিঙ্গন করেন তাহায়।
পদ্মহস্ত বুলালেন প্রহ্লাদের গায়॥
কহিলেন প্রহ্লাদ মাগহ ইষ্ট বর।
শুনিয়া কহিল শিশু যুড়ি দুই কর॥
যাহারে এতেক দয়া আছয়ে তোমার।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার বর কোন্ ছার॥
তবে যদি বর দিবা অখিলের পতি।
কৃপা করি কর মম পিতার সদ্গতি॥
শুনিয়া শিশুর মুখে এতেক বচন।
তুষ্ট হৈয়া গোবিন্দ দিলেন আলিঙ্গন॥
উদ্ধার করিব আমি তোমার জনকে।
নিজালয়ে গমন করহ তুমি সুখে॥
দুষ্ট দৈত্যগণে তুমি না করিও ভয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিবে নিশ্চয়॥
এত বলি বৈকুণ্ঠে গেলেন দৈত্যরিপু।
চর জানাইল যথা হিরণ্যকশিপু॥

ন রাজা তোমার পুত্রের সমাচার।
াসিল পাষাণ জলে সহিত তাহার ॥
নিয়া চরের মুখে এতেক বচন।
কটে ডাকিয়া দৈত্য আনেন নন্দন ॥
নাশ কালেতে বুদ্ধি বিপরীত হয়।
গণে আদেশিয়া পুত্রকে আনায় ॥

নৃসিংহ অবতার ও হিরণ্যকশিপু নিধন।

নিকটে আনিয়া রাজা আপন সন্ততি।
ধুর বচনে কহে প্রহ্লাদের প্রতি ॥
হ পুত্র বিস্ময় হইল মম মনে।
তেক বিপদে তোরে রাখে কোন্ জনে ॥
শু বলে সর্ব্বভূতে যেই নারায়ণ।
ঙ্কট হইতে ভক্তে তারে সেইক্ষণ ॥
য়ন থাকিতে পিতা না হইও অন্ধ।
তামায় কহিনু ঘুচাইয়া মন ধন্ধ ॥
কান্ত হইয়া ভজ সেই কৃষ্ণপদ।
ষ্ট না করিও পিতা এ সুখ সম্পদ ॥
ত অস্ত্র প্রহার করিল দৈত্যগণে।
স্তিদন্ত ঠেকিয়া ভাঙ্গিল ততক্ষণে ॥
তল হইল অগ্নি দেখিলে পরীক্ষা।
ড়িনু পর্ব্বত হৈতে তাহে পাই রক্ষা ॥
হামত্ত মল্লগণ হৈল হীনদর্প।
ার জ্ঞান বিষ হীন হ'ল কালসর্প ॥
মাদে পাইনু রক্ষা যজ্ঞের অনলে।
মুদ্রে ফেলিলা তবে শিলা বান্ধি গলে ॥
াৎ দেখিলা তবে ভাসিল পাষাণ।
খাচ নাহিক দূর তোমার অজ্ঞান ॥
হেন বৈভব সুখ সম্পদ তোমার।
র ক্রোধে নিমিষেতে হবে ছারখার ॥
ত শুনি দৈত্যপতি কহিল পুত্রেরে।
কাথা আছে তোর বিষ্ণু কোন্ রূপ ধরে ॥
শু বলে আছে প্রভু সবার অন্তর।
নন্ত যাঁহার গুণ বেদে অগোচর ॥
হ্ম পর্য্যন্ত কীট সকল সংসার।
রূপে বিরাজিত সবার ভিতর ॥

দৈত্য বলে বিষ্ণু আছে সবার হৃদয়।
সংসার বাহির পুত্র এই স্তম্ভ নয় ॥
ইতিমধ্যে বিষ্ণু যদি থাকিবে সর্ব্বথা।
তবে সত্য জানিব তোমার সর্ব্ব কথা ॥
প্রহ্লাদ কহিল মম শুন নিবেদন।
যত জীব তত শিবরূপ নারায়ণ ॥
স্তম্ভমধ্যে অবশ্য আছেন মম প্রভু।
অন্যথা আমার বাক্য না জানিবা কভু ॥
শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
নির্ণয় জানিতে তবে দৈত্যকুলপতি ॥
হাতে খড়্গ ল'য়ে উঠে করি মহাদম্ভ।
মধ্যস্থানে হানিলেন স্ফটিকের স্তম্ভ ॥
সেবকের বাক্য আর রাখিতে সংসার।
স্তম্ভমধ্যে আসিয়া ধরেন অবতার ॥
পূর্ব্বেতে ব্রহ্মার স্তবে জিনি নারায়ণ।
মনুষ্য শরীর আর সিংহের বদন ॥
স্তম্ভ কাটি নিরখিয়া দেখে দৈত্যপতি।
দেখিল অনন্ত সূক্ষ্ম অনন্ত-আকৃতি ॥
সুন্দর সিংহের মুখে মনুষ্য-শরীর।
মুহূর্ত্তেকে স্তম্ভ হৈতে হইল বাহির ॥
ক্রমে ক্রমে বাড়িলেক প্রভাতের ভানু।
নরসিংহ বিস্তার করেন নিজ তনু ॥
দেখিয়া বিরাটমূর্ত্তি রূপে দৈত্যঘটা।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল গিয়া দিব্য সিংহজটা ॥
গভীর গর্জ্জিয়া মুখে অট্ট অট্ট হাস।
শব্দ শুনি ত্রৈলোক্যমণ্ডলে হৈল ত্রাস ॥
এমত প্রকারে রাজা দেব নরহরি।
মহাক্রোধে হিরণ্যকশিপু দৈত্য ধরি ॥
উরুমধ্যে রাখি তারে বিদারিলা বুক।
মারেন দুরন্ত দৈত্যে দেবের কৌতুক ॥
মহামূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ার্ত্ত দেবগণ।
নির্ভয় প্রহ্লাদ মাত্র করিল স্তবন ॥
কৃপা কর কৃপাসিন্ধু অনাথের নাথ।
ত্রৈলোক্য কাঁপিল শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত ॥
বিশেষ বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া তোমার।
সুরাসুর মূর্চ্ছিত মনুষ্য কোন ছার ॥

সম্বরহ নিজমূর্ত্তি দেখি লাগে ভয় ।
কি কারণে কর প্রভু অকালে প্রলয় ॥
হেনমতে কহে শিশু হইয়া বিকল ।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিল সকল ॥
শান্তমূর্ত্তি হইয়া কহেন ভগবান ।
নহিল না হবে ভক্ত তোমার সমান ॥
মহাভক্ত তুমি হও শরীর আমার ।
চিরকাল কর সুখে রাজ্য অধিকার ॥
একান্ত আমার ভক্তি না ছাড়িবে মনে ।
তাপ না করিও কিছু পিতার মরণে ॥
জন্মিবে তোমার বংশে যত মহাবল ।
অবশ্য আমার ভক্ত হইবে সকল ॥
এইমতে দুই ভাই শাপে মুক্ত হয় ।
পুনশ্চ হইল দোঁহে রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাবণ ও কুম্ভকর্ণের জন্ম ।

মার্কণ্ডেয় বলেন শুনহ সমাচার ।
পূর্ব্বে লঙ্কা রাক্ষসের ছিল অধিকার ॥
মহামত্ত হৈয়া সবে হিংসিলেন দেবে ।
ব্রহ্মার গোচরে গিয়া জানাইল সবে ॥
শুনিয়া বিরিঞ্চি কহিলেন নারায়ণে ।
বিষ্ণুচক্রে ছেদ করিলেন দৈত্যগণে ॥
অবশেষ যত ছিল প্রবেশে পাতাল ।
ছদ্মরূপে তথায় বঞ্চিল চিরকাল ॥
বিশ্বশ্রবা নামে ছিল পুলস্ত্য-নন্দন ।
হইল তাঁহার পুত্র নামে বৈশ্রবণ ॥
পুত্র দেখি প্রজাপতি করিল সম্মান ।
দিক্‌পাল করি দিলা লঙ্কাপুরে স্থান ॥
সুমালী নামেতে ছিল নিশাচরপতি ।
নিকষা নামেতে তার কন্যা গুণবতী ॥
কহিল কন্যারে তবে ডাকিয়া সাক্ষাতে ।
উপায় করহ তুমি স্বস্থান পাইতে ॥
পূর্ব্বেতে আমার রাজ্য ছিল লঙ্কাপুরী ।
পাতালে এখন আছি দেবে শঙ্কা করি ॥
লঙ্কাতে কুবের আছে বিশ্রবা-নন্দন ।
প্রকারে লইব লঙ্কা শুনহ বচন ॥
বিশ্বশ্রবা স্থানে তুমি যাও শীঘ্রগতি ।
প্রসন্ন করিয়া তারে জন্মাও সন্তুতি ॥
ইহা হৈতে পুত্র হৈলে সাধি নিজ কার্য্য ।
দৌহিত্রে সম্ভব হয় মাতামহ রাজ্য ॥
বিশেষ বৈমাত্র ভাই তাহারা হইবে ।
দুইমতে রাজ্য নিতে তারে সম্ভবিবে ॥
পিতৃবাক্য শুনি তবে নিকষা রাক্ষসী ।
আইল মুনির কাছে পুত্র অভিলাষী ॥
কায়মনোবাক্যে সেবা করিল বিস্তর ।
তুষ্ট হৈয়া কহে মুনি লহ ইষ্টবর ॥
কন্যা বলে পুত্রকাম্যে আইলাম আমি ।
বলিষ্ঠ নন্দন দুই আজ্ঞা কর তুমি ॥
বিশ্বশ্রবা বলে এই সময় কর্কশ ।
লইবে যুগল পুত্র দুর্জ্জয় রাক্ষস ॥
মুনির চরণে ধরি অনেক বিনয় ।
হরিষ বিধানে কন্যা পুনরপি কয় ॥
মনে-দুঃখ জন্মিল দুরন্ত পুত্র শুনি ।
সর্ব্বগুণে এক পুত্র দেহ মহামুনি ॥
সন্তুষ্ট হইয়া তারে কহে তপোধন ।
সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ হবে তৃতীয় নন্দন ॥
এতেক শুনিয়া কন্যা আনন্দে রহিল ।
যথাকালে ক্রমে তিন পুত্র প্রসবিল ॥
জ্যেষ্ঠ জয় নামে হৈল দুর্জ্জয় রাবণ ।
কুম্ভকর্ণ বিজয় অনুজ বিভীষণ ॥
জন্মমাত্র তিন ভাই মহাবল হৈল ।
মাতৃবাক্য শুনিয়া তপস্যা আরম্ভিল ॥
মহাক্লেশে তপ কৈল সহস্র বৎসর ।
তুষ্ট হৈয়া প্রজাপতি এল' দিতে বর ॥
রাবণ বলিল অন্য বরে কাজ নাই ।
অমর হইব আজ্ঞা করহ গোঁসাই ॥
ব্রহ্মা বলিলেন জন্ম হইলে মরণ ।
বহু ভোগ করিয়া জিতিবা ত্রিভুবন ॥
কুম্ভকর্ণ দুরন্ত জানিয়া পদ্মযোনি ।
নিজ সৃষ্টি রাখিবারে চিন্তিল আপনি ॥

ন্টা সরস্বতী দেবী বসাইল মুখে ।
াগিল নিদ্রার বর পরম কৌতুকে ॥
ঃনিয়া দিলেন বিধি তারে সেই বর ।
াবণ কহিল তবে হইয়া কাতর ॥
। তিন ভুবনে তুমি সবাকার পতি ।
ক হেতু পৌত্রের কর এতেক দুর্গতি ॥
ব্রহ্মা কহিলেন তবে শুন কহি সার ।
যরূপে কহিতে হবে পরে ব্যবহার ॥
য় মাসে এক দিন মাত্র জাগরণ ।
সই দিন যুদ্ধেতে নারিবে ত্রিভুবন ॥
যপি জাগাও পুনঃ থাকিতে নিদ্রায় ।
সই দিন নিশ্চয় মরিবে সর্ব্বথায় ॥
হনমতে শান্তাইল ভাই দুইজনে ।
তবে বর যাচিল ধার্ম্মিক বিভীষণে ॥
বিভীষণ কহে অন্য বরে কাজ নাই ।
বিষ্ণুভক্ত আজ্ঞা মোরে করহ গোঁসাই ॥
কদাচিত নহে যেন অধর্ম্মেতে মতি ।
তুষ্ট হ'য়ে স্বস্তি স্বতি বলে প্রজাপতি ॥
আমি তোমা তুষ্ট হ'য়ে দিনু এই বর ।
ধর্ম্ম কর চারি যুগ হইয়া অমর ॥
এতেক কহিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থানে ।
পরম সন্তোষ হৈল ভাই তিনজনে ॥
কত দিনে দশানন লঙ্কা নিল কাড়ি ।
রহিল পরম সুখে কুবেরে খেদাড়ি ॥
তিন পুর জিনিয়া করিল অধিকার ।
হইল ছত্রিশ কোটি নিজ পরিবার ॥
মেঘনাদ রাবণ নন্দন মহাবল ।
ইন্দ্রজিত নাম তার দিল আখণ্ডল ॥
ক্রমেতে জিনিল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ।
লঙ্কায় আসিয়া খাটে দেবতা সকল ॥
এরূপে রাবণ রাজা করিল উৎপাত ।
তবে ইন্দ্র অমর সকলে ল'য়ে সাথ ॥
ব্রহ্মার অগ্রেতে গিয়া কৈল নিবেদন ।
আদ্যোপান্ত রাক্ষসের যত বিবরণ ॥
তবে ব্রহ্মা সংহতি লইয়া দেবগণে ।
উত্তরিল যথা প্রভু অনন্ত শয়নে ॥
অনেক কহিল বিধি বেদের বিধান ।
জানিয়া কারণ সব দেব ভগবান ॥
আশ্বাস করিয়া সবে মধুর বচনে ।
ভয় না করিও সুখে থাক সর্ব্বজনে ॥
অবনীতে অবতার হইয়া আপনি ।
নাশিব রাক্ষসগণে শুন পদ্মযোনি ॥

শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম ও শ্রীরামের সীতা সহ বিবাহ

সূর্য্যবংশে মহারাজ দশরথ নামে ।
পুত্র হেতু করিলেন যজ্ঞ পরিশ্রমে ॥
পূর্ব্বেতে আছিল তাঁর অনেক সুকর্ম্ম ।
তেঁই তাঁর বংশে হরি লইলেন জন্ম ॥
ত্রিভুবনে অবতীর্ণ দেব দুঃখ অন্ত ।
বিধিবাক্যে নিজ ভক্তে করিতে শাপান্ত ॥
এতেক চিন্তিয়া মনে প্রভু ভগবান ।
চারি অংশে নিল জন্ম করিয়া বিধান ॥
যথায় নৃপতি যজ্ঞ করে আনন্দেতে ।
অকস্মাৎ চরু উঠে যজ্ঞকুণ্ড হৈতে ॥
যজ্ঞ পূর্ণ করে রাজা কার্য্যসিদ্ধি জানি ।
চরু ল'য়ে গেল যথা আছে দুই রাণী ॥
আনন্দে কহেন গিয়া দোঁহাকার আগে ॥
এই চরু খাও দোঁহে তুল্যরূপ ভাগে ॥
নৃপতির মুখেতে শুনিয়া এই বাণী ।
সেই চরু আনন্দে নিলেন দুই রাণী ॥
সুমিত্রা নামেতে তাঁর তৃতীয় মহিষী ।
আইল দোঁহার কাছে পুত্র-অভিলাষী ॥
অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া খাইতে দুইজনে ।
হেনকালে সুমিত্রাকে দেখি বিদ্যমানে ॥
পুনর্ব্বার করিলেন অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে ।
স্নেহ করি দিল দোঁহে সুমিত্রার আগে ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তবে সুমিত্রাকে কয় ।
অবশ্য হইবে তব যুগল তনয় ॥
দুই পুত্র হয় যেন দোঁহে অনুগত ।
তিনজনে প্রসঙ্গ হইল এইমত ॥
অমনি খাইল চরু আনন্দিত মনে ।
যথাকালে গর্ভবতী হৈল তিনজনে ॥

সিংহাসনে তুষ্ট মনে বসি নৃপমণি ।
একে একে প্রসব হইল তিন রাণী ॥
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম নিলেন শ্রীরাম ।
পূর্ণ অবতার মূর্ত্তি দুর্ব্বাদলশ্যাম ॥
দ্বিতীয় কৈকেয়ী-গর্ভে জন্মিল ভরত ।
এতিন ভুবনে যার অতুল মহত্ব ॥
লক্ষ্মণ নামেতে জ্যেষ্ঠ সুমিত্রার সুত ।
দ্বিতীয় শত্রুঘ্ন সর্ব্ব লক্ষণ সংযুত ॥
হেনমতে হইল বিষ্ণুর অবতার ।
উল্লাসিত অবনী আনন্দ সবাকার ॥
দিনে দিনে বাড়িলেক যেন শশধর ।
অস্ত্রশস্ত্র বিশারদ দেখিতে সুন্দর ॥
মিথিলার ঈশ্বর জনক নাম ঋষি ।
বহুদিন লাঙ্গলেতে যজ্ঞভূমি চষি ॥
তথায় জন্মিল লক্ষ্মী অযোনিসম্ভবা ।
পাইল লাঙ্গলমুখে পরম দুর্ল্লভা ॥
জন্ম অনুরূপ নাম রাখিলেন সীতা ।
কন্যার পালনে রাণী রহিলা সুস্থিতা ॥
এদিকে কারণ জানি যাবতীয় দেবে ।
সঙ্গোপনে শিবধনু রাখিলেন সবে ॥
জনকেরে কহিল অমরগণ ডাকি ।
লক্ষ্মীর সমান এই তোমার জানকী ॥
দুর্জ্জয় ধনুক ভাঙ্গিবেক যেইজন ।
তাহারে জানকী দিবে কর এই পণ ॥
ঐরূপে রাজঋষি প্রতিজ্ঞা করিল ।
পত্র দিয়া পৃথিবীর নৃপতি আনিল ॥
ধনুক দেখিয়া সবে ডরে পলাইল ।
দুই চারি পরাভবে কেহ না আইল ॥
এরূপে বিবাহ করিলেন রঘুবীর ।
শুনহ পূর্ব্বের কথা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
রাবণের অনুচর রাক্ষস রাক্ষসী ।
যজ্ঞ আরম্ভিলে মুনি, নষ্ট করে আসি ॥
যজ্ঞরক্ষা কারণ বিধান করি মনে ।
বিশ্বামিত্র মুনি গেল দশরথ-স্থানে ॥
মুনি দেখি পূজি রাজা আনন্দিত মন ।
জিজ্ঞাসিল এ স্থানে কি হেতু আগমন ॥
মুনি বলিলেন যজ্ঞ নাশে নিশাচরে ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে ॥
শুনি রাজা বিচারিল পাছে দেন শাপ ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেলে হইবে সন্তাপ ॥
দুই মতে বিপরীত বুঝিয়া রাজন ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে করিলেন সমর্পণ ॥
দোঁহা সঙ্গে করি মুনি যান হরষিতে ।
হেনকালে তাড়কা সহিত দেখা পথে ॥
যেমন উদয় ঘোর কাদম্বিনী মাল ।
গলে মুণ্ডমালা পরিধান বাঘছাল ॥
দেখিয়া রাক্ষসী-মূর্ত্তি ভীত মহাঋষি ।
নির্ভয় করিয়া রাম মারেন রাক্ষসী ॥
তবে দোঁহে ল'য়ে গেল যজ্ঞের সদন ।
শ্রীরামেরে কহিল সকল বিবরণ ॥
শুন রাম সর্ব্বদা না থাকে হেথা দুষ্ট ।
আরম্ভ করিলে যজ্ঞ আসি করে নষ্ট ॥
যজ্ঞধূম দেখিলে করয়ে রক্তবৃষ্টি ।
কোথায় থাকায়ে কার নাহি চলে দৃষ্টি ॥
শ্রীরাম কহেন সবে হইয়া নির্ভয় ।
যজ্ঞ কর আসুক রাক্ষস দুরাশয় ॥
এতেক শুনিয়া মুনিগণ মহাসুখে ।
আরম্ভ করিল যজ্ঞ মনের কৌতুকে ॥
হেনকালে গগনে দেখিয়া ধূমচয় ।
আইল মারীচ দুষ্ট জানিয়া সময় ॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন কৈল রাক্ষসের মায়া ।
যজ্ঞভূমে আসিয়া লাগিল তার ছায়া ॥
দেখিয়া সকল মুনি শ্রীরামেরে কয় ।
ঐ দেখ আইল যে রাক্ষস দুরাশয় ॥
কোদণ্ডপণ্ডিত রাম দেখিয়া নয়নে ।
যুড়েন ঐষিক বাণ ধনুকের গুণে ॥
মহাশব্দ করি বাণ অগ্নি যেন জ্বলে ।
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগনমণ্ডলে ॥
পলাইল নিশাচর রণে করি শঙ্কা ।
লুকাইয়া রহে ত্রাসে প্রবেশিয়া লঙ্কা ॥
নিরাপদে যজ্ঞ করে যত মুনিগণে ।
আশীর্ব্বাদ করিল শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥

যজ্ঞ সাঙ্গে বিশ্বামিত্র আনন্দিত মন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিয়া করিল গমন ॥
শ্রীরামে কহিলা পথে ধনুকের কথা।
শুনিয়া বলেন রাম চল যাই তথা ॥
হনমতে সঙ্গে করি দুই সহোদরে।
উত্তরিল মহামুনি মিথিলা নগরে ॥
দেখিয়া জনক কৈল বহু সমাদর।
শ্যামমূর্ত্তি দেখি রামে দুঃখিত অন্তর ॥
গুপ্তে বিশ্বামিত্রে রাজা কহে কোনক্রমে।
আমার বাসনা হয় কন্যা দেই রামে ॥
রূপ দেখি কন্যাদান করিল বিশেষে।
উভয়ত কলঙ্ক রটিবে সর্ব্ব দেশে ॥
বলিলেক জনক বরের রূপ দেখি।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিয়া দান করিল জানকী
সূর্য্যবংশে জন্ম দশরথের নন্দন।
বিবাহ করিবে রাম না সাধিয়া পণ ॥
নিদারুণ পণে আমি না দেখি উপায়।
কহ মুনি কি কর্ম্ম করিব হায় হায় ॥
বিচার করিলা দেখি মানিয়া বিস্ময়।
কুলিশ সমান এই ধনুক দুর্জ্জয় ॥
মধুর কোমল মূর্ত্তি শ্রীরঘুনন্দন।
হায় বিধি কৈল পিতা নিদারুণ পণ ॥
অন্য অন্য পরস্পরে কথোপকথন।
এইমত হরিষ বিষাদে সর্ব্বজন ॥
বিশ্বামিত্র-মুখে রাম হ'য়ে অবগত।
ভাঙ্গিবারে ধনুক হইলেন উদ্যত ॥
দৃঢ় করি কাঁকালি বান্ধিয়া বস্ত্র সারি।
ধনুক তুলেন রাম বাম হাতে করি ॥
হেনকালে যোড়করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সমাদরে বন্দিলেন যত দেবগণ ॥
বাসুকিরে বলিলা ক্ষণেক হও স্থির।
যাবৎ ধনুকে গুণ দেন রঘুবীর ॥
শুনহ সকল নাগ অষ্ট কুলাচলে।
সাবধানে ধরিবা পৃথিবী পাছে টলে ॥
লক্ষ্মণ কহিল রামে করি যোড়হাত।
শীঘ্রগতি ধনুক ভাঙ্গহ রঘুনাথ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করিয়া প্রণাম।
দেবগণে বন্দিলেন আপনি শ্রীরাম ॥
মুনিগণে প্রণমিয়া দেব হৃষীকেশে।
নোঙাইয়া ধনুর্গুণ দেন অনায়াসে ॥
পুনর্ব্বার টঙ্কারিয়া দিতে মাত্র টান।
মধ্যখানে ভাঙ্গিয়া হইল দুইখান ॥
শত বজ্রাঘাত জিনি মহাশব্দ হৈল।
থাকুক অন্যের কার্য্য বাসুকি টলিল ॥
সেই শব্দ শুনিয়া লঙ্কার দশানন।
বলিল আমারে এই করিবে নিধন ॥
এইমত ধনুক ভাঙ্গেন রঘুবীর।
মিথিলা নগর হৈল আনন্দ-মন্দির ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এ বড় বিস্ময়।
পূর্ণ অবতার বিষ্ণু রাম মহাশয় ॥
আপনাকে প্রণাম করেন কি কারণ।
কৃপা করি কর মুনি সন্দেহ ভঞ্জন ॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য বধি নারায়ণ।
নৃসিংহ বিরাটমূর্ত্তি হলেন যখন ॥
তাঁহার চীৎকার শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত।
ব্রাহ্মণী গর্ভিণী, তার হৈল গর্ভপাত ॥
শাপ দিল মহামুনি পেয়ে দুঃখভার।
যেইজন করিল এতেক অহঙ্কার ॥
আপনারে না জানে সে অন্য অবতারে।
বল বুদ্ধি বিক্রম সে সকল পাসরে ॥
ব্রাহ্মণের শাপ সে অন্যথা নহে কভু।
ব্রহ্মপদাঘাত বুকে ধরিলেন প্রভু ॥
আপনারে বিস্মৃত হইল সে কারণ।
ব্রহ্মার বিধানে পূর্ব্বে রাবণ নিধন ॥
সে কারণে হৈল প্রভু মনুষ্য-শরীর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই রাজা যুধিষ্ঠির ॥
দুর্জ্জয় ধনুক যদি ভাঙ্গিলেন রাম।
জনক রাজার হৈল পূর্ণ মনস্কাম ॥
সীতা সম্প্রদান হেতু বিচারেন মনে।
শুনিয়া কহেন রাম জনকের স্থানে ॥
অযোধ্যানগরে দূত পাঠাও রাজন।
পিতাকে জানাও অগ্রে আমার মনন ॥

সহিত আসিবে আর ভাই দুইজন।
বিবাহ করিব তবে এই নিরূপণ ॥
শ্রুতমাত্র জনক পাঠায় দূতগণে।
কহিল সকল কথা নৃপতির স্থানে ॥
শুনিয়া হৈলেন রাজা আনন্দে পূরিত।
দুই পুত্র সহ রাজা আইল ত্বরিত ॥
মহা কোলাহল শব্দ চতুরঙ্গ দলে।
বেষ্টিত হইয়া রাজা মহা কুতূহলে ॥
মিথিলানগরে আইলেন দশরথ।
অগ্রসরি জনক আইলা কত পথ ॥
সমাদরে লইয়া করিল বহু মান।
শুভক্ষণে রামে সীতা কৈল সম্প্রদান ॥
সীতানুজা কন্যা ছিল পরমা রূপসী।
লক্ষ্মণে প্রদান কৈল সুখে রাজঋষি ॥
জনকের সহোদর কুশধ্বজ নাম।
দুই কন্যা ছিল তাঁর রূপে অনুপম ॥
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে করাইল বিভা।
বৈকুণ্ঠ জিনিয়া হৈল মিথিলার শোভা ॥
চারি ভায়ে কৈল তবে চারি কন্যা দান।
কৌতুকে যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ ॥
দশরথ ভূপতিরে পূজিলা বিশেষে।
আনন্দ বিধানে রাজা যান নিজ দেশে ॥
মুনিগণে প্রণাম করিল সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন ॥
শীঘ্রগতি যায় রাজা উঠি নিজ রথে।
হেনকালে ভৃগুরাম আগুলিল পথে ॥
দুর্জ্জয় শরীর তার দেখি লাগে ভয়।
গভীর গর্জ্জন ক্রোধে রঘুবীরে কয় ॥
আরে দুগ্ধপোষ্য রাম রণে তোর আশা।
মম নাম ধর তুমি এতেক ভরসা ॥
ক্ষত্রকুলান্তক আমি সর্ব্বলোকে জানে।
সেই কথা পরীক্ষা করিব বিদ্যমানে ॥
তোরে না করিলে বধ লুপ্ত হয় নাম।
পৃথিবীর মধ্যে যেন থাকে এক রাম ॥
হরের ধনুক ভাঙ্গি হৈলি বলবান।
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়াছ কি তার বাখান ॥
দশরথ নৃপতি পাইল বড় ভয়।
করযোড়ে কৈল স্তুতি অনেক বিনয় ॥
না জানিয়া কৈল কর্ম্ম হইয়া অজ্ঞান।
সেবক বলিয়া আমা দেহ পুত্রদান ॥
পিতৃ-দুঃখ দেখি তবে রাম মহোদয়।
হাসিয়া কহেন পিতা না করিও ভয় ॥
তবে রাম ডাকিয়া বলেন ভৃগুরামে।
কি হেতু তোমার দুঃখ হৈল মম নামে ॥
যাও বিপ্র ত্যজ আজি পূর্ব্ব অহঙ্কার।
অবধ্য ব্রাহ্মণ বলি পাইলে নিস্তার ॥
নহেত এতেক দুঃখ সহে কার প্রাণে।
দহন করিব ক্ষিতি আমি এক বাণে ॥
এত শুনি ভৃগুরাম ধনু ল'য়ে হাতে।
ক্রোধভরে বাড়াইয়া দিল রঘুনাথে ॥
বিষ্ণুতেজ ছিল ভৃগুরামের শরীরে।
ধনুক সহিত প্রবেশিল রঘুবীরে ॥
তবে রাম গুণ দিয়া যুড়ি দিব্য শর।
হাসিয়া কহিল পরে শুন দ্বিজবর ॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ তুমি বৃথা নহে বাণ।
শীঘ্র কহ তোমার রোধিব কোন্ স্থান ॥
হতবুদ্ধি হ'য়ে তবে কহিল ভার্গব।
না জানিয়া করি দোষ ক্ষমা কর সব ॥
তবে রাম স্বর্গপথ করিলেন রোধ।
দেখিয়া সকলে করে চমৎকার বোধ ॥
বিনয় করিয়া ভৃগুরাম গেল বনে।
দশরথ রাজা গেল আপন ভবনে ॥
বিবাহ করিয়া যান চারি সহোদর।
আনন্দ মন্দির হৈল অযোধ্যানগর ॥
শাস্ত্রপাঠ নিমিত্ত ভরত মহাশয়।
শত্রুঘ্ন সহিত গেল মাতামহালয় ॥
এইরূপে নিয়মিতে কতকাল গেল।
রাজ্য দিতে রঘুনাথে রাজা বিচারিল ॥
পাত্র মিত্র ডাকিয়া কহিল সমাচার।
অধিবাস কর রামে দিব রাজ্যভার ॥
দাসীমুখে শুনিয়া কৈকেয়ী এই কথা।
অভিমানে রহিলেন ভরতের মাতা ॥

রজনীতে দশরথ গেল তাঁর স্থানে।
দেখিল কৈকেয়ী রাণী মহা অভিমানে ॥
অনেক সাধিতে রাজা শেষে কহে বাণী।
পাশরিলা মহারাজ পূর্ব্বের কাহিনী ॥
দুই বর দিতে মোর কৈলে অঙ্গীকার।
সেই বর দিয়া আজি সত্য হও পার ॥
রাজা বলে প্রাণপ্রিয়ে এই কোন্ দায়।
অবিলম্বে বর লহ দিব সর্ব্বদায় ॥
কৈকেয়ী বলিল নাথ এই এক বর।
ভরতেরে করিবা রাজ্যের দণ্ডধর ॥
দ্বিতীয় করহ পূর্ণ এই অভিলাষ।
চতুর্দ্দশ বৎসর রামের বনবাস ॥
শুনিয়া এতেক রাজা কৈকেয়ীর বাণী।
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়িল ধরণী ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা উঠি ততক্ষণে।
কৈকেয়ীরে গালি দিল অতি দুঃখ মনে ॥
তবে রাম শুনিয়া এ সব সমাচার।
পালিতে পিতার সত্য করি অঙ্গীকার ॥
তথা না পাইয়া কিছু পিতার উত্তর।
বিদায় হইতে যান মায়ের গোচর ॥
শ্রীরামের বনবাস শুনি এই বাণী।
শোকাকুলা অজ্ঞান হইয়া কান্দে রাণী ॥
বহুবিধ বিলাপ করিয়া কৈল মানা।
মধুর বচনে রাম করিল সান্ত্বনা ॥
পিতৃসত্য পালিবারে চলিলেন বন।
সংহতি চলিল সীতা অনুজ লক্ষ্মণ ॥

দশরথের মৃত্যু শ্রীরামের পঞ্চবটীতে অবস্থিতি।

দশরথ শুনি তবে রামের প্রস্থান।
হা রাম বলিয়া তবে ত্যজিল পরাণ ॥
পূর্ব্বেতে আছিল অন্ধ মুনির এ শাপ।
পুত্রশোকে মরিবা পাইবা মনস্তাপ ॥
হেনমতে ভূপতির হইল নিধন।
অযোধ্যার ঘরে ঘরে উঠিল রোদন ॥
বিচার করিয়া পাত্রমিত্রগণ যত।
দূত পাঠাইয়া দেশে আনিল ভরত ॥
ভরত শুনিল আসি সব সমাচার।
জননীরে নিন্দিয়া করিল তিরস্কার ॥
রাজার সৎকার করে পাত্রমিত্রগণে।
ভরতেরে বসিতে কহিল সিংহাসনে ॥
ভরত কহিল সবে হৈলে হতজ্ঞান।
সে কারণে বলহ অজ্ঞানমত কেন ॥
পিতৃসত্য হেতু প্রভু চলিলেন বনে।
আমি রাজ্যে ভূপতি হইব সিংহাসনে ॥
এমন অনীতি কর্ম্ম করে কোন্ লোকে।
ঈশ্বর থাকিতে রাজা সম্ভবে সেবকে ॥
বিশেষ মায়ের কর্ম্ম শুনিতে দুষ্কর।
চল সবে যাই অগ্রে শ্রীরাম-গোচর ॥
মাগিয়া মায়ের দোষ প্রভুর চরণে।
যত্নে ফিরাইব সবে কমললোচনে।
যেমন করিয়া বেশ রাম যান বন।
সেইমত বল্ক পরি ভাই দুইজন ॥
শিরে জটাভার ধরি তপস্বীর বেশ।
চিত্রকূট পর্ব্বতেতে পাইল উদ্দেশ ॥
সষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি পড়িয়া চরণে।
করযোড়ে কহিলেন রাম বিদ্যমানে ॥
আজন্ম আমার মন জানহ গোসাঞি।
তোমার চরণ বিনা অন্য গতি নাই ॥
চল রাম ভূপতি হইবে সিংহাসনে।
শূন্যরাজ্য বিলম্ব না সহে সে কারণে ॥
তোমার বনযাত্রা শুনিয়া লোকমুখে।
প্রাণ ত্যজিলেন রাজা সেই মনোদুঃখে ॥
তবে রাম শুনিয়া সকল সমাচার।
পিতৃশোকে কান্দিলেন পেয়ে শোকভার ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন বলিয়া বাপ বাপ।
তাহা দেখি সর্ব্বজন করিল সন্তাপ ॥
ভরতের চরিত্রে সন্তুষ্ট রঘুনাথ।
অলিঙ্গন করি অঙ্গে বুলায়েন হাত ॥
জননীর কিবা দোষ দৈবের ঘটন।
দেশে গেলে পিতৃসত্য হইবে লঙ্ঘন ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিব আমি বনে।
ততদিন রাজা হৈয়া বৈস সিংহাসনে ॥

ভরত কহিল এই শোভা নাহি পায়।
কিমতে পঞ্চাস্য ভার জম্বুকে কুলায়॥
তবে যদি পিতৃবাক্য করিতে পালন।
চতুর্দ্দশ বৎসর নিবাস কর বন॥
পাদুকাযুগল তবে দাও রঘুপতি।
নতুবা রহিব আমি তোমার সংহতি॥
ভরতের ব্যবহারে কমললোচন।
তুষ্ট হৈয়া পুনশ্চ করিল আলিঙ্গন॥
পাদুকা দিলেন রাম বুঝি মনোরথ।
মাথায় করিয়া সুখে চলিল ভরত॥
দেশে আসি পাদুকা রাখিল সিংহাসনে।
চতুর্দ্দিক বেড়িয়া বসিল সর্ব্বজনে॥
সাবধানে রাত্রি দিনে পালে রাজধর্ম্ম।
ইহা বিনা ভরতের নাহি অন্য কর্ম্ম॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ চিত্রকূট গিরিবরে।
করিলেন পিতৃশ্রাদ্ধ ত্রিদশ বাসরে॥
লক্ষ্মণ কহিল প্রভু চল হেথা হৈতে।
পুনর্ব্বার ভরত আসিবে তোমা লৈতে॥
এইমত বিচার করিয়া তিন জনে।
কতক্ষণে যান অগস্ত্যের তপোবনে॥
কারণ জানিয়া মুনি পরম আদরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিল আপনার ঘরে॥
দিনেক বঞ্চিয়া তথা মাগেন বিদায়।
জিজ্ঞাসেন কহ মুনি বঞ্চিব কোথায়॥
জানিয়া ভবিষ্য কথা কহে তপোধন।
আশ্রম করহ সুখে পঞ্চবটী বন॥
শুনিয়া গেলেন রাম আনন্দিত মন।
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
বহুদিন রহিলেন পঞ্চবটী বনে।
একদিন শুন তথা দৈবের ঘটনে॥
সূর্পনখা নামেতে রাবণ সহোদরা।
স্বচ্ছন্দগমনে ফিরে অত্যন্ত মুখরা॥
চতুর্দ্দশ সহস্র সংহতি নিশাচর।
খর ও দূষণ সঙ্গে দুই সহোদর॥
দূর হৈতে দেখি দোঁহে দিব্যরূপ ধরি।
কামে হতচিত্ত হৈয়া দুষ্ট নিশাচরী॥
সীতার সমান রূপ ধরিয়া রাক্ষসী।
সবিনয়ে কহেন রামের কাছে আসি॥
নিবেদন করি আমি দেবের দুহিতা।
ভজিব তোমারে আজ্ঞা করহ সর্ব্বথা॥
শ্রীরাম কহেন তুমি ভজ অন্য জনে।
সঙ্গেতে আমার নারী দেখ বিদ্যমানে॥
এত শুনি লক্ষ্মণেরে কহিল রাক্ষসী।
লক্ষ্মণ কহিল আমি আজন্ম তপস্বী॥
তবে সূর্পনখা অতিশয় দুঃখমনে।
কার্য্যসিদ্ধি না হইল সীতার কারণে॥
ইহারে খাইলে দুঃখ খণ্ডিবে আমার।
এত বলি ধায় মুখ করিয়া বিস্তার॥
দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে যুড়িলেন বাণ।
দিব্যঅস্ত্রে রাক্ষসীর কাটে নাক কাণ॥
কান্দিয়া রাক্ষসী খর দূষণেরে কয়।
দোঁহে আসি যুদ্ধ করে ক্রোধে অতিশয়।
দেখিয়া উঠেন রাম অতি ক্রোধমনে।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিল নিশাচরগণে॥
তাহা দেখি সূর্পণখা ধায় অতি বেগে।
কান্দিয়া কহিল গিয়া রাবনের আগে॥
শুন ভাই বলি দশরথের নন্দন।
ভার্য্যাসহ এল বনে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মারে বাণে।
নাক কাণ কাটে মম অস্ত্র খরশানে॥
যতেক কামিনী আছে এই মর্ত্ত্য ক্ষিতি।
সবার হইতে সেই সতী রূপবতী॥
দেখিয়া আনন্দ বড় হৈল মম মনে।
আনিতে চাহিনু ইহা তোমার কারণে॥
তাহাতে যে গতি মম শুন মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয়॥
অনুক্ষণ রক্ষা করে দুই মহাবীর।
হরিয়া আনিতে সীতা মন কর স্থির॥
শুনিয়া রাবণ হৈল ক্রোধেতে অজ্ঞান।
বিশেষ শুনিয়া ভগিনীর অপমান॥
সীতার রূপের কথা ভেদিল অন্তরে।
কাছে ডাকি কহিল মারীচ নিশাচরে॥

যাও শীঘ্রগতি তুমি পঞ্চবটী বনে।
মায়া করি দূরে লও শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
আপনি যাইব আমি তপস্বীর বেশে।
সীতারে হরিব যেন না পায় উদ্দেশে॥
মারীচ কহিল রাজা মম শক্তি নয়।
পাইয়াছি বাল্যকালে ভাল পরিচয়॥
বালক কালের শিক্ষা আমি জানি ভাল।
মুনিযজ্ঞ নষ্ট হেতু গেলাম সে কালে॥
না দেখিয়া অস্ত্র রাম করিল সন্ধান।
প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরী রক্ষা কৈনু প্রাণ॥
এখন যৌবনকালে ধরে মহাবল।
এ কর্ম্ম করিলে তার ভাল পাব ফল॥
এত শুনি দশানন ক্রোধচিত্ত হৈয়া।
মারীচে মারিতে যায় হাতে খড়্গ লৈয়া॥
ভয়েতে মারীচ বলে যাব পঞ্চবটী।
তুমি বা মারহ কিবা রাম ফেলে কাটি॥
অসহ্য তোমার বাক্য রাক্ষস দুর্জ্জন।
তুমি মার রাম মারে অবশ্য মরণ॥
উত্তরিল মারীচ যথায় রঘুবর।
কাঞ্চনের মৃগ অঙ্গ দেখিতে সুন্দর॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তর।
আনিতে কহিল রামে যুড়ি দুই কর॥
সীতার রক্ষণে রাখি লক্ষ্মণ ঠাকুরে।
মায়ামৃগ খেদাড়িয়া রাম যান দূরে॥
কতক্ষণে শ্রীরাম মারেন দিব্যশর।
ভাইরে লক্ষ্মণ বলি পড়ে নিশাচর॥
ইহা শুনি বিস্ময় মানিল সীতা মনে।
শেষে পাঠাইয়া দিল তথায় লক্ষ্মণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

—

রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ ও শ্রীরামের পক বানরের সহিত মিলন।

হেনকালে আসি তথা রাবণ দুর্জ্জয়।
হরিয়া লইল সীতা দেখি শূন্যালয়॥
শীঘ্র চালাইল রথ রামে করি শঙ্কা।
পলায় পরাণ ল'য়ে যথা পুরী লঙ্কা॥
পরিত্রাহি ডাকে সীতা রাম রাম বলি।
চিহ্ন হেতু স্থানে স্থানে অলঙ্কার ফেলি॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী দশরথ সখা।
বহু যুদ্ধ করিল, কাটিল তার পাখা॥
পড়িয়া রহিল পথে পক্ষী পুরাতন।
লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল দশানন॥
রাবণ বিনয় করি সীতারে বুঝায়।
কৃপা করি দেবি তুমি ভজ গো আমায়॥
সীতা বলে মম প্রভু রাম বিনা নাই।
এতদিনে সবংশে মজিবে তাঁর ঠাঁই॥
ইহা শুনি বন্দী কৈল অশোক কাননে।
রক্ষক রহিল চেড়ী কত শত জনে॥
মৃগ মারি রঘুনাথ আশ্রমে আসিতে।
লক্ষ্মণ সহিত তবে দেখা হৈল পথে॥
শ্রীরাম কহেন ভাই কি কর্ম্ম করিলে।
একাকী রাখিয়া সীতা কি হেতু আইলে॥
লক্ষ্মণ বলিল দেবী তব শব্দ শুনি।
আমারে নিন্দিয়া বহু পাঠান আপনি॥
শীঘ্রগতি আশ্রমে আসিয়া দুই বীর।
শূন্যালয় দেখে দোঁহে হইল অস্থির॥
অনেক বিলাপ করি দুই সহোদর।
অন্বেষণ করিবারে চলেন সত্বর॥
ত্যজিয়া আহার জল আলস্য শয়ন।
এইমতে দুই ভাই করেন গমন॥
সীতার কঙ্কণ এক ছিল সেই পথে।
তুলিয়া নিলেন রাম কান্দিতে কান্দিতে॥
যত দূর চিহ্ন পান বসন ভূষণ।
সেই অনুসারে দোঁহে করেন গমন॥
দেখিলেন রাম জটায়ুকে মৃতবৎ।
পর্ব্বতপ্রমাণ পক্ষী যুদ্ধে প্রাণ হত॥
তাহার নিকটে চলিল দুই জন।
জটায়ু তুলিল মুণ্ড জানিয়া কারণ॥
জিজ্ঞাসিতে পক্ষীরাজ কহিলেন কথা।
লঙ্কাপুরে দশানন হরে নিল সীতা॥

গরুড় নন্দন আমি তব পিতৃ-সখা।
বধূর অবস্থা দেখি যুদ্ধে আসি একা॥
তোমারে সংবাদ দিতে আছিল জীবন।
উদ্ধার করহ রাম এই নিবেদন॥
এতেক বলিয়া পক্ষী ত্যজিল জীবন।
জানিয়া পিতার সখা ভাই দুই জন॥
অগ্নিকার্য্য করি তার পম্পানদীতটে।
তথা হৈতে যান ঋষ্যমুকের নিকটে॥
তথায় দেখেন রাম বানরপ্রধান।
নল নীল সুষেণ সুগ্রীব হনুমান॥
দোঁহায় প্রণাম করি জিজ্ঞাসে সম্ভ্রমে।
কহিলেন শ্রীরাম সকল ক্রমে ক্রমে॥
সুগ্রীব জানিল এই পুরুষরতন।
প্রণাম করিয়া করে নিজ নিবেদন॥
মম জ্যেষ্ঠ বালিরাজা রাজ্য-অধিকারী।
বলে রাজ্য নিল আমি যুদ্ধেতে না পারি॥
মুনিশাপে হেথায় আসিতে শক্তি নাই।
সে কারণে আছি প্রাণে শুনহ গোঁসাই॥
শ্রীরাম বলেন কপিরাজ তুমি মিতা।
তোমা রাজ্য দিব আমি, তুমি দিবে সীতা॥
সুগ্রীব বলিল তবে যে আজ্ঞা তোমার।
সীতা উদ্ধারিতে প্রভু মোর রৈল ভার॥
শ্রীরাম কহেন আজি প্রত্যুষ সময়।
বালিকে মারিয়া রাজা করিব তোমায়॥
হেনমতে রঘুনাথ বালিরাজা মারি।
সুগ্রীবেরে করিলেন রাজ্য অধিকারী॥
চারি মাস তথায় থাকেন রঘুনাথ।
কপিরাজ সুগ্রীবে লইয়া তবে সাথ॥
সমুদ্র সমীপে যান সৈন্য সমাবেশে।
হনুমানে পাঠাইল সীতার উদ্দেশে॥
পবন-নন্দন বীর পোড়াইল লঙ্কা।
রাজপুত্র মারিয়া রাজারে দিল শঙ্কা॥
সীতার উদ্দেশ করি আসি মহাবীর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হইলেন তাহে স্থির॥
হেনকালে শুন রাজা দৈব বিবরণ।
রাবণের অনুজ ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
করযোড়ে কহিল রাজায় বিধিমতে।
সীতা দিয়া শরণ লইতে রঘুনাথে॥
ধন রাজ্য বংশ বৃদ্ধি কর নরপতি।
শুনিয়া রাবণ ক্রোধে মারিলেন লাথি॥
যেইকালে বিভীষণে প্রহারে চরণে।
রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিল বিভীষণে॥
অতি দুঃখে বাহির হইল বিভীষণ।
রামের চরণে গিয়া লইল শরণ॥
শ্রীরাম বলেন তুমি শত্রু-সহোদর।
কিরূপে বিশ্বাস তোমা করিব অন্তর॥
বিভীষণ বলে প্রভু ভাব মনে যদি।
তোমার সেবক আমি জন্ম অবধি॥
এতে অন্যমত যদি করি কদাচন।
হইব কলির রাজা কলির ব্রাহ্মণ॥
কলিতে জন্মিব আর জীব চিরকাল।
শুনিয়া হলেন রাম অনন্দ বিশাল॥
লক্ষ্মণ কহেন হাসি করি যোড়কর।
উত্তম করিল দিব্য রাক্ষস-ঈশ্বর॥
চিরকাল তপস্যা করিয়া যাহা পায়।
পরদ্রোহ করিয়া এ সব যদি হয়॥
ইহা ছাড়ি অন্য বাঞ্ছা করে কোন্ জন।
হাসিয়া কহেন রাম, বালক-লক্ষ্মণ॥
কলিতে-ব্রাহ্মণ রাজা দীর্ঘজীবী জন।
এই তিনে নিস্তার নাহিক কদাচন॥
করিল কঠোর দিব্য রাক্ষসের পতি।
না বুঝিয়া হাসিল লক্ষ্মণ শিশুমতি॥
আজি হৈতে মিত্র হৈল বিভীষণ।
লঙ্কা দিব তোমারে মারিয়া দশানন॥
তিনজন বিচার করিল এইমত।
লঙ্কায় গমনে সবে হইল উদ্যত॥
বানর সকলে সিন্ধু বান্ধে অবহেলে।
পাষাণ ভাসিল রাজা সাগরের জলে॥
বান্ধে নল সাগর রামের উপরোধে।
পার হৈয়া কটক সকল কার্য্য সাধে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কায় প্রবেশ ও যুদ্ধ।

যুদ্ধপতি প্রধান বাছিয়া দিল থানা।
সকল লঙ্কায় পূর্ণ শ্রীরামের সেনা॥
সবান্ধবে মহাশব্দে ধায় দশানন।
দেখি চমকিত হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণে মানিয়া বিস্ময়।
একে একে বিভীষণ দিল পরিচয়॥
শুনি রাম কহেন রাক্ষস বিভীষণে।
নাহিক বুদ্ধির লেশ অজ্ঞান রাবণে॥
শতেক ইন্দ্রের নাহি এত পরিচ্ছদ।
কি কারণে নষ্ট করে এতেক সম্পদ॥
অন্য অন্য এইমত করিছে বিচার।
যুদ্ধ করি পরস্পর হৈল মহামার॥
সেনাপতি সেনাপতি হইল সংগ্রাম।
ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণ, রাক্ষসপতি রাম॥
রণেতে পণ্ডিত রাম যুদ্ধে পরিপাটী।
মাথার মুকুট দশ ফেলিলেন কাটি॥
লজ্জা পেয়ে পলাইল রাজা দশানন।
উভয় সৈন্যেতে আর নাহি দরশন॥
তবে রাম পাঠাইল বালির নন্দনে।
অনেক ভর্ৎসিল গিয়া রাজা দশাননে॥
অঙ্গদের বচনে রাবণ দুঃখমতি।
পাঠাইল প্রধান অনেক সেনাপতি॥
মুনি বলিলেন কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব শুন ধর্ম্ম নরবর॥
বজ্রদন্ত মহাবাহু মহাকায় আদি।
প্রহস্ত করিল যুদ্ধ নাহিক অবধি॥
পড়িল রাক্ষস-সেনা নাহি পরিমিত।
ক্রোধভরে আইল কুমার ইন্দ্রজিত॥
করিল রাক্ষসীমায়া বহু বহু রণে।
নাগপাশে বন্দী কৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
গরুড়ে স্মরিয়া রাম পবন আদেশে।
নাগপাশে মুক্ত হৈল প্রকার বিশেষে॥
গর্জ্জিয়া বানরগণ করে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥
বিস্ময় মানিয়া অতি চিন্তাকুল মনে।
মহাপাশ মহোদরে পাঠাইল রণে॥
আর চারি সেনাপতি রাবণ-কুমার।
ক্রোধবেগে আসিয়া করিল মহামার॥
শিলা বৃক্ষ ল'য়ে যুদ্ধ করিল বানর।
অস্ত্রে অস্ত্রে বিশারদ যত নিশাচর॥
উভয় সৈন্যেতে হৈল যুদ্ধ অপ্রমিত।
ছয় সেনাপতি মরে সৈন্যের সহিত॥
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ।
পুনর্ব্বার আইল কুমার মেঘনাদ॥
অপূর্ব্ব রাক্ষসীমায়া ইন্দ্রজিত জানে।
দেখিতে না পায় কেহ থাকে কোন্ স্থানে॥
করিল সংগ্রাম ঘোর রাবণ-সন্ততি।
চারি দ্বারে মারিল প্রধান সেনাপতি॥
আছুক অন্যের কার্য্য শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
জিনিয়া পরম সুখে কহিল রাবণে॥
কেবল জীবিত মাত্র ছিল তিন জন।
হনুমান সুষেণ রাক্ষস বিভীষণ॥
উপদেশ কহিলেক সুষেণ প্রধান।
আনিল গন্ধমাদন গিরি হনুমান॥
ঔষধি চিনিয়া দিল সুষেণ বানর।
আপনি বাটিয়া দিল রাক্ষস ঈশ্বর॥
মৃতসৈন্য প্রাণ পায় হনূর প্রসাদে।
কাঁপিল রাবণ বানরের সিংহনাদে॥
তবে বহু যুদ্ধ করি মৈল অকম্পন।
ভয় পেয়ে কুম্ভকর্ণে জাগায় রাবণ॥
নিদ্রা হৈতে উঠি যায় রাজ-সম্ভাষণে।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ভাই দুইজনে॥
বিভীষণে জিজ্ঞাসিল কহ সমাচার।
সত্তরি যোজন উচ্চ শরীর কাহার॥
তবে বৃথা কি হেতু করিছ হেথা রণ।
রাক্ষসের মায়া কিছু না বুঝি কারণ॥
বিভীষণ বলে ভয় ত্যজহ অন্তর।
কুম্ভকর্ণ নামেতে আমার সহোদর॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা বর দিয়া কৈল নিরূপণ।
নিদ্রা ভাঙ্গি জাগাইলে অবশ্য মরণ॥

পাঁচ মাসে জাগাইল ভয় পেয়ে মনে।
সন্দেহ নাহিক আজি মরিবেক রণে॥
এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ।
তুষ্ট হ'য়ে শ্রীরাম দিলেন আলিঙ্গন॥
কুম্ভকর্ণে রাবণ কহিল সমাচার।
ক্রোধে মহাবীর আসি দিল মহামার॥
একেবারে গিলিল বানর শতে শতে।
বাহির হইল কেহ নাক কাণ পথে॥
দেখিয়া বিকট মূর্ত্তি ধায় সৈন্যগণ।
অস্ত্র যুড়ি অগ্রে যান কমললোচন॥
রামে দেখি কুম্ভকর্ণ ধায় গিলিবারে।
সত্বরে মারেন রাম ব্রহ্ম অস্ত্র তারে॥
সেই বাণে মরিল দুরন্ত নিশাচর।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন যতেক অমর॥
ভাবিত হইল রাজা সৈন্য নাহি আর।
কি প্রকারে এ বিপদে পাইব নিস্তার॥
ভাবিয়া পাঠায় শেষে মকরাক্ষ বীরে।
সে আসি অনেক যুদ্ধ করিল সমরে॥
বহু যুদ্ধ করি মৈল শ্রীরামের বাণে।
পরে কুম্ভ নিকুম্ভ প্রবেশ কৈল রণে॥
বল বুদ্ধি বিক্রমেতে বাপের সমান।
প্রাণপণে যুঝিল সুগ্রীব হনুমান॥
দুই ভাই পড়িল লইয়া সর্ব্ব সেনা।
বিনা ইন্দ্রজিত বীরে নাহি সান্ত্বনা॥
তবে ইন্দ্রজিতে আজ্ঞা দিল দশানন।
সসৈন্যে মারহ তুমি শ্রীরাম লক্ষণ॥
সংহতি লইয়া তবে সেনা অপ্রমিত।
যুদ্ধ হেতু আইলা কুমার ইন্দ্রজিত॥
ক্রোধে আসি তবে সে করিল বহু রণ।
তেমনি করিল যুদ্ধ ঠাকুর লক্ষণ॥
মায়ায় রাক্ষস যুদ্ধ করে বহুতর।
দেখাদেখি মহাযুদ্ধ হৈল পরস্পর॥
সহিতে নারিল যুদ্ধ রাবণ-নন্দন।
ভঙ্গ দিয়া প্রবেশিল নিজ নিকেতন॥
প্রবেশ করিয়া সেই যজ্ঞ আরম্ভিল।
হেনকালে বিভীষণ লক্ষ্মণে কহিল॥
যজ্ঞ আরম্ভিল দেব রাবণ কুমার।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে মৃত্যু নাহিক উহার॥
বিধিবাক্য আছে হেন আমি জানি ভালে।
তবে সে মারিতে পার যজ্ঞ নষ্ট হৈলে॥
শুনিয়া হইল সবে হরষিত মন।
যজ্ঞনষ্ট কৈল গিয়া পবন নন্দন॥
তবে ব্রহ্ম অস্ত্র তারে মারিল লক্ষণ।
পরাণ ত্যজিল তাহে রাবণ-নন্দন॥
বার্ত্তা পেয়ে শোকাকুল রাক্ষসের পতি।
রাবণ আসিল রণে অতি ক্রোধমতি॥

রাবণ-বধ।

পুত্রশোকে সমরে আইল দশানন।
দেখি অগ্রসর হৈল সুমিত্রা নন্দন॥
লক্ষণের সঙ্গেতে আইল বিভীষণ।
বিভীষণে দেখি করে রাবণ চিন্তন॥
এতেক ভাবিয়া দুষ্ট অতি ক্রোধভরে।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া অস্ত্র বিভীষণে মারে॥
এড়িলেক শেলপাট ভীষণ দর্শন।
দিব্য অস্ত্র এড়ি তাহা কাটিল লক্ষ্মণ॥
মহাক্রোধে পুনঃ শেল মারে বিভীষণে।
পুনর্ব্বার লক্ষ্মণ কাটিল দিব্য বাণে॥
দুই শেল অস্ত্র যদি কাটিল লক্ষ্মণ।
যমদণ্ড শেল হাতে লইল রাবণ॥
ডাকিয়া কহিল তবে লক্ষ্মণের তরে।
বুঝিলাম বীরপণা রক্ষা কৈলে পরে॥
আপনা সম্বর ঝাট যায় শক্তিবর।
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর হইল ফাঁপর॥
প্রাণপণে বাণ মারে নারে নিবারিতে।
কালদণ্ড সমান আসিয়া শূন্যপথে॥
নির্ভয়ে বাজিল গিয়া লক্ষণের বুকে।
পড়িল লক্ষণ বীর রক্ত উঠে মুখে॥
শোকাকুল রঘুনাথ হলেন অজ্ঞান।
পর্ব্বত আনিল তবে বীর হনুমান॥
পর্ব্বতে ঔষধি ছিল তার অনুভবে।
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ আনন্দিত সবে॥

ালপূর্ণ হৈল রণে আইল রাবণ।
াপনি গেলেন রণে কমললোচন ॥
াবণে দেখিয়া রথে রঘুনাথে ক্ষিতি।
ন্দ্র পাঠাইল রথ মাতলি সংহতি ॥
াই রথে রঘুনাথ চড়েন কৌতুকে।
াতলি লইল রথ রাবণ-সম্মুখে ॥
াপ্রমিত যুদ্ধ হৈল দুই মহাবল।
াপমা নাহিক স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ॥
ার যত শিক্ষা ছিল দোঁহে কৈল রণ।
হাক্রোধভরে তবে কমললোচন ॥
াবণের দশমুণ্ড কাটিলেন শরে।
ানর্ব্বার উঠে মুণ্ড বিধাতার বরে ॥
ানঃ পুনঃ যতবার কাটে রাবণে।
বনাশ না হয় দুষ্ট পূর্ব্বের সাধনে ॥
যাড়করে বিভীষণ করে নিবেদন।
মন্য অস্ত্রে না মরিবে দুর্জ্জয় রাবণ ॥
াত্যুবাণ আছে ওর মন্দোদরী পাশ।
াস বাণ আনিলে হবে রাবণের নাশ ॥
হনুমানে আদেশিল কমললোচন।
ছলেতে আনিল বাণ পবন-নন্দন ॥
াসই বাণ ল'য়ে রাম যুড়িয়া ধনুকে।
াক্রোধভরে মারিলেন রাবণের বুকে ॥
াহনমতে পড়িল রাবণ মহাবল।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল তবে অমর সকল ॥
তবে সীতা আনিল রাক্ষস বিভীষণ।
দেখিয়া কহেন তাঁরে কমললোচন ॥
দশমাস তোমায় রাখিল নিশাচরে।
নাহি জানি ছিলে তুমি কেমন প্রকারে ॥
আমারে করিবে নিন্দা এই বড় ভয়।
পরীক্ষা দেহ ত সীতা যদি মনে লয় ॥
এমত শুনিয়া সীতা অতি দুঃখমনে।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইতে কহেন লক্ষ্মণে ॥
লক্ষ্মণ করিল কুণ্ড প্রবেশিল সীতা।
কৌতুক দেখিতে যত আসিল দেবতা ॥
রাম পড়িলেন সীতা বিচ্ছেদ-অনলে।
হেনকালে উঠে অগ্নি সীতা ল'য়ে কোলে ॥

ব্রহ্মা আদি সর্ব্বদেব একত্র মিলিল।
করিয়া অনেক স্তুতি রামেরে কহিল ॥
আপনা না জানি কর মনুষ্য-আচার।
তুমি নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী অবতার ॥
তোমারে দেখিতে এল যত পিতৃলোক।
হের দেখ দশরথ তোমার জনক ॥
দেবগণ বলে রাম মাগ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহেন রাম জীউক বানর ॥
পরে রাম সম্ভাষ করিয়া সর্ব্বজনে।
যতেক বিবুধ গেল আপন ভুবনে ॥
বিভীষণে দিল রাম রাজ্য-অধিকার।
বানরগণেরে কৈল বহু পুরস্কার ॥
সসৈন্যে গেলেন রাম অযোধ্যানগর।
সিংহাসনে বসিলেন রাজ-রাজ্যেশ্বর ॥
সেবক উদ্ধার হেতু প্রভুর এ কর্ম্ম।
হেনমতে দুই ভাগে লৈয়া দোঁহে জন্ম ॥
সেই জয় বিজয় জন্মিল পুনর্ব্বার।
শিশুপাল দন্তবক্র নাম দোঁহাকার ॥
পূর্ণব্রহ্ম যদুকুলে হ'য়ে অবতার।
তব যজ্ঞে শিশুপালে করেন উদ্ধার ॥
তিন অবতারেতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।
ভক্তজনে করিলেন এই পরিত্রাণ ॥
রামের এতেক দুঃখ ধরিয়া শরীর।
কি দুঃখ তোমার বনে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
সবার দুঃখের কথা করিয়া শ্রবণ।
সীতা-দুঃখে দ্রৌপদীর বিদরিল মন ॥
বিষাদ না কর রাজা দুঃখ হৈল অন্ত।
অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত ॥
বিশেষ দ্রৌপদী এই সাবিত্রী সমান।
যে জন উভয় কুল কৈল পরিত্রাণ ॥
নানা সুখ ত্যজিলেক স্বামীর কারণে।
তথাপি না ত্যজিলেক স্বামী সত্যবানে ॥
ক্ষত্রকুলে তাঁর তুল্য নহে কোন্ জন।
দ্রৌপদীরে দেখি যেন তাঁহার লক্ষণ ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা লক্ষ্মী অবতার।
অঙ্কেতে দাসত্ব মুক্ত কৈল সবাকার ॥

এতেক ব্রাহ্মণ যাঁর ভুঞ্জে অপ্রমাদে।
কদাচ না হবে দুঃখ ইহার প্রসাদে ॥
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥

সাবিত্রী উপাখ্যান।

যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহামুনি।
কহিলা রামের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
হইল শরীর মুক্ত সফল এ জন্ম।
সাবিত্রী কাহার নাম কিবা তাঁর কর্ম্ম ॥
কিবা ধর্ম্ম আচরিল কিবা উগ্রতপে।
কোন্ কোন্ কুল উদ্ধারিল কোন রূপে ॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় জন্মিল অন্তরে।
মুনিরাজ বিস্তারিয়া কহ গো আমারে ॥
মুনি বলিলেন শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
অবনীতে ছিল অশ্বপতি মহীপাল।
অপুত্রক শিব-সেবা করে বহুকাল ॥
সন্তানবিহীন রাজা নিরানন্দ-মতি।
কতদিনে হৈল এক কন্যা রূপবতী ॥
তপ্তস্বর্ণ জিনি তার শরীরের শোভা।
কলঙ্কবিহীন কলানিধি মুখ-আভা ॥
বিহঙ্গম-চঞ্চু জিনি বিরাজিত নাসা।
দশন মুকুতা পাঁতি সুমধুর ভাষা ॥
কামের কামান জিনি তার যুগ্মভুরু।
মৃণাল জিনিয়া বাহু রামরম্ভা ঊরু ॥
কুরঙ্গনয়নী সুচামর শুভ্র কেশ।
মৃগেন্দ্র লজ্জিত হয় দেখি মধ্যদেশ ॥
রূপের সমান তার গুণের গণনা।
শুদ্ধমতি সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণা ॥
কদাচ নাহিক অন্যমতি ধর্ম্ম বিনা।
নানাবিধ শিল্পকর্ম্মে অতি সে প্রবীণা ॥
প্রিয়বাদিনী সতী সর্ব্বভূতে দয়া।
নৃপতি হৃষ্টমতি দেখিয়া তনয়া ॥
সাবিত্রী বলিয়া নাম রাখিল তাহার।
পরম পবিত্র কন্যা পবিত্র আচার ॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা বাপের মন্দিরে।
স্বচ্ছন্দ গমনে যায় যথা ইচ্ছা করে ॥
সমান বয়স প্রিয়সখিগণ সাথে।
ভ্রমণ করয়ে সুখে চড়ি দিব্যরথে ॥
বিশেষ বাপের রাজ্য কিছু নাহি ভয়।
উপনীত হইলেক মুনির আলয় ॥
নানাবিধ কৌতুক দেখিয়া রাজসুতা।
হেনকালে অপূর্ব্ব শুনহ তার কথা ॥
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি।
শত্রু নিল রাজ্য, বনে করিল বসতি ॥
তাঁহার নন্দন ছিল নামে সত্যবান।
রূপেতে নাহিক কেহ তাহার সমান ॥
মুনিপুত্রগণ সহ আছিল ক্রীড়ায়।
কতদূরে থাকিয়া সাবিত্রী দেখে তায় ॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ কিশোর বয়েস।
দেখিয়া নরেন্দ্রসুতা জিজ্ঞাসে বিশেষ ॥
কাহার নন্দন এই কহ মুনিগণ।
যার রূপে উজ্জ্বল করিল তপোবন ॥
কহে বনবাসী জন কর অবধান।
দ্যুমৎসেনের পুত্র নাম সত্যবান ॥
এত শুনি সাবিত্রী হইল হৃষ্টমতি।
মনেতে বরিয়া তারে কৈল নিজ পতি ॥
গৃহেতে আসিয়া তবে নৃপতির সুতা।
জননীর কাছে গিয়া কহে সব কথা ॥
কন্যাবাক্যে রাণী গিয়া কহে নৃপবরে।
শুনিয়া কহিল রাজা দুঃখিত অন্তরে ॥
কোন বংশে জন্ম তার, কিবা তার ধর্ম্ম।
না জানিয়া কেমনে করিব হেন কর্ম্ম ॥
এইরূপে আছে রাজা নিরানন্দ-মন।
কতদিনে আইলেন ব্রহ্মার নন্দন ॥
নারদ মুনিরে দেখি সুখী সর্ব্বজনে।
হৃষ্টমতি নরপতি মুনি আগমনে ॥
বসাইল দিব্য সিংহাসনের উপর।
বেদের বিহিত স্তুতি করিল বিস্তর ॥
আনন্দে বসিল সবে কথোপকথনে।
হেনকালে সাবিত্রী আইল সেই স্থানে ॥

কন্যা দেখি নৃপতিরে কহে তবে মুনি।
পরমা সুন্দরী এই কাহার নন্দিনী॥
অশ্বপতি বলে মুনি কি কহিব আর।
অপত্য আমার এই কন্যা মাত্র সার॥
মুনি বলে সর্ব্ব সুলক্ষণা তব সুতা।
বিবাহ দিয়াছ, কি আছে অবিবাহিতা॥
রাজা বলে শিশুমতি অত্যল্প বয়েস।
যোগ্যাযোগ্য ভালমন্দ না জানে বিশেষ॥
বরিয়াছে কাহায় মুনির তপোবনে।
নিরূপণ না জানি সন্দেহ আছে মনে॥
ভাল হৈল ভাগ্যবশে আইলা আপনি।
চিরদিনে ঘুচিল মনের ধন্ধ মুনি॥
নারদ কহিল তবে সাবিত্রীর প্রতি।
কোন বংশে জন্ম তার কাহার সন্ততি॥
সাবিত্রী কহিল দেব মুনির আশ্রমে।
দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান নামে॥
নারদ কহিল আমি জানি সব বার্ত্তা।
তাহা ছাড়ি সাবিত্রী করহ অন্য ভর্ত্তা॥
সাবিত্রী কহিল পূর্ব্বে বরিয়াছি মনে।
অন্যে বরি ভ্রষ্টা হৈব কিসের কারণে॥
মুনি বলে দোষ নাই শুন মম কথা।
সাবিত্রী কহিল মুনি না হবে অন্যথা॥
পুনঃ পুনঃ দোঁহাকার এই বাক্য শুনি।
ব্যস্ত হ'য়ে তাঁরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি॥
তাহার বৃত্তান্ত শুনি কহ মুনিবর।
কি কারণে বরিতে কহিলে অন্য বর॥
কোন বংশে জন্ম তার, কাহার নন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ব্যস্ত মম মন॥
নৃপতির মুখে শুনি এতেক বচন।
কৃপাবশে কহিতে লাগিল তপোধন॥
সূর্য্যবংশে সুরসেন রাজার সন্ততি।
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি॥
মহিমা সাগর-মহারাজ গুণবান।
পৃথিবীতে নাহি শুনি তাঁহার সমান॥
খণ্ডন না যায় রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
কতদিনে নৃপতির চক্ষু হৈল অন্ধ॥
চক্ষুহীন শিশুপুত্র নাহি অন্য জন।
সময় পাইয়া রাজ্য নিল চক্রীগণ॥
ভার্য্যা পুত্র সহিত করিল বনবাস।
মহাক্লেশে আছে সর্ব্ব সুখেতে নিরাশ॥
বিচার করিয়া দেখ দৈবের সংযোগ।
শরীর ধরিলে হয় দুঃখ-সুখ-ভোগ॥
রাজা বলে কৃতার্থ করিলে তপোধন।
এই চিন্তা করি সদা নিরানন্দ-মন॥
দুঃখ সুখ শরীরের সহযোগে জন্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম॥
ভাল মন্দ আপন ইচ্ছায় কিছু নয়।
দৈবের সংযোগ সেই যখন যে হয়॥
বরযোগ্য বটে যদি সেই সত্যবান।
আজ্ঞা কর সাবিত্রী কন্যারে করি দান॥
মুনি বলিলেন এতে বাধা করি আমি।
পুনঃ পুনঃ আমারে জিজ্ঞাসা কর তুমি॥
কুলে শীলে রূপে গুণে তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ।
সকল সুন্দর বটে একমাত্র কষ্ট॥
আজি হৈতে যাবৎ বৎসর পূর্ণ হয়।
সেই দিনে সত্যবান মরিবে নিশ্চয়॥
কহিনু ভবিষ্য কথা যদি লয় মনে।
যোগ্য দেখি কন্যাদান কর অন্য জনে॥
শুনিয়া মুনির মুখে এতেক ভারতী।
কহিতে লাগিল অশ্বপতি মহামতি॥
কদাচ কর্ত্তব্য মম নহে এই কর্ম্ম।
বালকের ক্রীড়ায় নাহিক ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
ধনে মানে কুলে শীলে হবে গুণবান্।
বিচার করিয়া তারে দিব কন্যাদান॥
দোষ না থাকিবে তার হবে রাজ্যেশ্বর।
এমত পাত্রেতে কন্যা দিব মুনিবর॥
কন্যাদানকর্ত্তা পিতা আছে পূর্ব্বাপর।
তাহে যদি মন নহে হবে স্বয়ম্বর॥
আনাইব পৃথিবীর যত নৃপচয়।
দেখিয়া বরিবে কন্যা যারে মন লয়॥
অল্পআয়ু কি হেতু বরিবে সত্যবান।
বিশেষ বৈধব্য-দুঃখ মরণ সমান॥

শুনিয়া দোঁহার মুখে এতেক ভারতী ।
কৃতাঞ্জলি কহিছে সাবিত্রী গুণবতী ॥
শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ ।
কদাচিত নয়নে না হেরি অন্যজন ॥
মম মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি ।
জীবন মরণে সেই সত্যবান স্বামী ॥
বৈধব্য যন্ত্রণা যদি থাকে মম ভোগ ।
খণ্ডন না যাবে পিতা দৈবের সংযোগ ॥
অনিত্য সংসার এই অবশ্য মরণ ।
না মরিয়া চিরজীবী আছে কোন জন ॥
অসার সংসার মাঝে আছে এক ধর্ম্ম ।
তাহা ছাড়ি কিমতে করিবে অন্য কর্ম্ম ॥
ধিক ধিক্ সে ছার সুখেতে অভিলাষ ।
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে যে করে সুখ আশ ॥
কি করিব সুখে পিতা, কত কাল জীব ।
কুকর্ম্মে আজন্ম কাল নরকে থাকিব ॥
এত শুনি প্রশংসা করিল তপোধন ।
আশীর্ব্বাদ করি গেল নিজ নিকেতন ॥
অশ্বপতি দুঃখ অতি পাইল অন্তরে ।
কহিল অনেক কথা সাবিত্রীর তরে ॥
বুঝাইল নরপতি বিবিধ বিধান ।
সাবিত্রী কহিল মম পতি সত্যবান ॥
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস ।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস ॥

সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ ।

একান্ত বুঝিয়া রাজা তনয়ার মন ।
বন হৈতে সত্যবানে আনিল তখন ॥
বিধিমতে বিবাহ দিলেন নরপতি ।
সত্যবান গেল তবে আপন বসতি ॥
পুত্রের বিবাহ-বার্ত্তা মহোৎসব শুনি ।
হরিষ বিষাদ-মনে কহে রাজরাণী ॥
নিদারুণ বিধি কৈল এ সব সংযোগ ।
নিরাশ করিল মোরে দিয়া বহু ভোগ ॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি ত্যজি নিজ দেশ ।
বনেতে নিবাস করি তপস্বীর বেশ ॥
বধূ মম অশ্বপতি নৃপতির বালা ।
হেনজন কিরূপে থাকিবে বৃক্ষতলা ॥
এইমতে কহিল অনেক রাজা রাণী ।
সাবিত্রী দেখিতে এল যতেক ব্রাহ্মণী ॥
অনেক প্রশংসা করি কহে সর্ব্বজন ।
সমানে সমানে বিধি করিল মিলন ॥
তুমি রাণী ভাগ্যবতী রাজা মহাসাধু ।
সে কারণে পাইলে সাবিত্রী হেন বধূ ॥
অনেক লক্ষণ দেখি ইহার শরীরে ।
এত বলি গেল সবে নিজ নিজ ঘরে ॥
পরম আনন্দ-মনে রহে চারিজনে ।
নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বনে ॥
নানাবিধ ফল মূল করণ্ডেতে ভরে ।
প্রতিদিন আনি দেয় সাবিত্রী গোচরে ॥
সাবিত্রীর মহিমা শুনিতে চমৎকার ।
যাঁর নামে ধন্যধন্য জগৎ সংসার ॥
শ্বশুর শাশুড়ী সেবে দেবের সমানে ।
নানা সেবা করে নিত্য পতি সত্যবানে ॥
লক্ষ্মীর সমান হয় সতী পতিব্রতা ।
নিত্য নিয়মিত পূজে ব্রাহ্মণ দেবতা ॥
দেবতা সেবিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাইল ।
মধুর সম্ভাষে বনবাসী বশ হৈল ॥
অত্যন্ত তুষিল সর্ব্বভূতে দয়াবতী ।
তাঁর গুণে তুল্য দিতে নাহি বসুমতী ॥
যত্নে আচরিল যত নানাবিধ কর্ম্ম ।
নিত্য নিয়মিত যত বেদবিধি ধর্ম্ম ॥
ইষ্টেতে একান্ত মতি করে আচরণ ।
শিল্প যত কর্ম্ম চিত্র বিচিত্র রচন ॥
দেখিয়া সানন্দ রাজা রাণী সত্যবান ।
বৎসরেক সাবিত্রী আছয়ে সেই স্থান ॥
নারদের বচন স্মরিয়া অনুক্ষণ ।
লোকলাজে নানা কাজে নিবারিয়া মন ॥
নিমেষ মুহূর্ত্ত দণ্ড প্রাণ আদি করি ।
দণ্ডে দণ্ডে গণি যায় দিবস শর্ব্বরী ॥
পঞ্চদশ দিনে পক্ষ, দ্বিপক্ষেতে মাস ।
হেন মতে যায় মাস বাড়য়ে নিরাশ ॥

এইমতে অনুক্ষণ সাবিত্রীর মনে ।
[রা]জা রাণী সত্যবান কিছুই না জানে ॥
[এ]তক প্রকারে শুন ধর্ম্ম নরবর ।
[ব]সরের শেষ মাত্র দ্বিতীয় বাসর ॥
[চি]ন্তায় আকুল হৈল নৃপতির সুতা ।
[বি]চারিল, পূর্ণ হৈল নারদের কথা ॥
অবশ্য হইবে যাহা করিবে ঈশ্বর ।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর ॥
[হে]নমতে বিচার করিয়া সারোদ্ধার ।
আরম্ভ করিল তবে সংসারের সার ॥
[প]াইলেন জ্যৈষ্ঠমাস কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ।
লক্ষ্মী নারায়ণে সতী পূজে অহর্নিশি ॥
শুদ্ধভাবে একমনে বসিল সুন্দরী ।
অনায়াসে বঞ্চিলেক দিবস শর্ব্বরী ॥
আর দিন প্রভাতে উঠিয়া সযতনে ।
বিধিমতে করাইল ব্রাহ্মণ-ভোজনে ॥
দক্ষিণান্ত করি কার্য্য কৈল সমাপন ।
আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন দ্বিজগণ ॥
এইরূপে বঞ্চিলেক দ্বিতীয় প্রহর ।
সেই দিনে পূর্ণ সত্যবানের বৎসর ॥
তাহাতে ভূপতি সুতা চিন্তাকুলমনা ।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটনা ॥
নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বন ।
ফল মুল কাষ্ঠাদি করেন আহরণ ॥
দিবসের শেষ দেখি রাজার তনয় ।
বিচারিল বনে যাই হইল সময় ॥
ভাবিয়া করগু কুঠার লইলেক করে ।
বিদায় হইল গিয়া মায়ের গোচরে ॥
রাণী বলে শুন পুত্র দিবা অবশেষ ।
এমত সময় বনে না কর প্রবেশ ॥
[স]ত্যবান বলে মাতা না করিহ ভয় ।
এখনি আসিব মাতা জানিও নিশ্চয় ॥
এত বলি চলিলেক রাজার কুমার ।
বার্ত্তা পেয়ে সাবিত্রী দেখিল অন্ধকার ॥
[শ]োকাকুলা বিচার করিয়া মনে মন ।
পূর্ণ হৈল যাহা কৈল ব্রহ্মার নন্দন ॥
কালপূর্ণ হয় আজি রাজার নন্দনে ।
কর্ম্মসূত্রে টানিয়া লইল মৃত্যুস্থানে ॥
বিবাহ জনম মৃত্যু যথা যেই মতে ।
সময়ে আপনি সবে যায় সেই পথে ॥
সে কারণে যে স্থানে তাহার মৃত্যুস্থান ।
ভূপতি-নন্দন তথা করিল প্রয়াণ ॥
ভাবিলেক কালপ্রাপ্ত যদি মম পতি ।
আমার উচিত হয় যাইতে সংহতি ॥
কারে না কহিল কিছু নৃপতির সুতা ।
শীঘ্রগতি গেল তবে পতি যায় যথা ॥
নৃপতি শুনিয়া বলে নিষেধ বচন ।
সাবিত্রী নিষেধ নাহি মানিল তখন ॥
রাজরাণী বার্ত্তা পান বধূ যায় বন ।
চিন্তাকুলা মহিষী আইল সেইক্ষণ ॥
সাবিত্রীকে কহিলেন মধুর বচন ।
কহ বধূ চিন্তা কর কিসের কারণ ॥
ফল মূল ল'য়ে স্বামী আসিবে এখন ।
কি কারণে মহাকষ্টে যাবে তুমি বন ॥
অন্য কেহ নাহি তথা দেখ ঘোর বন ।
কি কারণে চিন্তা কর স্বামীর কারণ ॥
দুই দিন হৈল তাহে আছ উপবাসী ।
ঘরে আসি ভোজন করহ সুখে বসি ।
শাশুড়ীর মুখে শুনি এতেক বচন ।
করযোড়ে কহিতে লাগিল সেইক্ষণ ॥
আসিয়া পশ্চাতে আমি করিব ভোজন ।
আজ্ঞা দেহ তবে রাণী দেখে আসি বন ॥
বিশেষতঃ আছে এই শাস্ত্রের প্রসঙ্গ ।
ব্রত শেষ বঞ্চিবেক নিজ পতি সঙ্গ ॥
দেখিয়া বনের শোভা দিবস বঞ্চিব ।
আনন্দে স্বামীর সঙ্গে এখনি আসিব ॥
সাবিত্রীর অভিলাষ বুঝি রাজরাণী ।
নিবৃত্তা হইল আর না কহিল বাণী ॥
হেনমতে সাবিত্রী সহিত সত্যবান ।
নিবীড় কানন মাঝে করিল পয়াণ ॥
নানা রূপ কৌতুক দেখিয়া দুইজন ।
বহুবিধ ফলমূল কৈল আহরণ ॥

নিবাক্য মনে করি নৃপতির সুতা ।
ত্যন্ত ব্যাকুলা হৈল আর চিন্তাযুতা ॥
জানি কেমনে হবে পতির নিধন ।
ত্যবান নাহি জানে এত বিবরণ ॥
মণ করিয়া সুখে তুলে ফল মূল ।
াত্র পরিপূর্ণ হৈল নাহি আর স্থল ॥
খিয়া আঁকশি সাজি সাবিত্রীর কাছে ।
ষ্ঠ হেতু সত্যবান উঠে গিয়া গাছে ॥
ুঠারে কাটিল তবে বৃক্ষ সহ ডাল ।
উপস্থিত হইয়া আসিল মৃত্যুকাল ॥
অকস্মাৎ শিরঃপীড়া করিল অস্থির ।
সহস্র বাণেতে যেন দংশিলেক শির ॥
ত্যবান বলে শুন রাজার তনয়া ।
রিতে না পারি কিবা হৈল দেবমায়া ।
দশদিক অন্ধকার দেখি অকস্মাৎ ।
সহস্র সহস্র শেল মারয়ে নির্ঘাত ॥
নু হৈতে বাহির হইল বুঝি প্রাণ ।
স্তার নাহিক আর হইনু অজ্ঞান ॥
সাবিত্রী কহিল আমি জানি পূর্ব্বকথা ।
র্য্য ধর এখনি ঘুচিবে শিরোব্যথা ॥
য়ন করিয়া সুখে থাকহ ঠাকুর ।
বে সকল পীড়া মুহূর্ত্তেকে দুর ॥
জ অঙ্গ বসন পাতিয়া পুণ্যবতী ।
ক্রোড়েতে রাখিয়া শির শোয়াইল পতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকটে সাবিত্রীর বরপ্রাপ্তি ।

চেতন রহিত হৈল রাজার তনয় ।
ক্রমে ক্রমে আয়ুশেষ হইল তথায় ॥
দেখিয়া নৃপতিসুতা ভাবে মনে মনে ।
কাল পরিপূর্ণ হৈল রাজার নন্দনে ॥
অবশ্য আসিবে হেথা কৃতান্ত কিঙ্কর ।
রাখিব কেমনে লয় আমার ঈশ্বর ॥

হেনমতে সাবিত্রী রহিল ঘোর বনে ।
হেথায় ডাকিল যম যত দূতগণে ॥
সত্যবানে আনিতে কহিল ধর্ম্মরাজ ।
আজ্ঞাতে আইল শীঘ্র দূতের সমাজ ॥
যথায় কাননে পড়ি ভূপতি-নন্দন ।
তাহার নিকটে গেল যত দূতগণ ॥
পরশিতে না পারিল সাবিত্রীর তেজে ।
নিরস্ত হইয়া দূত কহে ধর্ম্মরাজে ॥
দূতমুখে ধর্ম্মরাজ পাইল বারতা ।
আপনি আইল শীঘ্র সত্যবান যথা ॥
দেখিয়া সাবিত্রী কহে তুমি কোন্ জন ।
ধর্ম্মরাজ বলে আমি সবার শমন ॥
রাজপুত্র সত্যবান এই তব স্বামী ।
কালপূর্ণ হৈল আজি ল'য়ে যাব আমি ॥
সাবিত্রী কহিল ধর্ম্ম যে আজ্ঞা তোমার ।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘিতে শক্তি কার ॥
মায়াতে মোহিত সব কেবা কার পতি ।
সবে সত্যধর্ম্ম মাত্র অখিলের পতি ॥
এতেক কহিয়া সতী ছাড়ে সত্যবানে ।
করযোড়ে রহিল যমের বিদ্যমানে ॥
সত্যবান সমীপে আসিয়া সূর্য্যসুত ।
শরীর হইতে বার করিল অদ্ভুত ॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ তনু দেখিতে সুন্দর ।
বন্ধন করিয়া নিয়া চলিল সত্বর ॥
দেখিয়া পতির দশা হ'য়ে দুঃখমতি ।
কিছু না কহিয়া চলে যমের সংহতি ॥
দেখিয়া কৃতান্ত তবে জিজ্ঞাসিল তারে ।
কে তুমি কি হেতু বল যাবে কোথাকারে ॥
কালেতে হৈল তব পতির মরণ ।
তার জন্য বৃথা চিন্তা কর কি কারণ ॥
সকলের নিয়ম আছয়ে এইমত ।
কালপূর্ণ হৈলে সবে যায় মৃত্যুপথ ॥
আমার বচনে ঘরে যাও গুণবতী ।
শীঘ্রগতি স্বামীর চিন্তহ ঊর্দ্ধগতি ॥
ধর্ম্মরাজ মুখে শুনি এতেক উত্তর ।
রাজার নন্দিনী কহে করি যোড়কর ॥

যে কিছু কহিলে প্রভু সব জানি আমি।
কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার স্বামী॥
সহজে সংসার মিথ্যা বিশেষ আমার।
মায়াপাশে কি হেতু যাইব পুনর্ব্বার॥
কালপূর্ণে মরে পতি দুঃখ নাহি ভাবি।
সকলে মরিবে, নহে কেহ চিরজীবী॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতে যত জন।
জনম লভিলে হয় অবশ্য মরণ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ।
নিজ ইচ্ছা নহে, করে বিধির সংযোগ॥
আপনার স্বকর্ম্ম ভুঞ্জিবে মোর পতি।
আমার কি সাধ্য করি তাঁর উর্দ্ধগতি॥
আপনি আপন বন্ধু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম্ম॥
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সদা অনুগত।
পূর্ব্বাপর নিয়মিত আছে শাস্ত্রমত॥
সে কারণে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম্ম।
সতের সঙ্গতি হৈলে করে নানা কর্ম্ম॥
সংসারের সার সঙ্গ বলে মুনিগণে।
সঙ্গদোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গগুণে॥
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম সন্তুষ্ট হ'য়ে বলে মৃত্যুপতি॥
পৃথিবীতে সাধ্বী তুমি নৃপতির সুতা।
তোমার জননী ধন্য, ধন্য তব পিতা॥
শ্রবণে শুনিনু তব বাক্য সুধারস।
বর লহ সাবিত্রী হইনু তব বশ॥
সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগি লও আমার গোচর॥
সাবিত্রী কহিল যদি হৈলে কৃপাবান।
অপুত্র আছেন পিতা দেহ পুত্রদান॥
যম বলে তারে আমি দিনু পুত্রবর।
যাও শীঘ্রগতি তুমি আপনার ঘর॥
সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন।
তব সঙ্গ ছাড়িতে তিলেক নাহি মন॥
সতের সঙ্গতি যেন কাশীর নিবাস।
আমারে করিতে চাহ ইহাতে নিরাশ॥

পূর্ব্ব-পিতৃ পুণ্যবলে নিজ ভাগ্যবশে।
তোমা হেন গুণনিধি পাই অনায়াসে॥
ইহা হৈতে কর্ম্মবন্ধ না হইবে ক্ষয়।
জানিনু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয়॥
এত শুনি তুষ্ট হ'য়ে বলে মৃত্যুপতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী॥
পুনঃ পুনঃ আনন্দ জন্মাও মম মনে।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবনে॥
সাবিত্রী কহিল যদি কৃপা কৈলে মোরে।
শ্বশুর আছেন অন্ধ চক্ষু দেহ তাঁরে॥
শমন কহেন চক্ষু হইবে তাঁহার।
রজনী অধিক হয় যাও নিজাগার॥
রাজার নন্দিনী কহে সব জান তুমি।
সংসার-বাসনা কভু নাহি করি আমি॥
না চাহি তনয় বন্ধু নাহি চাহি পতি
আজ্ঞা কর সতত ধর্ম্মেতে রহে মতি॥
এত শুনি তুষ্ট হ'য়ে কহে দণ্ডপাণি।
পরম সুশীলা তুমি রাজার নন্দিনী॥
তব বাক্যে আনন্দ হইল মম মন।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবন॥
সাবিত্রী কহিল আর না করিব লোভ।
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু পাছে হয় ক্ষোভ।
সে কারণে বর নিতে ভয় বাসি মনে।
শুনিয়া কৌতুকে যম কহে সেইক্ষণে॥
সত্যবানের জীবন ছাড়িয়া অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগ তুমি আমার গোচর॥
সাবিত্রী কহিল বর মাগি যে শমন।
রাজ্যহীন আছে রাজা দেহ রাজ্যধন॥
যম বলে পুনঃ রাজ্য পাবে নৃপবর।
বিলম্ব নাহিক কার্য্য যাহ নিজ ঘর॥
সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির সৃজন॥
মায়াতে মোহিত সবে সত্যপথ ত্যজে।
ঘর ঘোর বিপদ-সাগরে মাত্র মজে॥
আমার আমার করি বলে সর্ব্বজন।
মিথ্যা ঘর পরিবার মজাইয়া মন॥

নারী পুত্র বান্ধব শ্বশুর পিতা মাতা।
অনর্থের হেতু সব মহাদুঃখদাতা॥
এ সব পালন হেতু ত্যজে নিজ ধর্ম্ম।
ভরণ পোষণ করে করিয়া কুকর্ম্ম॥
পশ্চাতে অধর্ম্মভাগী হয় সেই জনা।
নিজ অঙ্গে ভোগ করে বিবিধ যন্ত্রণা॥
নয়ন থাকিতে অন্ধপ্রায় যত লোক।
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ যেন তসরের পোক॥
যথাকালে অপনার কর্ম্মফল পায়।
বিধির নির্ব্বন্ধ সেই বৃক্ষপত্র খায়॥
জানিয়া তথাপি তারা থাকে অনায়াসে।
পাছে বিপরীত বুদ্ধি হয় কর্ম্মদোষে॥
সুখেতে থাকিব হেন ভাবিয়া অন্তরে।
নিজ সূত্রে বেষ্টিত হইয়া পাছে মরে॥
সেই মত পৃথিবীতে হৈল যত লোক।
মায়ামোহে মজিয়া পশ্চাতে পায় শোক॥
সংসার অসার প্রভু সার ধর্ম্মপথ।
তাহা বিনা আমার নাহিক মনোরথ॥
ঘর ঘোর বন্ধনে যাইতে কদাচন।
নিশ্চয় জানিহ দেব নাহি মম মন॥
উৎপত্তিতে তপ্তজীব চিন্তার হুতাশে।
শীতল হউক দেব তোমার পরশে॥
আজ্ঞা কর মুহূর্ত্তেকে থাকিব সংহতি।
এত শুনি তুষ্ট হ'য়ে বলে মৃত্যুপতি॥
ধন্য তব চরিত্র আমার চমৎকার।
অগোচর নহে মম অখিল সংসার॥
অল্পকাল ধর্ম্মেতে এতেক তব মতি।
তোমার তুলনা যোগ্য নাহি দেখি ক্ষিতি॥
পৃথিবীতে তোমার হইল যত যশ।
মধুর বচনে তব হইলাম বশ॥
সত্যবান জীবন ব্যতীত অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগ লহ আমার গোচর॥
কন্যা বলে এই সত্যবানের ঔরসে।
হইবেক এক পুত্র পঞ্চম বরষে॥
হেনমতে দেহ মোরে শতেক নন্দন।
অঙ্গীকার নিজ বাক্য করহ পালন॥

কৃতান্ত কহিল ঘরে যাও গুণবতী।
মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি॥
এত বলি শীঘ্রগতি চলিল শমন।
সাবিত্রী তাঁহার পাছে করিল গমন॥
যম বলে কি কারণে আসিতেছ কোথা।
চারি বর দিলাম জঞ্জাল কর বৃথা॥
সাবিত্রী কহিল দেব উত্তম কহিলা।
শত পুত্র জন্মিবে আপনি বর দিলা॥
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে পারে লঙ্ঘিতে।
আমার হইবে পুত্র সত্যবান হৈতে॥
ইহার বিধান অগ্রে কর ধর্ম্মরায়।
তোমার সংহতি মম নাহি কোন দায়॥
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম লজ্জিত হ'য়ে কহে মৃত্যুপতি।
এ তিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা।
পবিত্র হইবে লোক শুনে তব কথা॥
বিশেষ করিলে ব্রত চতুর্দ্দশী দিনে।
পাইলে এ চারি বর তাহার কারণে॥
দ্বিতীয় তোমার কর্ম্ম কহনে না যায়।
নতুবা শুনেছ কোথা ম'লে প্রাণ পায়॥
এই লও তব পতি রাজা সত্যবান।
কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান॥
যেই ব্রত করিলে বসিয়া অহর্নিশি।
লোকে পরে করিবে সাবিত্রী চতুর্দ্দশী॥
ভক্তিভাবে এই কথা কহে যেইজন।
পাইবে পরম পদ না যায় খণ্ডন॥
তোমার মহিমা যেবা করিবে স্মরণ।
আমা হৈতে ভয় তার নাহি কদাচন॥
তোমার গুণেতে বশ হইলাম আমি।
যাও শীঘ্র সহিতে লইয়া নিজ স্বামী॥
পৃথিবীতে ভোগ কর পরম কৌতুকে।
অন্তকালে বসতি দোঁহার বিষ্ণুলোকে॥
এত বলি মৃত্যুপতি ছাড়ি সত্যবানে।
আনন্দ-বিধানে গেল আপনার স্থানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাসে কহে শুনে পুণ্যবান॥

সত্যবানের পুনর্জ্জীবন লাভ।

নিজ পতি পেয়ে সতী হরষিত মতি।
স্বামীর নিকটে গেল পুনঃ শীঘ্রগতি॥
মহানন্দে ল'য়ে সেই অঙ্গুষ্ঠ পুরুষে।
স্বামী অঙ্গে নিয়োজিল পরম হরিষে॥
চেতন পাইয়া উঠে রাজার নন্দন।
নিদ্রা হ'তে যেমন হইল জাগরণ॥
হেনকালে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
অস্ত গেল দিবাকর আইল রজনী॥
দেখি সত্যবান অতি চিন্তাকুল মনে।
কহিতে লাগিল সাবিত্রী সম্বোধনে॥
কহ প্রিয়ে হইল দুরন্ত ঘোর নিশি।
কিমতে পাইব রক্ষা অরণ্যেতে বসি॥
চিনিতে না পারি পথ অন্ধকার ঘোর।
কেন প্রিয়ে না করিলে নিদ্রাভঙ্গ মোর॥
হায় বিধি কালনিদ্রা মোরে আনি দিলে।
কান্দিবেক জনক জননী শোকাকুলে॥
সাবিত্রী কহিল প্রভু শুন মম কথা।
হইল যে কর্ম্ম তাহা চিন্তা কর বৃথা॥
নিদ্রা ভঙ্গ করিলে অধর্ম্ম বড় হয়।
সেই জন্য জাগাইতে মনে হৈল ভয়॥
মনে মনে অবশ্য আছয়ে কিছু বেলা।
সে কারণে প্রভু রৈনু মনে করি হেলা॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন বেলা নারিনু বুঝিতে।
মম দোষ নাহি কিছু না ভাবিও চিতে॥
অন্ধকারে গৃহে যেতে কর মনোরথ।
রাত্রিকালে বনস্থলে না জানিবে পথ॥
চল প্রভু এই বৃক্ষে অরোহণ করি।
কোন মতে বঞ্চি প্রভু এ ঘোর শর্ব্বরী॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি করিব গমন।
যে আজ্ঞা তোমার এই মম নিবেদন॥
সত্যবান বলে প্রিয়ে উত্তম কহিলে।
ইহা না করিলে কোথা যাব রাত্রিকালে॥
ইহা বলি উঠে দোঁহে বৃক্ষের উপরে।
চিন্তায় আকুল রহে দুঃখিত অন্তরে॥
তথায় হইল চক্ষু অন্ধ নৃপতির।
পুত্রের বিলম্ব দেখি হইল অস্থির॥
শোকাকুল অনেক কান্দয়ে রাজরাণী।
কোথায় রহিল পুত্র এ ঘোর রজনী॥
তিন দিন উপবাসী বধূ গেল সাথে।
না জানি কেমন কষ্ট হইল বা পথে॥
এতকালে স্বামী যদি পায় চক্ষুদান।
হারাইল রত্ননিধি পুত্র সত্যবান॥
হায় বধূ সাবিত্রী, কুমার সত্যবান।
তোমা দোঁহা না দেখিয়া ফাটে মম প্রাণ।
ঘোর বনে বনজন্তু শত শত ছিল।
অভাগীর কর্ম্মদোষে বুঝি বা হিংসিল॥
নাম ধরি কন্দিয়া উঠিল দুইজনে।
কারণ জানিতে গেল মুনিগণ স্থানে॥
একে একে কহিল যতেক মুনিগণ।
কি হেতু তোমরা এত করিছ ক্রন্দন॥
আশ্বাস করিয়া কয় না করিবে ভয়।
সুখের লক্ষণ রাজা জানিও নিশ্চয়॥
আমা সবাকার বাক্য কভু নহে আন।
রাত্রিশেষে আসিবে সাবিত্রী সত্যবান॥
সান্ত্বনা করিয়া দোঁহে পাঠাইল ঘর।
চিন্তাকুল রহিলেন দুঃখিত অন্তর॥
কতেক কষ্টেতে বঞ্চিলেন সেই নিশি।
হেনকালে অরুণ উদয় পূর্ব্বদিশি॥
প্রভাত জানিয়া তবে রাজার নন্দন।
ফলমূল কাষ্ঠ ল'য়ে করিল গমন॥
হেথা রাজা রাণী করে পথ নিরীক্ষণ।
হেনকালে নিকটে আইল দুইজন॥
তিতিল দোঁহার অঙ্গ প্রেম-অশ্রুজলে।
সেইমত আনন্দ হইল বনস্থলে॥
আশ্রমে আইল দোঁহে প্রফুল্লবদনে।
সত্যবান সাবিত্রী আইল নিকেতনে॥
শুনিয়া আসিল যত ছিল মুনিগণ।
বিস্ময় মানিয়া সবে জিজ্ঞাসে কারণ॥
সবাকারে সাবিত্রী কহিল বিবরণ।
আদ্য অন্ত যত সব বনের কথন॥

এত শুনি সর্ব্বজন সাবিত্রীর কথা।
জানিল মনুষ্য নহে অশ্বপতি সুতা॥
বহুবিধ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন॥
সাবিত্রীর চরিত্রে শুনিয়া রাজা রাণী।
আপনারে কৃতকৃত্য ভাগ্যবান মানি॥
স্নানদান করিলেন হরিষ অন্তরে।
শুন ধর্ম্মরাজ তার কত দিনান্তরে॥
অশ্বপতি ভূপতি হইল পুত্রবান।
শত্রু জিনি নিজ রাজ্য নিল সত্যবান॥
সাবিত্রীর শত পুত্র হৈল যথাকালে।
নিজ রাজ্যে একত্রে বঞ্চিলা কুতূহলে॥
সাবিত্রীর তুল্য নাহি এ তিন ভুবনে।
দুই কুল উদ্ধার করিল নিজ গুণে॥
মৃতজন পায় প্রাণ অন্ধ চক্ষুদান।
অপুত্রক ছিল রাজা হৈল পুত্রবান॥
জন্মাইল আপনার শতেক সন্ততি।
নিজ রাজ্য উদ্ধার করিল গুণবতী॥
এই হেতু সর্ব্বজন ভুবন ভিতরে।
সাবিত্রী সমান বলি আশীর্ব্বাদ করে॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রৌপদীর দেখি আমি তাহার লক্ষণ॥
এত বলি নিজ স্থানে গেল মুনিরাজ।
আনন্দ বিধানে রহে পাণ্ডব-সমাজ।
ভারত-চরিত্র রচে মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

অকালে আম্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠি সর্ব্বজন।
হেনকালে দ্রৌপদীর উপজিল মন॥
এ তিন ভুবনে আমি সতী পতিব্রতা।
স্বামীগণ সহ বনে দুঃখেতে দুঃখিতা॥
পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করয়ে মুনিগণ।
নিশ্চয় জানিনু মম সফল জীবন॥
অখিল ভুবনপতি যার এত বশ।
ইহার অধিক মম কিবা আছে যশ॥
এইমত অহঙ্কার করে যাজ্ঞসেনী।
অন্তর্য্যামী সকল জানেন চক্রপাণি॥
গর্ব্ব চূর্ণ নিমিত্ত ভাবেন নারায়ণ।
হেনকালে দেখেন মুনির তপোবন॥
অকালে রসাল বৃক্ষে এক ফল দেখি।
অর্জ্জুনে কহিল কৃষ্ণা পরম কৌতুকী॥
আশ্চর্য্য দেখহ দেব, এ বড় বিস্ময়।
এই আম্র পাড়ি দেহ কৃপা যদি হয়॥
এত শুনি ধনঞ্জয় যুড়ি দিব্য শর।
আম্র পাড়ি অর্পিলেন দ্রৌপদী গোচর॥
আম্র হাতে করি কৃষ্ণা আনন্দিত মন।
হেনকালে আইলেন দৈবকীনন্দন।
দ্রৌপদীর অহঙ্কার চূর্ণ করিবারে।
কহিলেন বনমালী দুঃখিত অন্তরে॥
ভাল নহে কি কর্ম্ম করিলা তুমি পার্থ।
কিহেতু করিলা হেন দুরন্ত অনর্থ॥
তোমার কি দোষ দিব বিধির সংযোগ।
পূর্ব্বকৃত অশুভ কর্ম্মের এই ভোগ॥
হেন বুদ্ধি হয় যার তার কালপূর্ণ।
সুপণ্ডিত জনারে করায় মতিচ্ছন্ন॥
নিশ্চয় মজিলে হেন লয় মম মনে।
হইল কুবুদ্ধি কেন তোমা হেন জনে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রাজা যুধিষ্ঠির।
ব্যগ্র হ'য়ে জিজ্ঞাসল কহ যদুবীর॥
যাহাতে পাইলে ভয় তোমা হেন জন।
অল্প কথা নহে এই দৈবকীনন্দন॥
অনর্থের হেতু এই অকালের ফল।
কাহার শাসনে দেব এই বনস্থল॥
কোন্ মহাজন সেই কত বল ধরে।
কিমতে রহিব আজি এই বনান্তরে॥
কিমতে পাইব রক্ষা কর পরিত্রাণ।
অব্যর্থ তোমার বাক্য বজ্রের সমান॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন মুনি নাম সন্দীপন।
তাঁহার কানন এই শুনহ রাজন॥
যাঁর নামে সুরাসুর হয় কম্পমান।
অলঙ্ঘ্য তাঁহার বাক্য বজ্রের সমান॥

ত্রিভুবনে আছয়ে যতেক সিদ্ধঋষি।
সন্দীপন তুল্য কেহ না হয় তপস্বী॥
বহুকাল আশ্রয় করয়ে এই বন।
কদাচিত কোন স্থানে না যায় কখন॥
তপস্যা করিতে যান প্রত্যুষ সময়।
সমস্ত দিবস সেই অনশনে রয়॥
আশ্চর্য্য দেখহ তার তপস্যার বলে।
প্রতিদিন এক আম্র এই বৃক্ষে ফলে॥
সমস্ত দিবস গেলে সন্ধ্যাকালে পাকে।
আশ্রমে আসিয়া মুনি পরম কৌতুকে।
বৃক্ষ হৈতে আম্র পাড়ি করিবে ভক্ষণ।
এইমতে বহুকাল স্থিতি সন্দীপন॥
সেই আম্র দ্রৌপদীকে পাড়ি দিল পার্থ।
দোঁহার কর্ম্মের দোষে হইল অনর্থ॥
তপস্যা করিয়া মুনি আশ্রমেতে আসি।
আম্র না পাইয়া করিবেক ভস্মরাশি॥
চিন্তিয়া না দেখি কিছু ইহার উপায়।
কহ পার্থ কি কর্ম্ম করিলে হায় হায়॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে রাজা যুধিষ্ঠির।
অশক্য জানিয়া মনে হলেন অস্থির॥
করযোড়ে কহিলেন গোবিন্দের আগে।
পাণ্ডবের ভালমন্দ তোমাতে সে লাগে॥
পাণ্ডবেরে রক্ষা করে নাহি হেন জন।
গুপ্তকথা নহে ইহা দৈবকীনন্দন॥
রাখিবে রাখহ, নহে যাহা লয় মনে।
তোমার আশ্রিত জনে মারে কোন্ জনে॥
তোমা হৈতে যে কর্ম্ম না হইবে সমতা।
অন্যজন সে কর্ম্মেতে চিন্তা করে বৃথা॥
তোমার আশ্রিত যে আমরা পঞ্চজন।
কিমতে পাইব রক্ষা কহ নারায়ণ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা কহেন শ্রীপতি।
বৃক্ষেতে পাকিয়া আম্র আছিল যেমতি॥
সেইমত বৃক্ষে যদি লাগে পুনর্ব্বার।
তবে সে হইবে রাজা সবার নিস্তার॥
যুধিষ্ঠির বলে দেব এ তিন ভুবন।
ত্রিবিধ সমস্ত লোক পালে যেইজন॥
উৎপত্তি প্রলয় হয় যাঁহার আজ্ঞায়।
গাছে আম্র লাগাইতে তার কোন দায়॥
গোবিন্দ বলেন এক আছে প্রতীকার।
বৃক্ষডালে আম্র লাগে সবার নিস্তার॥
করিলে করিতে পার, নহে বড় কাজ।
কপট ত্যজিয়া যদি কহ ধর্ম্মরাজ॥
যুধিষ্ঠির বলে কৃষ্ণ যে আজ্ঞা তোমার।
মম সাধ্য হয় যদি এই প্রতীকার॥
প্রতীকারে মৃত্যু ইচ্ছা করে কোন্ জন।
আজ্ঞা কর পালন করিব প্রাণপণ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা নহে বড় কাজ।
সবার নিস্তার হয় শুন মহারাজ॥
যাজ্ঞসেনী আর যে তোমরা পঞ্চজনে।
কোন্ কথা অনুক্ষণ জাগে কার মনে॥
সবার মনের কথা কহ, মম আগে।
কপট ত্যজিয়া কহ, তবে আম্র লাগে॥
এইমত সকলে করিল অঙ্গীকার।
প্রথমে কহেন কথা ধর্ম্মের কুমার॥
শুন চিন্তামণি, চিন্তা করি অনুক্ষণ।
পূর্ব্বমত সম্পদ হইলে নারায়ণ॥
ব্রাহ্মণ-ভোজন যজ্ঞ করি অহর্নিশি।
ইহা বিনা অন্য আমি নহি অভিলাষী॥
অনুক্ষণ মম মনে এই মনোরথ।
শুনিয়া অকাল আম্র উঠে কত পথ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে হরিষ অন্তর।
তদন্তরে কহিতে লাগিল বৃকোদর॥
ভীম বলে কৃষ্ণচন্দ্র শুন মম বাণী।
এই চিন্তা করি আমি দিবস রজনী॥
পদাঘাতে শত ভাই কৌরব সংহারি।
দুষ্ট দুঃশাসনের নখেতে বুক চিরি॥
উদর পূরিব আমি তাহার শোণিতে।
দ্রৌপদীর কুন্তল বান্ধিব সেই হাতে॥
মহামদে মত্ত হৈয়া দুষ্টবুদ্ধি কুরু।
বস্ত্র তুলি কৃষ্ণারে দেখালে নিজ উরু॥
রণমধ্যে ভাঙ্গিয়া পাড়িব গদা মারি।
এই চিন্তা করি আমি দিবস শর্ব্বরী॥

এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি ।
কতদূরে আম্রের হইল ঊর্দ্ধগতি ॥
অর্জ্জুন কহেন এই জাগে মম মনে ।
অরণ্যে যখন আসি ভাই পঞ্চজনে ॥
দুই হাতে চতুর্দ্দিকে ফেলাইনু ধূলা ।
তাদৃশ অস্ত্রেতে কাটি দুষ্ট ক্ষত্রগুলা ॥
দিব্যবাণে কর্ণবীরে করিব নিধন ।
ভীমসেন মারিবেক ভাই শত জন ॥
এ সব ভাবিয়া করি কালের হরণ ।
আমার মনের কথা শুন নারায়ণ ॥
তবে আম্র কতদূরে উঠে ঊর্দ্ধপথে ।
নকুল কহিল তবে কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥
শুন কৃষ্ণ যে সব মনেতে চিন্তা করি ।
দেশে গিয়া রাজা হৈলে ধর্ম্ম অধিকারী
পূর্ব্বমত রহিব হইয়া যুবরাজ ।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব নৃপতি-সমাজ ॥
বিচারিয়া বলিব দেশের ভালমন্দ ।
তবে আম্র কতদূরে উঠিল স্বচ্ছন্দ ॥
সহদেব বলে অনুক্ষণ ভাবি মনে ।
রাজ্যে গিয়া নৃপতি বসিলে সিংহাসনে ॥
করিব রাজার অগ্রে চামর ব্যজন ।
করিব সবার তত্ত্ব যত পুরজন ॥
নিযুক্ত রহিব নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজনে ।
সব দুঃখ পাসরিব জননী-পালনে ॥
মনের মানস কহিলাম নিষ্কপটে ।
এতেক কহিতে আম্র কতদূর উঠে ॥
অতঃপর কহিতে লাগিল যাজ্ঞসেনী ।
ইহা চিন্তা করি আমি দিবস রজনী ॥
আমায় দিয়াছে দুঃখ দুষ্টগণ যত ।
ভীমার্জ্জুন বাণে হবে সর্ব্বজন হত ॥
সবাকার নারীগণ কান্দিবেক দুঃখে ।
দেখি পরিহাস করি মনের কৌতুকে ॥
পূর্ব্বমত নিত্য করি যজ্ঞ মহোৎসব ।
পালন করিব সুখে যতেক বান্ধব ॥
এতেক কহিল যদি কৃষ্ণা গুণবতী ।
নির্ব্বার আম্রের হইল অধোগতি ॥

মহাভীত হইয়া কহেন যুধিষ্ঠির ।
কিহেতু পড়িল আম্র কহ যদুবীর ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কি কহিব কথা ।
সকল করিল নষ্ট দ্রুপদ দুহিতা ।
কহিল সকল যত কপট বচন ।
এ কারণে পড়ে আম্র ধর্ম্মের নন্দন ॥
ব্যগ্র হ'য়ে পঞ্চভাই কহে করপুটে ।
উপায় করহ কৃষ্ণ যাহে আম্র উঠে ॥
গোবিন্দ কহেন কৃষ্ণা কহ সত্যকথা ।
নিশ্চয় বৃক্ষেতে আম্র লাগিবে সর্ব্বথা ॥
কহিল কৃষ্ণার প্রতি ধর্ম্ম নরপতি ।
কি কারণে সৃষ্টি নষ্ট কর গুণবতী ॥
কপট ত্যজিয়া কহ গোবিন্দের আগে ।
সবার জীবন রয় বৃক্ষে আম্র লাগে ॥
এতেক কহিল যদি ধর্ম্মের তনয় ।
কিছু না কহিয়া দেব মৌনভাবে রয় ॥
দেখিয়া কুপিল তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
দ্রৌপদীরে মারিতে যুড়িল দিব্য শর ॥
অর্জ্জুন কহেন শীঘ্র কহ সত্যকথা ।
নহে তীক্ষ্ণ বাণেতে কাটীব তোর মাথা ॥
এতেক কহিল যদি পার্থ মহামতি ।
লজ্জা ত্যজি কহিতে লাগিল গুণবতী ॥
দ্রৌপদী কহিল দেব কি কহিব আর ।
কায়মনোবাক্যে তুমি জ্ঞান সবাকার ॥
যজ্ঞকালে কর্ণবীর আইল যখন ।
তারে দেখি আমার হইল এই মন ॥
এই জন হৈতে যদি কুন্তীর নন্দন ।
ইহার সহিত পতি হৈত ছয় জন ॥
সেই কথা এখন হইল মম মনে ।
এতেক কহিতে আম্র উঠে সেইক্ষণে ॥
বৃক্ষেতে লাগিল যেন ছিল পূর্ব্বমত ।
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হৈল আনন্দিত ॥
নিস্তার পাইয়া মৌনে রহে যুধিষ্ঠির ।
গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহে বৃকোদর বীর ॥
এই কি তোমার রীতি কৃষ্ণা দুষ্টমতি ।
এক পতি সেবেন কুলের কুলবতী ॥

বিশেষ তোমার এই পতি পঞ্চজন।
তথাপি বাঞ্ছিত মনে সূতের নন্দন ॥
ইহাতে কহা'স লোকে পতিব্রতা সতী।
প্রকাশ করিলি তোর কুৎসিত প্রকৃতি ॥
সভামধ্যে বলাইস পরম পবিত্র।
এতদিনে ব্যক্ত হৈল নারীর চরিত্র ॥
অবিশ্বাসী সর্ব্বনাশী তুই দুষ্টমতি।
কি জন্য হইল তোর এমন কুরীতি ॥
শক্র জনে যদ্যপি আছয়ে তোর মন।
আর তোরে বিশ্বাস করিবে কোন্ জন ॥
এত বলি মহাক্রোধে গদা ল'য়ে ভীম।
দ্রৌপদী মারিতে যান বিক্রমে অসীম ॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
শীঘ্রগতি ভীমের ধরেন দুই হাত ॥
হাস্যমুখে শ্রীমুখে কহেন ভীমসেনে।
দ্রৌপদীরে নিন্দা তুমি কর অকারণে ॥
কদাচিত দ্রৌপদীর দুষ্ট নহে মন।
কহিব তোমারে আমি ইহার কারণ ॥
সবাকার সকল বৃত্তান্ত আমি জানি।
অকারণে কৃষ্ণারে নিন্দহ পার্থ তুমি ॥
নারীমধ্যে এমত নাহিক কোন্ জন।
তবে সে কহিল কৃষ্ণা ত্রাসের কারণ ॥
ইহার কারণ আছে অতি গুপ্তকথা।
এখন উচিত নহে কহিব সর্ব্বথা ॥
দেশে গিয়া নৃপতি বসিলে সিংহাসনে।
বিশেষ করিয়া তা কহিব সর্ব্বজনে ॥
কৃষ্ণার সমান সতী পতিব্রতা নারী।
ক্ষিতিমধ্যে নাহি কেহ কহিবারে পারি ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর।
নিবৃত্ত হইয়া বসে বীর বৃকোদর ॥
আশ্চর্য্য মানিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
লজ্জায় মলিন মুখে রহে যাজ্ঞসেনী ॥
অলঙ্ঘ্য কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
কেবল কৃষ্ণার গর্ব্ব চূর্ণ করিবারে ॥
করিলেন এত ছলা মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
স্নানদান কৌতুক করিল সর্ব্বজনা ॥

ফল মূল আহার করিল কুতূহলে।
পঞ্চভাই কৃষ্ণেরে কহিল সত্যবোলে ॥
অতঃপর জগন্নাথ কর অবধান।
এ স্থান হইতে করি আমরা প্রস্থান ॥
কৃষ্ণ কন আসিয়াছি মুনির আশ্রমে।
বিনা সম্ভাষিয়া তাঁরে যাইব কেমনে ॥
অন্য কেহ নহে রাজা তুমি উপস্থিত।
আশ্রমে আসিয়া মুনি হবেন দুঃখিত ॥
বলিবেন যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে আসি।
অবজ্ঞা করিয়া গেল মোরে না সম্ভাষি ॥
সেই হেতু দিনেক থাকিতে যুক্তি হয়।
এ যুক্তি সবার মনে লয় কি না লয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ যে আজ্ঞা তোমার।
ত্রিভুবন ভিতরে লঙ্ঘিতে শক্তি কার ॥
এত বলি কৌতুকে রহেন সর্ব্বজন।
হেথা মুনি জানিল কৃষ্ণের আগমন ॥
আপনার প্রশংসা করিল বহুতর।
ধন্য আমি সফল হইল কলেবর ॥
তপস্যা করিয়া যাঁরে দৃষ্টি অভিলাষী।
অযত্নে তাঁহার দেখা পাই ঘরে বসি ॥
এত বলি কৌতুকে তুলিল ফল মূল।
হরিষ অন্তরে চলে হইয়া আকুল ॥
আশ্রমে আসিয়া মুনি হৈল উপনীত।
মধ্যাহ্ন সময়ে যেন আদিত্য উদিত ॥
পূরাইতে শ্রীহরি ভক্তের মনোরথ।
অগ্রসর হৈয়া আইলেন কত পথ ॥
সেই মত সর্ব্বজন আইল সংহতি।
মুনিবরে প্রণাম করিল হৃষ্টমতি ॥
শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া কহে মুনি সন্দীপন।
অনন্ত তোমার মায়া জানে কোন্ জন ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ।
কি শক্তি আমার প্রভু করিতে স্তবন ॥
বহুমত স্তব করি মুনি সন্দীপন।
আশ্রমে আসিয়া দিল বসিতে আসন ॥
সেইমত আসন দিলেন সর্ব্বজনে।
বসিলেন সর্ব্বজন আনন্দিত মনে ॥

অতিথি-বিধানে কৈল সবাকার পূজা।
পরম আনন্দ মনে যুধিষ্ঠির রাজা॥
নানা কথা কৌতুকে রহিল মনোরথে।
রজনী বঞ্চিয়া সবে উঠিল প্রভাতে॥
পঞ্চভাই প্রণাম করিয়া মুনিবরে।
বিদায় হইয়া যান হরিষ অন্তরে॥
বহু কহিলেন কৃষ্ণ, মুনি সন্দীপনে।
সম্ভাষ করিল তবে ভাই পঞ্চজনে॥
তথা হৈতে পূর্ব্বভিতে করিল গমন।
দুই দিকে দেখেন অনেক রম্যবন॥
শূরসেন নামে বন যমুনার তটে।
উপনীত সর্ব্বজন তাহার নিকটে॥

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম জানিবার জন্য ধর্ম্মের ছলনা
ও ভীমের জল আনিতে গমন।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ অতঃপর।
কি কি কর্ম্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর॥
মুনি বলে রহস্য শুনহ নৃপবর।
তৃষ্ণায় পীড়িত হ'য়ে পঞ্চ সহোদর॥
বৃক্ষমূলে বসি রাজা কহিল ভীমেরে।
জল আছে কোথা ভীম আনহ সত্বরে॥
আজ্ঞামাত্র বৃকোদর করিল গমন।
সে বনে না পায় বীর জল অন্বেষণ॥
কোথায় পাইব জল চিন্তে মহামতি।
পবন-নন্দন যান পবনের গতি॥
কত দূরে দেখিলেন কুসুম কানন।
নানাজাতি ফুল ফল অতি সুশোভন॥
অশোক কিংশুক জাতি টগর মল্লিকা।
চম্পক মাধবী কুরু ঝাঁটি শেফালিকা॥
ইন্দ্রমণি পলাশ কাঞ্চন নানা ফুল।
মধুলোভে উড়ে বসে মত্ত অলিকুল॥
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে আপনার সুখে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে পরম কৌতুকে॥
তথা হৈতে যান বীর অতি মনোদুঃখে।
কোথায় পাইব জল যাব কোন্ মুখে॥

চিন্তাকুল বৃকোদর করিছে গমন।
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন॥
জানিতে পুত্রের ধর্ম্ম আসি ধর্ম্মরায়।
দিব্য এক সরোবর সৃজেন তথায়॥
আপনি মায়ায় বক পক্ষীরূপ ধরি।
রহিলেন তথায় ছলিতে মনে করি॥
পাইয়া জলের তত্ত্ব বীর বৃকোদর।
ত্বরিত আইল তথা হরিষ অন্তর॥
জল দেখি তুষ্ট হ'য়ে পবন-নন্দন।
পান করিবারে বীর নামিল তখন॥
মায়াপক্ষী বলে শুন ওহে মতিমান্।
সমস্যা পূরণ করি কর জলপান॥
নতুবা তোমার মৃত্যু হবে জলপানে।
সমস্যা পূরণ কর আমার বচনে॥

"কা'চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব॥"

কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে।
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥

ভীমান্বেষণে অর্জ্জুনের গমন।

ভীম বলে আগে করি জল আস্বাদন।
তবে সে করিব তব সমস্যা পূরণ॥
তৃষ্ণায় আকুল ভীম অহঙ্কার মনে।
জলস্পর্শ মাত্রেতে মরিল সেইক্ষণে॥
হেথায় ভাবিত রাজা আশ্রমে বসিয়া।
ধীরে ধীরে কহিলেন অর্জ্জুনে চাহিয়া॥
শুন ভাই ধনঞ্জয় না বুঝি কারণ।
কিবা হেতু ভীমের বিলম্ব এতক্ষণ॥
শীঘ্রগতি ভীমের করহ অন্বেষণ।
বুঝি ভীম কার সঙ্গে করিতেছে রণ॥
আজ্ঞামাত্র পার্থবীর উঠিয়া সত্বর।
নিলেন গাণ্ডীব হস্তে তূণপূর্ণ শর॥
প্রণাম করিয়া বীর ধর্ম্মের চরণে।
চলিলেন ধনঞ্জয় ভীম অন্বেষণে॥

ঘোর মনে প্রবেশিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
চলিলেন নিজ সুখে নির্ভয়-অন্তর ॥
বসন্ত সময় তায় কোকিল কুহরে।
মকরন্দ লোভে অলি সদা কেলি করে ॥
কুহু কুহু রবেতে কোকিল করে গান।
স্বচ্ছন্দগমনে বীর সরোবরে যান ॥
কতক্ষণে উত্তরিল মায়া-সরোবরে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যান পান করিবারে ॥
হেনকালে বকরূপ ধর্ম্ম ডাকি কয়।
প্রশ্ন করি জল পান কর ধনঞ্জয় ॥
প্রশ্ন না বলিয়া যদি কর বারি পান।
পরশ করিবামাত্র যাবে যমস্থান ॥
ধর্ম্মবাক্য ধনঞ্জয় না শুনি শ্রবণে।
আপনার দন্তে চলিলেন বারিপানে ॥
নিপতিত বৃকোদর জলের উপর।
দেখি শোক করিলেন মনে বীরবর ॥
এই জল হ'তে হৈল ভ্রাতার নিধন।
আমি কোন্ লাজে আর রাখিব জীবন ॥
মায়াজল পরশ করিতে ইন্দ্রসুত।
শরীর হইতে তার গেল পঞ্চভূত ॥
এখানে চিন্তিত অতি রাজা যুধিষ্ঠির।
দোঁহার বিলম্ব দেখি হৈলে অস্থির ॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে যাহ শীঘ্রগতি ॥
ভারতপঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
বিরচিল পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাস ॥

ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে নকুলের যাত্রা।

নকুলের প্রতি, কহেন ভূপতি,
শুনহ আমার বাণী।
ভাই দুই জন, জলের কারণ,
গেল কোথা নাহি জানি ॥
করি অন্বেষণ, গহন কানন,
জল আন শীঘ্রগতি।
পাপিষ্ঠ তৃষ্ণায় প্রাণ ফেটে যায়,
শুন ভাই মহামতি ॥
রাজ-আজ্ঞা শুনি, চলিল তখনি,
মাদ্রীর তনয় ধীর।
মহা সন্তোদয়, নির্ভয় হৃদয়,
মনে মনে ভাবে বীর ॥
দেখিতে সুন্দর, অতি শোভাকর,
কুসুম উদ্যান যত।
অতি-সুশোভন, সেই ত কানন,
পশু পক্ষী আদি কত ॥
দেখিয়া কানন, আনন্দিত মন,
চলিল সত্বরে ধীর।
কতক্ষণ পরে, মায়া-সরোবরে,
আইল নকুল বীর ॥
দেখি সরোবর, হরিষ অন্তর,
বিহরে কত বিহঙ্গ।
আরো লাখে লাখে, হংস চক্রবাক,
বিরাজে রমণী সঙ্গ ॥
নকুল হেরিয়া, আকুল হইয়া,
চলে সরোবর তীর।
কহে এ সময়, ধর্ম্ম মহাশয়,
শুন হে নকুল বীর ॥
প্রশ্ন চারি কও, তবে জল খাও,
নহে যাবে যমপুরে।
তৃষ্ণায় আকুল, হইয়া নকুল,
সে কথা অগ্রাহ্য করে ॥
জলপান তরে, চলিল সত্বরে
সেই মায়া-সরোবরে।
বিধির ঘটন, কে করে খণ্ডন,
পরশন মাত্রে মরে ॥
হেথা রাজা বসি, হইল হুতাশী
বিলম্ব দেখিয়া অতি।
দুঃখযুক্ত মন, চিত্ত উচাটন
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-মতি ॥
অরণ্যের কথা, সুখ-মোক্ষদাতা
রচিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে, মনোহর ছন্দে
বিরচিল কাশীদাস ॥

ভীমার্জ্জুন-নকুলের অন্বেষণে সহদেবের গমন।

যুধিষ্ঠির রাজা অতি ব্যাকুলিত মনে।
সহদেবে কহিলেন মলিন-বদনে॥
আমার বচন ভাই কর অবধান।
তিন জনে না দেখিয়া বাহিরায় প্রাণ॥
অস্থির আমার মন হয় কি কারণ।
কার সনে বনে যুদ্ধ করে তিন জন॥
যাও সহদেব জল আনহ সত্বরে।
অন্বেষণ কর আর তিন সহোদরে॥
এত শুনি সহদেব চলিল সত্বর।
প্রবেশ করিল গিয়া কানন ভিতর॥
দেখিয়া বনের শোভা হরষিত মন।
চতুর্দ্দিকে দেখে বহু কুসুম-কানন॥
নির্ভয় শরীর বীর করিল গমন।
শত শত শোভা দেখে কে করে গণন॥
জন্মেজয় রাজা বলে কহ মুনিবর।
বিস্ময় হইল কিছু আমার অন্তর॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বুদ্ধির সাগর।
পৃথিবীতে নাহি তাঁর তুল্য কোন নর॥
সসাগরা রাজ্য পালে সেই মহামতি।
বুদ্ধিতে নহেক সম, শুক্র বৃহস্পতি॥
বুদ্ধির সাগর রাজা বুদ্ধি গেল কোথা।
বিশেষ করিয়া মুনি কহ এই কথা॥
সহদেবে জিজ্ঞাসিত যদি নৃপমণি।
সকল কহিত তাঁরে ভবিষ্য কাহিনী॥
সহদেব জানে সব পাইয়া সংবাদ।
তবে না হইত মুনি এতেক প্রমাদ॥
মুনি বলে অবধান কর মহামতি।
দৈব খণ্ডাইতে কারো নাহিক শকতি॥
মায়া করি ধর্ম্ম তাঁর বুদ্ধি নিল হরি।
তেজন্য বলিল রাজা আন গিয়া বারি॥
হেথা সহদেব বীর বনের ভিতর।
মনের আনন্দে যায় নির্ভয় অন্তর॥
বন মধ্যে তিন জনে করে অন্বেষণ।
ভ্রমণ করিল বহু গহন কানন॥
ভীমের দেখিল চিহ্ন অরণ্যেতে আছে।
পদাঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করি গেছে॥
চিহ্ন দেখি সেই পথে যায় মহাবীর।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল সরোবর-তীর॥
সরোবর দৃষ্টমাত্রে মাদ্রীর তনয়।
তৃষ্ণায় আকুল হৈল ধর্ম্মের মায়ায়॥
জলপান করিবারে যায় সরোবরে।
বকরূপী ধর্ম্মরাজ কহেন তাহারে॥
চারি প্রশ্ন বলি মোর কর জলপান।
অগ্রে যদি পান কর যাবে যমস্থান॥
ধর্ম্মবাক্য সহদেব না শুনি শ্রবণে।
তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে যায় বারি পানে॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা, খণ্ডিতে কে পারে।
পরশ করিবামাত্র সহদেব মরে॥
সুন্দর কমল তুল্য ভাসিতে লাগিল।

দ্রৌপদীর জল আনিতে গমন।

হেথা যুধিষ্ঠির-মনে চিন্তা উপজিল॥
অনেক বিলম্ব দেখি ধর্ম্ম নরপতি।
চিন্তাযুক্ত কহিলেন দ্রৌপদীর প্রতি॥
শুনহ আমার বাক্য দ্রৌপদী সুন্দরী।
শ্রীহরি স্মরণ করি আন গিয়া বারি॥
পাইয়া পতির আজ্ঞা পতিব্রতা নারী।
জলপাত্র ল'য়ে যায় আনিবারে বারি॥
মহাঘোর বনমধ্যে প্রবেশিয়া সতী।
ভয় পেয়ে শ্রীকৃষ্ণে ডাকেন গুণবতী॥
বনমধ্যে যায় কৃষ্ণা সশঙ্কিত মনে।
কতক্ষণে উত্তরিল সরোবর স্থানে॥
পিপাসাকাতর অতি শুষ্ক-কলেবর।
জলপান করিবারে নামে সরোবর॥
জলেতে নামিল যেই দ্রুপদকুমারী।
হইল তাহার মৃত্যু স্পর্শি মায়াবারি॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভব-ভয়ে তরি॥

ভ্রাতৃগণান্বেষণে যুধিষ্ঠিরের গমন।

এখানে আশ্রমে বসি রাজা যুধিষ্ঠির।
সবার বিলম্ব দেখি হৈলেন অস্থির ॥
কোথা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর তনয়।
তোমা সবা না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায় ॥
কোথা লক্ষ্মী গুণবতী দ্রুপদনন্দিনী।
তোমার গুণেতে বশ ছিল যত মুনি ॥
আমার সঙ্গেতে প্রিয়ে বহু দুঃখ পেয়ে।
হস্তিনানগরে গেলা আমারে ছাড়িয়ে ॥
এইমত বিলাপ করিয়া নরপতি।
বনে বনে ভ্রমন করেন দুঃখমতি ॥
অরণ্যের মধ্যে রাজা করি অন্বেষণ।
ভীমের পাইয়া চিহ্ন করেন গমন ॥
যেই পথে গিয়াছেন বীর বৃকোদর।
কত শত বৃক্ষচূর্ণ কত গিরিবর ॥
সেই পথে গমন করেন যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত সরোবর-তীর ॥
সরোবর-তীরে দেখিলেন রমাবন।
অপ্রমিত মৃগ পশু মহিষ বারণ ॥
দেখিয়া এ সব শোভা নাহি তাহে চান।
উদ্বিগ্নচিত্তেতে রাজা সরোবরে যান ॥
সরোবরে দৃষ্টি যেই করেন নৃপতি।
দেখেন ভাসিছে জলে ভীম মহামতি ॥
তার পাশে ধনঞ্জয় ভাসিতেছে জলে।
মাদ্রীপুত্র ভাসে দোঁহে পবন-হিল্লোল ॥
দ্রৌপদী সুন্দরী ভাসে জলের উপর।
শরীরে ভেদিল যেন সহস্র তোমর ॥
দেখি রাজা মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন ধরণী।
অচেতনে রোদন করেন নৃপমণি ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া যুধিষ্ঠির।
দেখিয়া সবার মুখ হলেন অস্থির ॥
পুনর্ব্বার পড়িলেন ধরণী উপর।
চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন সত্বর ॥
পুনঃ পুনঃ কাঁপিয়া পড়েন ঘনে ঘন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করেন রোদন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাজা যুধিষ্ঠীরের আক্ষেপ।

এইরূপে ভূপতি কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ রমানাথ রাখহ আমারে ॥
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায়।
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায় ॥
পিতৃগণ আমারে দিলেন অভিশাপ।
এজন্য আজন্ম আমি পাই মনস্তাপ ॥
অত্যন্ত বালক-কালে হৈল মহাশোক।
অজ্ঞানেতে পিতার হইল পরলোক ॥
অনন্তর অস্ত্রশিক্ষা করি যেইকালে।
বিহার কারণে যাই জাহ্নবীর জলে ॥
তাহে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল ভীমেরে-সংহার ॥
উদ্ধার হইল ভীম পূর্ব্বকর্ম্মফলে।
নতুবা জীবন পায় কে কোথা মরিলে ॥
পরে মাতৃ সহিতে ছিলাম পঞ্চজন।
বিনাশে মন্ত্রণা করে যত শত্রুগণ ॥
জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল সবার সংহার ॥
তাহে সুমন্ত্রণা দিল বিদুর সুমতি।
তাঁহার কৃপায় পাই তথা অব্যাহতি।
ঘোর বনে প্রবেশিয়া ভ্রমি বহু দেশ।
পাইলাম যত দুঃখ নাহি তার শেষ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসি পাঞ্চাল নগরে।
স্বয়ম্বর-বার্ত্তা শুনি যাই সভাপরে ॥
লক্ষ্য বিন্ধি ধনঞ্জয় জিনে রাজগণে।
দ্রৌপদী বরণ কৈল আমা পঞ্চজনে ॥
বিবাহ করিয়া পুনঃ আসিলাম দেশে।
করেছি যতেক কর্ম্ম কৃষ্ণের আদেশে ॥
বিদায় লৈয়া কৃষ্ণ গেলেন দ্বারকায়।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম লঙ্ঘন না যায় ॥
কপট পাশায় দুষ্ট নিল রাজ্যধন।
তোমা সবা সঙ্গে নিয়া আসি ঘোর বন ॥

কাননে যতেক দুঃখ পাই ভ্রাতৃগণ।
অনেক প্রমাদ হ'তে হইল মোচন॥
কাননে আসিবা মাত্র রাক্ষস কিৰ্ম্মীর।
তোমা সবা বিনাশিতে করিলেক স্থির॥
রাক্ষসী-মায়াতে কৈল ঘোর অন্ধকার।
মারিয়া রাক্ষসে ভীম করিল উদ্ধার॥
অনন্তরে জটাসুর আইল কাম্যবনে।
তারে মারি উদ্ধার করিল চারিজনে॥
খেদ করি সরোবরে চাহে নৃপমণি।
দেখিয়া সবার মুখ পড়েন ধরণী॥
কতক্ষণে মূর্চ্ছা ত্যজি উঠেন নৃপতি।
ধনঞ্জয় ভাই বলি কান্দেন সুমতি॥
কেবা আর কুরুযুদ্ধে করিবে উদ্ধার।
যুদ্ধ হেতু স্বর্গে অস্ত্র শিখিলে অপার॥
যুদ্ধেতে হইয়া তুষ্ট দেব ত্রিলোচন।
পাশুপত অস্ত্র তোমা করেন অর্পণ॥
মাতলিরে পাঠালেন দেব পুরন্দর।
আদর করিয়া নিল স্বর্গের উপর॥
শিখিলা যতেক বিদ্যা নাহিক অবধি।
স্বর্গেতে আছিল বহু অমরবিবাদী॥
ছলে পাঠাইল ইন্দ্র নগর ভ্রমণে।
করিলে দেবের কার্য্য মারি দৈত্যগণে॥
দৈত্যবধে হৃষ্ট হ'য়ে যত দেবগণ।
নিজ নিজ মায়া সবে করিল অর্পণ॥
দেবের অসাধ্য কার্য্য করিলে সাধন।
তুষ্ট হ'য়ে অস্ত্র দিল সহস্রলোচন॥
কিরীট শোভিত শিরে হাতে ধনুঃ শর।
এ সব স্মরিয়া ভাই দহে কলেবর॥
রহিল প্রচণ্ড শত্রু রাজা দুর্য্যোধন।
সহায় যাহার আছে সূতের নন্দন॥
শেষে দুঃখ আছে মাত্র অজ্ঞাত বৎসর।
চল ভাই বঞ্চি গিয়া পঞ্চ সহোদর॥
এত বলি নরপতি চাহি মায়াজলে।
মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়েন ধরাতলে॥
মূর্চ্ছা ত্যজি পুনর্ব্বার উঠেন সত্বর।
চাহিয়া সবার মুখ রোদনে তৎপর॥

ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধন অতি কুলাঙ্গার।
কপটেতে এত দুঃখ দিলে দুরাচার॥
বনে করিলাম বাস ভাই পঞ্চজন।
অবশেষে সকলেতে হলেম নিধন॥
দুর্য্যোধনে কি দূষিব, মম কর্ম্মফলে।
জন্মাবধি বিধি দুঃখ লিখিল কপালে॥
ভাবিয়া ভবিষ্য তত্ত্ব বুঝিয়া অসার।
নিতান্ত দেখেন রাজা নাহি প্রতিকার॥
মনোদুঃখে নরপতি মরিবারে যান।
পাছে থাকি বকরূপী ধর্ম্মরাজে কন॥
মৃত্যুপতি বলে রাজা তুমি জ্ঞানবান।
পৃথিবীতে নাহি দেখি তোমার সমান॥
বুদ্ধিনাশ হৈল দেখি তোমা হেন জনে।
আপনি মরণ ইচ্ছা কর কি কারণে॥
অপঘাতে প্রাণ নষ্ট করে যেই জন।
অধোগতি হয় তার বেদের বচন॥
তোমার মহিমা শুনি দেবঋষিমুখে।
উপমার যোগ্য তব নাহি তিনলোকে॥
আত্মঘাতী জনে ত্রাণ নাহি কদাচন।
স্বর্গেতে তাহার স্থান নাহিক রাজন॥
ধর্ম্মবাক্যে যুধিষ্ঠির কহে সবিনয়।
আমার দুঃখের কথা শুন মহাশয়॥
অল্পকালে পিতৃহীন হৈল বড় শোক।
মন্ত্রণা করিয়া দুঃখ দিল দুষ্টলোক॥
কপট পাশায় শেষে নিয়া রাজ্যধন।
বাকল পরায়ে শেষে পাঠাইল বন॥
বহু দুঃখে বঞ্চিলাম কানন ভিতর।
এক আত্মা এই মোরা পঞ্চ সহোদর॥
দুঃখের উপরে বিধি এত দুঃখ দিল।
এবে সে জানিনু কৃষ্ণ মো সবে ত্যজিল॥
আমি তো শরীর ধরি পঞ্চজন প্রাণ।
সে প্রাণ হরিয়া যদি নিল ভগবান॥
নিতান্ত যদ্যপি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে।
আমিও ত্যজিব প্রাণ মৃত্যু-সরোবরে॥
আমার যতেক দুঃখ শুনিলে নিশ্চয়।
তুমি কেন নিবারণ কর মহাশয়॥

নিষেধ না কর মোরে করহ পয়াণ।
ভ্রাতৃগণ শোকে আমি ত্যজিব পরাণ ॥
এত বলি নরপতি অধৈর্য্য হইয়া।
মরিবারে যান রাজা শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া ॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন কর অবধান।
ধৈর্য্য ধর নরপতি ত্যজ দুঃখজ্ঞান ॥
অসার সংসার মধ্যে সার মাত্র ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন তুমি করহ অধর্ম্ম ॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কার' নয়।
ভবিষ্য বৃত্তান্ত এই শুন মহাশয় ॥
কালপ্রাপ্ত হ'য়ে তবে ভাই চারিজন।
আসিয়া এ সরোবরে ত্যজিল জীবন ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন জানিনু কারণ।
এতদিনে বিধি মোরে করিল বঞ্চন ॥
জীবন রাখিতে আর নাহি লয় মতি।
এত বলি মরিবারে যায় শীঘ্রগতি ॥
বকরূপী ধর্ম্মরাজ ডাকে পুনরায়।
না জানিয়া যান রাজা মরণ আশায় ॥
অত্যন্ত কাতর দেখি কহে মৃত্যুপতি।
শুন শুন যুধিষ্ঠির আমার ভারতী ॥
অতিশয় তৃষ্ণা যদি হ'য়েছে তোমারে।
চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব কহিবে আমারে ॥
না শুনিয়া অহঙ্কারে এই চারিজন।
পানমাত্র এই জলে হইল মরণ ॥
রাজা বলে কিবা প্রশ্ন কহ মহাশয়।
কহিতে লাগিল ধর্ম্ম চাহিয়া তাহায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভব ভয় তরি ॥

ধর্ম্মের চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের উত্তর

"কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান কথয়িত্বা জলং পিব ॥"

কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে।
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে ॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি ॥

প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

মাসর্ত্তুদর্ব্বী পরিবর্ত্তনেন সূর্য্যাগ্নিনা।
রাত্রিদিবেন্ধনেন। অস্মিন্ মহামোহময়ে
কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

ঘটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা ॥
মোহময় সংসার কটাহে কালে কর্ত্তা।
ভূতগণ করে পাক এই শুন বার্ত্তা ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম-
মন্দিরং। শেষাঃ স্থিমত্ত্বমিচ্ছন্তি
কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

প্রতিদিন জীব জন্তু যায় যমঘরে।
শেষ থাকে যারা তারা ইহা মনে করে ॥
আপনারা চিরজীবী না হইব ক্ষয়।
অতঃপর কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয় ॥ ২ ॥

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

বেদা বিভিন্না স্মৃতয়োঃ বিভিন্না,
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

অস্যার্থঃ।

বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র এক মত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা মত কয় ॥
কে জানে নিগূঢ়তত্ত্ব ধর্ম্ম নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য যাহে যায় মহাজন ॥

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

দিবসাস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি
যো নরঃ। অঋণী চাপ্রবাসী চ স
বারিচর মোদতে ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

অপ্রবাসে অঋণে যাহার কাল যায়।
যদ্যপি পরাহ্ন কালে শাক অন্ন খায় ॥

তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর।
বারিচর শুন চারি প্রশ্নের উত্তর ॥ ৪ ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের ছলনা।

প্রশ্নের উত্তর শুনি ধর্ম্ম মহাশয়।
আমি ধর্ম্ম বলিয়া দিলেন পরিচয় ॥
বর মাগ নরপতি হ'য়ে একমন।
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা একজন ॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া করেন নিবেদন।
কেবল সতত যেন ধর্ম্মে থাকে মন ॥
আর যদি অনুগ্রহ কর মহাশয়।
প্রাণ দেহ সহদেবে বিমাতৃ-তনয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন রাজা তুমি জ্ঞানহীন।
অত্যন্ত বালক তুমি না হও প্রবীণ ॥
বিশেষ বৈমাত্র ভ্রাতা অনেক অন্তর।
জীয়াইয়া লহ তব ভাই বৃকোদর ॥
নতুবা অর্জ্জুনে রাজা বাঁচাইয়া লহ।
পরপুত্র কি কারণে জীয়াইতে চাহ ॥
লক্ষ্মীস্বরূপিণী যিনি কৃষ্ণা গুণবতী।
অথবা ইঁহার প্রাণ লহ নরপতি ॥
আছয়ে প্রবল রিপু দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ভীমার্জ্জুন বিনা তারে কে করে নিধন ॥
কুরুযুদ্ধে শক্ত মাত্র পার্থ বৃকোদর।
কি কার্য্য হইবে তব জীয়াইয়া পর ॥
রাজা বলে পর নহে বিমাতা-নন্দন।
সহদেব নকুল আমার প্রাণধন ॥
ভীমার্জ্জুন হৈতে স্নেহ করি অতিশয়।
বর দেহ প্রাণ পায় বিমাতৃ-তনয় ॥
বিশেষ আমার এক শুন নিবেদন।
আমা হৈতে পিণ্ড পাবে মম পিতৃগণ ॥
মম মাতামহগণ তারা পিণ্ড পাবে।
নকুলের মাতামহে কেবা পিণ্ড দিবে ॥
সহদেব প্রাণ পেলে ধর্ম্ম রক্ষা পায়।
নতুবা পরম ধর্ম্ম একেবারে যায় ॥
পরম ধর্ম্মেতে প্রভু যদি করি হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে নাহি আর ভেলা ॥
হেন ধর্ম্ম লঙ্ঘিতে আমার মন নয়।
নিতান্ত আমার এই কথা কৃপাময় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয়ে তরি ॥

ধর্ম্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের বরলাভ ও কৃষ্ণা সহ চারি ভ্রাতার পুনর্জ্জীবন লাভ।

শুনিয়া রাজার বাণী ধর্ম্ম মহাশয়।
আমি তব পিতা বলি দেন পরিচয় ॥
তব ধর্ম্ম জানিবারে করিয়া মনন।
এই সরোবর আমি করেছি সৃজন ॥
এত বলি ধর্ম্মরাজ পুত্র নিয়া কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনকমলে ॥
ধন্য কুন্তী তোমা পুত্রে গর্ভে ধরেছিল।
তোমার ধর্ম্মেতে বিশ্ব পবিত্র হইল ॥
আমার বচন শুন পুত্র যুধিষ্ঠির।
শেষ দুঃখ সম্বরহ মন কর স্থির ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও মতিমন্ত।
অচিরাৎ হইবে তোমার দুঃখ অন্ত ॥
দয়াশীল ধর্ম্মবান ক্ষমাবান ধীর।
জানিলাম তুমি সর্ব্ব গুণেতে গভীর ॥
অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত।
কহিনু তোমারে আমি ভবিষ্য বৃত্তান্ত ॥
ধর্ম্ম না ছাড়িও তুমি ধর্ম্ম কর সার।
অনায়াসে দুঃখের সাগরে হবে পার ॥
এত বলি আশ্বাসিয়া মধুর বচনে।
কৃষ্ণা সহ বাঁচাইল ভাই চারি জনে ॥
প্রণাম করিয়া কহিছেন নৃপমণি।
সহায় সম্পদ তব চরণ দুখানি ॥
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে।
প্রাণ পেয়ে পঞ্চজন ভাবিছেন মনে ॥
কি জন্য এ স্থানেতে আমা পঞ্চজন।
ভাবিয়া না পাই কিছু ইহার কারণ ॥
হেনকালে দেখি তথা ধর্ম্মের নন্দনে।
শীঘ্রগতি তথা আসি ভেটে পঞ্চজনে ॥

জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে কহ বিবরণ।
এস্থানে আমরা আইলাম কি কারণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুনহ কারণ।
মৃত্যু-সরোবর এই ধর্ম্মের সৃজন॥
তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে তোমরা সকলে।
আসিয়া মরিলে তবে এই মৃত্যুজলে॥
আমিও আসিয়া মৃত্যু করিলাম পণ।
তবে ধর্ম্ম বকরূপে দিলা দরশন॥
ছলনা করিয়া পুত্রে অনেক প্রকারে।
শেষে দয়া করি বর দিলেন আমারে॥
সেই বরে বাঁচাইয়া তোমা পঞ্চজনে।
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে॥
কহিলাম ভ্রাতৃগণ ইহার বিধান।
অতঃপর এই জলে সবে কর স্নান॥
এত বলি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সঙ্গে।
স্নান করিলেন সেই জলে নানা রঙ্গে॥
সেই দিন রহিলেন তথা ছয়জন।
পরদিন জন্মেজয় শুন বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ব্যাসদেবের আগমন এবং অজ্ঞাতবাসের পরামর্শ।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া পঞ্চজন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকেন ঘন ঘন॥
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন।
প্রণমিয়া ভূপতি করেন নিবেদন॥
শুন প্রভু গত দিবসের এক ভাষা।
এই সরোবরে আমা সবার দুর্দ্দশা॥
পথশ্রমে পিপাসায় হইয়া কাতর।
নিকটেতে জল নাই দূরে সরোবর॥
জল অন্বেষণে ভীমে দিয়া অনুমতি।
তাহার বিলম্বে পার্থে দিলাম আরতি॥
দ্রৌপদী সহিত এই ভাই চারিজন।
এই জল পরশিয়া ত্যজিল জীবন॥
পশ্চাতে আসিয়া আমি দেখি সরোবর।
শবরূপে ভাসে সবে জলের উপর॥
দেখি মূর্চ্ছাগত হ'য়ে পড়িলাম ভূমে।
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ উঠিলাম ক্রমে॥
আমিও মরিতে যাই সরোবর-তীরে।
বকরূপী ধর্ম্ম ডাকি বলিলেন ধীরে॥
ওহে ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম উচিত না হয়।
আত্মহত্যা কি হেতু করিবা মহাশয়॥
যদি বড় তৃষ্ণাযুক্ত হও মতিমান্।
চারি প্রশ্ন বলিয়া করহ বারিপান॥
প্রণাম করিয়া আমি কহিলাম তারে।
কিবা প্রশ্ন আছে তব বলহ আমারে॥
প্রশ্ন চারি বলিলেন ধর্ম্ম মহাশয়।
যথার্থ উত্তর আমি করিলাম তায়॥
প্রশ্নের উত্তর শুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
কহিলেন এক ভাই লহ বাঁচাইয়া॥
ভাবিয়া চাহিনু দেহ সহদেব ভাই।
বিমাতার পিতৃবংশে জল পিণ্ড নাই॥
কপটেতে প্রতারণা অনেক করিয়া।
জীয়াইয়া দিলেন পশ্চাতে বর দিয়া॥
ইহা শুনি কহিলেন ব্যাস মহামুনি।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদবাক্য শুনি॥
বিদায় হইয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সেই রাত্রি বঞ্চে তথা ভাই পঞ্চজনে॥
আর দিন প্রভাতে উঠিয়া পঞ্চজনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মাদ্রীর নন্দনে॥
কহ সহদেব ভাই বিচারে প্রবীণ।
দ্বাদশ বৎসর গত শেষ কত দিন॥
আজ্ঞামাত্র সহদেব সাবধান হ'য়ে।
গণিতে লাগিল শীঘ্র হাতে খড়ি ল'য়ে॥
কহিল রাজার অগ্রে করিয়া নির্ণয়।
দ্বাদশ বৎসর শেষ আছে দিন ছয়॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভাবি মনে মনে।
অজ্ঞাত বিধান যে কহেন সর্ব্বজনে॥
সবে জান পূর্ব্বে যাহা হইল নির্ণয়।
উপস্থিত হৈল আসি অজ্ঞাত সময়॥
কোন্‌দেশে কিবা বেশে বঞ্চি বৎসরেক।
নিকটে বেষ্টিত আছে নগর অনেক॥

সবে মিলি সুযুক্তি করহ এইবার ।
কোনমতে দুঃখের সাগর হৈব পার ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল চারিজনে ।
সুযুক্তি ইহার সবে করি মনে মনে ॥
দোষ গুণ এর সর্ব্ব করিব নির্ণয় ।
অকারণে আপনি চিন্তহ মহাশয় ॥
কি কারণে আমরা চিন্তিব সর্ব্বজন ।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির লিখন ॥
এই সব চিন্তা করি ধর্ম্ম অধিকারী ।
নির্ণয় করিতে আর গেল তিন চারি ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।
এইরূপে দ্বাদশ বৎসর গেল বন ॥
নানা ক্লেশে ভ্রমণ করিল বহু বন ।
সংক্ষেপে কহিনু আমি বনের ভ্রমণ ॥
অশ্বমেধ ফল পায় যে শুনে এই কথা ।
ব্যাসের বচন কথা না হবে অন্যথা ॥
সুবর্ণ ভৃঙ্গার আর ধেনু শত শত ।
সুপণ্ডিতে দ্বিজে দান দেয় অবিরত ॥
নিত্য নিত্য শুনে মহাভারতের কথা ।
নিশ্চয় জানিও সত্য হয় ফলদাতা ॥
যেবা কহে যেবা শুনে করে অধ্যয়ন ।
তুল্য ফল হয় তার সেই সাধু জন ॥
সুবৃষ্টি করুক মেঘ সর্ব্ব দেশে দেশে ।
পরিপূর্ণ হ'ক পৃথ্বী শস্য সমাবেশে ॥
অজয় হউক লোক ব্রহ্মকীটময় ।
ভক্তজনে কৃতার্থ করুক ধর্ম্মময় ॥
ধন্য হৈল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস ।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ ॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ।
অবহেলে কৃষ্ণপদে মম অভিলাষ ॥
সম্পূর্ণ হইল, হরি বল সর্ব্বজন ।
এতদূরে বনপর্ব্ব হৈল সমাপন ॥

বনপর্ব্ব সমাপ্ত ।

সচিত্র সম্পূর্ণ-কাশীদাসী

মহাভারত

সভাপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

ময়দানব কর্ত্তৃক সভা নির্ম্মাণ।

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
কৃষ্ণসহ পিতামহ দানব প্রধান॥
খাণ্ডব দহিয়া দুয়ে কহ অতঃপরে।
কি কি কর্ম্ম করিলেন কহ তা আমারে॥
শুনিতে আমার চিত্তে পরম আনন্দ।
তব মুখে শুনিয়া ঘুচুক মহাসন্ধ॥
বলিলা বৈশম্পায়ন শুন নৃপবর।
অগ্নি-সত্যে পার হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
ধর্ম্মরাজে কহিলেন সব বিবরণ।
করিলেন ভূপতি সন্তোষ আলিঙ্গন॥
লক্ষ লক্ষ ধেনু স্বর্ণ করিলেন দান।
ময়দানবের বহু করিলেন মান॥
পাণ্ডবের মহাকীর্ত্তি ব্যাপিল সংসার।
রিপুগণে শুনিয়া লাগিল চমৎকার॥
হেনমতে নানা সুখে থাকেন পাণ্ডব।
নিরবধি যজ্ঞ দান করেন উৎসব॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কথন॥
ময় পার্থের অগ্রে করিয়া যোড়কর।
বিনয় করিয়া বলে দানব-ঈশ্বর॥
সুদর্শন চক্রে ভয় করে তিনলোকে।
উদ্ধারিলা হেন চক্র হইতে আমাকে॥
প্রচণ্ড অনল মুখে করিলা যে ত্রাণ।
আজি হৈতে তোমাতে বিক্রীত মম প্রাণ॥
কি করি আমাকে আজ্ঞা কর মহাশয়।
তব প্রীতি হেতু আমি ব্যাকুল হৃদয়॥
ময় বলে যাবৎ না করি কোন কর্ম্ম।
তাবৎ রহিবে মম মানসে অধর্ম্ম॥
সবিনয়ে পুনঃ পুনঃ বলে যোড়পাণি।
আজ্ঞা কর অবশ্য করিব যাহা জানি॥
পার্থ বলে কিছু আমি না চাহি তোমারে।
যে পার, করহ প্রীতি, দেব দামোদরে॥
কৃতাঞ্জলি বলে ময় কৃষ্ণের গোচর।
কি করিব আজ্ঞা কর দেব গদাধর॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
দিব্য সভা দেহ এক করিয়া রচন॥
হেন সভা কর যাহা কেহ নাহি দেখে।
অদ্ভুত হইবে সুরাসুর তিন লোকে॥
এত শুনি আনন্দিত দানবের পতি।
নির্ম্মাণ করিতে সভা গেল শীঘ্রগতি॥
কনক রচিত চিত্র বিচিত্র নির্ম্মাণ।
নানা গুণযুত যেন দেবতার স্থান॥

চৌদিকে সহস্র দশ ক্রোশ পরিসর।
সুরাসুর ভুজঙ্গ নরের অগোচর॥
রচিয়া বিচিত্র সভা দানব প্রধান।
সবিনয়ে জানাইল কৃষ্ণ বিদ্যমান॥
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ পার্থ প্রশংসে দানবে।
দেখিতে গেলেন সভা মহা মহোৎসবে॥
দ্বিজগণে পায়সান্ন করান ভোজন।
নানা রত্ন দান দেন রজত কাঞ্চন॥
করিলেন শুভক্ষণে প্রবেশ সভায়।
পাণ্ডব সপরিবারে রহেন তথায়॥
চিরদিন রহে কৃষ্ণ পাণ্ডবের প্রীতে।
পিতৃ দরশনে যাব করিলেন চিতে॥
পিতৃষ্বসা কুন্তীর বন্দিয়া দুই পাদ।
আলিঙ্গিয়া ভোজসুতে করেন প্রসাদ॥
সুভদ্রা ভগিনী স্থানে করিয়া গমন।
গদ গদ মৃদুবাক্য সজল নয়ন॥
করেন রুক্মিণীকান্ত ভদ্রা প্রবোধিয়া।
স্নেহেতে চক্ষুর জল পড়িছে বহিয়া॥
সেবিবা শাশুড়ী কুন্তীদেবীর চরণে।
সমভাবে সর্ব্বদা বঞ্চিবা কৃষ্ণা সনে॥
তত্ত্বকথা কহিয়া চলেন গদাধর।
প্রণমিয়া ভদ্রা দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
ভদ্রা প্রবোধিয়া কৃষ্ণ গিয়া কৃষ্ণা পাশে।
বিনয়ে কহেন তাঁকে মৃদু মৃদু ভাষে॥
প্রাণের অধিক মম সুভদ্রা ভগিনী।
সদাকাল স্নেহ তারে করিবা আপনি॥
দ্রৌপদীরে সম্ভাষিয়া গিয়া নারায়ণ।
ধৌম্য পুরোহিত সহ করি সম্ভাষণ॥
যুধিষ্ঠিরে কহেন করিয়া নমস্কার।
আজ্ঞা কর গৃহে আমি যাব আপনার॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ণ বদন।
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করি সজল নয়ন॥
ভীমার্জ্জুন সহিত হইল কোলাকুলি।
কৃষ্ণে প্রণমিল মাদ্রীপুত্র মহাবলী॥
শুভতিথি নক্ষত্র গণক জানাইল।
বেদ বিধি ব্রাহ্মণ মঙ্গল উচ্চারিল॥
দারুক গরুড়ধ্বজ করিয়া সাজন।
গোবিন্দের অগ্রে ল'য়ে দিল ততক্ষণ॥
যাত্রা শুভ যাঁর নাম করিলে স্মরণ।
তিনি যাত্রা করিলেন করি শুভক্ষণ॥
স্নেহেতে কৃষ্ণের সহ ধর্ম্মের নন্দন।
খগপতি ধ্বজে আরোহনে ছয়জন॥
রথ চালাইয়া দিল দারুক সারথি।
যোজনান্তে গিয়া ধর্ম্মে বলেন শ্রীপতি॥
নিবর্ত্তহ মহারাজ যাও নিজালয়।
আমাতে রাখিবে সদা সদয় হৃদয়॥
আলিঙ্গন করি পার্থ সজল নয়ন।
বহুকষ্টে নিবৃত্ত হইল পঞ্চজন॥
বিরস বদনে ফিরিলেন পাঁচজন।
গেলেন দ্বারকাপুরে দ্বারকারমণ॥
তবে ময় বলে ধনঞ্জয় বিদ্যমান।
মম মনোনীত সভা নহিল নির্ম্মাণ॥
আজ্ঞা কর যাব আমি মৈনাক পর্ব্বতে।
কৈলাস উত্তরে হিমালয় সন্নিহিতে॥
বৃষপর্ব্বা নামে ছিল দানবের পতি।
ত্রিলোক শাসিয়া তথা করিল বসতি॥
করিলাম তার সভা পূর্ব্বেতে নির্ম্মাণ।
নানা রত্ন মণিময় আছে সেই স্থান॥
এ তিন লোকেতে যত দিব্য রত্ন ছিল।
নানা রত্নে নানা অস্ত্রে গৃহ পূর্ণ কৈল॥
কৌমোদকী নামে গদা আছে গদাধর।
সে গদার যোগ্য হয় বীর বৃকোদর॥
তব হস্তে যেমন গাণ্ডীব ধনু সাজে।
তেন গদাধর আছে বিন্দু সরোমাঝে॥
বরুণে জিনিয়া বৃষপর্ব্বা দৈত্যেশ্বর।
পাইয়াছে দেবদত্ত শঙ্খ মনোহর॥
তার স্বর শুনি দর্প ত্যজে রিপুগণ।
সে শঙ্খ তোমাকে হয় বিশেষ শোভন॥
এই সব দ্রব্য আছে বিন্দু সরোবরে।
আজ্ঞা কর আমি গিয়া আনিব সত্বরে॥
আজ্ঞা পেয়ে চলিল দানবরাজ ময়।
কৈলাসের উত্তরেতে হেমন্ত-তনয়॥

ভাগীরথী হেতু যথা রাজা ভগীরথ ।
বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিল ব্রত ॥
নর-নারায়ণ শিব যম পুরন্দর ।
করিলেন যথা যজ্ঞ অনেক বৎসর ॥
যথা স্রষ্টা করিলেন সৃষ্টির কল্পনা ।
বহু গুণবন্ত সেই না হয় বর্ণনা ॥
ময় গিয়া সব দ্রব্য বাহির করিল ।
রাক্ষস কিন্নরগণ শিরে করি নিল ॥
দেবদত্ত শঙ্খ নিল গদা অনুপম ।
যত রত্ন নিল তার কত লব নাম ॥
ভীমে গদা দিল, শঙ্খ দিল অর্জ্জুনেরে ।
দেখি আনন্দিত হৈল দুই সহোদরে ॥
কনক বৈদূর্য্যমণি মুকুতা প্রবাল ।
মরকত রজত স্ফটিক চিত্র ঢাল ॥
স্ফটিকের স্তম্ভ সব চিত্র মণি হীরা ।
সর্ব্বগৃহে লম্বে মণি মুকুতার ঝারা ॥
বসিবার স্থান সব কৈল রত্নছেদি ।
বিচিত্র রচন কৈল নানামত বেদী ॥
নানাজাতি বৃক্ষে সব ফল ফুল শোভে ।
ভ্রময়ে ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে ॥
উচ্চ নীচ বুঝিয়া ভ্রময়ে বিজ্ঞ লোকে ।
বিশেষ বিপক্ষগণ চক্ষে নাহি দেখে ॥
এক মাসে সভা ময় করিয়া রচন ।
কুন্তীপুত্র প্রতি করিলেক নিবেদন ॥
সভা দেখি আনন্দিত হইয়া রাজন্ ।
আনিলেন দেখাইতে পরিবারগণ ॥
দশ লক্ষ ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন ।
আনন্দ সাগরে মগ্ন ভাই পঞ্চজন ॥
ঘৃত দুগ্ধ অন্ন জল যত সব ভক্ষ্য ।
হরিণ বরাহ মেষ কোটি লক্ষ লক্ষ ॥
যে জন যে ভক্ষ্যে তৃপ্ত তাহা সে পাইল ।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ স্বস্তি উচ্চারিল ॥
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দে পরম উল্লাসে ।
নানারত্ন দান পেয়ে চলিল সন্তোষে ॥
আশ্রম করিয়া কত রহিল সভাতে ।
তপস্যায় অনুরত চিত্ত মনোরথে ॥

অসিত দেবল সত্য সর্পমালী ঋষি ।
মহাশিরা অর্ব্বাবসু সুমিত্র তপস্বী ॥
মৈত্রেয় সনক বলি সুমন্ত্র জৈমিনী ।
শ্রীবৈশম্পায়ন পৈল চারিশিষ্য গণি ॥
জাতুকর্ণ শিখাবাণ পৈঙ্গ অপ্সুহৌম্য ।
কৌশিক মাণ্ডব্য মার্কণ্ডেয় বক ধৌম্য ॥
গালব কৌণ্ডিন্য সনাতন বভ্রুমালী ।
বরাহ সাবর্ণ ভৃগু কলাপ ত্রৈবলী ॥
ইত্যাদি অনেক ঋষি না যায় গণন ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় প্রতি তপোধন ॥
যুধিষ্ঠির সভাতে থাকেন অহর্নিশি ।
পুরাণ প্রস্তাব ধর্ম্ম নানা কথা ভাষি ॥
পৃথিবীনিবাসী যত মুখ্য ক্ষত্রগণ ।
যুধিষ্ঠির সভাতে থাকেন অনুক্ষণ ॥
মুঞ্জকেতু বিবর্দ্ধন কুন্তী উগ্রসেন ।
সুধর্ম্মা সুকর্ম্মা কৃতবর্ম্মা জয়সেন ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ অধিপতি ।
সুমিত্রা সুমনা ভোজ সুশর্ম্মা প্রভৃতি ॥
বসুধান চেকিতান মালবাধিকারী ।
কেতুমান জয়ন্ত সুষেণ দণ্ডধারী ॥
মৎস্যরাজ ভীষ্মক কৈকয় শিশুপাল ।
সুমিত্র যবনপতি শল্য মহাশাল ॥
বৃষ্ণি ভোজ যদুবংশী যতেক কুমার ।
ইত্যাদি অনেক রাজা গণিতে অপার ॥
অর্জ্জুনের স্থানে অস্ত্র শিক্ষার কারণ ।
জিতেন্দ্রিয় বৃত্তি হ'য়ে থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু অধিপতি ।
অপ্সর কিন্নর নিজ অমাত্য সংহতি ॥
নৃত্য গীত বাদ্যরসে পাণ্ডবেরে সেবে ।
বিরিঞ্চিকে সেবে যেন ইন্দ্র আদি দেবে ॥
না হইল না হইবে আর সভান্তর ।
হেনমতে বঞ্চে সুখে পঞ্চ সহোদর ॥
সভাপর্ব্বে উত্তম সভার অনুবন্ধ ।
কাশীরাম দেব কহে পাঁচালীর ছন্দ ॥

—

যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন ও
উপদেশ প্রদান।

মুনি বলে মহাশয়, শুন শুন জন্মেজয়,
হেনমতে থাকেন পাণ্ডব।
একদিন আচম্বিত, শ্রীনারদ উপনীত,
সর্ব্বত্র গমন মনোভব॥
ধ্যান জ্ঞান যোগ যুজ্য, অমর অসুর পূজ্য,
চতুর্ব্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে।
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, বিজ্ঞ যত ব্রহ্মকর্ম্ম,
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমেণ অনায়াসে॥
পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি,
কলহ গায়নে বড় প্রীত।
শিরেতে পিঙ্গল জটা, ললাটে পিঙ্গল ফোঁটা
শ্রবণে কুণ্ডল স্মিত সিত॥
মুখে হরিনাম স্রবে, ভুজস্থ বীণার রবে,
গতি মন্দ জিনিয়া মাতঙ্গ।
বারিজ নয়নযুগে, বহে বারি যেন মেঘে,
পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ॥
শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
প্রোজ্জ্বল অনল দীপ্ত কায়।
পরিধান কৃষ্ণাজিন, সঙ্গে মুনি কত জন,
উপনীত পাণ্ডব-সভায়॥
দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভাতে বসি,
সম্ভ্রমে উঠিলা ততক্ষণে।
আস্তে ব্যস্তে ধর্ম্মসুত, সহোদরগণযুত,
প্রণাম করেন শ্রীচরণে॥
সুগন্ধি উদক দিয়া, পদযুগ পাখালিয়া,
বসিতে দিলেন সিংহাসন।
যথা শিষ্ট ব্যবহার, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর,
ভক্তিভাবে করেন পূজন॥
তবে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে,
কহ রাজা ভদ্র আপনার।
কুলের কৌলিক কর্ম্ম, ধন উপার্জ্জন ধর্ম্ম,
নির্ব্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার॥
সাধু বিজ্ঞ যত জন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ,
এ সবার রাখ কি বচন।
একক অনেক সহ, বিচার ত না করহ,
কার্য্যেতে কি রাখ মুখ্যগণ॥
ভক্ষ্যদ্রব্য যথাযথ, ন্যায় মূল্যে কিন তত
না রাখহ দ্বিজের দক্ষিণা।
তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত
দুঃখ ত না পায় কোন জনা॥
বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত, দৈবজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ
আছে কি বৈদ্য চিকিৎক।
অনাথ অতিথি লোকে, অনল ব্রাহ্মণমুখে
সদা দেহ ঘৃত অন্নোদক॥
রাজ্যের যতেক রাজা, পায় যথোচিত পূজা
সবে অনুগত তো তোমার।
ধান্য ধন বহুমত, উদক আয়ুধ হত
পূর্ণ করিয়াছ তো ভাণ্ডার॥
প্রাতঃকালে নিদ্রাবশ, বৈকালেতে ক্রীড়ারস
আলস্য ইন্দ্রিয় নিবারণ।
ধর্ম্মকর্ম্মে ধনব্যয়, করি নিত্য উপচয়
পুত্রবৎ পাল প্রজাগণ॥
বিবিধ অনেক নীতি, জিজ্ঞাসিল মহামতি
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার নন্দন।
শুনি ধর্ম্ম অধিকারী, কহিলা বিনয় করি
প্রণমিয়া মুনির চরণ॥
অবধান তপোধন, করি এক নিবেদন
চরাচর তোমার গোচর।
এই সভা মনোহর, অনুরূপ মুনিবর
দেখিয়াছ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি, ঈষৎ হাসিয়া মুনি
কহেন সকল বিবরণ।
তোমার সভার প্রায়, মনুষ্য-লোকেতে রয়
নাহি দেখি শুনহ রাজন॥
ব্রহ্মার বিচিত্র সভা, হেন কৈলাসের প্রভা
ইন্দ্র যম বরুণের পুরী।
দেখিয়াছি যথা তথা, মনুষ্যে অদ্ভুত কথা
শুন কিছু কহি ধর্ম্মকারী।
রাজা বলে সবিনয়, কহ মুনি মহাশয়
যে সকল সভার বিধান।

প্রসার বিস্তার কত, বর্ণগণ ধরে যত,
প্রত্যক্ষ শুনিব তব স্থান ॥
দিব্য সভাপর্ব্ব কথা, বিচিত্র ভারত গাঁথা,
শুনিলে অধর্ম্ম যায় নাশ।
গোবিন্দ-চরণে মন, সমর্পিলা অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

——

নারদ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের সভার প্রসঙ্গ।

নারদ বলেন রাজা কর অবধান।
ইন্দ্রের সভার কথা কহি তব স্থান ॥
দেবশিল্পী পটু বিশ্বকর্ম্মার দ্বারায়।
নির্ম্মাণ করান নিজ মহতী সভায় ॥
বিবিধ বিধান চিত্রে কোটি চন্দ্রপ্রভা।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি ধার্ম্মিকের সভা ॥
উচ্চ পঞ্চ যোজনেক শতেক বিস্তার।
শচী সহ ইন্দ্র তথা করেন বিহার ॥
জরা শোক ভয় নাহি সতত আনন্দ।
ইন্দ্রের আশ্রমে সদা থাকে সুরবৃন্দ।
মরুত কুবের আদি সিদ্ধ সাধ্যগণ।
অম্লান কুসুম বস্ত্র সবার ভূষণ ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ ধর্ম্ম কাম অর্থ।
তড়িৎ বিদ্যুৎ সপ্তবিংশ কৃষ্ণবর্ত্ম ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি সেবে পুরন্দরে।
বর্ণিতে না পারি সভা যত গুণ ধরে ॥
হরিশ্চন্দ্র নরপতি আছেন তথায়।
আর যত নরপতি লিখনে না যায় ॥
নারদ বলেন শুন সভার প্রধান।
শমন রাজার সভা কর অবধান ॥
দীর্ঘ প্রস্থ শত শত যোজন বিস্তার।
আদিত্য সমান প্রভা অতি চমৎকার ॥
নহে শীত নহে তপ্ত নাহি দুঃখ শোক।
প্রেমময়, নাহি হিংসা সদাকাল সুখ ॥
কতেক কহিব তথা যতেক বিষয়।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কহি শুন মহাশয় ॥
যযাতি নহুষ পুরু মান্ধাতা ভরত।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুনীল সুরথ ॥
শিবি মৎস্য বৃহদ্রথ নল বহীনর।
শ্রুতশ্রবা পৃথুলাশ্ব রাজা পরিচর ॥
দিবোদাস অম্বরীষ রঘু প্রতর্দ্দন।
কৃষদশ্ব সদশ্ব মরুত্ত বসুমন ॥
শরভ সৃঞ্জয় বেণ ঐল উশীনর।
পুরু কুৎস প্রদ্যুম্ন বাহ্লীক নৃপবর ॥
শশবিন্দু কঙ্কসেন সগর কৈকয়।
জনক ত্রিগর্ত্ত বার্ত্ত জয় জন্মেজয় ॥
শত ধৃতরাষ্ট্র আছে ভীষ্ম দুই শত।
শত ভীম কৃষ্ণার্জ্জুন শত আর কত ॥
প্রতীপ শান্তনু পাণ্ডু জনক তোমার।
কতেক কহিব কথা যত আছে আর ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি বহু ফল দান।
যত যত আছে তত না যায় বাখান ॥
বরুণের সভা কহি কর অবধান।
অপূর্ব্ব সভার শোভা বিচিত্র বাখান ॥
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিল সভা অনুপম।
জলের ভিতরে সে পুষ্করমালী নাম ॥
শত শত যোজন বিস্তার দীর্ঘ তার।
নানা রত্ন বহু বর্ণ কহিতে বিস্তার ॥
দিবসে বরুণ তথা বারুণী সহিত।
পুত্র পৌত্র পাত্রমিত্র সহ পুরোহিত ॥
দ্বাদশ আদিত্য আর নাগগণ যত।
বাসুকী তক্ষক কর্কোটক ঐরাবত ॥
সংহ্লাদ প্রহ্লাদ বলি নমুচি দানব।
বিপ্রচিত্তি কালকেয় দুর্ম্মুখ শরভ ॥
মূর্ত্তিমন্ত চারি সিন্ধু আর নদীগণ।
জাহ্নবী যমুনা সিন্ধু সরস্বতী শোণ ॥
চন্দ্রভাগা বিপাশা বিতস্তা ইরাবতী।
শতদ্রু সরযূ আর নদী চর্ম্মন্বতী ॥
কিম্পুনা বিদিশা কৃষ্ণবেণী গোদাবরী।
নর্ম্মদা বিশল্যা বেণ্বা লাঙ্গলী কাবেরী ॥
দেবনদী মহানদী ভারবী ভৈরবী।
ক্ষীরবতী দুগ্ধবতী লোহিতা সুরভী ॥
করতোয়া গণ্ডকী আত্রেয়ী শ্রীগোমতী।
ঝুমঝুমি স্বর্ণরেখা নদী পদ্মাবতী ॥

মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আছে সবে।
তড়াগ পুকুর আদি বরুণেরে সেবে॥
চারি মেঘ বৈসে তথা সহ পরিবার।
কহিতে না পারি কত যত বৈসে আর॥
কুবেরের সভা রাজা কর অবধান।
কৈলাস শিখরে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
শতেক যোজন দীর্ঘ বিস্তার সত্তরি।
নিবসে গুহ্যক যক্ষ কিন্নর কিন্নরী॥
চিত্রসেনা রম্ভা ইরা ঘৃতাচী মেনকা।
চারুনেত্রা উর্ব্বশী বুদ্‌বুদী চিত্ররেখা॥
মিশ্রকেশী অলম্বুষা এই মহাদেবী।
নৃত্য গীত বাদ্যে সদা কুবেরেরে সেবি॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ আছে লক্ষ লক্ষ।
প্রেত ভূত পিশাচ রাক্ষস দিব্য রক্ষ॥
ফলকক্ষ ফলোদক তুম্বুরু প্রভৃতি।
হাহা হুহু বিশ্বাবসু বিসু চিত্রসেন কৃতী॥
চিত্ররথ মহেন্দ্র মাতঙ্গ বিদ্যাধর।
বিভীষণ স্থিতি সদা সহ সহোদর॥
ফণা ধরে নাগগণ মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
হিমাদ্রি মৈনাক গন্ধমাদন মলয়া॥
আমিও থাকি যে, আমা তুল্য বহু আছে।
উমা সহ সদানন্দ সদা তার কাছে॥
নন্দী ভৃঙ্গী গণপতি কার্ত্তিক বৃষভ।
পিশাচ খেচর দানা শিবাগণ সব॥
আর যত আছে তাহা কহিতে কে পারে।
কহিব ব্রহ্মার সভা শুন অতঃপরে॥
পূর্ব্বে দেবযুগে দিবা নামে দিবাকর।
ভ্রমেন মনুষ্যলোকে হ'য়ে দেহধর॥
আচম্বিতে আমারে দেখিয়া মহাশয়।
দিব্যচক্ষে জানিয়া নিলেন পরিচয়॥
ব্রহ্মার সভার গুণ কহিলে আমারে।
শুনিয়া হইল ইচ্ছা সভা দেখিবারে॥
তাঁরে জিজ্ঞাসিলাম করিয়া সবিনয়।
কিমতে ব্রহ্মার সভা মম দৃশ্য হয়॥
বলিলেন সহস্র বৎসর ব্রতী হৈয়া।
করহ কঠোর তপ হিমালয়ে গিয়া।
শুনি করিলাম তপ সহস্র বৎসর।
পুনর্ব্বার আইলেন দেব দিবাকর॥
আমা সঙ্গে করিয়া গেলেন ব্রহ্মপুরী।
দেখিলাম যাহা, তাহা কহিতে না পারি॥
তার অন্ত নাহিক, নাহিক পরিমাণ।
মানসিক সেই সভা ব্রহ্মার নির্ম্মাণ॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া সে সভার কিরণ।
শূন্যেতে শোভিছে সভা না যায় নয়ন॥
তথায় থাকিয়া বিধি করেন বিধান।
প্রজাপতিগণ থাকে তাঁর সন্নিধান॥
প্রচেতা মরীচি দক্ষ পুলহ গৌতম।
আঙ্গিরা বশিষ্ঠ ভৃগু সনক কর্দ্দম॥
কশ্যপ বশিষ্ঠ ক্রতু পুলস্ত্য প্রহ্লাদ।
বালখিল্য অগস্ত্য মাণ্ডব্য ভরদ্বাজ॥
গন্ধর্ব্ব সকল আছে মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
আয়ুর্ব্বেদ চন্দ্র তারা সূর্য্য সন্ধ্যা ছায়া॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কান্তি শান্তি ক্ষমা
অষ্টবসু নবগ্রহ শিব সহ উমা॥
চতুর্ব্বেদ ছয় শাস্ত্র তন্ত্র স্মৃতি শ্রুতি।
চারিযুগ বর্ষ মাস দিবা সহ রাতি॥
সাবিত্রী ভারতী লক্ষ্মী অদিতি বিনতা।
ভদ্রা ষষ্ঠি অরুন্ধতী কদ্রু নাগমাতা॥
মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আছেন নারায়ণ।
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন॥
আমার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি।
নিত্য নিত্য আসি সেবে সৃষ্টি অধিকারী
এত সভা দেখিয়াছি আমি এ নয়নে।
তব সভা তুল্য নাহি মনুষ্য ভুবনে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন তুমি মনোজব।
শুনিলাম তোমার প্রসাদে এই সব॥
এক বাক্যে বিস্ময় হইল মম মনে।
যতেক নৃপতি সব যমের ভবনে॥
একা হরিশ্চন্দ্র কেন যমের আলয়।
কোন্ পুণ্য তপ দানে কহ মহাশয়॥
যমালয়ে যবে দেখিলেন মম পিতা।
আমার কারণ কিছু কহিলেন কথা॥

নারদ বলেন শুন পাণ্ডব প্রধান ।
সূর্য্যবংশে শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান ॥
এক রথে জিনিয়া লইল মর্ত্ত্যপুর ।
বাহুবলে হৈল সপ্ত দ্বীপের ঠাকুর ॥
রাজসূয় যজ্ঞ সে করিল হরিশ্চন্দ্র ।
আজ্ঞায় আইল যত ছিল রাজবৃন্দ ॥
অনেক ব্রাহ্মণ আইল যজ্ঞের সদন ।
প্রতি দ্বিজে সেই রাজা করিল সেবন ॥
সব রাজা হ'তে সে করিল বড় কাজ ।
যেই ফলে স্বর্গে সে হইল দেবরাজ ॥
আর যত রাজা রাজসূয় যজ্ঞ কৈল ।
সম্মুখ সংগ্রাম করি তাহারা মরিল ॥
যোগিগণ যোগে নিজ দেহ ত্যাগ করে ।
সেই সব লোক বসে ইন্দ্রের নগরে ॥
কহি শুন তোমার পিতার সমাচার ।
যমালয়ে দেখা হৈল সহিত তাঁহার ॥
কহিয়াছিলেন তিনি করিয়া বিনয় ।
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ আমার তনয় ॥
অনুগত তাঁর বীর্য্যবন্ত ভ্রাতৃগণ ।
যাঁহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন ॥
পৃথিবীতে তাঁহার অসাধ্য কিছু নয় ।
রাজসূয় যজ্ঞ তাঁর অনায়াসে হয় ॥
এই রাজসূয় যদি করে ধর্ম্মরাজ ।
হরিশ্চন্দ্র প্রায় থাকি ইন্দ্রের সমাজ ॥
তোমার জনক ইহা কহিল আমারে ।
যে হয় উচিত রাজা করহ বিচারে ॥
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় গণি ।
বহু বিঘ্ন হয় এতে আমি ভাল জানি ॥
ছিদ্র পেয়ে যজ্ঞ নাশ যক্ষগণ করে ।
যজ্ঞ হেতু রাজগণ যুদ্ধ করি মরে ॥
যেমতে মঙ্গল হয় কর নরপতি ।
আমারে বিদায় কর যাব দ্বারাবতী ॥
এত বলি প্রস্থান করেন মুনিবর ।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হেতু দ্বারকা নগর ॥
সভাপর্ব্বে অনুপম সভার বর্ণন ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুজন ॥

শ্রীকৃষ্ণকে আনিতে দূত প্রেরণ ।

মুনিমুখে বার্ত্তা শুনি, তবে ধর্ম্ম নৃপমণি,
মনে মনে করেন চিন্তন ।
অন্য নাহি লয় মনে, কহিলেন ভ্রাতৃগণে,
কি করিব বলহে এখন ॥
নারদ বলেন যত, পিতৃ আজ্ঞা যেইমত,
শুনি হ'ল পুলকিত মন ।
এ যজ্ঞ কর্ত্তব্য কিনা ভেবে দেখ সর্ব্বজনা,
কিসে হয় পূর্ণ আকিঞ্চন ॥
শুনি ভৃত্য মন্ত্রিগণ, কহে তবে সর্ব্বজন,
কেন বৃথা চিন্তিত রাজন ।
চিন্তা কর কোন হেতু, কর রাজসূয় ক্রতু,
তুমি হও সর্ব্ব গুণবান ॥
কিকার্য্য অসাধ্য আছে,কেবা বিরোধিবেপাছে
নাহি হেরি আছে ত্রিভুবনে ।
মন্ত্রিগণ বাক্য শুনি, বিচারেন নৃপমণি,
কি কার্য্য করিব এক্ষণে ॥
যেকর্ম্ম যাহে না শোভে,সেকর্ম্ম করিলেতবে
সভা মাঝে হইব নিন্দন ।
পাছে হয় বিড়ম্বনা, অযশ ঘোষে সর্ব্বজনা,
চিন্তাতে হয়েন নিমগন ॥
বিশেষে বিষম যজ্ঞ, সব লোক নহে যোগ্য,
কিরূপেতে হইবে সাধন ।
কহিয়া সব প্রকাশি,গোবিন্দে আগে জিজ্ঞাসি
কি কহেন শুনি জনার্দ্দন ॥
কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, স্থির হইলে শ্রব্য,
করিব এ ব্রত আচরণ ।
যদি দেন অনুমতি. এ যজ্ঞে হইব কৃতী,
নতুবা এ বৃথা আকিঞ্চন ॥
ইহা চিন্তি নরপতি, দূত পাঠাইল তথি,
কৃষ্ণেরে করিতে নিবেদন ।
সে দূত সত্বর হ'য়ে, দ্বারকা প্রবেশে গিয়ে,
দাঁড়াল বন্দি চরণ ॥
কৃষ্ণে করি নমস্কার, একে একে সমাচার,
জানাইল হরিরে তখন ।

কহে সে বিনয় করি, চল তথা তুমি হরি,
তোমা লাগি চিন্তিত রাজন ॥
তোমার দর্শন বিনে, কুন্তী-পুত্র দুঃখী মনে,
রহিয়াছে বিরস বদন।
এ কথা কহিবা মাত্র,গোবিন্দ তোলেন গাত্র,
যাইবারে করেন মনন ॥
বৈনতেয় আরোহণে, যান ইন্দ্রসেন সনে,
ধর্ম্ম পুত্রে দিতে দরশন।
দিনকর যায় অস্তে, উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থে,
হইলেন দেব নারায়ণ ॥
কৃষ্ণ আইলেন পুরে শুনি হর্ষ নৃপবরে,
আগুবাড়ি লইতে তখন।
ভ্রাতৃ মন্ত্রী পাঠাইল, অগ্র হৈয়া কৃষ্ণে নিল,
মহা সুখে ভাসে সর্ব্বজন ॥
ধর্ম্ম নমস্কার করি, সম্ভাষেণ তবে হরি,
মিষ্ট ভাষে তুষি ভগবান।
ধর্ম্ম নরপতি তবে, কৃষ্ণে পূজে ভক্তিভাবে,
বসিবারে দিল সিংহাসন ॥
বসিলেন সবে তথা, চন্দ্রের মণ্ডলী যথা,
রূপের তুলনা নাহি হয়।
শ্রীহরি চরণদ্বয়, যে ভাবে সদা হৃদয়,
ভব মাঝে দুঃখ নাহি রয় ॥

গোবিন্দ-যুধিষ্ঠির কথা।

বলেন গোবিন্দ প্রতি ধর্ম্মের কুমার।
নারদেরে কহিলেন জনক আমার ॥
রাজসূয় মহাযজ্ঞ দুর্ল্লভ সংসারে।
যুধিষ্ঠিরে রাজসূয় কহ করিবারে ॥
এই হেতু যজ্ঞ বাঞ্ছা হইল আমার।
শুন এই কথা কৃষ্ণ কহি সারোদ্ধার ॥
পরস্পর আমারে সুহৃদ্ বলে সবে।
কেহ প্রীতে কেহ হিতে কেহ ধনলোভে ॥
যে যত বলেন নাহি লয় মম মনে।
যতক্ষণ নাহি শুনি তোমার বদনে ॥
বুঝিয়া সন্দেহ প্রভু ভাঙ্গহ আমার।
করিব কি না করিব যে আজ্ঞা তোমার ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি সর্ব্ব গুণবান।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা কে তব সমান ॥
যোগ্য হও রাজা তুমি যজ্ঞ করিবারে।
এক নিবেদন আমি করিব তোমারে ॥
আমি যাহা কহি তাহা জান ভালমতে।
একলক্ষ রাজা চাহি এ মহাযজ্ঞেতে ॥
মগধ ঈশ্বর জরাসন্ধ শ্রেষ্ঠ রাজা।
পৃথিবীর যত রাজা করে তার পূজা ॥
তাহারে না মানে হেন নাহি ক্ষিতিমাঝে।
বলেতে বান্ধিয়া আনে যে জন না ভজে ॥
তাহার সহায় বহু দুষ্ট রাজগণ।
শিশুপাল দন্তবক্র নৃপতি যবন ॥
এমত অনেক যত দুষ্ট নরপতি।
সদাকাল প্রায় থাকে তাহার সংহতি ॥
ইক্ষ্বাকু তাহার বংশে যত রাজগণ।
জরাসন্ধে না ভজিল যত যত জন ॥
তার ভয়ে নিজ দেশে রহিতে নারিয়া।
উত্তর দেশেতে সবে গেল পলাইয়া ॥
জরাসন্ধ দুই কন্যা অস্তি প্রাপ্তি বলি।
কংসের বনিতা দোঁহে আমার মাতুলি ॥
স্বামীর কারণে বাপে গোহারি করিল।
সসৈন্যে মগধপতি মথুরা বেড়িল ॥
অসংখ্য তাহার সৈন্য কে বর্ণিতে পারে।
ক্ষয় নহে মারিলেক শতেক বৎসরে ॥
রাম আমি দুই ভাই করিনু সংহার।
সেই হেতু যুদ্ধ হইল অষ্টাদশবার ॥
তবে চিত্তে বিচার করিনু সর্ব্বজন।
মথুরা বসতি আর নহে সুশোভন ॥
নিরন্তর দুই কন্যা কহিবেক বাপে।
পুনঃ জরাসন্ধ রাজা আসিবেক কোপে ॥
এমত বিচারি সবে মথুরা ত্যজিয়া।
সবে ল'য়ে দ্বারকায় রহিলাম গিয়া ॥
সেই যুদ্ধে না আইল যত রাজগণে।
বন্দী করি রাখিয়াছে আপন ভবনে ॥
পশুবৎ করি সব রাখিয়াছে রাজা।
সবাকারে বলি দিবে রুদ্রে করি পূজা ॥

ছিয়াশী সহস্র রাজা আছে বন্দিশালে।
তবে যজ্ঞ হয় রাজা সব মুক্ত হৈলে ॥
জরাসন্ধে বিনাশিলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
নিষ্কণ্টকে যজ্ঞ তবে কর মহাশয় ॥
জরাসন্ধ জীয়ন্তে না হয় কোন কাজ।
তারে মারি বশ কর ভূপতি সমাজ ॥
তবে অনন্ত জয় সংসার ভিতরে।
আমার মন্ত্রণা এই কহিনু তোমারে ॥
এতেক বলেন যদি কমললোচন।
ধর্ম্মের তনয় রাজা, কৃষ্ণেরে কহেন ॥
অনুচিত কহিলা যতেক মহাশয়।
ইহা না করিলে যজ্ঞ কি প্রকারে হয় ॥
শান্তি আচরণ আমি করি যে প্রথমে।
পৃথিবী সুসাধ্য আরো করি ক্রমে ক্রমে ॥
পশ্চাতে করিব জরাসন্ধের উপায়।
মম মত এই কহিলাম যে তোমায় ॥
ভীমসেন বলেন না লয় মম মনে।
প্রথমে মারিব বৃহদ্রথের নন্দনে ॥
তারে মারি মুক্ত হবে বহু জ্ঞাতিগণ।
যজ্ঞে বিঘ্ন করে তবে নাহি কোন জন ॥
রাজা হ'য়ে শান্তি ভজে লক্ষ্মী নাহি পায়।
পূর্ব্ব রাজগণ কর্ম্ম কহি শুন রায় ॥
বাহুবলে ভরত শাসিল ভূমণ্ডল।
মান্ধাতা নৃপতি কর ত্যজিল সকল ॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্যে ঘোষে জগজ্জনে।
ভগীরথ খ্যাত করি প্রজার পালনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা কর অবগতি।
যেমতে হইবে হত মগধের পতি ॥
সৈন্য সাজি তাহারে নারিবে কদাচিত।
অসংখ্য দুর্দ্দান্ত সৈন্য যাহার সহিত ॥
ভীমার্জ্জুন দেহ রাজা আমার সংহতি।
উপায়ে করিব হত মগধের পতি ॥
শুনিয়া কহেন রাজা ধর্ম্মের তনয়।
যতেক কহিলা মম চিত্তে নাহি লয় ॥
মহারাজ জরাসন্ধ রাজচক্রবর্ত্তী।
যাহারে করেন ভয় ইন্দ্র সুরপতি ॥
যার ভয়ে জগন্নাথ মথুরা ত্যজিয়া।
পশ্চিম সমুদ্রতীরে রহিলেন গিয়া ॥
তোমরা উভয়ে চক্ষু, কৃষ্ণ মম প্রাণ।
সঙ্কটেতে পাঠাইতে না হয় বিধান ॥
হেন যজ্ঞে প্রয়োজন নাহিক আমার।
সন্ন্যাসী হইয়া পাছে ভ্রমিব সংসার ॥
এত শুনি তখন কহেন ধনঞ্জয়।
কেন হেন না বুঝিয়া বল মহাশয় ॥
বিনা দুঃখে সঙ্কটেতে নহে কোন কর্ম্ম।
সুকর্ম্মবিহীন রাজা বৃথা তার জন্ম ॥
এ উপায়ে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন।
পশ্চাৎ করিবা তাহা যাহা লয় মন ॥
এতেক বলিল যদি ইন্দ্রের নন্দন।
সাধু বলি প্রশংসা করেন নারায়ণ ॥
ধর্ম্মরাজ বলেন বলহ নারায়ণ।
জরাসন্ধ নাম তার কিসের কারণ ॥
অত বল ধরে কাহার পাইয়া বর।
তোমা হিংসি রক্ষা পায় বিস্ময় অন্তর ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কর অবধান।
জরাসন্ধ বিবরণ কহি তব স্থান ॥
মগধ দেশের রাজা নাম বৃহদ্রথ।
অগণিত সৈন্যগণ গজ বাজী রথ ॥
তেজে সূর্য্য ক্রোধে যম ধনে ধনপতি।
রূপে কামদেব রাজা ক্ষমাগুণে ক্ষিতি ॥
নিরন্তর যজ্ঞ করে অন্য নাহি মন।
দুই কন্যা দিল তারে কাশীর রাজন ॥
পুত্রার্থী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে মহীপাল।
না হইল বংশ তার গেল যুবাকাল ॥
আপনারে ধিক্কার করিয়া নরপতি।
রাজ্য ত্যজি বনে গেল ভার্য্যার সংহতি ॥
গৌতমনন্দন চণ্ডকৌশিক যে ঋষি।
পরম তপস্বী তিনি সদা বনবাসী ॥
বহুদেশ ভ্রমিয়া নগরে নগরে উপনীত।
বৃক্ষতলে রাজা তাঁরে দেখে আচম্বিত ॥
তবে রাজা প্রণমিল মুনির চরণ।
মুনি জিজ্ঞাসিল রাজা কোথায় গমন ॥

করযোড়ে ভূমিপতি বলিল বচন।
মম দুঃখ অবধান কর তপোধন॥
বহু কর্ম্ম করিলাম রাজ্যে হ'য়ে রাজা।
সমুচিত বিধানেতে পালিলাম প্রজা॥
ধন জনে আর মন নাহি তপোধন।
সব শূন্য দেখি মুনি, পুত্রের কারণ॥
এই হেতু রাজ্য ত্যজি যাই বনবাস।
তপস্যা করিব গিয়া লইয়া সন্ন্যাস॥
রাজার বিনয় শুনি গৌতম-নন্দন।
ধ্যানেতে বসিয়া মুনি চিন্তে ততক্ষণ॥
হেনকালে দৈবে সেই আম্রবৃক্ষ হৈতে।
শূন্য হ'তে এক আম্র পড়িল ভূমিতে॥
আম্র ল'য়ে মুনিবর হৃদে লাগাইল।
হরিষে রাজার করে অর্পিয়া কহিল॥
এ ফল খাইতে দেহ প্রধান ভার্য্যারে।
গুণবান পুত্র হবে তাহার উদরে॥
বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল রাজা যাও নিজ ঘর।
এত শুনি আনন্দিত হৈল নরবর॥
মুনি প্রণমিয়ে রাজা নিজালয়ে গেল।
দুই ভার্য্যা সমান দোঁহারে বাঁটি দিল॥
দুই ভাগ করি দোঁহে করিল ভক্ষণ।
এককালে গর্ভবতী হৈল দুইজন॥
একত্র প্রসব দোঁহে হৈল এককালে।
আনন্দে নিরখে দোঁহে সেই দুই বালে॥
এক চর্ম্ম নাশা কর্ণ এক পদ কর।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় অন্তর॥
হৃদয়ে হানিয়া কর বিষাদে বলিল।
দশ মাস গর্ভব্যথা বৃথা বহা গেল॥
সেইক্ষণে ফেলাইয়া দিল দাসীগণ।
জরা নামে রাক্ষসী আইল ততক্ষণ॥
সদাই শোণিত মাংস আহার যাহার।
সংসারের গর্ভপাত শাসন তাহার॥
রাজগৃহে গর্ভপাত শুনিয়া ধাইল।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় মানিল॥
আপন নয়নে ইহা কখন না দেখে।
দুই হাতে দুইখান লইয়া নিরখে॥
রহস্য দেখিয়া দুই সংযোগ করিল।
আচম্বিতে দুই অঙ্গ একত্র হইল॥
উঙা উঙা করি কান্দে মুখে হাত ভরি।
আশ্চর্য্য হইয়া চিত্তে ভাবে নিশাচরী॥
না হবে উদর পূর্ণ ইহারে খাইলে।
নৃপতি হইবে তুষ্ট এ পুত্র পাইলে॥
এত চিন্তি কোলে করি লইল নন্দন।
মেঘের গর্জ্জন জিনি শিশুর নিঃস্বন॥
মনুষ্যের মূর্ত্তি ধরি জরা নিশাচরী।
রাজার সম্মুখে গেল পুত্র কোলে করি॥
নৃপতিরে কহিল সকল বিবরণ।
হের ধর লও রাজা আপন নন্দন॥
পুত্র পেয়ে উল্লাসিত হইল নৃপতি।
তবে জিজ্ঞাসিল রাজা রাক্ষসীর প্রতি॥
কে তুমি কোথায় বাস কি তোমার নাম।
কার কন্যা কার ভার্য্যা কোথা তব ধাম॥
এত স্নেহ আমারে তোমার কি কারণে।
আমারে এমত করে নাহি ত্রিভুবনে॥
রাজার বচন শুনি বলে নিশাচরী।
আমারে সৃজিল অগ্রে সৃষ্টি অধিকারী॥
শিশুর বিনাশে মম হইল সৃজন।
সর্ব্ব গৃহে থাকি আমি ভক্ষ্যের কারণ॥
পুত্র পৌত্র সহ মোরে যে গৃহস্থ পূজে।
বিবিধ বিধানে সুখ মম বরে ভুঞ্জে॥
নিষ্কণ্টকে তাহার বালকগণ বাড়ে।
নির্ব্যাধি সে হয়, ব্যাধি তাদের ছাড়ে॥
তব গৃহে পূজা রাজা পাই অনুক্ষণ।
তেঁই রক্ষা করিলাম তোমার নন্দন॥
সমুদ্রে শোষয়ে রাজা মম এই পেটে।
সুমেরু সদৃশ মাংস খাইলে না আঁটে॥
এত বলি রাক্ষসী চলিল নিজ স্থান।
পুত্র পেয়ে নরপতি মহা হর্ষ মন॥
জাতকর্ম্ম বিধিমত করিল রাজন।
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ॥
জরায় সন্ধিত হেতু নাম জরাসন্ধ।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ চন্দ্র॥

কতদিনে বৃহদ্রথ পুত্রে রাজ্য দিয়া ।
ভার্য্যা সহ বনে গেল ব্রহ্মচর্য্য নিয়া ॥
জরাসন্ধ রাজা হৈল বলে মহাবল ।
নিজ ভুজবলেতে শাসিল ভূমণ্ডল ॥
দুই সেনাপতি হংস ডিম্বক তাহার ।
সর্ব্বত্র অভয় অস্ত্রে অভেদ আকার ॥
তিন জন মহাবীর অজেয় সংসারে ।
চতুর্থ জামাতা কংস মহাবল ধরে ॥
আমা হৈতে ভোজপতি যবে হ'ল হত ।
তথা হৈতে গদা প্রহারিল বার্হদ্রথ ॥
শতেক যোজন গদা এল আচম্বিতে ।
মথুরা কাঁপিল যেন গিরি বজ্রাঘাতে ॥
সংগ্রামে সাজিয়া আসে অষ্টাদশ বার ।
ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী সহ পরিবার ॥
হংস নামে এক রাজা ছিল সঙ্গে তার ।
বলভদ্র হাতে তার হইল সংহার ॥
মরিল মরিল হংস হৈল এই শব্দ ।
শুনিয়া মগধ লোক হইলেক স্তব্ধ ॥
ডিম্বক আছিল সেই রাজ্যের রক্ষণ ।
শুনিল সংগ্রামে হ'ল ভ্রাতার মরণ ॥
সহিতে নারিল, শোকে হইল অস্থির ।
ডুবিয়া যমুনা-জলে ত্যজিল শরীর ॥
জরাসন্ধ সহ তবে হংস গেল ঘর ।
শুনিল মরিল শোকে ডুবিয়া সোদর ॥
হেনমতে ডুবিয়া মরিল দুইজন ।
একমাত্র জরাসন্ধ আছয়ে দুর্জ্জন ॥
সংগ্রামে জিনিতে তাঁরে না দেখি ভুবনে ।
উপায় আছয় এক চিন্তিয়াছি মনে ॥
মল্লযুদ্ধ বিনা তার না হয় নিধন ।
বৃকোদর বাহুবলে করিবে সাধন ॥
আমার হৃদয় যদি জান মহাশয় ।
আমার বচন তবে করহ প্রত্যয় ॥
পৌরুষ বিভব যদি বাঞ্ছ নরপতি ।
ভীমার্জ্জুন দেহ রাজা আমার সংহতি ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন ।
একদৃষ্টে চান ভীমার্জ্জুনের বদন ॥
হৃষ্টমুখ দুই ভাই দেখি নরপতি ।
কহেন মধুর বাক্যে গোবিন্দের প্রতি ।
কি কারণে এমত বলিলা যদুরায় ।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কি আছে উপায় ॥
লক্ষ্মী পরাঙ্মুখ যারে সে তোমা না জানে ।
সহজে পাণ্ডববন্ধু খ্যাত ত্রিভুবনে ॥
তব নাম নিলে ভয় নাহি ত্রিজগতে ।
তার কি আপদ যার থাকিবা সঙ্গেতে ॥
এত বলি নরপতি দুই ভাই ল'য়ে ।
গোবিন্দের চরণে দিলেন সমর্পিয়ে ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার ।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার ॥

মগধরাজ্যে ভীমার্জ্জুন সহিত শ্রীকৃষ্ণের যাত্রা ।

শুভক্ষণ করিয়া চলেন তিন জন ।
পদব্রজে ধরি ব্রহ্মচারীর লক্ষণ ॥
পদ্মসর লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত কালকূট ।
গণ্ডকী ঘর্ঘর বর্ত্ত বিষম সঙ্কট ॥
সরযু অযোধ্যা আর নগর মিথিলা ।
ভাগীরথী সরস্বতী যমুনা আইলা ॥
পার হৈয়া পূর্ব্ব মুখে যান তিন জনে ।
গেলেন মগধ রাজ্যে তারা কত দিনে ॥
চৈত্ররথ আদি করি পঞ্চ মহাগিরি ।
তাহার মধ্যেতে বৈসে গিরি ব্রজপুরী ॥
অনুপম দেশ সেই দেখিতে সুন্দর ।
ধন ধান্য গো মহিষ সহিত নগর ॥
ভীমার্জ্জুনে বলেন গোবিন্দ মহামতি ।
এই পঞ্চ গিরি মধ্যে নগর বসতি ॥
পঞ্চ পর্ব্বতের কথা শুন দুই জন ।
শক্র দেখি দ্বার রুদ্ধ হয় ততক্ষণ ।
আর এক আশ্চর্য্য আছয়ে দুয়ারেতে ।
তিন গোটা ভেরী শব্দ করে আচম্বিতে ॥
শক্র দেখি ভেরী শব্দ করয়ে যখন ।
সজাগ হইয়া সেনা করয়ে সাজন ॥
শক্রবাপী অর্ব্বুদ এ দুই নাগবর ।
যার ভয়ে রিপু নাহি প্রবেশে নগর ॥

মহারথীগণ সব রক্ষা করে দ্বার।
ইহার উপায় এক করহ বিচার ॥
অর্জ্জুন বলেন ভেরী রৈল মম ভাগে।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন নিবারিব দুই নাগে ॥
ভীম বলিলেন মম পর্ব্বতের ভার।
অন্য পথে যাব পুরে না যাইব দ্বার ॥
এইরূপ বিচার করেন তিনজন।
দ্বার ত্যজি করিলেন গিরি আরোহণ ॥
নাগের কারণ দেব কৃষ্ণ মহামতি।
খগপতি স্মরণ করেন শীঘ্রগতি ॥
আইল ভুজঙ্গরিপু কৃষ্ণের স্মরণে।
এ তিন ভুবন কম্পে যাহার গর্জ্জনে ॥
ভয়েতে ভুজঙ্গ দুই প্রবেশে পাতালে।
কৃষ্ণেরে মেলানি মাগি খগপতি চলে ॥
ভেরী হেতু অর্জ্জুন এড়িলা শব্দভেদী।
এক অস্ত্রে তিন ভেরী ফেলিলেন ছেদী ॥
চৈত্রগিরি পৃষ্ঠে করিলেন আরোহণ।
রিপু দেখি গিরিবর করয়ে গর্জ্জন ॥
গিরিশৃঙ্গ ধরি ভীম উপাড়িয়া করে।
অচল করিল বজ্রমুষ্টির প্রহারে ॥
পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া কৈল নগরে প্রবেশ।
সুরপুর সম দেখে জরাসন্ধ দেশ ॥
সুগন্ধি কুসুম মাল্য দেখি সুশোভন।
বলে ল'য়ে তিন জন করেন ভূষণ ॥
পূর্ব্ব দ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন তিন জনা।
অন্তঃপুরে যাইতে ব্রাহ্মণে নাহি মানা ॥
তিন দ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন অন্তঃপুর।
যথা আছে মহীপাল জরাসন্ধ শূর ॥
যজ্ঞদীক্ষা লইয়াছে যজ্ঞেতে তৎপর।
উপবাসী ব্রতী হ'য়ে আছে একেশ্বর ॥
কেবল ব্রাহ্মণগণ আসে তথাকারে।
বিনাহ্বানে অন্য জন যাইতে না পারে ॥
তিন দ্বিজ দেখি রাজা উঠি যোড়হাতে।
অগ্রসরি আসিয়া লইল কত পথে ॥
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন।
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া বৈসেন তিনজন ॥

তিন জন মূর্ত্তি রাজা করে নিরীক্ষণ।
শাল বৃক্ষ কোঁড়া যেন অঙ্গের বরণ ॥
আজানুলম্বিত বাহু বলের আধার।
অস্ত্রচিহ্ন লেখা আছে অঙ্গে সবাকার ॥
ভূষণ বিবিধ মালা দেখিয়া রাজন।
নিন্দা করি বলিতে লাগিল ততক্ষণ ॥
ব্রতী বিপ্র হ'য়ে কেন হেন অনাচার।
সুগন্ধি চন্দন মাল্য অঙ্গে সবাকার ॥
মুনিগণ কহে আর আমি জানি ভালে।
ব্রাহ্মণ কখন মাল্য নাহি পুরে গলে ॥
পরিধান বহুবিধ বিচিত্র বসন।
বিপ্রদেহে অস্ত্রচিহ্ন কিসের কারণ ॥
সত্য কহ তোমরা যে হও কোন্ জাতি।
কি হেতু আইলা বল আমার বসতি ॥
দ্বিজ বিনা আসে হেথা নাহি অন্যজন।
চোররূপে আসিয়াছ লয় মম মন ॥
চৈত্রগিরি শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া আইলে হেথায়।
রাজদ্রোহ পাপভয় নাহিক তোমায় ॥
কি হেতু আইলা কোন্ ভিক্ষা অনুসারে।
কোন্ বিধিমতে করি পূজা সবাকারে ॥
এত শুনি বাসুদেব বলেন বচন।
গভীর নিনাদ যেন শরীর দাহন ॥
পুষ্পমাল্য সদা রাজা লক্ষ্মীর আশ্রয়।
লক্ষ্মীপ্রিয় কর্ম্মেতে কাহার বাঞ্ছা নয় ॥
দ্বারে না আইলা হেন বলিলে বচন।
শত্রুগৃহ দ্বারেতে না যাই কদাচন ॥
জরাসন্ধ বলে মম না হয় স্মরণ।
কবে শত্রু আমার তোমরা তিনজন ॥
না হিংসিতে যেইজন হিংসা আসি করে।
তার সম পাপী নাহি সংসার ভিতরে ॥
কারো হিংসা নাহি করি আমি মনে জানি।
কিমতে তোমার শত্রু কহ দেখি শুনি ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি কহ বিপরীত।
তোমার যতেক নিন্দা জগতে বিদিত ॥
পৃথিবীর রাজা সব বান্ধিয়া আনিলে।
পশুবৎ রাখিয়াছ নিজ বন্দীশালে ॥

মহাদেবে বলি দিবা শুনিনু শ্রবণে ।
বল দেখি হেন কর্ম্ম করে কোন্ জনে ॥
আপদভঞ্জন আমি ধর্ম্মের রক্ষণ ।
জ্ঞাতিহিংসা দেখিতে না পারি কদাচন ॥
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশবার ।
যারে পলাইলা সব করিয়া সংহার ॥
সেই কৃষ্ণ আমি বসুদেবের নন্দন ।
পাণ্ডুপুত্র ভীমার্জ্জুন এই দুইজন ॥
আপনার হিত যদি বাঞ্ছহ রাজন ।
আমার বচনে রাজ্য ছাড় রাজগণ ॥
নহে যুদ্ধ কর রাজা আমার সংহতি ।
দুই কর্ম্মে তোমার যেমন লয় মতি ॥
শ্রীকৃষ্ণের বচনে জ্বলিল জরাসন্ধ ।
অশেষ বিশেষে গোবিন্দেরে বলে মন্দ ॥
পূর্ব্বকথা বিস্মরণ হইল তোমার ।
যুদ্ধে পলাইয়া গেলে শৃগাল আকার ॥
পৃথিবী ছাড়িয়া গেলে সমুদ্র ভিতরে ।
কভু নাহি শুনি পুনঃ আসিতে নগরে ॥
এখন তোমারে দেখি আপনার দেশে ।
করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম বল কি সাহসে ॥
দর্প করি কহিলে ছাড়িতে রাজগণ ।
কাহার শরীরে সহে এমত বচন ॥
ভুজবলে বান্ধি আনিলাম রাজগণে ।
সঙ্কল্প করেছি বলি দিব ত্রিলোচনে ॥
পূর্ব্বকথা তব বুঝি নাহিক স্মরণে ।
যাও গোপসুত লজ্জা নহিল বদনে ॥
সংগ্রাম মাগিলা কেন না বুঝি কারণ ।
তোমা ছার সহিত যুঝিবে কোন্ জন ॥
যেবা ভীমার্জ্জুন দেখি অত্যল্প বয়স ।
ইহাদের সহ যুদ্ধে হইবে অযশ ॥
মারিলে পৌরুষ নাহি হারিলে অযশ ।
পলাও বালকদ্বয় না কর সাহস ॥
গোপালের বলে বুঝি করিলা উদ্যম ।
না জানহ জরাসন্ধ কৃতান্তের যম ॥
এতেক বলিল যদি জরাসন্ধ কোপে ।
ক্রোধে বীর বৃকোদর অধরোষ্ঠ কাঁপে ॥
গোবিন্দ বলেন মিথ্যা না কর বড়াই ।
তোমার বিচারে দেখি সম কেহ নাই ॥
সে কারণে হীনবল দেখি রাজগণে ।
বলে ধরি মারিবারে চাহ অকারণে ॥
না করিবা ইচ্ছা যদি আমা সহ রণ ।
এ দোঁহার মধ্যে তব যারে লয় মন ॥
বালক বলিয়া চিত্তে না ভাবিও তুমি ।
ক্ষণেকে জানিবে অগ্রে চল যুদ্ধভূমি ॥
জরাসন্ধ বলে যদি ইচ্ছিলে মরণ ।
রণ বাঞ্ছা করিলে করিব আমি রণ ॥
কিরূপে করিবে রণ কহ দেখি শুনি ।
এত শুনি তাহারে কহেন চক্রপাণি ॥
বিধির নিয়ম এই ক্ষত্রধর্ম্মে কয় ।
সৈন্যে সৈন্যে যুদ্ধ কিংবা একা একা হয় ॥
একাকী করহ যুদ্ধ ইচ্ছা যার সনে ।
গদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ যেই লয় মনে ॥
শুনিয়া বলিছে বৃহদ্রথের কুমার ।
ভুজবলে মহামত্ত করি অহঙ্কার ॥
সহজে বালক এই বিশেষ অর্জ্জুন ।
হীনবল সহ যুদ্ধ না করে নিপুণ ॥
কোমল বালক প্রায় দেখি যে নয়নে ।
কিছুমাত্র বৃকোদর লয় মম মনে ॥
ভীমের সহিত আজি করিব সমর ।
এত বলি উঠিল মগধ দণ্ডধর ॥
দুই গোটা গদা রাজা আনিল তখনি ।
ভীমে দিল এক, এক লইল আপনি ॥
নগর বাহিরে গেল রঙ্গ ভূমি যথা ।
ধাইল নগর লোক শুনি যুদ্ধকথা ॥
কৌতুক দেখেন কৃষ্ণ থাকিয়া অন্তর ।
নৃপতি যুঝিছে সহ বীর বৃকোদর ॥
অপূর্ব্ব সংগ্রাম করে ভীম জরাসন্ধ ।
বিস্তারে রচিয়া কহে ত্রিপদীর ছন্দ ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস জরাসন্ধ বধে ।
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দের পদে ॥

——

জরাসন্ধ সহ ভীমের যুদ্ধ।

অপূর্ব্ব সংগ্রাম, না হয় বিরাম,
হইল মগধ ভীমে।
গজরাজ নক্রে, বেত্রাসুর শক্রে,
যেমত রাবণ রামে॥
কেশ বাস সারি, করে গদা ধরি,
দুজন হইল আগে।
কর্কশ বচন, করিছে ভৎর্সন,
দুই জন মত্ত রাগে॥
আরে রে পাণ্ডব, কোথা রে খাণ্ডব,
আইলা মগধ দেশে।
নিকট মরণ, এই সে কারণ,
দৈবে বান্ধি আনি পাশে॥
শুনিয়া তর্জ্জন, করিয়া গর্জ্জন,
বলিছে কুন্তীর সুত।
তোমারে শমন, করিল মনন,
আমি হ'য়ে এলাম দূত॥
ক্রোধে বৃকোদর, কম্পে কলেবর,
যেমন কদলীপাত।
মণ্ডলী করিয়া, ত্বরিত ফিরিয়া,
দোঁহে করে করাঘাত॥
বিপরীত নাদ, পড়িল প্রমাদ,
শ্রবণে লাগিল তালা।
দন্ত কড়মড়, শ্বাসে বহে ঝড়,
উড়ি যায় মেঘমালা॥
করে করে ছাঁদি, পদে পদে বান্ধি,
দুই জনে দোঁহে টানে।
ক্ষণে দোঁহা ছাড়ি, শিরে শিরে তাড়ি,
হৃদয়ে হৃদয় হানে॥
ঊরুতে জঘনে, ছান্দিল সঘনে,
ভূমে গড়াগড়ি যায়।
শ্রমজল অঙ্গে, রণধূলি সঙ্গে,
ঢাকিল দোঁহার গায়॥
রুধিরে জর্জ্জর, দুই কলেবর,
অন্তর হইয়া ক্ষণে॥
ক্রোধে কায় কম্পে, যেন দুই ঝম্পে,
দোঁহাপর দুইজনে॥
ঘোর নাদ চট, দোঁহে বাহুস্ফোট,
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে।
পদে ভূ বিদারে, চাপিয়া অধরে,
তর্জ্জনী তুলিয়া গর্জ্জে॥
সে দোঁহে দোঁহারে, গদার প্রহারে,
হৃদে ভুজ শির পিঠে।
ঘোরতর রণ, দেখে সর্ব্বজন,
গদাঘাতে অগ্নি উঠে॥
কেহ নহে ঊন, ধরি পুনঃ পুনঃ
হৃদয়ে হৃদয় চাপে।
ভুজে ভুজে ভিড়ি, ভূমিতলে পড়ি,
পুনঃ দোঁহে উঠে লাফে॥
যেন দ্বি বারণ, বারুণী কারণ,
যুঝয়ে পর্ব্বত মাঝে।
যেন দ্বি বৃষভে, সুরভীর লোভে,
গোষ্ঠের ভিতর যুঝে॥
কার্ত্তিক প্রথমে, প্রতিপদ ক্রমে,
অহর্নিশি দোঁহে রণে।
হৈল চতুর্দ্দশী, কহে দাস কাশী,
বিশ্রাম না বায়ু পানে॥

জরাসন্ধ বধ।

অহর্নিশি চতুর্দ্দশ দিবস সংগ্রাম।
নিশ্বাস ছাড়িতে দোঁহে না করে বিশ্রাম॥
অনাহারে পীড়িত দোঁহার কলেবর।
নিস্তেজ হইল বৃহদ্রথের কুঙর॥
অচল হইল অঙ্গ হরিলেক জ্ঞান।
তথাপি দণ্ডায়মান ছিল বিদ্যমান॥
পবননন্দন ভীম মহাপরাক্রম।
এত যুদ্ধে শরীরে তিলেক নাহি শ্রম॥
ডাকিয়া বলেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর।
এইকালে শত্রু কেন না কর সংহার॥
কৃষ্ণের বচনে ক্রোধ করি বৃকোদর।
পায়ে ধরি ফেলিলেন ভূমির উপর॥

পৃষ্ঠা—২৩৬। জরাসন্ধ বধ।

পুনরপি ধরে তারে কুন্তীর কুমার।
দুই পায়ে ধরিয়া ভ্রমায় চক্রাকার॥
শতবার ভ্রমাইয়া ফেলে ভূমিতলে।
বক্ষঃস্থলে চাপিয়া বসিল মহাবলে॥
কণ্ঠে জানু দিয়া, বুকে বজ্রমুষ্টি মারে।
গুরুতর গর্জ্জনেতে কাঁপে ধরাপরে॥
রাজ্যের যতেক লোক হৈল মৃতপ্রায়।
কাহার' বচন কেহ শুনিতে না পায়॥
গর্ভবতীর স্ত্রীর গর্ভ পড়িল খসিয়া।
হস্তী অশ্ব আদি পশু যায় পলাইয়া॥
যথাশক্তি বৃকোদর করেন প্রহার।
তথাপি না হয় জরাসন্ধের সংহার॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া ভীম বলেন কৃষ্ণেরে।
যথাশক্তি করিলাম প্রহার ইহারে॥
ইহার মরণ আমি না দেখি উপায়।
এত শুনি ডাকিয়া কহেন যদুরায়॥
পূর্ব্বে সন্ধি কহিয়াছি কেন বিস্মরণ।
সেই ছিদ্রে জরাসন্ধ হইবে নিধন॥
বৃকোদরে দেখাইয়া দিলেন শ্রীনাথ।
দুই করে ধরি চিরিলেন বেণাপাত॥
দেখিয়া হলেন তুষ্ট কুন্তীর নন্দন।
পুনরপি ধেয়ে যান করিয়া গর্জ্জন॥
বজ্রমুষ্টি মারিয়া পাড়েন ভূমিতলে।
সিংহ যেন মৃগ ধরি ফেলে অবহেলে॥
একপদ পদে চাপি এক পদে কর।
হুঙ্কারিয়া টানিলেন বীর বৃকোদর॥
মধ্যখান চিরিয়া করেন দুইখান।
জন্মকাল অঙ্গ প্রাপ্তে হারাইল প্রাণ॥
জরাসন্ধ পড়িল সহর্ষ নারায়ণ।
আনন্দেতে তিনজনে কৈল আলিঙ্গন॥
রাজ্যেতে যতেক লোক প্রমাদ গণিল।
জরাসন্ধ-সুত সহদেব-নাম ছিল॥
আশ্বাসিয়া জগন্নাথ করেন অভয়।
মগধ রাজ্যেতে সেই দণ্ডধর হয়॥
বন্দিশালে যতেক আছিল রাজগণ।
একে একে সবাকার ঘুচিল বন্ধন॥
নানারত্নে সবাকারে করিল ভূষণ।
করযোড়ে স্তুতি করি কহে রাজগণ॥
সদয় হৃদয় তুমি সেবক-রঞ্জন।
দুর্ব্বলের বল গর্ব্বি গৌরব-ভঞ্জন॥
অনাথের নাথ তুমি হিংসকের অরি।
ধর্ম্মের পালন হেতু মর্ত্তে অবতরি॥
কে বর্ণিতে পারে গুণ বেদে অগোচর।
সদা যোগ ধ্যানে যারে না পান শঙ্কর॥
জরাসন্ধ নৃপবর যত দুঃখ দিল।
তোমারে হেরিয়া হরি সব দূর হৈল॥
অভয় পঙ্কজপদ দেখিনু নয়নে।
বদনে অমৃত ভাষা শুনিনু শ্রবণে॥
বলে জরাসন্ধ প্রভু করিল বন্ধন।
এতদিনে বলি দিত সব রাজগণ॥
কৃপায় সবারে প্রভু করিলা উদ্ধার।
এ কর্ম্ম তোমার প্রভু কিছু নহে ভার॥
আজ্ঞা কর আমরা করিব কিবা কার্য্য।
গোবিন্দ বলেন সবে যাও নিজ রাজ্য॥
এত শুনি রাজগণ করে অঙ্গীকার।
প্রণমিয়া দেশে সবে গেল যে যাহার॥
তবে জরাসন্ধ রথ আনি নারায়ণ।
তিনজনে সে রথে করেন আরোহণ॥
অপূর্ব্ব সুন্দর রথ লোকে অগোচর।
সেই রথে চড়ি পূর্ব্বে দেব পুরন্দর॥
দলিল দানবগণ ঊনশতবার।
যোজন পর্য্যন্ত দৃষ্টি হয় ধ্বজ যার॥
ইন্দ্র হৈতে পায় বসু, মগধ ঈশ্বরে।
বসু হৈতে বৃহদ্রথ, সে দিল কুমারে॥
সেই রথে চড়িয়া চলেন তিনজন।
গোবিন্দ গরুড়ে তবে করিলা স্মরণ॥
আজ্ঞা করিলেন বসিবারে ধ্বজোপর।
খগপতি ধ্বজরথ ঘোষে চরাচর॥
শঙ্খনাদ করিয়া চলিলা শীঘ্রগতি।
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত তিন মহামতি॥
যুধিষ্ঠির চরণে করিয়া নমস্কার।
একে একে কহেন সকল সমাচার॥

আনন্দেতে যুধিষ্ঠির করি আলিঙ্গন।
গোবিন্দে অনেক পূজা করেন তখন॥
জরাসন্ধ রথ আর অমূল্য রতন।
কৃষ্ণেরে দিলেন রাজা হ'য়ে হৃষ্টমন॥
সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

———

অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়।

করি কৃতাঞ্জলি, পার্থ মহাবলী,
কহেন রাজার আগে।
আজ্ঞা কর রায়, করিব উপায়,
রাজসূয় যজ্ঞভাগে॥
অতুল কার্ম্মুক, গাণ্ডীব ধনুক,
অক্ষয় তূণ যুগল।
রথ কপিধ্বজ, দেব দত্তাম্বুজ,
চারি তুরঙ্গম বল॥
অপ্রাপ্য সংসারে, দেব বাঞ্ছা করে,
হেলাতে আমারে মেলে।
এ সবার গুণ, যশ উপার্জ্জন,
শাসিব রাজার দলে॥
অগম্য যে পথ, কুবের পালিত,
উত্তরে যাইব আমি।
শুনিয়া বচন, স্নেহ আলিঙ্গন,
করেন পাণ্ডব স্বামী॥
করি শুভক্ষণ, আনি দ্বিজগণ,
যে বেদ বেদাঙ্গ জানে।
মঙ্গল বচনে, মাধব স্মরণে,
মঙ্গল করে বিধানে॥
রথ গজ বাজী, সেনাগণ সাজি,
চলিল কটক সাথে।
পূর্ব্বদিকে ভীম, নকুল পশ্চিম,
দক্ষিণ কনিষ্ঠ ভ্রাতে॥
অর্জ্জুনের সেনা, শ্বেত পীত নানা,
বিবিধ বাজনা বাজে।
শঙ্খের বাজন, গজের গর্জ্জন,
শুনি কম্প ক্ষিতিমাঝে॥

প্রথমে প্রবেশ, কুলিন্দের দেশ,
হেলায় জিনিল তারে।
কালকূট বর্ত্ম জিনিয়া আনর্ত্ত,
সুমণ্ডল নৃপবরে॥
শাকল সুদ্বীপে, প্রতিবিন্দ নৃপে,
জিনিল ক্ষণেক রণে।
প্রাগ্‌দেশ ধাম, ভগদত্ত নাম,
বিখ্যাত রাজা ভুবনে॥
তার যত সেনা, না যায় গণনা,
কিরাত কাননবাসী।
বিপরীত মুখ, ধারণ ধনুক,
গুঞ্জাহার মালা ভূষি॥
করি কেশ গুটি, বান্ধা ঊর্দ্ধ ঝুঁটী,
বেষ্টিত বৃক্ষের লতা।
পরম হরিষে, ধাইল রণে সে,
শুনিয়া সংগ্রাম কথা॥
ঘোর ডাক পাড়ে, নানা অস্ত্র ছাড়ে,
হইল উভয়ে রণ।
ভগদত্ত রাজ, পুরন্দরাত্মজ,
মুখামুখী দুইজন॥
দোঁহে ধনুর্দ্ধর, ফেলে নানা শর,
যাহার যতেক শিক্ষা।
মারুত অনল, সূর্য্য বসু জল,
বিবিধ মন্ত্রেতে দীক্ষা।
অষ্ট অহর্নিশি, দোঁহে উপবাসী,
বিশ্রাম না করে ক্ষণে।
দেখি ভগদত্ত, বলে মহামত্ত,
হাসিয়া বলে অর্জ্জুনে॥
নিবর্ত্তহ রণ, ইন্দ্রের নন্দন,
তুমি হও সখা সুত।
তোমার জনক, ত্রিদশ পালক,
সখা মম পুরুহূত॥
মনে ছিল ভ্রম, তোমার বিক্রম,
জানিলাম এতদিনে।
কিসের কারণ, কর তুমি রণ,
হেথা বা আইলে কেনে॥

বলেন বিজয়, ধর্ম্মের তনয়,
কুরুকুলে হন রাজা।
করিবেন ক্রতু, চাহি এই হেতু,
দিব তাঁরে কিছু পূজা,
য দ মোর প্রতি, হইয়াছ প্রীতি,
তবে নিবেদন করি।
ক্ষম মম দোষ, দেহ কিছু কোষ,
প্রাগ্‌দেশ অধিকারী ॥
বিবিধ পর্ব্বতে, নৃপ শতে শতে,
কতেক লইব নাম।
দিয়া ধনচয়, কেহ মিলে তায়,
কেহ বা করে সংগ্রাম ॥
উলূকের পতি, বৃহন্ত নৃপতি,
করিল অনেক রণ।
মোদাপুর ধাম, দেবক সুদাম,
তিনি দেন বহু ধন ॥
রাজা সেনাসিন্ধু, দিল রত্ন সিন্ধু,
পৌরব পর্ব্বত রাজা।
লোহিতমণ্ডল, রাজা মহাবল,
করিল অনেক পূজা ॥
ত্রিগর্ত্তমণ্ডলে জিনি বীর হেলে,
সিংহপুরে সিংহরাজ।
বাহ্লীক নারদ, নৃপতি কামদ,
বৈসে কামগিরি মাঝ ॥
অপূর্ব্ব সে দেশ, নানা বর্ণ অশ্ব,
শুক ময়ূরের রঙ্গে।
কৌতুকে অর্জ্জুন, নিল অশ্বগণ,
বিবিধ রতন সঙ্গে ॥
নৃপতি জীবন, কৈল মহারণ,
হারিয়া ভজিল আসি।
ভুবনে অপূর্ব্ব, দিল বহু দ্রব্য,
নানা বর্ণে রাশি রাশি ॥
তবে একে একে, জিনিয়া সবাকে,
উঠিল হেমন্তগিরি।
তাহে যত ছিল, হেলায় জিনিল,
গন্ধর্ব্ব দানবপুরী ॥

পর্ব্বত কৈলাস, কুবেরের বাস,
যক্ষ রক্ষ কোটি কোটি।
মনুষ্য কিন্নর, হইল সমর,
হলেন জয়ী কিরীটি ॥
ইন্দ্রের কোঙর, ইন্দ্র সম শর,
মারিলেক বহু যক্ষ।
পলাইল ডরে, কহিল কুবেরে,
পুরে পশিল বিপক্ষ ॥
শুনি বৈশ্রবণ, ল'য়ে বহু ধন,
পূজিল পাণ্ডুর সুতে।
স্নেহভাবে তায়, করিল বিদায়,
পার্থ যান তথা হৈতে ॥
নগর হাটক, নিবাসী গুহ্যক,
জিনি পাইলেন ধন।
ল'য়ে রত্ন ধন, চলেন অর্জ্জুন,
হ'য়ে আনন্দিত মন ॥
মানস সে সর, তথা বীরবর,
দেখি হইলেন সুখী।
অমরনগরী, অপ্সরী কিন্নরী,
কোটি কোটি শশিমুখী ॥
জিতেন্দ্রিয় ধীর, পার্থ মহাবীর,
নাহি চান কার' পানে।
সেই সরোবাসী, ছিল বহু ঋষি,
আশীষ করে অর্জ্জুনে ॥
তথা হৈতে চলে, যান কুতূহলে,
চলে অতি শীঘ্রগামী।
সংগ্রামে প্রচণ্ড, তেজেতে মার্ত্তণ্ড
জিনিয়া ভারতভূমি ॥
তাহার উত্তর, যান বীরবর,
হরিবর্ষ নামে খণ্ড।
দেখি দ্বারপাল, ধায় পালে পাল,
হাতে করি লৌহদণ্ড ॥
দেখিয়া মানুষে, সর্ব্বজন হাসে,
অতি অপরূপ বাসি।
বিস্ময় অন্তরে, কহে অর্জ্জুনেরে,
তুমি যে বড় সাহসী ॥

মানব শরীরে, আইলে এথারে,
কভু নাহি দেখি শুনি।
নিবর্ত্তহ তুমি, অগম্য এ ভূমি,
কাহার শকতি জিনি ॥
ভারত দিগন্ত, আইলা অত্যন্ত,
তুমি কি ভ্রান্ত হইলা।
এ পুর উত্তর, কুরুর নগর,
এথা কি হেতু আইলা ॥
দেখিতে না পাবে, কি যুদ্ধ করিবে
নাহি নরলোকে গতি।
শুনিয়া অর্জ্জুন, বিস্মিত বদন,
বলেন দ্বারীর প্রতি ॥
ধর্ম্ম নরবর, ক্ষত্রিয় ঈশ্বর,
তাঁহার আমি কিঙ্কর।
তোমা না লঙ্ঘিব, পুরে না পশিব,
কিছু দেহ মোরে কর ॥
শুনি ততক্ষণ, দ্বারপালগণ,
অনেক রতন দিল।
লইয়া অর্জ্জুন, গেলেন তখন,
দক্ষিণ মুখে চলিল ॥
আসিবার কালে, বহু মহীপালে,
জিনিয়া নিলেন কর।
বাদ্য কোলাহলে, চতুরঙ্গ দলে,
চলিল নিজ নগর ॥
মণি মরকত, কনক রজত,
মুকুতা প্রবাল রাশি।
নানা বর্ণ বাস, অশ্ব গো মহিষ,
ল'য়ে কত দাস দাসী ॥
জয় জয় নাদে, শঙ্খের নিনাদে,
প্রবেশে ইন্দ্রপ্রস্থেতে।
ইন্দ্রের আত্মজ, ত্যজিয়া সে সাজ,
গেলেন ধর্ম্ম অগ্রেতে ॥
ভূমিতলে পড়ি, দুই কর যুড়ি,
দাণ্ডাইল কত দূরে।
করিয়া কোমল, কহেন সকল,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে ॥
তোমার প্রতাপে, উত্তরের নৃপে,
সবে আনিলাম বশে।
সবে দিল কর, দেখ নৃপবর,
পাইনু যাহা যে দেশে ॥
হরিষে রাজন, করি আলিঙ্গন,
তুষিলেন মৃদুভাষে।
আনিলেক যাহা, কোষে রাখি তাহা,
পার্থ গেলেন নিবাসে ॥
বীর ধনঞ্জয়, করি দিগ্বিজয়,
বিজয় ধরেন নাম।
কাশীদাস ভণে, যেই জন শুনে,
তার পূরে মনস্কাম ॥

———

শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন।

শরদ কমল পত্র, অরুণ যুগল নেত্র,
শ্রুতিমূলে মকর কুণ্ডল।
বিকসিত মুখপদ্ম, কোটি সুধাকর সদ্ম,
ওষ্ঠাধর অরুণ মণ্ডল ॥
তনুরুচি নীলাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
ঘোরতর তিমির বিনাশ।
মস্তকে মুকুট শোভা, শত দিবাকর প্রভা,
কনক বরণ পীতবাস ॥
যুগ্মপদ কোকনদ, অখিল অভয় পদ,
ভুবন ভরিয়া যার বাস।
যেই পদ অহর্নিশ, ধ্যানে ধ্যায় অজ ঈশ,
শুক ধ্রুব নারদ প্রহ্লাদ ॥
বক্র বক কেশী কংস, দুষ্ট জন দর্প ধ্বংস,
বৃষ্ণিবংশে সফরী ফলিল।
স্বভক্ত কুমুদ ইন্দু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
নিজরূপে সৃজিলা অখিল ॥
চড়িয়া গরুড়ধ্বজ, অগণিত অশ্ব গজ,
চতুরঙ্গ দলে যদুবলে।
ধর্ম্মরাজ প্রীতি হেতু, লইয়া রতন সেতু,
আইলেন মহা কোলাহলে ॥
পাঞ্চজন্য নাদ শুনি, নগরে হইল ধ্বনি,
হরি আইলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

শুনি ধর্ম্ম অধিকারী, পাঠাইল অগ্রসরি,
ভ্রাতৃ মন্ত্রিগণ আস্তে ব্যস্তে ॥
ভীম পার্থ অনুব্রজি, গোবিন্দে ষড়ঙ্গ পূজি,
লইয়া গেলেন নিজধাম।
ধর্ম্মের নন্দনে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ দূরেতে থাকি,
ভূমে লুটি করেন প্রণাম ॥
অসংখ্য অমূল্য ধন, করিলেন বিতরণ,
অশ্বগজ শৃঙ্গী অগণিত।
ধর্ম্ম আনন্দিত হৈয়া, কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিয়া,
পূজিলেন যেমন বিহিত ॥
পাণ্ডব-নক্ষত্র মাঝ, কৃষ্ণ যেন দ্বিজরাজ,
বসিয়া সভায় সর্ব্বজন।
বসিয়া গোবিন্দ পাশে, যুধিষ্ঠির মৃদুভাষে,
কহিছেন বিনয় বচন ॥
তব অনুগ্রহ বলে, এ ভারত ভূমণ্ডলে,
না রহিল অসাধ্য আমার।
আমি না করিতে যত্ন, মিলিল অনেক রত্ন,
নাহি স্থল থুইতে ভাণ্ডার ॥
নিশ্চয় আমারে যদি, কৃপা আছে গুণনিধি,
সর্ব্ব দ্রব্য রাখি কোন স্থলে।
শুনিয়া তোমার মুখে, তুষিব অমর লোকে,
দ্বিজহস্তে সমর্পি সকলে ॥
পিতৃ আজ্ঞা হৈতে তার, স্বর্গ কাম নাহি করি
তব পদাম্বুজে মাগি ভিক্ষা।
ওহে প্রভু মহাভুজে, শুনি তব মুখাম্বুজে,
লইব যজ্ঞের আমি দীক্ষা ॥
যদি লয় তব মন, আজ্ঞা কর জনার্দ্দন,
নিমন্ত্রিয়া আনি নৃপবর।
রাজার বিনয় শুনি, কোমল গভীর বাণী,
আশ্বাসি কহেন গদাধর ॥
এ মহীমণ্ডল মাঝ, যত আছে মহারাজ,
তব গুণে বশ হবে সবে।
আমার পরম ভাগ্য, নিষ্কণ্টকে কর যজ্ঞ,
রাজসূয় তোমারে সম্ভবে ॥
আমা হৈতে যেই হয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
আর যত আছে যদুগণ।
ভ্রাতৃ মন্ত্রী বন্ধুমাঝে, যে কর্ম্ম যাহার সাজে,
স্থানে স্থানে করি আয়োজন ॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে, ভূপতি সানন্দ হ'য়ে
কৃতাঞ্জলি করেন স্তবন।
তখনি জানি যে আমি, যখন আইলা তুমি,
মম বাঞ্ছা হইল সাধন ॥
তোমাতে যে ভক্তি ঋদ্ধি, ভক্ত বাঞ্ছা কর সিদ্ধি
তুমি ভক্তজনে কৃপাবান।
কাশীদাস বলে যদি, তরিবা এ ভবনদী,
ভজ সাধু দেব ভগবান ॥

রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গ।

তবে যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে হৃষ্টমন।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা করেন তখন ॥
ধৌম্য পুরোহিত স্থানে জিজ্ঞাসহ আগে।
রাজসূয় যজ্ঞেতে যতেক দ্রব্য লাগে ॥
যে কিছু কহেন ধৌম্য কর সমাবেশ।
দ্বিগুণ করিয়া দ্রব্য করহ বিশেষ ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি।
নিমন্ত্রিতে দূতগণ যাউক ঝটিতি ॥
ইন্দ্রসেন বৃষক সারথি দম আদি।
তিন জন সংযোগে করহ ভক্ষ্যবিধি ॥
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় কর বহুতর।
রস গন্ধ আদি যত রস মনোহর ॥
যখন যে চাহে তাহা না করিবে আন।
শীঘ্রগতি নিয়োজন কর স্থানে স্থান ॥
দ্বিজগণে নিমন্ত্রিতে সত্যবতী-সুত।
রাজ্যে রাজ্যে প্রেরণ করুন নিজ দূত ॥
সহদেবে অনুজ্ঞা করেন নরপতি।
পুনরপি কৃষ্ণ অগ্রে জিজ্ঞাসে যুকতি ॥
আপনি বুঝিয়া আজ্ঞা কর নারায়ণ।
কোন্ কোন্ জনেরে করিব নিমন্ত্রণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন হরিশ্চন্দ্রের যে যাগ।
তাহা হৈতে বিশেষ করহ মহাভাগ ॥
তাঁর যজ্ঞে আইল যে পৃথিবী রাজন্।
ত্রিভুবন লোক তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥

ইন্দ্র যম বরুণ কুবের আদি সুরে।
আর যত দেবগণ বৈসে সুরপুরে ॥
পাতালেতে নাগরাজ শেষ বিষধর।
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ রাজ্যেশ্বর ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
কোন্ দূত নিমন্ত্রিতে যাবে কোন্ স্থান ॥
গোবিন্দ বলেন নাহি অন্যের শকতি।
দেব নিমন্ত্রিতে যাবে পার্থ মহারথী ॥
অগ্নিদত্ত রথ যেই কপিধ্বজ নাম।
শ্বেত চারি অশ্ব যার লোকে অনুপম ॥
সে রথের অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে।
তিনলোকে ভ্রমিবারে পারে একদিনে ॥
সেই রথে চড়ি পার্থ করহ গমন।
উত্তর দিকেতে গিয়া কর নিমন্ত্রণ ॥
পর্ব্বতে যে আছে রাজা কানন ভিতরে।
মনুষ্যের কি সাধ্য যাইতে পক্ষী নারে ॥
সে সকল রাজারে করিবে নিমন্ত্রণ।
কৈলাস পর্ব্বতে যাবে যথা বৈশ্রবণ ॥
তাঁরে নিমন্ত্রিয়া তথা উপদেশ লবে।
মনুষ্য অগম্য স্বর্গ কেমনে যাইবে ॥
ইন্দ্রসহ ইন্দ্রপুরে যত দেবগণ।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি বৈসে যত জন ॥
সবে নিমন্ত্রিয়া যাও বরুণের পুরী।
তথা হৈতে যাও যথা মৃত্যু অধিকারী ॥
তবে ধর্ম্মে আসিবেক ত্রৈলোক্যমণ্ডল।
বিশেষ তোমারে স্নেহ করে আখণ্ডল ॥
শ্রুতিমাত্র যজ্ঞে করিবেন আগমন।
ইন্দ্র আইলে না আসে নাহি হেন জন ॥
যারে দেখ তাহারে করিবে নিমন্ত্রণ।
লঙ্কা গিয়া বিভীষণে করিবে বরণ ॥
পরম বৈষ্ণব হয় রাক্ষসের পতি।
মম ভক্ত অনুরক্ত ধার্ম্মিক সুমতি ॥
বার্ত্তা পেয়ে সেইক্ষণে পাঠাইবে চর।
দূতমুখে নিমন্ত্রিলে আসিবে সত্বর ॥
তথাপি যাইবে তুমি অন্যে নাহি কাজ।
ইন্দ্রের সদৃশ গণি রাক্ষসের রাজ ॥

নিমন্ত্রিয়া তুমি তারে আইস সত্বর।
আর যত দুষ্টপণা করে নৃপবর ॥
নিমন্ত্রণ পেয়ে যে না আসিবে হেথায়।
বন্ধন করিয়া শীঘ্র আনিবেক তায় ॥
আর তিন দিকেতে যাউক দূতগণ।
মহীপালগণেরে করুক নিমন্ত্রণ ॥
এতেক বলেন যদি দেব দামোদর।
শীঘ্রগামী দূতগণে ডাকেন সত্বর ॥
রাজগণে লিখিলেন যজ্ঞ বিবরণ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্রে আছে যত জন ॥
নিজ নিজ রাজ্য হৈতে সকলে আসিবে।
রাজসূয় যজ্ঞে আসি উৎসব দেখিবে ॥
এইরূপে তিন দিকে পাঠাইয়া দূত।
উত্তরে করেন যাত্রা স্বয়ং ইন্দ্রসুত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ।

পাইয়া রাজার আজ্ঞা মদ্র-সুতাসুত।
আনাইল শিল্পিগণ পাঠাইয়া দূত ॥
দেবের মন্দির স্বর্ণে রত্নেতে নির্ম্মিত।
হেম রত্ন মুকুতায় করিল মণ্ডিত ॥
এক এক পুর মধ্যে শত শত ঘর।
তাহাতে রাখিল ভোজ্য পেয় বহুতর ॥
আসন বসন শয্যা থুল গৃহে গৃহে।
বাপী কূপ জলপূর্ণ গন্ধে মন মোহে ॥
কনক রজত পাত্রে করিতে ভোজন।
এক পুরে দূত নিয়োজিল শত জন ॥
লক্ষ লক্ষ গৃহ আদি মনোহর স্থল।
নানা বৃক্ষ রোপিল সহিত ফুল ফল ॥
দিব্য দিব্য গৃহ কৈল চারিজাতি ক্রম।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৈল লোকে মনোরম ॥
হস্তী উষ্ট্র বৃষভ শকট লক্ষ লক্ষ।
বৃহৎ নৌকায় আসে যত দ্রব্য ভক্ষ্য ॥
রাত্রি দিবা সায়ং প্রাতঃ নাহিক বিশ্রাম।
অনুক্ষণ আসিতেছে দ্রব্য অবিরাম ॥

ময় বিরচিত সভা অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
সুরাসুর মুনি করে যাহার বাখান॥
তথিমধ্যে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ আরম্ভিল।
দ্বিজ মুনিগণ সব দীক্ষা করাইল॥
আপনি ব্রহ্মত্ব করিলেন দ্বৈপায়ন।
সামগ হইল ধনঞ্জয় তপোধন॥
হইলেন হোতা পৈল আর দ্বিজগণ।
অন্য অন্য কর্ম্মে অন্য মুনি নিয়োজন॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
হস্তিনানগরে তুমি যাও শীঘ্রগতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ জ্যেষ্ঠতাত বিদুর সহিত।
কৃপ অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন সসুহৃত॥
বাহ্লীক সঞ্জয় ভুরিশ্রবা সোমদত্ত।
শত ভাই কর্ণ সহ রাজা জয়দ্রথ॥
গান্ধারী প্রভৃতি রাজপত্নী সমুদয়।
আর যে আইসে স্নেহ করিয়া আমায়॥
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি আনহ সবারে।
চলিল নকুল বীর হস্তিনানগরে॥
যজ্ঞের সংবাদ জানাইল সবাকারে।
বাল বৃদ্ধ নারী আদি যত কুরুপুরে॥
হৃষ্টচিত্ত হইয়া চলিল সর্ব্বজন।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি প্রজাগণ॥
রাজসূয় যজ্ঞ শুনি আনন্দিত হৈয়া।
চলিল সকল লোক হস্তিনা ছাড়িয়া॥
হস্তী রথ অশ্ব পত্তি করিয়া সাজন।
চতুরঙ্গ দলেতে চলিল কুরুগণ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশিল নকুল সহিত।
দেখি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল হিতাহিত॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর বাহ্লীক অন্ধরাজে।
অগ্রসরি আনিলেন আপন সমাজে॥
সবারে কহেন পার্থ বিনয় বচন।
এ কার্য্য তোমার হেন কহে জনে জন॥
পিতামহে বলিলেন ধর্ম্মের তনয়।
আপনি বিধান বুঝি কর মহাশয়॥
যুধিষ্ঠির ভীষ্ম সহ করিয়া বিচার।
উপযুক্ত বুঝিয়া দিলেন কর্ম্মভার॥

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভীষ্ম দ্রোণে অধিকার।
দুর্য্যোধনে সমর্পিল সকল ভাণ্ডার॥
ভক্ষ্য ভোজ্য অধিকার দেন দুঃশাসনে।
ব্রাহ্মণ পূজার ভার গুরুর নন্দনে॥
রাজগণে অর্চ্চিবে আপনি ধনঞ্জয়।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিতে কৃপ মহাশয়॥
দান দিতে দিলেন কর্ণের অধিকার।
আপনি নিলেন কৃষ্ণ পরিচর্য্যা ভার॥
ধৃতরাষ্ট্র সোমদত্ত প্রদীপ-কোঙর।
তিনজন গৃহকর্ত্তা হৈল সর্ব্বেশ্বর॥
সভা রাখিবারে দ্বারী কৈল নিয়োজন।
পূর্ব্বদ্বারে নিয়োজিল মহারথিগণ॥
সহস্র সহস্র রথী সঙ্গে তরবার।
মহাবীর ইন্দ্রসেন রাখে পূর্ব্বদ্বার॥
উত্তর দ্বারেতে অনিরুদ্ধে নিয়োজিল।
যোদ্ধা যাটি সহস্র তাহার সঙ্গে দিল॥
সাত্যকি দক্ষিণ দ্বারে কৈল নিয়োজন।
বিংশতি সহস্র রথী তাহার ভিড়ন॥
পশ্চিম দ্বারেতে বীর ধৃতরাষ্ট্র-সুত।
তার সঙ্গে দিল রথী যুগল অযুত॥
বলাবল বুঝিবারে রহে বৃকোদর।
এক লক্ষ রথী সঙ্গে ভ্রমে নিরন্তর॥
রাজগণ আগমন জ্ঞাত করিবারে।
অধিকার দিল দুই মাদ্রীর কুমারে॥
এইমত সবাকারে করি নিয়োজন।
আরম্ভ করেন যজ্ঞ ধর্ম্মের নন্দন॥
দূত দ্বারা নিমন্ত্রণ পেয়ে রাজগণ।
সসৈন্যে করিল তবে তথা আগমন॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র ল'য়ে চারিজাতি।
স্ব স্ব রাজ্য হইতে আইল নরপতি॥
নানা বর্ণে নানা রত্ন যে রাজ্যে যে হয়।
পাণ্ডবের প্রীতি হেতু সঙ্গে করি লয়॥
কেহ কেহ নিজ নিজ পৌরুষ কারণ।
ধর্ম্মযজ্ঞ বুঝি কেহ নিল বহু ধন॥
হস্তী অশ্ব বৃষভ শকট নৌকা পূরি।
নানাবর্ণে কত রত্ন লিখিতে না পারি॥

শ্বেত পীত লোহিত অমূল্য যত শিলা ।
মাণিক বৈদূর্য্যমণি মরকত নীলা ॥
প্রবাল মুকতা হীরা সুবর্ণ বিশাল ।
নানা বর্ণ বসন বিবিধ বর্ণ শাল ॥
কীটজ লোমজ নানাবর্ণে বিরচিত ।
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি গাভী অগণিত ॥
চতুর্দ্দোল করি নিল দিব্যনারীগণ
তমাল শ্যামল অঙ্গ কুরঙ্গ-লোচন ॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ কুঙ্কুম কস্তুরী ।
নানাবর্ণ পক্ষী নিল পিঞ্জরেতে পূরি ॥
এইমত কর ল'য়ে যত রাজগণ ।
লোকমুখে শুনি মাত্র করিল গমন ॥
উত্তরে হিমাদ্রি পূর্ব্বে সমুদ্র অবধি ।
দক্ষিণেতে লঙ্কা পশ্চিমেতে সিন্ধু নদী ॥
দিবানিশি পথ বহে নাহিক বিচার ।
সর্ব্বলোক পৃথিবীর হৈল একাকার ॥
জল স্থল উচ্চ নীচ নাহি দেখি ক্ষিতি ।
দিবারাত্রি অবিশ্রাম লোক গতাগতি ॥
চতুর্দ্দিক হইতে আইল রাজগণ ।
সভাদ্বারে উপনীত হৈল সর্ব্বজন ॥
যথাকারে অভ্যর্থনা করি ধনঞ্জয় ।
যথাযোগ্য রহিবারে দিলেন আলয় ॥
হিমাদ্রি সমুদ্র আদি যত দ্বিজ বৈসে ।
লিখনে না যায় কত অহর্নিশি আইসে ॥
রাজসূয় যজ্ঞ বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে ।
দেখিতে আইল কত বিনা নিমন্ত্রণে ॥
জলবাসী স্থলবাসী পর্ব্বত-নিবাসী ।
লক্ষ লক্ষ আইল তপস্বী সিদ্ধ ঋষি ॥
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থমা পূজে দ্বিজগণে ।
দিব্য গৃহ রহিবারে দিল সর্ব্বজনে ॥
এক কোটি দ্বিজ অশ্বত্থামা-পরিবার ।
দ্বিজগণে পূজে সবে দিয়া উপহার ॥
অনেক আইল ক্ষত্র বহু বৈশ্যগণ ।
অনেক আইল শূদ্র শ্রেষ্ঠ যত জন ॥
দুঃশাসন সহিত অনেক পরিবার ।
রন্ধন করিল কোটি কোটি সূপকার ॥
করেন পরিবেশন বহু সূপকার ।
গৃহে গৃহে স্থানে স্থানে রন্ধন ব্যাপার ॥
স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমে দুঃশাসন ।
সামগ্রী যোগায় যত অনুচরগণ ॥
পায়স পিষ্টক অন্ন ঘৃত দুগ্ধ দধি ।
মনোহর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন যথাবিধি ॥
চারি জাতি পৃথক পৃথক সবে ভুঞ্জে ।
সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে যত নৃপ দ্বিজে ॥
খাও খাও লও লও এইমাত্র শুনি ।
কার' মুখে নাহি শুনি না পাইনু ধ্বনি ॥
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা বসিতে আসন ।
কুঙ্কুম কস্তুরী মাল্য অগুরু চন্দন ॥
কর্পূর তাম্বুল আর যার যাহে প্রীত ।
কোথা হৈতে কেবা আনি দেয় আচম্বিত ॥
স্বর্গে ইন্দ্র সহিত যতেক দেবগণ ।
পাতালে ভুজঙ্গরাজ আর বিভীষণ ॥
দেব দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ ।
সিদ্ধ সাধ্য ভুজঙ্গ পিশাচ প্রেতপক্ষ ॥
কিন্নর বানর নর যত বৈসে ক্ষিতি ।
যজ্ঞের সদনে সবে আসে দিবারাতি ॥
সময় বুঝিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ।
রাজ অভিষেক কর্ম্ম কর মুনিগণ ॥
শ্রীকৃষ্ণের বচনে উঠিল মুনিগণ ।
নানা তীর্থজল ল'য়ে ধৌম্য দ্বৈপায়ন ॥
অসিত দেবল জামদগ্ন পরাশর ।
স্নানমন্ত্র পড়ে আর যত দ্বিজবর ॥
স্নান করাইল ব্যাস শুভক্ষণ জানি ।
অম্লান বসন দিল চিত্ররথ আনি ॥
শিরেতে ধবল ছত্র সাত্যকি ধরিল ।
চেদীর ঈশ্বর ল'য়ে পাগ যোগাইল ॥
বৃকোদর পার্থ দোঁহে করেন ব্যজন ।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর নন্দন ॥
অবন্তীর রাজা চর্ম্ম পাদুকা লইল ।
খড়্গ ছুরি লয়ে শল্য অগ্রে দাণ্ডাইল ॥
চেকিতান শর তূণ লইয়া বামেতে ।
কাশীর ভূপাল ধনু ল'য়ে দক্ষিণেতে ॥

নারদাদি মুনি মুখে বেদ উচ্চারণ ।
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দ পরশে গগন ॥
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচয়ে অপ্সরী ।
পাঞ্চজন্য পূরিলেন আপনি শ্রীহরি ॥
শব্দের নিনাদ গিয়া গগন পূরিল ।
যত যত জন ছিল ঢলিয়া পড়িল ॥
বাসুদেব পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল-নন্দন ।
সাত্যকি সহিত এই ছাড়ি অষ্টজন ॥
শঙ্খনাদে মোহ হ'য়ে পড়িল ঢলিয়া ।
ধর্ম্মপুত্র নিবারণ করেন দেখিয়া ॥
দ্বৈপায়ন আদি মুনি ধৌম পুরোহিত ।
অভিষেক করিলেন বেদের বিহিত ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস রাজসূয় কথা ।
কাশীরাম দাস কহে ভারতে যে গাঁথা ॥

———

অর্জ্জুনের নিমন্ত্রণ করিতে যাত্রা ।

জন্মেজয় বলে শুনিলাম সাধারণ ।
কোন্ দিক হৈতে এল কোন্ কোনজন ॥
কত সৈন্য এল তারা কি কর লইয়া ।
পিতামহে কোনরূপে ভেটিল আসিয়া ॥
দেব নিমন্ত্রিতে পার্থ করিলেন গতি ।
কিরূপে আইল তথা দেব পশুপতি ॥
বিস্তারিয়া কহ মুনি ভাঙ্গ মনোধন্ধ ।
পিতামহ চরিত্র অসীম মকরন্দ ॥
মুনি বলে নরপতি কর অবধান ।
কিছু অল্প শুন কহি প্রধান প্রধান ॥
যতেক পর্ব্বত-পৃষ্ঠে যত রাজা বৈসে ॥
সবা নিমন্ত্রিয়ে যান পর্ব্বত কৈলাসে ॥
কুবেরেরে কহেন সকল বিবরণ ।
ধর্ম্ম রাজসূয় যজ্ঞে করিবে গমন ॥
কুবের স্বীকার করে অর্জ্জুন-বচনে ।
যাইব তোমার যজ্ঞে সহ নিজগণে ॥
কুবেরের বাক্যে প্রীত হইয়া অর্জ্জুন ।
সবিনয়ে কৃতাঞ্জলি কহিছেন পুনঃ ॥
ইন্দ্রের নিকটে যাব করিতে বরণ ।
কোন্ পথে যাব, সঙ্গে দেহ জ্ঞাতজন ॥

কুবের করিল আজ্ঞা চিত্রসেন প্রতি ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাও যথা সুরপতি ॥
আজ্ঞামাত্র চিত্রসেন চলে শীঘ্রগতি ।
কপিধ্বজ রথে বৈসে হইয়া সারথি ॥
সেখান হইতে যান ইন্দ্রের নন্দন ।
কতদূরে দেখিলেন হরের ভবন ॥
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় এ কাহার পুরী ।
চিত্রসেন বলে হেথা বৈসে ত্রিপুরারী ॥
যজ্ঞ হেতু নিমন্ত্রণ কর ত্রিলোচনে ।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে হরের গমনে ॥
এত শুনি অর্জ্জুন নামিল রথ হৈতে ।
উপনীত হইলেন হরের অগ্রেতে ॥
হরের করেন স্তুতি কুন্তীর নন্দন ।
হর বলিলেন বর মাগ যাহে মন ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব ধর্ম্মের নন্দন ।
তাঁর রাজসূয় যজ্ঞে করিবা গমন ॥
হাসিয়া পার্ব্বতী হর করেন স্বীকার ।
এই চলিলাম আমি যজ্ঞেতে তোমার ॥
শঙ্কর বলেন গিয়া হইব সহায় ।
নির্ব্বিঘ্নে তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ যেন হয় ॥
পার্ব্বতী বলেন যাব যজ্ঞের সদনে ।
যজ্ঞেতে আসিবে যত বৈসে ত্রিভুবনে ॥
সবে সুখী হইবেক প্রসাদে আমার ।
অন্নপূর্ণা নাম মম বিখ্যাত সংসার ॥
এই নাম ল'য়ে তব সূপকারগণ ।
অল্প দ্রব্যে সুতৃপ্ত করুক বহুজন ॥
হর পার্ব্বতীর বর পেয়ে ধনঞ্জয় ।
প্রণমিয়া চলিলেন, সানন্দ হৃদয় ॥
চিত্রসেন বাহে রথ পবন গমনে ।
ক্ষণমাত্রে উপনীত ইন্দ্রের ভবনে ॥
প্রণাম করেন পার্থ ভূমিষ্ঠ হইয়া ।
ইন্দ্র পার্থে আলিঙ্গন দিলেন উঠিয়া ॥
আপনার কোলে বসাইয়া দেবরাজ ।
জিজ্ঞাসেন কহ তাত কি তোমার কাজ ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব তোমাতে গোচর ।
রাজসূয় করিয়াছেন ধর্ম্ম নরবর ॥

সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হইয়া আপনি ।
আর যত স্বর্গপুরে বৈসে সিদ্ধ মুনি ॥
ইন্দ্র বলিলেন যজ্ঞে করি আগুসার ।
তুমি না আসিতে পূর্ব্বে করেছি বিচার ॥
এই দেখ সুসজ্জ যতেক দেবগণ ।
ারি মেঘ অষ্ট হস্তী সকল পবন ॥
র্গের যতেক দ্রব্য পৃথিবী দুর্ল্লভ ।
তব যজ্ঞ হেতু দেখ সাজাইল সব ॥
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন ।
তুমি যাও অন্যজনে কর নিমন্ত্রণ ॥
ন্দ্রমুখে শুনি পার্থ আনন্দিত মন ।
প্রণমিয়া অন্যদিকে করেন গমন ॥
পৃথিবী দক্ষিণে সূর্য্যসুতের ভবন ।
থাকারে চলিলেন ইন্দ্রের নন্দন ॥
ত্রসেন বহে রথ পবনের গতি ।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল যথা প্রেতপতি ॥
প্রণমিয়া বসিলেন অর্জ্জুন সভায় ।
াশীষ করিয়া যম জিজ্ঞাসেন তায় ॥
কোন্ হেতু হেথায় তোমার আগমন ।
কি করিব প্রিয় তব ইন্দ্রের নন্দন ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান ।
রাজসূয় যজ্ঞেতে হইবে অধিষ্ঠান ॥
তোমার পুরীতে নিবসয়ে যত জন ।
বাকারে ল'য়ে যজ্ঞে করিবা গমন ॥
ীকার করেন যম পার্থের বচনে ।
নরপি জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন শমনে ॥
রদ কহেন তবে সভার কথন ।
বসে এখানে মর্ত্ত্যে মরেশ্যতজন ॥
নিয়াছি প্রত্যেক পিতার বিবরণ ।
ই বার্ত্তা পেয়ে রাজসূয় আরম্ভন ॥
থন সে সব জনে নাহি দেখি কেনে ।
পিতা আদি আমার আছেন কোনখানে ॥
াসিয়া বলেন যম তবে অর্জ্জুনেরে ।
 মরিল তাহারে দেখিবা কি প্রকারে ॥
ীবে মৃতে কোথাও নাহিক দরশন ।
নিয়া বিস্ময়াপন্ন হৈলেন অর্জ্জুন ॥

যমে নিমন্ত্রিয়া তথা পাইয়া মেলানি ।
বরুণ আলয়ে যান বীর চূড়ামণি ॥
পশ্চিম দিকেতে জলপতির আলয় ।
তথাকারে চলিলেন বীর ধনঞ্জয় ॥
বরুণেরে কহেন যজ্ঞের বিবরণ ।
ধর্ম্ম যজ্ঞস্থানে তুমি করিবা গমন ॥
তোমার পুরেতে আর যত জন বৈসে ।
সবাকে লইয়া সঙ্গে যাবে মম বাসে ॥
বরুণ বলিল যজ্ঞে করিব গমন ।
যজ্ঞেতে লইব পুরে আছে যত জন ॥
কেবল দানব দৈত্য নাহি অধিকার ।
যত যত জন আছে আলয়ে আমার ॥
তাহা সবা লইবারে যদি আছে মন ।
আপনি তথায় গিয়া কর নিমন্ত্রণ ॥
বরুণের বচনে গেলেন ধনঞ্জয় ।
কতদূরে ভেটিল দানবরাজ ময় ॥
ময় জিজ্ঞাসিলে পার্থ কহিল সকল ।
পূর্ব্ব উপকার স্মরি স্বীকার করিল ॥
এখানে নিবসে দৈত্য যতেক দানব ।
বলেন আমার যজ্ঞে ল'য়ে যাবে সব ॥
এত শুনি ময় তারে বলিল বচন ।
সবারে লইয়া যজ্ঞে করিব গমন ॥
তুমি চলি যাও, যথা আছে প্রয়োজন ।
শুনিয়া অর্জ্জুন করিলেন আলিঙ্গন ॥
তথা হৈতে যান পার্থ পৃথিবী দক্ষিণে ।
লঙ্কাপুরে নিমন্ত্রিতে রাজা বিভীষণে ॥
ইন্দ্র যমপুরী যেন বিচিত্র নির্ম্মান ।
রাক্ষসের লঙ্কাপুরী তাহার সমান ॥
সিংহাসনে বসেছিল রাক্ষস ঈশ্বর ।
প্রণাম করেন গিয়া ইন্দ্রের কোঙর ॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণ তুমি কোন জন ।
প্রত্যক্ষ সকল কথা কহেন অর্জ্জুন ॥
রাজসূয় যজ্ঞ করেছেন যুধিষ্ঠির ।
তোমা নিমন্ত্রিতে কহিলেন যদুবীর ॥
অর্জ্জুনের মুখে শুনি হৃষ্টচিত্ত হৈয়া ।
বসাইল ধনঞ্জয়ে আলিঙ্গন দিয়া ॥

তব যজ্ঞে যাইব দেখিব নারায়ণ।
সঙ্গেতে লইব পুরে বৈসে যত জন॥
বিভীষণে নিমন্ত্রিয়া ইন্দ্রের কুমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া গেলেন আরবার॥
রাজগণ নিমন্ত্রিতে দূতগণ গেল।
শ্রুতমাত্র নৃপগণে সকল আইল॥
দূতবাক্য হেলা করি না আসে যে জন।
অর্জ্জুন আনেন তারে করিয়া বন্ধন॥
সভাপর্ব্ব সুধারস রাজসূয় কথা॥
কাশীরাম দাস কহে সুধাসিন্ধু গাঁথা॥

পাতালে পার্থের যাত্রা।

অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসেন দেব নারায়ণ।
বল কারে কারে করিলা হে নিমন্ত্রণ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন নিবেদিলেন যতেক।
পুস্তক বাহুল্য হয় লিখিলে ততেক॥
করিলেন কুবের আদিকে নিমন্ত্রণ।
প্রত্যেক বৃত্তান্ত সব কহেন অর্জ্জুন॥
গোবিন্দ বলেন যাও পাতাল ভুবন।
শেষ নাগরাজে গিয়া কর নিমন্ত্রণ॥
স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ পাতালে বাসুকী।
তোমা বিনা অন্যে যায় এমন না দেখি॥
বাসুকী আইলে যজ্ঞ হইবে সম্পূর্ণ।
বিলম্ব না কর সখা যাও তুমি পুনঃ॥
গোবিন্দের বচনে বিলম্ব না করিয়া।
পাতালে গেলেন পার্থ রথে আরোহিয়া॥
উপস্থিত হইলেন নাগের আলয়।
চৌদিকে বেষ্টিত ফণী শেষ মহাশয়॥
দশ শত ফণা ধরে মস্তক উপর।
তিন শত ফণাতে শোভিত চরাচর॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বেষ্টিত রতন।
উজ্জ্বল করিয়া সবে পাতাল ভুবন॥
নাগরাজে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়।
করযোড় করিয়া কহেন সবিনয়॥
শেষ জিজ্ঞাসেন কেন তব আগমন।
প্রত্যক্ষ কহেন পার্থ সর্ব্ব বিবরণ॥

রাজসূয় নিমিত্ত তোমার নিমন্ত্রণ।
সুররাজ সহিত আসিবে সর্ব্বজন॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দিকপতি।
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হবেন সম্প্রতি॥
সেই হেতু আইলাম তোমার ভবন।
রাজসূয় মহাযজ্ঞে করিবা গমন॥
হাসিয়া কহেন শেষ শুন ধনঞ্জয়।
তব যজ্ঞে আছেন গোবিন্দ মহাশয়॥
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই প্রভু বিধি বিধাতার।
সর্ব্ব যজ্ঞ ফল পায় দর্শনে যাহার॥
যথা কৃষ্ণ তথায় অছয়ে সর্ব্বজন।
ব্রহ্মা আদি শিব যত দিক্‌পালগণ॥
অকারণ আমা সবাকারে নিমন্ত্রণ।
সেই কৃষ্ণে ভালমতে করহ অর্চ্চন॥
সকল হইবে তুষ্ট তাঁরে তুষ্ট কৈলে।
সুখ পায় শাখা, জল দিলে বৃক্ষমূলে॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান।
যতেক কহিলা তুমি বেদের প্রমাণ॥
নিজ বশ নহি সবে তাঁর মায়াবন্ধ।
জানিয়া শুনিয়া পুনঃ হয় মায়াধন্ধ॥
পুনঃ নাগরাজ বলে অর্জ্জুনে চাহিয়া।
আইলে আমারে নিতে কিছু না জানিয়া॥
মস্তক উপরে আমি ধরি যে সংসার।
আমি গেলে যজ্ঞে কে ধরিবে ক্ষিতিভার॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহেন আমারে।
যজ্ঞপূর্ণ হবে তুমি গেলে তথাকারে॥
ক্ষিতিভার হেতু যদি করহ বিচার।
তুমি যাও আমি লব পৃথিবীর ভার॥
এত শুনি বিস্ময় মানিয়া বিষধর।
হাসিয়া অর্জ্জুন প্রতি করিল উত্তর॥
পৃথিবী ধরিবে হেন করিলে স্বীকার।
পৃথিবী ছাড়িনু বাক্য পাল আপনার॥
এত শুনি ধনঞ্জয় লইয়া গাণ্ডীব।
করযোড়ে প্রণমিয়া শিবদাতা শিব॥
ভক্তিভাবে কৃষ্ণনাম করিয়া স্মরণ।
শিরে দ্রোণাচার্য্য পদ করিয়া বন্দন॥

অদ্ভুত স্তম্ভন অস্ত্র তূণ হৈতে লৈয়া।
যুড়েন গাণ্ডীবে ক্ষিতি অস্ত্রে বসাইয়া ॥
ধরেন ধরণী শেষ স্বতন্ত্র হইল।
দেখিয়া সকল নাগ অদ্ভুত মানিল ॥
তবে শেষ যত নাগ লইয়া সংহতি।
রাজসূয় যজ্ঞস্থানে গেল শীঘ্রগতি ॥
বাসুকী অনন্ত আর তক্ষক কৌরব।
ধৃতরাষ্ট্র নহুষ কর্কট জরদ্গব ॥
কোপন কালীয় একপর্ণ ধনঞ্জয়।
অজ্যক উগ্রক তুষ্ট রাষ্ট্র মহাশয় ॥
পুত্র পৌত্র সহিত চলিল লক্ষ লক্ষ।
দেখিয়া সকল লোক মানিল অশক্য ॥
পাঁচ সাত শির কার' ষট সপ্ত শত।
সহস্র মস্তক কার' আকার পর্ব্বত ॥
নিজ পরিবারে মিলি চলে ফণীরাজ।
হেথায় সুরেন্দ্রালয়ে দেবের সমাজ ॥
ঐরাবত আরোহণ বজ্র শোভে করে।
মাতলি ধরিছে ছত্র মস্তক উপরে ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার।
দ্বাদশ আদিত্য রুদ্র একাদশ আর ॥
ঊনপঞ্চাশ বায়ু সপ্তবিংশ হুতাশন।
যজ্ঞ মন্ত্র পুরোধা দক্ষিণা দণ্ড ক্ষণ ॥
যোগ তিথি করণ নক্ষত্র রাশিগণ।
চারিমেঘ বিদ্যুৎ সহিত সৈন্যগণ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরী অপ্সর।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি চলিল বিস্তর ॥
বশিষ্ঠ পৌলস্ত্য ভৃগু পুলহ অঙ্গিরা।
পরাশর ক্রতু দক্ষ লোমশ সুধীরা ॥
অসিতদেবল কৌণ্ডু শুক সনাতন।
মার্কণ্ড মাণ্ডব্য ধ্রুব জয়ন্ত কোপন ॥
ইত্যাদি অনেক ঋষি ইন্দ্রপুরে থাকে।
ইন্দ্রসহ যজ্ঞস্থানে চলে লাখে লাখে ॥
চড়িয়া পুষ্পক রথে ধনের ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥
ফলকর্ণ ফলোদক চিত্রক লোত্রক।
লিখনে না যায় যত চলিল গুহ্যক ॥
ঘৃতাচী উর্ব্বশী চিত্রা রম্ভা চিত্রসেনী।
চারুনেত্রা মিত্রকেশী বুদবুদা মোহিনী ॥
চিত্ররেখা অলম্বুষা সুরভী নমাচী।
পোনিকা কদম্বা অর্ম্মা শূদ্রা রুচি শুচি ॥
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী নৃত্য গীত নাদে।
কুবেরের সঙ্গে সবে চলিল আহ্লাদে ॥
যজ্ঞ দেখিবারে চলে যত মহীধর।
হিমাদ্রি কৈলাস শ্বেত নীল গিরিবর ॥
কালগিরি হেমকূট মন্দর মৈনাক।
চিত্রগিরি রামগিরি গোবর্দ্ধন শাখ ॥
চিত্রকূট বিন্ধ্য গন্ধমাদন সুবল।
ঋষ্যশৃঙ্গ শতশৃঙ্গ মহেন্দ্র ধবল ॥
রৈবতক যত গিরি গিরি মুনি শিল।
কামগিরি খণ্ডগিরি গিরিরাজ নীল ॥
লক্ষ লক্ষ পর্ব্বত দেবের রূপ ধরি।
যক্ষরাজ সহ গেল যজ্ঞ অনুসরি ॥
বরুণ চলিল নিজ অমাত্য সহিত।
মূর্ত্তিমন্ত সপ্তসিন্ধু যতেক সরিৎ ॥
গঙ্গা সরস্বতী শোণ দিনকর সুতা।
চিত্রপালা প্রেতা বৈতরণী পুণ্যযুতা ॥
চন্দ্রভাগা গোদাবরী সরযূ লোহিতা।
দেবনদী মহানদী মদাশ্বী সহিতা ॥
ভৈরবী ভারবী নদী ভদ্রা বসুমতী।
মেঘবতী গোমতী আর যে সৌরবতী ॥
নর্ম্মদা অজয় ব্রাহ্মী ব্রহ্মপুত্র অংশ।
তমুল কমলা বিষ কোলামুক বংশ ॥
গণ্ডকী নর্ম্মদা ফল্গু সিন্ধু করতোয়া।
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী শত লোকত্রয়া ॥
ঝুমঝুমী কালিন্দী দামোদর গিরিপুরী।
সিন্ধু ও কাবেরী ভদ্রা নদী গোদাবরী ॥
ইত্যাদি অনেক নদী নদ সরোবর।
বাপী হ্রদ তড়াগ ধরিয়া কলেবর ॥
যজ্ঞস্থানে গেল সবে বরুণ সংহতি।
মহিষ বাহনেতে চলিল প্রেতপতি ॥
পিতৃগণ দূতগণ দণ্ড মৃত্যু পাশ।
আইল অমরবর্গ যুড়িয়া আকাশ ॥

অদ্ভুত দ্বাপর যুগে হৈল যজ্ঞরাজ।
না হইল কভু যাহা অবনীর মাঝ॥
মনু আদি করি রাজা না যায় লিখন।
যযাতি নহুষ রঘু মান্ধাতা ভ্রমণ॥
ইত্যাদি অনেক হৈল চন্দ্র সূর্য্যকুলে।
রাজসূয় অশ্বমেধ করিল বহুলে॥
উদ্দেশেতে যেই দেবে করে আরাধন।
কর ল'য়ে আইলেন সেই দেবগণ॥
মহেশ পার্ব্বতী দোঁহে করেন গমন।
অলক্ষিতে রূপ নাহি দেখে কোনজন॥
দক্ষিণে ত্রিশূল শিরে শোভে জটাজাল।
চরণ পরশে দাড়ি বামকরে তাল॥
এইরূপে সদাশিব সবাকারে রাখে।
যতদূর যজ্ঞস্থল সব ঠাঞি থাকে॥
যত যত জন এল যজ্ঞের সদনে।
ছায়ারূপে অন্নদা তোষেন সর্ব্বজনে॥
যার যেই বাঞ্ছা তারে আপনি যোগায়।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা সেইক্ষণে পায়॥
অশ্ব আরোহণে করে খর করবাল।
উনকোটি দানা ল'য়ে এল ক্ষেত্রপাল॥
শতকোটি দৈত্য ল'য়ে এল দৈত্য ময়।
ছয় সহোদর এল বিনতাতনয়॥
দেব দৈত্য নাগ যক্ষ এল সর্ব্বজনে।
প্রজাপতি আইলেন হংস আরোহণে॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেখেন চতুর্ম্মুখ।
প্রজাপতিগণ সহ যজ্ঞের কৌতুক॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রুপদ রাজার আগমন।

দূতমুখে বার্ত্তা পেয়ে পাঞ্চালাধিকারী।
দুহিতা হইবে মম রাষ্ট্রে পাটেশ্বরী॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী হরিষ বড় চিত।
যজ্ঞ অঙ্গ দ্রব্য সব সাজায় ত্বরিত॥
অনেক আইল দাস দাসী সমুদয়।
সহস্রেক দাসী নিল মনোরম কায়॥
যুগল সহস্র বাজী গতি বায়ু সম।
বহু বহু দ্রব্য নিল বাছিয়া উত্তম॥
সর্ব্ব রাজ্য দিব হেন বিচারিল মনে।
সহ দারা চলে রাজা যজ্ঞের সদনে॥
চতুরঙ্গ দলে আর প্রজা চারি জাতি।
নানা বাদ্য শব্দেতে স্তম্ভিত বসুমতী॥
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হৈল পূর্ব্বদ্বারে।
বেত্র দিয়া ইন্দ্রসেন রাখিল তাহারে॥
রহ রহ ক্ষণেক পাঞ্চাল অধিকারী।
রাজাজ্ঞা পাইলে দ্বার ছাড়িবারে পারি॥
এক্ষণে আসিবে সহদেব ধনুর্দ্ধর।
তার হাতে বার্ত্তা দিব রাজার গোচর॥
ইন্দ্রসেন বচনে রহিল নৃপবর।
হেনকালে আইলেন মাদ্রীর কোঙর॥
দ্রুপদে দেখিয়া গেল রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে জানাইল শিরে দিয়া কর॥
বহু রত্ন আনিল অনেক দাসী দাস।
অশ্ব হস্তী উট খর নানাবর্ণ বাস॥
আজ্ঞা পেলে আসিয়া করিবে দরশন।
শুনিয়া দিলেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন॥
হস্তী অশ্ব পশু আদি যত রত্নধন।
দুর্য্যোধন ভাণ্ডারীকে কর সমর্পণ॥
দাস দাসী সমর্পহ দ্রৌপদীর স্থানে।
পুত্র সহ হেথা ল'য়ে আইস রাজনে॥
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব করিল তেমনি।
যেইমত কহিয়াছিলেন নৃপমণি॥
সপুত্র ভিতরে গেল পাঞ্চাল ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল জনকত নৃপবর॥
ঘটোৎকচ মহাবীর হিড়িম্বা-তনয়।
যজ্ঞের পাইয়া বার্ত্তা সানন্দ হৃদয়॥
হিড়িম্বক বনেতে তাহার অধিকার।
তিন লক্ষ রাক্ষস তাহার পরিবার॥
হয় হস্তী রথেতে করিয়া আরোহণ।
যজ্ঞ হেতু নানা রত্ন করিয়া সাজন॥
নানা বাদ্যে উপনীত যজ্ঞের সদন।
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া করিয়া রচন॥

ধবল মাতঙ্গ পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
ঐরাবত পৃষ্ঠে যেন সহস্রলোচন ॥
মাথায় মুকুট মণি রত্নেতে মণ্ডিত।
সারি সারি শ্বেত ছত্র শোভে চতুর্ভিত ॥
কৃষ্ণ শ্বেত চামর ঢুলায় শত শত।
পার্ব্বতীয় হস্তী অশ্ব নানাবর্ণ রথ ॥
উত্তর দ্বারেতে উপনীত ভীমসুত।
চতুর্দ্দিকে হুড়াহুড়ি দেখিয়া অদ্ভুত ॥
কেহ বলে ইন্দ্র চন্দ্র কিবা প্রেতপতি।
অরুণ বরুণ কিবা কোন্ মহামতি ॥
কেহ বলে দেবরাজ এ যদি হইত।
সহস্রলোচন তবে অঙ্গেতে থাকিত ॥
কেহ বলে এ যদি হইত শমন।
গজ না হইয়া হৈত মহিষবাহন ॥
বরুণ হইলে হৈত বাহন মকর।
সপ্ত অশ্ব রথ হৈত হৈলে দিবাকর ॥
এত বলি লোক সব করিছে বিচার।
গজ হৈতে নামিলেক হিড়িম্বা কুমার ॥
প্রবেশ হইতে তারে রাখিল দ্বারেতে।
জিজ্ঞাসিল কে তুমি আইলা কোথা হ'তে ॥
পরিচয় দেহ, বার্ত্তা জানাই রাজারে।
রাজাজ্ঞা পাইলে পাবে যাইতে ভিতরে ॥
ঘটোৎকচ বলে আমি ভীমের অঙ্গজ।
হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম নাম ঘটোৎকচ ॥
এত শুনি অনিরুদ্ধ কৈল সম্ভাষণ।
রহিতে উত্তম স্থান দিল ততক্ষণ ॥
ধর্ম্ম আজ্ঞা করিলেন আন শীঘ্রগতি।
জননী পাঠাও তার যথায় পার্ষতী ॥
যত দ্রব্য আনিল সমর্প দুর্য্যোধনে।
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব গেল ততক্ষণে ॥
হিড়িম্বারে পাঠাইল স্ত্রীগণ ভিতর।
ঘটোৎকচে ল'য়ে গেল রাজার গোচর ॥
হিড়িম্বা দেখিয়া চমকিত অন্তঃপুরী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
অলঙ্কারে বিভূষিতা অনিন্দিত অঙ্গ।
ঘনা মেঘে স্থির যেন তড়িত তরঙ্গ ॥

কুন্তীর চরণে গিয়া প্রণাম করিল।
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী বসিতে বলিল ॥
যথায় দ্রৌপদী ভদ্রা রত্ন সিংহাসনে।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্যস্থানে ॥
অহঙ্কারে দ্রৌপদীরে সম্ভাষ না কৈল।
দেখিয়া পার্ষতী দেবী অন্তরে কুপিল ॥
কৃষ্ণা বলে নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ হয় যার যেই রীতি ॥
কি আহার কি আচার কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস তোর না জানি কারণ ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ।
তোর সহোদরে ভীম করিল নিধন ॥
ভ্রাতৃবৈরী জনে কেহ না দেখে নয়নে।
কামাতুর হয়ে তো ভজিলি হেন জনে ॥
সতত ভ্রমিস্ তুই যথা লয় মন।
একে কু-প্রকৃতি আর নাহিক বারণ ॥
স্থানে স্থানে বেড়াস্ ভ্রমরে যেন মধু।
সভামধ্যে বসিলি হইয়া কুলবধূ ॥
মর্য্যাদা থাকিতে কেন না যাস্ উঠিয়া।
আপন সদৃশ স্থানে তুমি বৈস গিয়া ॥
কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদীর বাক্যজালে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কৃষ্ণা প্রতি বলে ॥
অকারণে পাঞ্চালি করিস্ অহঙ্কার।
পরে নিন্দ, নাহি দেখ ছিদ্র আপনার ॥
তোমার জনকে পূর্ব্বে জানে সর্ব্বজনা।
বান্ধিয়া আনিয়া পার্থ করিল লাঞ্ছনা ॥
যেই জন করিলেক এত অপমান।
কোন্ লাজে হেন জনে দিল কন্যাদান ॥
আমি যে ভজিনু ভীমে দৈবের নির্ব্বন্ধ।
পশ্চাৎ আমার ভাই করিলেক দ্বন্দ্ব ॥
সহিতে না পারি মৈল করি বীরকর্ম্ম।
বীরধর্ম্ম করিল লোকেতে অনুপম ॥
শত্রুরে যে ভজে তারে বলি ক্লীবজন্ম।
সংসারে বিখ্যাত তোর জনকের কর্ম্ম ॥
আমার সপত্নী তুমি, আমি না তোমার।
তোর বিবাহের অগ্রে বিবাহ আমার ॥

ঞ্জন কুন্তী ঠাকুরাণীর নন্দন ।
ঃ পুত্র আছি বধূ ত্রয়োদশ জন ॥
শ্বর্য্য ভুঞ্জহ অৰ্দ্ধ তুমি স্বতন্তরা ।
দশ জনেতে অৰ্দ্ধ নাহি দেখি মোরা ॥
থাপি আমারে দেখি অঙ্গ হৈল জ্বরা ।
হেতু নিন্দিস্ মোরে বলি স্বতন্তরা ॥
ত্র মম হিড়িম্বক ধনের ঈশ্বর ।
ত্রগৃহে থাকিলে নাহি যে স্বতন্তর ॥
ল্যকালে কন্যা রক্ষা করয়ে জনকে ।
রীকে যৌবনকালে স্বামী সদা রাখে ॥
ধকালে পুত্র রাখে আছে নিরূপণ ।
শেন আমার পুত্র পৃথিবী পূজন ॥
কুলের রাজ্য মধ্যে হইয়া ঈশ্বর ।
হুবলে শাসিল যতেক নিশাচর ॥
মরু অবধি বৈসে যতেক রাক্ষস ।
কেশ্বর মম পুত্র সব কৈল বশ ॥
জসূয় যজ্ঞবাৰ্ত্তা লোকমুখে শুনি ।
তক রাক্ষসগণ করে কাণাকাণি ॥
তক রাক্ষস বৈরী পাণ্ডুপুত্রগণ ।
সবে যজ্ঞ নষ্ট করিব এখন ॥
মুখে শুনিল কুচক্রী যত জন ।
করি সবারে করিল বন্ধন ॥
লৌহপাশে বান্ধিয়া রাখিল কারাগারে ।
বিৎ সারিয়া যজ্ঞ না আইসে ঘরে ॥
র যত পৃথিবীতে বৈসে নিশাচর ।
বারে জিনিয়া বলে আনিলেক কর ॥
তেক হিড়িম্বা যদি কৈল কটুত্তর ।
হিতে লাগিলা কৃষ্ণা কুপিত অন্তর ॥
নঃ পুনঃ যতেক কহিস পুত্রকথা ।
ত্রের করহ গর্ব্ব খাও পুত্রমাথা ॥
র্ণের একাগ্নী অস্ত্র বজ্রের সমান ।
র ঘাতে তোর পুত্র ত্যজিবেক প্রাণ ॥
ত্রের শুনিয়া শাপ হিড়িম্বা কুপিল ।
ক্রুদ্ধা হয়ে হিড়িম্বা কৃষ্ণারে শাপ দিল ॥
নির্দ্দোষে আমার পুত্রে দিলে তুমি শাপ ।
মিও পুত্রের শোকে পাবে বড় তাপ ॥
যুদ্ধ করি মরে ক্ষত্র যায় স্বর্গবাস ।
বিনা যুদ্ধে তোর পঞ্চপুত্র হবে নাশ ॥
এত বলি ক্রোধ করি হিড়িম্বা চলিল ।
আপনি উঠিয়া কুন্তী দোঁহে শান্তাইল ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু প্রায় ।
পাঁচলী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস গায় ॥

বিভীষণের অপমান ।

পার্থমুখে বাৰ্ত্তা পেয়ে রাক্ষস ঈশ্বর ।
হরষিতে রোমাঞ্চিত হৈল কলেবর ॥
যেই কথা অনুক্ষণ কহে মুনিগণ ।
বসুদেব-গৃহে জন্মিলেন নারায়ণ ॥
নিরন্তর চিত্ত ব্যাগ্র যাঁরে দেখিবারে ।
আপনি ডাকেন তিনি দয়া করি মোরে ॥
সর্ব্ব তত্ত্ব অন্তর্য্যামী ভকতবৎসল ।
অনুগত জনে দেন মনোমত ফল ॥
তাঁর অনুগত আমি বুঝিনু কারণ ।
করিলেন নিজ ভক্ত বলিয়া স্মরণ ॥
এত ভাবি বিভীষণ হৃষ্টচিত্ত হৈয়া ।
যতেক সুহৃদগণে আনিল ডাকিয়া ॥
শীঘ্রগতি সজ্জা কর নিজ পরিবারে ।
আমার সহিত চল কৃষ্ণে ভেটিবারে ॥
দিব্য রত্ন আছে যত আমার ভাণ্ডারে ।
বহু ধন রত্ন লও দিব দামোদরে ॥
এত বলি রথে আরোহিল লঙ্কেশ্বর ।
সঙ্গেতে চলিল লক্ষ লক্ষ নিশাচর ॥
বাজায় বিবিধ বাদ্য রাক্ষসী বাজনা ।
শত শত শ্বেতছত্র না যায় গণনা ॥
দক্ষিণ দ্বারেতে উত্তরিল বিভীষণ ।
মিশামিশি হইল রাক্ষস নরগণ ॥
বিকৃতি আকার সব নিশাচরগণ ।
বিস্ময় মানিয়া সবে করে নিরীক্ষণ ॥
দুই তিন মুখ কার অশ্বপ্রায় মুখ ।
বক্রদন্ত দেখি নাসা চক্ষু যেন কূপ ॥
রথ হতে নামিল ভূমিতে বিভীষণ ।
যজ্ঞস্থান দেখি হৈল বিস্ময় বদন ॥

আদি অন্ত নাহি লোক চতুর্দ্দিকে বেড়ি।
উচ্চ নীচ জল স্থল আছে লোক যুড়ি॥
কোথায় দেখয়ে একপদ নরগণ।
দীর্ঘ কর্ণ কোথা দেখে বিকর্ণ বদন॥
কোথায় অমরগণ নানা ক্রীড়া করে।
রাক্ষস দানব দৈত্য অনেক বিহরে॥
সিদ্ধ সাধ্য ঋষি যোগী অনেক ব্রাহ্মণ।
বিবিধ বাহনে কোথা যমদূতগণ॥
কোটি কোটি অশ্ব হস্তী কোটি কোটি রথ।
স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হয় অবিরত॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে ভাবে মনে মন।
এ হেন অদ্ভুত চক্ষে না দেখি কখন॥
যে দেব দানবে বৈরী আছয়ে সদায়।
হেন দেব দানবেতে একত্র খেলায়॥
যে ফণী গরুড়ে কভু নাহি হয় দেখা
একত্র খেলায় যেন ছিল পূর্ব্ব সখা॥
রাক্ষস মানুষে করে পাইলে ভক্ষণ।
মনুষ্যের আজ্ঞা বহে নিশাচরগণ॥
অদ্ভুত মানিয়া রাজা মুখে দিল হাত।
জানিল এ সব মায়া করেন শ্রীনাথ॥
দুই ভিতে দেখে রাজা অনিমেষ আঁখি।
তিন ভুবনের লোক এক ঠাঁই দেখি॥
কে কারে আনিয়া দেয় নাহিক নির্ব্বন্ধ।
আসন ভোজন পানে সবার আনন্দ॥
পরিবার লোক তার রাখিয়া সে রথ।
ঠেলাঠেলি পদব্রজে গেল কত পথ॥
অগ্র আর গম্য নহে যাইতে কাহারে।
থাকুক অন্যের কাজ পিপীলিকা নারে॥
কতদূর আছে দ্বার নাহি চলে দৃষ্টি।
রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি॥
দুই ভিতে দ্বারীগণ মারিতেছে বাড়ি।
একদৃষ্টে আছে সবে দুই কর যুড়ি॥
পথ না পাইয়া দাণ্ডাইল বিভীষণ।
অন্তর্য্যামী সব জানিলেন নারায়ণ॥
কে আইল কে খাইল কেবা নাহি পায়।
প্রতিজনে জিজ্ঞাসা করেন যদুরায়॥

দূরে থাকি দেখিল রাক্ষস অধিপতি।
দিব্যচক্ষে জানিলেন এই লক্ষ্মীপতি॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে স্তুতি করে কর যুড়ে।
বারিধারা নয়নেতে অবিশ্রান্ত পড়ে॥
দেখিয়া নিকটে তার গিয়া নারায়ণ।
দুই হাতে ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
স্তুতি করে বিভীষণ যুড়ি দুই কর।
আনন্দে চক্ষুর জল ঝরে নিরন্তর॥
নানা রত্ন ছিনিয়া ফেলেন ভূমিতলে।
পুনঃ পুনঃ ধরি পড়ে চরণ-কমলে॥
যতেক আনিল রাজা বিবিধ রতন।
গোবিন্দের অগ্রে ল'য়ে দিল ততক্ষণ॥
করযোড় করি বলে রাক্ষসের রাজ।
আজ্ঞা কর জগন্নাথ করিব কি কাজ॥
গোবিন্দ বলেন আসিয়াছ কোন্ কাজে।
মম সঙ্গে চলহ ভেটাই ধর্ম্মরাজে॥
বিভীষণ বলে কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল।
তোমার পদারবিন্দ নয়ন দেখিল॥
তোমার পদারবিন্দে দৃঢ় আলিঙ্গন।
পিতামহ বাঞ্ছিত যে অন্য কোনজন॥
লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ মোরে করিলা প্রসাদ।
চিরকাল বিচ্ছেদের খণ্ডিল বিষাদ॥
সম্পূর্ণ মানস মম সিদ্ধ হৈল কাজ।
এখন কি করিব আজ্ঞা কর দেবরাজ॥
গোবিন্দ বলেন যে করিল আবাহন।
যার দূত সঙ্গে পূর্ব্বে পাঠাইলে ধন॥
যার নিমন্ত্রণে তুমি আইলা হেথায়।
চলহ ভেটাই সেই ঠাকুরে তোমায়॥
বিভীষণ কহিল বলিল দূতগণ।
পাণ্ডবের যজ্ঞে অধিষ্ঠান নারায়ণ॥
তব দ্রোহী হইবে না দিলে তারে কর।
অন্য কি তোমার নামে দিব কলেবর॥
জগতের ঠাকুর তোমায় আমি জানি।
তোমার ঠাকুর আছে আমি নাহি মানি
যে হউক মোর প্রভু তোমা বিনা নাই।
প্রয়োজন নাহি মম অন্যজন ঠাঁই॥

|বিন্দ বলেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
| দরশনে হয় নিষ্পাপ শরীর ॥
চাপে যাঁহারে ইন্দ্র আদি কর দিল।
। দিয়া ফণীন্দ্র শরণ আসি নিল ॥
ুরে উত্তর কুরু, পূর্ব্বে জলনিধি।
শ্চমেতে আমি, দক্ষিণেতে তোমা আদি ॥
হি দিল না আইল নাহি হেন জন।
ক্ষাতে নয়নে তুমি দেখহ এখন ॥
বতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কপি ফণী।
ুষ্য আইল যত বৈসয়ে অবনী ॥
টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য গৃহে ভুঞ্জে।
শ ত্রিশ সেবক সেবয়ে এক দ্বিজে ॥
ূরেতা সহস্র দশেক সদা সেবে।
ছেন যতেক দ্বিজ কে অন্ত করিবে ॥
নে স্থানে রন্ধন হতেছে অবিরাম।
ক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভুঞ্জয়ে এক স্থান ॥
ক লক্ষ দ্বিজ যবে করেন ভোজন।
ক বার শঙ্খনাদ করয়ে তখন ॥
মতে মুহুর্মুহু হয় শঙ্খধ্বনি।
ুদ্দিকে শঙ্খরবে কিছুই না শুনি ॥
ন পদ্ম অযুত মাতঙ্গ দীর্ঘদন্ত।
ন পদ্মযুত রথ প্রত্যক্ষ অনন্ত ॥
ক নৃপতির পতি কে পারে গণিতে।
রিজাতি যতেক নিবসে পৃথিবীতে ॥
র্দ্ধেক রন্ধনে ভুঞ্জে অর্দ্ধেক আমান্ন।
হার শকতি তাহা করিতে বর্ণন ॥
কজন অসন্তোষ নাহিক ইহাতে।
ও খাও লও লও ধ্বনি চারিভিতে ॥
ম্যাদি যত হৈল পৃথিবীর পতি।
ন কর্ম্ম করিবারে কাহার শকতি ॥
দূর পর্য্যন্ত নিবসে যত প্রাণী।
ন জন নাহি যুধিষ্ঠিরে নাহি জানি ॥
রণে সুমতি হয় নিষ্পাপ দর্শনে।
ণামে পরমাগতি আমার সমানে ॥
নজনে নাহি জানে তোমা হেন জন।
ঘ্রগতি চল সাথে করাব দর্শন ॥

বিভীষণ বলে প্রভু কহিলা প্রমাণ।
মম নিবেদন কিছু কর অবধান ॥
পূর্ব্বে পিতামহ মুখে শুনিয়াছি আমি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তুমি সবাকার স্বামী ॥
ব্রহ্ম ইন্দ্রপদ তব কটাক্ষেতে হয়।
এ কর্ম্ম অসাধ্য নহে তোমার সহায় ॥
মম পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানহ গদাধর।
তপস্যা করিয়া আমি মাগিলাম বর ॥
স্মরিব তোমার নাম সেবিব তোমারে।
তব পদ বিনা শির না নোঙাব কারে ॥
যথায় লইয়া যাবে তথায় যাইব।
কদাচিৎ অন্যজনে মান্য না করিব ॥
এত বলি বিভীষণ চলিল সংহতি।
পশ্চাদ্ভাগে বিভীষণ অগ্রেতে শ্রীপতি ॥
চট চট শব্দেতে চৌদিকে পড়ে ছাট।
গোবিন্দেরে দেখিয়া ছাড়িয়া দিল বাট ॥
দ্বারের নিকটে উত্তরিল নারায়ণে।
পশিতে সাত্যকি নিবারিল বিভীষণে ॥
গোবিন্দ বলেন দ্বারে না রাখ ইহারে।
স্বদেশ যাবেন শীঘ্র ভেটিয়া রাজারে ॥
সাত্যকি কহিল প্রভু জানহ আপনি।
আজ্ঞা বিনা যাইতে না পারে বজ্রপাণি ॥
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে বারিত।
যত রাজ-রাজ্যেশ্বর বৈসে বামভিত ॥
অগণিত সৈন্য যার ধনে নাহি অন্ত।
রাজকর ল'য়ে আছে মাসেক পর্য্যন্ত ॥
শ্রেণীমন্ত সুকুমার নীলধ্বজ রাজা।
একপদ কলিঙ্গ নৈষধ মহাতেজা ॥
কিষ্কিন্ধ্যা ঈশ্বর দেখ সিন্ধুকূলবাসী।
গোশৃঙ্গ ভুষণ্ড আর রুক্মি দন্তকেশী ॥
এ সবার রঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত।
কোটি কোটি গজবাজী কোটি কোটী রথ।
নানা রত্ন ধন নিজ পরিবার লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া ॥
ত্রিশ সহস্র নৃপতি আছে এই দ্বারে।
জন কত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে ॥

পুরুজিৎ নামে রাজা পাণ্ডব মাতুল।
রাজ আজ্ঞা পেয়ে তবে লইল নকুল ॥
তাঁর সঙ্গে গেল জনকত নৃপবর।
দেখিয়া বড়ই ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর ॥
মাতুলে রাখিয়া আর যত রাজগণে।
ধাক্কা মারি বাহির করিল ততক্ষণে ॥
আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে নারিব কদাচন।
আজ্ঞা আনি ল'য়ে যাও রাজা বিভীষণ ॥
এত শুনি ক্রুদ্ধ হৈয়া গেলেন গোবিন্দ।
দুই চক্ষু দেখি যেন রক্ত অরবিন্দ ॥
তথা হৈতে গেলেন সহিত লঙ্কাপতি।
পূর্ব্বদ্বারে উপনীত আপনি শ্রীপতি ॥
মহাবীর ঘটোৎকচ হিড়িম্বা কুমার।
তিন লক্ষ রাক্ষসে রক্ষা করে দ্বার ॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া সবে পথ ছাড়ি দিল।
বেত্র দিয়া বিভীষণে দ্বারে রহাইল ॥
গোবিন্দ বলেন ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র রাবণের সহোদর ॥
ঘটোৎকচ বলে শুন দেব চক্রপাণি।
আমি কি করিব তুমি জানহ আপনি ॥
জন কত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে।
বাইশ সহস্র রাজা আছে এই দ্বারে ॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব অনেক এসেছে।
দুই তিন মাস দ্বারে রহিয়া গিয়াছে ॥
বহু নাগগণ সঙ্গে শেষ বিষধর ॥
পাতাল ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে রহে নিরন্তর।
সহস্র বদন শোভে নাগ অধিকারী।
এইখানে তিনি রহিলেন দিন চারি ॥
এই দেখ রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে।
একদৃষ্টে বুকে হস্ত নাহি চায় পাছে ॥
গিরিব্রজে সুরপতি জরাসন্ধ সুত।
জয়সেন মহারাজ যুগল অযুত ॥
নব কোটি রথ নবকোটি মত্ত হাতী।
ষষ্ঠ কোটি তুরঙ্গম অসংখ্য পদাতি ॥
নানা রত্ন আনিল বিবিধ যানে করি।
হস্তিনী গর্দ্দভ উট শকট উপরি ॥

অহর্নিশি নৌকা বহে সংখ্যা নাহি জানি।
যার নৌকা ত্রিশ ক্রোশ ঢাকে গঙ্গাপানি।
বিংশতি সহস্র রাজা সংহতি করিয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বাহির হইয়া ॥
শিশুপাল রাজা দেখ চেদীর ঈশ্বর।
যাহার সহিত পঞ্চ শত নৃপবর ॥
নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ন লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া ॥
দীর্ঘজঙ্ঘ রাজা দেখ অযোধ্যার পতি।
তিনকোটি রথ সঙ্গে তিনকোটি হাতী ॥
সপ্তদশ নরপতি সংহতি করিয়া।
কর ল'য়ে দ্বারে আছে বারিতহইয়া ॥
কাশীরাজ দেখ এই কাশীর ঈশ্বর।
কোশলের রাজা বৃহদ্বল নৃপবর ॥
বহু রাজা সুপার্শ্ব কৌশিক শ্রুত রাজা
মদ্রসেন চন্দ্রসেন পার্শ্ব মহাতেজা ॥
সুবর্ণ সুমিত্র রাজা সুমুক শম্বুক।
মণিমন্ত দণ্ডধর নৃপতি মুকুট ॥
পুণ্ডরীক্ষ বাসুদেব জরদগব আদি।
করিল মেদিনী ব্যাপ্ত সমুদ্র অবধি ॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত সপ্ত শত।
লিখনে না যায় যত গজবাজী রথ ॥
যে দেশে যে রত্ন জন্মে তাহা কর লৈয়া
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া ॥
উপরুদ্ধ অত্যন্ত হয়েন যেই জন।
রাজারে জানায় গিয়া তার বিবরণ ॥
তবে যদি ধর্ম্মরাজ দেন অনুমতি।
যারে আজ্ঞা দেন সেই জন করে গতি ॥
মুহূর্ত্তেকে রহি মাত্র দরশন পায়।
শীঘ্রগতি পুনঃ আনি রাখয়ে হেথায় ॥
রাজার শ্বশুর দেখ দ্রুপদ নৃপতি।
দিনেক রহিল পরিজনের সংহতি ॥
আজ আজ্ঞা পাইয়া ছাড়িল দ্রুপদেরে।
তার সঙ্গে কত রাজা পশিল ভিতরে ॥
সেই হেতু পিতা মোরে করিলেন ক্রোধ
শ্বশুরের কিছু না রাখিল উপরোধ ॥

স্থির করিয়া যে দিলেন রাজগণে।
ব্রাহ্মীগণে বহু ক্রোধ করিলেন মনে॥
পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন ছিল এই দ্বারে দ্বারী।
এই দোষে তাহারে দিলেন দূর করি॥
রাখিলেন দ্বারে মোরে অনেক কহিয়া।
আজ্ঞা বিনা ইন্দ্র এলে না দিবে ছাড়িয়া॥
এই হেতু জগন্নাথ ভয় লাগে মনে।
আজ্ঞা বিনা কিমতে ছাড়িব বিভীষণে॥
থাকি হেথা আন রাজ অনুমতি হরি।
জানাইতে রাজারে নাহিক শক্তি ধরি॥
নকুল আইসে কিম্বা অনুজ তাহার।
বার্ত্তা জানাইতে এ দোঁহার অধিকার॥
বুঝিয়া আপনি কর যে হয় বিচার।
ক্ষণেক থাকহ নহে যাও অন্য দ্বার॥
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন উত্তর দুয়ার॥
বিভীষণে লইয়া গেলেন গদাধর।
কতদূরে দেখিলেন ভীম অনুচর॥
চারি গোটা নৃপতিরে করিয়া বন্ধন।
কেশে ধরি লইয়া যাইছে চারিজন॥
জিজ্ঞাসেন মাধব তোমরা কোন্ জন।
এ চারি জনারে কেন করিলে বন্ধন॥
দূতগণ বলে মোরা ভীমের কিঙ্কর।
দুষ্টকর্ম্ম কৈল এই চারি নরবর॥
শ্বেত আর লোহিতমণ্ডল নরপতি।
অবধানে জগন্নাথ কর অবগতি॥
এ দোঁহার দেশ প্রভু সমুদ্রের তীরে।
পার্থ জিনি কর সহ আনিল দোঁহারে॥
এখন না বলিয়া যাইতেছিল দেশে।
অর্দ্ধ পথ হৈতে ধরিয়া আনিনু কেশে॥
হের দেখ জগন্নাথ এই দুই জনে।
উপহাস করিল দুই দরিদ্র ব্রাহ্মণে॥
এই হেতু চারিজনে আনিনু বাঁধিয়া।
আজ্ঞা করিলেন ভীম শূলে দেহ নিয়া॥
এত শুনি কৃষ্ণ ফিরাইয়া চারিজনে।
বৃকোদর কোথা জিজ্ঞাসেন দূতগণে॥

অগ্রে অগ্রে যায় দূত পিছে গদাধর।
কতদূরে দেখেন আইসে বৃকোদর॥
এক লক্ষ রথী সহ ভ্রমে সর্ব্বস্থল।
চরগণে খুঁজিছে যে কোথাকার বল॥
ভীমের নিকটে উত্তরিল নারায়ণ।
কহিলেন মুক্ত করি দেহ চারিজন॥
কর্ম্ম হেতু এ সবারে কৈলা আবাহন।
অনাদর এখন করহ কি কারণ॥
কর্ম্ম যদি করিবে হইয়া মহাতেজা।
ক্ষুদ্রে লোকে নিমন্ত্রিলে করিবেক পূজা॥
দুষ্ট শিষ্ট অনেক এসেছে কর্ম্মস্থলে।
কর্ম্মে বহু বিঘ্ন হয় ক্ষমা না করিলে॥
বৃকোদর বলে শুন দৈবকী-নন্দন।
দোষমত শাস্তি যদি না পায় দুর্জ্জন॥
আর সব ক্রমে ক্রমে সেই পথ লয়।
কহ ইথে কর্ম্ম পূর্ণ কোনমতে হয়॥
দুষ্টে ক্ষমা করিতে না পারি কদাচন।
দুষ্টাচারী না ছাড়ে আপন দুষ্টপণ॥
দুষ্টজনে নিজ তেজ যদি না দেখায়।
উপহাস করে আর কর্ম্ম ধ্বংস পায়॥
ইহায় আমায় পূর্ব্বে পরিচয় কোথা।
তেজ হৈতে যত দেখ আসিয়াছে হেথা॥
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
শুন শুন ভীমসেন আমার বচন॥
তোমার শান্তির শব্দে ত্রৈলোক্য পূরিল।
তেঁই দেখি তিনলোক একত্র মিলিল॥
শান্তি আচরিতে তুমি এ কর্ম্ম করিলে।
কহ ভীম যজ্ঞপূর্ণ হইবে কি ভালে॥
অন্য কর্ম্ম নহে এই রাজসূয় যজ্ঞ।
এক লক্ষ রাজা আসি হ'য়েছে একত্র॥
নাহি জান ইতিমধ্যে আছে ভাল মন্দ।
একচক্র হ'য়ে যদি সবে করে দ্বন্দ্ব॥
কহ মোরে তখন উপায় কি করিবে।
প্রমাদ ঘটিবে আর যজ্ঞ নষ্ট হবে॥
পৃথিবীর লোক সব করিলে বিরোধ।
কত কত জনে তুমি করিবে প্রবোধ॥

পাতালে রহিল গিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্বন্দ্ব করিবারে তুমি সবে একেশ্বর ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৃকোদর।
তব যোগ্য কথা নহে দেব দামোদর ॥
এক লক্ষ রাজা যে বলিলে নারায়ণ।
প্রত্যক্ষেতে আমি দেখিলাম সর্ব্বজন ॥
অজাযুথ লাগে যেন ব্যাঘ্রের নয়নে।
সেইমত রাজগণ লাগে মম মনে ॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে হয় একদিকে।
কাহার' নাহিক দায় রৈল মম ভাগে ॥
সসৈন্যে আগত এক লক্ষ নৃপবর।
মুহূর্ত্তেকে দলিবারে পারি একেশ্বর ॥
মনুষ্য কি গণি যদি তিনলোক হয়।
একেশ্বর সবাকারে করি পরাজয় ॥
যার জয় ইচ্ছে দেব তোমা হেন জনে।
তারে পরাজয় করে নাহি ত্রিভুবনে ॥
গোবিন্দ বলেন সব সম্ভবে তোমারে।
তোমা সহ বিরোধ করিতে কেবা পারে ॥
ইহা সবাকারে ছাড় আমার বচনে।
এবে দ্বন্দ্ব করহ যে করে দুষ্টগণে ॥
এত বলি মুক্ত করি দেন চারিজনে।
তথা হৈতে লইয়া গেলেন বিভীষণে ॥
যাইতে যাইতে কৃষ্ণ কন বিভীষণে।
বহু রাজা দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে ॥
এমন সম্পদ কি হয়েছে কোন জনে।
আমা হেন জনে রাখে যার দ্বারীগণে ॥
তিন ভুবনের লোক একত্র মিলিল।
ইন্দ্র আদি করিয়া যাহারে কর দিল ॥
বিভীষণ বলে দেব এ নহে অদ্ভুত।
ইহা হৈতে রাজসূয় হ'য়েছে বহুত ॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ এ যজ্ঞ করিল।
সপ্তম দ্বীপের লোক একত্র হইল ॥
আর আর যত রাজা পৃথিবীতে ছিল।
ইন্দ্র আদি দেবে জিনি নানা যজ্ঞ কৈল ॥
একমাত্র পাণ্ডবের বাখানি বিশেষ।
আপনি এতেক স্নেহ কর হৃষীকেশ ॥

ব্রহ্মা আদি ধ্যায় প্রভু তোমা দেখিবারে।
এ বড় আশ্চর্য্য তুমি ভ্রম দ্বারে দ্বারে ॥
তোমার চরিত্র প্রভু কি বলিতে পারি।
নহুষে করিলা ইন্দ্র বলি দূর করি ॥
ব্রহ্মকীট পদ প্রভু তোমার সমান।
যারে যাহা কর তাহা কে করিবে আন ॥
ইন্দ্র আদি পদ প্রভু না করি গণন।
তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন ॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তোমা।
তেঁই দ্বারে দ্বারী রাখে তারে কর ক্ষমা ॥
কি কারণে জগন্নাথ এত পর্য্যটন।
দ্বারে দ্বারে ভ্রম প্রভু কোন প্রয়োজন ॥
দৈবেতে এ দ্বারীগণ না ছাড়ে আমারে।
মম প্রয়োজন কিছু নাহিক ভিতরে ॥
মানস হইল পূর্ণ সিদ্ধ হৈল কার্য্য।
আজ্ঞা কৈলে মহাপ্রভু যাই নিজ রাজ্য ॥
তার বাক্য শুনিয়া বলেন চক্রধর।
আর কত তোমারে কহিব লঙ্কেশ্বর ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তুমি হেন কথা কহ না হয় উচিত ॥
নিমন্ত্রণে এলে যার না যাবে ভেটিয়া।
রাজা জিজ্ঞাসিলে আমি কি বলিব গিয়া ॥
হেন অপকীর্ত্তি মম চাহ কি কারণ।
ক্ষণেকে করিয়া যাও রাজ সন্দর্শন ॥
এইরূপে দোঁহে হয় কথোপকথন।
উত্তর দ্বারেতে উত্তরিলা দুইজন ॥
উত্তর দুয়ারে দ্বারী কামের নন্দন।
গোবিন্দে দেখিয়া আসি করিল বন্দন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাই রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব রাক্ষস ঈশ্বর ॥
অনিরুদ্ধ বলে দেব রহ মুহূর্ত্তেক।
এইক্ষণে মাদ্রীর তনয় আসিবেক ॥
তাঁর হাতে জানাইব রাজার গোচর।
আজ্ঞা পেলে ল'য়ে যাও রাক্ষস ঈশ্বর ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি না জান ইহারে।
ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে দুয়ারে ॥

রাবণের সহোদর লঙ্কা অধিপতি ।
রাক্ষসের রাজা যে ব্রহ্মার হয় নাতি ॥
এত শুনি হাসি বলে কামের নন্দন ।
কেন হেন কহ দেব জানিয়া কারণ ॥
অবধানে দেখ দেব যতেক নৃপতি ।
অনেক দিবস হৈল দ্বারে কৈল স্থিতি ॥
প্রাগ্‌দেশ অধিপতি রাজা ভগদত্ত ।
নব কোটি রথ সঙ্গে কোটি গজ মত্ত ॥
নানা রত্ন কর দেখ সংহতি করিয়া ।
বহুদিন দ্বারে আছে বারিত হইয়া ॥
বাহ্লীক বৃহন্ত আর সুদেব কুন্তল ।
সিংহরাজ সুশর্ম্মা সহিত বৃহদ্বল ॥
কামদেব কামেশ্বর রাজা কামসিন্ধু ।
ত্রিগর্ত্ত দ্বিরদশির মহাজলসিন্ধু ॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চশত ।
ত্রিশকোটি মত্ত হস্তী ত্রিশকোটি রথ ॥
যে দেশে নাহিক শক্তি বিহঙ্গ যাইতে ।
সে সকল রাজা দেব দেখহ সাক্ষাতে ॥
নানারত্ন কর ল'য়ে দ্বারে বসি আছে ।
বৎসর অধিক হৈল কেহ নাহি পুছে ॥
পুত্র পৌত্র ব্রহ্মার এয়েছে কতজন ।
প্রপৌত্র আইল যত কে করে গণন ॥
ইন্দ্র চন্দ্র অনল কৃতান্ত দিনকর ।
ব্রহ্মঋষি দেবঋষি আইল বিস্তর ॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু হাহা হুহু ।
বিশ্বাবসু আদি সহ বিদ্যাধর বহু ॥
যক্ষরাজ সহ এল কত লব নাম ।
আসিয়াছে আসিতেছে নাহিক বিশ্রাম ॥
দুই একদিন সবে রহি হেথা গেছে ।
রাজ আজ্ঞা মাত্র তরে দুই এক আছে ॥
বিনা আজ্ঞা ছাড়ি দিলে দুঃখ পায় পাছে ।
রাজদ্রোহী কর্ম্মেতে অনেক বিঘ্ন আছে ॥
দোষ গুণ বুঝিতে ভীমের অধিকার ।
ভীম ক্রোধ করিলে যে নাহিক নিস্তার ॥
বুঝিয়া করহ দেব যে হয় বিচার ।
কি শক্তি আমার আজ্ঞা বিনা ছাড়ি দ্বার ॥

এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার ।
ক্রোধ করি চলিলেন পশ্চিম দুয়ার ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা দেখ বিদ্যমান ।
পৌত্র হ'য়ে আমার না করিল সম্মান ॥
নাহিক উহার দোষ কর্ম্ম এইরূপে ।
ইন্দ্র যম ভয় করে ভীমের প্রতাপে ॥
অল্প দোষে দেয় দণ্ড ক্রোধ নিরন্তর ।
শ্রুতমাত্র দেয় শাস্তি নাহি পরাপর ॥
চলহ পশ্চিম দ্বারে আছে দুর্য্যোধন ।
আমা দেখি কদাচ না করিবে বারণ ॥
আর কহি বিভীষণ না হও বিস্মৃতি ।
যখন দেখিবে তুমি ধর্ম্ম নরপতি ॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া তুমি প্রণাম করিবে ।
নৃপতির অজ্ঞা হ'লে তখনি উঠিবে ॥
বিভীষণ কহে প্রভু নহে কদাচন ।
নিবেদন করিয়াছি মম বিবরণ ॥
পূর্ব্ব হৈতে তব পদে বিক্রীত শরীর ।
তব পদ বিনা অন্যে না নোওাব শির ॥
এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনে মন ।
করিয়াছি কুকর্ম্ম আনিয়া বিভীষণ ॥
বিভীষণ যদি দণ্ডবৎ না করয় ।
সভাতে পাইবে লজ্জা ধর্ম্মের তনয় ॥
এত চিন্তি জগন্নাথ করেন বিচার ।
ব্রহ্মা আদি তপ করে এরা কোন্ ছার ॥
যজ্ঞারম্ভ কৈল রাজা আমার বচনে ।
আমি যজ্ঞেশ্বর বলি জানে সর্ব্বজনে ॥
এত চিন্তি জগন্নাথ সহ বিভীষণ ।
পশ্চিম দ্বারেতে যান যথা দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন নৃপতির দুই অধিকার ।
দ্রব্যের ভাণ্ডারী আর রক্ষা করে দ্বার ॥
লক্ষ লক্ষ ভাণ্ডার সমান গিরিবর ।
কনক রজত মুক্তা প্রবাল পাথর ॥
অমূল্য কীটজ চীর লোমজ বসন ।
কস্তুরী দশন হস্তী শৃঙ্গী অগণন ॥
চতুর্দ্দিক হইতে আসিছে ঘনে ঘন ।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন হয় বরিষণ ॥

দরিদ্র ভিক্ষুক আর ভট্ট আদি যত।
দিতেছে সকল দ্রব্য বিদুর সম্মত ॥
যত দ্রব্য আসে তত দিতেছে সকল।
পুনঃ পুনঃ আসে যেন জোয়ারের জল ॥
কত জনে কত দেয় নাহি পরিমাণ।
অদরিদ্রা কৈল পৃথী দিয়া বহু দান ॥
ঊনশত ভাই সহ নিজ পরিবার।
দুর্য্যোধন দ্বারী রাখে পশ্চিম দুয়ার ॥
গোবিন্দেরে নিরখিয়া বলে দুর্য্যোধন।
কহ কোন্ হেতু দাণ্ডাইলা নারায়ণ ॥
গোবিন্দ বলেন ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
যাইতে নিবারে কেন তোমার কিঙ্কর ॥
দুর্য্যোধন বলে কৃষ্ণ নাহি তার দোষ।
আপনি জানহ তুমি ভীমের আক্রোশ ॥
আসিবা মাত্রেতে ল'য়ে চাহ ভেটিবারে।
আজ্ঞা বিনা কিমতে দ্বারীতে দ্বার ছাড়ে ॥
এইক্ষণে আসিবেক মাদ্রীর নন্দন।
ক্ষণমাত্র হেথায় বৈসহ নারায়ণ ॥
এত বলি দুর্য্যোধন দিল সিংহাসন।
দুই সিংহাসনে বসিলেন দুইজন ॥
কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মায়ায় মোহিত ॥
ধন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জন্ম শুভক্ষণে।
হেন প্রভু বশ কৈল আপনার গুণে ॥
ধন্য ধন্য অশ্বমেধ কৈল শত শত।
কঠোর তপস্যা রাজা ধন্য কৈল কত ॥
কেহ যজ্ঞ ব্রত করে বৈভব কারণ।
ইন্দ্রপদ বাঞ্ছে কেহ কুবের তপন ॥
তিনলোক মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নেরে বাখানি।
কত ইন্দ্রপদ যার কর্ম্মের নিছনি ॥
যাহার যশের গুণে পূরিল সংসার।
ক্ষিতিমধ্যে খণ্ডাইল যম অধিকার ॥
যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড আর যাবৎ ধরণী।
করিল অদ্ভুত কীর্ত্তি নিস্তারিতে প্রাণী ॥
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা আদি করে যে নারকী।
অবহেলে স্বর্গে যায় কৃষ্ণমুখ দেখি ॥
জন্মে জন্মে কাশী আদি নানা তীর্থ সেবে।
তপ ক্লেশ যজ্ঞ ব্রত সদা করে যবে ॥
পঞ্চ পাতকীতে যদি কৃষ্ণমুখ দেখে।
সে কোটি কল্পের পাপ শরীরে না থাকে ॥
জগন্নাথ মুখপদ্ম যে করে দর্শন।
জগন্নাথ নাম যেবা করয়ে স্মরণ ॥
পৃথিবীর মধ্যে তার সফল জীবন।
কাশীরাম প্রণময় তাঁহার চরণ ॥

সর্ব্বলোক মূর্চ্ছা।

জন্মেজয় ভূপতি মুনিরে জিজ্ঞাসিল।
কহ দেখি তদন্তরে কি প্রসঙ্গ হৈল ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
বিভীষণ সহ বসিলেন নারায়ণ ॥
পরিশ্রম হয়েছিল পদব্রজে চলি।
চতুর্দ্দিকে বিশেষ লোকের ঠেলাঠেলি ॥
চৌদিকে অযুত ক্রোশ সভা পরিসর।
ভ্রমিয়া দোঁহার শ্রান্ত হৈল কলেবর ॥
সিংহাসন উপরে বসিল দুইজন।
হেনকালে তথা আসে মাদ্রীর নন্দন ॥
গোবিন্দে দেখিয়া বীর কৈল নমস্কার।
ডাকি কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন সব সমাচার ॥
দুই তিন দিন নাহি রাজ সম্ভাষণ।
কহ দেখি সহদেব সব বিবরণ ॥
সহদেব বলেন শুনহ দামোদর।
তুমি গেলে আসিবেন যতেক অমর ॥
সকলের হইয়াছে রাজ দরশন।
তোমারে দেখিতে যে আছয়ে সর্ব্বজন ॥
দেববৃন্দ লইয়া আছেন দেবরাজ।
তুমি গেলে ভেটিবেক দেবের সমাজ ॥
এত শুনি উঠিলেন শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
তাঁহার সহিত গেল নিকষানন্দন ॥
সভামধ্যে প্রবেশ করেন নারায়ণ।
গোবিন্দেরে দেখিয়া উঠিল সর্ব্বজন ॥
মণ্ডলী করিয়াছিল বেদীর উপরে।
কৃষ্ণে দৃষ্টি করিয়া পড়িছে বায়ুভরে ॥

দূরে পড়িল করিয়া কৃতাঞ্জলি।
বাতাঘাতে যেন পড়িল কদলী॥
তা গন্ধর্ব্ব আর অপ্সর কিন্নর।
বঋষি ব্রহ্মঋষি রক্ষ খগবর॥
জন বিনা আর যে ছিল যথায়।
তদূরে পড়ে সবে হ'য়ে নম্রকায়॥
তক সোপান পর ধর্ম্মের নন্দন।
শাশং সোপানে উঠেন নারায়ণ॥
শ্বরূপ প্রকাশ করেন জনার্দ্দন।
। রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হৈল পদ্মাসন॥
হস্র মস্তকে শোভে সহস্র নয়ন।
হস্র মুকুট মণি কিরীট ভূষণ॥
স্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
স্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল॥
বধ আয়ুধ শোভে সহস্রেক করে।
স্র চরণে শোভে কত শশধরে॥
স্র সহস্র যেন সূর্য্যের উদয়।
বৎস কৌস্তুভমণি শোভিত হৃদয়॥
লে দোলে আজানুলম্বিত বনমালা।
তাম্বর শোভে যেন মেঘেতে চপলা॥
ঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম শার্ঙ্গ আর ধনু।
নাবর্ণ মণিময় বিভূষিত তনু॥
হস্র সহস্র শম্ভু আছে করযোড়ে।
ত মুখে কত তারা স্তুতিবাণী পড়ে॥
বশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখে দেবগণ।
মকিত হৈয়া সবে হৈল অচেতন॥
অন্তরীক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি।
নিমিষেক চাহিলেক মেলি অষ্ট আঁখি॥
অজ্ঞান হইয়া ধাতা আপনা পাসরে।
করযোড় করিয়া পড়িল কতদূরে॥
লুকাইয়া ছিল শিব যোগীবর হ'য়ে।
চরণে পড়িল বিশ্বরূপ নিরখিয়ে॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
চন্দ্র সূর্য্য খগ নাগ গ্রহ রাশিগণ॥
যেই যথা আছিল সে সব গেল পড়ি।
অচেতন হ'য়ে সবে যায় গড়াগড়ি॥

সকল পড়িল যদি করি প্রণিপাত।
যুধিষ্ঠিরে চাহি কন দেব জগন্নাথ॥
করযোড় করিয়া বলেন ভগবান।
পূর্ব্বভিতে মহারাজ কর অবধান॥
কমণ্ডলু জপমালা যায় গড়াগড়ি।
পড়িয়াছে চতুর্ম্মুখ অষ্ট ভুজ যুড়ি॥
তাহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ।
কর্দ্দম কশ্যপ আদি আর যত জন॥
ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগী মহাদেব।
ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেশ॥
কার্ত্তিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাৎ।
তব গুণে নমস্কারে ধন্য তুমি তাত॥
সহস্র নয়নে বহে ধারা অগণন।
হের দেখ প্রণমিছে সহস্রলোচন॥
দ্বাদশ আদিত্য আর দেব শশধর।
কুজ বুধ আর গুরু শুক্র শনৈশ্চর॥
রাহু কেতু অগ্নি তারা বসু অষ্টজন।
মেঘ বার তিথি যোগ ঋষি যক্ষগণ॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ।
প্রণাম করিছে সবে তোমার চরণ॥
যাম্যভিতে মহারাজ কর অবগতি।
প্রণাম করিছে পড়ি মৃত্যু-অধিপতি॥
পশ্চিমেতে অবধান কর নৃপবর।
করযোড়ে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর॥
হের দেখ মহারাজ সহস্র সোদর।
সহস্র মস্তক ধরে শেষ বিষধর॥
প্রণাম করিছে তোমা ভূমিতলে পড়ি।
সহস্র মস্তকে ধূলি যায় গড়াগড়ি॥
উত্তরেতে মহারাজ অবধান কর।
প্রণাম করিছে তোমা যক্ষের ঈশ্বর॥
ধবল গন্ধর্ব্ব অশ্ব দিয়া চারি শত।
হের দেখ প্রণাম করিছে চিত্ররথ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ অপ্সরী অপ্সর।
গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমির উপর॥
তার বাম ভাগে দেখ রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ।
শ্রীরামের মিত্র হয় রাবণ কনিষ্ঠ॥

হের অবধান কর কুন্তীর কোঙর।
ছয় সহোদর দেখ খগের ঈশ্বর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দেখ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত।
উগ্রসেন যজ্ঞসেন শল্য মদ্রনাথ ॥
বসুদেব বাসুদেব আদি যত জন।
তব পদে প্রণাম করিছে সর্ব্বজন ॥
পৃথিবীতে নাহি রাজা তোমার তুলনা।
কে কহিতে পারে তব গুণের বর্ণনা ॥
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল রাজা তব কীর্ত্তি যশ।
তব গুণে মহারাজ হইলাম বশ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভয়েতে আকুল হয় কম্পিত শরীর ॥
নয়ন যুগলে পড়ে বারি ধারা নীর।
মুহুর্মুহু অচেতন হয় কুরুবীর ॥
সধৈর্য্যে বলেন রাজা গদগদ বচন।
অকিঞ্চন জনে প্রভু এত কি কারণ ॥
তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম ॥
তড়িত জড়িত পীত কৌষবাস সাজে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বিভূষিত অঙ্গমাঝে ॥
শ্রবণে পরষে চক্ষু পুণ্ডরীকপাত।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্ব্বলোকনাথ ॥
সংসারে আছয়ে যত পুণ্য-আত্মা জন।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ ॥
সে সবার তব পদ বন্দিবারে আশা।
আকাঙ্ক্ষায় মাগিবারে না করি ভরসা ॥
যদি বর দিবা এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা সব ক্ষম তুমি।
ভক্তিমূলে তোমাতে বিক্রীত আছি আমি ॥
আমার নিয়মে বর্ত্তে আমাতে ভকত।
বলি যে তাহাতে আমি করি এইমত ॥
ব্রহ্মা আদি দেবরাজ সম নহে তার।
প্রত্যক্ষ দেখহ যত চরণে তোমার ॥
তব তুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে।
আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে ॥
এত বলি জগন্নাথ পড়িয়া ধরণী।
করপুটে কহিতে লাগিল স্তুতিবাণী ॥
মোহিলেন মায়ায় পুনশ্চ নারায়ণ।
যতেক দেখিল সবে হৈল পাসরণ।
মাতুল-নন্দন হেন দেখিয়া অচ্যুতে।
সহদেবে কৈল আজ্ঞা বলহ উঠিতে ॥
সহদেব ডাকি বলে উঠ নারায়ণ।
আজ্ঞা হৈল, নিবেদন কর প্রয়োজন ॥
আজ্ঞা পেয়ে গোবিন্দ উঠেন ততক্ষণ।
বুকে হাত দিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ॥
বহুদিন আইল যে দেব খগনাথ।
আজ্ঞা হৈল যায় সবে ল'য়ে যজ্ঞভাগ ॥
ভারতমণ্ডলে বৈসে যত নরপতি।
বহুদিন হৈল সবে দ্বারে করে স্থিতি ॥
ইতিমধ্যে অবিলম্বে যা'ক নিজদেশ।
বিদায় করহ শীঘ্র নাগরাজ শেষ ॥
যজ্ঞস্থানে নাগরাজ আছে সাত দিন।
সপ্তদিন হৈল সখা অন্নজলহীন ॥
বুঝিয়া সুঝিয়া নাগ কৈল অবিচার।
সখার উপরে দিল ধরণীর ভার ॥
এতেক কহেন যদি দেব জগৎপতি।
লজ্জায় মলিন মুখ শেষ অধিপতি ॥
অনুমতি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
যার যেই ভাগ ল'য়ে করিল গমন ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
রাজসূয় যজ্ঞকথা অদ্ভুত-চরিত্র ॥
ভুবনে বিখ্যাত সে ব্যাস মহামুনি।
বিচিত্র তাঁহার কীর্ত্তি যজ্ঞের কাহিনী ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
যাহার শ্রবণে হয় পাপের সংহার ॥

সভায় রাজগণের প্রবেশ।

ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা তবে কৈল ততক্ষণ।
চারি দ্বারে আছয়ে যতেক রাজগণ ॥
সভামধ্যে সবাকারে আইস লইয়া।
যত রত্ন ভাণ্ডারেতে সব সমর্পিয়া ॥

জ্ঞা মাত্র আইলেন যত রাজগণ।
র্মরাজে প্রণাম করিল সর্ব্বজন॥
সতে করেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন।
াযোগ্য স্থানেতে বসিল সর্ব্বজন॥
থিবার রাজগণ বসিল যখন।
ন্দ্রসভা হৈতে শোভা হইল তখন॥
ারদ দেখিয়া সভা হৃদয়ে ভাবিয়া।
হিলেন ব্যাসদেবে একান্তে বসিয়া॥
তেক দেখহ বসিয়াছে রাজগণ।
াস্থ যুদ্ধ করি সবে হইবে নিধন॥
ল্পদিনে খণ্ডিবেক পৃথিবীর ভার।
রস্পর মারি সবে হইবে সংহার॥
ারদের মুখে এত শুনিয়া বচন।
বস্ময় মানিয়া চিত্তে চিন্তে তপোধন॥
ইবে অদ্ভুত হেন বিচারিল মনে।
ুইজন বিনা না জানিল অন্য জনে॥

শিশুপাল বধ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সুধাময় রাজসূয় যজ্ঞের কথন॥
যুধিষ্ঠির সমাপন করিলেন যাগ।
তুষ্ট করিলেন দিয়া যার যেই ভাগ॥
সাক্ষাতে লইল পূজা দেব পিতৃ ভূপে।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিতে কহিলেন কৃপে॥
যে রাজ্যে হৈতে আইল যত দ্বিজগণ।
সে রাজ্যের রাজা আনিয়াছিল যত ধন॥
দ্বিগুণ করিয়া তার দক্ষিণা যে দিল।
আনন্দেতে দ্বিজগণ দেশেতে চলিল॥
এক দ্বিজ দুই চারি লইয়া রাখাল।
দেশেতে চালায়ে দিল যার যেই পাল॥
কেহ অশ্ব গজ পৃষ্ঠে কেহ চড়ি রথে।
রত্নের শকট চালাইয়া দিল সাথে॥
দক্ষিণা পাইয়া দ্বিজগণ গেল দেশে।
গঙ্গাপুত্র বলিছেন ধর্ম্মপুত্র পাশে॥
বহুদূর হইতে আইল রাজগণে।
বৎসর হইল পূর্ণ তোমার ভবনে॥
সবাকার পূজা কর বিবিধ বিধানে।
যজ্ঞপূর্ণ হৈল সবে যাউক ভবনে॥
যথাযোগ্য জানি রাজা পূজ ক্রমে ক্রমে।
শ্রেষ্ঠজন জানি অগ্রে পূজহ প্রথমে॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভীষ্মের বচন।
ভাল বলি সহদেবে করেন স্মরণ॥
আজ্ঞা মাত্র সহদেব তখনি আইল।
অর্ঘ্যপাত্র লইয়া সম্মুখে দাণ্ডাইল॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন শুন পিতামহ।
কাহারে পূজিব অগ্রে শ্রেষ্ঠ কেবা কহ॥
ভীষ্ম বলে বৃষ্ণিবংশে বিষ্ণু অবতার।
উদ্দেশে মহেন্দ্র আদি পূজা করে যাঁর॥
সর্ব্ব অগ্রে অর্ঘ্য দেহ চরণে তাঁহার।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের আকার॥
ভকতবৎসল সেই কৃপা অবতার।
তাঁর অগ্রে অর্ঘ্য পায় নাহি হেন আর॥
তবে অর্ঘ্য দেহ বীর রাজগণ শিরে।
এত শুনি আনন্দিত সহদেব বীরে॥
অর্ঘ্য দিয়া গোবিন্দ-চরণ পূজা করে।
হৃষ্টচিত্ত হ'য়ে কৃষ্ণ লইলেন করে॥
কৃষ্ণে পূজি আনন্দিত পাণ্ডুপুত্রগণ।
সহিতে নারিল দামঘোষের নন্দন॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
ভীষ্ম আদি সবাকারে ক্রোধে পাড়ে গালি॥
রাজসূয় যজ্ঞপূর্ণ কৈল কুরুবর।
দেখিয়া কৃষ্ণের পূজা চেদীর ঈশ্বর॥
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ বলে বার বার।
ওহে ভীষ্ম এ তোমার কিমত বিচার॥
সভাতে আছয়ে যত রাজা[illegible]
পৃথিবীর যত রাজা দ্বারেতে তোমার॥
রাজসূয় যজ্ঞে অগ্রে পূজিবেক রাজা।
কোন্ রাজপুত্র কৃষ্ণ, তারে কেন পূজা॥
কোন্ রূপে পূজাযোগ্য হয় দামোদর।
কহ শুনি ওহে ভীষ্ম সভার ভিতর॥
বড় দেখি পূজা যদি চাহ করিবারে।
দ্রুপদেরে ছাড়ি কেন পূজহ ইহারে॥

বিশেষ আছেন বসুদেব মহামতি।
পিতা স্থিতে পুত্রে পূজা কহ কোন্ রীতি ॥
যদি বা পূজিবে ইথে আচার্য্যের ক্রমে।
দ্রোণ ত্যজি কৃষ্ণে কেন পূজিলা প্রথমে ॥
যদ্যপি বলিয়া ঋষি পূজিবে রাজন।
গোপালে পূজহ কেন ত্যজি দ্বৈপায়ন ॥
রাজক্রমে পূজিবারে চাহ নৃপবর।
দুর্য্যোধন ত্যজি কেন পূজ দামোদর ॥
যোদ্ধাগণ পূজিবারে যদি ছিল মন।
কর্ণবীর ছাড়ি কেন পূজ নারায়ণ ॥
প্রিয় শিষ্য শ্রীরামের কর্ণ মহাবীর।
ভুজবলে শাসিত নৃপতি পৃথিবীর ॥
অশ্বত্থামা কৃপসেন ভীষ্মক নৃপতি।
আমা আদি করি রাজা আছে মহামতি ॥
গণিলা কাহার মধ্যে এই গোপালেরে।
কি বুঝিয়া অর্ঘ্য দিল সভার ভিতরে ॥
প্রিয়বন্ধু বলি যদি কৃষ্ণে কৈলে পূজা।
তবে কেন আপনি আনিলা সর্ব্বরাজা ॥
ক্ষত্রিয় মধ্যেতে এই পৃথিবী ভিতরে।
এমন অন্যায় কেহ কভু নাহি করে ॥
ধর্ম্মবাঞ্ছা করিয়াছে ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্মকার্য্য হেতু সবে করিল গমন ॥
নিমন্ত্রিয়া আনিয়া করহ অপমান।
এই হৈতে ধর্ম্ম তোর হৈল সমাধান ॥
হে গোপাল তোমার বদনে নাহি লাজ।
কেমনে লইলা অর্ঘ্য এ সবার মাঝ ॥
স্বান্ যেন হবি খায় পাইয়া নির্জ্জনে।
কোন তেজে অমান্য করিলা রাজগণে ॥
এ সভায় তব পূজা হৈল বড় শোভা।
নপুংসক জনের হৈল যেন বিভা ॥
অন্ধস্থানে অন্ধ যেন জিজ্ঞাসয়ে পথ।
সভামাঝে তব পূজা হৈল সেই মত ॥
দুষ্ট ভীষ্ম দুষ্ট কৃষ্ণ দুষ্ট এ রাজন।
দুষ্টের সভায় নাহি রহি কদাচন ॥
যেই ছার সভায় সুজনে অপমান।
ক্ষণমাত্র তথায় না রহে জ্ঞানবান ॥

এত বলি উঠিয়া চলিল শিশুপাল।
সঙ্গেতে চলিল দুষ্ট কতেক ভূপাল ॥
শীঘ্রগতি যুধিষ্ঠির ত্যজি সিংহাসন।
শিশুপাল প্রতি কহে মধুর বচন ॥
এ কর্ম্ম তোমার যোগ্য নহে চেদিশ্বর
যজ্ঞ হৈতে ল'য়ে যাও যত নৃপবর ॥
কি কারণে নিন্দা কর গঙ্গার নন্দনে।
আপনি দেখহ বড় বড় রাজগণে ॥
কৃষ্ণের পূজায় কার' নাহি অপমান।
মুনিগণ যত সবে আনন্দ বিধান ॥
পিতামহ জানেন যে গোবিন্দের তত্ত্ব।
প্রথমে পূজিয়া তাঁর রাখেন মহত্ত্ব ॥
ভীষ্ম বলিছেন শুন ধর্ম্ম গুণাধার।
শান্তিযোগ্য নহে দামুঘোষের কুমার ॥
কৃষ্ণপূজা করিবারে নিন্দে যেইজন।
সে জনারে মান্য নাহি করো কদাচন ॥
দুষ্টবুদ্ধি শিশুপাল অল্প জ্ঞানবান।
রাজগণ মধ্যে তোমা না লিখিবা নাম ॥
পূজা করে কৃষ্ণপদ ত্রৈলোক্য অবধি।
আমি কিসে গণ্য যারে পূজা করে বিধি ॥
বহু বহু জ্ঞানবৃদ্ধ লোক মুখে শুনি।
কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি ॥
জন্ম হৈতে ইহার মহিমা অগোচর।
আমি কি বলিব সব খ্যাত চরাচর ॥
বিপ্রমধ্যে পূজা পায় জ্ঞানী বৃদ্ধগণ।
ক্ষত্রমধ্যে বলবান করি যে পূজন ॥
বৈশ্যমধ্যে পূজা করে অগ্রে বহুধনে।
শূদ্র মধ্যে পূজা পায় বয়োধিক জনে ॥
যত ক্ষত্রগণ আছে সভার ভিতরে।
কোন্ জন জ্ঞাত নহে আছে দামোদরে ॥
কোন্ রূপে কৃষ্ণ ন্যূন এ সভার মাঝ।
কুলে বলে কৃষ্ণ তুল্য আছে কোন্ রাজ ॥
দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আর কীর্ত্তি সম্পদেতে।
সংসারের যত গুণ আছয়ে কৃষ্ণেতে ॥
সংসারের যত কর্ম্ম যে জন করয়।
গোবিন্দেরে সমর্পিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয় ॥

প্রকৃতি আকৃতি কৃষ্ণ আদি সনাতন ।
বিভূতে আত্মারূপে আছে যেই জন ॥
আকাশ পৃথিবী তেজ সলিল মরুত ।
সংসারে যতেক সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত ॥
অল্পবুদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে ।
কৃষ্ণপূজা নিন্দা করে তথির কারণে ॥
এতেক বলিল যদি গঙ্গার নন্দন ।
সহদেব বলিতে লাগিল ততক্ষণ ॥
অপ্রমেয় পরাক্রম যেই নারায়ণ ।
হেন প্রভু পূজিবারে নিন্দে যেই জন ॥
তাহার মস্তকে আমি বামপদ দিয়া ।
এ সভার মধ্যে তেঁই বলিব ডাকিয়া ॥
রাজচর্য্যা বুদ্ধি বলে অধিক কে আছে ।
কৃষ্ণ হৈতে এ সবার মধ্যে আগে পাছে ॥
এতেক বলিল যদি মাদ্রীর নন্দন ।
ঘৃত দিলে যেমন জ্বলিল হুতাশন ॥
শিশুপাল আদি করি যত নৃপগণ ।
ক্রোধভরে গর্জ্জিয়া উঠিল ততক্ষণ ॥
যজ্ঞ নাশ কর আর মারহ পাণ্ডব ।
বৃষ্ণিবংশ মার আর মারহ মাধব ॥
এত বলি রাজগণ মহা কোলাহলে ।
প্রলয় সময়ে যেন সমুদ্র উথলে ॥
রাজগণ আড়ম্বর দেখি ধর্ম্মরায় ।
ভীষ্মেরে বলেন কহ ইহার উপায় ॥
ইহার বিধান আজ্ঞা কর মহাশয় ।
রাজগণ রক্ষা পায় যজ্ঞপূর্ণ হয় ॥
ভীষ্ম বলিলেন রাজা না করিও ভয় ।
প্রথমে করেছি আমি ইহার উপায় ॥
গোবিন্দের আরাধনা করে যেইজনে ।
তাহার কাহারে ভয় এ তিন ভুবনে ॥
এই সব ক্রুদ্ধ যত দেখহ রাজন ।
ইথে সিংহ প্রায় দেখি দৈবকীনন্দন ॥
যতক্ষণ সিংহ নিদ্রা হইতে না উঠে ।
গর্জ্জয়ে শৃগালগণ তাহার নিকটে ॥
যতক্ষণ গোবিন্দ না করে অবধান ।
ততক্ষণ গর্জ্জিবেক এ সব অজ্ঞান ॥
শিশুপালের বুদ্ধিতে গর্জ্জে যত জন ।
তাহারা যাইবে শীঘ্র যমের সদন ॥
অগ্নি দেখি পতঙ্গ বিক্রম যত করে ।
ক্ষণমাত্রে ভস্ম হয় পরশি অগ্নিরে ॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি যাহার স্বভাব ।
মূঢ় শিশুপাল কিছু না জানে সে ভাব ॥
ভীষ্মের বচন শুনি দামোঘোষসুত ।
কটুবাক্যে নিন্দা করি বলিল বহুত ॥
বৃদ্ধ বলি লজ্জা নাহি কুলাঙ্গার ওরে ।
বিভীষিকা প্রায় ভয় দেখাও সবারে ॥
বৃদ্ধ হৈলে লোক প্রায় মতিচ্ছন্ন হয় ।
ধর্ম্মচ্যুত কথা তাই কহ দুরাশয় ॥
কুরুগণ মধ্যে তোমা দেখি এইমত ।
অন্ধ যেন অন্ধজনে জিজ্ঞাসয়ে পথ ॥
কৃষ্ণের বড়াই না করহ বহুতর ।
তাহার মহিমা যে কাহার অগোচর ॥
তার অগ্রে কহ নাহি জানে যেইজন ।
স্ত্রীলিঙ্গ পুতনা দুষ্টা করিল নিধন ॥
কাষ্ঠের শকটখান দিল ফেলাইয়া ।
পুরাতন দুই বৃক্ষ ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
বৃষ অশ্ব মারিয়া হইল অহঙ্কার ।
ইন্দ্রজাল করি কংসে করিল সংহার ॥
সপ্তদিন গোবর্দ্ধন ধরিল বলয় ।
এ সব তোমার চিত্তে মোর চিত্তে নয় ॥
বল্মীকের ছত্র প্রায় লাগে মম মনে ॥
বড় বলি কহিল অবোধ গোপগণে ॥
সাধুজন সঙ্গে তোর নাহিক মিলন ।
শুন আমি কহি যে কহিল সাধুজন ॥
স্ত্রীলিঙ্গ গো দ্বিজ আর অন্ন খাই যার ।
এইজনে কদাচিত না করি প্রহার ॥
স্ত্রীলিঙ্গ পুতনা মারি বৃষ মারে মাঠে ।
কংসেরে মারিল যার অর্দ্ধ অন্ন পেটে ॥
তোর কর্ম্মে পাণ্ডবের বড় হবে তাপ ।
ধর্ম্মচ্যুত হৈলি তুই দুষ্টমতি পাপ ॥
আপনারে ধর্ম্মজ্ঞ বলিস্ লোক মাঝ ।
ইহার যতেক কর্ম্ম শুন সর্ব্ব রাজ ॥

কাশীরাজ অম্বা যেই শাল্বে ব'রেছিল।
এই দুষ্ট গিয়া তারে হরিয়া আনিল ॥
বার্ত্তা জানি পুনঃ তারে করিল বর্জ্জন।
শাল্বরাজ শুনি তারে না কৈল গ্রহণ ॥
তবে কন্যা প্রবেশিল অনল ভিতর।
স্ত্রী বধিয়া মহাপাপী খ্যাত চরাচর ॥
আরে ভীষ্ম তোর ভাই স্বধর্ম্মেতে ছিল।
সুপথে বিচিত্রবীর্য্য জন্ম গোঙাইল ॥
সে মরিল নিজ ভার্য্যা দিয়া অন্যজনে।
তুমি দুরাচার জন্মাইলে পুত্রগণে ॥
ব্রহ্মচারী আপনারে বলাইস্ লোকে।
হেন ব্রহ্মচর্য্য করে বহু নপুংসকে ॥
কোনরূপে তব শ্রেয় নাহি দেখি আমি।
দান যজ্ঞ ব্রত ব্যর্থ কর অধোগামী ॥
বেদপাঠ ধ্যান ব্রত যোগ যাগ দান।
ইহা সবে নাহি হয় অপত্য সমান ॥
সর্ব্বদোষ কুলাঙ্গার আছে তোর স্থান।
অনপত্য বৃদ্ধ আর কুপথ বিধান ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে হংসের বিবরণ।
তাহার সদৃশ ভীষ্ম তোর আচরণ ॥
হংসযুথ মধ্যে যেন বৃদ্ধ হংস থাকে।
ধর্ম্ম কর ধর্ম্মাচার বলে সর্ব্বলোকে ॥
অহর্নিশি বুধগণে ধর্ম্ম কথা কয়।
ধার্ম্মিক জানিয়া সবে তার বাক্য লয় ॥
হংসগণ যায় যদি আহার কারণে।
সবে কিছু কিছু আনে তাহার ভোজনে ॥
আপন আপন ডিম্ব রাখিয়া তথায়।
বিশ্বাস করিয়া সবে চরিয়া বেড়ায় ॥
ক্রমে ক্রমে ডিম্ব সব করিল ভক্ষণ।
দেখি শোকাকুল হৈল সব হংসগণ ॥
এক হংস বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল।
বৃদ্ধ হংস ডিম্ব খায় প্রকারে জানিল ॥
ক্রোধে সব হংস তারে করিল নিধন।
সেই হংস মত ভীষ্ম তব আচরণ ॥
বৃদ্ধ হংসে হংস যেন করিল নিধন।
সেইরূপ তোমারে মারিবে রাজগণ ॥

আরে ভীষ্ম জ্ঞান হারাইলে বৃদ্ধকালে।
যে গোপজাতির নিন্দা করয়ে সকলে ॥
বৃদ্ধ হ'য়ে তারে তুই করিস স্তবন।
ধিক ক্ষত্র ভীষ্ম নাম ধর অকারণ।
জরাসন্ধ রাজা ছিল রাজচক্রবর্ত্তী।
কদাচিত না যুঝিল ইহার সংহতি ॥
গোপজাতি বলি ঘৃণা কৈল নরবর।
তার ভয়ে রহেছিল সমুদ্র-ভিতর ॥
কপটে মারিল জরাসন্ধ নৃপবরে।
দ্বিজরূপে গেল দুষ্ট পুরীর ভিতরে ॥
ইহার জাতির আমি না পাই নির্ণয়।
কভু ক্ষত্র কভু গোপ কভু দ্বিজ হয় ॥
কহ ভীষ্ম এই যদি হয় জগৎপতি।
তবে কেন ক্ষণে ক্ষণে হয় নানা জাতি ॥
এই সে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে মনে।
ধর্ম্ম অসম্ভব করে তোমার বচনে ॥
দুর্দ্দৈব হইবে যার তুমি বুদ্ধিদাতা।
তোর বুদ্ধিদোষে রাজসূয় হৈল বৃথা ॥
শিশুপাল ভীষ্মে কটু বলিল অপার।
শুনি ক্রোধে জ্বলিলেন পবন-কুমার ॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ দন্ত কটমটি।
সর্ব্বাঙ্গ ঘামিল ক্রোধে ললাটে ভ্রুকুটি ॥
রক্তমুখ বিকৃতি অধরে দন্ত চাপ।
সিংহাসন হইতে উঠিল দিয়া লাফ ॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
শিশুপাল উপরে ধাইল ক্রোধদৃষ্টি ॥
বহু তর মিষ্ট ভাষে ভীমে নিবারিল।
সমুদ্রে তরঙ্গ যেন কূলে লুকাইল ॥
না পারিল ভীষ্মহস্ত করিতে মোচন।
জলে নিবারিল যেন দীপ্ত হুতাশন ॥
দুষ্ট শিশুপাল তবে অল্প জ্ঞান করি।
ক্ষুদ্র মৃগ দেখি যেন হাসয়ে কেশরী ॥
ডাকি বলে আরে রে রহিলি কি কারণ।
হস্ত ছাড়' ভীষ্ম কেন কর নিবারণ ॥
কৌতুক দেখহ যত নৃপতি সকলে।
পতঙ্গের মত যেন দহিবে অনলে ॥

ভীমে নিবারিয়া কহে গঙ্গার নন্দন ।
এই শিশুপালের শুনহ বিবরণ ॥
চেদীরাজগৃহে জন্ম হইল যখন ।
চারিগোটা হস্ত আর হৈল ত্রিলোচন ॥
জন্মমাত্র ডাকিলেন গর্দ্দভের প্রায় ।
বিপরীত দেখি কম্প হৈল বাপ মায় ॥
জন্মমাত্র ইহারে ত্যজিতে কৈল মন ।
হেনকালে শুনে শূন্য আসুরী বচন ॥
শ্রীমন্ত বলিষ্ঠ এই হইবে নন্দন ।
না করিও ভয়, কর ইহারে পালন ॥
বিপরীত দেখি যদি চিন্তা কর মনে ।
ইহার কারণ কিছু শুন সাবধানে ॥
যেইজন এই শিশু করিবে সংহার ।
দুই ভুজ লুকাইবে পরশে তাঁহার ॥
চতুর্ভুজ হ'য়েছিল চেদীর নন্দন ।
রাজ্যে রাজ্যে শুনিল যতেক রাজগণ ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া সবে যায় দেখিবারে ।
দশ বিশ রাজা নিত্য যায় তার পুরে ॥
সবাকারে দামুঘোষ করয়ে অর্চ্চন ।
কোলে দেয় সবাকারে আপন নন্দন ॥
তবে কতদিনে শুনি হেন বিবরণ ।
দেখিতে গেলেন তথা রাম নারায়ণ ॥
দেখি পিতৃস্বসা করে বহু সমাদর ।
হৃষ্টচিত্তে ভুঞ্জাইল দুই সহোদর ॥
স্নেহেতে বালক লৈয়া দিল কৃষ্ণকোলে ।
অমনি দু-হস্ত খসি পড়ে ভূমিতলে ॥
কপালের নয়ন কপালে লুকাইল ।
দেখিয়া ইহার মাতা সশঙ্ক হইল ॥
করযোড় করি বলে দেব দামোদরে ।
এক বর মাগি বাপু আজ্ঞা কর মোরে ॥
ভয়ে কম্পমান হৈল আমার শরীর ।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে শরীর হয় স্থির ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাতা না ভাবিও মনে ।
কোন্ বর আজ্ঞা কর দিব এইক্ষণে ॥
মহাদেবী বলে মোরে এই বর দিবা ।
এ পুত্রের অপরাধ সতত ক্ষমিবা ॥
বহু অপরাধ এই করিবে তোমার ।
মোরে দেখি অপরাধ ক্ষমিবে উহার ॥
কৃষ্ণ বলে না লঙ্ঘিব বচন তোমার ।
শত অপরাধ আমি ক্ষমিব ইহার ।
অবশ্য ক্ষমিব দোষ একশতবার ।
তোমার অগ্রেতে মাতা করি অঙ্গীকার ॥
পূর্ব্বে হইয়াছে এই রূপেতে নির্ব্বন্ধ ।
মূঢ় শিশুপাল দুই চক্ষু স্থিতে অন্ধ ॥
হে পুত্র ডাকিছে দুষ্ট যুদ্ধের কারণ ।
তব কর্ম্ম নহে ইহা কুন্তীর নন্দন ॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশ কিছু আছয়ে ইহায় ॥
সে কারণে ইহা সহ যুদ্ধ না যুয়ায় ॥
হে পুত্র কে আছে আজি সংসার ভিতরে ।
কাহার শকতি মোরে গালি দিতে পারে ॥
কুবচন বলিল যে এই কুলাঙ্গারে ।
হীনবীর্য্য হৈলে সেও নারে সহিবারে ॥
বিষ্ণু অংশ কিছু আছে ইহার শরীরে ।
তাই তৃণবৎ মানে আমা সবাকারে ॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি চেদীশ্বর ।
হাস্য পরিহাস্য করি বলয়ে উত্তর ॥
ভাল হৈল শক্র মম নন্দের নন্দন ।
তোর হেন স্তুতি তারে কিসের কারণ ॥
লোকের বর্ণনা যথা করে ভট্টগণ ।
এত যদি কর তুমি পরের স্তবন ॥
যত স্তুতি কৈলে তুমি নন্দের নন্দনে ।
অন্য জনে কৈলে বর পেতে এতক্ষণে ॥
বাহ্লীক রাজার যদি করিতে স্তবন ।
মনোনীত বর তবে পাইতে এক্ষণ ॥
মহাদাতা কর্ণ বীর বিখ্যাত সংসারে ।
জরাসন্ধ রাজা যারে হারিলা সমরে ॥
শ্রবণে কুণ্ডল যার দেবের নির্ম্মাণ ।
অভেদ্য কবচ অঙ্গে সূর্য্য দীপ্তমান ॥
অঙ্গ রাজ্যেশ্বর সেই দানে অকাতর ।
কর্ণে স্তুতি করিলে পাইতে ভাল বর ॥
দ্রোণ দ্রৌণি পিতাপুত্রে বিখ্যাত সংসারে ।
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে ॥

সম্পূর্ণ হইল যজ্ঞ সিদ্ধ হৈল কাজ।
লক্ষ রাজা উপরে হইলে মহারাজ॥
তোমার মহিমা যত কহেছি বিশেষ।
আজ্ঞা কৈলে যাই সবে নিজ নিজ দেশ॥
রাজগণ বচন শুনিয়া ধর্ম্মরায়।
কহিলেন ভ্রাতৃগণে পূজহ সবায়॥
যথাযোগ্য মান্য করি ভূমিপতিগণে।
অগ্রসরি কত পথ যাও জনে জনে॥
রাজার আজ্ঞায় নানাবিধ রত্ন দিয়া।
পাঠাইল রাজগণে সন্তোষ করিয়া॥

———

যজ্ঞ অন্তে দুর্য্যোধনের গৃহে গমন।

রাজগণ নিজ রাজ্যে করিল গমন।
ধর্ম্মরাজে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
আজ্ঞা কর দ্বারকায় যাই মহাশয়।
তব যজ্ঞ পূর্ণ হৈল মম ভাগ্যোদয়॥
অপ্রমাদে রাজ্য কর পাল প্রজাগণ।
সুহৃদ কুটুম্ব লোকে করহ পালন॥
এত বলি ধর্ম্ম সহ দেব নারায়ণ।
কুন্তীস্থানে গিয়া করিলেন নিবেদন॥
আজ্ঞা কর যাই আমি দ্বারকা ভবনে।
হইল সাম্রাজ্য লাভ তব পুত্রগণে।
কুন্তী বলিলেন তাত এ নহে অদ্ভুত॥
যাহারে কিঞ্চিৎ দয়া করহ অচ্যুত।
এত বলি কৃষ্ণশিরে করিল চুম্বন।
প্রণাম করেন হরি ধরিয়া চরণ॥
দ্রৌপদী সুভদ্রা সহ করি সম্ভাষণ।
একে একে সম্ভাষেণ ভাই পঞ্চজন॥
রথে চড়ি চলিলেন হরি দ্বারাবতী।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে দুঃখী ধর্ম্ম নরপতি॥
হেনমতে নিজ দেশে গেল সর্ব্বজন।
ইন্দ্রপ্রস্থে রহিল শকুনি দুর্য্যোধন॥
বাঞ্ছা বড় ধর্ম্মরাজ সভা দেখিবারে।
কতদিন বঞ্চে তথা কুরু নৃপবরে॥
শকুনি সহিত সভা নিত্য নিত্য দেখে।
দিব্য মনোহর সভা অনুপম লোকে॥

নানা রত্ন বিরচিত যেন দেবপুরী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন কুরু অধিকারী॥
অমূল্য রতনেতে মণ্ডিত গৃহগণ।
এক গৃহ তুল্য নহে হস্তিনাভুবন॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা অন্তরে চিন্তিত।
একদিন দেখ তথা দৈবের লিখিত॥
মাতুল সহিত বিহরয়ে নরবর।
স্ফটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর॥
জল জানি নরপতি তুলিল বসন।
পশ্চাৎ জানিয়া বেদী লজ্জিত রাজন॥
তথা হৈতে কতদূরে গেল নরবর।
লজ্জায় মলিন মুখ কাঁপে থর থর॥
স্ফটিকের বাপী বলি ভ্রমে না জানিল।
স-বসন দুর্য্যোধন বাপীতে পড়িল॥
দেখিয়া হাসিল তবে যত সভাজন।
ভীম পার্থ আর দুই মাদ্রীর নন্দন॥
দেখিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজা ভ্রাতৃগণে।
ধরিয়া তুলিল বাপী হৈতে দুর্য্যোধনে॥
সোদক বসন ত্যজি পরাইল বাস।
করাইল নিবৃত্ত লোকের যত হাস॥
অভিমানে কাঁপে দুর্য্যোধন-কলেবর।
বাহির হইল তবে চিন্তিত অন্তর॥
ক্রোধেতে চলিল তবে গান্ধারী-কুমার।
ভ্রম হৈল দেখিবারে না পায় দুয়ার॥
স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন।
দ্বার হেন জানিয়া চলিল দুর্য্যোধন॥
ললাটে প্রাচীর বাজি পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভার সকলে॥
তাহা দেখি শীঘ্রগতি ধর্ম্মের কুমার।
নকুলেরে পাঠালেন দেখাইতে দ্বার॥
নকুল ধরিয়া হস্ত করিল বাহির।
অভিমানে দুর্য্যোধন কম্পিত শরীর॥
ক্ষণমাত্র তথায় বিলম্ব না করিল।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা মাগি রথ আরোহিল॥
মাতুল সহিত তবে চলিল হস্তিনা।
ঘনশ্বাস হেঁটমাথা হইয়া বিমনা॥

কত শত শকুনি বলয়ে দুর্য্যোধনে ।
উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞাসিল ততক্ষণে ॥
সঘনে নিশ্বাস কেন মলিন বদন ।
অত্যন্ত চিন্তিত চিত কিসের কারণ ॥
দুর্য্যোধন বলে মামা কর অবধান ।
হৃদয় দহিছে মম এই অপমান ॥
পাণ্ডবের বশ হৈল পৃথিবীমণ্ডল ।
একলক্ষ নৃপতি খাটিল ছত্রতল ॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি কুন্তীর কুমার ।
কুবেরের কোষ জিনি পূর্ণিত ভাণ্ডার ॥
এ সব দেখিয়া মোর শুকাইল কায় ।
সরোবর-জল যেন নিদাঘে শুকায় ॥
শকুনি বলিল ভাল বিচারিলা মনে ।
সংগ্রামে কে জিনিবেক পাণ্ডুপুত্রগণে ॥
জিনিবারে এক বিদ্যা আছে মম স্থান ।
জিনিবারে চাহ যদি লহ সেই জ্ঞান ॥
দুর্য্যোধন বলে কহ মাতুল সুমতি ।
হেন বিদ্যা আছে যদি দেহ শীঘ্রগতি ॥
শকুনি বলিল এই শুন দুর্য্যোধন ।
পাশায় নিপুণ নহে ধর্ম্মের নন্দন ॥
ক্ষত্রনীতি আছে হেন যদ্যপি আহ্বান ।
কিবা দ্যূতে কিবা যুদ্ধে বিমুখ না হন ॥
কদাচিৎ যুধিষ্ঠির বিমুখ না হবে ।
খেলিলে তোমার জয় অবশ্য হইবে ॥
এইরূপ বিচার করিয়া দুই জনে ।
হস্তিনানগরে প্রবেশিল কতক্ষণে ॥
ধৃতরাষ্ট্র-চরণে করিল নমস্কার ।
আশীষ করিয়া জিজ্ঞাসিল সমাচার ॥
দুর্য্যোধন বলে হেন কি আছে উপায় ।
বিনা দ্বন্দ্বে পাণ্ডবেরে জিনি নররায় ॥
পাশাক্রীড়া জানে ভাল মাতুল শকুনি ।
পাশায় পাণ্ডব-লক্ষ্মী সব লব জিনি ॥
এতেক শুনি অন্ধ বলিল তখন ।
বিদুরে জিজ্ঞাসি আমি কহিব কারণ ॥
বিদুর কহিল রাজা না কহিলা ভাল ।
জানিলাম আজি হৈতে সর্ব্বনাশ হৈল ॥

পাশা খেলাইবার মন্ত্রণা ।

জন্মেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর ।
কি হেতু হইল পাশা অনর্থের ঘর ॥
পিতামহ পিতামহী দুঃখ যাহে পাইল ।
কেবা খেলা নিবর্ত্তিল কেবা প্রবর্ত্তিল ॥
কোন কোন জন ছিল সভার ভিতর ।
যেই পাশা হৈতে হৈল ভারত সমর ।
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় ।
ক্ষত্তাবাক্য শুনি অন্ধ চিন্তিত হৃদয় ॥
দৃঢ় করি জানিল এ কর্ম্ম ভাল নয় ।
একান্তে ডাকিয়া রাজা দুর্য্যোধনে কয় ॥
হে পুত্র কদাচ তুমি না খেলাও পাশা ।
এ কর্ম্মেতে বিদুর না করিল ভরসা ॥
মাতা পিতা তুমি যদি মান দুর্য্যোধন ।
না খেলহ পাশা তুমি শুনহ বচন ॥
পরম পণ্ডিত তুমি না বুঝহ কেনে ।
কি কারণে হিংসা কর পাণ্ডুর নন্দনে ॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির গণি ।
হস্তিনানগর কুরুকুল রাজধানী ॥
যুধিষ্ঠির স্থিতে তুমি পাইলে হস্তিনা ।
তুমি যাহা দিলে তাহা নিল পঞ্চজনা ॥
ইন্দ্রের সমান পুত্র তোমার বৈভব ।
নরযোনি হ'য়ে কার এমত সম্ভব ॥
ইথে অনুশোচ পুত্র কিসের কারণ ।
কি হেতু উদ্বেগ কর কহ দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন বলে পিতা সমর্থ হইয়া ।
অহঙ্কার নাহি যার শত্রুকে দেখিয়া ॥
কাপুরুষ মধ্যে গণ্য হয় হেন জন ।
বিশেষ ক্ষত্রিয় পাত [illegible]হ আপন ॥
মোরে যে বলিলে লক্ষ্মী [illegible] সাধারণ ।
এইমত লক্ষ্মী পিতা ভুঞ্জে বহুজন ॥
কুন্তীপুত্র লক্ষ্মী যেন দীপ্ত হুতাশন ।
দেখি মোর ধন্য প্রাণ আছে এতক্ষণ ॥
পৃথিবী ব্যাপিল পিতা পাণ্ডবের যশ ।
যতেক নৃপতি পিতা হৈল তার বশ ॥

যুধিষ্ঠির বচনে সদাই কৃষ্ণ খাটে।
সমস্ত ভূপতি কর দেয় করপুটে ॥
আর করিলেক দেখ কপট পাণ্ডব।
মম স্থানে ধন রত্ন রাখিলেক সব ॥
দেখিতে দেখিতে মম ভ্রান্তি হৈল মন।
অপমান কৈল যত শুনহ কারণ ॥
মায়া সভামধ্যে কিছু না পাই দেখিতে।
স্ফটিকের বেদী সব হেন লয় চিতে ॥
জল জানি তুলিলাম পিন্ধন বসন।
দেখিয়া হাসিল লোক যত সভাজন ॥
তথা হৈতে কতদূরে দেখি জলাশয়।
স্ফটিক বলিয়া তায় মনেভ্রম হয় ॥
পড়িলাম মহাশব্দে সবস্ত্র তাহাতে।
চতুর্দ্দিকে লোকগণ লাগিল হাসিতে ॥
ভীম ধনঞ্জয় আর যত সভাজন।
দ্রৌপদীর সহিত যতেক নারীগণ ॥
সর্ব্বজন আমারে করিলে উপহাস।
যুধিষ্ঠির পরিবারে দিল অন্য বাস ॥
বলিল কিঙ্করগণে বস্ত্র আনিবারে।
পরাইল বাপী হৈতে তুলিয়া আমারে ॥
কার প্রাণে সহে পিতা এত অপমান।
আর যে করিল পিতা কর অবধান ॥
স্থানে স্থানে স্ফটিকের নির্ম্মিত প্রাচীর।
দ্বার হেন বুঝিলাম আসিতে বাহির ॥
মস্তকে বাজিল ঘাত পড়িনু ভূতলে।
মাদ্রীপুত্র দুই আসি ত্বরিত তুলিলে ॥
মম দুঃখে দুঃখিত হইল দুইজন।
হাতে ধরি দেখাইল দুয়ার তখন ॥
এই হেতু হইল আমার অভিমান।
কিবা তার লক্ষ্মী লই কিবা যাক প্রাণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে পুত্র হিংসা বড় পাপ।
হিংসক জনের পুত্র জন্মে বড় তাপ ॥
অহিংসক পাণ্ডবের না করিবে হিংসা।
শান্ত হ'য়ে থাক পুত্র পাইবে প্রশংসা ॥
সেইমত যজ্ঞ করিবারে যদি মন।
কহ পুত্র নিমন্ত্রণ করি রাজগণ ॥

আমারে গৌরব করে সব নৃপবর।
ততোধিক রত্ন দিবে আমারে বিস্তর ॥
ইহা না করিয়া যাহা করহ বিচার।
অসৎ মার্গেতে গেলে দূষিবে সংসার ॥
পরদ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন।
স্বধর্ম্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন ॥
স্বকর্ম্মে উদ্‌যোগ করে পর উপকারী।
সদাকালে মুখে বঞ্চে কি দুঃখ তাহারি ॥
পর নহে নিজ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
দ্বেষভাব তারে না করিও কদাচন ॥
দুর্য্যোধন বলে পিতা প্রজ্ঞাবান নই।
বহু শুনিয়াছি বলি শাস্ত্র কথা কই ॥
সে জন কি জানে পিতা শাস্ত্রের বিবাদ।
চাটু যেন নাহি জানে পিষ্টকের স্বাদ ॥
রাজা হ'য়ে এক আজ্ঞা নহিল যাহার।
তারে রাজা নাহি বলি শাস্ত্র অনুসার ॥
রাজা হ'য়ে সন্তোষ না রাখিবে কখন।
ধনে জনে শান্তি না রাখিবে কদাচন।
শক্রকে বিশ্বাস আর নাহি কদাচন।
নমুচি দানবে যথা সহস্রলোচন ॥
এক পিতা হৈতে হৈলে সবার উৎপত্তি।
বহুকাল প্রীত ছিল নমুচি সংহতি ॥
সমরে তাহারে ইন্দ্র করিল সংহার।
নিষ্কণ্টকে ভোগ করে অদিতি কুমার ॥
শত্রু অল্প যদি তবু নাশের কারণ।
মূলস্থ বল্মীকি যেন গ্রাসে তরুগণ ॥
আপনি জানিয়া কেন করহ বঞ্চন।
নিশ্চয় জানিনু চাহ আমার নিধন ॥
পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র বহু মধুর বচনে।
নিবারিতে না পারিয়া পুত্র দুর্য্যোধনে ॥
দৈবগতি জানিয়া বিদুরে ডাকাইল।
যুধিষ্ঠিরে আন গিয়া বলি আজ্ঞা দিল ॥
বিদুর বলিল রাজা শ্রেয় নহে কথা।
কুলনাশ হইবে জানিয়া পাই ব্যথা ॥
অন্ধ বলে আমারে যে না কহিস আর।
দৈববশ দেখি এই সকল সংসার ॥

নারিল বিদুর আজ্ঞা করিতে হেলন ।
রথে চড়ি ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন ॥
বিদুরেরে সমাগত করি দরশন ।
যথাবিধি পূজা করিলেন পঞ্চজন ॥
জিজ্ঞাসা করেন কহ ভদ্র সমাচার ।
কি কারণে অন্যচিত্ত দেখি যে তোমার ॥
বিদুর বলেন রাজা চল হস্তিনায় ।
বিলম্ব না কর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় ॥
আর যে বলিল তাহা শুনহ সুমতি ।
তব সভা তুল্য সভা করিয়াছে তথি ॥
ভ্রাতৃ সহ মম সভা দেখ হেথা আসি ।
দ্যূত আদি ক্রীড়া কর সভামধ্যে বসি ॥
সভায় বসিলে মম তৃপ্ত হয় মন ।
এই হেতু আমারে পাঠাইল রাজন ॥
যুধিষ্ঠির বলে দ্যূত অনর্থের ঘর ।
দ্যূতক্রীড়া ইচ্ছে যত জ্ঞানভ্রষ্ট নর ॥
যে হোক সে হোক আমি অধীন তোমার ।
কি কার্য্য করিব মোরে কহ সমাচার ॥
বিদুর বলেন দ্যূত অনর্থের মূল ।
দ্যূতেতে অনর্থ জন্মে ভ্রষ্ট হয় কুল ॥
করিলাম অন্ধ নৃপে অনেক বারণ ।
আমারে পাঠায় তবু না শুনে বচন ॥
বুঝিয়া করহ রাজা যাহা শ্রেয় হয় ।
যাহ বা না যাহ তথা যেবা চিত্তে লয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন আজ্ঞা দেন কুরুপতি ।
গুরু আজ্ঞা ভঙ্গ কৈলে নরকে বসতি ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তাত জানহ যেমন ।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে যদি করে আবাহন ॥
বিশেষ আমার সত্য প্রতিজ্ঞা বচন ।
দ্যূত কিম্বা যুদ্ধে আমি না করি হেলন ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ ।
দ্রৌপদীরে কহিয়া গেলেন ততক্ষণ ॥
দৈবপাশে বান্ধি যেন লোকে ল'য়ে যায় ।
কুন্তীসহ পঞ্চভাই যান হস্তিনায় ॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত ।
গান্ধারী সহিত অন্তঃপুর নারী যত ॥
একে একে সবাকারে করি সম্ভাষণ ।
রজনী বঞ্চেন তথা সুখে পঞ্চজন ॥
পুণ্যকথা ভারতের অমৃত লহরী ।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

পাশাতে যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব হরণ ।

রজনী প্রভাতে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।
সুখে দিব্য সভামধ্যে করিল গমন ॥
একে একে সম্ভাষ করিলা সর্ব্বজনে ।
বসিলেন অপূর্ব্ব কনক সিংহাসনে ॥
হেনকালে শকুনি আনিল পাশাসারি ।
যুধিষ্ঠিরে কহে তবে প্রবঞ্চনা করি ॥
পুরুষের মনোরম দ্যূতক্রীড়া জানি ।
দ্যূতক্রীড়া কর আজি ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
যুধিষ্ঠির বলে পাশা অনর্থের ঘর ।
ক্ষত্র পরাক্রম ইথে না হয় গোচর ॥
কপট এ কর্ম্ম ইথে কপট বাখান ।
অনীতি কর্ম্মেতে মম নাহি লয় মন ॥
শকুনি বলয়ে পাশা সুবুদ্ধির কর্ম্ম ।
দ্যূত কিম্বা যুদ্ধ এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
যুদ্ধেতে অজাতি জাতি নাহিক বিচার ।
হীনজাতি যবনাদি করয়ে প্রহার ॥
পাশার সমান সেও বুদ্ধির সমর ।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন বলে মুনিবর ॥
যুধিষ্ঠির বলে পাশা অনর্থের মূল ।
অধর্ম্ম করিয়া কেন জিনিবে মাতুল ॥
অন্য নাহি মনে মম দ্বিজসেবা বিনা ।
এ কর্ম্ম মাতুল আমি না করি কামনা ॥
শকুনি বলিল তুমি যাও নিজস্থানে ।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে ক্রীড়া পণ্ডিত সে জানে ॥
যদি দ্যূতক্রীড়া ইচ্ছা নাহিক তোমার ।
নিবর্ত্তিয়া গৃহে তবে যাও আপনার ॥
যুধিষ্ঠির বলে যবে ডাকিলা আমারে ।
সত্য মম না টলিবে পাশার সমরে ॥
সত্য আমি খেলিব পাশার আবাহনে ।
তোমার সহিত পণ করে কোন্ জনে ॥

মেরু তুল্য আমার আছে যে বহুধন।
চারি সমুদ্রের মধ্যে যতেক রতন॥
দুর্য্যোধন বলে মম মাতুল খেলিবে।
সব রত্ন দিব আমি যতেক হারিবে॥
এইরূপে দুইজনে পাশা আরম্ভিল।
দেখিবারে সর্ব্বজন সভাতে বসিল॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ মহামতি।
চিত্তে অসন্তোষ অতি বিদুর প্রভৃতি॥
ধর্ম্ম বলিলেন পণ হইল আমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে যত মম রত্নের ভাণ্ডার॥
ঈদৃশ তোমার ধন কোথা দুর্য্যোধন॥
হাসি বলে কোথা হৈতে দিবা এই পণ॥
দুর্য্যোধন বলে আছে আমার অনেক।
প্রবোধ করিব আমি জিনিবে যতেক॥
নির্ণয় করিয়া সারি ফেলিল শকুনি।
কটাক্ষে সকল রত্ন লইলেক জিনি॥
ক্রোধে যুধিষ্ঠির পুনঃ করিলেন পণ।
কোটি কোটি যতেক আছয়ে অশ্বগণ॥
শকুনি হাসিয়া ফেলি জিনিলাম কয়।
কি পণ করিবা আর কহ মহাশয়॥
যুধিষ্ঠির বলে মম রথ অগণন।
নানা রত্নে বিভূষিত মেঘের গর্জ্জন॥
শকুনি হাসিয়া বলে ডাকি ততক্ষণ।
হের দেখ জিনিলাম কর অন্য পণ॥
ধর্ম্ম বলিলেন হস্তীবৃন্দ যে আমার।
ইষদন্ত মহাকায় বলে অনিবার॥
সর্ব্ব হস্তী করি পণ পুনঃ ফেল পাশা।
জিনিলাম শকুনি বলিয়া কহে ভাষা॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে দাসীগণ।
সহস্র সহস্র নানা রত্নে বিভূষণ॥
সবার সৌজন্য বড় ব্রাহ্মণ সেবাতে।
করিলাম তাহা পণ এবার পাশাতে॥
শকুনি ফেলিল পাশা বলয়ে হাসিয়া।
অন্য পণ কর হের নিলাম জিনিয়া॥
ধর্ম্ম বলে আছয়ে গন্ধর্ব্ব অশ্বগণ।
তিলেক না হয় শ্রম ভ্রমিতে ভুবন॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তম্বুরু আনি দিল।
এবার দ্যূতেতে সেই অশ্বপণ হৈল॥
হাসিয়া বলয়ে তবে সুবল-কুমার।
অশ্বগণ জিনিলাম কর পণ আর॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে যোদ্ধাগণ।
মহারথী মধ্যে করি সে সব গণন॥
এবার যুদ্ধেতে আমি করিলাম পণ।
হাসিয়া জিনিনু বলে গান্ধার নন্দন॥
এইমতে প্রবর্ত্তিল কপট দেবন।
একে একে হারিলেন ধর্ম্ম সর্ব্ব ধন॥
দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বিদুরের মন।
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকিয়া বলিছে ততক্ষণ॥
আমি যত বলি, তব মনে নাহি লয়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়॥
ওহে অন্ধরায় তুমি হইলা কি স্তব্ধ।
জন্মকালে এই পুত্র কৈল খর শব্দ॥
তখনি বলিনু আমি সকল বিস্তার।
কুরুকুল ক্ষয় হেতু হইল কুমার॥
না শুনিয়া মম বাক্য করিয়া হেলন।
সেই সব রাজা ব্যক্ত হইল এখন॥
সংহার রূপেতে এই আছে তব ঘরে।
স্নেহেতে ভুলিলা, নাহি পাও দেখিবারে॥
দেব গুরু নীতি রাজা কহি তোমারে।
মধু হেতু মধুলোভী উঠে বৃক্ষোপরে॥
নাহিক পতন ভয় মধুর কারণ।
সেইরূপ মত্ত হইয়াছে দুর্য্যোধন॥
মহারথিগণ সহ করয়ে বৈরিতা।
পশ্চাতে জানিবে এবে নাহি শুন কথা॥
এইরূপ কংস ভোজ হইল উৎপত্তি।
সপ্তবংশ পিতার নাশিল দুষ্টমতি॥
উগ্রসেন আদি সবে করি এ প্রকার।
গোবিন্দের হাতে তবে হইল সংহার॥
সপ্তবংশ সুখে বৈসে গোবিন্দ সংহতি।
মম বাক্য মান রাজা বড় পাবে প্রীতি॥
শীঘ্রগতি পার্থে আজ্ঞা করহ রাজন।
দুর্য্যোধনে রাখ নিয়া করিয়া বন্ধন॥

নির্ভয়ে পরম সুখে থাকহ নৃপতি।
কাক হস্তে ময়ূরের না কর দুর্গতি॥
যে হইল এখন নিবর্ত্ত নরপতি।
পুত্রগণে কর কেন যমের অতিথি॥
দিক্‌পাল সহ যদি আসে বজ্রপাণি।
পাণ্ডবে জিনিতে নারে তোমা কিসে গনি॥
হে ভীষ্ম, হে দ্রোণ, কৃপ নাহি শুন কেনে।
সবে মেলি রঙ্গ দেখ বুঝিলাম মনে॥
অগাধ সমুদ্রে নৌকা না ডুবাও হেলে।
সবে মেলি যমগৃহে যাইতে বসিলে॥
অক্রোধি অজাতশত্রু ধর্ম্মের তনয়।
যেক্ষণে করিবে ক্রোধ ভীম ধনঞ্জয়॥
যমজ যুগল করিবেক যবে ক্রোধ।
কে আছে সহায় তব করিতে প্রবোধ॥
হে অন্ধ, পাশাতে যত লইবে সেবাত।
বুঝিলা কি তাহাতে তোমার নাহি হাত॥
কপট করিয়া তাহে কোন প্রয়োজন।
আজ্ঞামাত্রে দিবে সব ধর্ম্মের নন্দন॥
এই শকুনিরে আমি ভালমতে জানি।
কপট কুবুদ্ধি খলগণ চূড়ামণি॥
কোথায় পর্ব্বতপুর ইহার নিবাস।
কে আনিল হেথায় করিতে সর্ব্বনাশ॥
বিদায় করহ, ঘরে যাক আপনার।
উঠ গো শকুনি, পাশা করি পরিহার॥
সভাতে এতেক যদি বিদুর বলিল।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল॥
দুর্য্যোধন বলে আমি তোমা না জিজ্ঞাসি।
কার হ'য়ে কহ ভাষা সভামধ্যে বসি॥
জিহ্বাতে হৃদয়-তত্ত্ব মনুষ্যের জানি।
সদাকাল কর তুমি ধৃতরাষ্ট্র হানি॥
পাণ্ডুপুত্র প্রিয় তুমি সর্ব্বলোকে জানে।
নিকটে না রাখি কভু শত্রুহিত জনে॥
যথায় করহ ইচ্ছা যাও আপনার।
এথায় রহিতে যোগ্য না হয় তোমার॥
সভামধ্যে কহ কথা যেন স্বয়ং প্রভু।
কেহ এ কুৎসিত আর নাহি কহে কভু॥

বিদুর বলেন আমি না কহি তোমারে।
ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ দেখি হৃদয় বিদরে॥
তোরে কি কহিব ধৃতরাষ্ট্র নাহি শুনে।
হিতবাক্য হতায়ু কখন নাহি মানে॥
আমারে কি হেতু তুমি জিজ্ঞাসিলে কথা।
জিজ্ঞাসহ আপন সদৃশ পাও যথা॥
এত বলি নিঃশব্দে যে ক্ষত্তা মহাশয়।
পুনঃ আরম্ভিল পাশা সুবল তনয়॥
শকুনি বলিল চাহি ধর্ম্মের নন্দন।
সর্ব্বস্ব হারিলে আর কি করিবে পণ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে অসংখ্য রতন।
চারি সিন্ধু মধ্যেতে আমার মত ধন॥
সকল করিনু পণ এবার সারিতে।
জিনি লইলাম বলে গান্ধারের সুতে॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে পশুগণ।
গাভী উষ্ট্র খর আর মেষ অগণন॥
সব করিলাম পণ এবার দ্যূতেতে।
জিনিলাম বলি বলে সুবলের সুতে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন পণ করি আমি।
আমার শাসিত আছে যত দেশ ভূমি॥
ব্রাহ্মণের ভূমি গৃহ ছাড়িয়া রতন।
এবার দেবনে আমি করিলাম পণ॥
শকুনি বলিল জিনিলাম সে সকল।
আর কি আছয়ে পণ কর মহাবল॥
ধর্ম্ম দেখিলেন ধন কিছু নাহি আর।
কুমারগণের অঙ্গে যত অলঙ্কার॥
সকল করিল পণ জিনিল শকুনি।
দেখিয়া চিন্তিত বড় ধর্ম্ম নৃপমণি॥
শকুনি বলি কহ কি আর বিচার।
বিচারি করেন পণ ধর্ম্মের কুমার॥
ক্ষিতিমধ্যে বিখ্যাত নকুল মহাবীর।
কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর॥
সিংহগ্রীব পদ্মপত্র যুগল নয়ন।
এবার সারিতে নকুলেরে করি পণ॥
কপটে শকুনি বলে বলি সারোদ্ধার।
তব প্রিয় ভাই এই পাণ্ডুর কুমার॥

কেমনে ইহারে পণ করিবা দেবেনে।
এত বলি ফেলি পাশা লইলেক জিনে ॥
ধর্ম্ম বলে সহদেব ধর্ম্মযজ্ঞ পণ্ডিত।
আমার পরম প্রিয় জগতে বিদিত ॥
এবার সারিতে সহদেবে করি পণ।
জিনিলাম বলি বলে গান্ধারী-নন্দন ॥
কপট চাতুরী বাক্য বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি ॥
বৈমাত্রেয় দুই ভাই হারিলা সারিতে।
ভীমার্জ্জুনে হারিবা না লয় মম চিতে ॥
ধর্ম্মরাজ বলে তব দেখি দুষ্প্রকৃতি।
ভ্রাতৃভেদ ভাষ কেন কহ মন্দমতি ॥
আমি আর পঞ্চ ভাই একই পরাণ।
কি বুঝিয়া হেন বাক্য কহিলা অজ্ঞান ॥
ভীত হ'য়ে শকুনি বলিছে সবিনয়।
সহজে পাশায় মত্ত স্বজনেতে হয় ॥
পুনঃ যুধিষ্ঠির করিলেন এ উত্তর।
তিন লোকে খ্যাত যে আমার সহোদর ॥
হেলে তরি পর সৈন্য সাগরের প্রায়।
যেই দুই বীর কর্ণধারের কৃপায় ॥
হেলায় জিনিল দেবরাজে ভুজবলে।
অগণিত গুণ যার খ্যাতি ক্ষিতিতলে ॥
এ কর্ম্মেতে পণযোগ্য নহে হেন নিধি।
তথাপিও করি পণ অক্ষক্রীড়া বিধি ॥
শকুনি ফেলিয়া পাশা জিনিলাম বলে।
ধনঞ্জয়ে জিনি হৃষ্ট হয় কুরুদলে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন পণ করি এইবার।
বলেতে মনুষ্যলোকে সম নহে যার ॥
ইন্দ্র যেন দৈত্য দলি পালে সুরগণে।
সেইমত পালে ভীম পাণ্ডুর নন্দনে ॥
পাশায় এ পণযোগ্য নহে হেন ধন।
তথাপিও করি পণ দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
জিনিলাম বলি তবে বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি ॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
আমি আছি কেবল আমারে করি পণ ॥
জিনিয়া শকুনি বলে কপট আচার।
পাপ কর্ম্ম করিলা হে কুন্তীর কুমার ॥
দ্রুপদনন্দিনী পণ করহ এবার।
জিনিয়া করহ রাজা আপনা উদ্ধার ॥
এ সকল থাকিতে আপনা নাহি হারি।
আপনা থাকিলে হয় বহু ধন নারী ॥
রাজা বলে মামা না সম্ভবে এই কথা।
কিমতে করিব পণ দ্রুপদ-দুহিতা ॥
লক্ষ্মী অবতার রাজা তোমার গৃহিণী।
তাঁর ভাগ্যে কদাচিত পড়ে পাশা জানি ॥
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত।
শকুনির বচন যে মানিলেন হিত ॥
এতেক শুনিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির।
পাশা ফেল আর বার এই পণ স্থির ॥
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হাসে খল খল।
মহা আনন্দিত কুরু সোদর সকল ॥
বিপরীত দেখি কম্প হৈল সভাজন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ হৈল সজল-নয়ন ॥
বিমর্ষ বিদুর বসিলেন অধোমুখে।
জ্ঞানবন্ত লোক স্তব্ধ হৈল মহাশোকে ॥
হৃষ্ট হ'য়ে ধৃতরাষ্ট্র ডাকিয়া বলিল।
কে জিনিল কে জিনিল ব'লে জিজ্ঞাসিল ॥
বহুকালে প্রকাশিল কুটিল আচার।
না পারিল লুকাইতে ধৃতরাষ্ট্র আর ॥
এইমত সকল হারেন ধর্ম্মরায়।
সভাপর্ব্ব সুধারস কাশীদাস গায় ॥

———

পঞ্চ পাণ্ডবকে সভাতলস্থকরণ।

হাসিয়া বলিল তবে সূর্য্যের নন্দন।
দেখহ ইহারে হৈল দৈবের ঘটন ॥
আমা সবা মধ্যেতে তোমারে দিল লাজ।
উপহাস কৈল পেয়ে আপন সমাজ ॥
এই ভীমার্জ্জুন দেখ মাদ্রীর নন্দন।
পুনঃ তোমা দেখি হাসে এই সর্ব্বজন ॥
বাতুল দেখিয়া যেন হাসে সভাজনে।
সেইমত কৈল তোমা আপন ভবনে ॥

সেই অধর্ম্মের ফলে দেখ নৃপমণি।
দাস করি বান্ধিয়া দিলেক দৈবে আনি॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ সমুদায়।
সমযোগ্য দাসের বসিতে না যুয়ায়॥
দুর্য্যোধন বলে সখা উত্তম কহিলে।
আজ্ঞা দিল যুধিষ্ঠিরে লহ সভাতলে॥
বুঝিয়া আপনি সখা করহ বিধান।
পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান॥
যে কর্ম্মে যে যোগ্য তারে কর সমর্পণ।
এতেক শুনিয়া বলে দুষ্ট বৈকর্ত্তন॥
দৈব হৈতে বহুজন ভৃত্যকর্ম্ম করে।
বিনা কর্ম্মে কেবা আছে সংসার ভিতরে॥
নিজ শক্তিমত কর্ম্ম করয়ে আজন্ম।
রাজা রাজকর্ম্ম করে ভৃত্যে ভৃত্যকর্ম্ম॥
ভৃত্য হৈল পঞ্চজন করুক স্বকাজ।
যে কর্ম্মে যে যোগ্য তারে দেহ কুরুরাজ॥
অনুভব আমার যে কর অবধান।
পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান॥
সুকোমল অঙ্গ রাজা ধর্ম্মের তনয়।
অন্য কর্ম্মে ইহার ক্ষমতা নাহি হয়॥
তাম্বুলের সেবাতে করহ নিয়োজন।
পান ল'য়ে সন্নিধানে রবে অনুক্ষণ॥
হৃষ্টপুষ্ট বৃকোদর হয় বলবান।
সে কারণে মম মনে লয় এই জ্ঞান॥
বৃকোদরে সমর্পণ কর চতুর্দ্দোল।
অনায়াসে ভার বহে নহেক দুর্ব্বল॥
স্কন্ধে করি তোমার সহিত ভ্রাতৃগণ।
স্বচ্ছন্দে যাইবে যথা করিবে গমন॥
অর্জ্জুনেরে এই সেবা দেহ মহাশয়।
আমি অনুমানি যদি তব মনে লয়॥
বস্ত্র অলঙ্কার আদি সমর্প অর্জ্জুনে।
ল'য়ে তব সম্মুখে থাকিবে অনুক্ষণে॥
তব হিত প্রিয় দুই মাদ্রীর তনয়।
এ দোঁহারে দুই সেবা দেহ মহাশয়॥
দুই ভিতে তোমার থাকিবে দুইজন।
চামর লইয়া সদা করিবে ব্যজন॥
এ পঞ্চ সেবায় পঞ্চে কর নিয়োজন।
আসিয়া করুক কৃষ্ণা গৃহে দাসীপণ॥
এতেক বলিল যদি কর্ণ দুরাচার।
হাসিয়া বলিল তবে গান্ধারী কুমার॥
ইঙ্গিত করিয়া জানাইল ভৃত্যগণে।
সভাতলে লইয়া বসাও সর্ব্বজনে॥
আজ্ঞামাত্র ততক্ষণ যত ভৃত্যগণ।
উঠ উঠ বলি কহে কর্কশ বচন॥
কোন্ লাজে রাজাসনে আছহ বসিয়া।
আপনার যোগ্যস্থানে সবে বৈস গিয়া॥
দুঃশাসন উঠাইল ধর্ম্ম করে ধরি।
চল চল বলি ডাকে পৃষ্ঠে ঠেকা মারি॥
ক্রোধেতে ধর্ম্মের পুত্র কাঁপে কলেবর।
চক্ষু রক্তবর্ণ লোহ বহে ঝর ঝর॥
বিপরীত মানহীন দেখি যুধিষ্ঠির।
ক্রোধে থর থর কম্পমান ভীমবীর॥
ভৈরব গর্জ্জনে গর্জ্জে দন্ত কড়মড়ি।
যেমন প্রলয়কালে হয় মড়মড়ি॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
অরুণ আকার চক্ষু চাহে একদৃষ্টি॥
নাকে ঝড় বহে যেন প্রলয় সমান।
মহাবীর ভীমসেন কর্ণ পানে চান॥
দেখিয়া কৌরবগণ পায় বড় শঙ্কা।
হাতে গদা করিয়া উঠিল রণডঙ্কা॥
মাথায় ফিরায় গদা চক্রের আকার।
চরণের ভরে ক্ষিতি হয়ত বিদার॥
ক্রোধমুখ করি দুঃশাসন পানে ধায়।
অনুমতি লইতে ধর্ম্মের পানে চায়॥
হেঁটমাথা যুধিষ্ঠির দেখিয়া ভীমেরে।
বুঝিয়া অর্জ্জুন গিয়া ধরিলেন তাঁরে॥
অর্জ্জুন বলেন ভাই না কর অনীতি।
কি হেতু হেলন কর ধর্ম্ম নরপতি॥
দিক্‌পাল সহ যদি আসে দেবরাজ।
আর যত বীর আসে ত্রৈলোক্যের মাঝ॥
ধর্ম্মেরে করিবে হেন আমরা থাকিতে।
মুহূর্ত্তেকে পাঠাইব যমের ঘরেতে॥

কোন ছার এরা সব তৃণ হেন গণি।
এখনি দহিতে পারি কারে নাহি মানি ॥
বিনা ধর্ম্ম আজ্ঞায় নাহিক ভাই শক্তি।
তাহে কোন্ ভদ্র যাহে ধর্ম্মেতে অভক্তি ॥
অস্বীকার ধর্ম্মের এ কর্ম্মে অভিপ্রায়।
সে কারণে এ কার্য্য করিতে না যুয়ায় ॥
অর্জ্জুনের বচনে হইল শান্ত ক্রোধ।
ফেলিলেন গদা ভীম মানি উপরোধ ॥
আভরণ পরিধান যতেক আছিল।
পঞ্চ ভাই আপনা আপনি সব দিল ॥
সভা ত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ধূল্যাসনে।
অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চজনে ॥
হেনকালে দুষ্ট কর্ণ কহিল বচন।
দ্রৌপদী আনিতে দূত করহ প্রেরণ ॥
শুনি দুর্য্যোধন তবে বিদুরে ডাকিল।
হাস্য পরিহাসে তবে কহিতে লাগিল ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা বুঝিয়া বিচার।
সভা হৈতে গৃহে তবে গেল আপনার ॥

———

কুরুসভায় দ্রৌপদীকে আনয়ন।

তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মতি।
ভাবিয়া বলিল তবে বিদুরের প্রতি ॥
বিষাদিত কেন বসিয়াছ অধোমুখে।
হেন বুঝি দুঃখী বড় পাণ্ডবের দুঃখে ॥
উঠ উঠ যাহ শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে চলি।
আপনি আইস হেথা লইয়া পাঞ্চালী ॥
অন্তঃপুরে আছয়ে যতেক দাসীগণ।
তা সবার সহিত করুক দাসীপণ ॥
এত শুনি বিদুর কম্পিত কলেবর।
ক্রোধমুখে দুর্য্যোধনে করিল উত্তর ॥
মন্দবুদ্ধি মতিচ্ছন্ন না বুঝিস্ কিছু।
ব্যাঘ্রেরে করালি ক্রোধ হ'য়ে মৃগ শিশু ॥
বিষ সঞ্চারিয়া বসিয়াছে বিষধর।
অঙ্গুলি না পূর তার মুখের ভিতর ॥
কেমনে এ দুষ্টভাষ আনিলি মুখেতে।
দ্রৌপদী হইবে দাসী কহিলে সভাতে ॥
দ্রৌপদীতে তোমার কিসের অধিকার।
সবাই না বুঝ কেন করিয়া বিচার ॥
আপনি হারিল পূর্ব্বে ধর্ম্মের কুমার।
অন্যজন উপরে কিসের অধিকার ॥
অন্যের উপরে তার প্রভুপণ কিসে।
আর তার চারি স্বামী আছয়ে বিশেষে ॥
মম বোল যদি তোর নাহি লয় মনে।
জিজ্ঞাসিয়া দেখ যত বৃদ্ধ মন্ত্রিগণে ॥
এই যে বৃদ্ধক অন্ধ হৃষ্ট হইয়াছে।
লোভেতে লইল ছন্ন নাহি দেখে পাছে ॥
নিকট আইলে মৃত্যু কে করে বারণ।
ফল ধরি যেন বেণু বৃক্ষের মরণ ॥
শুখাইলে খণ্ডে অস্ত্রাঘাতের বেদন।
বাক্যাঘাত নাহি খণ্ডে যাবৎ জীবন ॥
পাশাতে জিনিয়া বড় আনন্দ হৃদয়।
চিত্তে কর পাণ্ডবের হৈল অসময় ॥
শ্রীমন্ত জনের হয় অসময় কিসে।
কি তার সহায় নাই এই মহাদেশে ॥
কোথা হয় শ্রীরহিত শ্রীমন্ত সুজন।
জলেতে পাষাণ নাহি ভাসে কদাচন ॥
লাউ নাহি ডুবে কভু জলের ভিতর।
কখন অগতি নহে বিষ্ণুভক্ত নর ॥
পুনঃ পুনঃ আমি কহিলাম হিতবাণী।
না শুনিলে মৃত্যুকাল হৈল হেন জানি ॥
নিশ্চয় হইল দেখি তিন কুল ধ্বংস।
শান্তনু বাহ্লীক অন্ধ নৃপতির বংশ ॥
পাত্র মিত্র ইষ্ট পুত্র সহিত মজিবে।
আমার এ সব কথা পশ্চাতে ফলিবে ॥
এইরূপ বিদুর কহিল বহুতর।
শুনি দুর্য্যোধন তারে নিন্দিল বিস্তর ॥
প্রতিকামী আছিল সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা নিকটে ডাকিয়া ॥
যাহ তুমি দ্রৌপদীরে আন এইক্ষণে।
পাণ্ডবেরে ভয় তুমি না করিহ মনে ॥
বিদুরের বোলে কিছু না করিহ ভয়।
সর্ব্বকাল বিদুরের ভয়ার্ত্ত হৃদয় ॥

আর কুস্বভাব আছে বিদুরের চিত ।
ধৃতরাষ্ট্র কুৎসা কহে পাণ্ডবের হিত ॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞায় চলিল প্রতিকামী ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করিল শীঘ্রগামী ॥
যায় পুরের মধ্যে দ্রৌপদী সুন্দরী ।
দ্রৌপদীর আগে কহে করযোড় করি ॥
তোমা নিতে আজ্ঞা দিল কুরু অধিকারী ।
সর্ব্বস্ব হারিল দ্যূতে তোমা আদি করি ॥
অবধান মহাদেবি শুনহ বিধান ।
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল দ্যূতে হতজ্ঞান ॥
সর্ব্বস্ব হারিল দ্যূতে তোমা আদি করি ।
তোমা নিতে আজ্ঞা দিল কুরু অধিকারী ॥
ধৃতরাষ্ট্র গৃহে চল কর যথা কর্ম্ম ।
শুনিয়া দ্রৌপদীর ভাঙ্গিল নিজ মর্ম্ম ॥
দ্রৌপদী বলেন হেন কভু নাহি শুনি ।
রাজপুত্র হারিয়াছে আপন গৃহিণী ॥
প্রতিকামী বলে এই কপট না হয় ।
তবে কেন খেলিলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
একে একে সর্ব্বস্ব হারিয়া নরবর ।
আপনারে হারিলেন সহ সহোদর ॥
পশ্চাতে তোমারে হারিলেন নৃপমণি ।
এত শুনি বলিলেন দ্রুপদ-নন্দিনী ॥
যাও প্রতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজারে ।
প্রথমে আপনা কি হারিলেন আমারে ॥
হারিয়া থাকেন যদি প্রথমে আপনা ।
তবে গিয়া জিজ্ঞাসহ সভাসদ জনা ॥
তবে যদি আমারে যাইতে সবে কয় ।
আপন ইচ্ছায় তবে যাইব তথায় ॥
এত শুনি প্রতিকামী চলিল সত্বরে ।
সভায় জিজ্ঞাসে গিয়া ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
পাঠাইল দ্রৌপদী আমারে জিজ্ঞাসিতে ।
কোন্ পণ প্রথমে করিলা রাজা দ্যূতে ॥
প্রথমে আপনা কি হারিলা যাজ্ঞসেনা ।
শুনি মৌন হইলেন ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
রহিলেন নিঃশব্দে না বলিলেন বাণী ।
মনে বুঝি কিছু না বলিল প্রতিকামী ॥

প্রতিকামী প্রতি ক্রোধে বলে কুরুবলে ।
যাহ প্রতিকামী কিবা জিজ্ঞাস উহারে ॥
সভামধ্যে লইয়া আইস দ্রৌপদীরে ।
আসিয়া করুক ন্যায় সভার ভিতরে ॥
আসি জিজ্ঞাসুক সেই যেই লয় মনে ।
করুক আসিয়া ন্যায় ল'য়ে সভাজনে ॥
এত শুনি প্রতিকামী হইল দুঃখিত ।
পুনঃ দ্রৌপদীর স্থানে চলিল ত্বরিত ॥
করযোড়ে প্রতিকামী বলে সবিষাদ ।
অবধান মহাদেবি হইল প্রমাদ ॥
অস্ত হৈল কুরুকুল বুঝিলাম মনে ।
সভাতে তোমারে লৈতে বলিল যখনে ॥
দ্রৌপদী বলিল শুন সঞ্জয় নন্দন ।
ধর্ম্মরাজ কি বলেন কিবা দুর্য্যোধন ॥
প্রতিকামী বলে রাজা কিছু না বলিল ।
সভাতে লইতে দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল ॥
দ্রৌপদী কহিল তুমি বলিলা প্রমাণ ।
বংশনাশ হেতু বিধি করিল বিধান ॥
যাও প্রতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজায় ।
নিশ্চয় কি তাঁর মন যাইতে তথায় ॥
এত শুনি প্রতিকামী চলিল সত্বর ।
রাজারে কহিল আসি কৃষ্ণার উত্তর ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ভাবিয়া অন্তরে ।
দুর্য্যোধন মত দেখি কৃষ্ণা আনিবারে ॥
বিচারিয়া কহিলেন কহ দ্রৌপদীরে ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে খণ্ডিতে পারে ॥
সত্য বিনা মম চিত্তে অন্য নাহি লয় ।
ধর্ম্ম রক্ষা করুক আসিয়া এ সভায় ॥
প্রতিকামী প্রতি পুনঃ দুর্য্যোধন বলে ।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অগ্নি হেন জ্বলে ॥
আমি যাহা বলি তাহা নাহি লয় মনে ।
পুনঃ পুনঃ আইস দ্রৌপদী দূতগণে ॥
যাও শীঘ্র দ্রৌপদীরে আনহ এ স্থানে ।
এত শুনি প্রতিকামী ভীত হৈল মনে ॥
পুনরপি ইন্দ্রপ্রস্থে চলিল সত্বরে ।
কতক দূরেতে গিয়া ভাবিল অন্তরে ॥

কি ক্ষণে আইনু আজি রাজার নিকটে।
সে কারণে পড়িলাম বিষম সঙ্কটে ॥
পাছে ক্রোধ করে কৃষ্ণা দেখিলে এবার।
পাণ্ডব করিলে ক্রোধ নাহিক নিস্তার ॥
বিচারিয়া বাহুড়িল সঞ্জয় নন্দন।
করযোড়ে বলে দুর্য্যোধনের সদন ॥
তব আজ্ঞাবশে যাই কৃষ্ণা আনিবারে।
না আইসে কি করিব আজ্ঞা কর মোরে ॥
শুনি দুঃশাসনে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবের ভয় করে সঞ্জয় নন্দন ॥
এ কর্ম্মের যোগ্য নহে এই অল্পমতি।
তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে আন শীঘ্রগতি ॥
সভামধ্যে কেশে ধরি আনহ তাহারে।
নিস্তেজ হয়েছে শক্র কি আর বিচারে ॥
আজ্ঞামাত্রে দুঃশাসন হ'য়ে হৃষ্টচিত্ত।
দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে চলিল ত্বরিত ॥
দ্রৌপদী চাহিয়া ডাকি বলে দুঃশাসন।
চলহ দ্রৌপদী আজ্ঞা করিল রাজন ॥
পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে।
দুর্য্যোধন ভজ আজি ত্যজি যুধিষ্ঠিরে ॥
দুঃশাসন দুষ্টবুদ্ধি দেখি গুণবতী।
সক্রোধ বদন আর বিকৃতি আকৃতি ॥
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থর থর।
শীঘ্রগতি উঠি গেল ঘরের ভিতর ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাইল।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পাছেতে ধাইল ॥
গৃহদ্বারে কুন্তীদেবী ভুজ-প্রসারিয়া।
সবিনয়ে দুঃশাসনে বলে বিনাইয়া ॥
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ না বুঝি চরিত ॥
কুলবধূ ল'য়ে যাবে মধ্যেতে সভার।
কুলের কলঙ্ক ভয় নাহিক তোমার ॥
শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জ্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া ॥
অচেতন হয়ে দেবী পড়িল ভূতলে।
দুঃশাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে ॥
পুর হৈতে বাহির করিল শীঘ্রগতি।
দেখিয়া কান্দয়ে যত পুরের যুবতী ॥
কেশে ধরি ল'য়ে যায় পবনের বেগে।
চলিতে চরণ ভূমে লাগে কি না লাগে ॥
নাগিনী বিকল যেন গরুড়ের মুখে।
ছট্‌ফট করে দেবী ছাড় ছাড় ডাকে ॥
আরে মন্দমতি কেন না দেখ নয়নে।
রজঃস্বলা আছি আর একই বসনে ॥
দুঃশাসন বলে তুমি ছাড় হেন আশ।
রজঃস্বলা হও কিবা হও একবাস ॥
পূর্ব্ব অহঙ্কার তুমি না করিহ মনে।
সভাতে লইতে আজ্ঞা করিল রাজনে ॥
কৃষ্ণা বলে গুরুজন আছয়ে সভাতে।
কিমতে দাঁড়াব আমি তাদের অগ্রেতে ॥
না লহ সভাতে মোরে কর পরিহার।
আরে মন্দমতি কেশ ছাড়হ আমার ॥
ইন্দ্র সখা করিলেও রক্ষা না পাইবি।
ক্ষণমাত্র যমগৃহে সবংশেতে যাবি ॥
ধর্ম্মে বদ্ধ হইয়াছে ধর্ম্ম নরপতি।
ভ্রাতৃ উপরোধে আছে চারি মহামতি ॥
এই হেতু এতক্ষণ তোমার জীবন।
এখন যে রক্ষা পাও হৈলে নিবারণ ॥
কৃষ্ণার বচন শুনি দুঃশাসন হাসে।
পুনঃ আকর্ষিয়া দুষ্ট টান দিল কেশে ॥
ঝাঁকিয়া বলেতে লইলেক সভাতল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কৃষ্ণা হইয়া বিকল ॥
উপুড় হইয়া চাহে ভূমি ধরিবারে।
না লও সভাতে মোরে ডাকয়ে কাতরে ॥
বড় বড় জন দেখি আছয়ে সভায়।
হেন একজন নাহি এক কথা কয় ॥
কেহ তোর দুর্ব্বুদ্ধি না করে নিবারণ।
চিত্র পুত্তলিকা প্রায় আছে সভাজন ॥
এই ভীষ্ম দ্রোণ দেখ আছয়ে সভাতে।
ধার্ম্মিক এ দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে ॥
স্বধর্ম্ম ছাড়িল এরা হেন লয় মনে।
মম এত দুঃখ কেন না দেখে নয়নে ॥

বাহ্লীক বিদুর ভূরিশ্রবা সোমদত্ত ।
সুশীল জানি সবে অতুল মহত্ত্ব ॥
কুরুকুল সব ভ্রষ্ট হইল নিশ্চয় ।
একজন কেহ এক ভাষা নাহি কয় ॥
দ্রৌপদী কাতরা অতি দেখিয়া পাণ্ডব ।
ঘৃত দিলে যেমন জ্বলয়ে জলোদ্ভব ॥
রাজ্য দেশ ধন জন সকল হারিল ।
তিলমাত্র তাহাতে তাপিত না হইল ॥
কৃষ্ণার কাতর মুখ দেখিয়া নয়নে ।
কুম্ভকার শাল যেন পোড়য়ে আগুনে ॥
দুঃশাসন টানে তারে কেশেতে আকর্ষি ।
পরিহাস করি কেহ বলে আন দাসী ॥
সাধু দুঃশাসন বলে রাধেয় শকুনি ।
সজল নয়নে কান্দে দ্রুপদ-নন্দিনী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সভাজন প্রতি বিকর্ণের উত্তর

দ্রৌপদী যতেক কহে কেহ নাহি শুনে ।
ভীষ্ম ভীষ্ম উত্তর করিল কতক্ষণে ॥
কহিতে না পারি আমি ইহার বিধান ।
ধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিচারিয়া কহিতে প্রমাণ ॥
অন্য দ্রব্যে অন্যের নাহিক অধিকার ।
দ্রব্য মধ্যে গণ্য হয় ভার্য্যা কিবা আর ॥
আপনা হারিয়া অগ্রে ধর্ম্মের নন্দন ।
পশ্চাৎ হারিলা কৃষ্ণা জানে সর্ব্বজন ॥
দ্রুপদ-নন্দিনী পঞ্চ পাণ্ডবের নারী ।
একা যুধিষ্ঠির তাহে নহে অধিকারী ॥
রাজ্য দেশ ধন জন সব যদি যায় ।
যুধিষ্ঠির মুখে মিথ্যা কভু না বেরয় ॥
হারিল বলিয়া মুখে বলিয়াছে বাণী ।
কি কহিব ইহার বিধান নাহি জানি ॥
এত বলি নিঃশব্দে রহেন ভীষ্মবীর ।
যুধিষ্ঠির চাহি বলে বৃকোদর বীর ॥
ওহে মহারাজ কভু দেখেছ নয়নে ।
আপনার ভার্য্যাকে হেরেছে কোন্ জনে ॥
কপটে জুয়ারী হইয়াছে বহুজন ।
তা সবার থাকিবেক বেশ্যা নারীগণ ॥
সে সব নারীকে তারা নাহি করে পণ ।
তুমি মহারাজ কর্ম্ম করিলা যেমন ॥
রাজ্য দেশ ধন জন হারিলা যতেক ।
ইহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক ॥
আমা সহ সকল তোমার অধিকার ।
যাহা ইচ্ছা কর অন্য নারি করিবার ॥
এই সে শরীর তাপ সহিবারে নারি ।
পাশায় করিলা পণ কৃষ্ণা হেন নারী ॥
তব কৃতকর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে ।
দ্রৌপদীরে পরিহাস করে হীনজনে ॥
এই হেতু তোমারে জন্মিল বড় ক্রোধ ।
ক্ষুদ্রলোক কহে ভাষা নাহি কিছু বোধ ॥
ধনঞ্জয় বলে ভাই কি বোল বলিলে ।
নৃপে হেন ভাষা নাহি কহ কোনকালে ॥
পরম পণ্ডিত তুমি ধর্ম্মজ্ঞ যে গণি ।
শত্রুর কপটে ছন্ন হৈল হেন জানি ॥
সদাই শত্রুর ভাই এই যে কামনা ।
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হউক পঞ্চজনা ॥
শত্রুর কামনা পূর্ণ কর কি কারণ ।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহারাজে না কর হেলন ॥
রাজারে বলিলা হেন কি দোষ দেখিয়া ।
দ্যূত আরম্ভিল শত্রু কপটে ডাকিয়া ॥
আপন ইচ্ছায় রাজা না খেলেন দ্যূত ।
ডাকিলে না খেললে হইবে ধর্ম্মচ্যুত ॥
ভীম বলে ধনঞ্জয় না কহিও আর ।
হীনজন প্রভুত্ব না পারি সহিবার ॥
হরি বিনা অন্য চিত্ত নাহিক আমার ।
দুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার ॥
ক্ষুদ্রের প্রভুত্ব যে দেখিতেছি নয়নে ।
তবে আর ভুজ রাখি কোন্ প্রয়োজনে ॥
যাহ সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া ।
অগ্নিমধ্যে দুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া ॥
এইরূপে পঞ্চ ভাই তাপিত অন্তর ।
দুঃখের অনলে দহে সর্ব্ব কলেবর ॥

বিকর্ণ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের তনয়।
পাণ্ডবের দুঃখ দেখি দুঃখিত হৃদয়॥
বিশেষ কৃষ্ণার ক্লেশ না সহে শরীরে।
সভাজনে চাহিয়া বলেন উচ্চৈঃস্বরে॥
সভামধ্যে আছে বড় বড় রাজগণে।
দ্রৌপদীরে প্রত্যুত্তর নাহি দেহ কেনে॥
পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদী যে কহিছে সভায়।
সভাসদ লোকে হেন বুঝিতে যুয়ায়॥
সভায় থাকিয়া যদি বিচার না করে।
সহস্র বৎসর থাকে নরক ভিতরে॥
এ যে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুর সুমতি।
কুরুকুলে হর্ত্তা কর্ত্তা এই তিন কৃতী॥
এ তিন জনেরে নারি করিতে হেলন।
তোমরা উত্তর নাহি দেহ কি কারণ॥
তোমরা সকলে ভয় করহ কাহারে।
উত্তর না দেহ কেন দ্রৌপদীর তরে॥
আর যে আছয়ে বহু বহু রাজগণ।
বুঝিয়া উত্তর নাহি দেহ কি কারণ॥
পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদী কহিল বার বার।
যার যেই চিত্তে আসে করহ বিচার॥
এইমত পুনঃ পুনঃ বিকর্ণ কহিল।
একজন সভায় উত্তর না করিল॥
কাহার মুখেতে নাহি পাইয়া উত্তর।
ক্রোধভরে বিকর্ণ কচালে করে কর॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া পুনঃ কহে সভাজনে।
উত্তর না দেহ সবে কিসের কারণে॥
তোমরা যে কেহ কিছু না দিল উত্তর।
আমি কিছু কহি শুন সব নরবর॥
চারি ধর্ম্ম নৃপতির হয়েছে সৃজন।
মৃগয়া দেবন দান প্রজার পালন॥
এই যে নৃপতিধর্ম্ম দেবনে পশিল।
ইচ্ছাসুখে নহে সবে কপটে ডাকিল॥
যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীরে নাহি করে পণ।
কপটেতে কহিলেন সুবল-নন্দন॥
অগ্রে নরপতি আপনাকে হারিয়াছে।
কৃষ্ণার উপর কিবা প্রভুপণ আছে॥
বিশেষ সমান কৃষ্ণা এ পঞ্চ জনার।
একা ধর্ম্মরাজের না ইথে অধিকার॥
সে কারণে দ্রৌপদী পাশায় নাহি জিত।
তোমরা কি বল সবে মম এই চিত॥
বিকর্ণ বচন শুনি যত সভাজন।
সাধু সাধু বলি সবে বলয়ে বচন॥
বিকর্ণ বচন শুনি কর্ণে ক্রোধ হৈল।
দুর্য্যোধনে চাহি তবে কহিতে লাগিল॥
অনেক বিচার বুদ্ধি দেখি যে ইহার।
অগ্নি কাষ্ঠে জন্মিয়া সংহার করে তার॥
সেইমত অগ্নিরূপে এই তব কুলে।
হেন অপরূপ কহিলেক সভাস্থলে॥
দেবনেতে কৃষ্ণা জিতা হইয়াছে পণে।
বুঝিয়া উত্তর নাহি কর কোনজনে॥
বালক হইয়া সভামধ্যেতে আসিল।
বৃদ্ধের সমান নীতি বচন কহিল॥
কি জানহ ধর্ম্ম তুমি কি জান বিচার।
কৃষ্ণা জিতা নহে যে সে কেমন প্রকার॥
যুধিষ্ঠির সর্ব্বস্ব যখন কৈল পণ।
জিনিল পাশায় তাহা সুবল-নন্দন॥
সর্ব্বস্বের বাহির কি দ্রৌপদী সুন্দরী।
বিশেষ কহিল যবে গান্ধারাধিকারী॥
দ্রৌপদীরে পণ কর বলিয়া বলিল।
শুনিয়া পাণ্ডব কেন নিবৃত্ত না হৈল॥
আর যে বলিলা কৃষ্ণা এক বস্ত্র কায়।
সভামধ্যে ইহারে আনিতে না যুয়ায়॥
কি তার গর্ব্বিত গুরু কিবা ভয় লাজ।
বেশ্যা জনে কেন লজ্জা আসিতে সমাজ॥
যতেক সংসার এই বিধাতা সৃজিল।
ভার্য্যার একই স্বামী নির্ম্মাণ করিল॥
দুই স্বামী হইলে বলি যে দ্বিচারিণী।
পঞ্চস্বামী হৈলে পরে বেশ্যা মধ্যে গণি॥
সভায় আসিবে বেশ্যা লাজ তার কিসে।
এইমত বিচার আমার মনে আসে॥
দুর্য্যোধন বলে এই শিশু অল্পমতি।
কি জানে বিচার-তত্ত্ব ধর্ম্ম সূক্ষ্ম গতি॥

তবে আজ্ঞা করিল নৃপতি দুঃশাসনে।
পাণ্ডবগণের আন বস্ত্র আভরণে॥
দ্রৌপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার।
ঝটিতে আনিয়া দেহ অগ্রেতে আমার॥
এত শুনি ততক্ষণে পঞ্চ সহোদর।
বস্ত্র অলঙ্কার ফেলি দিলেন সত্বর॥
এক বস্ত্র পরিধানা দ্রৌপদী সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি॥
ছাড় ছাড় বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে।
সভামধ্যে ধরিয়া অঙ্গে বস্ত্র কাড়ে॥
সঙ্কটে পড়িয়া দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে দেবরায়॥

দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি।

হে প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথ জনার বন্ধু,
অখিলের বিপদভঞ্জন।
এস হে সভার মাঝ, মোর নিবারিতে লাজ,
তোমা বিনা নাহি অন্যজন॥
যে প্রভু পালিতে সৃষ্টি, সংহার করিতে ঋষ্টি,
পুনঃ পুনঃ হও অবতার।
তাহার চরণ ছায়া, স্মরিয়া সঁপিনু কায়া,
অনাথার কর প্রতিকার॥
হিরণ্য খরক্রোধে, ভুজঙ্গ দম্ভীর পদে,
যেই প্রভু রাখিলা প্রহ্লাদে।
তাহার চরণ যুগে, দ্রৌপদী শরণ মাগে,
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে॥
যাহার উজ্জ্বল চক্র, কাটিয়া মস্তক নক্র,
নিস্তার করিল গজরাজ।
এল করে দুরাশয়ে, শরণ নিলাম ভয়ে,
তাঁহার চরণ-পদ্ম মাঝ॥
যেই প্রভু ঈষদক্ষে, কৃপায় সংসার রক্ষে,
নাচয়ে যে ফণাধর মুণ্ডে।
তাঁহার চরণ রঙ্গ, সঁপিনু আমার অঙ্গ,
রাখ প্রভু দুষ্ট কুরুদণ্ডে॥
যে প্রভু কপটে ছলি, পাতালে লইল বলি,
নির্ভয় করিয়া শচীপতি।
তাঁহার ত্রিপাদ পদ্ম, ত্রিপথগামিনী সদ্ম,
তাহা বিনা নাহি মম গতি॥
পরশি যে পদধূলা, অনেক কালের শিলা,
দিব্যরূপ অহল্যা পাইল।
জলনিধি করি বন্ধ, বিনাশিল দশস্কন্ধ,
দ্রৌপদী শরণ তাঁর নিল॥
যে প্রভু পর্ব্বত ধরি, গোকুলের গোপনারী,
রক্ষা কৈল ইন্দ্রের বিবাদে।
বেদশাস্ত্র লোকে খ্যাত, পতিপুত্রগণ নাথ,
পাণ্ডুবধূ রাখহ প্রমাদে॥
যাঁহার সৃজন সৃষ্টি, সংসারে যাঁহার দৃষ্টি,
মোর দুঃখ কেন নাহি দেখ।
বলিষ্ঠ দুর্জ্জন জনে, স্মরণ করিলে শুনে,
এ সঙ্কটে কেন নাহি রাখ॥
দ্রৌপদী আকুল জানি, অখিলের চক্রপাণি,
যাঁর নাম আপদ ভঞ্জন।
ধর্ম্মরূপে জগৎপতি, রাখিতে এ হেন সতী,
সত্যধর্ম্ম করিতে পালন॥
আকাশ মার্গেতে র'য়ে, বিবিধ বসন ল'য়ে,
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগায়।
যত দুঃশাসন কাড়ে, ততেক বসন বাড়ে,
আচ্ছাদন করি সর্ব্ব গায়॥
লোহিত পিঙ্গল পীত, নীল শ্বেত বিরচিত,
নানা চিত্র বিচিত্র বসনে।
বিবিধ বর্ণের শাড়ী, দুঃশাসন ফেলে কাড়ি,
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে॥
পর্ব্বত সমান বাস, দেখি লোকে হৈল ত্রাস,
চমৎকার হইল সভাতে।
কভু নাহি দেখি শুনি, সভাজন বলে বাণী,
ধন্য ধন্য দ্রুপদ দুহিতে॥
ধন্য গর্গ মহামুনি, নিস্তার করিতে প্রাণী,
বাছিয়া থুইল কৃষ্ণ নাম।
যে নাম লইল মুণ্ডে, বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে,
হেলে পায় সবাঞ্ছিত কাম॥
নরেতে যে নাম ধরি, ভবসিন্ধু যায় তরি,
খণ্ডে মৃত্যুপতি দণ্ড দায়।

ক্ষণেক যে নাম জপি, অশেষ পাপের পাপী,
সকল ধর্ম্মের ফল পায় ॥
ভারত অমৃত কথা, ব্যাস বিরচিত গাথা,
অবহেলে যেইজন শুনে।
দুরন্ত সংসার তরি, যায় সেই স্বর্গপুরি,
কাশীরাম দাস বিরচনে ॥

দুঃশাসনের রক্তপানে ভীমের প্রতিজ্ঞা।

অদ্ভুত দেখিয়া সভাজন হৈল স্তব্ধ।
সাধু সাধু দ্রৌপদী চৌদিকে হৈল শব্দ ॥
পূর্ব্বে কভু নাহি শুনি না দেখি নয়নে।
দুর্য্যোধনে নিন্দা বহু করে সভাজনে ॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল বৃকোদর।
মহানাদে গর্জ্জিয়া উঠিল ক্রুদ্ধতর ॥
সভাশব্দ নিবারিয়া কহে সর্ব্বজনে।
মম বাক্য শুন যত আছ রাজগণে ॥
সত্য করি কহি আমি সবার অগ্রেতে।
যাহা কহি তাহা যদি না পারি করিতে ॥
পিতৃ পিতামহ গতি না পায় কখনে।
এইত ভারত কুলাধম দুঃশাসনে ॥
রণমধ্যে ধরি বক্ষ করিব বিদার।
করিব শোণিত পান করি অঙ্গীকার ॥
শুনিয়া সভার লোক হইল কম্পিত।
প্রশংসিল সভাজন বুঝিয়া বিহিত ॥
তবে দুঃশাসন বড় হইল লজ্জিত।
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্র দেখি হইল বিস্মিত ॥
পরিশ্রান্ত হইয়া বসিল ভূমিতলে।
মলিন বদন হৈল যত কুরুদলে ॥
যত সাধুগণ সবে করয়ে রোদন।
ধিক ধৃতরাষ্ট্র নিন্দা করে সর্ব্বজন ॥
আপনিও অন্ধ অন্ধপুত্র জন্মাইল।
কুরুবংশে এমন কখন না হইল ॥
তবেত বিদুর নিবারিয়া সর্ব্বজনে।
সভাজনে চাহিয়া বলেন ততক্ষণে ॥
এ সভার মধ্যে আছ বড় রাজগণ।
বুঝি এক বাক্য নাহি বল কি কারণ ॥
সভাতে থাকিয়া যে বিচার নাহি করে।
অধর্ম্মের সহ যায় নরক ভিতরে ॥

বিদুর কর্ত্তৃক বিরোচন ও সুধন্বা ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ কথন।

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কিছু শুন সভাজন।
প্রহ্লাদ দৈত্যের পুত্র নাম বিরোচন ॥
অঙ্গিরা ঋষির পুত্র সুধন্বা নামেতে।
দুইজনে কোন্দল হইল আচম্বিতে ॥
বিরোচন বলে নাহি রাজার সমান।
সুধন্বা বলয়ে দ্বিজ সবার প্রধান ॥
এই হেতু কোন্দল করিল দুইজনে।
ক্রুদ্ধ হয়ে পণ করিলেক ততক্ষণে ॥
যে জন হারিবে তার লইব পরাণ।
চল সাধুজন স্থানে লইব বিধান ॥
বিরোচন বলে জিজ্ঞাসিব কোন্ স্থানে।
দ্বিজ বলে চল তব বাপের সদনে ॥
সুধন্বা বলিল শুন দৈত্যের প্রধান।
মোর সহ দ্বন্দ্ব কৈল তোমার সন্তান ॥
পণ কৈল যে হারিবে লইবে পরাণ।
সত্য করি কহ তুমি ইহার বিধান ॥
দ্বিজপুত্রে রাজপুত্রে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
শুনিয়া বিস্ময় মানে প্রহ্লাদের মন ॥
চিন্তে কৈল সত্য কৈলে হারিবে কুমার।
কেমনে কহিব মিথ্যা নরক দুর্ব্বার ॥
এত চিন্তি জিজ্ঞাসিল কশ্যপের স্থান।
কহ মুনিবর মোরে ইহার বিধান ॥
অসুর সুরের কর্ম্ম তোমার গোচর।
কেমনে হইবে শ্রেয় বলহ উত্তর ॥
কশ্যপ বলেন যেই বিষণ্ণ হইয়া।
মহাতাপে সভামধ্যে পড়য়ে আসিয়া ॥
সভায় থাকিয়া যেই না করে বিচার।
নরক হইতে তার নাহিক নিস্তার ॥
যে পক্ষে অন্যায় করে হয় সেই গতি।
ইহলোকে মহাদুঃখ পায় নিতি নিতি ॥

হৃদয়ের শেল তার কদাচ না টুটে ।
অর্থশোক পুত্রশোক অবিলম্বে ঘটে ॥
অবন্ধির পক্ষ হ'য়ে কহে যেইজন ।
তার দুই পাদ পাপ সে করে গ্রহণ ॥
সাক্ষী হ'য়ে যেইক্ষণ পক্ষ হ'য়ে কয় ।
শতেক পুরুষ সহ নরকে পড়য় ॥
কশ্যপের স্থানে পেয়ে এতেক বিধান ।
পুত্রমুখ চাহি বলে দৈত্যের প্রধান ॥
যারে শ্রেষ্ঠ বলি যারে করি যে বন্দন ।
তুই তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ সুধন্বা ব্রাহ্মণ ॥
আমার হইতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরারে গণি ।
তোর মাতা হৈতে শ্রেষ্ঠ ইঁহার জননী ॥
পুত্রে এত বলিয়া সুধন্বা প্রতি কয় ।
তোমার অধীন আজি বিরোচন হয় ॥
মারহ রাখহ তুমি যেই তব মন ।
যাহ ইচ্ছা কর নাহি করি নিবারণ ॥
এত শুনি হৃষ্ট হ'য়ে বলে তপোধন ।
দ্বিগুণ পাউক আয়ু তোমার নন্দন ॥
কদাচ তাপ নহে সত্যবাদী জনে ।
সে কারণে তব পুত্র বাড়ুক কল্যাণে ॥
এত বলি সুধন্বা আপন গৃহে গেল ।
সভাজনে চাহি কৃষ্ণা এতেক বলিল ॥
তথাপি উত্তর নাহি দিল কোনজন ।
দুঃশাসনে বলে তবে সূর্য্যের নন্দন ॥
আনহ ধরিয়া দাসী কার মুখ চাহ ।
সভামধ্যে আনিয়া গৃহে ল'য়ে যাহ ॥
শুনিয়া দ্রৌপদী দেবী কাঁপে থর থরে ।
স্বামীগণ পানে চাহি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
স্বামীগণ অধোমুখে দেখি যাজ্ঞসেনী ।
সভাজন চাহি বলে শিরে কর হানি ॥
পূর্ব্বেতে উত্তম কর্ম্ম আমার না ছিল ।
এই হেতু বিধাতা আমারে দুঃখ দিল ॥
পূর্ব্বে পিতৃগৃহে মম স্বয়ম্বর কালে ।
আমারে দেখিয়াছিল নৃপতি সকলে ॥
আর কভু আমারে না দেখে অন্যজনে ।
আজি পুনঃ সেই সবা দেখিনু নয়নে ॥
চন্দ্র সূর্য্য দেখিলে যাহারা ক্রোধ করে ।
আমার এ দুর্গতি সে সবার গোচরে ॥
যত গুরুজনে আমি করি নমস্কার ।
এক বাক্য বল সবে করিয়া বিচার ॥
দ্রুপদনন্দিনী আমি পাণ্ডব গৃহিণী ।
সখা মম যাদবেন্দ্র গদা চক্রপাণি ॥
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সবর্ণা মহিষী ।
কহিতেছ তোমরা হইব আমি দাসী ॥
আজ্ঞা কর আমারে ইহার যে বিধান ।
আর ক্লেশ নাহি সহে আমার পরাণ ॥
শুনিয়া উত্তর দেন গঙ্গার নন্দন ।
পুনঃ পুনঃ কল্যাণী জিজ্ঞাস কি কারণ ॥
দ্রোণ আদি বৃদ্ধ যত আছেন সভায় ।
কাহার জীবন নাহি সবে মৃতপ্রায় ॥
মৃতজনে জিজ্ঞাসিলে কি পাবে উত্তর ।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি ধর্ম্মাশ্রয় কর ॥
বহু কষ্টযুত নহে ধার্ম্মিক যে জন ।
ধর্ম্মবলে কর সব শত্রুর নিধন ॥
দাসী যোগ্যা অযোগ্যা যে কহিলা বিধান ।
কহি আমি শুনহ আমার অনুমান ॥
তুমি দাসী হৈতে যুধিষ্ঠিরের স্বীকার ।
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসহ ইহার বিচার ॥
জিতা কি অজিতা তুমি কহিবা আপনে ।
নির্ণয় করিতে ইহা নারে অন্যজনে ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস পাশার নির্ণয় ।
ব্যাস বিরচিত গীত কাশীদাস গায় ॥
সভায় যে যাজ্ঞসেনী করয়ে ক্রন্দন ।
কেশে ধরি দুঃশাসন টানে ঘনে ঘন ॥
হাসিয়া দ্রৌপদী প্রতি বলে দুর্য্যোধন ।
কেন অকারণে কৃষ্ণা করহ রোদন ॥
তোর স্বামী যুধিষ্ঠির হারিয়াছে তোরে ।
পুনঃ পুনঃ কিবা আর জিজ্ঞাস সবারে ॥
অনুমানে বুঝি তোর এই মনে লয় ।
একা যুধিষ্ঠির তোর অধিকারী নয় ॥
জিজ্ঞাসহ চারি স্বামী সম্মুখে সবার ।
তোর পরে নাহি কি ধর্ম্মের অধিকার ॥

থ্যুক যুধিষ্ঠির কহুক চারিজন।
ইক্ষণে হয় তবে তোমার মোচন॥
তুবা কহুক নিজে ধর্ম্মের কুমার।
ঞ্চার উপরে মম নাহি অধিকার॥
়ত যদি বলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
়াল ভাল বলিয়া কহিল সভাজন॥
শুনিবারে রাজগণ আছে কুতূহলে।
কি বলে ধর্ম্মের পুত্র ভীম কিবা বলে॥
কবা বলে ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
পঞ্চজন মুখ সবে করে নিরীক্ষণ॥
নিঃশব্দ নৃপতিগণ একদৃষ্টে চায়।
কহিতে লাগিল ভীম চাহিয়া সভায়॥
চন্দনে লেপিত ভুজ তুলি সভামাঝে।
কহিতে লাগিল যেন কেশরী গরজে॥
এই রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি।
পাণ্ডবগণের নাহি ইহা বিনা গতি॥
ইনি যদি নহিবেন পাণ্ডব ঈশ্বর।
এতক্ষণ কোথা বাঁচে কৌরব পামর॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ হারিল আপনা।
ঈশ্বর হইল দাস দাসী কি গণনা॥
যুধিষ্ঠির জিত হৈলে জিনিলা সবারে।
কাহার শকতি ইহা খণ্ডিবারে পারে॥
আর কহি শুন দুষ্ট কৌরব সকল।
আমি জীতে তো সবার নাহিক মঙ্গল॥
যেইক্ষণে রাজারে বসালি ভূমিতলে।
যেইক্ষণে ধরিলি দ্রুপদসুতা চুলে॥
সেইক্ষণে আয়ুশেষ তোমা সবাকার।
কুটি কুটি করি সবে করিব সংহার॥
হের দেখ যমদণ্ড মোর দুই ভুজ।
শচীপতি না জীয়ে পড়িলে ইতি মাঝ॥
পর্ব্বত করিব চূর্ণ তোমা গণি কিসে।
নির্ম্মূল করিতে পারি চক্ষুর নিমিষে॥
ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম্মের নন্দন।
তেঁই মূঢ়মতিগণ জীয়ে এতক্ষণ॥
আর তাহে পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুন নিবারে।
এখনি দেখাই যদি রাজা আজ্ঞা করে॥
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগে করয়ে সংহার।
তেমনি নাশিব ধৃতরাষ্ট্রের কুমার॥
কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পে কায়।
নয়নে সঘনে অগ্নিকণা বাহিরায়॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর মধুর বলে বাণী।
সকল সম্ভবে তোমা ক্ষম বীরমণি॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে ভবসিন্ধু তরি॥

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা

বৃকোদর বীর যবে নিঃশব্দ হইল।
কৃষ্ণা প্রতি কর্ণ বীর কহিতে লাগিল॥
তিনজন ধনের উপরে প্রভু নহে।
সেবক রমণী শিষ্য শাস্ত্রে হেন কহে॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির তুই ভার্য্যা তার।
দাসভার্য্যা দাসী হয় জানয়ে সংসার॥
দাসী হৈলে দাসী কর্ম্ম কর যথোচিত।
ধৃতরাষ্ট্র গৃহেতে প্রবেশহ ত্বরিত॥
তোর প্রভু হৈল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ।
তোর অধিকারী নহে পাণ্ডুর নন্দন॥
যারে তোর ইচ্ছা হয় ভজহ তাহারে।
পাণ্ডবেরা আর তোরে নিবারিতে নারে॥
বৃকোদর শুনিল কর্ণের কটূত্তর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে কচালে করে কর॥
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন রক্ত কুমুদিনী।
কর্ণ পানে চাহি যেন গর্জ্জে কাদম্বিনী॥
ওরে মূঢ় যে উত্তর করিলি মুখেতে।
ইহার উচিত ফল আছে মম হাতে॥
ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম্ম অধিকারী।
সে কারণে তোরে আমি বলিবারে নারি॥
যুধিষ্ঠির প্রতি বলে কৌরব প্রধান।
তুমি কেন নাহি কর ইহার বিধান॥
চারি ভাই তোমার বাক্যেতে তারা স্থিত।
আপনি বলহ কৃষ্ণা জিতা কি অজিত॥
যুধিষ্ঠির অধোমুখ শুনি সে বচন।
নয়নে বসন দিয়া ঢাকেন বদন॥

যুধিষ্ঠিরে অধোমুখ দেখি দুর্য্যোধন ।
কর্ণ ভিতে চাহে বড় প্রফুল্ল বদন ॥
ভীম ভিতে আড় আঁখি চাহে কৃষ্ণাপানে ।
আপনার উরু হইতে তুলিল বসনে ॥
গজশুণ্ড সদৃশ উলট রম্ভাতরু ।
সকল লক্ষণযুক্ত বজ্রবৎ উরু ॥
মদগর্ব্বে দুর্য্যোধন কৃষ্ণারে দেখায় ।
দেখি বৃকোদর বীর ক্রোধে কম্পকায় ॥
ভীম বলে যত আছ শুন সভাজনে ।
এইরূপ দুষ্টকর্ম্ম দেখিলা নয়নে ॥
নষ্ট উরু দেখাইল সভার ভিতর ।
ভারত কুলের পশু নির্লজ্জ পামর ॥
বজ্র সম প্রহার করিয়া গদাঘাত ।
সভামধ্যে উরু ভাঙ্গি করিব নিপাত ॥
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা না করিব যবে ।
পিতৃ পিতামহ গতি নাহি পান তবে ॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি কম্পিত আকার ।
সভাতে বিদুর তবে কহে আরবার ॥
আজি দেখি কুরুকুল রক্ষা নাহি আর ।
ভীম ক্রোধসিন্ধু হৈতে নাহিক নিস্তার ॥

দ্রৌপদীর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের বরদান ।

কান্দে যাজ্ঞসেনী,　　তিতিল অবনী,
　　নয়নের নীর ধারে ।
চৌদিকে যত,　　কৌরব উন্মত্ত,
　　নানা উপহাস করে ॥
সেই সময়,　　অন্ধের আলয়,
　　নানা অমঙ্গল দেখি ।
মহাঘোর ধ্বনি,　　বায়স শকুনি,
　　ডাকয়ে পেচক পাখী ॥
উঠে অগ্নি হয়,　　শুনি শিবাচয়,
　　প্রবেশ করিয়া ডাকে ।
ভাঙ্গে রথধ্বজ,　　পড়ি মরে গজ,
　　হাহাকার রব লোকে ॥
অকস্মাৎ ঘর,　　দহে বৈশ্বানর,
　　প্রলয় হইল ধূমে ।
বহে তপ্ত বাত,　　সঘনে নির্ঘাত,
　　প্রলয়ের যেন যমে ॥
বিহনে মিহির,　　বরিষে রুধির,
　　সদা ক্ষিতি কম্পমান ।
দেউল প্রাচীর,　　যাবত মন্দির,
　　ভাঙ্গি পড়ে স্থানে স্থান ॥
দেখি বিপরীত,　　চিত্ত উচাটিত,
　　ধর্ম্ম ভীত বৃদ্ধজন ।
ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্তা,　　সুবল দুহিতা,
　　অন্ধে কৈল নিবেদন ॥
শুনি কুরুরায়,　　অন্তকাল প্রায়,
　　নিকট হইল দেখি ।
অতি অকুশল,　　অলক্ষ্মী কেবল,
　　তোমার গৃহেতে দেখি ॥
তোমার নন্দন,　　দুষ্ট আচরণ,
　　দুর্য্যোধন বহু কৈল ।
দ্রুপদ দুহিতা,　　সতী পতিব্রতা,
　　সভামাঝে আনাইল ॥
যতেক করিল,　　দ্রৌপদী সহিল,
　　সবাকার উপরোধ ।
শীঘ্র কর রায়,　　ইহার উপায়,
　　যাবৎ না হয় ক্রোধ ॥
শুনি অন্ধ বীর,　　হইল অস্থির,
　　আনাইল যাজ্ঞসেনী ।
মধুর সম্ভাষে,　　বহু প্রীতি ভাষে,
　　কহে অন্ধ নৃপমণি ॥
বধূগণ মধ্যে,　　তোমা গণি সাধ্বে,
　　শ্রেষ্ঠা সুশীলা সুব্রতা ।
তোমার চরিত্র,　　পরম পবিত্র,
　　ত্রিজগতে হৈল খ্যাতা ॥
দেখ বধূ মোকে,　　কর্ম্মের বিপাকে,
　　কু-পুত্রগণ পাইল ।
লোকে অপকীর্ত্তি,　　জগতে দুর্ক্তি,
　　সব পুত্র হৈতে হৈল ॥
দিল বহু দুঃখ,　　দেখি মম মুখ,
　　ক্ষমহ দ্রুপদসুতা ।

তুমি না ক্ষমিলে, আমি দুঃখ পেলে,
পশ্চাতে পাইবে ব্যথা ॥
দূর কর রোষ, হইয়া সন্তোষ,
মাগ বর মম স্থানে।
মাগ মাগ বর, ক্ষম কটুত্তর,
হ'য়ে প্রসন্নবদনে ॥
শুনিয়া সুন্দরী, করযোড় করি,
বর মাগিল তখন।
পাণ্ডবের গতি, ধর্ম্ম নরপতি,
দাসত্ব কর মোচন ॥
ধর্ম্ম মহারাজ, হয় ক্ষিতিমাঝ,
দাস বলি ক্ষিতিতলে।
আমার নন্দনে, যেন শিশুগণে,
দাসসুত নাহি বলে ॥
তথাস্তু বলিয়া, সানন্দ হইয়া,
পুনঃ বলে মাগ বর।
নহে এক বর, তব যোগ্যতর,
তুমি মাগ অন্য বর ॥
দ্রৌপদী বলিল, কৃপা যদি হৈল,
মাগি যে তোমার পায়।
সশস্ত্র বাহন, আর চারিজন,
মুক্ত করহ সবায় ॥
বলে কুরুপতি, মাগ গুণবতী,
যেই লয় মনে তব।
তুমি কুলাশ্রয়, মম ভাগ্যোদয়,
যে বর মাগিবে দিব ॥
মাগহ তৃতীয়, যেই তব প্রিয়,
দিতে না করিব আন।
করি কৃতাঞ্জলি, বলয়ে পাঞ্চালী,
কর রাজা অবধান ॥
দুই বর পাই, আর নাহি চাই,
লোভ না জন্মাও মোরে।
জ্ঞানী-জন-স্থান, শুনেছি বিধান,
তাহা কহি যে তোমারে ॥
বৈশ্য মাগিবেক, সবে বর এক,
ক্ষত্র লবে দুই বর।
দ্বিজের কুমার, লবে তিনবার,
শাস্ত্রে কহে মুনিবর ॥
করি যোড়পাণি, বলে যাজ্ঞসেনী,
শুন আমার বচন।
মুক্ত হই তবে, পুণ্য থাকে যবে,
পুনঃ অর্জ্জিবেক ধন ॥
দ্রৌপদী বচন, শুনিয়া রাজন,
প্রশংসি প্রমাণ কৈল।
পাণ্ডুর নন্দন, দাসত্ব মোচন,
শুনি সবে তুষ্ট হৈল ॥
ভারত কবিতা, মহাপুণ্য কথা,
প্রচার হৈল সংসারে।
কাশীদাস কয়, নাহিক সংশয়,
শ্রবণে বিপদ তরে ॥

যুধিষ্ঠিরাদির দাসত্ব মোচন।

দাস্যে মুক্ত হইলেন পঞ্চ সহোদর।
হাসি কর্ণবীর বলে সভার ভিতর ॥
নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের বদনে।
স্ত্রী হইতে স্বামী মুক্ত হয়েছে কখনে ॥
ভার্য্যা হৈতে যেই তরে পুরুষ হইয়া।
লোকে বলে তাহারে কাপুরুষ বলিয়া ॥
মহাসিন্ধু মধ্যেতে তরণী ডুবেছিল।
এ মহাবিপদ হৈতে কৃষ্ণা উদ্ধারিল ॥
সংসারের মধ্যে ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সখা গণি।
সর্ব্বসুখ হীন নর বিহীন রমণী ॥
বিবাহ মাত্রেতে লোক গৃহস্থ বলায়।
নানা ধন উপার্জ্জয়ে ভার্য্যার সহায় ॥
দান যজ্ঞ ব্রত করে সহায় যাহার।
পুত্র জন্মাইয়া করে বংশের উদ্ধার ॥
পতিত কুপিত হয় কর্ম্ম অনুসারে।
জ্ঞাতিগণ ছাড়ে, ভার্য্যা ছাড়িবারে নারে।
ইহকালে ভার্য্যা হৈতে বঞ্চে বহু সুখে।
মরণে সহায় হ'য়ে তারে পরলোকে ॥
পরলোকে তারে ভার্য্যা কহে হেন নীত।
এ লোকে তারিতে কেন নহে সমুচিত ॥

অরে মূঢ় পাণ্ডুপুত্র হেন অভাজন।
সমুদ্রেতে ডুবেছিল যেন হীন জন॥
তোমা বিনা নির্লজ্জ কে আছে এ সংসারে।
কপটে জিনিয়া হীন বলিবারে পারে॥
বৈরের এ কথা তোরে কহিতে যুয়ায়।
ভার্য্যার ঈদৃশাবস্থা করিলি সভায়॥
শুনিয়া বলেন পার্থ বিনয় বচন।
হীন সহ বাকযুদ্ধে নাহি প্রয়োজন॥
হীনজন বচন শুনিয়া না শুনিবে।
হীনজন বচনে উত্তর নাহি দিবে॥
হীনজন সূতপুত্র এই দুরাচার।
ইহা সহ সম্বন্ধ না শোভে তোমার॥
ভীম বলে ধনঞ্জয় আছয়ে কি লোকে।
পুত্রবতী ভার্য্যার এ দশা চক্ষে দেখে॥
ঈদৃশ বচন কহিবেক হীনজনে।
দেহতুচ্ছভার তবে বহে অকারণে॥
ধর্ম্মে বদ্ধ মুক্ত হইলেন ধর্ম্মরাজ।
শত্রুগণ সংহারিতে কেন কর ব্যাজ॥
আজি সব শত্রুগণ করিব সংহার।
একত্র আছয়ে যত শত্রু যে আমার॥
যে কিছু করিল চক্ষে দেখিলা সে সব।
ইহা হৈতে আর কিবা আছে পরাভব॥
বিলম্ব করাতে ভাই নাহি প্রয়োজন।
উঠ ভাই সব, শত্রু করিব নিধন॥
কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পে অঙ্গ।
নিস্ত অনল যেন নয়ন তরঙ্গ॥
নয়ন-তরঙ্গ হৈতে অগ্নি বাহিরায়।
ভীমের মূর্ত্তি যুগান্তের যম প্রায়॥
ভীম আজ্ঞাতে উঠিলেন তিনজন।
ধনঞ্জয় আর দুই মাদ্রীর নন্দন॥
সম্মুখে দেখিল ভীম লোহার মুদ্গার।
তুলিয়া লইতে যায় বীর বৃকোদর॥
দেখিয়া বিনয় বন্দ ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হস্ত তুলি ভীমে করেন বারণ॥
যুধিষ্ঠির মর্ম্মজ্ঞ ভীম লঙ্ঘিতে না পারে।
ক্রোধ নিবারিল তবে চারি সহোদরে॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান॥

পাণ্ডবের নিজ রাজ্যে গমন।

তবে ধর্ম্ম নরপতি জ্যেষ্ঠতাত আগে।
সবিনয় পূর্ব্বক কহেন করযুগে॥
আজ্ঞা কর তাত কি করিব আমা সব।
তোমার শাসনে সদা বঞ্চয়ে পাণ্ডব॥
শুনিয়া কৌরবপতি অন্তরে লজ্জিত।
শান্ত কৈল যুধিষ্ঠিরে করি বহু প্রীত॥
সাধুজন শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
তোমারে কি বুঝাইব জান সব নীত॥
সাধুজন কর্ম্ম কভু দ্বন্দ্বে না প্রবেশে।
নিজগুণ নাহি ধরে পরগুণ ঘোষে॥
গুণাগুণ কহে যেই সে হয় মধ্যম।
সদা আত্মগুণ কহে সেই সে অধম॥
বংশের তিলক তুমি কুরুকুলনাথ।
দুর্য্যোধনে যত দোষ ক্ষমা কর তাত॥
আমা আর গান্ধারীর দেখিয়া বদন।
সব ক্ষম যত দুঃখ দিল দুষ্টগণ॥
কুরুকুল শ্রেষ্ঠ তুমি পরম ভাজন।
বালকের যত দোষ কর সম্বরণ॥
যে দ্যূত করিল পূর্ব্বে কেহ নাহি করে।
পুত্র বলাবল মিত্রামিত্র বুঝিবারে॥
ভালমতে তোমারে জানিনু এতদিনে।
কি শোক কৌরবকুলে তোমার পালনে॥
ভীমার্জ্জুন রক্ষা আর ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
দ্রৌপদী সতীর গুণ না হয় বর্ণনা॥
আমার ভারত বংশ করিল উজ্জ্বল।
যার কীর্ত্তি ঘুষিবেক ত্রৈলোক্যমণ্ডল॥
যাও তাত নিজ রাজ্য কর অধিকার।
পালহ আপন দেশ প্রজা পরিবার॥
এত বলি পঞ্চজনে করিল মেলানি।
প্রণমিয়া গেলেন সহিত যাজ্ঞসেনী॥
সভাপর্ব্ব সুধারস ব্যাস বিরচিত।
শুনিলে অধর্ম খণ্ডে পরলোক হিত॥

ধৃতরাষ্ট্র স্থানে দুর্য্যোধনের বিষাদ।

শুনি জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনিবরে।
কহ শুনি কি প্রসঙ্গ হৈল তদন্তরে॥
কেন বনে চলিলেন পিতামহগণ।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহ তপোধন॥
মুনি বলে পঞ্চ ভাই ইন্দ্রপ্রস্থে গেলে।
করযোড়ে দুঃশাসন দুর্য্যোধনে বলে॥
যতেক করিলা সব বৃদ্ধ বিনাশিল।
যে সব জিনিলা তারে পুনঃ তাহা দিল॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন রাধেয় শকুনি।
অতি শীঘ্র গেল যথা অন্ধ নৃপমণি॥
দুর্য্যোধন বলে তাত অনর্থ করিলা।
বন্দী করি দুষ্ট সিংহ পুনঃ ছাড়ি দিলা॥
বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে কহিলেন নীত।
তুমি কি না জান তাহা তোমাতে বিদিত॥
যেমতে পারিবে শত্রু করিবে নিধন।
ছলে বলে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন॥
পাণ্ডব হইতে জিনিলাম যত ধন।
বাহুড়িয়া দেহ তারে কিসের কারণ॥
স্নেহ করি পুনঃ সব তুমি দিলা তারে।
এখন কি পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিবে আমারে॥
ক্রোধে সর্পবৎ হয় পাণ্ডু-পুত্রগণ।
যত কহিলাম না ক্ষমিবে কদাচন॥
সকল ক্ষমিবে তাত তোমার পীরিতে।
দ্রৌপদীর কষ্ট না ক্ষমিবে কদাচিতে॥
সৈন্য সাজিবারে তারা গেল নিজদেশ।
যুদ্ধ হেতু আসিবেক করি সমাবেশ॥
সশস্ত্রে থাকিলে রথে পাণ্ডুরপুত্রগণ।
জিনিতে না হবে শক্ত এ তিন ভুবন॥
আর শুন তাত যবে মুক্ত হ'য়ে যায়।
মুহুর্মুহু পার্থ বীর গাণ্ডীব দেখায়॥
দক্ষিণ বামেতে দুই তূণ ঘন দেখে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হস্ত দিয়া নাকে॥
অতিশয় গর্জ্জিয়া যাইছে বৃকোদর।
ঘন গদা লোফয়ে কচালে করে কর॥
স্নেহেতে ভুলিয়া তাত করিলা কি কায।
মোর ক্লেশ হেতু স্বয়ং হৈলা মহারাজ॥
শুনিয়া অস্থির হৈল চিত্তে কুরুরায়।
অন্ধ বলে কি হইবে কি করি উপায়॥
দুর্য্যোধন বলে তাত আছয়ে উপায়।
পুনঃ পাশা প্রবর্ত্তিয়া করহ নির্ণয়॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিবে এই পণ॥
বৎসর অজ্ঞাত বাস মধ্যে জ্ঞাত হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত নিশ্চয়॥
ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডব গেলে বনে।
পৃথিবীর যত রাজা করিব আপনে॥
ইহা বিনা উপায় নাহিক মহাশয়।
আজ্ঞা কর আনিবারে পাণ্ডুর তনয়॥
শুনি অন্ধ আজ্ঞা দিল প্রতিকামী প্রতি।
যাও শীঘ্র ফিরি আন ধর্ম্ম নরপতি॥
পথে কিবা ইন্দ্রপ্রস্থে যথায় ভেটিবে।
মম আজ্ঞা বলি পুনঃ আনহ পাণ্ডবে॥
এত শুনি বলে দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
বাহ্লীক বিদুর মন্ত্রী বিকর্ণাদি যত॥
একে একে পুনঃ পুনঃ সবাই কহিল।
পুত্রবশ হ'য়ে রাজা শুনি না শুনিল॥
কার' বাক্য না শুনিল কুরু অধিকারী।
কহিতে লাগিল তবে গান্ধারী সুন্দরী॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পুনঃ পাশা খেলারম্ভ।

গান্ধারী কহিছে রাজা কর অবধান।
শিশুর বচনে কেন হও হতজ্ঞান॥
যখন জন্মিল এই দুষ্ট দুর্য্যোধন।
বিপরীত শব্দেতে কম্পিত সর্ব্বজন॥
বিদুর বলিল এরে করহ সংহার।
ইহা মারি রাখ রাজা বংশ আপনার॥
এ পাপিষ্ঠ-স্নেহে না শুনিলা ক্ষত্তাবাণী।
সেই কাল উপস্থিত হৈল নৃপমণি॥

সর্ব্বনাশ হেতু রাজা ইহার বিচার।
পুত্ররূপে আছে সব করিতে সংহার॥
ইহার বচন না শুনিও কদাচন।
নিবৃত্ত হইল অগ্নি না জ্বাল এখন॥
বৃদ্ধ হ'য়ে তুমি কেন হও অন্যমতি।
আপনি জানহ তুমি দুষ্টের প্রকৃতি॥
এখন ত্যজহ কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন।
ইহা ত্যজি নিজ বংশ রাখহ রাজন॥
মম বাক্য না শুনি ইহার বশ হবে।
আপনি আপন বংশ সকল মজাবে॥
ধনে বংশে বৃদ্ধি হইয়াছে হে রাজন।
সর্ব্বনাশ কর প্রভু কিসের কারণ॥
সম্প্রতি সুখের হেতু কর হেন কায।
পশ্চাতে কি হবে নাহি গণ মহারাজ॥
অধর্ম্মে অর্জ্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়।
মহাদুঃখ পায় প্রভু দুষ্টের আশ্রয়॥
চরণে ধরিয়া প্রভু কহি যে তোমারে।
পুনঃ আজ্ঞা না হয় আনিতে পাণ্ডবেরে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন সুবল-নন্দিনী।
আমারে কি বুঝহ সকল আমি জানি॥
কুরু অন্তকাল জানি হইল নিশ্চয়।
আমার শক্তিতে দ্যূতে নিবৃত্ত না হয়॥
যাহা আছে তাহা হৌক দৈবের লিখন।
আসিয়া খেলুক পুনঃ পাণ্ডুর নন্দন॥
আজ্ঞা পেয়ে প্রতিকামী গেল ততক্ষণ।
পথেতে ভেটিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন॥
যুধিষ্ঠিরে প্রতিকামী কহে যোড়হাতে।
জ্যেষ্ঠতাত আজ্ঞা তব ফিরিয়া যাইতে॥
পুনঃ পাশা খেলাইতে বলে কুরুবীর।
শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যুধিষ্ঠির॥
ধর্ম্ম বলে দৈববশ শুন ভ্রাতৃগণ।
মম শক্তি নাহি লঙ্ঘি অন্ধের বচন॥
বিশেষ আমার ধর্ম্ম জান ভ্রাতৃগণ।
আহ্বানিলে দ্যূতে যুদ্ধে না ফিরি কখন॥
চল সর্ব্ব ভ্রাতৃগণ যাইব নিশ্চয়।
বংশক্ষয় কাল বিধি করিল নির্ণয়॥

এত বলি ভ্রাতৃগণ লইয়া সংহতি।
পুনঃ আসি সভাতে বৈসেন নরপতি॥
শকুনি বলিল দেখ ধর্ম্মের নন্দন।
অন্ধরাজ আজ্ঞা করে খেল করি পণ॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর বনে যাবে।
অজ্ঞাত বৎসর এক গুপ্তবেশে রবে॥
অজ্ঞাত বৎসর মধ্যে ব্যক্তি যদি হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত উভয়॥
ত্রয়োদশ বৎসর হইবে যদি পার।
পুনরপি লইবেক রাজ্য যে যাহার॥
এইত নিয়ম করি দ্যূত আরম্ভিল।
যতেক সুহৃদগণ বারণ করিল॥
যুধিষ্ঠির বলেন বারণ কি কারণে।
সম্মত না হবে কেন আমা হেন জনে॥
এতেক আহ্বান আর গুরুর আদেশ।
ধার্ম্মিক না ছাড়ে যদি ধর্ম্ম হয় ক্লেশ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির দ্যূত আরম্ভিল।
দৈবের নির্ব্বন্ধ দেখ শকুনি জিনিল॥

কৌরববধে পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞা।

বিলম্ব না করিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
সেইক্ষণে করিলেন অরণ্যেতে গতি॥
বসন ভূষণ আদি সকল ত্যজিয়া।
মুনিবেশ ধরিলেন বাকল পরিয়া॥
হেনকালে দুঃশাসন উপহাস ছলে।
সভামধ্যে দ্রুপদকন্যার প্রতি বলে॥
মূর্খ রাজা যাজ্ঞসেন কি কর্ম্ম করিল।
দ্রৌপদী এমন কন্যা ক্লীবে সমর্পিল॥
শুন ওহে যাজ্ঞসেনি মম বাক্য ধর।
কোথা দুঃখ পাবে গিয়া বনের ভিতর॥
এই কুরুজন মধ্যে যারে মনে লয়।
তাহারে ভজিয়া সুখে থাকহ আলয়॥
এইরূপে পুনঃ পুনঃ বলিল অপার।
গর্জ্জিয়া নেউটি কহে পবনকুমার॥
রে দুষ্ট নিকট-মৃত্যু জানিলি আপন।
সেই হেতু কহিলি এমত কুবচন॥

এ সব বচন আমি করাব স্মরণ।
রণমধ্যে আমি তোরে পাইব যখন॥
নখেতে শরীর তোর করিব বিদার।
নির্ম্মূল কবিব সখা যতেক তোমার॥
শত সহোদর সহ লোটাইব ক্ষিতি।
ইহা না করিলে যেন না পাই সদ্গতি॥
এতেক কহিয়া তবে যায় বৃকোদর।
সিংহাসন হইতে উঠিল কুরুবর॥
সেইরূপে চলি যায় পবন নন্দন।
সেইরূপে হাসিয়া চলিল দুর্য্যোধন॥
ফিরাটিয়া বৃকোদর পাছু পানে চায়।
উপহাস জানিয়া ক্রোধেতে কম্প কায়॥
রে দুষ্ট উচিত ফল পাইবি ইহার।
সে কালে এ সব কথা স্মরাব তোমার॥
পদ দিয়া এইরূপে তোমার মস্তকে।
চলিয়া যাইবার কালে স্মরাব তোমাকে॥
তোরে সংহারিব তোর যত বন্ধু সখা।
শত ভাই তোমার মারিব আমি একা॥
এত বলি বৃকোদর নিঃশব্দেতে রয়।
সভামধ্যে ডাকিয়া বলেন ধনঞ্জয়॥
যতেক প্রতিজ্ঞা কর সব অকারণ।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি নহে রণ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি পাই রণ।
তবেত তোমার আজ্ঞা করিব পালন॥
কর্ণেরে মারিব যেন পতঙ্গের মত।
সহায় সম্বন্ধী তার হবে আর যত॥
হিমাদ্রি টলিবে, সূর্য্য ত্যজিবে কিরণ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে লঙ্ঘন॥
শুন সব রাজগণ আছ সভাস্থলে।
আজি হৈতে ত্রয়োদশ বৎসরান্ত কালে॥
কৌতুক দেখিবে সবে যুদ্ধ হয় যদি।
কৌরবের শোণিতে পূরাব নদনদী॥
কদাচিত দিব্যজ্ঞান জন্মে দুর্য্যোধনে।
বিনত হইয়া পড়ে ধর্ম্মের চরণে॥
তবে ত প্রতিজ্ঞা যত সকল বিফল।
আনন্দে বঞ্চিবে তবে কৌরব সকল॥

তবে সহদেব কহে চাহিয়া শকুনি।
রে দুষ্ট গান্ধার পুত্র শুন এক বাণী॥
কপটেতে পাশা তুই করিলি রচন।
পাশা নহে প্রহারিলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ॥
ভীমের আদেশ মম নহিবে লঙ্ঘন।
অবশ্য আমার হাতে তোমার নিধন॥
হেনকালে নকুল বলয়ে সভাস্থলে।
এবে মন দিয়া শুন নৃপতি সকলে॥
ধর্ম্মপুত্র-আজ্ঞা আর কৃষ্ণার সম্মতি।
নিঃশেষ করিব কুরুসৈন্য সেনাপতি॥
এত বলি চলিলেন পাণ্ডুপুত্রগণ।
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে যায় বিদায় কারণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
শুনিলে নিষ্পাপ হয় জন্মে দিব্যজ্ঞান॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

পাণ্ডবদিগের বনে গমনোদ্যোগ।

বিনয় করিয়া কহিছেন ধর্ম্মরায়।
ধৃতরাষ্ট্র আদি যত ছিলেন সভায়॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সঞ্জয়।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা পৃষত-তনয়।
একে একে সবাকারে বলে ধর্ম্মরায়।
আজ্ঞা কর বনে যাই মাগি যে বিদায়॥
লজ্জায় মলিন সবে মাথা না তুলিল।
মনে মনে সর্ব্বজন কল্যাণ করিল॥
বিদুর কহেন তবে সজল নয়নে।
খণ্ডাইতে কেবা পারে দৈব নির্ব্বন্ধনে॥
কতদিন কষ্টভোগ করহ কাননে।
কুন্তীরে রাখিয়া যাও আমার ভবনে॥
একে বৃদ্ধা আর তাহে রাজার কুমারী।
যোগ্য নহে কুন্তী এবে হবে বনচারী॥
ধর্ম্ম বলিলেন তুমি জনক সমান।
তব আজ্ঞা কুরুকুলে কে করিবে আন॥
বিশেষ পাণ্ডুর গুরু জানে সর্ব্বজন।
মম শক্তি নহে তাহা করিতে হেলন॥

থাকুন জননী তাত তোমার আলয়।
আর কি করিবে আজ্ঞা কর মহাশয়॥
বিদুর বলেন তুমি সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞাতা।
অধর্ম্মে হইল জিত না ভাবিহ ব্যথা॥
পরম সঙ্কটে যেন ধর্ম্মচ্যুত নহে।
এই উপদেশ মম যেন মনে রহে॥
কল্যাণে আইস সত্য করিয়া পালন।
পুনঃ তোমা দেখি যেন যুড়ায় নয়ন॥
এত বলি বিদুর হইল শোকাকুল।
বনে যেতে পঞ্চ ভাই হ'লেন আকুল॥
জটাবল্ক পঞ্চভাই করেন ভূষণ।
তবেত দ্রৌপদী দেবা দেখি স্বামিগণ॥
ত্যজিল ভূষণ বস্ত্র পিন্ধন সকল।
লম্বিত কোমল কেশ পিন্ধন বাকল॥
রাজ্য ত্যজি অরণ্যেতে যায় ধর্ম্মরায়।
হস্তিনার লোক শুনি স্ত্রী পুরুষে ধায়॥
পাণ্ডবের বেশ দেখি কান্দে সর্ব্বজন।
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে যতেক স্ত্রীগণ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে দ্বিজগণ।
আমা সবাকারে কেবা করিবে পালন॥
নগর পূরিল সে রোদন কোলাহলে।
হস্তিনা কর্দ্দম হৈল নয়নের জলে॥
পঞ্চপুত্র বনে যায় বধূ গুণবতী।
বার্ত্তা শুনি কুন্তীদেবী আসে শীঘ্রগতি॥
দূর হৈতে দেখি কুন্তী তনয় সকলে।
মূর্চ্ছিত হইয়া দেবী পড়িল ভূতলে॥
মুকুলিত কেশভার গলিত বসন।
শিরে করাঘাত করি করয়ে রোদন॥
বধূর দেখিয়া বেশ হইল বাতুলা।
দাণ্ডাইয়া রহে যেন চিত্রের পুতলী॥
ক্ষণেক রহিয়া কহে গদগদ ভাষে।
সভাপর্ব্ব সুধারস গায় কাশীদাসে॥

দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তীর বিষাদ।

মনে হয় দুঃখ, পূর্ণচন্দ্র মুখ,
কি হেতু মলিন দেখি।
অম্লান অধর, দিল যে কিন্নর
বাকল তাহা উপেক্ষি॥
মাণিক মঞ্জরী, হার শতেশ্বরী
তোমার হৃদয়ে সাজে।
ছিল অনুরাগ, তাহা কৈলে ত্যাগ
দিল যে রাক্ষস-রাজে॥
যুগল কঙ্কণ, অমূল্য রতন
করেতে সাজিতে ছিল।
কাড়ি নিল কেবা, নাহি দেখি সেবা
যক্ষপতি যাহা দিল॥
অতুল অঙ্গুরী, দিল যে তাহারি
অনেক যতন করি।
তেঁই নাহি সাজে, দিলা কোন দ্বিজে
কি বলিব সে মাধুরী॥
যাক পাছে সর্ব্ব, কোন ছার দ্রব্য
তোমার আপদ লৈয়া।
বিরস বদন, সজল নয়ন
দেখিয়া বিদরে হিয়া॥
হরে মম ক্ষুধা, তোমার সে সুধা
বচনে কেবল মধু।
তুলি অধোমুখ, খণ্ড মম দুঃখ
কহ শুনি প্রাণবধূ॥
হেন লয় চিতে, স্বামিগণ প্রীতে
কৈলা বধূ হেন বেশ।
দুঃশাসন দোষে, কৌরব বিনাশে
মুক্ত কৈলা প্রায় কেশ॥
ধন্য তব ক্ষমা ক্ষিতি নহে সমা
দ্বন্দ্ব না করিলা ক্রোধে।
নিন্দজীবী সব, সুবল সম্ভব
তেঁই কৈলা উপরোধে॥
না করহ মান, ভাবি নহে আন
ধাতা নারে খণ্ডিবারে।
পাল সত্যধর্ম্ম, কর সাধুকর্ম্ম
ধর্ম্ম রাখে ধার্ম্মিকেরে॥
তুমি সত্য জিতা, সতী পতিব্রতা
আমি কি করাব শিক্ষা।

স্বামিগণ, যাইতেছ বন,
আমি মাগি এক ভিক্ষা ॥
জ্যেষ্ঠ নন্দন, আমার জীবন,
তুমি জান ভালমতে।
সে বালক, বনে মহাদুঃখ,
সদা দেখিবা স্নেহেতে ॥
তোমার দেহ, প্রাণাধিক স্নেহ,
আপনি করিবা তুমি।
কুন্তী ইহা বলি, যেমন বাতুলী,
মূর্চ্ছিতা পড়িলা ভূমি ॥
চিত্র সঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত,
পাণ্ডবের বনবাস।
কাশীদাস কহে, পূর্ব্ব পাপ দহে,
পুরাণে কহিল ব্যাস ॥

পাণ্ডবদের বন প্রস্থান ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন।

শাশুড়ীর দুঃখ দেখি দ্রৌপদী কাতর।
চেতন করি কহে যুড়ি দুই কর ॥
উঠ উঠ মহাদেবি না বাড়াও শোক।
কর্ম্ম করি শোচনা না করে জ্ঞানীলোক ॥
আজ্ঞা কর বনে যাব সহ স্বামিগণ।
আজ্ঞা করিবা তুমি করিব পালন ॥
এত বলি স্বামী সহ চলে বনবাস।
চক্ষু অশ্রুজল বহে মুক্ত কেশপাশ ॥
পাছু পাছু ধায় তবে ভোজের নন্দিনী।
পুত্রগণ দেখি দেবী হৃদে হানে পাণি ॥
হেঁটমুণ্ডে দাণ্ডাইল পঞ্চ সহোদর।
চৌদ্দিকে হাসে যত কৌরব-কোঙর ॥
রোদন করয়ে যত সুহৃদ সুজন।
পঞ্চ ভাই বিবর্জ্জিত বস্ত্র আভরণ ॥
দেখিয়া পড়িল শোক-সাগর অগাধে।
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ কহে গদগদে ॥
প্রতি নিষ্পাপী সত্যাচারী যে উদার।
র হেন দেখি বিধি এ কোন্ বিচার ॥
া সবাকার কিছু না দেখি অধর্ম্ম।
ন বুঝি এই পাপ মম গর্ব্ভে জন্ম ॥
অভাগিনী পাপী আমি জনম দুঃখিনী।
মম দোষে এত দুঃখ মনে অনুমানি ॥
তেজে বীর্য্যে যুদ্ধে ধর্ম্মে কেহ নহে ন্যূন।
ত্রিজগৎ খ্যাত যেই পুত্র সর্ব্বগুণ ॥
হেন বীর্য্যবন্তে বৈরী বেড়ি চারিপাশে।
রাজ্যধন লইয়া পাঠায় বনবাসে ॥
পূর্ব্বে যদি জানিতাম এ সব বারতা।
শতশৃঙ্গ হইতে কি আসিতাম হেথা ॥
বড় ভাগ্যবান পাণ্ডু স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রগণ এত দুঃখ চক্ষে না দেখিল ॥
সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী।
আমি না গেলাম সঙ্গে অধমা পাপিনী ॥
তাহার সদৃশ তপ আমি না করিনু।
পাপ হেতু কষ্ট আমি ভুঞ্জিতে রহিনু ॥
লোভেতে রহিনু পুত্রগণেরে পালিতে।
তাহার উচিত হৈল এ দুঃখ দেখিতে ॥
হে পুত্র আমারে ছাড়ি না যাহ কাননে।
কৃষ্ণা তুমি আমা ছাড়ি বঞ্চিবে কেমনে ॥
বিধি মোরে বান্ধিলা এ দুঃখের নিগড়ে।
সেই হেতু পাপ আয়ু আমারে না ছাড়ে ॥
হায় পাণ্ডু মহারাজ ছাড়িলা আমারে।
অনাথ করিয়া সাধু সুপুত্রগণেরে ॥
ওরে পুত্র সহদেব ফিরি চাহ মোরে।
কেরূপে আমার মায়া ছাড়িলে অন্তরে ॥
তিলেক না বাঁচি তোমা না দেখি নয়নে।
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে ॥
ভাই সব যদি সত্য না পারে ছাড়িতে।
সবে যাক তুমি রহ আমার সহিতে ॥
হেনমতে কুন্তীদেবী করয়ে রোদন।
প্রবোধিয়া প্রণমিয়া যায় পঞ্চজন ॥
প্রবোধ না মানে কুন্তী যায় গোড়াইয়া।
বিদুর কহেন তারে বহু বুঝাইয়া ॥
ধরিয়া লইয়া গেল আপনার ঘরে।
কুন্তী সহ কান্দে যত নারী অন্তঃপুরে ॥
শুনিয়া হইল ব্যগ্র অন্ধ নৃপমণি।
শীঘ্রগতি বিদুরেরে ডাকাইয়া আনি ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন মন্ত্রি চূড়ামণি ।
নগরেতে মহাশব্দ ক্রন্দনের ধ্বনি ॥
হেন বুঝি কান্দে সবে পাণ্ডব কারণ ।
কহ শুনি কিরূপেতে যায় তারা বন ॥
ক্ষত্তা বলে যুধিষ্ঠির যায় হেঁটমুখে ।
সবিষাদ চিত্তে বসনেতে মুখ ঢাকে ॥
দুই বাহু বিস্তারিয়া যায় বৃকোদর ।
অশ্রুজলে অর্জ্জুনের বহে জলধর ॥
নকুল যাইছে ছাই সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ।
সহদেব যায় মুখে কর আচ্ছাদিয়া ॥
দ্রুপদনন্দিনী যায় সবার পশ্চাতে ।
আকুলিত কেশভার কান্দিতে কান্দিতে ॥
ধৌম্য পুরোহিত সঙ্গে করে বেদধ্বনি ।
বিষাদিত চিত্ত অতি কুশমুষ্টিপাণি ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ ইহার কারণ ।
এরূপে পাণ্ডব কেন যাইতেছে বন ॥
বিদুর কহেন রাজা কহি দেহ মন ।
কপটে সর্ব্বস্ব নিল তব পুত্রগণ ॥
এমন করিল কর্ম্ম নহিল উচিত ।
সদা যুধিষ্ঠির তব পুত্রগণে প্রীত ॥
কদাচিত ভস্ম যদি হয় নেত্রানলে ।
এই হেতু হেঁটমুখে ঢাকিয়া অঞ্চলে ॥
ভীম বলে মম সম নাহিক বলিষ্ঠ ।
সংসারে যতেক বীর সকলের শ্রেষ্ঠ ॥
ইহার উচিত শাস্তি করিব আসিয়া ।
এত বলি যায় বীর ভুজ প্রসারিয়া ॥
অর্জ্জুনের অশ্রুজল বহে অনিবার ।
সেইমত বরষিয়ে অস্ত্র তীক্ষ্ণধার ॥
প্রত্যক্ষতে ভবিষ্যতে সহদেব জানে ।
বংশনাশ জানি হস্ত দিয়াছে বদনে ॥
এইমত ভস্ম আমি করিব বৈরীরে ।
সেই হেতু নকুল ভস্ম মাখিল শরীরে ॥
যাজ্ঞসেনী দেবী যায় করিয়া রোদন ।
এইমত কান্দিবেক সর্ব্ব নারীগণ ॥
কুশ হস্তে ল'য়ে যায় ধৌম্য তপোধন ।
সঙ্কল্প করিব কুরু শ্রাদ্ধের কারণ ॥

কুরুসভায় নারদ ঋষির আগমন ।

হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার তনয় ।
সভামধ্যে কহেন নারদ মহাশয় ॥
আজি হৈতে চতুর্দ্দশ বৎসর সময় ।
শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে করিবেক কুলক্ষয় ॥
সবাই মরিবে দুর্যোধন অপরাধে ।
নিঃক্ষত্র হইবে ক্ষিতি ভীমার্জ্জুন ক্রোধে ॥
এত বলি মুনিবর হৈল অন্তর্দ্ধান ।
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হইল কম্পমান ॥
নারদের কথা শুনি হইল অস্থির ।
অকূল সমুদ্রে যেন ডুবিল শরীর ॥
উপায় না দেখি ইথে কি হইবে গতি ।
বিচারি শরণ নিল দ্রোণ মহামতি ॥
পাণ্ডবের ভয়ে প্রভু কম্পয়ে শরীর ।
আপনি অভয় দিলে হয় মন স্থির ॥
দ্রোণ বলে পাণ্ডুপুত্র অবধ্য আমার ।
দেব হৈতে জন্ম পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ॥
পাণ্ডব দেবতা আমি হই যে ব্রাহ্মণ ।
ব্রাহ্মণের পূজ্য দেব জানে সর্ব্বজন ॥
তথাপি করিব আমি যতেক পারিব ।
তোমা সবাকারে আমি ত্যাগ না করিব ॥
দুর্জ্জয় পাণ্ডব সব যাইতেছে বন ।
চতুর্দ্দশ বৎসরে করিবে আগমন ॥
ক্রোধে আসিবেন তারা সবার উপর ।
নিশ্চয় দেখি যে ঘোর হইবে সমর ॥
যতেক করিলা সর্ব্ব আমার কারণ ।
নিকট হইল দেখি আমার মরণ ॥
রাজযজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন লয়েছে উৎপত্তি ।
আমার মরণ হেতু সে বিখ্যাত ক্ষিতি ॥
সেই দিন হৈতে ভয় হৈয়াছে আমার ।
দ্বন্দ্ব হ'লে পাণ্ডবের হইবে সহায় ॥
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে অবশ্য মরণ ।
বুঝি যাহে শ্রেয় হয় শীঘ্র দেহ মন ॥
তোমা সবাকার মৃত্যু হৈল সেইকালে ।
সভায় যখন কৃষ্ণা ধরিয়া আনিলে ॥

াঞ্চাল-নন্দিনী কৃষ্ণা জন্ম লক্ষ্মী-অংশে।
া যাঁরে সখীরূপে রাখে হৃষীকেশে॥
ারে ক্লেশ কৃষ্ণ না দেবেন কদাচিত।
ক্ষমিবে পাণ্ডব দ্রৌপদী প্রবোধিত॥
য়োদশ বৎসরান্তে রক্ষা নাহি আর।
ীমার্জ্জুন হাতে হবে সবার সংহার॥
 কারণে তার সহ দ্বন্দ নাহি রুচে।
খনি করহ প্রীতি যদি প্রাণ বাঁচে॥
ত শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে কহিল।
ম মনে নাহি লয় বিপদ ঘুচিল॥
ইক্ষণে শীঘ্রগতি করহ গমন।
ুটিয়া আনহ পাণ্ডব পুত্রগণ॥
দি তারা সত্যভঙ্গ করিবারে নারে।
াল বেশ করি যাক অরণ্য ভিতরে॥
্র আভরণ পরি রথ আরোহণে।
হেতি লইয়া যাক দাস-দাসাগণে॥
ত শুনি সঞ্জয় বলিল ততক্ষণ।
র্ব্ব পৃথ্বী পেলে রাজা কি হেতু শোচন॥
তরাষ্ট্র বলে মম চিত্ত নহে স্থির।
হুমত করি ধৈর্য্য না ধরে শরীর॥
ঞ্জয় বলিল শান্ত এক্ষণে নহিবে।
খন এ সব রাজা নির্ম্মূল হইবে॥
খন হইবে শান্ত শুনহ রাজন।
ত শত তোমারে হে বুঝাব এখন॥
ীষ্ম দ্রোণ বিদুর কহিল বহুতর।
বু পাশা করাইলে অনর্থের ঘর॥
েন বিপর্য্যয় কভু নাহি শুনি কাণে।
ুলবধূ চুলে ধরি সভামধ্যে আনে॥
খনি কি আপনি সভায় নাহি ছিলা।
াপনার বংশ তুমি, আপনি নাশিলা॥
তরাষ্ট্র বলে কিছু মম সাধ্য নহে।
ৈবে যাহা করে তাহা শান্ত কিসে রহে॥

যথন যেমন হয় বিধি তাহা করে।
কুবুদ্ধি কুপথী করি দুঃখ দেয় তারে॥
অধর্ম্ম যে কর্ম্ম তাহা বুঝি হেন ধর্ম্ম।
অর্থ করি বুঝে নর অনর্থের কর্ম্ম॥
ধর্ম্মহীনে কাল যায় বুঝিবারে নারে।
কুবুদ্ধি করিয়া নরে কালবুদ্ধি ধরে॥
সেইমত কুবুদ্ধি আমারে দিল কালে।
আগু পাছু বিচার না করিলাম হেলে॥
অযোনিসম্ভবা জন্ম কমলা অংশেতে।
তারে হেন কে করিবে সজ্ঞান থাকিতে॥
সাধুপুত্র পাণ্ডবেরে দিলু বনবাস।
এই চারি দুষ্ট হেতু হৈল সর্ব্বনাশ॥
অশক্ত না হয় বলে পঞ্চ সহোদর।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে চরাচর॥
ধর্ম্মপাশে বন্দী হৈয়া মোরে বড় মানে।
সে কারণে না মারিল এই দুষ্টগণে॥
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধন ধিক শকুনিরে।
কপট পাশায় দুঃখ দিলা পাণ্ডবেরে॥
না সহিবে পাণ্ডব এ সব অপমান।
পাপবুদ্ধে বংশ মম হৈল সমাধান॥
কৃষ্ণ তার অনুকুল কিসের আপদ।
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত কৈকেয় দ্রুপদ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী আদি করি।
থাকুক অন্যের কাজ ইন্দ্র যারে ডরি॥
এ সব সহিত রণ সম্মুখ সমরে।
কে আছে সহায় মম নিবারিতে পারে॥
অনুক্ষণ অন্ধরাজ ভাবয়ে অন্তরে।
এ শোক-সাগরে দুষ্ট ডুবাইল মোরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে নারি॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে সর্ব্বজন।
সভাপর্ব্ব সমাপ্ত পাণ্ডব চলে বন॥

সভাপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ব্যাস বর্ণন ও অজ্ঞাত বাসের মন্ত্রণা।

বন্দ মহামুনি ব্যাস তপস্বী তিলক।
মহামুনি পরাশর যাঁহার জনক ॥
বেদ শাস্ত্রোপর নিষ্ঠ শুদ্ধবুদ্ধি ধীর।
নীলপদ্ম আভা জিনি কোমল শরীর ॥
কনকাভা জটাভার শিরে শোভা করে।
প্রচণ্ড শরীর পরিধান বাঘাম্বরে ॥
নয়নযুগল দীপ্ত উজ্জ্বল মিহির।
পদযুগে কত মণি শোভে নখশির ॥
ভাগবত ভারত ও যতেক পুরাণ।
যাঁহার কমল মুখে সবার নির্ম্মাণ ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা আর বেদ চারিখান।
ঋক যজু সাম আর অথর্ব্ব বিধান ॥
মৎস্যগন্ধা গর্ভে যাঁর দ্বীপেতে উৎপত্তি।
বাল্যকালাবধি যাঁর তপস্যা সম্পত্তি ॥
প্রণতি করিয়া মুনি চরণ-পঙ্কজে।
পরম আনন্দে কাশীদাস সদা ভজে ॥
বেদ রামায়ণে আর পুরাণ ভারতে।
লিখিত যতেক তীর্থ আছে ত্রিজগতে ॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া বুঝ পুনঃ পুনঃ।
আদি অন্ত অভ্যন্তরে গাঁথা হরিগুণ ॥

জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন।
দুর্য্যোধন-ভয়ে পূর্ব্বে পিতামহগণ ॥
বিরাটনগর মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে।
বৎসরেক নির্ব্বাহ হইল কোনমতে ॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুন মহারাজ।
দ্বাদশ বৎসর ছিল অরণ্যের মাঝ ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব পাঞ্চালী সহিত।
বহু দ্বিজগণ সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত ॥
বলেন সবার প্রতি ধর্ম্মের তনয়।
সবে জান হইয়াছে পূর্ব্বের নির্ণয় ॥
দ্বাদশ বৎসর অন্তে অজ্ঞাত বছর।
অজ্ঞাত রহিতে হবে পঞ্চ সহোদর ॥
বৎসরের মধ্যে যদি বিদিত হইবে।
পুনরপি দ্বাদশ বৎসর বনে যাব ॥
বিচারিয়া কহ সবে ইহার বিধান।
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব কোন্ স্থান ॥
সেই দিন হবে কালি অজ্ঞাত প্রভাত।
বিচারিয়া কর যুক্তি আমার সাক্ষাত ॥
শুনি ভীম কহিলেন রাজারে চাহিয়া।
তোমা আর পার্থ বীরে উপেক্ষা করিয়া ॥
মম অগ্রে যুঝিবেক পৃথিবীর মাঝ।
হেন জন নয়নে না দেখি মহারাজ ॥

মৃত্যু সম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর ।
বঞ্চিলাম তোমার নিকটে নরবর ॥
পাণ্ডবের পতি তুমি পাণ্ডবের গতি ।
তুমি যেই পথে যাবে, সবে সেই পথি ॥
কহিলেন ধর্ম্মরাজ দ্বিজগণ প্রতি ।
সবে জান আমাকে যা কৈল কুরুপতি ॥
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব লুকাইয়া ।
ততদিন যথা স্থানে সবে রহ গিয়া ॥
দ্বিজগণে মেলানি করিলা নৃপমণি ।
পড়িলেন মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ধরণী ॥
ভ্রাতৃগণ ধৌম্য আদি যত দ্বিজ আর ।
রাজারে বুঝান সবে বিবিধ প্রকার ॥
বিপদকালেতে রাজা অধৈর্য্য না হবে ।
ধীর হৈলে শত্রুগণে বিজয় করিবে ॥
বড় বড় রাজাগণ বিপদে পড়িয়া ।
পুনরপি রাজ্য সাধে মন্ত্রণা করিয়া ॥
সন্নিকটে না থাকিয়া অন্তরে থাকিবে ।
লাভালাভ না বিচারি অনুজ্ঞা রাখিবে ॥
ভ্রাতৃবন্ধু পূর্ব্বেতে রাজার নাহি প্রীত ।
নৃপতি করেন কর্ম্ম অতি মনোনীত ॥
আমি কি কহিব তোমা পণ্ডিত সকলে ।
কাল কাটি পুনরপি আইস কুশলে ॥
এত শুনি উঠিয়া পাণ্ডব পঞ্চজন ।
প্রদক্ষিণ করি ধৌম্য চলেন তখন ॥
কাম্যবন ছাড়িয়া যমুনা হৈল পার ।
মধ্যে শাল্য দক্ষিণেতে পাঞ্চাল বিস্তার ॥
শূরসেন রাজ্যমধ্যে করিয়া প্রবেশ ।
পদব্রজে চলি যান বিরাটের দেশ ॥
মৎস্যদেশ ছাড়ি গেল ধৌম্য তপোধন ।
শ্রমযুক্তা কৃষ্ণা রাণী বলয়ে বচন ॥
চলিবার শক্তি আর না হয় নৃপতি ।
আজি নিশি এই ঠাঁই করহ বসতি ॥
নিকটে না দেখি দূর বিরাট নগর ।
কালি প্রাতে যাইব অজ্ঞাত নরবর ॥
নৃপতি বলেন কালি হইবে অজ্ঞাত ।
বিদিত হইলে লোকে হইবে অনর্থ ॥
পার্শ্বে ডাকি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের তনয় ।
দ্রৌপদীরে স্কন্ধে করি লহ ধনঞ্জয় ॥
আজ্ঞামাত্রে ধনঞ্জয় করিলেন স্কন্ধে ।
ঐরাবত স্কন্ধে যেন ইন্দ্রাণী আনন্দে ॥
নগর বিরাট যে হইল কতদূর ।
ভ্রাতৃগণে বলিলেন ধর্ম্মের ঠাকুর ॥
সশস্ত্র নগরে যদি করিব প্রবেশ ।
দৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বলোক চিনিবে বিশেষ ॥
বাল বৃদ্ধ যুবাতে গাণ্ডীব ধনু খ্যাত ।
হেন স্থানে রাখ যেন লোকে নহে জ্ঞাত ॥
অর্জ্জুন বলেন এই দেখ শমীদ্রুম ।
ভয়ঙ্কর শাখা সব পরশয়ে ব্যোম ॥
আরোহিতে না পারিবে অন্য কোন্ জন ।
ইহাতে রাখি যে অস্ত্র যদি লয় মন ॥
অর্জ্জুনের বাক্যে রাজা করেন স্বীকার ।
হেনমতে রাখ যেন না হয় প্রচার ॥
তবে ত গাণ্ডীব ধনু খসাইয়া গুণ ।
গদা শঙ্খ আদি যত অস্ত্রপূর্ণ তূণ ॥
বসন আচ্ছাদি সব একত্র করিয়া ।
রাখিলেন উচ্চতর শাখাতে বান্ধিয়া ॥
নিকটে তাহার যত ছিল গোপগণ ।
সবাকারে পুনঃ পুনঃ বলেন বচন ॥
পথেতে আসিতে বৃদ্ধা জননী মরিল ।
অগ্নির সংযোগে বৃক্ষে রাখা গেল ॥
কুলক্রমে আমার আছয়ে এই পণ ।
কিবা অগ্নি দহি কিবা এই মম মন ॥
তবে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন ।
জয়দ্বল নাম পঞ্চ গুপ্তে রাখিলেন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পঞ্চপাণ্ডবের বিরাট সভায় প্রবেশ ।

কাঁখেতে দেবন মণি মাণিক্যের সাজ ।
সভামধ্যে প্রথমে গেলেন ধর্ম্মরাজ ॥
যুধিষ্ঠির রূপ দেখি মুগ্ধ মৎস্যপতি ।
সভালোকে চাহিয়া জিজ্ঞাসে শীঘ্রগতি ॥

এই যে পুরুষ আসে কন্দর্প আকার।
কেহ কভু ইহাকে কি দেখিয়াছ আর ॥
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা কলেবর।
ঐরাবত সম গতি পরম সুন্দর ॥
কাঞ্চন পর্ব্বত যেন ভূমে শোভা পায়।
আমার সভায় আসে বুঝি অভিপ্রায় ॥
ক্ষত্রিয় লক্ষণ সব ব্রাহ্মণের নয়।
রাজচক্রবর্ত্তী প্রায় সর্ব্ব তেজোময় ॥
যে কাম্য করিয়া ইনি আসিছেন হেথা।
ক্ষত্র হৌক দ্বিজ হৌক করিব সর্ব্বথা ॥
এত বিচারিতে উপনীত ধর্ম্মরাজ।
কল্যাণ করিয়া দাণ্ডাইল সভামাঝ ॥
নমস্কার করিয়া বিরাট মৃদুভাষে।
বিনয় পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজেরে জিজ্ঞাসে ॥
কে তুমি কোথায় বাস এলে কোথা হৈতে।
কোন্ কুল গোত্রে জন্ম কেমন বংশেতে ॥
যে কাম্য তোমার মাগি লহ মম স্থান।
রাষ্ট্র পুর গৃহ দণ্ড ছত্র আর যান ॥
তোমারে দেখিয়া মম হেন মনে লয়।
যাহা মাগ তাহা দিব করেছি নিশ্চয় ॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্ম অধিকারী।
বৈরাগ্য আমার গোত্র কঙ্কনামধারী ॥
যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম আমি সখা।
কিছু ভেদ নাহি ছিল যেন আত্মা একা ॥
শত্রু নিল রাজ্য, বনে গেল পঞ্চভাই।
তাঁর সম লোক আমি চাহিয়া বেড়াই ॥
পাশা খেলাইতে আমি বিশেষ নিপুণ।
হেথা আইলাম রাজা শুনি তব গুণ ॥
এত শুনি মৎস্যরাজ বলয়ে হরিষে।
সদাই আমার বাঞ্ছা এমত পুরুষে ॥
দৈবযোগে মম ভাগ্যে তোমারে পাইনু।
রাজ্যধন তোমারে সকল সমর্পিনু ॥
আমার সদৃশ হৈয়া থাকহ সভায়।
যত মন্ত্রী সবাই সেবিবে তব পায় ॥
এতশুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
কোন দ্রব্য আমার না হয় প্রয়োজন ॥
হবিষ্য আহারী আমি শয়ন ভূমিতে।
কেহ যদি মাগে তবে লব তোমা হৈতে ॥
হেনমতে তথায় রহেন যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত বৃকোদর বীর ॥
হাতেতে করিয়া চাটু মৃগপতি গতি।
হেমন্ত পর্ব্বত প্রায় কিবা যুথপতি ॥
সভাতে প্রবেশে যেন বাল সূর্য্যোদয়।
দেখি বিরাটের মনে হইল বিস্ময় ॥
রাজার সভাতে উপনীত বৃকোদর।
জয় হ'ক বলিয়া তুলিল দুই কর ॥
চতুর্ব্বর্ণ শ্রেষ্ঠ আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।
গুরু-উপদেশে পারি করিতে রন্ধন ॥
আমা সম রন্ধনে নাহিক সূপকার।
মল্লযুদ্ধাভ্যাস কিছু আছয়ে আমার ॥
এত শুনি মৎস্যপতি বলেন বচন।
সূপকার তোমারে না লাগে মম মন ॥
কুবের ভাস্কর যেন শোভিয়াছে ভূমি।
সর্ব্বক্ষিতি পালনের যোগ্য হও তুমি ॥
সূপকারযোগ্য তুমি নও কদাচন।
এত শুনি বৃকোদর বলিল বচন ॥
যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম সূপকার।
আমাতে বড়ই প্রীতি আছিল রাজার ॥
সিংহ ব্যাঘ্র বৃষ আর মহিষ বারণ।
যাহা সহ যুঝাইবা দিব আমি রণ ॥
মল্লযুদ্ধে আমা সম নাহিক মানুষে।
আমারে পূষিল রাজা কৌতুক বিশেষে ॥
বল্লভ আমার নাম দিল ধর্ম্মরাজ।
তাহার অভাবে ভ্রমি পৃথিবীর মাঝ ॥
বিরাট কহিল এতে না হয় সংশয়।
তোমার এ সব কথা চিত্র কিছু নয় ॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিতে যোগ্য তুমি।
যে কামনা তোমার অবশ্য দিব আমি।
আমার আলয়ে যত আছে সূপকার।
সবাকার উপরে তোমার অধিকার ॥
এত বলি রন্ধন-গৃহেতে পাঠাইল।
এমতে রহিল ভীম কেহ না জানিল ॥

তবে কতক্ষণে আইলেন ধনঞ্জয়।
স্ত্রীবেশ কুণ্ডল শঙ্খ কর্ণেতে শোভয়॥
দীর্ঘকেশ বেণী নামিয়াছে পৃষ্ঠোপরে।
ভূমিকম্প যেন মত্তগজ পদভরে॥
দূরে থাকি সবারে জিজ্ঞাসে মৎস্যপতি।
এই যে আইসে যুবা ছদ্ম নারীজাতি॥
পূর্ব্বে কি ইহারে কভু দেখিয়াছ আর।
মনুষ্য না হয় এই দেবের কুমার॥
ইহা দেখি অসম্ভব হয়েছে সবাকে।
কেবা এ বুঝহ শীঘ্র আসিছে হেথাকে॥
অর্জ্জুন বলেন আমি হই যে নর্ত্তক।
সেই হেতু বহুকাল আমি নপুংসক॥
নৃত্য গীতে মম সম নাহিক ভুবনে।
শিখাইতে পারি আমি দেবকন্যাগণে॥
বিরাট বলিল ইহা নাহি লয় মন।
এ কর্ম্মের যোগ্য তুমি নহ কদাচন॥
এই নারীবেশ তুমি ধরিয়াছ গায়।
তোমার অঙ্গেতে ইহা শোভা নাহি পায়॥
ভূতনাথ অঙ্গে যেন ভস্ম আচ্ছাদিল।
দিনকর তেজ যেন মেঘেতে ঢাকিল॥
তোমার এ ভুজতেজ যে ধনু সহিল।
যে ধনুর তেজে সব পৃথিবী কাঁপিল॥
পার্থ বলিলেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর ভার্য্যা দ্রৌপদীর ছিলাম গায়ন॥
শত্রু রাজ্য নিল তারা প্রবেশিল বন।
এই হেতু তব রাজ্যে আইনু রাজন॥
আমি নপুংসক রাজা নাম বৃহন্নলা।
নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা দেই রাজবালা॥
রাজা বলিলেন তুমি রহ মম পুরে।
অর্দ্ধ সমর্পণ আমি করিনু তোমারে॥
নিজ জন পুত্র দারা রাখ এই পুর।
পুত্র তুল্য তুমি এই রাজ্যের ঠাকুর॥
উত্তরাদি কন্যা যত আছে মম পুরে।
নৃত্য-গীত-বিশারদ করহ সবারে॥
এত বলি অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইল।
এমতে রহেন পার্থ কেহ না জানিল॥

কতক্ষণে নকুল করিল আগমন।
দূরে থাকি মুহুর্মুহু দেখিল রাজন।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হৈল শশধর।
সূতবেশ তুরঙ্গ প্রবোধ বাড়ি কর॥
দুই ভিতে অশ্বগণ করে নিরীক্ষণ।
মদমত্ত গতি যেন প্রমত্ত বারণ॥
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল রাজসভা স্থানে।
মধুর কোমল ভাষে নৃপতিরে ভণে॥
অশ্ব-চিকিৎক আমি শুন গুণধাম।
জীবিকার্থে আইনু গ্রন্থিক মম নাম॥
রাজা বলে এলে তুমি কোন্ দেশ হৈতে।
দেবপুত্র প্রায় তোমা লয় মম চিতে॥
নকুল বলিল কুরু ধর্ম্মের নন্দন।
লক্ষ লক্ষ অশ্ব তাঁর না যায় গণন॥
সর্ব্ব অশ্ব পালিতে আমারে নিয়োজিল।
আমার পালনে অশ্বগণ বৃদ্ধি পাইল॥
কড়িয়ালি দেই আমি যে অশ্বের মুখে।
কোন কালে তার দুষ্টভাব নাহি থাকে॥
রাজা বলিলেন মম যত অশ্বগণ।
সকল রক্ষার্থ তোমা করিনু অর্পন॥
নকুল করিল অশ্ব-গৃহেতে গমন।
কতক্ষণে সহদেব দিল দরশন॥
বালসূর্য্য যেমন উদয় পূর্ব্বভিতে।
অগ্নিশিখা যেন যজ্ঞে দেখি আচম্বিতে॥
গোপজাতি যেন ধরিয়াছে নটবেশ।
গোপুচ্ছ পুচ্ছের দড়ি আছয়ে বিশেষ॥
রাজা সহ বিস্মিত যতেক সভাজন।
প্রণাম করিয়া বলে মাদ্রীর নন্দন॥
জীবিকার্থে আইলাম তোমার নগর।
গাভীরক্ষা হেতু মোরে রাখ নরবর॥
আমার রক্ষণে গাভী ব্যাধি নাহি জানে।
ব্যাঘ্রভয় চোরভয় নাহি কদাচনে॥
বিরাট বলিল এতে তুমি যোগ্য নহ।
কে তুমি কি নাম ধর সত্য করি কহ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কামদেব জিনি তব মূর্ত্তি।
তব বুদ্ধি পরাক্রমে রাজচক্রবর্ত্তী॥

বৃহস্পতি শুক্র সম নীতি তব ভাষ।
খড়্গধারী হস্ত তব ছদ্মধারী পাশ॥
সহদেব বলে জান পাণ্ডুর নন্দন।
তাঁহার যতেক গাভী লোকে অগণন॥
করিতাম সেই সব গোধন পালন।
মম গুণে প্রীত ছিল পাণ্ডুর নন্দন॥
আর এক মহৎকর্ম্ম জানি নরনাথ।
ভবিষ্যৎ ভূত বর্ত্তমান মম জ্ঞাত॥
পৃথিবীর মধ্যেতে যতেক কর্ম্ম হয়।
গৃহেতে বসিয়া তাহা জানি মহাশয়॥
ধর্ম্মরাজ-সভাতে ছিলাম চিরকাল।
যুধিষ্ঠির মোরে নাম দেন অরিষ্টপাল॥
রাজা বলিলেন সব সম্ভবে তোমারে।
যে কাম্য তোমার থাকে লহ মম পুরে॥
যত মম আছে গাভী আর রক্ষিগণ।
তোমারে দিলাম সর্ব্ব করহ পালন॥
এমত কহিয়া সহদেবে মহামতি।
পঞ্চজনে বাঞ্ছামত দিলা নরপতি॥
মৎস্যদেশে পাণ্ডবেরা রহিল গোপনে।
অস্তগিরি মধ্যে যেন সহস্র কিরণে॥
অগ্নি যেন আছিল ভস্মের মধ্যে লুকি।
কেহ না জানিল সবে অনুক্ষণ দেখি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

———

বিরাটপুরে দ্রৌপদীর প্রবেশ ও রাণীর সহিত কথোপকথন।

তবে কতক্ষণে কৃষ্ণা প্রবেশে নগরে।
চতুর্দ্দিকে স্ত্রী পুরুষ ধায় দেখিবারে॥
ক্লেশেতে মলিন মুখ দীর্ঘ মুক্তকেশা।
পিন্ধন মলিন জীর্ণ সৈরিন্ধ্রীর বেশা॥
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসেন যত নারীগণ।
কে তুমি একাকী ভ্রম কিসের কারণ॥
তোমার রূপের সীমা বর্ণনা না যায়।
দেবকন্যা কিন্নরী অপ্সরী অভিপ্রায়॥

সবারে প্রবোধি কৃষ্ণা বলে এই বাণী।
সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্ম করি নরজাতি আমি॥
এমতে বেষ্টিত লোকে ভ্রমে দেবী কৃষ্ণা।
প্রসাদে থাকিয়া তাহা দেখিল সুদেষ্ণা॥
কৈকেয় রাজার কন্যা বিরাট মহিষী।
কৃষ্ণারে আনিল শীঘ্র পাঠাইয়া দাসী॥
আদর করিয়া তারে যতেক কামিনী।
অন্তঃপুরে ল'য়ে গেল যথা রাজরাণী॥
শত শত রাজকন্যা সুদেষ্ণা বেষ্টিতা।
দ্রৌপদীরে দেখি সবে হইল লজ্জিতা॥
নাকে হস্ত দিয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
স্তব্ধ হ'য়ে অনুমান করে মনে মন॥
কতক্ষণে জিজ্ঞাসিল বিরাটের রাণী।
দেবকন্যা হয়ে কেন ভ্রমহ অবণী॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
সাধুজন করে পান নাশিবারে ক্ষুধা॥

———

সুদেষ্ণা কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর রূপ বর্ণন।

কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী, হরপ্রিয়া হৈমবতী,
সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী।
রোহিণী চন্দ্রের রামা, রতিসতী তিলোত্তমা,
কিবা হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
তোমার অঙ্গের আভা, ম্লান করিলেক সভা,
তারা যেন চন্দ্রের উদয়ে।
তোমার শরীর দেখি, নিমিষ না ধরে আঁখি,
ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়ে॥
শশী নিন্দি মুখপদ্ম, করিয়াছ কেন ছদ্ম,
এ বেশ তোমার নাহি শোভে।
পেয়ে তব অঙ্গঘ্রাণ, ত্যজিয়া কুসুমোদ্যান,
অলিবৃন্দ ধায় মধুলোভে॥
মৃগনেত্র জিনি অক্ষ, কামশর হৈল তীক্ষ্ণ,
বাজিলে মরিবে কামরিপু।
কণ্ঠ তব কম্বু জিনি, ওষ্ঠ পক্কবিম্ব গণি,
পঞ্চশর লিপ্ত তব বপু।
রক্ত কর কোকনদ, রক্ত কোকনদ পদ,
রক্তযুক্ত অরুণ অধর।

[illegible] কচঞ্চু জিনি নাসা, সুধার সদৃশ ভাষা,
ভুজযুগ জিনি বিষধর ॥
[illegible] নিতম্ব কুচে, গগননিবাসী ইচ্ছে,
[illegible]পতি জিনি মধ্যদেশ।
[illegible] কাদম্বিনী, কিবা চারু চকোরিণী
[illegible] দেখি কেন হেন কেশ ॥
[illegible] বরাননে, তোমা দেখি তরুগণে
[illegible]ম্বিত হইল শাখা সহ :
[illegible] নামিলা তুমি, কি হেতু ভ্রমহ ভূমি,
[illegible] ভাণ্ডিও সত্য মোরে কহ ॥
[illegible] পতি, মানুষে না দেখি সতী,
কিবা দেব দিক্‌পালগণ।
[illegible] দরশনে, মোহ গেল নারীগণে,
[illegible] না জীয়ে কদাচন ॥
[illegible] বাক্য শুনি, মধুর কমল বাণী,
[illegible]বিনয়ে বলয়ে পার্ব্বতী।
[illegible] গান্ধর্ব্বী আমি,মানুষী নিবাস ভূমি,
[illegible]হারী সৈরন্ধ্রীর জাতি ॥
[illegible] করি মোরে, রাখহ আপন ঘরে,
[illegible] করি রহিব তোমার।
[illegible] উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত,
এই মাত্র নিয়ম আমার ॥
[illegible] পাঁতি,ভাল জানি নিত্য গাঁথি,
[illegible]মালা জানি যে বিশেষ।
[illegible] আদি, রত্ন আভরণ নিধি,
বিচিত্র জানি যে কেশ বেশ ॥
[illegible]দের প্রিয়তমা, মহাদেবী সত্যভামা,
বহুকাল সেবিলাম তাঁকে।
[illegible]রে নৈপুণ্য দেখি, পাণ্ডবের প্রিয়সখি,
কৃষ্ণা মাগি নিলেন আমাকে ॥
[illegible] একপ্রাণ, ইথে না জানিহ আন,
চিরকাল বঞ্চিলাম তথা।
[illegible] শত্রুগণে, পাণ্ডুপুত্র গেল বনে,
তেঁই আমি আইলাম হেথা ॥
বিরাট পর্ব্বের কথা, বিচিত্র ভারত-গাঁথা,
সর্ব্বদুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

—

দ্রৌপদীর সহিত সুদেষ্ণার কথোপকথন

রাণী বলে সৈরন্ধ্রী তোমার রূপ দেখি।
স্ত্রীজাতি হইয়া পালটিতে নারি আঁখি ॥
নৃপতি দেখিয়া লোভ করিবে তোমারে।
মম শক্তি নহিবে বারণ করিবারে ॥
তোমা দেখি আদর না করিবে আমারে।
আমি উদাসীন হ'ব রাখি তোমা ঘরে ॥
আপনার দ্বারে কাঁটা রোপিব আপনে।
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর লক্ষণে ॥
এত শুনি কৃষ্ণা তবে বলে সুদেষ্ণারে।
অন্য দুষ্টা স্ত্রীর প্রায় না জান আমারে ॥
বিরাট হউন কিম্বা আর অন্য জন।
দুষ্টচিত্তে দেখিলে না জীবে কদাচন ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চজন ॥
ছোঁবার থাকুক্ যে দেখিবে পাপচক্ষে।
মনুষ্য গণি কি দেব হৈলে মৃত্যু ভক্ষে ॥
দুঃখানলে দগ্ধ সদা মম স্বামীগণ।
না জীবেক যে আমাকে করিবে চালন ॥
দয়া করি আমাকে রাখহ যদি সতী।
পশ্চাতে জানিবা তুমি আমার প্রকৃতি ॥
না লব উচ্ছিষ্ট আর না ছোঁব চরণ।
পুরুষের ঠাঁই না পাঠাবে কদাচন ॥
সুদেষ্ণা বলিল যদি তোমার এ রীতি।
যথাসুখে মম পাশে রহ গুণবতী ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি কৃষ্ণা হৃষ্টমনে।
এমতে রহিল সুখে বিরাট ভবনে ॥
সেবায় হইল বশ বিরাটের রাণী।
সুশীলে করিল বশ যতেক রমণী ॥
বিরাটের সভাপতি ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম ন্যায়ে বশ করিলেন সভাজন ॥
সপুত্রেতে আনন্দিত মৎস্য অধিকারী।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম সহ খেলে পাশাসারি ॥

পাশায় জিনিয়া ধর্ম্ম অনেক রতন।
নিভৃতে বাঁটিয়া লন যত ভ্রাতৃগণ ॥
ভীমের রন্ধনে তুষ্ট হইল রাজন।
বশ হৈল যত জন করিল ভোজন ॥
মল্লযুদ্ধে বড় তুষ্ট হইয়া রাজন।
অর্পণ করিল ভীমে কনক রতন ॥
অর্জ্জুনের দেখি নৃত্য গীত বাদ্যরস ;
অন্তঃপুরে-নারীগণ সবে হৈল বশ ॥
বহুকাল অশ্বগণ দুষ্টমতি ছিল।
নকুলের করস্পর্শে সবে শান্ত হৈল ॥
গাভিগণ বাড়িল হইল ক্ষীরবতী।
সহদেব-গুণে বশ হৈল মৎস্যপতি ॥
পাণ্ডবের-গুণে বশ মৎস্যপতি হৈল।
এইরূপে তথায় চতুর্থ মাস গেল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শঙ্করযাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ।

পূর্ব্বাপর কৌলিক আছয়ে মৎস্যদেশে।
শঙ্কর নামেতে যাত্রা আরাধে মহেশে।
করিল শঙ্কর যাত্রা বিরাট রাজন্।
নানা দেশে হইতে আইল বহুজন ॥
দ্বিজ আদি চারি জাতি স্ত্রী পুরুষগণ ;
নৃত্য গীত মহোৎসব করে জনে জন ॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা শাস্ত্রের বিবাদ।
হস্তী হস্তী যুদ্ধ হয় ছাড়ি ঘোরনাদ ॥
কৌতুকে দেখেন তথা বিরাট রাজন।
পর্ব্বত আকার লক্ষ লক্ষ মল্লগণ ॥
মল্লগণ মধ্যে এক মল্ল বলবান।
সর্ব্ব মল্লগণ করে যাহার বাখান ॥
সর্ব্ব মল্লগণ মধ্যে ছাড়ে সিংহনাদ।
কে আছে আমার সঙ্গে করহ বিবাদ ॥
লাখে লাখে বড় বড় যত মল্ল ছিল।
অধোমুখ হ'য়ে কেহ উত্তর না দিল ॥
ডাকিয়া বলয়ে মল্ল নৃপতির প্রতি।
মোর সঙ্গে যুঝে হেন দেহ নরপতি ॥

চিন্তিয়া বিরাট তবে করিল স্মরণ।
সূপকার বল্লভেরে ডাকিল তখন ॥
বিরাট কহিল তুমি কহিয়াছ পূর্ব্বে।
এ মল্ল সহিত রণ কর তুমি এবে ॥
এ মল্ল সহিত পার যুদ্ধ করিবারে।
তোমারে তুষিব আজি রাজ-ব্যবহারে ॥
ভীম বলে নরপতি জানহ আপনে ;
যতেক কহিনু পূর্ব্বে উদর-ভরণে ॥
সে সব স্মরিয়া যদি চাহ বধিবারে।
এ মল্ল সহিত তবে যুঝাও আমারে ॥
মহাবলবান মল্ল পর্ব্বত আকার।
পেটার্থী ব্রাহ্মণ আমি জাতি সূপকার ॥
এ মল্ল সহিত যদি করাও সংগ্রাম ;
দ্বিজবধ ভয় না করিও পরিণাম ॥
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈল মৎস্যের ঈশ্বর ;
কতক্ষণে কঙ্ক তবে করেন উত্তর ॥
যার যে আশ্রয়ে থাকে পণ্ডিত সুজন
যথাশক্তি তাঁর আজ্ঞা না করে হেলন।
পুনঃ পুনঃ মল্লগণ বলিছে রাজারে।
রাজার হ'য়েছে ইচ্ছা যুদ্ধ দেখিবারে
কর প্রীতি রাজারে দেখুক সর্ব্বজন।
একবার মল্লের সহিত করি রণ ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বীর বৃকোদর।
পুনরপি নৃপতিরে করিল উত্তর ॥
তোমার প্রসাদে আর কঙ্কের প্রসাদে ;
না জীবেক মল্ল আজি পড়িল প্রমাদে ॥
এত বলি রঙ্গসভা মধ্যে দাণ্ডাইল।
ডাক দিয়া বৃকোদর মল্লেরে কহিল ॥
যদি মৃত্যু ইচ্ছা তবে যুদ্ধ কর আসি ;
প্রাণ ইচ্ছা থাকে যদি পলাও প্রবাসী ॥
ভীমের বচন শুনি সে মল্ল কুপিল।
মহা পরাক্রম করি ভীমেরে ধরিল ॥
পর্ব্বত নাড়িতে কোথা বায়ুর শকতি।
না পারিল চালিবারে ভীম মহামতী ॥
ঈষৎ হাসিয়া ভীম ধরি দুই পায়।
অন্তরীক্ষে তুলিলেন ঘুরাইয়া তায় ॥

ক্ষুদ্র মীনে ধরে যেন গ্রাস করে নক্র।
আকাশে ঘুরায় যেন কুমারের চক্র ॥
ঘুরাতে ঘুরাতে মল্ল ত্যজিল পরাণ।
ফেলাইয়া দিল ভূমে যেন লতাখান ॥
দেখিয়া অদ্ভুত সবে মানে চমৎকার।
বিরাট নৃপতি হয় আনন্দ অপার ॥
অনেক প্রসাদ তারে দিল নরপতি।
মল্ল নিবর্ত্তিয়া গেল যে যার বসতি ॥
বার্ত্তা পেয়ে রাজ্যে যত ছিল মল্লগণ।
বৃকোদর সহিত করিল আসি রণ ॥
অনেক মরিল শুনি কেহ না আইল।
ভীমের বিক্রমে বিরাট বশ হৈল ॥
বড় বড় সিংহ ব্যাঘ্র মত্ত হস্তীগণ।
কৌতুকে ভীমের সঙ্গে করাইল রণ ॥
নিমিষেতে অনায়াসে মারে বৃকোদর।
কৌতুক দেখেন রাজা স্ত্রীবৃন্দ ভিতর ॥
এইরূপে তথা একাদশ মাস গেল।
আনন্দে পাণ্ডব পঞ্চ অজ্ঞাত রহিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
শ্লোকমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার ॥
শুনিলে ভারত সর্ব্ব পাপের বিনাশ।
কাশীরাম দাস কহে কহিলেন ব্যাস ॥

———

দ্রৌপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ ও মিলন বাঞ্ছা।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
অতঃপর কি করেন পঞ্চ সহোদর ॥
মুনি বলে অবধান কর কুরুনাথ।
একাদশ মাস গত হইল অজ্ঞাত ॥
সুদেষ্ণার সেবা কৃষ্ণা করে অনুক্ষণ।
হেনমতে দেখ তথা দৈবের ঘটন ॥
কীচক নামেতে ছিল রাজ সেনাপতি।
একদিন দ্রৌপদীরে দেখিল দুর্ম্মতি ॥
দৃষ্টিমাত্র কামবাণে হইল পীড়িত।
দ্রৌপদীর নিকটে হইল উপনীত ॥
বলিতে লাগিল অতি মধুর বচনে।
হের অবধান কর পূর্ণ চন্দ্রাননে ॥
অনিন্দিত তব অঙ্গ অনঙ্গমোহিনী।
নিরূপম রূপ তব প্রথম যৌবনী ॥
হেথায় আছহ কভু আমি নাহি জানি।
এ রূপ-যৌবন কেন নষ্ট কর ধনি ॥
তোমার অঙ্গের শোভা সুরমনোলোভা।
এ সব ভূষণ কি তোমার অঙ্গে শোভা ॥
দেখিয়া তোমারে মন মজিল আমার।
কামবাণে দহে প্রাণ করহ উদ্ধার ॥
গৃহ দারা পুত্র মম যত ধন জন।
সব ত্যজি লইলাম তোমার শরণ ॥
সহস্র সহস্র মম আছে নারীগণ।
দাসী হ'য়ে সেবিবেক তোমার চরণ ॥
রত্ন-অলঙ্কার যত লোকে মনোহর।
যথা ইচ্ছা ভূষণ করহ কলেবর ॥
রতন মন্দিরে শয্যা রত্নসিংহাসন।
রত্ন-আভরণ পর শুনহ বচন ॥
সকলের উপর হইবা ঠাকুরাণী।
যদি না করিবা না রাখিবা মম বাণী ॥
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান।
এই দেখ হইয়াছে কণ্ঠাগত প্রাণ ॥
কীচকের বাক্য শুনি কম্পে কলেবর।
ধর্ম্মেরে স্মরিয়া দেবী করিল উত্তর ॥
সৈরিন্ধ্রী আমার জাতি বীভৎসরূপিণী।
আমারে এমত কভু না শোভে কাহিনী ॥
এ সকল কহ নিজ কুলভার্য্যাগণে।
বংশবৃদ্ধি হবে যাতে থাকিবা কল্যাণে ॥
পরদারে মন কৈলে না হয় মঙ্গল।
জীয়ন্তে অখ্যাতি ঘোষে পৃথিবীমণ্ডল ॥
যতেক সুকৃতি তার সব নষ্ট হয়।
পরশ করিতে মাত্র হয় আয়ুঃক্ষয় ॥
পুত্র দারা শোকে কষ্ট দরিদ্রলক্ষণ।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন ॥
সকল বিনাশ হয় পরদারা প্রীতে।
কভু ত্রাণ নাহি তার নরক হইতে ॥

পরদারা আমি তাহা জানহ আপনে।
পাপদৃষ্টি আমারে করিলে কি কারণে ॥
গন্ধর্ব্ব আমার পতি যদ্যপি দেখিবে।
কুটুম্ব সহিত তোরে নিমিষে মারিবে ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চজন ॥
কালরাত্রি প্রভাত হইল আজি তোরে।
তেঁই হেন দুষ্টভাষা কহিস আমারে ॥
তুমি যে এমন ভাষা আমারে কহিলে।
রবিসুত কিঙ্কর ধরিল তোর চুলে ॥
সুবুদ্ধি পণ্ডিত যেই জ্ঞানবন্ত জন।
পরস্ত্রী দেখিলে হেঁট করয়ে বদন ॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি কীচক দুঃখিত।
কামবাণাঘাতে হ'য়ে অত্যন্ত পীড়িত ॥
কীচক ভগিনী হন বিরাটের রাণী।
তাঁর স্থানে কহে গিয়া সবিনয় বাণী ॥
অচেতন অঙ্গ প্রায় সঘনে নিশ্বাস।
কহিতে না পারে, কহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাষ ॥
ভগিনীরে যে বাক্য কহিতে না যুয়ায়।
কামে হতচিত্ত হ'য়ে লজ্জা নাহি পায় ॥
ভগিনী, দেখহ মম বাহিরায় প্রাণ।
যদি মোরে চাহ শীঘ্র কর পরিত্রাণ ॥
সৈরিন্ধ্রী আছয়ে যেই তোমার সদনে।
তাহারে আমায় দেহ তুমি এইক্ষণে ॥
না দিলে সোদর-হত্যা হইবে তোমার।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচর ॥
মধুর বলিয়া তোষে বিরাটের রাণী।
কেন হেন কহ ভাই অনুচিত বাণী ॥
দাসী ছার লাগি কেন ত্যজিবে জীবন।
দিবার হইলে আমি দিতাম এখন ॥
অভয় দিয়াছি আমি লয়েছে শরণ।
দুষ্টমতি নহে সেই বুঝিয়াছি মন ॥
চক্ষু মেলি নাহি চাহে পুরুষের পানে।
তব ভার্য্যা হৈতে তারে বলিব কেমনে ॥
আছয়ে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ তাহার রক্ষণ।
শান্ত হও ত্যজ ভাই সৈরিন্ধ্রীতে মন ॥

কীচক বলিল শুন গন্ধর্ব্ব কি ছার।
কাহার শকতি হয় অগ্রেতে আমার ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বেতে রক্ষা করে বলি কয়।
সহস্র গন্ধর্ব্ব হৈলে নাহি করি ভয় ॥
নষ্টা স্ত্রী-প্রকৃতি যাহা নাহি জান তুমি।
দুষ্টা স্ত্রীলোকের ঠাঁই শুনিয়াছি আমি ॥
ভ্রাতৃ কিম্বা পুত্র হোক্ একান্তে পাইলে।
বিহার করিতে ইচ্ছা হয় জানি ভালে ॥
মুখেতে সতীত্ব কহে অন্তরেতে আন।
সেইমত সৈরিন্ধ্রীরে কর অনুমান ॥
যদি মোরে চাহ তবে বল শীঘ্রগতি।
দাসী তারে কর ভয়, সোদরে অপ্রীতি ॥
রাণী বলে যত কহ কামের বশেতে।
মম বশ নহে সেই কহিব কিমতে ॥
সৈরিন্ধ্রী লইতে নিজ মরণ ইচ্ছিলে।
তেঁই হেন দুষ্কর্ম্মে ভগিনী নিয়োজিলে ॥
নিশ্চয় নিকট-মৃত্যু দেখি যে তোমার।
যাও শীঘ্র পাঠাইব করিয়া প্রকার ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য সামগ্রী রাখিবে গিয়া ঘরে।
সৈরিন্ধ্রী পাঠাব সুধা আনিবার তরে ॥
শান্তিকথা সব তারে কহিবে প্রথম।
শান্তিতে ভজিলে হয় সকল উত্তম ॥
এত শুনি শীঘ্র গৃহে করিল গমন।
যা বলিল ভগ্নী তাহা করিল তখন ॥
তবে কতক্ষণে বিরাটের পাটরাণী।
সৈরিন্ধ্রী ডাকিয়া কহে সুমধুর বাণী ॥
ক্রীড়ায় ছিলাম আমি তৃষ্ণায় পীড়িত।
ভ্রাতৃগৃহ হৈতে সুধা আনহ ত্বরিত ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি যেন বজ্রাঘাত।
ভয়েতে কম্পয়ে কৃষ্ণা যেন রম্ভাপাত ॥
কৃষ্ণা বলে সুতপুত্র নির্লজ্জ দুর্ম্মতি।
তাঁর ঠাঁই যেতে মোরে না বলহ সতী ॥
প্রথমে তোমার স্থানে কহেছি সময়।
রাখিলা আপন গৃহে করিয়া অভয় ॥
আপন বচন দেবি করহ পালন।
সুধা আনিবারে তথা যাক্ অন্যজন ॥

আর কোন্ কর্ম্মে আজ্ঞা কর রাজসুতা ।
অকর্ত্তব্য হ'লে তাহা করিব সর্ব্বথা ॥
শুনিয়া সুদেষ্ণা কহে ক্রোধে আরবার ।
প্রেষিণী লোকের কেন এত অহঙ্কার ॥
যথায় পাঠাব তথা করিবে গমন ।
বিশেষে বিশ্বস্ত তুমি বলি সে কারণ ॥
যাও শীঘ্রগতি সুধা আনহ ত্বরিতে ।
এত বলি সুধাপাত্র তুলি দিল হাতে ॥
এত শুনি দ্রৌপদীর চক্ষে বহে নীর ।
করযোড়ে প্রণমিল দেবতা মিহির ॥
সূর্য্যপানে চাহি দেবী করেন স্তবন ।
এ সব সঙ্কটে দেব করহ তারণ ॥
পাণ্ডুপুত্র বিনা মম অন্যে নাহি মতি ।
কীচকের ঠাঁই মম কর অব্যাহতি ॥
এতেকে সূর্য্যে স্তব দ্রৌপদী করিল ।
কৃষ্ণা রাখিবারে দেব রক্ষিগণ দিল ॥
রক্ষাতে সমর্থ যেন না হয় কীচক ।
অলক্ষিতে যাহ সঙ্গে রাক্ষস রক্ষক ॥
বসনেতে আবৃতা যায় দ্রুপদনন্দিনী ।
ব্যাঘ্র স্থানে যেতে যেন ডরায় হরিণী ॥
দূর হৈতে কীচক দেখিল দ্রৌপদীরে ।
প্রাসাদ হইতে ভূমে নামিল সত্বরে ॥
সমুদ্র তরিতে যেন পাইল তরণী ।
কৃষ্ণারে চাহিয়া বলে সুমধুর বাণী ॥
আজি সুপ্রভাত মম হইল রজনী ।
তেঁই মোরে কৃপা করি আইলে আপনি ॥
এই গৃহ ধন জন সকলি তোমার ।
দিব্যবস্ত্র পর তুমি দিব্য অলঙ্কার ॥
কৃষ্ণা বলে তোমার ভগিনী পিপাসিতা ।
সুধা দেহ ল'য়ে আমি যাইব ত্বরিতা ॥
কীচক বলিল কেন বলহ এমন ।
তোমার আজ্ঞায় সুধা লবে অন্য জন ॥
কষ্ট গেল শুভ তব হইল এখন ।
সহস্র সহস্র দাসী সেবিবে চরণ ॥
আসি বৈস তুমি এই রত্নসিংহাসনে ।
এত বলি ধরিতে চলিল সেইক্ষণে ॥

কীচকের দুষ্টাচার দেখিয়া পার্ষতি ।
ভূমিতে ফেলিয়া পাত্র ধায় শীঘ্রগতি ॥
অন্তঃপুরে গেলে দুষ্ট করিবেক বল ।
ভাবিয়া চলিল দেবী রাজ-সভাস্থল ॥
পিছে গড়াইয়া যায় কীচক দুর্ম্মতি ।
ক্রোধে সভামধ্যে চুলে ধরি মারে লাথি ॥
সূর্য্য-অনুচর সেই অলক্ষিতে ছিল ।
কীচকে ধরিয়া বলে ভূমিতে ফেলিল ॥
মূল কাটা গেল যেন বৃক্ষ পড়ে টলে ।
অচেতন হইয়া পড়িল ভূমিতলে ॥
রাজা সহ পাত্র-মিত্র বসিয়া সভায় ।
সবে দেখে দ্রৌপদীরে প্রহারিল পায় ॥
সভায় বসিয়াছিল বীর বৃকোদর ।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কম্পিত অধর ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি ।
দেখিল যে অপমান পাইল পাঞ্চালি ॥
নয়ন-যুগল অগ্নিকণা বাহিরায় ।
দুপাটী দশন চাপি উঠিল সভায় ॥
সম্মুখে আছিল বৃক্ষ লইবারে যায় ।
অনুমতি পাইতে ধর্ম্মের পানে চায় ॥
অঙ্গুলি নাড়িয়া ধর্ম্ম চক্ষুতে চাপিল ।
অধোমুখ হ'য়ে ভীম সভাতে বসিল ॥
স্বামী সব বসিয়া দেখেন চারি পাশে ।
উচ্চৈস্বরে কান্দে কৃষ্ণা কহে অর্দ্ধভাষে ॥
ধর্ম্মাসনে বসিয়াছ মৎস্যের ঈশ্বর ।
বিনা অপরাধে মোরে মারিল বর্ব্বর ॥
দাসীরে মারিতে নারে রাজার সভায় ।
তোমা বিদ্যমানে মোরে প্রহারিল পায় ॥
দুষ্টলোকে রাজা দণ্ড নাহি করে যদি ।
তবে অন্তকালে তারে দণ্ড দেন বিধি ॥
অনাথা দেখিয়া মোরে দুষ্ট দুরাশয় ।
চুলে ধরি মারিলেক নাহি ধর্ম্মভয় ॥
ন্যায়মত রাজা যদি পালে প্রজাগণ ।
বহুকাল বৈসে সেই ইন্দ্রের ভুবন ॥
ন্যায় না করিয়া যদি উপরোধ করে ।
অধোমুখ হ'য়ে পড়ে নরক দুস্তরে ॥

জয়দ্রথ-ভয় হৈতে করিলা উদ্ধার।
জটাসুর মারিয়া করিলে প্রতিকার॥
এখন কীচক-ভয়ে কর পরিত্রাণ।
তোমা বিনা রাখে এতে নাহি কোন জন॥
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা হেতু বিচারিছ চিতে।
আজ্ঞা করেছেন তিনি কীচকে দণ্ডিতে॥
তখনি বিদিত হৈত পূর্ণ সভামাঝ।
ধর্ম্মভয় করিয়া ক্ষমিলা মহারাজ॥
এত শুনি চিন্তি ভীম বলিলা বচন।
না কর ক্রন্দন দেবি স্থির কর মন॥
এত বলি ক্রোধে ভীম অরুণ নয়ন।
মারিব কীচকে আমি বলিনু বচন॥
সময় করিবা এক কিন্তু তার সনে।
উপায়ে মারিব যেন কেহ নাহি জানে॥
আজিকার মত তুমি যাহ নিজালয়।
কালি প্রাতে তার সঙ্গে করিও সময়॥
নৃত্যশালে যথা কন্যাগণ নৃত্য শিখে।
রজনীতে শূন্য তথা কেহ নাহি থাকে॥
তথায় নির্ব্বন্ধ কর শয্যা করিবারে।
সেই ঘরে পাপিষ্ঠে পাঠাব যমপুরে॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি সম্বরি ক্রন্দন।
নয়ন মুছিয়া কৃষ্ণা করিল গমন॥
রজনী প্রভাত হৈল কীচক উঠিল।
যথা রাজগৃহে কৃষ্ণা দ্রুতগতি গেল॥
দ্রৌপদীর প্রতি দবে দম্ভ করি বলে।
ধাইয়া যে গেলে তুমি রাজসভা স্থলে॥
রাজ বিদ্যমানে তোরে প্রহারিনু লাথি।
কি করিল আমারে বিরাট নরপতি॥
মম বাহুবলে রাজ্য ভুঞ্জে নরপতি।
কি করিতে পারে মোর কাহার শকতি॥
ভজহ সৈরিন্ধ্রী মোরে ক্ষম দোষ মোর।
এই দেখ দন্তে তৃণ দাস হৈনু তোর॥
কৃষ্ণা বলিলেন বশ হইলাম আমি।
কিন্তু মম আছয়ে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ স্বামী॥
তাহা সবাকারে বড় ভয় হয় মনে।
এমন করহ যেন কেহ নাহি জানে॥

নৃত্যশালা রজনীতে থাকে শূন্যাগার।
তথা নিশি তব সঙ্গে করিব বিহার॥
এত শুনি কীচক হইল হৃষ্টমন।
শীঘ্রগতি নিজ গৃহে করিল গমন॥
নানা গন্ধ চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিল।
দিব্য রত্ন অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষিল॥
সৈরিন্ধ্রীর চিন্তা করি বিরহ হুতাশে।
ক্ষণে ক্ষণে দিনকর নিরখে আকাশে॥
কতক্ষণে হবে অস্ত দেব দিবাকর।
পুনঃ বাহিরায় পুনঃ প্রবেশয়ে ঘর॥
হেথা কৃষ্ণা ভীমেরে কহিল সমাচার।
নৃত্যাগারে রাত্রিতে আসিবে দুরাচার॥
যথোচিত ফল আজি দিবে তার প্রতি।
প্রভাত না হয় যেন আজিকার রাতি॥
এমতে আসিয়া হৈল সন্ধ্যার সময়।
বৃকোদর অগ্রে চলি গেল নৃত্যালয়॥
অন্ধকার করি বৈসে পালঙ্কের মাঝে।
মৃগ মারিবারে যেন জাগে মৃগরাজে॥
আনন্দিত চিত্ত হ'য়ে কীচক চলিল।
একেলা হইয়া সঙ্গে কারে না লইল॥
যথায় পুরুষসিংহ আছে বৃকোদর।
কীচক বসিল গিয়া পালঙ্ক উপর॥
কামবাণাঘাতে দুষ্ট মোহিত হইয়া।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিছে হাসিয়া॥
লোহা হৈতে অধিক কঠিন ভীমকায়।
কামানলে দগ্ধ বুঝে সৈরিন্ধ্রীর প্রায়॥
আমার মহিমা তুমি না জান সুন্দরি।
মম রূপ গুণে বশ যত নর-নারী॥
পূর্ব্বভাগ্যে সৈরিন্ধ্রী পাইলে তুমি মোরে।
সবারে ত্যজিয়া আমি ভজিনু তোমারে॥
ভীম বলে বড় ভাগ্য আমার আছিল।
সে কারণে তোমা স্বামী বিধি মিলাইল॥
তোমার মহিমা আমি নাহি জানি পূর্ব্বে।
সে কারণে হেলা কৈনু গন্ধর্ব্বের গর্ব্বে॥
কিন্তু এক তাপ মম জাগিতেছে মনে।
রাজসভা মধ্যে মোরে মারিলা চরণে॥

বজ্রের সমান তব চরণ প্রহার ।
বড় ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা হইল আমার ॥
কমল অধিক মম কোমল শরীর ।
বেদনায় প্রাণ মম হতেছে বাহির ॥
মনোদুঃখে কিমতে পাইবা রতিসুখ ।
এত শুনি কহে তবে কীচক দুর্ম্মুখ ॥
ক্ষমহ সে সব দোষ ত্যজ দুঃখমন ।
প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ বরণ ॥
পদাঘাতে দুঃখ যদি আছয়ে অন্তরে ।
সেইমত পদাঘাত করহ আমারে ॥
এত বলি কীচক মস্তক দিল পাতি ।
অন্তরে হাসিয়া উঠে ভীম মহামতি ॥
বজ্রাঘাত প্রায় ঘাড়ে প্রহারিল লাথি ।
তৃণপিণ্ড নাহি জানে কীচক দুর্ম্মতি ॥
যে চরণাঘাতে ভীম গিরি চূর্ণ কৈল ।
হিড়িম্ব কির্ম্মী ও বক প্রভৃতি মারিল ॥
একে একে তিনবার করিল প্রহার ।
তৃণপিণ্ড নাহি জানে কীচক গোঁয়ার ॥
ভীম বলে আরে দুষ্ট গন্ধর্ব্বে বিবাদ ।
ঘুচাইব সৈরিন্ধ্রীর রমণের সাধ ॥
ভীমবাক্য শুনিয়া কীচকে হৈল জ্ঞান ।
লম্ফ দিয়া উঠি ধরে ব্যাঘ্রের সমান ॥
মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জ্জয় ।
দশ ভীম হৈলে তার সম যুদ্ধে নয় ॥
দুজনে ধরিয়া কেশ আয়ু হৈল ক্ষীণ ।
বিশেষ চরণাঘাতে বল হৈল হীন ॥
তৃণপিণ্ড বিক্রমে ভীমের নহে উন ।
পদাঘাতে দৃঢ়মুষ্টি হানে পুনঃ পুনঃ ॥
কাচড় কামড় মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি ।
পরস্পর করি ভূমে যায় গড়াগড়ি ॥
কখন উপরে ভীম কখন কীচকে ।
[illegible] দুর্জ্জর অঙ্গ পদাঘাতে নখে ॥
দ্বন্দ্বযুদ্ধে দোঁহে যুদ্ধ ঘরের ভিতর ।
এইমত যুদ্ধ হৈল তৃতীয় প্রহর ॥
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুতেজ বায়ুর তনয় ।
বহুমত করিলা কীচক নহে ক্ষয় ॥
পুনঃ পুনঃ উঠে দোঁহে করয়ে প্রহার ।
চরণের ঘাতে ক্ষিতি হইল বিদার ॥
বসন্ত সময় যেন হস্তিনী কারণ ।
পর্ব্বত উপরে দুই হস্তী করে রণ ॥
ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলে বায়ুর নন্দন ।
কীচকে ফেলিয়া বুকে করিল আসন ॥
দ্রৌপদীর অপমান হৃদয়েতে জাগে ।
সিংহ যেন চাপিয়া ধরিল মত্ত মৃগে ॥
আরে দুষ্ট দুরাচার কীচক দুর্ম্মতি ।
এই মুখে ইচ্ছিলি সৈরেন্ধ্রী সহ রতি ॥
এত বলি বদনে প্রহারে বজ্রমুষ্টি ।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই পাটি ॥
এই চক্ষে সৈরিন্ধ্রী করিলি নিরীক্ষণ ।
বজ্রনখে উপাড়িয়া ফেলিল নয়ন ॥
অণ্ডকোষ ধরিয়া মারিল তাহে লাথি ।
সেই ঘাতে প্রাণ ছাড়ে কীচক দুর্ম্মতি ।
হস্ত পদ শির তার সব চূর্ণ কৈল ।
কচ্ছপের প্রায় করি অঙ্গে পুরাইল ॥
মাংসপিণ্ডবৎ করি কুষ্মাণ্ড আকার ।
কৃষ্ণারে ডাকিয়া বলে পবনকুমার ॥
অগ্নি জ্বালি দেখ এবে যাজ্ঞসেনী সতী ।
তোমা হিংসি কীচকের এতেক দুর্গতি ॥
অপরাধ মত দণ্ড পাইল দুর্ম্মতি ।
যে তোমার অপরাধী তার এই গতি ॥
এত বলি বৃকোদর করিল গমন ।
রন্ধনশালায় যথা শয়ন আসন ॥
স্নান করি অঙ্গে দিল সুগন্ধি চন্দন ।
যুদ্ধশ্রান্ত হ'য়ে বীর করিল শয়ন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় হরি ॥

কীচকের [illegible] উনশত [illegible] মৃত্যু

কীচক মরণে কৃষ্ণা আনন্দিত হৈল ।
সভাপাল প্রতি তবে ডাকিয়া কহিল ॥
মোরে হেন দুঃখ দিল কীচক দুর্ম্মতি ।
ফল দিল উচিত গন্ধর্ব্ব মম পতি ॥

অহঙ্কার করি দুষ্ট গন্ধর্ব্ব না মানে।
গন্ধর্ব্বে মারিবে কোথা মনুষ্য-পরাণে ॥
এত শুনি ধাইলেক যতেক রক্ষক।
মাংসপিণ্ড প্রায় তথা দেখিল কীচক ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া লোক মানিল বিস্ময়।
কেহ বলে কীচক এ, কেহ বলে নয় ॥
কোথা গেল হস্ত পদ কোথা গেল শির।
কুষ্মাণ্ডের প্রায় দেখি কাহার শরীর ॥
কেহ বলে গন্ধর্ব্ব মারয়ে এইমত।
বার্ত্তা পেয়ে ধাইল সোদর উনশত ॥
কীচকে বেড়িয়া সবে করয়ে ক্রন্দন।
ভ্রাতৃ মিত্র বন্ধু যত স্ত্রী পুরুষগণ ॥
এইমতে বন্ধুগণ কান্দিয়া অপার।
অগ্নিতে সৎকার হেতু করিল বিচার ॥
হেনকালে দ্রৌপদীরে দেখি সেইখানে।
দর্প করি দাণ্ডাইল সবা বিদ্যমানে ॥
ক্রোধে সূতপুত্রগণ বলয়ে বচন।
এই দুষ্টা হৈতে হৈল কীচক-নিধন ॥
কেহ বলে না চাহিও এ দুষ্টার পানে।
কেহ বলে অসতীরে মারহ পরাণে ॥
অগ্নিতে পোড়াও এরে কীচক সংহতি।
পরলোকে কীচকের হইবেক প্রীতি ॥
বান্ধিয়া ইহারে শীঘ্র মৃত সহ লহ।
একবার নৃপতিরে গিয়া জিজ্ঞাসহ ॥
বিরাট নৃপতি শুনি কীচক নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ॥
হাহা বীর কীচক সৈন্যের সেনাপতি।
তোমার বিহনে মম হয় কোন্ গতি ॥
সৈরিন্ধ্রী দুষ্টার হেতু কীচক-নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ॥
তার মুখ আর না দেখিব কদাচন।
শীঘ্র করি লহ তারে করিয়া বন্ধন ॥
পোড়াও কীচক সহ জ্বালিয়া অনল।
তবে সে আমার অঙ্গ হইবে শীতল ॥
আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণারে বান্ধিল সেইক্ষণ।
শব সহ লইলেক করিয়া বন্ধন ॥

তবেত দ্রৌপদী দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া অতি কান্দে উভরায় ॥
ওহে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন।
জয়দ্বল নাম লৈয়া উচ্চেতে ডাকেন ॥
দুন্দুভির শব্দ যাঁর ধনুক টঙ্কার।
তিনলোকে অসাধ্য নাহিক শত্রু যাঁর ॥
তাঁর প্রিয়া বড় আমি করিল বন্ধন।
শীঘ্রগতি আসি মোরে করহ মোচন ॥
এইমত পুনঃ পুনঃ ডাকে যাজ্ঞসেনী।
রন্ধন-গৃহেতে থাকি ভীমসেন শুনি ॥
ক্রন্দনের শব্দ শুনি উঠিয়া বসিল।
দ্রৌপদীর রব বুঝি হৃদয় কাঁপিল ॥
কেশ বেশ মুক্ত বীর বায়ুবেগে ধায়।
পথাপথ নাহি জ্ঞান শব্দ শুনি যায় ॥
একলাফে ডিঙ্গাইল গড়ের প্রাচীর।
আশ্বাসিয়া দ্রৌপদীরে কহে মহাবীর ॥
না কান্দ সৈরিন্ধ্রী দেবি আইল গন্ধর্ব্ব
এখনি মারিবে দুষ্ট সূতপুত্র সর্ব্ব ॥
এত বলি উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর।
দণ্ডহস্তে যম যেন ইন্দ্র বজ্রকর ॥
সবে বলে হের ভাই গন্ধর্ব্ব আইল।
পলাও পলাও বলি সবে রড় দিল ॥
নগরের মুখ ধরি ধায় বায়ুবেগে।
পাছে ধায় বৃকোদর সিংহ যেন মৃগে ॥
আরে আরে দুরাচার সূতপুত্রগণ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে চালন ॥
এত বলি প্রহার করিল তরুবর।
এক ঘায়ে মারে উনশত সহোদর ॥
অশ্রুপূর্ণমুখী কৃষ্ণা আছিল বন্ধনে।
মুক্ত করি বৃকোদর দিল সেইক্ষণে ॥
ভীম বলে দুঃখ না ভাবিও গুণবতি।
তোমারে হিংসিয়া দুষ্ট হৈল হেন গতি ॥
আজ্ঞা কর যাই আমি কেহ পাছে জানে।
করহ গমন তুমি আপনার স্থানে ॥
এত বলি চলি গেল বীর বৃকোদর।
অন্তঃপুরে গেল কৃষ্ণা সুদেষ্ণার ঘর ॥

রজনী প্রভাত হৈল আসি সর্ব্বজন।
রাজারে করিল জ্ঞাত রাজমন্ত্রিগণ॥
কীচক দহিতে গেল যত ভ্রাতৃগণ।
গন্ধর্ব্বের হাতে সবে হইল নিধন॥
সবে মারি সৈরিন্ধ্রীরে মুক্ত করি দিল।
পুনঃ আসি সৈরিন্ধ্রী পুরেতে প্রবেশিল॥
মৎস্যদেশের আর নাহিক প্রতিকার।
গন্ধর্ব্বের হাতে সবে হইবে সংহার॥
মনোরমা নারী হয় পরমা সুন্দরী।
তারে চালিবে যেবা গন্ধর্ব্ব যাবে মারি॥
শীঘ্র কর নৃপতি ইহার প্রতিকার।
হেথা হ'তে দুষ্টা গেলে সবার নিস্তার॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ভয়ে ত্রস্ত হৈল।
কীচকের দহিবারে লোকে আজ্ঞা দিল॥
অন্তঃপুরে গিয়া রাজা রাণীরে বলিল।
সৈরিন্ধ্রী রাখিয়া গৃহে বিপত্তি হইল॥
এবে হেথা হৈতে শীঘ্র যায় যেইমতে।
মম নাম না লইবা কহিবা সম্প্রীতে॥
এত দিন ছিলা তুমি আমার সদন।
এখন যথায় ইচ্ছা করহ গমন॥
তোমা হৈতে বড় ভয় হইল সবার।
বিলম্ব না কর শীঘ্র কর অনুসার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

গোগ্রহার্থে সুশর্ম্মারাজার যাত্রা।

দুর্য্যোধন আজ্ঞা পেয়ে সুশর্ম্মা নৃপতি।
আপন বাহিনী সাজাইল শীঘ্রগতি॥
আষাঢ়ের সিতপক্ষ পঞ্চমী দিবসে।
সুশর্ম্মা নৃপতি চলি গেল মৎস্যদেশে॥
শঙ্খ ভেরী দুন্দুভি বিবিধ বাদ্য বাজে।
বাদ্যের শব্দেতে কম্প হৈল মৎস্যরাজ্যে॥
প্রবেশিয়া মৎস্যদেশে সুশর্ম্মা নৃপতি।
ধরহ গোধন আজ্ঞা দিল সৈন্য প্রতি॥
হয় হস্তী গাভী আর নানা রত্নধন।
চতুর্দ্দিকে লুটিতে লাগিল সর্ব্বজন।
গোধন মক্ষণে যত ছিল গোপগণ।
ধাইয়া রাজারে বার্ত্তা কহিল তখন॥
সভাতে বসিয়াছিল বিরাট নৃপতি।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে গোপ প্রণমিয়া ক্ষিতি॥
মৎস্যদেশে সকল মজিল নরবর।
সকল হরিয়া নিল ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর॥
রক্ষা করিবারে রাজা যদি আছে মন।
বহিরাও বিলম্ব না সহে এক ক্ষণ॥
দূতমুখে হেন বার্ত্তা পাইয়া নৃপতি।
চতুরঙ্গ বাহিনী সাজিল শীঘ্রগতি॥
শতানীক মুদিরাক্ষ দুই সহোদর।
শ্বেত শঙ্খ দুই ভাই রাজার কোঙর॥
পাত্রমিত্র যোদ্ধা ত্বরা সাজিল সকল।
বিবিধ বাজনা বাজে সৈন্য-কোলাহল॥
শতানীকে আজ্ঞা দিল বিরাট ভূপতি।
দিব্য অস্ত্র ধনু দেহ চারিজন প্রতি॥
শ্রীকঙ্ক বল্লভ অশ্ব-বৈদ্য যে গোপাল।
মহাবীর্য্যবন্ত যুদ্ধ করিবে বিশাল॥
দিব্য ধনুর্গুণ দিল রথ তুরঙ্গম।
মুকুট কুণ্ডল দিল কবচ উত্তম॥
সাজিয়া চলিল রথে করি আরোহণ।
স্বর্গ হৈতে এল যেন দিক্‌পালগণ॥
চলিল বিরাট রাজা মানধ্বজ রথে।
চারি ভাই চলিলেন রাজার পশ্চাতে॥
রথ চালাইয়া দিল রথের সারথী।
পশ্চাতে মাহুতগণ চালাইল হাতী॥
পদধূলি ঢাকিলেক দেব-দিবাকর।
ঘোর অন্ধকার হৈল দিবস দুপর॥
শূন্য হৈতে পক্ষীগণ ভূমেতে পড়িল।
হেনমতে উভয় সৈন্যেতে দেখা হৈল॥
রথীকে ধাইল রথী, গজ ধায় গজে।
অশ্বারোহী অশ্বারোহী পত্তি পত্তি যুঝে॥
মল্লে মল্লে গজে গজে ধানুকী ধানুকী।
খড়্গে খড়্গে শূলে শূলে তবকি তবকি॥
হইল দারুণ যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর।
পূর্ব্বে যেন দেবাসুরে হইল সমর॥

সিংহনাদ মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জে সৈন্যগণ।
ধনুক নির্ঘোষে ঘন শঙ্খের নিঃস্বন ॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
অন্ধকার হৈল সর্ব্ব আচ্ছাদিল ধূলি ॥
বাণের আগুন মাত্র ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে।
অন্ধকার রাত্রে যেন মুকুতা উজলে ॥
মুষল মুদ্গার শূল ইষু চক্র শেল।
পরশু পট্টিশ জাঠি মল্ল কুম্ভ ছেল ॥
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
ধূলি অন্ধকার কৈল রক্তে বহে নদী ॥
মুকুট কুণ্ডল মুণ্ড যায় গড়াগড়ি।
বুকে শেল বাজি কেহ ভূমিতলে পড়ি ॥
সব্যহস্ত খড়্গ সহ পড়িল ভূতলে।
পদ কাটা গেল কার’ গড়াগড়ি বুলে ॥
পর্ব্বত আকার গজ ভূমে দন্ত দিয়া।
পড়িল ভূমেতে সৈন্য অনেক দলিয়া ॥
হেনমতে যুদ্ধ হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
কেহ পরাজিত নহে কাণ্ড ঘোরতর।
ক্রোধে শতানীক বীর সমরে প্রবেশে।
এক শত রথী মারে চক্ষুর নিমিষে ॥
মুদিরাক্ষ মারিলেক শত সেনাপতি।
শত শত মারিল বিরাট নরপতি ॥
বিরাট নৃপতি দেখি সুশর্ম্মা ধাইল।
দুই মত্ত ব্যাঘ্র যেন একত্র মিলিল ॥
ক্রোধেতে বিরাট রাজা মারে দশ শর।
চারি অশ্বে মারে চারি রথের উপর ॥
রথধ্বজে দুই, দুই সুশর্ম্মা উপরে।
অস্ত্র কাটি সুশর্ম্মা ফেলিল কত দূরে ॥
পঞ্চশত বাণ মারে বিরাট উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা মৎস্যের ঈশ্বর ॥
দেখিয়া ত্রিগর্ত্তপতি অতি শীঘ্রগতি।
লাফ দিয়া ভূমিতে নামিল মহামতি ॥
হাতে গদা করিয়া ধাইল মহাবেগে।
সিংহ যেন ধরিবারে যায় মত্ত মৃগে ॥
চারি অশ্ব মারিল মারিয়া গদা বাড়ি।
সারথির কেশে ধরি ভূমিতলে পাড়ি ॥
জীবগ্রাহ ধরিল বিরাট নরপতি।
আপনার রথে ল’য়ে তোলে শীঘ্রগতি ॥
রাজা বন্দী হৈল, সৈন্য হৈল ভঙ্গীয়ান।
চতুর্দ্দিকে পলায় লইয়া নিজ প্রাণ ॥
বড় বড় যোদ্ধাগণ ত্যজি ধনুঃশর।
আপনি চালায়ে রথ পলায় সত্বর ॥
উভয়ের মত্ত গজ গর্জ্জিয়া পলায়।
অশ্বারোহী পদাতিক পাছু নাহি চায় ॥
পলাইল সর্ব্ব সৈন্য কেহ নাহি আর।
রাখিতে না পারে সৈন্য বিরাট-কুমার।
রণজয় করিয়া ত্রিগর্ত্ত নরপতি।
বিরাটে লইয়া সে চলিল হৃষ্টমতি ॥
জয়ধ্বনি করিয়া বাজায় বাদ্যগণ।
মৎস্যরাজ-সৈন্য মধ্যে হইল রোদন ॥
ভ্রাতৃপুত্র মন্ত্রিপুত্র হাহাকারে কান্দে
ভয়ে পলাইল সৈন্য চুল নাহি বান্ধে ॥
সন্ধ্যাকাল হইল ভাস্কর অস্ত গেল।
কাহারে দেখি কেবা কোথায় চলিল ॥
দেখিয়া ধর্ম্মের পুত্র কহেন অনুজে।
দাণ্ডাইয়া কি দেখহ ভীম মহাভুজে ॥
বহু উপকারী এই বিরাট নৃপতি।
বৎসরেক অজ্ঞাত গৃহেতে দিল স্থিতি।
যার যে কামনা মত পাইলা যে স্থান
তাহারে লইয়া যায় আমা বিদ্যমান ॥
দাণ্ডাইয়া দেখ তুমি নহে ক্ষত্রধর্ম্ম।
অনুগত বিশেষ আমার এই কর্ম্ম ॥
শীঘ্র কর বিরাট নৃপতি বিমোচন।
যাবৎ শত্রুর হাতে না হয় নিধন ॥
এত শুনি ভীম বলে যোড় করি পাণি
তব আজ্ঞা চাহিয়া আছি যে নৃপমণি ॥
এখন আমার কর্ম্ম দেখ দাণ্ডাইয়া।
বিরাটে আনিয়া দিব সুশর্ম্মা মারিয়া ॥
এই যে দেখহ শাল সকল বিস্তার।
আমার হাতের যোগ্য গদার আকার।
এই বৃক্ষাঘাতে আমি মারিব সকল।
নিঃশেষ করিব আমি ত্রিগর্ত্তের দল ॥

এত বলি বৃক্ষ উপাড়িয়া ধায় বীর ।
দেখিয়া কহেন পুনঃ রাজা যুধিষ্ঠির ॥
হেন কর্ম্ম না করিও ভাই বৃকোদর ।
লোকে জ্ঞাত হবে উপাড়িলে বৃক্ষবর ॥
[illegible] হইতে ব্যক্ত যত দিন নয় ।
[illegible] দিন খ্যাত কর্ম্ম উচিত না হয় ॥
মনুষী ধনুক অস্ত্র ল'য়ে কর রণ ।
মনুষ্যের মত কর রথ অরোহণ ॥
দুই পাশে থাক্ তব দুই সহোদর ।
শত্রু [illegible] ছাড়াইয়া মৎস্যের ঈশ্বর ॥
আমিও তোমার সর্ব্ব সৈন্য যে লইয়া ।
বিরাট রক্ষার হেতু যাইব চলিয়া ॥
ভীম বলে নরপতি ইহা কেন কহ ।
ত্রিগর্ত্তে বিরাট আনিয়া দিব লহ ॥
কোন হেতু আপনি করিবে এত শ্রম ।
ত্রিগর্ত্ত সহিত করি সমর বিষম ॥
কোন্ হেতু যাবে দুই মাদ্রীর নন্দন ।
কি কারণে লইব অনেক সৈন্যগণ ॥
[illegible] নিষেধিলা বৃক্ষ না লইব ।
[illegible] গিয়া আমি বিরাটে আনিব ॥
[illegible] বড় কর্ম্ম যে ত্রিগর্ত্ত সহ রণ ।
[illegible] সহিত পাঠাইবে সৈন্যগণ ॥
[illegible] বৃকোদর ধায় দ্রুতগতি ।
[illegible] চরণভরে কম্পে বসুমতী ॥
[illegible] সম্মুখ হৈল ঘোর অন্ধকার ।
[illegible] বেগে ধায় ভীম বলে মার মার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

[illegible] সুশর্ম্মার পরাজয় ও বিরাটের বন্ধন মুক্তি ।

এথায় ত্রিগর্ত্ত রাজা সংগ্রামে জিনিয়া ।
[illegible] নামে নদীতীরে উত্তরিল গিয়া ॥
[illegible] সর্ব্বসৈন্য ক্ষুধায় ব্যাকুল ।
[illegible] ভোজন করে নদীর দুকূল ॥
[illegible] বৃক্ষেতে কেহ করিল শয়ন ।
[illegible] স্নানে কেহ পানে আসন ভোজন ॥
বিরাট করিয়া বন্দী সুশর্ম্মা হরিষে ।
বসিয়া সভার মধ্যে কহে পরিহাসে ॥
কোথায় শ্যালক তোর বিরাট নৃপতি ।
যার ভুজবলে ভোগ করিলি এ ক্ষিতি ॥
বড় ভাগ্যে শ্যালক পাইয়াছিলে তুমি ।
যার তেজে ছাড়াইয়া নিলি মম ভূমি ॥
এক্ষণে তোমার কিবা আছে হে উপায় ।
নাহি দেখি কেহ আছে তোমার সহায় ॥
নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হৈল মম হাতে ।
শৃগাল হইয়া বাদ সিংহের সহিতে ॥
কেহ বলে ইহারে না রাখ একদণ্ড ।
কেহ বলে খড়্গে কাটি কর খণ্ড খণ্ড ॥
কেহ বলে নিগড়েতে করহ বন্ধন ।
দুর্য্যোধন অগ্রে লৈয়া করিব নিধন ॥
এমত বিচারে আছে তথা সর্ব্বজন ।
হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন ॥
দুই ভিতে বৃক্ষ ভাঙ্গে শুনি মড় মড় ।
নাসায় নিশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝাড় ॥
মার মার শব্দেতে সৈন্যেতে উপনীত ।
দেখিয়া ত্রিগর্ত্ত সৈন্য হৈল মহাভীত ॥
কেহ বলে রাক্ষস কি যক্ষ বিদ্যাধর ।
হেমন্ত পর্ব্বত শৃঙ্গ সম কলেবর ॥
পলায় সকল সৈন্য গণিয়া প্রমাদ ।
হস্তিগণ পলায় করিয়া ঘোরনাদ ॥
দ্রুতগতি হস্তীপৃষ্ঠে চড়িয়া মাহুত ।
বৃকোদরে বেড়িল কুঞ্জর যূথে যূথ ॥
রথিগণ রথ সাজি আরোহিত হৈয়া ।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে বেড়িল আসিয়া ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি ভূষণ্ডি তোমর ।
চতুর্দ্দিকে মারে সবে ভীমের উপর ॥
মহাবল ভীমসেন ভীম [illegible] ।
রণস্থল মধ্যে যেন যুগান্তের যম ॥
ধরিয়া কুঞ্জর শুণ্ডে শুণ্ডে ঘুরাইয়া ।
মারিল কুঞ্জরবৃন্দ প্রহার করিয়া ॥
রথধ্বজ ধরিয়া প্রহারে রথোপরে ।
সহস্র সহস্র রথ ভাঙ্গে একবারে ॥

অশ্বগণ ধরিয়া প্রহারে অশ্বগণে।
পদাতি পদাতি মারে ধরিয়া চরণে॥
তাহারে ধরিয়া মারে যে পড়ে সম্মুখে।
রথ অশ্ব কুঞ্জর পড়িল লাখে লাখে॥
পলায় সকল সৈন্য পাছু নাহি চায়।
সিংহের গর্জ্জনে যেন শৃগাল পলায়॥
পালাও পালাও বলি হৈল মহাধ্বনি।
আইল আইল সৈন্য এই মাত্র শুনি॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে দূত গিয়া কহে সুশর্ম্মারে।
বসিয়া কি কর রাজা পলাও সত্বরে॥
আচম্বিতে সৈন্য মধ্যে আইল একজন।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিবা না জানি কারণ॥
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি না জানি কি রঙ্গ।
প্রকাণ্ড শরীর যেন হিমাদ্রির শৃঙ্গ॥
মারিল অনেক সৈন্য যে পড়ে সম্মুখে।
সুশর্ম্মা সুশর্ম্মা বলি ঘন ঘন ডাকে॥
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় বিচার।
তার অগ্রে পড়িলে না দেখি প্রতিকার॥
যত সৈন্য পাড়িল না দেখি তার অন্ত।
নাহি জানি এথা আছে এমত দুরন্ত॥
পলাও নৃপতি শীঘ্র, প্রাণ বড় ধন।
হের দেখ আইল ভীষণ দরশন॥
এত বলি ধায় দূত পাছু নাহি চায়।
হেনকালে উপনীত ভীম মহাশয়॥
ভীমের শরীর দেখি অতি ভয়ঙ্কর।
ভয়েতে কম্পিত সুশর্ম্মার কলেবর॥
পলাইল সর্ব্বজন রাজা মাত্র আছে।
ভয়েতে আবৃত হৈল ভীমে দেখি কাছে॥
দ্রুতগতি উঠিয়া সুশর্ম্মা রড় দিল।
কেশে ধরি বৃকোদর ভূমিতে পাড়িল॥
দৃঢ়মুষ্টি করি কেশ ধরি বাম হাতে।
দক্ষিণ করেতে ধরি নিল মৎস্যনাথে॥
দুই করে ধরি দুই নৃপতির কেশে।
বায়ুবেগে ধায় ভীম ভয়ঙ্কর বেশে॥
মুহূর্ত্তেকে উপনীত যথা ধর্ম্মরায়।
চরণে ফেলিয়া ভীম অন্তরে দাঁড়ায়॥

কেশের ঘর্ষণে দোঁহে হ'য়ে অচেতন।
কতক্ষণে চেতন পাইল দুইজন॥
মাথা তুলি মৎস্যরাজ দেখি সভাসদে।
কতক আশ্বস্ত চিত্তে কহে সে বিপদে॥
কহ ভট্ট কঙ্ক ভাগ্যে দেখিনু তোমায়।
আমা দোঁহে ফেলি গেল গন্ধর্ব্ব কোথায়॥
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ গন্ধর্ব্বের হাতে।
চল যাব শীঘ্রগতি পশিব সৈন্যেতে॥
পুনর্ব্বার আসিয়া গন্ধর্ব্ব পাছে ধরে।
এবারে না জীব আমি দেখিলে তাহারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভয় না কর নৃপতি।
গন্ধর্ব্ব রাজার বড় স্নেহ তোমা প্রতি॥
সে কারণে শত্রু তব আনিলেক ধরি।
শত্রু হৈতে তোমারে দিলেক মুক্ত করি॥
গন্ধর্ব্বের ভয় না করিবে কদাচন।
কার্য্য করি নিজস্থানে করিল গমন॥
সুশর্ম্মারে চাহিয়া বলেন ধর্ম্মরায়।
হেথায় আসিতে বুদ্ধি কে দিল তোমায়॥
কীচক মরিছে বলি পাইলে ভরসা।
না জান গন্ধর্ব্ব হেথা করিতেছে বাসা॥
ভাগ্যেতে গন্ধর্ব্ব তোমা না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে জীলা গন্ধর্ব্বের স্থানে॥
আজ্ঞা কর মৎস্যরাজ সুশর্ম্মার প্রতি।
ক্ষমহ সকল দোষ ছাড় শীঘ্রগতি॥
সৈন্যগণ পলাইল একা মাত্র আছে।
করহ প্রসাদ রাজা যাহা মনে ইচ্ছে॥
বিরাট কহিল যে তোমার অনুমতি।
যাহ নিজ রাজ্যেতে সুশর্ম্মা নরপতি॥
দিব্য এক রথ দিল করিয়া সাজন।
রথে চড়ি সুশর্ম্মা যে করিল গমন॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন বিরাটের প্রতি।
নগরেতে দূত রাজা যাক শীঘ্রগতি॥
তোমারে শুনিলে বন্দী রাজ্যে হবে ভয়।
রাণীগণ দুঃখী হবে ভাল কর্ম্ম নয়॥
শীঘ্রগতি বার্ত্তা দূত দেহ অন্তঃপুরে।
বিজয় ঘোষণা হোক রাজ্যের ভিতরে॥

ধর্ম্মের বচনে আজ্ঞা দিল মৎস্যরাজ ।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইল পুরীমাঝ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

উত্তর গোগৃহে কুরুসৈন্যের গমন ও গো-হরণ ।

সংগ্রামে হারিয়া ত্রিগর্ত্ত নরপতি ।
ভগ্নসৈন্য নিরুৎসাহ অতি ক্ষুণ্ণমতি ॥
হেথায় উত্তরভাগে রাজা দুর্য্যোধন ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ গুরুর নন্দন ॥
দুর্ম্মুখ দুঃসহ দুঃশাসন মহাবল ।
রথ রথী গজবাজী চতুরঙ্গ দল ॥
বেড়িল আসিয়া যত মৎস্যের গোধন ।
যুদ্ধ করি মারি লইলেক গোপগণ ॥
পলাইল গোপগণ গোধন ছাড়িয়া ।
ষষ্টি লক্ষ গোধন লইল চালাইয়া ॥
শীঘ্রগতি গোপগণ রথ অরোহণে ।
চলিইতে গেল মৎস্য রাজার ভবনে ॥
উত্তর নামেতে পুত্র বিরাট রাজার ।
প্রণাম করিয়া দূত কহে সমাচার ॥
অবধান মহাশয় বিরাট নন্দন ।
গোধন তোমার সব নিল কুরুগণ ॥
যতেক রক্ষক গোপগণেরে মারিয়া ।
গোধন তোমার সব যাইছে লইয়া ॥
শীঘ্রগতি উঠ রথে কর আরোহণ ।
কুরুগণ জিনি নিজ রাখহ গোধন ॥
নানা অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা লোকে তুমি খ্যাত ।
জানি দেশরক্ষা হেতু রাখিলেন তাত ॥
তোমার সংগ্রামে স্থির হবে কোন্ জনা ।
তুমি হেন মুহূর্ত্তেকে নাশ কুরুসেনা ॥
উঠ শীঘ্র বসিয়া নাহিক কোন কার্য্য ।
গোধন লইয়া তারা যাবে নিজ রাজ্য ॥
দৈত্য জিনি ইন্দ্র যেন রাখে সুরপুর ।
সেইমত রক্ষা কর মৎস্যের ঠাকুর ॥
স্ত্রীবৃন্দের মধ্যে গোপ এতেক কহিল ।
শুনিয়া বিরাট-পুত্র উত্তর করিল ॥
কি কহিব গোপগণ কহনে না যায় ।
রাজ্যরক্ষা হেতু তাত রাখিলা আমায় ॥
একগুটি সঙ্গে নাহি আমার সারথি ।
সারথি থাকুক দূরে নাহিক পদাতি ॥
মম পরাক্রম মত পাইলে সারথি ।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারি কুরুপতি ॥
মত্ত গজগণে যেন তাড়ায় কেশরী ।
দৈত্যগণে দলে যেন একা বজ্রধারী ॥
সেইমত ধরিয়া কৌরব-সৈন্যগণ ।
এইক্ষণে ফিরাইব আপন গোধন ॥
একজন সারথি আমার যোগ্য হয় ।
এক রথে করিব কৌরব-পরাজয় ॥
ধনঞ্জয় বীর যেন দলি দেবগণ ।
একেশ্বর করিলেন খাণ্ডব দাহন ॥
পার্থবৎ মহৎ কর্ম্ম আজি যে করিব ।
একেশ্বর সর্ব্বসৈন্য নিমিষে মারিব ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে যদি এতেক কহিল ।
পার্থপ্রিয়া যাজ্ঞসেনী তথায় আছিল ॥
রাখিব বিরাট-লক্ষ্মী বিচারিল মনে ।
দ্রুতগতি উঠি গেল অর্জ্জুনের স্থানে ॥
নৃত্যশালে পার্থসহ সব কন্যাগণ ।
সঙ্কেতে দ্রৌপদী তাঁরে বলেন বচন ॥
বিরাটের রাজ্য ভাঙ্গি যতেক গোধন ।
বলেতে লইয়া যায় কুরু-সৈন্যগণ ॥
ইহার উপায় তুমি চিন্তহ আপনি ।
রাখহ বিরাট-গাভী কুরুগণ জিনি ॥
অর্জ্জুন বলেন দেবি কিমতে এ হয় ।
যতদিন অনুমতি ধর্ম্মরাজ নয় ॥
কুরুসৈন্য মধ্যে গেলে হইবেক খ্যাত ।
না জানি কি কহিবেন পাণ্ডুকুলনাথ ॥
দ্রৌপদী কহিল গাভী কুরুগণ নিলে ।
অধর্ম্ম হইবে তুমি বসিয়া দেখিলে ॥
বিরাট নৃপতি হয় বহু উপকারী ।
উপকারী জনে আমি হইলাম বৈরী ॥
সহায় বলিষ্ঠ তাঁর কীচক মরিল ।
তোমা সবে দিয়া স্থল বিপাকে মজিল ॥

ত শুনি অর্জ্জুন করিল অঙ্গীকার।
খিব বিরাট-ধেনু বাক্যেতে তোমার ॥
কার করিয়া গিয়া জানাও উত্তরে।
রথি করিয়া আমা যুদ্ধে যেন বরে ॥
ত শুনি হৃষ্ট হ'য়ে গেল যাজ্ঞসেনী।
ব কহি পাঠাইল উত্তরা ভগিনী ॥
াতৃস্থানে কহ গিয়া বিরাট-নন্দিনী।
ন ভাই কহিল সৈরিন্ধ্রী সুবদনী ॥
ারথির হেতু তুমি হ'য়েছ চিন্তিত।
স কারণে আমায় যে পাঠায় ত্বরিত ॥
র্ত্তক যে বৃহন্নলা আছয়ে আমার।
সৈরন্ধ্রী কহিল সব পরাক্রম তার ॥
াণ্ডব দহিয়া পার্থ তুষিল অনলে।
বৃহন্নলা আছিল সারথি সেইকালে ॥
পাণ্ডব-আলয়ে আমি ছিলাম যখন।
বৃহন্নলা পরাক্রম দেখেছি তখন ॥
বৃহন্নলা সহায়ে অর্জ্জুন মহাবীর।
এক রথে শাসিল নৃপতি পৃথিবীর ॥
আজ্ঞা যদি হয় ভাই, লয় তব মন।
বৃহন্নলা সারথি করিয়া কর রণ ॥
উত্তর বলিল তুমি আনহ তাহারে।
সারথি হইলে যোগ্য যাইব সমরে ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বচনে বলিল নৃপসুতা।
কাঞ্চনের মালা গলে বিচিত্র মুকুতা ॥
রূপেতে কমলা সমা কমল-নয়নী।
অনিন্দিতা সিংহ মধ্যে মরালগামিনী ॥
জিজ্ঞাসিল পার্থ কেন গতি শীঘ্রতর।
শুনিয়া বিরাট-পুত্রী করিল উত্তর ॥
মম পিতৃ-গোধন হরিল কুরুগণে।
শুনিয়া রক্ষার্থে মম ভাই যাবে রণে ॥
সারথির হেতু চিন্তা হ'য়েছে তাঁহার।
সৈরন্ধ্রী কহিল গুণ সকল তোমার ॥
অবশ্য তাহাতে তুমি করিবে গমন।
আনহ গোধন মম জিনি কুরুগণ ॥
না গেলে তোমার অগ্রে ত্যজিব জীবন।
শুনিয়া উঠিয়া পার্থ করিল গমন ॥

উত্তরা সহিতে গেল যথায় উত্তর।
দূরে দেখি বৃহন্নলা কহিল সত্বর ॥
পূর্ব্বে তুমি অর্জ্জুনের আছিলে সারথি।
তোমা সহযোগেতে জিনিলা সুরপতি ॥
সারথি যতেক খ্যাত আছে ত্রিভুবনে।
ইন্দ্রের সারথি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে ॥
বিষ্ণুর দারুক আর সূর্য্যের অরুণ।
দশরথ নৃপতির সুমন্ত্র নিপুণ ॥
সকল সারথি হৈতে তোমা বাখানিল।
তোমা সম কেহ নহে সৈরিন্ধ্রী কহিল ॥
অর্জ্জুন বলেন আমি এ সব না জানি।
নৃত্য গীত জানি আর তাল বাদ্যধ্বনি ॥
কভু নাহি দেখি আমি সমর কেমন।
শুনিয়া বলিল তবে বিরাট-নন্দন ॥
নর্ত্তন গায়নে তুমি সকলেতে খ্যাত।
সৈরন্ধ্রীর মুখে তব গুণ অবগত ॥
সৈরন্ধ্রীর বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন।
উঠ দ্রুত মম রথে কর আরোহণ ॥
অর্জ্জুন বলেন মানি তোমার বচন।
সারথি নহি যে তবু করিব গমন ॥
কেবল আমার এক আছয়ে নিয়ম।
যথা ইচ্ছা শক্র যদি হয় যম সম ॥
না জিনিয়া বাহুড়িয়া না আসে মম রথ।
সর্ব্বকাল প্রতিজ্ঞা আমার এইমত ॥
স্ত্রীগণের অগ্রে তুমি যে কিছু কহিলে।
রথ না বাহুড়ে মম তাহা না করিলে ॥
যথায় কহিবে রথ তথাকারে লব।
রথসজ্জা দেহ, রথ সাজন করিব ॥
এত শুনি উত্তরের আনন্দিত মন।
মম মনোমত যোগ্য তুমি বিচক্ষণ ॥
এত বলি গলা হৈতে দিল রত্নমালা।
বড় ভাগ্য তোমারে পাইনু বৃহন্নলা ॥
রাজপুত্র প্রসাদ না নিলে অনুচিত।
প্রসাদ লইতে পার্থ হইল লজ্জিত ॥
রথের সাজন করিলেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া উত্তর মনে মানিল বিস্ময় ॥

বীরবেশ করিয়া উত্তর রাজসুত।
রথ আরোহণ করে অস্ত্র গুণযুত॥
চতুর্দ্দিকে নারীগণ করয়ে মঙ্গল।
হেনকালে উত্তরাদি বালিকা সকল॥
বৃহন্নলা চাহিয়া বলয়ে ততক্ষণ।
পুতলী খেলাব মোরা যত কন্যাগণ॥
এই বাক্য তুমি মম করিও স্মরণ।
যোদ্ধাগণ অঙ্গের যে বিবিত্র বসন॥
ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি জিনিয়া বীরগণ।
সবাকার অঙ্গ হৈতে আনিবে বসন॥
কহেন ঈষৎ হাসি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সংগ্রাম জিনিবে যবে তব সহোদর॥
আনিব বসন রত্ন তোমার বাঞ্ছিত।
এত বলি রথ মধ্যে বৈসেন ত্বরিত॥
হেনকালে অন্তঃপুরে যত নারীগণ।
অর্জ্জুন চাহিয়ে বলে করুণ বচন॥
খাণ্ডব দাহনে যেন জিনি পুরন্দরে।
সহায় হইয়া জয় দিলা পার্থবীরে॥
সেইমত এখন জিনিয়া কুরুগণে।
উত্তর কুমারে ল'য়ে আইস কল্যাণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে উত্তরের গমন।

ভূমিঞ্জয় কহে তবে ধনঞ্জয় প্রতি।
রথ চালাইয়া তুমি দেহ দ্রুতগতি॥
যথায় কৌরব-সৈন্য করহ গমন।
সাক্ষাতে দেখহ আজি তাদের মরণ॥
এত গর্ব্ব হইল হরিল মম গরু।
তার সমুচিত ফল পাবে আজি কুরু॥
পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর কয়।
হাসি রথ চালালেন বীর ধনঞ্জয়॥
আকাশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমিষে।
মুহূর্ত্তেক উত্তরিল কুরুসৈন্য পাশে॥
দূর থাকি উত্তর অর্জ্জুন প্রতি বলে।
কেমনে চালাও রথ কোথায় আনিলে॥
তথায় লইবে রথ যথায় গোধন।
সমুদ্রের মধ্যেতে আনিলে কি কারণ॥
পর্ব্বত সমান উঠে লহরী হিল্লোল।
কর্ণেতে না শুনি কিছু পূরিল কল্লোল॥
নৌকাবৃন্দ দেখিয়া ব্যাকুল হৈল চিত।
কলরব জলজন্তু করে অপ্রমিত॥
হাসিয়া অর্জ্জুন তবে বলিলেন তায়।
সমুদ্র-প্রমাণ বটে জলনিধি প্রায়॥
ধবল আকার যত দেখহ কুমার।
জল নহে এই সব গোধন তোমার॥
নৌকাবৃন্দ নহে সব মাতঙ্গমণ্ডল।
না হয় লহরী রথ পতাকা সকল॥
সৈন্য-কোলাহল শব্দ সিন্ধু গর্জ্জে প্রায়।
কৌরবের সৈন্য এই জানাই তোমায়॥
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয়।
না জানহ বৃহন্নলা সমুদ্র নিশ্চয়॥
সমুদ্র না হয় যদি হয় সৈন্যগণ।
এ সৈন্য সহিতে তবে কে করিবে রণ॥
দেবের দুস্তর এই সৈন্য সিন্ধুবত।
মনুষ্য কি শক্তি ধরে তাহার অগ্রত॥
এত সৈন্য পূর্ব্বে মম নাহি ছিল জ্ঞান।
জন কত লোক বলি ছিল অনুমান॥
মহা মহারথিগণ দেখি হৈল ভয়।
পৃথিবীর ক্ষত্র যার নামে ধ্বংস হয়॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি ল'য়ে পুরন্দর।
না পারিল যার সহ করিতে সমর॥
তথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপ।
বিবিংশতি দুঃশাসন দুর্যোধন নৃপ॥
কুবুদ্ধি লাগিল মোরে হইনু অজ্ঞান।
তেঁই কুরুসৈন্য মধ্যে করি আগমন॥
যুদ্ধের থাকুক কাজ দেখি ছন্ন হৈনু।
ছাড়িল শরীর প্রাণ তোমারে কহিনু॥
ত্রিগর্ত্তের সহ রণে মম পিতা গেল।
একগোটা পদাতিক ঘরে না রাখিল॥
একা মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে।
মোর কোন্ শক্তি কুরুরাজ সহ রণে॥

কহ বৃহন্নলা কি তোমার মনে আসে।
তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে ॥
শীঘ্র রথ বাহুড়াও পাছে কুরু দেখে।
ধেনু হেতু মিথ্যা কেন মরিব বিপাকে ॥
উত্তর বচনে হাসি কন ধনঞ্জয়।
শত্রু দেখি কি হেতু এতেক তব ভয় ॥
কৃষ্ণবর্ণ হৈল মুখ শীর্ণ হৈল অঙ্গ।
জিহ্বাতে উড়িল ধূলি কম্পে করজঙ্ঘ ॥
না করিয়া যুদ্ধ তব দেখি হৈল ভয়।
কোন্ মুখে বাহুড়িয়া যাবে পুররায় ॥
কহিলা ফিরাও রথ অতি দ্রুতগতি।
চিন্তে না করিও আমি এমন সারথি ॥
না করিয়া কার্য্য সিদ্ধ ফিরাইব কেনে।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি তাহা বুঝ মনে ॥
কিসের কারণে আমি রথ বাহুড়িব।
আমি সর্ব্ব সৈন্য মাঝে এবে রথ লৈব ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে থাকি যতেক কহিলে।
রথ না বাহুড়ে মম তাহা না করিলে ॥
যুদ্ধভয় ত্যজহ ধরহ বীরপণ।
ধনু ধরি নিজ বলে জিন কুরুগণ ॥
বিনা কুরু না জিনে গোধন ছাড়ি গেলে।
মহালজ্জা হৈবে তব পৃথিবীমণ্ডলে ॥
হাসিবেক সর্ব্বলোক যত ক্ষত্রগণ।
হাসিবেক স্ত্রীলোক অপরাপর জন ॥
আমার সারথিগুণ সৈরিন্ধ্রী কহিল।
তব সঙ্গে আসি মম সর্ব্ব নষ্ট হৈল ॥
তোমার এ কর্ম্ম যদি পূর্ব্বেতে জানিব।
তবে কেন তব সঙ্গে সংগ্রামে আসিব ॥
হাসিবেক অন্তঃপুরে নারী পুনঃ পুনঃ।
কহিল সৈরিন্ধ্রী মিথ্যা বৃহন্নলাগুণ ॥
যে জনার কর্ম্মে লোক করে উপহাস।
ধিক্ তার নিন্দিত জীবনে কি বা আশ ॥
উপহাস হইতে মরণ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
বিশেষ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ যুদ্ধে মৃত্যুধর্ম্ম ॥
উহা না করিয়া আমি বাহুড়িব কেনে।
ধৈর্য্য ধর যুদ্ধ কর ভয় ত্যজ মনে ॥

উত্তর বলিল কি বলহ বৃহন্নলা।
মহাসিন্ধু পার হ'তে বান্ধ তৃণ ভেলা ॥
অগ্নির কি করিবেক পতঙ্গ শকতি।
মত্তগজ অগ্রে কোথা শশকের গতি ॥
মৃত্যুসহ বিবাদে বাঁচিবে কোন্‌জন।
দেখি ফণিমুখে হস্ত দিব কি কারণ ॥
জীবন থাকিলে সর্ব্ব পাব পুনর্ব্বার।
গাভী রত্ন লউক হাসুক সংসার ॥
নারীগণ হাসুক হাসুক বীরগণ।
ঘরে যাব, যুদ্ধে মম নাহি প্রয়োজন ॥
নিজে নপুংসক তুমি, হীন সর্ব্বসুখে।
তেঁই মৃত্যু শ্রেয় বলি, কহ নিজ মুখে ॥
জীবন মরণ তোর একই সমান।
তোর বোলে কি কারণে ত্যজিব পরাণ ॥
সমানের সহিত করিবে ক্ষত্র রণ।
লজ্জা নাহি বলবানে দেখি পলায়ন ॥
মম বোলে যদি তুমি না ফিরাও রথ।
পদব্রজে চলিয়া যাইব আমি পথ ॥
এত বলি ফেলাইয়া দিল শর চাপ।
রথ হৈতে ভূমিতে পড়িল দিয়া লাফ ॥
দ্রুতগতি চলি যায় নিজ রাজ্যমুখে।
রহ রহ বলিয়া ডাকয়ে পার্থ তাকে ॥
হেন অপকীর্ত্তি ল'য়ে জিয়ে কোন্ ফল।
এত বলি আপনি নামেন ভূমিতল ॥
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস ॥

কৌরবগণের পরস্পর তর্ক।

নানারূপ বিচারে কুরু-সৈন্যগণ।
নির্ণয় করিতে না পারিল কোন্ জন ॥
পলায় উত্তর ধনঞ্জয় যায় পাছে।
শত পথ অন্তর ধরিল গিয়া কাছে ॥
আর্ত্ত হ'য়ে উত্তর বলিছে গদগদ।
না মারিহ বৃহন্নলা পড়ি তব পদ ॥
এবার লইয়া যদি যাহ মোরে ঘর।
নানা রত্ন তোমা আমি দিব বহুতর ॥

দিব্য হেমমণি মুক্তা গজ হয় রথ।
এক লক্ষ গাভী দিব স্বর্ণ অলঙ্কৃত ॥
বহু ধন গাভী দিব দিব্য কন্যাগণ।
আর যাহা চাহ, তা দিব সেইক্ষণ ॥
না মারহ বৃহন্নলা দেহ মোরে ছাড়ি।
এত বলি কান্দয়ে সে ধরাতলে পড়ি ॥
অচেতন হৈল বীর যেন হীনপ্রাণ।
হরিল মুখের বাক্য যেন হতজ্ঞান ॥
আশ্বাসিয়া পার্থ কহে করি সচেতন।
না করিও ভয় শুন আমার বচন ॥
যুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হয় মনে।
সারথি হইয়া রথে বৈস মম সনে ॥
রথী হ'য়ে দেখ আজি করিব সমর।
যত যোদ্ধাগণে পাঠাইব যমঘর ॥
যত সব গোধন লইব ছাড়াইয়া।
কেবল থাকহ তুমি সারথি হইয়া ॥
ক্ষত্র হয়ে কেন তব রণে মৃত্যুভয়।
না করিহ রণভয় ত্যজহ সংশয় ॥
এত বলি ধরি তুলিলেন রথোপরে।
বোধ নাহি উত্তরের কান্দে উচৈঃস্বরে ॥
রথ চালাইলেন যে তখন অর্জ্জুন।
শমীবৃক্ষ যথা আছে অস্ত্র ধনুর্গুণ ॥
উত্তরের রথে ল'য়ে করেন গমন।
দেখিয়া হাসিয়া বলে কর্ণ দুর্য্যোধন ॥
হে গুরু হে কৃপাচার্য্য কোথা ধনঞ্জয়।
অগ্রেতে তোমরা দেখ পাণ্ডুর তনয় ॥
গুরু বলি সঙ্কোচে না কহি কোন কথা।
আমার শত্রুর গুণ গাও যথা তথা ॥
দুর্য্যোধন-বাক্য গুরু না শুনিয়া কাণে।
ভীষ্মে চাহি বলিতে লাগিলা সেইক্ষণে ॥
বিপরীত অকুল হের দেখ আজি।
নিরুৎসাহ সর্ব্ব সৈন্য কান্দে গজবাজী ॥
অনাবৃষ্টি হইতেছে বহে তপ্ত বাত।
অন্ধকার দশদিক সঘনে নির্ঘাত ॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি মহাকলরব।
বহু প্রাণীবধের লক্ষণ এই সব ॥

যত সৈন্য সকল থাকুক যুদ্ধসাজে।
সবে মেলি রক্ষা কর দুর্য্যোধন রাজে ॥
গাভী হেতু সঙ্কটেতে পড়িলাম সবে।
বহুকাল জীব আজি রক্ষা পাই তবে ॥
এত যদি ভীষ্মে চাহি বলেন বচন।
চিনিলা কি অঙ্গনায় গঙ্গার নন্দন ॥
লঙ্কার ঈশ্বর বনরিপু যার ধ্বজ।
নগ নামে যার নাম নগারি অগ্রজ ॥
অঙ্গনার বেশধারী দুষ্টনাশকারী।
গোধন লইবে আজি কুরুসৈন্য মারি ॥
সঙ্কেতে এতেক গুরু বলিলা বচন।
উত্তর করেন তবে শান্তনুনন্দন ॥
কি কারণে সঙ্কেত বলহ আর গুরু।
প্রকাশ করিয়া বল শুনুক সর্ব্বকুরু ॥
পূর্ব্বে ধর্ম্ম সভাতে যে করিল নির্ণয়।
গেল দিন সম্পূর্ণ হইল সে সময় ॥
সে ভয় ত্যজিয়া কহ শুনুক সর্ব্বজন।
শুনি দুর্য্যোধনে চাহি বলেন বচন ॥
বলিলে কর্ণেতে রাজা না শুন বচন।
তথাপি নির্লজ হ'য়ে কহি পুনঃ পুনঃ ॥
এই যে দেখিছ ক্লীব ছদ্মবেশধর।
নিশ্চয় অর্জ্জুন বটে হইল গোচর ॥
যথা যায় জয় নাহি করিয়া বাহুড়ে।
সুরাসুর যাহার নামেতে স্থান ছাড়ে ॥
মম শিষ্য বলি তুমি না করিহ মনে।
ইন্দ্র শিব আদি দেব দিলা অস্ত্রগণে ॥
বহু বিদ্যা পাইয়াছে অমর ভুবনে।
বহু ক্রোধে আসিতেছে লয় মম মনে ॥
এত শুনি বলিতে লাগিল কর্ণবীর।
সদা তুমি প্রসংসা করহ গাণ্ডীবীর ॥
দুর্য্যোধন ভার কোন অংশে যোগ্য নয়।
অনুক্ষণ গুণ কহ প্রাণে কত সয় ॥
যদি হয় পার্থ এই পাণ্ডুর কুমার।
তবেত মানস পূর্ণ হইল আমার ॥
দুর্য্যোধন বলে যদি ধনঞ্জয় এই।
কামনা হইল পূর্ণ আমি যাহা চাই ॥

যার হেতু চর মোর খুঁজিল সংসার।
হেনজনে পাইলে কি চাহি তবে আর॥
ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস আদি।
পূর্ণ না হইতে পার্থ দেখা দিল যদি॥
কহ গুরু কেমনে না যাবে তবে বন।
সবে জান যুধিষ্ঠির করিল যে পণ॥
অর্জ্জুন না হয় যদি অন্য জন হবে।
এখনি মারিব তারে যেন ক্ষুদ্র জীবে॥
কর্ণের বচন শুনি দ্রোণ বলে বাণী।
যত বড় যেই জন সব আমি জানি॥
অর্জ্জুন যেমন তাহা ত্রিলোকে বিখ্যাত।
খাণ্ডব দাহনে যেই জিনে সুরনাথ॥
অপ্রমেয় পরাক্রম যদুবলে জিনি।
হরিয়া আনিল বলরামের ভগিনী॥
বাহুযুদ্ধে পরাজয় কৈল পশুপতি।
একরথে বিজয় করিল বসুমতী॥
নিবাত-কবচগণে করে নিপাতন।
দশস্কন্ধ তেজ ধরে এক একজন॥
বহুকাল কালকেয় ইন্দ্রের বিবাদী।
তাহা মারি নিষ্কণ্টক করে জন্তুভেদী॥
চিত্রসেনে জিনি দুর্য্যোধনে রক্ষা কৈল।
সহজে কহিতে তোর অঙ্গে না সহিল॥
এখনি সাক্ষাতে আজি দেখিবে নয়নে।
কোন্ জন যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

উত্তরের সহিত অর্জ্জুনের শমীবৃক্ষ নিকটে গমন।

এতেক বিচার করে কুরুসৈন্যগণ।
শমীবৃক্ষতলে যান ইন্দ্রের নন্দন॥
উত্তরে বলেন তুমি যুদ্ধযোগ্য নহ।
এই দীর্ঘ শমীবৃক্ষ উপরে আরোহ॥
ধনুশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আছয়ে বৃক্ষোপরে।
দিব্য যুগ তূণ আছে পরিপূর্ণ শরে॥
বিচিত্র কবচ ছত্র শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষ হৈতে নামাইয়া আনহ সত্বর॥
পঞ্চ ধনুমধ্যে যেই ধনু মনোরম।
বল যার এক লক্ষ তালবৃক্ষ সম॥
শুনিয়া বিরাটপুত্র করিল উত্তর।
কিমতে চড়িব এই বৃক্ষের উপর॥
শুনিয়াছি এই বৃক্ষে শব বান্ধা আছে।
রাজপুত্র কেমনে চড়িব গিয়া গাছে॥
পার্থ কন শব নহে বৃক্ষ উপরেতে।
পাপকর্ম্ম জানি কেন কহিব করিতে॥
শব বলি যে থুইল কপট বচন।
শব নহে আছে ইথে ধনু অস্ত্রগণ॥
এত শুনি উত্তর উঠিল সেইক্ষণ।
ছাড়াইল যত ছিল বস্ত্র আচ্ছাদন॥
অর্দ্ধচন্দ্রপ্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত।
সর্পের মণির প্রায় জ্বলে শত শত॥
ব্যস্ত হ'য়ে উত্তর জিজ্ঞাসে ধনঞ্জয়।
ধনু অস্ত্র কোথা দেখি সব সর্পময়॥
দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম কম্পয়ে হৃদয়।
ছোঁবার থাকুক কার্য্য দেখি লাগে ভয়॥
পার্থ বলে সর্প নহে ধনু অস্ত্রগণ।
শুনিয়া উত্তর পুনঃ বলিছে বচন॥
অদ্ভুত বিচিত্র দেখি তরু তাল সম।
মণিরত্নে বিভূষিত ধনু মনোরম॥
মৃগচিহ্ন জ্বলে যার দুরাকর্ষ দেখি।
কোন্ মহাবীর হেন ধনু গেল রাখি॥
বিচিত্র দ্বিতীয় ধনু রিপুকুলধ্বংস।
কাহার বিচিত্র ধনু অগ্নি হেন জ্বলে॥
চতুর্থ অদ্ভুত ধনু দেখি যে কাহার।
চতুর্দ্দশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে শোভিত যাহার॥
কাহার এ ধনু পৃষ্ঠে হেমশিখী শোভা।
মণিরত্ন বিভূষিত শতচন্দ্র আভা॥
বিচিত্র শকুনিপত্র বিভূষিত শর।
পূর্ণ দেখি ছয় গোটা তূণ মনোহর॥
দ্বিতীয় ধনুক হেম বিদ্যুতে শোভয়।
ছয় হংসচিত্র ধর্ম্ম নৃপতি ধরায়॥
সত্তরি সহস্র বল ধনুক নির্ম্মাণ।
দ্রোণাচার্য্য গুরু পূর্ব্বে মোরে দিল দান।

সহস্রেক গোধা যেই ধনু অনুপম।
বৃকোদর-ধনু তার সুপার্শ্বক নাম॥
ব্যাঘ্র-বিভূষিত ধনু নকুল যে ধরে।
শৈঁষট্টী সহস্র বল ছিল শল্য করে॥
শিখিচিহ্ন ধনু সহদেব বীর ধরে।
চতুঃষষ্ঠি বল পূর্ব্বে দিল চক্রধরে॥
পুনঃ জিজ্ঞাসিল সত্য কহ বৃহন্নলা।
ধনু অস্ত্র রাখি সবে তাঁরা কোথা গেলা॥
হাসিয়া বলেন পার্থ আমি ধনঞ্জয়।
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয়॥
কহ সত্য তুমি যদি পাণ্ডুর তনয়।
দশ নাম ধরেন অর্জ্জুন মহাশয়॥
অর্জ্জুন বলেন নাম শুনহ আমার।
এই দশ নাম মম বিখ্যাত সংসার॥
অর্জ্জুন ফাল্গুনী সব্যসাচী ধনঞ্জয়।
কিরীটী বীভৎসু শ্বেতবাহন বিজয়॥
কৃষ্ণ জিষ্ণু বলিয়া আমার নাম জান।
স্থাপিত করিল যাহা অমর-প্রধান॥
উত্তর বলিল কহ করিয়া নির্ণয়।
কি হেতু কি নাম পাইলেন ধনঞ্জয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

অর্জ্জুনের দশ নামের কারণ এবং
গান্ধারীর সহিত কুন্তীর শিব-
পূজায় বিরোধ।

হস্তিনানগরে পূর্ব্বে ছিলাম যখন।
আমার জননী পূজা করে পঞ্চানন॥
স্বয়ম্ভু পাষাণলিঙ্গ নাম যোগেশ্বরে।
রাজপত্নী বিনা অন্যে পূজিবে না পারে॥
প্রভাতে উঠিয়া মাতা করি স্নানদান।
নানা উপহারে হরে পূজিবারে যান॥
এইরূপে শিবলিঙ্গ পূজেন জননী।
সেইরূপে সদা পূজে সুবল-নন্দিনী॥
দোঁহে শিব পূজে কেহ কারে নাহি জানে।
দৈবযোগে দোঁহার মিলন কতদিনে॥
গান্ধারী বলেন কুন্তী তুমি কেন হেথা।
ফল পুষ্প দেখি বুঝি পূজিতে দেবতা॥
মাতা বলে আমি সদা করি যে পূজন।
তুমি বল হেথায় আইলে কি কারণ॥
গান্ধারী বলেন রাঁড়ী এত গর্ব্ব তোর।
কিমতে পূজিস্ লিঙ্গ সংপূজিত মোর॥
রাজার গৃহিণী আমি রাজার জননী।
তুমি কোন্ ভরসায় পূজ শূলপাণি॥
মাতা বলিলেন তুমি কেন বল এত।
তুমি জ্যেষ্ঠা ভগিনী যে তেঁই বল কত॥
যেইদিন আমি আসিয়াছি কুরুকুলে।
সর্ব্বলোক জানে আমি পূজি ফলফুলে॥
গান্ধারী বলিল ছাড় পূর্ব্ব অহঙ্কার।
এখন তোমার শিবে কোন্ অধিকার॥
এইমত দ্বন্দ্ব হৈল দুই ভগিনীর।
লিঙ্গ হৈতে সদাশিব হইল বাহির॥
কহিলেন কেন দ্বন্দ্ব কর দুইজন।
দ্বন্দ্ব ত্যজি শুন দোঁহে আমার বচন॥
ইষ্ট আমি সবার, সবাই পূজা করে।
কার শক্তি আমারে যে অংশ করিবারে॥
অর্দ্ধ অঙ্গ হয় মম পর্ব্বত-কুমারী।
কোন্ জন অংশ মোরে করিতে না পারি॥
তোমা দোঁহা কুরুবধূ সমান সুমতি।
দোঁহার পূজায় মম হয় বড় প্রীতি॥
আপনার বলি বল আমি কারু নই।
কিন্তু রাজপত্নীর পূজিত আমি হই॥
দোঁহে রাজপত্নী তোমা দোঁহে রাজমাতা।
উভয়ে আমার পূজা কর সর্ব্বথা॥
একজন মাত্র যদি চাহ পূজিবারে।
তবে মম দৃঢ় বাক্যে কহি যে তোমারে॥
কনকের দল হবে মাণিক কেশর।
সহস্র চম্পক সে সুগন্ধি মনোহর॥
তাহাতে প্রভাতে যেই প্রথমে পুজিবে।
নিশ্চয় জানিবা শিব তাহার হইবে॥
এমত বিধানে যে করিবে অগ্রে পূজা।
তার পুত্র জানিহ এ রাজ্যে হবে রাজা॥

শুনিয়া শিবের বাক্য গান্ধারী উল্লাস।
মাতারে চাহিয়া বলে করি উপহাস॥
নিশ্চয় তোমার এবে হৈল মহেশ্বর।
পুত্রস্থানে চাম্পা মাগি আনহ সত্বর॥
এত বলি নিজ গৃহে করিল গমন।
ডাকাইয়া আনাইল শত পুত্রগণ॥
কহিল কুন্তীর সহ দ্বন্দ্ব যেমনেতে।
হেম চাঁপা দেহ শিবে পূজিব প্রভাতে॥
সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন ত্রিপুরারী।
যে পূজিবে তার পুত্র রাজ্য-অধিকারী॥
শুনি দুর্য্যোধন আজ্ঞা কৈল সেইক্ষণ।
আনাইল সহস্র সহস্রে কর্ম্মিগণ॥
মণিমুক্তা দিল চন্দ্র জিনিয়া কিরণ।
ভাণ্ডার হইতে দিল স্বর্ণ শত মন॥
আমার জননী শুনি হরের বচন।
দুঃখচিত্তে চলিলেন না চলে চরণ॥
হেম চাঁপা সহস্র চাহিল ত্রিলোচন।
গান্ধারীর আজ্ঞায় গড়িছে কর্ম্মিগণ॥
কি করিবে তোমা সবে কি হবে কহিলে।
এই হেতু দহে তনু দুঃখের অনলে॥
আমি কহিলাম মাতা এই কোন্ কথা।
যত পুষ্প চাহ আমি তত দিব মাতা॥
মাতা বলে কেন তুমি করহ ভণ্ডন।
তুমি কোথা হৈতে দিবে কোথা পাবে ধন॥
আমি কহিলাম মাতা ত্যজ চিন্তা মন।
কোন্ বড় কথা হেতু করিব ভণ্ডন॥
রন্ধন করহ মাতা অন্ন জল খাও।
আনি দিব পুষ্প আমি তুমি যত চাও॥
শুনিয়া হইল হৃষ্ট করিল রন্ধন।
সবাকারে অন্ন দিয়া করিল ভোজন॥
ধনুক লইয়া আমি গুণ চড়াইয়া।
সন্ধানি যুগল অস্ত্র উত্তর চাহিয়া॥
দ্রোণাচর্য্যে গুরুপদে নমস্কার করি।
মনোভেদী বায়ব্য যুগল অস্ত্র মারি॥
কাটিয়া কুবের পুরী পুষ্পের কারণ।
বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া করি বরিষণ॥

সুগন্ধি কনক পদ্ম চম্পক মিশ্রিত।
শিবের উপরে বৃষ্টি হৈল অপ্রমিত॥
জননীকে বলিলাম যাহ স্নান করি।
পুষ্প আনিলাম গিয়া পূজ ত্রিপুরারী॥
কৌতুকে জননী গিয়া মহেশে পূজিল।
তুষ্ট হ'য়ে সদানন্দ মায়ে বর দিল॥
তব পুত্রগণ হবে কুরুকুলে রাজা।
আজি হৈতে একা তুমি কর মম পূজা॥
আমারে সন্তুষ্ট হ'য়ে বলেন বচন।
ধনপতি জিনি তুমি করিলে পূজন॥
আজি হৈতে নাম তব হৈল ধনঞ্জয়।
ধনঞ্জয় নামের এ জানিহ আশয়॥
উত্তর কহিল কহ বীর চূড়ামণি।
কি করিল শুনি তবে সুবলনন্দিনী॥
অর্জ্জুন বলেন প্রাতে উঠিয়া গান্ধারী।
সহস্র কনক পুষ্প হেমপাত্রে করি॥
নানা পুষ্প চন্দন অনেক উপহার।
বহু নারীগণ সহ পূজিতে শঙ্কর॥
শিবের আলয় দেখে পুষ্পেতে পূর্ণিত।
যাইতে নাহিক পথ কে করে গণিত॥
দেখিয়া গান্ধারী দেবী বিষণ্ণবদন।
কুন্তীরে দেখিয়া বলে কহ বিবরণ॥
মাতা বলে এই পুষ্পে পূজিলাম আমি।
বর দিয়া স্বস্থানে গেলেন উমাস্বামী॥
শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে পুষ্পজল ফেলে।
গৃহে গিয়া নিজ পুত্রগণে মন্দ বলে॥
বিজয় বলিয়া নাম হইল আমারে।
বিজয় করি যে আমি যাই যেথাকারে॥
শ্বেত চারি তুরঙ্গ আমার রথ বহে।
তেঁই শ্বেতবাহন বলিয়া লোকে কহে॥
সূর্য্য অগ্নি সমান কিরীট মম মাথে।
কিরীট দিলেন নাম তাই সুরানাথে॥
বীভৎসু বলিয়া ডাকিলেন নারায়ণ।
দিলেন বীভৎসু নাম করি নিরূপণ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণকান্তি দেখি মম কায়।
কৃষ্ণ নাম রাখিলেন জনক আমায়॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য।

প্রণমহ দ্বিজ, পদ-সরসিজ,
সৃজন পালন নাশা।
সর্ব্বত্র সুখদ, মহিমা যে পদ,
বক্ষে অধোক্ষজ ভূষা ॥
যে পদ সলিল, সেই সাধু পিল,
তরিল দুঃখ পিপাসা।
অবনী অবধি, যতেক তীর্থাদি,
যে পদে সবার বাসা ॥
ভবার্ণব প্লব, যে পদ পল্লব,
লক্ষ্মীবশকারী ধূলি।
আয়ুর্যশপ্রদ, অজয় সম্পদ,
পাইতে যাহারে বলি ॥
বর্ণিতে কি শক্য, দুর্নিবার বাক্য,
পুণ্ডরীকাক্ষাদি জনে।
বজ্রে করে চূর, ভীমের অঙ্কুর,
তিনপুর ভয় মানে ॥
ভগাঙ্গ যে বাক্যে, হৈল সহস্রাক্ষে,
সকল ভক্ষ্য হুতাশ।
যে বাক্যে ভার্গবী, ত্যজি স্বর্গদেবী,
সিন্ধুজলে কৈল বাস ॥
অপ্রমিত তেজঃ, অজিতবংশজ,
ঈষিতে করিল ধ্বংস।
বিন্ধ্য হৈল ক্ষুদ্র, শুষিল সমুদ্র,
নহিল সগরবংশ ॥
ভগীরথ ভগে, ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগে,
দ্রোণীতে হইল দ্রোণ।
যাঁর কলানিধি, যে বাক্যে জলধি,
পাইল কুটুম্ব লোণ ॥

অর্জ্জুনের ক্লীবত্বের বিবরণ।

পার্থ বলিলেন শুন বিরাট-কুমার।
যেই হেতু যেই নাম শুনহ আমার ॥
দুই হাতে ধনু আমি ধরি যে সমান।
সমান প্রয়োগ অস্ত্র সমান সন্ধান ॥
তেঁই সব্যসাচী নাম লোকে হৈল খ্যাত।
ধনুর্গুণ ঘর্ষণে কঠিন দুই হাত ॥
সসাগরা ক্ষিতিতে নিবসে যত জন।
রূপেতে আমার সম না হয় তুলন ॥
সমান দেখিয়া সবে মম রূপ গুণ।
এ কারণে মম নাম থুইল অর্জ্জুন ॥
ফাল্গুনী বলিয়া তেঁই ঘোষয়ে সংসার।
ফাল্গুনী নক্ষত্র মধ্যে উৎপত্তি আমার ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে ইন্দ্র অধিপতি।
ইন্দ্র-ভুজাশ্রিত যত ইতিমধ্যে স্থিতি ॥
সবারে জিনিয়া ইন্দ্র বিষ্ণু নাম ধরে।
এবে ইন্দ্র সবে জয় করিনু সবারে ॥
সে কারণে মিলিয়া যতেক দেবগণ।
জিষ্ণু নাম আমার করিল নিরূপণ ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণবর্ণ দেখি মম কায়।
কৃষ্ণ নাম বলি তাত রাখিল আমায় ॥
প্রতিজ্ঞা আমার শুন বিরাট-নন্দন।
যুধিষ্ঠির রক্তপাত করে যেই জন ॥
সবংশে মারিয়া তারে করিব নিপাত।
পূর্ব্বাপর সত্য মম সর্ব্বলোকে জ্ঞাত ॥
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয়।
তুমি যদি সত্য হও বীর ধনঞ্জয় ॥
কোথা যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।
কোথা বৃকোদর বীর মহা বলবান ॥
সহদেব নকুল দ্রুপদ রাজসুতা।
সত্য কহ অর্জ্জুন কহিবে তার কথা ॥
হাসিয়া বলেন পার্থ শুনহ উত্তর।
কঙ্ক নামে সভাসদ ধর্ম্ম নরবর ॥
বল্লভ নামেতে যেই জন সূপকার।
সেই বৃকোদর বীর অগ্রজ আমার ॥
সৈরিন্ধ্রী রূপসী কৃষ্ণা শুন নৃপবাল।
গ্রন্থিক নকুল সহদেব তন্ত্রিপাল ॥
এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হৈয়া।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রমাণ করিয়া ॥

হে বীর কমলচক্ষে চাহ একবার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার ॥
যে যে কর্ম্ম তুমি করিয়াছ মহামতি।
তোমা বিনা করে হেন কাহার শকতি ॥
বড় ভাগ্য আমার পিতার কর্ম্মফলে।
শরণ লইনু আমি তব পদতলে ॥
কৃষ্ণের আশ্রিত যেন তোমা পঞ্চজন।
তেঁই আমি তব পদে নিলাম শরণ ॥
যদি অনুগ্রহ তুমি করিলে আমায়।
দাস হ'য়ে সদা আমি সেবিব তোমায় ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রীত হলাম তোমারে।
ধনু অস্ত্র ল'য়ে তুমি আইস সত্বরে ॥
কুরুগণ জিনিয়া গোধন তব দিব।
মহা আর্ত্ত আজি কুরু-সৈন্যেরে করিব ॥
কুরুসৈন্য সিন্ধুমাঝে শত্রুগণ ভুজে।
সকল দহিব আজি অস্ত্র-অগ্নিতেজে ॥
পাছে তুমি ভয় কর সংগ্রামের স্থলে।
আমার রক্ষণে তব ভয় নাহি তিলে ॥
উত্তর বলিল মম আর ভয় কারে।
ধনঞ্জয় মহাবীর রাখিবে যাহারে ॥
তব পরাক্রম আমি ভালমতে জানি।
নাহি মম ভয় যদি আসে শূলপাণি ॥
এ বড় অদ্ভুত কথা আসে মম মনে।
এরূপে কাল কাটাও কিসের কারণ ॥
নিরন্তর এই কথা মম মনে ছিল।
এ হেন শরীরে কেন ক্লীবত্ব পাইল ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন বিরাট-নন্দন।
অরণ্যেতে যখন ছিলাম পঞ্চজন ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞায় গেলাম হেমগিরি।
করিলাম শিবেরে সন্তোষে তপ করি ॥
তুষ্ট হ'য়ে মম বরদাতা ত্রিলোচন।
তাঁর অনুগ্রহে হৈল তুষ্ট দেবগণ ॥
অসুরেরা স্বর্গে বহু উপদ্রব করে।
তার ভয়ে ইন্দ্র স্বর্গে নিলেন আমারে ॥
মারিলাম দৈত্যগণ কালকেয় আদি।
নিবাতকবচ যত দেবগণ বাদী ॥

মম প্রীতি হেতু পিতা দেব পুরন্দর।
নৃত্য গীত করাইল অপ্সরী অপ্সর ॥
উর্ব্বশী নামেতে তাহে ছিল বিদ্যাধরী।
সে সবার শ্রেষ্ঠ হয় পরম সুন্দরী ॥
যত যত বিদ্যাধরী কৈল নৃত্য গীত।
চক্ষু মেলি নাহি চাহিলাম কদাচিত ॥
দেখিলাম উর্ব্বশীর নর্ত্তন নিমিষে।
সেই কারণে রাত্রিতে আসে মম পাশে ॥
অনেক কহিয়া শেষে মাগিল রমণ।
প্রত্যাখ্যান করিলে সে কহিল তখন ॥
সকল অপ্সর ত্যজি মোরে নিরখিলে।
সে কারণে আইলাম এত নিশাকালে ॥
না করিলে মন তোম পুরুষের কাজ।
ক্লীবত্ব পাইয়া থাক রমণীর মাঝ ॥
শুনিয়া বিমর্ষভাবে কহিলাম তায়।
না দেখিনু কামভাবে আমি যে তোমায় ॥
পূর্ব্ব পিতামহ যে পুরুষ পুরাতন।
জন্মাইল তোমার গর্ভেতে পুত্রগণ ॥
পূর্ব্ব হৈতে অনেক পুরুষ হৈয়া গেল।
তোমার যুবতী দশা ম্লান না হইল ॥
এই হেতু পুনঃ পুনঃ দেখেছি তোমারে।
কুলের জননী কৃপা করিবে আমারে ॥
কুন্তী মাদ্রী আমার যেমন শচীন্দ্রাণী।
ততোধিক তোমা আমি গরিষ্ঠিতে গণি ॥
আপনার বংশ বলি জানহ আমারে।
লজ্জা পেয়ে উর্ব্বশী কহিল আরবারে ॥
যজ্ঞব্রত-ফলে তব যত পিতৃগণে।
ইন্দ্রের ভুবনে আসি থাকে হৃষ্টমনে ॥
সবে মম সহ করে রতি ব্যবহার।
কেহ নাহি করে হেন তোমার বিচার ॥
কহিল আমার শাপ নহিবে লঙ্ঘন।
বৎসরেক ক্লীব হবে বিরাট-ভবন ॥
বৎসরেক রহিবে করিনু নিরূপণ।
শুনহ ক্লীবের হেতু বিরাট-নন্দন ॥
বৎসরেক ক্লীব হইলাম সেই দায়।
সদাকাল ক্লীব আমি পরের দ্বারায় ॥

উত্তর বলিল মোরে হৈলা কৃপাবান।
তুই মোরে নিজকর্ম্ম করিলে বাখান॥
আজ্ঞা কর কোন্ কর্ম্ম করিব এখন।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর বলিল বচন॥
সারথি হইয়া তুমি থাক মম রথে।
কৌতুক দেখহ কুরুসৈন্যের মধ্যেতে॥
উত্তর বলিল আমি তোমার প্রসাদে।
সকল ভুবন আজি দেখি তৃণপদে॥
বিষ্ণুর দারুক আর ইন্দ্রের সারথি।
তাদৃশ সারথি-কর্ম্মে আমার শকতি॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর॥

অর্জ্জুনের যুদ্ধে আগমন ও গোধন মোচন

যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত ইন্দ্রের নন্দন।
অর্জ্জয়ে বানরধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ॥
ক্রোশ এক অন্তরে করিয়া নিরীক্ষণ।
বৈরাটীর প্রতি তবে বলেন বচন॥
চারিভিতে দেখিতেছ বহু রথিগণ।
দুর্য্যোধনে নাহি দেখি কিসের কারণ॥
পশ্চাতে করিব যুদ্ধ রাজারে খুঁজিব।
অগ্রে চল তোমার গোধন ছাড়াইব॥
বাম ভিতে রাখ রথ যথা গাভীগণ।
শুনি রথ চালাইল বিরাট-নন্দন॥
দূরে থাকি ভীষ্ম কৃপে করিল প্রণতি।
দুই বাণ মারিলেন আচার্য্যের প্রতি॥
দুই শর পড়িল গুরুর পদতলে।
দুই অস্ত্র পরশিল দুই কর্ণমূলে॥
সারথি কহিল দেব কর অবধান।
প্রহারি জনেরে কেন এতেক সম্মান॥
হাসিয়া কহিল গুরু প্রহারি এ নয়।
অশ্বত্থামাধিক মম পুত্র ধনঞ্জয়॥
এই যে যুগল অস্ত্র চরণে পড়িল।
চরণে ধরিয়া মোরে প্রণাম করিল॥
দুই বাণ পরশিল দুই কর্ণে আর।
এক কর্ণে কহিল সকল সমাচার॥
আর কর্ণে কহিল আইলাম আমি।
ত্রয়োদশ বৎসর সময় অনুক্রমি॥
যথোচিত ভাগ দিতে কহ দুর্য্যোধনে।
যুদ্ধ নাহি ভালে ভালে যাও এইক্ষণে॥
ইহার উত্তর আমি করিব বিধান।
এত বলি প্রহারিলা দ্রোণ দুই বাণ॥
এক বাণ শিরে চুম্বি ধরণী পড়িল।
আর বাণ কর্ণমূলে প্রত্যুত্তর দিল॥
উত্তর কহিল কহ পাণ্ডব প্রধান।
কে তোমারে প্রহারিল এই দুই বাণ॥
ভাগ্যে কর্ণমূলে বাণ না কৈল ঘাতন।
মম চিত্তে মারিলেক বলহীন জন॥
পার্থ বলিলেন দ্রোণ গুরু সুবিদিত।
সদাকাল তাঁহার আমায় বড় প্রীত॥
শিরেতে চুম্বন করি পড়িল যে বাণ।
বহুদিন সমাগমে করিল কল্যাণ॥
আর বাণ কর্ণেতে করিল প্রত্যুত্তর।
শঙ্কা নাহি যত সাধ্য করহ সমর॥
এত বলি পার্থের হইল মনস্তাপ।
কোথায় আছয়ে দুষ্ট কুরুকুল পাপ॥
আজি তারে দিব আমি সমুচিত দণ্ড।
কেবল রাখিব প্রাণ করি লণ্ডভণ্ড॥
কাটিয়া মুকুট স্বর্ণছত্র নবদণ্ড।
রথ গজ কাটিয়া করিব খণ্ড খণ্ড॥
এই যে সমূহ সেনা দেখহ উত্তর।
শীঘ্র রথ লহ মম তাহার ভিতর॥
দুর্য্যোধন লুকাইয়া আছে রথীমাঝ।
সেই সে আমার শত্রু অন্যে নাহি কাজ॥
অস্ত্র মারি আকুল করিব সেনাগণ।
তবে দুর্য্যোধনের পাইব দরশন॥
অহঙ্কারী মানী মূঢ় পাপিষ্ঠ দুরাচার।
আজি আমি গর্ব্বচূর্ণ করিব তাহার॥
এতেক বলিয়া বীর তাতে প্রবেশিয়া।
দুর্য্যোধনে নাহি পায় অনেক খুঁজিয়া॥
সৈন্য মধ্যে না পাইয়া রাজা দুর্য্যোধনে।
সিংহ যেন দুঃখচিত্ত নিরামিষ বনে॥

উত্তরে বলেন এই দেখ বামভাগে।
লুকাইয়া কুরুপতি আছে এই দিকে ॥
চালাও সত্বর রথ যথা দুর্য্যোধন।
আজ্ঞামাত্র চালাইল বিরাট-নন্দন ॥
ইন্দ্রদত্ত কিরীট মস্তকে অতি শোভা।
ইন্দ্রদত্ত কুণ্ডল কর্ণেতে সূর্য্য-আভা ॥
অগ্নিদত্ত গাণ্ডীব ধনুক বাম হাতে।
অক্ষয় যুগল তূণ শোভে দুই ভিতে ॥
শঙ্খ সিংহনাদ করে কণ্ঠে মণিহার।
কাঁকালে বন্ধন খড়্গ ছুরি তীক্ষ্ণধার ॥
রথের নির্ঘোষে গর্জ্জে বীর হনুমান।
আইল ইন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রের সমান ॥
দৃষ্টিমাত্রে সবে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল।
আছুক যুদ্ধের কায দেখি পলাইল ॥
অর্জ্জুনেরে কহিলেন গঙ্গার তনয়।
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বীর ধনঞ্জয় ॥
ধর্ম্মজ্ঞ বান্ধবপ্রিয় বলে মহাবল।
পাশাকাল দুঃখ স্মরি দিতে এল ফল।
অন্য হেতু নহে এই দুর্য্যোধনে খুঁজে।
সিংহ যেন মৃগী খুঁজি ফিরে বনমাঝে ॥
আমা হৈতে অন্তরে মিলিলে দুর্য্যোধন।
এখনি লইয়া যাবে করিয়া বন্ধন ॥
এত চিন্তি দুর্য্যোধনে রক্ষার কারণ।
শীঘ্রগতি ধাইয়া আইল রথিগণ ॥
দুর্য্যোধনে বেড়িয়া রহিল চারিপাশে।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর প্রকাশিয়া হাসে ॥
হাসিয়া বলেন শুন বিরাট-নন্দন।
প্রাণভয়ে লুকাইয়া আছে দুর্য্যোধন ॥
চল অগ্রে তোমার গোধন ছাড়াইব।
পাছে কুরুকুল ক্লীবে খুঁজিয়া মারিব ॥
রথ চালাইয়া দিল বিরাট-নন্দন।
যথায় বেড়িয়া সৈন্য আছয়ে গোধন ॥
এইস্থানে উত্তর ক্ষণেক রাখ রথ।
সৈন্য ভাঙ্গি গোধনে করিয়া দিই পথ ॥
এত বলি করিলেন পার্থ শরজাল।
বিচিত্র বরুণ অস্ত্র যেন কালব্যাল ॥
মুষলের ধারে যেন বর্ষে জলধর।
চক্ষুর নিমিষে আচ্ছাদিল দিনকর ॥
নাহি দেখি অষ্টদিক পৃথিবী আকাশ।
সূর্য্যপথ রুদ্ধ হয় না বহে বাতাস ॥
অস্ত্র-অগ্নি জ্বলে যেন খদ্যোত আকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর ॥
নাহি দেখি কোন দিকে পলাইতে পথ।
অপ্রমিত কুরুসৈন্য ভয়েতে আবৃত ॥
চমৎকার হৈয়া ডাকি বলে সর্ব্ব সৈন্য।
ধন্য মহাবীর তব গর্ভবতী ধন্য ॥
এতাদৃশ কর্ম্ম নাহি করে ত্রিভুবনে।
তোমা বিনা এ কর্ম্ম করিবে কোন্ জনে।
শুনি তবে পার্থ বীর পূরি দেবদত্ত।
যাহার শ্রবণে হয় রিপু হীনসত্ব ॥
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন আকর্ণ পূরিয়া।
রথের শ্বেতাশ্ব চারি উঠিল গর্জ্জিয়া ॥
ধ্বজে হনুমান করে ভয়ঙ্কর নাদ।
চারি শব্দে তিন লোকে গণিল প্রমাদ।
শূন্যেতে বিমান স্থায়ী যত জন ছিল।
ঘোর শব্দে মূর্চ্ছা সবে হইয়া পড়িল ॥
অজ্ঞান হইয়া পড়ে যত কুরুদল।
সৈন্যেতে বেড়িয়াছিল গোধন সকল ॥
মহাশব্দে ধেনুগণ হইয়া অস্থির।
ভাঙ্গি সৈন্যদল বেগে হইল বাহির ॥
প্রলয় সমুদ্র কি রাখিতে পারে কূলে।
বালিবান্ধে কি করিবে নদীস্রোত জলে ॥
ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করিয়া ধাইল গাভী সব।
দক্ষিণে বাহির হৈল করি হাম্বারব ॥
চরণ শৃঙ্গেতে মর্দ্দি বহু সৈন্যগণ।
বাহির হইল সব মৎস্যের গোধন ॥
গোপগণ প্রতি বলে বীর ধনঞ্জয়।
লয়ে যাও গরু পূর্ব্বে আছিল যথায় ॥
উত্তরে হাসিয়া তবে বলেন কিরীটি।
গাভী মুক্ত করি তব দিলাম বৈরাটি ॥
চিত্তে পাছে কর জিনিলাম সব কুরু।
গৃহেতে লইয়া যাও আপনার গরু ॥

ভুবনবিজয়ী এই কৌরবের সেনা।
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম এক এক জনা॥
শরানলে দহিতে পারয়ে ভূমণ্ডল।
নাহি জিনি গোধন জীয়ন্তে এ সকল॥
দূরেতে আছয়ে তেঁই অস্ত্র নাহি মারে।
দ্রুত রথ লহ মম সৈন্যের ভিতরে॥
আজ্ঞা পেয়ে বেগে রথ চালায় উত্তর।
বহু সৈন্য জিনি গেল সৈন্যের ভিতর॥
যথায় নৃপতি কুরুরাজ দুর্য্যোধন।
তথায় লইল রথ বিরাট-নন্দন॥
দেখিয়া ধাইল সব কুরু-সেনাপতি।
নৃপতি রক্ষার হেতু অতি শীঘ্রগতি॥
সহস্রেক শ্রেষ্ঠ রথী যুদ্ধে দিল মন
ধাইয়া আইল বেগে সূর্য্যের নন্দন॥
সহস্রেক রথী ল'য়ে কুরুবংশপতি।
দুর্য্যোধনে রক্ষা হেতু ভীষ্ম মহামতি॥
এক ভিতে নৃপতির ভাই ঊনশত।
আগুলিল পথ আসি সহস্রেক রথ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি মহারথী।
একভিতে রক্ষার্থ রহিল কুরুপতি॥
সহস্র সহস্র মত্ত গজ আগে করি।
পশ্চাৎ রহিল পাছু নানা অস্ত্র ধরি॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক টঙ্কার।
চতুর্দ্দিকে পূরিল করিয়া মার মার॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু-নর॥

উত্তরের নিকট অর্জ্জুনের পরিচয়।

উত্তর বলিল দেব কহিবে আমারে।
কোন্ কোন্ যোদ্ধা এই আইল সমরে॥
পার্থ বলিলেন দেখ বিরাট-কুমার।
সুবর্ণের বেদী শোভে রথধ্বজে যাঁর॥
রক্তবর্ণ চারি অশ্ব বহে রথখান।
দ্রোণগুরু কুরুকুলে আচার্য্য-প্রধান॥
মম সম শত্রু হৈলে দৃষ্টে করে ভেদ।
অনুপম সমরে দ্বিতীয় ধনুর্ব্বেদ॥
ভরদ্বাজ মহামুনি ঘৃতাচী দেখিয়া।
গঙ্গাজলে বীর্য্য তাঁর পড়িল খসিয়া॥
দ্রোণী মধ্যে যতনে রাখিল তপোধন।
দ্রোণীতে জন্মিল তেঁই নাম হৈল দ্রোণ॥
পরশুরামের যত দিব্য বিদ্যা ছিল।
অস্ত্র ধনু সহ বিদ্যা ইঁহারে সে দিল॥
তাঁহার দক্ষিণে দেখ তাঁহার অনুজ।
সিংহের লাঙ্গুল শোভে যাঁর রথধ্বজ॥
কৃপীগর্ভে জন্ম হৈল কৃপের ভাগিনা।
মৃত্যুপতি ভয় করে অন্য কোন জনা॥
কাঞ্চনের দণ্ড ধরে কৃপ মহামতি।
শরদ্বান ঋষিপুত্র গৌতমের নাতি॥
শরবনে ভ্রাতৃ ভগ্নী দোঁহে জন্মেছিল।
আমার প্রপিতামহ শান্তনু পুষিল॥
কৃপ কৃপী নাম দিল শরদ্বান তাত।
আমার বংশেতে গুরু আচার্য্য বিখ্যাত॥
এই যে দেখহ উচ্চতর রথধ্বজ।
বিচিত্র কলসধ্বজ শোভে রত্ন গজ॥
সেই রথে বৈকর্ত্তন কর্ণ যার নাম।
সুরাসুর বিদিত বিক্রমে অনুপম॥
জামদগ্ন্য রামের এ শিষ্য প্রিয়তর।
আমার সহিত সদা বাঞ্ছয়ে সমর॥
আজি তার আনন্দ করিব আমি পূর্ণ।
মম সহ যুদ্ধে আজি গর্ব্ব হবে চূর্ণ॥
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ধবল ছত্রগণ।
হের দেখ মহামানী রাজা দুর্য্যোধন॥
বৈদূর্য্য মুকুতা মণি ধ্বজ মনোহর।
যেই রথধ্বজে চিত্র ধবল কুঞ্জর॥
তাহার রক্ষার্থে তার নিকটে দেখহ।
ভারত-বংশের শ্রেষ্ঠ মম পিতামহ॥
পঞ্চগোটা কনকের তাল যার ধ্বজে।
মহাযোদ্ধা [illegible] লোকে পূজে॥
শান্তনুর পুত্র জন্মে গঙ্গার উদরে।
সত্যবতী কন্যা আনি দিলেক বাপেরে॥
রাজ্য দারা ত্যাগ কৈল বাপের কারণ।
তুষ্ট হ'য়ে তাত বর দিল সেইক্ষণ॥

ইচ্ছামৃত্যু হ'ক তব সংসার ভিতরে।
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হৈলে মরে ॥
ভীষ্ম বলে নাম তাঁর ঘোষে ভূমণ্ডলে।
ক্ষত্র-কুলান্তক রামে জিনিলেক বলে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের সংগ্রাম ও কর্ণের পলায়ন।

হাসি তবে উত্তরেরে কহে মহামতি।
কর্ণের সম্মুখে রথ লও শীঘ্রগতি ॥
কর্ণের সম্মুখে ছিল যত রথিগণ।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
দেখিয়া হাসিয়া বীর কুন্তীর নন্দন।
দিব্য অস্ত্র গাণ্ডীবে যোড়েন তখন ॥
না হ'তে নিমেষ পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস।
শরজালে অন্ধকার করে দিক্পাশ ॥
একেশ্বর ধনঞ্জয় কুরুসৈন্য দলি।
মহাবাতাঘাতে যেন পাড়িল কদলী ॥
মারিয়া সকল সৈন্য পার্থ ধনুর্দ্ধর।
চালাইয়া দেন রথ কর্ণের উপর ॥
কর্ণের অনুজ ছিল বিকর্ণ নামেতে।
আগুলিল পার্থ আসি ধনুঃশর হাতে ॥
হাসেন অর্জ্জুন বীর দেখিয়া বিকর্ণ।
ভুজঙ্গে পাইল যেন বুভুক্ষু সুপর্ণ
দুই বাণে ধ্বজ ধনু কাটিয়া তাহার।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটিলেন মুণ্ড তার ॥
বিকর্ণ পড়িল দেখি কর্ণে হৈল ক্রোধ।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ যায় মহাযোধ ॥
দোঁহে দেখি দোঁহাকার হইল হরষ।
কর্ণে চাহি ধনঞ্জয় বলেন কর্কশ ॥
রাধাসুত ত্যজ গর্ব্ব ত্যজ সিংহনাদ।
আজি তোর ঘুচাইব সংগ্রামের সাধ ॥
হাসিয়া বলেন কর্ণ দৈব বলবান।
যারে খুঁজি সেই জন এল বিদ্যমান ॥
এতবলি কর্ণ বীর পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে প্রহারিল দশবাণ ॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র মারে যেবা যত জানে।
বরিষা কালেতে যেন বর্ষে মেঘগণে ॥
ক্রোধে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান
কাটিয়া কর্ণের ধ্বজ করে খান খান ॥
চারি অশ্ব কাটে তবে কাটে ধনুর্গুণ।
সারথির মাথা তবে কাটেন অর্জ্জুন ॥
শীঘ্রতর আর রথ যোগায় সারথি।
আর ধনুকেতে গুণ দিয়া শীঘ্রগতি ॥
লজ্জিত হইয়া কর্ণ সর্পবাণ এড়ে।
সহস্র সহস্র সর্প পার্থে গিয়া বেড়ে ॥
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের-নন্দন।
ধরিয়া সকল ফণী করিল ভক্ষণ ॥
এইমত দুই বীরে করিল সংগ্রাম।
চক্ষু পালটিতে দোঁহে না করে বিশ্রাম
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত কেহ নহে উন।
দৈববলে বলাধিক হইল অর্জ্জুন ॥
ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র পূরিল সন্ধান।
একবারে ছাড়িলেন অষ্টগোটা বাণ ॥
দুই দুই ভুজে বক্ষে যুগল ললাটে।
বর্ম্ম ভেদী চর্ম্ম ছেদী অঙ্গে অস্ত্র ফুটে।
ফুটিয়া কর্ণের অঙ্গে বহিল শোণিত।
রথেতে পড়িল কর্ণ হইয়া মূর্চ্ছিত ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া পার্থ সংবরেণ বাণ।
রথ ল'য়ে সারথি যে কৈল পলায়ণ ॥
কর্ণ ভঙ্গ দেখি তবে যত রথী কুরু।
বেড়িল অর্জ্জুনে আসি হ'য়ে শতপুর।
অনন্ত ফণীন্দ্র যথা মথে সিন্ধুজল।
একাকী অর্জ্জুন মথিলেন কুরুবল ॥
যে ছিল পলায় সবে লইয়া পরাণ।
অর্জ্জুনে দেখিয়া যেন শমন সমান ॥
দেখিয়া বিরাট পুত্র মানিল বিস্ময়।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে তবে পার্থ প্রতি কয় ॥
এ তিন ভুবনে এই অদ্ভুত কাহিনী।
চক্ষে কি দেখিব কভু কর্ণে নাহি শুনি।
পূর্ব্বে যে তোমার কর্ম্ম শুনিনু শ্রবণে।
সাক্ষাতে দেখিনু তাহা আপন নয়নে ॥

রুদ্র হ'য়ে হেনজন নহিবে ভূতলে।
তোমার সারথি হৈনু পূর্ব্ব ভাগ্যবলে॥

কৃপাচার্য্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও পলায়ন।

অর্জ্জুনে বলিল তবে বিরাট-নন্দনে।
বায়ুবেগে লও রথ কৃপের সদনে॥
কৃপের সম্মুখে রথ লইল বৈরাটি।
দেবদত্ত শঙ্খনাদ করিল কিরীটী॥
গজ যেন রোষে শুনি গজের গর্জ্জন।
কুপিল গৌতম শুনি শঙ্খের নিঃস্বন॥
অগ্র হ'য়ে আপনার শঙ্খ বাজইল।
দুই শঙ্খ নিনাদেতে ত্রিলোক কাঁপিল॥
দশ বাণ প্রহরিলা অর্জ্জুন উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দশবাণ কাটিয়া করেন কুড়িখান।
তবে দিব্য অস্ত্র পার্থ করিল সন্ধান॥
জমদগ্নি সম অস্ত্র দেখি লাগে ভয়।
বাণাঘাতে আচার্য্যের কম্পিত হৃদয়॥
বিচলিত আসন দেখিয়া কৃপ ব্যস্ত।
গৌরব করিয়া পার্থ না মারেন অস্ত্র॥
ক্ষণেক পাইয়া ধৈর্য্য নিল ধনুর্ব্বাণ।
অর্জ্জুন উপরে বাণ করিল সন্ধান॥
না মারিতে অস্ত্র পার্থ এড়িলেন বাণ।
কাটিলেন কৃপের ধনুক দুইখান॥
আর অস্ত্রে কাটিলেন অঙ্গের কবচ।
অঙ্গ হৈতে খসে যেন জীর্ণ সর্প ত্বচ॥
পুনঃ আর ধনু কৃপ লইলেন হাতে।
সেইক্ষণে দিলা গুণ চক্ষু পালটিতে॥
গুণ দিয়া বাণ বীর করিল সন্ধান।
সেই ধনু কাটিয়া করিল দুইখান॥
পুনঃ কৃপ দিব্য ধনু লইলেন হাতে।
সে ধনু কাটেন পার্থ গুণ নাহি দিতে॥
দেখিয়া গৌতম যেন অগ্নি হেন জ্বলে।
কাটা ধনু ফেলাইয়া দিল ভূমিতলে॥
শক্তি এক তুলি নিলা ভীষণ দর্শন।
নানারত্নে ভূষা যেন দীপ্ত হুতাশন॥
ছাড়িলেক শক্তি আসে হ'য়ে শব্দবান।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন দুইখান॥
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করিয়া ধনঞ্জয়।
কাটিলেন কৃপের রথের চারি হয়॥
ছয় বাণে কাটিয়া ফেলেন শর তূণ।
সারথির মাথা কাটি ফেলেন অর্জ্জুন॥
চাহিয়া দেখিল কৃপ কিছু নাহি পাশে।
হাতে গদা লইয়া আইল ক্রোধাবশে॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করেন সন্ধান।
হাতের গদাতে মারিলেন দশ বাণ॥
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন গদা কাটি।
সর্ব্ব গদা কাটিল রহিল বজ্রমুঠি॥
নিরস্ত্র বিবস্ত্র কৃপ সর্ব্বাঙ্গ বিকল।
পরিধান ধুতি আর উত্তরি কেবল॥
করযোড়ে বলিলেন কুন্তীর নন্দন।
এ বেশে আচার্য্য কোথা করিছ গমন॥
অম্বরে অমরবৃন্দ দেখিল কৌতুক।
লাজে শরদ্বান-পুত্র হৈল অধোমুখ॥
চতুর্দ্দিক হইতে আইল যোদ্ধাগণ।
রথে চড়াইয়া কৃপে করিল গমন॥
কৃপাচার্য্য ভঙ্গ যদি হইল সমরে।
অর্জ্জুন বলেন তবে বিরাট-কুমারে॥
রক্তবর্ণ চারি ঘোড়া যোড়া যেই রথে।
দ্রুত রথ লহ মোর তাহার অগ্রেতে॥
শুনিয়া বিরাটপুত্র বায়ুমত বেগে।
চালাইয়া দিল রথ দ্রোণাচার্য্য আগে॥
নিকটে দেখিয়া দ্রোণ অর্জ্জুনের রথ।
আগু বাড়ি আপনি হইল কত পথ॥
গুরু দেখি পার্থ অস্ত্র যুড়েন যুগল।
দুই অস্ত্র পড়িল যুগল পদতল॥
আচার্য্য যুগল অস্ত্র এড়িল তখন।
দুই ভুজে ধরি পার্থে কৈল আলিঙ্গন॥
কর যুড়ি আচার্য্যে বলেন ধনঞ্জয়।
যুদ্ধসজ্জা কি হেতু বলহ মহাশয়॥
কাহার সহিত যুদ্ধ করিবা আপনে।
আমারে মারিবা অস্ত্র হেন লয় মনে॥

অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার পালিত।
কোন দোষে তব পায় নহি যে দূষিত ॥
পাশাকালে কথা তুমি জানহ আপনে।
কপটে যতেক দুঃখ দিল দুষ্টগণে ॥
দ্বাদশ বৎসর বনে বঞ্চিলাম ক্লেশে।
বৎসরেক অজ্ঞাত বঞ্চিনু ক্লীববেশে ॥
এ কষ্টের হেতু যেই বৈরী দুষ্টগণ।
এতদিনে পাইলাম তার দরশন ॥
যথোচিত ফল আজি দিব আমি তারে।
দুঃখ নিবেদন এই করিনু তোমারে ॥
ইহাতে আপনি প্রভু না করিবা ক্রোধ।
তুমি ক্রোধ করিলে না করি উপরোধ ॥
আজ্ঞা কর এক ভিতে লহ নিজ রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটিব ছাড়িয়া দেহ পথ ॥
হাসিয়া বলিল দ্রোণ এ কোন উচিত।
কৌরবের সৈন্যগণ আমার রক্ষিত ॥
মম অগ্রে কৌরবেরে করিবা ঘাতন।
দাণ্ডাইয়া কিমতে করিব দরশন ॥
পার্থ বলে পাছে দোষ না দিও আমায়।
তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায় ॥
এত শুনি গুরু ক্রোধে হ'য়ে হুতাশন।
আকর্ণ পূরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ ॥
তিনশত অস্ত্র মারে অর্জ্জুন উপর।
কাটিয়া অর্জ্জুন বীর ফেলিলেন শর ॥
অন্ধকার করি সবে গগনমণ্ডলে।
শরতের কালে যেন হংসপুংক্তি চলে ॥
দিব্য অস্ত্রে ধনঞ্জয় পূরিল সন্ধান।
কাটিয়া ফেলেন যত আচার্য্যের বাণ ॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র গুরু মন্ত্রে অভিষেকি।
সম্বর সম্বর ব'লে অর্জ্জুনেরে ডাকি ॥
আকাশে উঠিল অস্ত্র যেন দিবাকর।
মুখ হৈতে বৃষ্টি সম মুষল মুদ্গার ॥
পরশু তোমর জাঠি নাহি লেখা জোখা।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি যেন জ্বলন্ত উলকা ॥
অস্ত্র এড়ি দ্রোণাচার্য্য ব্যথিত হৃদয়।
ডাকিয়া বলিল সম্বরহ ধনঞ্জয় ॥

দেখিয়া অর্জ্জুন বাণ এড়েন গন্ধর্ব্ব।
নিমিষেতে নিবারেণ গুরু অস্ত্র সর্ব্ব ॥
দোঁহে দিব্য শিক্ষা বাণ না করে বিশ্রাম।
গুরু শিষ্য বহুমতে হইল সংগ্রাম ॥
ক্রোধে গুরু পঞ্চবাণ মারে কপিধ্বজে।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে ॥
পুনঃ দিব্য সন্ধান পূরিল গুরু দ্রোণ।
গগন ছাইয়া কৈল অস্ত্র বরিষণ ॥
না দেখি বানরধ্বজ সারথি অর্জ্জুন।
মেঘে যেন আচ্ছাদিল না দেখি অরুণ ॥
দ্রোণের বিক্রমে উল্লাসিত দুর্য্যোধন।
নিমিষেতে অস্ত্র তার কাটেন অর্জ্জুন ॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করিয়া সন্ধান।
আচার্য্যেরে মারিলেক সহস্রেক বাণ ॥
সহস্র সহস্র বাণ আচার্য্য মারিল।
দুই অস্ত্রে গগনেতে মহাশব্দ হইল ॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ ছাইল আকাশ।
অন্ধকার হৈল সূর্য্য রুধিল বাতাস ॥
অস্ত্র অস্ত্র ঘর্ষণে হইল উল্কাবৃষ্টি।
অমর ভুজঙ্গ নর চাহে একদৃষ্টি ॥
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
সাধু দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজের নন্দন ॥
যাহার শিক্ষিত বিদ্যা অদ্ভুত দর্শন।
যার শিষ্য ধনঞ্জয় জয়ী ত্রিভুবন ॥
তবে পার্থ ইন্দ্র অস্ত্র যোড়েন গাণ্ডীবে।
সহস্র সহস্র বাণ যাহাতে প্রসবে ॥
মন্ত্রে অভিষেকি বাণ মারে সেইক্ষণ।
চক্ষুর নিমিষে সব ছাইল গগন ॥
যেন মহাদাবাগ্নিতে বেড়ল পর্ব্বত।
অস্ত্র অগ্নি আচ্ছাদিল নাহি দেখি পথ ॥
সাধু ধনঞ্জয় বলি ডাকে দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুম পুষ্প করে বরিষণ ॥
বাপের সঙ্কট দেখি অশ্বত্থামা বেগে।
জনকে করিয়া পাছে হৈল পার্থ আগে ॥
যেই বেগে হৈল আগে দ্রোণের তনয়।
ধ্বজ কাটি ফেলিলেন বীর ধনঞ্জয় ॥

অশ্বত্থামা আগে পড়ে কাটা রথ চূড়া ।
না করিতে সংগ্রাম হইল রথ মুড়া ॥
লজ্জিত হইয়া শেষে দ্রোণের নন্দন ।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন মুষলের ধারে ।
সেইমত অস্ত্রবৃষ্টি করে পার্থোপরে ॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান অস্ত্রে আচ্ছাদিল ।
ককুক্ অন্যের কার্য্য পবন রুধিল ॥
অশ্বত্থামা-অর্জ্জুনের যুদ্ধ অনুপম ।
যেন ইন্দ্র বৃত্রাসুর রাবণ-শ্রীরাম ॥
পূর্ব্বে যেন সংগ্রাম হইল সুরাসুর ।
দোঁহার ধনুক ঘোষে কম্পে তিনপুর ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি নাহি লেখা জোখা ।
অস্ত্র বিনা রণমধ্যে অন্যে নাহি দেখা ॥
চট চট শব্দে যেন কর্ণে লাগে তালি ।
দোঁহে অস্ত্র দোঁহে কাটে দোঁহে মহাবলী ॥
বিচিত্র চালায় রথ উত্তর সারথি ।
চক্রবৎ ভ্রমে যেন বায়ুসম গতি ॥
অর্জ্জুনের ছিদ্র দ্রৌণী ভাবিয়া অন্তরে ।
গাণ্ডীব ধনুক চাহে কাটিবার তরে ॥
অচ্ছেদ্য অভেদ্য ধনু দেবের নির্ম্মাণ ।
কে করিতে পারে তাহা মনুষ্য-পরাণ ॥
মহাক্রোধে অশ্বত্থামা হইয়া ক্রোধিত ।
সপ্ত চত্বারিংশ শর মারিল ত্বরিত ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন শরবৃষ্টি ।
প্রলয়ের কালে যেন সংহারিতে সৃষ্টি ॥
কভু দক্ষহস্তে বিন্ধে কভু বিন্ধে বামে ।
এইমত শরবৃষ্টি করিলেন ক্রমে ॥
অক্ষয় পার্থের তূণ পূর্ণ অস্ত্রময় ।
যত বিন্ধে তত হয় নাহি তার ক্ষয় ॥
সেইমত দ্রোণপুত্র অস্ত্রবৃষ্টি কৈল ।
অন্ধকার শরজালে পৃথিবী ঢাকিল ॥
সহস্র সহস্র অস্ত্র মারে পুনঃ পুনঃ ।
সেইক্ষণে দ্রৌণির হইল শূন্য তূণ ॥
ক্ষণমধ্যে অশ্বত্থামা নিরস্ত্র হইল ।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র ক্রোধেতে ধাইল ॥

বিজয় নামেতে ধনু ভৃগুপতি-দত্ত ।
আকর্ণ পূরিয়া এড়ে যেন গজমত্ত ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর ছাড়িল দ্রৌণীরে ।
সম্মুখে দেখিয়া কর্ণে কহিছেন তারে ॥
ক্রোধে কন ধনঞ্জয় চক্ষু রক্তবর্ণ ।
হে রাধেয় মূঢ়মতি সূতপুত্র কর্ণ ॥
অনুক্ষণ কহিস্ করিয়া অহঙ্কার ।
পৃথিবীতে বীর নাহি সমান আমার ॥
সে কথার পরীক্ষা হইল পূর্ব্বক্ষণে ।
সাক্ষাতে দেখিল যত কুরুবীরগণে ॥
সভামধ্যে বসি যত কৈলা অহঙ্কার ।
ক্ষত্র হ'য়ে প্রাণে তাহা সহিবে কাহার ॥
ধর্ম্মপথে বন্দী যে ছিলাম সেইকালে ।
সকল সহিনু কষ্ট যতেক করিলে ॥
লাজ নাহি কোন মুখে এলি রণস্থল ।
পুনঃ রণে এলি যদি দিব তার ফল ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কর্ণবীর ।
অবোধ নিলাজ মত নির্ভয়-শরীর ॥
দ্রোণস্থানে ইন্দ্রস্থানে যে অস্ত্র পাইলি ।
ল'য়ে পুনঃ কর যুদ্ধ এই তোরে বলি ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয় ।
লজ্জা যার থাকে সে কি হেন কথা কয় ॥
এইক্ষণে পূর্ণ নাহি হইতে প্রহর ।
বিদ্যমানে কাটিলাম তোর সহোদর ॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইলি লইয়া জীবন ।
কোন্ মুখে কহ পুনঃ এ দর্প বচন ॥
যাহা কহ, নহ শক্ত করিতে সে কাজ ।
সভামধ্যে কহিতে না বাস তুমি লাজ ॥
এত বলি অর্জ্জুন ধনুকে যুড়ি বাণ ।
কর্ণোপরি মারিলেন বজ্রের সমান ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল কর্ণ মহাবল ।
কূলেতে নিবৃত্ত যেন হয় সিন্ধুজল ॥
তবে দিব্য পঞ্চবাণ মারিল অর্জ্জুন ।
ফেলিলেন কর্ণের কাটিয়া ধনুর্গুণ ॥
আর গুণ চড়াইল সংগ্রামে নিপুণ ।
কাটিয়া সকল তবে ফেলিল অর্জ্জুন ॥

এড়িলেন শক্তি গোটা সূর্য্য সম জ্বলে।
মহাশব্দ করি আসে গগনমণ্ডলে ॥
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া পার্থ করি খণ্ড খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড ॥
কাটিলেন মত্ত হস্তিধ্বজ শোভাকর।
দেখিয়া কৌরব-সৈন্য করে হাহাকার ॥
কর্ণের সহায় ছিল যত রথিগণ।
অর্জ্জুনে বেড়িয়া করে বাণ বরিষণ ॥
কাটিয়া সকল বাণ পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে মারিলেন সহায় সকল ॥
দিব্য বাণ এড়িলেন পার্থ মহাচণ্ড।
কর্ণের কবচ করিলেন খণ্ড খণ্ড ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া অঙ্গনাথ।
চিন্তিয়া দেখিল আর অস্ত্র নাই সাথ ॥
বিশেষ অর্জ্জুন বাণে শরীর পীড়িল।
রণ ত্যজি কর্ণবীর পৃষ্ঠভঙ্গ দিল ॥
কর্ণ যদি ভঙ্গ দিল সংগ্রাম ভিতর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত কুরুবর ॥
ধায় দুর্ম্মুখ বিবিংশতি মহাবল।
চিত্রসেন বেগে ধায় শকুনি সৌবল ॥
শকুনি পলায়ে যায় অর্জ্জুনের আগে।
দেখিয়া অর্জ্জুন রথ চালাইল বেগে ॥
শকুনিরে আগুলিয়া চালাইল রথ।
কাঁপয় সৌবল পলাইতে নাহি পথ ॥
মুখেতে উড়িল ধূলা নাহি আর কথা।
অর্জ্জুনেরে দেখিয়া করিল হেঁটমাথা ॥
অর্জ্জুন বলেন কোথা পালাও মাতুল।
তুমি যে আমার কষ্ট করিবার মূল ॥
তোমারে মারিলে সব দুঃখ বিমোচন।
কপট পাশার যত তুমি সে কারণ ॥
তোমায় আমায় আজি খেলাইব পাশা।
নিঃশব্দ হইলে কেন নাহি কহ ভাষা ॥
ধনুক করিব পাশা অস্ত্রগণ অক্ষ।
মস্তক করিব সারি যত তোর পক্ষ ॥
তুমি সে কৌরবকুলে দুষ্ট-বুদ্ধিদাতা।
সব দ্বন্দ্ব ঘুচিবে কাটিলে তোর মাথা ॥
চিন্তিয়া শকুনি কহে করিয়া উপায়।
যতেক কহিলে তাত তোরে না যুয়ায় ॥
তোমার শকতি আমা না পার মারিতে।
আমার প্রতিজ্ঞা সহদেবের সহিতে ॥
অবধ্য তোমার শত্রু জানহ আপনে।
অঙ্গে ঘাত করিতে নারিবে কদাচনে ॥
আমার প্রতিজ্ঞা তুমি জান ভালমতে।
অস্ত্রাঘাতে পারি ক্ষিতি দাহন করিতে ॥
আমার সাক্ষাতে যুদ্ধ করে কোন্ জন।
প্রাণ ল'য়ে শীঘ্রগতি পলাও অর্জ্জুন ॥
এত বলি আকর্ণ পূরিয়া অস্ত্র মারে।
নানা অস্ত্রবৃষ্টি করে অর্জ্জুন উপরে ॥
শুনিয়া ত অর্জ্জুনের হইল স্মরণ।
প্রতিজ্ঞা করিল পূর্ব্বে মাদ্রীর নন্দন ॥
চিন্তিয়া অর্জ্জুন অস্ত্র মারে বেড়াপাক।
রথ ফিরে শকুনির কুমারের চাক ॥
ভ্রমাইয়া ল'য়ে গেল রজকের গৃহে।
খরপৃষ্ঠে চাপাইয়া বান্ধিলেক তাহে ॥
অদ্ভুত দেখয়ে দূরে কুরুবীরগণ।
চক্রাকার ভ্রমি বুলে সুবলনন্দন ॥
শকুনির বিপাক দেখিয়া লোক হাসে।
আর যত কুরুসৈন্য পলায় তরাসে ॥
ঊর্দ্ধশ্বাস হীনবাস ধায় সব বীর।
ভীষ্মের চরণে গিয়া রাখয়ে শরীর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

উত্তরে চাহিয়া বলিলেন ধনঞ্জয়।
এথা হৈতে রথ লহ বিরাট তনয় ॥
ভয়েতে আবৃত হ'য়ে সকলে পলায়।
ভয়ার্ত্ত জনেরে মারিবারে না যুয়ায় ॥
যথায় শান্তনুপুত্র ভীষ্ম পিতামহ।
শীঘ্র তাঁর অগ্রেতে আমার রথ লহ ॥
তাঁহার রক্ষিত হয় কৌরবের সেনা।
তাঁহারে জিনিলে সে জিনিব সর্ব্বজনা ॥

উত্তর বলিল মোর শক্তি নাহি আর।
কিমতে রথের অশ্ব চালাব তোমার॥
হের দেখ অঙ্গ মোর হইল বিবর্ণ।
অনুক্ষণ শব্দেতে বধির হৈল কর্ণ॥
কুম্ভকার চক্রপ্রায় ভ্রমে মোর মনে।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান না দেখি নয়নে॥
পুনঃ পুনঃ তোমার গর্জ্জন হুহুঙ্কার।
বিপরীত শব্দ তব ধনুক টঙ্কার॥
শরীরের রক্ত মোর হৈল জলবত।
দিক্‌গণ ভ্রমিছে যেন নাহি দেখি পথ॥
বিশেষ তোমার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী।
দেখিবারে থাক্ কভু কর্ণে নাহি শুনি॥
এখন আদান কর কখন সন্ধান।
লক্ষিতে না পারি তুমি কারে ছাড় বাণ॥
অনুক্ষণ দেখি ধনু মণ্ডল আকার।
শত হস্ত হয় চিত্তে লাগয়ে আমার॥
পূর্ব্বের সে রূপ তব নাহিক এখনে।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি ভয় পায় মনে॥
শীঘ্র কর মহাবীর ইহার উপায়।
কহিনু নিশ্চয় মোর প্রাণ বাহিরায়॥
পার্থ বলে কি কহিছ বিরাট-কুমার।
ক্ষত্রিয় লক্ষণ কিছু না দেখি তোমার॥
দুষ্ট শত্রুর মাঝে কহিলে এমত।
কি উপায় আছে এবে কে চালাবে রথ॥
স্থির হও ত্যজ ভয় ধর অশ্ব দড়ি।
চাপিয়া বৈসহ, ধর প্রবোধের বাড়ি॥
এখনি কেমনে চাহ ত্যজিবারে রণ।
ক্ষণেক থাকিয়া দেখ বিরাটনন্দন॥
ক্ষিতি মধ্যে বহাইব রক্তের কর্দ্দম।
বহাইব নদী সব দেখাইব যম॥
রুধির করিব নীর কুম্ভীর কুঞ্জর।
কচ্ছপ হইবে অশ্ব মীন হবে নর॥
হস্ত পদ সব হবে তৃণকাষ্ঠবৎ।
ফেনবৎ ভাসিয়া চলিবে সব রথ॥
কি যুদ্ধ দেখিয়া তাত শুষ্ক হৈল কায়।
রাজপুত্র তব হেন কর্ম্ম কি যুয়ায়॥
কালানল প্রায় এই দেখ ভীষ্মবীর।
কুরুসৈন্য মীন হেন সাগর গভীর॥
শীঘ্ররথ লহ মম তাহার ভিতরে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহারে॥
পূর্ব্বে আমি সুরপুরে এই ধনু ধরি।
নিষ্কণ্টক স্বর্গ করিলাম দৈত্য মারি॥
পুলোমাদি নিবাতকবচ কালকেয়।
সিন্ধুপুর হেমপুরবাসী অপ্রমেয়॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম সবে মহাবলা।
বাণে উড়াইনু যেন শিমূলের তুলা॥
সেইমত আজি আমি করিব সমর।
ক্ষত্র পরাক্রমে বৈস রথের উপর॥
এত বলি তার অঙ্গে হাত বুলাইয়া।
উত্তরে করেন শক্ত আশ্বাস করিয়া॥
পুনরপি উত্তর বসিল সিংহবৎ।
ধরিয়া ঘোড়ার দড়ি চালাইল রথ॥
বায়ুবেগে নিল রথ ভীষ্মের গোচর।
পার্থ দেখি আগু হৈল ভীষ্ম বীরবর॥
পিতামহ-পদ ধৌত বিচারিয়া মনে।
বরুণ যুগল অস্ত্র মারেন চরণে॥
দেখি দুই অস্ত্র ভীষ্ম মারেন তখন।
অর্জ্জুনের শিরে গিয়া করিল চুম্বন॥
ভীষ্ম-রথরক্ষক আছিল চারিজন।
দুঃসহ দুর্ম্মুখ বিবিংশতি দুঃশাসন॥
আগু হ'য়ে পার্থে আসি আগুলিল পথ।
জ্বলন্ত আগুনে যেন পতঙ্গের মত॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারে দুঃশাসন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
হাসিয়া মারেন পার্থ তারে পঞ্চশর।
বাণাঘাতে দুঃশাসন হইল ফাঁপর॥
বেগে পলাইয়া যায় নাহি চায় পাছে।
আর তিন বীর গিয়া বেড়িলেক পিছে॥
দুই বাণে দুর্ম্মুখে করেন অচেতন।
দেখি ভঙ্গ দিয়া যায় আর দুইজন॥
ভঙ্গ দিল চারি বীর দেখিয়া সংগ্রাম।
আগু হ'য়ে পার্থ ভীষ্মে করেন প্রণাম॥

পার্থ বলিলেন দেব ভদ্র আপনার।
কি হেতু এ মৎস্যদেশে গমন তোমার॥
বিরাটের গাভী নিতে আসিয়াছ প্রায়।
এমন কুকর্ম্ম কি তোমার শোভা পায়॥
পরগাভী লইলে যতেক হয় পাপ।
আপনি জানহ তুমি অঙ্গে ভুঞ্জে তাপ॥
তথাপিও লোভ নাহি পার সম্বরিতে।
সসৈন্যেতে আসিয়াছ পরগাভী নিতে॥
ভীষ্ম বলে নাহি আসি গাভীর কারণ।
তুমি আছ হেথায় কহিল দূতগণ॥
বহুদিন নাহি দেখি ব্যাকুলিত চিত্ত।
দুর্য্যোধন সহ আইলাম এ নিমিত্ত॥
ক্ষত্রিয় নিয়ম আছে বেদের বচন।
বাহুবলে শাসিবেক পর রাজ্যধন॥
আমার এ ধন রাজ্যে কোন্ প্রয়োজন।
যতেক করি যে তোমা সবার কারণ॥
পার্থ বলে পিতামহ তোমার প্রসাদে।
বঞ্চিলাম ত্রয়োদশ বর্ষ অপ্রমাদে॥
তোমার প্রসাদে আমা ভাই পঞ্চজনে।
বহু বহু কষ্টে রক্ষা পাইলাম বনে॥
তুমি যে গুরুর গুরু হও মহাগুরু।
কুরুবংশ-কর্ত্তা তুমি যেন কল্পতরু॥
পাশাকালে দুঃখ তুমি জানহ আপনে।
তাহার উচিত ফল দিব দুষ্টগণে॥
আজ্ঞা কর একভিতে লৈতে নিজ রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটিব ছাড়িয়া দেহ পথ॥
ভীষ্ম বলে আমার রক্ষিত দুর্য্যোধন।
আমা না জিনিলে কোথা পাবে দরশন।
অর্জ্জুন বলেন তবে বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুরাজ॥
এত শুনি কুপিত হইল কুরুবর।
অষ্ট বাণ প্রহারি... অর্জ্জুন উপর॥
অষ্টগোটা ভুজঙ্গ সদৃশ অষ্ট শর।
মহাশব্দে চলি যায় অর্জ্জুন উপর॥
দিব্য ভল্ল দিয়া কাটিলেন ধনঞ্জয়।
পুনঃ দিব্য অস্ত্র মারে গঙ্গার তনয়॥

মহাশব্দে আসে বাণ ভাস্কর সমান।
অর্দ্ধ পথে অর্জ্জুন করেন খান খান॥
দুই জনে যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর।
নানাবর্ণে এড়িলেন চোখ চোখ শর॥
দোঁহে দোঁহাকার বাণ করেন বারণ।
অনিমিষ দোঁহাকার নয়নে নয়ন॥
অনলে বারুণ মারে বায়ব্যে বারুণি।
আকাশে বায়ব্য মারে শীতেতে আগুনি॥
পন্নগে পন্নগগণ বায়ুতে পর্ব্বত।
পুনঃ পুনঃ দোঁহে বাণ করে এইমত॥
দোঁহাকার শরজালে ত্রৈলোক্য কম্পিত।
চট্ চট্ শব্দ সে হইল অপ্রমিত॥
দোঁহাকার বাণে দোঁহে ব্যথিত হৃদয়।
দোঁহাকার অঙ্গে ঘন শ্রমজল বয়॥
সাধু পার্থ সাধু ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
সাধু সাধু প্রশংসা করিছে দেবগণ॥
ইন্দ্র বাণ দিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
কাটিলেন ভীষ্মের হাতের শরাসন॥
আর ধনু ধরি ভীষ্ম বরিষয়ে বাণ।
সেই ধনু কাটিলেন করিয়া সন্ধান॥
দিব্য বাণে কাটিলেন কবচ তাঁহার।
তীক্ষ্ণ দশ বাণ দিয়া করেন প্রহার॥
বাণাঘাতে অচেতন গঙ্গার তনয়।
দেখিয়া বিস্ময় মানি কহে কুরুচয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও
কুরুসৈন্যের মোহ।

অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি।
ভীষ্ম ভঙ্গ দেখি ক্রোধে যায় কুরুপতি॥
গজেন্দ্র চড়িয়া যেন ইন্দ্র দেবরাজ।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি যায় ক্ষত্রিয়-সমাজ॥
ঊনশত সহোদর বেষ্টিত চৌপাশে।
সবে অস্ত্র শস্ত্র পার্থ উপরে বরিষে॥

সিয়া অর্জ্জুন বীর করিয়া সন্ধান।
র্য্যাধনে প্রহার করেন দশ বাণ॥
ক্রোধে কাটিয়া পাড়েন তার ধনু।
বচ কাটেন দুই ছয় বাণে তনু॥
হার করেন ভল্ল গজেন্দ্র মস্তকে।
ঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ শত মথে॥
থবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ।
ফ দিয়া ভূমিতে পড়িল দুর্য্যোধন॥
ছু থাকি ডাকেন অর্জ্জুন ইন্দ্রসুত।
কর্ম্ম করিস্ লোকে শুনিতে অদ্ভুত॥
ন্যের সহিত তোমা শত সহোদর।
থিবীর উপরে বলাহ দণ্ডধর॥
ধিষ্ঠির রাজার দাসত্বকারী আমি।
রে দেখি পলাইলি হ'য়ে ক্ষিতিস্বামী॥
সৈন্যে পলায়ে যাস শৃগালের প্রায়।
ই মুখে রাজ্যভোগ ইচ্ছ হস্তিনায়॥
তেক সহায় তোর গেল কোথাকারে।
রিলে এখন আমি কে রাখিতে পারে॥
ত্রু নিজ বশ হ'লে কে ছাড়ে মারিতে।
দি মারি কোথা পথ পাবে পলাইতে॥
াড়িলাম যাহ ল'য়ে নির্লজ্জ জীবন।
র্থ নাম ধর তুমি মানী দুর্য্যোধন॥
লাইলা মম ভয়ে শৃগালের প্রায়।
ই মুখে গাভী লোভে আইলে হেথায়॥
লায়িত জনে আমি না মারি কখন।
মসেন হ'লে তোর লইত জীবন॥
র্জ্জুনের এতেক কর্কশ বাক্য শুনি।
কাবে নেউটিল দুর্য্যোধন মহামানী॥
ঙ্গুলে মারিলে যথা নেউটে ভুজঙ্গ।
ঙ্কুশ ঘর্ষণে যথা নেউটে মাতঙ্গ॥
উটল দুর্য্যোধন দেখি বীরগণ।
দিকে ধাইয়া আইল সর্ব্বজন॥
ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা শাল্ব কর্ণ।
শাসন মহাবল দুঃসহ বিকর্ণ॥
স্র সহস্র রথী বেড়িল অর্জ্জুনে।
দিকে নানা বাণ বর্ষে ক্ষণে ক্ষণে॥

জাঠি শূল মুষল মুদগর ভিন্দিপাল।
আকাশ ছাইয়া সবে করে শরজাল॥
হাসিয়া অর্জ্জুন এড়িলেন দিব্যবাণ।
সবাকার রথধ্বজ হৈল খান খান॥
গজেন্দ্রমণ্ডলে যেন বিহরে কেশরী।
দানবগণের মধ্যে যেন বজ্রধারী॥
সিন্ধুজল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর।
কুরুকুল মধ্যেতে অর্জ্জুন একেশ্বর॥
কখন দক্ষিণ হস্তে কভু বাম করে।
ভৈরব মুরতি দেখি সংগ্রাম ভিতরে॥
পড়িল অনেক সৈন্য হয় রথ গজ।
পৃথিবী অচ্ছাদি পড়ে ছত্র রথধ্বজ॥
তথাপিও কুরুগণ যুদ্ধ না ছাড়িল।
লক্ষপুর করি একা অর্জ্জুনে বেড়িল॥
অর্জ্জুনের মনে এই চিন্তা উপজিল।
জীয়ন্তে কৌরবগণ যুদ্ধ না ছাড়িল॥
পরকার্য্যে জ্ঞাতিবধ করিনু বহুত।
কিজানি কি কহিবেন শুনি ধর্ম্মসুত॥
ছাড়ি গেলে কৌরব কহিবে পলাইল।
উপায় কি করি ইহা বিষম হইল॥
তবে ইন্দ্রদত্ত বাণ হইল স্মরণ।
সম্মোহন নাম বাণ মোহে রিপুগণ॥
অভিষেক করিয়া মারেন সেই বাণ।
মোহ গেল কুরুগণ নাহি কার জ্ঞান॥
রথে রথি পড়িল অশ্বেতে আসোয়ার।
গজেন্দ্র মাহুত পড়ে নিদ্রিত আকার॥
সব সৈন্য মোহপ্রাপ্ত দেখিয়া অর্জ্জুন।
উত্তরার বাক্য মনে হইল স্মরণ॥
উত্তরে বলেন আসিবার কালে রণে।
তব ভগ্নী মাগিয়াছে পুতলী বসনে॥
আনহ সবার বস্ত্র মস্তক হইতে।
যার যার চিত্র বস্ত্র লয় তব চিতে॥
ভীষ্ম দ্রোণ দোঁহায় না দিবে অঙ্গে কর।
আর সবাকার বস্ত্র আনহ উত্তর॥
সবে মুগ্ধ হইয়াছে নাহি তব ভয়।
যথাসুখে আন গিয়া যাহা মনে লয়॥

পার্থের বচন শুনি উত্তর নামিল।
ভাল ভাল বস্ত্র বীর বাছিয়া লইল॥
দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন আদি করি।
মুকুট করিয়া দূরে কেশ মুক্ত করি॥
রথিগণে বসাইল গজের উপরে।
রথের উপরে বসাইল আসোয়ারে॥
এইমত উত্তর করিয়া বহুজন।
পুনরপি উঠে রথে লইয়া বসন॥
পার্থের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখি দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুমবৃষ্টি করে সেইক্ষণ॥
অপূর্ব্ব হইল শোভা ধরণীমণ্ডলে।
কানন বিচিত্র যে বসন্তের কালে॥
পড়িল অনেক সৈন্য লিখন না যায়।
জীয়ন্তে আছিল যেই সেই মৃতপ্রায়॥
ভয়ঙ্কর হৈল ভূমি দেখি লাগে ভয়।
রক্তমাংসাহারী ধায় আনন্দ হৃদয়॥
শৃগাল কুক্কুরগণ করে কোলাহল।
গৃধিনী শকুনি কাক ছাইল সকল॥
নাচয়ে কবন্ধগণ ধনুঃশর হাতে।
ভূত প্রেত যোগিনী পিশাচগণ সাথে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

———

দুর্য্যোধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুরুসৈন্যের নানা দুরবস্থা

সৈন্য হতে বাহির হৈলেন পার্থবীর।
মেঘ হ'তে মুক্ত যেন হইল মিহির॥
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গিয়ান যত সৈন্যগণ।
ভয়েতে কম্পিত সবে শ্বাস ঘনে ঘন॥
কেশ বাস মুক্ত সবে কম্পিত হৃদয়।
পার্থে দেখি কৃতাঞ্জলি করে সবিনয়॥
আজ্ঞা কর কি করিব কুন্তীর কুমার।
পিতৃ-পিতামোহ সবে সেবক তোমার॥
সেবক জনের বধ না হয় বিচার।
রক্ষা কর লইলাম শরণ তোমার॥
অর্জ্জুন কহেন তোরা না করিস্ ভয়।
যাও নিজ স্থানে সবে নিঃশঙ্ক-হৃদয়॥

যুদ্ধেতে নিবৃত্ত আমি বিনয় যে জন।
তাহার নাহিক ভয় আমার সদন॥
তবে কত দূরে থাকি দেখেন অর্জ্জুন।
চৈতন্য পাইল কতক্ষণে কুরুগণ॥
একজন মুখ আর জন নাহি চায়।
লজ্জায় যতেক বীর হৈল মৃতপ্রায়॥
কার শিরে নাহি পাগ কার নাহি বাস।
লাজে মুখ তুলি কেহ নাহি কহে ভাষ॥
দূরে থাকি অর্জ্জুন মারেন দশবাণ।
গুরু বৃদ্ধ পদব্রজে করিতে প্রণাম॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে মারেন কিরীটী।
দুর্য্যোধন রাজার মুকুট পাড়ে কাটি॥
ভয়েতে আচ্ছন্ন রাজা চারিদিকে চায়।
সবাকার মধ্যে গিয়া আপনি লুকায়॥
দ্রোণাচার্য্য কহেন না কর আর ভয়।
বড় ক্ষমাশীল হয় কুন্তীর তনয়॥
বিশেষ নৃপতি ধর্ম্ম দয়া তোরে করে।
তাঁর আজ্ঞা বিনা পার্থ মারিতে না পারে॥
সে কারণে ক্ষমিলেক করি অনুমান।
বৃকোদর থাকিলে যাইত সবা প্রাণ॥
চল চল এথা হৈতে বিলম্ব না সয়।
মনে লয় বৃকোদর আসিবে ত্বরায়॥
হেনকালে বলিতেছে শকুনি সারথি।
রথেতে মাতুল তব নাহি নরপতি॥
শুনি কহে দুর্য্যোধন বিষণ্ণবদন।
রথেতে মাতুল নাহি দেখি কি কারণ॥
কেহ বলে তারে ক্রোধ অনেক আছিল।
বান্ধিয়া অর্জ্জুন বুঝি সঙ্গে ল'য়ে গেল॥
কেহ বলে যুদ্ধে কিবা পড়িল শকুনি।
কেহ বলে আগু পলাইল হেন জানি॥
রাজা বলে খুঁজহ মাতুল কোথা গেল।
আজ্ঞামাত্র চতুর্দ্দিকে সবাই ধাইল॥
অনেক ভ্রমিয়া বুলে সবে চতুর্ভিত।
রজকের ঘরে দেখে শকুনি ব্যথিত॥
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বান্ধিয়াছে হাতে-পায়।
ডাক দিয়া কহে মোর প্রাণ বাহিরায়॥

শুক্ক করি শকুনিরে নিল সেইক্ষণ।
নৃপতিরে কহিলেন সর্ব্ব বিবরণ॥
শকুনির দুরবস্থা সভামধ্যে দেখি।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ ঠারে আঁখি॥
হেনকালে সুশর্ম্মা নৃপতি উপনীত।
আপনা হইতে দেখে রাজাকে দুঃখিত॥
কহিতে লাগিল তাঁরে করিয়া বিনয়।
চল শীঘ্র নৃপতি বিলম্ব করা নয়॥
বিরাট রাজারে আমি আনিনু বান্ধিয়া।
অনেক করিল যুদ্ধ গন্ধর্ব্ব আসিয়া॥
সর্ব্ব সৈন্য পলাইল গন্ধর্ব্বের ত্রাসে।
একেলা পাইয়া মোরে ধরিলেক কেশে॥
সে গন্ধর্ব্ব যদি রাজা এখানে আসিবে।
মুহূর্ত্তেকে সর্ব্ব সৈন্য নিপাত করিবে॥
কোথা দুর্য্যোধন আছে কর্ণ দুঃশাসন।
এই মাত্র শুনি রাজা তাহার বচন॥
গজ শুণ্ডে ধরিয়া তুলিয়া গজে মারে।
তুরঙ্গে তুরঙ্গ, রথ রথেতে প্রহারে॥
আর বিপরীত কর্ম্ম দেখি লাগে ভয়।
আসিতে পারয়ে হেথা হেন মনে লয়॥
বিদুর বলিল যত অন্য কিছু নয়।
কীচক মারিয়া কৈল গন্ধর্ব্ব-আশ্রয়॥
ভাল বলে সুশর্ম্মা সে কহে সত্য কথা।
তিল এক রহিতে না হয় যুক্তি হেথা॥
গন্ধর্ব্ব না হয় সেই বীর বৃকোদর।
ভীম হেথা এলে ভাল নহে নৃপবর॥
যে কর্ম্ম করিল রাজা বীর ধনঞ্জয়।
দয়া করি না মারিল সদয়-হৃদয়॥
ভীমসেন যদি সঙ্গে থাকিত তাহার।
আজিকার মধ্যে হইত সবার সংহার॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বড় কঠিন-হৃদয়।
পলাইয়া গেলে পাছু গোড়াইয়া যায়॥
শরণ লইলে সেইক্ষণে প্রাণ হরে।
চল চল শীঘ্র হেথা আসিতে সে পারে॥
এত বলি যে যাহার চড়িয়া বাহনে।
হস্তিনা নগরে সবে গেল দুঃখমনে॥

আকাশে অমরগণ অদ্ভুত দেখিয়া।
নিজ নিজ স্থানে গেল পার্থে বাখানিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের পূর্ব্ববেশ ধারণ।

তবে শমীবৃক্ষতলে গেলেন অর্জ্জুন।
পূর্ব্বমত বান্ধিয়া রাখেন ধনুর্গুণ॥
দুই করে শঙ্খ দিয়া শ্রবণে কুণ্ডল।
কিরীট রাখিয়া বেণী করেন কুন্তল॥
হনুমন্ত ধ্বজ গেল আকাশেতে চলি।
সারথি হইয়া পার্থ নিল কড়িয়ালী॥
উত্তরের চাহিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
তব সভামধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব আছয়॥
লোকে খ্যাত না করিবে এ সব বচন।
পিতার অগ্রেতে এই কহিবে কথন॥
বাহুবলে জিনিলাম সব কুরুগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সহ দুর্য্যোধন॥
পিতার সম্মান হবে লোকেতে পৌরুষ।
রাজ্যে যত লোক তব ঘুষিবেক যশ॥
উত্তর বলিল ইহা কিমত হইবে।
কহিলে কি লোক ইহা প্রত্যয় করিবে॥
যে কর্ম্ম করিলা তুমি আজিকার রণে।
তোমা বিনা করে হেন নাহিক ভুবনে॥
প্রকার করিয়া আমি কহিব পিতারে।
প্রকাশ পর্য্যন্ত কেহ না জানে তোমারে॥
তবে পার্থ কহিলেন যাব সন্ধ্যাকালে।
জয়বার্ত্তা দেহ এক পাঠায়ে গোপালে॥
জয়বার্ত্তা কহে গিয়া পুরের ভিতর।
তব হেতু আছে ম... চিন্তিত অন্তর॥
এত শুনি উত্তর পাঠায় দূতগণ।
দ্রুতগতি গোপাল চলিল সেইক্ষণ॥
মহাভারতের কথা কে বর্ণিতে পারে।
যেন ভেলা বান্ধি চাহে সিন্ধু তরিবারে॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
সাধুজন-চরণেতে বিনয় আমার॥

সাধুলোক গুণ-কথা সর্ব্বলোকে কয়।
গুণ বিনা অপগুণ সাধু নাহি লয় ॥
অতএব ভরসা আমার সাধুজনে।
মূর্খজন জানি ক্ষমা দিবে নিজ গুণে ॥
কাশীরাম দাস কহে সাধুজন-পায়।
পাইব পরম পদ যাহার সহায় ॥

———

বিরাট রাজার স্বগৃহে আগমন ও যুধিষ্ঠিরের সহিত পাশাক্রীড়া।

হেথায় বিরাট রাজা ত্রিগর্ত্তে জিনিয়া।
বাদ্য-কোলাহলে দেশে উত্তরিল গিয়া ॥
অন্তঃপুরে প্রবেশিল বিরাট নৃপতি।
অগ্রসরি নিল আসি যতেক যুবতী ॥
একে একে প্রণমিল যত কন্যাগণ।
উত্তরে না দেখি রাজা বলিছে বচন ॥
কি কারণে নাহি দেখি কুমার উত্তর।
রাণী বলে বার্ত্তা নাহি জান নরবর ॥
তুমি গেলে ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধেতে যখন।
উত্তরে কৌরব আসি বেড়িল গোধন ॥
গোপেরা আসিয়া কহিলেক সমাচার।
শুনি যুদ্ধে চলি গেল উত্তর কুমার ॥
দ্বিতীয় না ছিল রথী সারথি না ছিল।
বৃহন্নলা সারথি করিয়া পুত্র গেল ॥
এত শুনি নরপতি শিরে হানি হাত।
বিস্ময় মানিয়া চিত্ত মুখে দিয়া হাত ॥
কুরুসৈন্য মধ্যে যুদ্ধ করিবে একক।
বৃহন্নলা তাহাতে সারথি নপুংসক ॥
যত যোদ্ধাগণ সব ধাও দ্রুতগতি।
হয় হস্তী রথী মম যতেক সারথি ॥
এতক্ষণ জীয়ে কি না জীয়ে নাহি জানি।
দ্রুত বার্ত্তা মঙ্গল পাঠাবে যেন শুনি ॥
এতেক বচন রাজা বলে বারবার।
শুনিয়া উত্তর দিল ধর্ম্মের কুমার ॥
চিন্তা না করিও রাজা উত্তরের প্রাত।
মহাবুদ্ধি বৃহন্নলা আছয়ে সারথি ॥

ইন্দ্র আদি সখা যদি করিবে কৌরব।
বৃহন্নলা সারথির নাহি পরাভব ॥
এইরূপে রাজারে প্রবোধে ধর্ম্মসুত।
হেনকালে উপনীত উত্তরের দূত ॥
প্রণমিয়া রাজারে বলেন যোড়করে।
উত্তরকুমার রাজা পাঠাইল মোরে ॥
কুরুসৈন্য জিনিয়া গোধন ছাড়াইল।
রণে ভঙ্গ দিয়া কুরুগণ পলাইল ॥
আসিছে সারথি সহ উত্তর কুমার।
মোরে পাঠাইয়া দিল জয় সমাচার ॥
শুনিয়া আনন্দে তবে বিহ্বল নৃপতি।
কহিলেন ধর্ম্মপুত্র তবে তাঁর প্রতি ॥
বড় ভাগ্য নৃপ শুভ বৃত্তান্ত শুনিলা।
তব পুত্র কুরুসৈন্য জিনিয়া আইলা ॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি বৃহন্নলা আছে যথা।
কৌরবে জিনিবে এই কোন্ চিত্র কথা ॥
তবে রাজা আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণ প্রতি।
দূতগণে প্রসাদ করহ শীঘ্রগতি ॥
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর।
কুরুসৈন্য যুদ্ধেতে জিনিল একেশ্বর।
তার আসিবার পথ কর মনোহর।
উচ্চ নীচ কাটিয়া করহ সমসর ॥
দিব্য দিব্য গন্ধবৃক্ষ রোপহ দু-সারি।
মঙ্গল আচার কর নাচুক অপ্সরী ॥
যতেক কুমার যাও সুসজ্জ হইয়া।
আগু বাড়ি উত্তরকুমারে আন গিয়া।
উত্তরাদি কন্যা যত যাও শীঘ্রতর।
বৃহন্নলা আন গিয়া করিয়া আদর ॥
এতেক রাজার আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রিগণ।
যারে যেই বলিলা করিল সেইক্ষণ ॥
হৃষ্ট হ'য়ে বলে রাজা ধর্ম্ম অধিকারী।
খেলিব সৈরিন্ধ্রী শীঘ্র আন পাশাসারি।
ধর্ম্ম বলিলেন রাজা নহে এ সময়।
হৃষ্টকালে পাশাতে যে স্থির চিত্ত নয়।
বিশেষ দেবন ভাল নহে অনুক্ষণ।
সর্ব্বকার্য্য নষ্ট হয় তাহার কারণ ॥

লক্ষ্মীভ্রষ্ট রাজ্যভ্রষ্ট শত্রু হয় বলী ।
নানামত কষ্ট লোক পায় পাশা খেলি ॥
শুনিয়াছ পাণ্ডবের তুমি বিবরণ ।
এই পাশা হেতু তারা হারে রাজ্যধন ॥
বিরাট কহিল কঙ্ক কহ না বুঝিয়া ।
কেবা শত্রু আছে মম বিরোধে আসিয়া ॥
রাজচক্রবর্ত্তী কুরু রাজা দুর্য্যোধন ।
হেন জনে জিনিলেক আমার নন্দন ॥
এই শব্দ ভুবনমণ্ডলে প্রচারিল ।
পৃথিবীর রাজা শুনি ভয়ে স্তব্ধ হৈল ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন উত্তম কহিলা ।
কি ভয় কৌরবে যার রথী বৃহন্নলা ॥
এত শুনি কহিল বিরাট নরপতি ।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে কঙ্ক প্রতি ॥
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর ।
সংগ্রামে জিনিল যেই একা কুরুবর ॥
একবার তার তুই না কহিস্ গুণ ।
বাখানিস্ বৃহন্নলা ক্লীবে পুনঃ পুন ॥
কোন্ ছার বৃহন্নলা বাখানিস্ তারে ।
তার মত কত জনা আছে মম পুরে ॥
কেবল সহায় তার হইল সংগ্রামে ।
কোন্ গুণে প্রশংসা করিস্ নরাধমে ॥
শ্রবণে শুনিতে যোগ্য যেই কথা নহে ।
পুনঃ পুনঃ কহিস্ শরীরে কত সহে ॥
কহিতে কহিতে রাজা হৈল ক্রোধমতি ।
হাতেতে আছিল পাশা মারে দ্রুতগতি ॥
অক্ষপাটি প্রহারিল ধর্ম্মের বদনে ।
ফুটিয়া শোণিত বাহিরায় সেইক্ষণে ॥
অক্রোধী অজাত শত্রু ধর্ম্মের নন্দন ।
দুই হাতে রুধির ধরেন সেইক্ষণ ॥
নিকটে আছিলা কৃষ্ণা বুঝি অভিপ্রায় ।
হেমপাত্র শীঘ্র লৈয়া যোগায় রাজায় ॥
সেই পাত্রে করি রাজা ধরেন শোণিতে ।
না দিলেন তাহা যত্নে ভূমেতে পড়িতে ॥
হেনকালে দ্বারেতে উত্তর উপনীত ।
দ্বারীরে বলিল নৃপে জানাও ত্বরিত ॥

উত্তরের আজ্ঞা পেয়ে দ্বারী দ্রুতগতি ।
করযোড়ে বার্ত্তা কহে মৎস্যরাজ প্রতি ॥
অবধান নৃপতি কুশল সমাচার ।
বৃহন্নলা সহ এল উত্তর কুমার ॥
তব আজ্ঞা হেতু রাজা আছয়ে দুয়ারে ।
আজ্ঞা হৈলে ভেটিবেন আসিয়া তোমারে ।
বার্ত্তা পেয়ে বিরাট কহিল হরষিতে ।
বৃহন্নলা সহ পুত্রে আনহ ত্বরিতে ॥
বিরাটের আজ্ঞা পেয়ে চলিল সারথি ।
নিকটে ডাকিল তারে ধর্ম্ম নরপতি ॥
নিঃশব্দে কহেন রাজা সারথির কাণে ।
দ্রুত গিয়া আন তুমি রাজার নন্দনে ॥
বৃহন্নলা হেথায় না আন কদাচন ।
সাবধানে কহিবে না হও বিস্মরণ ॥
এত শুনি সারথি চলিল সেইক্ষণে ।
কুমারে বলিল, চল রাজ সম্ভাষণে ॥
বৃহন্নলা এখন যাউক নিজ স্থানে ।
একেশ্বর চল তুমি রাজ-সম্ভাষণে ॥
বৃহন্নলা যাইবারে কঙ্কের বারণ ।
শুনিয়া করেন পার্থ স্বস্থানে গমন ।
উত্তরে লইয়া দ্বারী গেল সেইক্ষণ ।
বাপে নমস্কারি চাহে ধর্ম্মের বদন ॥
রক্তধার বহে মুখে দেখিয়া কুমার ।
সম্ভ্রমে বাপেরে বলে হ'য়ে চমৎকার ॥
কহ তাত কেন দেখি হেন বিপরীত ।
ভূমিতে বসিয়া কেন কঙ্ক বিষাদিত ॥
বহিতেছে মুখে রক্তধারা কি কারণ ।
কোন্ হেতু কহ তাত হইল এমন ॥
মৎস্যরাজ বলে পুত্র শুনহ কারণ ।
তোমার প্রশংসা আমি করি যেইক্ষণ ॥
তোমার প্রশংসা কঙ্ক করে অবহেলা ।
পুনঃ পুনঃ বাখানয়ে ক্লীব বৃহন্নলা ॥
এই হেতু চিত্তে ক্রোধ হৈল মম তাত ।
অক্ষপাটী প্রহারিনু হৈল রক্তপাত ॥
উত্তর বলিল তাত কুকর্ম্ম করিলা ।
সামান্য ব্রাহ্মণ বলি কঙ্কেরে জানিলা ॥

এক্ষণে ইহারে যদি মান্য না করিবে।
নিশ্চয় জানিবে তাত সর্ব্বনাশ হবে॥
শীঘ্র উঠ তাত, অগ্রে প্রবোধ কঙ্কেরে।
যেমত চিত্তেতে ক্রোধ না জন্মে তোমারে॥
পুত্রের বচনে রাজা উঠি শীঘ্রগতি।
কহিলেন সবিনয়ে ধর্ম্মরাজ প্রতি॥
অনেক স্তবন রাজা করিল কঙ্কেরে।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ব্যস্ত না হও রাজন্।
তোমারে আমার ক্রোধ নহে কদাচন॥
আমার হইলে ক্রোধ পূর্ব্বেতে হইত।
এখন তোমাতে ক্রোধ নাহি কদাচিত॥
পূর্ব্বেতে তোমারে ক্ষমা করেছি রাজন্।
অক্ষপাটি যেইকালে করিলে ঘাতন॥
আমার ললাটে যেই শোণিত বহিল।
যতন পূর্ব্বক রক্ত পাত্রে ধরা গেল॥
সেইমত রক্ত যদি পড়িত ভূতলে।
তবে রাজ্য সহ নাহি থাকিতে কুশলে॥
আমার শোণিতবিন্দু যেই স্থলে পড়ে।
সে স্থানের রাজা প্রজা সকলেতে মরে॥
উত্তর বলিল তাত কঙ্ক দয়াবান।
কঙ্কের দয়াতে হৈল সবার কল্যাণ॥
যখন সারথি মোরে আনিবারে গেল।
বৃহন্নলা আনিবারে কঙ্ক নিষেধিল॥
বৃহন্নলা আসি যদি শোণিত দেখিত।
এখনি জনক বড় অনর্থ হইত॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
যাহার প্রসাদেতে সংসার-বারি তরি॥

বিরাটরাজ সমীপে যুদ্ধ সম্বন্ধে উত্তরের কল্পিত বর্ণন।

তবে মৎস্য নরপতি চাহিয়া কুমার।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত যুদ্ধ সমাচার॥
যে কর্ম্ম করিলে তুমি অদ্ভুত সংসারে।
দুর্জ্জয় যে কুরুসৈন্য জিনিলে সমরে॥
তোমার সমান পুত্র না ছিল না হবে।
তোমার মহিমা যশ সংসারেতে র'বে॥
কহ তাত কেমনে জিনিলে কুরুগণ।
কর্ণ মহাবীর যেই-বিখ্যাত ভুবন॥
দেব দৈত্য যার যুদ্ধে নহে কেহ স্থির।
কিমতে জিনিলে হেন কুরু মহাবীর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য কর্ণ দুর্য্যোধন।
এক এক মহাবীর দ্বিতীয় শমন॥
এই যে আশ্চর্য্য মম হইতেছে মনে।
কিমতে করিলে যুদ্ধ তাহাদের সনে॥
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি কুলের দীপক।
বড় ভাগ্যবান আমি তোমার জনক॥
উত্তর বলিল তাত কর অবধান।
যখন সমরে আমি করিনু প্রয়াণ॥
বহু সৈন্য দেখিয়া হইল মম ভয়।
হেনকালে আসে এক দেবের তনয়॥
আপনি হইয়া রথী করিলেন রণ।
কুরুবল সমরে জিনিল সেইক্ষণ॥
অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম নাহি দেখি শুনি।
একমুখে কি কহিব তাঁহার কাহিনী॥
লণ্ডভণ্ড করিলেন অপ্রমিত সেনা।
যতেক পড়িল তাত নাহিক গণনা॥
দয়া করি তোমারে সঙ্কটে আমা তারি।
কুরুসৈন্য হৈতে গাভী দিলেন উদ্ধারি॥
জিনি নাহি আমি পিতা কুরুসৈন্যগণ।
মুক্ত করি নাহি আমি একটী গোধন॥
শুনিয়া কহিল রাজা কহ পুত্র মোরে।
কি হেতু সে দেবপুত্র রাখিল তোমারে॥
কোথায় নিবাস তাঁর গেল সে কোথায়।
পুনর্ব্বার দেখা কি পাইব আমি তায়॥
উত্তর বলিল তিনি আছেন এই দেশে।
আজি কিম্বা কালি কিম্বা তৃতীয় দিবসে॥
হেথায় আসিবে সেই দেবের নন্দন।
শুনিয়া বিরাট রাজা আনন্দিত মন॥
অন্তঃপুরে যান তবে যথা কন্যাগণ।
উত্তরাকে দিল যত আনিল বসন॥
যার যে নিবাস স্থানে নিবসিল গিয়া।
কাশীদাস কহে কৃষ্ণপদ ধেয়াইয়া॥

জলধর-কান্তি মুখচন্দ্র অখণ্ডিত।
অমল কমল চক্ষু অরুণ নিন্দিত॥
যে মুখ দর্শনে জন্ম জন্ম পাপ খণ্ডে।
জরা পরাভব খণ্ডে আর যমদণ্ডে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

বিরাটের সিংহাসনে যুধিষ্ঠিরের রাজা
হওন, অজ্ঞাতবাস মোচন ও
বিরাট সহ পরিচয়।

রজনীতে পাণ্ডব মিলিল ছয়জন।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনেরে ধর্ম্মের নন্দন॥
শুনিলাম বহু সৈন্য যুদ্ধেতে মারিলে।
পরকার্য্যে এত কেন জ্ঞাতি বধ কৈলে॥
অর্জ্জুন বলেন অবধান নরনাথ।
দুর্য্যোধন দোষে সৈন্য হইল নিপাত॥
যুধিষ্ঠির কহিলা কি প্রকারে জানিলে।
নাহি দিবে রাজ্য সেই তোমাকে কহিলে।
পার্থ বলে অস্ত্রমুখে জিজ্ঞাসিনু দ্রোণে।
না করিবে সন্ধি জানি দ্রোণের বচনে॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ণ বদন।
এ কর্ম্ম করিলে ভাই কিসের কারণ॥
না জানি অজ্ঞাত শেষ কত দিনে হয়।
ইহামধ্যে কিমতে করিলে পরিচয়॥
শুনি সহদেব দ্রুত গণিয়া পঞ্জিকা।
ত্রয়োদশ বৎসর শেষ অজ্ঞাতের লেখা॥
অজ্ঞাত বৎসর কিছু যদি থাকে শেষ।
তবে পুনঃ আমরা যাইব কোন্ দেশ॥
সহদেব বলিল অজ্ঞাত হয় শেষ।
চতুর্দ্দশ বৎসরের বিংশতি প্রবেশ॥
যুধিষ্ঠির আনন্দে কহেন সহদেবে।
শুভদিন উদয় হইবে ভাই কবে॥
সহদেব কহিলেন করিয়া গণন।
আষাঢ় পূর্ণিমা তিথি দিন শুভক্ষণ॥
নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া ইন্দ্র নামে যোগ।
বৃহস্পতি বাসরে মাসের অর্দ্ধভাগ॥

সহদেব বাক্যে ধর্ম্ম হইল সম্মত।
যথাস্থানে যান সবে নিশা অর্দ্ধগত॥
অনন্তরে তাহার তৃতীয় দিনান্তরে।
পুণ্যতীর্থে স্নান করি পঞ্চ সহোদরে॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করেন ভূষণ।
মুকুট কুণ্ডল হার অঙ্গদ কঙ্কণ॥
বিরাট রাজার রাজ-সিংহাসনোপরি।
শুভলগ্ন বুঝিয়া বৈসেন ধর্ম্মকারী॥
ভস্ম হতে দীপ্ত যেন হৈল হুতাশন।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল তপন॥
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ।
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির শোভেন তেমন॥
বামভাগে বসিল দ্রুপদ-রাজসুতা।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরে দণ্ডছাতা॥
করযোড়ে অগ্রেতে রহেন ধনঞ্জয়।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর তনয়॥
সভাতে রাজার যত সভাপাল ছিল।
দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্যরাজারে কহিল॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ধায় ক্রোধভরে।
সুপার্শ্বক মদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে॥
শ্বেত শঙ্খ এল দুই রাজার নন্দন।
উত্তর কুমার শুনি ধায় সেইক্ষণ॥
যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র ভৃত্যগণ।
বার্ত্তা শুনি ধাইয়া আইল সেইক্ষণ॥
পাণ্ডবেরে দেখিয়া বিস্মিত সভাজন।
পঞ্চ গোটা ইন্দ্র যেন হয়েছে শোভন॥
জমদগ্নি সমতেজ পাণ্ডবে দেখিয়া।
মুহূর্ত্তেকে রহে রাজা স্তম্ভিত হইয়া॥
কত দূরে উত্তর পড়িল ভূমিতলে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া স্তুতিবাক্য বলে॥
দেখিয়া বিরাট রাজা কুপিত অন্তর।
কঙ্কে চাহি কহিলেন কর্কশ উত্তর॥
হে কঙ্ক কি হেতু তব এই ব্যবহার।
কি হেতু বসিলে তুমি আসনে আমার॥
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে।
কোন্ জ্ঞানে বসিলে আমার রাজপাটে॥

প্রথমে বলিলে তুমি আমি ব্রহ্মচারী।
ভূমিতে শয়ন করি ফলমূলাহারী ॥
কোন' দ্রব্যে আমার নাহিক অভিলাষ।
এখন আপন ধর্ম্ম করিলে প্রকাশ ॥
অনুগ্রহ করিয়া করিনু সভাসদ।
এবে ইচ্ছা হইল লইতে রাজ্যপদ ॥
না বুঝিয়া বসিলে অবিদ্যমানে মোর।
বিদ্যমানে আমার সম্ভ্রম নাহি তোর ॥
আর দেখ আশ্চর্য্য সকল সভাজনে।
সৈরিন্ধ্রীরে বসাইল আমার আসনে ॥
মোরে নাহি ভয় করে নাহি লোকলাজ।
পরস্ত্রী লইয়া বৈসে রাজসভামাঝ ॥
কহ বৃহন্নলা কেন অন্তঃপুর ছাড়ি।
কঙ্কের সম্মুখে দাণ্ডাইলে কর যুড়ি ॥
হে বল্লভ সূপকার তোমার কি কথা।
কার বাক্যে কঙ্কেরে ধরিলে দণ্ডছাতা ॥
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায়।
এ দোঁহে কঙ্কেরে কেন চামর ঢুলায় ॥
হে সৈরিন্ধ্রী জানিলাম তোমার চরিত্র।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র ॥
বাপের বচনেতে উত্তর ভীতমন।
আঁখি চাপি বাপেরে করিল নিবারণ ॥
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিল রাজন্।
উত্তরে চাহিয়া বলে সক্রোধ বচন ॥
কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত।
মম পুত্র হ'য়ে কেন এমন অনীত ॥
কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত।
মুখে স্তুতিবাক্য ঘন ঘন প্রণিপাত ॥
সেই দিন হৈতে তব বুদ্ধি হেল আন।
কুরু হৈতে যে দিন গোধন কৈলে ত্রাণ ॥
আমা হৈতে শত গুণে কঙ্কেতে ভকতি।
নহিলে এ কর্ম্ম করে কঙ্কের শকতি ॥
পুনঃ পুন বিরাট করেন কটুত্তর।
কোপেতে কম্পিত কায় বীর বৃকোদর ॥
নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর কহিছেন ধীরে ॥

যে বলিলা বিরাট অন্যথা কিছু নয়।
তোমার আসন কি ইঁহার যোগ্য হয় ॥
যে আসনে এ তিন ভুবন নমস্কারে।
ইন্দ্র যম বরুণ শরণ লয় ডরে ॥
অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ।
ভূমি লুঠি যে চরণে করে প্রণিপাত ॥
সে আসনে সতত বৈসেন যেইজন।
কিমতে তাঁহার যোগ্য হয় এ আসন ॥
বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক কৌরব আদি করি।
সপ্তবংশ সহ যাঁর খাটেন শ্রীহরি ॥
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজ-রাজ্যেশ্বর।
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর ॥
দানেতে দরিদ্র না রহিল পৃথিবীতে।
নির্ভয় ও সুখী প্রজা যাঁর পালনেতে ॥
যত অন্ধ অথর্ব্ব অকৃতি অভাজন।
অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জে নাহিক বারণ ॥
অষ্টাদশ সহস্র দ্বিজ ভুঞ্জে অনুদিন।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা খায় ইচ্ছাধীন ॥
ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠভাগ রক্ষিত যাঁহার।
দুই ভিতে রামকৃষ্ণ মাদ্রীর কুমার ॥
পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্য্যোধনে
ভ্রমিলেন দ্বাদশ বৎসর তীর্থ বনে ॥
হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
তোমার আসন যোগ্য হয় কি ইঁহার
শুনিয়া বিরাট রাজা মানি চমৎকার।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন কহ আরবার ॥
ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অধিকারী।
কোথায় ইহার আর সহোদর চারি ॥
কোথায় দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা গুণবতী।
সত্য কহ বৃহন্নলা এ সব ভারতী।
অর্জ্জুন বলেন হের দেখ নরপতি।
তব সূপকার যেই বল্লভ খেয়াতি ॥
যাঁহার প্রহারে যক্ষ রাক্ষস কম্পিত।
ব্যাঘ্র সিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত।
মারিল কীচকে যেই তোমার শ্যালক।
দেখ এই বৃকোদর জলন্ত পাবক ॥

অশ্বপাল গোপালক যেই দুইজন।
সেই দুই ভাই এই মাদ্রীর নন্দন ॥
এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারু-হাসিনী।
পাঞ্চাল রাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী ॥
যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল।
সৈরিন্ধ্রির বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল ॥
আমি ধনঞ্জয় ইহা জানহ রাজন্।
শুনিয়া বিরাট রাজা বিচলিত মন ॥
রাজপুত্র উত্তর বলয়ে সবিনয়।
তব ভাগ্য দেখ তাত কহনে না যায় ॥
পঞ্চ ভাই আর কৃষ্ণা আজ্ঞাবর্ত্তী তাত।
বৎসরেক তব গৃহে বঞ্চিল অজ্ঞাত ॥
মহাবল কীচক হেলায় নিপাতিল।
সুশর্ম্মারে ধরি আনি তোমা মুক্ত কৈল ॥
পূর্ব্বে তব পিতৃগণ বহু পুণ্য কৈল।
তেই হেন নিধি তাত গৃহেতে আইল ॥
শীঘ্রগতি চরণে শরণ লও তাত।
এত বলি উত্তর করিল প্রণিপাত ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা সজল-নয়ন।
সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চ হৈল গদগদ বচন ॥
উদ্ধবাহু করিয়া পড়িল কতদূর।
পুনঃ পুন উঠে পড়ে ধূলায় ধূসর ॥
সবিনয়ে বলে রাজা যোড় করি পাণি।
বহু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি ॥
রাজ্য দারা ধন মম যত পুত্র আগে।
করিলাম সমর্পণ তব পদযুগে ॥
শুনিয়া সদয় হ'য়ে ধর্ম্মের নন্দন।
আজ্ঞা করিলেন পার্থে তুলহ রাজন্ ॥
অর্জ্জুন ধরিয়া তাঁরে তোলে সেইক্ষণে।
সান্ত্বাইল নরপতি মধুর বচনে ॥
সর্ব্বকাল ধর্ম্মরাজ তোমার সহায়।
তোমার পুরেতে আসি করিনু আশ্রয় ॥
বিরাট কহিল যদি করিলে প্রসাদ।
ক্ষমা কর আমার হে যত অপরাধ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কেন হেন কহ।
বহু উপকারী তুমি অপরাধী নহ ॥
নিজ গৃহ হ'তে সুখ তব গৃহে পাই।
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠাঁই ॥
বিরাট বলিল যদি হৈলে কৃপাবান।
এক নিবেদন মম আছে তব স্থান ॥
উত্তরা নামেতে কন্যা আমার আছয়।
তাহাকে বিবাহ কর বীর ধনঞ্জয় ॥
শুনি যুধিষ্ঠির চাহিলেন ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুন বলেন কন্যা মম যোগ্য নয় ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা হইল ব্যথিত।
সবিনয়ে অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসে ত্বরিত ॥
কহ মহাবীর কি আমার সাধে বাদ।
দারা পুত্র দোষী কি কন্যার অপরাধ ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা কহ না বুঝিয়া।
বৎসরেক পড়াইনু আচার্য্য হইয়া ॥
দীক্ষা শিক্ষা জন্মদাতা একই সমানে।
না করিল লজ্জা মোরে শিক্ষাদাতা জ্ঞানে।
কিন্তু দুষ্টলোকে আমি বড় ভয় করি।
বলিবেক ছিল পার্থ নারীবেশ ধরি ॥
বৎসরেক নারী সহ ছিল নারীবেশে।
শয়ন গমন কিছু না জানি বিশেষে ॥
এই হেতু মম বড় ভয় হয় মনে।
বিবাহ করিলে নিন্দা দুষ্টের বদনে ॥
তুমিও পবিত্র, তব কন্যা গুণবতী।
তব কন্যাযোগ্য অভিমন্যু মহামতি ॥
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত বিক্রমে কেশরী।
তব কন্যা তার যোগ্য উত্তরা সুন্দরী ॥
অভিমন্যু যোগ্যপাত্র ইথে নাহি আন।
মম পুত্রে নৃপতি করহ কন্যাদান ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন বিরাটের তরে।
দ্বারকানগরে দূত পাঠাও সত্বরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ।

তবে ধর্ম্ম আজ্ঞায় চলিল দূতগণ।
রাজ্যে রাজ্যে যথা তথা বৈসে বন্ধুজন ॥

পাণ্ডবের উদয় শুনিয়া বন্ধুগণ।
শ্রুতমাত্র মৎস্যদেশে করিল গমন ॥
দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ সপ্তবংশ লৈয়া।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই গরুড়ে চড়িয়া ॥
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি শাম্ব গদ আদি করি।
সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতি যত নারী ॥
সুভদ্রা সৌভদ্র আর যতেক সারথি।
সহ পরিবার আইলেন লক্ষ্মীপতি ॥
আইল পাঞ্চাল হৈতে দ্রুপদ রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ পঞ্চ কৃষ্ণার নন্দন ॥
উগ্রসেন বসুদেব উদ্ধব অক্রূর।
সর্ব্ব রাজা উত্তরিল বিরাটের পুর ॥
নানাধৃতি সুকৃতি কৌতুক নরপতি।
ঝিল্ল উপঝিল্ল তথা এল শীঘ্রগতি ॥
মাতাসহ অভিমন্যু অর্জ্জুন-নন্দন।
চিত্রসেন সারথি আইল সেইক্ষণ ॥
বৃষ্ণি ভোজ উলুক প্রধান সেনাপতি।
পুরীসহ শ্রীগোবিন্দ আইলেন তথি ॥
গজ দশ সহস্র তুরঙ্গ তিন লক্ষ।
এক লক্ষ রথেতে আইল সর্ব্বপক্ষ ॥
দশ লক্ষ চর আইসে পদাতিকগণ।
স্বয়ং কৃষ্ণ আইলেন বিরাট ভবন ॥
গোবিন্দেরে দেখি পঞ্চ পাণ্ডব সানন্দ।
চকোর পাইল যেন পূর্ণিমার চন্দ্র ॥
আলিঙ্গন দিয়া রাজা কৃষ্ণে না ছাড়েন।
দুই ধারা নয়নেতে অশ্রু বরিষেণ ॥
অশ্রুজলে গোবিন্দের ভাসে পীতবাস।
মুখেতে না স্ফুরে বাক্য গদ গদ ভাষ ॥
প্রণমিয়া গোবিন্দ বলেন মৃদুভাষ।
একে একে পঞ্চ ভাই করেন সম্ভাষ ॥
সবারে করেন পূজা রাজা মহাশয়।
প্রত্যক্ষ সবারে দেন উত্তম আলয় ॥
উৎসব করিল তবে বিবাহ কারণ।
নট নটী নৃত্য করে বিবিধ বাজন ॥
নানা বস্ত্র ভূষণ কন্যারে পরাইল।
রোহিণী চন্দ্রমা যেন উভয়ে মিলিল ॥
সর্ব্বগুণে সুলক্ষণা উত্তরা যে নাম।
অভিমন্যু সঙ্গে যেন মিলে রতি কাম ॥
অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু মহামতি।
কৃষ্ণ ভাগিনেয় বসুদেবের যে নাতি ॥
ভক্তিভাবে মৎস্যরাজ করে কন্যাদান।
রথ অশ্ব গজ দিল প্রধান প্রধান ॥
এক লক্ষ দিল গজ রত্নসিংহাসন।
প্রবাল মুকুতা রত্ন দিল নানা ধন ॥
হেনমতে সবান্ধবে কুতূহল মনে।
ধর্ম্ম নিবসেন সুখে বিরাট ভবনে ॥
বিদায় করেন ধর্ম্ম যত রাজাগণ।
যে যাঁহার দেশে সব করিল গমন ॥
শ্রীকৃষ্ণ রহেন তথা আর অভিমন্যু।
বিদায় করেন কৃষ্ণ আর যত সৈন্য ॥
যত যদুনারী সর্ব্ব গেল দ্বারকারে।
বলভদ্র আদি আর যতেক কুমারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
পাণ্ডবের উদয় শুনয়ে যেই জন।
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই ব্যাসের বচন ॥
কোটি ধেনু দান সম শ্রবণেতে ফল।
তরয়ে আপদ হৈতে শরীর নির্ম্মল ॥
হরিকথা শ্রবণেতে সর্ব্বপাপ যায়।
আদ্য অন্ত হৈতে যেবা হরিগুণ গায় ॥
পাণ্ডব উদয় আর কৃষ্ণের মিলনে।
মহা মহাপাপ ধ্বংস যাহার শ্রবণে ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
এতদূরে বিরাট হইল সমাপন ॥

ইতি বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

উদ্যোগপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মাদির হিতোপদেশ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
সত্য হ'তে মুক্ত যদি হৈল পঞ্চজন॥
আপন বিভাগ রাজ্য লাভের কারণ।
কহ কিবা করিলেন পিতামহগণ॥
ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্য্যোধনে বুঝাবারে।
কেন্ দূত পাঠালেন হস্তিনানগরে॥
উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধ কৌরবপ্রধান।
পাইলেন অর্জ্জুনের স্থানে অপমান॥
শিবিরে আসিয়া কিবা করিল বিচার।
কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
তবে পরাভূত হ'য়ে কৌরব-তনয়॥
লণ্ড ভণ্ড হ'য়ে রাজা আইল শিবিরে।
মহামনস্তাপ হেতু দুঃখিত অন্তরে॥
শশ হাতে সিংহ যেন পেয়ে অপমান।
শার্দ্দূলের হাতে যেন কুঞ্জরপ্রধান॥
একা পার্থ করিলেন সবাকারে জয়।
চলিল কৌরব অতি পেয়ে লজ্জা ভয়॥
পরে বলিলেন রাজা তাজ চিন্তা মনে।
উপায়ে মারিব পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রগণে॥
বাসব উপায়ে বৃত্রাসুরেরে মারিল।
উপায় করিয়া শিব ত্রিপুরে বধিল॥
বিনা উপায়েতে সিদ্ধ না হয় রাজন।
উপায় সৃজিয়া মার পাণ্ডুপুত্রগণ॥
বিরাট নগরে দূত দেহ পাঠাইয়া।
পাণ্ডবে হেথায় আন কপট করিয়া॥
মুখ্য মুখ্য সেনাপতি যত বীরগণে।
সঙ্গেতে করিয়া তুমি রাখ এইখানে॥
বিরাট দ্রুপদ আর ভাই পঞ্চজন।
ভোজন কারণে রাজা কর নিমন্ত্রণ॥
সূপকারগণে সবে সঙ্কেত করহ।
অন্নপান সনে বিষ সবাকারে দেহ॥
বিষপানে হীনবল হবে সর্ব্বজন।
যতেক প্রহরী বেড়ি করিবে নিধন॥
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত।
বলে ছলে শত্রুকে মারিবে সুনিশ্চিত॥
ছল করি ফল মধ্যে রাহি পুরন্দর।
নমুচি দানবে পাঠাইল যম-ঘর।
সে কারণে এই যুক্তি কহিনু তোমারে।
মারহ পাণ্ডুর পুত্র বুদ্ধি অনুসারে॥
নতুবা সকল সৈন্যে সাজ নরপতি।
বিরাট নগরে চল যাইব সম্প্রতি॥

ুরাটের পুর সব চৌদিকে বেড়িয়া ॥
গ্নি দিয়া পাণ্ডবেরে মার পোড়াইয়া ।
ইমত বিধান করহ নরবর ।
ালম্ব উচিত নহে করহ সত্বর ॥
লিলেন রাজা ইহা নাহি লয় মনে ।
ার শক্তি মারিবে পাণ্ডব পঞ্চজনে ॥
তেক উপায় আমি করিলাম পূর্ব্ব ।
কপট পাশাতে তার হরিলাম সর্ব্ব ॥
রে দিই বনবাস দ্বাদশ বৎসর ।
ৎসরেক অজ্ঞাত বসতি তার পর ॥
ভামাঝে পাণ্ডব করিল যেই পণ ।
তাহাতে হৈল মুক্ত দৈব-নিবন্ধন ॥
আমার উপায় যত হইল বিফল ।
এখন সহায় তার হৈল মহাবল ॥
য় হোক সে হোক যুদ্ধ করিলাম পণ ।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন ॥
আমারে জিনিয়া পাণ্ডুপুত্র রাজ্য লয় ।
আমি বা পাণ্ডবে জিনি মম রাজ্য হয় ॥
প্রতিজ্ঞা আমার এই না হইবে আন ।
ইহার উপায় সখা করহ বিধান ॥
না মারিব যে পর্য্যন্ত পাণ্ডু-পুত্রগণ ।
রাজ্যে রাজ্যে অনুচর করহ প্রেরণ ॥
নিবসেন যত রাজা মম অধিকারে ।
যুদ্ধ হেতু বরিয়া আনহ সবাকারে ॥
সবা মধ্যে প্রধান সুমন্ত্র নরপতি ।
কলিঙ্গ কামদ ভোজ বাহ্লিক প্রভৃতি ॥
সুশর্ম্মা নৃপতি আদি যত রাজগণ ।
যুদ্ধ হেতু সবাকারে করহ বরণ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করহ সাজন ।
হইবে অবশ্য যুদ্ধ না হয় খণ্ডন ॥
অস্ত্র শস্ত্র বহুবিধ করহ সঞ্চয় ।
মিত্রামিত্র বলাবল করহ নির্ণয় ॥
রাজার বচন শুনি রাধার নন্দন ।
সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসে সেইক্ষণ ॥
উত্তম বলিয়া যুক্তি নিল মম মনে ।
তুমি হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি বলে গুণে ॥

দেবগণ মধ্যে যেন দেব শচীপতি ।
প্রজাপতি মধ্যে যেন দক্ষ মহামতি ॥
তারাগণ মধ্যে যেন শীতল কিরণ ।
তাদৃশ ক্ষত্রিয় মধ্যে তোমারে গণন ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম-শাস্ত্র যত আছে পূর্ব্বাপর ।
ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে না করিবে ডর ॥
সে কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম করাহ উদয় ।
যুদ্ধ হেতু বরহ যতেক রাজচয় ॥
হয় বা না হয় যুদ্ধ বিধির লিখন ।
সৈন্য সমাবেশ কর না ছাড় বিক্রম ॥
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচরে ।
লিখিলেন লিখন সমস্ত নৃপবরে ॥
অনন্তরে কহিলেন গঙ্গার তনয় ।
যে যুক্তি করিলা মম হৃদয়ে না লয় ॥
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হইতে না যুয়ায় ।
হিত উপদেশ রাজা কহিব তোমায় ॥
মান বৃদ্ধি নাই ইথে না হইবে যশ ।
হারিলে জিনিলে তুল্য না হবে পৌরষ ॥
অতএব যুদ্ধে রাজা নাহি প্রয়োজন ।
পাণ্ডব সহিত সবে করহ মিলন ॥
পাণ্ডবেরা নাহি তব করে অত্যাচার ।
আপন ইচ্ছায় ভাগ যে দিবে তাহার ॥
তাহা পেয়ে সুখী হবে ভাই পঞ্চজন ।
এক্ষণে এমত বুদ্ধি না কর রাজন ॥
পাশায় জিনিয়া তুমি নিলে সর্ব্ব ধন ।
তবু তারা তোমা প্রতি নহে ক্রোধমন ॥
যে সত্য করিল তারা সবার সাক্ষাতে ।
ধর্ম্ম অনুসারে মুক্ত হইল তাহাতে ॥
পূর্ব্বে ছিল তাহাদের যেই অধিকার ।
তাহা ছাড়ি দিতে হয় উচিত তোমার ॥
তাহাতে প্রবোধ যদি নহে কদাচন ।
তবে যেই মনে লয় করিও তখন ॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার তুমি করিলে আপনে ।
সত্য হতে মুক্ত যদি হয় কদাচনে ॥
পুনঃ আসি রাজ্য তবে লইবে পাণ্ডব ।
সেইকালে সাক্ষাতে আছিনু মোরা সব ॥

ক্ষণে যাহাতে তুষ্ট কুন্তীপুত্র সব।
াহা দিয়া রাজা তুমি প্রবোধ পাণ্ডব ॥
াহা দিয়া প্রবোধহ পাণ্ডু-পুত্রগণে।
াই ভাই বিরোধ না হয় প্রয়োজনে ॥
ীষ্মের এতেক বাক্য শুনি দুর্য্যোধন।
ণেক থাকিয়া তবে বলিলা বচন ॥
কে ভজিব আমি মনে নাহি লয়।
 হোক সে হোক যুদ্ধ করিব নিশ্চয় ॥
লেন ভীষ্ম তবে যাহা ইচ্ছা কর।
 শুনিলে উপদেশ যুদ্ধানলে মর ॥
নন্তরে দ্রোণ কৃপ বাহ্লীক রাজন।
ষ্টকেতু ধৃতরাষ্ট্র গুরুর নন্দন ॥
ুর প্রভৃতি আর যত মন্ত্রিগণ।
 একে দুর্য্যোধনে কহিল বচন ॥
ীষ্ম যে কহিলা তাহা কর মহারাজ।
াই ভাই বিরোধে না হয় ভদ্র কাজ ॥
লক্ষয় হইবেক লোকে অপমান।
াতে পৌরুষ কিছু না হয় বিধান ॥
াপন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত।
াহা দেহ পাণ্ডবেরে শাস্ত্রীয় বিহিত ॥
 সত্য করিল তারা সভার গোচর।
াহাতে হইল মুক্ত পঞ্চ সহোদর ॥
ূর্ব্বে যেই অধিকার ছিল তা সবার।
ই ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি দেহ পুনর্ব্বার ॥
 করিলে অপমান না করিল মনে।
 কেহ হৈলে না সহিত কদাচনে ॥
বাসুর নরমধ্যে খ্যাত পঞ্চজন।
র্জ্জুনেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন ॥
ের গোগ্রহে যুদ্ধ দেখিলে আপনে।
েশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে ॥
রাটের গাভীগণ মুক্ত করি দিল।
ায় অর্জ্জুন বীর কারে না মারিল ॥
মায় আক্রোশ যদি থাকিত তাহার।
ব কেন সংগ্রামে করিল পরিহার ॥
ন্তর দেখ রাজা গন্ধর্ব্ব-প্রধান।
মায় ধরিয়া নিয়া করিল প্রয়াণ ॥
মুখ্য মুখ্য যতেক ছিলেন সেনাপতি।
ছাড়াইতে না হইল কাহার শকতি ॥
তোমারে আক্রোশ যদি পাণ্ডবের ছিল।
তবে কেন পার্থ তোমা মুক্ত করি দিল ॥
যদি বল উত্তর গোগ্রহে ধনঞ্জয়।
পরকার্য্যে অপমান করিল আমায় ॥
দ্রৌপদীর বাক্য পার্থ নারে খণ্ডিবারে।
এই হেতু গাভী মুক্ত করিল প্রকারে ॥
ভাই ভাই যুদ্ধে কিছু নাহি অপমান।
জয় পরাজয় মানি একই সমান ॥
কহিলে পরম শত্রু মোর পঞ্চজন।
তাহারে ভজিলে হয় কুযশ ঘোষণ ॥
তুমি শত্রুভাব কর তাহারা না করে।
জ্ঞাতি মধ্যে যে জন অধিক বল ধরে ॥
সে হয় প্রধান রাজা কহিনু নিশ্চয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায় ॥
ত্রেতাযুগে ছিল রাজা লঙ্কার ঈশ্বর।
বাহুবলে জিনিল সকল চরাচর ॥
ক্ষত্রবংশে চূড়ামণি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তাঁহাদের সহ দ্বন্দ্বে হইল নিধন ॥
মুখ্য মুখ্য যতেক আছিল সেনাগণ।
শক্তি না হইল কার' করিতে মোচন ॥
অহিংসা পরমধর্ম্ম শাস্ত্রেতে বাখানে।
হিংসা সম পাপ নাহি বলে জ্ঞানিজনে ॥
অগ্র হৈতে হিংসাবুদ্ধি যেই জন করে।
পঞ্চ মহাপাপ আসি বেড়য়ে তাহারে ॥
জগতে অকীর্ত্তি ঘোষে লোকে নাহি মানে।
কহিব পূর্ব্বের কথা শুন সাবধানে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ইন্দ্রের জন্ম, তৎকর্ত্তৃক গুরুপত্নী হরণ ও গৌতমের অভিশাপ।

অদিতি দক্ষের কন্যা কশ্যপ-গৃহিণী।
পুত্রবাঞ্ছা করিয়া ভজিল শূলপাণি ॥

প্রত্যক্ষ হইয়া বর যাচেন শঙ্কর।
মাগিল অদিতি বর করি যোড়কর ॥
মম গর্ভে হবে যেই সন্তান উৎপত্তি।
ত্রিভুবন মধ্যে যেন হয় মহামতি ॥
নাগ নর সুর আদি প্রজাগতিগণ।
সবে পূজা করিবেন তাহার চরণ ॥
স্বস্তি বলি বর তারে দেন শূলপাণি।
স্বামীরে কহিল তবে দক্ষের নন্দিনী ॥
আমারে দিলেন বর দেব পঞ্চানন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে তোমার নন্দন ॥
কশ্যপ বলিলা শিববাক্য মিথ্যা নয়।
মহাবলবন্ত হবে তোমার তনয় ॥
ত্রিভুবন মধ্যে সেই হইবেক রাজা।
এ তিন ভুবনে লোক করিবেক পূজা ॥
স্বামীর নিকটে কন্যা পাইল সম্মান।
কতদিনে অদিতি করিল ঋতুস্নান ॥
স্বামী সহ রতি কেলি কুতূহলে করে।
বিষ্ণু অংশে পুত্র আসি জন্মিল উদরে ॥
পরম সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।
ইন্দ্র বলি নাম তার মুনিবর দিল ॥
দ্বাদশ আদিত্য তবে জন্মিল বিশেষে।
যাহার উদয়ে দিন আপনি প্রকাশে ॥
কত দিনান্তরে তবে দক্ষের নন্দিনী।
ঋতুস্নান করিয়া স্বামীরে বলে বাণী ॥
রতি করিলেন মুনি দক্ষের কন্যায়।
গর্ভেতে পবন আসি জন্মিল তাহায় ॥
কহিলেন ভার্য্যারে কশ্যপ তপোধন।
ত্রিভুবন ব্যাপিবেক তব এ নন্দন ॥
ছোট বড় জীব জন্তু আছয়ে যতেক।
সর্ব্বভূতে হইবেক নন্দন প্রত্যেক।
ইহা সম বলবন্ত কেহ না হইবে।
সকল সংসার এই ব্যাপিত করিবে ॥
শুনি আনন্দিত হৈল দক্ষের নন্দিনী।
স্বর্গলোকে চলিলা কশ্যপ মহামুনি ॥
কত দিনে নারদ আইল সুরপুরে।
সঙ্কেতে ডাকিয়া মুনি বলিল ইন্দ্রেরে ॥
তোমার মায়ের গর্ভে হবে যেই জন।
জন্মমাত্রে করিবেক জগৎ ব্যাপন ॥
ইহা বলি যথাস্থানে যান তপোধন।
বিস্ময় মানিয়া ইন্দ্র ভাবিল তখন ॥
এইক্ষণে না করিলে সংহার ইহারে।
জন্মিলে অনেক মন্দ করিবে আমারে ॥
এতেক বিচার চিত্তে বাসব করিল।
সূক্ষ্মরূপে জননীর গর্ভে প্রবেশিল ॥
যেইকালে নিদ্রাগত দক্ষের নন্দিনী।
সেই গর্ভ কাটিয়া করিল সাতখানি ॥
কাটিলেন পুনঃ একখানি সাতবার।
তাহাতে হইল উনপঞ্চাশ প্রকার ॥
চিত্তেতে সানন্দ ইন্দ্র হইল নির্ভয়।
কতদিনে প্রসবিল সকল তনয় ॥
ক্রমে উনপঞ্চাশ জন্মিল প্রভঞ্জন।
দেখিয়া হইল ইন্দ্র সবিস্ময় মন ॥
অহিংসকে হিংসিয়া পাইলা বড় তাপ।
জন্মিল পবনদেব অতুল প্রতাপ ॥
তবে কতদিনে ইন্দ্র কশ্যপ-নন্দন।
গৌতমের স্থানেতে করিল অধ্যয়ন ॥
চারিবেদ ষটশাস্ত্র অধ্যয়ন কৈল।
তথাপিও কিছু তার জ্ঞান না জন্মিল ॥
পরমা সুন্দরী দেখি গুরুর রমণী।
তারে হরিবারে ইচ্ছা করে সুরমণি ॥
একদিন যান মুনি স্নান করিবারে।
দেখে ইন্দ্র গুরুপত্নী একা আছে ঘরে ॥
মদনে পীড়িত হ'য়ে অদিতি-নন্দন।
মায়া কারি গুরুরূপী হইল তখন ॥
গুরুরূপে গুরুপত্নী হারল দেবেন্দ্র।
ক্ষণকাল পরে ঘরে আইল মুনীন্দ্র ॥
স্বামীরে কহিল পরে বিনয় বচন।
স্নান করিবারে গেলে করিয়া রমণ ॥
কিরূপে করিয়া স্নান এলে মুহূর্ত্তেকে।
ইহার বৃত্তান্ত প্রভু বলিবা আমাকে ॥
এত শুনি মুনিবর ভাবি মনে মন।
করিল অধর্ম্ম বুঝি কশ্যপ-নন্দন ॥

গুরুপত্নী হরে এত করে অহঙ্কার ।
অতএব করিব ইহার প্রতিকার ॥
নিস্ফল করিলি যত শাস্ত্র অধ্যয়ন ।
তোর সম অজ্ঞান না দেখি কোনজন ॥
কপট করিয়া গুরুপত্নীরে হরিলি ।
পাইবি উচিত ফল যে কর্ম্ম করিলি ॥
হউক সহস্রযোনি শক্রের শরীরে ।
অলঙ্ঘ্য গোতম-বাক্য কে অন্যথা করে ॥
হইল সহস্রযোনি শক্রের শরীরে ।
স্বদেহ দর্শনে ইন্দ্র বিষণ্ণ অন্তরে ॥
কোন্ লাজে দেবমাঝে দেখাব বদন ।
তপস্যা করিয়া আত্মা করিব নিধন ॥
সকল শরীরে আচ্ছাদিলেক বসন ।
চিন্তিত হইয়া যান কশ্যপ-নন্দন ॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া কশ্যপকুমার ।
করিল সহস্র বর্ষ তপ অনাহার ॥
সুরপুর নষ্ট হেথা হয় ইন্দ্র বিনে ।
পাপিষ্ঠ রাক্ষস নাশ করে রাত্রি দিনে ॥
দুরন্ত অসুর সব দেশেতে ব্যাপিল ।
দান যজ্ঞ তপ জপ সকলি নাশিল ॥
জানিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মনে ।
এ সকল তত্ত্ব পরে জানিলেন ধ্যানে ॥
ব্রহ্মাকে করেন স্তুতি বিবিধ প্রকারে ।
তোমার নির্ম্মিত সৃষ্টি অসুরে সংহারে ॥
কুকর্ম্ম করিল ইন্দ্র আমার নন্দন ।
কামবশে গুরুপত্নী করিয়া হরণ ॥
গোতম দারুণ শাপ দিলেক তাহারে ।
হইল সহস্র ভগ তাহার শরীরে ॥
ক্রোধ করি দেবরাজ মজে অপমানে ।
ক্ষীরোদের কূলে তপ করে একাসনে ॥
ইন্দ্র বিনা অসুরেতে জগৎ ব্যাপিল ।
তব বিরচিত সৃষ্টি সব নষ্ট হৈল ॥
অতএব বাসবেরে করহ উদ্ধার ।
নিস্তার করহ প্রভু শাপান্ত তাহার ॥
এইরূপ কশ্যপ কহিল বহুতর ।
শুনিয়া সদয় হইলেন সৃষ্টিধর ॥

গৌতমেরে আনিয়া কনেহ বহুতর ।
মম বাক্য রক্ষা তুমি কর মুনিবর ॥
পাইল উচিত শাস্তি ক্ষমা দেহ মনে ।
কৃপায় শাপান্ত কর অদিতি-নন্দনে ॥
গৌতম বলিল মুনি কর অবধান ।
কহিলাম যে কথা সে না হইবে আন ॥
তোমার কারণে বর দিলাম তাহারে ।
সহস্রেক চক্ষু যেন দেবরাজ ধরে ॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি আনন্দিত মন ।
যথাস্থানে গেলা করি দেব সম্ভাষণ ॥
সত্যলোকে গেলেন গৌতম তপোধন ।
কশ্যপ আইল যথা আপন নন্দন ॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য না হয় খণ্ডন ।
ভগচিহ্ন অঙ্গে লুপ্ত হইল তখন ॥
সহস্রেক চক্ষু হৈল ইন্দ্রের শরীরে ।
আপনাকে দেখি ইন্দ্র হরিষ অন্তরে ॥
কশ্যপ বলিল পুত্র কর অবধান ।
অনুচিত কর্ম্ম না করিও, সাবধান ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নিতান্ত বর্জ্জিহ ।
কদাচিত কোনজনে হিংসা না করিহ ॥
জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত পরিবার ।
কদাচিত হিংসা নাহি করিবে কাহার ॥
এত বলি ইন্দ্রকে প্রেরিল যথাস্থান ।
এই শুন কহিলাম পূর্ব্ব উপাখ্যান ॥
ভীষ্ম যাহা কহিলেন না হয় অন্যথা ।
সম্প্রতি পাণ্ডবগণে আন রাজা হেথা ॥
সমুচিত রাজ্য দেহ ছাড়িয়া তাহারে ।
সমভাবে বাস কর সম ব্যবহারে ॥
ভাই ভাই বিরোধ নাহিক প্রয়োজন ।
কুলক্ষয় হবে আর কুযশ ঘোষণ ॥
এইমত দ্রোণ কৃপ বিদুর সহিত ।
বিধিমতে দুর্য্যোধনে বুঝাইল নীত ॥
কার' বাক্য না শুনিল কুরুকুলপতি ।
অদৃষ্ট মানিয়া গেল যে যার বসতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কুরুসভাতে ধৌম্যের প্রবেশ ও কুরুদের প্রতি কথন।

মুনি বলিলেন শুন তবে জন্মেজয়।
কুরুসভা মধ্যে গেলা ধৌম্য মহাশয়॥
সভায় বসিয়া আছে কৌরবের পতি।
সুহৃদ অমাত্য বন্ধুগণের সংহতি॥
শত ভাই কুরুবংশ রাধাপুত্র আর।
ভীষ্ম দ্রোণ আর গুরুর কুমার॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর অমাত্য যত জন।
সভা করি বসিয়াছে কৌরব-নন্দন॥
হেনকালে কহে গিয়া ধৌম্য তপোধন।
অবধান কর রাজা অম্বিকানন্দন॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চভাই পাঠান আমারে।
আপন বিভাগ মত রাজ্য লইবারে॥
কহিলেন বিনয় করিয়া ধর্ম্মরায়।
সে সকল কথা রাজা কহিতে তোমায়॥
জ্যেষ্ঠতাতে কহিবা আমার নিবেদন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চজন॥
তুমি যে করিবা আজ্ঞা না করিব আন।
তব অনুবর্ত্তি পঞ্চ পাণ্ডুর সন্তান॥
যত দুঃখ সহিলাম তোমার কারণ।
তব বশ হইয়া হারাই রাজ্যধন
যে নির্ণয় পূর্ব্বে হৈল তোমার সাক্ষাতে।
তাহাতে হইনু মুক্ত দুঃখ সঙ্কটেতে॥
মহাদুঃখ পাইলাম অরণ্যে বিশেষ।
জটাবল্ক পরিধান তপস্বীর বেশ॥
তৎপরে অজ্ঞাতবাস করি লুকাইয়া।
পরসেবা করি পর-আজ্ঞাবর্ত্তি হৈয়া॥
রাজপুত্র হইয়া ক্লীবের ব্যবহার।
হীনসেবা করিলাম হীন দুরাচার॥
পাইলাম এত দুঃখ নাহি করি মনে।
সব দুঃখ পাসরিনু তোমার কারণে॥
আপন পৈতৃক ভাগ উচিত যে হয়।
দিয়া প্রীত কর রাজা আমা সবাকায়॥
ভাই ভাই বিরোধতে নাহি প্রয়োজন।
এই মত কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীম কহিলেন দর্প করিয়া অপার।
অন্ধেরে কহিবে অগ্রে মম নমস্কার॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর পৃষতকুমারে।
আমার বিনয় জানাইবে সবাকারে॥
কহিবা নিষ্ঠুর বাক্য রাজা দুর্য্যোধনে।
যত দুঃখ দিল তাহা সর্ব্বলোকে জানে॥
ক্ষমিলাম সে সকল চাহিয়া অন্ধেরে।
উচিত বিভাগ যেন দেয় পাণ্ডবেরে॥
না দিলে আমার হাতে হবে বংশক্ষয়।
এইরূপ কহিলেন ভীম মহাশয়॥
অর্জ্জুন কহিলেন করিয়া মিনতি।
কহিবা অন্ধের পদে আমার প্রণতি॥
যত দুঃখ দিল দুষ্ট তাহা নাহি মনে।
তোমার কারণে ক্ষমিলাম দুর্য্যোধনে॥
যত অপমান কৈল দেখিলে সাক্ষাতে।
দ্রৌপদীর কেশে ধরি আনিল সভাতে॥
কপট পাশায় যত সর্ব্বস্ব লইল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাসে পাঠাইল॥
সহিলাম সই সেব তোমার কারণে
আমার বিভাগ ছাড়ি দেহ এইক্ষণে॥
সম্প্রীতে না দিলে দুঃখ পাইবে অপার।
এইরূপে বলিলেন ইন্দ্রের কুমার॥
সহদেব নকুল কহিল বহুতর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদাদি যত নরবর॥
পাণ্ডবের সমুচিত বিভাগ যে হয়।
সন্তোষহ তাহা দিয়া পাণ্ডুর তনয়॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর।
যে কহিলা অসদৃশ নহে মুনিবর॥
পাইল অনেক দুঃখ পাণ্ডুপুত্রগণে।
মম হেতু ক্ষমিলেক পাপ দুর্য্যোধনে॥
কর্ণ দুঃশাসনে নিন্দা করিল অপার।
মম হেতু ক্ষমিলেক পাণ্ডুর-কুমার॥
এখন যে কহি তাহা শুন সভাজন।
প্রিয়ম্বদ দূত যাক পাণ্ডবের স্থান॥
প্রিয়বাক্য কহিয়া আনিয়া হস্তিনায়।
সমুচিত ভাগ দিয়া তোষ তা সবায়॥

নানা বস্ত্র অলঙ্কার ধন বহুতর।
পুরস্কার দিয়া তোষ' পঞ্চ সহোদর ॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ পুনঃ দেহ অধিকার।
যত রত্ন ছিল তার যতেক ভাণ্ডার ॥
যেই সত্য করিলেক তাহে হৈল পার।
সমুচিত ভাগ দেহ উচিত তাহার ॥
বলেতে অশক্ত নহে ভাই পঞ্চজন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন ॥
অতএব দ্বন্দ্ব কিছু নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া তোষ' পাণ্ডু-পুত্রগণ ॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল নিল মম মনে।
উপযুক্ত যুক্তি বটে কর এইক্ষণে ॥
বিরোধ হইলে রাজা হবে কোন্ কাজ।
সমুচিত ভাগ তারে দেহ মহারাজ ॥
না দিলে নিশ্চয় রাজা হবে কুলক্ষয়।
অতএব সাবধানে শুন মহাশয় ॥
প্রিয়ম্বদ দূত রাজা দেহ পাঠাইয়া।
পাণ্ডবেরে হেথা আন বিনয় করিয়া ॥
তবে সে তোমার হিত হইবে রাজন।
আমারে এতেক কহ কোন্ প্রয়োজন ॥
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি ॥
তুমি যে কহিবে তাহা কে করিবে আন।
যেই চিত্তে লয় তাহা করহ বিধান ॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি সভ্যগণ।
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল জনে জন ॥
দ্রোণ কৃপ বিদুরাদি বাহ্লীক নৃপতি।
পাণ্ডবে আনিতে সবে দিল অনুমতি ॥
পুনঃ পুনঃ নানামতে কহিল অন্ধেরে।
সম্প্রীতে আনহ রাজা পঞ্চ সহোদরে ॥
সমুচিত ভাগ তারে দেহ রাজধানী।
এই কর্ম্ম তব প্রিয় শুন নৃপমণি ॥
এইরূপে কহিল সকল সভাজন।
মনে মনে ক্রোধে জ্বলে রাজা দুর্য্যোধন ॥
পাণ্ডবের প্রশংসা কর্ণেতে লাগে শাল।
ক্রোধভরে হেঁটমাথা কুরু মহীপাল ॥

তবে দুর্য্যোধনে কহে অন্ধ নরপতি।
আমার বচন সুত কর অবগতি ॥
সবার সম্মান রাখ শুন মম বাণী।
পাণ্ডবেরে সমুচিত দেহ রাজধানী ॥
ভাই ভাই সংপ্রীতে করহ রাজ্যসুখ।
কলহেতে কার্য্য নাহি জন্মে মহাদুঃখ ॥
লোকেতে কুযশ ঘোষে অপকীর্ত্তি হয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বৃক রাজার উপাখ্যান।

সূর্য্যবংশে বৃক নামে ছিল নরপতি।
মহাধর্ম্মশীল রাজা জগতে সুখ্যাতি ॥
সুমতি কুমতি তার যুগল বনিতা।
কোশলনন্দিনী দোঁহে সতী পতিব্রতা ॥
যুবাকাল গেল তবু পুত্র না হইল।
পুত্রবাঞ্ছা করি দোঁহে স্বামীরে কহিল ॥
কত দিনান্তরে বিভাণ্ডক তপোধন।
অযোধ্যায় করিলেন শুভ আগমন ॥
ভার্য্যা সহ নরপতি ছিল অন্তঃপুরে।
তথা গিয়া উত্তরিল কে নিবারিবে তাঁরে ॥
জিতেন্দ্রিয় তেজোময় দেখি তপোধন।
ভার্য্যা সহ নরপতি করিল বন্দন ॥
রাণী সহ করযুড়ি মুনি অগ্রে স্থিত।
বিভাণ্ডক জিজ্ঞাসেন কিবা চাহ হিত ॥
মহাধর্ম্মশীল তুমি নৃপতিপ্রধান।
তোমা সম সংসারেতে নাহি ভাগ্যবান ॥
রূপে কামদেব জিনি শীলতায় ইন্দু।
তেজে দিনকর তুমি গুণে গুণসিন্ধু ॥
কার্ত্তবীর্য্য প্রতাপে সামর্থ্যে হনুমান।
কীর্ত্তিতে গণি যে পৃথু রাজার সমান ॥
সেনাপতি মধ্যে গণি যেন ষড়ানন।
সর্ব্বজ্ঞ শ্রেণীতে যেন জীবের নন্দন ॥
কেন দেখি চিন্তামগ্ন উদ্বিগ্ন তোমারে।
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কহিবে আমারে ॥

রাজা বলিলেন মুনি বলিলা প্রমাণ।
যে হেতু চিন্তিত আমি বলি সে বিধান ॥
যুবাকাল গেল মম পুত্র না হইল।
এই হেতু মনস্তাপ মনেতে রহিল ॥
সকল হইতে সেই জন অতি দীন।
সর্ব্ব সুখ বিহীন যে হয় পুত্রহীন ॥
জলহীন নদী যেন নহে সুশোভন।
পদ্মহীন সর ফলহীন তরুগণ ॥
চন্দ্র বিনা রাত্রি যেন সর্ব্ব অন্ধকার।
শাস্ত্রবিদ্যাহীন যেন ব্রাহ্মণ-কুমার ॥
ধর্ম্মহীন জন যেন ধনহীন গৃহী।
জীবহীন জন্তু যেন দন্তহীন অহি ॥
পুত্রহীন জনের জীবন অকারণ।
এই হেতু চিন্তা মম শুন তপোধন ॥
এত শুনি হৃদয়ে ভাবিল মুনিবর।
রাজারে চাহিয়া পুনঃ করিল উত্তর ॥
পুত্রেষ্টি করহ রাজা করিয়া যতন।
মহাবলবন্ত হবে তোমার নন্দন ॥
পরাজিবে সকল পৃথিবী বাহুবলে।
হইবে তনয় তব যজ্ঞ-পুণ্যফলে ॥
এত বলি অন্তর্হিত হন তপোধন।
করিল পুত্রেষ্টি রাজা করি আয়োজন ॥
সুমতির গর্ভে হয় যুগল নন্দন।
পরম সুন্দর রূপে নৃপতি-লক্ষণ ॥
কুমতির গর্ভে হৈল একমাত্র পুত্র।
দিনকর সম তেজ তেজপুঞ্জ গাত্র ॥
দিনে বাড়ে সবে রাজার নন্দন।
পুত্র দেখি নরপতি আনন্দিত মন ॥
সুমতির গর্ভে হৈল দুই গুণধাম।
পাইলেন তালজঙ্ঘ হৈহয় যে নাম ॥
রূপে গুণে অনুপম কুমতিনন্দন।
বাহু নাম রাখিলেন বাছিয়া রাজন ॥
কত দিনে বৃদ্ধকালে বৃক নরপতি।
তিন পুত্রে ডাকিয়া আনিল শীঘ্রগতি ॥
তিন পুত্রে রাজ্যধন ভাগ করি দিল।
ভার্য্যা সহ নরপতি অরণ্যে চলিল ॥
তপঃযোগ সাধিয়া পাইল দিব্যগতি।
রাজ্যতে হইল রাজা বাহু নরপতি ॥
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
একচ্ছত্র নরপতি এ মর্ত্ত্য ভুবনে ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা বৃকের নন্দন।
নিরন্তর যজ্ঞে রত অন্য নাহি মন ॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা নামে সত্যবতী।
বিবাহ করিল শুনি আকাশ ভারতী ॥
এক ভার্য্যা বিনা তার অন্যে নাহি মতি।
পুরুরবা রাজা যেন বুধের সন্ততি ॥
কতদিনে ঋতুযোগে রাণী গর্ভবতী।
গণিয়া গণকগণ কহিল ভারতী ॥
ইহার গর্ভেতে যেই হইবে নন্দন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে সেই বিচক্ষণ ॥
অস্ত্রে শস্ত্রে বিজ্ঞবর মহাধনুর্দ্ধর।
করিবেন শত অশ্বমেধ নরবর ॥
শুনি আনন্দিত রাজা হইল অন্তরে।
বহু পুরস্কার দিল ব্রাহ্মণগণেরে ॥
তবে কত দিনান্তে নারদ তপোধন।
হৈহয় রাজার পুরে করিল গমন ॥
নারদে দেখিয়া রাজা অভ্যর্থনা করি।
বসাইল দিব্য রত্ন-সিহাসনোপরি ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজন করিল।
মুনিবরে বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি কুলপুরোহিত।
বশিষ্ঠ-মুখেতে তব শুনিয়াছি নীত ॥
জ্ঞাতি মধ্যে যেই ধনে জনে বলবান।
ক্ষত্রিয়েতে সেই শত্রু গণি যে প্রধান ॥
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন।
হেন নীত শাস্ত্রেতে লেখেন মুনিগণ ॥
কহ মুনি আমা প্রতি ইহার বিধান।
নারদ বলেন রাজা কহিলে প্রমাণ ॥
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমিবে কখন।
নিজবশে আনি পরে করিবে নিধন ॥
কহিলা প্রমাণ রাজা না হয় অন্যথা।
শত্রুকে করিবে নষ্ট পাবে যথা তথা ॥

গর্ভে যদি জন্মে শক্র দৈববাণী কয়।
তাহারে বধিবে প্রাণে শাস্ত্রের নির্ণয়॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি বিরিঞ্চির স্থান।
কহিব তোমারে নৃপ কর অবধান॥
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
বাহুবলে পরাজিবে সমস্ত ভুবন॥
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে নিশ্চয়।
তোমা আদি জ্ঞাতিগণে করিবেক ক্ষয়॥
উপায়েতে গর্ভ যদি পার নাশিবারে।
তবে তব শ্রেয়ঃ হয় জানাই তোমারে॥
এত বলি নারদ হইল অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া নৃপতি হইল সচিন্তিত প্রাণ॥
অনুক্ষণ চিন্তিয়া আকুল নরবর।
একদিন বসিলেন সভার ভিতর॥
মন্ত্রী পাত্রে ল'য়ে যুক্তি করেন রাজন।
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন॥
আমা আদি করিয়া যতেক জ্ঞাতিচয়।
বাহুবলে করিবেক সবাকারে ক্ষয়॥
তাহার উপায় কিছু কর মন্ত্রিগণ।
কিরূপে রাণীর গর্ভ করিব নিধন॥
যুদ্ধেতে সমর্থ না হইব কদাচন।
যদি না করিব যুদ্ধ হারাব জীবন॥
মন্ত্রিগণ বলিলেন শুন নৃপমণি।
নিমন্ত্রিয়া আন হেথা ভূপতি-রমণী॥
ভোজন খাওবার ছলে উপায় কারণে।
বিষপান করাইয়া মারহ পরাণে॥
এই ভিন্ন উপায় না দেখিতেছি আর।
নিশ্চিত করি রাজা শিশুকে সংহার॥
নৃপতি বলেন মন্ত্রী কহিলে শোভন।
কর শীঘ্র ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আয়োজন॥
রন্ধন করিতে বল সূপকারগণে।
গোপনে করিবা যেন কেহ নাহি শুনে॥
পরিবারগণ সহ বরিয়া রাজারে।
দূত দিয়া নিমন্ত্রিয়া আন হেথাকারে॥
রাজার আদেশ মত যত মন্ত্রিগণ।
দূরাজে আনিলেন করি নিমন্ত্রণ॥

বিষ দিয়া উপহারে ভোজনের কালে।
রাজার মহিষীরে খাওয়াইল ছলে॥
তথাপিও গর্ভপাত হইল না তার।
চলিলেন বাহুরাজা সহ পরিবার॥
সে সব বৃত্তান্ত রাণী কহিল রাজারে।
বিষ খাওয়াল মোরে মারিবার তরে॥
অহিংসায় হিংসা সৃষ্টি কৈল দুরাচার।
শুনিয়া নৃপতি মনে হইল ধিক্কার॥
অহিংসকে হিংসয় যে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
তাহার সংসর্গে নাহি রহিব কখন॥
পাপ সঙ্গে থাকিলে পাপেতে হয় মন।
পুণ্যাত্মার সঙ্গ হয় মোক্ষের কারণ॥
অপত্য না ছিল হৈল বিধির ঘটন।
তাহে দুষ্ট জ্ঞাতিগণ করিল হিংসন॥
এইরূপে করে রাজা সদা অনুভব।
দ্বিতীয় বৎসর গর্ভ না হয় প্রসব॥
অনুদিন হৈহয় অনুজ তালজঙ্ঘে।
রিপুভাব করিলেন ভূপতির সঙ্গে॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত মৈত্র করি।
সংগ্রামে জিনিয়া তাঁর রাজ্য নিল হরি॥
যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে বাহু নরপতি।
প্রবেশিল বনমধ্যে বনিতা সংহতি॥
দেখিল আশ্রম বন অতি সুশোভন।
ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষলতাগণ॥
দিব্য সরোবর আছে বন অভ্যন্তরে।
তাহে জলচরগণ সদা কেলি করে॥
পুণ্য সরোবর সেই নাম বিন্দুসর।
প্রফুল্ল উৎপল কত অতি মনোহর॥
ভার্য্যাসহ তথা রাজা করিল গমন।
সরোবর দেখি ভূপ আনন্দিত মন॥
তথায় আশ্রম জন্য রচিয়া কুটির।
চিন্তায় আকুল রাজা চিত্ত নহে স্থির॥
নৃপতির কালপ্রাপ্তে হইল নিধন।
ব্যাকুল হইয়া রাণী মুদিল নয়ন॥
অনেক রোদন করে বনে একেশ্বরী।
নিবৃত্তা হইয়া পরে মনে যুক্তি করি॥

চিতা করি কাষ্ঠ দিয়া জ্বালি বৈশ্বানর।
তদুপরি রাখিল নৃপতি-কলেবর ॥
চিতা আরোহিতে চিতা প্রদক্ষিণ করে।
হেনকালে ঔর্ব্ব মুনি আইল তথাকারে ॥
গর্ভবতী নারী চিতা আরোহণ করে।
দেখিয়া বিস্ময় মুনি মানিল অন্তরে ॥
নিকটেতে গিয়া শীঘ্র করে নিবারণ।
রাণীকে চাহিয়া পরে বলে তপোধন ॥
চিতা আরোহণ না করিবে কদাচিত।
অবধানে শুন মাতা শাস্ত্রের বিহিত ॥
দিব্যচক্ষে আমরা দেখিতে পাই সব।
রাজচক্রবর্ত্তী তব গর্ভে অনুভব ॥
বাহুবলে জিনিবেক যত রিপুগণে।
একচ্ছত্র রাজা হবে এ মর্ত্ত ভুবনে ॥
ব্রাহ্মণে দিবেক দান সদা অপ্রমিত।
না হইল না হইবে তাহার তুলিত ॥
গর্ভবতী নারী যদি অনুমৃতা হয়।
পঞ্চ মহাপাপ আসি তাহারে বেড়য় ॥
কদাচিত স্বামী সঙ্গে না হয় মিলন।
ঘোর নরকেতে তার হয় ত গমন ॥
যত পুণ্যকর্ম্ম তার সব নষ্ট হয়।
পুণ্যফল যত কিছু কদাচ না পায় ॥
রজঃস্বলা কিম্বা শিশু পুত্রেরে ছাড়িয়া।
পতি সঙ্গে যেই নারী মরয়ে পুড়িয়া ॥
পঞ্চ মহাপাতক ভাগিনী সেই হয়।
ব্যর্থ তার ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত বিষয় ॥
অগ্নিহোত্রে নৃপতিরে করিয়া দাহন।
নারীরে লইয়া গেল আপন সদন ॥
প্রেতকর্ম্ম করিলেক ভর্ত্তার বিধানে।
আর শ্রাদ্ধ শান্তি দান ত্রয়োদশ দিনে ॥
সেবা বশে সন্তুষ্ট হইল তপোধন।
এইরূপে ছিল রাণী মুনির সদন ॥
অন্যথা না হয় কভু বিধির লিখন।
মহারাণী প্রসবিল অপূর্ব্ব নন্দন ॥
গরল সহিত জন্ম হইল তাহার।
এ জন্য সগর নাম হইল প্রচার ॥

দিনে দিনে বাড়িল সে সুন্দর লক্ষণ।
শুক্লপক্ষ চন্দ্রকলা বাড়য়ে যেমন ॥
দরিদ্র পাইল যেন পূর্ব্ব হারাধন।
সেমত পাইল রাণী অপত্য রতন ॥
মধু ক্ষীর দুগ্ধ চিনি আনি প্রয়োজন।
যত্ন করি সেই শিশু করিল পালন ॥
করাইল নানা অস্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন।
অল্পদিনে হইলেন শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
নবীন বয়সে শিশু মহাবলধর।
একদিন তীর্থস্নানে গেল মুনিবর ॥
একান্তে মায়েরে শিশু জিজ্ঞাসিল বাণী।
কোন্ বংশে জন্ম মম কহ গো জননী ॥
কাহার তনয় আমি কহিবা নিশ্চয়।
এই মুনিবর বুঝি মম পিতা হয় ॥
শিশুকাল পিতৃহীন হয় যেইজন।
দুঃখী হৈতে দুঃখী সেই জন্ম অকারণ ॥
চন্দ্র বিনা রাত্রি যেন সব অন্ধকার।
গায়ত্রী বিহীন যেন ব্রাহ্মণ-কুমার ॥
ধনহীন গৃহী যেন ধর্ম্মহীন নর।
বেদহীন বিপ্র যেন পদ্মহীন সর ॥
পিতৃহীন পুত্র তথা শোভা নাহি পায়।
সে কারণে কহ মাতা জিজ্ঞাসি তোমায় ॥
শুনি রাণী কহিলেন করিয়া রোদন।
বড় ভাগ্য ছিল তুমি হইলা নন্দন ॥
মহারাজবংশে পুত্র উৎপত্তি তোমার।
তুমি সূর্য্যবংশে রাজা বাহুর কুমার ॥
তালজঙ্ঘ হৈহয় সে পাপী জ্ঞাতগণ।
কপটে তোমার বাপে করিল নিধন ॥
যেই কালে তোমা আমি ধরিনু উদরে।
বিষ খাওয়াল মোরে মারিতে তোমারে ॥
দৈববলে রক্ষা হৈল তোমার জীবন।
আমা সহ এই বনে আইল রাজন ॥
হিংসকের হিংসাতে চিন্তিত নরবর।
ব্যাধিযুক্ত নৃপতি ছাড়েন কলেবর ॥
অনুমৃতা হইতে মম চিন্তা উপজিল।
ঔর্ব্ব মুনি আসি মোরে বারণ করিল ॥

মুনির আশ্রমে আমি আছি এ কারণ।
এতেক বলিয়া রাণী করিলা রোদন॥
শুনিয়া সগর ক্রোধে অরুণ লোচন।
জননীর ক্রন্দন করিয়া নিবারণ॥
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে করি লয়।
প্রণমিয়া জননীরে হইল বিদায়॥
মুনিরে প্রণাম করি বিদায় হইয়া।
সুহৃদ্ বান্ধবগণে সহায় করিয়া॥
বর্ত্তমান ছিল যত পিতৃ-শত্রুগণ।
অস্ত্রেতে কাটিয়া সবে করিল নিধন॥
একেশ্বর বিনাশিল যত রিপুগণ।
প্রাণভয়ে কেহ নিল বশিষ্ঠ-শরণ॥
কাতর দেখিয়া তারে দিল প্রাণদান।
কোন জন মুনিস্থানে রাখিল পরাণ॥
তবে মুনি বশিষ্ঠ তাহারে নিবারিল।
অযোধ্যায় ল'য়ে সিংহাসনে বসাইল॥
একচ্ছত্রা রাজা হৈল ধরণীমণ্ডলে।
যত ক্ষত্রগণেরে শাসিল বাহুবলে॥
সন্তান ষাটী সহস্র তাহার ঔরসে।
অদ্যাবধি যার কীর্ত্তি সংসারেতে ঘোষে॥
বলবান পুত্র যত মত্ত দুরাচার।
ব্রাহ্মণের শাপে তারা হইল সংহার॥
অহংসকে হিংসিলেই হয় এই ক্ষতি।
জগতে অকীর্ত্তি রহে অশেষ দুর্গতি॥
সে কারণে শুন পুত্র না হও বিমন।
পাণ্ডবের সহ দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন॥
সমুচিত ভাগ তার প্রাপ্য যাহা হয়।
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডুর তনয়॥
ভাই ভাই বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
অনুমতি কর আনাইতে পঞ্চজন॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার।
তাহাদের সহ দ্বন্দ্বে কি কাজ তোমার॥
দুর্য্যোধন বলিলেন এ নহে বিচার।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর কুমার॥
বিনা যুদ্ধে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন।
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রমত আছে নিরূপণ॥
ক্ষত্র হ'য়ে বৈরীকে না করিবে বিশ্বাস॥
রিপুর মহিমা কেহ না করে প্রকাশ॥
যে হোক্ সে হোক তাত ক্রোধ কর তুমি।
বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবে না দিব রাজ্যভূমি॥
এত বলি সভা হৈতে চলিল উঠিয়া।
কর্ণ দুঃশাসন আর দুষ্ট মন্ত্রী নিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাস বিরচিল দিব্য ভারত-পুরাণ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে না কর সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ।

কহিলা বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
সভা হৈতে উঠি যদি গেল দুর্য্যোধন॥
কারো বাক্য না শুনিল কুরু-অধিকারী।
অধোমুখ হইয়া রহিল দণ্ড চারি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যত সভাজন।
সভা হৈতে উঠিয়া চলিল সেইক্ষণ॥
অদৃষ্ট মানিয়া সবে গেল নিজ স্থান।
বিদুর বলিল ধৃতরাষ্ট্র বিদ্যমান॥
কুলক্ষয় হেতু দুর্য্যোধনের বিধান।
সুস্পষ্ট কথায় তাহা হইল প্রমাণ॥
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দেহ পাণ্ডুর নন্দনে।
নতুবা তোমার রাজ্য রহিবে কেমনে॥
আপনার রাজ্য যদি বাঞ্ছ নরেশ্বর।
পাণ্ডবের সহ কর সম্প্রীত সত্বর॥
পূর্ব্বের কাহিনী কিছু কহিব তোমারে।
কত কত রাজা হ'য়েছিল এ সংসারে॥
আছিল উত্তানপাদ ধর্ম্ম অবতার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে যাঁর অধিকার॥
ইন্দ্রের সম্পদ তুল্য যাঁহার গণন।
জলবিম্ব প্রায় সব দেখিল রাজন॥
হিংসা হেন বস্তু তাঁর না জন্মিল মনে।
সকল ছাড়িয়া রাজা প্রবেশিল বনে॥
তপ যজ্ঞ আরম্ভিয়া পান দিব্যগতি।
তাঁহার তনয় ধ্রুব জগতে সুকৃতি॥

যাঁহার মহিমা যশে পূরিল সংসার।
মহাধর্ম্মশীল ছিল ধর্ম্ম অবতার॥
অনন্তর সূর্য্যবংশে রঘুরাজা ছিল।
যাঁর যশস্তম্ভে সর্ব্ব ভুবন ভরিল॥
অতুল সম্পদ ভোগ করিলা জগতে।
নাম মাত্র হিংসা কভু না ছিল মনেতে॥
এরূপ ছিলেন কত চন্দ্র সূর্য্যকুলে।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিল বহুলে॥
তব পুত্র দুর্য্যোধন হয়েছে যেমন।
পৃথিবীতে জন্মে নাহি হেন কোন জন॥
কপটি হিংসক ক্রূর মহাদুষ্টমতি।
ইহার কারণে রাজা হইবে অখ্যাতি॥
কুলক্ষয় হইবেক লোকে উপহাস।
কুযশ ঘোষণা কুলে কলঙ্ক প্রকাশ॥
সে কারণে বলি নৃপ শুন সবাধানে।
দ্বন্দ্ব না করিহ রাজা পাণ্ডবের সনে॥
ভীমের বিক্রম তুমি শুনিয়াছ কাণে।
যুদ্ধেতে করিল জয় যক্ষ-রক্ষগণে॥
হিড়িম্ব কির্ম্মীর আর বক নিশাচর।
বাহুবলে সংহার করিল বৃকোদর॥
ভীম ক্রোধ করিলে না আছে রক্ষা কার।
মুহূর্ত্তেকে সাবাকারে করিবে সংহার॥
অর্জ্জুনের যে অতুল প্রতাপ ভুবনে।
বাহুযুদ্ধেপরাভব করে পঞ্চাননে॥
স্নেহ করি ইন্দ্র যারে স্বর্গে নিয়া যান।
নানা বিদ্যা অস্ত্র শস্ত্র দিলা শিক্ষাদান॥
কালকেয় নিবাতকবচ দৈত্যগণ।
দেবের অবধ্য রিক্ত প্রতাপে তপন॥
তাদের মারিয়া শান্তি দিল দেবগণে।
কোন্ বীর যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে॥
উত্তর গোগৃহে ভাই দেখিনু নয়নে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে॥
পরকার্য্য হেতু কারে না মারিল প্রাণে।
তথাপিও জ্ঞান না জন্মিল দুর্য্যোধনে॥
আপনার মৃত্যু বুঝি বাঞ্ছিল আপনে।
পাণ্ডবের সনে যুদ্ধ ইচ্ছা করে মনে॥

এখন যে হিত কহি শুন নরবর।
দূত পাঠাইয়া দেহ বিরাটনগর॥
সম্প্রীতে হেথায় আন পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার॥
এই কর্ম্ম তব প্রিয় দেখি যে রাজন।
দ্বন্দ্ব হৈলে হইবেক সমস্ত নিধন॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন কহিলে প্রমাণ।
সম্প্রীতে করিয়া আন পাণ্ডুর সন্তান॥
যে সত্য করিয়াছিল পাণ্ডুর কুমার।
ধর্ম্মবলে তাহাতে হইল তারা পার॥
আপনার ভাগ রাজ্য পাইতে উচিত।
দুর্য্যোধনে তুমি ভাই বুঝাও সুনীত॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমারে না মানে।
ধর্ম্ম নীতিশাস্ত্র তুমি বুঝাও আপনে॥
বিদুর বলিল আমি কি বুঝাব নীত।
মম বাক্য শুনিলে সে ভাবে বিপরীত॥
এখন কহিয়া মম কোন প্রয়োজন।
যেবা ইচ্ছা করুক তাহার যাহে মন॥
এত বলি বিদুর বসিল অধোমুখে।
ধৌম্য পুরোহিত তবে কহিল রাজাকে॥
মহামত্ত দুর্য্যোধন আমি ভাল জানি।
সংপ্রীতে পাণ্ডবে নাহি দিবে রাজধানী॥
পূর্ব্বে যেন বলি বিরোচনের কুমার।
বাহুবলে পরাজিল সকল সংসার॥
সম্পদে হইয়া মত্ত না মানিল কারে।
জ্ঞাতি বন্ধুজনে হিংসা কৈল অহঙ্কারে॥
বলিরে বান্ধিয়া হরি পাতালে রাখিয়া।
ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব পুনঃ দিলেন ডাকিয়া॥
সেই হরি পাণ্ডবের সহায় আপনি।
যাঁহার প্রসাদে প্রাপ্ত হবে রাজধানী॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল অম্বিকানন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ইহার কারণ॥
কি কারণে বলি দ্বেষ হৈল সুরগণে।
ইন্দ্র সহ বিবাদ হইল কি কারণে॥
ধৌম্য বলিলেন তাহা কহিতে বিস্তার।
সঙ্ক্ষেপে বলিব কিছু শুন সারোদ্ধার॥

উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান ।
পাণ্ডবের উপাখ্যান অদ্ভুত আখ্যান ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হরে ভবভয় ।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥

বলি বামোনোপাখ্যান ।

তবে ধৌম্য কহে শুন অম্বিকানন্দন ।
কহিব অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ ॥
আদি দৈত্য হিরণ্যকশিপু হিরণ্যক্ষ ।
মহাবলয়ন্ত হৈল প্রতাপে পাবক ॥
দিতির গর্ভের জাত কশ্যপ ঔরসে ।
জগতের মধ্যে দুষ্ট হইল বিশেষে ॥
তাহার নন্দন হৈল বিখ্যাত জগতে ।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ প্রহ্লাদ নামেতে ॥
তার পুত্র বিরোচন বিখ্যাত ভুবনে ।
তারে বিড়ম্বিল আসি অদিতি নন্দনে ॥
ব্রাহ্মণরূপেতে আসি দান মাগি নিল ।
সেইক্ষণে বিরোচন নিজ অঙ্গ দিল ॥
ব্রাহ্মণের হেতু ত্যজে আপনার প্রাণ ।
তাহার নন্দন হৈল বলি মতিমান ॥
প্রতাপে প্রচণ্ড বলি দেবের দুর্জ্জয় ।
বাহুবলে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিলেক জয় ॥
জানিলেক শুক্র গুরুস্থানে উপদেশে ।
ছল করি দেবরাজ বাপেরে বিনাশে ॥
পিতৃবৈরী হয় ইন্দ্র শুনিল শ্রবণে ।
সেইক্ষণে ডাকি আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে ॥
চতুরঙ্গ সৈন্যসহ সাজিল ত্বরিত ।
ইন্দ্রের নগরে গিয়া হৈল উপনীত ॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে পূরিল গগন ।
দৈত্যসৈন্য ব্যাপিলেক ইন্দ্রের ভুবন ॥
শুনি দেবরাজ ক্রোধে ল'য়ে সৈন্যচয় ।
বলির সহিত রণ করিল প্রলয় ॥
দোঁহে বলবন্ত দোঁহে সংগ্রামে প্রচণ্ড ।
নানা অস্ত্রবৃষ্টি করে যেন যমদণ্ড ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি ভুষণ্ডী মুদ্গর ।
পরশু পট্টীশ গদা বিশাল তোমর ॥
যেন প্রলয়ের কালে মজাইতে সৃষ্টি ।
দেবতা অসুরগণ করে বাণবৃষ্টি ॥
বলিরে চাহিয়া ইন্দ্র বলে ক্রোধমন ।
মোর হস্তে আজি তোর হইবে নিধন ॥
এই দেখ অস্ত্র মোর ঘোর দরশন ।
ইহার প্রহারে তোরে করিব নিধন ॥
এত বলি ইন্দ্র অস্ত্র যুড়িল ধনুকে ।
ক্ষণে অস্ত্রবৃষ্টি হয় ধনুকের মুখে ॥
শূন্যেতে আইসে অস্ত্র উল্কার সমান ।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে বলি করে দুইখান ॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি ইন্দ্র মনে পেয়ে লাজ ।
শক্তি অস্ত্র হানে তার হৃদয়ের মাঝ ॥
দুই বাণে বলি তাহা করে দুই খণ্ড ।
বাহুবলে মায়াবলে বিন্ধিল প্রচণ্ড ॥
সেই অস্ত্রাঘাতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত ।
মাতলি বাহুড়ি রথ পলায় ত্বরিত ॥
কতক্ষণে দেবরাজ হন সচেতন ।
মাতলিরে নিন্দা করি বলিল বচন ॥
সম্মুখ সংগ্রাম মধ্যে বাহুড়িলি রথ ।
পলাইয়া গেলি যেন নাহি দেখি পথ ॥
মাতলি বলিল মোরে নিন্দ অকারণ ।
অবধানে কহি শুন শাস্ত্র নিরূপণ ॥
রথী মূর্চ্ছা দেখি রথ বাহুড়ে সারথি ।
যুদ্ধশাস্ত্রে যোদ্ধাগণ কহে হেন নীতি ॥
ইন্দ্র বলে শীঘ্র তুমি বাহুড়াহ রথ ।
বলিরে দেখাব আমি শমনের পথ ॥
আজ্ঞা মাত্র রথ পুনঃ চালায় মাতলি ।
হাতাতে পরিঘ নিল ইন্দ্র মহাবলী ॥
পরিঘ এড়িল ইন্দ্র উপরে বলির ।
মুকুট কুণ্ডল সহ কাটিলেন শির ॥
হাহাকার শব্দ করে যত দৈত্যগণ ।
পলাইল সকলে না রহে একজন ॥
তবে দৈত্য সমবেত হ'য়ে কতজনে ।
কান্ধে করি বলিরাজে ল'য়ে সেইক্ষণে
ক্ষীরসিন্ধু স্থানে গেল সবে শুক্রস্থান ।
মন্ত্রবলে শুক্র তারে দিল প্রাণদান ॥

গুরুর প্রসাদে বলি পাইল জীবন।
বিধিমতে করে বলি গুরু আরাধন ॥
গুরু আরাধিয়া বলি পায় দিব্য বর।
করিলেক শিক্ষা ব্রহ্মমন্ত্র ষড়ক্ষর ॥
মহামন্ত্র পেয়ে তবে বিচারিল মনে।
অমর অজেয় আমি হৈব ত্রিভুবনে ॥
এতেক ভাবিয়া বলি সত্বরে চলিল।
হিমালয় তটে গিয়া তপ আরম্ভিল ॥
করিল কটোর তপ লোকে ভয়ঙ্কর।
পবন ভক্ষিয়া রহে সহস্র বৎসর ॥
তপে তুষ্ট হইয়া বলিরে দিতে বর।
আইলেন চতুর্ম্মুখ মরাল উপর ॥
ডাক দিয়া বলিরে কহেন প্রজাপতি।
তপসিদ্ধ হৈল তব শুন মহামতি ॥
তোমার তপেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
যেই বর মনে লয় মাগি লহ তুমি ॥
শুনিয়া কহিল বলি করিয়া প্রণতি।
বর যদি দিবা মোরে সৃষ্টি অধিপতি ॥
অজেয় অমর হব ভুবনমণ্ডলে।
ত্রিভুবন হউক আমার করতলে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে আছে যত জন।
কারো হাতে না হইবে আমার মরণ ॥
বর দিয়া স্বস্থানে গেলেন প্রজাপতি।
তপোযোগ করি বলি করিল আরতি ॥
শুভকাল উদয় হইল আসি তার।
সসৈন্য সাজিয়া বলি গেল নিজাগার ॥
ইন্দ্রের সহিত পুনঃ আরম্ভিল রণ।
দোঁহাকার রণকথা না হয় বর্ণন ॥
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
যুদ্ধে পরাভব করে অদিতি-কুমারে ॥
পবন শমন রুদ্র বরুণ তপন।
ইন্দ্রাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ ॥
যুদ্ধে পরাভব বলি করিল সবারে।
পলাইয়া দেবগণ গেল স্থানান্তরে ॥
দেবের সকল কর্ম্ম লইল অসুরে।
নররূপে দেবগণ ভ্রমে মহীপরে ॥
শুক্র গুরু আসি তবে উপদেশ দিল।
শত অশ্বমেধ বলি আরম্ভ করিল ॥
মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিল দৈত্যেশ্বরে।
নররূপে দেবগণ সংসারে বিহরে ॥
অদিতি পুত্রের দুঃখ হৃদয়ে চিন্তিল।
দেবের দেবত্ব বলি দৈত্য হরি নিল ॥
পুনরপি কি প্রকারে নিজ রাজ্য পায়।
চিন্তিল অদিতি মনে না দেখি উপায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অদিতির তপস্যা ও বিষ্ণুর প্রতি স্তব।

হৃদে বিচারিল তবে দেবের জননী।
উপায় না দেখি আর বিনা চক্রপাণি ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
বিশ্বস্রষ্টা পোষ্টা তিনি সংহার কারণ ॥
তাঁহা বিনা এ বিপদে কে করিবে ত্রাণ।
তিনি ভক্তজনে কৃপা করেন প্রদান ॥
বিনা তপে তুষ্ট নহিবেন ভগবান।
ভাবিয়া ক্ষীরোদকূলে করিল প্রস্থান ॥
করিল কঠোর তপ দেবের জননী।
তিন দিনে খায় তবে তিন লোটা পানি ॥
অনন্তরে মাস মধ্যে খায় একবার।
তার পর পরিত্যাগ করিল আহার ॥
ধ্যান অবলম্ব হেতু করে নিরূপণ।
ঊর্দ্ধদৃষ্টে রহিলেন পবন অশন ॥
তার তপে সন্তাপিত-এ তিন ভুবন।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন পদ্মাসন ॥
দেবগণে ডাকি বলিলেন পিতামহ।
তপ পরীক্ষিত শীঘ্র সকলেতে যাহ ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইন্দ্র আদি দেবগণ।
মায়ের সাক্ষাতে গেল পরীক্ষা কারণ ॥
ইন্দ্র বলিলেন মাতা শুন নিবেদন।
আত্মাকে এতেক ক্লেশ দাও কি কারণ ॥
আমাদের দুঃখ সব অদৃষ্টে লিখন।
শুভকাল সমাগতে হইবে খণ্ডন ॥

অশুভ সময়ে কর্ম্ম ফল নাহি ধরে ।
বেদের নিয়ম হেন শাস্ত্রের বিচারে ॥
এক্ষণে অশুভকাল হইল আমার ।
সে কারণে এত দুঃখ হয় অনিবার ॥
আত্মাকে এতেক ক্লেশ দাও কি কারণ ।
তপ ত্যাগ করি মাতা স্থির কর মন ॥
মাতৃহীন পুত্রদের নাহি সুখলেশ ।
সর্ব্বদা দুঃখিত সেই পায় নানা ক্লেশ ॥
ধর্ম্মহীন জন যেন ব্যর্থ উপার্জ্জন ।
ভক্তিহীন জ্ঞানিজন যেন অকারণ ॥
শ্রদ্ধাহীন শ্রাদ্ধ যেন বীজহীন মন্ত্র ।
শাস্ত্রহীন গুরু যেন বীজহীন তন্ত্র ॥
সে কারণে নিবেদন শুনহ জননি ।
আপনার আত্মা রক্ষা করহ আপনি ॥
তোমার প্রসাদে মাতা শুভকাল হলে ।
দুষ্ট দৈত্যগণেরে জিনিব অবহেলে ॥
এতেক বলিল যদি দেব সুরপতি ।
ধ্যানভঙ্গ হইয়া চাহেন ক্রোধমতি ॥
নয়ন শ্রবণ হৈতে অগ্নি বাহিরায় ॥
ভয় পেয়ে দেবগণ পলাইয়া যায় ॥
করিলেন ব্রহ্মার সাক্ষাতে নিবেদন ।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ ॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া করিল স্তবন ।
তুষ্ট হয়ে সন্দর্শন দিলা নারায়ণ ॥
নবজলধর জিনি অঙ্গের বরণ ।
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন ॥
আজানুলম্বিত বনমালা বিভূষিত ।
নূপুর কঙ্কণ হার মুক্তা বিরাজিত ॥
দিব্যমুর্ত্তি সাক্ষাতে দেখিয়া নারায়ণে ॥
প্রণিপাত স্তুতি করিলেন দেবগণে ॥
স্তুতিবশে প্রসন্ন হইয়া জগৎপতি ।
কহিলেন দেবগণ সাক্ষাতে ভারতী ॥
শীঘ্র হবে তোমাদের দুঃখ বিমোচন ।
স্বস্থানে প্রস্থান কর যত দেবগণ ॥
এত বলি অন্তর্হিত হন নারায়ণ ।
যথাস্থানে গেল ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥

অদিতির তপেতে তাপিত ত্রিভুবন ।
তুষ্ট হ'য়ে প্রত্যক্ষ দিলেন দরশন ॥
সজল জলদ যেন অঙ্গ সুশোভন ।
কোটি শশীমুখ ফুল্ল রাজীবলোচন ॥
কোকনদ কর পদ অধর অতুল ।
খগরাজ জিনিয়া নাসিকা তিল ফুল ॥
কাঞ্চন বরণ জিনি অম্বর শোভন ।
আজানুলম্বিত বনমালা বিভূষণ ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে অতি শোভা করে ।
দেখিয়া মানিল দেবী বিস্ময় অন্তরে ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া সেই কমললোচন ।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল সেইক্ষণ ॥
করযোড়ে স্তুতিপাঠ করিল বিস্তর ।
জয় জয় নারায়ণ জয় দামোদর ॥
শিষ্টের পালক নমো দুষ্ট বিনাশন ।
নমো হয়গ্রীব মধুকৈটভমর্দ্দন ॥
নমঃ আদি অবতার মৎস্য-কলেবর ।
নমো কূর্ম্ম অবতার নমস্তে ভূধর ॥
নমস্তে বরাহরূপ মোহিনী আকৃতি ।
অবতার শিরোমণি নমো জগৎপতি ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি বৈশ্বানর ।
আকাশ পাতাল তুমি দেব গদাধর ॥
অন্তরীক্ষ নাভি তব পাতাল চরণ ।
পৃথিবী তোমার কটি অস্থি গিরিগণ ॥
তোমার বিভুতি এই সকল সংসার ।
আত্মারূপে সর্ব্বস্থানে করিছ বিহার ॥
পুরুষপ্রধান তুমি আদি সনাতন ।
বিষম সঙ্কটে দেব করহ তারণ ॥
এইরূপে স্তুতি করে দেবের জননী ।
প্রসন্ন হইয়া কহিলেন চক্রপাণি ॥
তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইলাম আমি ।
মনোনীত বর দিব মাগি লহ তুমি ॥
যদি বা অসাধ্য হয় ভুবন ভিতরে ।
অঙ্গীকার করিলাম দিব তা তোমারে ॥
ভক্ত যাহা বাঞ্ছা করে মম সন্নিধান ।
সেই বর করি তারে অবশ্য প্রদান ॥

ভকতবৎসল আমি ভক্তের কারণে।
আত্মদান করিয়া সন্তোষি ভক্তজনে ॥
সে কারণে বশ আমি হইনু তোমার।
বর বাঞ্ছা আছে যদি মাগ সারোদ্ধার ॥
এত শুনি কহিলেন অমর-জননী।
যদি বর দিবা তবে দেব চক্রপাণি ॥
নিষ্কণ্টক করি দেহ মম পুত্রগণে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল অসুর দারুণে ॥
নররূপ ধরিয়া আমার পুত্রগণ।
সঙ্গোপনে মহীতলে করিছে ভ্রমণ ॥
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
আমার তনয়গণে জিনিল সমরে ॥
পুত্রগণ ক্লেশ আমি দেখিতে না পারি।
এজন্য তপস্যা করি অভাগিনী নারী ॥
মম পুত্রগণে দেহ নিজ অধিকার।
অসুরের অহঙ্কার করহ সংহার ॥
দৈত্যারি পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীমধুসূদন।
এই বর আজ্ঞা মোরে কর নারায়ণ ॥
এত শুনি গোবিন্দ করিলা অঙ্গীকার।
তোমার গর্ভেতে আমি হ'ব অবতার ॥
[illegible]রিয়া বামনরূপ ছলিব বলিরে।
তব পুত্রগণেরে স্থাপিব অধিকারে ॥
[illegible]াখিব অদ্ভুত কীর্ত্তি যাইব ধরণী।
[illegible]ত শুনি কহিলেন কশ্যপ-ঘরণী ॥
[illegible]পহাস কর প্রভু হেন লয় মনে।
[illegible]ামার গর্ভেতে তুমি জন্মিবা কেমনে ॥
[illegible]নন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব এক লোমকূপে।
[illegible]তামারে গর্ভেতে আমি ধরিব কিরূপে ॥
[illegible]ার তত্ত্ব যোগিগণ না পায় উদ্দেশে।
[illegible]কল সংসার মুগ্ধ যাঁর মায়াবশে ॥
[illegible]াহারে কিরূপে আমি করিব ধারণ।
[illegible]ন বুঝি উপহাস কর নারায়ণ ॥
[illegible]সিয়া কহেন হরি উপহাস কেনে।
[illegible]ন্নভাবে নাহি ভাবি আমি ভক্তজনে ॥
ভক্তজন সবে পারে আমায় ধরিতে।
[illegible]মি সতীসাধ্বী ভক্তি সাধিলে আমাতে ॥

এত বলি স্বস্থানে গেলেন নারায়ণ।
প্রণমিয়া দেবমাতা করিল গমন ॥
স্বামীরে কহিল দেবী এ সব কাহিনী।
শুনি তুষ্ট হইল কশ্যপ মহামুনি ॥
তবে কত দিন পরে দেব দামোদর।
করিলেন সুপবিত্র অদিতি উদর ॥
দেবরূপ ধরে তবে দেবের জননী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন মুনি ॥
জন্মিলেন নারায়ণ জানিয়া নিশ্চয়।
নানা স্তুতি করিলা কশ্যপ মহাশয় ॥
নমো নমো নারায়ণ অখিলপাবক।
নমো যজ্ঞকার হিরণ্যাক্ষ বিনাশক ॥
নমস্তে নৃসিংহরূপী দৈত্য-বিনাশন।
নমঃ সর্ব্বময় নমো জগৎপালন ॥
ব্রহ্মাণ্ডনায়ক নমো নমো জগৎপতি।
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মোহিনী আকৃতি ॥
নমো জগৎপতি তুমি নমো নারায়ণ।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে তোমার ভ্রমণ ॥
তুমি সৃজ তুমি পাল করহ সংহার।
তোমার বিভূতি দেব সকল সংসার ॥
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের সংহার।
সে কারণে মম ঘরে হৈলা অবতার ॥
নমস্তে বামনরূপ আদি সনাতন।
এইরূপে স্তুতি করিলেন তপোধন ॥
স্তুতিবেশে প্রসন্ন হইয়া পীতবাস।
কশ্যপের পুত্ররূপে হইল প্রকাশ ॥
অদিতি গর্ভেতে জন্ম লইলেন হরি।
সম্বরি বিরাট বেশ খর্ব্ব মূর্ত্তি ধরি ॥
জন্মমাত্র কহিলেন পিতারে কুমার।
ঝটিতে আমারে কর ব্রাহ্মণ-সংস্কার ॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি শুভক্ষণ করি।
আপন-পুত্রের গলে দিলেন উত্তরি ॥
কশ্যপেরে কহিলেন প্রভু নারায়ণ।
মহাযজ্ঞ করে বিরোচনের নন্দন ॥
অসংখ্য অদ্ভুত ধন দ্বিজে করে দান।
সে কারণে তথা আমি করিব প্রয়াণ ॥

মাগিয়া আনিব দান বলি দৈত্যেশ্বরে।
এত বলি চলিলেন বলির দুয়ারে॥
বলি রাজা যজ্ঞ করে বসি যজ্ঞস্থলে।
দ্বারে দেখি বামনে কহিল শুক্র ছলে॥
অবধান কর বলি বলিব বিশেষে।
এই যে বামন আসে বালকের বেশে॥
অদিতির গর্ভে জন্ম বিষ্ণু অবতার।
হইয়াছে তোমারে ছলিতে অগ্রসর॥
যে কিছু মাগিবে এই না দিবে তাহারে।
এত শুনি দৈত্য কহে শুক্রে হাসি ভরে॥
না বুঝিয়া গুরু কেন কহ অকারণ।
স্বয়ং নারায়ণ যদি এই সে ব্রাহ্মণ॥
যাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করি অনিবার।
তিনি যদি ইনি তবে সৌভাগ্য আমার॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁর পূজয়ে চরণ।
উদ্দেশে মাগয়ে বর যত দেবগণ॥
সেই প্রভু আসে যদি আমার আলয়।
তবে গুরু অতি গুরু মম ভাগ্যোদয়॥
মাগিবেন যাহা তিনি করিব প্রদান।
ইহাতে কি জন্য কর বিরোধ সন্ধান॥
ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা দেও অতি অনুচিত।
এত শুনি শুক্র গুরু হইল দুঃখিত॥
শাপ দিল বলি দৈত্যে মহাক্রোধভরে।
মম বাক্য না শুন ঐশ্বর্য্য অহঙ্কারে॥
এই শাপে হইবে শ্রীভ্রষ্ট এইক্ষণে।
এত বলি শুক্র গুরু গেল ক্রুদ্ধমনে॥
উপনীত হইলেন তখনি বামন।
অপূর্ব্ব বালক রূপ ধরি নারায়ণ॥
দেখি যজ্ঞ-হোতাগণ মানিল বিস্ময়।
উঠি করযোড়ে বিরোচনের তনয়॥
প্রণাম করিয়া দিল বসিতে আসন।
সভামধ্যে দ্বিজশিশু বৈসেন বামন॥
কৃতাঞ্জলি করি স্তুতি কহে মতিমান।
হইল সফল মম যাগ যজ্ঞ দান॥
আজি সে সফল জন্ম হইল আমার।
সে কারণে আইলা আমার এ আগার॥
যাহা চাহ দিব তাহা না হবে অন্যথা।
ত্রিভুবন চাহ যদি অর্পিব সর্ব্বথা॥
শুনিয়া কহেন হাসি কপট বামন।
বহুদানে আমার কি আছে প্রয়োজন॥
ব্রাহ্মণ বালক আমি তপস্যা-তৎপর।
গ্রাম ভূমি আমার কি কাজ দৈত্যেশ্বর॥
ধ্যানে তপে জপে মম যায় সর্ব্বক্ষণ।
বহুদান ল'য়ে মম নাহি প্রয়োজন॥
অরণ্যনিবাসী আমি ফল-মূলাহারী।
সে কারণে কহি শুন দৈত্য-অধিকারী॥
যদি দিবা দান তুমি করিয়াছ মনে।
তিন পদ ভূমি দাও মাপিয়া চরণে॥
তপ করিবারে চাহি বসিয়া তাহাতে।
ইহা ভিন্ন অন্য কিছু না চাহি তোমাতে॥
ভূমি দান সম দান নাহি ত্রিভুবনে।
ভূমিদান মাহাত্ম্য শুনহ নৃপমণে॥
সুঘোষ নামেতে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
সৌভরী নগরবাসী দরিদ্র লক্ষণ॥
ধনার্থে করিল বহু রাজ্য পর্য্যটন।
না মিলিল ধন তার অদৃষ্ট কারণ॥
ছয় পত্নী পুত্র পৌত্র বহু পরিজন।
উপার্জ্জক সেই মাত্র একেলা ব্রাহ্মণ॥
নিরন্তর ভিক্ষা মাগি আনয়ে ব্রাহ্মণ।
ভ্রমণ ব্যতীক নহে উদর-ভরণ॥
একদিন দ্বিজবর ভিক্ষায় না গেল।
আলস্য করিয়া নিজ গৃহেতে রহিল॥
অন্ন হেতু কান্দয়ে সকল শিশুগণ।
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ পাইল ব্রাহ্মণ॥
আপনারে নিন্দা করি অনেক কহিল।
নিরর্থক জন্ম মম জগতে হইল॥
ধনহীন মনুষ্যের জন্ম অকারণ।
মনুষ্যের মধ্যে কেহ না করে গণন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত জন।
ধনহীন হৈলে কেহ না করে গণন॥
ভার্য্যা পুত্র আরি হয় কেহ না আদরে।
ধনহীন হৈলে কিছু করিবারে নারে॥

এইমত চিন্তিয়া চিন্তিত তপোধন।
নগর ত্যজিয়া গেল ল'য়ে পরিজন ॥
অবন্তি নগরে বিপ্র করিল বসতি।
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিল নরপতি ॥
সেই পুণ্যফলে অবন্তির নরপতি।
দুই কল্প ইন্দ্র সহ করিল বসতি ॥
সে কারণে অবধান কর দৈত্যেশ্বর।
ত্রিভুবনে নাহি ভূমি দানের উপর ॥
তিন পদ ভূমি মাত্র সবে মাগি আমি।
ইহা দিয়া আমারে সন্তোষ কর তুমি ॥
বলি বলে বামন বুঝিয়া বল বাণী।
ত্রিপদে তোমার তৃপ্তি তাহা নাহি মানি ॥
এই দান দিতে মম চিত্তে না আইসে।
সংসারেতে অপযশ ঘুষিবে বিশেষে ॥
অপযশ হইতে মরণ শ্রেষ্ঠ গণি।
সে কারণে অবধান কর দ্বিজমণি ॥
নগর চত্বর গ্রাম যেই ইচ্ছা মনে।
সকল মাগিয়া দান লহ মম স্থানে ॥
এত শুনি হাসি পুনঃ বলেন বামন।
ইহাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
অঙ্গীকার করি বলি কহে অনুচরে।
ভৃঙ্গারে করিয়া জল আনহ সত্বরে ॥
হাতে জল করি বলি দান দিতে যায়।
দেখি দৈত্যগুরু তবে চিন্তিত উপায় ॥
বজ্রকীটরূপ গুরু প্রবেশি ভৃঙ্গারে।
নলরুদ্ধ করে জল যেন না নিঃসরে ॥
ভৃঙ্গার ঢালিল জল নাহি পড়ে হাতে।
দেখি বলি দৈত্যেশ্বর পড়িল লজ্জাতে ॥
এ সকল তত্ত্ব জানিলেন নারায়ণ।
বলি প্রতি কহিলেন শুনহ রাজন ॥
ভৃঙ্গারের দ্বার মুক্ত কর কুশাঘাতে।
এত শুনি হাতে কুশ লইল ত্বরিতে ॥
বজ্র সম হৈল কুশ ঈশ্বর-কৃপাতে।
ভীষণ বাজিল কুশ ভার্গব চক্ষুতে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
এক চক্ষু অন্ধ তার হৈল সেইক্ষণ ॥

কাতর ভার্গব মুনি গেল নিজ স্থান।
বলিদৈত্য বামনে দিলেন ভূমিদান ॥
দান পেয়ে হরি ধরিলেন হঠাৎকার।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পর্ব্বত আকার ॥
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ বাড়ে ক্রমে ক্রমে।
মুহূর্ত্তেকে তনু গিয়া ঠেকিলেক ব্যোমে ॥
পৃথিবী সহিত হরি সকল নগর।
এক পায়ে ব্যাপিলেক দেব দামোদর ॥
সপ্ত স্বর্গ ব্যাপিলেন আর এক পায়।
আর পা রাখিতে স্থল নাহিক কোথায় ॥
ডাক দিয়া বলিকে বলেন বনমালী।
চাহিলাম তব স্থানে তিন পদ স্থলী ॥
দুই পদ ভূমিমাত্র পাইলাম আমি।
আর পদ রাখি কোথা স্থল দেহ তুমি ॥
এত শুনি বলে বিরোচনের নন্দন।
অঙ্গীকার পূর্ণ মম কর নারায়ণ ॥
আমার মস্তকে পদ দেহ জগৎপতি।
নরক হইতে মম কর অব্যাহতি ॥
এত শুনি প্রশংসা করি। নারায়ণ।
বলির মস্তকোপরি দিলেন চরণ ॥
নানাবিধ মতে বলি পূজিল চরণ।
গরুড়েরে আজ্ঞা করিলেন নারায়ণ ॥
বলিকে পাতালে ল'য়ে বান্ধ নাগপাশে
প্রভুর ইঙ্গিত পেয়ে গরুড় হরিষে ॥
বলিকে পাতালে ল'য়ে বান্ধে সেইক্ষণ।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল দেবগণ ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আসিয়া হরিষে।
হরিকে করিল স্তুতি অশেষ বিশেষে ॥
ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব দিয়া দেব ভগবান।
অন্তর্হিত হইয়া গেলেন নিজ স্থান ॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু তোমারে
সেইরূপ দুর্য্যোধন অহঙ্কার করে ॥
অচিরাতে সমরে মরিবে কুরুকুল।
কুরুকুল প্রতি দেখি বিধি প্রতিকূল ॥
এত বলি উঠিয়া সে ধৌম্য তপোধন।
পাণ্ডব-সভাতে উত্তরিল সেইক্ষণ ॥

ধৌম্য দেখি আস্তে ব্যস্তে পঞ্চ সহোদর।
বসিতে দিলেন দিব্য সিংহাসনোপর॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজি জিজ্ঞাসেন বাণী।
একে একে সকল কহিল ধৌম্য মুনি॥
তোমার কারণে রাজা সবে বুঝাইল।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল॥
অহঙ্কার করিয়া বলিল কুবচন।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
এত শুনি পঞ্চ ভাই কহেন বচন।
কুলক্ষয় হেতু বিধি করিল সৃজন॥
মহাক্ষয় হইবেক কুলের সংহার।
শুনিয়া চিন্তিত অতি ধর্ম্মের কুমার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাণ্ডবের নিকট সঞ্জয়কে প্রেরণ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিরাজ।
তবে কি করিল পরে অন্ধ মহারাজ॥
মুনি বলে নরপতি শুন একমনে।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল কাণে॥
তাহাতে বিরক্ত হ'য়ে অন্ধ নরবর।
সঞ্জয়েরে ডাকাইয়া কহিল সত্বর॥
দেখিলে সঞ্জয় দুর্য্যোধনের ধৃষ্টতা।
না শুনিল না মানিল মহতের কথা॥
এ কারণে যাও তুমি বিরাট নগর।
আশীর্ব্বাদ কহ পাণ্ডব গোচর॥
একে একে পঞ্চজনে কহিবে কল্যাণ।
বিনয় প্রণয় করি হ'য়ে সাবধান॥
দ্রৌপদীকে আশীর্ব্বাদ কহিবে আমার।
দৈবগতি দেখ এই সকল সংসার॥
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডিতে কে পারে।
মন সুবুদ্ধি জ্ঞান দৈবে নষ্ট করে॥
সে কারণে কুবুদ্ধি লাগিল দুর্য্যোধনে।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বনে॥
দ্রুপদপুত্রী হ'য়ে তুমি রাজার মহিষী।
হইলে অনেক কষ্ট অরণ্যে নিবসি॥
দৈবের ঘটনে এত হৈল বিসম্বাদ।
মোরে দেখি কৌরবের ক্ষম অপরাধ॥
সতী সাধ্বী গুণবতী তুমি পতিব্রতা।
লক্ষ্মীরূপা নারী তুমি ধর্ম্মকার্য্যে রতা॥
এইরূপে দ্রৌপদীকে কহিবে বিনয়।
কদাচ আমার প্রতি ক্রোধ নাহি হয়॥
পঞ্চজনে কহিবে সময় অনুক্রমি।
পাইলে অনেক কষ্ট বনে বনে ভ্রমি॥
ত্রয়োদশ বৎসর অবধি তোমা বিনে।
দহিছে আমার আত্মা সন্তাপ আগুনে॥
অন্ন নাহি রুচে মম নাহি রুচে নার।
তোমা সবা বিচ্ছেদেতে সর্ব্বদা অস্থির॥
নয়নে নাহিক নিদ্রা ভোজনে না সুখ।
তোমা সবাকার দুঃখে বিদরিছে বুক॥
গান্ধারী সুবলসুতা তোমা সবা বিনে।
করে খেদ বহে নীর সর্ব্বদা নয়নে॥
বিদুর বাহ্লীক আর সোমদত্ত বীর।
তোমা সবা অভাবেতে সর্ব্বদা অস্থির॥
চারি জাতি নগরে যতেক প্রজাগণ।
তোমা সবা না দেখিয়া অরুণ নয়ন॥
হস্তিনার লোক যত দুঃখী রাত্রি দিন।
সদা দীন ক্ষীণ যেন জলহীন মীন॥
তোমা রাজা বিনা রাজ্য শোভা নাহি পায়।
ফলহীন বৃক্ষ যেন জন্ম বৃথা যায়॥
জলহীন নদী যেন পক্ষিহীন সর।
চন্দ্রহীন রাত্রি যেন ধর্ম্মহীন নর॥
জ্ঞানহীন জ্ঞানী যেন বীজহীন মন্ত্র।
বেদহীন বিপ্র যেন যোগহীন তন্ত্র॥
তোমা সবা অভাবে তেমনি প্রজাগণ।
এইরূপে বিনয়েতে কহিবে বচন॥
নানাবিধ অলঙ্কার দিব্য বস্ত্র দিয়া।
শীঘ্রগতি যাও পাণ্ডুপুত্রে দেখ গিয়া॥
ঘোটক সংযুক্ত রথে করি আরোহণ।
শুভলগ্ন তিথি আজি করহ গমন॥
এত শুনি সঞ্জয় উঠিল সেইক্ষণ।
যুড়ি খেচরের রথে পবন গমন॥

বিরাট নগর মধ্যে পাণ্ডুর কুমার।
সভামধ্যে অবস্থিতি দেব অবতার ॥
হেনকালে সঞ্জয় হইয়া উপনীত।
দেখিয়া বিরাট তাঁরে জিজ্ঞাসিল হিত ॥
দিব্য রত্ন-সিংহাসন দিলেন বসতি।
পাণ্ডবে সম্ভাষি দূত বসিল সভাতে ॥
কহিল সঞ্জয় প্রতি ভাই পঞ্চজন।
সমস্ত কুশলবার্ত্তা কহ বিবরণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ ভীষ্ম বাহ্লীক নৃপতি।
আমাদের মাতা কুন্তী গান্ধারী প্রভৃতি ॥
ত্রয়োদশ বর্ষ গত নাহি দরশন।
কেবা জিয়ে কেবা মরে না জানি কারণ ॥
কোথা হৈতে এখানে তোমার আগমন।
জ্যেষ্ঠতাত পাঠাইল এই লয় মন ॥
কি কহিয়া পাঠাইল অম্বিকানন্দন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর যত সভাজন ॥
কি কহিল কর্ণ বীর রাধার কুমার।
দুর্য্যোধন কি বলে শকুনি দুরাচার ॥
উভয় কুলের হিত সবে কি চিন্তিল।
সম্প্রীত করিতে বুঝি তোমা পাঠাইল ॥
যেই সত্য করিলাম সবার অগ্রেতে।
তাহাতে হইনু মুক্ত ধর্ম্মের কৃপাতে ॥
সর্ব্বধর্ম্ম মূল হরি ব্রহ্ম সনাতন।
তাঁহার কৃপায় হৈল সঙ্কটে তারণ ॥
এত দুঃখ পেয়ে তবু রাখিলাম ধর্ম্ম ॥
সবে সুখে আছেন সবার মূল কর্ম্ম ॥
সমুচিত ভাগ যেহ হয়ত আমার।
তাহা ছাড়ি দিতে করিয়াছে কি বিচার ॥
কহ শুনি সঞ্জয় সমস্ত বিবরণ।
এত শুনি সঞ্জয় করিল নিবেদন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বাহ্লীক নৃপতি।
সম্প্রীতি করিতে সবে দিল অনুমতি ॥
কার' বাক্য না শুনিল কৌরব দুর্ম্মতি।
সান্ত্বনা করিলা কত অন্ধ নরপতি ॥
ভীষ্মমুখে শুনি তোমা সবার উদয়।
আনন্দিত সকলের হইল হৃদয় ॥
চারিজাতি নগরে যতেক প্রজাগণ।
শুনিয়া সকল বার্ত্তা হৃষ্ট সর্ব্বজন ॥
মৃতদেহে যেন জীবে পাইল জীবন।
তোমাদের সংবাদে তেমনি প্রজাগণ ॥
সুহৃদ্ অমাত্য জ্ঞাতি যত বন্ধুজন।
সদা হাহাকার শব্দে করিল রোদন ॥
ডাকিত পাণ্ডব বলি সদা ঊর্দ্ধমুখে।
তোমাদিগে না দেখিয়া দগ্ধ ছিল দুঃখে ॥
আত্মার বিহনে যেন না রহে জীবন।
তোমাদের বিহনে তেমনি সর্ব্বজন ॥
দ্বাদশ-বৎসরাবধি যত প্রজাগণ।
সুখলেশ নাহি কার জীয়ন্তে মরণ ॥
এবে সমাচার শুনি তোমা সবাকার।
দেখিতে উদ্বেগ চিত্ত আনন্দ অপার ॥
তোমা পঞ্চভাই যবে গেলে বনবাসে।
বিনা মেঘে নগরেতে রুধির বরিষে ॥
দিবসে ডাকয়ে শিবা অতি কুলক্ষণ।
উল্কাপাত কি নির্ঘাত শব্দ ঘনে ঘন ॥
সেইক্ষণে ধূমকেতু প্রকাশে আকাশে।
অশ্ব হস্তী পশুগণ কান্দে চারি পাশে ॥
অলক্ষণ দেখিয়া বলিল জ্ঞাতিগণ।
কুলক্ষয় হৈল রাজা তোমার কারণ ॥
অতি কুলক্ষণ রাজা দেখি শাস্ত্রমতে।
এখন উপায় কর যদি লয় চিতে ॥
দিনে দিনে অলক্ষণ দেখ মহাবল।
পৃথিবী হরিল শস্য মেঘে অল্প জল ॥
সে কারণে নরপতি মম বাক্য ধর।
আপন কুলের হিত যদি বাঞ্ছা কর ॥
ফিরাইয়া আন পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার ॥
পুত্রবশে ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল।
সেই কাল আসি উপস্থিত যে হইল ॥
অনন্তর উত্তর গোগ্রহে কুরুগণে।
পরাজয় করিলেন ধনঞ্জয় রণে ॥
দণ্ডভগ্ন হইয়া আইল কুরুপতি।
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রে বুঝাইল নীতি ॥

অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া কহিল বচন।
কার' বাক্য না শুনিল রাজা দুর্য্যোধন॥
পরে ধৌম্য পুরোহিত তোমার আদেশে।
বুঝাইল বহুমতে শাস্ত্র উপদেশে॥
অনাদর করি তাহা না শুনিল কানে।
শুনিয়া থাকিবে তাহা ধৌম্যের সদনে॥
কার' বাক্য দুর্য্যোধন যবে না শুনিল।
আমারে ডাকিয়া তবে বুড়াটি বলিল॥
এই রত্নধন দিল বস্ত্র অলঙ্কার।
পুনঃ পুনঃ অনেক কহিল বারে বার॥
কহিল যে সব কথা শুনহ রাজন।
ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে না ছিল মিলন॥
পাইলে অনেক কষ্ট ভ্রমি বনে বন।
সে সকল মনে না করিও কদাচন॥
কপটী কুমন্ত্রী কর্ণ আর দুঃশাসন।
শকুনি সৌবল আর রাজা দুর্য্যোধন॥
যাহাদের কপটে হইল সর্ব্বনাশ।
তোমরা অরণ্য মধ্যে আমরা নিরাশ॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমা নাহি মানে।
যত কথা বলি আমি নাহি শুনে কানে॥
আমার বচন সেই চিত্তে নাহি লেখে।
কর্ণ দুঃশাসনের বচন মাত্র রাখে॥
দুর্য্যোধন রাজ্য ছাড়ি নাহি দিতে চায়।
যেই চিত্তে আসে তাহা কর ধর্ম্মরায়॥
এত শুনি পুনরপি কহে পঞ্চজন।
কত শুনি কি বলিল রাজা দুর্য্যোধন॥
কি বলিল কর্ণ বীর রাধার নন্দন।
সত্য করি বলিবে শুনিব দিয়া মন॥
সঞ্জয় কহিছে শুন পাণ্ডুর কুমার।
কহিল নিষ্ঠুর দুর্য্যোধন দুরাচার॥
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি আমি দিব তারে।
কোন শক্তি তার মোরে বলাৎকার করে॥
ষই মহা বীরগণ আমার সহায়।
চতুর্ত্তকে করিব পাণ্ডব পরাজয়॥
সত্য সত্য নিশ্চয় আমার যুদ্ধ পণ।
এইরূপে কহিল নৃপতি দুর্য্যোধন॥
রাধেয় করিয়া দম্ভ করিল বিস্তর।
কার শক্তি মম সঙ্গে করিবে সমর॥
একমাত্র ধনঞ্জয় সংগ্রামে প্রখর।
প্রথম যুদ্ধেতে তারে মারিব সত্বর॥
তারে মারি চারি জনে রাখিব বান্ধিয়া।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য কর নির্ভয় হইয়া॥
এইরূপে কহিলেন রাধেয় দুর্ম্মতি।
চিত্তে যাহা আসে তাহা কর নরপতি॥
নিশ্চয় হইবে রণ না হবে বারণ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য ভাই পঞ্চজন॥
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ-রাজ্যেশ্বর।
যুদ্ধ হেতু বরিবারে পাঠাইল চর॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র রথ সামগ্রী বিস্তর।
দুর্য্যোধন আজ্ঞায় করিছে অনুচর॥
শুনিয়া সঞ্জয়-বাক্য ধর্ম্মের নন্দন।
কহেন কম্পিত অঙ্গ অরুণলোচন॥
যাও পুনঃ সঞ্জয় আমার দূত হ'য়ে।
যাহা কহি কৌরবে কহিবে বুঝায়ে॥
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত তাঁর উপরোধ।
সে কারণে পূর্ব্ব হৈতে না করিনু ক্রোধ॥
সেই হেতু এতদিন রহিল জীবন।
আপনার মৃত্যু বুঝি চাহিছে এখন॥
মৃত্যু শ্রেয়ঃ এখন বুঝিল অনুমানে।
সে কারণে যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়াছে মনে॥
অল্প কার্য্য জ্ঞাতিবধে নাহি প্রয়োজন।
আপনার মান রক্ষা কর দুর্য্যোধন॥
সমুচিত ভাগ যেই শাস্ত্র নিরূপণে।
তাহা দিয়া বশ কর আমা পঞ্চজনে॥
নহিলে প্রলয় বড় হবে কুলক্ষয়।
এইরূপে কৌরবেরে কহিও নিশ্চয়॥
তবে ভীম কহিলেন ক্রোধ করি মনে।
মম বার্ত্তা কহিবে কৌরব বিদ্যমানে॥
হিমাদ্রি ত্যজয়ে ধৈর্য্য সূর্য্য না প্রকাশে।
অনল শীতল হয় সপ্তসিন্ধু শোষে॥
নক্ষত্র সহিত শশী ত্যজয়ে আকাশ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যদি না হয় প্রকাশ॥

যোগী যোগ ত্যজে ধর্ম্ম ত্যজে ধর্ম্মিজন।
গায়ত্রীবিহীন হয় ব্রাহ্মণ-নন্দন ॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
ঊরু ভাঙ্গি দুর্য্যোধনে করিব নিধন ॥
করিয়াছি অঙ্গীকার সভা বিদ্যমানে।
কহিলাম সঞ্জয় এখন তব স্থানে ॥
দুর্য্যোধন লয় যদি ধর্ম্মের শরণ।
যতেক প্রতিজ্ঞা মম সব অকারণ ॥
মম হাতে সব ভাই রক্ষা পাবে তবে।
এই কথা অনুসারে কহিবে কৌরবে ॥
অবশ্য আমার হাতে হইবে নিধন।
যত দুঃখ পাইলাম আছে সে স্মরণ ॥
এই সব দুঃখে অঙ্গ হতেছে দাহন।
এই সব দুঃখেতে সদাই পুড়ে মন ॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীর দুর্দ্দশা হইল।
দেখিয়া অন্ধের মুখ সকলি সহিল ॥
সেই সব অগ্নিপ্রায় জ্বলিছে অন্তরে।
ধর্ম্ম-আজ্ঞা পাইলে যাইবে যমঘরে ॥
রাজ্যভাগ ছাড়ি দিতে বলিও আমার।
নিবৃত্ত হয়েছে অগ্নি জ্বলে পুনর্ব্বার ॥
এইরূপে কহিবে নৃপতি দুর্য্যোধনে।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত কুরুগণে ॥
এত বলি নিবর্ত্তিল মারুত-তনয়।
বলিল সঞ্জয় প্রতি তবে ধনঞ্জয় ॥
কহিবে অন্ধেরে তুমি মম নমস্কার।
তোমা বিদ্যমানে দুঃখ হইল অপার ॥
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি ॥
আমার বিভাগ রাজ্য দেহ অবিকল।
অল্প হেতু জ্ঞাতিবধে নাহি কোন ফল ॥
তুমি যদি আজ্ঞা কর আমারে রাজন্।
আপনার রাজ্য গিয়া লই এইক্ষণ ॥
তবে যদি বিরোধ করিবে দুর্য্যোধন।
আমি দ্বন্দ্ব কদাচ না করিব রাজন ॥
অত্যাচার করিলেও প্রাণে না মারিব।
আজ্ঞা যদি দেহ তারে বান্ধিয়া রাখিব ॥
বলিকে বান্ধিয়া যেন ইন্দ্র রাজ্য করে।
তব হিত হেতু রাজা কহি সে তোমারে ॥
কদাচিত যদি না করিবে এইমত।
স্ববংশ সহিত তবে মজিবে নিশ্চিত ॥
এইরূপে মম কথা কহিবে অন্ধেরে।
না শুনিলে পুনরপি কহিবে তাহারে ॥
বাতাপি পক্ষীর কথা শুনেছি কথন।
সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র-তব আচরণ ॥
এত শুনি ধনঞ্জয়ে জিজ্ঞাসে সঞ্জয়।
বাতাপি পক্ষীর কথা কহ মহাশয় ॥

বাতাপি পক্ষীর ইতিবৃত্ত।

অর্জ্জুন কহেন শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
তপস্যা করিতে যথা গেল খগমণি ॥
করিয়া ভীষণ তপ বিষ্ণু আরাধিল।
মনোনীত বর লভি ফিরিয়া আসিল ॥
ঋষ্য মুখ পর্ব্বতেতে রহে খগেশ্বর।
ঋষ্য-নামে রাজা সেই গিরির ঈশ্বর ॥
তার ভার্য্যা রূপবতী পরমা সুন্দরী।
স্বামী সেবা করে পুত্র বাঞ্ছা করি ॥
কতদিনে অপুত্রক মরে নরপতি।
শোকাকুলা স্বামীশোকে ভার্য্যা গুণবতী ॥
একাকিনী বন মধ্যে করেন ক্রন্দন।
ক্রন্দনের শব্দ শুনি বিনতানন্দন ॥
ধরিয়া মনুষ্য রূপ গেল তার স্থান।
দেখিয়া কামিনারূপ মোহিল তখন ॥
মদন মোহন বাণে হ'য়ে জ্বর জ্বর।
কহিল কন্যারে করি বিনয় উত্তর ॥
একাকী রোদন কর কিসের কারণ।
কার কন্যা তুমি তব পতি কোন্জন ॥
নিজ পরিচয় মোরে কহ সুবদনী।
এত শুনি কহে কন্যা যুড়ি দুই পাণি ॥
দক্ষবংশে জন্ম মম বিখ্যাত ভুবনে।
ঋষ্য নামে রাজা ছিল এই ত কাননে ॥
পুত্র বাঞ্ছা করি তপ করিল রাজন।
পুত্র না জন্মিল তার হইল নিধন ॥

রাজা হ'য়ে রাজ্য রাখে বংশে কেহ নাই।
সে হেতু ক্রন্দন করি শুন যাহা কই ॥
গরুড় কহিল শোক না কর অন্তরে।
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে ॥
এত শুনি কহে কন্যা করি যোড়কর।
কৃপা যদি কৈলে তবে শুন খগেশ্বর ॥
শতপুত্র দান দেহ তোমার ঔরসে।
মহাবলবন্ত যেন হয়ত বিশেষে ॥
কন্যার বচনে খগ অঙ্গীকার কৈল।
দ্বাদশ বছর ক্রীড়া আনন্দে করিল ॥
কতদিনে ঋতুযোগে হৈল গর্ভবতী।
এককালে শত ডিম্ব প্রসবিল সতী ॥
সুশীলা নামেতে তার আছিল সতিনী।
সেবা করি পরিতুষ্ট করে খগমণি ॥
স্বধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করিল রমণ।
ঋতুযোগে গর্ভবতী হৈল সেইক্ষণ ॥
দুটি ডিম্ব এককালে কন্যা প্রসবিল।
কতদিন পরে ডিম্ব সকলি ফুটিল ॥
সুশীলার গর্ভে হৈল যুগল নন্দন।
একজন অন্ধ হৈল, দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
অন্ধক বলিয়া নাম রাখিল তাহার।
মহাবলবন্ত হৈল দ্বিতীয় কুমার ॥
মনুষ্যের প্রায় যেন পক্ষীর আকৃতি।
জটায়ু তাহার নাম রাখে খগপতি ॥
আর সব পুত্র হইল মহাবলধর।
তেজঃ পুঞ্জ সুগঠন পরম সুন্দর ॥
প্রধান পুত্রের নাম রাখিল কুবল।
তারে রাজা করিল গরুড় মহাবল ॥
ছত্র দণ্ড দিয়া তারে স্থাপিল রাজ্যেতে।
কতদিনে গেল রাজা সুমেরু পর্ব্বতে ॥
পবনের সহ তথা বিবাদ হইল।
চিরকাল খগেশ্বর তথায় রহিল ॥
হেথা সব নাগগণ পেয়ে অবসর।
ঋষ্যমুক পর্ব্বতেতে আসিল সত্বর ॥
কুবল পক্ষীর রাজা গরুড় কুমার।
তার সঙ্গে যুদ্ধ কৈল শতেক বছর ॥
শত ভাই সহ তারে করিল সংহার।
দেখিয়া অন্ধক পক্ষী করিল বিচার ॥
ভ্রাতৃসহ নিল নাগগণের শরণ।
অভয় তাহারে দিল যত নাগগণ ॥
অন্ধকেরে রাজা করি স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
স্বদলে চলিয়া নাগ গেল পাতালেতে ॥
কতদিনে খগেশ্বর আসিল তথায়।
পুত্রগণ মৃত্যু শুনি ক্রোধে কম্পকায় ॥
সেই দোষে মারে বীর বহু নাগগণে।
ব্রহ্মা আসি শান্ত কৈল বিনতা-নন্দনে ॥
জটায়ু ধার্ম্মিক হৈয়ে, তপস্বী অপার।
তাহার ঔরসে হৈল যুগল কুমার ॥
শুক সারী নাম রাখে পক্ষীর প্রধান।
পরম সুন্দর হৈল মহাবলবান্ ॥
অন্ধক-ঔরসে হৈল সহস্র কুমার।
মহাবলবন্ত হৈল পক্ষীর আকার ॥
প্রথম পুত্রের নাম বাতাপি রাখিল।
শুভক্ষণ দেখি তারে রাজ্যপদ দিল ॥
মহাবলবন্ত হৈল পক্ষীর প্রধান।
গরুড় বংশের কথা অদ্ভুত আখ্যান ॥
কোটি কোটি পক্ষী জন্মে তাহার ঔরসে।
সব জ্ঞাতিগণে পালে ধর্ম্ম উপদেশে ॥
চিন্তিয়া বাতাপি পক্ষী বলে মহাবলী।
সব নাগগণ সঙ্গে করিয়া মিতালি ॥
তাহার আশ্বাসে মুগ্ধ নাগরাজ বংশে।
নিরন্তর বলে ছলে নাগগণে হিংসে ॥
শুক সারী দুই ভাই ছিল বুদ্ধিমন্ত।
জানিল বাতাপি পক্ষী জ্ঞাতিগণ অন্ত ॥
এতেক চিন্তিয়া দোঁহে সত্বর চলিল।
হিমাদ্রির তটে গিয়া তপ আরম্ভিল ॥
করিয়া কঠোর তপে পূজি পঞ্চাননে।
মনোনীত বর পেয়ে ভাই দুই জনে ॥
আসিয়া সকল শত্রু করিল বিনাশ।
কহিলাম তোমারে এ পক্ষী ইতিহাস ॥
সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র করে আচরণ।
মুহূর্ত্তেকে সবংশেতে হইবে নিধন ॥

অহিংসকে হিংসে যেই দৈবে তারে হিংসে।
তার দোষে বাতি দিতে না থাকিবে বংশে॥

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধসজ্জা করিতে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ও কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তি কথন।

জন্মেজয় কহিলেন কহ তপোধন।
অতঃপর কি করিল ভাই পঞ্চজন॥
হেথা দুর্য্যোধন রাজা করিল সাজন।
তবে কিবা করিলেন পাণ্ডুর নন্দন॥
কোন্ কোন্ রাজা হৈল সহায় তাঁহার।
বল শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলিলেন শুন নৃপ জন্মেজয়।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না হয় খণ্ডন।
ভ্রাতাগণে ডাক দিয়া কহিল বচন॥
শুনিলে কি ভ্রাতৃগণ কৌরব কাহিনী।
সাজিল পাপিষ্ঠ একাদশ অক্ষৌহিণী॥
আমাদের পক্ষে যত সুহৃদ সুজন।
যুদ্ধ হেতু সবাকারে লিখহ লিখন॥
ভোজবংশ অন্ধবংশ যতেক রাজন।
সৌবল সুমিত্রে আদি মাদ্রীর নন্দন॥
যদুবংশে উগ্রসেন আদি রাজগণ।
যথা যোদ্ধা সবাকারে পাঠাও লিখন॥
অনুচরগণে আজ্ঞা কর শীঘ্রতরে।
কুরুক্ষেত্রে গড়খাই কহ রচিবারে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য আদি করি করহ সঞ্চার।
নানা অস্ত্র শস্ত্র আর বহু উপহার॥
নৃপতির আজ্ঞামাত্রে ইন্দ্রের নন্দন।
ডাকিয়া সে ধৃষ্টদ্যুম্নে কহিল তখন॥
আপনিও যাও তথা বিলম্ব না সয়।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয়॥
কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ পুরাণে বাখানি।
যাহাতে পড়িলে যুদ্ধে পায় দেবযোনি॥
পূর্ব্বপিতামহ মম কুরু নৃপমণি।
ব্যসমুখে শুনিয়াছি তাঁহার কাহিনী॥
একচ্ছত্র মহারাজ ছিল ভূমণ্ডলে।
করিলেন কুরুক্ষেত্র নিজ পুণ্যফলে॥
বলিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন করিয়া বিনয়।
ইহার বৃত্তান্ত কহ শুনি ধনঞ্জয়॥
অর্জ্জুন বলেন শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
মহাধর্ম্মশীল ছিল কুরু নৃপমণি॥
বাহুবলে শাসিল সকল ভূমণ্ডল।
একচ্ছত্র রাজা হৈল বলে মহাবল॥
নানা দান নানা যজ্ঞ করিল নৃপতি।
কুরুরাজগণ যত জগতে বিখ্যাতি॥
একদিন পিতৃগণ কহিল তাঁহারে।
মাংসশ্রাদ্ধে তৃপ্তি কর আমা সবাকারে॥
পিতৃগণ-আজ্ঞাকারী শুন কুরুপতি।
মৃগয়া কারণে বনে গেল শীঘ্রগতি॥
মারিল অনেক মৃগ অরণ্য ভিতর।
আগু বাড়ি পাঠাইল নৃপ বহুতর॥
মৃগয়ান্তে শ্রান্ত বড় হইল রাজন।
জল অন্বেষিয়া রাজা ভ্রমিলেন বন॥
জল নাহি পান রাজা হইয়া দুঃখিত।
দণ্ডক কাননে রাজা হৈল উপনীত॥
মুনির আশ্রম সেই অপূর্ব্ব কানন।
মনুষ্য-অগম্য স্থল অতি সুশোভন॥
আছে দিব্য সরোবর বনের ভিতরে।
দেবকন্যাগণ তাহে নিত্য কেলি করে॥
সেই সরোবরে রাজা হন উপনীত।
সরোবর দেখিয়া পাইল বড় প্রীত॥
বহুরূপা নামে কন্যা দেবের নর্ত্তনী।
রূপেতে কনকলতা খঞ্জননয়নী॥
মুখরুচি শত শশী করিয়াছে শোভা।
ওষ্ঠস্থল অতুল বন্ধুক পুষ্প আভা॥
শুকচঞ্চু জিনি নাসা জিনি তিলফুল।
কামের কামান ভুরু কিবা দিব তুল॥
দেখিয়া কন্যার রূপ মোহিত রাজন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল কামে অচেতন॥
নিকটে যাইয়া রাজা কহিল কন্যারে।
নিজ পরিচয় তুমি কহিবে আমারে॥

তোমার রূপের সীমা না যায় বর্ণনে ।
তোমা সম রূপ গুণ না দেখি নয়নে ॥
কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী হবে হরপ্রিয়া ।
সাবিত্রী রুক্মিণী কিবা হবে সর্ব্বজয়া ॥
কিবা নাগকন্যা হবে তিলোত্তমা প্রায় ।
নিজ পরিচয় কন্যা কহিবে আমায় ॥
কন্যা বলে শুন মম পূর্ব্বের কাহিনী ।
বহুরূপা নাম মম ইন্দ্রের নর্ত্তকী ॥
পূর্ব্বজন্মে আছিল আমার পক্ষিযোনি ।
প্রভাসে বসতি ছিল নাম সারঙ্গিণী ॥
তথা স্থিতি করিয়া ছিলাম বহুকাল ।
কত দিনে বৃদ্ধদশা হইল জঞ্জাল ॥
জরাতে আমার তনু ব্যাধিতে পীড়িল ।
সেই বৃক্ষ উপরে আমার মৃত্যু হৈল ॥
মরিয়া শুকায়ে ছিনু বৃক্ষের উপরে ।
বহুকাল ছিলাম সে বাসার ভিতরে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন ।
কতদিনে ঘোরতর বহিল পবন ॥
বাসার সহিত মম শুষ্ক কলেবরে ।
উড়াইয়া ফেলিলেক প্রভাসের নীরে ॥
পরশ করিতে অঙ্গ প্রভাসের পানী ।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হইলাম নৃপমণি ॥
দিব্যমূর্ত্তি হইলাম রূপেতে পদ্মিনী ।
সেই পুণ্যে হইয়াছি ইন্দ্রের নর্ত্তকী ॥
সুরেন্দ্র সাক্ষাতে নৃত্য করি বরাবর ।
একদিন পাপবুদ্ধি হইল আমার ॥
সূর্য্যবংশে মহারাজ খট্টাঙ্গ আছিল ।
যুদ্ধ হেতু ইন্দ্র তাঁরে বরিয়া আনিল ॥
করিলেন অসুর সহিত ঘোর রণ ।
সবাকারে পরাজিল খট্টাঙ্গ রাজন ॥
তুষ্ট হ'য়ে সভাতে লইল ইন্দ্র তারে ।
তত্র করাইল নৃত্য আমা সবাকারে ॥
খট্টাঙ্গ নৃপতি রূপে পরম সুন্দর ।
তারে দেখি হৃদয়ে বিন্ধিল কামশর ॥
পুনঃ পুনঃ চাহিলাম তাঁহার বদন ।
দেখি ইন্দ্র ক্রোধে শাপ দিল সেইক্ষণ ॥
দেবলোকে থাকি কর মনুষ্য-আচার ।
নরলোকে কিছুকাল কর ব্যবহার ॥
সে কারণে নরপতি হেথায় বসতি ।
বিরহিণী আছি নাহি মিলে যোগ্যপতি ॥
এত শুনি হাসিয়া বলিল নৃপমণি ।
আমারে বরণ তুমি কর বিরহিণী ॥
চন্দ্রবংশে মম জন্ম কুরু নাম ধরি ।
সমস্ত সংসার মধ্যে আমি অধিকারী ॥
তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার ।
কামানলে দহে তনু করহ নিস্তার ॥
শ্রেষ্ঠ পাটেশ্বরী আমি করিব তোমারে ।
এত শুনি কন্যা পুনঃ কহিল রাজারে ॥
নিশ্চয় নৃপতি আমি করিব বরণ ।
এক সত্য মম অগ্রে করহ রাজন ॥
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ ।
আমারে নিষেধ না করিবে মহারাজ ॥
কুবচন বল যদি ত্যজিব তোমারে ।
কন্যার বচনে রাজা অঙ্গীকার করে ॥
কন্যারে লইয়া রাজা গেল নিজ দেশে ।
নিরবধি কেলি করে অশেষ বিশেষে ॥
একদিন নরপতি কহিল কন্যারে ।
শীঘ্রগতি জল দেহ আনিয়া আমারে ॥
কন্যা বলে এবে মম আছে প্রয়োজন ।
মুহূর্ত্তেক পরে জল দিতেছি রাজন ॥
কহিলেন ভূপতি ব্যাকুল কলেবর ।
আমারে আনিয়া জল দেহ শীঘ্রতর ॥
নৃপতির বাক্য কন্যা না করে শ্রবণ ।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলিলেন বহু কুবচন ॥
ক্রোধেতে করিল নিন্দা বিবিধ প্রকারে ।
গণিকার জাতি দুষ্ট কি বলিব তোরে ॥
এত শুনি হাসি কন্যা কহিল রাজারে ।
পূর্ব্ব সত্য পাসরিলা ছাড়িনু তোমারে ॥
এইক্ষণে ত্যাগ করি যাব নিজ স্থান ।
এতেক বলিয়া কন্যা হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
কন্যারে না দেখি রাজা আকুল জীবন ।
কন্যার ভাবনা বিনা অন্যে নাহি মন ॥

রাজ্যপদে নাহি মতি অন্তরে বিরাগ।
বিবাহ না করে রাজা যৌবনানুরাগ॥
বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সবে বুঝান রাজারে।
কি হেতু ভূপাল চিন্তা করিছ অন্তরে॥
বহুরূপা কন্যা সেই ইন্দ্রের নাচনী।
ইন্দ্রশাপে হ'য়েছিল তোমার রমণী॥
শাপে মুক্ত হ'য়ে সেই গেল সুরপুরে।
তার হেতু শোক কেন করহ অন্তরে॥
যদি তুমি সেই কন্যা চাহ নরবর।
দেবরাজ হন সেই কামিনী-ঈশ্বর॥
বিনয় করিয়া কর ইন্দ্র-আরাধন।
তবে সেই কন্যা প্রাপ্তি হইবে রাজন॥
হস্তিনার উত্তরেতে সরস্বতী তীরে।
আছে উপবন রম্য তাহার উপরে॥
নিত্য আসি সুরভি চরয়ে সেই বনে।
ইন্দ্র-আরাধনা কর সুরভি-সেবনে॥
তবে পুনর্ব্বার তুমি পাইবে কন্যারে।
তত্ত্ব উপদেশ রাজা কহিনু তোমারে॥
এত শুনি আনন্দিত হইয়া অন্তরে।
বিধিমতে নরপতি ইন্দ্রে স্তুতি করে॥
করিল কঠোর তপ শাস্ত্রের বিহিত।
করিল সুরভি সেবা রাজা যথোচিত॥
তুষ্ট হ'য়ে সুরভি বলিল নৃপতিরে।
অভিমত বর রাজা মাগহ আমারে॥
এত শুনি করযোড়ে কহে নৃপমণি।
যদি বর দিবে তথা শুনগো জননি॥
বহুরূপা নামে কন্যা আছে সুরপুরে।
সেই কন্যা প্রাপ্তি যেন হয় ত আমারে॥
স্বস্তি বলি বর তবে দিলেন সুরভি।
পাইবে সে কন্যা তুমি দেবরাজ সেবি॥
ইন্দ্রমন্ত্র পঞ্চাক্ষর দেই রাজা লহ।
ইন্দ্রমন্ত্র জপি তুমি ইন্দ্রে আরাধহ॥
ত্রিরাত্রি জপিলে ইন্দ্র দিবেন দর্শন।
যে বাঞ্ছা করিবে রাজা পাইবে তখন॥
এত বলি দিল মন্ত্র প্রসন্ন হইয়া।
হৃষ্টচিত্ত নরবর সে মন্ত্র পাইয়া॥
ত্রিরাত্রি জপিল মন্ত্র বসি একাসন।
প্রসন্ন হইল তবে সহস্রলোচন॥
সাক্ষাতে দেখিয়া ইন্দ্রে কুরু নরপতি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বহু স্তুতি॥
তুষ্ট হ'য়ে ইন্দ্র বলিলেন মাগ বর।
এত শুনি বলে রাজা যুড়ি দুই কর॥
বহুরূপা নামে সেই তোমার নর্ত্তনী।
সেই কন্যা আজ্ঞা মোরে কর সুরমণি॥
কহিলেন ইন্দ্র তাহা দিলাম তোমারে।
আর বর মাগ যাহা বাঞ্ছিত অন্তরে॥
বলিলেন রাজা আজ্ঞা কর পুরন্দর।
এইখানে হয় যেন পুণ্যক্ষেত্রবর॥
কুরুক্ষেত্র নাম হবে পুণ্যক্ষেত্র সার।
ইথে যুদ্ধ করি যেই হইবে সংহার॥
ভুঞ্জিবে অক্ষয় স্বর্গ সহিত তোমার।
এই বর আজ্ঞা কর দেব গুণাধার॥
বলিলেন ইন্দ্র পূর্ণ তব মনস্কাম
পুণ্যক্ষেত্র হৈল এই কুরুক্ষেত্র নাম॥
এত বলি ইন্দ্র আজ্ঞা দিল মাতলিরে।
বহুরূপা কন্যা তুমি আনহ এথারে॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় কন্যা তথায় আনিল।
সেইক্ষণে নৃপ তারে বিবাহ করিল॥
নানামতে যৌতুক দিলেন নরপতি।
অন্তর্দ্ধান হ'য়ে ইন্দ্র গেলেন বসতি॥
ইন্দ্রবরে পুণ্যক্ষেত্র তখনি হইল।
কুরুক্ষেত্র বলি নাম জগতে ব্যাপিল॥
তবে কন্যা সহ ল'য়ে কুরু নরপতি।
হৃষ্টচিত্তে গেল তবে আপন বসতি॥
মদগর্ব্বে সুরভিরে সম্ভাষা না কৈল।
সেই হেতু সুরভি রাজারে শাপ দিল॥
এই অহঙ্কারে পুত্র না হইবে তোর।
এত বলি প্রবেশিল পাতাল ভিতর॥
এ সকল বৃত্তান্ত না শুনিল রাজন।
নিতম্বিনী ল'য়ে কেলি করে অনুক্ষণ॥
পুত্র না হইল তার যুবাকাল যায়।
ইহা ভাবি চিন্তাকুল মহারাজ তায়॥

পুরোহিত আপনি বশিষ্ঠ তপোধন।
ভার্য্যা সহ তাঁহাকে করিল নিবেদন ॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বহু স্তুতি।
হৃষ্ট হ'য়ে দোঁহে আশ্বাসিল মহামতি ॥
মনোনীত বর মাগি লও দুইজনে।
যেই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে ॥
রাণী সহ কহিলেন পরে নরপতি।
পুত্রবর আজ্ঞা মোরে কর মহামতি ॥
তব বর দানে যেন হই পুত্রবান্।
ইহা বিনা আর নাহি চাহি তব স্থান ॥
এত শুনি ধ্যানস্থ হইয়া মুনিবর।
সুরভির শাপেতে নির্ব্বংশ নৃপবর ॥
জানিয়া কারণ তার কহিল রাজারে।
পুত্রবান অবশ্য হইবে মম বরে ॥
কিন্তু সুরভির শাপ আছয়ে তোমায়।
সে কারণে রাজা তব না হয় তনয় ॥
অভিমানে পাতালেতে গেলেন জননী।
মম গৃহে স্থিত রাজা তাঁহার নন্দিনী ॥
নিয়ম করিয়া সেবা করহ তাঁহার।
অচিরাৎ পুত্র রাজা হইবে তোমার ॥
সম্বৎসর সেবা তাঁর কর নৃপমণি।
হউক দাসীর মত তোমার ঘরণী ॥
তবে সে নৃপতি তুমি হবে পুত্রবান্।
কহিতে সে নন্দিনী আইল বিদ্যমান ॥
নন্দিনারে কহি মুনি কহিলা রাজারে।
হইবে তোমার কার্য্যসিদ্ধ মম বরে ॥
মুনির বচনে রাজা সেবিল তাঁহারে।
নিয়ম করিয়া রাজা এক সম্বৎসরে ॥
রাজার সেবনে গাভী সন্তুষ্ট হইল।
ঐ বর সাধি তারে শাপান্ত করিল ॥
শাপে মুক্ত হ'য়ে রাজা হৈল পুত্রবান্।
এই পুত্র জনমিল মহা মতিমান্ ॥
প্রথম পুত্রের নাম স্বয়ম্বর থুল।
যাহা হৈতে কুরুবংশ বর্দ্ধিষ্ণু হইল ॥
অবশেষে পুত্রে রাজ্য দিয়া নরবর।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় গেল অরণ্য ভিতর ॥

সাধিয়া পরম যোগ পায় দিব্যগতি।
কহিনু তোমারে এই পূর্ব্বের ভারতী ॥
শীঘ্রগতি যাও তুমি না কর বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া গড়ের আরম্ভ ॥
হইবে দারুণ যুদ্ধ না হয় খণ্ডন।
কুলক্ষয় বাসনা করিল দুর্য্যোধন ॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন হ'য়ে হৃষ্টমতি।
বহু অনুচরগণ লইল সংহতি ॥
দুই অক্ষৌহিণী বলে চলিল ত্বরিত।
কুরুক্ষেত্র মধ্যে গিয়া হৈল উপনীত ॥
খনকগণেরে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
রচিল অদ্ভুত গড়খাই বিচক্ষণ ॥
স্থানে স্থানে রচিল বিচিত্র দিব্য ঘর।
রাজগণ রহিবারে আবাস বিস্তর।
অশ্বশালা রচিল বিচিত্র গজাগার।
নানা অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ করিল ভাণ্ডার ॥
নির্ম্মাইয়া গড়খাই আসিল সত্বর।
নিবেদন করিলেন রাজার গোচর ॥
শুনি হৃষ্টমন হৈল ভাই পঞ্চজন।
যুদ্ধ হেতু রাজগণে লিখিল লিখন ॥
কারস্কর রাজা আর রাজা জয়সেন।
শিশুপালপুত্র সহদেব সুলক্ষণ ॥
কাশীরাজ সুষেণ প্রষেণ নরপতি।
অঙ্গরাজ কারক্ষক সুধর্ম্মা প্রভৃতি ॥
বাহ্লীক নৃপতি আর যতেক রাজন।
দূতমুখে পাইয়া পাণ্ডব নিমন্ত্রণ ॥
চতুরঙ্গ দলে সাজি কুরুক্ষেত্রে এল'।
যুদ্ধের সামগ্রী দ্রব্য অনেক আনিল ॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়া মিলিল।
নানা বাদ্য কোলাহলে পৃথিবী পূরিল ॥
সাত অক্ষৌহিণীপতি হ'ল পঞ্চজন।
একাদশ অক্ষৌহিণীপতি দুর্য্যোধন ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হৈল সেনাগণে।
কোলাহলে মহাশব্দ না শুনি শ্রবণে ॥
কুরুক্ষেত্রে দুই দল সমানে রহিল
নানা অস্ত্র শস্ত্র সবে সঞ্চয় করিল ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

——

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক দূত প্রেরণ।

মুনি বলে শুন শুন রাজা জন্মেজয়।
তবে দুর্য্যোধন রাজা চিন্তিল হৃদয়॥
দ্বারকা গেলেন কৃষ্ণ পেয়ে সমাচার।
বরিবারে দূত পাঠাইল আগুসার॥
গোবিন্দেরে লিখিল সকল বিবরণ।
কৌরব পাণ্ডবে হবে ঘোরতর রণ॥
উভয় কুলের হও কুটুম্ব আপনি।
সে কারণে অগ্রে তোমা বরিলাম আমি॥
মহারণে হবে তুমি আমার সারথি।
এত বলি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি॥
সবে মন্ত্রিগণে ল'য়ে কৌরবের পতি।
নিভৃতে বসিয়া যুক্তি করি মহামতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর প্রতীপনন্দন।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত মন্ত্রিগণ॥
রাজা বলে একমনে শুন সর্ব্বজন।
দুই কুল হিত হন দেব নারায়ণ॥
হইবে ভারতযুদ্ধ না হয় খণ্ডন।
সম্বন্ধে সমান হন দেব জনার্দ্দন॥
দূত প্রেরিলাম আমি বুঝিতে রহস্য।
দুই কুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য॥
সে কারণে বুঝিব কৃষ্ণের বলাবল।
পাণ্ডবে সন্তোষ কিবা জানিব সকল॥
করে কি না করে কৃষ্ণ মম হিতাহিত।
বুঝিবার জন্য দূত পঠান উচিত॥
এত শুনি কহিলেন গঙ্গার নন্দন।
না বুঝিয়া পাঠাইলে দূত অকারণ॥
ত্রিভুবন জ্ঞাত কৃষ্ণ পাণ্ডবের হিত।
তোমার সাপক্ষ না হবেন কদাচিত॥
বলিলেন কর্ণ মনে নাহি লয় কথা।
পাণ্ডবের হিত কৃষ্ণ জানিবে সর্ব্বথা॥
যদি বা সপক্ষ তব অনুরোধে হন।
নাসিবেন কপটে তোমার সর্ব্বজন॥
মুখেতে সুন্দর ভাষা অন্তরে তা নয়।
তোমার পরম শত্রু জানিবা নিশ্চয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিল দূতের কর্ম্ম নয়।
আপনি যাইয়া বর দেবকীতনয়॥
সসৈন্যে দ্বারকাপুরী যাও দুর্য্যোধন।
সাক্ষাতে বরিলে সেই মানিবে বচন॥
দুর্য্যোধন বলে অগ্রে শুনি দূতস্থানে।
কি বলয়ে আগে শুনি দেব নারায়ণে॥
হন বা না হন কৃষ্ণ আমার সারথি।
দূতমুখে জানা যাবে ইহার ভারতী॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিল কহিলে যুক্তি সার।
আপনি বলহ গিয়া দেকীকুমার॥
যাবৎ না বরে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সসৈন্য দ্বারকা তুমি হও আগুসার॥
এত শুনি বিদুর কহেন সেইক্ষণ।
বিপদ সময়ে জ্ঞান হারায় সুজন॥
আরে দুর্য্যোধন তোর হেন লয় মন।
তোমার সারথি হইবেন নারায়ণ॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি দেব যত জন।
উদ্দেশে করেন যাঁর চরণ-সেবন॥
বার বার অবতার হ'য়ে জগন্নাথ।
করিলেন কোটি অসুর নিপাত॥
মৎস্য-কলেবর ধরি দেব নারায়ণ।
দৈত্য মারি করিলেন বেদ উদ্ধারণ॥
কূর্ম্ম অবতার হ'য়ে শ্রীমধুসূদন।
করিলেন পৃষ্ঠদেশে ধরণী ধারণ॥
অনন্তরে ধরি কৃষ্ণ বরাহ-আকৃতি।
হিরণ্যাক্ষে বধ করি উদ্ধারিলা ক্ষিতি॥
ধরিয়া নৃসিংহরূপ হইয়া প্রকাশ।
করিলেন হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ॥
ধরিয়া বামনরূপ দেব নারায়ণ।
পাতালে নিলেন বলি করিয়া ছলন॥
ভৃগুবংশে রামরূপে হ'য়ে অবতার।
নিঃক্ষত্রা করেন ক্ষিতি তিন সপ্তবার॥
রামরূপে বধিলেন লঙ্কার রাবণ।
হলধরবেশধারী আছেন এখন॥

পূর্ণব্রহ্ম অবতার কৃষ্ণ যদুমণি।
আগম পুরাণে যাঁর মহিমা বাখানি॥
হেন কৃষ্ণ সূতবৃত্তি করিবে তোমার।
হেন বাক্য না বুঝিয়া বল বারে বার॥
কিন্তু ভক্তিবশ হন দেব হৃষীকেশ।
ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেন অশেষ॥
এইরূপে কহিল বিদুর মহামতি।
শুনি কিছু উত্তর না দিল কুরুপতি॥
সভা হৈতে উঠি রাজা গেল অন্তঃপুরে।
চলিলেন কুরুগণ যে যাহার ঘরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট উলুকের গমন।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন।
অতঃপর কি করিল কুরুর নন্দন॥
তবে দ্বারকায় দূত গেল কোন্ জন।
তন্মুখে শুনি কি কহিলা নারায়ণ॥
বিবরিয়া মুনিবর কহিবা আমারে।
শুনিয়া তোমার মুখে যুড়াক অন্তরে॥
বলিলেন মুনি শুন নৃপ জন্মেজয়।
উলুকেরে পাঠাইল কুরু মহাশয়॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞায় উলুক অনুচর।
দ্রুতগতি চলি গেল দ্বারকানগর॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে গিয়া হন উপনীত।
প্রণাম করি পত্র দিলেন ত্বরিত॥
পড়িলেন পত্র কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া।
উত্তরে কহিছেন দূতেরে চাহিয়া॥
দুই কুল হিত আমি বিখ্যাত ভুবন।
উভয় কুলের হিত চিন্তি অনুক্ষণ॥
দুর্য্যোধনে কহ গিয়া বচন আমার।
ভাই ভাই বিরোধিয়া কি কার্য্য তোমার॥
তোমাতে অপ্রীত নহে পাণ্ডুর নন্দন।
গন্ধর্ব্বের হাতে তোমা রাখিল অর্জ্জুন॥
সভামধ্যে পূর্ব্বে যেই করিল নির্ণয়।
তাহাতে হইল মুক্ত পাণ্ডুর তনয়॥
আপনি কহিলে তুমি সভা বিদ্যমান।
সত্য হৈতে মুক্ত হৈলে পাণ্ডুর সন্তান॥
পুনর্ব্বার আপনার পাবে রাজ্য ধন।
তবে কেন কলহ করিতে কর মন॥
সমুচিত পাণ্ডবের বিভাগ যেই হয়।
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডুর তনয়॥
এইরূপে দুর্য্যোধনে কহিবে আপনে।
পশ্চাতে যাইব আমি সবা বিদ্যমানে॥
সারথির হেতু যাহা কহিলে আমারে।
করিব সারথ্য পণ তাঁহার গোচরে॥
কিন্তু অগ্রে আমারে কহিল ধনঞ্জয়।
অঙ্গীকার করিয়াছি শুন মহাশয়॥
তথাপি তোমার বাক্য না পারি খণ্ডিতে।
আপনি আসিবে হেথা আমারে বরিতে॥
আসিবে আমারে পার্থ করিতে বরণ।
পঞ্চম দিবসে সে করিবে আগমন॥
আমারে আসিয়া অগ্রে যে জন বরিবে।
তাহার সারথ্য মম করিতে হইবে॥
তবে যদুগণ ল'য়ে দেব জগৎপতি।
গুপ্তরূপে মন্ত্রণা করেন মহামতি॥
কৌরব পাণ্ডবে হইবেক মহারণ।
সে কারণে দুর্য্যোধন দিল নিমন্ত্রণ॥
পাণ্ডব আমারে পূর্ব্বে করিল বরণ।
দুই কুল হিত আমি জানে জগজ্জন॥
কাহার সাপক্ষ হব করিব কেমন।
ইহার সুযুক্তি যাহা কহ সর্ব্বজন॥
এত শুনি কহিল সকল যদুগণ।
কপটি কুবুদ্ধি খল রাজা দুর্য্যোধন॥
তাহার সাপক্ষ হৈতে উচিত না হয়।
বিশেষে তোমার প্রিয় পাণ্ডুর তনয়॥
তোমারে বরিতে যদি আসে দুর্য্যোধন।
তাহার সহায় দেহ কিছু সৈন্যগণ॥
কপট করিয়া তার কর উপকার।
আমাদের চিত্তে লয় এই সুবিচার॥
যদুগণ বিচার শুনিয়া নারায়ণ।
শিল্পকারগণে আজ্ঞা দিলেন তখন॥

এক সিংহাসন দেহ আমার অগ্রেতে।
আজ্ঞামাত্রে শিল্পকার লাগিল গঠিতে ॥
হইল দিবসত্রয় মধ্যে সিংহাসন।
গোবিন্দের অগ্রে আনি দিল সেইক্ষণ ॥
অনন্তর পঞ্চম দিবসে নারায়ণ।
করিলেন বাহির মন্দিরেতে শয়ন ॥
সঙ্কীর্ণ রহিল স্থান শিতানের পানে।
রত্ন সিংহাসন রাখিলেন সেই স্থানে ॥
পাছে রাখিলেন স্থান বুঝিয়া বিস্তার।
অচেতন নিদ্রা যায় দৈবকীকুমার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

উলুকের পুনরাগমন ও দুর্য্যোধনের দ্বারকায় আগমন।

দূত গিয়া দুর্য্যোধনে কহিল বারতা।
আপনি বরিতে কৃষ্ণে তুমি যাহ তথা ॥
আপনি অর্জ্জুন আসি বরিবে কৃষ্ণেরে।
সে কারণে নারায়ণ কহিল আমারে ॥
প্রথমে আমারে আসি যে জন বরিবে।
তার পক্ষ অবশ্য আমাকে হ'তে হবে ॥
সম্বন্ধে সমান মম কুরু পাণ্ডুগণ।
দুই কুল হিত আমি চিন্তি অনুক্ষণ ॥
আর যে কহিলা তাহা শুন কুরুপতি।
পাণ্ডবের সহ তোমা করিতে পীরিতি ॥
পাণ্ডবের সহিত বিরোধে নিষেধিল।
সব রাজগণ তাহে অনুমতি দিল ॥
এইরূপে দূতবাক্য শুনি মহারাজ।
মুহূর্ত্তেকে তথা গেল, না করিল ব্যাজ ॥
অল্প সৈন্য সঙ্গে নিল শীঘ্র যাইবার।
হইলেন দ্বারকানগরে অগ্রসর ॥
দুর্য্যোধন উত্তরিল দ্বারকানগরে।
সৈন্য সব রাখিলেন পুরীর বাহিরে ॥
একেশ্বর পুরে প্রবেশিলা কুরুনাথ।
যেই গৃহে শয়নে আছেন জগন্নাথ ॥
তথা গিয়া উত্তরিল রাজা দুর্য্যোধন।
অচেতনে নিদ্রা যান দেব নারায়ণ ॥
দেখে দিব্য সিংহাসন কৃষ্ণের শিয়রে।
বারিপূর্ণ ভৃঙ্গ তার দেখিল আধারে ॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
আমার মর্য্যাদা বেশ জানে নারায়ণ ॥
না আসিতে হেথা আমি দিব্য সিংহাসন।
আপন শিয়রে কৃষ্ণ করেছে স্থাপন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য রাখিয়াছে দিব্য জলাধার।
আমার সম্ভ্রম হেতু নানা উপচার ॥
নিশ্চয় হবেন কৃষ্ণ আমার সারথি।
এত বলি সিংহাসনে বসিল ভূপতি ॥
আইলেন ধনঞ্জয় পরে ভক্তি করি।
প্রবেশিল একাকী যাইয়া অন্তঃপুরী ॥
বসুদেব উগ্রসেন আদি যদুগণে।
একে একে প্রণাম করিল জনে জনে ॥
মাতুলগনেরে পার্থ করিয়া সম্ভাষ।
তথা হৈতে চলিলেন যথা শ্রীনিবাস ॥
অচেতন শয়নে আছেন নারায়ণ।
শিয়রে বসিয়া তাঁর রাজা দুর্য্যোধন ॥
সিংহাসনে বসিয়াছে বাসবের প্রায়।
দেখি চিত্তে চিন্তিত হইল পার্থ তায় ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পার্থ যুক্তি করি মনে।
বসিলেন গিয়া শেষে কৃষ্ণের আসনে ॥
কৃষ্ণপদকমল চাপেন ধীরে ধীরে।
দেখি দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইল অন্তরে ॥
মনেতে ভাবিয়া তবে কহে অর্জ্জুনেরে।
কুরুবংশে জন্মি হেন কদাচার করে ॥
বংশের অধম এই কুলের অঙ্গার।
কোন বা বর্ব্বর এই দৈবকীকুমার ॥
আমারে না করে শঙ্কা নাহি লাজ মনে।
ব্যর্থ নাম পার্থ বলি ধরে অকারণে ॥
এইরূপে মনে মনে নিন্দিছে রাজন।
সব জানিলেন অন্তর্য্যামী নারায়ণ ॥
তথাপি উত্তর কিছু না দিলেন হরি।
নিদ্রায় অলস যেন সিংহাসনোপরি ॥

তক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল তাঁহার।
ষ্টিতেই দেখিলেন কুন্তীর কুমার ॥
লিঙ্গন দিয়া জিজ্ঞাসিলেন কুশল।
কে একে ধনঞ্জয় কহিল সকল ॥
বশেষে শ্রীগোবিন্দে কহে ধনঞ্জয়।
কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ হইবে নিশ্চয় ॥
াইলা যুধিষ্ঠির এজন্য আমারে।
রথি করিয়া যুদ্ধে বরিতে তোমারে ॥
থের সারথি তুমি হইবে আমার।
ত শুনি গোবিন্দ করেন অঙ্গীকার ॥
কথা শুনিয়া পার্থ আহ্লাদিত মনে।
খিলেন পরে কৃষ্ণ রাজা দুর্য্যোধনে ॥
ন্য করি সম্ভাষেণ উঠি নারায়ণ।
কি আনন্দ দেখি আজি কৌরবনন্দন ॥
বা প্রয়োজনে হেথা কৈলে আগমন।
কি কার্য্য তোমার আমি করিব সাধন ॥
দি বা দুষ্কর কর্ম্ম হয় অতিশয়।
মা হৈতে যদি হয় করিব নিশ্চয় ॥
ব কার্য্যে প্রীত আমি তব আজ্ঞাকারী।
কার্য্য কহিবা তাহা সাধিবারে পারি ॥
ন কুটুম্ব মম কুরু পাণ্ডুগণ।
ভয় কুলের হিত বাঞ্ছি অনুক্ষণ ॥
ভয় কুলের হিত করি প্রাণপণ।
আজ্ঞা করিবা তাহা করিব সাধন ॥
শুনি বলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
মুখে করিয়াছি প্রথমে বরণ ॥
ঙ্গীকার করিয়াছ তাহে নারায়ণ।
ন আমায় অগ্রে করিবে বরণ ॥
হার পক্ষ আমি হইব নিশ্চয়।
কারণে আইলাম তোমার আলয় ॥
ক্ষণ হৈল আমি আসিয়াছি হেথা।
শ্চাৎ আইল হেথা পার্থ মহারথা ॥
গুণ সব তব বিখ্যাত ভুবনে।
ন্দ্রের মাতলি সম শুনিনু শ্রবণে ॥
নুদ্ধে হবে তুমি আমার সারথি।
ই হেতু আসিয়াছি হেথা যদুপতি ॥

ইথে মান অপমান নাহি যদুমণি।
অবধানে শুন কহি পূর্ব্বের কাহিনী ॥
ত্রিপুরে জিনিতে যবে যান শূলপাণি।
বরিলেক ব্রহ্মাকে সারথি গুণ জানি ॥
ত্রিপুরবিজয়ী শিব সারথির গুণে।
বৃহস্পতি সারথি যে ইন্দ্র-দৈত্য-রণে ॥
দেবের পরম গুরু অঙ্গিরানন্দন।
স্বধর্ম্ম জানিয়া তবু করে সূতপণ ॥
বৃহস্পতি সারথি করিয়া বজ্রপাণি।
বৃত্রাসুরে মারিলেন বিখ্যাত ধরণী ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি কহিলা প্রমাণ।
অগ্রে মোরে বরিল অর্জ্জুন মতিমান ॥
সারথি করিয়া আমা করিল বরণ।
ইহার উপায় কি করিব দুর্য্যোধন ॥
ব্যতিক্রম করি যদি দুই কুল হিতে।
আমার কুযশ বহু ঘুষিবে জগতে ॥
দশদিন করি যদি পার্থের সারথ্য।
করি যদি দশদিন তোমার স্বতন্ত্র ॥
এমত নিয়ম হৈলে উপহাসে লোকে।
সে কারণে দুর্য্যোধন কহি যে তোমাকে ॥
তুমি কুরুপতি রাজা জগতে বিদিত।
তোমার মর্য্যাদা গুণ ঘোষে অপ্রমিত ॥
কুরুবংশে যদুবংশে চেদি ভোজবংশে।
রবিবংশোদ্ভব যত রাজা অবতংসে ॥
তব কার্য্যে রত সবে তোমার শাসিতে।
তোমার অপ্রিয় কেহ নহে পৃথিবীতে ॥
তোমারে করিবে মান্য যত রাজগণ।
অগ্রেতে করিল পার্থ আমারে বরণ ॥
তীর্থযাত্রা হেতু যবে যান হলপাণি।
কুরু পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব চরমুখে শুনি ॥
যুদ্ধ করিবারে করিলেন নিবারণ।
খণ্ডিতে না পারি আমি তাঁহার বচন ॥
আমা আদি করিয়া যতেক যদুগণ।
যুদ্ধ করিবারে মানা করিল তখন ॥
উভয় কুলের কোন পক্ষ না হইল।
রামের বচন কেহ খণ্ডিতে নারিল ॥

আমি মাত্র করিব কেবল সূতপণ।
সে কারণে শুন কহি রাজা দুর্য্যোধন ॥
নারায়ণী সেনা মম আছে কোটি সাত।
মম সম তেজ বীর্য্যে জগতে বিখ্যাত ॥
মহাবলবান সবে বিক্রমে অপার।
এক এক জন হয় সমান আমার ॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্য সম জনে জন।
মহারথি মধ্যে গণি বিপক্ষে শমন ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন ভাবিল অন্তরে।
নারায়ণী সেনাগণ অতুল সংসারে ॥
নারায়ণী সেনা যদি পাই কোটি সাত।
করিব অতুল যুদ্ধ পাণ্ডবের সাথ ॥
একক ইহারে নিলে হবে কোন্ কায।
এতেক ভাবিয়া চিত্তে কহে কুরুরাজ ॥
আমার সাহায্যে দেহ সেনা নারায়ণী।
এই মম সাহায্য করহ চক্রপাণি ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা যে আজ্ঞা তোমার।
শুনিয়া হইল হৃষ্ট কৌরব-কুমার ॥
নারায়ণী সেনা ল'য়ে গেল দুর্য্যোধন।
দেখিয়া অর্জ্জুন হইল বিষন্ন-বদন ॥
জয় প্রভু জগন্নাথ জয় চক্রধারী।
তোমার মহিমা-গুণ কি বলিতে পারি ॥
শিষ্টজন পাল তুমি দুষ্টেরে সংহার।
জগন্নাথ নাম এই কারণ তোমার ॥
দারুরূপে পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলে বাস।
জগতের হিত তব অতুল প্রকাশ ॥
অনুক্ষণ তাঁহার চরণে বহু নতি।
কাশীরাম দাস কহে মধুর ভারতী ॥

অর্জ্জুনের মনোদুঃখে শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধবাক্য।

নারায়ণী সেনা কৃষ্ণ দিল দুর্য্যোধনে।
দেখিয়া হইল দুঃখ অর্জ্জুনের মনে ॥
পার্থের অন্তর বুঝি কহিলা শ্রীপতি ॥
কি হেতু হইলে সখা তুমি দুঃখমতি ॥
নারায়ণী সেনা যত দিলাম উহারে।
সবে হত হইবেক তোমার প্রহারে ॥
পূর্ব্বের কাহিনী কহি শুন দিয়া মন।
একদিন আমারে কহিল পিতৃগণ ॥
বংশের তিলক তুমি পূর্ণ ব্রহ্মরূপে।
সকল সংসার এই তব লোমকূপে ॥
তুমি বিষ্ণু বিশ্বরূপ নর-অবতার।
আমাদিগে কর প্রভু আপনি উদ্ধার ॥
মগধ রাজ্যেতে জাত বরাহ আছয়।
তার মাংস আনি শ্রাদ্ধ কর মহাশয় ॥
তবে হ'বে তৃপ্তিযুক্ত আমাদের মন।
এই মত কহিলা আমাকে পিতৃগণ ॥
পিতৃগণবাক্যে করিলাম অঙ্গীকার।
পুনরপি আমারে কহিল আরবার ॥
একাকী যাইবে তুমি বরাহ মারিতে।
একজন সঙ্গে নাহি লবে কদাচিতে ॥
যদি সেই দুষ্ট মাংস হইবে নিশ্চয়।
না হইবে আমাদের তাহে পাপক্ষয় ॥
পিতৃগণ বাক্য শুনি অশ্বে আরোহিয়া।
একাকী মগধ রাজ্যে প্রবেশিনু গিয়া ॥
জরাসন্ধে আসিয়া কহিল সমাচার।
সসৈন্যে সাজিয়া সেই আছে দুরাচার ॥
একেশ্বর বেড়িলেক করি শতপুর।
সৈন্য-কোলাহল শব্দ গেল বহুদূর ॥
ভাবিলাম উপায় না দেখিয়া তখন।
একেশ্বর বলে পরাজিব কত জন ॥
দুরন্ত দুর্জ্জয় সেই মগধের সেনা।
যত মরে তত জীয়ে না হয় গণনা ॥
অনেক ভাবিয়া আমি যুক্তি করি সার।
অঙ্গ বৃদ্ধি করিলাম পর্ব্বত আকার ॥
অঙ্গ হৈতে সেইক্ষণে হইল সৃজন।
দেখিতে দেখিতে নারায়ণী সেনাগণ ॥
শত সহস্র মহারথী অঙ্গেতে জন্মিল।
জরাসন্ধ সঙ্গে তারা যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
যুদ্ধে পরাভূত হৈল মগধ রাজন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত সৈন্যগণ ॥
তবে সেই বরাহেরে চক্রেতে প্রহারি।
আসিলাম নারায়ণী সেনা সঙ্গে করি ॥

ন্ট হ'য়ে বলিলাম সেই সেনাগণে।
ই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে ॥
ত শুনি বলিলেক সেই সেনাগণ।
দি বর দিবা তবে দেহ নারায়ণ ॥
তরের হাতে মৃত্যু অভিলাষ নয়।
মা'র সমান রূপে গুণে যেবা হয় ॥
র হাতে মৃত্যু যেন হয় সবাকার।
ই বর আজ্ঞা কর দৈবকীকুমার ॥
হাদের বাক্যেতে দিলাম বর দান।
রে চিত্তে করিলাম এই অনুমান ॥
সম রূপে গুণে কে আছে সংসারে।
ঞ্জয় বিনা আর না দেখি কাহারে ॥
র্জ্জুনের হাতে হবে তোমাদের ক্ষয়।
বে ভারত-যুদ্ধ না হয় সংশয় ॥
কারণে নারায়ণী সেনা যত জন।
রিলাম দুর্য্যোধন প্রতি সমর্পণ ॥
অস্ত্রে নিহত হইবে সৈন্যগণ।
বলি মায়া দেখাইল নারায়ণ ॥
হার মস্তক নাহি কবন্ধের প্রায়।
খিয়া অর্জ্জুন চিত্তে মানেন বিস্ময় ॥
র কৃষ্ণে অর্জ্জুন কহিল যোড়করে।
মার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে ॥
র পুত্তলি তুমি কত মায়া জান।
দি নিরঞ্জন তুমি পূর্ণ ভগবান ॥
কে সহায় তুমি কিবা মম ভয়।
রব কৌরবগণে না ভাবি সংশয় ॥
নিলাম নারায়ণ যুদ্ধে হবে জয়।
লাম এই হেতু তোমার আশ্রয় ॥
মার সাহায্যে ইন্দ্র জয়ী ত্রিভুবনে।
কৃপাবলে দণ্ড পাইল শমনে ॥
মার সাহায্যে সৃষ্টি করে প্রজাপতি।
মার প্রতাপে শিব সংহার মূরতি ॥
প্রভু হৈলে তুমি আমার সারথি।
মাত্র কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি ॥
প্রভু হইলা যে আমার সহায়।
বন মধ্যে মম আর কারে ভয় ॥

অর্জ্জুনের বাক্যে হাসি বলে নারায়ণ।
না বুঝিয়া পার্থ আমা করিলে বরণ ॥
কৌরবের সহায় অনেক যোদ্ধাপতি।
একেশ্বর কি করিতে আমার শকতি ॥
এত শুনি হাসিয়া কহিল ধনঞ্জয়।
বাক্য না বুঝিয়া হেন কহ মহাশয় ॥
এ তিন ভুবনে ব্যাপ্ত তোমার বিভূতি।
তুমি আদি অন্ত তুমি জগতেরপতি ॥
তুমি সৃষ্টি পাল তুমি করহ সংহার।
তোমার বিভূতি বুঝে সামর্থ্য কাহার ॥
কোন্ ছার অল্পমতি কৌরব-তনয়।
সহস্র কৌরবে মম আর নাহি ভয় ॥
এক্ষণে যে কহি তাহা শুন দিয়া মম।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা তথা যাইবে আপন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বিলম্ব না করি।
সেইক্ষণে রথে চড়ি চলিলেন হরি ॥
বিরাট নগরে যান অর্জ্জুন সহিত।
কৃষ্ণকে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ মহাপ্রীত ॥
যদ্যপি গোবিন্দ বদ্ধ পাণ্ডবের সনে।
তথাপি বসিতে দেন রত্ন-সিংহাসনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাস-বিরচিত দিব্য ভারত-আখ্যান ॥
যেবা পড়ে যে পড়ায় করয়ে শ্রবণ।
তাহারে প্রসন্ন হন দেব নারায়ণ ॥
এই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥
মস্তকে বন্দিয়া বিপ্রগণ-পদপঙ্কজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের যুক্তি।

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় কহ মুনিবর।
সভামধ্যে কি যুক্তি হইল অতঃপর ॥
পাণ্ডবের দূত হ'য়ে দেব জগৎপতি।
কি প্রকারে বুঝাইল কৌরবের প্রতি ॥
কৃষ্ণের বচন না শুনিল দুর্য্যোধন।
কিরূপে ভারত-যুদ্ধ হৈল আরম্ভন ॥

কহিবে সে সব কথা করিয়া বিস্তার।
মুনি বলিলেন শুন নৃপতি-কুমার॥
পাণ্ডবের সভায় বসিলা নারায়ণ।
দেখি আনন্দিত বড় পাণ্ডুর নন্দন॥
গোবিন্দ দেখিয়া রাজা মহাহৃষ্টমনে।
নিভৃতে করিলা যুক্তি শ্রীকৃষ্ণের সনে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন নারায়ণ।
হইবে ভারত-যুদ্ধ না হয় খণ্ডন॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি সে করিবে প্রলয়।
যুদ্ধ হেতু হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয়॥
ক্ষত্রগণ অস্ত যাবে পৃথ্বী হতস্বামী।
এ কারণে মনে যুক্তি করিয়াছি আমি॥
জ্ঞাতিগণ বধ মম প্রাণে নাহি সহে।
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে যোগ্য নহে॥
দূতমুখে দুর্য্যোধনে কহি পুনঃ পুনঃ।
কদাচিত ছাড়িয়া না দিবে রাজ্যধন॥
করিলাম পূর্ব্বে যে নিয়ম পঞ্চজনে।
হইলাম ধর্ম্ম হৈতে মুক্ত এইক্ষণে॥
ভ্রমিলাম তপস্বীবেশেতে বনে বনে।
ইহাতেও দয়া না জন্মিল দুর্য্যোধনে॥
অজ্ঞাত বৎসর এক রহি পরদেশে।
রাজপুত্র হ'য়ে এত ক্লেশ ক্লীববেশে॥
এত দুঃখ দিয়া ক্ষান্ত না করিল মন।
সমুচিত রাজ্য নাহি দিবে দুর্য্যোধন॥
বহুকষ্টে পারি যদি করিতে সংহার।
রাজ্যধন তবে সে পাইব পুনর্ব্বার॥
হেন রাজ্যধনে মম নাহি প্রয়োজন।
কিবা কার্য্য করিব মারিয়া জ্ঞাতিগণ॥
এই হেতু চিত্তে ভাবি সব ক্ষমা দিব।
তব আজ্ঞা হইলে পুনশ্চ বনে যাব॥
তীর্থযাত্রা করিয়া ভ্রমিব বনে বন।
লউক সকল রাজ্য পাপী দুর্য্যোধন॥
পিতৃতুল্য পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
আত্মীয় বান্ধব আর যত জ্ঞাতিকুল॥
এ সকল সংহারিব রাজ্যের নিমিত্তে।
হেন রাজ্যপদে সুখ নাহি চাহি চিত্তে॥

না বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইব অহঙ্কারে।
কি জানি যদি না পারি কুরু জিনিবারে
সংসার যুড়িয়া লজ্জা হবে অতিশয়।
এই হেতু মম চিত্তে হইতেছে ভয়॥
হের ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
আজন্ম দুঃখেতে গেল কে করিবে রণ॥
বলহীন শরীর কেবল আত্মামাত্র।
কৌরব সম্মুখে নাহি হয় যুদ্ধপাত্র॥
বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডাদি।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আর সত্যবাদী॥
এই সব বীর আছে আমার সহায়।
ইহারা কি করিবেক কৌরব দুর্জ্জয়॥
কৌরবের সহায় অনেক বীরগণ।
এক এক জন যেন দ্বিতীয় শমন॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা সুশর্ম্মা নৃপতি॥
মহারথী মহামতি সবে মহাবল।
শত ভাই দুর্য্যোধন আর বৃহদ্বল॥
যুদ্ধে কাজ নাহি মম না পারিব জানি।
বনবাসে কর আজ্ঞা যাব চক্রপাণি॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন নারায়ণ।
সন্ন্যাস ধর্ম্মেতে তব নাহি প্রয়োজন॥
রাজধর্ম্ম নীতি কিছু কহিব তোমারে।
পূর্ব্বেতে নিষ্পন্ন যাহা হইল বিচারে॥
রাজা হ'য়ে ক্ষমাবন্ত নহিবে কখন।
অতি উগ্র না হইবে সদা শান্তমন॥
ক্ষত্রধর্ম্মে যেই জন হয় বলবান।
অহঙ্কারে জ্ঞাতি বন্ধু করে তৃণজ্ঞান॥
ক্ষত্র মধ্যে শত্রুশক্ষ গণি যে তাহারে।
করিবে তাহাকে নষ্ট যে কোন প্রকারে
বলে ছলে যুদ্ধে তারে যেরূপে পাইবে।
অবশ্য তাহারে রাজা সংহার করিবে॥
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি শুন নরবর।
সেই সব দুর্য্যোধন করিল পামর॥
তাহারে মারিতে নহে পাপের উদয়।
জ্ঞাতিমধ্যে শত্রু সেই মহা দুরাশয়॥

হিলাম হিতবাক্য তোমারে রাজন ।
ত বলি প্রবোধ দিলেন নারায়ণ ॥
চিল ধর্ম্মের ভয় আনন্দিত মন ।
বে ভীম ধনঞ্জয় আর মন্ত্রিগণ ॥
কে একে রাজাকে কহিল বিবরণ ।
দ্যোগ করহ রাজা করিবারে রণ ॥
ষ্ণের বচনে ধর্ম্ম না কর সংশয় ।
কৌরবে মারিয়া রাজ্য কর মহাশয় ॥
না দ্বন্দ্বে রাজ্য নাহি দিবে দুর্য্যোধন ।
াহারে মারিলে নহে পাপের কারণ ॥
ামরা সহায় তব শঙ্কা কারে আর ।
াজ্ঞামাত্র কৌরবেরে করিব সংহার ॥
হায় সর্ব্বস্ব তব দেব জগৎপতি ।
াহার প্রসাদে জয় হবে নরপতি ॥
হিলেন ধর্ম্ম ইহা কভু নহে আন ।
ামার সহায় সর্ব্বস্ব যে নারায়ণ ॥
াহার প্রসাদে ভয় নাহি ত্রিজগতে ।
াপিও চাহে লোকে ধর্ম্মের তরেতে ॥
ন্য দূত কর্ম্ম নহে কহি এ কারণ ।
রু সভামধ্যে তুমি যাও নারায়ণ ॥
িধর্ম্ম কহিয়া বুঝাবে দুর্য্যোধনে ।
তরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত জাহ্নবী-নন্দনে ॥
থমে কহিবা অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দিতে ।
ধন রত্ন যেই ছিল ইন্দ্রপ্রস্থে ॥
বাপর অধিকার ছিল মম যত ।
হা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডব সহিত ॥
তিজ্ঞা যে ছিল তাহা হইয়াছি পার ।
বে কেন রাজ্য ছাড়ি না দিবে আমার ॥
হি দিলে ধর্ম্মে বল তরিবে কেমনে ।
ই ভাই যুদ্ধ হৈলে কি হয় সাধনে ॥
াতিগণ পড়িবে পড়িবে বন্ধুগণ ।
: যুদ্ধে হবে সর্ব্ব কুল-বিনাশন ॥
কারণে যুদ্ধ কার্য্যে নাহি প্রয়োজন ।
র্দ্ধ রাজ্য দিয়া তোষ পাণ্ডবের মন ॥
শ্চ কহিবা তারে করিয়া বিনয় ।
ক্ষমাশীল রাজা পাণ্ডুর তনয় ॥

রাজ্য দেশ বৃত্তি যত অশ্ব ধন জন ।
সকল ছাড়িয়া দিল তোমার কারণ ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরে পঞ্চ গ্রাম দেহ ।
সাগর অবধি রাজ্য সকল ভুঞ্জহ ॥
ইন্দ্রপ্রস্থ কুশস্থল বারণানগর ।
হস্তিনার উত্তরে সুকান্তি গ্রামবর ॥
পাণ্ডব নগর গ্রাম তাহার দক্ষিণে ।
এই পঞ্চ গ্রাম দিয়া তোষ পঞ্চজনে ॥
এইরূপে বুঝাইবে রাজা দুর্য্যোধনে ।
তোমার বচন যদি না শুনে শ্রবণে ॥
আপনার দোষে দুষ্ট হইবে নিধন ।
এতে পাপ কলঙ্ক না হবে নারায়ণ ॥
অধর্ম্ম করিলে পাপ হইবে অপার ।
লোক ধর্ম্ম ভাল মন্দ নহিবে বিচার ॥
তার পাপে হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয় ।
শীঘ্রগতি যাও তুমি কৌরব-আলয় ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা যে আজ্ঞা তোমার ।
ইহার উচিত বটে জানা একবার ॥
যদ্যপি সম্প্রীতে রাজ্য দেয় দুর্য্যোধন ।
দুই কুল রক্ষা হয় জীয়ে জ্ঞাতিগণ ॥
ভীমার্জ্জুন বলিলেন নাহি লয় মন ।
সম্প্রীতে যে রাজ্য দিবে দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
তাহাতে রাধেয় মন্ত্রী বড় দুরাচার ।
গান্ধারী নন্দন দুঃশাসন দুষ্ট আর ॥
এই তিন জনের বুদ্ধিতে দুর্য্যোধন ।
আমাদের সঙ্গে নাহি করিবে মিলন ॥
তথাপিও যাও তুমি ধর্ম্মের আজ্ঞায় ।
সাবধান হইয়া যাইবা হস্তিনায় ॥
কুবুদ্ধি কুমন্ত্রী খল রাজা দুর্য্যোধন ।
একাকী পাইয়া পাছে করে কুমন্ত্রণ ॥
একারণে লও সঙ্গে মহারথিগণ ।
এক অক্ষৌহিণী সঙ্গে করুক গমন ।
গোবিন্দ বলেন মম ভয় আছে কারে ।
শত দুর্য্যোধন মম কি করিতে পারে ॥
তবে যদি প্রবৃত্ত হইবে অহঙ্কারে ।
মুহূর্ত্তেকে বিষ্ণুচক্রে মারিব সবারে ॥

বাতি দিতে না রাখিব কুলে একজনে।
বংশ সহ সংহার করিব দুর্য্যোধনে ॥
এত বলি করিলেন গোবিন্দ প্রস্থান।
রথী দশ সহস্রেক ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ ॥
বলিল শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ভাই পঞ্চজন।
ভ্রমিলাম বিষম সঙ্কটে কত বন ॥
তোমার প্রসাদে দুঃখ হইল মোচন।
সান্ত্বাইবা মায়ে যেন দুঃখিতা না হন ॥
শুনিয়া গোবিন্দ করিলেন অঙ্গীকার।
দ্রৌপদী কৃষ্ণেরে চাহি বলিছে আবার ॥
শুনহ দুঃখের কথা কমললোচন।
অত্যন্ত নিষ্ঠুর শত্রু পাপ দুর্য্যোধন ॥
যত দুঃখ দিলেক সে জানহ বিশেষ।
সভামধ্যে ধরিয়া আনিল মম কেশ ॥
বিবস্ত্রা করিতে ইচ্ছা কৈল দুষ্টগণ।
করিয়াছ তুমি প্রভু লজ্জা নিবারণ ॥
হেন জন মুখ পুনঃ চাহ দেখিবারে।
তব বাক্য কদাচ না রাখিবে পামরে ॥
তার সঙ্গে প্রীতি করি কিবা আছে হিত।
সবংশে মারিতে তারে হয়ত উচিত ॥
তোমার আশ্রয়ে দেব কেবা বীর্য্যহত।
সবাই যুঝিবে কৃষ্ণ তোমার সম্মত ॥
মম পিতা যুঝিবেন দ্রুপদ সুধীর।
ভাই আরো যুঝিবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ॥
শিখণ্ডী করিবে যুদ্ধ মহাবলবান।
পঞ্চভাই করিবেন রণ সমাধান ॥
মম পঞ্চ পুত্র আছে সংগ্রামে সুধীর।
দ্বিতীয় বাসব তুল্য অভিমন্যু বীর ॥
ভোজবংশে মৎস্যবংশে যত বীরগণ।
এক এক জন যেন দ্বিতীয় শমন ॥
কৌরবেরে পরাজয় করিবে সমরে।
কোন প্রয়োজনে প্রভু যাও তথাকারে ॥
স্বপ্ন আজি দেখিয়াছি শুন মহাশয়।
রথে চড়ি রণ করে পাণ্ডুর তনয় ॥
রাক্ষস আকার ধরি বীর বৃকোদর।
রণমধ্যে দুঃশাসন চিরিল উদর ॥
রক্তপান করিলেন দেখিনু নয়নে।
ধবল কুঞ্জর চড়ি মাদ্রীর নন্দনে ॥
কৌরবের সহিত হইল মহারণ।
ধবল পুষ্পের মালা পরি পঞ্চজনে ॥
শ্বেত কৃষ্ণ লোহিতাদি বর্ণ ছত্র বাণ।
কৌরবের সেনা করে রক্তজলে স্নান ॥
স্রোতোধারে মহাবেগে রক্তধারা বয়।
দেখিয়াছি এই স্বপ্ন শুন মহাশয় ॥
কৌরবের পরাজয় পাণ্ডবের জয়।
গোবিন্দ বলেন দেবী হইবে নিশ্চয় ॥
শত্রু মধ্যে যাইবার উচিত না হয়।
তথাপি যাইব আমি ধর্ম্মের আজ্ঞায় ॥
বুঝাইব নীতিধর্ম্ম দুষ্ট দুর্য্যোধনে।
মৃত্যুকালে ঔষধ না খায় রোগিজনে ॥
কদাচিত মম বাক্য না শুনিবে কাণে;
সবংশে যাইবে দুষ্ট যমরাজ-স্থানে ॥
অচিরাৎ হবে তব দুঃখ বিমোচন।
হস্তিনায় রাজধানী হইবে এখন ॥
এত বলি সান্ত্বাইয়া দ্রুপদ-কন্যায়।
শুভযাত্রা করি হরি যান হস্তিনায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় আগমন সম্বাদে কুরুদের পরা

মুনি বলে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
বিদুর আসিয়া অন্ধে কহেন তখনি ॥
হস্তিনায় আসিবেন আপনি শ্রীপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইতে ধর্ম্মশাস্ত্র নীতি ॥
সকল মঙ্গল রাজা হইবে তোমার।
এই হেতু গোবিন্দ হইল আগুসার ॥
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম হইল উদয়।
সম্প্রীতি করিল কৃষ্ণ হেন মনে লয় ॥
সাবধানে মহারাজ পূজিবা কৃষ্ণেরে।
ত্যজিয়া কাপট্য শাঠ্য নির্ম্মল অন্তরে ॥
উভয় কুলের হিত চিন্তি নারায়ণ।
আসিবেন তোমার সভায় এ কারণ ॥

সুমেরু সমান রত্ন অসংখ্য কাঞ্চন।
অশ্রদ্ধায় যদি কৃষ্ণে করে নিবেদন॥
তাহাতে না হন প্রীত দেব দামোদর।
শ্রদ্ধায় অত্যল্প দিলে মানেন বিস্তর॥
শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে কৃষ্ণপূজা করে।
বিষম সঙ্কটে কৃষ্ণ উদ্ধারেন তাঁরে॥
নররূপে পূর্ণব্রহ্ম আদি নারায়ণ।
সাবধান হ'য়ে তাঁরে পূজিবা রাজন॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র সানন্দ হৃদয়।
পুলকে পূর্ণিত তনু হৈল অতিশয়॥
বিদুরে চাহিয়া পরে বলিলা বচন।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম হইল এখন॥
কুরুক্ষয় হবে বলি জানি জগন্নাথ।
সে কারণে আসিবেন আমার সাক্ষাৎ॥
আমার ভাগ্যের সীমা বলিতে না পারি।
প্রীতি করিবারে হেথা আসেন শ্রীহরি॥
শ্রীকৃষ্ণের মতি যেন কুমতি বিনাশিনী।
দুর্য্যোধনে শান্তি বুঝাইবেন আপনি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ আর দুর্য্যোধনে।
ডাক দিয়া আন শীঘ্র আমার সদনে॥
সবা দেখি কিবা বলে করিব বিচার।
এইরূপে যুক্তিতে যুক্তি দেয় সে আবার॥
শুনিয়া বিদুর তবে গিয়া সেইক্ষণ।
ডাক দিয়া আনাইল যত সভাজন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রতীপনন্দন।
আজ্ঞামাত্র আনাইল যত সভাজন॥
সভাতে বসিল সবে সিংহ অবতার।
কহিতে লাগিল তবে অম্বিকাকুমার॥
মম মনস্কাম পূর্ণ হৈল এতদিনে।
উভয় কুলের হিত চিন্তা করি মনে॥
আজি দুর্য্যোধনে ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে।
কৃষ্ণ যে আসিতেছেন হস্তিনাপুরীতে॥
কিরূপে পূজিব কৃষ্ণে বলহ আমারে।
তার বিধান তবে করিব বিস্তারে॥
এত শুনি কহিলেন গঙ্গার তনয়।
আমার পুণ্যের ফল হইল উদয়॥

যাহে প্রীত হন কৃষ্ণ কহি শুন নীত।
বিচিত্র মন্দির কর শীঘ্র বিরচিত॥
ইন্দ্রের নগর তুল্য নগরপ্রধান।
নানা রত্ন মাণিক্যেতে করহ নির্ম্মাণ॥
পথে পথে দেহ রাজা জলছত্র দান।
স্থানে স্থানে রত্নবেদী করহ নির্ম্মাণ॥
অগুরু চন্দন ছড়া দেহ ত নগরে।
করুক মঙ্গল বাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে॥
গুবাক কদলী আনি রোপ সারি সারি।
স্থানে স্থানে নানা যজ্ঞ মহোৎসব করি॥
নট নটীগণ আর নর্ত্তক গায়ন।
গোবিন্দ-গুণানুবাদ করুক কীর্ত্তন॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়া সুবেশ।
চারি জাতি ল'য়ে বসে এই চারি দেশ॥
আগুসারি আন গিয়া দৈবকীনন্দনে।
পূজা কর গোবিন্দেরে এইত বিধানে॥
তবে সুখ নরপতি হইবে তোমার।
মম চিত্তে লয় রাজা এইত বিচার॥
এতেক বলিল যদি ভীষ্ম মহামতি।
দ্রোণ কৃপ আদি সবে দেন অনুমতি॥
এইরূপে পূজা কৃষ্ণে হয়ত উচিত।
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম এই লয় চিত॥
দুর্য্যোধন বলে মম নাহি রুচে মন।
এইরূপে কৃষ্ণপূজা কোন্ প্রয়োজন॥
ক্ষত্রধর্ম্ম পৃথিবীতে কে করে বাখান।
কোন্ রাজগণ কৃষ্ণে করিল সম্মান॥
শিশুপাল রাজা ছিল বিখ্যাত ভুবনে।
কদাচিত মান্য নাহি করে নারায়ণে॥
কপট করিয়া কৃষ্ণ সংহারিল তারে।
জরাসন্ধ রাজা নিন্দা করিল তাহারে॥
গোবিন্দেরে সে বলিল গোয়ালানন্দন।
ক্ষত্রিয় অধম বলি করিত গণন॥
বড়ই কপট ক্রূর রুক্মিণীর পতি।
তারে মান্য কদাচ না করি নরপতি॥
মান্য কৈলে উপহাস করিবে সংসারে।
ক্ষত্ররাজগণ কত কৃষ্ণে মান্য করে॥

পহাস হতে মৃত্যু বরং শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
ন্য না করিল কেহ দেখি তার ধর্ম্ম।
তর জনের প্রায় পূজি নারায়ণে।
ত বুঝাইবে তাহা না শুনিব কাণে॥
যার মনে লয় রাজা এইত যুকতি।
ত শুনি কহে তবে ভীষ্ম মহামতি॥
বে বুঝি দুর্য্যোধন হারাইল জ্ঞান।
জানহ নারায়ণ পুরুষপ্রধান॥
মান্য করিতে তাঁরে চাহ অহঙ্কারে।
রায়ণ মুহূর্ত্তেকে মারিবে সবারে॥
তি দিতে না রাখিবে কৌরববংশেতে।
এত বলি ভীষ্ম বীর উঠে সভা হৈতে॥
আপন মন্দিরে গেল হয়ে ক্রুদ্ধমন।
ার যে শিবিরে গেল যত সভাজন॥
তবে দুর্য্যোধনে অন্ধ বলিল বচন।
া বলিল ভীষ্ম তাহা না কর হেলন॥
ান্য করি পূজ কৃষ্ণে না করি রহস্য।
ই কুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য॥
তামারে ভেটিবে আসি দৈবকীকুমার।
তামার ভাগ্যের সীমা কিবা হবে আর॥
শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে বৎস পূজ নারায়ণ।
শ্রদ্ধায় সকল কার্য্য হইবে সাধন॥
অল্প বা বিস্তর দেয় শ্রদ্ধা পুরস্কারে।
অকপট হ'য়ে যেবা কৃষ্ণপূজা করে॥
আপনাকে দিয়া তাঁর বশ হন হরি।
সে কারণে কহি শুন কুরু অধিকারী॥
অকপট হ'য়ে তুমি পূজ নারায়ণ।
মম বাক্য কদাচিত না কর হেলন॥
দুর্য্যোধন বলে তাত কহিলে যেমন।
তব আজ্ঞা হেতু আমি করিব তেমন॥
শিল্পকারগণে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
দিব্য রত্নসিংহাসন করহ রচন॥
রত্নের মন্দির ঘর বিচিত্র আবাস।
বসিবেন তাতে আসি দেব শ্রীনিবাস॥
নগরে নগরে কর পুষ্পের মন্দির।
পথে পথে স্থানে স্থানে রচহ শিবির॥
উৎসব করুক সদা সুখে সর্ব্বজনে।
নট নটী নৃত্য যেন করে স্থানে স্থানে॥
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে যত অনুচরগণ।
যে কহিল ততোধিক করিল রচন॥
নগরে নগরে করে রত্ন বাস ঘর।
স্থানে স্থানে যজ্ঞারম্ভ করিল বিস্তর॥
নানা বৃক্ষগণ রোপিলেক সারি সারি।
বিচিত্র শোভন যেন ইন্দ্রের নগরী॥
চারি জাতি নগরেতে যত প্রজাগণ।
সবাকারে চরগণ বলিল বচন॥
আসিবেন কৃষ্ণ আজি নৃপ ভেটিবারে।
আগু হ'য়ে সবে গিয়া আনিবে তাঁহারে॥
শুনিয়া আনন্দে মগ্ন নগরের জন।
সুসজ্জ হইল ভেটিবারে নারায়ণ॥

হস্তিনা যাইতে পথে প্রজা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

সুসজ্জ হইয়া হরি, রথে আরোহণ করি
হস্তিনায় করেন গমন।
নানাবিধ বাদ্য বাজে, কেহ অশ্বে কে গজে,
সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্যগণ॥
বিরাটনগর তরি, তরিলা সে কাঞ্চিপুরী,
বাম করি মগধের দেশ।
কাঞ্চন নগর দিয়া, কাশীরাজ্য এড়াইয়া,
ব্রহ্মদেশে আসে হৃষীকেশ॥
অবসান হৈল বেলা, বনমালী উত্তরিলা
বিশ্রাম করেন কতক্ষণ।
জানি কৃষ্ণ আগমন, ব্রহ্মবাসী প্রজাগণ
ভেটিতে আসিল সর্ব্বজন॥
নানা ভক্ষ্য উপহার, দিয়া নানা অলঙ্কার
শকটে পূরিয়া রত্ন ধন।
দণ্ডবৎ প্রণতি করি, ষড়ঙ্গে পূজিয়া হরি
নানাবিধ করিল স্তবন॥
নমো নমো জয় জয়, নমস্তে করুণাময়
পূর্ণব্রহ্ম আদি গদাধর।
নমো হয়গ্রীব কায়, নমো বেদ উদ্ধার
নমো নমো মীন কলেবর॥

নমঃ কূর্ম্মরূপধারী, সমুদ্র মথনকারী,
জয় জয় নমস্তে শ্রীধর ।
নমস্তে বামনরূপ, মোহহারী বলি ভূপ,
নমো নমো দেব দামোদর ॥
নমস্তে বরাহ কায়, হিরণ্যাক্ষ বিনাশয়,
নমস্তে মোহিনী কলেবর ।
দেবাসুর মোহ যায়, রুদ্র তত্ত্ব নাহি পায়,
নমো নমঃ অখিল ঈশ্বর ॥
নমো নমো নারায়ণ, মহাদৈত্য-বিনাশন,
নমস্তে নৃসিংহ-রূপধারী ।
নমো রাম ভৃগুকায়, ক্ষত্রবংশ বিনাশয়,
জয় জয় নমস্তে মুরারি ॥
নমো রবিবংশধারী, নমস্তে বামন হরি,
দুষ্ট শিশুপাল-বিনাশন ।
নমো রামকৃষ্ণতনু, বাসুদেব অঙ্গজনু,
জয় প্রভু জয় নারায়ণ ॥
তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি সূক্ষ্ম স্থূলতন্ত্র,
আত্মারূপে সর্ব্বত্র বিহার ।
কীট পক্ষী মৎস্য আদি, জীবজন্তু নিরবধি,
কেহ ভিন্ন না হয় তোমার ॥
তোমার চরণ সেবি, নারদাদি মহাকবি,
মৃত্যুঞ্জয় কৈল মৃত্যু জয় ।
সেবিয়া তোমার পায়, ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ পায়,
ব্রহ্মপদ দেহ মহাশয় ॥
নমো বুদ্ধ দেহধর, ভবিষ্যতি কলেবর,
নমঃ কল্কি ম্লেচ্ছ বিনাশয় ।
নাহি তার কোন ভয়, সদা সে নির্ভয় হয়,
তব গুণকথা যেই গায় ॥
আমরা অত্যল্পমতি, কি জানি তোমার স্তুতি,
না জানেন ব্রহ্মা হরি হর ।
পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে, চিরকাল মনঃস্বাস্থ্যে,
নির্ভয়েতে করিল আশ্রয় ॥
দুর্য্যোধন কুরুমণি, পাশায় সর্ব্বস্ব জিনি,
সবারে পাঠায় বনবাসে ।
দেখি দুষ্ট দুরাচার, মানি সবে পরিহার,
নিবাস করিনু এই দেশে ॥
চিরকাল আছি আশে, পাণ্ডব আসিবে দেশে
পুনরপি যাইব তথায় ।
আহা ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, ভীম পার্থ নহে স্থির,
না দেখিয়া তোমা সবাকায় ॥
তোমা সবা বিনা কায়, দেখিবারে না যুয়ায়
পুত্রবৎ করিতে পালন ॥
স্মরি পাণ্ডুপুত্রগণ, ব্রহ্মবাসী প্রজাগণ,
মহাশোকে হৈল অচেতন ॥
তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
কহিতে লাগিলেন তখন ।
শোক না করিহ আর, যাও সবে নিজাগার,
শীঘ্র হবে পাণ্ডব দর্শন ॥
হইয়া পাণ্ডব দূত, বুঝাইতে কুরুসুত,
যাই আমি হস্তিনা ভুবনে ।
পাণ্ডবের রাজ্যবাড়ী, যদি নাহি দেয় ছাড়ি,
দুর্য্যোধন আমার বচনে ॥
রুষিবে পাণ্ডবগণ, বলে লবে রাজ্যধন,
কুরুবংশ করিয়া বিনাশ ।
এত বলি নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
সেই দিন তথা করি বাস ॥
বিচিত্র ভারত-কথা, ব্যাস বিরচিত গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

হস্তিনায় শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিত ।

মুনি বলে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি ।
ব্রহ্মদেশে রাত্রি বঞ্চি দেব চক্রপাণি ॥
প্রাতঃকৃত্য নিবর্ত্তিয়া আরোহিয়া রথে ।
মেলানি মাগিয়া চলিলেন হস্তিনাতে ॥
বিচিত্র মন্দির পথে পথে নানা বাস ।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল দেব শ্রীনিবাস ॥
কোনখানে মুনিগণে বেদ উচ্চারয় ।
কোনখানে বাদ্যকর সুবাদ্য বাজায় ॥
নগরের প্রজাগণ দিব্য বেশ ধরি ।
চতুরঙ্গ দলে বসিয়াছে সারি সারি ॥

দেখিয়া কহেন কৃষ্ণ ডাকি সাত্যকিরে।
পূর্ব্বমত হইবেক দেখি হস্তিনারে ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন।
বড়ই ধর্ম্মাত্মা দেখি হেথা প্রজাগণ ॥
বুঝি এবে ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মে মতি দিল।
সে কারণে মহোৎসব গীত আরম্ভিল ॥
সাত্যকি বলিল নহে ধর্ম্মের কারণ।
তোমার পরীক্ষা করিতেছে দুর্য্যোধন ॥
লোকমুখে শুনি ভক্তাধীন জনার্দ্দন।
পাণ্ডবের বশ তেঁই ভক্তির কারণ ॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তাঁরে।
আমি ভক্তি করি দেখি এবে কিবা করে ॥
এমত মন্ত্রণা করি যত কুরুগণ।
যজ্ঞ মহোৎসব করিয়াছে আরম্ভণ ॥
এত শুনি হাসি হাসি কহে দামোদর।
আমার কপট ভক্তি নহে প্রীতিকর ॥
বিড়ম্বিলে মোরে সেই নিজে বিড়ম্বিবে।
এই দোষে যমঘরে অবিলম্বে যাবে ॥
এত বলি জগন্নাথ করিয়া প্রস্থান।
নগর মধ্যেতে উত্তরিলেন শ্রীমান ॥
কৃষ্ণ আগমন শুনি কৌরবের পতি।
আগু বাড়াইয়া গিয়া আনে শীঘ্রগতি ॥
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বীর দুঃশাসন।
আগু বাড়াইয়া শীঘ্র আনে নারায়ণ ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণে আনিল সভাতে।
যথাযোগ্য স্থানে সবে দিলেন বসিতে ॥
ভক্তি করি দুর্য্যোধন রত্নসিংহাসনে।
সভামধ্যে বসাইল দেব নারায়ণে ॥
যত দ্রব্য আহরণ করে দুর্য্যোধন।
গোবিন্দের অগ্রে ল'য়ে দিল সেইক্ষণ ॥
অশ্রদ্ধায় যত দ্রব্য করে সমর্পণ।
কোন দ্রব্য না নিলেন তার নারায়ণ ॥
প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন জনার্দ্দন।
আজি কোন' দ্রব্যে মম নাহি প্রয়োজন ॥
আজি আমি রহি গিয়া বিদুরের বাসে।
কালি রাজা মম পূজা করিও বিশেষে ॥

এত বলি সভা হ'তে উঠি নারায়ণ।
সাত্যকির হাত ধরি করেন গমন ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা উঠি সভা হৈতে।
কর্ণ দুঃশাসন মাতুলেরে নিল সাথে ॥
অন্দরে আমত্য সহ বসি দুর্য্যোধন।
যুক্তি করে কি উপায় করিব এখন ॥
পাণ্ডবের পক্ষে দেখি দেব নারায়ণ
পাণ্ডবের গতি কৃষ্ণ পাণ্ডব-জীবন ॥
কৃপা করি বান্ধ এবে রাখ শ্রীনিবাস।
দন্ত উপাড়িলে যেন ভুজঙ্গ নিরাশ ॥
কৃষ্ণ বিনা মরিবেক পাণ্ডু-অঙ্গজনু।
জলহীন মৎস্য যেন নাহি ধরে তনু ॥
দুঃশাসন বলে যুক্তি নিল মোর মন।
গোবিন্দেরে রাখ রাজা করিয়া বন্ধন ॥
বলিকে বান্ধিয়া যথা ইন্দ্র রাজ্য করে।
এই কর্ম্মে তব হিত দেখি যে অন্তরে ॥
শকুনি বলিল যুক্তি নিল মোর মন।
এই কর্ম্মে সব সুখ দেখি যে রাজন ॥
পূর্ব্বাপর শাস্ত্রমত আছে হেন নীত।
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমিতে উচিত ॥
তোমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন।
তার অনুগত হয় দেব নারায়ণ ॥
তারে বন্দি করা দোষ নাহিক ইহাতে।
বন্ধন করিয়া কৃষ্ণে রাখহ ত্বরিতে ॥
কর্ণ বলে ভাল বলে গান্ধারীনন্দন।
এই কর্ম্মে তব সুখ হইবে রাজন ॥
পাণ্ডবের পক্ষ হবে যত যদুগণ।
গোবিন্দ বিচ্ছেদে সবে করিবেক রণ ॥
যাহা হৌক তারা তব কি করিতে পারে।
নিভৃতে বান্ধিয়া তুমি রাখ দামোদরে ॥
এতেক বলিল যদি রাধার নন্দন।
কপট মন্ত্রণা করি আনন্দিত মন ॥
যত দৃঢ়ঘাতিগণ দ্বারেতে আছিল।
নিভৃতে ডাকিয়া আনি সবারে কহিল ॥
কল্য কৃষ্ণ আসিবেন মোর অন্তঃপুরে।
দ্বারকা যাবেন তিনি কহিয়া আমারে ॥

মহাপাশে শীঘ্র তাঁরে করিয়া বন্ধন।
রতনে রাখিবে তাঁরে করিয়া গোপন॥
শুনি অঙ্গীকার কৈল দুষ্টমতিগণ।
হইল সানন্দ চিত্ত রাজা দুর্য্যোধন॥

——

বিদুরের গৃহে কুন্তীসহ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন।

কহে জনমেজয় শুন তপোধন।
অতঃপর কিবা করিলেন নারায়ণ॥
দুর্য্যোধন-সভা হতে উঠি হৃষীকেশ।
কিবা কর্ম্ম করিলেন কহ সবিশেষ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব পুরাণ কথা করহ শ্রবণ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ চলিলা সত্বরে।
দেখেন বিদুর নাহি আপনার ঘরে॥
বিদুর বিদুর বলি ডাকেন শ্রীহরি।
বাহির হ'লেন কুন্তী শব্দ অনুসরি॥
গোবিন্দ দেখিয়া কুন্তী আনন্দে পূরিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হাতেতে পাইল॥
আলিঙ্গিয়া শিরে চুম্বি কান্দে অবিশ্রাম।
দুই পায়ে ধরি কৃষ্ণ করেন প্রণাম॥
পাদ্য অর্ঘ্য আনি কুন্তী দিল সেইক্ষণে।
বসাইল গোবিন্দেরে কুশের আসনে॥
গোবিন্দের আগে কুন্তী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
মম সম ভাগ্যহীন নাহিক সংসারে॥
আজন্ম দুঃখেতে মম দহিল শরীর।
এত কষ্টে পাপ আত্মা না হয় বাহির॥
শিশুপুত্র রাখি স্বামী স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রগণে এত কষ্ট চক্ষে না দেখিল॥
ভাগ্যবতী সঙ্গে গেল মদ্রের নন্দিনী।
আমি সঙ্গে না গেলাম অধম পাপিনী॥
দারুণ পাপিষ্ঠ খল রাজা দুর্য্যোধন।
বারে বারে যত দুঃখ দিলেক দুর্জ্জন॥
বিষ খাওয়াল ভীমে মারিবার তরে।
ধর্ম্ম হতে রক্ষা পাইলেক বৃকোদরে॥
অনন্তরে কপটতা করি পাপমতি।
অগ্নিগৃহ করি দিল করিবারে স্থিতি॥
তাহাতে পাইল রক্ষা বিদুর কৃপাতে।
দ্বাদশ বৎসর দুঃখে ভ্রমিনু বনেতে॥
ভিক্ষাতে যে করিলাম উদর পূরণ।
ক্ষত্র হ'য়ে করিলাম বিপ্র-আচরণ॥
বহু কষ্ট পেয়ে তবে গেনু পাঞ্চালেরে।
পাঁচটি কুমার গেল ভিক্ষা অনুসারে॥
আমার পুণ্যের ফল উদয় হইল।
সভামধ্যে লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদী পাইল॥
পুত্রগণ পক্ষ রাজা দ্রুপদ হইল।
দিনকত তথা মাত্র সুখেতে বঞ্চিল॥
অনন্তরে দেশে এলে খল কুরুপতি।
হরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থে দিলেক বসতি॥
আপন ইচ্ছায় ভাগ দিল যেবা কিছু।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল মোর পঞ্চ শিশু॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে সঞ্চিল রতন।
পিতৃ-আজ্ঞা ল'য়ে যজ্ঞ করিল সাধন॥
দেখিয়া বৈভব মোর দুষ্ট দুর্য্যোধন।
শকুনির সহ যুক্তি করিয়া দারুণ॥
কপট পাশায় জিনি সর্ব্বস্ব লইল।
নিয়ম করিয়া বনবাসে পাঠাইল॥
যে নিয়ম করে পুত্র সবার অগ্রেতে।
তাহাতে হইল মুক্ত ধর্ম্মবল হ'তে॥
তপস্বীর বেশ ধরি মম পুত্রগণ।
দ্বাদশ বৎসর বনে করিল ভ্রমণ॥
এক সম্বৎসর অজ্ঞাতে কাটাইল।
এত কষ্ট দিয়া তবু দয়া না জন্মিল॥
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য পাপিষ্ঠ না দিল।
যুদ্ধ করি মারিবেক এই সে হইল॥
যুদ্ধ করিবারে চাহে মোর পুত্র সনে।
না জানি কপালে কিবা আছয়ে লিখনে॥
এতেক বলিতে শোক বাড়িল অপার।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কুন্তী করি হাহাকার॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কুন্তীর রোদন।

হাহা ভীম যুধিষ্ঠির, হাহা পুত্র পার্থবীর,
সহদেব নকুল তনয়।
রূপ গুণ শীলযুতা, হাহা বধূ পতিব্রতা,
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ রয় ॥
দুর্গম বিষম বনে, সঙ্গে নিজ স্বামীগণে,
ভয়ানকে বঞ্চিলে কেমনে।
দারুণ পাপিষ্ঠ পশু, ব্যাঘ্র সর্প যত কিছু,
যক্ষ রক্ষ ভয়ানক স্থানে ॥
তপস্বীর বেশধারী, যত জীব হিংসাকারী,
ভাগ্যে পুণ্যে না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্ব পুণ্যফল হ'তে, রক্ষা হৈল রিপুহাতে,
ধর্ম্মবলে বাঁচিলে জীবনে ॥
প্রাণের দোসর তুমি, নির্ভয় করিলে ভূমি,
সংহারিয়া রাক্ষস দুর্জ্জন।
হাহা পুত্র বৃকোদর, মম গোত্রে গোত্রধর,
হাহা পার্থ আমার জীবন ॥
করিয়া খাণ্ডব দাহ, তুষ্ট কৈলে হব্যবাহ,
ইন্দ্রের ভাঙ্গিলে মহাভয়।
মহা উগ্র তপ করি, তুষ্ট কৈলে ত্রিপুরারি,
বাহুযুদ্ধে কৈলে পরাজয় ॥
এইরূপে পুত্রগণ, মনে করি চতুর্গুণ,
কান্দে দেবী ভোজের নন্দিনী।
শোকাকুল অতি দীন, শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ,
মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়িল ধরণী ॥
দেখি ব্যস্ত হ'য়ে হরি, তুলিলেন হাতে ধরি,
প্রবোধিয়া কহিছেন তাঁরে।
শোক ত্যজ পিতৃষ্বসা, গেল তব দুঃখদশা,
পুত্রগণ দুঃখ গেল দূরে ॥
প্রসন্ন হইল কাল, ধর্ম্ম হবে মহীপাল,
আজি কালি হস্তিনানগরে।
আমারে করিয়া দূত, পাঠাইল ধর্ম্মসুত,
জানাইতে কৌরব-কুমারে ॥
যদি নাহি শুনে বাণী, ক্রূরবুদ্ধি কুরুমণি,
যদি নাহি দেয় রাজ্যভার।
তবে তব পুত্র জয়, ক্রূরবুদ্ধি কুরুচয়,
সবংশেতে হইবে সংহার ॥
বলিলেন যুধিষ্ঠির, শীঘ্র যাও যদুবীর,
জননীরে কহিবে এমতি।
হবে দুঃখ অবসান, ধর্ম্ম রাখিবেন মান,
অচিরাৎ ঘুচিবে দুর্গতি ॥
এত বলি জগৎপিতা, প্রবোধেন ভোজসুতা,
শুনি কুন্তী হৈল হৃষ্টমন।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা, ব্যাসবিরচিত গাথা,
কাশীরাম দাস বিরচন ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদুরের স্তব ও তাঁহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন।

কুন্তী কাছে বসিয়া ছিলেন নারায়ণ।
নানা কথা আলাপনে অতি হৃষ্টমন ॥
সহসা বিদুর উপনীত নিজালয়।
কান্ধে হ'তে ভিক্ষাঝুলি ভূমিতে নামায় ॥
গৃহে প্রবেশিতে দেখে দেবকীনন্দন।
কহে গদগদ স্বরে সজল লোচন ॥
আমার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি।
কৃপা করি মম গৃহে আসিলে মুরারি ॥
কোন্ দ্রব্য দিয়া আমি পূজিব তোমারে।
আছুক অন্যের কাজ অন্ন নাহি ঘরে ॥
বড় ভাগ্যহীন আমি অধম বঞ্চিত।
ক্ষমিবে আমারে প্রভু দেখিয়া দুঃখিত ॥
এত বলি দণ্ডবৎ হ'য়ে করে স্তুতি।
নমোনমঃ পূর্ণব্রহ্ম জগতের পতি ॥
তুমি আদ্য তুমি অন্ত তুমি মধ্যরূপ।
সকল সংসার প্রভু তোমার স্বরূপ ॥
নমো নমঃ আদি ব্রহ্ম মৎস্যরূপধর।
নমো নমো হয়গ্রীব নমস্তে ভূধর ॥
নমস্তে বরাহ হিরণ্যাক্ষবিদারক।
নমো ভৃগুপতিরূপ ক্ষত্রকুলান্তক ॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মন্দরধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন ॥

নমস্তে নৃসিংহরূপ দৈত্যবিনাশক।
নমস্তে প্রহ্লাদ প্রতি কৃপা-প্রকাশক॥
নমস্তে বামনরূপ বলিদ্বারে দ্বারী।
বাসুদেব নমো জয় নমস্তে মুরারি॥
ভবিষ্যতি অবতার নমো বৌদ্ধকায়।
নমঃ কল্কি অবতার ম্লেচ্ছবিনাশয়॥
কি জানি তোমার স্তুতি আমি হীনজ্ঞান।
ব্রহ্মা শিব আদি যাঁরে সদা করে ধ্যান॥
তুমি সে প্রকৃতিপর দেব নিরঞ্জন।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে তোমার গমন॥
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের সংহার।
এই হেতু জগৎপতি নাম যে তোমার॥
কে বলিতে পারে তব গুণ অগোচর।
তোমার মহিমা বেদ শাস্ত্রের উপর॥
এরূপে বিদুর করে নানাবিধ স্তুতি।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন শ্রীপতি।
পরম মহৎ তুমি সংসার ভিতরে।
তব তুল্য ধর্ম্মশীল নাহি চরাচরে॥
ভক্তবশ আমি থাকি ভক্তের অধীনে।
অধিক নাহিক প্রীতি ভক্তজন বিনে॥
মেরুতুল্য রত্ন যে অভক্ত জন দেয়।
তাহাতে আমার তুষ্টি কিঞ্চিৎ না হয়॥
অল্প বস্তু দেয় যদি ভক্তি পুরস্কারে।
তাহাতে যতেক তুষ্টি কে কহিতে পারে॥
শ্রীহরির স্নেহবাক্য বিদুর শুনিল।
প্রীতে অঙ্গ পুলকিত কহিতে লাগিল॥
কি দিয়া করিব তুষ্ট আমি অভাজন।
আপনার গুণে কৃপা কর নারায়ণ॥
কৃপার অধীন তুমি দয়ার সাগর।
কৃপা করি পদছায়া দেহ গদাধর॥
বিদুরের স্তবে তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ।
কৌতুকে কহেন পুনঃ কপট বচন॥
বিদুর সে সব কথা হইবে পশ্চাতে।
সম্প্রতি কাতর আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতে॥
স্তবেতে কাহার কবে পূরিল উদর।
খাদ্যবস্তু আন কিছু জুড়াক অন্তর॥
স্নান করি বসিয়াছি বিনা জলপানে।
যে কিছু আছয়ে শীঘ্র আন এইখানে॥
শুনিয়া বিদুর গৃহে করিল প্রবেশ।
তণ্ডুলের খুদমাত্র আছে অবশেষ॥
তাহা আনি দিল পদ্মাবতি পদ্মাকরে।
পদ্মা সহ পদ্মাপতি বান্ধিল অন্তরে॥
সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ।
বিদুর লজ্জিত হ'য়ে না মেলে নয়ন॥
পুনশ্চ বিদুর কহে দেব দামোদরে।
আজ্ঞা কর যাই আমি ভিক্ষা অনুসারে॥
নগরে যে পাই ভিক্ষা অতিরিক্ত নয়।
এত শুনি হাসি কয় দৈবকীতনয়॥
ভিক্ষার কারণ বহু কৈলে পর্য্যটন।
পুনঃ যাবে ভিক্ষাতে না রুচে মম মন॥
যে কিছু পাইলে তাহা করহ রন্ধন।
সবে মেলি বাঁটিয়া তা করিব ভক্ষণ॥
শুনিয়া বিদুর আজ্ঞা দিলেন কুন্তীরে।
রন্ধন করিয়া কুন্তী দিলেন সত্বরে॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বিদুরের বাসে।
ভোজনান্তে আচমন করিলেন শেষে॥
তাম্বুল নাহিক আনি দিল হরিতকী।
ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণ পরম কৌতুকী॥
বিদুর সাত্যকি আর দেব নারায়ণ।
ইষ্ট আলাপনে করিলেন জাগরণ॥
বিদুর বলেন দেব কর অবধান।
কি হেতু হস্তিনাপুরে তোমার প্রয়াণ॥
পাণ্ডবের দূত হ'য়ে এলে অভিপ্রায়ে।
ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে গান্ধারী তনয়ে॥
তব বাক্য না রাখিবে কভু দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য না দিবে দুর্জ্জন॥
গোবিন্দ বলেন যাহা কহিলে প্রমাণ।
না করিবে সম্প্রীতে সে পাণ্ডব সম্মান॥
তথাপিও লোকধর্ম্মে তারিবার তরে।
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠির পাঠাইল মোরে॥
পঞ্চ ভাই জন্যে মাগি লব পঞ্চগ্রাম।
এই হেতু আসিলাম দুর্য্যোধন ধাম॥

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে পৃথ্বি যদি ভাসে।
দিনকর তেজে যদি সপ্তসিন্ধু শোষে॥
ইন্দ্র আদি দেব যদি তব পক্ষ হয়।
জিনিতে নারিবে তবু পাণ্ডুর তনয়॥
অপরাধ যে করিলে পাণ্ডব সদনে।
বিনয় করিয়া দোষ খণ্ডাও এক্ষণে॥
গলায় কুঠার বান্ধি দন্তে তৃণ করি।
শীঘ্রগতি যাও যথা ধর্ম্ম অধিকারী॥
যত ধন রাজ্য নিলে জিনিয়া পাশাতে।
তাহার দ্বিগুণ করি দেহ ত সাক্ষাতে॥
ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্ম আনি অভিষেক কর।
এই কর্ম্মে তব হিত দেখি কুরুবর॥
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন।
বলিল পরশুরাম জানিয়া কারণ॥
ব্যাস বুঝাইল কত না শুনিল কাণে।
পৌলস্ত্য যে বুঝাইল বেদের বিধানে॥
অনন্তরে বুঝাইল যত সভাজন॥
কার' বাক্য না শুনিল গান্ধারীনন্দন॥
অদৃষ্ট মানিয়া তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে।
কালেতে কুবুদ্ধি ফল দুর্য্যোধনে ফলে॥
সে কারণে কার' বাক্য না শুনে শ্রবণে।
এত শুনি মৌন হ'য়ে রহে সভাজনে॥
অদৃষ্ট মানিয়া তবে অম্বিকানন্দন।
নিশ্বাস ছাড়িয়া হেঁট করিল বদন॥
পুনরপি হাস্যমুখে বলে নারায়ণ।
জানিলাম দুর্য্যোধন তোমার যে মন॥
অবশেষে বলিলেন যদুবংশপতি।
কহি অবধানে শুন কুরুবংশপতি॥
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি যদি না দিবে রাজন।
তোমার অধীন হৈল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
পঞ্চ গ্রাম ছাড়ি দেহ পঞ্চ পাণ্ডবকে।
সকল পৃথিবী ভোগ তুমি কর সুখে॥
ইন্দ্রপ্রস্থ বারণাবত আর কুশস্থল।
পাণ্ডব নগর আর সিদ্ধি গ্রামবল॥
এই পঞ্চগ্রাম ছাড়ি দেহ পাণ্ডবেরে।
দ্বন্দ্বে কার্য্য নাহি রাজা কহিনু তোমারে॥
পঞ্চ গ্রাম দিয়া শান্ত কর পঞ্চ জন।
পৌরুষ বৈভব যদি চিন্তহ রাজন॥
উভয় কুলের আমি সদা চিন্তি হিত।
মম বাক্যে পাণ্ডুপুত্রে করহ সংপ্রীত॥
বনে বনে ভ্রমে পাণ্ডবেরা পঞ্চজন।
বলহীন কিছুমাত্র ধরয়ে জীবন॥
যুদ্ধে অসমর্থ তারা নারিবে জিনিতে।
না হয় উচিত জ্ঞাতি হনন করিতে॥
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ সর্ব্বশাস্ত্রে গণি।
সে কারণে উপেক্ষা না কর নৃপমণি॥
এতেক বলিল যদি দেব জগৎপতি।
মহাক্রোধ চিত্তে কহিছেন কুরুপতি॥
মহাক্রোধ নিবারিয়া উঠে সভা হতে।
গোবিন্দে চাহিয়া তবে লাগিল কহিতে॥
তীক্ষ্ণ সূচি অগ্রদেশে ধরে যত ভূমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি না হবে খণ্ডন।
পশ্চিমে উদয় যদি হয় ত তপন॥
আকাশ পড়য়ে ভূমে পৃথ্বি জলে ভাসে।
দিনকর তেজে যদি সপ্তসিন্ধু শোষে॥
যোগী যোগ ত্যজে ধ্যান ত্যজে পঞ্চানন।
গায়ত্রীবিহীন যদি হয় দ্বিজগণ॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
পাণ্ডবেরে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন॥
এত শুনি মৌনী হ'য়ে রহে লক্ষ্মীপতি।
বলেন ক্ষণেক পরে ধৃতরাষ্ট্র প্রতি॥
দূত হ'য়ে আসিলাম দুই কুল হিতে।
শুনিনু অদ্ভুত কথা বিদুর মুখেতে॥
কোন্ দোষ করিলাম শুনহ রাজন্।
আমারে বান্ধিতে চাহে তোমার নন্দন॥
কে কারে বান্ধিতে পারে দেখ বিদ্যমানে।
ক্ষমা করি শুধু মাত্র চাহি তোমা পানে॥
ক্ষুদ্র মৃগে মারে যথা কেশরী প্রচণ্ড।
নাগেরে গরুড় যথা করে খণ্ড খণ্ড॥
সেইরূপ দেখি আমি যত কুরুগণে।
মুহূর্ত্তে মারিতে পারি যদি করি মনে॥

মার অপেক্ষা হেতু ক্ষমিয়াছি আমি।
হ কেন পাণ্ডবেরা ভ্রমে বনভূমি ॥
ত বলি উচ্চৈঃস্বরে হাসে নারায়ণ।
সিতে হাসিতে হৈল আরক্ত লোচন ॥
তিক্রোধে কলেবর দেখি লাগে ভয়।
বমায়া সৃজিলেন দেব দয়াময় ॥
ত অঙ্গে দেখালেন এ তিন ভুবন।
ব্যচক্ষু সব জনে দেন নারায়ণ ॥
ব্যচক্ষু পেয়ে তবে একদৃষ্টে চায়।
তক দেখিল তাহা কহনে না যায় ॥
বতা তেত্রিশ কোটি দেখে অঙ্গদেশে।
ভিপদ্মে দেখে ব্রহ্মা আছে সবিশেষে ॥
রদ বক্ষেতে শোভে দেব তপোধন।
য়নে দেখয়ে একাদশ রুদ্রগণ ॥
নপঞ্চাশৎ বায়ু অশ্বিনীকুমার।
নন্ত বাসুকী আদি যত নাগ আর ॥
বিন্দের পুরোভাগে করে নানা স্তুতি।
বে আর নানাবিধ দেখয়ে বিভূতি ॥
াবর জঙ্গম দেখে যত দেহিগণ।
বিন্দের অঙ্গে দেখে এ তিন ভুবন ॥
শ্বরূপ নিরখিয়া সবে মূর্চ্ছা গেল।
বিন্দের অগ্রে সবে কহিতে লাগিল ॥
তের কর্ত্তা তুমি জগতের পতি।
জন পালন তুমি সংহার মূরতি ॥
ার মহিমা তব বেদে অগোচর।
ত রূপ সম্বরহ দেব গদাধর ॥
ইরূপে স্তুতি কৈল যত মুনিগণ।
ষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যতেক সুজন ॥
বিশেষে প্রসন্ন হইলে জগৎপতি।
শ্বরূপ মায়া ছাড়িলেন সে বিভূতি ॥
র্য্যোধনে পুনরপি বুঝাইল সবে।
র বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল যবে ॥
ভা হতে উঠি তবে চলে সর্ব্বজন।
জ স্থানে গেল তবে যত মন্ত্রিগণ ॥
ত্যকিরে হাতে ধরি চলেন শ্রীহরি।
ই দ্রব্য দিয়াছিল কুরু অধিকারী ॥

কিছু দ্রব্য না নিলেন হ'য়ে ক্রোধমন।
শীঘ্রগতি করিলেন রথে আরোহণ ॥
বিস্ময় মানিল ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
অনর্থ হইল বলে ভীষ্ম মহামতি ॥
মৌনভাবে রহিলেন অম্বিকানন্দন।
কুন্তীর নিকটে কৃষ্ণ করেন গমন ॥
সম্ভাষি সবারে পরে কুন্তীরে নমিয়া।
বহু কথা কহিলেন নিকটে বসিয়া ॥
যাবৎ বৃত্তান্ত সব কহিলেন তাঁকে।
চলিলেন চক্রপাণি সম্ভাষি সবাকে ॥
পথে কর্ণ সহ মিলিলেন জনার্দ্দন।
কর্ণের সহিত হৈল রহস্য কথন ॥
কন্যাকালে কুন্তীগর্ভে তোমার উৎপত্তি।
তুমি কর্ণ মহাবীর কুন্তীর সন্ততি ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির তুমি সহোদর।
আপনা না চিন কর্ণ তুমি কি বর্ব্বর ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছ করিয়াছ দান।
ব্রাহ্মণ-সভাতে করে তোমার ব্যাখান ॥
তোমার কনিষ্ঠ পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভাই।
এ হেন সম্বন্ধ কর্ণ বড় ভাগ্যে পাই ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র অভিমন্যু আদি।
পূজিবে ভৃত্যের সম তোমা নিরবধি ॥
নকুল অর্জ্জুন সহদেব ভীম বীর।
তব পদ ধোয়াইবে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
সুবর্ণ রজত কুম্ভে তব অভিষেক।
রাজকন্যা সেবিবে যে দেখিবে প্রত্যেক ॥
ছয় জনে দ্রৌপদীরে করিবে সেবন।
অগ্নিহোত্র করিবেক ধৌম্য তপোধন ॥
তোমারে সিঞ্চিবে আজি চারিবেদী।
পাণ্ডবের পুরোহিত কুশলসংবাদী ॥
যুবরাজ হবে তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
ধবল চামর ল'য়ে বিচিত্র শরীর ॥
মস্তকে ধরিবে ছত্র বীর বৃকোদর।
রথের সারথি হবে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
সুধীর শিখণ্ডী তব হবে আগুসার।
এ সব বচন কর্ণ ধরিবে আমার ॥

বৃষ্ণিবংশ ল’য়ে তব পিছে যাব আমি।
এ সব সম্পদ কর্ণ ভোগ কর তুমি॥
বলিলেন এই মত নিজে দামোদর।
ভক্তি করি কর্ণ তবে দিলেন উত্তর॥
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কুন্তীর উদরে।
সূর্য্যের বচনে মাতা বিসর্জ্জিল মোরে॥
সূত মোরে পেয়ে পালে আপনার ঘরে।
আমারে পুষিল রাধা যত্ন পুরঃসরে॥
স্তন দিয়া পুষিলেন জানে সর্ব্বজন।
সর্ব্বলোকে বলে মোরে রাধার নন্দন॥
ধর্ম্মেতে পাণ্ডব সুত কুন্তীগর্ভজাত।
যুধিষ্ঠিরে না কহিবে এ সব বৃত্তান্ত॥
অনুরোধ করিবেন ধর্ম্ম নৃপবর।
আমি পুনঃ সর্ব্বথা না যাব দামোদর॥
আমি যদি পাই রাজ্য দিব দুর্য্যোধনে।
সত্যভঙ্গ তথাপি না করি লয় মনে॥
দুর্য্যোধন কৈল মোরে বিস্তর পোষণ।
নানা রত্ন ধন দিল দিব্য নারীগণ॥
তের বৎসর ভুঞ্জিলাম রাজ্য আদি সুখ।
দুর্য্যোধন প্রসাদেতে নাহি কোন দুঃখ॥
করিব নিতান্ত রণ অর্জ্জুন সহিত।
প্রতিজ্ঞা করিনু সর্ব্ব কৌরব বিদিত॥
যদ্যপি জানি যে আমি পাণ্ডবের জয়।
সবান্ধবে দুর্য্যোধন হইবেক ক্ষয়॥
অর্জ্জুনের হাতে হবে আমার নিধন।
ভীষ্ম দ্রোণে মারিবেক দ্রুপদনন্দন॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র এই শত সহোদর।
পাঠাবে শমন-ঘরে বীর বৃকোদর॥
তথাপিও না ত্যজিব রাজা দুর্য্যোধনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জান প্রতিজ্ঞা পালনে॥
আপনি জানহ কৃষ্ণ সকল রহস্য।
সকল কৌরব নাশ হইবে অবশ্য॥
যেখানে তোমার নাম সেইখানে জয়।
ইথে অন্যমত নাহি শুন মহাশয়॥
যথা কৃষ্ণ তথা জয় জানি যে সর্ব্বথা।
আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট না হইবে তথা॥
কেবল নিমিত্তভাগী এই তিনজন।
দুঃশাসন দুর্য্যোধন সুবলনন্দন॥
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধে রুধিরে কর্দ্দম।
মরিবে পাণ্ডব-হাতে কৌরব অধম॥
পাণ্ডবের হৈবে জয় কুরু পরাজয়।
অবিলম্বে জনার্দ্দন হইবে নিশ্চয়॥
মঙ্গল না দেখি কৌরবের কাজে।
উৎপাত অদ্ভুত দেখি গ্রহগণ মাঝে॥
গগনেতে উল্কাপাত নির্ঘাত সহিত।
পৃথিবী কম্পিতা হয় দেখি বিপরীত॥
ভয়ানক শব্দ করি কান্দে অশ্ব গজ।
অকস্মাৎ খসি পড়ে যত রথধ্বজ॥
গৃধ্র পক্ষী কাক বক মুষিক সঞ্চান।
কৌরবের পাছে পাছে দেখি বিদ্যমান॥
মাংস আর রক্তবৃষ্টি ঊর্দ্ধ বহে বাত।
কৌরবগণের মৃত্যু দেখি জগন্নাথ॥
দুঃস্বপ্ন দেখিনু আমি শুন নারায়ণ।
অমৃত পায়স ভুঞ্জে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
পৃথিবী প্রসবে ধর্ম্ম দেখিয়া এমন।
পর্ব্বতে উঠিয়া ভীম করে মহারণ॥
ধবল কবচ গায় দেখি সুশোভন।
পুষ্পমালা গলে শোভে ধবল বসন॥
হাতেতে ধবল ছত্র নামি সরোবর।
স্বপ্ন আমি দেখিলাম শুন দামোদর॥
পাণ্ডব হইল জয়ী কুরু পরাজয়।
অচিরে হইবে কৃষ্ণ নাহিক সংশয়॥
এত বলি কর্ণ বীর করিল গমন।
প্রেমরূপে গোবিন্দেরে দিল আলিঙ্গন॥
কর্ণ বীর গেল যদি আপন ভবন।
সৈন্যগণ সহ চলিলেন জনার্দ্দন॥
নানাবাদ্য কোলাহলে চলেন ত্বরিত।
বিরাটনগরে হইলেন উপনীত॥
হরিহরপুর গ্রাম সর্ব্ব গুণধাম।
পুরুষোত্তম নন্দন মুখটী অভিরাম॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ-পাদপদ্মে॥

ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সনৎ সুজাত মুনির আগমন।

সভা হতে উঠি তবে চলে নারায়ণ।
দুর সহিত মাত্র রহিল রাজন॥
পুত্রের ভয়ে অন্ধ চিন্তানলে জ্বলে।
সিল সনৎসুজাত মুনি হেনকালে॥
ঘ্রমে বিদুর তবে উঠি সেইক্ষণে।
ত্রবৎ করি দিল বসিতে আসন॥
ন্ধকে বিদুর জানাইল সেইক্ষণে।
সিল সনৎসুজাত তব দরশনে॥
নি অন্ধ দণ্ডবৎ করিল প্রণতি।
অর্ঘ্য আনাইয়া দিল শীঘ্রগতি॥
ষ্ট হ'য়ে আসনেতে ব'সে তপোধন।
হিতে লাগিল তবে অম্বিকানন্দন॥
পাত্মা কুবুদ্ধি মোর দুর্য্যোধন সুত।
হ বাঞ্ছয়ে সদা পাণ্ডব সহিত॥
ণ্ডুপুত্র কভু সেই অহিত না করে।
ক দারুণ কষ্ট দিল বারে বারে॥
ল ক্ষমিল তারা আমার কারণ।
াপিও তারে নাহি দেয় রাজ্যধন॥
ণ্ডবের দূত হ'য়ে বুঝাইল হরি।
র বাক্য না শুনিল মহাপাপকারী॥
াইল মুনিগণ না শুনিল কাণে।
ষ্ম দ্রোণ আদি মম যত পুরজনে॥
র' বাক্য না শুনিল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
পনি তাহারে কিছু বল তপোধন॥
জ্ঞান কহি তারে করহ সুমতি।
ণ্ডবেরে ছাড়ি যেন দেয় বসুমতী॥
নিয়া সনৎসুজাত কহেন তখন।
দিনমণি উঠে যদি পশ্চিম গগন॥
াপি পাণ্ডব সহ নাহি হবে প্রীতি।
বির কাহিনী শুন কহি শাস্ত্রনীতি॥
ল অসুরে যবে পৃথিবী পূরিল।
যজ্ঞ গো ব্রাহ্মণ সকল হিংসিল॥
াতে পূরিল ক্ষিতি ধর্ম্ম হৈল ক্ষয়।
য়া পৃথিবী বড় মনে পেয়ে ভয়॥

ব্রহ্মার সাক্ষাতে গিয়া করিল গোহারী।
হিংসকের ভার আর সহিতে না পারি॥
মায়াতে জন্মিয়া জীব করে অহঙ্কার।
মোর রাজ্য মোর ধন মোর পরিবার॥
মরিলে সম্বন্ধ দেখ নাহি কার সনে।
আমারে হিংসয়ে লোক আপনা না জানে॥
কার' বাধ্য নহি আমি কার' আপ্ত নহি।
কীট পক্ষী নর বৃক্ষ সবাকারে বহি॥
আমাতে জন্মিয়া সুখে আমাতে বিহরে।
আমাতে জন্মিয়া জীব আমাতেই মরে॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি আমি সবাকার।
তবে অবিচারে হিংসা করে দুরাচার॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম মনে নাহি জানে।
আমার আমার বলি মরে অজ্ঞ জনে॥
সৃষ্টির রক্ষণ নাহি করিলে আপনে।
প্রলয় অসুর ব্যাপ্ত হইল এখনে॥
বহিতে না পারি আর অসুরের ভর।
প্রবেশিয়া পাতালেতে যাই আজ্ঞা কর॥
পৃথিবীর স্তবে তুষ্ট হ'য়ে পদ্মাসন।
হরির নিকটে গিয়া করেন স্তবন॥
নমঃ আদি অন্তহীন নিত্য সনাতন।
তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল সৃজন॥
হেন সৃষ্টিনাশ করে অসুর প্রবল।
সহিতে না পারে ক্ষিতি যায় রসাতল॥
উপায়ে উদ্ধার কর ব্রহ্ম সনাতন।
এইরূপে নানা স্তুতি কৈল পদ্মাসন॥
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হ'য়ে জগন্নাথ।
দিব্যরূপ হইলেন ব্রহ্মার সাক্ষাৎ॥
সাক্ষাতে দেখিল হরি কমল-আসন।
দণ্ডবৎ করি পুনঃ করিল স্তবন॥
গোবিন্দ কহেন ভয় না করিহ আর।
তোমার বচনে আমি হৈব অবতার॥
চারিযুগে চারি অংশে অবতার করি।
যতেক অসুরগণে ফেলিব সংহারি॥
এত বলি নিজ স্থানে যান নারায়ণ।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন হ'য়ে হৃষ্টমন॥

সান্ত্বাইয়া পৃথিবীরে বলিল বচন।
অচিরাৎ তব দুঃখ হইবে মোচন ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া প্রভু কহিল আমারে।
অবতার হ'য়ে সব মারিব অসুরে ॥
অচিরাৎ তব ভার করিব মোচন।
যুগে যুগে অবতার হ'য়ে নারায়ণ ॥
শুনিয়া পৃথিবী হৈলা আনন্দিতা মনে।
প্রণমি ব্রহ্মারে তবে গেল নিজ স্থানে ॥
অঙ্গীকার পালিবারে দেব দামোদর।
প্রথমে ধরেন প্রভু মৎস্য-কলেবর ॥
বেদ উদ্ধারিয়া হয়গ্রীব বিনাশন।
তৎপরে বরাহমূর্ত্তি ধরি নারায়ণ ॥
ধরণী উদ্ধারি মারি হিরণ্যাক্ষ বীরে।
নৃসিংহাবতার হইলেন অতঃপরে ॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করেন নিধন।
অনন্তরে কূর্ম্মরূপ হন নারায়ণ ॥
মন্দর ধরিয়া করি সমুদ্র মন্থন।
নারীরূপে করিলেন অসুর মোহন ॥
ধরিয়া বামনরূপ দেব তার পর।
বলির মত্ততা নাশিলেন দামোদর ॥
নাগপাশে বান্ধি তারে রাখি রসাতলে।
নিজ অধিকার দেন যত দিক্‌পালে ॥
সত্যযুগে হইলেন এই অবতার।
অসুরের অহঙ্কার হৈল ছারখার ॥
ত্রেতাযুগে ক্ষত্রে সব পৃথিবী পূরিল।
ভৃগুবংশে তাঁর অংশে অবতার হৈল ॥
পৃথিবীর ক্ষত্রগণ করিল সংহার।
রামরূপে পুনরপি হৈল অবতার ॥
দারুণ রাক্ষস মারিলেন দশাননে।
কৃষ্ণ অবতার প্রভু হ'লেন এক্ষণে ॥
বকাসুর কংস আর পুতনা রাক্ষসী।
জরাসন্ধ রাজা আর শিশুপাল কেশী ॥
অবহেলে বধিলেন এ সব অসুরে।
অবশেষ যত মারিবেন সবাকারে ॥
বিশ্বের কারণ সেই পালন সৃজন।
যেই সৃজে সেই পালে করে সম্বরণ ॥
তার বশ দেখ এই এ তিন ভুবন।
ভেদবুদ্ধি করাবার তিনিই কারণ ॥
তাঁহার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে।
অন্যের বাড়ান ক্রোধ অন্যেরে সংহারে
অদৃষ্টে যাহার যেই আছয়ে লিখন।
বিধাতার শক্তি নাহি করিতে খণ্ডন ॥
পৃথিবীর ক্ষত্র নাশ হইবে অবশ্য।
চিত্তে ক্ষমা দেহ রাজা শুনহ রহস্য ॥
যদুবংশে দেখ যত যত ক্ষত্রগণ।
অন্যে অন্যে ভেদ করি হইবে নিধন ॥
দ্বাপর যুগের রাজা হৈল অবশেষ।
ক্ষত্র ক্ষয় হ'তে হবে জানিনু বিশেষ ॥
ভবিষ্যত অবতার হবে কলিশেষে।
যদুকুল নিরমূল হবে অবশেষে ॥
এ সব জানিয়া সবে ধর্ম্মে দেহ মন।
পরলোক হেতু চিন্ত ঈশ্বর-চরণ।
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম কর্ম্ম কর অবিরত।
এ বিনা উপায় নাহি কহিনু নিশ্চিত ॥
এত বলি সনৎসুজাত সে তপোধন।
আপন আশ্রম প্রতি করিল গমন ॥
চিত্তেতে প্রবোধ পেয়ে অন্ধ নরপতি।
ক্ষমা দিয়া মৌনভাবে রহে মহামতি ॥
বিদুর চলিয়া গেল আপন ভবন।
কহিলাম মহারাজ কথা পুরাতন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরা।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরে।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসারে ॥

———

পাণ্ডব সভায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও সসৈ
পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রে গমন।

মুনি বলে অবধান শুনহ রাজন।
সভা করি বসিয়াছে ভাই পঞ্চজন ॥
হেনকালে উপনীত হন নারায়ণ।
কৃষ্ণে দেখি সম্ভ্রমে উঠেন পঞ্চজন ॥

বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসেন তাঁয় ।
কি কার্য্য করিলে কৃষ্ণ কুরুর সভায় ॥
বিবরিয়া সব কথা কহ নারায়ণ ।
এত শুনি হাসিমুখে কহে জনার্দ্দন ॥
বড় নরাধম অরি রাজা দুর্য্যোধন ।
কাহার' বচন নাহি শুনিল কখন ॥
তোমার বিভাগ দিতে সবে বুঝাইল ।
কার' বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল ॥
অবশেষে আমি বহু কহিলাম তায় ।
তথাপি উচিত ভাগ নাহি দিতে চায় ॥
পঞ্চখানি গ্রাম কহিলাম ছাড়ি দিতে ।
শুনি সভা হৈতে উঠি গেল সে ক্রোধেতে ॥
ঘন ঘন হাত নাড়ি কহিল সভায় ।
সাবধানে শুন কৃষ্ণ কহি যে তোমায় ॥
তীক্ষ্ণ সূচি অগ্রে ভূমি আচ্ছাদয়ে যত ।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব তত ॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না হয় খণ্ডন ।
ইহার বিধান তবে করহ রাজন ॥
এতেক শুনিয়া তবে পাণ্ডুর নন্দন ।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে ঘন ঘন ॥
ক্ষণে ক্রোধ নিবারিয়া কহেন রাজন ।
মৃত্যুপথ দুর্য্যোধন করিল সৃজন ॥
শুন বীর ধনঞ্জয় সহদেব বীর ।
শুনহ নকুল আর সত্যকি সুধীর ॥
পাঞ্চাল নৃপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয় ।
জয়সেন আদি যত ভোজের তনয় ॥
যুদ্ধের সময় হৈল স্থির কর বুদ্ধি ।
সাবধানে কর সবে মম কার্য্যসিদ্ধি ॥
শুনি অঙ্গীকার করিলেন বীরগণ ।
প্রাণপণে তব আজ্ঞা করিব পালন ॥
কণ্ঠেতে যাবৎ প্রাণ সবার আছয় ।
তাবৎ করিব যুদ্ধ শুন মহাশয় ॥
বীরগণ বাক্য তবে শুনি নরপতি ।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি ॥
শুভযাত্রা দেখ ভাই যাব কুরুক্ষেত্র ।
সৈন্যগণে সাজিবারে বলহ একত্র ॥
সহদেব বলে রাজা আজি শুভক্ষণ ।
পঞ্চমী দিবার আজি নক্ষত্র উত্তম ॥
আজি যাত্রা করিবারে হয় ত উচিত ।
আজ্ঞা কৈলে করি যত সৈন্য সমাহিত ॥
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন ।
সৈন্য সেনাপতি শীঘ্র করহ সাজন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চারি সহোদর ।
সৈন্য সেনাপতিগণ সাজিল বিস্তর ॥
পঞ্চ কোটি সহস্র শতেক মহাবলী ।
বহু কোটি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাজে সেনাপতি ॥
কোটি কোটি অশ্ব আর পত্তি অগণন ।
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিল সাজন ॥
ঘটোৎকচ বীর আসে পেয়ে সমাচার ।
দু-কোটি রাক্ষস হয় যার পরিবার ॥
চতুরঙ্গ দল বল সাজে অগণন ।
এইমত পাণ্ডুসৈন্য করিল সাজন ॥
শূন্যে দেবগণ করে জয় জয় ধ্বনি ।
অতি শুভক্ষণে চলে পাণ্ডববাহিনী ॥
তিনদিনে আসে পথ শতেক যোজন ।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
গড় দেখি পঞ্চ ভাই হইলেন প্রীত ।
যুদ্ধের সামগ্রী দেখিলেন অপ্রমিত ॥
আত্মবর্গ যত আসে রাজরাজ্যেশ্বরে ।
সাত্যকিরে বলে অভ্যর্থনা করিবারে ॥
সাত্যকি চালনে আজ্ঞামাত্র বিচক্ষণ ।
সমাবেশ করে ক্রমে সব সৈন্যগণ ॥
যথাযোগ্য বসিতে সবারে দিল স্থিতি ।
নানা দ্রব্য উপহার দিল মহামতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কুরুসৈন্যের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা ।

মুনি বলে শুন রাজা শ্রীজন্মেজয় ।
কুরুক্ষেত্রে আসিলেন পাণ্ডুর তনয় ॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন ।
রহেন উত্তর ভাগে সিংহের গর্জ্জন ॥

চর আসি দুর্য্যোধনে করে নিবেদন।
কুরুক্ষেত্রে সাজি আসে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল দুঃশাসনে।
শীঘ্রগতি ডাকি আন যত সভাজনে ॥
রণসজ্জা কর আসিয়াছে শত্রুগণ।
শুভযাত্রা দেখি সৈন্য করহ গমন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর দুঃশাসন।
দৈবজ্ঞ আনিয়া দিন করিল গণন ॥
রাজারে কহিল তবে বীর দুঃশাসন।
তৃতীয় প্রহরে যাত্রা দিন শুভক্ষণ ॥
সাজিবারে আজ্ঞা দিল যত সৈন্যগণ।
জয় শব্দ করে যত সৈন্য হৃষ্টমন ॥
অসংখ্য সাজিল রথী লিখিতে না পারি।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ যত সাজিল দুধারি ॥
গজ বাজী পত্তি সাজে রথ অগণন।
সমুদ্র সমান সৈন্য সাজে কুরুগণ ॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল আকাশ।
বাসুকি সৈন্যের ভরে পায় বড় ত্রাস ॥
টলমল করে পৃথ্বী যায় রসাতলে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করিল সাজন।
পঞ্চ শত ক্রোশ যুড়ি রহে সৈন্যগণ ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনি সভাজনে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ পৃষতনন্দনে ॥
জয়দ্রথ সোমদত্ত ভগদত্ত বীর।
পঞ্চ ভাই ত্রিগর্ত্ত সহিত নৃপতির ॥
শল্য মদ্রেশ্বর আর সুশর্ম্মা নৃপতি।
সবারে বিনয় করি কহে নরপতি ॥
ক্ষত্রমধ্যে পরাপর নাহি শাস্ত্রনীত।
যুদ্ধেতে উপেক্ষা করা না হয় উচিত ॥
পিতা পুত্রে যুদ্ধ হলে না করি উপেক্ষা।
সে কারণে না করিবে কাহারো প্রতীক্ষা ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করিবে সমর।
নিকটে সাজিয়া এল পাণ্ডব কোঙর ॥
শুনি অঙ্গীকার কৈল যত বীরগণ।
হইল আনন্দচিত্ত রাজা দুর্য্যোধন ॥

তবে শত ভাই সঙ্গে গান্ধারীনন্দন।
যাত্রা করি সজ্জীভূত হৈল সেইক্ষণ ॥
বিদায় হইতে গেল বাপের সদন।
নমস্কার করি কহে ভাই শত জন ॥
প্রসন্ন হইয়া তাত করহ আদেশ।
শুভযাত্রা আজি যাব কুরুক্ষেত্র দেশ ॥
নিকটে আসিয়া সবে হৈল উপনীত।
যুদ্ধ করিবারে তব হয় ত উচিত ॥
তোমার প্রসাদে তাত হবে রিপুক্ষয়।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা দেহ মহাশয় ॥
শুনিয়া হইল অন্ধ ক্রোধিত অন্তর।
মনে মনে অনুশোচ করিল বিস্তর ॥
আশীর্ব্বাদ দিল, হেঁট করিয়া বদন।
মায়ের নিকটে তবে গেল দুর্য্যোধন ॥
শত ভাই কহে কথা করিয়া মিনতি ॥
প্রসন্না হইয়া মাতা দেহ ত আরতি ॥
শুনিয়া সুবলসুতা সজল-লোচন।
আশ্বাসিয়া পুত্রগণে বলিল বচন ॥
ইতর তোমার রিপু নহে পাণ্ডুসুত।
একৈক পাণ্ডব জিনিবে পুরুহূত ॥
দেবের অজেয় রিপু বিখ্যাত ভুবনে।
জীয়ন্তে পাণ্ডবে কেহ না পারিবে রণে ॥
সে কারণে তাহা সহ কলহ না রুচে।
মোর বাক্যে প্রীতি কর যদি মনে ইচ্ছে।
শুনিয়া কহিল নাস্তি রাজা দুর্য্যোধন।
হেন বাক্য মাতা নাহি বলিও কখন ॥
কর্ণ মোর পক্ষ আর দ্রোণ মহাশয়।
পিতামহ ভীষ্মবীর সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ মহাবীর।
শল্য মদ্রেশ্বর রাজা সংগ্রামে সুধীর ॥
লক্ষ লক্ষ বীরগণ আমার সহায়।
পাণ্ডুপুত্রে সমরেতে মারিব হেলায় ॥
পাণ্ডবের পরাজয় মোর হবে জয়।
নাহিক সংশয় ইথে কহিনু নিশ্চয় ॥
আশীর্ব্বাদ কর মাতা বিলম্ব না সয় ॥
ক্ষণ বহি যায় মাতা করহ বিদায় ॥

এত শুনি হৈল মাতা মলিন বদন।
জয়ী হও বলি মুখে বলিল বচন॥
অরে। এক কথা পুত্র শুন দুর্য্যোধন।
"যথা ধর্ম্ম তথা জয়" বেদের বচন॥
এই বাক্য মুখে বলে মাতা সুবদনী।
আকাশে নির্ঘাত বাণী হৈল ঘোর ধ্বনি॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয় ত গগনে।
চীৎকার শব্দ করি ডাকে মেঘগণে॥
বামেতে শকুনিগণ উড়য়ে আকাশে।
মন্দতেজঃ হৈল রবি না করে প্রকাশে॥
নগর নিকটে আসি ডাকে শিবাগণ।
এইরূপে যাত্রাকালে হৈল কুলক্ষণ॥
অহঙ্কারে দুর্য্যোধন মনে না করিল।
মায়েরে বিদায় মাগি রথে আরোহিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃতবর্ম্মা কৃপ মহামতি।
কর্ণ আদি করি সাজে যত মহারথী॥
জয় শব্দ করি চলে রাজা দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল যত কুরুগণ॥
শত ক্রোশ যুড়ি রহে কৌরবের সেনা।
রথ রথী গজ বাজী পত্তি অগণনা॥
প্রলয়ের সিন্ধু সম সৈন্যের গর্জ্জনে।
জগৎ বধির হৈল না শুনি শ্রবণে॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা হ'য়ে হৃষ্টমন।
উলূকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
যাহ ত উলূক তুমি বিলম্ব না সহে।
দেখহ আমার সৈন্য কোথা কত রহে॥
যে দেখিলে বিবরিয়া কহিবে পাণ্ডবে।
যুদ্ধ কর আসি সবে যুক্তি অনুভবে॥
কহিবে ভীমেরে মোর নিষ্ঠুর বচন।
মোর সঙ্গে আসি শক্তিমত কর রণ॥
দ্রৌপদীর অপমান আর দাসপণ।
যত দুঃখ পেলে বনে করহ স্মরণ॥
সে সব স্মরিয়া সাহসেতে কর ভর।
মোর সঙ্গে আসি তুমি করহ সমর॥
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ বসুমতী।
নতুবা আমার হাতে হইবে সদ্গতি॥

অর্জ্জুনেরে কহিবে দম্ভ করিয়া বিস্তর।
পূর্ব্বের যতেক দুঃখ স্মরহ অন্তর॥
যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে করহ পালন।
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ ত্রিভুবন॥
নতুবা কর্ণের হাতে দেখিবে শমন।
অবিলম্বে কর আসি যাহা লয় মন॥
কৃষ্ণেরে কহিবে দম্ভ করিয়া অপার।
পাণ্ডবের পক্ষ হ'য়ে হও আগুসার॥
যেই বিদ্যা দেখাইলে সভা বিদ্যমানে।
সে মায়া করিয়া এস অর্জ্জুনের সনে॥
সহদেব নকুলেরে কহিবে বচন।
পূর্ব্ব দুঃখ ভাবি দুইজনে কর রণ॥
কহিবে ধর্ম্মেরে মোর বচন বিশেষে।
ব্রহ্মচারী বলি তোমা জগতেতে ঘোষে॥
ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ তোমা বলে সর্ব্বজন।
তপস্বী বলিয়া তোমা করি যে গণন॥
এখন সে সব কথা হইল প্রচার।
বিড়াল সন্ন্যাসী প্রায় তব ব্যবহার॥
পূর্ব্বেতে তাহার শুনিয়াছি যে কারণ।
সেই অভিপ্রায় তব যজ্ঞ আচরণ॥
মুখে মাত্র বল ধর্ম্ম অন্তরেতে আন।
বিড়াল সন্ন্যাসী প্রায় হারাইবে প্রাণ॥
এত শুনি সবিস্ময়ে উলূক তখন।
নৃপতিরে জিজ্ঞাসিল বিনয় বচন॥
বিড়াল সন্ন্যাসী হ'য়েছিল কি কারণে।
আপনার দোষে সেই মরিল কেমনে॥
পশু হ'য়ে কৈল কেন তপ আচারণ।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত-পুরাণ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ।
কাশীদাস কহে গদাধর দাসাগ্রজ॥

দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বিড়াল সন্ন্যাসীর উপাখ্যান কথন।

রাজা বলে শুন শুন ওহে অনুচর।
সত্যযুগে ছিল এক তাপসপ্রবর॥

সর্ব্বগুণসমন্বিত ছিল ত ব্রাহ্মণ।
সুঘোষ তাহার নাম শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
সুশীল নামেতে তাঁর ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্রবাঞ্ছা করি ধনী সেবে পশুপতি ॥
পুত্র না জন্মিল তাঁর যুবাকাল গেল।
বিপ্রের বৈরাগ্য বড় অন্তরে হইল ॥
ভার্য্যা সহ বনে গেল তপস্যা কারণ।
হিমালয় তটে উত্তরিল দুইজন ॥
দেখিয়া বিচিত্র বন প্রীত পায় মনে ॥
রচিয়া কুটীর তথা রহে দুইজনে ॥
একদিন গেল ঋষি ফলের কারণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
অনাথ মার্জ্জার শিশু পড়ি আছে বনে।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া শিশু চাহে চারি পানে ॥
পলাইতে শক্তি নাহি শিশু কলেবর।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়াছে বায়স পামর ॥
তার দুঃখ দেখি বিপ্র হৃদে হৈল দয়া।
জিজ্ঞাসিল মার্জ্জারের নিকটেতে গিয়া ॥
একাকী এথায় তুমি কিসের কারণ।
মাতা পিতা বন্ধু তোর নাহি কোন জন ॥
বিড়াল বলয়ে কেহ নাহিক সংসারে।
প্রসবিয়া মাতা মোর গেছে কোথাকারে ॥
জননী ছাড়িয়া গেল দৈব নির্ব্বন্ধন।
একাকী অনাথ হ'য়ে রহিয়াছি বনে ॥
মুনি বলে আমি তোমা করিব পালন।
বঞ্চিবে পরম সুখে আমার সদন ॥
অপুত্রক আছি আমি পুত্র নাহি হয়।
পুত্রবৎ করি তোমা পালিব নিশ্চয় ॥
এত শুনি বিড়ালের হৃষ্ট হৈল মন।
বিপ্রের চরণে আসি করিল বন্দন ॥
বিড়ালে লইয়া মুনি আসিল কুটীরে।
পালন করিতে তারে দিলেন ভার্য্যারে ॥
বিড়াল লইয়া তুষ্ট হইল সুন্দরী।
পালন করিল তারে পুত্রবৎ করি ॥
মায়া মোহে বদ্ধ হ'য়ে সবে পাশরিল।
বিড়ালে লইয়া দোঁহে নগরে আসিল ॥
পুনরপি গৃহধর্ম্ম করে দুইজনে।
বলবন্ত হৈল সেই অধিক পালনে ॥
স্বভাব পশুর জাতি ছাড়িবারে নারে।
বহু উপদ্রব করে গৃহস্থের ঘরে ॥
যজ্ঞহবি নষ্ট করে পায়সান্ন খায়।
মারিতে আসিলে লোক পলাইয়া যায় ॥
ক্রোধে নগরের লোক দুঃখী মনে মন।
সবে ব্রাহ্মণেরে গালি দেয় অনুক্ষণ ॥
কোথায় তপস্যা তব কোথায় ব্রহ্মণ্য।
পুত্রহীন হ'য়ে তুমি হলে মতিচ্ছন্ন ॥
বিড়ালেরে এত স্নেহ পুত্রবৎ কর।
সহজে পশুর জাতি মনে নাহি ডর ॥
এইরূপে বলে মন্দ নগরের জন।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ক্রোধে জ্বলিল তখন ॥
ধরিয়া সিচিকাবাড়ি প্রহারে বিড়ালে।
বান্ধিয়া রাখিল তারে হাতে পায়ে গলে ॥
দিন দুই তিন তারে রাখিল বন্ধনে।
বড়ই বৈরাগ্য হৈল বিড়ালের মনে ॥
কোনমতে পারি যদি ছাড়াতে বন্ধন।
তপস্যা করিয়া পাপ করিব মোচন ॥
গৃহবাসে কার্য্য নাই যাব বনবাস।
অনাহারে পাপ আত্মা করিব বিনাশ ॥
এরূপে বিড়াল মনে মনে যুক্তি করি।
দন্তেতে কাটিল তবে বন্ধনের দড়ি ॥
সেইক্ষণে গৃহ হ'তে হইল বাহির।
দণ্ডক কাননে গিয়া হইলেক স্থির ॥
বিন্দু সরোবরে তথা কার স্নানদান।
একে একে সর্ব্বতীর্থে করিল প্রয়াণ ॥
ধরা প্রদক্ষিণ ব্রত করি একে একে।
বিড়াল সন্ন্যাসী বলি খ্যাত হৈল লোকে ॥
সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ অতিরম্য নামে।
বহু মূষাগণ তথা থাকে অনুক্রমে ॥
তথা গিয়া উত্তরিল বিড়াল সন্ন্যাসী।
দেখিয়া সকল মূষা মনে ভয় বাসি ॥
হাহাকার করি সব পলায় তরাসে।
আশ্বাসিয়া বিড়াল তবে কহে সবিশেষে ॥

আমারে দেখিয়া ভয় কেন কর মনে ।
পরম ধার্ম্মিক আমি সর্ব্বলোকে জানে ॥
তপস্যা করিয়া মোর চিরকাল গেল ।
হিংসা হেন বস্তু মোর কখন নহিল ॥
পবন আহারী আমি শুন মূষাগণ ।
আমারে তিলেক ভয় না কর কখন ॥
আনন্দ কৌতুক সবে ভ্রমহ নির্ভয় ।
তপস্যা করিব আমি সবার আশ্রয় ॥
এত শুনি মূষাগণ হৈল হৃষ্টমন ।
যার যেই স্থানে ক্রমে আসে সর্ব্বজন ॥
মর্য্যাদা করিয়া বহু স্থাপি বিড়ালে ।
নির্ভয়েতে মূষাগণ ভ্রমে কুতূহলে ॥
কতদিন গেল তবে জন্মিল বিশ্বাস ।
যার যেই শিশুগণ রাখি তার পাশ ॥
দূর বনে যায় সবে আহার কারণ ।
নারিল ছাড়িতে লোভ বিড়ালের মন ॥
সহজে পশুর জাতি নাহি আত্ম পর ।
চারিদিকে চাহি তার ফুলে কলেবর ॥
উদর পূরিয়া খায় মূষা শিশুগণে ।
হাত মুখ মুছিয়া ত বসিল ধেয়ানে ॥
খাইতে খাইতে লোভ অনেক হইল ।
দিনে দিনে শিশুগণ অনেক খাইল ॥
এ সকল তত্ত্ব নাহি জানে কোনজন ।
দিনে দিনে অল্প হয় মূষা শিশুগণ ॥
এক মূষা বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল ।
অল্প শিশুগণ দেখি হৃদয়ে ভাবিল ॥
এ বেটা তপস্বী ভণ্ড জানিনু লক্ষণে ।
চুরি করি খায় যত মূষা-শিশুগণে ॥
দেখিয়া প্রবীণ মূষা করে হাহাকার ।
সব মূষাগণে গিয়া দিল সমাচার ॥
শুনিয়া সকল মূষা হৈল দুঃখমন ।
উপায় সৃজিল তার নিধন কারণ ॥
এক যুক্তি করি সবে হয় একমন ।
গর্ত্তের চৌদিকে সবে করয়ে খনন ॥
খনিল গভীর গর্ত্ত দীর্ঘতে বিস্তর ।
তাহাতে পড়িয়া মরে বিড়াল পামর ॥
সেইমত যুধিষ্ঠির কৈল আচরণ ।
মুহূর্ত্তেকে মোর হাতে হরাবে জীবন ॥
উলুক এতেক শুনি আনন্দিত মনে ।
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল দুর্য্যোধনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

উলুকের প্রতি পাণ্ডবদের কথা ।

উলুক রাজার আজ্ঞাবশে বহে বাট ।
শীঘ্রগতি গেল যথা পাণ্ডবের ঠাট ॥
যত কহি পাঠাইল কুরু নৃপমণি ।
দণ্ডবৎ করি সব কহিল কাহিনী ॥
শুনিয়া রুষিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।
উলুকে চাহিয়া বলে ক্রোধ করি মন ॥
উলুক কহিবে শীঘ্র গিয়া দুর্য্যোধনে ।
প্রবীণ পক্ষীর প্রায় তোর আচরণে ॥
প্রবীণ নামেতে পক্ষী ছিল দুরাচার ।
নিরন্তর জাতিগণে কৈল অপকার ॥
তার ভয়ে জ্ঞাতিগণ স্থানভ্রষ্ট হ'য়ে ।
পৃথিবী ভ্রমিল সবে নানা দুঃখ পেয়ে ॥
শুভদিন সমুদিত যবে জ্ঞাতিগণে ।
এক যুক্তি করি সবে মারিল দারুণে ॥
সেইমত মোর হাতে মরিবে নিশ্চয় ।
আজি কালি মধ্যে যাবে যমের আলয় ॥
তোমার মরণ দুষ্ট হৈত সেই দিনে ।
দ্রৌপদীর কেশে ধরিয়াছ যেই দিনে ॥
শুনহ উলুক বলি কহে বৃকোদর ।
গদার প্রহারে উরু ভাঙ্গিব তাহার ॥
এই লৌহ মহাগদা দেখ বিদ্যমান ।
ইহাতে সকল ভাই হারাইবে প্রাণ ॥
এত বলি [illegible] ল'য়ে বীর বৃকোদর ।
চক্রিচক্র ফিরে [illegible] মস্তক উপর ॥
গাণ্ডীব ধনুক তবে [illegible] অর্জ্জুন ।
আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কারেন ধনুর্গুণ ॥
এককালে হৈল যেন শত বজ্রাঘাত ।
প্রমাদ গণিল সবে দেখিয়া নির্ঘাত ॥

মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়িল উলুক অনুচর।
সচেতন করিলেন তারে দামোদর ॥
চেতন পাইয়া চর চাহে চারি পানে।
হাসিয়া তাহারে কৃষ্ণ কহেন তখনে ॥
দেখিছ উলুক চর রক্ষা নাহি আর।
রুষিল অর্জ্জুন বীর কুন্তীর কুমার ॥
সত্য কথা কুরুগণে মারিবে নিমিষে।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে পার্থ যদি রোষে ॥
ধনঞ্জয় কহিলেন উলুকে চাহিয়া।
মোর দম্ভ দুর্য্যোধনে শীঘ্র কহ গিয়া ॥
সূতপুত্র সঙ্গে এস করিয়া সাজন।
মোর হাতে তোমা সহ লইবে শমন ॥
ইন্দ্র যদি রক্ষা করে রক্ষা নাহি পাবে।
অবশ্য আমার হাতে যমঘরে যাবে ॥
এইরূপে পার্থ গর্ব্ব করেন বিস্তর।
মাদ্রীর তনয় তবে কহিল সত্বর ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যতেক বীরগণ।
একে একে উলুকেরে কহে সর্ব্বজন ॥
উলুক পাইয়া আজ্ঞা রথে আরোহিয়া।
দুর্য্যোধনে সব কথা নিবেদিল গিয়া ॥
যে কহিল পাণ্ডবেরা কহিতে সে ভয়।
কহিল নিষ্ঠুর কথা ভীম ধনঞ্জয় ॥
রাজা বলে কিবা ভয় কহত কাহিনী।
কি কহিল ভীমসেন ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
কি কহিল ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি যত বীরগণ ॥
উলুক বলিল রাজা না কহিলে নয়।
শুন যাহা বলিলেন ধর্ম্ম মহাশয় ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর চাহি আমি মুখ।
সে কারণে সহিলাম দিল যত দুঃখ ॥
কৃষ্ণেরে পাঠাই অগ্রে করিবারে প্রীতি।
অহঙ্কারে না শুনিল গোবিন্দের নীতি ॥
ইহার উচিত শাস্তি হাতে হাতে পাবে।
অচিরাতে সবংশেতে নিপাত হইবে ॥
ক্রোধে ভীম দর্প করি বলিল বচন।
মোর সম বলিষ্ঠ না দেখি কোনজন ॥
রাক্ষস দানব মোর অগ্রে নহে স্থির।
গদার বাড়িতে তার নাশিব শরীর ॥
মাদ্রীর নন্দন আদি যত বীরগণ।
একে একে প্রতিজ্ঞা করে জনে জন ॥
যে হয় উচিত রাজা করহ বিহিত।
শুনি দুর্য্যোধন করে সৈন্য সমাহিত ॥
আশ্বাসি কহিল সব যত যোদ্ধাগণে।
মোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর সর্ব্বজনে ॥
শুন কর্ণ মহাবীর রাধার নন্দন।
পরম বান্ধব তুমি মোর প্রাণধন ॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার কৈলে সবার গোচরে।
পাণ্ডবে মারিয়া রাজ্য দিবে হে আমারে ॥
তাহার সমর এই হৈল উপনীত।
করহ বিধান সখে ইহার উচিত ॥
কর্ণ বলে রাজা মোর সত্য অঙ্গীকার।
প্রাণপণে কার্য্য সিদ্ধ করিব তোমার ॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ সাধিব কার্য্য শুন সারোদ্ধার ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হৈল হৃষ্টমন।
বহু পুরস্কার কর্ণে দিল সেইক্ষণ ॥

কর্ণের জন্ম বিবরণ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন।
কুন্তীগর্ভে জন্মে কর্ণ বিখ্যাত ভুবন ॥
কৌরবের পক্ষে কেন সূর্য্যের নন্দন।
দেখিয়া ধরিল কুন্তী কিরূপে জীবন ॥
মুনি বলে শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
কৌরবের রণে গেল কর্ণবীর শুনি ॥
বিদুরের মুখে শুনি এ সব বচন।
চিত্তেতে চিন্তিত কুন্তী ভাবে মনে মন ॥
আমার নন্দন কর্ণ কেহ না জানিল।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কর্ণের হইল ॥
দৈবের এ সব কথা বিধির ঘটন।
রাধা যে পাইয়া পুত্র করিল পালন ॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে সর্ব্বজন।
কেহ জ্ঞাত নহে কর্ণ আমার নন্দন ॥

এ সময়ে লোকে যদি হয় সে প্রচার।
উপহাস করিবেক কৌরবকুমার॥
ইহার কারণে আমি করিব গমন।
কর্ণেরে কহিব আমি এ সব বচন॥
আমার বচন কর্ণ খণ্ডিতে নারিবে।
অবশ্য সহায় পাণ্ডুপুত্রদের হবে॥
কিরূপে নিভৃতে দেখা হবে কর্ণ সনে।
এতেক ভাবিয়া কুন্তী যুক্তি কৈল মনে॥
প্রাতঃস্নান নিত্য কর্ণ যমুনায় করে।
একেশ্বর যায় স্নানে নাহি লয় কারে॥
তত্ত্ব জানি কুন্তী তথা করিল গমন।
যমুনায় নামি কর্ণ করয়ে তর্পণ॥
নিত্য কর্ম্ম সমাপিয়া সূর্য্যে করে স্তব।
উঠিয়া আইসে কুন্তী মানিল উৎসব॥
কর্ণের সাক্ষাতে কহে গদগদ বাণী।
অবধানে শুন তত্ত্ব পূর্ব্বের কাহিনী॥
আমার নন্দন তুমি সূর্য্যের ঔরসে।
যখন ছিলাম আমি জনকের বাসে॥
অতিথি-সেবায় তাত রাখিল আমারে।
অনেক সেবন কৈনু দুর্ব্বাসা মুনিরে॥
চতুর্মাস সেবিলাম বিধির বিধানে।
আজ্ঞাবর্ত্তী হ'য়ে আমি রহি অনুক্ষণে॥
আমার সেবায় মুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
মন্ত্রদান করিলেন আমারে ডাকিয়া॥
এই মন্ত্র দিতেছি যে তব বিদ্যমান।
মন্ত্র পড়ি যেই দেবে করিবে আহ্বান॥
সেইক্ষণে আসিবেন তোমার সাক্ষাতে।
যে বর মাগিবে তাহা পাইবে নিশ্চিতে॥
এত বলি মহামুনি গেল যথাস্থানে।
তবে আমি মন্ত্র পরীক্ষিতে একদিনে॥
কলসে আনিতে যাই যমুনার বারি।
কৌতুকে জপিনু মন্ত্র সূর্য্যে ধ্যান করি॥
তখনি আসিল সূর্য্য মোর বিদ্যমানে।
সূর্য্যে দেখি ভীত আমি হইলাম মনে॥
অনেক বিনয় করি কহিনু বচন।
না বুঝি তোমারে আমি করি আবাহন॥
অজ্ঞান স্ত্রীজন-দোষ ক্ষমিবে আমার।
শুনিয়া হাসিয়া সূর্য্য কহে আরবার॥
কভু মিথ্যা নাহি হয় মুনির বচন।
কভু মিথ্যা নহে কন্যা মম আগমন॥
আমারে ভজহ তুমি নাহিক সংশয়।
না ভজিলে মন্ত্র মিথ্যা হইবে নিশ্চয়॥
বিবাহিতা নহ, চিন্তা করিছ অন্তরে।
মম বরে মহারাজ বরিবে তোমারে॥
এত শুনি বশ আমি হইনু তাঁহার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার॥
সূর্য্যের সঙ্গমে হৈল গর্ভের উৎপত্তি।
তখনি তোমারে প্রসবিলাম সুমতি॥
প্রসব করিয়া তোমা সচিন্তিত মন।
কুমারীর কালে জন্ম হইল নন্দন॥
লোকে খ্যাত হয় পাছে এ সব কাহিনী।
যমুনায় ভাসাইনু তাম্রকুণ্ড আনি॥
আনিয়া তোমাকে রাধা করিল পালন।
কদাচিত নহ তুমি রাধার নন্দন॥
যে হইল সে হইল অজ্ঞাত কারণ।
ভাইগণ সঙ্গে তুমি করহ মিলন॥
ছয় ভাই মিলি বৎস নাশ মোর দুঃখ।
শত্রুগণে মারি ভুঞ্জ যত রাজ্যসুখ॥
এত শুনি কর্ণ কহে করিয়া মিনতি।
এ সকল গুপ্ত কথা জানি যে ভারতী॥
জানিয়া করিলে ত্যাগ আমারে পূর্ব্বেতে।
রাধা যে পুষিল মোরে বিখ্যাত জগতে॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে ত্রিভুবনে।
তব পুত্র বলি এবে বলিব কেমনে॥
বলিলে কি লোকে কহ করিবে প্রত্যয়।
জগতে কুযশ লজ্জা হবে অতিশয়॥
বলিবেক ক্ষত্রগণ করি উপহাস।
যুদ্ধকাল দেখি কর্ণ পাইল ত্রাস॥
ভাই বলি পাণ্ডবের লইল শরণ।
ব্যর্থ কর্ণ নাম ধরি ঘোষে অকারণ॥
এ সব হইতে মৃত্যু ভাল শতগুণে।
এ কর্ম্ম করিতে নাহি পারিব কখনে॥

তাহে দুর্য্যোধন মোরে শিশুকাল হ'তে।
নানা ভোগে পুরস্কারে পালিল বহুতে ॥
দেশ ভূমি গ্রাম রত্ন দিল বহুতর।
হরিহর আত্মা যেন নহে ভিন্ন পর ॥
তিলেক বিভিন্ন মনে নহে কদাচনে।
ইহার হিংসন আমি করিব কেমনে ॥
বিশেষ তাহাতে আমি কৈনু অঙ্গীকার।
অর্জ্জুনের সঙ্গে পণ সমর আমার ॥
মোর হাতে পরলোকে যাবে ধনঞ্জয়।
কিম্বা অর্জ্জুনের হাতে মোর মৃত্যু হয় ॥
এইত প্রতিজ্ঞা কৈনু সভা বিদ্যমানে।
সত্যভ্রষ্ট হ'তে নাহি পারিব কখনে ॥
সে কারণে ক্ষমা কর জননী আমারে।
এত শুনি পুনঃ কুন্তী কহিল কর্ণেরে ॥
ভাইগণ সঙ্গে যদি না কর মিলন।
মোর বাক্য নাহি যদি করিবে পালন ॥
তবে এক সত্য কর মোর বিদ্যমানে।
আর চারি পুত্রে মোর না মারিবে প্রাণে ॥
এত শুনি কর্ণ কৈল সত্য অঙ্গীকার।
আর চারি ভায়েরে না করিব সংহার ॥
পঞ্চপুত্র রবে তব এই পৃথিবীতে।
অর্জ্জুন সহিত কিম্বা আমার সহিতে ॥
ব্যাসের বচন মাতা আছে পূর্ব্বাপর।
পৃথিবীতে তব পঞ্চ রহিবে কোঙর ॥
সংসারের মধ্যে হবে রণে মহাতেজা।
একচ্ছত্র পৃথিবীতে হবে মহারাজা ॥
ব্যাসের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।
জগতে রহিবে মাত্র তোমার নন্দন ॥
পাইবে তোমার পুত্রগণ রাজধানী।
নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে জননী ॥
না ভাবিও দুঃখ মাতা যাহ নিজস্থানে ॥
এত বলি দণ্ডবৎ করিল চরণে ॥
বিদায় হইয়া কর্ণ গেল নিজ পুরে।
যথাস্থানে গেল কুন্তী দুঃখিতা অন্তরে।
বিদুরের প্রতি কুন্তী কহিল সকল।
শুনি বিদুরের হৃদে হৈল কুতূহল ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা হৈল সমাপন ॥

ইতি উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

ভীষ্মপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধসজ্জা।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
উলুকের মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ॥
কোন্ কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর।
কিবা কর্ম্ম করিলেক রাজা যুধিষ্ঠির॥
বলিলা বৈশম্পায়ন শুন মহাশয়।
দূতমুখে বার্ত্তা শুনি ধর্ম্মের তনয়॥
কৃষ্ণেরে কহেন হৈল সমর সময়।
বিহিত ইহার যাহা কর মহাশয়॥
শ্রীহরি বলেন রাজা করি নিবেদন।
যাত্রা কর মহাশয় দিন শুভক্ষণ॥
তখনি দিলেন আজ্ঞা রাজা যুধিষ্ঠির।
চল্লিশ সহস্র রাজা সাজে মহাবীর॥
পাঁচকোটি রথ সাজে ত্রিশ কোটি হাতী।
ষষ্টি কোটি আসোয়ার অসংখ্য পদাতি॥
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা পাণ্ডবের দলে।
সবে বিষ্ণুপরায়ণ মহাবল বলে॥
সিংহনাদ শঙ্খধ্বনি বিবিধ বাজন।
নানা অস্ত্রে বীরগণ করিল সাজন॥
শ্রীহরি করিয়া অগ্রে পাণ্ডুর তনয়।
কুরুক্ষেত্রে চলিলেন করি জয় জয়॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে যত যোদ্ধাগণ।
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া ধনঞ্জয়।
যুদ্ধ করিবারে যান সমরে দুর্জ্জয়॥
গদা হস্তে বৃকোদর আনন্দিত মন।
সহদেব নকুল সাজিল সেইক্ষণ॥
দ্রুপদ শিখণ্ডী আর বিরাট নৃপতি।
জরাসন্ধসুত সহদেব মহামতি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান সাত্যকি দুর্জ্জয়।
শ্বেতশঙ্খ ও উত্তর বিরাট-তনয়॥
শূরসেন নৃপ আর কেশী মহাবল।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সমরে কুশল॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সমরে বিশাল।
ইত্যাদি সাজিল রণে যত মহীপাল॥
জয় জয় শব্দে বাদ্য বাজে কোলাহল।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডবের দল॥
দাঁড়াইল পূর্ব্বমুখে সব সেনাগণ।
যুধিষ্ঠির মহারাজা হরষিত মন॥
দুঃশাসনে ডাকিয়া বলিল দুর্য্যোধন।
যুদ্ধ করিবারে, কর বাহিনী সাজন॥
সাজ সাজ বলে রাজা বিলম্ব না সহে।
মারিব পাণ্ডবগণ আনন্দেতে কহে॥

দুঃশাসন বীর দিল কটকে ঘোষণা।
সাজ সাজ বলি ধ্বনি করে সর্ব্বজনা ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা বীর।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত প্রফুল্ল শরীর ॥
বাহ্লীক শকুনি কৃতবর্ম্মা নরপতি।
ভগদত্ত শল্যরাজ মদ্র অধিপতি ॥
বিন্দ আর অনুবিন্দ কর্ণ মহাবল।
শত ভাই কলিঙ্গ বিখ্যাত ভূমণ্ডল ॥
শ্বেতছত্রে পতাকা শোভিত সারি সারি।
সাজিলেন শত ভাই কুরু-অধিকারী ॥
ছত্র ধরে চলে ষাটি-সহস্র ভূপতি।
একৈক রাজার সঙ্গে সহস্রেক হাতী ॥
একৈক ধানুকী সাথে দশ দশ ঢালী।
চরণে নূপুর শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
গজ বাজী রথধ্বজ পতাকা প্রচুর।
কুরুসৈন্য সজ্জা দেখি কম্পে ত্রিনপুর ॥
কৌরবের সৈন্যগণ মহা পরাক্রম।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ বিপক্ষেতে যম ॥
মহা আনন্দিত-মন যত কুরুগণ।
যুদ্ধ হেতু সর্ব্বজন করিল সাজন ॥
আচম্বিতে বায়ু বহে মহাশব্দ শুনি।
গিরিতে চাপিয়া যেন আইসে মেদিনী ॥
অকস্মাৎ মেঘ যেন বরিষে রুধির।
বিনা ঝড়ে খসি পড়ে দেউল প্রাচীর ॥
গর্দ্দভ প্রসবে গাভী, কুকুরে শৃগাল।
ময়ুর প্রসবে কাক, ইঁদুরে বিড়াল ॥
নিরুৎসাহ অশ্বগণ কাঁপে ঘনে ঘন।
অমঙ্গল কত হয় না যায় বর্ণন ॥
দেখি যে ত্রিপদ পশু, নাহি চারি পাদ।
দিবসেতে পেচকেরা করে ঘোরনাদ ॥
দণ্ড হস্তে শিশু সব যুঝে পরস্পর
মহাঘোর রণশব্দ গগন উপর ॥
এক বৃক্ষে অন্য ফল অদ্ভুত কথন।
ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবী কম্পয়ে ঘনে ঘন ॥
বিদুর দেখিয়া ইহা বিস্ময় মানিল।
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে গিয়া সব নিবেদিল ॥

শুনিয়া আকুল হৈল অন্ধ নরপতি।
নিরুৎসাহ হ'য়ে রাজা বসিলেন ক্ষিতি ॥
কুরুকুল ধ্বংস হেতু জানিয়া তখন।
আইলেন তথা সত্যবতীর নন্দন ॥
দেখি সভাজন সবে পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
চরণ বন্দিয়া অন্ধ স্তবন করিল ॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন মুনি মহাশয়।
কারো বাক্য না শুনিল আমার তনয় ॥
যুদ্ধ আয়োজন করে দুষ্ট মন্ত্রণায়।
অমঙ্গল দেখি ভয় জন্মিল তাহায় ॥
ব্যাসদেব বলেন শুনহ মহাশয়।
কুরুকুল হবে ক্ষয় জানিহ নিশ্চয় ॥
কর্ম্ম অনুসারে জীব ভ্রময়ে সংসারে।
দৈবে যাহা হয় তাহা কে খণ্ডিতে পারে ॥
পৃথিবীতে যত ক্ষত্র একত্রে হইল।
এই যুদ্ধে সর্ব্বজন নিশ্চয় মজিল ॥
পুত্র তব শত আর যত নৃপচয়।
পরস্পর যুদ্ধ করি সবে হবে ক্ষয় ॥
যুদ্ধ দেখিবারে যদি বাঞ্ছা থাকে মনে।
দিব্যচক্ষু দিয়া যাই দেখহ নয়নে ॥
প্রণমিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকরুণে কহে।
পুত্রবধ জ্ঞাতিবধ প্রাণে নাহি সহে ॥
তোমার প্রসাদে আমি শুনিব শ্রবণে
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র পড়িল চরণে ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন।
রাজারে বলেন শুন আমার বচন ॥
দিব্যচক্ষে সঞ্জয় দেখিবে ত্রিভুবন।
রাত্রিদিন তোমারে কহিবে বিবরণ ॥
ইহাতে শুনিবে যত যুদ্ধ-বিবরণ।
গৃহে বসি সব বার্ত্তা পাইবা রাজন ॥
যত অলক্ষণ এই দেখ মহাশয়।
হইতেছে দিবসেতে নক্ষত্র উদয় ॥
উদয়াস্ত প্রায় সূর্য্য গগনে বেষ্টিত।
বিনা মেঘে বরিষয়ে সঘনে শোণিত ॥
অগ্নিবর্ণ প্রায় দেখি সমস্ত আকাশ।
হইতেছে ধূমকেতু দিবসে প্রকাশ ॥

পর্ব্বত-শিখর খসে সাগর উথলে।
মহাবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িছে স্থলে স্থলে॥
এই সব অলক্ষণ শুনহ রাজন।
বংশনাশ হইবার এই সে কারণ॥
এ সকল বাক্য মুনি অন্ধেরে কহিয়া।
চলিলেন স্বস্থানে সঞ্জয়ে আজ্ঞা দিয়া॥
ব্যাকুল হইয়া অন্ধ ভাবে মনে মন।
সৈন্যের সাজন করে রাজা দুর্য্যোধন॥
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা রথী।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত যোদ্ধাপতি॥
পিতামহ স্থানে সবে করিল গমন।
সেনাপতিরূপে ভীষ্মে করিল বরণ॥
ভীষ্মে সেনাপতি করি রাজা দুর্য্যোধন।
জিনিব পাণ্ডবগণে আনন্দিত মন॥
তবে ভীষ্ম কহিলেন চাহি সর্ব্বজনে।
অন্যায় করিয়া যুদ্ধ না করি কখনে॥
অস্ত্রহীনে কদাচিত না করি প্রহার।
শরণাগতেরে নাহি করিব সংহার॥
একা সহ যুদ্ধ করি না মারিব আনে।
ত্রাসিত জনেরে নাহি মারি কদাচনে॥
যে ভেরী বহে, অস্ত্র যোগায় যে জন।
তাহারে না মারি, দূতে না করি নিধন॥
রথী রথী যুদ্ধ হবে, পদাতি পদাতি।
গজে গজে অশ্বে অশ্বে এই যুদ্ধনীতি॥
সমানে সমানে যুদ্ধ, না মারিব হীনে।
আমার নিয়ম এই শুন সর্ব্বজনে॥
এই নিরূপণ করি, করে শঙ্খধ্বনি।
নানা বাদ্য বাজে, কিছু কর্ণে নাহি শুনি॥
মহা কোলাহলে সবে হরষিত মন।
সৈন্য-কোলাহল শুনি কাঁপে দেবগণ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী চলিল সমরে।
তাহে সেনাপতি দুর্জ্জয় সংসারে॥
মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণ পঞ্চমী যে তিথি।
নামে নক্ষত্রে সাজিল নরপতি॥
কুরুবের সেনা সব বিষ্ণুপরায়ণ।
পূর্ব্বমুখে দাণ্ডাইল যুদ্ধের কারণ॥

পশ্চিমমুখেতে রাজা কৌরবপ্রধান।
মহাবল পরাক্রম জগতে বাখান॥
সর্ব্ব সৈন্য অগ্রে ভীষ্ম শান্তনুনন্দন।
দিব্যরথে আরোহণ হাতে শরাসন॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির বিস্ময় হইল।
ভীষ্মে সেনাপতি দেখি ভয় উপজিল॥
লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণকে ধর্ম্মরাজ।
ভীষ্ম সহ কে যুঝিবে সংসারের মাঝ॥
যার যুদ্ধে ভৃগুরাম পান পরাজয়।
তাঁর সহ কে যুঝিবে কহ মহাশয়॥
দ্রোণাচার্য্য মহাবীর বিখ্যাত জগতে।
কোন্ বীর যুঝিবেক তাঁহার সহিতে॥
অর্জ্জুন কহেন রাজা কর অবধান।
সংসারের ধাতা কর্ত্তা যেই ভগবান॥
হেন জন হইলেন আমার সারথী।
ত্রিভুবনে কারে ভয় কর মহামতি॥
নিরর্থক চিন্তা রাজা কর কি কারণ।
সর্ব্বত্রে বিজয়কর্ত্তা সেই নারায়ণ॥
হেন জন সাহায়েতে ভয় কি কারণ।
নিশ্চয় হইবে জয় স্থির কর মন॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির হৃদয়ে ভাবিয়া।
পদব্রজে চলিলেন রথ বিসর্জ্জিয়া॥
পদব্রজে যান রাজা কুরুসৈন্য মাঝ।
দেখিয়া বিস্ময় মানে নৃপতি-সমাজ॥
দেখি ভীমার্জ্জুনের হইল মহারোষ।
কৃষ্ণেরে কহেন দোঁহে মনে অসন্তোষ॥
বিপক্ষগণের মধ্যে যান একেশ্বর।
কোন্ বুদ্ধি করিলেন ধর্ম্ম নৃপবর॥
পূর্ব্বে এই বুদ্ধিতে হারিয়া রাজ্যধন।
বনবাস-দুঃখ ভুগিলাম সর্ব্বজন॥
সেই বুদ্ধি আজি বুঝি উদয় হইল।
নতুবা ইহাতে কেন প্রবৃত্তি জন্মিল॥
শ্রীহরি কহেন ইথে কিছু নাহি ডর।
সত্ত্বগুণী ধর্ম্মপুত্র না জানেন পর॥
নিজ দল পর দল সকলি সমান।
সে কারণে একেশ্বর করেন প্রয়াণ॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
বন্দিলেন ভীষ্ম দ্রোণ কৃপের চরণ ॥
তুষ্ট হ'য়ে তিনজন আশীর্ব্বাদ করে।
রণজয়ী হও আর সংহার শত্রুরে ॥
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক সত্বর।
তুষ্ট হ'য়ে তিনবার দিল এই বর ॥
ধর্ম্মরাজ বলেন যে আজ্ঞা হৈল মোরে।
এ বাক্য অলঙ্ঘ্য সদা জানিব সংসারে ॥
নিজ পরাক্রম আমি কিছু নাহি জানি।
কিন্তু আশীর্ব্বাদে জয়ী হইব আপনি ॥
এই মাত্র ভরসা হইল মম চিত্তে।
অবশ্য হইবে জয় সন্দেহ না ইথে ॥
পূর্ব্বকথা নিবেদন চরণে তোমার।
করিল কপট পাশা বিখ্যাত সংসার ॥
কপট করিয়া সব রাজ্য ধন নিল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাস আমা দিল ॥
রাজ্যের বিভাগ নাহি দিল দুর্য্যোধন।
পঞ্চগ্রাম না দিল করিল যুদ্ধ-পণ ॥
সেই অনুক্রমে যুদ্ধ আয়োজন করে।
অসম্ভব দেখি আমি ভাবিত অন্তরে ॥
মহাবল পিতামহ বিদিত সংসারে।
দেবাসুর যাঁহার নামেতে সদা ডরে ॥
গুরু দ্রোণাচার্য্য নামে কাঁপে তিনপুর।
সশস্ত্র থাকিলে তাঁরে ডরে দেবাসুর ॥
কৌরব পাণ্ডব সম তোমা সবাকার।
পক্ষাপক্ষ দেখি ভয় জন্মিল আমার ॥
কোন্ বীর যুঝিবেক তোমাদের সনে।
মম ভাগ্যে রাজ্য নাহি জানিলাম মনে ॥
কিন্তু তোমা সবাকার আশীর্ব্বাদ মূল।
অবশ্য পাইব এই যুদ্ধার্ণবে কূল ॥
যুধিষ্ঠির বচনে হইয়া তুষ্ট মনে।
ধন্যবাদ করিয়া কহিল তিন জনে ॥
সাধু ধর্ম্মপুত্র তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তোমার ধর্ম্মেতে ধন্য হইল সংসার ॥
যেখানেতে ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ মহাশয়।
'যথা কৃষ্ণ তথা জয়' নাহিক সংশয় ॥
ধর্ম্মবলে রাজ্যভোগ শাস্ত্রে হেন কয়।
ধর্ম্মেতে থাকিলে তার সর্ব্বত্রেতে জয় ॥
শত দ্রোণ শত ভীষ্ম আসে সুরপতি।
তথাপি ধর্ম্মেতে জয় শুন নরপতি ॥
যাহার সহায় হরি ত্রিলোকের নাথ।
কাহার ক্ষমতা তারে করিতে নিপাত ॥
তথা হৈতে নিবর্ত্তিয়া ধর্ম্মের কুমার।
নিজ দলে করেন আনন্দে আগুসার ॥
ডাকিয়া বলেন রাজা শুনহ বচন।
এ সৈন্যের মধ্যে যেই ইচ্ছয়ে জীবন ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরেণে গিয়া লউক আশ্রয়।
কোন স্থানে কোনকালে নাহি তার ভয় ॥
শুনিয়া যুযুৎসু নিজ সৈন্যগণ ল'য়ে।
ধর্ম্ম অগ্রে কহিলেন কৃতাঞ্জলি হ'য়ে ॥
নিবেদন করি শুন ধর্ম্ম অধিকারী।
শরণ লইনু মোরে দেখাও মুরারি ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুযুৎসুকে লয়ে।
কহিলেন গোবিন্দেরে বিনয় করিয়ে ॥
যেন আমা পঞ্চজনে স্নেহ কর হরি।
ততোধিক যুযুৎসুকে রাখ দয়া করি ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা স্থির কর মন।
সাবধান হও তুমি উপস্থিত রণ ॥
যুযুৎসু চলিল যদি ধর্ম্মরাজ সাথ।
বার্ত্তা শুনি বিষাদিত হৈল কুরুনাথ ॥
রথ হৈতে নামি শীঘ্র অশ্বে আরোহিল।
ভীষ্মের নিকটে গিয়া সব নিবেদিল ॥
কি মন্ত্রণা করিয়া আইল ধর্ম্মরাজ।
যুযুৎসুকে নিয়া গেল নিজ সৈন্যমাঝ ॥
লক্ষ সেনা ল'য়ে গেল উপস্থিত রণে।
ইহার বিচার কেন না কর আপনে ॥
শুনি ভীষ্ম রাজারে কহেন বিবরণ।
আমা বন্দিবারে এল ধর্ম্মের নন্দন ॥
ধর্ম্মডাক ধর্ম্মরাজ সৈন্য মধ্যে দিল।
প্রাণেতে কাতর হ'য়ে শরণ লইল ॥
মম পরাক্রম তুমি জান ভালমতে।
সুরাসুর আসে যদি সমর করিতে ॥

আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কভু না করিব।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥
শুনিয়া হইল হৃষ্ট গান্ধারী-তনয়।
পিতামহে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ॥
এই যে উভয় সৈন্য একত্র মিলিল।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী গণিত হইল ॥
হেন কেহ ধনুর্দ্ধর আছে এ সংসারে।
এক রথে এই সৈন্য পারে জিনিবারে ॥
বলিলেন ভীষ্ম আমি যদি দিই মন।
একদিনে সর্ব্ব সৈন্যে করি নিপাতন ॥
দ্রোণাচার্য্য যদ্যপি ধরেন ধনুর্ব্বাণ।
তিন দিনে দুই দলে করে সমাধান ॥
কর্ণ যদি প্রাণপণে করয়ে সমর।
পাঁচ দিনে দুই সৈন্য লয় যমঘর ॥
দ্রোণপুত্র যদ্যপি সংগ্রামে দেয় মন।
তিন দণ্ডে দুই দলে নাশে সর্ব্বজন ॥
যদ্যপি করেন মন ইন্দ্রের কুমার।
না লাগে নিমেষ, করে সকল সংহার ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা বিস্ময় মানিল।
পুনর্ব্বার পিতামহে কহিতে লাগিল ॥
এমত অর্জ্জুন যদি জান মহাশয়।
কি প্রকারে হইবে তাহার পরাজয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ভীষ্মের দশ দিন যুদ্ধ প্রতিজ্ঞা এবং অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যোগ কথন।

ভীষ্ম কহিলেন শুন কুরু নরবর।
দশদিন ভার মম রহিল সমর ॥
নিজ সৈন্য রক্ষা করি অন্যে সংহারিব।
প্রতি দিন দশ সহস্রেক প্রত্যহ মারিব ॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ শ্রীহরি সাক্ষাৎ।
রথী দশ সহস্রেক করিব নিপাত ॥
শুনি রাজা দুর্য্যোধন হরষিত মন।
করিলেন সৈন্য মধ্যে রথ আরোহণ ॥

দুই দলে যোদ্ধাগণ করে সিংহনাদ।
ঢাক ঢোল শঙ্খ বাজে জয় জয় নাদ ॥
পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ ভয়ানক ধ্বনি।
দুই করে ধরি কৃষ্ণ বাজান আপনি ॥
বাজাইল দেবদত্ত শঙ্খ ধনঞ্জয়।
পৌণ্ড্র শঙ্খ বাজাইল ভীম মহাশয় ॥
ভূপতি বাজান শঙ্খ অনন্ত বিজয়।
সহদেব মণিপুষ্প নিনাদ করয় ॥
বাজায় সুঘোষ শঙ্খ নকুল প্রচণ্ড।
শুনিয়া বিপক্ষ পক্ষ হয় লণ্ড ভণ্ড ॥
দুই-দলে কোলাহল হইল তুমুল।
দশদিক যুড়ি শব্দ উঠিল অতুল ॥
ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
নিবেদন শুনহ গোবিন্দ মহাশয় ॥
কাহার সহিত রণ হইবে প্রথম।
কারে কারে যুদ্ধ হবে কেবা কার সম ॥
দুই দল মধ্যে রথ রাখিলেন হরি।
একে একে ধনঞ্জয় দেখেন বিচারি ॥
সর্ব্ব অগ্রে পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
ভ্রাতৃপুত্র পৌত্র দেখিলেন সমতুল ॥
বন্ধু সবে দেখিয়া বিষণ্ণ হৈল মন।
অবশ পার্থের অঙ্গ মলিন বদন ॥
শরীর রোমাঞ্চযুক্ত কম্পে ঘন ঘন।
হস্ত হ'তে খসিয়া পড়িল শরাসন ॥
সকরুণ কৃষ্ণেরে কহেন ধনঞ্জয়।
নিজ পরিবার বধ উচিত না হয় ॥
দেখিলাম যত বন্ধু অমাত্য সকল।
ইহা সবে মারি রণে নাহি কোন ফল ॥
বিফল জীবন মম বাঁচি কোন সুখ।
গুরু বন্ধু মারিলে দেখিব কার মুখ ॥
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম জীবন অসার।
কাহার নিমিত্তে করি বংশের সংহার ॥
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম বনবাসে যাব।
জ্ঞাতিনাশ বন্ধুনাশ সহিতে নারিব ॥
এত বলি অর্জ্জুন ত্যজিল ধনুঃশর।
বিমুখ হইয়া বসিলেন রথোপর ॥

কৃষ্ণ তারে প্রবোধিয়া বলেন বচন।
কি কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম কর বিসর্জ্জন॥
অহঙ্কার করিয়া আইলে যুদ্ধস্থান।
সম্মুখ সংগ্রামে কেন ছাড় ধনুর্ব্বাণ॥
জ্ঞাতিবধে পাপ যদি ভাব ধনঞ্জয়।
কৌরব কহিবে পার্থ হইল সভয়॥
কে কারে মারিতে পারে কেবা কার অরি।
সবারে সংহারি আমি, সব আমি করি॥
কর্ম্ম অনুসারে লোক করে যাতায়াত।
যাহার যেমন কর্ম্ম পায় সেই পথ॥
যেন বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য উপস্থান।
তেমন জানিহ তুমি সকল সমান॥
জীর্ণবস্ত্র ত্যজি যথা নব বস্ত্র পরে।
তথা এক তনু ছাড়ি অন্যেতে সঞ্চারে॥
শরীর বিনাশ হয়, নহে জীবনাশ।
শুন কহি ধনঞ্জয় করিয়া প্রকাশ॥
যত সব বস্তু দেখ চতুর্দ্দশ লোকে।
সকল আমার মূর্ত্তি জানাই তোমাকে॥
সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি যে অশ্বত্থ।
নদী মধ্যে সুরধুনী কহিলাম তথ্য।
ঋষি মধ্যে আমি যে নারদ মহাশয়।
মুনি মধ্যে কপিল আমার মূর্ত্তি হয়॥
গজ মধ্যে ঐরাবত, অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা।
নর মধ্যে নরপতি আমারে জানিবা॥
দেবমধ্যে দেবরাজ, রুদ্রেতে কপালী।
গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ, দানবেতে বলী॥
নাগেতে অনন্ত নাগ আমাকে জানিবা।
গ্রহমধ্যে দিনকর আমাকে মানিবা॥
তেজঃ মধ্যে বৈশ্বানর আমার বিভূতি।
পাণ্ডবের মধ্যে আমি তুমি মহামতি॥
বর্ণ মধ্যে দ্বিজ, পর্ব্বতেতে হিমালয়।
ইত্যাদি অনন্ত আমি কুন্তীর তনয়॥
পৃথিবীর মধ্যে লোক যতেক জন্ময়।
নিজ নিজ কর্ম্মফলে সবে হয় ক্ষয়॥
কৃষ্ণার্জ্জুনে যোগকথা অনেক হইল।
বাহুল্য কারণ সব নাহি লেখা গেল॥

নানাবিধ যোগ কৃষ্ণ কহেন অর্জ্জুনে।
না হইল প্রবোধ তথাপি তার মনে॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধনঞ্জয়।
মৃত সব সৈন্য এই জানিহ নিশ্চয়॥
সব্যসাচী হও হে, নিমিত্ত মাত্র তুমি।
সর্ব্ব সৈন্য দেখ, বধ করিয়াছি আমি॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু তবে সত্য জানি।
আপন নয়নে যদি দেখি চক্রপাণি॥
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দিব্যচক্ষু অর্জ্জুনেরে।
অর্জ্জুন দেখেন বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে॥
মেঘ বর্ষ শীর্ষ তাঁর পরশে আকাশ।
রবি শশী দুই চক্ষু অতি সুপ্রকাশ॥
মুখ তাঁর বৈশ্বানর, তারাগণ দন্ত।
আশ্চর্য্য দেখেন পার্থ নাহি পান অন্ত॥
ইন্দ্র দেবরাজ বাহু, ব্রাহ্মণ হৃদয়।
নাভি সিন্ধুসম তাঁর পৃষ্ঠে বসুময়॥
দশদিক জঙ্ঘা তাঁর, পাতাল চরণ।
শৈলগণ তাঁর অস্থি, রোম তরুগণ॥
মাংসরূপা ধরণীরে দেখে ধনঞ্জয়।
দেখিয়া বিরাট রূপ মানেন বিস্ময়॥
করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার।
তাহাতে দেখেন পার্থ অখিল সংসার॥
সর্ব্ব সৈন্য মৃত তাহে দেখি ধনঞ্জয়।
লজ্জা ভয়ে বিস্ময় হইল অতিশয়॥
স্তব করিলেন শেষে বিনয় করিয়া।
আপন বৃত্তান্ত সব কহ বিবরিয়া॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর নাহি পায় সীমা।
আমি মূঢ় নরজাতি কি জানি মহিমা॥
কহেন গোবিন্দ তাঁরে করিয়া সান্ত্বন।
প্রকাশিত কর চক্ষু ত্রাস কি কারণ॥
চক্ষু মেলি ধনঞ্জয় সখারূপ দেখি।
নিলেক ধনুক করে পরম কৌতুকী॥
প্রবোধ পাইয়া পার্থ রণে দেন মন।
ধনুর্ব্বাণ লইয়া বসেন সেইক্ষণ॥
তবে কৃষ্ণ কর্ণে দেখি বলেন সাদরে।
ভীষ্ম দেখি সেনাপতি তোমা না আদরে।

এমত অবজ্ঞা কি তোমার প্রাণে সহে।
উপেক্ষিল তোমাকে এ ক্ষত্রধর্ম্ম নহে ॥
পাণ্ডবের দলে এস বুঝি নিজ হিত।
অবশ্য পাণ্ডবে তোমা করিবে পূজিত ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৈকর্ত্তন।
দুর্য্যোধন কার্য্য আমি করি প্রাণপণ ॥
গোবিন্দ, যাবৎ কণ্ঠে রহিবে জীবন।
দুর্য্যোধনে না ছাড়িব আমি কদাচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

প্রথম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
সৈন্য-কোলাহল যেন সমুদ্রে প্রলয় ॥
দুই দলে শঙ্খনাদ সিংহনাদ ধ্বনি।
অগ্র হইলেন যত রথী নৃপমণি ॥
অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেব নারায়ণ।
ভীষ্মের সহিত আজি তুমি কর রণ ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
অর্জ্জুন সম্মুখে এল করিবারে রণ ॥
পিতামহে প্রণাম করিল ধনঞ্জয়।
কল্যাণ করেন ভীষ্ম বলি হ'ক জয় ॥
রণসজ্জা বিভূষিত দেখি ভীষ্মবীরে।
বিজয় বিনয়ে তাঁরে জিজ্ঞাসেন ধীরে ॥
কোন্ হেতু যুদ্ধসজ্জা দেখি মহাশয়।
তোমার সমান কুরু পাণ্ডুর তনয় ॥
দুর্য্যোধন সাহায্য করিতে তব মন।
তুমি যুদ্ধ করিলে না করি নিবারণ ॥
ভীষ্ম বলিলেন পার্থ কহিলা প্রমাণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন না করিব আন ॥
গোবিন্দেরে বলিলেন শান্তনুনন্দন।
সারথি হইলে প্রভু ভক্তের কারণ ॥
সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তী পুত্র জন্মাইল।
ত্রিদশ ঈশ্বর যাঁর সারথি হইল ॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম নিল ধনুঃশর।
দুই বাণ মারিলেন অর্জ্জুন উপর ॥

গাণ্ডীব লইয়া করে বীর ধনঞ্জয়।
গাঙ্গেয়ের বাণ কাটি করিলেন ক্ষয় ॥
পুনঃ ভীষ্ম দশ অস্ত্র করিল সন্ধান।
সে অস্ত্রও কাটিলেন ইন্দ্রের সন্তান ॥
ভীমসেন সহ যুঝে রাজা দুর্য্যোধন।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত দোঁহে পরাক্রম ॥
সাত্যকি সহিত কৃতবর্ম্মা করে রণ।
সোমদত্ত সহ যুঝে বিরাটনন্দন ॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নে যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
কাশীরাজ সহ কৃপাচার্য্যের সমর ॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল রাজন।
বিরাটের সহ ভূরিশ্রবা করে রণ ॥
শশীবিন্দ সহ যুঝে শিখণ্ডী দুর্জ্জয়।
অলম্বুষ সহ যুঝে ভীমের তনয় ॥
অভিমন্যু কর্ণে বাধে অতি মহারণ।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর মহাপরাক্রম ॥
সহদেব দুর্ম্মুখে হইল বড় রণ।
আকাশ যুড়িয়া করে বাণ বরিষণ ॥
দুঃশাসন নকুলে হইল ঘোর রণ।
বরিষার মেঘ যেন বরিষে সঘন ॥
মদ্ররাজ সহিত যুঝেন যুধিষ্ঠির।
দোঁহে বড় বীর্য্যবন্ত রণে অতি স্থির ॥
শকুনি সহিত রণ করে চেকিতান।
শূরসেন কলিঙ্গেতে হইল সমান ॥
শল্যরাজ এক বাণ করিল সন্ধান।
ধর্ম্মের হাতের ধনু করে খান খান ॥
ধর্ম্মরাজ অন্য ধনু ধরিলেন করে।
থাক থাক বলি ব্যাপ্ত করিলেন শরে ॥
অস্ত্র দ্বারা নিবারিল মদ্র অধিকারী।
দোঁহে সমশর কেহ জিনিতে না পারি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ যুদ্ধ করে দ্রোণবীর।
কাটিয়া ধনুক তাঁর ভেদিল শরীর ॥
আর ধনু ল'য়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন করে রণ।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ ঘোর দরশন ॥
সোমদত্ত সহ যুদ্ধ ধৃষ্টকেতু করে।
অন্ধকারময় সব উভয়ের শরে ॥

এককালে ধৃষ্টকেতু নয় বাণ মারে।
কবচ ভেদিয়া তাঁর বিন্ধিল শরীরে॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল।
অমরে দানবে যুদ্ধ নহে সমতুল॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষ রাক্ষসে ধাইল।
দৈত্যেরে মারিতে যেন দেবেন্দ্র আইল॥
নয় বাণ মারি তারে ঘটোৎকচ হাসে।
মহাবীর অলম্বুষ ধায় মহারোষে॥
অস্ত্রাঘাতে দোঁহা অঙ্গে বহিল রুধির।
কুরয়ে রাক্ষসী মায়া নির্ভয় শরীর॥
ইলাবন্ত সহ যুদ্ধ অশ্বত্থামা করে।
দুইজনে অস্ত্রবৃষ্টি করে নিরন্তরে॥
সিন্ধুরাজ সহ যুঝে শকুনি দুর্ম্মতি।
শতানীক সহ যুঝে বিরাট সন্ততি॥
সুদক্ষিণ সহ যুঝে সহদেব-সুত।
দুই বীরে শরবৃষ্টি করেন অদ্ভুত॥
রথে রথে গজে গজে পদাতি পদাতি।
সমানে সমানে যুদ্ধ এই ধর্ম্মনীতি॥
আসোয়ারে আসোয়ারে ধানুকী ধানুকী।
যুঝয়ে সকল সৈন্য মনেতে কৌতুকী॥
পরিঘ পট্টীশ গদা ত্রিশূল তোমর।
মুদগর মুষল শেল বর্ষে নিরন্তর॥
মণিমন্ত সর্প যেন আকাশেতে ধায়।
উভয় সৈন্যের অস্ত্র সেইরূপে যায়॥
কনক রচিত নাগ আকাশ ভরিল।
যোদ্ধাগণ অস্ত্র সেইরূপ আচ্ছাদিল॥
অস্ত্রবৃষ্টি দেখি কম্পবান দেবগণ।
পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন॥
কর্দ্দম হইল রক্তে, নদীস্রোত বয়।
সাগর উথলে যেন প্রলয় সময়॥
পরে অভিমন্যুবীর অর্জ্জুন-নন্দন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
কাটিয়া অনেক সৈন্য পাড়ে চারিভিতে।
চঞ্চল হইল সব কৌরব-সৈন্যেতে॥
দেখিয়া রুষিল ভীষ্ম কুরু-সেনাপতি।
কৃপ শল্য বিবিংশতি দুর্ম্মুখ সংহতি॥
চোখা শর মারি কাটি পাড়ে বহু বীর।
বাণেতে পাণ্ডব সৈন্য করিল অস্থির॥
অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু মহাবীর।
ধনুক ধরিয়া হাতে নির্ভয় শরীর॥
শল্যরাজ রথধ্বজ কাটে এক বাণে।
তিন বাণে কৃপের কাটিল শরাসনে॥
নয় বাণ বিন্ধিলেক দোঁহার শরীরে।
এক বাণে বিন্ধিলেক কৃতবর্ম্মা বীরে॥
রথধ্বজ কাটে সব মারি তীক্ষ্ণশর।
অশ্ব সহ সারথিরে দিল যমঘর॥
কৃতবর্ম্মা কৃপ শল্য বরিষয়ে শর।
জলধর বর্ষে যেন পর্ব্বত উপর॥
নিবারয়ে অভিমন্যু নির্ভয় শরীর।
ধনঞ্জয় সদৃশ সমরে বড় ধীর॥
ভীষ্মকে মারিতে যত্ন অভিমন্যু করে।
নিবারয়ে ভীষ্মবীর হাতে ধনুঃশরে॥
কাটিয়া ভীষ্মের ধ্বজা ভূমিতে পাড়িল।
সৈন্য মধ্যে দেবগণ তাহে প্রশংসিল॥
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র সন্ধান পূরিল।
অভিমন্যু রথধ্বজ সারথি কাটিল॥
দিব্য অস্ত্র নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয়।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর করে অর্জ্জুন তনয়॥
তবে মহারথী সব লয় অস্ত্রগণ।
অভিমন্যু রক্ষা হেতু ধায় সর্ব্বজন॥
করিলেন ভীষ্মোপরি বাণ বরিষণ।
নিবারয়ে সব অস্ত্র গঙ্গার নন্দন॥
সব অস্ত্র নিবারিয়া সবারে বিন্ধিল।
পাণ্ডবের সেনাগণে জর্জ্জর করিল॥
ব্যাকুল পাণ্ডব সৈন্য রণে নহে স্থির।
দেখি রুষিলেন ধনঞ্জয় মহাবীর॥
যেন দুই অগ্নি আসি একত্র হইল।
ভীষ্ম অর্জ্জুনেতে মিশামিশি যুদ্ধ হৈল॥
ক্রোধে অগ্নিবাণ নিল গঙ্গার নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে পার্থ করেন বারণ॥
হেনমতে দুইজনে মহাযুদ্ধ হৈল।
বাহুল্য হেতুক তাহা লেখা নাহি গেল॥

অতি ক্রোধে মহাবীর গঙ্গার নন্দন।
পরশুরামের অস্ত্র করিল ক্ষেপণ ॥
তিনলোক কম্পমান দেখি অস্ত্রবর।
দশদিক অন্ধকার কাঁপে চরাচর ॥
দেখিয়া হইল ব্যস্ত প্রভু নারায়ণ।
অর্জ্জুনেরে বলিলেন কোমল বচন ॥
নিবারণ কর অস্ত্র হইল প্রলয়।
হে সব সৈন্য আজি মজিল নিশ্চয় ॥
শুনি পার্থ ইন্দ্র অস্ত্র পূরিল সন্ধান।
ঊর্দ্ধপথে কাটিলেন করি খান খান ॥
আকাশেত প্রশংসা করিল দেবগণ।
সাধু মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন ॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান।
বাণে নিবারিল তাহা শান্তনু-নন্দন ॥
দুজন সুশিক্ষিত মহাপরাক্রম।
কেহ কারে জিনিতে না পারে কদাচন ॥
যাহাকার ছিদ্র দোঁহে খুঁজিয়া বেড়ায়।
না পায় সন্ধান দোঁহে সমরে দুর্জ্জয় ॥
সেকালে ভীম মহা বিক্রম করিল।
অনেক কৌরব সৈন্য রণে বিনাশিল ॥
তাহা দেখি দ্রোণাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট মন।
করিলেন ভীমোপরি বাণ বরিষণ ॥
বাণে বাণ নিবারিল বীর বৃকোদর।
উভয় হইল যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর ॥
ই ছাড়ি গদা ধরি করে সিংহধ্বনি।
দেখিয়া দেখেন তাহা অর্জ্জুন আপনি ॥
ই অবসর পেয়ে গঙ্গার কুমার।
দশ সহস্রেক করিল সংহার ॥
মারি দর্প করি জয় শব্দ দিল।
প্রথম দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল ॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার স্থান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ।

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহাশয়।
বেশ ছাড়ি সবে বসিল সভায় ॥
ভীম পরাক্রম সব বাখানে বিস্তর।
দশ সহস্র মহারথী দিল যমঘর ॥
না হয় নিমিষ পূর্ণ অবসর পায়।
রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ গঙ্গার তনয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন হরি করি নিবেদন।
বড়ই দুষ্কর পিতামহ সনে রণ ॥
হেন বীর সহ আর কে করিবে রণ
কিরূপে হইবে জয় কহ নারায়ণ ॥
শ্রীহরি কহেন রাজা চিন্তা নাহি মনে।
কালি সেনাপতি কর বিরাট-নন্দনে ॥
অর্জ্জুন করিবে কুরুসৈন্যের সংহার।
শুনিয়া বিস্মিত অতি ধর্ম্মের কুমার ॥
এতেক বলিয়া হরি বুঝাইল তাঁরে।
লাগিলেন কহিতে বিরাট নৃপতিরে ॥
কালি সেনাপতি কর শঙ্খ মহাবীরে।
কৌরবের সেনাগণ মারিবে অচিরে ॥
শুনিয়া বিরাট বড় সানন্দ হইল।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে স্তব করিতে লাগিল ॥
মম পূর্ব্বজন্মভাগ্য না যায় কথন।
হেন যুদ্ধে সেনাপতি আমার নন্দন ॥
তবে রাজা শঙ্খে আনি অভিষেক করে।
আনন্দিত হইল পাণ্ডব নরেশ্বরে ॥
করযোড়ে বলিলেন শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর ॥
অনুগ্রহ করি মোরে কৈলে সেনাপতি।
ভীষ্ম সহ যুঝি হেন নাহিক সারথি ॥
সারথি অভাবে রণ নহেত শোভন।
ইহার উপায় আজ্ঞা কর নারায়ণ ॥
তবে হরি সাত্যকিরে বলেন সত্বর।
আপনি সারথি হও শুন বারবর ॥
শুনিয়া সাত্যকি বীর করিল স্বীকার।
প্রভাতে সমরে সবে করে আগুসার ॥
দুই দলে বাদ্য বাজে মহাকোলাহল।
প্রলয়কালেতে যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
দুই দলে মিশামিশি হৈল মহারণ।
কার শক্তি আছে হেন করিতে বর্ণন ॥

শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনু-নন্দন।
সেনাপতি শঙ্খে দেখি সবিস্ময় মন॥
সিংহনাদ করিয়া করিল শঙ্খধ্বনি।
ত্রিভুবন কম্পমান সেই শব্দ শুনি॥
অগ্র হ'য়ে শঙ্খ বীর সিংহনাদ করে।
সন্ধান করিল বাণ ভীষ্মের উপরে॥
আকর্ণ টানিয়া ধনু এড়িলেন বাণ।
অর্দ্ধ পথে ভীষ্ম তাহা করে খান খান॥
যত অস্ত্র এড়ে শঙ্খ কাটে ভীষ্মবীর।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শঙ্খের শরীর॥
বাণাঘাতে বিরাটনন্দন মূর্চ্ছা গেল।
সাত্যকি লইয়া রথ পশ্চাত করিল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণেতে হইল ঘোর রণ।
চমকিত হইয়া নিরখে সর্ব্বজন॥
ধনঞ্জয় মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
সহস্র কৌরব-সৈন্য করিল সংহার॥
রথ গজ পদাতি পড়িল সারি সারি।
যত মারিলেন সৈন্য কহিতে না পারি॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা বহু সৈন্য নিয়া।
অর্জ্জুন সম্মুখে গেল সাহস করিয়া॥
বরিষণ করে বাণ অর্জ্জুন উপর।
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে জলধর॥
এককালে সহস্র সহস্র বীরগণ।
মুষল মুদ্গর যেন বর্ষে জনে জন॥
দেখি পার্থ দিব্য অস্ত্র যুড়ল কার্ম্মুকে।
নিমিষে সবার অস্ত্র নিবারেন সুখে॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবারে করিলেন ঘাতন॥
অস্ত্রাঘাতে দুর্য্যোধন ব্যথিত হইয়া।
পলাইল নীচবৎ সমর ত্যজিয়া॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন মহামার।
সহস্র সহস্র রথী হইল সংহার॥
পলায় সকল সৈন্য, রণে নহে স্থির।
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া রুষিল ভীষ্মবীর॥

অর্জ্জুন সম্মুখে এল ধনু অস্ত্র ধরি।
কহিতে লাগিল বীর অহঙ্কার করি॥
অসাক্ষাতে আমার মারিলে বহু সেনা।
সাক্ষাতে যুঝহ তবে দেখি বীরপণা॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র পূরিল সন্ধান।
অর্দ্ধ পথে পার্থ করিলেন খান খান॥
ছাড়িলেন দিব্য অস্ত্র গঙ্গার নন্দন।
যেন জলধর করে বারি বরিষণ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে নিবারেন অর্জ্জুন প্রচণ্ড।
বহু সৈন্য মারিয়া করিলেন খণ্ড খণ্ড॥
হেনমতে যুঝে রণ নাহি দিশপাশ।
না লয় নিমেষ দোঁহে না ছাড়ে নিশ্বাস॥
ভীমসেন মহাবীর অতুল প্রতাপ।
কুরুসৈন্য মারিয়া করিল এক চাপ॥
ভীমের প্রতাপে আর কেহ নহে স্থির।
দেখিয়া রুষিল সূর্য্যপুত্র মহাবীর॥
অতুল প্রতাপী দোঁহে মহাপরাক্রম।
সংগ্রামে দুর্জ্জয় দোঁহে কেহ নহে কম॥
অভিমন্যু অশ্বত্থামা দোঁহে হয় রণ।
দোঁহে দোঁহাকারে অস্ত্র মারে প্রাণপণ॥
শল্যরাজে দেখিয়া উত্তর মহাবীর।
একেবারে মারি ষাটি সহস্র তোমর॥
কুজ্ঝাটিতে আচ্ছাদিত যেন হিমালয়।
তাদৃশ প্রহারে অস্ত্র বিরাট-তনয়॥
বাণে বাণ নিবারয়ে মদ্র-অধিপতি।
সব অস্ত্র কাটি তার মারিল সারথি॥
রথধ্বজ কাটে আর চারি অশ্ববর।
মুষলের ঘাতে তারে দিল যমঘর॥
পড়িল উত্তর বীর বিরাট-নন্দন।
হাহাকার করে সবে যত যোদ্ধাগণ॥
পুত্রের নিধন দেখি বিরাট নৃপতি।
শল্যরাজ সম্মুখে আইল শীঘ্রগতি॥
মুখামুখী দুইজনে সমর হইল।
দুই বৈশ্বানর যেন একত্রে মিলিল॥
দোঁহাকারে বিন্ধে দোঁহে করি প্রাণপণ।
উভয়ে সমান যোদ্ধা সমান বিক্রম॥

ঘটোৎকচ অলম্বুষ যুদ্ধে নাহি ডর।
রাক্ষসী মায়ায় করে অন্ধকার ঘোর॥
দ্রুপ পাঞ্চালেতে যুদ্ধ অদ্ভুত কথন।
দোঁহে দোঁহা প্রতি করে বাণ বরিষণ॥
হেনমতে উভয় সৈন্যেতে যুদ্ধ হয়।
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি যায় যমালয়॥
কুপিলেক শঙ্খবীর সবার সাক্ষাৎ।
কৌরবের বহু সেনা করিল নিপাত॥
উঠিল কৌরব-সৈন্যে মহা কোলাহল।
দেখিয়া ধাইল তবে দ্রোণ মহাবল॥
শঙ্খবীর প্রতি গুরু বলেন বচন।
এত অহঙ্কার তোর বিরাট-নন্দন॥
নিঃসহায় পেয়ে সৈন্য মারিলে অনেক।
সাক্ষাতে বুঝিব তব ক্ষমতা যতেক॥
এতেক বলিয়া গুরু পূরিল সন্ধান।
একেবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ॥
মহাবেগে আসে শর গগন উপর।
দেখিয়া ত্রাসিত হৈল যতেক অমর॥
তা দেখি শঙ্খবীর সন্ধান পূরিল।
দ্রোণের যতেক শর কাটিয়া ফেলিল॥
শর ব্যর্থ গেল গুরু ক্রোধে হুতাশন।
শঙ্খের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
সে বাণে নিবারয়ে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
কাটিলেক দ্রোণধ্বজ মারি পঞ্চশর॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান।
দ্রোণের ধনুক কাটি করে খান খান॥
পালটিতে গুরু আর ধনু নিল।
নাহি দিতে, শঙ্খ কাটিয়া ফেলিল॥
তার সারথি কাটে আর চারি হয়।
অন্য রথে চড়ে তবে দ্রোণ মহাশয়॥
শঙ্খের বিক্রম দেখি কৌরব বিষাদ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ ছাড়ে সিংহনাদ॥
লাজ পেয়ে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে হুতাশন।
ধনুক ধরিয়া বলে তর্জ্জন বচন॥
শিশু হ'য়ে কেন তোর এত অহঙ্কার।
বাণে তোমারে দেখাব যমদ্বার॥
এক অস্ত্র বিনা যদি অন্য অস্ত্র মারি।
দ্রোণাচার্য্য নাম তবে ব্যর্থ আমি ধরি॥
মন্ত্রে অভিষেক করি ব্রহ্ম অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পুরিয়া গুরু সন্ধান করিল॥
যোদ্ধাগণ দেখি তাহা করে হাহাকার।
সাত্যকি বলয়ে শুন বিরাট-কুমার॥
এ অস্ত্র কাটিতে তব না হইবে শক্তি।
অর্জ্জুন নিকটে যাহ এই হয় যুক্তি॥
সাত্যকির প্রতি বলে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি কেন প্রাণেতে কাতর॥
সম্মুখ সংগ্রামে যদি হইব নিধন।
সুরলোক প্রাপ্ত হব না হবে খণ্ডন॥
মহাতেজে আসে বাণ অগ্নি জ্যোতির্ম্ময়।
দেখিয়া সাত্যকি বড় মনে পায় ভয়॥
রথ ল'য়ে চল যাই অর্জ্জুন সাক্ষাতে।
তবে যে পাইবে রক্ষা এ মহা উৎপাতে॥
মহাক্রোধে বলে শঙ্খ বিরাট-তনয়।
কি কারণে পলাইতে কহ মহাশয়॥
সেনাপতি করিলেন প্রভু নারায়ণ।
অপযশ রাখিব কি, করি পলায়ন॥
এতেক বলিয়া বীর ধনু হাতে নিল।
ব্রহ্ম-অস্ত্র কাটিবারে সন্ধান পূরিল॥
ব্রহ্ম অস্ত্র তেজে বাণ ভস্ম হ'য়ে গেল।
দেবগণ হাহাকার আকাশে করিল॥
বড় অবিচার রণে করিলেন দ্রোণ।
ব্রহ্ম-অস্ত্র বালকের প্রতি নিক্ষেপণ॥
যেমন প্রলয়কালে আদিত্য প্রকাশে।
তাদৃশ অস্ত্রের তেজঃ গর্জ্জিয়া আইসে॥
দেখিয়া সাত্যকি ভয়ে রথ ফিরাইল।
লাফ দিয়া শঙ্খবীর ভূমেতে পড়িল॥
বুক পাতি রহে বীর হস্তে ধনুঃশর।
ব্রহ্ম-অস্ত্র-তেজে ভস্ম হৈল কলেবর॥
শঙ্খ বিনাশিয়া অস্ত্র ফিরিয়া আসিল।
দেখি সব যোদ্ধাগণ আশ্চর্য্য মানিল॥
অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
দোঁহে অতি শীঘ্রহস্ত মহাধনুর্দ্ধর॥

অর্জ্জুনের ছিদ্র ভীষ্ম খুঁজিয়া বেড়ায়।
তিল আধ অবসর কদাচ না পায়॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র-তেজে যবে প্রত্যক্ষ হইল।
ক্ষণেক পার্থের দৃষ্টি তাহাতে পড়িল॥
এই অবসরে বীর শান্তনু-নন্দন।
দশ সহস্রেক রথী করিল নিধন॥
জয়শঙ্খ বাজাইল দিন অবসান।
দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ হৈল সমাধান॥
কৌরব পাণ্ডবদলে যত যোদ্ধাবীর।
সবে চলিলেন তবে আপন শিবির।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

তৃতীয় দীনের যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরেতে গিয়া ধর্ম্মপুত্র মহারাজ।
স্নান দান করিয়া বৈসেন সভামাঝ॥
সান্ত্বনা করেন বহু বিরাট-রাজনে।
স্বর্গে গেল পুত্র তব, শোক কি কারণে॥
শোক ত্যজ মহারাজ, স্থির কর মন।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু না হয় খণ্ডন॥
বিরাট বলিল মম পূর্ব্ব পুণ্য ছিল।
তেঁই মম পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম আচরিল॥
সম্মুখ সংগ্রামে তুষি যত বীরগণ।
সুরলোকে গেল চলি, শোক অকারণ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যোড় করি হাত।
সবিনয়ে বলিলেন শ্রীহরি সাক্ষাৎ॥
দুই দিন যুদ্ধ হৈল পিতামহ সনে।
রথী দশ সহস্র মারিল ঘোর রণে॥
প্রাণপণে রাখিবারে নারে ধনঞ্জয়।
কি প্রকারে সমরেতে হইবেক জয়॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা না করিবা ভয়।
পূর্ব্বে অরণ্যের কথা স্মর মহাশয়॥
কাম্যবনে ছিলাম আমরা সবে যবে।
দুর্ব্বাসারে পাঠাইল পাপিষ্ঠ কৌরবে॥
তাঁর সঙ্গে শিষ্য যাটি সহস্র আইল।
নিশাযোগে আসি মুনি পারণ মাগিল॥
হইলাম ব্যস্ত সবে, না দেখি উপায়।
ব্যাকুলা দ্রুপদ-সুতা স্মরে যদুরায়॥
ব্যস্ত হ'য়ে বনমালী চড়ি গরুড়েতে।
কাম্যবনে আইলেন পাণ্ডবে রাখিতে॥
ক্ষুধায় ব্যাকুল যেন মাগেন ভোজন।
দ্রৌপদী বলিল কোথা পাব' জনার্দ্দন॥
দশ দণ্ড রাত্রি পরে করিনু ভোজন।
তার পর আইল দুর্ব্বাসা তপোধন॥
আমা সবা ভাগ্যে তুমি ক্ষুধায় আকুল।
নিশ্চয় মজিল আজি পাণ্ডবের কুল॥
শ্রীহরি বলেন তুমি দেখ পাকস্থলী।
ক্ষুধায় অন্তর মম যাইতেছে জ্বলি॥
তবে কৃষ্ণা পাকস্থলী মধ্যে নিরীক্ষিয়া।
কণা মাত্র অন্ন শাক, আসিল লইয়া॥
পদ্মহস্তে অর্পণ করিল যাজ্ঞসেনী।
খাইলেন মহানন্দে গোবিন্দ আপনি॥
তৃপ্তোস্মি বলিয়া ছাড়িলেন যে উদ্গার।
তাহাতে হইল তৃপ্ত সকল সংসার॥
সন্ধ্যা হেতু গিয়াছিল মহা তপোধন।
উদর পূরিয়া উঠে উদ্গারে তখন॥
ভয় লজ্জা উপজিল পলাইল সবে।
এইরূপে সদা রক্ষা করেন পাণ্ডবে॥
সেই কৃষ্ণ এখনও আমার সারথি।
অবশ্য হইবে জয় শুন নরপতি॥
অর্জ্জুন বচনে রাজা প্রবোধ পাইয়া।
বিভাবরী বঞ্চিলেন ভ্রাতৃগণ লৈয়া॥
পরদিন প্রভাতে মিলিল দুই দল।
নানা বাদ্য বাজে বসুমতি টলমল॥
করিল গরুড় ব্যূহ রাজা কুরুবর।
অগ্রেতে রহিল ভীষ্ম সমরে তৎপর।
দ্রোণাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চঞ্চু নিরমিল।
দুঃশাসন শল্য দুই পক্ষতি হইল॥
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য দুই বীরবর।
বক্ষদেশ রক্ষা হেতু হাতে ধনুঃশর॥
ভূরিশ্রবা নিবসিল বীর ভগদত্ত।
পুচ্ছদেশে রহিলেন বীর জয়দ্রথ॥

পৃষ্ঠে রাজা দুর্য্যোধন সোদর সহিত।
বিন্দ অনুবিন্দ বহু বীর সমুদিত॥
বামপাশে দুঃশাসন সমরে দুর্জ্জয়।
মগধ কলিঙ্গ সৈন্য দাক্ষিণেতে রয়॥
পশ্চাদ্দেশে রহে বৃহদ্বল ধনুর্দ্ধর।
গরুড় সদৃশ ব্যূহ কৈল কুরুবর॥
প্রতি ব্যূহ করিলেন পার্থ মহামতি।
অর্দ্ধচন্দ্র নামে ব্যূহ তাদৃশ আকৃতি॥
দক্ষিণ ভাগেতে রহে বীর বৃকোদর।
তার পাছে বিরাট দ্রুপদ ধনুর্দ্ধর॥
নীল নামে মহারাজ ধৃষ্টকেতু সনে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডি রহিল অনুক্ষণে॥
মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকি সহিত।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ বীর সমন্বিত॥
সম্মুখেতে রহিলেন বীর ধনঞ্জয়।
গোবিন্দ সারথি যার সমর দুর্জ্জয়॥
পরস্পর দুই দলে হৈল হানাহানি।
সেই কোলাহলে কর্ণে কিছুই না শুনি॥
রথে রথে গজে গজে অশ্বে অশ্ববর।
পদাতি পদাতি রণ হাতে ধনুঃশর॥
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে বিক্রমে বিশাল।
অর্দ্ধচন্দ্র নারাচ ভূষণ্ডী ভিন্দিপাল॥
নানা বাণ বরিষয়ে সমরে দুর্জ্জয়।
শোণিতে কর্দ্দম ভূমি দেখে লাগে ভয়॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য শকুনি বিকর্ণ।
ক্রোধে সব সেনাপতি যেমন সুপর্ণ॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে প্রবেশিল সংগ্রামের স্থল।
তাহা দেখি আগু হৈল পাণ্ডবের দল॥
ভীমসেন ঘটোৎকচ রাক্ষস দুর্জ্জয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি দ্রুপদ মহাশয়॥
শর বর্ষে গগনে হইল অন্ধকার।
সর মহারথী করে অস্ত্রের সঞ্চার॥
ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করেন ধনঞ্জয়।
হস্তীব্যূহ মধ্যে যেন সিংহ প্রবেশয়॥
গাণ্ডীব কার্ম্মুক হস্তে গোবিন্দ সারথি।
দেখিয়া বেড়িল তারে কুরু যোদ্ধাপতি॥
সহস্র সহস্র বাণ চারিদিকে মারে।
যার যত পরাক্রম সেই অনুসারে॥
পরিঘ তোমর গদা পরশু মুষল।
অর্জ্জুনেরে বেড়িয়া মারয়ে কুরুদল॥
গগনেতে বৃষ্টি যেন বর্ষে নিরন্তর।
সেই মত অস্ত্রবৃষ্টি অর্জ্জুন উপর॥
শীঘ্রহস্তে ধনঞ্জয় নিবারয়ে বাণ।
আকাশে অমরগণ করেন বাখান॥
সবাকার অস্ত্র কাটি পূরিয়া সন্ধান।
সবাকারে মারেন শাণিত নিজ বাণ॥
অদ্ভুত বিচিত্র শিক্ষা খ্যাত তিনলোকে।
কাহার' না হয় শক্তি আসিতে সম্মুখে॥
তবে পার্থ মহাবীর ইন্দ্রের নন্দন।
মারিলেন কত সৈন্য কে করে গণন॥
অর্জ্জুন সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়।
সম্মুখে যাহারে পান লন যমালয়॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সমরে প্রচণ্ড।
কৌরবের যোদ্ধাগণে করে লণ্ডভণ্ড॥
রণেতে প্রবেশ করে সাত্যকি দুর্জ্জয়।
অনেক কৌরব-সৈন্য করিলেক ক্ষয়॥
তবেত সৌবল রাজা কুপিত হইল।
তর্জ্জন করিয়া সাত্যকিরে ডাক দিল॥
মারিলে অনেক সৈন্য সমর ভিতর।
পড়িলে আমার হাতে যাবে যমঘর॥
এতেক বলিয়া রাজা মারে পঞ্চবাণ।
সাত্যকির রথ কাটি করে খান খান॥
বিরথ হইয়া বীর লজ্জা পায় রণে।
অভিমন্যু-রথে গিয়া চড়ে সেইক্ষণে॥
দ্রোণ ভীষ্ম দুই বীর অতি মহাবল।
যুধিষ্ঠির রাজার মারিল বহু দল॥
মাদ্রীপুত্র সহ যুঝে সুশর্ম্মা নৃপতি।
প্রাণপণে দোঁহে যুঝে না হয় বিরতি॥
দিব্যরথে আরোহিয়া রাজা দুর্য্যোধন।
ভীমসেন সহ বীর আরম্ভিল রণ॥
হাসে বৃকোদর হস্তে ধরি ধনু শর।
আকর্ণ পূরিয়া মারে রাজার উপর॥

দেখি দুর্য্যোধন বাণ কাটি পাড়ে রণে ।
পঞ্চগোটা বাণ পুনঃ মারে ভীমসেনে ॥
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা অক্লেশে কাটিল ।
দুর্য্যোধন বধিবারে দিব্য অস্ত্র নিল ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ পূরিল সন্ধান ।
রথে পড়ে দুর্য্যোধন হইয়া অজ্ঞান ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি ।
সৈন্যেরে বিনাশ করে ভীম মহারথী ॥
কৌরবের সেনাগণ পাইলেক ত্রাস ।
নানাদিকে পলাইল ছাড়ি যুদ্ধ আশ ॥
কতক্ষণে দুর্য্যোধন পাইল চেতন ।
সৈন্যগণে আশ্বাসিয়া বলে সেইক্ষণ ॥
যথায় করিছে রণ ভীষ্ম মহারথী ।
তাঁর প্রতি বলিতে লাগিল কুরুপতি ॥
তুমি হেন মহাযোদ্ধা ত্রিভুবনে জানে ।
দ্রোণ বীর মহাবীর জগতে বাখানে ॥
তোমা দোঁহা বিদ্যমানে সৈন্য দিল ভঙ্গ ।
পাণ্ডব পৌরুষ করে সবে দেখ রঙ্গ ॥
পাণ্ডবের অনুরোধে পরিহর রণ ।
অনুমানে বুঝি চাহ আমার মরণ ॥
কটুবাক্য শুনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে মহামতি ।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে রাজা প্রতি ॥
তোমারে দিলাম বহু হিত উপদেশ ।
না শুনিলা কার বাক্য মন্ত্রণা বিশেষ ।
বৃদ্ধকালে যত শক্তি আমার সম্ভব ।
প্রাণপণে যুদ্ধ করি নিবারি পাণ্ডব ॥
রাজা হ'য়ে সৈন্যগণ রাখিতে নারিলে ।
বৃদ্ধ জানি মোরে অনুযোগ কর ছলে ॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম সিংহনাদ করে ।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া অস্ত্র নিল করে ॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর সমরে পশিল ।
কালান্তক যম যেন সাক্ষাৎ আইল ॥
যুধিষ্ঠির বাহিনী করিল ঘোর রণ ।
সহিতে না পারে কেহ ভীষ্মের বিক্রম ॥
বড় বড় যোদ্ধাপতি সাহস করিল ।
বাণ বৃষ্টি করি সবে ভীষ্মে আবরিল ॥
সবাকার অস্ত্র কাটে গঙ্গার নন্দন ।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করিল ঘাতন ॥
সহস্র সহস্র সেনা বড় বড় বীর ।
ভীষ্মের বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির ॥
বনে সিংহ দেখি যেন গজেন্দ্র পলায় ।
পাণ্ডবের সৈন্য তেন রণ ছাড়ি ধায় ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া রুষিল ধনঞ্জয় ।
ভীষ্মের সম্মুখে আইলেন সে দুর্জ্জয় ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া গঙ্গাপুত্র তার পর ।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন অর্জ্জুন উপর ॥
অশ্ব রথ না দেখে সারথি ধনঞ্জয় ।
দশদিক যুড়িয়া করিল অস্ত্রময় ॥
দেখি সব পাণ্ডুদল পলায় তরাসে ।
কৌরবের যোদ্ধাগণ আনন্দেতে ভাসে ॥
দিব্য অস্ত্র দিয়া তবে পার্থ মহামতি ।
পিতামহ অস্ত্র কাটিলেন শীঘ্রগতি ॥
অস্ত্র নিবারিয়া মারিলেন দশ বাণ ।
ভীষ্মের কার্ম্মুক করিলেন খান খান ॥
অন্য ধনু নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয় ।
সেই ধনু কাটিলেন পার্থ মহাশয় ॥
ভীষ্ম তবে প্রশংসিলা সাধু সাধু বলি ।
শরবৃষ্টি করিলেন অন্য ধনু ধরি ॥
প্রাণপণে যুঝেন অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ।
নিবারিতে না পারেন বড়ই দুষ্কর ॥
চোখ চোখ শরে বিন্ধে পার্থের হৃদয় ॥
হীনবল হইলেন কুন্তীর তনয় ॥
বাসুদেবে বিন্ধে বার চোখ চোখ বাণ ।
হইলেন তাহাতে কাতর ভগবান ॥
হাসি ভীষ্ম মহাবীর করে উপহাস ।
আপনি করহ যুদ্ধ দেব শ্রীনিবাস ॥
হইলেন সমরেতে অর্জ্জুন কাতর ।
তাহাকে আশ্বাস করিলেন গদাধর ॥
কৃষ্ণের আশ্বাস-বাক্যে হইয়া সম্বিত ।
ধনঞ্জয় হইলেন কোপেতে ঘূর্ণিত ॥
বিন্ধেন সন্ধান পূরি ভীষ্মের শরীর ।
দেখি ক্রোধ করিলেন ভীষ্ম মহাবীর ॥

বাণে বাণে নিবারিয়া করে শরজাল ।
অন্ধকারময় দেখে দশ দিকপাল ॥
নাহি দেখি কপিধ্বজ সারথি অর্জ্জুনে ।
চমৎকৃত হ'য়ে চাহে সব যোদ্ধাগণে ॥
তবে পার্থ মহাবীর ইন্দ্রের কুমার ।
ইন্দ্র অস্ত্র এড়ি শর করেন সংহার ॥
বাণ নিবারিয়া পুনঃ দিব্য অস্ত্র নিয়া ।
ধ্বজ কাটিলেন কবচ ভেদিয়া ॥
সারথির মুণ্ড করিলেক খণ্ড খণ্ড ।
দেখি ভীষ্মদেব হইলেন লণ্ড ভণ্ড ॥
ক্রোধিত হইয়া বীর নিল ধনুঃশর ।
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে অর্জ্জুন উপর ॥
দিবানিশি জ্ঞান নাহি সূর্য্যের প্রকাশ ।
দশদিক রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস ॥
দেখি সব যোদ্ধাগণ করে হাহাকার ।
কাটিলেন সর্ব্ব অস্ত্র ইন্দ্রের কুমার ॥
ভারত সমুদ্র তুল্য কতেক লিখিব ।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত নহে পরাভব ॥
হেনরূপে সমস্ত দিবস যুদ্ধ হৈল ।
বেলা অবসানে পার্থে ঘর্ম্ম উপজিল ॥
মুছিবারে অবকাশ না পান অর্জ্জুন ।
টানেন আকর্ণ পূরি যবে ধনুর্গুণ ॥
অস্ত্র সহ গুণ বীর টানিবার কালে ।
মুছিয়া ফেলেন ঘর্ম্ম যাহা ছিল ভালে ॥
সেই অবসরে ভীষ্ম গঙ্গার কুমার ।
রথী দশ সহস্রকে দিল যমঘর ॥
সিংহনাদ ছাড়ি জয়শঙ্খ বাজাইল ।
শুনি যোদ্ধাগণ সব নিবৃত্ত হইল ॥
নিশ্বাস ছাড়িতে কার' নাহি অবসর ।
কেন শঙ্খ বাজাইল কহ দামোদর ॥
শ্রীহরি বলেন তুমি শুনহ কারণ ।
যুদ্ধকালে ঘর্ম্মজল মুছিলে যখন ॥
সেই অবকাশে ভীষ্ম মারে রথিগণ ।
জয়শঙ্খ বাজাইল তাহার কারণ ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন মনে বিস্মিত হইল ।
নিজ দলবলে সবে শিবিরে চলিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

চতুর্থ দিনের যুদ্ধ ।

শিবেরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির নৃপবর ।
বসিলেন সর্ব্বজন সভার ভিতর ॥
নানা কথা আলাপনে রজনী বঞ্চিল ।
প্রভাতেতে দুই দল সাজন করিল ॥
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে করে কোলাহল ।
নানা বাদ্য বাজে যেন সমুদ্র কল্লোল ॥
রথিকে ধাইল রথি, গজ ধায় গজে ।
আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে ॥
যে যাহার অস্ত্র ল'য়ে করে মহারণ ।
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে ঘন ॥
শঙ্খধ্বনি করি রথ চালান শ্রীহরি ।
ভীষ্মের সম্মুখে যান অতি ত্বরা করি ॥
দুই বীর দেখা দেখি সংগ্রাম হইল ।
দোঁহে দোঁকার অস্ত্র সন্ধান পূরিল ॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে সমরে নিপুণ ।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর কেহ নহে ঊন ॥
অযুত রথীর সহ সুশর্ম্মা নৃপতি ।
পাণ্ডবের দলেতে প্রবেশে শীঘ্রগতি ॥
শত শত রথিগণে করিল সংহার ।
শত শত মারে হস্তী অশ্ব কত আর ॥
সৈন্যের নিধন দেখি রোষে বৃকোদরে ।
রথ ত্যজি ধায় বীর গদা ল'য়ে করে ॥
দেখিয়া সুশর্ম্মা রাজা সন্ধান পূরিল ।
একেবারে দশ বাণ ভীমে প্রহারিল ॥
দশ সহস্রেক রথী মহাধনুর্দ্ধর ।
দশ দশ অস্ত্র মারে ভীমের উপর ॥
একেবারে লক্ষ শর লাগে ভীমসেনে ।
মহাক্রোধ উপজিয়া, ধায় সেইক্ষণে ॥
দুই শত রথী মারে এক গদা ঘায় ।
আর দুই শত রথী মারিলেক পায় ॥
রথ সহ ধরিয়া অনেক রথিগণ ।
ফেলিল আকাশমার্গে পবন-নন্দন ॥

রথে রথে প্রহারিয়া মারে বহুজনে।
গদাঘাতে সংহারিল বহু বীরগণে ॥
আথালি পাথালি বীর মারে গদাবাড়ি।
রথী দশ সহস্রেকে মারিল খেদাড়ি ॥
তবেত সুশর্ম্মা বীর নানা অস্ত্র মারে।
গদা ফিরিইয়া বাণ সকলে সংহারে ॥
লাফ দিয়া পলাইল সুশর্ম্মা নৃপতি।
দেখিয়া ধাইল দুর্য্যোধন নরপতি ॥
নানা অস্ত্র বরিষয়ে ভীমের উপর।
রথে চড়ি ধনু ধরে বীর বৃকোদর ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা সমরে তৎপর।
মারিলেক ভীম'পরে দশ গোটা শর ॥
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান ॥
পুনঃ দুর্য্যোধনে মারে দশ গোটা বাণ ॥
বাণে নিবারিল তাহা কৌরব প্রচণ্ড।
ভীমের ধনুক কাটি করে খণ্ড খণ্ড ॥
আর ধনু ধরে বীর চক্ষুর নিমিষে।
বৃষ্টিধারাবৎ বাণ নির্ভয়ে বরিষে ॥
ধনু অস্ত্র কাটিল রথের চারি হয়।
এক বাণে সারথিরে নিল যমালয় ॥
আর রথে চ'ড়ে তবে কৌরবপ্রধান।
ভীমের উপরে পুনঃ পূরিল সন্ধান ॥
বাণে বাণে নিবারয়ে পবন-নন্দন।
দুর্য্যোধন রাজার কটেন শরাসন ॥
ধনু কাটা গেল বীর পায় বড় লাজ।
পুনঃ আর লয় ধনু কুরু মহারাজ ॥
পুনঃ পুনঃ দুর্য্যোধন যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা পবন-তনয় ॥
রাজার সঙ্কট দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
রণে অবকাশ নাহি হইল অস্থির ॥
রাজগণে ডাকি বলে, ওহে মহাশয়।
শীঘ্র যাহ বুঝি আজি হইল প্রলয় ॥
ভীম দুর্য্যোধনের বাধিল ঘোর রণ।
মহাবল পরাক্রম পবন-নন্দন ॥
শুনিয়া ধাইল তবে বহু যোদ্ধাগণ।
জয়দ্রথ-ভূরিশ্রবা সুশর্ম্মা রাজন ॥

কৃপ শল্য দুঃশাসন দুর্ম্মুখ প্রভৃতি।
ধর্ম্মসেন চিত্রসেন আর বিবিংশতি ॥
ভগদত্ত মহারাজ বিলম্ব না করে।
মহাগজে আরোহিয়া বেড়ে বৃকোদরে ॥
চারিদিকে আসিয়া বেড়িল বীরগণে।
অন্ধকার করিলেক বাণ বরিষণে ॥
মেঘে অচ্ছাদিল যেন দেব দিবাকরে।
শরজালে আবরিল বীর বৃকোদরে ॥
দেখি ভীম মহাবীর শীঘ্রহস্ত হৈল।
সবাকার শরবৃষ্টি শরে নিবারিল ॥
সব অস্ত্র ব্যর্থ করি এড়ে অস্ত্রগণ।
একে একে সর্ব্বজনে করয়ে ঘাতন ॥
কাহার' কাটিল রথ কার' ধনুর্গুণ।
কাহার' ধনুক কাটে কার' কাটে তূণ।
কাহার' কাটিয়া পাড়ে দন্ত দুই পাটি।
বুকে বাণ বাজি কেহ কামড়ায় মাটি।
কৌরবের সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিল।
দেখি ভগদত্ত বীর সমরে কুপিল ॥
মহাগজরাজে চড়ি হাতে ধনুঃশর।
ভীমের উপরে ধায় অতি ক্রোধভর ॥
ভগদত্তে দেখি ভীম পূরিল সন্ধান।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ বাণ ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল ভগদত্ত বীর
চোখ চোখ বাণে বিন্ধে ভীমের শরীর ॥
বাণাঘাতে ভীমসেন অজ্ঞান হইল
ভগদত্ত সিংহনাদ তখনি করিল ॥
ক্ষণেক চৈতন্য পেয়ে উঠে মহাবীর।
ধনুঃশর নিল হস্তে নির্ভয় শরীর ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ করিল সন্ধান।
ভগদত্ত রাজার কাটিল ধনুখান ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গেতে ভেদিল
নানা অস্ত্র মহাগজরাজে প্রহারিল ॥
অরুণ কিরণ যেন জলধর মাঝে।
তেমন রুধির পড়ে ধারে গজরাজে ॥
ভগদত্ত এড়িয়া দিলেক গজরাজ।
দেখিয়া হৈল ব্যস্ত পাণ্ডব সমাজ ॥

বেগেতে আইসে গজ মহী কাঁপে ভরে।
পাণ্ডবের সৈন্য ভাঙ্গে স্থির নহে ডরে॥
দেখি ভীম মর্ম্মভেদী মারিলেক শর।
ভ্রূভঙ্গ নাহিক ভয়ানক গজবর॥
নানা অস্ত্র ভীমসেন গজেরে প্রহারে।
মহাবেগে ধায় গজ ভীমে মারিবারে॥
গজের বিক্রম দেখি ভগদত্ত বীর।
সিংহনাদ ছাড়িলেক নির্ভয় শরীর॥
পতার সঙ্কট দেখি হিড়িম্বানন্দন।
মহাক্রোধে অন্তরীক্ষে ধায় সেইক্ষণ॥
করিল রাক্ষসী মায়া অতি ভয়ঙ্কর।
প্রকাশিলেক ঐরাবতে সংগ্রাম ভিতর॥
অষ্ট গোটা হস্তী আর মহাভয়ঙ্কর।
তাহে আরোহণ করি অষ্ট নিশাচর॥
বজ্রহস্তে যেমন শোভিছে দেবরাজ।
লইয়া আসিল সঙ্গে দেবের সমাজ॥
ঘোরাঘোর শব্দে সবে করিল গর্জ্জন।
দেখিয়া ত্রাসিত হৈল সব কুরুগণ॥
একেকালে গজগণে টোয়াইয়া দিল।
কৌরবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল॥
মহাবল হস্তিগণ মদ গলে ধারে।
বড় বড় রথিগণে খেদাড়িয়া মারে॥
গজরাজে এড়ি দিল ঘটোৎকচ বীর।
ভঙ্গ দিল কুরুগণ রণে নহে স্থির॥
কুরুসৈন্য আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।
চতুরঙ্গ দল সবে চরণে মর্দ্দিল॥
ভগদত্ত গজবর বড়ই প্রখর।
ঘটোৎকচ গজ সহ করিল সমর॥
শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি দন্তে হানাহানি।
দন্তাত চাৎকার শব্দ কর্ণে নাহি শুনি॥
ঐরাবত পরাক্রম সম গজবর।
দর্শনেতে ভগদত্ত কম্পিত অন্তর॥
ভগদত্ত গজ রণে কাতর হইল।
রণ ত্যজি গজরাজ ভয়ে পলাইল॥
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া না যায় কথন।
কুরুসৈন্য বিনাশিল ভীমের নন্দন॥

সৈন্য বিনাশিতে দেখি অলম্বুষ ধায়।
দেখাদেখি দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয়॥
দারুণ রাক্ষসী মায়া করেন প্রকাশ।
কভু থাকে রণভূমে কখন আকাশ॥
হেনমতে দোঁহে মায়া করিয়া সঞ্চার।
প্রাণপণে দুইজনে হয় মহামার॥
বহুক্ষণ দুই দলে করে মহারণ।
কার শক্তি কেমনেতে করিবে বর্ণন॥
অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
শূন্যমার্গে চমকিত যতেক অমর॥
সাত বাণ সন্ধান করিয়া কুন্তীসুত।
দুই বাণে রথধ্বজ কাটেন অদ্ভুত॥
শীঘ্রহস্তে ভীষ্মবর গুণ চড়াইল।
নানা বাণবৃষ্টি পার্থ উপরে করিল॥
কৃষ্ণের শরীরে বীর মারে দশ বাণ।
হনুমানে কুড়ি বাণ করিলা সন্ধান॥
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের শরীরে বাণ বিন্ধিল বিস্তর॥
পঞ্চবাণ মারিলেন কুন্তীর কুমার।
সহস্র চরণ রথ পাছে গেল তাঁর।
এই অবসরে পার্থ মারিলেন সেনা।
মারেন সহস্র রথী গজ অগণনা॥
পরে ভীষ্ম রথ সারি হ'য়ে অগ্রসর।
পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি করিছে উত্তর॥
মহাপরাক্রম করে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
এবে নিজ রথ রক্ষা কর দামোদর॥
এতেক বলিয়া বীর দিব্য অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পূরিয়া ভীষ্ম সন্ধান করিল॥
কপিধ্বজ রথ, তাহে গোবিন্দ সারথি।
বাণেতে ত্রিপাদ পাছে করে মহামতি॥
সাধু সাধু বলি প্রশংশেন নারায়ণ।
তাহা শুনি জিজ্ঞাসেন কুন্তীর নন্দন॥
মম বাণে সহস্র চরণ রথ গেল।
মম রথ পিতামহ ত্রিপদ টানিল॥
কি কারণে সাধুবাদ দিলে নারায়ণ।
কৃপা করি কৃপানাথ কহ বিবরণ॥

হাসি কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ ফাল্গুনি।
ভীষ্মরথ সারথি চারি অশ্ব গণি ॥
ইহাতে সহস্র পদ করিলে চালন।
কপিধ্বজ রথের শুনহ বিবরণ ॥
সুমেরু সদৃশ ধ্বজে বৈসে হনুমান।
রথ বেড়ি আছে যত দেবতা প্রধান ॥
পর্ব্বত সদৃশ ভারি রথ ভয়ঙ্কর।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি আমি তাহার উপর ॥
ইহাতে ত্রিপদ পাছু চলিল যখন।
সাধু সাধু মহাবীর গঙ্গার নন্দন ॥
বিস্ময় মানেন শুনি নন্দন কুন্তীর।
রথি দশ সহস্র মারিল ভীষ্মবীর ॥
জয়শঙ্খ বাজাইয়া রথ ফিরাইল।
আনন্দেতে কুরুগণ শিবিরে চলিল ॥
পাণ্ডব নিবৃত্তি রণে, সহ যদুবীর।
সৈন্য সহ আইলেন, আপন শিবির ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রুপদ রাজার প্রবোধ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কৃষ্ণ প্রতি কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
পিতামহ পরাক্রম অদ্ভুত কথন।
যুদ্ধেতে নাহিক জয় বুঝিনু কারণ ॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা বুঝায় ধর্ম্মেরে।
পূর্ব্ব কথা কেন রাজা না কর অন্তরে ॥
শৈশবে একত্র বাস করিতে যখন।
বিরোধ করিত প্রায় ভীম দুর্য্যোধন ॥
এ কারণে ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণা করিয়া।
সবারে বারণাবতে দিল পাঠাইয়া ॥
দুষ্ট মন্ত্রী সহ যুক্তি করি দুর্য্যোধন।
তথা এক জতুগৃহ করিল রচন ॥
দৈবযোগে ব্রাহ্মণ ভোজন সেই দিনে।
ব্যাধপত্নী এল এক অন্নের কারণে ॥
তার সঙ্গে পঞ্চপুত্র দেখি তব মাতা।
জিজ্ঞাসিল কহ সত্য কিবা তব কথা ॥
কিবা নাম ধরে তব পুত্র পঞ্চজন।
কি নাম তোমার হেথা গতি কি কারণ ॥
ব্যাধপত্নী বলে দেবি নিবেদন করি।
পাণ্ডুব্যাধপত্নী আমি কুন্তী নাম ধরি ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম যে দ্বিতীয়।
চতুর্থ নকুল আর অর্জ্জুন তৃতীয় ॥
সহদেব পঞ্চমের নাম যে কেবল।
আমার বৃত্তান্ত দেবি শুনহ সকল ॥
নিত্য নিত্য মৃগয়া করেন মোর স্বামী।
উদরার্থে মাংস বিক্রী করিতাম আমি।
স্বামী গেল জাল নিয়া মৃগয়া কারণ।
না পাইয়া মৃগ বহু করি অন্বেষণ ॥
অত্যন্ত চিন্তিত ব্যাধ আসে দুঃখমনে।
হেনকালে এক মৃগী দেখিল নয়নে ॥
মৃগীর প্রসবকাল আসি উপস্থিত।
হেনকালে ব্যাধ তারে বেড়ি চারিভিত ॥
একদিকে অগ্নি দিল জাল আর দিকে।
আর দিকে শ্বান ছাড়ি দিল অতি বেগে ॥
আপনি সে ধনু ধরি অস্ত্র নিল হাতে।
ব্যাকুল হইয়া মৃগী চাহে চতুর্ভিতে ॥
চারিদিক নিরখিয়া পথ না পাইল।
কাতরা হইয়া মৃগী ভাবিতে লাগিল ॥
হে শ্রীকৃষ্ণ আর্ত্তত্রাতা যাদব-নন্দন।
এ মহাসঙ্কটে মোরে করহ তারণ ॥
তৃণ জল খাই কারো হিংসা নাহি জানি।
তবে কেন ব্যাধ মোরে বধয়ে অমনি ॥
এইরূপে মৃগী প্রাণে কাতরা হইয়া।
রক্ষা কর জগন্নাথ বলিল ডাকিয়া ॥
শুনি নারায়ণ হ'য়ে সদয়-হৃদয়।
মেঘে আজ্ঞা দিল মেঘ জল বরিষয় ॥
অগ্নি নিবাইল জাল উড়িল বাতাসে।
অকস্মাৎ আসি ব্যাঘ্র শ্বানেরে বিনাশে ॥
ব্যাধ শিরে তখনি হইল বজ্রাঘাত।
চারিদিকে মুক্ত তারে করেন শ্রীনাথ ॥
ব্যাধের মরণে সবে অনাথ হইনু।
অন্ন হেতু দেবি তব সদনে আইনু ॥

শুনিয়া সকল বাক্য ভোজের নন্দিনী ।
নঃ উপজিয়া তারে দিল অন্ন আনি ॥
দর পূরিয়া অন্ন খায় ছয় জন ।
সেই ঘরে রহে সবে করিয়া শয়ন ॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞা, তোমা সবা পোড়াবারে ।
রাত্রিযোগে পুরোচন অগ্নি দিল দ্বারে ॥
প্রলয় হইল অগ্নি আকাশ পরশে ।
সহদেবে তুমি জিজ্ঞাসিলা রাজা রোষে ॥
সকল জানেন বীর মাদ্রীর নন্দন ।
বিদুর রক্ষিত পথ করে নিবেদন ॥
স্তম্ভের নীচেতে পথ সুড়ঙ্গ ভিতর ।
স্তম্ভ উপাড়িল তবে বীর বৃকোদর ॥
সেই পথে ছয়জন হইল বাহির ।
গদা ছাড়ি আসিলেন ভীম মহাবীর ॥
ফিরিয়া গেলেন বীর গদা আনিবারে ।
সাক্ষাৎ হইল অগ্নি ভীমে দহিবারে ॥
তবে ভীম অগ্নি প্রতি বলিল বচন ।
তোমার সমান দিব একশত জন ॥
শুনে নিবর্ত্তিল অগ্নি ক্ষমা দিল মনে ।
গদা ল'য়ে বাহির হইল ভীমসেনে ॥
দ্বারকায় ছিলা প্রভু অপূর্ব্ব শয্যায় ।
নিজাঙ্গে নিলেন তাপ দয়াল হৃদয় ॥
অঙ্গেতে উত্তাপ দেখি ভীষ্মক দুহিতা ।
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন কহ ইহার বারতা ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন ইহা বলিবার নয় ।
এ কথা প্রেয়সী, নাহি জিজ্ঞাস আমায় ॥
সেই মহা অগ্নি তাপ নিজ অঙ্গে নিয়া ।
তোমা সবাকারে উদ্ধারিলেন আসিয়া ॥
ইহাতে সন্দেহ কেন কর মহাশয় ।
অবশ্য সমরে তব হইবেক জয় ॥
এত বলি বুঝাইল দ্রুপদ ধর্ম্মেরে ।
জনা বঞ্চিল সবে আনন্দ অন্তরে ॥
ভীষ্মপর্ব্ব কথা ব্যাসদেব বিরচিত ।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

পঞ্চম দিনের যুদ্ধ ।

আর দিন প্রভাতেতে মিলি দুই দলে ।
সমুদ্রে সদৃশ ব্যূহ করে কুরুকুলে ॥
রচেন শৃঙ্গট নামে ব্যূহ যুধিষ্ঠির ।
দুই শৃঙ্গ রচিল সাত্যকি ভীমবীর ॥
সহস্র সহস্র যোদ্ধা করি রণবেশ ।
কৃষ্ণ সঙ্গে অর্জ্জুন রহেন মধ্যদেশ ॥
তার পাছে যুধিষ্ঠির মাদ্রীপুত্র সনে ।
অভিমন্যু বিরাট রহিল অনুক্রমে ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রহে তার পাছে ।
ঘটোৎকচ মহাবীর তাহাদের কাছে ॥
প্রতিব্যূহ করি সবে উঠানি করিল ।
বিবিধ বিধানে বাদ্য বাজিতে লাগিল ॥
নানা অস্ত্র লইয়া আস্ফালে সব যোধ ।
পরস্পর দুইদলে লাগিল বিরোধ ॥
যুদ্ধ হয় নানা অস্ত্র ধরি দুই দলে ।
বিদ্যুৎ চমকে যেন গগনমণ্ডলে ॥
দেখিবার কার্য্য থাক কর্ণে নাহি শুনি ।
পরস্পর নাহি জ্ঞান বাণে হানাহানি ॥
অশ্ব গজ পড়িল পদাতি বহুতর ।
দেখিয়া করিল ক্রোধ ভীষ্ম বীরবর ॥
বাসব হইতে যুদ্ধে ভীষ্ম নহে ঊন ।
হস্তেতে ধনুক ধরি টঙ্কারিলা গুণ ॥
যতেক পাণ্ডবদল সমরে প্রচণ্ড ।
শরেতে কাটিয়া ভীষ্ম করে খণ্ড খণ্ড ॥
কার' কাটে অশ্ববর কার' কাটে গজ ।
কাহার' সারথি কাটে কার' কাটে ধ্বজ ॥
কাহার' মুকুট কাটে কার' কাটে দণ্ড ।
কাহার' ধনুক কাটে, কার' কাটে মুণ্ড ॥
হস্ত পদ কাটে কার' কাটে কার' স্কন্ধ ।
ঘোরতর সমরেতে নাচয়ে কবন্ধ ।
সৈন্যের বিনাশ দেখি ধায় বৃকোদর ।
ভীষ্মেরে মারিতে যায় সক্রোধ অন্তর ॥
গদা হাতে ভীমসেন ধাইলেক বেগে ।
খেদাড়িয়া মারে বীর যারে পায় আগে ॥

ভীমের সাক্ষাতে আর কেহ নাহি রয়।
ভীষ্মের সারথি মারি দিল যমালয়॥
ধনুক্ ধরিয়া হাতে ভীষ্ম মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ এড়ে শীঘ্রগতি॥
গদা ফিরাইয়া ভীম নিবারিল শর।
একঘায়ে রথ অশ্ব দিল যমঘর॥
লম্ফ দিয়া ভীষ্মবীর চড়ে অন্য রথে।
অস্ত্র বৃষ্টি করে মহাপণ্ডিত রণেতে॥
নারায়ণ দেখি রথ চালান ঝটিতি।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ রাখেন শ্রীপতি॥
অন্তরীক্ষে অর্জ্জুন কাটেন সর্ব্ব বাণ।
দেখি ক্রুদ্ধ হৈল ভীষ্ম অগ্নির সমান॥
দেখাদেখি দুইজনে বাধে ঘোর রণ।
চমকিত হ'য়ে দেখে যত দেবগণ॥
ভীম মহাক্রোধে সৈন্য করিল সংহার।
যারে পায় তারে মারে না করে বিচার॥
ইন্দ্র যেন বজ্র হস্তে ভাঙ্গে গিরিবর।
গদাঘাতে মারে বড় বড় গজবর॥
মাদ্রীপুত্র দুইজনে ভাঙ্গে পাটোয়ার।
সহস্র সহস্র রথ মারে আসোয়ার॥
সহস্র সহস্র গজ পদাতি বিস্তর।
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে সৈন্য বহুতর॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
দুইদলে কোলাহল কিছুই না শুনি॥
হেনকালে রণে আসে ইলাবন্ত নাম।
অর্জ্জুনের পুত্র সেই ইন্দ্রের সমান॥
সুবর্ণ রচিত দিব্য বিমান সুন্দর।
তাহাতে চড়িয়া আসে সংগ্রাম ভিতর॥
তীর্থযাত্রা করেন যে কালে পার্থবীর।
ভ্রমিলেন বহু তীর্থ নির্ভয় শরীর॥
অনূঢ়া নাগের কন্যা উলূপী আছিল।
সর্পরাজ পুণ্ডরীক হৃদয়ে ভাবিল॥
অর্জ্জুনেরে তথায় লইল ছল করি।
প্রদান করিল তারে উলূপী সুন্দরী॥
তার গর্ভজাত বীর ইলাবন্ত নাম।
মহাপরাক্রমশালী যুদ্ধে যেন রাম॥

ঐরাবত পাঠাইয়া দেব পুরন্দর।
ইলাবন্ত আনিলেন আপন গোচর॥
অর্জ্জুন গেলেন যবে ইন্দ্রের ভুবন।
পিতা পুত্রে তথায় হইল দরশন॥
পিতা পুত্রে পরিচয় মাতলি করিল।
সেই বীর ইলাবন্ত উপনীত হৈল॥
সমরে আসিয়া ইলাবন্ত করে রণ।
সুবলের পুত্রগণ আইল তখন॥
পশিয়া তোমর শেল মূষল মুদ্গর।
ইলাবন্ত উপরে বরিষে নিরন্তর॥
নিবারিয়া ইলাবন্ত বাণ বৃষ্টি করে।
একে একে মারিয়া পাঠায় যমঘরে॥
নানা অস্ত্র সৌবলের সৈন্যেরে প্রহারে।
জর্জ্জর সকল বীর ইলাবন্ত-শরে॥
অনেক মরিল তবে কুরুসৈন্যগণ।
সসৈন্য সাজিয়া এল দেখি দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন নিজ সৈন্যে করিল আদেশ।
ইলাবন্ত বীরেরে মারহ সবিশেষ॥
অলম্বুষ রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল আর।
ইলাবন্ত বীরে শীঘ্র কর প্রতিকার॥
সাবধান হ'য়ে তারে করহ নিধন।
তোমা বিনা তারে মারে নাহি কোন জন॥
অলম্বুষ ইলাবন্তে হয় মহারণ।
অলক্ষিতে মায়াযুদ্ধ করে দুইজন॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সংগ্রামে নিপুণ।
দোঁহে অস্ত্রে বিশারদ কেহ নহে ঊন॥
তবে অলম্বুষ করে মায়ার প্রকাশ।
বাণে অন্ধকার করে না চলে বাতাস॥
দেখিয়া হাসিল ইলাবন্ত মহাবীর।
রাক্ষসের বাণ কাটি রণে হৈল স্থির॥
চোখ চোখ বাণে পুনঃ পূরিয়া সন্ধান।
অলম্বুষ রাক্ষসের কাটে ধনুর্ব্বাণ॥
আর ধনু লইল রাক্ষস বীরবর।
ইলাবন্ত উপরেতে বরিষয়ে শর॥
বাণে নিবারয়ে তাহা অর্জ্জুন-তনয়।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধিলেক রাক্ষস-হৃদয়॥

ণাঘাতে অলম্বুষ অজ্ঞান হইল।
রথি ফিরায়ে রথ ভয়ে পলাইল ॥
র সৈন্য সংহারিল ইলাবন্ত বীর।
ীরবের সেনাগণ সমরে অস্থির ॥
ন্যের দুর্গতি দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
াবন্ত সহ গেল করিবারে রণ ॥
বেগে হৈল আগে রাজা দুর্য্যোধন।
াবন্ত তাঁহার কাটিল শরাসন ॥
ধ্বজ কাটিলেক রথের চারি হয়।
রথির মাথা কাটি দিল যমালয় ॥
রথ হইয়া রাজা অতিশয় রোষে।
ন্য রথে আরোহিয়া নানাস্ত্র বরিষে ॥
ে বাণ নিবারয় ইলাবন্ত বীর।
ণেতে জর্জ্জর করে রাজার শরীর ॥
জার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ।
না অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন ॥
খিয়া ধাইল ইলাবন্ত ধনুর্দ্ধর।
টিয়া সবার বাণ বিন্ধয়ে সত্বর ॥
হার' কাটিল ধনু, কার' কাটে গুণ।
হার' সারথি কাটে, কার' কাটে তূণ ॥
না অস্ত্র বীরগণে করয়ে ঘাতন।
াঘাতে কত বীর হৈল অচেতন ॥
াঘাতে কত বীর গেল যমলোক।
খি দুর্য্যোধনে বড় উপজিল শোক ॥
ীরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার।
গুবের সৈন্যমধ্যে আনন্দ অপার ॥
িংহনাদ ছাড়ে ইলাবন্ত মহাবল।
ীরবের সৈন্যেতে রোদন কোলাহল।
াণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি বীরগণ।
াবন্ত শরে সবে ব্যথিত জীবন ॥
ক্ষণে অলম্বুষ চেতনা পাইয়া।
ন্য রথে চড়ি এল সন্ধান পূরিয়া ॥
ামুখী দুইজনে পুনঃ যুদ্ধ হয়।
হাকার বাণে দোঁহে জর্জ্জর হৃদয় ॥
ব অলম্বুষ করে মায়ার সৃজন।
ন্যে লুকাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥

দেখি ইলাবন্ত ক্রুদ্ধ হইল প্রচুর।
বাণাঘাতে রাক্ষসের মায়া কৈল চূর ॥
মায়া দূরে গেল করে অস্ত্রের ঘাতন।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধয়ে করিয়া প্রাণপণ ॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সমান সাহস।
ধনু এড়ি খড়্গ নিল দারুণ রাক্ষস ॥
তাহা দেখি ইলাবন্ত খড়্গ ল'য়ে ধায়।
মহাবেগে মারে অলম্বুষের মাথায় ॥
খড়্গাঘাতে কম্পমান হইল রাক্ষস।
ইলাবন্তে মারে খড়্গ করিয়া সাহস ॥
দোঁহা দোঁহা পুনঃ পুনঃ করয়ে ঘাতন।
অপূর্ব্ব রাক্ষসী মায়া করিল রচন ॥
রণভূমি ছাড়ি শূন্যে উঠে শীঘ্রতর।
ক্ষণে লম্ফ দিয়া আসে রণের ভিতর ॥
ইলাবন্ত মহাবীর দেখা নাহি পায়।
বিদ্যুতের মত বীর মেঘেতে লুকায় ॥
তাহা দেখি রাক্ষস আইল মহাকোপে।
ইলাবন্ত বীর তাকে ধরে এক লাফে ॥
সন্ধান করিয়া খড়্গ করিল প্রহার।
তাহাতেও না হইল রাক্ষস সংহার ॥
লাফ দিয়া উঠে বীর খড়্গ ল'য়ে করে।
খড়্গের প্রহার করে ইলাবন্ত-শিরে ॥
দারুণ প্রহারে বীর হইল দুর্ব্বল।
অলম্বুষ রাক্ষস হাসিল খলখল ॥
খড়্গ দিয়া রাক্ষস কাটিল তার শির।
ভূমিতলে পড়িলেক ইলাবন্ত বীর ॥
ইলাবন্ত পড়িল উঠিল কোলাহল।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে ঘটোৎকচ আসে মহাবল ॥
সহদেব নকুল দ্রুপদ মহাশয়।
অভিমন্যু ভীমসেন সাত্যকি দুর্জ্জয় ॥
অস্ত্র বরিষণ করে অতি ক্রোধমনে।
ভঙ্গ দিল কুরুসৈন্য স্থির নহে রণে ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা ভগদত্ত বীর।
পাণ্ডব সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির ॥
মহাক্রুদ্ধ ভীমসেন কৃতান্ত সমান।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে দেখি বিদ্যমান ॥

গদা ল'য়ে মহাবেগে ধায় বৃকোদর।
দণ্ড হস্তে যম যেন প্রবেশে সমর ॥
তাহা দেখি দ্রোণ গুরু সমরে দুর্জ্জয়।
ভীমের উপরে অস্ত্র ঘন বরিষয় ॥
বৃক্ষ যেন বৃষ্টিজল মাথা পাতি ধরে।
তাদৃশ সম্বরে বাণ বীর বৃকোদরে ॥
পশু মধ্যে ব্যাঘ্র যেন মহাকুতূহলে।
গদাঘাতে মারে বীর কৌরবের দলে ॥
ভীমের সমরে আর কেহ নহে স্থির।
ভঙ্গ দিল বড় বড় রথী মহাবীর ॥
পুত্রের নিধন শুনি মহাক্রোধ মন।
অর্জ্জুন করেন ঘোর অস্ত্র বরিষণ ॥
সহস্র সহস্র বাণ করেন প্রহার।
অর্দ্ধপথে কাটে তাহা গঙ্গার কুমার ॥
অগ্নি বাণ ছাড়িলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শূন্যপথ রুদ্ধ করি বর্ষে বৈশ্বানর ॥
রথ হস্তী অশ্ব পুড়ে হৈল ছারখার।
দেখি বরুণাস্ত্র এড়ে গঙ্গার কুমার ॥
মুষল ধারাতে জল হয় বরিষণ।
অগ্নি সব নিমিষে হইল নির্ব্বাপণ ॥
পাণ্ডবের সেনাগণ ভাসি বুলে জলে।
রথ গজ আসোয়ার পদাতি বহুলে ॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ পবন সঞ্চার।
জল উড়াইয়া সব করেন সংহার ॥
পবন বেগেতে সব ধ্বজ ভাঙ্গি পড়ে।
যেমন প্রলয় কালে সৃষ্টি উড়ে ঝড়ে ॥
হাসি ভীষ্ম বলে শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তোমার যতেক শক্তি করহ সমর ॥
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা আমি করিব পূরণ।
নহিবে তোমার শক্তি করিতে বারণ ॥
এত বলি সর্পবাণ এড়ে বীরবর।
লক্ষ লক্ষ ফণী উঠে গগন উপর ॥
নিমিষেতে ঝড় সব করিল আহার।
গর্জ্জন করিয়া ধায় পার্থে গিলিবার ॥
শিখিবাণ এড়িলেন ইন্দ্রের কুমার।
ধরিয়া সকল ফণী করিল আহার ॥
শত শত শিখী উড়ে গগন উপর।
দেখি অন্ধকার অস্ত্র এড়ে বীরবর ॥
ঘোর অন্ধকার নাহি জ্ঞান আত্মপর।
নিশা জানি শিখীগণ গেল দিগন্তর ॥
মহা অন্ধকারে সৈন্য দেখিতে না পায়।
দেখিয়া ভাস্কর অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয় ॥
সূর্য্যোদয় হইল ঘুচিল অন্ধকার।
উদিত দ্বিতীয় রবি দেখিল সংসার ॥
দেখি গঙ্গাপুত্র মহা কুপিত হইল।
ধনুক টঙ্কারি অষ্ট বাণ নিক্ষেপিল ॥
এমত সে অষ্টবাণ তীক্ষ্ণবেগে এল।
অর্জ্জুনের রথ অশ্ব জর্জ্জর হইল ॥
সাতবাণ মারিলেন ধ্বজের উপরে।
আশী বাণ মারিলেন প্রভু গদাধরে ॥
আর কুড়ি বাণ বীর এড়ে শীঘ্র হাতে।
কপিধ্বজ রথচক্র পোঁতে মৃত্তিকাতে ॥
তবে হরি অশ্বগণে করেন প্রহার।
বহু কষ্টে করিলেন রথের উদ্ধার ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন ক্রোধী হ'য়ে অতিশয়।
পঞ্চবাণে বিন্ধিলেন ভীষ্মের হৃদয় ॥
চারি বাণে চারি অশ্ব করেন সংহার।
সারথির মাথা কাটি দিলা যমদ্বার ॥
এক বাণে ধ্বজ তাঁর কাটেন অর্জ্জুন।
করেন ভীষ্মের প্রতি বাণ বরিষণ ॥
কৃষ্ণ প্রতি বলে ভীষ্ম অতি ক্রোধ করি।
নিজ অশ্ব রথ এবে রক্ষা কর হরি ॥
এত বলি অস্ত্র বরিষয়ে বীরবর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদয়ে যেন গিরিবর ॥
বাণ কাটি অর্জ্জুন করেন খান খান।
ভীষ্মের উপরে পুনঃ পূরেন সন্ধান ॥
এইরূপে দুই জনে বরষিছে বাণ।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন গঙ্গার সন্তান ॥
পর্ব্বত নামেতে অস্ত্র ভীষ্ম নিলা করে।
লক্ষ লক্ষ গিরিবর যাহাতে সঞ্চারে ॥
মন্ত্রে অভিষেকি এড়ে গঙ্গার নন্দন।
দেখি সব দেবগণ হৈল ভীতমন ॥

লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতে যে আবরে আকাশ।
শূন্যপথ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস ॥
ভাদ্র মাসে নিশা যেন ঘোর অন্ধকার।
দেখি সব সৈন্যগণ করে হাহাকার ॥
সাগর মন্থনে যেন মহা কোলাহল।
মহাশব্দ করি আসে যত কুলাচল ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল।
শূন্যপথে দেবগণ ত্রাসিত হইল ॥
সর্ব্বসৈন্য পলাইল সহ নৃপবর।
তিন মহারথী রহে সংগ্রাম ভিতর ॥
বৃকোদর ধনঞ্জয় অভিমন্যু বীর।
এই তিন মহারথী রণে থাকে স্থির ॥
দেবগণ দেখিয়া করেন হাহাকার।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন ইন্দ্রের কুমার ॥
হুহুঙ্কার ছাড়েন ভীষণ বজ্রবাণ।
যতেক পর্ব্বত ভাঙ্গে বজ্রের সমান ॥
রেণুর প্রমাণ করি সব উড়াইল।
দেখি সব দেবগণ সানন্দ হইল ॥
যতেক দেবতা করে পুষ্প বরিষণ।
সমরে আসিল পরে সব যোদ্ধাগণ ॥
সাধু সাধু বলি ভীষ্ম প্রশংসা করিল।
সন্ধান পূরিয়া পুনঃ দিব্যাস্ত্র মারিল ॥
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পরাজয় কেহ নহে বিক্রমে দোসর ॥
চক্ষু পালটিতে দোঁহে না পান বিশ্রাম।
দেবাসুর চমকিত দেখিয়া সংগ্রাম ॥
দেখিলেন পার্থ বীর কৃষ্ণের শরীর।
সমরে প্রতিজ্ঞা নিজ রাখে কুরুবীর ॥
সংহারি অযুত রথী শঙ্খ বাজাইল।
দেখিয়া অর্জ্জুন মনে বিস্ময় মানিল ॥
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজনে নিবর্ত্তিল রণে।
দুই দলে চলি গেল নিজ নিকেতনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরিবে ভববারি ॥

———

কর্ণ, দুর্য্যোধন এবং ভীষ্মের মন্ত্রণা।

দুর্য্যোধন মহাবীর, দেখিয়া না হয় স্থির,
বিস্তর পড়িল সৈন্যগণ।
মনে যুক্তি বিচারিয়া, শকুনিরে পাঠাইয়া,
আনাইল সূর্য্যের নন্দন ॥
বসিয়া বিরল স্থানে, যুক্তি করে তিনজনে,
রাধেয় শকুনি দুর্য্যোধন।
কহিলেন কুরুবর, শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর,
মম দুঃখ করি নিবেদন ॥
পাণ্ডবে জিনিবে রণে,হেন আশা করি মনে,
যুদ্ধ হেতু করিব উপায়।
তিনলোকে সবে জানি, দেবতা অসুর মুনি,
বাখানয়ে ভীষ্ম মহাশয় ॥
সেনাপতি করি তাঁরে, ভাসি সুখ-সরোবরে,
সমরে জিনিব বৈরিগণে।
মনে হেন করি সাধ, বিধি তাহে দেয় বাদ,
হীনবল হই দিনে দিনে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম মহাসত্ব, কৃপ শল্য সোমদত্ত
আর যত মহারাজগণ।
পাণ্ডবেরে স্নেহ করি, ক্ষত্রধর্ম্ম পরিহরি,
সবে মেলি উপেক্ষিল রণ ॥
রণে পড়ে সেনাগণ, ব্যাকুল আমার মন,
আর কেহ না করে উদ্দেশ।
দেখিয়া এ সব রীত, মহাভয় উপস্থিত,
কি করিব কহ সবিশেষ ॥
তুমি উদাসীন রণে, মম দুঃখ বিমোচনে,
আর কেবা সংগ্রাম করিবে।
নিবেদিনু বরাবরে, ভাল যুক্তি দেহ মোরে,
কি উপায়ে পাণ্ডবে মারিবে ॥
বলে কর্ণ ধনুর্দ্ধর, শুন কুরু নরবর,
সুযুক্তি বিচারে এই হয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য, তবে সে পাইবে রাজ্য,
হইবে পাণ্ডব পরাজয় ॥
গঙ্গাপুত্র কৃপ দ্রোণ, আর যত যোদ্ধাগণ,
না ছাড়েন পাণ্ডবের আশ।

এতেক পাণ্ডব ভক্ত, ভীষ্ম তাহে নহে শক্ত,
সেনাপতি কর্ম্মেতে উদাস ॥
বসিয়া দেখুন যুদ্ধ, আমি করি কার্য্যসিদ্ধ,
পাণ্ডবেরে করিয়া সংহার।
পুনরপি চলি যাহ, ভীষ্মের অগ্রেতে কহ,
এই যে মন্ত্রণা কর সার ॥
কর্ণের মন্ত্রণা শুনি, হিতবাক্য মনে গণি,
রাজা গেল ভীষ্মের শিবির।
নিবেদিল কুরুরাজ, সাধিতে আপন কাজ,
শুন পিতামহ ভীষ্মবীর ॥
স্বীকার করিলা পূর্ব্বে, শত্রুগণ সংহারিবে,
এবে উপেক্ষিয়া কর রণ।
আমার ভাগ্যের বশে, চতুর্দ্দিকে শত্রু হাসে,
আজ্ঞা কর কি করি এখন ॥
সেনাপতি কর্ণে কর, মারুক পাণ্ডববর,
উপেক্ষা নাহিক তার স্থানে।
করে বড় অহঙ্কার, সবান্ধব পরিবার,
পাণ্ডবে নাশিবে ঘোর রণে ॥
দুর্য্যোধন বাক্যজালে, ভীষ্ম অগ্নি হেন জ্বলে,
চক্ষু পাকলিকা উঠে রোষে।
পূর্ব্বেতে বলিনু তোকে, শুনেছেন সবলোকে,
হিত না শুনিলে কর্ম্মদোষে ॥
আমাকে বলিছ বৃদ্ধ, কর্ণের কি আছে সাধ্য,
বল কর্ণ কি করিতে পারে।
যখন গন্ধর্ব্ব বীরে, বান্ধিয়া লইল তোরে,
কর্ণবীর কি করিল তারে ॥
উত্তর গোগ্রহ রণে, সাজিলেক সৈন্যগণে,
গোধন বেড়িলে গিয়া সবে।
একেশ্বর ধনঞ্জয়, গোধন কাড়িয়া লয়,
কর্ণবীর কি করিল তবে ॥
ধর্ম্মবন্ত পঞ্চজন, মহাবল পরাক্রম,
দেবগণ প্রশংসেন যারে।
এ তিন ভুবন মাঝে, কে তার সহিত যুঝে,
কহিতে অনেক জন পারে ॥
ইন্দ্রকে জিনিলা রণে, দহিল খাণ্ডব বনে,
অগ্নিরে তর্পিল একেশ্বর।

নিবাতকবচে জিনে, কালকেয় আদিগণে,
অর্জ্জুনে জিনিতে কেবা পারে ॥
এতেক দুর্ব্বার রণে, তাঁহে সখা রাজগণে,
সমুহ পাঞ্চালগণ সাথে।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন,
সারথি হলেন তিনি রথে ॥
পূর্ব্বকথা কহি শুন, মহারাজ দুর্য্যোধন,
নন্দালয়ে ছিলেন শ্রীহরি।
যত শিশুগণ সঙ্গে, গোধন চরান রঙ্গে,
মহা আনন্দিত ব্রজপুরী ॥
যত ব্রজবাসিগণ, করে যজ্ঞ আরম্ভন,
সুরপতি পূজার কারণ।
তা দেখিয়া জনার্দ্দন, সেই সব আয়োজন,
পর্ব্বতে করেন নিবেদন ॥
শুনি ক্রুদ্ধ সুরনাথ, সর্ব্ব দেবে ল'য়ে সাথ,
হস্তী সহ যত মেঘগণ।
অহোরাত্র ঝড় বৃষ্টি, করিয়া মজান সৃষ্টি,
ত্রাসিত হইল সর্ব্বজন ॥
যত গোপ ব্রজবাসী, কাতর হইয়া আসি,
শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইল।
তাহা দেখি নারায়ণ, ধরিলেন গোবর্দ্ধন,
বাসবের কোপ উপজিল ॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, ত্রিভুবন কম্পমান,
বজ্রাঘাত সতত হইল।
সাত দিন হেনমতে, করিলেন সুরনাথে,
না পারিয়া মনে ক্ষমা দিল ॥
সুরপতি যায় স্বর্গ, রক্ষা পায় গোপবর্গ,
গোকুলের ঘুচিল উৎপাত।
এবে সেই নারায়ণ, পাণ্ডবেরে অনুক্ষণ,
রক্ষা করে যেন পুত্রে তাত ॥
কাহার যোগ্যতা তারে, বিনাশ করিতেপারে,
যাহার সহায় নারায়ণ।
যদি না রাখেন হরি, নিমিষে বধিতে পারি,
সসৈন্য পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
কল্য ঘোর রণ হবে, হেন অস্ত্র সঞ্চারিবে,
যাহা কেহ নিবারিতে নারে।

ভীষ্মের বচন শুনি, হরষিত কুরুমণি,
চলি গেল আপন শিবিরে ॥
ব্যাস বিরচিল গাথা, অপূর্ব্ব ভারত-কথা,
শ্রুতমাত্র কলুষ বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল·কাশীরাম দাস ॥

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ।

পরদিন প্রভাতে সাজিয়া দুই দল।
নানা বাদ্য সহ সৈন্য করে কোলাহল ॥
নানাবর্ণ পতাকা উড়য়ে রথধ্বজে।
সিংহনাদ করি সব যোদ্ধারা গরজে ॥
মহারথী রথিগণ ধনুঃশর হাতে।
সিংহনাদ করিয়া ধাইল চতুর্ভিতে ॥
রথীকে ধাইল রথী গজে ধায় গজ।
আসোয়ারে আসোয়ারে পদাতিক যুঝে ॥
মুষল মুদ্গর শেল ভূষণ্ডি তোমর।
নানা বাণ মারে যেন বর্ষে জলধর ॥
গদা হাতে কর্ণবীর অতি বেগে ধায়।
গজ অশ্ব মারয়ে সম্মুখে যারে পায় ॥
সহদেব মহাবীর মাদ্রীর নন্দন।
অসিচর্ম্ম ধরি বীর আরম্ভিল রণ ॥
রণদর্প করি বীর প্রবেশে সমরে।
শত শত বীরগণে দিল যমঘরে ॥
শত শত হস্তী মারে পদাতি বহুল।
যতেক মারিল সৈন্য নাহি তার কূল ॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি শকুনি রুষিল।
একেবারে ত্রিশ বাণ সন্ধান পূরিল ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর শীঘ্র এড়ে বাণ।
খড়্গ কটি সহদেব করে খান খান ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি রোষে শকুনি দুর্ম্মতি।
সন্ধান পূরিয়া বাণ মারে শীঘ্রগতি ॥
পুনঃ পুনঃ যত বাণ মারিল শকুনি।
শীঘ্রহস্তে সহদেব খড়্গ ফেলে হানি ॥
মহাকোপে ধায় বীর খড়্গ ল'য়ে হাতে।
অশ্ব সহ সারথিরে ফেলিল ভূমিতে ॥
অশ্ব সহ সারথি সমরে গেল কাট।
পলায় শকুনি বীর নাহি চাহে বাট ॥
শকুনি চলিয়া গেল ত্যজিয়া সমর।
রথে চড়ি সহদেব নিল ধনুঃশর ॥
জয়দ্রথ নকুলে বাজিল ঘোর রণ।
নানা বাণ করিলেন দোঁহে বরিষণ ॥
দোঁহাকার বাণ দোঁহে নিবারয়ে শরে।
পরাজয় কাহার না হইল সমরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূরিশ্রবা রণ ঘোরতর।
সর্ব্বলোকে দেখে তাহা থাকিয়া অন্তর ॥
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর।
ততোধিক দুইজন বরিষয়ে শর ॥
সহস্র সহস্র সেনা পড়িল সমরে।
দ্রোণাচার্য্য দেখি তবে রুষিল অন্তরে ॥
মহাকোপে দ্রোণাচার্য্য বরিষয়ে শর।
লক্ষ লক্ষ সৈন্যগণে দিল যমঘর ॥
তাহা দেখি রুষিলেন অর্জ্জুন নন্দন।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বাণে নিবারয়ে তাহা দ্রোণ মহাশয়।
কুপিত হইল দেখি অর্জ্জুন-তনয় ॥
একেবারে শত শর সন্ধান করিল।
দ্রোণাচার্য্য বাণাঘাতে তাহা নিবারিল ॥
ক্রোধে অভিমন্যু বীর এড়ে দশ বাণ।
দ্রোণের হাতের ধনু করে খান খান ॥
আর ধনু লয় গুরু চক্ষু পালটিতে।
সেই ধনু কাটে বীর নাহি গুণ দিতে ॥
পুনঃ পুনঃ দ্রোণাচার্য্য যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুন-তনয় ॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র বীর সন্ধান পূরিল।
দ্রোণের কবচ ভেদি অঙ্গে প্রবেশিল ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া দ্রোণ পড়িলেন রথে।
সৈন্যেরে পাঠায় অভিমন্যু যমপথে ॥
সহস্র সহস্র রথী গজ অগণন।
মারয়ে যতেক সৈন্য কে করে গণন ॥
কতক্ষণে চৈতন্য পাইল দ্রোণ গুরু।
কোপে কম্পমান অঙ্গ কাঁপে বক্ষ ঊরু ॥

ধনুর্ব্বাণ ল’য়ে করে অস্ত্র বরিষণ।
সর্ব্ব শর নিবারিল অর্জ্জুন-নন্দন॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র বিন্ধে করি প্রাণপণ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করেন বারণ॥
পরস্পর যুদ্ধ করে যত যোদ্ধাগণ।
পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন॥
মুষল মুদ্গর শেল ভূষণ্ডী তোমর।
চক্র শূল শক্তি জাঠি বর্ষে নিরন্তর॥
শ্রাবণ ভাদ্রেতে যথা জল বর্ষে ধারে।
সেই মত বীরগণ নানা অস্ত্র মারে॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের উপরে মারিলেন তীক্ষ্ণ শর॥
শরে শর নিবারিয়া গঙ্গার নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বীর বলেন বচন॥
পাঁচ দিন যুদ্ধ করি সবে গেল ঘর।
আজি হইবেক যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর॥
ইহা জানি অর্জ্জুন সমরে দেহ মন।
বুঝিব কিমতে আজি রাখ সৈন্যগণ॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ করিল সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে মারে চোখ চোখ বাণ॥
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আশ্চর্য্য মানিল দেখি দেব দৈত্য নর॥
দেখি ভীষ্ম পঞ্চ বাণ মারে অতি রোষে।
মূর্ত্তিমান হয়ে বাণ শূন্যপথে আসে॥
দেখি পার্থ দুই বাণ পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে কাটিয়া করেন খান খান॥
দেখি মহা কোপান্বিত গঙ্গার নন্দন।
আকাশ ছাইয়া বাণ করে বরিষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ সারথি আর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
বাণে বাণে দোঁহাকারে করিল জর্জ্জর॥
মহাকোপে পার্থ এড়িলেন অস্ত্রগণ।
কাটিলেন সারথি রথির শরাসন॥
আট বাণে মারেন রথের চারি হয়।
আশী বাণে বিন্ধিলেন গঙ্গার তনয়॥
লক্ষ বাণ মারিলেন সৈন্যের উপরে।
হয় গজ রথীরে পাঠান যমঘরে॥

তবে ভীষ্ম মহাবীর অন্য ধনু লৈয়া।
বাণ বৃষ্টি করিলেন আকাশ ছাইয়া॥
শূন্যমার্গ রুদ্ধ হয় না চলে বাতাস।
বাণে অন্ধকার হৈল রবির প্রকাশ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল সংহার।
শত শত গজ মারে কত আসোয়ার॥
হেনমতে উভয়ে হইল যত রণ।
সকল না লেখা গেল বাহুল্য কারণ॥
মহাকোপে পার্থ পুনঃ করিয়া সন্ধান।
ধনুখান ভীষ্মের করিল খান খান॥
সারথির মাথা কাটিলেন অশ্ব চারি।
ধ্বজ রথ কাটিলেন বিক্রমে কেশরী॥
দেখি গঙ্গাপুত্র বড় লাজ পায় মনে।
আর রথে চড়ি ধনু লইল তখনে॥
ভীষ্ম বলে শুন বাক্য কৃষ্ণ মহাশয়।
করিল অদ্ভুত রণ কুন্তীর তনয়॥
এবে মম পরাক্রম দেখ গদাধর।
সাবধানে বৈস কৃষ্ণ রথের উপর॥
অর্জ্জুনেরে রাখ আর রাখ সেনাগণ।
বড়ই দুরন্ত অস্ত্র নাশে ত্রিভুবন॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম নিল মহা-শর।
নারায়ণ নাম তাঁর খ্যাত চরাচর॥
সেই শর অভিষেক গাঙ্গেয় করিল।
মন্ত্রপূত করিয়া ধনুকে বসাইল॥
বিষ্ণুতেজ ধরে অস্ত্র বিষ্ণু অবতার।
পাণ্ডবের অস্ত্রধারী করিতে সংহার॥
সসৈন্য পাণ্ডবগণে যত ধনুর্দ্ধর।
সবারে সংহার করি লহ যমঘর॥
এতেক বলিয়া বীর ধনুক টানিল।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ সঘনে ছাড়িল॥
বাণ হৈতে বিষ্ণুতেজ হইল প্রকাশ।
যেন লক্ষ রবি আসি ছাইল আকাশ॥
দেখি সব দেবগণ ভাবিতে লাগিল।
সসৈন্য পাণ্ডব বুঝি সংহার হইল॥
ভূমিকম্প হইল নড়িল চলাচল।
বাসুকি নাগের ফণা করে টলমল॥

দেখিয়া পাইল ভয় প্রভু নারায়ণ।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে বলেন বচন ॥
জগত নাশিতে শক্তি ধরে এই বাণ।
দেবাসুর গন্ধর্ব্বেতে নাহি ধরে টান ॥
অস্ত্র ধনু ত্যগ কর শুন বীববর।
বিমুখ হইয়া বৈস রথের উপর ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব না হয় উচিত।
ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি·কেন প্রাণে এত ভীত ॥
শ্রীহরি বলেন নহে কথার সময়।
আমার শপথ অস্ত্র ত্যজ ধনঞ্জয় ॥
ধনু অস্ত্র ত্যজি বীর বসেন বিমুখে।
নারায়ণ ডাকিয়া·বলেন সর্ব্বলোকে ॥
পাণ্ডব-সৈন্যেতে যত জন অস্ত্রধর।
বিমুখ হইয়া সবে ত্যজ ধনুঃশর ॥
উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরি বলেন ঘনে ঘন।
শুনিয়া করিল ত্যাগ অস্ত্র সর্ব্বজন ॥
নৃপতি সহিত আর যত যোদ্ধাগণ।
বিমুখ হইল সবে বিনা ভীমসেন ॥
তাহা দেখি গোবিন্দ বলেন বৃকোদরে।
পতঙ্গের প্রায় কেন পুড়ে মর শরে ॥
এই ভিক্ষা দেহ মোরে শুন মহাবল।
শর ত্যজি পৃষ্ঠ দিয়া থাকহ কেবল ॥
ভীম বলে হেন বাক্য না বল আমারে।
প্রাণ দিব তবু পৃষ্ঠ না দিব সমরে ॥
ভারতের যুদ্ধে আমি করিলাম পণ।
সমরেতে পৃষ্ঠ নাহি দিব কদাচন ॥
কি কারণে প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিব।
নিজ ধর্ম্ম ত্যজি কেন নরকে মজিব ॥
এত বলি গদা ধরি রহে মহাবীর।
দেখিয়া তাহাতে চিন্তা হইল হরির ॥
মহাতেজোময় অস্ত্র গগনে ধাইল।
পাণ্ডবের সৈন্যে অস্ত্রধারী না পাইল ॥
ভীমহস্তে গদা দেখি কোপে আসে বাণ।
প্রজ্বলিত অগ্নি যেন পর্ব্বত সমান ॥
ঘোরনাদে গর্জ্জে শর ভীমে বিনাশিতে।
নারায়ণ দেখি তাহা চিন্তিলেন চিতে ॥
রথ ত্যজি ধাইলেন গোবিন্দ সত্বরে।
আচ্ছাদিল ভীমসেনে নিজ কলেবরে ॥
মহাতেজোময় অস্ত্র সংসার ব্যাপিল।
কৃষ্ণের পরশে তেজ সব সম্বরিল ॥
আপনার তেজ হরি আপনি ধরিয়া।
ভীমে রক্ষা করিলেন অস্ত্র নিবারিয়া ॥
স্বর্গে দেবগণ সবে করে জয় জয়।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ সানন্দ হৃদয় ॥
গঙ্গাপুত্র হইলেন আনন্দিত মন।
ধনু এড়ি করিছেন কৃষ্ণের স্তবন ॥
জয় জয় নারায়ণ ভুবনপালন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি জগততারণ ॥
নমো নমো বাসুদেব মুকুন্দ মুরারি।
নমস্তে মাধব জয় দুষ্ট-দর্পহারী ॥
সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তী পুত্র জন্মাইল।
ত্রিজগদীশ্বর যার সারথি হইল ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে বীরবর।
আপনার রথেতে গেলেন গদাধর ॥
গাণ্ডীব লইয়া হাতে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন মুষলধারে অস্ত্র বরিষণ ॥
সহস্র সহস্র রথী গজ অগণন।
বাণে কাটি লইলেন শমন সদন ॥
ধনুক ধরিয়া ভীষ্ম করেন সন্ধান।
নিমিষেতে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ ॥
নিবারিয়া অস্ত্র পুনঃ এড়ে আর শর।
শরে নিবারিল তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করেন ছেদন।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করে নিবারণ ॥
হেনমতে বহু যুদ্ধ হয় দুই জনে।
নাহি লিখিলাম সব বাহুল্য কারণে ॥
ক্রোধে ভীষ্ম পঞ্চ শর সন্ধান পূরিল।
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে প্রবেশ করিল ॥
করে ধরি অস্ত্র পার্থ করিতে বাহির।
মারিল অযুত রথী ভীষ্ম মহাবীর ॥
জয়শঙ্খ দিয়া বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন রণে নিবর্ত্তিল ॥

কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
হেনমতে ছয় দিন হইল সমর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে শুনি ভব তরি॥

———

হনুমানের সহিত বিবাদ ও অর্জ্জুনের
শর দ্বারা সাগর-বন্ধন কথন।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহাশয়।
কহেন গোবিন্দে অতি করিয়া বিনয়॥
করিছেন পিতামহ সৈন্যের নিধন।
কি করি উপায় এবে কহ নারায়ণ॥
নারায়ণ অস্ত্রে ভীষ্ম পূরিল সন্ধান।
দেবাসুরে কেহ যার নাহি জানে নাম॥
মহাকোপে আসিল সে ভীমে মারিবারে।
আপনি করিলে রক্ষা আবরিয়া তারে॥
মনে লয় যাহা মম শুন হৃষীকেশ।
রাজ্যে কার্য্য নাহি বনে করিব প্রবেশ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন ধর্ম্ম নৃপবর।
অমঙ্গল চিন্তা কেন কর নিরন্তর॥
তীর্থ পর্য্যটনে আমি গেলাম যখন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যাই দ্বারকাভুবন॥
সুগন্ধি কনকপদ্ম গন্ধে মনোহর।
সত্রাজিত নন্দিনীকে দেন দামোদর॥
দেখিয়া রুক্মিণী মনে ক্রোধ যে করিল।
শরীর ত্যজিব মনে হেন বিচারিল॥
এ সব বৃত্তান্ত জানিলেন নারায়ণ।
পুষ্পহেতু মোরে আজ্ঞা দিলেন তখন॥
আমি কহিলাম পুষ্প আছে কোন্‌খানে।
হরি কহিলেন আছে কদলীর বনে॥
সেইক্ষণে ধনুর্ব্বাণ লইলাম আমি।
গেলাম কদলীবনে অতি শীঘ্রগামী॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখি পুষ্প মনোহর।
রক্ষক রয়েছে চারি মর্কট বানর॥
পুষ্প তুলিবারে আমি যাইনু যখন।
দেখিয়া তাহারা মোরে করিল বারণ॥
না মানিয়া পুষ্প আমি তুলি নিজ মনে।
দেখিয়া ছুটিয়া তারা গেল চারিজনে॥
গিয়া হনুমানে সব কহে সমাচার।
শ্রুতমাত্র আসে তথা পবন কুমার॥
আমারে দেখিয়া বলে হ'য়ে ক্রোধ মন।
অন্যায়ী কিরাত চোর শুন রে বচন॥
যাইবে শমন পুরী ইচ্ছা হৈল তোর।
সে কারণে পুষ্প তোল' উদ্যানেতে মোর॥
ইন্দ্র চন্দ্র দেবগণ নাহি আসে ডরে।
অধম কিরাত কেন এলে মরিবারে॥
নিত্য নিত্য পূজা আমি করি রঘুবীর।
যাঁহার প্রসাদে মোর অক্ষয় শরীর॥
আমি কহিলাম তুই জাতিতে বানর।
বনফল খেয়ে ভ্রম বনের ভিতর॥
নাহি জানি কটু কথা বলিস আমারে।
যদি প্রাণে মারি তোরে কে রাখে সংসারে॥
বড় বীর বলি মনে কর রঘুনাথ।
সংসারেতে তাঁর বল আছয়ে বিখ্যাত॥
বানর পাথর বহি সাগর বান্ধিল।
তবে সে কটক ল'য়ে পার হ'য়ে গেল॥
শরেতে আপনি যদি বান্ধিত সাগর।
তবে আমি কহিতাম তাঁরে বীরবর॥
হনু ক্রোধে বলে শুন কিরাত অধম।
ত্রিভুবনে খ্যাত যত রামের বিক্রম॥
হরধনু ভাঙ্গিলেন যিনি অবহেলে।
পরশুরামেরে যিনি জিনিলেন বলে॥
শরেতে সাগর বান্ধা তাঁর চিত্র নহে।
কটকের মহাভার কি প্রকারে সহে॥
সে কারণে বান্ধিলেন পাষাণে সাগর।
রামের করহ নিন্দা অধম পামর॥
ইহার উচিত ফল পাবে মোর ঠাঁই।
পড়িলে আমার হাতে অব্যাহতি নাই॥
তুমি যদি মহাবীর বড় ধনুর্দ্ধর।
শরেতে সাগর বান্ধি কর মোরে পার॥
আমার ভারেতে যদি তব বাঁধ রয়।
তবে ত হইবে সখা এ কথা নিশ্চয়॥

যদ্যপি আমার ভারে বাঁধ হয় ভঙ্গ।
সাক্ষাতে তোমারে আজি দেখাইব রঙ্গ॥
আমি কহিলাম যদি বান্ধি হে সাগর।
তোমারে কি গণি পার হয় চরাচর॥
তোমার ভরেতে যদি মম বাঁধ ভাঙ্গে।
তবে পরাজিত আমি হইব তব আগে।
সাগর তীরেতে তবে গেনু দুই জন।
ধনুকে টঙ্কার আমি দিলাম তখন॥
বৃষ্টি ধারাবৎ অস্ত্র হইল বর্ষণ।
পদ্ম শঙ্খ আদি বাণ কে করে গণন॥
নিমেষেতে বান্ধিলাম শতেক যোজন।
দেখি বাঁধ হনুমান সবিস্ময় মন॥
জানি যে কিরাত নহে হবে কোন জন।
কোন দেবতার ক্রোধে পড়িনু এখন॥
এতেক ভাবিয়া বীর বলে মোরে হাসি।
ক্ষণেক বিলম্ব কর শীঘ্র আমি আসি॥
এত বলি উত্তরেতে চলে মহাবীর।
বাড়াইল উভে লক্ষ যোজন শরীর॥
লোমে লোমে মহাবীর পর্ব্বত বান্ধিল।
পর্ব্বত স্কন্ধেতে কত শত তুলি নিল॥
মহাবেগে আসে বীর কৃতান্ত আকার।
লুকাইল রবিতেজ হৈল অন্ধকার॥
নিরখিয়া দেখি রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
হনুমানে হেরি মম কাঁপিল অন্তর॥
মহাভয় পেয়ে আমি স্মরি মনে মন।
অন্তর্য্যামী সব জানিলেন নারায়ণ॥
হনুমান অর্জ্জুনেতে হৈল বিসংবাদ।
মহাবীর হনুমান পাড়িল প্রমাদ॥
এতেক চিন্তিয়া প্রভু আসিয়া ত্বরিতে।
রহে কচ্ছপ রূপে বাঁধের নীচেতে॥
কোপে হনুমান ডাকি আমাপ্রতি বলে।
এবে বাঁধ কর রক্ষা প্রতিজ্ঞা করিলে॥
বিপদেতে আমি পড়ি সাহস করিলাম।
নিঃশঙ্কাতে হও পার ডাকি বলিলাম॥
হনুমান ভরে কম্পমানা বসুমতী।
বান্ধে এক পদ দিল হ'য়ে ক্রুদ্ধ অতি॥
আর পদ তুলি দেয় যেমন সুধীর।
কচ্ছপের মুখ হইতে বহিল রুধির॥
হইল লোহিত বর্ণ সাগরের জল।
তাহা দেখি সচিন্তিত হৈল মহাবল॥
পৃথিবী সহিতে মোর ভর নাহি পারে।
শর বাঁধ কি প্রকারে রহিল সাগরে॥
কেন বা এ রক্তবর্ণ সাগরের নীর।
এতেক চিন্তিয়া জ্ঞান দৃষ্টি করে বীর॥
জানিল ধ্যানেতে প্রভু বাঁধের নীচেতে।
লাফ দিয়া তটে পড়ে অতি ভীত চিতে॥
বান্ধের নীচেতে প্রভু রঘুকুলমণি।
আমি পশু মূঢ়মতি ইহা নাহি জানি॥
অজ্ঞান অধম আমি বড়ই বর্ব্বর।
না জানিয়া আরোহিনু প্রভুর উপর॥
তবে ত কচ্ছপ রূপ ত্যজিয়া শ্রীহরি।
নবদুর্ব্বাদল শ্যাম হন ধনুর্দ্ধারী॥
হনুমান প্রতি তবে বলেন বচন।
আমার পরম ভক্ত তোমরা দুজন॥
দুইজনে প্রীতি কর ছাড় মনে রোষ।
আমারে করহ ক্ষমা অর্জ্জুনের দোষ॥
কৃতাঞ্জলি বলে হনু করিয়া বিনয়।
অপরাধ ক্ষম মোর ওহে দয়াময়॥
শুনি হরি উভয়ের সখ্য করাইয়া।
উভয়েরে শান্ত করি গেলেন চলিয়া॥
আমা চাহি হনুমান বলেন বচন।
তুমি আমি সখা হইলাম দুইজন॥
তোমার সহায় আমি সদাই থাকিব।
সমর-সঙ্কটে তব সাহায্য করিব॥
এতেক বলিয়া বীর গেলেন উত্তর।
পুষ্প ল'য়ে আসিলাম দ্বারকা নগর॥
বড় বড় সঙ্কটেতে রাখিলেন মোরে।
কেন বৃথা ধর্ম্ম রাজ চিন্তিছ অন্তরে॥
এত বলি প্রবোধেন পার্থ ধর্ম্মনৃপে।
রজনী বঞ্চেন নানা কথায় আলাপে॥

——

সপ্তম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

প্রভাতেতে দুই দল সাজিল সকলে।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র উথলে॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ গজের গর্জ্জন।
ধনুক টঙ্কার ঘোর রথের নিঃস্বন॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে॥
মুষল মুদ্গর শেল পরশু তোমর।
ভুষণ্ডী পট্টিশ গদা বর্ষে নিরন্তর॥
দুই দলে বাধে যুদ্ধ মহা কোলাহল।
যেমন প্রলয়কালে সমুদ্র কল্লোল॥
ভীষ্ম অর্জ্জুনেতে যুদ্ধ নাহিক তুলনা।
বাণবৃষ্টি নিরন্তর কে করে বর্ণনা॥
মুষল ধারায় যেন বরিষয়ে ঘনে।
তাদৃশ আয়ুধ বৃষ্টি করে দুই জনে॥
ভীমসেন মহাবীর প্রবেশি সমরে।
সহস্র সহস্র রথী দিল যমঘরে॥
গদা হাতে ভীমসেন যেই দিকে ধায়।
বড় বড় যোদ্ধাগণ আতঙ্কে পলায়॥
দেখিয়া রুষিল বীর দ্রোণের নন্দন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
অশ্বত্থামা দেখি বীর চড়ে নিজ রথে।
গদা এড়ি ধনুঃশর তুলি নিল হাতে॥
সন্ধান করিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ।
দ্রোণীর যতেক অস্ত্র করে খান খান॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র বৃকোদর বীর।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে তাহার শরীর॥
দেখি অশ্বত্থামা ক্রোধে এড়ে পঞ্চবাণ।
ভীমের যতেক অস্ত্র করে খান খান॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে দোঁহে মহাবল।
সমরে রুষিল বীর হইয়া প্রবর॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া এড়ে পঞ্চ বাণ।
দ্রোণীর ধনুক কাটি করে খান খান॥
আর দুই বাণ এড়ে কি কহিব কথা।
রথ অশ্ব কাটে আর সারথির মাথা॥
সারথি পড়িল, রথ হইল অচল।
চোখ চোখ বাণ মারে ভীম মহাবল॥
বাণাঘাতে অচেতন দ্রোণের কুমার।
দেখি সব কুরুগণ করে হাহাকার॥
আর রথে করি অশ্বত্থামারে লইল।
মহাবল ভীম সৈন্য বিনাশ করিল॥
কোটি কোটি রথী মারি দিল যমালয়।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা মহাদুঃখ মতি।
রাজগণে আদেশ করিল শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া কলিঙ্গ শত সহোদর আগে।
ভীমেরে মারিতে যায় ধনু ধরি বেগে॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সবে বরিষয়ে শর।
বাণে বাণ নিবারয়ে বীর বৃকোদর॥
চোখ চোখ বাণে বিন্ধে সবার শরীর।
রণে ভঙ্গ দিল সবে হইয়া অস্থির॥
এড়িলেন কোপে রাজা এক শত বাণ।
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান॥
পুনঃ সপ্তবাণ বীর মারে বৃকোদরে।
খণ্ড খণ্ড করি তাহা পাড়ে ভীম শরে॥
শর নিবারিয়া করে অস্ত্রের প্রহার॥
সারথি সহিত অশ্ব করিল সংহার॥
বিরথী হইয়া বীর ভাবে মনে মন।
আর রথে চড়ি করে অস্ত্র বরিষণ॥
বাণ নিবারিয়া বীর করে শরজাল।
ঢাকিল রবির তেজ তিমির বিশাল॥
নিবারিতে না পারিল কলিঙ্গ রাজন।
রথের উপরে পড়ে হ'য়ে অচেতন॥
রাজার সঙ্কট দেখি সহোদরগণ।
করিলেন ভীমোপরি অস্ত্র বরিষণ॥
তাহা দেখি বৃকোদর গদা হাতে লয়।
নিমিষেকে সবাকারে দিল যমালয়॥
সৈন্যগণ বিনাশয়ে পবন-কুমার।
লক্ষ লক্ষ্য সেনাগণে দিল যমদ্বার॥
চেতন পাইয়া উঠে কলিঙ্গ রাজন।
ভাই সব মৃত্যু দেখি মহাশোক মন॥

হস্তী যাটি সহস্র যে রাজার ভিড়নে ।
সবার আদেশে রাজা প্রবেশিল রণে ॥
ভীমেরে ডাকিয়া বলে শুন বীরবর ।
সমরেতে বিনাশিলে মম সহোদর ॥
মোর সহ স্থির হ'য়ে করহ সমর ।
হস্তীর চাপনে তোমা দিব যমঘর ॥
শুনি ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করয় ।
নিশ্চয় তোমারে আজি দিব যমালয় ॥
যে সকল মাতঙ্গের কর অহঙ্কার ।
মুদ্গার আঘাতে সব লব যমঘর ॥
গদার বাতাস বিনা না করি আঘাত ।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুনহ সাক্ষাৎ ॥
এত বলি গদা ল'য়ে যায় বীরবর ।
কোপেতে ফিরায় গদা মাথার উপর ॥
দিলেন আপন তেজ ভীমে হৃষীকেশ ।
উন পঞ্চাশৎ বায়ু গদাতে প্রবেশ ॥
গদা ফিরাইয়া বীর ধায় মহারোষে ।
উড়াইয়া হস্তিগণ ফেলিল বাতাসে ॥
আকাশেতে ঘূর্ণি বায়ু বহে নিরন্তর ।
গদার বাতাসে তথা উড়িল কুঞ্জর ॥
ঘূর্ণিত বায়ুতে হস্তী ঘূর্ণিমান হয় ।
অদ্যাবধি ঘুরিতেছে পড়িতে না পায় ॥
একৈক যোজন মধ্যে যত সৈন্য ছিল ।
গদার বাতাসে ভীম সবে উড়াইল ॥
পর্ব্বত কাননে কত পড়ে দেশান্তরে ।
কতক পড়িল গিয়া সাগর ভিতরে ॥
দেখি সব দেবগণে লাগে চমৎকার ।
কৌরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার ॥
তবে বৃকোদর বীর অতি বেগে ধায় ।
একঘায়ে কলিঙ্গেরে লয় যমালয় ॥
রথ অশ্ব সহ সব গুঁড়া হ'য়ে গেল ।
দেখিয়া কৌরব দলে আতঙ্ক হইল ॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান ।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ বাণ ॥
সহস্র সহস্র বাণ মারে একেবারে ।
ভীমের শরীর বিদ্ধ করিল প্রহারে ॥

দেখি বীর বৃকোদর চড়ে গিয়া রথে ।
গদা এড়ি ধনুঃশর লইলেক হাতে ॥
বাণ বৃষ্টি করি বীর নিবারয়ে শর ।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধে পুনঃ দ্রোণ কলেবর ॥
দোঁহে দোঁহাপরে করে অস্ত্র বরিষণ ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করয়ে বারণ ॥
জয়দ্রথ নকুলেতে হয় ঘোর রণ ।
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ ॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর ।
শরেতে জর্জ্জর হৈল উভয় শরীর ॥
ক্রুদ্ধ হৈল সহদেব মাদ্রীর নন্দন ।
শকুনির কাটিলেক হস্ত শরাসন ॥
রথধ্বজ কাটি তার সারথি কাটিল ।
দিব্য ভল্ল পঞ্চগোটা অঙ্গে প্রহারিল ॥
অস্ত্রাঘাতে শকুনি হইল অচেতন ।
অন্য রথে উঠাইয়া নিল যোদ্ধাগণ ॥
অভিমন্যু দ্রোণপুত্রে বাধিল সমর ।
দোঁহে মহাপরাক্রম মহাধনুর্দ্ধর ॥
মহাকোপে অভিমন্যু এড়ে যাটি শর ।
রথ অশ্ব সারথি লইল যমঘর ॥
অন্য রথে চড়ি দ্রোণপুত্র বিপ্রবর ।
মারিলেন আর্জ্জুনিকে সহস্রেক শর ॥
অর্দ্ধপথে কাটিলেন অভিমন্যু বীর ।
সন্ধান পূরয়ে পুনঃ নির্ভয় শরীর ॥
হেনমতে দুইজনে বরিষয়ে শর ।
সংগ্রামে নিপুণ দুই মহাধনুর্দ্ধর ॥
ভূরিশ্রবা দ্রুপদে সংগ্রাম অতিশয় ।
সমান বিক্রম নাহি কারো পরাজয় ॥
শ্রীহরি চালান রথ পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
ভীষ্মের উপরে বীর বরিষয়ে শর ॥
বাণে বাণ নিবারেন গঙ্গার নন্দন ।
করিলা অর্জ্জুনোপরি বাণ বরিষণ ॥
অস্ত্রে কাটি অর্জ্জুন করিল নিবারণ ।
পুনঃ দিব্য দশবাণ করনে ক্ষেপণ ॥
অশ্ব সহ সারথিরে করেন সংহার ।
শরাঘাতে ভীষ্মবীর ব্যথিত অপার ॥

তবে পার্থ লক্ষ শর এড়েন ত্বরিতে।
লক্ষ লক্ষ সেনা কাটি পাড়েন ভূমিতে॥
পার্থের বিক্রম দেখি ভীষ্ম লয় ধনু।
আশী বাণ দিয়া বিন্ধে অর্জ্জুনের তনু॥
অঙ্গেতে প্রবেশে শর রক্ত পড়ে ধারে।
আর ষাটি বাণ মারে কৃষ্ণের শরীরে॥
সহস্রেক বাণ বীর মারিলেন ধ্বজে।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে॥
লক্ষ লক্ষ শরাঘাতে মারে সেনাগণ।
হয় গজ রথী পড়ে কে করে গণন॥
বহিল শোণিত নদী ঘোরতর স্রোতে।
রথ অশ্ব গজপতি ভাসি বুলে তাতে॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন।
সেই বাণে কাটিলেন গাণ্ডীবের গুণ॥
ধনুকেতে আর গুণ দিতে ধনঞ্জয়।
রথী দশ সহস্র মারিল মহাশয়॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন শিবিরে চলিল॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
কাশী কহে সপ্তদিন হইল সমর॥

কৃষ্ণার্জ্জুনের ছলে দুর্য্যোধনের মুকুট আনয়ন।

কৌরবের যোদ্ধাগণ চলিল শিবির।
ভীষ্মের নিকটে গেল দুর্য্যোধন বীর॥
পিতামহ পদে বীর প্রণাম করিয়া।
সবিনয়ে কহে রাজা কৃতাঞ্জলি হৈয়া॥
তোমার সমান বীর নাহিক সংসারে।
দেবতা দানবগণ সবে তোমা ডরে॥
নিঃক্ষত্র পৃথিবীকারী রাম মহাশয়।
তোমার নিকটে হৈল তাঁর পরাজয়॥
হেন মহাবীর তুমি দুর্জ্জয় সংসারে।
মুহূর্ত্তেকে তিন লোক পার জিনিবারে॥
সাত দিন পাণ্ডব সহিত কর রণ।
নির্ব্বিঘ্নে গৃহেতে যায় ভাই পঞ্চজন।
যদ্যপি রণেতে কালি না মার পাণ্ডবে।
অপযশ তোমার যে ঘুষিবেক সবে॥

রুষিয়া উঠিল শুনি ভীষ্ম মহাবীর।
তূণ হৈতে পঞ্চশর করিল বাহির॥
মহাকাল নাম তার জানে সর্ব্বজন।
সুরপতি বজ্র সম নহে নিবারণ॥
বাণ হস্তে করি কহে জাহ্নবী-নন্দন।
কোন' চিন্তা নাহি তব শুনদুর্য্যোধন॥
কল্য রণে পাণ্ডবে নাশিব এই শরে।
দেব দামোদর যদি ছল নাহি করে॥
কৃষ্ণের কারণ বাঁচে ভাই পঞ্চজন।
নহিলে কি শক্তি তার সহে মম রণ॥
কালি পাণ্ডুপুত্রেরে মারিব এই শরে।
তবে সে যাইব আমি আপনার ঘরে॥
দুর্য্যোধন শুনি মহা আনন্দ হইল।
দিব্য রত্নগৃহ তথা নির্ম্মাইয়া দিল॥
সেই গৃহে রহিলেন গঙ্গার নন্দন।
দুর্য্যোধন মনে ভাবে জিনিলাম রণ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ সহ ভ্রাতৃগণ।
যত যোদ্ধাগণ আর দেব নারায়ণ॥
সুভা করি বসিলেন আপন আলয়।
সহদেবে জিজ্ঞাসেন দেবকী-তনয়॥
কিমতে হইবে কালি যুদ্ধের করণি।
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মন্ত্রিমণি॥
সহদেব বলে শুন সংসারের সার।
সকল জানহ তুমি কি বলিব আর॥
দুর্য্যোধন আদেশেতে পিতামহ বীর।
তূণ হৈতে পঞ্চশর করিল বাহির॥
পাণ্ডব বধিব বলি প্রতিজ্ঞা করিল।
দ্বারেতে রহিল অন্তঃপুরে নাহি গেল॥
পাণ্ডবের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয়॥
শুনি যুধিষ্ঠির পাইলেন মহাভয়।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কভু লঙ্ঘন না হয়॥
সবান্ধবে কালি সবে হইবে নিধন।
কি উপায় ইহার হইবে নারায়ণ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা না করিহ
ধনঞ্জয় বীরেরে আমার সঙ্গে দেহ॥

ছল করি ভীষ্মস্থানে আনি পঞ্চবাণ।
অরিষ্ট ঘুচিবে হবে সবার কল্যাণ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন হইয়া বিস্ময়।
ছল করি কিরূপে আনিবা মহাশয় ॥
কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কাম্যবনে যখন আছিলা পঞ্চজন ॥
দুর্ম্মুখে দুর্য্যোধন শুনি সমাচার।
দুষ্ট মন্ত্রিগণ সহ করিল বিচার ॥
দেখাইতে ঐশ্বর্য্য করিল আগমন।
সর্ব্ব সৈন্য সাজিলেক বিনা ভীষ্ম দ্রোণ ॥
করিতে প্রভাসে স্নান দিলেক ঘোষণা।
সবান্ধবে চলে আর যত পুরজনা ॥
তোমার অমান্য করি প্রভাসেতে গেল।
চিত্ররথ পুষ্পোদ্যান তথায় ভাঙ্গিল ॥
শুনি ক্রোধে আইল গন্ধর্ব্ব বীরবর।
দুর্য্যোধন সহ তার হইল সমর ॥
কর্ণ আদি যত যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিল।
দুগণ সহিত দুর্য্যোধনেরে বান্ধিল ॥
প্রমণীর মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
অর্জ্জুনেরে পাঠাইয়া করিলা মোচন ॥
তুষ্ট হ'য়ে পার্থেরে বলিল দুর্য্যোধন।
মম স্থানে চাহি লহ যাহা তব মন ॥
পার্থ বলিলেন এবে নাহি মম কাজ।
সময় হইলে লব শুন কুরুরাজ ॥
সেই সত্য হেতু আজি তথাকারে যাব।
ছল করি নিজ কার্য্য উদ্ধার করিব ॥
এতেক বলিয়া হরি পার্থ দুই জন।
শীঘ্রগতি চলিলেন যথা দুর্য্যোধন ॥
শ্রীহরি বলেন আমি থাকিব বাহিরে।
তুমি গিয়া মুকুট আনহ মাগি বীরে ॥
মুকুট মস্তকে দিয়া যাহ ভীষ্ম যথা।
শর মাগি আনহ ঘুচুক মনোব্যথা ॥
শুনিয়া চলিল পার্থ অতি শীঘ্রতর।
গিয়া দ্বারী জানাইল নৃপতি গোচর ॥
শুনি রাজা দুর্য্যোধন ত্বরিত ডাকিল।
অন্তঃপুরে দিব্যাসনে পার্থে বসাইল ॥
জিজ্ঞাসিল কি হেতু তোমার আগমন।
যে বাঞ্ছা তোমার তাহা করিব পূরণ ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা পূর্ব্ব অঙ্গীকার।
মুকুট আমারে দিয়া সত্যে হও পার ॥
শুনি দুর্য্যোধন নাহি বিলম্ব করিল।
মাথার মুকুট আনি ধনঞ্জয়ে দিল ॥
মুকুট পাইয়া বীর হরষিত মন।
তথা হৈতে চলিলেন ভীষ্মের সদন ॥
মুকুট শিরেতে বান্ধি উপনীত পার্থ।
দেখি ভীষ্ম সমাদর করিল যথার্থ ॥
ভীষ্ম কহে কহ শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
এত রাত্রে কি জন্য হেথায় আগমন ॥
পার্থ বলিলেন দেহ মহাকাল শর।
স্বহস্তে পাণ্ডবে বধি জিনিব সমর ॥
হাসি গঙ্গাপুত্র শর দিল সেইক্ষণে।
নিলেন অর্জ্জুন তাহা হরষিত মনে ॥
হেনকালে শ্রীহরি দিলেন দরশন।
দেখি ভীষ্ম জানিলেন সকল কারণ ॥
কৃষ্ণ প্রতি বলিছেন শান্তনু-কুমার।
কি হেতু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে আমার ॥
শিব সনকাদি তব না জানে মহিমা।
দেবগণ মুনিগণ দিতে নারে সীমা ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর জগতের পতি।
আপনি হইলা তুমি পাণ্ডব-সারথি ॥
আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি রাখিলে পাণ্ডবে।
তোমার প্রতিজ্ঞা কালি ভাঙ্গিব আহবে ॥
সান্ত্বনা করিয়া ভীষ্মে দেবকী-নন্দন।
অস্ত্র ল'য়ে দুইজন করেন গমন ॥
পাণ্ডবগণের তাহে আনন্দ হইল।
মৃতদেহে যেন আসি প্রাণ সঞ্চারিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অষ্টম দিনের যুদ্ধারম্ভ।

দুর্য্যোধন রাজা শুনি হৈল দুঃখমন।
প্রভাতে করিল বীর বাহিনী সাজন ॥

হরিষেতে পাণ্ডবের সৈন্যগণ সাজে ।
তূরী ভেরী দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজে ॥
চতুরঙ্গ দল সাজি সমরে আইল ।
সৈন্যগণ-কোলাহলে আকাশ ব্যাপিল ॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে ।
আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে ॥
নানা অস্ত্র সৈন্যগণ করে বরিষণ ।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে ঘন ॥
পার্থ ধনুর্দ্ধর রথে শ্রীহরি সারথি ।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ নিলেন ঝটিতি ॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন অর্জ্জুন ।
বাজিল ভীষ্মের শঙ্খ তা হ'তে দ্বিগুণ ॥
দুই শঙ্খনিনাদে হইল মহারোল ।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ভীষ্ম বলেন বচন ।
আজিকার রণে পার্থ বুঝিব বিক্রম ॥
দুর্য্যোধন রাজার মুকুট নিলে তুমি ।
কৃষ্ণের ছলনা এত না বুঝিনু আমি ॥
কৃষ্ণের মায়ায় বশ এ তিন সংসার ।
ব্রহ্ম হর অগোচর কিবা অন্য আর ॥
ছল করি মম স্থানে নিলে পঞ্চ শর ।
বুঝিব কিমতে আজি করিবে সমর ॥
আজি মম প্রতিজ্ঞা শুনহ ধনঞ্জয় ।
কৃষ্ণে ধরাইব অস্ত্র জানিহ নিশ্চয় ॥
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি যদি নাহি করি ।
শান্তনুনন্দন বৃথা ভীষ্ম নাম ধরি ॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি যত দেবগণ ।
কৌতুক দেখিতে সবে আইল তখন ॥
প্রথমে প্রতিজ্ঞা এই করিলেন হরি ।
ভারত সমরে অস্ত্র নাহি করে ধরি ॥
প্রতিজ্ঞা করিল এবে গঙ্গার নন্দন ।
দেখিব কাহার পণ করিবে রক্ষণ ॥
অনন্তর ভীষ্ম বীর সন্ধান পূরিল ।
গগন ছাইয়া বাণে অন্ধকার কৈল ॥
সন্ধান পূরিয়া পার্থ এড়িলেন বাণ ।
অর্দ্ধপথে কাটি ভীষ্ম করে খান খান ॥

পুনঃ বাণ এড়িলেন ইন্দ্রের নন্দন ।
শীঘ্র হস্তে ভীষ্ম তাহা কাটে সেইক্ষণ ॥
দোঁহে দোঁহোপরে অস্ত্র করয়ে প্রহার ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করয়ে সংহার ॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নে বাধে ঘোরতর রণ ।
চমৎকৃত হ'য়ে তাহা দেখে সর্ব্বজন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণেরে মারিল মহা-শর ।
দ্রোণ মারে শত বাণ তাহার উপর ॥
মহাক্রোধে দ্রোণাচার্য্য পূরিল সন্ধান ।
ধৃষ্টদ্যুম্নে মারিলেন আর দশ বাণ ॥
হাহাকার করে লোক দেখি মহাবাণ ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শর হানি করে খান খান ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু পাইলেন লাজ ।
শক্তি ফেলি মারিলেন হৃদয়ের মাঝ ॥
মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন পূরিল সন্ধান ।
দ্রোণের সে মহাশক্তি করিল দুখান ॥
মহাক্রোধে দ্রোণ গুরু বরিষয়ে শর ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-ধনুক কাটিল বীরবর ॥
ধনু কাটা গেল দেখি গদা নিল হাতে ।
গদা ফেলি মারিলেন দ্রোণাচার্য্য-মাথে ।
নিম্ন হ'য়ে এড়াইল দ্রোণ মহাবলী ।
দুর্য্যোধন দেখিয়া হইল কুতূহলী ॥
তবে দ্রোণ দশ বাণে পূরিয়া সন্ধান ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-রথধ্বজ করে দুই খান ॥
বিরথ হইয়া বীর খড়্গ নিয়া যান ।
সারথির মাথা কাটি কৃতান্তে পাঠান ॥
খড়্গের প্রহারে চারি অশ্ব সংহারিল ।
চোখ চোখ শর দ্রোণ আচার্য্য মারিল ॥
পঞ্চ শরে খড়্গ কাটি আচ্ছন্ন করিল ।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র অঙ্গে প্রবেশিল ॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যথিত অন্তর ।
অভিমন্যু-রথে গিয়া উঠিল সত্বর ॥
ভীম দুর্য্যোধন যুদ্ধ কি দিব তুলনা ।
চমৎকৃত হইয়া দেখেন সর্ব্বজনা ॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে সংগ্রাম ভিতর ।
দোঁহার প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥

মহাকোপ উপজিল বৃকোদর বীরে।
করিল প্রহার গদা রাজার উপরে॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হইল ব্যথিত।
আপনার রথে গিয়া উঠিল ত্বরিত॥
পুনর্ব্বার করিলেন অস্ত্র বরিষণ।
দেখি নিজ রথে চড়ে পবন-নন্দন॥
দুইজনে নানা অস্ত্র করেন প্রহার;
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করয়ে সংহার॥
মহাক্রোধে ভীমসেন পূরিল সন্ধান।
দুর্য্যোধন কাটিয়া করিল দুই খান॥
আর ধনু লইলেন রাজা বীরবর।
সে ধনুক কাটিলেন বীর বৃকোদর॥
পুনঃ পুনঃ দুর্য্যোধন যত ধনু লন।
কাটিয়া পাড়েন তাহা পবননন্দন॥
রাজার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ
ভীম প্রতি করিলেন বাণ বরিষণ॥
বাণে নিবারিয়া তাহা বীর বৃকোদর।
নিজ শরে সর্ব্ব বীরে করিল জর্জ্জর॥
কাহার' কাটিল ধ্বজ কাহার' সারথি।
কার' মাথা কাটিলেন ভীম মহামতি॥
ভীমের বিক্রমে আর কেহ নহে স্থির।
রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর॥
মহাক্রোধে ভীমসেন বরিষয়ে শর।
সহস্র সহস্র সেনা দিল যমঘর॥

ভীষ্ম কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ।

সেনাভঙ্গ দেখি কৃপাচার্য্য মহামতি।
ভীমের সম্মুখে বীর আইল ঝটিতি॥
দিব্য অস্ত্র এড়িলেন পূরিয়া সন্ধান।
ভীমের ধনুক কাটি করে দুই খান।
কাটা ধনু ফেলি বীর অন্য ধনু লৈয়া।
কৃপাচার্য্যে ঢাকিলেন শরশ্রেণী দিয়া॥
বাণে নিবারিয়া তাহা কৃপ দ্বিজবর।
ভীমের উপরে পুনঃ মারিলেন শর॥
দোঁহে বাণ বিশারদ সমরে প্রচণ্ড।
উভয়ের অস্ত্র দোঁহে করিল দ্বিখণ্ড॥

সাত্যকি সহিতে হয় ভূরিশ্রবা রণ।
অভিমন্যু সহ যুঝে সুশর্ম্মা রাজন॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষ সমরে আইল।
উভয়ের পরাক্রম রণে প্রকাশিল।
অশ্বত্থামা সহ যুঝে দ্রুপদ রাজন।
গগন ছাইয়া করে অস্ত্র বরিষণ॥
যুধিষ্ঠির সহ যুঝে শল্য মহামতি।
দুর্ম্মুখ সহিত যুঝে বিরাট নরপতি॥
নকুল সহিতে হয় দুঃশাসন রণ।
কেহ কারে জিনিতে না পারেন কখন॥
সহদেব সহ যুঝে শকুনি দুর্ম্মতি।
সহদেব কাটিলেন তাহার সারথি॥
ধনুর্গুণ কাটি তার কবচ ভেদিল।
মর্ম্মব্যথা পাইয়া শকুনি পলাইল॥
শকুনির পলায়নে হরষিত মন।
সৈন্যোপরি করিলেন বাণ বরিষণ॥
অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ ঘোর দরশন।
শূন্যমার্গে থাকিয়া দেখেন দেবগণ॥
দুই বীর অস্ত্রবৃষ্টি করে নিরন্তর।
নিবারণ করে দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর॥
ক্রোধে ভীষ্ম শত শরে পূরিল সন্ধান
অর্দ্ধ পথে পার্থ করিলেন খান খান॥
বাণ ব্যর্থ করি পার্থ এড়িলেন শর।
ভীষ্মের সে ধনুর্গুণ কটেন সত্বর॥
অন্য গুণ ধনুকেতে দিল মহাশয়;
সহস্রেক বাণ একেবারে বরিষয়॥
গগন ছাইয়া হৈল বাণের সঞ্চার।
রবিতেজ আচ্ছাদিয়া হৈল অন্ধকার॥
নিবারিতে না পারিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শরাঘাতে হইলেন তিনি জর জর॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
কৃষ্ণের শরীরে বাণ করিল ঘাতন॥
তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর মহাকোপ মন।
ভীষ্মের শরীরে বাণ করেন ঘাতন॥
পুনর্ব্বার দিব্য অস্ত্র এড়েন ত্বরিতে।
ভীষ্মের হাতের ধনু কাটেন তাহাতে॥

আর ধনু নিল শীঘ্র ভীষ্ম বীরবর।
সেই ধনু কাটিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
ভীষ্ম তারে প্রশংসিল সাধু সাধু করি।
শরবৃষ্টি করে বীর আর ধনু ধরি ॥
বাসুদেব সারথি অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
দোঁহারে বিন্ধিয়া ভীষ্ম করেন জর্জ্জর ॥
লক্ষ শর আরো মারে সৈন্যের উপর।
কোটি কোটি সেনাপতি যায় যমঘর ॥
কালান্তক যম যেন ভীষ্ম মহাবীর।
পাণ্ডবের সৈন্য মারি করিল অস্থির ॥
মনেতে সম্ভ্রম পাইলেন যদুবীর।
ভীষ্মের শরেতে বিদ্ধ শ্যামল শরীর ॥
তবে পার্থ মাহাবীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
কাটেন ভীষ্মের বাণ সন্ধান পূরিয়া ॥
আর বাণ এড়িলেন অতিশয় রোষে।
পড়িল কৌরব-সৈন্য শমনের গ্রাসে ॥
দেখিয়া হইল রুষ্ট গঙ্গার নন্দন।
আকাশ ছাইয়া করে অস্ত্র বরিষণ ॥
নাহি দিক বিদিক মিহিরের প্রকাশ।
শূন্যমার্গ রুদ্ধ করে না চলে বাতাস ॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান হইল আঁধার।
নিবারিতে না পারেন কুন্তীর কুমার ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব হইল কাতর।
সমরে সমর্থহীন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুন দুর্ব্বল আর সৈন্যের নিধন।
নিবৃত্ত না হয় ভীষ্ম মারে সৈন্যগণ ॥
মহাকোপ উপজিল দৈবকী-নন্দনে।
আজি আমি বিনাশিব যত কুরুগণে ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে বাণ না ধরিব।
না ধারিলে আজি রণে পাণ্ডবে হারাব ॥
এতেক চিন্তেন লক্ষ্মীকান্ত মনে মনে।
চোখ চোখ বাণ ভীষ্ম মারে ঘনে ঘনে ॥
অস্থির হইয়া হরি কমললোচন।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন ॥
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মকে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ ॥
গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি।
পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত বসুমতী ॥
চমৎকৃত হ'য়ে চাহি দেখে সর্ব্বজন।
ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ ॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের উপর ॥
আইসে ভুবনপতি মারিতে আমাকে।
মারুক আমারে যেন দেখে সর্ব্বলোকে ॥
শীঘ্র আসি কৃষ্ণ কর আমারে সংহার।
তোমার প্রসাদে তরি এ ভব-সংসার ॥
তোমার বাণেতে যদি সংগ্রামে মরিব।
দিব্য বিমানেতে চড়ি বৈকুণ্ঠে যাইব ॥
এতেক বলিয়া বীর ত্যজে ধনুঃশর।
কৃতাঞ্জলি স্তুতি করে মহাধনুর্দ্ধর ॥
ভক্তের অধীন তুমি বিরিঞ্চিমোহন।
নমস্তে সুদাম বিপ্র দারিদ্র ভঞ্জন ॥
ধ্রুবকে অভয় পদ দিলা চক্রধারী।
প্রহ্লাদে রক্ষিলা হিরণ্যকশিপু সংহারি ॥
নমস্তে বামনমূর্ত্তি নমো জনার্দ্দন।
নমো রামচন্দ্র দশস্কন্ধ বিনাশন ॥
ভক্তের অধীন তুমি জানে চরাচরে।
আমার প্রতিজ্ঞা আজি রাখিলা সমরে ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে ভীষ্ম বীর।
আনন্দে পূর্ণিত মন লোমাঞ্চ শরীর ॥
দেখিয়া কৃষ্ণের ক্রোধ ইন্দ্রের নন্দন।
রথ হৈতে নামি ধাইলেন সেইক্ষণ ॥
দশ পদ অন্তরে ধরেন দুই হাত।
সম্বর সম্বর ক্রোধ ত্রিভুবন নাথ ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে তোমার অগ্রেতে।
ভীষ্মের বিনাশ আমি করিব যুদ্ধেতে ॥
ভীষ্মে মারি কুরুবংশ করিব যে ক্ষয়।
তোমার প্রসাদে রণে হইবেক জয় ॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া দামোদর।
ক্ষান্ত হ'য়ে চড়িলেন রথের উপর ॥
অনন্তর ধনঞ্জয় ধরি শরাসন।
ইন্দ্রদত্ত দিব্য বাণ করেন ক্ষেপণ ॥

সহস্রেক রথী তাহে গেল যমদ্বার ।
সহস্র সহস্র গজ হইল সংহার ।
দেখি ভীষ্ম শক্তি এড়িলেন বজ্রসার ।
ইন্দ্রবাণে কাটিলেন ইন্দ্রের কুমার ॥
এড়েন মাহেন্দ্রবাণ মহেন্দ্র সমান ।
লক্ষ লক্ষ রথী করিলেন খান খান ।
দেখি ভীষ্ম মহাকোপে এড়ে শরগণ ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণে করিল নিধন ।
দশ সহস্র রথী মারি শঙ্খ বাজাইল ।
সন্ধ্যা জানি যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নবম দিনের যুদ্ধ ।

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহামতি ।
সভা করি বসিলেন বিষাদিত অতি ॥
পিতামহ পরাক্রম অতুল ভুবনে ।
কিরূপে হবেন ক্ষয় ভাবেন তা মনে ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বীরবর ।
রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ সংগ্রাম ভিতর ॥
হেন বীর সহ যুঝিবেক কোনজন ।
এত বলি চিন্তাকুল ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা প্রবোধে ধর্ম্মেরে ।
আমার বচন শুন না চিন্ত অন্তরে ॥
ভক্তের অধীন প্রভু জগতে বিদিত ।
সর্ব্বদা করেন ভক্ত কল্যাণ বিহিত ॥
ভক্তের প্রতিজ্ঞা সদা করেন রক্ষণ ।
স্তম্ভেতে নৃসিংহ মূর্ত্তি করেন ধারণ ॥
প্রহ্লাদেরে বহু দুঃখ দিল দৈত্যেশ্বর ।
সে কারণে তাঁহারে দিলেন যমঘর ॥
বলিরে ছলনা করি দিলেন পাতালে ।
আধিপত্য স্বর্গের দিলেন স্বর্গপালে ॥
বিভীষণ রাজা হয় যাঁহার মহিমা ।
অদ্ভুত প্রভুর লীলা নাহি তার সীমা ॥
হেন প্রভু গদাধর তোমার সারথি ।
অকারণে শোক কেন কর মহীপতি ॥

অবশ্য হইবে জয় নাহিক সংশয় ।
এত বলি প্রবোধিল ধর্ম্মের তনয় ॥
এত শুনি পাণ্ডবের প্রবোধ জন্মিল ।
নানা কথা আলাপনে রজনী বঞ্চিল ॥
প্রভাতে উভয় সেনা করিল সাজন ।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে দিল দরশন ॥
যে যার লইয়া অস্ত্র যত যোদ্ধাগণ ।
সিংহনাদ করি রণে ধায় সর্ব্বজন ॥
মহারথিগণ তবে করে অস্ত্রাঘাত ।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল নিপাত ॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন যেন জলধর ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি দিল যমঘর ।
বহিল শোণিত নদী অতি ভয়ঙ্কর ॥
ভীমসেন বিনাশিল যত হস্তীগণ ।
আড়ারির প্রায় তাহে হইল শোভন ॥
নদীফেন সম ভাসে শ্বেত ছত্রগণ ।
কচ্ছপ হইল চর্ম্ম অসি মীন সম ॥
শৈবাল সমান কেশ ভাসি যায় স্রোতে ।
শুশুক সমান গজ ডুবিছে তাহাতে ॥
গ্রাহসম মৃত অশ্ব ভাসি যায় বেগে ।
হস্তপদ তৃণ সম ভাসে চতুর্দ্দিকে ॥
শোণিতের নদী বহে বেগে ভয়ঙ্কর ।
অস্ত্রগণ বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর ॥
প্রচণ্ড সমর দেখি আসেন চামুণ্ডা ।
দিগম্বরী মুক্তকেশী হস্তে শোভে খাণ্ডা ॥
সঙ্গেতে যোগিনীগণ বিস্তারবদনা ।
নরমুণ্ড গলে দোলে বিলোল রসনা ॥
গজমুণ্ড ল'য়ে কর্ণে পরিল কুণ্ডল ।
করতালি দিয়া নাচে হাসে খল খল ॥
নরমুণ্ডমালা কেহ গাঁথি পরে গলে ।
গেঁড়ুয়া খেলায় কেহ মহাকুতূহলে ॥
হাতেতে খর্পর করি করে রক্তপান ।
ক্রীড়ায় যোগিনীগণ আনন্দ বিধান ॥
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে আনন্দেতে ধায় ।
শকুনি গৃধিনী কত উড়িয়া বেড়ায় ॥

ভীষ্ম পার্থ দুই বীর করেন সমর।
চমৎকৃত হ'য়ে চাহে যতেক অমর॥
মহাকোপে ভীষ্মবীর সন্ধান পূরিল।
সহস্র নৃপতি রণে সংহার করিল॥
পাণ্ডবের সেনা বহু বিনাশিল রণে।
হয় হস্তী পদাতিক পড়ে অগণনে॥
যত যোদ্ধাগণ সবে করে ঘোর রণ।
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
তোমর ভুষণ্ডী শেল মুষল মুদ্গর।
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে জলধর॥
মহারোষে বৃকোদর সমরে প্রবেশে।
গদার প্রহারে সৈন্য মারয়ে বিশেষে॥
দেখিয়া ধাইল রণে রাজা দুর্য্যোধন।
করিলেন ভীমোপরি অস্ত্র বরিষণ॥
দেখি বৃকোদর বীর অস্ত্র নিল হাতে।
মারিল নিমেষমাত্রে অস্ত্রের আঘাতে॥
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে রাজার শরীর।
শরাঘাতে মর্ম্মব্যথা পায় কুরুবীর॥
ধনুক ছাড়িয়া বীর গদা ল'য়ে ধায়।
মারিলেন ভীমের সারথি এক ঘায়॥
মহাক্রোধ উপজিল বীর বৃকোদরে।
চোখ চোখ দশ অস্ত্র রাজারে প্রহারে॥
দুই বাণে গদা কাটি করে খান খান।
অঙ্গের কবচ কাটিলেন তনুত্রাণ॥
নিরস্ত্র বিবস্ত্র হয়ে রাজা দুর্য্যোধন।
আপনার সৈন্যে পশি রাখিল জীবন॥
দেখি যত যোদ্ধাগণ অতি বেগে ধায়।
ভীমের উপরে নানা অস্ত্র বরিষয়॥
নিবারিল সর্ব্ব অস্ত্র পবন-নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করিল ঘাতন॥
তাহা দেখি রুষিল আচার্য্য মহামতি।
ভীমের ধনুক বীর কাটে শীঘ্রগতি॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষু পালটিতে।
সেই ধনু কাটে গুরু গুণ নাহি দিতে॥
মহাক্রোধ করিলেন বীর বৃকোদর।
গদা ল'য়ে ধায় বীর নির্ভয় শরীর॥

দেখি দ্রোণাচার্য্য বীর পূরিল সন্ধান।
গদা কাটিবারে বীর এড়ে দশ বাণ॥
গদা ফিরাইয়া বীর করিল বারণ।
দ্রোণাচার্য্য-রথে গদা করিল ঘাতন॥
রথ অশ্ব সারথি হইল সব চুর।
ভূমিতলে পড়িলেন দ্রোণ মহাশূর॥
আর রথে চড়ি গুরু বরিষয়ে শর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিত যেন গিরিবর॥
ভীম বায়ুবেগে গদা মস্তকে ফিরায়।
দ্রোণের সারথি বীর মারে এক ঘায়॥
চোখ চোখ বাণ গুরু পূরিয়া সন্ধান।
কাটিল ভীমের গদা করি খান খান॥
গদা কাটা গেল ভীম কুপিত হইল।
আঁকড়িয়া রথ ধরি তুলিয়া ফেলিল॥
লাফ দিয়া দ্রোণাচার্য্য ভূমিতে পড়িল।
ভূমিতে পড়িয়া রথ চূর্ণ হ'য়ে গেল॥
মহাক্রোধে ভীমসেন ধায় অতি বেগে।
মুকটির ঘায় মারে যারে পায় আগে॥
পদাঘাতে বহু রথ করিলেক চুর।
বড় বড় গজ ধরি ফেলে বহুদূর॥
রথে রথ প্রহারয়ে গজে গজ মারে।
চরণে মর্দ্দিয়া পদাতিকেরে সংহারে॥
এইমত মারামারি করে বৃকোদর।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি নিল যমঘর॥
পুনঃ আর রথে গুরু করি আরোহণ।
করিলেন ভীমোপরি বাণ বরিষণ॥
দেখি ভীম নিজ রথে চড়িয়া বসিল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া নিজ অস্ত্র নিল॥
মুহূর্ত্তেকে নিবারিল আচার্য্যের শর।
নিজ অস্ত্র প্রহারিল আচার্য্য উপর॥
বাণে বাণ নিবারয়ে দোঁহে বীরবর।
দোঁহে অস্ত্রবৃষ্টি করে যেন জলধর॥
অভিমন্যু মহাবীর অর্জ্জুন-নন্দন।
কৌরবের সৈন্যগণ করিল নিধন॥
দেখিয়া রুষিল কৃপাচার্য্য মহামতি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া ধায় শীঘ্রগতি॥

ভীষ্মের শরশয্যা]

[পৃষ্ঠা—৫৮৯

গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুন-নন্দন ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি কৃপাচার্য্য মহাশয়।
পুনঃ দিব্য অস্ত্র নিল সক্রোধ হৃদয় ॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু এড়ে পঞ্চ বাণ।
অভিমন্যু বীরের যে কাটিল ধনুখান ॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥
বাণ বৃষ্টি করে যেন মেঘেতে বরিষে ॥
কৃপের সারথি কাটে আর অশ্ব চারি।
ধ্বজ কাটি পাড়িলেক কৃপ বরাবরি ॥
আর দুই বাণে তার কবচ ভেদিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কৃপ রথেতে পড়িল ॥
দেখি অশ্বত্থামা রণে অগ্রে উত্তরিল।
অভিমন্যু বীর তারে অস্ত্র প্রহারিল ॥
ধনুক কাটিয়া তার দ্বিখণ্ড করিল।
দ্রোণপুত্র মহাবীর লজ্জিত হইল ॥
ক্রোধে আর ধনু হাতে নিল মহাবীর।
অস্ত্র বৃষ্টি করে বহু রণে হ'য়ে স্থির ॥
দ্রৌণীর সমস্ত অস্ত্র কাটে মহাবীর।
পিতৃ সম পরাক্রম সমরে সুধীর ॥
নিজ শরে পুনঃ তারে করয়ে প্রহার।
বাণে নিবারয়ে তাহা অর্জ্জুন কুমার ॥
দোঁহার উপরে দোঁহে নানা বাণ মারে।
দোঁহাকার বাণ দোঁহে নিবারয়ে শরে ॥
এইমত যুঝিল যতেক যোদ্ধাগণ।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে কে করে গণন ॥
অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কি দিব উপমা।
দেবাসুর নরে তাহা দিতে নারে সীমা ॥
পূর্ব্বে যেন সংগ্রাম করিল সুরাসুর।
দোঁহাকার শরাঘাতে কাঁপে তিনপুর ॥
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র করিল সন্ধান।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন খান খান ॥
শত অস্ত্র এড়িলেন গঙ্গার কুমার।
বাণে কাটি অর্জ্জুন করেন ছারখার।
যত বাণ এড়ে ভীষ্ম কাটেন অর্জ্জুন।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু সমরে নিপুণ ॥

তবে পার্থ দশ বাণে পূরিল সন্ধান।
ধনুর্গুণ ভীষ্মের করিল খান খান ॥
দুই বাণে কাটিয়া পাড়েন রথধ্বজ।
দুই বাণে ভেদিলেন অঙ্গের কবচ ॥
হাতের ধনুক কাটি ইন্দ্রের নন্দন।
সহস্রেক মহারথি করেন নিধন।
দেখি মহাকোপে ভীষ্ম অন্য ধনু লয়।
গগন ছাইয়া বীর বাণ বরিষয় ॥
নাহি দেখি দিবাকরে রজনী প্রকাশ।
শূন্যপথ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস ॥
দেখি ইন্দ্র-অস্ত্র নিয়া ইন্দ্রের নন্দন।
নিবারণ করিলেন সর্ব্ব অস্ত্রগণ ॥
কোপে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্রে সন্ধান পূরিল।
দশবাণ অর্জ্জুনের হৃদয়ে হানিল ॥
বাণাঘাতে ব্যথা পায় বাসব-তনয়।
যাটি বাণে বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয় ॥
আট বাণে চারি অশ্বে বিন্ধিল সত্বর।
রথী দশ সহস্র লইল যমঘর ॥
জয়শঙ্খ বাজাইল হৈল সন্ধ্যাকাল।
রথ ত্যজি শিবিরে চলিলা মহীপাল ॥
কৌরব-পাণ্ডবগণ গেল নিকেতন।
নবম দিনের যুদ্ধ হৈল সমাপন ॥

দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা।

প্রভাতে উভয় দল করিয়া সাজন।
সিংহনাদ ছাড়ি কেহ করয়ে গর্জ্জন ॥
যুধিষ্ঠির দুই পার্শ্বে মাদ্রীর তনয়।
পৃষ্ঠে অভিমন্যু সঙ্গে শিখণ্ডী নির্ভয় ॥
তার পাছে সাত্যকি সহিত চেকিতান।
বামভাগে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রমে প্রধান ॥
দক্ষিণেতে ভীমসেন সমরে দুর্জ্জয়।
ধৃষ্টকেতু বিরাট দ্রুপদ মহাশয় ॥
মহা আনন্দেতে সাজে পাণ্ডবের পতি।
সর্ব্ব অগ্রে ধনঞ্জয় গোবিন্দ সারথি ॥
কুরুসৈন্য সাজে সব সমরে দুর্জ্জয়।
সর্ব্ব অগ্রে ভীষ্মবীর অত্যন্ত নির্ভয় ॥

ার পাছে পুত্র সহ দ্রোণ মহাবীর।
মভাগে ভগদত্ত প্রকাণ্ড শরীর॥
ক্ষিণেতে কৃতবর্ম্মা কৃপ বীরবর।
ার পাছে সুদক্ষিণ কম্বোজ ঈশ্বর॥
ায়সেন মদ্রপতি আর বৃহদ্বল।
াত ভাই দুর্য্যোধন ভূপতিমণ্ডল॥
ারস্পর দুই দলে হৈল মহারণ।
্রাসুর যুদ্ধ যেন ঘোর দরশন॥
ারে ভীষ্ম বলিলেন চাহিয়া সারথি।
র্জ্জুন সম্মুখে রথ লহ মহামতি॥
শুনিয়া সারথি বলে শুন কুরুবর।
াজি অমঙ্গল বহু দেখি নিরন্তর॥
মহানাদে ডাকে কাক ভয়ঙ্কর বাণী।
মহাবায়ু বহে, বিনা মেঘে বর্ষে পানী॥
গৃধিনী উড়িছে সব ধ্বজের উপর।
ঘোরনাদে শিবাগণ ডাকে নিরন্তর॥
অমঙ্গল দেখি আজি ভয় হয় মনে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবা আপনে॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অজ্ঞান অবোধ তেঁই জিজ্ঞাস কারণ॥
অর্জ্জুনের সারথি আপনি নারায়ণ।
অমঙ্গল কি করিবে তাঁহা দরশন॥
অশেষ পাপের পাপী যাঁর নামে তরে।
বিমানেতে চড়ি যায় বৈকুণ্ঠনগরে॥
নবঘনশ্যাম রূপ সাক্ষাতে দেখিব।
এই সব অমঙ্গলে কেন ডরাইব॥
এতেক বলিয়া বীর রথ চালাইল।
সিংহনাদে শঙ্খনাদে মেদিনী কাঁপিল॥
মহাক্রোধে ধনুঃশর লইলেক হাতে।
বিনয় করিয়া বীর কহে জগন্নাথে॥
সাবধানে আপনি ধরহ অশ্ব ডুরি।
অর্জ্জুনেরে রক্ষা আজি করহ মুরারী॥
এতেক বলিয়া বীর সন্ধান পূরিল।
সহস্রেক শর একেবারে প্রহারিল॥
শ্রীহরি উপরে বীর মারে দশ বাণ।
ছাড়িল বিংশতি শর লক্ষ্যে হনুমান॥

আর চারি গোটা বাণ ধনুকে যুড়িল।
চারি অশ্ব বিন্ধে তাহে জর্জ্জর করিল॥
আর একাদশ বাণ সৈন্যোপরে মারে।
হয় গজ রথ সব অনেক সংহারে॥
পার্থ এড়িলেন অস্ত্র সন্ধান পূরিয়া।
ভীষ্মের যতেক শর ফেলিল কাটিয়া॥
অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কে করে বর্ণন।
রোধিলেন শূন্যপথ এড়ি অস্ত্রগণ॥
জল স্থল ভারতের পূরিল আকাশ।
অস্ত্রেতে আচ্ছন্ন রবি না হয় প্রকাশ॥
ভীমসেন মারিলেন অনেক যোদ্ধাগণ।
বদনে রুধির ছাড়ি ত্যজিল জীবন॥
দেখিয়া ধাইল রণে দুঃশাসন বীর।
বিংশতি বাণেতে বিন্ধে ভীমের শরীর॥
দেখি মহা ক্রোধভরে পবননন্দন।
ধনু এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল তখন॥
মহাবেগে মারে গদা রথের উপর।
রথ অশ্ব সারথি লইল যমঘর॥
মর্ম্মব্যথা পাইলেক দুঃশাসন বীর।
অজ্ঞান হইল, অঙ্গে বহিল রুধির॥
আর বহু বীরগণে সংহারিয়া রণে।
নিজ রথে চড়ে বীর আনন্দিত মনে॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান।
ভীম অঙ্গে প্রহারিল এক শত বাণ॥
ব্যথিত হইল রণে ভীম বীরবর।
অশ্ব সহ সারথিরে নিল যমঘর॥
তাহা দেখি আগু হৈল অর্জ্জুন-নন্দন।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
পার্থ দত্ত পঞ্চ বাণ এড়ে মহাবীর।
দ্রোণের কবচ কাটি ভেদিল শরীর॥
দুই বাণে চারি অশ্ব দিল যমঘর।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিপর॥
করিল বিরথ দ্রোণে অর্জ্জুন-নন্দন।
চমৎকৃত হ'য়ে চাহে যত কুরুগণ॥
তবে দ্রোণ অন্য রথে চড়ি সেইক্ষণ।
অভিমন্যু সহ গুরু আরম্ভিলা রণ॥

মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ হৈল দুইজনে।
কার' পরাজয় নাহি হয় সেই রণে ॥
পাঞ্চাল বিরাট ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবল।
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রবল ॥
কৌরবের সেনাগণে করিল সংহার।
হইল কৌরব দলে মহা হাহাকার ॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিমন।
রাজগণে আশ্বাসিল করিবারে রণ ॥
ভূরিশ্রবা কৃতবর্ম্মা শল্য জয়দ্রথ।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর রাজা ভগদত্ত ॥
সাহস করিয়া সবে সমরে প্রবেশে।
শত শত সেনা মারি দিল যমপাশে ॥
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রচণ্ড।
যত রাজগণ বিন্ধি করে খণ্ড খণ্ড ॥
কাহার' সারথি কাটে কার' কাটে রথ।
ভঙ্গ দিল রাজগণ নাহি চাহে পথ ॥
মহাপরাক্রম করে পাণ্ডবের দল।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হৈল বিকল ॥
রাখিতে না পারে সৈন্য করিয়া শকতি।
ব্যগ্র হ'য়ে রণে ভঙ্গ দিল কুরুপতি ॥
সিংহনাদ ছাড়য়ে পাণ্ডব-সৈন্যগণ।
কৌরবের সৈন্যগণে করয়ে নিধন ॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির।
তাহা দেখি ভীষ্মে নিবেদিল কুরুবীর ॥
দেখি ভীষ্ম রাজারে আশ্বাসে বহুতর।
স্থির হও দুর্য্যোধন না হও কাতর ॥
যুদ্ধেতে নিয়ম নাহি জয় পরাজয়।
সম্মুখ সংগ্রাম ইথে না করিহ ভয় ॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম মহা ক্রোধমন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বিন্ধিল সহস্র বাণ বীর ধনঞ্জয়ে।
দশবাণে বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়ে ॥
সহস্রেক বাণ মারে ধ্বজের উপরে।
চারি বাণ প্রহারিল চারি অশ্ববরে ॥
আর লক্ষ বাণ বীর সৈন্যেরে প্রহারে।
পাণ্ডবের সৈন্য সব সমরে সংহারে ॥

কালান্তক যম প্রায় ভীষ্ম মহাবীর।
পাণ্ডবের যোদ্ধাগণে করিল অস্থির ॥
কাহার' সারথি কাটে কার' কাটে হয়।
মাথা কটি কাহার' লইল যমালয় ॥
কখন সন্ধান করি, এড়ে তীক্ষ্ণবাণ।
কুম্ভকার চক্র হেন ফিরে ঘূর্ণমান ॥
অদ্ভুত দেখিয়া সব যোদ্ধা ভঙ্গ দিল
পাণ্ডব-সৈন্যেতে মহা বিপত্তি পড়িল ॥
তাহা দেখি রুষিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
আকাশ ছাইয়া শর করে বরিষণ ॥
নাহি দিক্ বিদিক্ না হয় সুপ্রকাশ।
দশদিক রুদ্ধ হয় না চলে বাতাস ॥
কোটি কোটি সেনা বীর হানিলেন রণে।
মারিলেন বীর লক্ষ লক্ষ হস্তীগণে ॥
ইন্দ্রদত্ত পঞ্চশর করিয়া ক্ষেপণ।
ভীষ্ম-বক্ষোদেশে করিলেন নিপাতন ॥
ব্যথিত হইল গঙ্গাপুত্র বীরবর।
অশ্ব সহ সারথিরে দিল যমঘর ॥
কালন্তক সম বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কৌরবের সৈন্যগণে নাশিল সত্বর ॥
শ্রাবণ ভাদ্রেতে যেন পাকাতাল পড়ে।
সেইমত কুরুসৈন্য পড়ে ঝোড়ে ঝাড়ে ॥
অর্জ্জুন-বিক্রম নাহি সহে কুরুগণ।
বড় বড় যোদ্ধা পলাইল ত্যজি রণ ॥
অশ্বত্থমা দ্রোণ কৃপ যুঝে প্রাণপণে।
পাণ্ডবগণেরে নারে নিবারিতে রণে ॥
যুগান্তর সময়ে যেন রবির উদয়।
তেমনি ছাড়েন পার্থ বাণ তেজোময় ॥
যত অস্ত্র দিল ইন্দ্র আদি দেবগণ।
সেই সব অস্ত্র পার্থ করেন ক্ষেপণ ॥
ভীষ্মের শরীর বিন্ধি করেন জর্জ্জর।
কোটি কোটি সেনারে পাঠায় যমঘর ॥
ব্যাঘ্র দেখি যেমন পলায় মৃগগণ।
ভঙ্গ দিল কুরুগণ পরিহরি রণ ॥
অর্জ্জুনের শরজালে ভঙ্গ সব সৈন্য।
জ্বলন্ত অনলে যেন দাহল অরণ্য ॥

গরুড়ে দেখিয়া যথা ধায় নাগগণ।
অর্জ্জুনের ভয়ে সৈন্য পলায় তেমন ॥
অশ্বত্থামা প্রতি বলে দ্রোণ মহাশয়।
যুদ্ধেতে আমার আজি চিত্ত স্থির নয় ॥
পক্ষী সব ঘন ডাকে অতি অলক্ষণ।
ধনুক হইতে উখাড়িয়া পড়ে গুণ ॥
সন্ধান পূরিতে হস্ত হৈতে পড়ে শর।
প্রভাবন্ত নাহি দেখি দেব দিবাকর ॥
দুর্য্যোধন বাহিনীতে গৃধ্র কঙ্ক বুলে।
শিবাগণ ঘোর নাদ করে কুতূহলে ॥
গগনমণ্ডল হৈতে উল্কা পড়ে খসি।
স্থানে স্থানে ভস্ম বৃষ্টি হয় রাশি রাশি ॥
সকল পৃথিবী কাঁপে দেখি ভয়ঙ্কর।
রাহুগ্রহ অকারণে গ্রাসে দিবাকর ॥
ভীষ্মবধে অর্জ্জুনের যে প্রতিজ্ঞা ছিল।
তাহার সময় বুঝি বিধি নিয়োজিল ॥
সে কারণে এতেক উৎপাত ঘনে ঘন।
এ সব দেখিয়া মম স্থির নহে মন ॥
বুঝিলাম আজি যুদ্ধ হৈল বিপরীত।
যথাশক্তি-ভীষ্মের সমরে কর হিত ॥
হেনকালে কৃপ শল্য ভগদত্ত বীর।
কৃতবর্ম্মা জয়দ্রথ নির্ভয় শরীর ॥
বিন্দ অনুবিন্দ চিত্রসেন অনুগত।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর মহারথী যত ॥
সমরে ধাইয়া সবে পাণ্ডবে বেড়িল।
শিবাগণ যেইমত কেশরী ঘেরিল ॥
বাছিয়া বাছিয়া সবে নানা অস্ত্র মারে।
হয় হস্তী আসোয়ার সঘনে সংহারে ॥
দেখিয়া রুষিল তবে বীর বৃকোদর।
গগন ছাইয়া শীঘ্র বরিষয়ে শর ॥
সবাকার অস্ত্র নিবারিয়া বৃকোদর।
প্রত্যেকে সবারে বিন্ধে চোখ চোখ শর ॥
বাছিয়া বাছিয়া বীর এড়ে অস্ত্র-সব।
কৃপের ধনুক কাটি করে পরাভব ॥
আর সব মহাবীর অজ্ঞান হইল।
একেশ্বর ভীমসেন সবে নিবারিল ॥

ক্ষণেকে চেতন পেয়ে দশ বীরবর।
চারিদিকে বেড়ি মারে ভীম একেশ্বর ॥
তাহা দেখি ভীমসেনে ক্রোধ উপজিল।
ধনু এড়ি গদা ল'য়ে সমরে ধাইল ॥
গদার বাড়িতে সব রথ করে চূর।
ভঙ্গ দিয়া দশ বীর পলাইল দূর ॥
মহাক্রোধে বৃকোদর সৈন্যেরে সংহারে।
যারে পায় তারে মারে কিছু না বিচারে ॥
পাণ্ডব-বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির।
রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর ॥
ভীষ্মের সহিত পার্থ প্রবর্ত্তিয়া রণ।
অতুল বিক্রমে সৈন্য করেন নিধন ॥
যত অস্ত্র এড়ে ভীষ্ম কাটি ধনঞ্জয়।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধিলেন তাঁহার হৃদয় ॥
অস্ত্রের ঘাতন আর সৈন্যভঙ্গ দেখি।
মহাক্রোধে অর্জ্জুনে বলিল ভীষ্ম ডাকি ॥
মহাপরাক্রমে আজি করিলা সমরে।
মম সহ যুদ্ধ করি মারিলে সৈন্যেরে ॥
এখন আমার বীর্য্য দেখহ অর্জ্জুন।
আপনা রাখিতে পার তবে জানি গুণ ॥
এত বলি এড়ে বীর সহস্রেক শর।
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় কাটেন সত্বর ॥
দোঁহার উপরে দোঁহে নানা অস্ত্র মারে।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে সমরে সংহারে ॥
কারো পরাজয় নহে সমান বিক্রম।
অর্জ্জুন ভীষ্মের ধনু কাটেন বিষম ॥
চক্ষু পালটিতে ভীষ্ম আর ধনু নিল।
গগন আবরি শর বর্ষণ করিল ॥
মারিল সহস্র বাণ অর্জ্জুন উপর।
চারি বাণে চারি অশ্ব করিল জর্জ্জর ॥
আশী বাণে বিন্ধিলেন কৃষ্ণ-কলেবর।
ষাটি শর মারে তবে ভীমের উপর।
আর লক্ষ শর মারে সেনার উপর ॥
কোটি যোদ্ধা মারিয়া দিলেন যমঘর ॥
হেনরূপে বাণবৃষ্টি করে নিরন্তর।
নিশ্বাস লইতে মাত্র নাহি অবসর ॥

প্রাণপণে অর্জ্জুন এড়েন অস্ত্রগণ ।
বাণ কাটি সৈন্য বধে গঙ্গার নন্দন ॥
জল স্থল শূন্যমার্গ ব্যাপিল আকাশ ।
অস্ত্রে অন্ধকার হৈল না চলে বাতাস ॥
ভীষ্মের বিক্রম যেন কালান্তক যম ।
বজ্রের সমান অস্ত্র মারিল বিষম ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব শরে আবরিল ।
দেখি সব যোদ্ধাগণ রণে ভঙ্গ দিল ॥
কাহার' কাটয়ে রথ কার' ধনুর্গুণ ।
কাহার' সারথি কাটে কার' কাটে তূণ ॥
মধ্যদেশ কাহার' যে ফেলাইল কাটি ।
বুকে বাজি কোন বীর কামড়ায় মাটী ॥
অস্থির পাণ্ডবসৈন্য রণে নাহি রয় ।
রাখিতে নারেন সৈন্য ভীম ধনঞ্জয় ॥
বাণে বাণে কপিধ্বজ রথ আবরিল ।
কুজ্ঝটীতে গিরিবর যেন আচ্ছাদিল ॥
অশ্বেরে চালান ক্রোধ করি নারায়ণ ।
বাণে পথ রোধ রুদ্ধ অশ্বের গমন ॥
তাহা দেখি অর্জ্জুনে বলেন নারায়ণ ।
সাবধানে যুঝ, নাহি চলে অশ্বগণ ॥
মহাক্রোধে যত বাণ মারেন অর্জ্জুন ।
বাণ কাটি পাড়ে তাহা গঙ্গার নন্দন ॥
নিরন্তর বধে সৈন্য নাহি তার লেখা ।
রণমধ্যে পড়ে বাণ যেমন উলকা ॥
দেখি সবিস্ময় তাহে অর্জ্জুনের মন ।
ইন্দ্রদত্ত দিব্য বাণ করেন ক্ষেপণ ॥
গঙ্গার নন্দন তাহা কাটেন ত্বরিতে ।
দেখিয়া বিস্ময় পার্থ মানিলেন চিতে ॥
কৌরবের যোদ্ধাগণ হর্ষিত হইল ।
পাণ্ডবের সেনা সব বিষাদ করিল ॥
অর্জ্জুন অস্থির রণে শ্রীহরি সারথি ।
মনে মনে বিচার করেন যদুপতি ॥
ত্রিভুবন মধ্যে কেহ হেন নাহি বীর ।
ভীষ্মের সংগ্রামে কোন জন হয় স্থির ॥
নাহিক মরণ, নিজ ইচ্ছা হৈলে মরে ।
হেনজনে কোন বীর জিনিবে সমরে ॥
নিজ-মৃত্যু উপায় কহিল মহাশয় ।
এই কালে শিখণ্ডীকে আনাইতে হয় ॥
এত ভাবি শিখণ্ডীকে ডাকেন সত্বর ।
হেনকালে বহে বায়ু গন্ধ মনোহর ॥
আকাশে অমরগণ আইল সকল ।
গগনে দুন্দুভি বাজে মহা কোলাহল ॥
শুনি ভীষ্ম মহাবীর চিন্তে মনে মন ।
হেনকালে ডাকিয়া বলেন দেবগণ ॥
ঋষিগণ মুনিগণ বৈসে সুরলোকে ।
সপ্তবসু সহ সবে আইল কৌতুকে ।
নিবৃত্ত নিবৃত্ত ভীষ্ম পরিহর রণ ।
আকাশেতে ডাকিয়া বলেন সর্ব্বজন ॥
ঋষিগণ মুনিগণে গগন ভরিল ।
করিয়া কুসুমবৃষ্টি ভীষ্মে আবরিল ।
এ সব বৃত্তান্ত আর কেহ না জানিল ।
শান্তনু-তনয় তাহা সকল শুনিল ॥
ভাই সব বলে আর বলে মুনিগণে ।
দেবতার প্রিয়কর্ম্ম চিন্তিলেন মনে ॥
এতেক চিন্তিয়া বীর ক্রোধ সম্বরিল ।
অর্জ্জুন সম্মুখে তবে শিখণ্ডী আইল ॥
অর্জ্জুনের প্রতি হরি বলেন বচন ।
শিখণ্ডীকে অগ্রে রাখি মার অস্ত্রগণ ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন দৈবকী-তনয় ।
এমন কপট যুদ্ধ উচিত না হয় ॥
শ্রীহরি বলেন পার্থ শুনহ উত্তর ।
ভীষ্মে মারি পরাজয় কর কুরুবর ॥
এত বলি শিখণ্ডীকে বসাইল রথে ।
দেখি অস্ত্র ত্যাগ কৈল কৌরবের নাথে ॥
অস্ত্র ত্যাগ করে ভীষ্ম হেঁটমুণ্ড হৈয়া ।
কহিতে লাগিল বীর কৃষ্ণেরে চাহিয়া ॥
ওহে প্রভু নারায়ণ যাদব ঈশ্বর ।
আমারে মারিলা করি কপট সমর ॥
এতেক বলিয়া বীর নানা স্তুতি করে ।
পুলকে সহস্র নাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
শিখণ্ডী ভীষ্মেরে বলে করি অহঙ্কার ।
ক্ষত্রিয়-অন্তক তুমি বিদিত সংসার ॥

শুনিয়াছি পরশুরামের সহ রণ।
দেবের প্রতাপ তব কহে সর্ব্বজন ॥
তোমার প্রতাপ সর্ব্ব জগতে বিদিত।
সে কারণে তোমা সহ যুঝিব নিশ্চিত ॥
পাণ্ডব-সাহায্য হেতু করি মহারণ।
সমরে মারিব তোমা দেখুক সর্ব্বজন ॥
সত্য বলিলাম মম নাহি নড়ে বোল।
আমার সমরে তব মৃত্যু দিল কোল ॥
শিখণ্ডীকে কহে ভীষ্ম মনেতে কৌতুকী।
যদি মৃত্যু হয় তবু তোমাকে উপেক্ষি ॥
স্ত্রীজাতি শিখণ্ডী তোরে বিধাতা সৃজিল।
দৈবের বিপাকে তোরে পাণ্ডব পাইল ॥
শরীর কাটিয়া যদি পড়ে ভূমিতলে।
তোরে দেখি অস্ত্র না ধরিব কোন'কালে ॥
শুনি ক্রোধে শিখণ্ডী লইল ধনুর্ব্বাণ।
মারিলেন ভীষ্মোপরি পূরিয়া সন্ধান ॥
শত শত বাণ মারে বাছিয়া বাছিয়া।
অর্জ্জুন শিখান তাকে বহু বুঝাইয়া ॥
শিখণ্ডী এড়েন বাণ হইয়া নির্ভয়।
সহস্রেক বাণে বিন্ধে ভীষ্মের হৃদয় ॥
নাহিক সম্ভ্রম তার না জানে বেদন।
মৃগীর প্রহারে যেন গজেন্দ্রের মন ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন হাতে লইলেক ধনু।
পঞ্চবিংশ বাণে তাঁর বিন্ধিলেন তনু ॥
শত লক্ষ বাণ মারিলেন একেবারে।
ভীষ্মের কবচ ভেদি রক্ত পড়ে ধারে ॥
অর্জ্জুনের বাণ সব অগ্নি সম ছুটে।
ভীষ্মের শরীরে যেন বজ্রসম ফুটে ॥
গঙ্গার নন্দন বিচারিল মনে মন।
এই অস্ত্র শিখণ্ডীর না হয় কখন ॥
শিখণ্ডী পশ্চাতে থাকি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আমারে মারিছে বাণ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর ॥
এত চিন্তি হরির চরণ ধ্যান করি।
উচ্চরব করিলেন শ্রীহরি শ্রীহরি ॥
বাণাঘাতে শরীর কম্পিত ঘনে ঘন।
শিশির কালেতে যেন কম্পয়ে গোধন ॥

ধনঞ্জয় আপনার অস্ত্র বরিষণে।
রোমে রোমে বিন্ধিলেন গঙ্গার নন্দনে ॥
সর্ব্বাঙ্গ ভেদিল অঙ্গে স্থান নাহি আর।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার ॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র নিলেন তখন।
পিতামহ বক্ষঃস্থলে করেন ঘাতন ॥
বাণাঘাতে মহাবীর হ'য়ে হীনবল।
রথের উপর হৈতে পড়ে ভূমিতল ॥
শিয়র করিয়া পূর্ব্বে পড়িল সে বীর।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির ॥
ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর।
হেনমতে শরশয্যা নিল বীরবর ॥
দেখিয়া কৌরবগণ হাহাকার ক'রে।
সংগ্রাম ত্যজিয়া সবে আসে দেখিবারে ॥
দুর্য্যোধন মহারাজ শোকাকুল হ'য়ে।
রথ ত্যজি মহাবীর আইল ধাইয়ে ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি বীরগণ।
রণ ত্যজি ধায় সবে শোকাকুল মন ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা দুর্য্যোধন।
উঠ পিতামহ, পার্থ সহ কর রণ ॥
স্বয়ম্বরে জিনি ভ্রাতৃগণে বিভা দিলা।
পরশুরামেরে তুমি রণে পরাজিলা ॥
বাহুবলে ক্ষত্রগণে কৈলে পরাজয়।
তোমার নামেতে সুরাসুর কম্প হয় ॥
বড় সাধ আমার আছিল মনে মন।
পাণ্ডবে জিনিয়া পাব সব রাজ্যধন ॥
তাহে বিপরীত হেন বিধাতা হইল।
সুমেরু পর্ব্বত যেন শৃগালে লঙ্ঘিল ॥
তোমার পৌরষ যত ত্রিভুবনে ঘোষে।
সমরে পড়িলে তুমি মম কর্ম্মদোষে ॥
হেনমতে বিলাপ করয়ে কুরুরাজ।
শোকাকুলে কান্দে যত কৌরব-সমাজ ॥
রথ হৈতে নামি তবে ধর্ম্মের নন্দন।
ভীষ্মে দেখিবারে যান সহ জনার্দ্দন ॥
ভীম ধনঞ্জয় আর মাদ্রীর তনয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি দ্রুপদ মহাশয় ॥

শরশয্যায় যেখানে আছে ভীষ্মবীর।
প্রণাম করিয়া কহিছেন যুধিষ্ঠির ॥
ওহে পিতামহ তুমি বলে বীরবর।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদা সাগর ॥
ভৃগুরাম অভিশাপ দিলেন তোমারে।
দুর্য্যোধন হেতু তাহা ফলিল সমরে ॥
শিশুকালে পিতৃহীন হইনু পঞ্চজনে।
পিতৃশোক নাহি জানি তোমার কারণে ॥
ধিক্ ক্ষত্রধর্ম্ম মায়া মোহ নাহি ধরে।
হেন পিতামহ দেবে মারিলাম শরে ॥
ওহে মহাশয় এই উপস্থিত কালে।
নয়ন ভরিয়া দৃষ্টি করহ গোপালে ॥
হাসি ভীষ্ম মহাবীর নয়ন মেলিল।
সাধু সাধু বলি ধর্ম্মপুত্রে প্রশংসিল ॥
মধুর কোমল স্বর অধিক গভীর।
কহিতে লাগিল বীর চাহি যুধিষ্ঠির ॥
এই যে দক্ষিণায়ন আছে যত দিন।
তত দিন শরীর না হবে প্রভাহীন ॥
বল পরাক্রম যত সব পরিহরি।
শরীর ছাড়িয়া আমি প্রাণ মাত্র ধরি ॥
রবির উত্তরায়ণ হইবে যখন।
জানিও তখন আমি ত্যজিব জীবন ॥
রবির উত্তরায়ণ না হয় যাবৎ।
শরের শয্যাতে আমি রহিব তাবৎ ॥
নিরখিয়া কৃষ্ণ মুখ হরিষ অন্তর।
চাহি দুর্য্যোধনে রাজা বলেন উত্তর ॥
শয্যায় আছয়ে মম সকল শরীর।
মাথা লুটী পড়িয়াছে দেখ কুরুবীর ॥
কোন বীর আছে হেথা ক্ষত্রিয় প্রধান।
মাথা যেন নাহি লুটে দেহ উপাধান ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা ধাইল আপনে।
দিব্য উপাধান আনি দিল সেইক্ষণে ॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শয্যা মম শর।
হেন উপাধান কোন হেতু নরবর ॥
ক্ষত্র হ'য়ে আপনি না বুঝহ সময়।
এত বলি মাথা তুলি চাহে ধনঞ্জয় ॥
তবেত অর্জ্জুন বীর নিয়া ধনুঃশর।
তিন বাণ মারি মাথা করেন সোসর ॥
মস্তক ভেদিয়া বাণ মৃত্তিকা ভেদিল।
হেনমতে ভীষ্ম শরশয্যাতে রহিল ॥
আনন্দিত হৈয়া মনে ভীষ্ম মহাবীর।
দুর্য্যোধনে ডাকি কহে হইয়া সুস্থির ॥
শুন দুর্য্যোধন রাজা আমার বচন।
জল আনি দেহ মোরে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা অতি ব্যস্ত হৈয়া।
আনিল শীতল বারি ভৃঙ্গারে পূরিয়া ॥
সুবর্ণ ভৃঙ্গার দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
অর্জ্জুনেরে নিরখিল নির্ভয় শরীর ॥
তবেত অর্জ্জুন বীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
মারে পৃথ্বিতে বাণ আকর্ণ পূরিয়া ॥
পৃথিবী ভেদিয়া বাণ অধঃ প্রবেশিল।
ভোগবতী গঙ্গাজল তথায় উঠিল ॥
দুগ্ধধারা প্রায় পড়ে ভীষ্মের মুখেতে।
দেখি জলপান করে মহা আনন্দেতে ॥
জল পান করি ভীষ্ম হ'য়ে তৃপ্তমন।
দুর্য্যোধন চাহি পুনঃ বলেন বচন ॥
ভাই ভাই বিরোধ না কর কদাচিত।
যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিয়া করহ সম্প্রীত ॥
দুর্য্যোধনে বলে মম প্রতিজ্ঞা না নড়ে।
বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র না দিব পাণ্ডবেরে ॥
শুনি ভীষ্ম কথা দিল আপন অন্তরে।
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে ॥
গঙ্গাপুত্র মহাবীর নীরব হইল।
কৌরবেরা মিলি সবে শিবিরে চলিল ॥

ইতি ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

দ্রোণপর্ব্ব ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

দ্রোণকে সেনাপতিকরণের মন্ত্রণা ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় ।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ ।
আপন ইচ্ছায় তাঁর হইল পতন ॥
ভীষ্ম যদি পড়িল আকুল দুর্য্যোধন ।
হাহা ভীষ্ম শব্দ করি করয়ে রোদন ॥
মহাশোকে রোদন করেন সেনাগণ ।
কর্ণে চাহি কহিতে লাগিল দুর্য্যোধন ॥
ভীষ্মের মরণ কর্ণ মনে পাই ত্রাস ।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিবে কহিলেন ব্যাস ॥
তোমারে জিজ্ঞাসি সখে করহ বিচার ।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার ॥
তোমা বিনা যোদ্ধাপতি নাহিক আমার ।
কেবল ভরসা আমি করিহে তোমার ॥
উপরোধ করি ভীষ্ম না করিল রণ ।
তুমি মোরে ধরি দেহ ধর্ম্মের নন্দন ॥
যদি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর কুমার ।
সত্য কহি শুন বীর সকলি তোমার ॥
এতেক শুনিয়া কহে কর্ণ মহাবীর ।
সদর্পে কহেন কথা নির্ভয় শরীর ॥
মহারাজ কোন চিন্তা না করিহ তুমি ।
একেলা পাণ্ডবগণে বিনাশিব আমি ॥
এত বলি দুর্য্যোধন হরষিত মন ।
শীঘ্র আসি কর্ণেরে দিলেন আলিঙ্গন ॥
হেনকালে কহে কৃপাচার্য্য মহামতি ।
সার কথা বলি শুন কুরু মহীপতি ॥
কর্ণ সেনাপতি নহে দ্রোণ বিদ্যমান ।
পৃথিবীতে বীর নাহি দ্রোণের সমান ॥
একা মহারথী দ্রোণ পৃথিবী ভিতরে ।
অর্দ্ধরথী বলি কহে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ॥
অতএব দ্রোণে তুমি কর সেনাপতি ।
শুনি হৃষ্ট হ'য়ে কহে গান্ধারী সন্ততি ॥
আজি সেনাপতি করি দ্রোণ মহারথী ।
এত বলি দুর্য্যোধন চলে শীঘ্রগতি ॥
কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা কর্ণ ধনুর্দ্ধর ।
শকুনি দুর্ম্মুখ সঙ্গে চলিল সত্বর ॥
হরষিতে দুর্য্যোধন সবারে লইয়া ।
দ্রোণের নিকটে তবে উত্তরিল গিয়া ॥
প্রণমিয়া কহিলেন রাজা দুর্য্যোধন ।
অবধান কর গুরু মম নিবেদন ॥
মহারথী দেখি ভীষ্মে কৈনু সেনাপতি ।
উপরোধে না যুঝিল ভীষ্ম মহারথী ॥

ভরসা কেবল আমি তব ভুজাশ্রিত।
শরণ পালন কর হ'য়ে কৃপান্বিত ॥
সেনাপতি বিনা যুদ্ধ নাহি হয় জানি।
কৃপা করি সেনাপতি হইবা আপনি ॥
যুধিষ্ঠিরে ধরি দেহ এই নিবেদন।
তোমা ভিন্ন তারে ধরে নাহি হেন জন ॥
দুর্য্যোধনে কাতর দেখিয়া গুরু দ্রোণ।
আশ্বাসিয়া কহিলেন শুন দুর্য্যোধন ॥
সেনাপতি হৈব আমি করিব সমর।
কিন্তু এক কথা কহি তোমার গোচর ॥
আমি সেনাপতি যদি হইব সমরে।
তবে বাণ ধরিবে না কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ॥
আমার নিয়ম এই শুন নরবর।
কহিলাম সত্য এই তোমার গোচর ॥
যুধিষ্ঠিরে তবে আমি ধরিব নিশ্চয়।
কিন্তু যদি নাহি থাকে বীর ধনঞ্জয় ॥
এত শুনি বলে তবে রাজা দুর্য্যোধন।
তোমার নিকটে কর্ণ না করিবে রণ ॥
দ্রোণ বলে শুন রাজা আমার বচন।
চক্রব্যূহ করিয়া করিব মহারণ ॥
দুর্য্যোধন শুনিয়া হইল হৃষ্টমতি।
অভিষেক করি দ্রোণে করে সেনাপতি ॥
জয় জয় শব্দ হয় কটকে ঘোষণা।
মহাশব্দে নানাবিধ বাজায় বাজনা ॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল।
মহাশব্দ হৈল যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
শত শত দামা বাজে, বাজে জগঝম্প।
কোটী কোটী সানি বাজে কোটী কোটীডম্ফ
মৃদঙ্গের রোলে কম্প হয় বসুমতী।
দমক টমক বাদ্য বাজে নানাজাতি ॥
মহানাদে গর্জ্জন করয়ে সেনাগণ।
আনন্দিত হইল দেখিয়া দুর্য্যোধন ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

—— ——

শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদিগের মন্ত্রণা।

হেথায় ধর্ম্মের পুত্র সহ ভ্রাতৃগণ।
কৃষ্ণ সনে বসি সবে আনন্দিত মন ॥
দ্রুপদ বিরাট আর সাত্যকি সংহতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান যুযুৎসু নৃপতি ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ পঞ্চপুত্র আর।
সভায় বসিয়া সবে করয়ে বিচার ॥
হেনকালে দূত গিয়া কহিল সত্বর।
দ্রোণ সেনাপতি হৈল শুন নরবর ॥
তোমারে ধরিয়া দিতে কৌরব বলিল।
ধরিব বলিয়া দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করিল ॥
ইহার বিধান আজ্ঞা কর নৃপবর।
নিবেদন করি এই তোমার গোচর ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আতঙ্ক পাইয়া।
করিলেন জিজ্ঞাসা নারায়ণে চাহিয়া ॥
প্রতিজ্ঞা করিল দ্রোণ ধরিতে আমারে।
কিমতে পাইব রক্ষা কহ কৃষ্ণ মোরে ॥
ভুবনে দুর্জ্জয় দ্রোণ বীর মহারথী।
প্রতিজ্ঞা খণ্ডায় তাঁর কেবা হেন কৃতী ॥
হৃদয় কম্পিত মম খণ্ডে নাহি ভয়।
কি করি উপায়, কহ কৃষ্ণ মহাশয় ॥
অশেষ সঙ্কটে পার করিয়াছ তুমি।
কার মনে ছিল যে আসিব দেশে আমি ॥
সভায় দ্রৌপদী-লজ্জা কর নিবারণ।
তোমা বিনা পাণ্ডবের গতি কোন্ জন ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুনহ বচন।
কি শক্তি তোমারে ধরি লইবেক দ্রোণ ॥
শত দ্রোণ হ'য়ে যদি আইসে সমরে।
তবু কি তাহার শক্তি ধরিবে তোমারে ॥
ব্রহ্মা যদি আপনি আসিয়া করে রণ।
তবু তব পরাজয় না হবে কখন ॥
ভীম বলে মহারাজ কি ভয় তোমার।
তোমাকে ধরিবে হেন শক্তি আছে কার ॥
সহদেব নকুল যতেক যোদ্ধাগণ।
তোমারে রাখিবে সবে করিয়া যতন ॥

কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ভীমে সেনাপতি করি তুমি কর রণ॥
মহাযোদ্ধা ভীমসেন হবে সেনাপতি।
সমরে অজয় শক্তি অকাতর মতি॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মনে।
অভিষেক ভীমেরে করেন সেইক্ষণে॥
ভীমে সেনাপতি করি ধর্ম্মের নন্দন।
হরষিত হইলেন সব যোদ্ধাগণ॥
বাদ্য-কোলাহলে কর্ণে কিছুই না শুনি।
জয় জয় শব্দ করে যতেক বাহিনী॥
বাজিল দুন্দুভি শঙ্খ অতি সুললিত।
বীণা বাঁশী বাজে আর সুমধুর গীত॥
ভীম বলে মহারাজ শুনহ বচন।
কালি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে করিব নিধন॥
এত শুনি হরষিত ধর্ম্মের নন্দন।
মহানাদে গর্জ্জন করিল সেনাগণ॥
সৈন্য-কোলাহলে যেন সিন্ধু উথলিল।
অশ্ব গজ গর্জ্জনে শ্রবণ রুদ্ধ হৈল॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ কৃষ্ণ বাজান আপনে।
পৃথিবীর যত বাদ্য করে আচ্ছাদনে॥
হৃষ্টচিত্তে সর্ব্বজন বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া সৈন্যে বলেন ফাল্গুনি॥
রাজারে রখিবে সবে করিয়া যতন।
কোনমতে ধরিতে না পারে যেন দ্রোণ॥

———

ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনের কথোপকথন।

হেথায় প্রভাতকালে রাজা দুর্য্যোধন।
দ্রোণে অগ্রে করি রণে আইল তখন॥
রথ ছাড়ি গেল বীর ভীষ্মের সদন।
ভীষ্মেরে প্রণাম করে রাজা দুর্য্যোধন॥
শরশয্যা শয়নে আছেন মহাবীরে।
দুর্য্যোধন কহিতে লাগিল ধীরে ধীরে॥
আজ্ঞা কর পিতামহ প্রসন্নবদনে।
সমর করিতে যাই পাণ্ডুপুত্র সনে॥
সেনাপতি সমরেতে করিলাম গুরু।
কি ভয় আশ্রয় যার হেন কল্পতরু॥

শুনি দুর্য্যোধন বাক্য কুরুবংশপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইল মধুর ভারতী॥
আমি যাহা কহি তাহা শুন দুর্য্যোধন।
কদাচিত না লঙ্ঘিবে আমার বচন॥
সকল মঙ্গল হবে পৌরুষ অপার।
পৃথিবীর মধ্যে যশ রহিবে তোমার॥
তোমা সবাকার ভদ্র চিন্তি অনুক্ষণ।
এই হেতু তোমারে যে বলি দুর্য্যোধন॥
আমার বচন তুমি না করিও আন।
কি কারণে ক্ষয় কর কৌরব-সন্তান॥
সৈন্য অপচয় মাত্র হবে ধন শেষ
প্রজার পরম পীড়া নষ্ট হবে দেশ॥
যুধিষ্ঠির রাজা দেখ ধর্ম্ম অবতার।
তার সহ প্রীতিতে করহ ব্যবহার॥
রাজ্য ধন কিছু তারে দেহ গিয়া তুমি।
যুধিষ্ঠিরে সম্মত করিয়া দিব আমি॥
আমার বচন কভু না কর অন্যথা।
বংশ রক্ষা হেতু তোমা কহি হেন কথা॥
নিরর্থক জ্ঞাতিগণে করিবে সংহার।
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার॥
বুদ্ধির সাগর তুমি বলে মহাবল।
সসাগরা পৃথিবী তোমার করতল॥
কহ আমি যুধিষ্ঠিরে আনি এই ক্ষণ।
মম বাক্য না লঙ্ঘিবে ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীম ধনঞ্জয় দেখ মহাধনুর্দ্ধর।
তার সহ কোন্ জন করিবে সমর॥
পাণ্ডবের দলে কৃষ্ণ আছেন আপনে।
তাঁর সহ বিরোধে জিনিবে কোন্ জনে॥
অতএব তাঁর সহ কে করিবে রণ।
বংশরক্ষা হেতু কহি শুন দুর্য্যোধন॥
প্রত্যয় না হয় যদি আমার বচনে।
আপনি জিজ্ঞাসা কর দ্রোণাচার্য্য স্থানে॥
দ্রোণাচার্য্য বলে তুমি যে আজ্ঞা করিলে।
এমন করিলে, থাকে সকলে কুশলে॥
বেদতুল্য জানি আমি তোমার বচন।
যতেক কহিলা তুমি সবার কারণ॥

দুর্য্যোধনে অনুক্ষণ বুঝাই বিস্তর।
নাহি শুনে দুর্য্যোধন করি অনাদর॥
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়।
সেইমত দুর্য্যোধন অজ্ঞানের প্রায়॥
কি হইবে তস্করে কহিলে ধর্ম্মবাণী।
কভু নাহি হয় সতী, অসতী রমণী॥
এত শুনি দুর্য্যোধন বলিল বচন।
অনুক্ষণ নিন্দা মোরে কর সর্ব্বজন॥
কোন্ দোষ আমার·দেখিলে তোমা সবে।
সবে মাত্র দেখিয়াছ নির্দ্দোষ পাণ্ডবে॥
অবিরত কটু কথা প্রাণে নাহি সহে।
গুরুজন গঞ্জনা অনলে তনু দহে॥
বলে পারি ছলে পারি প্রকার বিশেষে।
নাশিব আপন শত্রু ভয় মোর কিসে॥
মৃত্যু হৈতে কষ্ট ভাবি পাণ্ডবের বশ।
মরি যদি সমরে, রহিবে তবু যশ॥
ক্ষোভ না করিয়া ক্ষিতি করিলাম ভোগ।
এখন যে হয় কর্ম্ম দৈবের সংযোগ॥
পণ করিয়াছি আমি, আপনি বিচারি।
কদাচিত অন্যথা করিতে নাহি পারি॥
এত বলি দুর্য্যোধন হ'য়ে দুঃখমতি।
কর্ণ দুঃশাসনে ল'য়ে চলে শীঘ্রগতি॥
দেখিয়া গঙ্গার পুত্র হইল দুঃখিত।
দ্রোণেরে চাহিয়া তবে বলিল বিহিত॥
কালপ্রাপ্ত হইলেক বুঝিয়া দুর্য্যোধন।
অতএব নাহি শুনে কাহার' বচন॥
নিশ্চয় জানিনু হৈল কুরুকুল অস্ত।
দিন দুই তিন মধ্যে মজিবে সমস্ত॥
এত বলি ভীষ্মবীর নিঃশব্দে রহিল।
সৈন্য ল'য়ে দুর্য্যোধন রণস্থলে গেল॥

—

সঙ্কুল যুদ্ধ।

চক্রব্যূহ করিলেন দ্রোণ মহাশয়।
ভেদিতে বিষম ব্যূহ দেবে সাধ্য নয়॥
রথে আরোহণ করি আইলেন বীর।
ভুবনবিজয়ী দ্রোণ নির্ভয় শরীর॥
যুধিষ্ঠির দেখেন আইল দুর্য্যোধন।
হইলেন বাহির সহিত নারায়ণ॥
করিয়া মকর ব্যূহ বীর ধনঞ্জয়।
রণে আইলেন সহ কৃষ্ণ মহাশয়॥
দুই সৈন্য কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
বাদ্যশব্দে আর কিছু নাহি শুনি কাণে।
পৃথিবী কম্পিত অশ্ব গজের গর্জ্জনে॥
মুহুর্মুহুঃ যোদ্ধাগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার।
বজ্রের সমান শুনি ধনুক টঙ্কার॥
পদাতি পদাতি অগ্রে হইল সংগ্রাম।
গজে গজে যুদ্ধ করে না করে বিশ্রাম॥
রথী রথী যুদ্ধ হয় বীর জনে জনে।
সংগ্রাম হইল ঘোর না যায় কথনে॥
দ্রোণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ হয় অবিরাম।
সাত্যকি সহিত কর্ণ করয়ে সংগ্রাম॥
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ অপূর্ব্ব হইল।
দেখি যোদ্ধাগণ সবে আশ্চর্য্য মানিল॥
নকুল সহিত যুদ্ধ করে দুঃশাসন।
সহদেব শকুনিতে হৈল মহা রণ॥
কৃপাচার্য্য সহ যুঝে পঞ্চাল রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ অশ্বত্থামা করে রণ॥
মদ্রপতি সহ যুঝে চেকিতান বীর।
বিরাটের সহ যুঝে ভূপাল কাশীর॥
এইরূপে জনে জনে বাধিল সমর।
মানিল প্রমাদ দেখি স্বর্গের অমর॥
মহা বাতাঘাতে দেখি বৃক্ষ যেন পড়ে।
পড়িল অনেক সৈন্য রণস্থল যুড়ে॥
রুধিরে সাঁতার নদী বহে পঞ্চ ধারে।
হইল প্রবল যুদ্ধ শেষেতে দ্বাপরে॥
জন্মেজয় বলে মুনি কহ আরবার।
সংক্ষেপে কহিলে, কহ করিয়া বিস্তার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

—

দ্রোণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেইমতে যুদ্ধ করে সব রাজগণ॥
দ্রোণ ধনঞ্জয়ে যুদ্ধ কি দিব তুলনা।
রাম রাবণের যুদ্ধ নাহি হয় সীমা॥
দ্রোণ গুরু দেখি তবে বীর ধনঞ্জয়।
করপুটে প্রণমেন করিয়া বিনয়॥
অর্জ্জুন বলেন গুরু কহ বিবরণ।
যুধিষ্ঠিরে ধরিতে বলেন দুর্য্যোধন॥
এমত প্রতিজ্ঞা কেন করিলা আপনে।
আমি জীতে ধরিতে না পারিবে রাজনে॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য সহাস্য বদন।
অর্জ্জুনের প্রতি তবে বলিল বচন॥
যুধিষ্ঠিরে আজি আমি ধরিব সমরে।
দেখি তুমি রক্ষা কর কেমন প্রকারে॥
দুর্য্যোধন রাজা হেতু করি মহারণ।
প্রতিজ্ঞা পালন আমি করিব সাধন॥
এত শুনি অর্জ্জুন বলেন আরবার।
যুধিষ্ঠিরে ধরিবেক এত সাধ্য কার॥
এত শুনি হন গুরু ক্রোধে হুতাশন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
শিষ্যস্নেহ উপরোধ আজি নাহি মনে।
সম্বর, সংশয় আজি ঘুচাইব রণে॥
এত বলি এড়ে বাণ অগ্নি অবতার।
হাসিয়া সম্বরে তাহা ইন্দ্রের কুমার॥
দশ বাণ এড়ে গুরু পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রুদ্ধ অতিশয়।
গগন ছাইল তবে করি অস্ত্রময়॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পূরিয়া সন্ধান।
নিমিষেতে নিবারেন আচার্য্যের বাণ॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ যেন যমদণ্ড।
ধনু কাটি দ্রোণের করেন খণ্ড খণ্ড॥
আর ধনু ল'য়ে দ্রোণ পূরিয়া সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে মারে হুতাশন বাণ॥
হইল সংগ্রাম-স্থলে সব অগ্নিময়।
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয়॥
এড়িয়া বরুণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
নিমিষেকে নিবারেণ ঘোর হুতাশন॥
জলেতে হইল পূর্ণ সংগ্রামের স্থল।
শোষকাস্ত্রে নিবারিল দ্রোণ মহাবল॥
বায়ু অস্ত্রে সেনাগণে করিল অস্থির।
আকাশাস্ত্রে নিবারেন পার্থ মহাবীর॥
তবে অতি ক্রোধাবিষ্ট বীর ধনঞ্জয়।
চারি বাণে কাটিলেন তাঁর চারি হয়॥
চারি বাণে ধ্বজ কাটি করিলেন খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
আর দশ বাণ তাঁর তারা হেন ছুটে।
আচার্য্যের বুকে অর্জ্জুনের বাণ ফুটে॥
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হইল বিকল।
হাহাকার শব্দ করে যত কুরুবল॥
আর রথ আনি তবে দ্রোণেরে লইল।
রথ ল'য়ে সারথি সত্বর পলাইল॥
দ্রোণ ভঙ্গ দেখি তবে পার্থ মহাবীর।
বাণবৃষ্টি করি সৈন্য করেন অস্থির॥
ভীম দুর্য্যোধন দোঁহে হইল সমর।
সব যোদ্ধাগণ দেখে হইয়া অন্তর॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে, দোঁহে গদাধর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে মহাভয়ঙ্কর॥
বায়ুর সমান গদা ফিরায় মস্তকে।
মহাক্রোধে দুইজন প্রহারে দোঁহাকে॥
দোঁহার প্রহার কারো নাহি লাগে গায়।
কেবল হইল যুদ্ধ গদায় গদায়॥
রাশি রাশি পড়ে খসি তাহাতে অনল।
চমকিয়া উঠে কুরু পাণ্ডবের দল॥
পর্ব্বত পড়িল যেন পর্ব্বত উপর।
দুইজনে দেখা যায় দুই মহীধর॥
জর্জ্জর হইল দোঁহে খাইয়া প্রহার।
নিস্তেজ হইল ধৃতরাষ্ট্রের কুমার॥
যুদ্ধ ত্যজি দুর্য্যোধন পলাইয়া যায়।
বৃকোদর বীর তার পাছে পাছে ধায়॥

দেখি তবে ধাইল যতেক যোদ্ধাগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
গদা ল'য়ে বৃকোদর বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ চূর্ণ করে সম্মুখে যে পায় ॥
তবে দুর্য্যোধন বীর হইয়া কাতর।
যুঝিবারে দিল দশ সহস্র কুঞ্জর ॥
হস্তীগণে লইয়া মাহুত সেনাপতি।
ভীমের উপরে সে আইল শীঘ্রগতি ॥
কুঞ্জর দেখিয়া বীর হরিষ অন্তর।
রথ এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর ॥
ছাগলের পাল দেখি ব্যাঘ্র যেন ধায়।
শত শত হস্তী বীর মারে এক ঘায় ॥
প্রহারে প্রহারে গদা আধা হয় খণ্ড।
তাহা ফেলাইয়া বীর ধরে করি শুণ্ড ॥
অন্তরীক্ষে ঘুরাইয়া ফেলায় কুঞ্জরে।
স্থির বায়ু মধে রহে গগন উপরে ॥
ভগ্ন গদা ফেলাইল শূন্য হৈল কর।
শূন্য করে যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর ॥
হস্তীর উপরে হস্তী মারে ফেলাইয়া।
হস্তী হস্তী চাপনে পড়িল চূর্ণ হৈয়া ॥
শূন্যহস্তে ভীমবীর যুঝে রণমাঝে।
হেন বীর নাহি দেখি, অস্ত্র ধরি যুঝে ॥
মহাক্রোধে বৃকোদর হৈল ভয়ঙ্কর।
অবিলম্বে মারে দশ সহস্র কুঞ্জর ॥
রণমধ্যে বৃকোদর নিরস্ত হইল।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র অগ্রেতে ধাইল ॥
নানা অস্ত্র প্রহারয়ে ভীমের উপর।
কর্ণেরে দেখিয়া ধায় বীর বৃকোদর ॥
মুষ্টাঘাতে মারিল রথের চারি হয়।
এক চড়ে সারথিরে দিল যমালয় ॥
মহাক্রোধে লাথি মারে রথের উপর।
চূর্ণ হ'য়ে রথ পড়ে সংগ্রাম ভিতর ॥
রথ চূর্ণ দেখি পলাইল কর্ণ বীর।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির ॥
শূন্যহস্ত বৃকোদর সংগ্রাম ভিতর।
রথ তুলি মারে আর রথের উপর ॥
যেই দিকে বৃকোদর ক্রোধদৃষ্টে ধায়।
হয় হস্তী রথ রথী সকল পলায় ॥
ভারত যুদ্ধের কথা কে বর্ণিতে পারে।
অদ্ভুত দেখিয়া দেবগণ কাঁপে ডরে ॥
হেনকালে অস্ত গেল দেব দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুনের সহিত দুর্য্যোধনাদির ক্রমশঃ যুদ্ধ।

পরদিন প্রভাতেতে যত বীরগণ।
সসৈন্য চলিল সবে করিবারে রণ ॥
যোদ্ধাগণ চলিল চড়িয়া-দিব্যরথে।
গজবাজী পদাতিক চলে যূথে যূথে ॥
হস্তী হস্তী মল্লে মল্লে মহাযুদ্ধ করে।
অশ্বে আসোয়ার যুঝে নানা অস্ত্র ধ'রে ॥
হেনকালে ধনঞ্জয় কৃষ্ণে আগে করি।
রণস্থলে আইলেন হাতে ধনু ধরি ॥
গগন ছাইয়া বীর এড়িলেন বাণ।
কোটি কোটি সেনাপতি ত্যজিলেক প্রাণ ॥
ক্রোধেতে অর্জ্জুন যেন দীপ্ত হুতাশন।
প্রাণ ল'য়ে পলাইয়া যায় সেনাগণ ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
কোপমনে রথে চড়ি করিল গমন ॥
অর্জ্জুন উপরে মারে পূরিয়া সন্ধান।
একেবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ ॥
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় করে খান খান।
ছয় বাণ মারিলেন পূরিয়া সন্ধান ॥
দুই বাণে কাটিলেন ধ্বজ মনোহর।
চারি বাণে অশ্বগণ গেল যমঘর ॥
দুই বাণ এড়িলেন যেন যমদণ্ড।
সারথির মাথা কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
নিরখিয়া দুর্য্যোধন কম্পিত অন্তর।
রথ এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর ॥
গদা ফেলি মারিলেক অর্জ্জুনের রথে।
দারুণ প্রহারে রথ লাগিল কাঁপিতে ॥

কোপেতে অর্জ্জুন যেন অনল সমান ।
দুর্য্যোধনে প্রহার করিল শত বাণ ॥
বাণাঘাতে দুর্য্যোধন মহাকম্পবান ।
বেগে পলাইয়া যায় লইয়া পরাণ ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইল দুর্য্যোধন ।
রথ ল'য়ে সারথি যোগায় সেইক্ষণ ॥
রথে চড়ি পলাইয়া যায় দুর্য্যোধন ।
দেখি ক্রোধে অগ্রসর দ্রোণের নন্দন ॥
ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা হয় মহারণ ।
বিস্ময় মানিয়া চায় যত যোদ্ধাগণ ॥
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থামা মারে বাণ ।
অর্দ্ধপথে পার্থ করিলেন খান খান ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর ক্রোধে হুতাশন ।
দ্রৌণীর উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বৃষ্টিধারাবৎ বাণ করেন ক্ষেপণ ।
নিমিষেকে নিবারিল দ্রোণের নন্দন ॥
বাণব্যর্থ দেখি তবে বীর ধনঞ্জয় ।
মহাকোপে পুনশ্চ করেন অস্ত্রময় ॥
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা ব্যথিত হইল ।
মূর্চ্ছিত হইয়া বীর রথেতে পড়িল ॥
মূর্চ্ছিত হইলে রথ ফিরায় সারথি ।
পলাইলা গেল অশ্বত্থামা যোদ্ধাপতি ॥
তবে দুঃশাসন বীর দেখি বৃকোদরে ।
হস্তীর উপরে চড়ি চলিল সত্বরে ॥
দুঃশাসনে দেখি কোপে বলে ভীমবীর ।
গদাঘাতে আজি তোর লোটাব শরীর ॥
দ্রৌপদীর মানস করিব আজি পূর্ণ ।
এত বলি গদা ল'য়ে ধায় অতি তূর্ণ ॥
হস্তীর উপরে গদা করিল ক্ষেপণ ।
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ ॥
হস্তী যদি পড়িল পলায় দুঃশাসন ।
সৈন্যের মধ্যেতে পশি রাখিল জীবন ॥
তবে বৃকোদর বীর ক্রোধে হুতাশন ।
গদার প্রহারে মারে রথ রথিগণ ॥
তবে অশ্বত্থামা বীর ধায় শীঘ্রগতি ।
যুদ্ধ করিবারে বাঞ্ছা ভীমের সংহতি ॥
অশ্বত্থামা দেখি বীর চাপে নিজ রথে ।
ভয়ঙ্কর ধনুক তুলিয়া নিল হাতে ॥
বাণ বৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর ।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
কোপে অশ্বত্থামা বীর পরিঘ লইয়া ।
মারিলেন বৃকোদরে ক্রোধিত হইয়া ॥
অচেতন হৈল বীর পরিঘের ঘায় ।
রথের উপরে বীর পড়ি গেল ঠায় ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া বৃকোদর ।
মহাকোপে উঠিলেন কম্পিত অধর ॥
গদা ফেলি মারিলেন রথের উপর ।
চূর্ণ হৈল রথখান দেখি লাগে ডর ॥
সেইক্ষণে আর রথ যোগায় সারথি ।
তাহাতে চড়িয়া অশ্বত্থামা মহামতি ॥
ভীমের উপরে বীর এড়ে যত বাণ ।
কাটি পাড়ে ভীম তাহা করি খান খান ॥
অতি ক্রোধে বৃকোদর জ্বলন্ত অনল ।
রথ এড়ি গদা ল'য়ে ধায় মহাবল ॥
রথের উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ি ।
চূর্ণ হৈল রথখান যায় গড়াগড়ি ॥
লাফ দিয়া অশ্বথামা পলাইয়া যায় ।
দেখি বৃকোদর বীর পাছে পাছে ধায় ॥
হেনকালে কর্ণ বীর হৈল আগুয়ান ।
ভীমের উপরে মারে চোক্ চোক্ বাণ ॥
বাণাঘাতে বৃকোদর হইল বিবর্ণ ।
কর্ণেরে এড়েন বাণ পূরিয়া আকর্ণ ॥
যত বাণ এড়ে ভীম কর্ণ ফেলে কাটি ।
রথ এড়ি ধায় বীর মহাক্রোধে ফাটি ॥
গদা হাতে করি ক্রোধে ধায় মহাসুর ।
গদা মারি অশ্ব রথ করিলেন চুর ॥
লাফ দিয়া কর্ণ বীর যায় পলাইয়া ।
শীঘ্রগতি আর রথে চড়িলেন গিয়া ॥
কর্ণ পলাইয়া গেল দেখি বৃকোদর ।
অপনার রথে গিয়া চড়িল সত্বর ॥
বাণ বৃষ্টি করে বীর সৈন্যের উপর ।
বাণেতে সকল সৈন্য করিল জর্জ্জর ॥

হেথায় সংগ্রাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটি কোটি কাটিলেন সৈন্য নিরন্তর ॥
অর্জ্জুনের বাণে স্থির নহে সেনাগণ।
দেখিয়া ব্যাকুল তাহে রাজা দুর্য্যোধন ॥
দ্রোণেরে ডাকিয়া তবে বলিল বচন।
দেখ গুরু সৈন্য সব হইল নিধন ॥
সেনাপতি তোমা করি করিলাম আশ।
যুধিষ্ঠিরে ধরি দিবা করিলে আশ্বাস ॥
আজিকার যুদ্ধে গুরু না দেখি নিস্তার।
ভীম ধনঞ্জয় করে সকল সংহার ॥
সেনাপতি করিতাম যদ্যপি কর্ণেরে।
এত দিনে কর্ণ ধরি দিত যুধিষ্ঠিরে ॥
মহারথী দেখি তোমা কৈনু সেনাপতি।
উপরোধে না যুঝহ বুঝি তব মতি ॥
তোমার শিক্ষিত অস্ত্র অর্জ্জুন পাইয়া।
তব অস্ত্রে মারে সেনা দেখ দাণ্ডাইয়া ॥
এতেক শুনিয়া গুরু ক্রোধে হুতাশন।
ডাকিয়া বলিল তবে শুন দুর্য্যোধন ॥
পূর্ব্বেতে তোমায় আমি কহিনু আপনে।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমি কিবা কার্য্য রণে ॥
সেনাপতি যোগ্য আমি না হই কখন।
আমার এ সব কার্য্য নহে প্রয়োজন ॥
এত বলি ডাকিলেন আপন নন্দন।
ক্রোধ করি যায় দ্রোণ উপেক্ষিয়া রণ ॥
তবে দুর্য্যোধন কর্ণ শকুনি লইয়া।
আগে হৈতে গুরুপদে পড়িল আসিয়া ॥
শকুনি বলিল গুরু কর অবধান।
প্রীতিভাবে দুর্য্যোধন করে অভিমান ॥
তুমি যদি উপেক্ষিয়া চলিলা ভবনে।
আজ্ঞা কর রাজা দুর্য্যোধন যাক বনে ॥
এত শুনি গুরু হাসি হইল সদয়।
দুর্য্যোধন দুঃখ দেখি ব্যথিত হৃদয় ॥
দ্রোণ বলে কহিলাম পূর্ব্বেতে তোমারে।
অর্জ্জুন না থাকিলে ধরিব যুধিষ্ঠিরে ॥
অর্জ্জুন সম্মুখে যুঝে নাহি হেন বীর।
যার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্থির ॥
এক যুক্তি ভাবিয়াছি শুন দুর্য্যোধন।
তবে সে ধরিতে পারি ধর্ম্মের নন্দন ॥
না থাকিবে ধনঞ্জয় সমর পাইয়া।
তবে ধ'রে দিতে পারি রাজাকে বান্ধিয়া ॥
এতেক কহিতে হয় সন্ধ্যার সময়।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপন আলয় ॥

দ্রোণের প্রতি দুর্য্যোধনের খেদোক্তি ও নারায়ণী সেনার যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরেতে গেল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে বিরস বদন ॥
কহিলেন গুরু অগ্রে করিয়া রোদন।
কিরূপে আমার গুরু হইবে তারণ ॥
কি প্রকারে জিনি উপদেশ বল তুমি।
কেবল ভরসা তব করিতেছি আমি ॥
দ্রোণ বলে শুন আমি কহি যে বচন।
তবে যুধিষ্ঠিরে ধরি শুন দুর্য্যোধন ॥
নারায়ণী সেনা দেখ যুদ্ধে বড় কৃতী।
তাহার সহায় আছে সুশর্ম্মা নৃপতি ॥
অর্জ্জুনের সহ তারা করুক সমর।
তবে সে ধরিতে পারি ধর্ম্মের কোঙর ॥
এত শুনি আনন্দিত হইল রাজন।
সেইক্ষণে ডাকি আনে সংসপ্তকগণ ॥
ত্রিগর্ত্ত রাজাকে আনি বলিল বচন।
আমার বচন শুন সুশর্ম্মা রাজন ॥
নারায়ণী সেনামধ্যে হও সেনাপতি।
অর্জ্জুনের সহ যুদ্ধ কর মহামতি ॥
সসৈন্যে উত্তর দিকে তুমি চলি যাহ।
অর্জ্জুনের সনে গিয়া সমর করহ ॥
সুশর্ম্মা বলেন শুন আমার বচন।
আজি অর্জ্জুনেরে করিব নিধন ॥
নারায়ণী সেনা দেখ যমের সমান।
পৃথিবীর মাঝে যার অব্যর্থ সন্ধান ॥
এ সব লইয়া আমি করি গিয়া রণ।
জানিহ পার্থের তবে নিশ্চয় মরণ ॥

এতেক বলিয়া গর্জ্জে যত সেনাগণ।
শুনি দুর্য্যোধন হৈল উল্লাসিত মন ॥
নারায়ণী সেনা মধ্যে শ্রেষ্ঠ সপ্তরথী।
তার মধ্যে সুশর্ম্মা হইল সেনাপতি ॥
আনন্দিত মনে সবে রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতে উঠিয়া কুরুক্ষেত্রেতে চলিল ॥
অর্জ্জুনের রথে তবে সাজিলেন হরি।
আইল পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ অগ্রে করি।
অর্জ্জুনের প্রতি বলে সংসপ্তকগণ।
আজি ধনঞ্জয় তুমি মোরে দেহ রণ ॥
করিব তোমারে আজি অবশ্য সংহার।
এই করিলাম শুন সত্য অঙ্গীকার ॥
এতেক শুনিয়া হাসি ইন্দ্রের নন্দন।
সংসপ্তক সহ যান করিবারে রণ ॥
রণেতে প্রচণ্ড বড় সংসপ্তকগণ।
অদ্ভুত করয়ে রণ নাহি নিবারণ ॥
কর্ণ দুর্য্যোধন দেখি আনন্দিত মন।
হাসিয়া বলিল তবে মিহির নন্দন ॥
বুঝিতে না পরি কিছু বিধাতার ইচ্ছা।
করিলাম যে প্রতিজ্ঞা সে হইল মিছা ॥
অর্জ্জুনে বধিব আমি আছে অঙ্গীকার।
পড়িয়া সংসপ্ত হাতে হইবে সংহার ॥
হরষিত হ'য়ে বড় রাজা ত্বরা করি।
কহিতে লাগিল গিয়া গুরু বরাবরি ॥
তোমার ভারতী গুরু মস্তক ভূষণ।
একান্ত আমার তুমি জানিনু এখন ॥
শত ভাই আমার সহায় কর্ণ রথী।
দ্রোণাচার্য্য অশ্বত্থামা মাতুল সুমতি ॥
বেড়িয়া বধিব ভীমে ভয় তার কিসে।
যুধিষ্ঠিরে গিয়া গুরু ধর অনায়াসে ॥
দ্রোণ বলে কর আজি সকলে সংগ্রাম।
আজি রণে ঘুচাইব পাণ্ডবের নাম ॥
অপূর্ব্ব করিব ব্যূহ অদ্ভুত মানসে।
ব্যূহ করি সবাকারে মারিব নিঃশেষে ॥
আজি সে ধরিব আমি ধর্ম্ম নৃপবর।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সবার গোচর ॥

চক্রব্যূহ করে তবে অদ্ভুত মানসে।
মন্ত্রেতে পূর্ণিত করি অস্ত্র চারি পাশে।
ব্যূহমুখে জয়দ্রথ রহে সাবধানে।
মহারথী মধ্যে যারে করিয়া গণনে ॥
বহু রথ রথী হস্তী অশ্ব সেনাগণ।
ব্যূহমুখে জয়দ্রথ রহে সচেতন ॥
তাহার পশ্চাতে রহে মহাশয় দ্রোণ।
দুই পার্শ্বে অশ্বত্থামা সূর্য্যের নন্দন ॥
স্থানে স্থানে রাখে দ্রোণ মহাবীরগণ।
ব্যূহমধ্যে ভ্রাতৃসহ রাজা দুর্য্যোধন ॥
পশ্চাতে রহিল কৃপ শল্য ভগদত্ত।
সবে রণে পরাক্রমী রণে মহামত্ত ॥
দেবের অজিত ব্যূহ সৈন্য সমাবেশ।
সাহস না হয় কার' করিতে প্রবেশ ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় গালাগালি।
সৈন্যে সৈন্যে সমর বাজিল রণস্থলী ॥
সৈন্যে সৈন্যে মহাযুদ্ধ হৈল আগুয়ান।
গজে গজে মহাযুদ্ধ আর পাছু আন ॥
রথে রথে হৈল যুদ্ধ অশ্বে আসোয়ার।
হুড়াহুড়ি রণস্থলে হৈল মহামার ॥
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
নিমিষেকে নিপাতিল যত সৈন্যগণ ॥
দ্রোণের বিক্রমে সেনাগণ নহে স্থির।
সম্মুখ হইয়া যুঝে নাহি হেন বীর ॥
সংসপ্তকে রহিলেন পার্থ মহামতি।
হেথা সেনা বিনাশয়ে দ্রোণ যোদ্ধাপতি ॥
একেশ্বর বৃকোদর করি প্রাণপণ।
নিবারণ করে আর যত যোদ্ধাগণ ॥
যুধিষ্ঠিরে ধরিবারে যান দ্রোণ বীর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় শরীর ॥
যুধিষ্ঠির উপরে করেন শরবৃষ্টি।
বাণে অন্ধকার কৈল নাহি চলে দৃষ্টি ॥
সহিতে না পারি বড় হইলা ফাঁপর।
মুহূর্ত্তেকে যুধিষ্ঠির করিয়া সমর ॥
দশ বাণ এড়ে দ্রোণ রথের উপর।
দুই বাণে কাটি পাড়ে ধ্বজ মনোহর ॥

চারি বাণে কাটি পাড়ে সারথির মুণ্ড ।
চারি বাণে চারি অশ্ব করিলেন খণ্ড ॥
অচল হইল রথ দেখি দ্রোণ বীরে ।
ধরিবারে যায় তবে রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
দেখিয়া কৌরবগণ হরিষ অন্তর ।
ধন্য ধন্য করি দ্রোণে প্রশংসে বিস্তর ॥
আজি ধরা গেল ধর্ম্মরাজ গুরু হাতে ।
আজি মম মনোরথ পূরে ভালমতে ॥
রাজার সঙ্কট দেখি দৃষ্টদ্যুম্ন বীর ।
আগুলিল দ্রোণে আসি নির্ভয় শরীর ॥
দ্রোণের উপরে এড়িলেন অস্ত্রগণ ।
গগন ছাইল বাণে না দেখি তপন ॥
অস্ত্রাঘাতে যুধিষ্ঠির হইয়া কম্পিত ।
নকুলের রথে গিয়া চড়েন ত্বরিত ॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নে হয় অতি ঘোর রণ ।
দূরেতে থাকিয়া তাহা দেখয়ে রাজন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণ এড়ে তারা হেন ছুটে ।
দ্রোণের ধনুক বীর চারি বাণে কাটে ॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে ।
ধনুক কাটিয়া ফেলে দ্রোণের অগ্রেতে ॥
আর ধনু ল'য়ে দ্রোণ গুণ দিয়া টানে ।
সেই ধনু ধৃষ্টদ্যুম্ন কাটে এক বাণে ॥
পুনরপি ধৃষ্টদ্যুম্ন এড়ে দশ বাণ ।
দ্রোণের কবচ কাটি, করে খান খান ॥
আর দশ বাণ বীর ছাড়িল ত্বরিত ।
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হইল মূর্চ্ছিত ॥
দেখিয়া কৌরবগণ বিলাপ করিল ।
পাণ্ডবের দলে বড় আনন্দ হইল ॥
তবে কতক্ষণে দ্রোণ পাইল চেতন ।
লাজে ভরদ্বাজপুত্র মলিন বদন ॥
ক্রোধে এক ধনু ল'য়ে দিলেন টঙ্কার ।
শব্দেতে লাগিল তালি কর্ণে সবাকার ॥
সন্ধান পূরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ ।
নিবারয়ে বাণে বাণ পাঞ্চাল নন্দন ॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ হৈল কম্পমান ।
একেবারে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশ বাণ ॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূর্চ্ছিত ।
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে বহিছে শোণিত ॥
রথেতে পড়িল বীর হইয়া অজ্ঞান ।
রথ লইয়া সারথি হৈল পাছুয়ান ॥
মূর্চ্ছা ত্যজি উঠি বীর দেখে পলায়ন ।
সারথিরে নিন্দা করি বলেন বচন ॥
সম্মুখ সমরে মোর ফিরাইলি রথ ।
দ্রোণ কি বলিষ্ঠ আমি নহি কি তেমত ॥
এইক্ষণে দ্রোণে আমি বিনাশিব রণে ।
ঝাট রথ লহ শুন দ্রোণ বিদ্যমানে ॥
শুনিয়া সারথি রথ ফিরাইল বেগে ।
অবিলম্বে নিল রথ দ্রোণাচার্য্য আগে ॥
পুনঃ মুখামুখি দোঁহে হইল সমর ।
দোঁহাকার বাণ গিয়া ঠেকিল অম্বর ॥
মহাপরাক্রম দ্রোণ নানা অস্ত্র জানে ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দুই ধনু কাটিলেন বাণে ॥
ধনু যদি কাটা গেল অন্য ধনু লয় ।
সেই ধনু কাটি পাড়ে দ্রোণ মহাশয় ॥
যত ধনু লয় বীর কাটে পুনর্ব্বার ।
ক্রোধে শেল হাতে নিল দ্রুপদ-কুমার ॥
হাঁকারিয়া শেলপাট এড়ে বাহুবলে ।
যতদূর যায় শেল ততদূর জ্বলে ॥
শেলপাট দেখি দ্রোণ এড়ি দিব্য বাণ ।
পাঁচ বাণে শেলপাট করে খান খান ॥
শেল যদি কাটা গেল দ্রুপদ-কুমার ।
চিন্তিয়া ভাবেন মনে সকলি অসার ॥
লাফ দিয়া ভূমে পড়ে ল'য়ে অসি ঢাল ।
সম্মুখে পড়িয়া তবে বলে ভাল ভাল ॥
ভাঙরি কাটিয়া বীর উঠে দ্রোণ রথে ।
চারি অশ্ব কাটিলেক অতিশীঘ্র হাতে ॥
সারথি কাটিয়া, দ্রোণে কাটিবারে যায় ।
চমৎকার সর্ব্বলোক একদৃষ্টে চায় ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গুরু করিয়া সন্ধান ।
অসিচর্ম্ম কাটি তার করে খান খান ॥
আর দশ বাণ গুরু মারে বায়ুবেগে ।
দশবাণ ধৃষ্টদ্যুম্ন হৃদয়েতে লাগে ॥

াদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূর্চ্ছিত।
মেতে পড়িল বীর নাহিক সম্বিত॥
ষ্টদ্যুম্নে বিমুখ দেখিয়া সর্ব্বজন।
রিলেন দ্রোণোপরি বাণ বরিষণ॥
বে মহাক্রোধে দ্রোণ এড়ে দিব্যবাণ।
য় হস্তী পদাতিক করে খান খান॥
এতেক দেখিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
করিছেন মনে চিন্তা কুপিত শরীর॥
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
পার্থ বিনা ব্যূহ বিন্ধে নাহি হেনজন॥
হেনকালে মনেতে পড়িল আচম্বিত।
অভিমন্যু মহাবীরে ডাকেন ত্বরিত॥
আইলেন অভিমন্যু রাজার আদেশে।
ভূমিষ্ঠ হইয়া ব র রাজাকে সম্ভাষে॥
ধর্ম্ম বলিলেন পুত্র শুনহ বচন।
ব্যূহ ভেদিবার তুমি জান প্রকরণ॥
অভিমন্যু বলে রাজা করি নিবেদন।
প্রবেশ জানি যে আমি, না জানি নির্গম॥
যেইকালে ছিনু আমি, জননী-জঠরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে॥
পিতা মম জিজ্ঞাসিল গোবিন্দের স্থান।
ব্যূহ ভেদিবারে মোরে করহ বিধান॥
এত শুনি নারায়ণ ভূমিতে আঁকিয়া।
প্রত্যক্ষে বৃত্তান্ত সব দিলেন কহিয়া॥
হেনকালে জননী জিজ্ঞাসে সেইক্ষণ।
প্রবেশে জানিলে কহ নির্গম কারণ॥
এত যদি মাতা জিজ্ঞাসিলেন পিতারে।
নির্গম কারণ নাহি কহিল মায়েরে॥
নির্গম না জানি আমি জানাই তোমারে।
তবে করি, যাহা আজ্ঞা করিবে আমারে॥
শ্রীধর্ম্ম বলেন পুত্র শুনহ কারণ।
তোমার পশ্চাতে যাবে যত যোদ্ধাগণ॥
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
তোমার বিক্রম যত আমাতে গোচর॥
বাপের সমান পুত্র মহাধনুর্দ্ধর।
তোমার সহিত যাবে যত বীরবর॥
তোমার পশ্চাতে যাবে ভীম আদি করি।
সত্বর আইস পুত্র দ্রোণেরে সংহারি॥
অন্ধের জীবন তুই নয়নের তারা।
না দেখিলে তোমা ধনে ক্ষণে হই হারা॥
প্রাণ পাঠাইয়া র'ব সংশয়ের স্থান।
তোমার পশ্চাতে যাবে যত যোদ্ধাগণ॥
এত বলি শিরে রাজা করেন চুম্বন।
প্রশংসিয়া ঘন ঘন দেন আলিঙ্গন॥
কিশোর বয়স তব নব্য কলেবর।
রমণীমোহন রূপ অতি মনোহর॥
অগুরু চন্দন গায় বায়ু বহে গন্ধ।
ভুবনবিজয়ী বীর নহে নিরানন্দ॥
মণি মরকত আদি আভরণ গায়।
হেরিলে জুড়ায় আঁখি আপদ পলায়।
পীতাম্বর পরিধান হাতে শর ধনু।
সাহসে সিংহের প্রায় দোষহীন তনু॥
রাজাকে কহিল বীর না করিহ ভয়।
করিব সমরে আজি রিপুগণ ক্ষয়॥
আজি যুদ্ধে বিনাশিব দ্রোণ ধনুর্দ্ধরে।
দ্রোণে না মারিয়া আমি না আসিব ঘরে॥
এই সত্য কথা মম শুন নৃপবর।
ইহাতে আপনি কেন এতেক কাতর॥
এত বলি যুঝিতে চলিল বীরবর।
সারথিরে বলে রথ সাজাও সত্বর॥
সুমন্ত্র সারথি বলে করি যোড়কর।
এক নিবেদন মম শুন ধনুর্দ্ধর॥
অত্যল্প বয়স তব নবীন যৌবন
দ্রোণ সহ তোমার উচিত নহে রণ॥
যমের সমান হেন দেখ দ্রোণ বীর
যার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্থির॥
এতেক শুনিয়া বীর ক্রোধে হুতাশন।
সারথিরে চাহি বলে করিয়া গর্জ্জন॥
কৃষ্ণের ভাগিনা আমি অর্জ্জুন তনয়।
ত্রিভুবন মধ্যেতে কাহারে মোর ভয়॥
দ্রোণের সহিত আজি করিব সমর।
এক বাণে তাহারে পাঠাব যমঘর॥

আজি যদি দ্রোণে আমি মারিবারে পারি ।
বড় তুষ্ট হইবেন মাতুল শ্রীহরি ॥
যুধিষ্ঠির রাজার করিব কিছু হিত ।
করিব সমর আজি জানাই নিশ্চিত ॥
এইক্ষণে রথ তুমি সাজাও সত্বর ।
অবশ্য করিব যুদ্ধ কিছু নাহি ডর ॥
এতেক শুনিয়া তবে সুমন্ত্র সত্বর ।
তুলিল বহুল অস্ত্র রথের উপর ।
জাঠি শেল ঝকড়া যে মুষল মুদ্গর ।
শক্তি ভিন্দিপাল তোলে অসংখ্য তোমর ॥
মহাদর্প করি উঠে রথের উপর ।
ব্যূহ ভেদিবারে যায় পার্থ-বংশধর ॥
ভীম আদি করি তবে মহারথীগণ ।
তাহার পশ্চাতে যান করিবারে রণ ॥
ব্যূহে প্রবেশিল বীর চক্ষুর নিমিষে ।
নানা অস্ত্র সৈন্যগণ উপরে বরষে ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি ।
ততোধিক অভিমন্যু করে শরবৃষ্টি ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ মারে সৈন্যের উপর ।
মার মার বলি ডাকে অর্জ্জুন-কোঙর ॥
এক গোটা বাণ বীর তূণ হৈতে আনে ।
দশ গোটা বাণ হয় ধনুকের গুণে
গমনে শতেক হয়, সহস্র পতনে ।
এই মত পুনঃ পুনঃ এড়ে অস্ত্রগণে ॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী ।
কুরুসৈন্য-রক্তে স্নান করে বসুমতী ॥
ভীম আদি করিয়া যতেক বীরগণ ।
ব্যূহমুখে গিয়া সবে করে মহারণ ॥
জয়দ্রথ ব্যূহ রক্ষা করে প্রাণপণে ।
না দেয় দুয়ার ছাড়ি অন্য বীরগণে ॥
জয়দ্রথ যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর ।
সর্ব্ব বীরে বিমুখ করিল একেশ্বর ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অভিমন্যু-বধে ।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

—— ——

অভিমন্যুর যুদ্ধারম্ভ ।

ব্যূহে প্রবেশিল যবে অভিমন্যু বীর ।
ভীম আদি যোদ্ধাগণ হইল অস্থির ॥
নাহি দিল জয়দ্রথ প্রবেশিতে পথ ।
চিন্তাকুল হ'ল বড় পড়িল বিপদ ॥
ব্যূহ ভেদি গেল পুত্র নিজ বীরপণে ।
তাহাতে কহিল শুনি নির্গম না জানে ॥
জানিয়া সমূহ সৈন্যমাঝে গেল রণে ।
সঙ্কটে পড়িলে রক্ষা পাইবে কেমনে ॥
হেথা না দেখিয়া বীর সৈন্য নিজ পাশ ।
জানিল নিশ্চয় বিধি করিল নিরাশ ।
উপায় কি আছে আর অপারের সিন্ধু ।
পড়িয়াছি পার নাহি বিধি মাত্র বন্ধু ॥
এত বলি সাহস করিল মহাবীর ।
বাণবৃষ্টি করি সৈন্য করিল অস্থির ॥
এক রথে অভিমন্যু করে মারমার ।
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার ॥
চৌদিকে বেষ্টিত যত কুরুসৈন্যগণ ।
পিঞ্জর মধ্যেতে যেন পোষা পক্ষী রন ॥
না জানে বালক সেই নির্গমের সন্ধি ।
মীন যেন পড়িল হইয়া জালে বন্দী ॥
তথাপি অভয় ধনু লইলেক হাতে ।
শাসিত করিয়া সৈন্য ভ্রমে এক রথে ॥
জলদ বরিষে যেন কালে বরিষায় ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র পড়ে ক্ষমা নাহি তায় ॥
মাহুত মাতঙ্গ পড়ে তুরঙ্গ বহুত ।
কোটি কোটি সৈন্য মারে সংগ্রামে অদ্ভুত ॥
অলস না হয় তনু সাহসী বালক ।
সৈন্যারণ্য দহে যেন হইয়া পাবক ॥
প্রকাশেন পরাক্রম নাহি তার সীমা ।
বাখানয়ে বালকের বিবিধ মহিমা ॥
একমাত্র ধনুকের গুণে পঞ্চ বাণ ।
না পারে সম্মুখে কেহ করিতে সন্ধান ॥
কুমারের প্রতাপ দেখিয়া কুরুগণ ।
চিন্তাকুল দুর্য্যোধন বিষণ্ণ বদন ॥

হেনকালে উলুক দুঃশাসনের নন্দন।
অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ ॥
আইল সমর হেতু অভিমন্যু সঙ্গ।
ইচ্ছিল পড়িতে যেন পাবকে পতঙ্গ ॥
দেখিয়া আর্জ্জুনি কোপে অনল সমান।
গাল দিয়া বলে তুই বড়ই অজ্ঞান ॥
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে হৈল ব্রহ্মশাপ।
এই দণ্ডে দেখাইব আমার প্রতাপ ॥
ত্যজ আশা, কর বাসা শমনের ঘরে।
বিলম্ব না হবে এই পাঠাই তোমারে ॥
এত বলি ইঙ্গিত করিয়া এড়ে বাণ।
তাহার বিক্রমে উলুকের উড়ে প্রাণ ॥
এক বাণে ধ্বজ কাটি করে খণ্ড খণ্ড।
আর দুই বাণে পাড়ে সারথির মুণ্ড ॥
চারি বাণে কাটিলেক রথের চারি হয়।
দুই বাণে উলুকেরে দিল যমালয় ॥
উলুক পড়িল যদি লাগে চমৎকার।
কৌরবের যোদ্ধাগণ করে হাহাকার ॥
করি বহু বিলাপ কান্দেন দুঃশাসন।
এক যোদ্ধাপতি মম উলুক নন্দন ॥
সর্ব্বশূন্য দেখি আমি তোমার বিহনে।
গৃহে না যাইব আমি যাইব কাননে ॥
তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন।
আর্জ্জুনি সহিত গেল করিবারে রণ ॥
করিয়া অনেক দর্প বৃষসেন বীর।
এক রথে যায় তবে নির্ভয় শরীর ॥
অভিমন্যু সহ তবে করে মহারণ
দেখি কোপে জ্বলে বীর কর্ণের নন্দন ॥
কাটিল রথের ধ্বজ মারি দুই বাণ।
চারি বাণে চারি অশ্ব করে খান খান ॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে অর্জ্জুন তনয়।
এক ঘায়ে বৃষসেন হৈল মৃতপ্রায় ॥
পুত্র ভঙ্গ দেখি তবে কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধেতে পূর্ণিত অঙ্গ হইল অস্থির ॥

বহু বিলাপয়ে কর্ণ সূর্য্যের নন্দন।
মহাকোপে গেল তবে করিবারে রণ ॥
বাছিয়া বাছিয়া কর্ণ এড়ে অস্ত্রগণ।
অস্ত্র ব্যর্থ করে বীর অর্জ্জুন-নন্দন ॥
তবে কোপে অভিমন্যু এড়ে দশ বাণ।
কর্ণের কবচ কাটি করে খান খান ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
পলাইয়া গেল তবে কর্ণ যোদ্ধাপতি ॥
তবেত লক্ষ্মণ দুর্য্যোধনের নন্দন।
অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ ॥
যেইক্ষণে আগু হৈল ভানুমতী-সুত।
অভিমন্যু বীর তারে বলে ক্রোধযুত ॥
হিতবাক্য বলি তোরে ভাইরে লক্ষ্মণ।
এমত কুমতি তোরে দিল কোন্ জন ॥
বাপের দুলাল তুই বড় প্রিয়তর।
না কর সমর ভাই মম বাক্য ধর ॥
অনেক যতনে লোক রক্ষা করে দেহ।
আপনি মরিলে সঙ্গে না যাইবে কেহ ॥
এ সুখ সম্পদ আশা ছাড় কি কারণ।
আমার বচন ধর না করিও রণ ॥
ইষ্ট বন্ধু জনক জননী খুড়া ভাই।
মরিলে সম্বন্ধ আর কার' সঙ্গে নাই ॥
ভালরূপে দেখ ভাই সবার বদন।
মম সঙ্গে রণে তোর অবশ্য নিধন ॥
ক্ষমা চাহে আমারে যে হইয়া কাতর।
হইলে পরম শত্রু ডর নাহি তার ॥
অভয় দিলাম ভাই বলিলাম তোরে।
সম্বরিয়া সমর চলিয়া যাহ ঘরে ॥
তোমারে বধিলে সিদ্ধ হবে কোন কায।
বরঞ্চ হবেন রুষ্ট শুনি ধর্ম্মরাজ ॥
সাক্ষাতে দেখিলে যত কর্ণের বড়াই।
পড়িলে আমার ঠাঁই আজি রক্ষা নাই ॥
পলাইয়া গেল নারি সহিতে সমর।
বাখানে কৌরবগণ যারে নিরন্তর ॥

আমি তোরে বলি আজি অখণ্ডিত কথা ।
কাটিয়া ফেলিব কর্ণ শকুনির মাথা ॥
বান্ধিয়া লইয়া যাব ধর্ম্মরাজ আগে ।
এত বলি রক্তবর্ণ চক্ষু হৈল রাগে ॥
লক্ষ্মণ বলিল আর না কর বড়াই ।
দেখিব কেমনে এড়াইবা মোর ঠাঁই ॥
শুনিয়া কহিল তবে অর্জ্জুন-নন্দন ।
ধনুকের গুণে বাণ যুড়ি সেইক্ষণ ॥
দুই বাণে রথধ্বজ হৈল খণ্ড খণ্ড ।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড ॥
আর দুই বাণ এড়ে কি কহিব কথা ।
কুণ্ডল কাটি পাড়ে লক্ষ্মণের মাথা ॥
দেখি দুর্য্যোধন শোকে হৈল অচেতন ।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া করয়ে রোদন ॥
প্রাণের নন্দন মোর অতি প্রিয়তর ।
হাহাকার করে রাজা হইয়া কাতর ॥
ভ্রাতার মরণ দেখি পদ্মবীর বেগে ।
হাতে ধনু করি গেল অভিমন্যু আগে ॥
সেই বেগে আগু হৈল পদ্মবীরবর ।
দুই বাণে কাটিলেক অর্জ্জুন-কোঙর ॥
দুর্য্যোধন দেখি পুত্র হইল সংহার ।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে হাহাকার ॥
পুত্রশোকে দুর্য্যোধন হইল কাতর ।
বিনাশ কৈল মোর অর্জ্জুন-কোঙর ॥
দুই পুত্র শোকে রাজা শোকাকুল মন ।
হাতে গদা করি ধায় করিবারে রণ ॥
আর্জ্জুনি বলিল আর কারে নাহি চাই ।
পাণ্ডুবংশ-শত্রু দুষ্ট তোরে যদি পাই ॥
তুমি দুঃখ দিলে পিতা আদি পঞ্চজনে ।
কপট পাশায় জিনি পাঠাইলে বনে ॥
হৈয়া বনবাসী, তব সব অধিকার ।
এত অবিচার বিধি কত স'বে আর ॥
আছে নাহি পলাইও প্রাণে পেয়ে ভয় ।
রহিয়া করহ যুদ্ধ কুরু মহাশয় ॥
না করিহ অবজ্ঞা বলিয়া শিশু মোরে ।
ফিরিয়া যাইতে সাধ না কর অন্তরে ॥

এত বলি বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান ।
গদা লক্ষ্যে মারিলেক তীক্ষ্ণ দশ বাণ
দশ বাণে গদা কাটি সত্বর ফেলিল ।
তীক্ষ্ণ ভল্ল দশ গোটা অঙ্গে প্রহারিল ॥
বাণাঘাতে দুর্য্যোধন ব্যথিত অন্তর ।
বেগে পলাইয়া যায় ত্যজিয়া সমর ॥
অভিমন্যু বলে রাজা না চাহি তোমায় ।
পলাইয়া যাও কেন শৃগালের প্রায় ॥
ক্ষণেক থাকিয়া যুদ্ধ কর মহাশয় ।
আজি তোমা পাঠাইব শমন-আলয় ॥
এতেক বলিয়া গর্জ্জে অর্জ্জুন-তনয় ।
পলাইল দুর্য্যোধন ব্যথিত হৃদয় ॥
এক রথে ভ্রমে বীর অর্জ্জুন-কোঙর ।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় অন্তর ॥
গগন ছাইয়া বীর করে অস্ত্রবৃষ্টি ।
বাণে অন্ধকার হয় নাহি চলে দৃষ্টি ॥
অমর্থ সমর্থ বাণ, বাণ ব্রহ্মজাল ।
কৌশিক কপালী বাণ আর রুদ্রকাল ।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপা তোমর ভল্ল শর ।
বারুণ হুতাশ বাণ সমরে দুষ্কর ॥
কোন স্থানে অগ্নিবাণে পুড়ে সেনাগণ ।
কোন স্থানে মহাঝড় বহিছে পবন ॥
কোন স্থানে মেঘগণে আবরিল ভানু ।
মুষলধারায় বৃষ্টি শীতে কাঁপে তনু ॥
ঢাকিল রবির তেজ হৈল অন্ধকার ।
চারিদিকে অস্ত্র পড়ে না দেখি নিস্তার ॥
কুঞ্জর সারথি অশ্ব কেলে কাটি কার' ।
ধনু সহ বামহস্ত কাটে আসোয়ার ॥
কাহার' কাটিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত ।
নাসা শ্রুতি কাটিল দেখিতে বিপরীত ॥
বাণবৃষ্টি করিলেক পূরিয়া সন্ধান ।
কাহার' কাটিয়া পাড়ে পদ দুইখান ॥
অস্ত্রাঘাতে কোন বীর করে ছটফটি ।
কাটিয়া পাড়িল কার' দন্ত দুই পাটি ॥
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার ।
অভিমন্যু একাকী করিল মহামার ॥

এক শত সহোদর রাজা দুর্য্যোধন।
তাহা সবাকার যত আছিল নন্দন॥
একে একে অভিমন্যু করিল সংহার।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ধৃতরাষ্ট্রে সব কথা শুনায় সঞ্জয়॥
শুনহ নৃপতি তুমি অনর্থের কথা।
হইল দৈবেতে বাম দারুণ বিধাতা॥
অর্জ্জুন-তনয় ষোল বৎসরের শিশু।
সৈন্যমধ্যে সিংহ যেন পায় বন্যপশু॥
অন্ত করে সামন্ত অর্দ্ধেক একা আসি।
দ্রোণ কর্ণ রহিলেন সেই ভয় বাসি॥
অধোমুখ দুর্য্যোধন মানিয়া বিস্ময়।
চিন্তিয়া আকুল বড় চমকিয়া রয়॥
ঊনশত ভাই তারা হারাইল বোধ।
সমরে অসক্ত বড় যেমন অবোধ॥
নদী হৈল শোনিতে বহিয়া স্রোত যায়।
প্রলয়কালেতে সৃষ্টি নাশ হৈল প্রায়॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন সঞ্জয় সুমতি।
যতেক শুনি যে পড়ে মোর সেনাপতি॥
একা অভিমন্যু করে মোর সেনাক্ষয়।
বড় বড় সেনাপতি পায় পরাজয়॥
ষোড়শ বৎসর শিশু পূর্ণ নাহি হয়।
কেহ না পারিল তারে করিতে বিজয়।
অদ্ভুত শুনিয়া মম কাঁপিছে হৃদয়।
ধন্য ধন্য মহাবীর অর্জ্জুন তনয়॥
সঞ্জয় বলিল রাজা শুনহ কারণ।
অভিমন্যু সহ যুঝে নাহি হেন জন॥
পর্ব্বত কাটিয়া পাড়ে অভিমন্যু বাণ।
মহাধনুর্দ্ধর বীর বাপের সমান॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মোর হেন লয় মন।
সবারে মারিয়া যাবে অর্জ্জুন-নন্দন॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা অভিমন্যু বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

অভিমন্যু বধ।

মুনি বলে অপূর্ব্ব শুনহ জন্মেজয়।
করিল অদ্ভুত যুদ্ধ অর্জ্জুন-তনয়॥
রথে পড়ে তিন কোটি রথীবৃন্দবর।
ছয়বৃন্দ মদমত্ত পড়িল কুঞ্জর॥
সপ্ত পদ্ম অশ্ব পড়ে রণে আসোয়ার।
পদাতিক সৈন্য পড়ে সংখ্যা নাহিতার॥
শোণিতে হইল নদী ভাসে কত সেনা।
তরঙ্গে আতঙ্ক হয় রাশি রাশি ফেণা॥
কবন্ধ উঠিয়া কেলি করে তার রসে।
শোণিত সাগর মাঝে সাঁতারিয়া ভাসে॥
ঝন্‌ঝনি রণভূমি অস্ত্র অগ্নিবাণে।
প্রাণপণে যুঝে কৌরবের সেনাগণে॥
এড়িল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র অর্জ্জুন-তনয়।
কৌরবের ঠাট কাটি করিলেক ক্ষয়॥
পড়িল অনেক সেনা লেখা জোখা নাই।
তরঙ্গে ঢাকিয়া অঙ্গ ভাসিয়া বেড়াই॥
শোণিত হইল নীর নৌকা করিবর।
রথচয় ভাসে যেন রাজহংসবর।
অশ্ব সব ভাসি বুলে কচ্ছপের প্রায়।
মীনের সদৃশ নর ভাসিয়া বেড়ায়॥
তৃণের সমান ভাসে ধনু অস্ত্রগণ।
দেখিয়া শোণিত নদী ভীত সর্ব্বজন॥
এতেক দেখিয়া তবে শকুনি-নন্দন।
রথেতে চড়িয়া গেল করিবারে রণ॥
দেখিয়া আর্জ্জুনি ক্রোধে অনল সমান।
ধনুক কাটিয়া তার করে খান খান॥
চারি বাণে কাটিল রথের হয় চারি।
আর দুই বাণে তার সারথি সংহারি॥
সারথি পড়িল, রথ হইল অচল।
বিস্ময় মানিয়া চাহে কৌরবের দল॥
পুনরপি অভিমন্যু এড়ে দুই বাণ।
কর্ণ নাসা কাটিয়া করেন খান খান॥
শ্রবণ নাসিকা গেল দেখিতে কুৎসিত।
কাটিয়া পাড়িল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত॥

অভিমন্যু-বধ।

শকুনি দেখিল যুদ্ধে পড়িল নন্দন ।
হাহাকার করি বহু করিল রোদন ॥
অর্জ্জুনিরে দেখি কাল শমন সমান ।
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান ॥
সংগ্রাম করয়ে বীর অর্জ্জুন কোঙর ।
কোটি কোটি রথীকে পাঠান যমঘর ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়ে দিব্যবাণ ।
শোণিতে বহিছে নদী অতি খরশান ॥
দেখিয়া ব্যকুল বড় রাজা দুর্য্যোধন ।
দ্রোণ চাহি বলিতে লাগিল সেইক্ষণ ॥
কুমারেরে তুষ্ট তুমি বুঝিনু বিধানে ।
তাই দুষ্ট যুদ্ধ করে তব বিদ্যমানে ॥
বালক হইয়া করে এত অপমান ।
তোমা সব মহারথী আছ বিদ্যমান ॥
বুঝিলাম জয় নাহি আমার সমরে ।
একেলা মারিয়া আজি যাইবে সবারে ॥
এতেক শুনিয়া দুর্য্যোধনের উত্তর ।
ক্রোধমুখে বলিলেন দ্রোণ মহাবীর ॥
তব কর্ম্ম প্রাণপণে করি অনুক্ষণ ।
তথাপিও হেন ভাষা কহ দুর্য্যোধন ॥
অভিমন্যু জিনে হেন নাহি কোন জন ।
তার ভয়ে পলাইলে লইয়া জীবন ॥
বাপের সদৃশ বীর যমের সমান ।
বজ্রের সমান যার অব্যর্থ সন্ধান ॥
কর্ণ হেন যোদ্ধা, যারে নারিল সমরে ।
আর কে আছয়ে হেন জিনিবে তাহারে ॥
রাজা বলে বৃথা গুরু গঞ্জহ আমারে ।
না বলিয়া তোমারে বলিব আর কারে ॥
না জান জীয়ন্তে আমি হইয়াছি মরা ।
শোক দুঃখ অনুতাপে বিধ কৈল জরা ॥
সংশয়ে আশ্রয়ী গিরি সেহ-নহে সার ।
তবে কি উপায় এতে হইবেক আর ॥
বিপক্ষের এক শিশু বধে নানা সেনা ।
নিবারিতে ইহারে নাহিক এক জনা ॥
এতকাল আশ্বাসে বিশ্বাস যাই যার ।
আজি কেন হৈল হীন ভরসা তাহার ॥
নামেতে বিখ্যাত যারা বড় বড় বীর ।
বিষাদে হইল সব দেখি নতশির ॥
করুণা বিষাদ বাক্য নৃপতির শুনি ।
কহিতে লাগিল দ্রোণ শুন কুরুমণি ॥
ন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যে জিনিতে যে পারে ।
কহিলাম হেন জন নাহিক সংসারে ॥
ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের সুত ।
দেখিলে সাক্ষাতে যার সমর অদ্ভুত ॥
ন্যায়যুদ্ধে তাহারে নারিবে কদাচন ॥
কহিনু জানিও মম স্বরূপ বচন ॥
দুর্য্যোধন বলে শুন আমার বচন ।
সপ্তরথী এককালে কর গিয়া রণ ॥
এতেক শুনিয়া গুরু বিরস বদন ।
এমত অন্যায় নাহি করে কোন জন ॥
কৃপাচার্য্য বলে ইহা অদ্ভুত কথন ।
কিমত প্রকারে ইহা হয় দুর্য্যোধন ॥
এমত অন্যায় যুদ্ধ কভু নাহি করি ।
এত বলি কৃপাচার্য্য স্মরিল শ্রীহরি ॥
দুর্য্যোধন বলে যদি ইহা না করিবে ।
সবারে মারিয়া আজি আর্জ্জুনি যাইবে ॥
প্রধানের সর্ব্বদোষ অন্যায়ে কি ভয় ।
বধিতে রিপুকে মম এই বিধি হয় ॥
ইহাতে করিলে হেলা বড় হবে দোষ ।
বধিয়া বালকে কর আমারে সন্তোষ ॥
মজিল সকল সৃষ্টি ব্যাজ নাহি সয় ।
সর্ব্বনাশ কৈল শিশু শমন উদয় ॥
মম বাক্যে তোমা সবা কর এই মতি ।
এককালে অভিমন্যে বেড় সপ্তরথী
দুঃশাসন শকুনি রাধেয় মম মামা ।
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য আর অশ্বত্থামা ॥
আমিও যাইব তথা তোমার পশ্চাৎ ।
এইরূপ করি তারে করহ নিপাত ॥
এত শুনি কৃপাচার্য্য নিশ্বাস ছাড়িল ।
দুর্নীতি রাজার হস্তে বি[illegible]নয়োজিল ॥
আমা সবাকার ইথে কি করে বিলাপে ।
মরিবেক দুর্য্যোধন এই মহাপাপে ॥

অমঙ্গল হৈল তার নাহিক অবধি।
শুকাইল সরোবর স্রোত এড়ে নদী॥
আহার এড়িল সব পক্ষী যে প্রমাদে।
আকুল হইয়া যত গ্রাম্যসিংহ কাঁদে॥
অনাচার কর্ম্ম বড় অরণ্যে হইল।
মুহুর্মুহুঃ বসুমতী কাঁপিতে লাগিল॥
রাজলক্ষ্মী রাজারে ছাড়িল অনুতাপে।
অচিরে হইবে নষ্ট এই মহাপাপে॥
অঙ্গ হৈল বিবর্ণ বদন হৈল কালি।
সামর্থ্য-বিহীন অঙ্গ কর্ণে লাগে তালি॥
দেবমায়া দেখে রাজা হইতে গগন।
উদয় হইল যেন দ্বাদশ তপন॥
আচম্বিতে মাথার মুকুট গেল খসি।
অন্ধকার দেখি সদা মনে ভয় বাসি॥
তথাপি বিষয়-মদে না জানি মরণ।
আজ্ঞা দিল বধ ঝাট পার্থের নন্দন॥
সপ্তরথী রথে চড়ে ভাবিয়া বিষাদ।
ভদ্র নাহি নৃপতির হইল প্রমাদ॥
বেড়িল বালকে গিয়া সপ্ত মহারথী।
হানাহানি মহাযুদ্ধ হয় অবিরতি॥
এককালে সপ্তরথী করে অস্ত্রময়।
রবি আচ্ছাদিল বাণে অন্ধকার হয়॥
ভুষণ্ডী তোমর শক্তি বাণ জাঠাজাঠি।
ত্রিশূল পট্টিশ মহা অস্ত্র কোটি কোটি॥
সূচীমুখ শেলমুখ অর্দ্ধচন্দ্রবাণ।
বিকট সঙ্কট শক্তি অনল সমান॥
কপালী কৌশিকী বাণ, বাণ ব্রহ্মজাল।
রুদ্রদ্যুতি রিপুচণ্ড অত্যন্ত বিশাল॥
শ্রাবণের মেঘ যেন বৃষ্টি বার বার।
তপন ঢাকিল যেন তিমির আকার॥
একযোগে সপ্তরথী অস্ত্র বরষিল।
অমর ভুজঙ্গ নর চমকিত হৈল॥
যেন সৃষ্টি মজাইতে ইচ্ছা বিধাতার।
বাণবৃষ্টি হয় যেন মুষলের ধার॥
হইল পাবক তুল্য আর্জ্জুনি কুপিয়া।
কৌরবদলের এত অন্যায় দেখিয়া॥

হাহাকার আকাশে অমরগণ করে।
সপ্ত মহারথী বেড়ে এক বালকেরে॥
বিধি বিড়ম্বিল দুর্য্যোধন দুরাচারে।
এমত অন্যায় যুদ্ধ সে কারণে করে॥
কভু হেন বিপরীত না দেখি না শুনি।
মরিবে নিশ্চয় পাপী গরাসিল ফণী॥
মহাবীর্য্য তনুজ, তুলনা নাহি মহী।
সাধু সাধু শব্দ শুনি ইহা বই নাহি॥
অভিমন্যু মহাবীর অবসাদ নাই।
প্রশংসা করিয়া গুণ দেবতারা গাই॥
বন্ধনে সন্ধান পুরি শিশু এড়ে বাণ।
নিমিষে সকল অস্ত্র করে খান খান॥
কাটিয়া সবার অস্ত্র অর্জ্জুন তনয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়॥
বাণাঘাতে সপ্তরথী হতজ্ঞান হয়।
শিশুর শমন বাণ হেন মনে লয়॥
মূর্চ্ছা দেখি রথীর সারথি লয় রথ।
পলাইল রথী ল'য়ে যোজনেক পথ॥
সপ্তরথী এইরূপে যুঝে সাতবার।
সবাকারে পরাজিল অর্জ্জুন-কুমার॥
অবসাদ নাহি, অস্ত্র এড়ে শিশু যত।
কোটি কোটি সেনা হয় সমরেতে হত॥
হয় পড়ে নাহি সীমা কুঞ্জরের দল।
রথে পথ ঢাকিল চলিতে নাহি স্থল॥
মড়ায় ঘোড়ার ক্ষিতি পদাতিক গদা।
রুধিরে হইল হোড় বরিষার কাদা॥
কতক্ষণে সপ্তরথী পাইল চেতন।
লজ্জায় সবার যেন হইল মরণ॥
কার' মুখ কেহ নাহি চাহে অভিরোষে।
রথ এড়ি মহীতলে মাথা ধরি বসে॥
কি হৈল কি হইরে কুমার নহে যম।
পলাইল অবসাদে বলে হ'য়ে কম॥
চিন্তিয়া আকুল হ'য়ে কূল নাহি দেখি।
মজিলাম অবোধ রাজার হাতে ঠেকি॥
বালকের ক্লান্তি নাহি আর' বাড়ে বল।
পতঙ্গের প্রায় দেখে কুরুসৈন্য দল॥

নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী ।
নিপাতে নিমিষে লক্ষ লক্ষ সেনাপতি ॥
দুর্নীতি দেখিয়া তবে দুর্য্যোধন ভূপ ।
ছাড়িল জীবন আশা শুকাইল মুখ ॥
অধোমুখ বীরগণ বুক নাহি বান্ধে ।
নৃপতির চরণযুগল ধরি কান্দে ॥
কেশরী সমান শিশু মৃগ যেন পেয়ে ।
সংহারে সকল সৈন্য দেখ কিবা চেয়ে ॥
আকুল হইয়া রাজা রথী সপ্ত জনে ।
কহিতে লাগিল অতি বিনয় বচনে ॥
দেখ গুরু মহাশয় কর্ণ প্রাণসখা ॥
বিনাশিল সর্ব্বসৈন্য অভিমন্যু একা ॥
শুন শুন সপ্তরথী আমার বচন ।
পুনরপি অভিমন্যু বেড় সাত জন ॥
সাহসে না হও হীন সতর্ক হইয়া ।
মোরে রক্ষা কর এই বালকে বধিয়া ॥
জয় করি সমরে পুরাও যদি আশ ।
কিনিয়া করিবে তবে মোরে নিজ দাস ॥
রাজার বিনয় শুনি বল করে রথী ।
পুনরপি যায় রণে সপ্ত সেনাপতি ॥
রথে ব'সে বিক্রমে বাসব তেজ ধরি ।
সারথি চালায় রথ শিশু বরাবরি ॥
বালকে বেড়িয়া বাণ বরিষয়ে তারা ।
বৃষ্টি যেন বরিষয়ে মুষলের ধারা ॥
প্রাণপণে করে রণ প্রাণে ছাড়ি আশা ।
সাহসে বান্ধিয়া বুক করিল ভরসা ॥
নিবারণ করি অস্ত্র অভিমন্যু বীর ।
বাণে বিন্ধি খণ্ড খণ্ড করিল শরীর ॥
ধারায় রুধির বহে অবিরত গায় ।
তথাপি তিলেক শ্রম নাহি করে তায় ॥
তবে কর্ণ মহাবীর মানিয়া বিস্ময় ।
প্রমাদ দেখিয়া ডাকি ছয় জনে কয় ॥
অর্জ্জুন হইতে শিশু মহা পরাক্রম ।
অবসাদ নাহিক তিলেক নাহি শ্রম ॥
সাবধান হইয়া সবাই কর রণ ।
এককালে সন্ধান করহ সপ্তজন ॥
কেহ কাট' ধনুখান কেহ কাট' গুণ ।
কেহ কাট' রথ কেহ কাট' অস্ত্র তূণ ॥
এ উপায় বিনা কিছু নাহি দেখি আর ।
কাল-অগ্নি সম শিশু দেখ চমৎকার ॥
তবে সপ্তরথী পুনঃ বেড়িল কুমারে ।
এককালে সন্ধান করিল সাত বীরে ॥
তবে কর্ণ মহাবীর কোপে কম্পে তনু ।
অনেক সন্ধানে কাটি ফেলাইল ধনু ॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষু পালটিতে ।
সে ধনু কাটেন কর্ণ গুণ নাহি দিতে ॥
যতবার ধরিয়া ধনুক হাতে লয় ।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সূর্য্যের তনয় ॥
পুনর্ব্বার আর ধনু ল'য়ে গুণ দিল ।
দ্রোণের নন্দন তাহা কাটিয়া পাড়িল ॥
কবচ কাটিল দ্রোণ আর কাটে ধনু ।
দুঃশাসন কাটে রথ সারথির তনু ॥
কৃপাচার্য্য বাণেতে কাটিল শরাসন ।
দুর্য্যোধন কাটে অশ্ব মারি অস্ত্রগণ ॥
অস্ত্র ধনু কাটা গেল রথের সারথি ।
শূন্যহস্ত হৈল যেন মদমত্ত হাতী ॥
খড়্গ ল'য়ে চর্ম্ম এড়ি রণ করে বীর ।
তাহাতে কাটিল সৈন্য কেহ নহে স্থির ॥
বড় বড় রথী মারে পর্ব্বতের চূড়া ।
খান খান করে রথ হ'য়ে যায় গুঁড়া ॥
শত শত হস্তী মারে পর্ব্বতের প্রায় ।
পদাতি পাইক মারে ধরণী লুটায় ॥
যোড়া যোড়া ঘোড়া মারে পক্ষীরাজ নাম ।
বিষম বালক বড় শমনের সম ॥
তবে কর্ণ আকর্ণ সন্ধানে মারে শর ।
সেই বাণে চর্ম্ম কাটি ফেলায় সত্বর ॥
কাটা চর্ম্ম আচ্ছাদন নাহি তাহা উড়ে ।
চতুর্দ্দিক হৈতে বাণ গায়ে আসি পড়ে ॥
শুধু অসি লইয়া সমর করে বীর ।
আসে পাশে সম্মুখে সৈন্যের কাটে শির ॥
বড় বড় বীর মারে বড় বড় রথী ।
নিবারণে অসক্ত হইল সেনাপতি ॥

হস্তী মারে সহস্রেক অতি তড়বড়ি।
অসংখ্য পদাতি পড়ে যায় গড়াগড়ি ॥
শিশুর সমর দেখি অগ্নি হৈল কোপে।
অশ্বত্থামা মহাবীর বাণ যোড়ে চাপে ॥
তিন বাণে কাটিয়া ফেলিল খাণ্ডাখান।
অস্ত্রশূন্য হইলেক না দেখি বিধান ॥
চর্ম্ম কাটা গেল, অস্ত্র অবশেষ খাণ্ডা।
তাহা যদি কাটা গেল, ফুরাইল ভাণ্ডা ॥
কাহার' বিরাম নাহি বলবান অরি।
অসংখ্য রাজার সেনা গণিতে না পারি ॥
পঙ্গপাল পাতে জাল চারিদিকে ঢাকা।
পলাইতে পথ নাহি কি করিবে একা ॥
নৃপতি অধর্ম্মী বড় অন্যায় সমর।
ধরিয়া বালক মারে পাপিষ্ঠ পামর ॥
তবেত' অর্জ্জুন সুতে ভয় হৈল মনে।
বিপক্ষের হাতে আর রক্ষা নাহি রণে ॥
মুকুটীতে সেনা মারে, কর পদ ঘায়।
চড় চাপড়েতে সবে দেয় যমালয় ॥
অস্ত্র রথ দুই হীন একেলা কুমার।
চারিদিক হৈতে হয় অস্ত্র অবতার ॥
অবসাদ পেয়ে বীর ছাড়িল নিশ্বাস।
আজি রক্ষা নাহি আর অবশ্য বিনাশ ॥
আচরিয়া অধর্ম্ম অন্যায় কৈল রণ।
কেমনে ইহাতে রক্ষা পাইবে জীবন ॥
পিতা রণ করে সেনা নারায়ণী যথা।
তিনি মাত্র না জানেন এতেক বারতা ॥
কৃষ্ণ মম মাতুল অর্জ্জুন মম বাপ।
মৃত্যুকালে না দেখিনু এই মনস্তাপ ॥
আমার বৃত্তান্ত তাত গোবিন্দ মাতুল।
শুনিলে অবশ্য হইতেন অনুকূল ॥
এতেক চিন্তিয়া শিশু হইল নিরাশ।
উল্কার সমান যেন পড়িল নিশ্বাস ॥
হাতে করি লইল রথের চক্রদণ্ড।
যমচক্র সম সেই বড়ই প্রচণ্ড ॥
হেন চক্রদণ্ড বীর হাতে করি লৈয়া।
সর্ব্ব সৈন্যগণে বীর মারিলেন গিয়া ॥
চূর্ণ করে হয় হস্তী হাজারে হাজার।
তুরঙ্গ মারিল কত সংখ্যা নাহি তার ॥
সহস্র সহস্র বীর বধিল বালক।
নিবারিতে নাহি শক্তি জ্বলন্ত পাবক ॥
তবে কর্ণ পাঁচ বাণ পূরিয়া সন্ধান।
চক্রদণ্ড কাটিয়া করিল খান খান ॥
চক্রদণ্ড গেল যদি চক্র নিল হাতে।
দানবের যুদ্ধ যেন সহ জগন্নাথে ॥
তাহাতে অনেক সৈন্য শোয়াইল ক্ষিতি।
লেখা জোখা নাহিক মারিল ঘোড়া হাতী ॥
চক্রহস্ত বিষ্ণু যেন অতি জ্যোতির্ম্ময়।
তাহার সমান শোভা অভিমন্যু হয় ॥
তবে কর্ণ মহাবীর ধরিয়া ধনুক।
তিন বাণ প্রহারিল যেন হুতভুক ॥
অভিমন্যু করে রণ রথচক্র হাতে।
কাটিলেন কর্ণ তাহা তিন বাণাঘাতে ॥
শূন্যহস্ত ব্যস্ত শিশু তাহে রথহীন।
ভরসায় তবু যুঝে সংগ্রামে প্রবীণ ॥
পদাঘাত করাঘাত প্রহারেণ যারে।
সেইক্ষণে তাহারে পাঠান যমঘরে ॥
মদমত্ত হস্তী যেন মহাভয়ঙ্কর।
মুষ্ট্যাঘাতে রথ রথী বিনাশে বিস্তর ॥
হয় পড়ে নাহি হয় পরিমাণ যূথে।
বড় বড় রথী পড়ে অযুতে অযুতে ॥
চারিদিকে বীরগণ বরিষয়ে বাণ ॥
বাণে অঙ্গ হৈল যেন সজারু সমান ॥
রক্তে তনু তোলবোল বিকল শরীর।
পড়িয়া ধরণী ধারা বহিছে রুধির ॥
অস্ত্রাঘাতে অভিমন্যু হৈল অচেতন।
পুনঃ সপ্তরথী করে অস্ত্র বরিষণ ॥
হেনকালে আইসে দুঃশাসনের নন্দন।
গদা হাতে করি ধায় মহাক্রুদ্ধ মন ॥
অরুণ জিনিয়া রক্ত ঘূর্ণিত নয়ন।
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে খণ্ডন ॥
আর্জ্জুনি উপরে করে গদার প্রহার।
দেখিয়া অমরগণ করে হাহাকার ॥

এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
এই পাপে হইবেক সবংশে নিধন ॥
গদার প্রহারে বীর পায় বড় মোহ।
অভিমানে নয়নযুগলে বহে লোহ ॥
না দেখিল জনকে মাতুল কৃষ্ণরূপে।
মৃত্যুকালে সেই নাম মনে মনে জপে ॥
সম্মুখ সমরে বীর ছাড়িল জীবন।
চন্দ্রলোকে গমন করিল সেইক্ষণ ॥
রোদন করয়ে পাণ্ডবের সেনাগণ।
শোকাকুল হইলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
দুর্য্যোধন হইলেন আনন্দিত মন।
বাজাইল রণবাদ্য শত শত জন ॥
দামামা দগড় বাজে শত শত বাঁশী।
বরঙ্গ মোহরী বাজে শত শত কাঁসি ॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল।
পৃথিবী যুড়িয়া যেন হৈল গণ্ডগোল ॥
বাজে শঙ্খ দুন্দুভি যে সুমধুর বীণা।
ভেউরি ঝাঁঝরি বাজে নাহিক গণনা ॥
কুরুসৈন্যে হৈল মহাবাদ্য কোলাহল।
ক্রন্দন করয়ে যত পাণ্ডবের দল ॥
যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন অচেতন।
রোদন করয়ে ভীম আদি যোদ্ধাগণ ॥
হেনকালে অস্তগত হৈল দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব গেল যে যাহার ঘর ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অভিমন্যু বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

অভিমন্যুর জন্মকথা।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
শিবিরে গেলেন রাজা শোকাকুল মন ॥
বিলাপ করেন ধর্ম্ম কুন্তীর নন্দন।
ভূমিতে বসিয়া সবে ত্যজিয়া আসন ॥
হেনকালে আসি সত্যবতীর নন্দন।
দেখেন ধর্ম্মের পুত্রে শোকাকুল মন ॥
ব্যাসে দেখি সর্ব্বজন নমিল উঠিয়া।
ধর্ম্মে জিজ্ঞাসেন ব্যাস আশীর্ব্বাদ দিয়া ॥
কি কারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন।
ইহার বৃত্তান্ত বল আমারে এখন ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়।
কান্দিয়া বলেন শুন ব্যাস মহাশয় ॥
মহালোভি দুষ্টমতি আমি কুলাধম।
পৃথিবীতে পামর নাহিক আমা সম ॥
রাজ্যলোভে কার্য্যে বাধা ধর্ম্মপথ রোধ।
নহে কি উচিত জ্ঞাতি সহিত বিরোধ ॥
রাজ্যলোভে করিলাম বড় অপকর্ম্ম।
বুঝিলাম আচার সে বিচারে অধর্ম্ম ॥
পাঠানু বালক, শত্রু সমূহের মাঝে।
কহিতে ফাটয়ে বুক হেঁট হই লাজে ॥
কহিল আমারে শিশু করিয়া সম্ভ্রম।
ব্যূহ প্রবেশিতে পারি না জানি নির্গম ॥
কহিল এ কথা পুত্র মোরে বারে বারে।
তথাপিও যত্ন করি পাঠাইনু তারে ॥
সমরে অধিক সৈন্য বধিয়াছে সুত।
করিল প্রলয় যুদ্ধ দেখিতে অদ্ভুত ॥
অন্যায় করিয়া কুরু শিশুবধ করে।
দ্রোণ আদি সপ্তরথী বেড়ি তারে মারে ॥
অন্যায় সমরে বধে অভিমন্যু বীর।
নিবারিতে শোক আমি হ'য়েছি অস্থির ॥
এত বলি কান্দিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
অভিমন্যু মহাশোকে হইয়া অস্থির ॥
ব্যাস বলিলেন শোক ত্যজহ রাজন।
খণ্ডাইতে নারে কেহ দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
মনস্থির কর, শুন আমার বচন।
আর্জ্জুনির পূর্ব্বকথা করহ শ্রবণ ॥
মুনিশাপে চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা-উদরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে ॥
চন্দ্রলোকে গেল গর্গ মহাতপোধন।
সঙ্গেতে আছিল তার বহু শিষ্যগণ ॥
চন্দ্রের নিকটে সবে উত্তরিল গিয়া।
সেই স্থানে মুনিগণ রহে দাণ্ডাইয়া ॥
রোহিণী সহিত চন্দ্র ক্রীড়ায় আছিল।
হেনকালে গর্গমুনি সেই স্থানে গেল ॥

মদনে মোহিত চন্দ্র অন্য মন ছিল।
গর্গমুনি দেখি চন্দ্র পূজা না করিল॥
এতেক দেখিয়া মুনি কুপিত হইয়া।
চন্দ্র প্রতি সেইক্ষণে বলেন ডাকিয়া॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে না দেখ নয়নে।
কি কারণে অমান্য করিলে মুনিগণে॥
ব্রাহ্মণ হেলন কর মত্ত দুরাচার।
আজি আমি করিব ইহার প্রতিকার॥
মনুষ্যলোকেতে গিয়া জন্মহ সত্বর।
ক্রোধে এই শাপ দিল গর্গ মুনিবর॥
শুনিয়া মুনির শাপ রজনীর পতি।
অশেষ বিশেষে করে মুনিবরে স্তুতি॥
অজ্ঞানে ছিলাম আমি শুন মুনিবর।
যাইতে মনুষ্যলোকে বড় লাগে ডর॥
কৃপায় শাপান্ত মুনি আজ্ঞা কর মোরে।
কতদিনে মুক্ত হ'য়ে আসি হেথাকারে॥
তুষ্ট হ'য়ে বলে তারে গর্গ মুনিবর।
তোমার শাপান্ত এই শুন শশধর॥
অর্জ্জুনের পুত্র হবে সুভদ্রা উদরে।
করিয়া বীরের কার্য্য পড়িবে সমরে॥
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি ত্যজিবে জীবন।
ষোড়শ বৎচর অন্তে পুনরাগমন॥
এই হেতু চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা উদরে।
অভিমন্যু জন্মকথা জানাই তোমারে॥
পূর্ব্বে হইয়াছে এইরূপেতে নির্ণয়।
অতএব শোক না করিহ মহাশয়॥
পুনশ্চ বলেন রাজা শুন মুনিবর।
কেমনে কহিব ইহা পার্থের গোচর॥
কি বলিয়া প্রবোধিব ভাই ধনঞ্জয়।
শুনিয়া কি বলিবেন কৃষ্ণ মহাশয়॥
কি বলিয়া প্রবোধিব সুভদ্রার মন।
বিরাটকন্যার দশা হইবে কেমন॥
রাজ্য আশে হারাই হাতের রত্ননিধি।
না পারি ধরিতে বুক বিড়ম্বিল বিধি॥
এতেক বলিয়া রাজা করেন রোদন।
ব্যাসের প্রবোধে স্থির তবু নহে মন॥
অকালে না মরে কেহ জানিহ রাজন।
কালপ্রাপ্ত হইলে না রহে কদাচন॥
অর্জ্জুনের সহিত আপনি নারায়ণ।
অর্জ্জুনের শোক করিবেন নিবারণ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ত্যজেন রোদন।
নিরুৎসাহে বসিল যতেক যোদ্ধাগণ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধিয়া ব্যাস তপোধন।
করিলেন আপনার স্থানেতে গমন॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা রচিলেন ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

অর্জ্জুনের অমঙ্গল দর্শন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সমরেতে অভিমন্যু হইল নিধন॥
সংসপ্তকে থাকিয়া করেন পার্থ রণ।
উৎপাত অনেক দেখি করেন চিন্তন॥
করুণ ডাকিয়া কাক ধ্বজে আসি পড়ে।
শক্তিহীন সমরে, গাণ্ডীব-গুণ ছিঁড়ে॥
বামচক্ষু স্পন্দে, ঘন ঘন বাম কর।
উড়ু উড়ু করে প্রাণ, রণে নাহি ডর॥
কৃষ্ণে চাহি ধনঞ্জয় বলেন তখন।
অবধানে শুন কৃষ্ণ আমার বচন॥
আজি কেন মম মন হয় উচাটন।
অবশ্য কারণ আছে দেব নারায়ণ॥
নাহি জানি কি করেন রাজা যুধিষ্ঠির।
হাহাকার করে শুন সব মহাবীর॥
হায় অভিমন্যু বলি কান্দে যোদ্ধাগণ।
সমরে হইল বুঝি তাহার নিধন॥
প্রাণ স্থির নহে মম জানাই তোমারে।
না জানি কি হৈল আজি সমর ভিতরে।
কুরুসৈন্যে কোলাহল জয়শব্দ শুনি।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য জয় জয় ধ্বনি॥
রথ চালাইয়া দেহ অতি শীঘ্রতর।
রাজারে দেখিলে সুস্থ হইবে অন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে না চিন্ত অরিষ্ট।
যোদ্ধা অভিমন্যু দেখ সবাকার শ্রেষ্ঠ॥

বালক বলিয়া শক্র না বধিবে রণে ।
দ্রোণ আদি করিয়া যতেক বীরগণে ॥
তবে যদি অভিমন্যু বধে দুর্য্যোধন ।
তার সম পাপী তবে নহে অন্যজন ॥
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানেন সকলি ।
পড়িয়াছে অভিমন্যু সমরের স্থলী ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ প্রবোধে অর্জ্জুনে ।
রথ চালাইয়া দেন পবনগমনে ॥
শিবির নিকটে উত্তরিয়া ধনঞ্জয় ।
বিপরীত দেখিলেন অমঙ্গলময় ॥
অন্ধকার করি ব'সে আছেন সভায় ।
শোকাকুল সর্ব্বজন দেখিল তথায় ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ দেখি বিপরীত ।
মোরে দেখি লোক কেন হয় অতি ভীত ॥
আজি যোদ্ধাগণ কেন শোকাকুল মন ।
ভূমিতে ব'সেছে সবে ত্যজিয়া আসন ॥
এই সব দেখি মম স্থির নহে প্রাণ ।
কিসের কারণে কৃষ্ণ বলহ বিধান ॥
এতেক বলিয়া গেল শিবির ভিতর ।
দেখিলেন রোদন করিছে নৃপবর ॥
অধোমুখ করি বসিয়াছে যোদ্ধাগণ ।
একে একে পার্থ করিলেন নিরীক্ষণ ॥
অভিমন্যু নাহি দেখি উচাটন মন ।
জিজ্ঞাসেন ডাকিয়া ভীমেরে সেইক্ষণ ॥
কোথা গেল অভিমন্যু কহ বৃকোদর ।
তারে না দেখিয়া মর্ম্ম বিদরে অন্তর ॥
এতেক শুনিয়া ভীম উত্তর না দিল ।
অধোমুখ হ'য়ে ভীম নিঃশব্দে রহিল ॥
উত্তর না পেয়ে পার্থ শোকেতে আকুল ।
নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের দুকূল ॥
নকুল আকুল আর সহদেব শোকে ।
অশ্রুধারে বহে ধারা বসি অধোমুখে ॥
রোদন করিয়া ভীম কহিল তখন ।
কেমনে কহিব অভিমন্যুর মরণ ॥
করিয়া অন্যায় যুদ্ধ দুষ্ট দুর্য্যোধন ।
সপ্তরথী বেড়ি পুত্রে করিল নিধন ॥
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ কৈল সিন্ধুর নন্দন ।
ব্যূহে প্রবেশিতে না পারিল কোনজন ॥
এতেক শুনিয়া ধনঞ্জয় মহাবীর ।
হইলেন অভিমন্যু শোকেতে অস্থির ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অভিমন্যু-শোকে অর্জ্জুনের বিলাপ ।

পার্থ মহাবীর, হইলা অস্থির,
তনয়-নিধন শুনি ।
হাহা পুত্রবর, মহা ধনুর্দ্ধর,
বীরগণ চূড়ামণি ॥
তোমা বিনা মোর, ঘর হৈল ঘোর
কি করিব রাজ্যধনে ।
আমারে ছাড়িয়া, গেলে পলাইয়া
দাগা দিয়া মম প্রাণে ॥
পুত্র মহাবীর, কন্দর্প শরীর,
চন্দ্রমুখ পরকাশ ।
কটাক্ষ লাবণ্য, সবে বলে ধন্য,
অমৃত সমান ভাষ ॥
কহ নারায়ণ, স্থির নহে মন,
করিব কোন উপায় ।
বিনা অভিমন্যু, না রাখিব তনু,
দহিছে আমার কায় ॥
বলে ধনঞ্জয়, বিদরে হৃদয়,
বিনা পুত্র অভিমন্যু ।
হেন পুত্র বিনে, রহিব কেমনে,
না রাখিব এই তনু ॥
অর্জ্জুনের বাণী, শুনি চক্রপাণি,
অনেক বিলাপ কৈলা ।
মধুর বচনে, কহিয়া অর্জ্জুনে,
কৃষ্ণ ধরি সান্ত্বাইলা ॥
ভারত-চরিত, ব্যাস বিরচিত,
শ্রবণে কলুষ নাশ ।

ভারত-সঙ্গীত, শ্রবণে ললিত,
বিরচিল কাশীদাস ॥

———

অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসের সান্ত্বনা ও
জয়দ্রথ বধে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
অভিমন্যু বিনা আর না রহে জীবন ॥
অভিমন্যু সম নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
কন্দর্প সমান বীর পূর্ণ রূপে গুণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুনহ বচন।
স্বর্গে গেল যেই, তার না কর শোচন ॥
সম্মুখ সংগ্রাম করি গেল স্বর্গলোক।
বড় কার্য্য কৈল সেই, পরিহর শোক ॥
অনিত্য সংসার দেখ নিত্য কিছু নয়।
কহিনু স্বরূপ এই জানিহ নিশ্চয় ॥
যতেক দেখহ সব পুত্র পরিবার।
কেহ কার' নয় শুন কুন্তীর কুমার ॥
এক কথা কহি তাহা শুন সাবধানে।
দেখিয়াছ বৃক্ষোপরে থাকে পক্ষিগণে ॥
নিশাকালে থাকে সব বৃক্ষের উপর।
প্রভাতে উঠিয়া যায় দিগ্ দিগন্তর ॥
তত্তুল্য সংসার এই দেখ ধনঞ্জয়।
কুহকের প্রায় যেন কিছু সত্য নয় ॥
এইমত সান্ত্বনা করেন নারায়ণ।
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন ॥
বসিবারে আসন দিলেন সেইক্ষণ।
উঠিয়া প্রণাম করিলেন সর্ব্বজন ॥
পার্থ বলিলেন্ মুনি কর অবধান।
অভিমন্যু পুত্র বিনা স্থির নহে প্রাণ ॥
ব্যাস বলিলেন ইহা শুন সর্ব্বজন।
জীবন অসার, সার কেবল মরণ ॥
সৃজন করিলা প্রভু এ তিন ভুবন।
পরিপূর্ণ হৈল পাপী না হয় পতন ॥
পৃথিবী না সহে ভার টলমল করে।
এত দেখি নারায়ণ চিন্তিল অন্তরে ॥
নিশ্বাস ছাড়েন প্রভু করি হুহুঙ্কার।
নাসাপথে কন্যা এক হৈল অবতার ॥
প্রভুর নিকটে কন্যা দাণ্ডাইয়া কয়।
কি কার্য্য করিব আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
প্রভু বলিলেন তুমি মৃত্যুরূপা হও।
চতুর্দ্দশ পুরে গিয়া ভ্রমিয়া বেড়াও ॥
মৃত্যুরূপে প্রাণীর সংহার কাল পেয়ে।
প্রভুর আদেশে কন্যা হরষিতা হ'য়ে ॥
কালপ্রাপ্ত জনেরে যে মৃত্যুরূপে হরে।
অনিত্য সংসার এই জানাই তোমারে ॥
এত বলি ব্যাসদেব করেন গমন।
সবে মেলি করে তাঁর চরণ বন্দন ॥
তার পরে বাসুদেব কমললোচন।
যুধিষ্ঠির রাজা চাহি বলেন বচন ॥
কহ শুনি অভিমন্যু যুদ্ধের কথন।
কিরূপে কৌরব সহ করিলেক রণ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন বিবরণ।
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ ॥
ব্যূহ ভেদি যুদ্ধ করে নাহি হেন জন।
অভিমন্যু প্রতি কহিলাম সে কারণ ॥
এতেক শুনিয়া পুত্র কহিল তখন।
ব্যূহে প্রবেশিতে জানি, না জানি নির্গম ॥
তথাপি পাঠানু তারে করিয়া বিচার।
ব্যূহে প্রবেশিল শিশু করি মহামার ॥
তার পাছে যাই সবে হেন করি মনে।
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ করে সিন্ধুর নন্দনে ॥
জয়দ্রথে জিনিতে নারিল কোন জন।
সে কারণে মরিলেন অর্জ্জুন-নন্দন ॥
কুরুবল বিনাশিল অভিমন্যু রথী।
তবে তারে বেড়িলেন সপ্ত সেনাপতি ॥
এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
সমরেতে বিনাশিল আমার নন্দন ॥
এত শুনি নারায়ণ ক্রোধে হুতাশন।
এমত অন্যায় যুদ্ধ করে দুষ্টগণ ॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধে হইল অস্থির ॥

মহাক্রোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন ।
আমি যাহা কহি তাহা শুন সর্ব্বজন ॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর ।
এক বাণে নিপাতিব তাহার শরীর ॥
কালি যদি জয়দ্রথে নাহি মারি রণে ।
পিতা পিতামহ গতি না পায় কথনে ॥
বিনা জয়দ্রথ বধে সূর্য্য অস্ত হয় ।
করিব শরীর ত্যাগ জানিহ নিশ্চয় ॥
জয়দ্রথে না মারিয়া না আসিব ঘর ।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সভার ভিতর ॥
এত শুনি যোদ্ধাগণ হরিষ অন্তর ।
মহানাদে গর্জ্জিয়া উঠিল বৃকোদর ॥
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ ।
মহানাদে বাজিতে লাগিল বাদ্যগণ ॥
বড় বড় শঙ্খ বাজে নাহি লেখাজোখা ।
দামামা দগড় বাজে নাহি তার সংখ্যা ॥
কোটি কোটি ডম্ফ বাজে মৃদঙ্গ বিশাল ।
ভেউরি ঝাঝরি বাজে মুহুরী কাহাল ॥
নানাজাতি বাদ্য বাজে কত ক'ব নাম ।
সুমধুর বীণা বাজে অতি অনুপম ॥
মহাকোলাহল শব্দ হইল গর্জ্জন ।
শুনিয়া হইল ত্রস্ত কুরুসৈন্যগণ ॥
দূতমুখে শুনি তবে সিন্ধুর নন্দন ।
শরীর হইল কম্প নহে নিবারণ ॥
শীঘ্রগতি গিয়া কহে যথা দুর্য্যোধন ।
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ আমার কারণ ॥
কালি রণে মোরে পার্থ করিবেক ক্ষয় ।
প্রতিজ্ঞা করিল এই শুন মহাশয় ॥
যদি পার্থ কালি মোরে বধিবারে নারে ।
আপনি মরিবে সেই পুড়ি বৈশ্বানরে ॥
এইমত প্রতিজ্ঞা করিল পুনঃ পুনঃ ।
কালি সত্য যুদ্ধে মোরে মারিবে অর্জ্জুন ॥
ইহার উপায় কিছু না দেখি যে আমি ।
নিজদেশে যাই আমি আজ্ঞা কর তুমি ॥
এত শুনি হরষিত হৈল দুর্য্যোধন ।
জয়দ্রথে বলে শুন আমার বচন ॥
কি শক্তি অর্জ্জুন তোমা করিবে সংহার ।
তোমারে রাখিবে যোদ্ধা যতেক আমার ॥
এত বলি দুর্য্যোধন জয়দ্রথে ল'য়ে ।
যথা দ্রোণগুরু-গৃহ উত্তরিল গিয়ে ॥
প্রণাম করিয়া তবে বলে দুর্য্যোধন ।
অবধান কর গুরু এক নিবেদন ॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ কুন্তীর নন্দন ।
কালি যুদ্ধে জয়দ্রথে করিবে নিধন ॥
জয়দ্রথ বধ বিনা সূর্য্য অস্ত হয় ।
অগ্নিতে শরীর ত্যাগ করিবে নিশ্চয় ॥
এত শুনি জয়দ্রথ মহাভয় পেয়ে ।
আমারে কহিল, আমি যাই পলাইয়ে ॥
সাক্ষাতে দেখহ ভয়ে কাঁপিছে শরীর ।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে সে হয়ত সুস্থির ॥
কালি যদি ধনঞ্জয় মারিতে না পারে ।
অবশ্য মরিবে পার্থ কহি সে তোমারে ॥
এত শুনি দ্রোণ জয়দ্রথে আশ্বাসিল ।
নাহিক তোমার ভয় বলিতে লাগিল ॥
কর্ণ আদি করিয়া যতেক যোদ্ধাগণ ।
তোমারে রাখিবে সবে করিয়া যতন ॥
কালি আমি এক ব্যূহ করিব রচন ।
যাহা লঙ্ঘিবারে নাহি পারে দেবগণ ॥
ব্যূহ মধ্যে তোমাকে রাখিব লুকাইয়া ।
দুর্য্যোধন আগু হ'য়ে থাকিবে বেড়িয়া ॥
কর্ণ বলে জয়দ্রথ না করিহ ভয় ।
অবশ্য মরিবে কালি বীর ধনঞ্জয় ॥
হেন বুঝি অনুকূল হইবেক ধাতা ।
সে কারণে অর্জ্জুন কহিল হেন কথা ॥
এত শুনি জয়দ্রথ ত্যজিলেক ভয় ।
অবশ্য হইবে কালি অর্জ্জুনের ক্ষয় ॥
হরষিত দুর্য্যোধন জয়দ্রথে নিয়া ।
আপনার গৃহে গেল আনন্দিত হৈয়া ॥
কৃপাচার্য্য বলে তবে দ্রোণাচার্য্য প্রতি ।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি ॥
নিশ্চয় জানিল এই রাজা দুর্য্যোধন ।
অবশ্য হইবে কালি পার্থের নিধন ॥

ত্রিদশের নাথ কৃষ্ণ সহায় যাহার।
হেনজন নাহি পায় কদাচ অপার॥
অবশ্য হইবে জয়দ্রথের নিধন।
কহিলাম জান মম স্বরূপ বচন॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য হরষিত মন।
যতেক কহিলা তুমি বেদের বচন॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব কথন।
আয়ুর্যশ পুণ্য বাড়ে শুনে যেই জন॥
ব্যাস বিরচিত হয় অপূর্ব্ব ভারত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত॥

জয়দ্রথবধের বৃত্তান্ত।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
জয়দ্রথ-বধ কথা অপূর্ব্ব কথন॥
অর্দ্ধগত নিশা নিদ্রাগত বীরগণ।
অতি চিন্তান্বিত কৃষ্ণ অর্জ্জুন কারণ॥
অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিলা ক্রোধমন॥
জয়দ্রথ হেতু সবে করি প্রাণপণ।
করিবে দারুণ যুদ্ধ না যায় খণ্ডন॥
জয়দ্রথ বীরে তবে মারিবা কেমনে।
এই যে ভাবনা মম হয় অনুক্ষণে॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কর অবগতি।
কারে ভয়, তুমি যার থাকিবে সারথি॥
উৎপত্তি প্রলয় যার কটাক্ষেতে হয়।
হেন জন সহায়ে তাহার কারে ভয়॥
অর্জ্জুন বিনয় শুনি দেব জগন্নাথ।
উঠিলেন কৃষ্ণ ধরি অর্জ্জুনের হাত॥
কপিধ্বজ রথে দোঁহে করি আরোহণ।
সঙ্গোপনে যান যথা হরের ভবন॥
পার্ব্বতীর সনে একাসনে ভূতনাথ।
দেখি কৃষ্ণার্জ্জুন করিলেন প্রণিপাত॥
যোড়হাতে শ্রীনাথ কহেন স্তুতি বাণী।
দেবদেব মহাদেব দেব শূলপাণি॥
সমুদ্রমথনে ঘোর উঠিল গরল।
সে সর্ব্ব সংসার দহে হইয়া অনল॥
সৃষ্টিনাশ দেখি দেবগণ স্তুতি করে।
সদয় হইয়া দেবদেব দয়া করে॥
গণ্ডুষে করিয়া পান রাখিলে জগত।
ঘুষিতে রহিল যশ জগতে মহত॥
গোবিন্দের স্তুতি শুনি দেব গদাধর।
ঈষৎ হাসিয়া তবে করেন উত্তর॥
আমার বিধাতা তুমি বিশ্বের পালক।
যে না জানে সেই বলে নন্দের বালক॥
ভূভার নাশিতে তুমি অবতার হ'য়ে।
করিছ বিহার কত ধনঞ্জয়ে ল'য়ে॥
যে হয় তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
করহ বিধান আজ্ঞা দেব নারায়ণ॥
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান।
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ নহে সমাধান॥
অন্যায় সমর করি অভিমন্যু বীরে।
বেড়িয়া কৌরবগণ বধে বালকেরে॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ বিপক্ষ নাশিতে।
না পারিলে নিজদেহ ত্যজিবে অগ্নিতে॥
এই হেতু নিবেদি যে শুন গঙ্গাধর।
জয়দ্রথে জিনি পার্থ জিনিবে সমর॥
হর বলিলেন হরি শুন অবধানে।
অর্জ্জুন বিজয়ী হবে জিনি শত্রুগণে॥
অর্জ্জুনের সহায় হইব আমি রণে।
রণে গিয়া নিধন করিব কুরুগণে॥
অনন্তর প্রণমিয়া দেবীর চরণ।
করেন অর্জ্জুন কৃষ্ণ অনেক স্তবন॥
শঙ্করী বলেন শুন কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
মম বরে কর গিয়া সব শত্রু ক্ষয়॥
পাইয়া হরের বর কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
ধনলাভে দরিদ্র যেমন তুষ্ট হয়॥
সেই মত মহানন্দে প্রফুল্ল অন্তরে।
প্রণাম করেন দোঁহে শঙ্করী শঙ্করে॥
বিদায় হইয়া, গিয়া আপন শিবিরে।
করিলে শয়ন সবার অগোচরে॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নানদান।
সুসজ্জা হইয়া যুদ্ধে করিল প্রয়াণ॥

তবে দ্রোণ মহাবীর সর্ব্বসৈন্য ল'য়ে।
রচিল অদ্ভুত ব্যূহ রণস্থলে গিয়ে ॥
বার ক্রোশ পর্য্যন্ত রাখিল সেনাগণ।
তার মধ্যে জয়দ্রথ রাজা দুর্য্যোধন ॥
এরূপ করিয়া সবে রহিলেক রণে।
বেড়িয়া রহিল সবে সিন্ধুর নন্দনে ॥
হেথা সর্ব্বসৈন্য ল'য়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
গোবিন্দেরে অগ্রে করি হলেন বাহির ॥
তবে ধনঞ্জয় ডাকিছেন যোদ্ধাগণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকীরে আর ভীমসেনে ॥
যুধিষ্ঠিরে সবা প্রতি করি সমর্পণ।
কহেন তোমারা সবে কর গিয়া রণ ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু আমি যাই রণে।
যথায় পাইব আজি সিন্ধুর নন্দনে ॥
ভীম বলে তুমি যাও জয়দ্রথ যথা।
যুধিষ্ঠির হেতু তব নাহি মনোব্যথা ॥
শুনি কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধনঞ্জয়।
এতেক প্রতিজ্ঞা তব উচিত না হয় ॥
যদি জয়দ্রথ আজি নাহি হয় বধ।
তবে কি করিবে মোরে কহ তার পথ ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু তোমার প্রসাদে।
আজি জয়দ্রথেরে মারিব অপ্রমাদে ॥
বহু সঙ্কটেতে তুমি করিলা তারণ।
যত বল বুদ্ধি মম তুমি নারায়ণ ॥
শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ হরিষ অন্তর।
বড় বিচক্ষণ তুমি মহাধনুর্দ্ধর ॥
অচিরে হইবে তব প্রতিজ্ঞা পূরণ।
আজি সে হইবে তব শত্রুর নিধন ॥
এত বলি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়েন সিংহনাদ।
শুনিয়া কৌরবগণ গণিল প্রমাদ ॥
তবে কৃষ্ণ দারুকেরে কহেন তখন।
মম রথখানি আন করিয়া সাজন ॥
শার্ঙ্গ ধনুকাদি সব তুলহ রথেতে।
জয়দ্রথ হেতু রণ করিব নিশ্চিতে ॥
কদাচিত ধনঞ্জয় ন্যূন যদি হয়।
একেলা করিব আজি কৌরবের ক্ষয় ॥
যেইক্ষণে আমার হইবে শঙ্খধ্বনি।
শব্দ শুনি রথ ল'য়ে যাইবে আপনি ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
বায়ুবেগে চালাইয়া দেন অশ্বগণ ॥
ব্যূহমুখে দ্রোণাচার্য্য আছেন আপনে।
তাহার পশ্চাতে যত কুরুসেনাগণে ॥
হেনকালে দ্রোণাচার্য্য ব্যূহের দ্বারেতে।
আগুলিল পার্থে আসি ধনুঃশর হাতে ॥
দ্রোণে দেখি ধনঞ্জয় করি নমস্কার।
করযোড়ে কহিছেন কুন্তীর কুমার ॥
কি হেতু যুদ্ধের সজ্জা দেখি মহাশয়।
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার তনয় ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু প্রতিজ্ঞা আমার।
তোমারে জানাই তাই কারণ তাহার ॥
দ্রোণ কহে এই কথা না হয় উচিত।
কুরুসৈন্যগণ দেখ আমার রক্ষিত ॥
আমার অগ্রেতে তারে করিবে ঘাতন।
কেমনে দেখিব আমি শুনহ অর্জ্জুন ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহেন পার্থেরে।
উপরোধ কেন তুমি করহ দ্রোণেরে ॥
সপ্তরথী বেড়ি মারে এক ছাওয়ালে।
অতি শিশু অভিমন্যু রণে মারে ছলে ॥
কোন উপরোধ গুরু করিল তোমারে।
তুমি কেন উপরোধ করহ উহারে ॥
সন্ধান পূরিয়া মার দিব্য অস্ত্রগণ।
যেইমতে দ্রোণাচার্য্য হয় অচেতন ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ অতি ক্রুদ্ধমন।
দ্রোণে চাহি লাগিলেন বলিতে তখন ॥
তবে আর বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুগণ ॥
আজি যুদ্ধে কৌরবেরে করিব সংহার।
দেখিব কেমনে রাখ করিয়া প্রকার ॥
এতেক শুনিয়া গুরু অতি ক্রুদ্ধমন।
করিল অর্জ্জুনোপরি বাণ বরিষণ ॥
দশ বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
বাণ ব্যর্থ দেখি দ্রোণ ক্রোধে কম্পবান ॥

গগন ছাইয়া বীর বরিষয়ে বাণ।
শীঘ্রহস্তে ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান ॥
কাটিয়া পাড়েন যত আচার্য্যের বাণ।
ক্রোধে দ্রোণ করিলেন বরিষণ বাণ ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ধনঞ্জয় প্রতি।
আমি যাহা কহি তাহা কর অবগতি ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু আছে বড় ভার।
দ্রোণ সহ যুদ্ধ কর না বুঝি বিচার ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কহেন কৃষ্ণেরে।
কিমতে যাইব, দ্রোণ পথ রুদ্ধ করে ॥
কৃষ্ণ বলিলেন শুন আমার বচন।
দ্রোণের দক্ষিণ দিকে আছে সেনাগণ ॥
সেই সেনাগণ বাণে কাটি পাড় তুমি।
সেইখান দিয়া রথ চালাইব আমি ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পূরেন সন্ধান।
নিমিষে করেন বহু সৈন্য খান খান ॥
তবে শ্রীকৃষ্ণের রথ বেগেতে চলিল।
দ্রোণেরে পশ্চাৎ করি সৈন্যে প্রবেশিল ॥
দ্রোণ বলে ধনঞ্জয় এ কোন বিচার।
পলাইয়া যাও তুমি অগ্রেতে আমার ॥
অর্জ্জুন বলেন গুরু করি নমস্কার।
তোমারে জিনিবে হেন শক্তি আছে কার ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু যাইব এখন।
তোমার চরণে করি এই নিবেদন ॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য হাসিতে লাগিল।
এক ভিতে রথ রাখি পথ ছাড়ি দিল ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অতিশয় ক্রোধে।
যারে পায় তারে মারে নাহি উপরোধে ॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ।
রথ অশ্ব পদাতিক করে খান খান ॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয়।
মহাক্রোধে আগু হৈল দ্রোণের তনয় ॥
ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা দোঁহে মহারণ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত সেনাগণ ॥
মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
তবে ক্রোধে মহাবীর ইন্দ্রের নন্দন।
কাটিলেন দ্রৌণীর হাতের শরাসন ॥
আর ধনু ল'য়ে বীর দ্রোণের তনয়।
বাণ বৃষ্টি করে অতি নির্ভয় হৃদয় ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অগ্নি হেন জ্বলে।
সারথির মাথা কাটি ফেলিল ভূতলে ॥
এড়েন যুগল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন।
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা হৈল অচেতন ॥
সেইক্ষণে সারথী আইল এক আর।
অচেতন রথে বীর দ্রোণের কুমার ॥
কতক্ষণে অশ্বত্থামা পাইল চেতন।
ধনু ধরি পুনরপি করে মহারণ ॥
মহাপরাক্রম দোঁহে সমান সোসর।
হইল তুমুল যুদ্ধ নাহি অবসর ॥
তবে ধনঞ্জয় ক্রোধে হইল অস্থির।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রৌণীর শরীর ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
অচেতন হ'য়ে বীর রথেতে পড়িল ॥
রথেতে পড়িল বীর হ'য়ে অচেতন।
হাহাকার করি ধায় যত যোদ্ধাগণ ॥
হেনকালে অগ্রে হৈল মিহির নন্দন।
ধনুক ধরিয়া আসে করিবারে রণ ॥
তর্জ্জন করিয়া বলে অর্জ্জুনেরে আঁটি।
লেগেছে তোমারে মৃত্যু তেঁই ছটফটি ॥
দ্রোণ-সেনাপতি বলে মম বধ্য নহে।
সে কারণে ভালে ভালে দিন কত রহে ॥
নিশ্চয় আমার হস্তে তোমার মরণ।
কহিলাম সত্য এই বিধির ঘটন ॥
অর্জ্জুন বলেন হাসি হতজ্ঞান তুমি।
পশুজ্ঞান করিয়া বধিব তোমা আমি ॥
কুপিয়া বলিছে কর্ণ বুঝিব এখন।
কেমনে সারিয়া আজি যাহ মোর রণ ॥
এত বলি সূর্য্যসুত সর্পবাণ এড়ে।
সহস্র সহস্র নাগ পার্থে গিয়া বেড়ে ॥
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল সর্প করিল ভক্ষণ ॥

সর্পেরে গিলিয়া কর্ণে গিলিবারে আসে।
অগ্নিবাণ কর্ণ তবে এড়িল তরাসে॥
অগ্নিতে পক্ষীর পাখা পুড়িল সকল।
হইল প্রলয় অগ্নি সেই রণস্থল॥
এড়েন বরুণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
জলেতে নিবৃত্ত হৈল যত হুতাশন॥
হইল প্রলয় নীর সেই রণস্থলে।
হয় হস্তী পদাতিক ভাসি যায় জলে॥
শোষক নামেতে বাণ কর্ণ এড়ে রোষে।
শুষিল সকল নীর চক্ষুর নিমিষে॥
কর্ণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর॥
তবে পার্থ মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
একেবারে মারিলেন দশ গোটা বাণ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
রণে ভঙ্গ দিয়া গেল কর্ণ যোদ্ধাপতি॥
তবে ধনঞ্জয় বীর মহাক্রোধ মনে।
লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাগণে বিনাশিল রণে॥
হেনমতে ছয় ক্রোশ পথ চলি গেলা।
গগনমণ্ডলে হৈল দ্বিপ্রহর বেলা॥
হেনকালে কৃষ্ণ কন শুন ধনঞ্জয়।
শ্রমযুক্ত হইল রথের চারি হয়॥
শরে বিদ্ধ হইয়াছে চলিতে না পারে।
কিমতে যাইব তবে সংগ্রাম ভিতরে॥
দিবা হৈল বহু, তৃণ জল নাহি পায়।
হের দেখ ঘন ঘন মম মুখ চায়॥
সংগ্রাম করহ যদি নামি ভূমিতল।
তবে আমি খাওয়াই অশ্বে তৃণ জল॥
এত শুনি কৃষ্ণেরে কহেন গুড়াকেশ।
কেন অসম্ভব কথা কহ হৃষীকেশ॥
সংগ্রামের স্থল ইথে না হয় সংশয়।
তৃণশূন্য এই স্থল ধুলা উড়ে যায়॥
গোবিন্দ বলেন ক্ষণ রহ হেথা তুমি।
যথা পাই আনি জল খাওয়াব আমি॥

অর্জ্জুন বলেন বড় হইল বিস্ময়।
যে কহিলা নারায়ণ শুনি হয় ভয়॥
ছল করি ছাড়িয়া যাইতে চাহ হরি।
সিন্ধু মাঝে ডুবাইয়া আমারে সংহারি॥
বুঝিলাম অপরাধ হইয়াছে পায়।
তুমি যদি ছাড় তবে নাহিক উপায়॥
তুমি বল, তুমি বুদ্ধি, পাণ্ডবের প্রাণ।
যার অনুগ্রহে সঙ্কটেতে পাই ত্রাণ॥
অনুক্ষণ হৃদয়ে উদয় তাহে দেখি।
হেন অনাথের নাথ মোরে কর দুঃখী॥
আমার প্রতিজ্ঞা যত সে হইল মিছা।
তবে আর এ ছার জীবনে কিবা ইচ্ছা॥
কেমনে সমর-সিন্ধু তরিবারে পারি।
তরণী ফেলিয়া হরি চলিলে কাণ্ডারী॥
কমল-নয়ন কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।
করহ আক্ষেপ সখা কিসের লাগিয়া॥
পঞ্চভাই তোমরা পাণ্ডব যাজ্ঞসেনী।
রাখিয়াছ ভক্তিতে আমাকে সদা কিনি॥
পলাইতে পারি কি যে পলাইতে চাই।
হৃদয় নিগড়ে বন্দী এড়াইতে নাই॥
কে জানে কহি যে সত্য তোমা ছয় জনে।
নাহি পারি এক দণ্ড পাসরিতে মনে॥
ভূমিতলে নামি যদি করহ সংগ্রাম।
তবেত অশ্বেরে আমি করাই বিশ্রাম॥
এত শুনি ধনঞ্জয় নামিয়া ভূমিতে।
সংগ্রাম করেন বীর ধনুঃশর হাতে॥
তবে কৃষ্ণ রথ হৈতে ভূমিতলে উলি।
ক্রমে ক্রমে ঘুচাইল যত কড়িয়ালি॥
তৃষিত হইল অশ্ব ক্ষত গাত্র বাণে।
জানি নারায়ণ তবে কহেন অর্জ্জুনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ দেখ অশ্বগণে।
তৃষ্ণার কারণ চাহে মম মুখ পানে।
বিনা জলপানে অশ্ব না পারে চলিতে।
তাহার বিধান আমি করি যে ত্বরিতে॥
তবেত করহ যুদ্ধ কুরুসৈন্য সনে।
হউক ক্ষণেক যুদ্ধ মল্ল মল্লগণে॥

এতেক কহিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
এক সরোবর কৈল অপূর্ব্ব রচন ॥
নানা জাতি পক্ষীগণ ক্রীড়া করে তাহে।
নানা পুষ্প ফুটে তার গন্ধে মন মোহে ॥
হংসগণ ক্রীড়া করে হংসীর সহিত।
সারস সারসী ক্রীড়া করে আনন্দিত ॥
পদ্মের সৌরভে গন্ধ চতুর্দ্দিকে যায়।
লাখে লাখে মত্ত অলি মধুলোভে ধায় ॥
অমৃত সমান হৈল সরোবর-নীর।
অশ্ব ল'য়ে তাহাতে নামেন যদুবীর ॥
জলেতে ধোয়ান কৃষ্ণ অশ্বের শোণিত।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হইল বিস্মিত ॥
অর্জ্জুনেরে ভূমে দেখি যত যোদ্ধাগণ।
সন্ধান পূরিয়া করে অস্ত্র বরিষণ ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন তবে পূরেন সন্ধান।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দিব্য বাণ ॥
শূন্যেতে দোঁহার বাণ একত্র হইল।
গ্রহের সদৃশ হ'য়ে শূন্যেতে রহিল ॥
আনন্দে গোবিন্দ তবে ল'য়ে অশ্বগণে।
জলপান করীলেন হরষিত মনে ॥
জলপানে অশ্বগণ হৈল বলবান।
পূর্ব্বের সদৃশ হৈল করি জলপান ॥
তবে কৃষ্ণ অশ্বগণে লইয়া সংহতি।
রথেতে উঠেন গিয়া অতি শীঘ্রগতি ॥
অশ্বগণে রথে যুড়ি বলেন অর্জ্জুনে।
বলবান হৈল অশ্ব দেখ জলপানে ॥
অতঃপর রথে আসি চড় মহামতি।
রথ চালাইয়া আমি দিব শীঘ্রগতি ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে।
এক লাফ দিয়া বীর চড়িলেন রথে ॥
কৃতাঞ্জলি অর্জ্জুন কহেন সবিনয়।
এক নিবেদন করি শুন মহাশয় ॥
তোমার চরিত্র আমি বুঝিতে না পারি।
আপন বৃত্তান্ত মোরে কহ কৃপা করি ॥
নিরবধি অপরাধ করি তব স্থান।
চিনিতে না পারি আমি বড়ই অজ্ঞান ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ না কর বিস্ময়।
মম পরিচয় তোমা দিব ধনঞ্জয় ॥
এত বলি দেন কৃষ্ণ চালাইয়া হয়।
ধনু ধরি করেন সমর ধনঞ্জয় ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

ভূরিশ্রবা কর্ত্তৃক সাত্যকির পরাজয়।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
যেইমতে সাত্যকির হইল পরাজয় ॥
একদিন বাসুদেব পিতৃশ্রাদ্ধ কালে।
নিমন্ত্রণ করি যত কুটুম্ব আনিলে ॥
সোমদত্ত বাহ্লীক যে পাঞ্চাল রাজন।
শাল্ব শিশুপাল এল' পেয়ে নিমন্ত্রণ ॥
আইল অনেক রাজা না হয় বাখান।
সবাকারে বাসুদেব করে অভ্যুত্থান ॥
বিচিত্র আসনে বসাইল সর্ব্বজন।
তার মধ্যে সোমদত্ত করিল গমন ॥
সভার মধ্যেতে যদি সোমদত্ত গেল।
সোমদত্ত দেখি শিনি ক্রোধেতে জ্বলিল ॥
বাসুদেব খুড়া শিনি সাত্যকির বাপ।
সোমদত্তে দেখি শিনি পাইলেক তাপ ॥
ডাকিয়া বলিল শিনি শুন সোমদত্ত।
সভামধ্যে বৈস তুমি এ কোন্ মহত্ত্ব ॥
আমা সবা না মানিস্ কোন্ অহঙ্কারে।
পৃথিবীর মধ্যে কেবা না জানে তোমারে ॥
মর্য্যাদা থাকিতে শীঘ্র যাও পলাইয়া।
আপন সদৃশ যোগ্যস্থানে বৈস গিয়া ॥
এত শুনি সোমদত্ত ক্রোধেতে জ্বলিল।
অগ্নির উপরে যেন ঘৃত ঢালি দিল ॥
সোমদত্ত বলে শিনি না করিস্ গর্ব্ব।
তোমার মহত্ত্ব যাহা আমি জানি সর্ব্ব ॥
এতেক উত্তর মোরে করিস্ বর্ব্বর।
কোন অর্থে ন্যূন আমি পৃথিবী ভিতর ॥
তোমা হৈতে ন্যূন কেবা আছয়ে ররণী।
মম অগোচর নহে সব আমি জানি ॥

এতেক শুনিয়া শিনি মহাকোপ মন।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে শুন সর্ব্বজন ॥
এত অহঙ্কার তোর ওরে কুলাঙ্গার।
পরে নিন্দ, ছিদ্র নাহি দেখ আপনার ॥
ইহার উচিত ফল দিব আমি তোরে।
এত বলি মহাক্রোধে উঠিল সত্বরে ॥
শিনি দেখি সোমদত্ত উঠি সেইক্ষণ।
হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ করে দুই জন ॥
তবে শিনি মহাক্রোধে ধরে তার চুলে।
দেখিয়া হইল হাস্য যত সভাস্থলে ॥
কেশে ধরি চড় মারে বজ্রের সমান।
এক চড়ে দন্তগুলা করে খান খান ॥
তবে সবে উঠি দোঁহে বারণ করিল।
অভিমানে সোমদত্ত দেশে নাহি গেল ॥
সভামধ্যে সোমদত্ত পেয়ে অপমান।
তপস্যা করিতে বনে করিল প্রয়াণ ॥
দ্বাদশ বৎসর তপ করে অনাহারে।
একচিত্তে সোমদত্ত সেবিল শঙ্করে ॥
তপস্যাতে বশ হইলেন মহেশ্বর।
বৃষেতে চাপিয়া আসি বনের ভিতর ॥
হর বলিলেন বর মাগহ রাজন।
এত বলি তাহাকে ডাকেন পঞ্চানন ॥
ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিলেক হর।
বিভূতিভূষণ জটাধারী গঙ্গাধর ॥
আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া শঙ্করে।
বিবিধ প্রকারে রাজা বহু স্তুতি করে ॥
সোমদত্ত বলে যদি হৈলে কৃপাবান।
এক নিবেদন আমি করি তব স্থান ॥
সভামধ্যে শিনি মোরে অমান্য করিল।
যতেক নৃপতিগণ বসিয়া দেখিল ॥
অগ্নিবৎ অঙ্গ দহে সেই অপমানে।
এই নিবেদন আমি করি তব স্থানে ॥
যদি মোরে বর দিবে দেব পশুপতি।
মহাধনুর্দ্ধর মম হউক সন্ততি ॥
তার পুত্রে মম পুত্র জিনিবে সমরে।
রাজগণ মধ্যে যেন অপমান করে ॥

ইহা বিনা আর বর নাহি চাহি আমি।
এই বর মহাপ্রভু আজ্ঞা কর তুমি ॥
শঙ্কর বলেন বর দিলাম তোমারে।
তব পুত্র জিনিবেক শিনির কুমারে ॥
প্রাণে মারিবারে তারে নহিবে শকতি।
এত বলি কৈলাসে গেলেন পশুপতি ॥
শিবস্থানে হেন বর পেয়ে নৃপবর।
আনন্দিত হ'য়ে গেল আপনার ঘর ॥
ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে জিনে শিববরে।
তার উপাখ্যান এই জানাই তোমারে ॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ভূরিশ্রবা-বধ।

মুনি বলে আশ্চর্য্য শুনহ জন্মেজয়।
শিব বরে সাত্যকি পাইল পরাজয় ॥
ভূরিশ্রবা-হস্ত যদি কাটেন অর্জ্জুন।
ভূমেতে পড়িয়া হইলেক অচেতন ॥
পুনরপি বসিয়া উঠিল রণস্থলে।
নিন্দা করি ভূরিশ্রবা অর্জ্জুনেরে বলে ॥
ধিক্ ধনঞ্জয় তোর থাকুক্ বীরত্ব।
অন্যায় করিয়া মম কাট তুমি হস্ত ॥
সাত্যকি সহিত রণ আছিল আমার।
কাটিলে আমার হস্ত তুমি কুলাঙ্গার ॥
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি স্বর্গে যাই আমি।
এই পাপে ধনঞ্জয় হবে অধোগামী ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ হইল লজ্জিত।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তুমি কেন হও ভীত ॥
কৃষ্ণ ডাকি বলিলেন ভূরিশ্রবা প্রতি।
একা অভিমন্যুরে বেড়িল সপ্তরথী ॥
কোন্ ন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুরে মারিলা।
এবে বুঝি সে সকল কথা পাসরিলা ॥
মৃত্যুকালে ধর্ম্মবুদ্ধি হইল তোমার।
অর্জ্জুনের নিন্দা কর তুমি কুলাঙ্গার ॥
কটুবাক্য শুনি ভূরিশ্রবা নরপতি।
নিন্দা করি কহিতে লাগিল কৃষ্ণ প্রতি ॥

ভূরিশ্রবা বলে কৃষ্ণ কহিলা প্রমাণ।
তোমা হৈতে এত সব হৈল অপমান ॥
কি কারণে নিন্দা আমি করি অর্জ্জুনেরে।
তোমা সম দুষ্ট নাহি পৃথিবী ভিতরে ॥
তোমার কুবুদ্ধে হৈল সকল সংহার।
নির্ল্লজ্জ তোমারে আমি কি বলিব আর ॥
এত বলি ভূরিশ্রবা হইল বিমন।
কি কর্ম্ম করিনু আমি নিন্দি নারায়ণ ॥
আপনার কর্ম্মভোগ করি যে আপনে।
তবে কেন বড় হ'য়ে নিন্দি নারায়ণে ॥
অন্তকালে যে জন স্মরয়ে নারায়ণ।
চতুর্ভুজরূপে যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
এতেক বলিয়া ভূরিশ্রবা নরপতি।
বিধিমতে গোবিন্দেরে করিলেন স্তুতি ॥
ডাকিয়া বলিল কৃষ্ণ তোমারে নিন্দিয়া।
কি গতি আমার হবে না পাই ভাবিয়া ॥
অধম দেখিয়া মোরে হও কৃপাবান।
নরক হইতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
কায়মনোবাক্যে আমি নিলাম শরণ ॥
সর্ব্বকাল তোমা বিনা নাহি জানি আমি।
মৃত্যুকালে তোমা নিন্দি হই অধোগামী ॥
আপনার গুণে কর আমারে উদ্ধার।
নরক হইতে ত্রাণ করহ আমার ॥
এত বলি ভূরিশ্রবা মৌনেতে রহিল।
হৃদয়-পঙ্কজে পদ ভাবিতে লাগিল ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তুমি ত্যজ দুঃখমন।
স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাহ বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
সিদ্ধ ঋষি যোগী সেই স্থান নাহি পায়।
তথাকারে যাহ তুমি আমার আজ্ঞায় ॥
বৈকুণ্ঠেতে আগে তুমি করহ গমন।
তথা গিয়া তোমা সঙ্গে করিব মিলন ॥
ভূরিশ্রবা শ্রীকৃষ্ণেতে এই কথা হয়।
কৃষ্ণধ্যান করি ভূরিশ্রবা মৌনে রয় ॥
হেনকালে সাত্যকি উঠিয়া ভূমি হৈতে।
খড়্গ ল'য়ে যায় ভূরিশ্রবারে কাটিতে ॥
হাতে চুল জড়াইয়া খড়্গ ল'য়ে করে।
খণ্ড খণ্ড করি বীর কাটিল তাহারে ॥
এতেক দেখিয়া কৌরবের সেনাগণ।
সাত্যকি উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
এক লাফে সাত্যকি উঠিল গিয়া রথে।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া অস্ত্র নিল হাতে ॥
নিমিষেকে মারে লক্ষ লক্ষ সেনাগণ।
বাণবৃষ্টি করে বীর মহাকোপ মন ॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা জয়দ্রথ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের নবতি সহোদরের মৃত্যু।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
অনন্তর ভীমসেন করে ঘোর রণ ॥
ভীমের সংগ্রাম দেখি ভীত কুরুদল।
হাহাকার মহাশব্দ হয় গণ্ডগোল ॥
পুনরপি ভীম উঠি রথের উপর।
রথ চালাইয়া দিল বিশোক সত্বর ॥
বিশোক চালায় রথ বায়ুসম গতি।
যুঝিতে যুঝিতে যায় ভীম মহামতি ॥
কতদূর গিয়া ভীম সাত্যকি দেখিল।
আনন্দিত হয়ে তারে বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল ॥
ভীম বলে কহ অর্জ্জুনের সমাচার।
কি কারণে রথধ্বজ নাহি দেখি তার ॥
সাত্যকি কহিল এই দেখ বৃকোদর।
দ্রোণসহ ধনঞ্জয় করেন সমর ॥
পুনরপি বলে ভীমে কহ বিবরণ।
যুধিষ্ঠিরে ছাড়িয়া আইলা কি কারণ ॥
ভীম বলে যুধিষ্ঠির পাঠান আমারে।
অর্জ্জুনের সমাচার জানিবার তরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্থানে তারে করি সমর্পণ।
আসিয়াছি সমাচার জানিতে এখন ॥
শুনিয়া সাত্যকি তবে আনন্দিত হৈল ॥
ভীমে দেখি কর্ণবীর পুনশ্চ আইল ॥
কর্ণেরে দেখিয়া ভীম বলে ডাক দিয়া।
পুনঃ পুনঃ আসিয়া যাইস্ পলাইয়া ॥

ক্ষণেক থাকিয়া যুঝ তবে জানি কথা ।
একেবারে আজি তোর কাটি পাড়ি মাথা ॥
এত বলি বৃকোদর ধরি ধনুখান ।
কর্ণের উপরে মারে তীক্ষ্ণ দশ বাণ ॥
বাণেতে ব্যথিত হইলেন অঙ্গপতি ।
পলাইল যুদ্ধ ছাড়ি কর্ণ শীঘ্রগতি ॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর অনল সমান ।
আকর্ণ পূরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে নাহি তার অন্ত ।
গিরি সম হস্তী পড়ে ঈষা সম দন্ত ॥
ধ্বজছত্র পতাকা পড়য়ে সারি সারি ।
যতেক পড়িল সৈন্য লিখিতে না পারি ॥
আট অক্ষৌহিণী সেনা পড়ে সেই দিনে ।
এতেক করিল ক্ষয় বীর তিন জনে ॥
অর্জ্জুন সাত্যকি দোঁহে চারি অক্ষৌহিণী ।
চারি অক্ষৌহিণী ভীম জিনিল আপনি ॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব এতেক দেখিয়া ।
আইল নব্বই জন রথেতে চড়িয়া ॥
সৈন্যসজ্জা কোলাহল হয় হস্তী রথ ।
চারিদিকে ঘেরি বেড়ে আবরিল পথ ॥
দেখিয়া ধাইল তবে বীর বৃকোদর ।
পুনরপি গদা ল'য়ে সংগ্রাম ভিতর ॥
রথ সব চূর্ণ করি যায় বৃকোদর ।
একে একে মারিল ন'ব্বই সহোদর ॥
নবতি সোদর পড়ে দেখি দুর্য্যোধন ।
ভ্রাতৃগণ শোকে রাজা করয়ে ক্রন্দন ॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নৃপবর ।
সহোদর নবতি মারিল বৃকোদর ॥
কি বল কি বল বলে অন্ধ নরপতি ।
মূর্চ্ছিতা হইয়া তবে পড়ি গেল ক্ষিতি ॥
শুনিয়া গান্ধারী দেবী হৈল অচেতন ।
বংশনাশ করে মম পাণ্ডুর নন্দন ॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল ।
হাহাকার করে সবে, না বান্ধে কুন্তল ॥
টানিয়া ফেলিল নিজ রত্ন আভরণ ।
শত শত বধূগণ করয়ে ক্রন্দন ॥
চুল ছিঁড়ে বস্ত্র ছিঁড়ে শিরে মারে ঘাত ।
আমা সবা এড়ি কোথা গেলে প্রাণনাথ ॥
ইন্দ্র বিদ্যাধরী জিনি রূপ সবাকার ।
দিব্য বস্ত্র পরিধান রত্ন অলঙ্কার ॥
কোমল শরীর সবে পরমাসুন্দরী ।
ভূমে গড়াগড়ি যায় হাহাকার করি ॥
বধূগণ ক্রন্দন শুনিয়া নরবর ।
বিলাপ করয়ে অন্ধ হইয়া কাতর ॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয় ক্ষণেক চেতন ।
কোথাপুত্র বলি রাজা করয়ে রোদন ॥
সোণার আগার মম শূন্যময় হৈল ।
ভীমের সমরে পুত্র সকলি মরিল ॥
বড়ই নিষ্ঠুর ভীম নাহি দয়া লেশ ।
ভীম হৈতে হইল মোর বংশের শেষ ॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নরবর ।
এখন কি হবে রাজা হইলে কাতর ॥
এই হেতু পূর্ব্বে কত বলিনু তোমারে ।
কার' বাক্য না শুনিলা তুমি অহঙ্কারে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সুমতি ।
বিবিধ প্রকারে বুঝাইল তোমা প্রতি ॥
বিদুর বলিল কেন কান্দ নরবর ।
তব হিত হেতু পূর্ব্বে কহিনু বিস্তর ॥
ধনলোভে রাজ্যলোভে কৈলা অপকর্ম্ম ।
আপনি করিলা রাজা আপন অধর্ম্ম ॥
তাহার অসাধ্য রাজা ছিল কোন কর্ম্ম ।
তথাপি না কৈল যুধিষ্ঠির যে অধর্ম্ম ॥
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে ।
তথাপিও যুধিষ্ঠির ক্ষমিল তোমারে ॥
পঞ্চগ্রাম মাগিলেন ধর্ম্মের নন্দন ।
একখানি নাহি দিল দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
এখন সে সব কথা হইল বিদিত ।
অধর্ম্ম করিলে ভাল নহে কদাচিত ॥
বিদুরে চাহিয়া তবে কহিল রাজন্ ।
পুনঃ পুনঃ কটুবাক্য কহ কি কারণ ॥
পুত্রগণ শোকে মম দগ্ধ হৈল মন ।
কটুভাষা পুনঃ পুনঃ কহ অনুক্ষণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে নাহি কিছু ভয়।
প্রতিজ্ঞা পূরণ তব হইবে নিশ্চয় ॥
এতেক কহিতে তথা কুরুবীরগণে।
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি আইল সেখানে ॥
এখনি মরিবে পার্থ হেন করি মনে।
আনন্দিত দুর্য্যোধন সহাস্য বদনে ॥
তবে জয়দ্রথ দেখি সন্ধ্যার সময়।
শীঘ্রগতি আসিয়া অর্জ্জুন প্রতি কয় ॥
জয়দ্রথ বলে শুন বীর ধনঞ্জয়।
কি দেখ, হইল আসি সন্ধ্যার সময় ॥
আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করহ এখন।
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন ॥
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি যাহ ধনুর্দ্ধর।
শীঘ্রগতি প্রবেশহ অগ্নির ভিতর ॥
মিছা মায়া মিছা কায়া জলবিম্ববত।
এ মহীমণ্ডল যাবে পড়িবে পর্ব্বত ॥
যদি রিপু জিনি রাজ্য কর মহাশয়।
চিন্তিয়া দেখহ তাহা চিরকাল নয় ॥
অধর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম যে করে সাধন।
অতি শীঘ্র হয় তার সবংশে পতন ॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা বলে সর্ব্বজনে।
করিলে প্রতিজ্ঞা তাহা লঙ্ঘিবে কেমনে ॥
অর্জ্জুন উত্তর দেন শুন জয়দ্রথ।
তুমি যে কহিলে কথা রাখি ধর্ম্মপথ ॥
ধর্ম্মেতে বিচার করি ধার্ম্মিকের সনে।
অধর্ম্মে জিনিতে দোষ নাহি দুষ্টজনে ॥
অন্যায় সমর করি শিশু কৈলে হত।
কহ দেখি সে কর্ম্ম কেমন ধর্ম্মমত ॥
এখনি বধিয়া তোমা আমিও মরিব।
পাইয়া পরম শত্রু ছাড়িয়া না দিব ॥
শুনিয়া শুকায় মুখ জয়দ্রথ বীরে।
ভয় নাই আশ্বাসি কহেন পার্থ তারে ॥
বিশ্বাসঘাতক তব রাজা সম নহি।
কি করিব নিজ কর্ম্ম ল'ব ধর্ম্ম বহি ॥
শরীর ছাড়িব সত্য করিয়াছি পণ।
এত বলি আনিয়া জ্বালিল হুতাশন ॥

কৃষ্ণ সাজায়েন কাষ্ঠ দিয়া গন্ধসারে।
সৌরভ সহিত গন্ধ উঠিল সত্বরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
বীরকর্ম্ম করিয়া বধিলা ক্ষত্রচয় ॥
এখন নিরস্ত্র হ'য়ে মরিবে কেমনে।
অস্ত্র সহ প্রবেশহ জ্বলন্ত দহনে ॥
কৃষ্ণবাক্য অভিপ্রায় বুঝিয়া অর্জ্জুন।
নিলেন গাণ্ডীব ধনু করিয়া সগুণ ॥
সাতবার প্রদক্ষিণ করি হুতাশন।
প্রসন্ন কৃষ্ণের মুখ চান ঘনে ঘন ॥
দুর্য্যোধন রাজার হৃদয়ে বড় সুখ।
মরিল প্রধান রিপু নাহি আর দুঃখ ॥
হাস্যমুখে কহে আগে চাহিয়া অর্জ্জুনে।
বিলম্বে বাড়িবে মায়া পুড়িতে আগুনে ॥
টান দিয়া ফেলাহ করের শরচাপ।
চক্ষু বুজি দেহ শীঘ্র হুতাশনে ঝাঁপ ॥
অর্জ্জুন বলেন এই ঝাঁপ দিয়া পড়ি।
জয়দ্রথ ল'য়ে তুমি সুখে যাহ বাড়ী ॥
জয়দ্রথে দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
সেইক্ষণে ছাড়িলেন সূর্য্য আচ্ছাদন ॥
চারিদণ্ড বেলা আছে গগনমণ্ডলে।
দেখিয়া হইল ত্রাস কৌরবের দলে ॥
কৌরব জানিল তবে নিতান্ত কপট।
বিষম কৃষ্ণের মায়া বুঝিতে সঙ্কট।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুন সাবধানে।
জয়দ্রথ বধিতে বিলম্ব আর কেনে ॥
কাটহ উহার মুণ্ড ভূমে না পাড়িবা।
পশ্চাৎ সে সব কথা জানিতে পারিবা ॥
উহার জনক তপ কাম্যবনে করে।
ফেলাইবা মুণ্ড তার হাতের উপরে ॥
বাণে বাণে মুণ্ড ল'য়ে ফেল তার হাতে।
তবে সে হইবে রক্ষা জানিও ইহাতে ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
জয়দ্রথ ললাটে মারেন এক বাণ ॥
শীঘ্রগতি মুণ্ড কাটি আর এক বাণে।
বাণে বাণে লয় তার জনকের স্থানে ॥

সন্ধ্যা করে সিন্ধুরাজ দুই হাত কোলে ।
হেনকালে মুণ্ড তার হস্তে ল'য়ে ফেলে ॥
ত্রাস পেয়ে মুণ্ড গোটা ভূমিতে ফেলিল ।
সেইক্ষণে তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল ॥
হেনমতে সিন্ধুরাজ হইল নিধন ।
জয়দ্রথ সহ গেল যমের সদন ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহিলা বিধান ।
কৃপা করি কহ জয়দ্রথ উপাখ্যান ॥
ভূমে মুণ্ড ফেলিলে সে মরে সেইক্ষণে ।
হেন বর কেবা দিল সিন্ধুর নন্দনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয় ।
জয়দ্রথ হয় সিন্ধুরাজের তনয় ॥
বহুকাল জয়দ্রথ সেবিল শঙ্করে ।
অনাহারে তপ করে অরণ্য ভিতরে ॥
নানা উপহার দিয়া সেবিল মহেশ ।
তুষ্ট হ'য়ে বর তারে যাচেন বিশেষ ॥
বর মাগ জয়দ্রথ যেই মনোনীত ।
এত শুনি জয়দ্রথ হৈল আনন্দিত ॥
জয়দ্রথ বলে যদি মোরে দিবা বর ।
এক নিবেদন করি তোমার গোচর ॥
মম শির কাটি যেই ফেলিবে ধরণী ।
তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইবে তখনি ॥
শঙ্কর বলেন এই বর লহ তুমি ।
সে মরিবে তব মুণ্ড যে ফেলিবে ভূমি ॥
হর প্রণমিয়া বীর আনন্দিত মন ।
আপনার দেশে গেল সিন্ধুর নন্দন ॥
সে কারণে ধনঞ্জয় তোমা কহিলাম ।
তব রক্ষা হেতু এইরূপ করিলাম ॥
ভূমে মুণ্ড ফেলি তার জনক মরিল ।
নিশ্চয় জানিহ ইহা যেরূপ হইল ॥
এত শুনি ধনঞ্জয়ে লাগে চমৎকার ।
কৃষ্ণের চরণে করিলেন নমস্কার ॥
স্তুতি করিলেন পার্থ যোড় করি কর ।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর ॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ ।
এমত বিপদে মোরে করিলে তারণ ॥
তোমার কারণে হয় প্রতিজ্ঞা পূরণ ।
তোমার প্রসাদে আমি দেখি বন্ধুজন ॥
তোমার কৃপায় জয় হইল সকল ।
তোমার ভরসা আমি করি হে কেবল ॥
শুন কৃষ্ণ তুমি মম হও বুদ্ধি বল ।
তোমার কারণে আমি পাইব সকল ॥
তোমার কারণে কত দিন রব ক্ষিতি ।
তোমার কৃপায় করি ভোগ বসুমতী ॥
তোমার দয়ায় কৃষ্ণ করিব সমর ।
তোমার কৃপায় তরি সঙ্কট সাগর ॥
কাণ্ডারী করুণাময় তরাইতে সিন্ধু ।
অখিলের নাথ কৃষ্ণ অনাথের বন্ধু ॥
অগতির গতি তুমি দেব নারায়ণ ।
তোমার রাজীব পদে লইনু শরণ ॥
দীননাথ দয়াময় চাহ দীনজনে ।
সদা মন রহে যেন তোমার চরণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে তুমি বিচক্ষণ ।
চিনিলে আমারে তুমি ইন্দ্রের নন্দন ॥
তোমা হৈতে প্রিয় মম নাহিক সংসারে ।
নিশ্চয় জানিহ যে কহিলাম তোমারে ॥
তোমা পঞ্চজনে মম প্রীতি অতিশয় ।
অতএব তব কার্য্য করি ধনঞ্জয় ॥
কায়মনোবাক্যে যেই চিন্তয়ে আমারে ।
অনুক্ষণ তারে রাখি বিপদ সাগরে ॥
অনুক্ষণ নাম মোর লয় যেই জন ।
তাহার নাহিক ভয় যমের সদন ॥
জল ভেদি পদ্ম যেন উঠে ক্রমে ক্রমে ।
সেই মত মুক্ত আমি করি ভক্তগণে ॥
তুমি প্রিয়বন্ধু মম ইন্দ্রের নন্দন ।
অতএব তব কার্য্যে করি প্রাণপণ ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হ'য়ে পূর্ণকাম ।
গোবিন্দের পদে বীর করেন প্রণাম ॥
জয়দ্রথ বধ কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কুরুসৈন্যের সহিত ঘটোৎকচের
মহাযুদ্ধ দোষণ ও অলম্বুষ বধ।

মুনি বলে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
মহাপরাক্রম বীর হিড়িম্বা-নন্দন ॥
তালতরু সম গদা হাতে মহাবীর।
কুরুসেনা মধ্যে ধায় নির্ভয় শরীর ॥
গদা ল'য়ে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ পদাতিক চূর্ণ করি যায় ॥
সৃষ্টি নাশ করে যেন প্রচণ্ড তপন।
সেইমত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন ॥
পর্ব্বত আকার কৈল দীর্ঘ কলেবর।
অভেদ্য শরীর কৈল বজ্র সম সর ॥
কৈল দশ যোজন সুদীর্ঘ কলেবর।
মেঘের আকার বর্ণ মহাভয়ঙ্কর ॥
মুখখান যুড়ে পৃথ্বী গগনমণ্ডল।
আনন্দিত ঘটোৎকচ হাসে খল খল ॥
মুখ দেখি কুরুসৈন্য হারায় চেতন।
বিনা যুদ্ধে শত শত ত্যজিল জীবন ॥
ঘটোৎকচ মুখ দেখি কুরুসেনাগণ।
সত্বরে পলায় সবে লইয়া জীবন ॥
শিমুলের তুলা যেন উড়ায় পবন।
হেনমতে পলাইল সব সেনাগণ ॥
ঘটোৎকচ আগেতে না রহে কোন বীর।
সিংহনাদ করে বীর নির্ভয় শরীর ॥
হেনকালে আসে দুঃশাসনের নন্দন।
দোষণ তাহার নাম রূপেতে মদন ॥
রথে চড়ি ধনু ধরি আসে শীঘ্রগতি।
শরজালে আবরিল ঘটোৎকচ রথী ॥
আনন্দিত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
গদা ল'য়ে ধায় যেন কাল হুতাশন ॥
ক্ষুধার্ত্ত গরুড় যেন পইল ডুণ্ডুভ।
মহাক্রোধে ঘটোৎকচ ধায় সেইরূপ ॥
গদার প্রহার কৈল তাহার উপর।
রথ অশ্ব সারথিরে দিল যমঘর ॥
লাফ দিয়া যায় দুঃশসনের নন্দন।
দেখি ধায় ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধ মন ॥
অষ্টশিরা গদা গোটা নিল বীর হাতে।
হাসিতে হাসিতে মারে দোষণের মাথে ॥
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হয়।
সেইমত পড়ে দুঃশাসনের তনয় ॥
দোষণ পড়িল দেখি কান্দে দুঃশাসন।
হাহাকার করি কান্দে যত যোদ্ধাগণ ॥
পুত্রশোকে দুঃশাসন মহাক্রুদ্ধ হ'য়ে।
হাতে ধনু করি আসে দিব্য শর ল'য়ে ॥
সন্ধান পূরিয়া যোড়ে চোখ চোখ শর।
দেখি ঘটোৎকচ বীর হরিষ অন্তর ॥
দুঃশাসনে ডাকি বলে ঘটোৎকচ বীর।
আজি যুদ্ধ দেহ মোরে হইয়া সুস্থির ॥
কৌতুক দেখিবে আজি যত যোদ্ধাগণ।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র নিল ঘটোৎকচ।
দশ বাণে বিপক্ষের কাটিল কবচ ॥
আর দশ বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
দুঃশাসন অঙ্গ কাটি করে খান খান ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে দুঃশাসন বীর।
রণ ত্যজি পলাইল হইয়া অস্থির ॥
দুঃশাসন ভঙ্গ দেখি হাসে মহাবীর।
সিংহনাদ করি বুলে নির্ভয় শরীর ॥
নানা মায়া করি বুলে ভীমের নন্দন।
রাক্ষসী মায়ায় বীর বড় বিচক্ষণ ॥
কোনখানে অগ্নিরূপে দহে সেনাগণ।
দাবানলে দগ্ধ যেন হয় মহাবন ॥
সিংহরূপ ধরি কোথা হস্তী করে নাশ।
দেখিয়া কৌরবগণ গণিল তরাস ॥
ঘটোৎকচ যুদ্ধ দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ধন্য ধন্য করিয়া করেন প্রশংসন ॥
কৌরবের দলে হৈল রোদন অপার।
একা ঘটোৎকচ বীর কৈল মহামার ॥
সৈন্যগণ পড়ে দেখি কান্দে দুর্য্যোধন।
হেনকালে আসে কর্ণ রবির নন্দন ॥

ক্রোধে ধনু ধরি বীর চলে সেইক্ষণ ।
ঘটোৎকচ সহ গেল করিবারে রণ ॥
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর ।
গদা তুলি মারে বীর কর্ণের উপর ॥
অশ্ব সহ সারথিরে করিলেক চূর ।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাশূর ॥
কর্ণ পলাইল দেখি ভীমের নন্দন ।
মহাকোপে বহু সৈন্য করিল নিধন ॥
শত শত হস্তী মারে গদার প্রহারে ।
লক্ষ লক্ষ পদাতিক নিমিষে সংহারে ॥
শত শত রথ পড়ে হয়ে খান খান ।
দেখিয়া কৌরবদল হৈল কম্পমান্ ॥
হাহাকার শব্দ করে যত যোদ্ধাগণ ।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা শোকাকুল মন ॥
ঘটোৎকচ যুদ্ধ দেখি দ্রোণের নন্দন ।
সিংহনাদ করি গেল করিবারে রণ ॥
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থমা এড়ে বাণ ।
দেখি ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে কম্পমান্ ॥
এক লাফে নিজ রথে চড়ে বীরবর ।
গদা এড়ি ধনুঃশর লইল সত্বর ॥
হাতে তুলে নিল বীর দুর্দ্ধরিষ ধনু ।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রোণপুত্র তনু ॥
শীঘ্র অস্ত্র অশ্বত্থামা পূরিয়া সন্ধান ।
নিমিষেতে নিবারিল ঘটোৎকচ বাণ ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর সন্ধান পূরিল ।
তীক্ষ্ণভল্ল দশ গোটা অঙ্গেতে মারিল ॥
মোহ গেল ঘটোৎকচ রথের উপর ।
সিংহনাদ করি বুলে দ্রোণের কুমার ॥
কতক্ষণে ঘটোৎকচ পাইল চেতন ।
ক্রোধমূর্ত্তি দেখি যেন কাল হুতাশন ॥
ধনু এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর ।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর ॥
গদার প্রহারে রথ খণ্ড খণ্ড হৈল ।
লাফ দিয় অশ্বত্থামা বেগে পলাইল ॥
ভয়ে কম্পমান হৈল দ্রোণের নন্দন ।
দ্রুতগতি পলাইল লইয়া জীবন ॥

তবে ঘটোৎকচ বীর কুপিত অন্তরে ।
হাতে গদা করি বীর ভ্রময়ে সমরে ॥
লেখা জোখা নাহি যত পড়ে সেনাবর ।
পলাইয়া যায় সবে ত্যজিয়া সমর ॥
বায়ুবেগে ধায় যত অশ্ব আসোয়ার ।
পলায় পদাতিগণ লেখা নাহি তার ॥
হেনমতে ঘটোৎকচ করে মহামার ॥
কৌরবের দলে উঠে শব্দ হাহাকার ॥
হেনকালে অলম্বুষ আইল রাক্ষস ।
মহাপরাক্রম বীর অসীম সাহস ॥
রাক্ষসের সেনা ল'য়ে ধাইল সত্বর ।
পর্ব্বত আকার বীর মহাভয়ঙ্কর ॥
রাক্ষস দেখিয়া ধায় ঘটোৎকচ বীর ।
মহাগদা হাতে করি নির্ভয় শরীর ॥
গদার প্রহার করে রাক্ষস উপর ।
অনেক রাক্ষস মারে সংগ্রাম ভিতর ॥
অশ্ব হস্তী পদতিক সম্মুখে যা পায় ।
গদার প্রহারে বীর চূর্ণ করি ধায় ॥
কোটি কোটি সেনা পড়ে না যায় লিখন ।
দেখি পলাইয়া যায় যত যোদ্ধাগণ ॥
তবে ক্রোধে অলম্বুষ রাক্ষস ঈশ্বর ।
গদা ল'য়ে ধায় বীর সংগ্রাম ভিতর ॥
তবে ক্রোধে ঘটোৎকচ ভীমের কোঙর ।
গদা প্রহারিল অলম্বুষের উপর ॥
গদার প্রহারে বীর হইল জর্জ্জর ।
ত্রাস পেয়ে উঠে গিয়া আকাশ উপর ॥
অন্তরীক্ষে থাকি বীর করে ঘোর রণ ।
দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বা নন্দন ॥
অন্তরীক্ষে ঘটোৎকচ উঠিল সত্বর ।
মহাযুদ্ধ করে দোঁহে শূন্যের উপর ॥
মহাত্রাসে অলম্বুষ দেখে লুকাইল ।
দেখি ঘটোৎকচ বীর কুপিত হইল ॥
মায়া করি লুকাইল হিড়িম্বা নন্দন ।
দেখি ভয়ে রাক্ষস পলায় সেইক্ষণ ॥
তথা হৈতে অলম্বুষ নামে রণস্থল ।
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবল ॥

পুনরপি দুইজনে হইল সংগ্রাম।
নানা মায়া করে বীর অতি অনুপম ॥
দিব্য রথে অলম্বুষ করি আরোহণ।
ভীমের নন্দনে করে বাণ বরিষণ ॥
তবে ঘটোৎকচ বীর গদা ল'য়ে ধায়।
রথ অশ্ব চূর্ণ বীর করে এক ঘায় ॥
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস ঈশ্বর।
পুনরপি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর ॥
মহাযুদ্ধ করে দোঁহে ধরণী উপর।
গদার প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
পুনরপি রাক্ষস হইল লুকি কায়।
কোথায় আছয়ে কেহ দেখিতে না পায় ॥
কতক্ষণে রাক্ষস আইল আরবার।
সৈন্যের উপরে করে গদার প্রহার ॥
দেখিয়া ধাইল বীর হিড়িম্বানন্দন।
পুনরপি দুইজনে করে মহারণ ॥
দিব্য রথে চড়ি দোঁহে করয়ে সমর।
বাণাতে দোঁহার অঙ্গ হইল জর্জ্জর ॥
তবে কোপে বাণ এড়ে ঘটোৎকচ বীর
বাণে বিন্ধে অলম্বুষে করিল অস্থির ॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দ্রুতগতি।
পুনরপি লুকাইল রাক্ষসের পতি ॥
মায়া করি পর্ব্বত হইল নিশাচর।
শত শৃঙ্গ ধরে তার মহাভয়ঙ্কর ॥
তার এক শৃঙ্গে রহে রাক্ষসের পতি।
রণস্থলে পর্ব্বত হইল শীঘ্রগতি ॥
মহাশব্দ করি পড়ে সৈন্যের উপর।
রথধ্বজ চূর্ণ করে সংগ্রাম ভিতর ॥
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর।
এক লাফে চড়ে গিয়া পর্ব্বত উপর ॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গে দেখে বসেছে রাক্ষস।
গদা হাতে করি ধায় অসীম সাহস ॥
এক গদাঘাতে সব মায়া কৈল চূর।
অলম্বুষ পলাইয়া গেল অতি দূর ॥
পুনরপি রাক্ষস আইল আচম্বিত।
দেখি ধায় ঘটোৎকচ নহে কিছু ভীত ॥
একলাফে চড়ে তার রথের উপর।
অলম্বুষ রাক্ষসেরে ধরিল সত্বর ॥
চুলে ধরি রাক্ষসেরে ভূমেতে পাড়িল।
মুকুটির ঘায়ে তার মস্তক ভাঙ্গিল ॥
অলম্বুষ পড়িল তরাস কুরুদলে।
মহামার ঘটোৎকচ করে রণস্থলে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাণ ॥

ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক অলম্বুষি বধ।

পিতার মরণ দেখি অলম্বুষি বীর।
সিংহনাদ করি আসে নির্ভয় শরীর ॥
হস্তীর উপরে বীর আরোহণ করি।
নানা মায়া করে বীর হাতে ধনু ধরি ॥
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবলে।
গদার প্রহার করে করিকুম্ভস্থলে ॥
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ।
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস দুর্জ্জন ॥
পুনরপি অলম্বুষি চড়ি দিব্য রথে।
সংগ্রামের স্থলে আসে ধনুঃশর হাতে ॥
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে ঘটোৎকচ বীরে।
সর্ব্ব অঙ্গ রক্তবর্ণ হইল রুধিরে ॥
তবে ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে ভয়ঙ্কর।
গদা ফেলি মারে তার রথের উপর ॥
গদার প্রহারে রথ চূর্ণ হয়ে গেল।
লাফ দিয়া অলম্বুষি ভূমিতে পড়িল ॥
ধনু অস্ত্র এড়ি তবে গদা নিল করে।
গদা যুদ্ধ করে দোঁহে সংগ্রাম ভিতরে ॥
মহাকোপে ডাক ছাড়ে করে মার মার
দোঁহে দোঁহাকারে করে গদার প্রহার ॥
মণ্ডলী করিয়া দোঁহে ফিরে চারিভিত।
কোপে হুহুঙ্কার ছাড়ে অতি বিপরীত ॥
তবে ঘটোৎকচ বীর মহামার কৈল।
অলম্বুষির সব্যহস্তে গদা প্রহারিল ॥
দারুণ প্রহারে হস্ত খণ্ড খণ্ড হৈল।
মর্ম্মব্যথা পেয়ে বীর ভূমিতে পড়িল ॥

লাফ দিয়া ধরে ঘটোৎকচ মহাবল।
এক চড়ে ভাঙ্গিল তাহার বক্ষঃস্থল॥
মহাকায় রাক্ষস পড়িল ভূমিতলে।
দেখিয়া হইল ভয় কৌরবের দলে॥
অলম্বুষি পড়িল দেখিল বিদ্যমান।
ভয়ে কোন বীর আর নহে আগুয়ান॥
গদা হাতে করি ধায় ঘটোৎকচ বীর।
গদার প্রহারে সৈন্য করিল অস্থির॥

—:—

ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক পাণ্ড্য রাজা বধ।

মহাকোপে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ সৈন্য অশ্বগণে চূর্ণ করি যায়॥
লক্ষ লক্ষ পদাতিক করিল সংহার।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার॥
আজি ঘটোৎকচ বীর করিল সংহার।
মম সৈন্যে বীর নাহি সমান ইহার॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সম দুইজনা।
অন্য বীর নাহি এই দোঁহার তুলনা॥
ভীমের সমান বীর মহাপরাক্রম।
গদা হাতে করি ধায় যেন কাল সম॥
হেনকালে পাণ্ড্য রাজা রথে চড়ি এল।
দুর্য্যোধন প্রতি তবে ডাকিয়া বলিল॥
কি কারণে মহারাজ চিন্তা কর তুমি।
দেখ ঘটোৎকচ বীরে বিনাশিব আমি॥
এত বলি ধনু ধরি যায় নৃপবর।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হরিষ অন্তর॥
ঘটোৎকচে দেখি বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
আজি তোর ঘুচাইব সমরের সাধ॥
স্থির হ'য়ে ঘটোৎকচ দেহ মোরে রণ।
এক বাণে পাঠাইব যমের সদন॥
এত শুনি ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধ হৈল।
হাতে গদা করি বীর সমরে ধাইল॥
সন্ধান পূরিয়া পাণ্ড্য রাজা এড়ে বাণ।
গদায় ঠেকিয়া তাহা হৈল খান খান॥
তবে পাণ্ড্য রাজা কোপে এড়ে পঞ্চবাণ।
পঞ্চবাণে গদা কাটি করে খান খান॥
গদা কাটা গেল বীর অস্ত্র নাহি আর।
চড় চাপড়েতে বীর করে মহামার॥
মহাকোপে ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
রথখান সাপটিয়া ধরে সেইক্ষণ॥
এক টানে ফেলে বীর দ্বাদশ যোজন।
হেনমতে পাণ্ড্যরাজা ত্যজিল জীবন॥
এতেক দেখিয়া সবে লাগে চমৎকার।
কৌরবের সেনাগণ গণিল অসার॥
দুর্য্যোধন বলে শুন সর্ব্ব যোদ্ধাগণ।
সবে মেলি ঘটোৎকচে করহ নিধন॥
সর্ব্বনাশ কৈল মম ভীমের নন্দন।
কিরূপেতে জয় হবে আজিকার রণ॥
ইহার বিধান সবে কহ ত আমারে।
ঘটোৎকচ বধ করি কিমত প্রকারে॥
দুর্য্যোধনে কাতর দেখিয়া সর্ব্বজন।
রথে চড়ি ধায় সবে করিবারে রণ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করয়ে সমর।
নানা অস্ত্র ফেলে ঘটোৎকচের উপর॥
ভুষণ্ডী তোমর শক্তি শেল জাঠাজাঠি।
ত্রিশূল পট্টিশ নানা অস্ত্র কোটি কোটি॥
মুষলের ধারে যেন বৃষ্টি হয় নীর।
হেনমতে অস্ত্র ফেলে সব মহাবীর॥
দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বানন্দন।
কোপেতে লোহিত নেত্র সাক্ষাৎ শমন॥
শীঘ্রগতি ধনু ধরি করিল সন্ধান।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সবাকার বাণ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র ভীমের তনয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়॥
বাণাঘাতে যোদ্ধাগণ হৈল অচেতন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায় সর্ব্বজন॥
তবে ক্রোধে ঘটোৎকচ যমের সমান।
নিমিষেকে মারিলেক লক্ষ সেনাগণ॥
দেখিয়া ব্যাকুল বড় হৈল দুর্য্যোধন।
রোদন করিয়া ধায় যত যোদ্ধাগণ॥
রথ ছাড়ি হয় ছাড়ি পথে সবে ধায়।
আতঙ্কেতে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়॥

বিষম সমরে সেনা করিল নিধন।
বিমানে বসিয়া দেখে সর্ব্ব দেবগণ ॥
শোকাকুল দুর্য্যোধন হইল মূর্চ্ছিত।
জ্ঞানহীন হৈল যেন নাহিক সম্বিত ॥

কর্ণ কর্ত্তৃক ঘটোৎকচ বধ।

কি করিব কি হইবে ইহার উপায়।
ভাবিতে ভাবিতে তার হৃদয় শুকায় ॥
চিন্তাজ্বর উপজিল থর থর কাঁপি।
আগুন ছুটিল গায় হ'য়ে অনুতাপী ॥
হেনকালে অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
কর্ণেরে কহিল শুন আমার বচন ॥
একঘাতী অস্ত্র আছে তোমার সদনে।
বজ্রের সদৃশ অস্ত্র নহে নিবারণে ॥
সেই অস্ত্র এড়ি মার ভীমের নন্দন।
অবশ্য সংহার হবে না যায় খণ্ডন ॥
ইহা বিনা আর কিছু না দেখি উপায়।
সেই বাণে হবে ক্ষয় কহিনু তোমায় ॥
কর্ণ বলে সেই বাণে বধিব অর্জ্জুনে।
যতনে রাখিনু আমি তাহার কারণে ॥
কবচ বিতরি পাই সেই মহাবাণ।
তাহাতে অর্জ্জুন বীর না ধরিবে টান ॥
এই অস্ত্রাঘাতে যদি ঘটোৎকচে বধি।
নিশ্চয় লিখিল মম মৃত্যু তবে বিধি ॥
অর্জ্জুনের হাতে মম অবশ্য মরণ।
করিল বিধাতা তার এই সংঘটন ॥
বধিতাম অর্জ্জুনে অবশ্য এই বাণে।
যত্ন করি রাখিয়াছি তাহার কারণে ॥
অশ্বত্থামা বলে ভাল বলিলে বিধান।
আজি ঘটোৎকচেরে কর সমাধান ॥
ইহার হাতেতে যদি রক্ষা পাও রণে।
তবে অর্জ্জুনেরে তুমি বধিবে জীবনে ॥
এত শুনি কর্ণ কহে আনন্দিত মন।
ভাল যুক্তি কহিলা হে গুরুর নন্দন ॥
দুর্য্যোধন বলে শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
এই অস্ত্র এড়িয়া রাক্ষস বধ কর ॥
হেন অস্ত্র আছে যদি তোমার সদনে।
তবে চিন্তা কর তুমি কিসের কারণে ॥
অর্জ্জুনে বধিবে বলি রাখিয়াছে বাণ।
যে হয় পশ্চাৎ তার করিব বিধান ॥
আজি রক্ষা কর ঝাট রাক্ষসের হাতে।
কেমনে দেখহ সেনা সংহারে সাক্ষাতে ॥
এইকালে শীঘ্র কর রাক্ষস সংহার।
কোটি কোটি সৈন্য দেখ মারিল আমার ॥
এত শুনি কর্ণবীর চলিল সত্বর।
হাতে ধনু করি উঠে রথের উপর ॥
মহাদম্ভ করি যায় রবির নন্দন।
দেখি দুর্য্যোধন হৈল আনন্দিত মন ॥
তবে কর্ণ মহাবীর সন্ধান পূরিয়া।
ঘটোৎকচ সন্নিধানে উত্তরিল গিয়া ॥
কোপে ঘটোৎকচ বীর গদা ল'য়ে করে।
হুঙ্কার করিয়া ধায় সংগ্রাম ভিতরে ॥
গদার প্রহারে মারে বড় বড় রথী।
নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী ॥
গলা ধরি ঘোড়া মারে করি-কুম্ভে গদা।
গর্জ্জিয়া গজেন্দ্র পড়ে, পাড়ে রণে গদা ॥
চরণের বীরদাপে বসুমতী কাঁপে।
সাগর লঙ্ঘিতে যার শক্তি একলাফে ॥
বাণ নাহি বিন্ধে গায় উখড়িয়া পড়ে।
ঘন ঘন সংগ্রামেতে সিংহনাদ ছাড়ে ॥
বিপরীত বীরবর মহা বক্রগতি।
দেখি মহাকোপে ধায় অঙ্গদেশ পতি ॥
লইয়া একাঘ্নী অস্ত্র রবির তনয়।
সন্ধান পূরিয়া মারে রাক্ষস-হৃদয় ॥
অনল সমান চলে একঘাতী অস্ত্র।
দেখি ঘটোৎকচ ভয়ে হইলা নিরস্ত্র ॥
পর্ব্বত হইয়া অস্ত্র আইসে ত্বরিতে।
পড়িছে অনলকণা সে অস্ত্র হইতে ॥
বাণ দেখি রাক্ষসের উড়িল পরাণ।
নিতান্ত ইহার হাতে নাহিক এড়ান ॥
নানা অস্ত্র এড়ে বীর বাণ কাটিবারে।
মুষল মুদগর মারে অস্ত্রের উপরে ॥

সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ করি ধায় বাণপতি।
বক্ষঃদেশ বিন্ধিলেক ঘটোৎকচ রথী॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইল বীরবর।
ডাকিয়া বলিল শুন পিতা বৃকোদর॥
হেন বুঝি অন্তকাল হইল আমার।
মৃত্যুকালে কি করিব তব উপকার॥
এত শুনি বৃকোদর শোকেতে আকুল।
ডাকিয়া বলিল চাপি পড় কুরুকুল॥
বীরকর্ম্ম করিয়াছ অতুল সংসারে।
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি যাও স্বর্গপুরে॥
এত শুনি ঘটোৎকচ হৈল ভয়ঙ্কর।
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ করে কলেবর॥
কুরুবল চাপিয়া পড়িল মহাশূর।
লক্ষ লক্ষ রথ অশ্ব করিলেক চূর॥
শত শত হস্তী পড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত।
পদাতিক যত পড়ে নাহি তার অন্ত॥
কুরুবল ক্ষয় করে ভীমের নন্দন।
দেখি শোকাকুল তাহে যত বন্ধুজন॥
দুই দলে হইল ক্রন্দন কোলাহল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র-কল্লোল॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর অন্ধকার।
এই কালে ঘটোৎকচ হইল সংহার॥
রোদন করয়ে যত পাণ্ডবের সেনা।
কুরুকুলে জয় জয় বাজিছে বাজনা॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস ঘটোৎকচ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

কর্ণের নিকটে কপটে ইন্দ্রের কবচ গ্রহণ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেনমতে ঘটোৎকচ হইল নিধন॥
পুত্রহত দেখি ভীম করয়ে রোদন।
হাতে গদা করি ধায় মহারুষ্ট মন॥
সৃষ্টি নাশ হেতু যেন দীপ্তিমান চণ্ড।
সেইমত করে বীর সৈন্য লণ্ড ভণ্ড॥
শত শত হস্তী পড়ে গদার প্রহারে।
নিমিষেকে পদাতিক দিল যমঘরে॥
ভীমকে দেখিয়া কাল শমন সমান।
ভয়েতে পলায় সবে লইয়া পরাণ॥
সমস্ত রজনী যুদ্ধ করি সৈন্যগণ।
গদাঘাতে খণ্ড খণ্ড হৈল সর্ব্বজন॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন কলেবর।
রথীগণ সেনাগণ নিদ্রায় কাতর॥
দুর্য্যোধন ভয়ে কেহ না পারে যাইতে।
হাতে অস্ত্র করি রথী পড়ি যায় রথে॥
এতেক দেখিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
সৈন্যের দুর্গতি দেখি তাপিত হৃদয়॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ শুনহ বচন।
আজিকার মত যুদ্ধ কর নিবারণ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবে হইল পীড়িত।
এত শুনি সর্ব্বজন হৈল আনন্দিত॥
ধন্য ধন্য বলি পার্থে বলেন বচন।
মহাধর্ম্মশীল তুমি ইন্দ্রের নন্দন॥
দয়াশীল ধর্ম্মশীল তুমি মহাশয়।
অচিরে হইবে পার্থ তোমার বিজয়॥
এত বলি আনন্দিত হৈল সেনাগণ।
নিদ্রাযুক্ত হ'য়ে সবে পড়ে সেইক্ষণ॥
রণস্থলে পড়িলেন হইয়া কাতর।
রথিগণ প'ড়ে গেল রথের উপর॥
গজেতে মাহুত পড়ে অশ্বে আসোয়ার।
ভূমিতলে পড়ে সৈন্য শবের আকার॥
রাজগণ পথে পড়ে মৃতপ্রায় হৈয়া।
রতন মুকুট সব পড়িল খসিয়া।
কন্দর্প সমান রূপ কোমল শরীর।
রূপবন্ত বলবন্ত সবে মহাবীর॥
বিনা খাট পালঙ্ক সুনিদ্রা নাহি হয়।
রাজচক্রবর্ত্তী সবে রাজার তনয়॥
সুবর্ণ প্রদীপ জ্বলে রত্নগৃহ মাঝে।
কুসুম শয্যায় নিদ্রা যায় মহারাজে॥
মনোহর নারীগণ করয়ে সেবন।
এমন করিলে নিদ্রা যায় কদাচন॥
হেন সব রাজপুত্র নবীন যৌবন।
রণস্থলে নিদ্রা যায় হ'য়ে অচেতন॥

সৈন্যের শোণিত সব হইল কর্দ্দম।
হেনমতে রণস্থল দেখি হয় ভ্রম ॥
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে বিপরীত ডাকে।
প্রেত ভূত পিশাচ আইল ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
দুর্গন্ধ কারণে লোক পথ নাহি চলে।
দেবগণ ভয় করে সেই রণস্থলে ॥
নিদ্রা যায় রাজগণ হ'য়ে অচেতন।
শবের উপরে সবে করিল শয়ন ॥
এতেক দেখিয়া পার্থ কুন্তীর নন্দন।
দুর্য্যোধনে নিন্দা করি বলিছে বচন ॥
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধন তোমার জীবনে।
এতেক দুর্গতি দুষ্ট কৈল জ্ঞাতিগণে ॥
এতেক বলিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
শিবিরেতে চলিলেন ল'য়ে নারায়ণ ॥
ঘটোৎকচ শোকে কান্দে বীর বৃকোদর।
বিলাপ করেন পার্থ অতি দুঃখকর ॥
অভিমন্যু শোকে মম বিকল শরীর।
মহাশোক দিয়া গেল ঘটোৎকচ বীর ॥
বলেন কৃষ্ণেরে চাহি বীর ধনঞ্জয়।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কহ মহাশয় ॥
দুই পুত্রশোকে মম পুড়িছে শরীর।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর যদুবীর ॥
এমত শুনিয়া কহিছেন ভগবান।
বড় কর্ম্ম কৈল তবে ভীমের সন্তান ॥
তাহার কারণে মৃত্যু নহিল তোমার।
শুনহ কহি যে তার পূর্ব্ব সমাচার ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন অর্জ্জুন বৃত্তান্ত।
তোমার লাগিয়া সেই আসে শচীকান্ত ॥
অক্ষয় কবচ ধরে কর্ণ মহাবীর।
শ্রবণে কুণ্ডল যুগ্ম সমান মিহির ॥
কর্ণের সমান দাতা নাহি ত্রিভুবনে।
যে যাহা মাগয়ে তাহা দেয় সেইক্ষণে ॥
তব হিত হেতু আসে সহস্রলোচন।
উত্তরিল ইন্দ্র যথা রবির নন্দন ॥
দ্বিজরূপে যান ইন্দ্র কর্ণের নিকটে।
দ্বিজ দেখি কর্ণ প্রণমিল করপুটে ॥
প্রণাম করিয়া কহে রবির তনয়।
কোন্ দেশে ঘর তব কহ মহাশয় ॥
কিসের কারণে হেথা গমন তোমার।
বিবরিয়া কহ মোরে সব সমাচার ॥
অশীর্ব্বাদ করি কহে সহস্রলোচন।
এক দান দেহ মোরে সূর্য্যের নন্দন ॥
এত শুনি কর্ণ বলে কহ দ্বিজবর।
কোন্ দ্রব্যে অভিলাষ মাগহ সত্বর ॥
ইন্দ্র বলে সত্য আগে কর ধনুর্দ্ধর।
তবে সে মাগিব আমি তোমার গোচর ॥
এতেক শুনিয়া কর্ণ ভাবে মনে মন।
নাহি জানি দ্বিজরূপে আসে কোন্‌জন ॥
যে হোক সে হোক মম সত্য অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥
এত চিন্তি কহে কর্ণ শুন দ্বিজবর।
দিব ত সর্ব্বথা আমি কহিনু সত্বর ॥
জানহ আমার এই সত্য অঙ্গীকার।
যদি প্রাণ চাহ দিব না করি বিচার ॥
এত শুনি কহিলেন কর্ণের গোচর।
কবচ কুণ্ডল দান করহ সত্বর ॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ ভাবে মনে মন।
হেনকালে সূর্য্যবাক্য হইল স্মরণ ॥
যোড়হাতে কর্ণ বলে করি নিবেদন।
জানিনু আপনি তুমি সহস্রলোচন ॥
অর্জ্জুনের হেতু তুমি আসিয়াছ হেথা।
কুণ্ডল কবচ দিব কত বড় কথা ॥
প্রাণ যদি চাহ তবু না করিব আন।
এত বলি কর্ণবীর করিল প্রণাম ॥
পুনরপি কর্ণ বলে শুন মহাশয়।
অর্জ্জুনের হেতু তুমি কেন কর ভয় ॥
অর্জ্জুনের সখা কৃষ্ণ কমললোচন।
তাহারে মারিবে হেন আছে কোনজন ॥
আমারে মারিবে পার্থ না যায় খণ্ডন।
কুরুক্ষেত্রে যখন হইবে মহারণ ॥
এত বলি কর্ণ বীর হাতে খড়্গ লৈয়া।
অঙ্গ কাটিয়া কবচ দিল সে খুলিয়া ॥

কর্ণের সাহস দেখি দেব পুরন্দর।
তুষ্ট হয়ে বলিলেন মাগি লহ বর॥
কর্ণ বলে বর যদি দিবে মেঘবান।
একঘাতী অস্ত্র দেব মোরে কর দান॥
কর্ণেরে একাঘ্নী অস্ত্র দিয়া পুরন্দর।
কবচ কুণ্ডল ল'য়ে গেল নিজ ঘর॥
বজ্র সম বাণ সেই নহে নিবারণ।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ॥
তোমারে মারিতে কর্ণ রাখিল যতনে।
বহুদিন গুপ্ত রাখে কেহ নাহি জানে॥
ঘটোৎকচ হস্তে দেখি সকল সংহার।
অতএব কর্ণ তারে করিল প্রহার॥
ঘটোৎকচ হেতু মৃত্যু নহিল তোমার।
নিশ্চয় জানহ এই কুন্তীর কুমার॥
অতএব শোক না করিহ ধনঞ্জয়।
আপনার বীর্য্য জানি শত্রু কর ক্ষয়॥
কৃষ্ণের বচনে সবে হরষিত মন।
শিবিরেতে গিয়া সবে করিল শয়ন॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
সংসার সাগর ঘোর তরিতে তরণী॥
অবহেলে যেই জন শুনে মন দিয়া।
অন্তকালে স্বর্গে যায় চতুর্ভুজ হৈয়া॥
কাশীরাম দাস প্রণামে সাধুজনে।
দৃঢ় করি ভজ ভাই গোবিন্দ চরণে॥

যুদ্ধে দ্রুপদরাজার মৃত্যু।

মুনি বলে অনন্তর শুনহ রাজন।
প্রভাতে আইল সবে হয়ে একমন॥
সংসপ্তকে চলি যান কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
দুই সৈন্যে কোলাহল হইল প্রলয়॥
মহাকোপে যোদ্ধাগণ করয়ে সমর।
বাণ বৃষ্টি করে যেন বর্ষে জলধর॥
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ হয় ঘোরতর।
সাত্যকি সহিত কর্ণ করয়ে সমর॥
দ্রোণের সহিত যুঝে পাঞ্চাল-নন্দন।
বিরাট সহিত সোমদত্ত করে রণ॥
সহদেব শকুনি করয়ে ঘোর রণ।
নকুলের সহ যুদ্ধ করে দুঃশাসন।
ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল রাজন।
যুধিষ্ঠির সহ মদ্রপতি করে রণ॥
শিখণ্ডী-সহিত যুঝে দ্রোণের নন্দন।
সমানে সমানে হয় ঘোর মহারণ॥
প্রলয়কালেতে যেন মেঘের গর্জ্জন।
সেই মত যোদ্ধাগণ করয়ে তর্জ্জন॥
কৃপাচার্য্য সহ জরাসন্ধের তনয়।
কৃতবর্ম্মা চেকিতানে মহাযুদ্ধ হয়॥
কাশীরাজ সহ যুঝে সুমন্ত নৃপতি।
শতানীক করে যুদ্ধ পৌরব সংহতি॥
হেনমতে যুদ্ধ করে সব যোদ্ধাগণ।
মহাকোপে করে সবে অস্ত্র বরিষণ॥
ভীম সনে গদা যুদ্ধ করে দুর্য্যোধন।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে চমকিত মন॥
নকুলেতে দুঃশাসনে হয় মহারণ।
কোপে দোঁহাকারে দোঁহে করে প্রহরণ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর মদ্র-সুতাসুত।
দুঃশাসন অঙ্গে বাণ মারিল বহুত॥
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে করিল প্রবেশ।
শোণিত পড়য়ে অঙ্গে প্রাণমাত্র শেষ॥
অজ্ঞান হইয়া বীর রথের উপর।
খসিয়া পড়িল হাত হৈতে ধনুঃশর॥
তবে কতক্ষণে বীর পাইয়া চেতন।
ধনু ধরি দুঃশাসন এড়ে অস্ত্রগণ॥
দুই জনে বাণ এড়ে দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর॥
তবে কোপে নকুল এড়িল দুই বাণ।
রথধ্বজ কাটিয়া করিল খান খান॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
দেখি ভয়ে দুঃশাসন হইল বিকল॥
রথ ছাড়ি দুঃশাসন বেগে পলাইল।
দেখি যত যোদ্ধাগণ হাসিতে লাগিল॥

ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল ঈশ্বর ।
বাণবৃষ্টি পরস্পর দোঁহার উপর ॥
পর্ব্বত আকার হস্তী করি আরোহণ ॥
দ্রুপদ সহিত যুঝে নরক-নন্দন ॥
প্রাণপণে দিব্য অস্ত্র এড়িল দ্রুপদ ।
কাটি পাড়ে ভগদত্ত যেন তৃণবৎ ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে পাঞ্চাল ঈশ্বর ।
ভগদত্তে প্রহারিল তীক্ষ্ণ পঞ্চ শর ॥
কবচ ভেদিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল ।
ভগদত্ত অঙ্গ হ'তে শোণিত বহিল ॥
স্থির হ'য়ে ভগদত্ত পূরিল সন্ধান ।
দ্রুপদের ধনু কাটি করে দুই খান ॥
শীঘ্রগতি ভগদত্ত এড়ি দুই বাণ ।
সারথি তুরঙ্গ কাটি পাড়ে ততক্ষণ ॥
অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে ভগদত্ত নৃপবর ।
দুই খান করি কাটে পাঞ্চাল ঈশ্বর ॥
তারপর ভগদত্ত পঞ্চদশ বাণে ।
মারিল পাঞ্চালরাজে বিশিষ্ট সন্ধানে ॥
দ্রুপদ পড়িল দেখি রাজা যুধিষ্ঠির ।
মহাশোকে হইলেন নিতান্ত অস্থির ॥
হাহাকার শব্দ করে যত সেনাগণ ।
পিতৃশোকে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল অচেতন ॥
আনন্দিত কুরুসৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ ।
পাণ্ডবের দলে বড় হইল বিষাদ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বৈষ্ণবাস্ত্রের উপাখ্যান ও ভগদত্ত বধ ।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কর অবধান ।
হের দেখ ভগদত্ত অনল সমান ॥
সৈন্যগণ ক্ষয় মম করিল বিস্তর ।
অতএব রথ তুমি চালাও সত্বর ॥
আজি আমি রণে তারে করিব নিধন ।
নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা মম শুন নারায়ণ ॥
এত শুনি শ্রীগোবিন্দ হ'য়ে আনন্দিত ।
ভগদত্ত বধে রথ চালান ত্বরিত ॥
বায়ুবেগে চলে রথ পবন সমান ।
ভগদত্ত সম্মুখে আইল সেইক্ষণ ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ধায় ভগদত্তবীর ।
বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে নীর ॥
তর্জ্জন করিয়া বলে অর্জ্জুনের প্রতি ।
আজি যুদ্ধ কর পার্থ আমার সংহতি ॥
অবশ্য করিব আজি তোমাকে সংহার ।
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা এই জানিবে আমার ॥
এত শুনি কোপবন্ত পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
ডাকিয়া বলেন গর্ব্ব ত্যজহ বর্ব্বর ॥
কোন্ কর্ম্ম করি তোর এত অহঙ্কার ।
আমার অগ্রেতে হেন প্রতিজ্ঞা তোমার ॥
এইক্ষণে সাক্ষাতে দেখিবে যোদ্ধাগণ ।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
অর্জ্জুনের কটুবাক্য শুনি ভগদত্ত ।
মহাকোপে চালাইয়া দিল গজমত্ত ॥
বায়ুবেগে হস্তী পড়ে রথের উপর ।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন দামোদর ॥
তথা হৈতে রথ রাখিলেন একভিত ।
রাজা যুধিষ্ঠির হইলেন আনন্দিত ॥
পুনরপি দুইজনে হইল সমর ।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র এড়ে দোঁহে দোঁহার উপর ॥
কোপে ভগদত্ত বীর পূরিল সন্ধান ।
অর্জ্জুনেরে প্রহারিল চোখ চোখ বাণ ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পূরিয়া সন্ধান ।
ভগদত্ত বাণ করিলেন খান খান ॥
কাটেন সকল অস্ত্র পার্থ কুতূহলে ।
নারাচ মারিল বীর করি কুম্ভস্থলে ॥
দারুণ প্রহারে করী বিকল হইল ।
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ বিদারিল ॥
হস্তী যদি পড়িল দেখিল ভগদত্ত ।
হেনকালে সারথি যোগায় এক রথ ॥
ষাটি ষাটি হস্তী সেই রথখান বহে ॥
বিস্ময় মানিয়া সর্ব্ব যোদ্ধাগণ চাহে ॥
হেন রথে ভগদত্ত চড়ি সেইক্ষণ ।
অতি কোপে করিলেন বাণ বরিষণ ॥

ত বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
নিমিষে করেন পার্থ তাহা খান খান ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে ভগদত্ত বীর।
অর্জ্জুন উপরে মারে চৌষট্টি তোমর ॥
অন্ধকার করি পড়ে অর্জ্জুন উপর।
নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন অস্থির।
খরতর স্রোতে বহে অঙ্গের রুধির ॥
অচেতন হইলেন রথের উপর।
ক্রোধ করি তখন কহিল দামোদর ॥
কি হেতু অশক্ত তোমা দেখি আজি রণে।
অন্য মন কর তুমি কিসের কারণে ॥
প্রতিজ্ঞা করিলে ভগদত্ত মারিবারে।
তবে কেন অচেতন হৈলা একেবারে ॥
ভগদত্তে ক্ষয় কর এড়ি দিব্য বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া তুমি করহ সন্ধান ॥
আশা পেয়ে হাসে দেখ দুষ্ট দুর্য্যোধন।
দেখ কুরুকুল সব প্রফুল্ল বদন ॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ লজ্জিত হইয়া।
দিব্য অস্ত্র যুড়িলেন ধনু টঙ্কারিয়া ॥
গগন ছাইয়া বান এড়েন তখন।
মুষল ধারাতে যেন বর্ষে নবঘন ॥
অস্ত্র বিনা সৈন্যমধ্যে নাহি দেখি আর।
দিবসে হইল যেন ঘোর অন্ধকার ॥
শীঘ্রগতি ভগদত্ত পূরিয়া সন্ধান।
নিমিষেকে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ ॥
তবে কোপে ভগদত্ত কহে অর্জ্জুনেরে।
এই অস্ত্রে ধনঞ্জয় বিনাশিব তোরে ॥
দেখিব কেমনে অস্ত্র কর নিবারণ।
এত বলি ভগদত্ত করয়ে তর্জ্জন ॥
বৈষ্ণব নামেতে বাণ বসাইল চাপে।
অস্ত্র দেখি দেবগণ ইন্দ্র আদি কাঁপে ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়িলেক বাণ।
চলিল বৈষ্ণব অস্ত্র অনল সমান ॥
দেখিয়া বৈষ্ণব বাণ দেব নারায়ণ।
চিন্তান্বিত হইলেন অর্জ্জুন কারণ ॥

অর্জ্জুনের পশ্চাৎ করি দেব নারায়ণ।
বুক পাতি আপনি দিলেন সেইক্ষণ ॥
কৃষ্ণের শরীরে আসি লিপ্ত হৈল বাণ।
দেখি যত যোদ্ধাগণ হৈল কম্পমান ॥
এতেক দেখিয়া পার্থ লজ্জিত বদন।
কৃতাঞ্জলি করিয়া করেন নিবেদন ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান।
কি কারণে হৃদয়ে ধরিলা তুমি বাণ ॥
কোন্ কাজে ন্যূন তুমি দেখিলা কখন।
এবে অস্ত্র ধর তুমি কিসের কারণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে কহিলা প্রমাণ।
তোমা হৈতে নিবারণ নহে এই বাণ ॥
বৈষ্ণব অস্ত্রের তুমি না জান মহিমা।
মহাতেজোময় অস্ত্র নাহি তার সীমা ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহিবা আমারে।
হেনমত অস্ত্র কেবা দিলেক উহারে ॥
নিবারণ নহে অস্ত্র কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ নারায়ণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ কহি তব স্থান।
চারি মূর্ত্তি মম তুমি জানহ প্রমাণ ॥
এক মূর্ত্তি তপস্যা করেন অনুক্ষণ।
আর মূর্ত্তি ত্রিভুবন করয়ে পালন ॥
আর মূর্ত্তি ধরি সৃষ্টি করি যে সৃজন।
অন্তরূপে এক মূর্ত্তি সংসার কারণ ॥
নরক পাইল অস্ত্র আমার সদনে।
তাহা হ'তে পায় পৃথ্বী, সে দিল নন্দনে ॥
পৃথিবীর পুত্র ভগদত্ত মহারাজা।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিচক্ষণ বলে মহাতেজা ॥
এই অস্ত্র প্রতাপে জিনিল ভূমণ্ডল।
ভগদত্ত সহ সখ্য কৈল আখণ্ডল ॥
কদাচিৎ ব্যর্থ যদি মম চক্র হয়।
অব্যর্থ বৈষ্ণব বাণ কভু ব্যর্থ নয় ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ লজ্জিত অন্তর।
পুনরপি পার্থকে কহিল গদাধর ॥
এড়িল বৈষ্ণব অস্ত্র ভগদত্ত বীর।
এইকালে ঝটিতি কাটহ তার শির ॥

তব ভাগ্যে রাজা বাণ করিল ক্ষেপণ।
বিনা ক্লেশে বধ তারে করহ এখন ॥
আছিল বাণের তেজে বিষ্ণুর সমান।
সমরে হইত, কার শক্তি আগুয়ান ॥
এবে কিন্তু চিন্তা নাহি কর ধনঞ্জয়।
এক্ষণে হইবে জয় জানিহ নিশ্চয় ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হরষিত মন।
সন্ধান পূরিয়া এড়িলেন অস্ত্রগণ ॥
কোপে ধনঞ্জয় বীর এড়ি পঞ্চবাণ।
ভগদত্ত ধনুক করেন খান খান ॥
আর ধনু ধরি ভগদত্ত করে রণ।
সেই ধনু ধনঞ্জয় কাটেন তখন ॥
পুনঃ পুনঃ ভগদত্ত যত ধনু লয়।
ক্রমে সব কাটিলেন বীর ধনঞ্জয় ॥
কোপে ভগদত্ত বীর শক্তি নিল হাতে।
ফেলিয়া মারিল শক্তি অর্জ্জুনের মাথে ॥
ধনু টঙ্কারিয়া পার্থ মারিলেন বাণ।
কাটিলেন তার শক্তি হেন শক্তিমান।
অর্দ্ধচন্দ্র এড়ি বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভগদত্তে মারিলেন কুলিশ সমান ॥
দুইখান হ'য়ে পড়ে রথের উপর।
এক ঘায় ভগদত্ত গেল যমঘর ॥
রণেতে পড়িল ভগদত্ত মহাবীর।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল অস্থির ॥
ভগদত্ত রথ ল'য়ে সারথি সত্বর।
ভ্রমণ করিয়া বুলে সংগ্রাম ভিতর ॥
শত শত সেনা পড়ে রথের চাপনে।
হেন বীর নাহি নিবারয়ে রথখানে ॥
দেখি কোপে ধায় বীর পবননন্দন।
সাবধানে সাপুটিয়া ধরে রথখান ॥
বায়ুবেগে বৃকোদর ফেলে রথখান।
দেখিয়া কৌরব দল হৈল কম্পমান ॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা ভগদত্ত বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

—

দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু।

মুনি বলে মহাশয়, শুন ওহে জন্মেজ
হেন মতে পড়ে ভগদত্ত।
দেখি রাজা দুর্য্যোধন, শোকেতে আকুলম
আরোহণ কৈল গজমত্ত ॥
অশ্বত্থামা নামে হস্তী, তার তুল্য অন্য নাহি
এমন উত্তম গজবর।
বর্ণে যিনি জলধর, ঈষাদন্ত সম শ
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর ॥
তাহে আরোহণ করি, আসে কুরু অধিকারী
যথা আছে বীর বৃকোদর।
হাতে গদা ঘোরতর, দুর্য্যোধন নৃপব
ভীমসেন করিতে সমর ॥
দেখি রায় বৃকোদর, হাতে গদা ভয়ঙ্ক
শমন সমান মহাবীর।
মহাকোপে অঙ্গ কাঁপে, দশনে অধর চাপে
বজ্র সম কঠিন শরীর ॥
গদা যেন কাল দণ্ড, সৈন্য করে লণ্ড ভং
এক ঘায়ে মারে শত শত।
হস্তী অশ্ব পড়ে যত, লিখিতে না পারি ত
শত শত চূর্ণ করে রথ ॥
আনন্দিত বৃকোদর, যুদ্ধ করে ঘোরত
বায়ুবেগে ধায় মহাবীর।
কোপে ভয়ঙ্কর তনু, মুর্ত্তি যেন বৃহস্তা
দেখি আনন্দিত যুধিষ্ঠির ॥
হেনকালে দুর্য্যোধন, করিবরে আরোহ
গদা ল'য়ে ধায় মহাবীর।
দেখি যত যোদ্ধাগণ, সবে সশঙ্কিত ম
সংগ্রাম হইল ঘোরতর ॥
তবে কোপে বায়ুসুত, হ'য়ে যেন যমদূ
গদাতে ভাঙ্গিল তার মুণ্ড।
বজ্রাঘাতে যেন গিরি, সেইমত পড়ে ক
মস্তক হইল খণ্ড খণ্ড ॥
ভয়েতে কম্পিত মন, একলাফে দুর্য্যো
হস্তী এড়ি পড়িল ধরণী।

দা ল’য়ে দুই করে, প্রহারিল বৃকোদরে,
বজ্রাঘাত যেন শব্দ শুনি ॥
দাঘাতে বৃকোদর, ক্রোধে কম্পে থর থর,
ধরিলেন গদা দৃঢ়মুষ্টি ।
গনুবর্ণ জিনি মূর্ত্তি, যুগান্তরে সমবর্ত্তী,
সংহার করিতে যেন সৃষ্টি ॥
তি কোপে বৃকোদর, মারে গদা খরতর,
দুর্য্যোধন রাজার উপর ।
দাঘাতে দুর্য্যোধন, অঙ্গ কাঁপে ঘনে ঘন,
পলাইল ত্যজিয়া সমর ॥
র্য্যোধন ভঙ্গ দেখি, ভীমসেন হ’য়ে সুখী,
সংহারিল বহু সৈন্যগণ ।
সন্য কেহ নহে স্থির,দেখি কাঁপে দ্রোণবীর,
দ্রুতগতি এলেন তখন ॥
াকর্ণ পূরিয়া দ্রোণ, এড়ি যত অস্ত্রগণ,
বিন্ধিলেন ভীমের হৃদয় ।
ূর্চ্ছিত হইল বীর, অঙ্গে বহিছে রুধির,
পলাইল পবন তনয় ॥
পলাইল ভীমসেন, দেখি আনন্দিত-দ্রোণ,
বাণবৃষ্টি করে মহাবীর ।
শত শত সৈন্য পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে,
যোদ্ধাগণ হইল অস্থির ॥
বে কোপে ধনঞ্জয়, দেখি সৈন্য অপচয়,
দ্রুত আসে দ্রোণের সম্মুখে ।
ক্রোধে করে বাণবৃষ্টি, যেন সংহারিতে সৃষ্টি,
দিব্য অস্ত্র ফেলে লাখে লাখে ॥
অর্জ্জুনের দশ বাণ, দ্রোণচার্য্য বলবান,
মরিলেক সমর ভিতরে ।
খাইয়া দ্রোণের বাণ, পার্থবীর হতজ্ঞান,
পড়িলেক রথের উপরে ॥
অর্জ্জুনে বিমুখ করি, দ্রোণাচার্য্য গেল ফিরি,
সেনাগণে করিতে বিনাশ ।
দারুণ দ্রোণের বাণ, স্থির নহে কোন জন,
যুধিষ্ঠির গণেন হুতাশ ॥
যেই বীর রণবেশে, দ্রোণের সম্মুখে আসে,
তারে দ্রোণ করয়ে সংহার ।

যেন যুগান্তের যম, দেখি দ্রোণ নিরুপম,
পাণ্ডবের নাহিক নিস্তার ॥
দেখি কৃষ্ণ সেনা নাশ, কহেন মধুর ভাষ,
শুন দ্রোণ আমার বচন ।
অশ্বত্থামা পুত্র তব, আজি হ’য়ে পরাভব,
ভীম হস্তে হইল নিধন ॥
শুনি দ্রোণাচার্য্য বীর, হইলেন যে অস্থির,
মনেতে হইল বড় ত্রাস ।
অশ্বত্থামা জন্ম যবে, শূন্যবাণী হৈল তবে,
চিরজীবী কহিলেন ব্যাস ॥
সুমেরু ভাঙ্গিয়া পড়ে, চন্দ্রসূর্য্য স্থান ছাড়ে,
তবু মিথ্যা নাহি কহে মুনি ।
অসম্ভব কথা হেন, কহিলেন নারায়ণ,
এ কথা বিস্ময় বড় মানি ॥
এত ভাবি কহে দ্রোণ, শুন প্রভু নারায়ণ,
তব মায়া বুঝিতে না পারি ।
পূর্ব্বে ব্যাস দিল বর, চারিযুগে সে অমর,
এবে কেন হেন কহ হরি ॥
পুনঃ কন দামোদর, বিনাশিল বৃকোদর,
হয় নয় বুঝ ভীমস্থানে ।
মিথ্যা নাহি কহি আমি, নিশ্চয়জানিহ তুমি,
অশ্বত্থামা পড়িয়াছে রণে ॥
এতশুনি দ্রোণাচার্য্য, পুত্রশোকে হীনধৈর্য্য,
পুনরপি কহিল তখন ।
তবে আমি সত্য মানি, যদি কহে নৃপমণি,
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন ॥
তবে প্রভু নারায়ণ, কহিলেন সেইক্ষণ,
যুধিষ্ঠিরে ডাকি নিজ পাশ ।
অশ্বত্থামা হত বাণী, দ্রোণে কহ নৃপমণি,
দ্রোণ যেন জানে সত্যভাষ ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী, কহিলেন পাণ্ডব মণি,
কিরূপে কহিব মিথ্যাবাণী ।
আমাতে বিশ্বাস করি,দ্রোণ জিজ্ঞাসিবে হরি,
মম বাক্য সত্য হেন জানি ॥
কেমনে কহিব মিথ্যা, যুক্তি নহে এই কথা,
যদি মম হয় সর্ব্বনাশ ।

বিশ্বাসঘাতিতা করি, কিমতে কহিব হরি,
মহাপাপ নাশিলে বিশ্বাস ॥
পুনরপি নারায়ণ, করিছেন বিজ্ঞাপন,
প্রকার করিয়া কহ দ্রোণে।
অশ্বত্থামা হতবাণী, আমি তাহা সত্য জানি,
ইতি গজ পড়িয়াছে রণে ॥
পুনঃ কন যুধিষ্ঠীর, শুন শুন যদুবীর,
তথাপিও অধর্ম্ম বিস্তর।
মিথ্যা যদি কহি আমি, হইব নরকগামী,
উদ্ধারের বলহ উত্তর ॥
এত শুনি বৃকোদর, ক্রোধে কম্পে কলেবর,
কহিতে লাগিল সেইক্ষণ।
হইয়া পাণ্ডব স্বামী, সকল নাশিলে তুমি,
তব সত্য না জানি কেমন ॥
অধর্ম্ম করিলে যদি, হয় লোক অধোগতি,
কি করিল রাজা দুর্য্যোধন।
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি সপ্ত যোদ্ধাগণে
একা শিশু করিল নিধন ॥
সত্যবাদী সদা ধর্ম্ম, তুমি কি করিলা কর্ম্ম,
নাশিলা সকল রাজ্যধন।
আমার বচন শুনি, কহ তুমি নৃপমণি,
এই কথা স্বরূপ বচন ॥
মোরে যদি পুছে দ্রোণ, কহি আমি পুনঃপুনঃ,
কহি পুনঃ এক শত বার।
ইহা বলি বৃকোদর, কহিলেন দৃঢ়তর,
অশ্বত্থামা হত মারোদ্ধার ॥
শুন দ্রোণ কহি সার, সময়েতে আজিকার,
মম হস্তে অশ্বত্থামা হত।
জানাই স্বরূপ আমি, নিশ্চয় জানহ তুমি,
এই কথা নহে অন্য মত ॥
এত শুনি কহে দ্রোণ, প্রত্যয় না হয় মন,
তোমার বচনে বৃকোদর।
হত যদি মম সুত, কহে ধর্ম্ম সুচরিত,
নিজমুখে ধর্ম্ম নৃপবর ॥
শুনিয়া ত নারায়ণ, কুপিত হইল মন,
কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে।
কহ তুমি নৃপমণি, এই কথা সত্যবাণী,
তবে যদি বধিবে দ্রোণেরে ॥
তাহা শুনি ধর্ম্মসুত, হইয়া বিষাদযুত,
কহিলেন দ্রোণের গোচর।
অশ্বত্থামা হৈল নাশ, ইতি গজ সত্যভাষ,
জানহ স্বরূপ এ উত্তর।
পুনরপি কহে দ্রোণ, সত্য কহ হে রাজন,
অশ্বত্থামা হইল বিনাশ।
কহেন ধর্ম্মের সুত, অশ্বত্থামা হৈল হত,
ইতি গজ সত্য এই ভাষ ॥
দ্রোণ পুছে যতবার, কহিছেন ততবার,
যুধিষ্ঠির সে মত উত্তর।
লঘুস্বরে নৃপমণি, কহে ইতি গজবাণী,
পুনঃ পুনঃ দ্রোণের গোচর ॥
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি, সত্য হেন দ্রোণ জানি,
পুত্রশোকে হইল আকুল।
ধনু ধরি বামকরে, কান্দে দ্রোণ উচ্চৈঃস্বরে,
লোহে ভিজে অঙ্গের দুকূল ॥
পুত্রের শোকেতে দ্রোণ, হইলেন অচেতন,
চেতন হারান দ্বিজবর।
কণ্ঠতলে ধনু রাখি, কান্দে দ্রোণ হ'য়ে দুঃখী
অশ্রু পড়ে গুণের উপর ॥
হেনকালে রমাপতি, বলিলেন পার্থ প্রতি,
দেখ দেখ বীর ধনঞ্জয়।
কালসর্পদংশে দ্রোণে, ঝাটকাটি পাড় বাণে,
এইকালে কুন্তীর তনয় ॥
তবে পার্থ বীরবর, অস্ত্র মারি দৃঢ়তর,
সর্প বলি কাটে ধনুর্গুণ।
কণ্ঠতলে বিন্ধি ধনু, অস্থির হইল তনু,
রথেতে পড়িয়া গেল দ্রোণ।
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন, রথে পড়ে দেখি দ্রোণ,
খড়্গ ল'য়ে ধাইল সত্বর।
যেন ধায় মৃগপতি, তেন ধায় দ্রুতগতি,
উঠে গিয়া রথের উপর ॥
কাটিল দ্রোণের শির, দেখে যত কুরুবীর,
হাহাকার করে সর্ব্বজন।

লইয়া দ্রোণের শির, ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর,
নিজ রথে আইল তখন ॥
দ্রোণের নিধন দেখি, দুর্য্যোধন হ'য়ে দুঃখী,
বিলাপ করয়ে বহুতর।
হাহাকার শব্দ করি, কান্দে কুরু অধিকারী,
পড়িলেন ধরণী উপর ॥
ব্যাস বিরচিত গাথা, অপূর্ব্ব ভারত কথা,
শ্রবণেতে কলুষনাশন।
যজ্ঞ ব্রত হোম দান, নহে ইহার সমান,
মুক্ত হয় শুনে যেই জন ॥
গোবিন্দের গুণকর্ম্ম, শ্রবণে বাড়য়ে ধর্ম্ম,
ইহা বিনা সুখ নাহি আর।
রক্তপদ কোকনদ, ভক্তজন সিদ্ধপদ,
অখিলের আপদ সংহার ॥
নানারূপে অবতরি, দৈত্যগণে ক্ষয় করি,
পাতকির পরিত্রাণ হেতু।
এ ঘোর সাগরমাঝে, উদ্ধারিতে দেবরাজে,
নিজ নামে বান্ধি দিলা সেতু ॥
অভয় চরণে মম, ভক্তি রহে ত্রিবিক্রম,
এই মাত্র করি নিবেদন।
সংসারসাগর ঘোরে, উদ্ধার করিবে মোরে,
কাশীরাম দাস বিরচন ॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা।

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নৃপবর।
দ্রোণাচার্য্য পড়ি গেল সংগ্রাম ভিতর ॥
দুর্য্যোধন রাজা কান্দে করি হাহাকার।
সৈন্যমধ্যে মহাশব্দ ক্রন্দন অপার ॥
দুর্য্যোধন কান্দি বলে শুন যোদ্ধাগণ।
কোনজন কোনরূপে করিবে তারণ ॥
এমন গুরুকে শত্রু সংহারিল রণে।
কে তাড়িবে কে মারিবে পাণ্ডুপুত্রগণে ॥
পিতামহ বীর ছিল ভুবনে দুর্জ্জয়।
তাহাকে পাণ্ডবগণ করিল সংশয় ॥
যাহার বিক্রমে ভৃগুরাম নহে স্থির।
হেন পিতামহে মারে ধনঞ্জয় বীর ॥
বহু শোকাকুল হ'য়ে কান্দে দুর্য্যোধন।
হেনকালে তথা আসে সূর্য্যের নন্দন ॥
কর্ণে দেখি দুর্য্যোধন বলে অভিমানে।
ভীষ্ম দ্রোণ সেনাপতি পড়ি গেল রণে ॥
এখন কি বল সখে আছে কি উপায়।
কর্ণ বলে শুন রাজা বলি হে তোমায় ॥
বড়ই দুর্ব্বল পুরাতন বৃদ্ধ ছিল।
বাণ শিক্ষা ছিল তেঁই সমর করিল ॥
দোঁহা হেতু শোক না করিহ দুর্য্যোধন।
আমিই বান্ধিয়া দিব পাণ্ডবের গণ ॥
ধর্ম্মকে ধরিয়া দিব সমর ভিতর।
রণস্থলে শোক না করিহ নৃপবর ॥
হেনকালে তথা আইলেন অশ্বত্থামা।
কৃতবর্ম্মা সঙ্গে আর কৃপাচার্য্য মামা ॥
পিতার বিনাশ শুনি হইল অস্থির।
শোকে অচেতন হৈল অশ্বত্থামা বীর ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে শুনি পিতার নিধন।
মহাকোপে কাঁপে বীর দ্রোণের নন্দন ॥
দুর্য্যোধনে চাহি বলে দ্রোণের তনয়।
আমি যাহা কহি তাহা শুন মহাশয় ॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে ধনু যদি এড়ি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হবে নরকেতে পড়ি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন না মারিয়া না আসিব ঘর।
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি সবার গোচর ॥
গোবধে ব্রাহ্মণ বধে যত পাপ হয়।
সেই পাপ মোরে যদি না মারি নিশ্চয় ॥
এত শুনি আনন্দিত কৌরবকুমার।
যুদ্ধ নিবারিয়া গেল স্থানে আপনার ॥
পাণ্ডবের দলে হৈল আনন্দ অপার।
সবে বলে কুরু আজি হইল সংহার ॥
বাদ্যের নিনাদ হৈল না যায় লিখন।
মহানাদে নৃত্য করে নটনটীগণ ॥
রত্ন সিংহাসনেতে বৈসেন যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃগণ সহিত সানন্দ যত বীর ॥
বলেন বৈশম্পায়ন জন্মেজয় শুনে।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সর্ব্বজনে ॥

শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণন।

গোবিন্দ চরণে মন, নিবেদিয়া অনুক্ষণ,
রচিলাম দ্রোণপর্ব্ব পুঁথি।
সৃষ্টি কৈল ব্যাস মুনি, অমৃত সমান জানি,
শ্রবণে নাশয়ে অধোগতি ॥
গোবিন্দের লীলারস, যাহাতে সংসার বশ,
ত্রিভুবনে এই মাত্র সার।
ভজ সাধু অনুক্ষণ, নিবিষ্ট করিয়া মন,
নাহি ভয় হয় যমদ্বার ॥
পূর্ণ হিমকর সম, মুখচন্দ্র নিরূপম,
পদ নখ যেন দশ বিধু।
রক্তোৎপল জিনি পদ, ভুবনে অতুল্য পদ,
প্রেমরসে বৃষ্টি করে মধু ॥
চতুর্ভুজ পিতাম্বর, বনমালা মনোহর,
কৌস্তুভ-শোভিত বক্ষঃদেশ।
মুকুট কুণ্ডল শোভা, দীপ্ত দীনকর আভা,
বিচিত্র আসন নাগ শেষ ॥
ক্ষীরোদসাগর জলে, নিদ্রা কৃষ্ণ যান ছলে,
নাভিপদ্মে সৃষ্টি করে ধাতা।
ত্রিভুবন করি সৃষ্টি, করেন পীযূষ বৃষ্টি,
ব্রহ্মারে করিয়া সৃষ্টি কর্ত্তা ॥
মুখচন্দ্র যাঁর দীপ্ত, ত্রিভুবন হৈল তৃপ্ত,
চন্দ্ররূপে ভুবন প্রকাশ।
ক্ষিতি যাঁর অন্তরীক্ষে, শূন্যভরে দুই পক্ষে,
নিজ গুণে তমঃ হয় নাশ ॥
নানারূপ মূর্ত্তি ধরি, বিষ্ণুমায়া সৃষ্টি করি,
মোহিত করেন সর্ব্বজন।
মায়াতে আচ্ছন্ন হয়, নানারূপ ক্লেশ পায়,
যায় লোক যমের সদনে ॥
গোবিন্দ সেবক যেই, সর্ব্বত্র বিজয়ী সেই,
নাহি তার শমনের ভয়।
নিজ রথ আরোহণে, পাঠাইয়া ভক্তজনে,
ল'য়ে যান আপন আলয় ॥
অনুক্ষণ ধ্যান করি, একমনে ভাবি হরি,
রচিলেন ভারত আখ্যান।
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস, শুনিলে কলুষ নাশ,
কাশীরাম কৈল সমাপন ॥

দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

কর্ণপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

কর্ণকে সঙ্গে করিয়া কৌরবগণের যুদ্ধ যাত্রা।

পুরাতন যোদ্ধা সব পড়িল সমরে।
দৈবের বিপাকে যেন বিধাতা সংহারে ॥
শকুনি কহিল কর্ণ আছে মহামতি।
সেনাপত্যে অভিষেক কর শীঘ্রগতি ॥
কর্ণ যুদ্ধ করুক বলিল বীরগণ।
কর্ণ সহ যুঝিবেক পাণ্ডবের কোন জন ॥
কর্ণ যুদ্ধ জিনিবে চিন্তিল দুর্য্যোধন।
সৈন্যাপত্যে অভিষেক করে সেইক্ষণ ॥
পরদিন প্রভাতে কর্ণের আজ্ঞা ধরি।
অস্ত্র ল'য়ে বীর সব গেল অগ্রসরি ॥
গজবাজী ধ্বজছত্র শত শত যায়।
সাজিল কৌরবগণ সমুদ্রের প্রায় ॥
নানা অস্ত্রে সাজি কর্ণ চড়ে গিয়া রথে।
চলিল সংগ্রাম-ভূমি ধনুঃশর হাতে ॥
কটক চলিল বহু, রথী হৈল কর্ণ।
বাসুকী জিনিতে যেন চলিল সুপর্ণ ॥
দ্রোণপুত্র চলিল সে মহাধনুর্দ্ধর।
অস্ত্র ধরি অশ্বত্থামা সংগ্রামে প্রখর ॥
অবশিষ্ট রাজার যতেক অনুচর।
চলিল সংগ্রাম-ভূমি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ॥

মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে প্রচণ্ড।
কৃতবর্ম্মা রহিলেন বামপাশে দণ্ড ॥
নারায়ণী সেনা আর কৃপ মহাশয়।
রহিল দক্ষিণদিকে সংগ্রামে নির্ভয় ॥
ত্রিগর্ত্ত সৌবল আদি যত মহাবীর।
বামভাগে রহিলেন নির্ভয় শরীর ॥
সাজিল কৌরবদল দেখি যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনে কহেন তবে ধর্ম্মমতি ধীর ॥
দেবাসুরে নাহি সহে যাহার প্রতাপ।
সেই কর্ণ আইল করিয়া বীরদাপ ॥
এই যে আইসে কর্ণ করিতে সংগ্রাম।
দেবাসুর ভয় করে শুনি যার নাম ॥
কর্ণেরে জিনিয়া ভাই ঝাটি যশ লও।
ত্রিভুবন মধ্যে যদি মহাবীর হও ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ধনঞ্জয় বীর।
অর্দ্ধচন্দ্র নামে ব্যূহ করিলেন স্থির ॥
বামশৃঙ্গে ভীমসেন সমরে দুর্জ্জয়।
দক্ষিণ শৃঙ্গেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয় ॥
মধ্যবর্ত্তী ধনঞ্জয় বীর ধনুর্দ্ধর।
পৃষ্ঠে রাজা যুধিষ্ঠির দুই সহোদর ॥
যুদ্ধসাজে রহিলেন দুই মহাবীর।
অর্জ্জুনের কাছে রহে নির্ভয় শরীর ॥

ব্যূহমধ্যে বীর সব করে সিংহনাদ।
দুই দলে বাদ্য বাজে নাহি অবসাদ॥
কর্ণের বিক্রম দেখি কুরু করে গর্ব্ব।
দ্রোণের বীরত্ব যত করিলেক খর্ব্ব॥
দুই দলে যুদ্ধ হয় অতি অসম্ভব।
দুই দলে হানাহানি উঠে কলরব॥
রথে রথে গজে গজে পদাতি পদাতি।
আসোয়ারে আসোয়ারে অব্যাহত গতি॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ আর ক্ষুর তীক্ষ্ণ শর।
অক্ষয় সন্ধান করি এড়িছে তোমর॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র পড়ে ঘেরিয়া গগন।
পৃথিবী যুড়িয়া পড়ে যত যোদ্ধাগণ॥
যেন পূর্ণ মহীতলে অবতার ভানু।
যেমন পোড়ায় বন জ্বলন্ত কৃশানু॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি পূরিল ধরণী।
ধূলায় ধূসর, নাহি দেখি দিনমণি॥
ক্রোধ করি ভীমসেন ধরে ধনুঃশর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন মাতঙ্গ উপর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী চেকিতান।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বিক্রমে প্রধান॥
ভীমসেনে বেড়ি ডাকে সিংহনাদ করি।
রোষে বীর যায় যেন হস্তীকে কেশরী॥
বাহিনী মথিয়া আসে বীর বৃকোদর।
দেখিয়া রুষিল ক্ষেমমূর্ত্তি নৃপবর॥
কুলুত দেশের রাজা ক্ষেমমূর্ত্তি নাম।
বিক্রমে সিংহের প্রায় রণে অবিরাম॥
মহাগজে আরোহিয়া আসে ক্রোধমনে।
প্রথমে তোমর বাণ মারে ভীমসেনে॥
শর মারি তোমর করিল খণ্ড খণ্ড।
ছয় বাণে বিন্ধে বীর সমরে প্রচণ্ড॥
ক্রোধ করি ভীমসেন বরিষয়ে শর।
বাণ মারে ক্ষেমমূর্ত্তি হস্তীর উপর॥
শরাঘাতে ভঙ্গ দিল গজেন্দ্র বিশাল।
রাখিতে নারিল ক্ষেমমূর্ত্তি মহীপাল॥
কতক্ষণে ক্ষেমমূর্ত্তি সুযোগ পাইল।
ভীমেরে বিন্ধিতে বীর সমরে ধাইল॥

খরবাণে ভীমের কাটিল শরাসন।
আর ধনু নিল হাতে ভীম বিচক্ষণ॥
নারাচ মারিয়া কৈল হস্তীর নিধন।
লাফ দিয়া এড়াইল বীর বিচক্ষণ॥
ধন্য ধন্য করি সবে বাখানে তখন।
ধন্য বীর ক্ষেমমূর্ত্তি বলে কুরুগণ॥
গদা হাতে ভীমসেন পেয়ে বড় লাজ।
ক্ষেমমূর্ত্তি রাজার মারিল গজরাজ॥
লাফ দিয়া ক্ষেমমূর্ত্তি হস্তী এড়াইল।
গদা মারি ভীমসেন ভূতলে পাড়িল॥
সিংহের প্রতাপে যেন পড়িল মাতঙ্গ।
ক্ষেমমূর্ত্তি পড়িল বাহিণী দিল ভঙ্গ॥
তবে কর্ণ মহাবীর পাণ্ডবে ধাইল।
অতি ক্রোধে পাণ্ডব-সৈন্যেতে প্রবেশিল॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ বরিষয়ে কর্ণ।
সর্পের সভায় যেন পরিল সুপর্ণ॥
ভঙ্গ দিল বাহিনী পড়িল সব গজ।
ছয়বাণে কাটি পাড়ে যত রথধ্বজ॥
নিরন্তর কর্ণবীর বরিষয়ে বাণ।
লক্ষ লক্ষ বীর পড়ে ভীম বিদ্যমান॥
অশ্বত্থামা বীর সনে যুঝে বৃকোদর।
শ্রুতকর্ম্মা সনে চিত্রসেন ধনুর্দ্ধর॥
বিন্দ অনুবিন্দ সহ সাত্যকির রণ।
প্রতিবিন্ধ্য সহ যুঝে চিত্র যশোধন॥
দুর্য্যোধন সহিত যুঝেন যুধিষ্ঠির।
নারায়ণী সেনার সহিত পার্থ বীর॥
কৃপ আর ধৃষ্টদ্যুম্নে সমর দুর্জ্জয়।
কৃতবর্ম্মা সহিত শিখণ্ডী মহাশয়॥
মদ্রপতি প্রতি শ্রুতকীর্ত্তির বিক্রম।
দুঃশাসন সহ সহদেব যম সম॥
বিন্দ অনুবিন্দ সহ হইল সংগ্রাম।
মহাবীর সাত্যকি রণেতে অনুপম॥
দুই বীর হানাহানি ছাড়ে হুহুঙ্কার।
বীরে বীরে মহাযুদ্ধ বলে মার মার॥
বিন্দ অনুবিন্দ বীর বাণ বরিষয়।
শত শত বাণ পড়ে নাহি করে ভয়॥

কাটিলেন সাত্যকির দিব্য শরাশন।
আর ধনু হাতে নিল বীর বিচক্ষণ॥
ক্ষুরপা বাণেতে তবে সাত্যকি প্রবীর।
তৃণবৎ করি কাটি পাড়ে তার শির॥
অনুবিন্দ পড়িল দেখিল সহোদর।
মহাকোপে বিন্দ বীর বরিষয়ে শর॥
সাত্যকির শরীরে রুধির পড়ে ধারে।
দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে॥
পরস্পর সারথি কাটিল অশ্বরথ।
দোঁহে মহা বীর্য্যবান বিখ্যাত জগত॥
দোঁহে হৈল বিবর্ণ করিয়া মহারণ।
পরস্পর মহাযুদ্ধ করে দুইজন॥
বাণে হানাহানি দোঁহে করে মহাবীর।
বলহীন হৈল দোঁহে নিস্তেজ শরীর॥
দুইজনে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
বাণেতে জর্জ্জর তনু হৈল অচেতন॥
শ্রুতবর্ম্মা চিত্রসেনে হৈল মহারণ।
দুই জনে মহাবীর যুদ্ধে বিচক্ষণ॥
ধ্বজ কাটা গেল তবে পরস্পর শরে।
দুই বীরে মিশামিশি সংগ্রাম ভিতরে॥
তবে শ্রুতবর্ম্মা বীর মহা ধনুর্দ্ধর।
মাথা কাটি বিচিত্রের পাড়ে ভূমিপর॥
পড়িল বিচিত্রসেন কৌরবের ত্রাস।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর পাইল প্রকাশ॥
পড়িল বিচিত্রসেন চিত্রসেন রোষে।
তাহার বিক্রম দেখি প্রতিবিন্ধ্য হাসে॥
রথের কাটিল ধ্বজ বিন্ধিল সারথি।
রণেতে ফাঁপর হৈল চিত্রসেন রথী॥
তবে শক্তি ফেলিয়া মারিল তার মাথে।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর কটে অর্দ্ধপথে॥
মহাগদা ল'য়ে বীর মারে আরবার।
রথের সারথি তবে করিল সংহার॥
পুনরপি রথে চড়ি মহাধনুর্দ্ধর।
বিংশতি তোমর মারি ভেদিল অন্তর॥
দুই বাহু প্রসারিয়া পড়িল মহাবীর।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর সমরে সুধীর॥

শরে শরে নিবারিয়া মারে কুরুবল।
ক্রোধেতে আইসে অশ্বত্থামা মহাবল॥
সেইক্ষণে ভীমসেন হাতে নিল ধনু।
শরবৃষ্টি করি বিন্ধে দ্রোণপুত্র তনু॥
বলি সঙ্গে ইন্দ্র যেন করিল সংগ্রাম।
দুই বীর মহামত্ত যুঝে অবিশ্রাম॥
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করয়ে দুই বীর।
নানা অস্ত্র বিন্ধে দোঁহে নির্ভয় শরীর॥
সর্ব্বদিকে বিজলি চমকে হেন দেখি।
তারা যেন গগনেতে ছুটয়ে নিরখি॥
বাণে বাণে আবরিল নাহিক সঞ্চার।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় অন্ধকার॥
মহারণ দুই বীর করে মহাবলে।
প্রলয়কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥
সাধু সাধু প্রশংসা করয়ে মহাজন।
আকাশ বিমানে দেখে যত দেবগণ॥
দুই বীর বিকল হইল অচেতন।
কেহ কারে নাহি পারে সম দুই জন॥
বাসুদেব সারথি অর্জ্জুন হাতে ধনু।
নবজলধর যেন ধরিলেক তনু॥
বরিষাকালেতে যেন বরিষে নির্ঝর।
শরবৃষ্টি করেন অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥
নারায়ণী সেনারে মারেন পার্থ রোষে।
দিবাকর যেমন খদ্যোৎগণে নাশে॥
লক্ষ লক্ষ বীরের কাটিল পার্থ মাথা।
কাটা গেল ধনুঃশর কত দণ্ড ছাতা॥
বাণেতে কাটিয়া বাণ করিলেন রাশি।
সারি সারি মাথা পড়ে গগন পরশি॥
গজবাজী পড়ে সব রথী সারি সারি।
পড়িল যতেক সৈন্য লিখিতে না পারি॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে এল অশ্বত্থামা মহাবীর।
দিব্য অস্ত্র আরোপিয়া সৈন্য কৈল স্থির॥
তবে দুই মহাবীর কৈল মহারণ।
শরে অন্ধকারাচ্ছন্ন নর-নারায়ণ॥
অতি ক্রোধে অর্জ্জুন করেতে ল'য়ে শর।
করিলেন দ্রোণী তনু বাণেতে জর্জ্জর॥

মগধাধিপতি তার দণ্ডধর নাম।
হস্তী অশ্ব লইয়া আইল অনুপম॥
মহাবলি দণ্ডধর করিলেন রণ।
সেইক্ষণ অর্জ্জুন কাটিল হস্তীগণ॥
বজ্রাঘাত পড়ে যেন পর্ব্বত উপর।
অর্জ্জুনের বাণে গজ পড়িল বিস্তর॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তারে করেন সংহার।
হস্তী হৈতে ভূমিতে পড়িল দণ্ডধর॥
অনিবার মহাযুদ্ধ করয়ে অর্জ্জুন।
যুগান্ত প্রলয় যেন সংগ্রামে নিপুণ॥
পাণ্ডবের সেনাপতি আর বীরবর।
যুঝিতে লাগিল সবে নির্ভয় অন্তর॥
অশ্বত্থামা বীর করে সৈন্যের সংহার।
ক্রোধ করি আইলেন অর্জ্জুন দুর্ব্বার॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
কর্ণ সহ কুরুবল আইল তখন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাভব।

কর্ণের বচন শুনি শল্য বলে দাপে।
বিস্তর কহিলে তুমি অতুল প্রতাপে॥
এই দেখ রথে আইল সর্ব্ব সৈন্যগণ।
কাহার সামর্থ্য করে পার্থে নিবারণ॥
হের দেখ ভীমসেন পবনকুমার।
সহদেব বীর দেখ ভুবনের সার॥
মহারাজা যুধিষ্ঠির দেখ বিদ্যমান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি অগ্নির সমান॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কি দিব তুলনা।
ইহাদের অগ্রসর হবে কোন জনা॥
শিখণ্ডী সাত্যকি দেখ রাজা আগুয়ান।
চলহ সমরে আজি হ'য়ে সাবধান॥
সিদ্ধ হৈল মনোরথ দেখ ধনঞ্জয়।
সংগ্রামে করহ আজি অর্জ্জুনের ক্ষয়॥
এই কথা কহিতে মিশিল দুই দল।
মহাযুদ্ধ বাধিল হইল কোলাহল॥

ক্রোধ করি কর্ণ বীর প্রবেশিল রণে।
সিংহ যেন চ'লে যায় কুতূহল মনে॥
প্রবেশিয়া কর্ণ বীর করে মহারণ।
বাছিয়া বাছিয়া মারে বড় বীরগণ॥
সংগ্রামেতে প্রবেশিল কর্ণের কুমার।
দশ বাণে ভীম তারে করিল সংহার॥
সাক্ষাতে দেখিয়া কর্ণ আপনা পাসরে।
পুত্রের কাটিল মাথা বীর বৃকোদরে॥
কর্ণপুত্রে নাশিয়া কৃপের কাটে ধনু।
তিন বাণে বিন্ধিলেন দুঃশাসন-তনু॥
ছয় বাণে শকুনিরে করিল বিকল।
রথ কাটি বিন্ধেন উলূক মহাবল॥
থাক থাক সুষেণ কাটিব তব শির।
এত বলি বাণ মারে ভীম মহাবীর॥
তিন বাণে বিন্ধিলেন ভীমবীর তাকে।
সুষেণ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র মারে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
নকুল সহিত যুদ্ধ বাড়িল বহুল।
দুঃশাসন সাত্যকিতে সংগ্রাম তুমুল॥
অতি ক্রোধে কর্ণবীর রণে প্রবেশিল।
ইন্দ্র দেবরাজ যেন সমরে আইল॥
একে কর্ণ মহাবীর পেয়ে অপমান।
নিজ পুত্র পড়িল আপনি বিদ্যমান॥
যুধিষ্ঠির বধে যুক্তি কৈল কর্ণবীর।
ক্রোধে পরিপূর্ণ কর্ণ কাঁপয়ে শরীর॥
একেবারে যুড়ি মারে শত শত বাণ।
বিন্ধি পাণ্ডবের সৈন্য কৈল খান খান॥
মহাধনুর্দ্ধর বীর বরিষয়ে শর।
বিচিত্র বিক্রম দেখি কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
মহারথিগণে বিন্ধে নিবারিতে নারে।
একেশ্বর কর্ণ যুঝে পাণ্ডব সমরে॥
গজ বাজী ধ্বজ ছত্র রথ সারি সারি।
অযুত অযুত পাড়ে লিখিতে না পারি॥
মুণ্ড কাটি পাড়ে কার' কুণ্ডল সহিত।
অশ্ব রথ কাটিয়া যে পাড়িল ত্বরিত॥
যুধিষ্ঠিরে রাখিতে ধাইল বহু দল।
দৃষ্টিমাত্র কাটি পাড়ে কর্ণ মহাবল॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন কর্ণে উচৈঃস্বরে।
শুন কর্ণ এক কথা বলি যে তোমারে॥
দুর্য্যোধন বাক্যে কর মম সহ রণ।
যুদ্ধ অভিলাষ তোর খণ্ডাব এখন॥
এত বলি ধর্ম্ম মারিলেন দশ শর।
তাঁর শরাশন কাটে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
ক্রোধভরে যুধিষ্ঠির যেন হুতাশন।
টঙ্কারিয়া লইলেন অন্য শরাসন॥
যম দণ্ড সম ধনু অতি ভয়ঙ্কর।
মহেশের শূল যেন জ্বলে বৈশ্বানর॥
বজ্রের সমান সেই বাণে যুধিষ্ঠির।
কর্ণের দক্ষিণ ভাগে বিন্ধিলেন বীর॥
বেদনা পাইল তাহে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপর॥
হাহাকার কুরুদলে প্রচার হইল।
পাণ্ডবের সৈন্যে জয়ধ্বনি প্রকাশিল॥
মহা সিংহনাদ করে পাণ্ডবের দল।
চেতনা পাইয়া উঠে কর্ণ মহাবল॥
যুধিষ্ঠির নিধন চিন্তিল মনে মন।
টঙ্কারিয়া হাতে নিল দিব্য শরাসন॥
বিজয় নামেতে ধনু নিল আরবার।
যাহাতে আছয়ে চন্দ্র সূর্য্যের আকার॥
সত্যষেণ সুষেণ কর্ণের দুই সুত।
তিন বাণে ধর্ম্মে বিন্ধে বিক্রমে অদ্ভুত॥
বিন্ধিল নৃপতি সত্যষেণের শরীরে।
তিন বাণে বিন্ধিলেক কর্ণ মহাবীরে॥
সর্ব্ব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ একেশ্বর।
সপ্তবাণে বিন্ধিলেক ধর্ম্ম নৃপবর॥
রাজারে রাখিতে এল যত যোদ্ধাগণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন দ্রুপদ-নন্দন॥
সহদেব সুষেণ নকুল কাশীপতি।
শিশুপাল তনয় আইল শীঘ্রগতি॥
একেবারে অস্ত্র এড়ে কর্ণের উপর।
সর্ব্ব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
পাণ্ডবের সৈন্য সর্ব্ব করে পরাজয়।
কালান্তক যম যেন কর্ণ মহাশয়॥

যুধিষ্ঠির রাজার হাতের কাটে ধনু।
সন্ধান পূরিয়া বীর বিন্ধিলেক তনু॥
কবচ কাটিয়া পাড়ে ধরণী উপরে।
রুধির পড়িছে ধারে ধর্ম্ম-কলেবরে॥
শক্তি অস্ত্র মারিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
শক্তি নাহি ভেদিল সে কর্ণের শরীর॥
অতি ক্রোধে কর্ণবীর মারে তীক্ষ্ণশর।
সেই শরে বিন্ধিলেক ধর্ম্ম-কলেবর॥
হৃদয়ে বিন্ধিল আর বিন্ধিল কপাল।
ধ্বজছত্র কাটিলেন বিক্রমে বিশাল॥
গজ অশ্ব কাটা গেল হইল প্রমাদ।
ছিন্ন ভিন্ন সৈন্য সব করে আর্ত্তনাদ॥
অন্য রথে চড়িলেন ধর্ম্ম নৃপবর।
রথ চালাইয়া দেন কর্ণের গোচর॥
জিনিলেন কর্ণ বীর পাণ্ডবের নাথ।
উপহাস করে কর্ণ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ॥
ক্ষত্রকুলে জন্মিয়াছ তুমি মহাজন।
বাণেতে কাতর হ'য়ে পরিহর রণ॥
ক্ষত্রধর্ম্মে তোমারে সুদক্ষ নাহি গণি।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মেতে তোমাকে বাখানি॥
আর যুদ্ধ না করহ কর্ণবীর সনে।
যদি প্রাণে রক্ষা পাও যাও নিজস্থানে॥
এত বলি কর্ণবীর ছাড়িল নৃপতি।
ক্ষমিল সকল বীরে কর্ণ সেনাপতি॥
কোপেতে ধাইল ভীম মহাবলধর।
রাজারে করিল পাছু দুই সহোদর॥
কর্ণ ভীম সমাগমে হৈল মহারণ।
বিমানে চড়িয়া দেখে দেবঋষিগণ॥
কালদণ্ড সম যেন বিজলী ঝঙ্কার।
কর্ণেরে মারিল ভীম অস্ত্র খরধার॥
শরে কর্ণ বীরবরে করে ছারখার।
মহাশব্দে ভীমসেন করে মার মার॥
হাতে ধনু ল'য়ে বীর সমরে প্রচণ্ড।
হানিয়া রাজার পুত্রে করে খণ্ড খণ্ড॥
দুই বীরে শরবৃষ্টি করিল প্রকাশ।
অন্ধকারময় শূন্য না চলে বাতাস॥

আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ করিল সন্ধান।
ভীমের হাতের ধনু করে খান খান॥
গদাঘাত কর্ণে করিল বৃকোদর।
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণ রথের উপর॥
রথ বাহুড়িল তবে সারথি সত্বর।
ক্ষণেকে চেতন পায় কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে নির্ভয় শরীর।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত দোঁহে মহাবীর॥
অশ্বত্থামা বীর তবে প্রতিজ্ঞা করিল।
রাজার গোচরে গিয়া এমত কহিল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর বটে মম পিতৃবৈরী।
তোমারে তুষিব আজি তাহারে সংহারি॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে যুদ্ধ যদি করি।
আজিকার যুদ্ধে আমি হ'ব পিতৃবৈরী॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর আসিলেক রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি আসিল তখনে॥
হুহুঙ্কার করি যুঝে দ্রোণপুত্র সনে।
অশ্বত্থামা মহাবীর মিলিল সমানে॥
মহাবীর অশ্বত্থামা সংগ্রামে নিপুণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের কাটিল ধনুর্গুণ॥
অশ্বসহ সারথিরে করিল সংহার।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু দ্রোণের কুমার॥
ক্রোধভরে আসে অশ্বত্থামা মহাবীর।
মনে ভাবি কাটিবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন শির॥
ভীমসেন করিল তাঁহার পরিত্রাণ।
আকাশে অমরগণ করয়ে বাখান॥
মহাবীর কর্ণে তবে বরিষয়ে শর।
বরিষার মেঘ যেন বরিষে নির্ঝর॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডব-সৈন্য কর্ণ বীর শরে।
রাখিতে নারেন সৈন্য ধর্ম্ম নৃপবরে॥
পুনঃ যুধিষ্ঠিরে ধায় কর্ণ মহাবীর।
নারাচ বাণেতে বিন্ধে রাজার শরীর॥
যুধিষ্ঠির হৃদয়ে বিন্ধিল সাত বাণ।
ধর্ম্মের শরীর বিন্ধি কৈল খান খান॥
রাখিবারে রাজারে এল যোদ্ধাগণ।
কর্ণবীর বাণেতে করিল নিবারণ॥
সহদেব নকুল ধর্ম্মের পাশে থাকে।
দুই ভাই বিপক্ষে মারিল লাখে লাখে॥
ত্রিভুবনে বীর নাই কর্ণের সোসর।
কাটিল রাজার ধনু কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
এক বাণে কাটিয়া পাড়িল শরাসনে।
শর ধনু কাটিয়া পাড়িল সেইক্ষণে॥
অবিলম্বে অশ্ব রথ কাটেন কর্ণবীর।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন ধর্ম্মের উপর॥
দুই ভাই চড়িলেন সহদেব-রথে।
পুনরপি কর্ণবীর ধনু নিল হাতে॥
পাণ্ডবের মাতুল মদ্রের অধিপতি।
কর্ণের সারথী সেই বীর মহামতি॥
ভাগিনার দুঃখ দেখি হৃদয়ে আকুল।
বিস্তর বলিল পাণ্ডবের অনুকূল॥
শুন কর্ণ মহাশয় আমার বচন।
আপনি প্রতিজ্ঞা কৈলা বিস্মর এখন॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে রণ প্রতিজ্ঞা করিলে।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সঙ্গে আরম্ভিলে॥
হীন অস্ত্র যুধিষ্ঠির কবচ রহিত।
তাহাকে বিন্ধিতে কর্ণ না হয় উচিত॥
পার্থে এড়ি যুধিষ্ঠিরে মারিবার আশ।
কৃষ্ণসনে অর্জ্জুন করিবে উপহাস॥
শল্যের বচন শুনি ফিরে কর্ণবীর।
লজ্জা পেয়ে শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির॥
রথ হৈতে নামিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
সরক্ত শরীর রাজা সবিকল মতি॥
সহদেব নকুলেরে পাঠান সত্বর।
যথা যুদ্ধ করে মহাবীর বৃকোদর॥
যুধিষ্ঠিরে এড়ি কর্ণ অন্যেকে ধাইল।
মৃগযুথ মধ্যে যেন গজেন্দ্র পশিল॥
যত অস্ত্র ভৃগুরাম দিল মহাবীরে।
মারিলেন কর্ণবীর নির্ভর অন্তরে॥
পাণ্ডবের সৈন্যেতে করিল হাহাকার।
যুগান্তের যম যেন করিল সংহার॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন বলি মহাশব্দ করে।
ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর গেল কোথাকারে।

সংসপ্তকগণ সঙ্গে সংগ্রাম দুষ্কর।
আসিতে অর্জ্জুন নাহি পান অবসর ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন ধনঞ্জয় বীর।
সৈন্য সব সংহার করিল কর্ণ মহাবীর ॥
পরশুরামের অস্ত্র করিল সন্ধান।
লক্ষ কোটী বাণ মারে দেখ বিদ্যমান ॥
যুগান্তের যম যেন কর্ণবীর ধায়।
হের দেখ সৈন্য সব সম্ভ্রমে পলায় ॥
কৌরবের সৈন্য সব করে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের সৈন্য করে বহুল বিষাদ ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া যুদ্ধ করে বৃকোদর।
যুধিষ্ঠিরে নাহি দেখি সংগ্রাম ভিতর ॥
শুনিয়া কহেন ধনঞ্জয় গদাধরে।
সত্বরে চালাও রথ দেখি যুধিষ্ঠিরে ॥
সংসপ্তকগণ মম আছে অবশিষ্ট।
শীঘ্রগতি চল প্রভু দেখি মোর জ্যেষ্ঠ ॥
অর্জ্জুন বচনে কৃষ্ণ দেন অনুমতি।
যুধিষ্ঠির স্থানে ত্বরা যান শীঘ্রগতি ॥
শঙ্খনাদ করিয়া চলেন ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুনে রোধিল অশ্বত্থামা মহাশয় ॥
দিব্য অস্ত্র দুই বীর করিল সন্ধান।
দেবাসুর যুদ্ধ যেন নাহি অবসান ॥
দ্রোণপুত্রে জিনিয়া অর্জ্জুন মহাবীর।
ভীমের পশ্চাতে আইলেন অতি ধীর ॥
জিজ্ঞাসেন ভীমসেনে রাজার বৃত্তান্ত।
কর্ণযুদ্ধ-কথা ভীম কহিল আদ্যন্ত ॥
কর্ণ শরে বিহ্বল হইল কলেবর।
গেলেন বিষাদে রাজা শিবির ভিতর ॥
দৈবে বাঁচিলেন ভাই ধর্ম্ম নরপতি।
এত বলি নিশ্বাস ছাড়িল মহামতি ॥
শুনিয়া বিকল কৃষ্ণ অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
ভীমেরে বলেন তবে বীর ধনঞ্জয় ॥
কৃপ কর্ণ দ্রোণপুত্র রাজা দুর্য্যোধন।
ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব এখন ॥
আমি হেথা যুদ্ধ করি তুমি যাও তথা
তো[illegible]য়া এস নৃপবর যথা ॥

ভীমসেন বলিলেন আমি আছি রণে।
যুদ্ধ হইতেছে মম কুরুসৈন্য সনে ॥
হেনকালে এড়ি যাই যদি আমি রণ।
নিন্দিবে পলাল বলি যত কুরুগণ ॥
যুদ্ধ ছাড়িবার এই নহেত সময়।
দেখিয়া আইস যুধিষ্ঠির মহাশয় ॥
ভীমেরে রাখিয়া তবে সংগ্রাম ভিতরে।
কৃষ্ণ পার্থ আইলেন দেখিতে রাজারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুনের কর্ণবধে প্রতিজ্ঞা।

গৃহমধ্যে শুইয়া আছেন যুধিষ্ঠির।
চরণ বন্দেন গিয়া ধনঞ্জয় বীর ॥
উল্লাসেতে উঠি বসিলেন যুধিষ্ঠির।
প্রত্যয় জন্মিল পড়িয়াছে কর্ণবীর ॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির চিন্তিলেন মনে।
কর্ণ মোরে মহাদুঃখ দিল মহারণে ॥
হরষিতে হেথায় আইল দুইজন।
বিনা কর্ণে মারি সখে হেথা আগমন ॥
এত চিন্তি যুধিষ্ঠির নিবারিল দুঃখ।
হরিষে দেখেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মুখ ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন বার বার।
কহ ভাই অর্জ্জুন যুদ্ধের সমাচার ॥
দেবাসুরজয়ী বীর সূর্য্যের নন্দন।
সভামধ্যে যারে পূজে মানি দুর্য্যোধন ॥
যাহারে পরশুরাম দিল দিব্য ধনু।
অভেদ্য কবচ যার আবরিল তনু ॥
যার ভুজবীর্য্যে দগ্ধ হই রাত্রিদিনে।
ত্রয়োদশ বৎসর আছিনু দুঃখে বনে ॥
মন স্থির নহে মম না ঘুচে তরাস।
নিরন্তর দেখি কর্ণ আসে মম পাশ ॥
সেই কর্ণে আজি বুঝি মারিলে সমরে।
আনন্দ পূরিল আজি আমার অন্তরে ॥
মহাবীর কর্ণে তুমি কেমনে মারিলা।
মহাসিন্ধু হৈতে তুমি কেমনে তরিলা ॥

যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি অতি ভয়ঙ্কর।
সশঙ্কিত ধনঞ্জয় দিলেন উত্তর॥
আমার অরিষ্ট ছিল সংসপ্তকগণ।
তার সনে আমার আছিল মহারণ॥
তবে অশ্বত্থামা সনে আছিল বিরোধ।
শরবৃষ্টি করি করে তাহার নিরোধ॥
কর্ণে মারিবারে যাই করিয়া সন্ধান।
ভীম-মুখে শুনিলাম তব অপমান॥
তোমার কুশল জানি যাই আরবার।
অবশ্য করিব আমি কর্ণেরে সংহার॥
অক্ষয় আছয়ে কর্ণ শুনিয়া বচন।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
কর্ণশরে ত্রাসিত যে পাণ্ডবের পতি।
অর্জ্জুন ভৎর্সিয়া বলেন মহামতি॥
একেশ্বর যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর।
আইলে তাহারে যুদ্ধে রাখিয়া সত্বর॥
কর্ণেরে মারিব বলি করিয়াছ পণ।
তারে দেখি এখন পলাও কি কারণ॥
তোর জন্ম দিনেতে যে হৈল দৈববাণী।
পৃথিবী জিনিয়া মোরে দিবা রাজধানী॥
দৈবের বচন মিথ্যা হৈল হেন দেখি।
তোমা পুত্রে পুত্রবতী কুন্তী কেন লিখি॥
গর্ভ হৈতে কেন না পড়িলি পঞ্চমাসে।
বিফল ধরিল কুন্তী তোরে গর্ভবাসে॥
যক্ষরাজ ধনু দিল ইন্দ্র দিল শর।
ভুবন সংহার অস্ত্র দিল মহেশ্বর॥
মায়ারথ দিল তোরে গন্ধর্ব্বের পতি।
অস্ত্র সব আছে তোর পবনের গতি॥
রথধ্বজে হনুমান মহাবলন্ত।
আপনি সারথি কৃষ্ণ প্রতাপে অনন্ত॥
হাতে তোর গাণ্ডীব অক্ষয় ধনুঃশর।
পলাইলে কর্ণভয়ে প্রাণেতে কাতর॥
গাণ্ডীবের যোগ্য তুমি মহা ধনুর্দ্ধর।
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ শুনহ বর্ব্বর॥
অগ্রে কৃষ্ণে দিতে যদি গাণ্ডীব তোমার।
এত দিনে কুরুগণ হইত সংহার॥
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ কৃষ্ণ হৌন রথী।
রথের উপরে তুমি হওত সারথি॥
এতেক দুর্ব্বাণী শুনি পার্থ বারে বারে।
খড়্গ ল'য়ে উঠিলেন ভূপে কাটিবারে॥
নিবারিয়া কৃষ্ণ তারে করেন ভৎর্সন।
জ্যেষ্ঠ ভাই কাটিবারে চাহ কি কারণ॥
অর্জ্জুন বলেন মম প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়।
হেন বাক্য বলে যেই তারে করি ক্ষয়॥
গাণ্ডীব ছাড়িতে মোরে যে জন বলিবে।
অবশ্য কাটিব তারে গুরু যদি হবে॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় নরক অনন্ত।
গুরু বধ করি হয় নরক দুরন্ত॥
দুই কর্ম্মে নরকেতে হইবে প্রয়াণ।
তুমি দেব জান বেদশাস্ত্রের বিধান॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জয়।
গুরুজনে না বধিও আছয়ে উপায়॥
ক্ষান্ত হও ধনঞ্জয় স্থির কর মন।
শুনিয়া কহেন পার্থ বিনয় বচন॥
দোষ না জানিয়া যেবা করে অপমান।
শাস্ত্রেতে কহিল তার মরণ বিধান॥
গোসাঞি রাখিল তেঁই রহিল পরাণ।
নিজে ভয় পাইয়া করেন অপমান॥
আপনি ভয়ার্ত্ত হও কর্ণযুদ্ধ দেখি।
হারিয়া পলাও তুমি সংগ্রাম উপেক্ষি॥
ভীম নাহি দেয় কার' মনে অনুতাপ।
দুর্নিবার রণে যার অতুল প্রতাপ॥
শত শত হস্তী মারে গদার প্রহারে।
যুথে যুথে অশ্ব বীর বৃকোদর মারে॥
করয়ে দুষ্কর কর্ম্ম ভাই বৃকোদর।
সে নাহি নিন্দয়ে মোরে বলিয়া বর্ব্বর॥
তুমি কর অপকর্ম্ম সভার ভিতর।
পাশাতে হারিলা যত ধন রত্ন ঘর॥
তোমার কারণে মোরা চারি সহোদর।
নানা-দুঃখ ভুঞ্জিলাম অরণ্য ভিতর॥
আপনা কাটিতে চান বীর ধনঞ্জয়।
হাত হৈতে খড়্গ লন কৃষ্ণ মহাশয়॥

অর্জ্জুন বলেন করিলাম কোন কর্ম্ম ।
গুরুনিন্দা করিলাম যাহাতে অধর্ম্ম ॥
আপনাকে বধ করি প্রায়শ্চিত্ত বিধি ।
আজ্ঞা কর নিষেধ না কর গুণনিধি ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ।
আপনা প্রশংসা কর মরণ সমান ॥
আপনার প্রশংসা করিলে বার বার ।
তবে তব প্রতিজ্ঞার হইবে উদ্ধার ॥
আপনা প্রশংসা তবে করেন অর্জ্জুন ।
আমার সমান কেবা ধরে এত গুণ ॥
মম সম ধনুর্দ্ধর নাহিক সংসারে ।
বাহুবলে চারিদিকে জিনেছি সমরে ॥
সংশপ্তকগণে আমি ক'রেছি সংহার ।
কর্ণবীর সনে যুদ্ধ করি বার বার ॥
এত বলি ধনঞ্জয় যুড়ি দুই কর ।
অপরাধ ক্ষমা চান ধর্ম্মের গোচর ॥
লজ্জায় কহেন পার্থ পড়িয়া চরণে ।
নিন্দা করিয়াছি আমি ধর্ম্মের কারণে ॥
বিস্তর বলেন তবে কৃষ্ণ মহামতি ।
অর্জ্জুনে প্রসন্ন হইলেন নরপতি ॥
করিলেন প্রতিজ্ঞা অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ।
আজ কর্ণে সংহারিব সংগ্রাম ভিতর ॥
তব পদ স্পর্শ করি কহিলাম সার ।
সত্যভ্রষ্ট হই যদি কর্ণে রাখি আর ॥
ধনঞ্জয় গোবিন্দে রাখিয়া মনোরথে ।
গোবিন্দ সারথি সহ উঠিলেন রথে ॥
শ্রীকৃষ্ণেরে বলিলেন বীর ধনঞ্জয় ।
তোমার প্রসাদে আমি করিব বিজয় ॥
রাজা ধৃতরাষ্ট্র হবে পুত্র-পৌত্রহীন ।
আজি বসুমতী হবে ধর্ম্মের অধীন ॥
আজি দুর্য্যোধন রাজা হইবে নিধন ।
পাশা নাহি খেলিবে শকুনি দুর্য্যোধন ॥
আজি, সুখে নিদ্রা যাইবেক যুধিষ্ঠির ।
আজি যুদ্ধে পড়িবেক কর্ণ মহাবীর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নানাযুদ্ধের পর ভীম কর্ত্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান ।

হেনমতে চলিলেন সংগ্রাম ভিতর ।
বাসুদেব সহিত অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥
সহদেব নকুল সহিত বৃকোদর ।
নিরখিয়া কুরুবল বরিষয়ে শর ॥
সারথি বিশোক নামে তারে ভীম পুছে ।
আমার রথেতে দেখ কত অস্ত্র আছে ॥
আজি রণে পড়িবে সকল কুরুগণ ।
নতুবা আমারে মারিবেক দুর্য্যোধন ॥
ভীমের বচনে তবে বিশোক দেখিল ।
ষাটি সহস্রেক বাণ গণিয়া বলিল ॥
দশ সহস্রেক বাণ বজ্রের সমান ।
আর যত বাণ আছে কে করে গণন ॥
অবশিষ্ট কত বাণ রথোপরি রহে ।
বিশোক সারথি তবে ভীম প্রতি কহে ॥
তবে ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করিল ।
আজিকার রণেতে কৌরব হত হৈল ॥
যতক্ষণ না আইসে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ।
সুসজ্জা করহ রথ করিতে বিজয় ॥
হেনকালে উত্তরে হইল কোলাহল ।
ছাইল অর্জ্জুন বাণ গগনমণ্ডল ॥
চতুরঙ্গ সেনা পড়ে অর্জ্জুনের বাণে ।
হাহাকার শব্দ যত করে কুরুগণে ॥
সৌবল বলিল শুন রাজা দুর্য্যোধন ।
হের দেখ সৈন্য ক্ষয় করিল অর্জ্জুন ॥
আমি অগ্রসরি করি ভীমেরে সংহার ।
মজিল কৌরব সৈন্য নাহিক নিস্তার ॥
মহাবল সৌবল ভীমের প্রতি ধায় ।
মহাযুদ্ধ ঘোরতর হইল তথায় ॥
মারিলেক শক্তি ভীম সৌবলের মাথে ।
সেই শক্তি সৌবল ধরিল বামহাতে ॥
সেই শক্তি ফেলি মারে ভীমের উপরে ।
বাহুবিদ্ধি রথোপরে পাড়িল ভীমেরে ॥
পুনঃ উঠি ভীমসেন বিন্ধিল সৌবলে ।
মূর্চ্ছিত সৌবল রাজা পড়িল ভূতলে ॥

রথ ফিরাইয়া নিল রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল কুরুবল যত সেনাপতি ॥
ভঙ্গ দিল আপনি নৃপতি দুর্য্যোধন।
সৈন্যগণ লন গিয়া কৃষ্ণের শরণ ॥
যুঝিতে আইল কর্ণ দেখি সৈন্যভঙ্গ।
জ্বলন্ত অনল যেন দেখিতে তুরঙ্গ ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব বরিষয়ে শর।
বেড়িয়া মারয়ে সব কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
সাত্যকিরে বিন্ধিল বিংশতি মহাশরে।
শিখণ্ডীরে দশ বাণ পঞ্চ বৃকোদরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শত বাণ মারে বজ্র শরে।
সপ্তদশ বাণ মারে দ্রুপদকুমারে ॥
সংশপ্তকে মারে সহদেব দশ শর।
সাত বাণ মারিল নকুল ধনুর্দ্ধর ॥
ক্রমেতে বিন্ধিল ভীম ত্রিশ মহাশর।
সব শর নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
হাসিয়া বিজয় ধনু লইলেক হাতে।
বাণাঘাতে সর্ব্ব সৈন্য যায় চতুর্ভিতে ॥
সাত্যকির ধ্বজ কাটি কাটে শরাসন।
আর বাণ হৃদয়ে বিন্ধিল সেইক্ষণ ॥
রথ শূন্য হইলেন সাত্যকি তখন।
তিন বাণে সারথিরে করিল নিধন ॥
নিমিষে বিমুখ কৈল সব ধনুর্দ্ধর।
ভীত হ'য়ে সৈন্য সব পলায় সত্বর ॥
দূরে থাকি দেখেন অর্জ্জুন মহাবীর।
দেবাসুর যুদ্ধে যার নির্ভয় শরীর ॥
কৃষ্ণেরে বলেন মহাবীর ধনঞ্জয়।
হের দেখ কর্ণবীর যুঝয়ে নির্ভয় ॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডব-দল সৈন্য দিল ভঙ্গ।
পলাইয়া যায় যেন আকুল তরঙ্গ ॥
ঝাট রথ চালাও গোবিন্দ মহাবল।
সংগ্রামে মারিব আজি কৌরব সকল ॥
হাসিয়া চালান রথ গোবিন্দ সারথি।
দূরে থাকি রণ দেখে কুরু নরপতি ॥
কর্ণেরে বলিল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
হের দেখ আসিতেছে নর নারায়ণ ॥
ক্রোধভরে আইল অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
ইহা সম বীর নাহি সংগ্রাম ভিতর ॥
সর্ব্ব সৈন্যে আদেশিল কর্ণ মহামতি।
সবে মেলি মার আজি পার্থ মহামতি ॥
অশ্বত্থামা দুঃশাসন বীর আদি করি।
অর্জ্জুনেরে বেড়িল যে কর্ণ আগুসরি ॥
অর্জ্জুনের বাণে সব বিমুখ হইল।
হাতে অস্ত্র কর্ণবীর রণে প্রবেশিল ॥
সাত্যকি বিন্ধিল বাণ কর্ণ বিদ্যমান।
কাটিয়া সকল সৈন্য করে খান খান ॥
গদা ল'য়ে ভীমসেন করে মহারণ।
সহস্র সহস্র পড়ে গজ অগণন ॥
তবে দুঃশাসন বীর বাছি মারে শর।
তিন বাণে বিন্ধিল ভীমের কলেবর ॥
কাটিয়া হাতের ধনু রথের সারথি।
শরেতে জর্জ্জর হৈল ভীম মহামতি ॥
মত্তগজ সম বীর গদা ল'য়ে হাতে।
যম সম আইলেন সংগ্রাম করিতে ॥
গদা ফেলি মারিলেন দুঃশাসন শিরে।
দুঃশাসন পড়ে শত ধনুক অন্তরে ॥
সারথি কবচ অশ্ব আর শরাসন।
গদার প্রহারে চূর্ণ কৈল সেইক্ষণ ॥
রথেতে পড়িল যদি বীর দুঃশাসন।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ভীম করিল স্মরণ ॥
শীঘ্র গেল যথায় পড়িল দুঃশাসন।
রথ হৈতে লাফ দিয়া পড়ে সেইক্ষণ ॥
দাণ্ডাইয়া দেখে যত কৌরব কুমার।
বাহু আস্ফালিয়া ভীম বলে বার বার ॥
আমি দুঃশাসনের করিব রক্তপান।
কার শক্তি ইহারে করিবে পরিত্রাণ ॥
ক্রোধমনে ভীমসেন কহে উচ্চৈঃস্বরে।
হইয়া রাক্ষস মূর্ত্তি সংগ্রাম ভিতরে ॥
অতি ক্রোধে ভীমসেন সংগ্রামে অপার
খড়্গ ল'য়ে বিদারিল হৃদয় তাহার ॥
করিয়া শোণিত পান কহে বৃকোদর।
অমৃতে পূরিল আজি মম কলেবর ॥

দুর্য্যোধন কর্ণবীর দেখে বিদ্যমান।
ভীমসেন করে দুঃশাসন রক্ত পান ॥
রক্ত পিয়ে ভীমসেন সংগ্রাম ভিতরে।
রাক্ষস বলিয়া লোক পলাইল ডরে ॥
দেখিয়া ধাইল বীর কর্ণ মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ মারে শীঘ্রগতি ॥
যুধামন্যু মহাবীর যুড়ি শর মারে।
চিত্রসেন মহাবীর পড়িল সমরে ॥
দুঃখী হয়ে দুর্য্যোধন ভ্রাতার মরণে।
পাণ্ডব-সৈন্যেতে তবে আইল আপনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে কর্ণ পর্ব্বে মরে দুঃশাসন ॥

অর্জ্জুনের হস্তে কর্ণ পুত্র বৃষসেনের মৃত্যু।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় যুদ্ধ বিবরণ।
ব্যক্ত করি যুদ্ধকথা কহ তপোধন ॥
কর্ণেরে বলিল দুর্য্যোধন মহাশয়।
গাণ্ডীব লইয়া আসে বীর ধনঞ্জয় ॥
রক্তপান করি তবে বীর বৃকোদর।
দুঃশাসন রক্তেতে লেপিল কলেবর ॥
দুর্য্যোধন যথা আছে ভ্রাতৃগণ সঙ্গে।
অস্ত্র ল'য়ে তথা ভীম যান মনোরঙ্গে ॥
দশবাণ মারিয়া কাটিল পঞ্চজন।
সেই শোকে ভয়েতে পলায় দুর্য্যোধন ॥
দেখি কর্ণ আইলেক করিবারে রণ।
কর্ণে দেখি পলায় সকল সৈন্যগণ ॥
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল নাহি চায় পাছে।
ভ্রাতৃশোকে দুর্য্যোধন প্রাণমাত্র আছে ॥
সর্ব্ব মুখ্য কর্ণবীর খ্যাত ধনুর্দ্ধর।
মুখ্য বীর বৃষসেন হাতে নিল শর ॥
কর্ণপুত্রে নকুলে হইল মহারণ।
নকুলের রথ কাটি ফেলে সেইক্ষণ ॥
ভীম রথে চড়িলেন নকুল দুর্জ্জয়।
মহাবলবন্ত বীর রণেতে নির্ভয় ॥
সহদেব নকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র নির্ভয় শরীর ॥
ভীমে খেদাড়িয়া চলে বীর বৃষসেন।
কিঞ্চিৎ নাহিক ভয় কর্ণের নন্দন ॥
অশ্বত্থামা কৃপ দুর্য্যোধন নরপতি।
বৃষসেনে রাখিতে আইল শীঘ্রগতি ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ অস্ত্রের নির্ঘাত।
চতুরঙ্গ দলে হৈল বহুত নিপাত ॥
তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন।
তিন বাণে অর্জ্জুনে বিন্ধিল সেইক্ষণ ॥
মারিল দ্বাদশ শর কৃষ্ণ-কলেবরে।
মহাবীর বৃকোদরে বিন্ধিলেক শরে ॥
সাত বাণে নকুলের নাশে অহঙ্কার।
মহাবীর বৃষসেন সংগ্রামে দুর্ব্বার ॥
রুষিয়া অর্জ্জুন বীর হাতে নিল শর।
তাহাতে বিন্ধেন বৃষসেন-কলেবর ॥
ক্ষুর বাণে ধনঞ্জয় কাটি ধনুর্ব্বাণ।
মাথা কাটি পাড়িলেন কর্ণ বিদ্যমান ॥
পুত্রশোকে কর্ণের লোচনে জল ঝরে।
শোকানলে জ্বলি কর্ণ ধাইল সত্বরে ॥
অর্জ্জুনে বলেন কৃষ্ণ শুন মহামতি।
পুত্রশোকে ধায় দেখ কর্ণ সেনাপতি ॥
দেবাসুরজয়ী জান কর্ণ মহাবীর।
সাবধানে যুদ্ধ কর না হও অস্থির ॥
হের দেখ শরজাল করে কর্ণ বীর।
বরিষার মেঘ যেন বরিষয়ে নীর ॥
ইন্দ্রের ধনুক হেন দেখ বিদ্যমান।
কর্ণ হাতে শোভিত বিজয় ধনুর্ব্বাণ ॥
দুর্য্যোধন মহাবীর করে সিংহনাদ।
ধনুক টঙ্কার শুনি জয় জয় নাদ ॥
রণ করি কর্ণ বীরে করহ নিধন।
তোমার সমান বীর নহে কোন জন ॥
বর দিল তোমারে প্রসন্ন শূলপাণি।
কর্ণে সংহারিবে তুমি হেন আমি জানি ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ না কর বিস্ময়।
কর্ণেরে মারিব আজি জানিহ নিশ্চয় ॥
হেনকালে কর্ণ আসে সংগ্রাম ভিতরে।
পুত্রশোকে তাহার নয়নে জল ঝরে ॥

দুই বীরে দেখা দেখি হইল সমর।
রণেতে শোভিল যেন দুই দিবাকর॥
দুই রথে দীপ্তমান উভয়ের ধ্বজ।
এক রথে কপি শোভে আর ধ্বজে গজ॥
কর্ণ বেড়ি কৌরব করয়ে সিংহনাদ।
শঙ্খ ভেরি বাজে আর জয় জয় নাদ॥
অর্জ্জুনেরে বেড়িয়া বিচিত্র বাদ্য বাজে।
সিংহনাদ শব্দ করে পাণ্ডবের মাঝে॥
নানা অস্ত্র মারি সৈন্য করয়ে নিধন।
মহাবজ্রাঘাতে যেন পড়ে তরুগণ॥
দুই দলে মিশাইয়া চাহে কুতূহলে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব এল গগনমণ্ডলে॥
যতেক দানব যক্ষ পিশাচ রাক্ষস।
সকলে চাহয়ে সদা রাধেয়ের যশ॥
চাহেন অর্জ্জুন যশ সকল অমর।
অন্তরীক্ষে পুত্রযশ চাহে দিবাকর॥
অর্জ্জুনের যশ চান ত্রিদশ ঈশ্বর।
দুই বীরে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর॥
শল্য নৃপে জিজ্ঞাসেন কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
আমারে স্বরূপ কহ শল্য বীরবর॥
অর্জ্জুনের যুদ্ধে যদি আমি পড়ি রণে।
তবে কোন কোন কর্ম্ম করিবা আপনে॥
হাসিয়া বলিল শল্য আমি একেশ্বর।
কৃষ্ণ সহ সংহারিব পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
গোবিন্দেরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
যদ্যপি আমারে কর্ণ করে পরাজয়॥
কোন কর্ম্ম করিবে আপনি নারায়ণ।
কেমনে হইবে তবে কর্ণের নিধন॥
হাসিয়া বলেন তবে কৃষ্ণ মহাশয়।
শুন বীর ধনঞ্জয় কহিব নিশ্চয়॥
সূর্য্য যদি শূন্য হৈতে ভ্রষ্ট ক্ষিতিতলে।
খণ্ড খণ্ড হয় যদি পৃথিবীমণ্ডলে॥
কহিলাম এত যদি হয় বিপরীত।
তোমারে জিনিতে কর্ণ নারে কদাচিৎ॥
অর্জ্জুন বলেন তবে করি অহঙ্কার।
অবশ্য করিব আজি কর্ণেরে সংহার॥
শৃঙ্গ ভেরী দুন্দুভি যে ঘন ঘন বাজে।
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় রণমাঝে॥
অর্জ্জুনে বিন্ধিল দশ বাণে কর্ণবীর।
হাসেন অর্জ্জুন বীর অক্ষয় শরীর॥
আকর্ণ পূরিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
দশ বাণ মারিলেন কর্ণের হৃদয়॥
এইমত বাণ যুদ্ধ হইল বিস্তর।
অক্ষয় শরীর দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর॥
নারাচ বরিষে কত অতি খরসান।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপাদি আর নানা বাণ॥
অস্ত্রগণ পড়ে যেন পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে।
ভ্রুকুটি কটাক্ষে যেন বিজলী ঝলকে॥
কর্ণকে পরশুরাম ব্রহ্ম অস্ত্র দিল।
হেন অস্ত্র কর্ণবীর সন্ধান পূরিল॥
যুগান্তের যম যেন উড়ি যায় শর।
নিবারিতে নারিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
মহাবেগে পড়ে বাণ অর্জ্জুন উপরে।
হেনকালে কৃষ্ণ তাহা ধরে দুই করে॥
কর্ণের প্রতাপে স্থির নহে সৈন্যগণ।
ভীম কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে বলিল তখন॥
উপরোধ ছাড় ভাই না করিহ হেলা।
কর্ণ বধ কর অস্ত্র যুড়ি এই বেলা॥
সাবধানে আর অস্ত্র না হও বিমন।
তব বিস্ময়ানে পড়ে সব সৈন্যগণ॥
অযুত অযুত অস্ত্র ছাড়ে ধনঞ্জয়।
মহাসত্ত্ব কর্ণ বীর নাহি করে ভয়॥
বাণে অন্ধকার করিলেক কর্ণবীর।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ হইল অস্থির॥
নিরন্তর বিন্ধিল অর্জ্জুন-কলেবর।
সর্ব্ব বাণ কাটিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
বাসুদেবে বিন্ধিল নারাচ বাণ মারি।
আর যত বাণ পড়ে লিখিতে না পারি
সর্ব্বলোক চিন্তিত চাহিয়া দুইজনে।
কৃষ্ণার্জ্জুনে নিবারিল কর্ণ মহাবাণে॥
সর্ব্বাঙ্গ হইল ক্ষত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সহস্র এড়েন বাণ কর্ণের উপর॥

কর্ণবধ।

পৃষ্ঠা—৬৫৯

কর্ণ শল্য কুরুবল বাণে আবরিল।
অন্ধকার করি সবে বাণ বরষিল ॥
শল্যকে বিন্ধেন পার্থ তীক্ষ্ণ দশ শরে।
বিন্ধেন দ্বাদশ বাণ কর্ণের শরীরে ॥
রুধির পড়িছে ধারে কর্ণের শরীরে।
পুনঃ সপ্ত বাণ বিন্ধে কর্ণ মহাবীরে ॥
সহস্র সহস্র বাণ নিমিষে চলিল।
অন্ধকার করি অস্ত্র গগন ভরিল ॥
অর্জ্জুনের বাণ যেন বিজলী তরঙ্গ।
নষ্ট হৈল কুরুবল রণে দিল ভঙ্গ ॥
ভঙ্গ দিল কুরুবল কর্ণ একেশ্বর।
মহারথি সারথি দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর ॥
জয়নাদ করে অস্ত্র ধরি করে বীর।
দেবাসুর যুদ্ধে যার অক্ষত শরীর ॥
কর্ণবীর অর্জ্জুনেরে বধে মনে করি।
অর্জ্জুনে মারিতে অস্ত্র এড়ে সারি সারি ॥
শরজালে কর্ণবীর পূরিল গগন।
কম্পমান হইল পাণ্ডব-সৈন্যগণ ॥
হেনকালে এক সর্প রাক্ষস সমান।
পাতাল হইতে সে হইল আগুয়ান ॥
যুদ্ধ করে কর্ণ বীর পার্থের সহিত।
দাণ্ডাইয়া কহে সর্প কর্ণের সাক্ষাৎ ॥
মম ভ্রাতৃবধ কৈল কুন্তীর কুমার।
এইকালে করি আমি পার্থেরে সংহার ॥
কোনরূপে করি আজ অর্জ্জুনে সংহার।
অতি ক্রোধে সর্প তবে বলে বার বার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কর্ণ বধ।

দহিতে খাণ্ডব বন, মম মায়ে বিনাশন,
করিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
আজি বৈরী উদ্ধারিব, অর্জ্জুনেরে সংহারিব,
কর্ণ সনে করিব মিলন ॥
এতেক ভাবিয়া নাগ, মনেতে করিয়া রাগ,
আকাশে উঠিল সেইক্ষণ।
জননীর বৈরি শোধি, কিরূপে অর্জ্জুন বধি,
এই যুক্তি ভাবে মনে মন ॥
আপনি সুবুদ্ধি বীর, সঙ্কুচিয়া স্বশরীর,
রণ মধ্যে করিল প্রবেশ।
মুখেতে অনল জ্বলে, উল্কা যেন ভূমিতলে,
যোগবলে হৈল বাণ-বেশ ॥
হেনকালে দিব্যবাণ, কর্ণ পূরিল সন্ধান,
অর্জ্জুনের বধ মনে করি।
সুবিখ্যাত কর্ণবীর, কোপভরে নহে স্থির,
রুদ্র বাণ নিল করে ধরি ॥
রুদ্র-বাণ ল'য়ে হাতে মহাবীর অঙ্গনাথে,
অধিষ্ঠাতা তাহে হৈল সর্প।
সন্ধান করিল বীর, বিনাশিতে পার্থ বীর,
পরশুরামের যত দর্প ॥
বুঝিয়া বিশেষ কায, নিষেধিল শল্যরাজ,
ভাগিনীরে করিবারে ত্রাণ।
শুন কর্ণ বীরবর, পুনশ্চ সন্ধান কর,
শরাসন নহে পরিমাণ ॥
ক্রোধমুখে বীর কর্ণ, নয়ন অরুণ বর্ণ,
না করিব সেই শরবৃষ্টি।
মারে আর দুই শর, বিন্ধি করে জর জর,
উপদেশ না করে অনিষ্টি ॥
মারিব অর্জ্জুন তোকে, দেখিবে সকললোকে,
এত বলি এড়ে কর্ণ শর।
আকাশে আইসে বাণ, অগ্নি যেন দীপ্তমান,
ব্যস্ত হইলেন দামোদর ॥
পায়ে চাপি রথবর, বসায়েন ভূমিপর,
হাঁটু গাড়ি তুরঙ্গ পশিল।
প্রশংসয়ে দেবগণ, সুশিক্ষিত জনার্দ্দন,
এক হস্তে পৃথিবী ধরিল ॥
পার্থ মহাবীরবর, নাশিতে নারেন শর,
মাথার কিরীট কাটা গেল।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল, নানারত্ন শোভা ছিল,
যে কিরীট ইন্দ্র দিয়াছিল ॥
যেন অস্ত গিরিবর, একা রহে দিনকর,
গিরি হৈতে চূড়া পড়ে খসি।

সে হেন কিরীট পড়ি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
প্রভা উঠে গগন পরশি ॥
পুনঃ গেল শর্প বাণ, কর্ণবীর বিদ্যমান,
বিনয়ে কহিল বহুতর ।
না পাই সন্ধান যোগ, বিফল হইল ভোগ,
এড় পুনঃ উল্কা সম শর ॥
পুছে কর্ণ মহাশয়, সর্প দিল পরিচয়,
পুনঃ রণে কর্ণ মহাশয় ।
পূর্ব্বের সংগ্রাম যত, সকলি হইল হত,
এবে করি অর্জ্জুনের ক্ষয় ॥
জানিয়া কর্ণের দর্প, পুনঃ গেল কালসর্প,
অর্জ্জুনেরে করিতে সংহার ।
মুখেতে অনল বৃষ্টি, ধাইলেন ঊর্দ্ধদৃষ্টি,
সর্ব্বলোকে দেখে ভয়ঙ্কর ॥
জানিয়া সর্পের তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ কহেন সত্য,
সন্ধান করহ ধনঞ্জয় ।
সত্বরে আইলে সর্প, অগ্নি সম মহাদর্প,
শীঘ্র তারে কর পরাজয় ॥
ছয় বাণ যুড়ি বীর, কাটিল সর্পের শির,
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল ।
দর্পে পরাজয় করি, কৃষ্ণ দুই হাতে ধরি,
ভূমি হ'তে রথ উদ্ধারিল ॥
পুনঃ কর্ণ ধরি ধনু, বিন্ধিল অর্জ্জুন তনু,
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে বাণ ।
বাণে নিবারিয়া বাণ, ধনঞ্জয় ধনুর্ব্বাণ,
নিজ বাণ করেন সন্ধান ॥
কর্ণের শরীর ভেদি, রক্তে যেন বহে নদী,
সর্ব্ব গাত্রে বহিছে রুধির ।
কর্ণবীর অস্ত্র মারি, সর্ব্ব অস্ত্র নাশ করি,
পুনঃ অস্ত্র এড়ে মহাবীর ॥
ভেদিল দ্বাদশ শরে, দামোদর কলেবরে,
আর বাণ মারে শীঘ্রগতি ।
সন্ধান করিয়া শরে, বিন্ধিলেক পার্থবীরে,
হাসিলেন কর্ণ যোদ্ধাপতি ॥
অর্জ্জুন যে সুসন্ধানে, কবচ কাটেন বাণে,
নিবারিতে নারে কর্ণবীর ।

বাছিয়া মারেন শর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
পুনঃ পুনঃ মারিছেন তীর ॥
হৈল যেন বজ্রাঘাত, কম্পে যেন দীননাথ,
কর্ণবীর সহিতে না পারে ।
বাছিয়া মারিলা শর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
সত্বরে বিন্ধেন কর্ণবীরে ॥
অবশ হইল তনু, খসিল হস্তের ধনু,
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণবীর ।
কর্ণকে মূর্চ্ছিত দেখি, শ্রীকৃষ্ণ কহেন ডাকি,
শুন ধনঞ্জয় মহাবীর ॥
সাবধানে কর রণ, আজি কর নিপাতন,
শীঘ্র বিন্ধ কর্ণের শরীর ।
প্রকাশিয়া নিজ শৌর্য্য, কর কর্ণ বধকার্য্য,
যাহা কহিলেন যুধিষ্ঠির ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য, নাশিতে বিপক্ষ পক্ষ,
পার্থ মারিলেন বহু বাণ ।
মহা অস্ত্র যত ছিল, সে সকল পাসরিল,
গুরুশাপে হইয়া অজ্ঞান ॥
মহাসত্ত্ব কর্ণবীর, চৈতন্য পাইয়া ধীর,
নানা অস্ত্র করে বরিষণ ।
তিন বাণে জনার্দ্দনে, বিন্ধিলেন সেইক্ষণে,
ধনঞ্জয় মারে সাত বাণ ॥
কাটা গেল ধনুর্গুণ, লজ্জিত হইল পুনঃ,
আর গুণ দিয়া যুড়ি শরে ।
অর্জ্জুন-মারেন শর, কাটে কর্ণ ধনুর্দ্ধর,
হাসি পুনঃ বাণ নিল করে ॥
ধরিয়া বিজয় ধনু, বিন্ধিল অর্জ্জুন তনু,
শরে কর্ণ করে অন্ধকার ।
অর্জ্জুনে ফাঁপর দেখি, শ্রীকৃষ্ণ কহেন ডাকি,
শীঘ্র কর কর্ণেরে সংহার ॥
কৃষ্ণবাক্যে রুদ্র বাণ, পার্থ করি সুসন্ধান,
বজ্র যেন হাতে লৈল শক্র ।
ব্যর্থ হয় ব্রহ্মশাপ, কর্ণ পায় অনুতাপ,
পৃথিবী গ্রাসিল রথচক্র ॥
ক্রন্দন করয়ে বীর, নয়নেতে বহে নীর,
অর্জ্জুনে কহিলা উচ্চৈঃস্বরে ।

মুহূর্ত্তেক ক্ষমা কর, ওহে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
রথচক্র উদ্ধারিব করে ॥
যেই জন মুক্তকেশ, প্রহারে বিকল বেশ,
শরণ মাগয়ে যদি রণে।
কবচ রহিত জনে, নাহি ধরে অস্ত্রগণে,
তারে মারে কাপুরুষ জনে ॥
তুমি লোকে নরোত্তম, তব কীর্ত্তি অনুপম,
ধর্ম্মজ্ঞানে তোমারে বাখানি।
রথের উপরে তুমি, অভাগ্যেতে আমি ভূমি,
মুহূর্ত্তেক ক্ষমা কর জানি ॥
কৃষ্ণ হৈতে নাহি ভয়, তোমাতে সংশয় হয়,
সে কারণে সাধি হে তোমাকে।
বিধি মোরে হৈল বক্র, পৃথিবী গিলিল চক্র,
ক্ষমা করি উদ্ধার আমাকে ॥
শুনিয়া কর্ণের বাণী, ক্রোধে কন চক্রপাণি,
বিপদ কালেতে স্মর ধর্ম্ম।
একবস্ত্রা রজঃস্বলা, দ্রুপদনন্দিনী বালা,
সভামধ্যে কৈলা কোন কর্ম্ম ॥
শকুনি সৌবল সনে, দুর্য্যোধন নরাধমে,
কপটে রচিল পাশা সারি।
ক্ষত্রধর্ম্ম ছাড়ি কার্য্য, কপটে লইল রাজ্য,
কোন শাস্ত্রে পাইলা বিচারি ॥
সন্দেশ মিশ্রিত বিষে, ভীমে খাওয়ালে শেষে,
বান্ধিয়া সকল কলেবর।
ফেলাইয়া দিলে জলে, রক্ষা পায় ধর্ম্মবলে,
সেই কথা কহিতে বিস্তর ॥
জৌগৃহ নির্ম্মাণ করি, তাহাতে পাণ্ডব ভরি,
অগ্নি দিলে কি বিচার করি।
কোন শাস্ত্রে হেন ধর্ম্ম, বিচারিয়া কর কর্ম্ম,
দৈবে তাহা আনিল উদ্ধারি ॥
দ্বাদশ বৎসর বনে, বঞ্চিলেন পঞ্চজনে,
বৎসরেক রহে অজ্ঞাতেতে।
সভাতে মাগিল যবে, রাজ্য নাহি দিলে তবে,
হেন ধর্ম্ম বুঝাও কিমতে ॥
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি মারো সপ্তজনে,
দুগ্ধপোষ্য শিশুত কুমার।
কোনধর্ম্মে মার তারে, স্বরূপ কহিবা মোরে,
কোথা ছিল ধর্ম্মের বিচার ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা, অর্জ্জুনের বাড়ে ব্যথা,
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথা মনে হয়।
বাড়িল পার্থের ক্রোধ, না মানেন উপরোধ,
রক্তচক্ষু ওষ্ঠ কম্প হয় ॥
তবে কর্ণ মহাক্রোধে, নিতান্ত মরিব বোধে,
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে সেইক্ষণ।
অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র মারি, কর্ণ বাণ ব্যর্থ করি,
দিব্যাস্ত্র যুড়িল শরাসন ॥
পার্থ যুড়ি অগ্নিবাণ, যেন অগ্নি দীপ্তিমান,
কর্ণ পানে চান একদৃষ্টি।
বরুণ বাণেতে কর্ণ, জলে করি পরিপূর্ণ,
অনল নিভায় করি বৃষ্টি ॥
অর্জ্জুনের বায়ু বাণ, মেঘ করে খান খান,
পুনঃ কর্ণ যোড়ে মহাশর।
হাহাকার দেবগণে, ভূমিকম্প ক্ষণে ক্ষণে,
বাণ এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
হৃদয়ে বিন্ধিল শর, রক্ত পড়ে নিরন্তর,
আপনা বিস্মৃত ধনঞ্জয়।
খসিল হাতের ধনু, স্তব্ধ হৈল সর্ব্ব তনু,
অতি ব্যগ্র কৃষ্ণ মহাশয় ॥
এই পেয়ে অবসর, কর্ণ মহা ধনুর্দ্ধর,
রথ উদ্ধারিতে বীর চলেন
না পারিল দুই হাতে, শ্রম হৈল অঙ্গনাথে,
পুনঃ রথ পশিল ভূতলে ॥
সচেতন ধনঞ্জয়, দেখি কৃষ্ণ মহাশয়,
অর্জ্জুনে কহেন কুতূহলে।
আমার বচন ধর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
কাটি পাড় কর্ণ মহাবলে ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি, অর্জ্জুন হৃদয়ে গণি,
গাণ্ডীবে যুড়েন ক্ষুরবাণ।
ক্ষুর প্রবেশিল চণ্ড, কাটিয়া পড়িল দণ্ড,
শঙ্কা পায় কর্ণ বলবান ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে সূর্য্যবাণ, পার্থ ছাড়িছেন বাণ,
বজ্র যেন ছাড়ে পুরন্দর।

সর্ব্বভূতে ভয়ঙ্কর, দেখি দিব্য মহাশর,
বেগে ধায় শব্দ ঘোরতর ॥
নিক্ষেপিয়া মহাশর, ভাবিলেন ধনুর্দ্ধর,
পূর্ব্ব কথা আছয়ে স্মরণে।
যদি হই পার্থ বীর, কাটি পাড়ি কর্ণশির,
নাশিব কর্ণেরে আজি রণে ॥
ছেদিব কর্ণের শির, এত বলি পার্থ বীর,
মহাশর মারেন কর্ণেরে।
সর্ব্বলোকে ভয়ঙ্কর, দেখি যেন রুদ্র শর,
বেগে পড়ে কর্ণের শরীরে ॥
সন্ধ্যাকালে পড়ে কর্ণ, গগন লোহিত বর্ণ,
সর্ব্বলোকে চাহিয়া বিস্ময়।
উঠিয়া গগনোপরে, প্রবেশিল দিনকরে,
কর্ণের যতেক তেজচয় ॥
কর্ণ হৈল অপচয়, পৃথিবী কম্পিত হয়,
রথ ল'য়ে গেল মদ্রপতি।
কুরুদলে হাহাকার, সব হৈল অন্ধকার,
কর্ণ বিনা কি হইবে গতি ॥
হাহা কর্ণ মহাবীর, মোর প্রাণের দোসর,
হারাইলা ভুবন দুর্জ্জয়ে।
এত বলি দুর্য্যোধন, শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন,
কুরুবল ভঙ্গ দিল ভয়ে ॥
ভীম করে সিংহনাদ, শুনি জয় জয় বাদ,
বিজয় দুন্দুভি বাজে দলে।
সর্ব্ব সেনাপতিগণ, আশ্বাসিয়া ঘনে ঘন,
নাচে গায় সবে কুতূহলে ॥
কোপে রাজা দুর্য্যোধন, আদেশিল সৈন্যগণ,
কর গিয়া পাণ্ডব-সংহার।
যুদ্ধ করি সর্ব্বজন, কৃষ্ণার্জ্জুন দুইজন,
বিনাশিতে করহ বিচার ॥
রাজার আদেশ পেয়ে, সৈন্যগণ গেল ধেয়ে,
সাগর কল্লোল শব্দ ক'রে।
গদাঘাতে বৃকোদর, ক্রোধে অতি ভয়ঙ্কর,
ক্ষণমাত্রে বহু সৈন্যে মারে ॥
আপনি নৃপতি সাজে, নিষেধিল শল্যরাজে,
আজি ক্ষমা কর নরবর।
পড়ে মহাবীর কর্ণ, সৈন্য হৈল ছিন্ন ভিন্ন,
নাহি হয় যুদ্ধ অবসর ॥
আকুলিত কর্ণশোকে, সান্ত্বাইল রাজলোকে,
শিবিরে চলিল দুর্য্যোধন।
দেব ঋষি গেল ঘর, হরষিত পাণ্ডুবর,
শিবিরে গেলেন সর্ব্বজন ॥
অর্জ্জুনেরে দিয়া কোল, গোবিন্দ বলেন বোল,
তোমারে সদয় পুরন্দর।
কাটিয়া কর্ণের শির, ত্রিভুবন মধ্যে বীর,
ধন্য তুমি ভুবন ভিতর ॥
শিবিরেতে গেল সব, কর্ণ হৈল পরাভব,
সবাই কহিল যুধিষ্ঠিরে।
কর্ণের মরণ শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
প্রশংসা করিল অর্জ্জুনেরে ॥
রথে চড়ি যুধিষ্ঠির, দেখিলেন কর্ণবীর,
পুত্র সনে পড়িয়াছে রণে।
চন্দ্রসনে যেন ভানু, তেজে যেন বৃহদ্ভানু,
বার বার দেখেন নয়নে ॥
কৃষ্ণেরে করেন স্তুতি, যুধিষ্ঠির নরপতি,
আজি মম সুখী হৈল মন।
তুমি যার সুসারথি, ভাগ্যবান সেই রথী,
জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন ॥
আজি আমি রাজ্য পাব, আজি নরপতি হব,
আজি সে সফল পরিশ্রম।
কর্ণবীর মহাবল, পড়িল অবনীতল,
সংগ্রামে সাক্ষাৎ ছিল যম ॥
হেনমতে মনোরঙ্গে, রাজা যুধিষ্ঠির সঙ্গে,
সর্ব্বলোক শিবিরে আইল।
আনন্দিত পাণ্ডুদলে, নৃত্যগীত কুতূহলে,
যে যার শিবিরে প্রবেশিল ॥
ইহকালে শুভযোগ, পরকালে স্বর্গভোগ,
ভরতের পুণ্যকথা শুনি।
শ্রবণেতে পাপক্ষয়, সংগ্রামে বিজয় হয়,
কাশীরাম বিরচিল গণি ॥

কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

শল্যপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্‌।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

শল্যের সেনাপতিত্ব।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িল যদি কর্ণ মহোদয়॥
দুই দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ।
অর্জ্জুনের হস্তে হৈল কর্ণের নিধন॥
কর্ণ যদি পড়িল আইল দুর্য্যোধন।
হাহাকার শব্দে তবে করয়ে রোদন॥
মহানাদে রোদন করয়ে সেনাগণ।
শল্যে চাহি বলিতে লাগিল দুর্য্যোধন॥
কি করিব কহ শল্য ইহার বিচার।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার॥
সেনাপতি হ'য়ে আজি তুমি কর রণ।
তুমি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর নন্দন॥
পাণ্ডবে করিয়া ক্ষয় তুমি লহ জয়।
ইহা শুনি কহিলেন শল্য মহাশয়॥
কোন্‌ কর্ম্ম হেতু চিন্তা কর মহাশয়।
আমি সব বিনাশিব জানিহ নিশ্চয়॥
এতেক শুনিয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন।
শল্যরাজে দিল বহু মান আর ধন॥
বিজয়ী দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ কাহাল।
ঝাঁঝরি মুহরি বাজে কাংস্য করতাল॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ গজের গর্জ্জন।
ধ্বজ পতাকায় সব ঢাকিল গগন॥
বাদ্যের নিনাদে যেন কম্পে বসুমতী।
সর্ব্ব সৈন্য সমাবেশ করিল নৃপতি॥
কর্ণের মরণে দুঃখ সব গেল দূর।
সাজিল কৌরব সেনা সমরে অসুর॥
এতেক জানিয়া তবে শ্রীকৃষ্ণ কহেন।
সাজিল কৌরব-সেনা সমুদ্র যেমন॥
দেখ রাজা যুধিষ্ঠির কুরুসৈন্য এল।
সৈন্য সমাবেশ করি কুরুক্ষেত্রে গেল॥
শল্য শীঘ্র সাজিল না করহ বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া সমর আরম্ভ॥
নিধন করহ সৈন্য নাহি কালাকাল।
সাহায্য করুক আসি বিরাট পাঞ্চাল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি বিনাশিলে রণে।
কি করিতে পারে শল্য যুঝ তার সনে॥
শত্রুবশে আত্মপর না করিহ মনে।
বিনাশ করহ শল্য আজিকার রণে॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মন।
অর্জ্জুনেরে ডাক দিয়া কহিল রাজন॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি কর যুদ্ধক্রম।
তবেত জানিব আমি তোমার বিক্রম॥

হেনমতে যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কহিছে তখন ॥
কি কারণে চিন্তা তুমি কর মহাশয়।
কেবল ভরসা কৃষ্ণ সংগ্রামের জয় ॥
এই মত সর্ব্বজন রজনী বঞ্চিয়া।
সৈন্য সমাবেশ করে প্রভাতে উঠিয়া ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা করিলেন যোদ্ধাগণে।
বাজায় বিবিধ বাদ্য না যায় লিখনে ॥
দুই দলে মিশামিশি হৈল মহারোল।
প্রলয়কালেতে যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
করিল বিচিত্র ব্যূহ শল্য মহারাজ।
ভুজঙ্গম ব্যূহ কৈল পাণ্ডব-সমাজ ॥

শল্যের সহিত পাণ্ডবদের যুদ্ধ।

ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ সঞ্জয় বিশেষ।
উভয় দলেতে সৈন্য কিবা আছে শেষ ॥
শল্য দুর্য্যোধন তবে কি কর্ম্ম করিল।
আপন বুদ্ধিতে পুত্র সব বিনাশিল ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যে নাশিল রণে।
হেন জন সঙ্গে যুদ্ধ করে কি কারণে ॥
সঞ্জয় বলেন রাজা ইথে দেহ মন।
অবশেষ সৈন্য ল'য়ে যুঝে দুর্য্যোধন ॥
একাদশ সহস্র অযুত আছে রথ।
তিন কোটি মত্ত হস্তী সমান পর্ব্বত ॥
দুই পদ্ম অশ্ব আছে রণে অনিবার।
পবন গমন জিনি গমন যাহার ॥
তিনকোটী পদাতিক আছে যম সম।
সৈন্যের সহিত যুঝে করিয়া বিক্রম ॥
পাণ্ডবের শেষ সেনা আছে মহামতি।
আছয়ে গণনে রাজা সহস্রেক হাতী ॥
অশ্ব আছে এক লক্ষ, লক্ষ পদাতিক।
ন্যূন নহে ইহা হৈতে বরঞ্চ অধিক ॥
যুধিষ্ঠির যোদ্ধাপতি পাণ্ডব বাহিনী।
দুই দলে মহাযুদ্ধ শুন নৃপমণি ॥
যুধিষ্ঠির পরাক্রমে সৈন্য ভঙ্গিয়ান।
দেখিয়া শল্য ভূপতি হৈল আগুয়ান ॥
দিব্যরথে সাজিয়া আইল সেইক্ষণে।
শল্য বলে সেনাগণ যুঝ একমনে ॥
নকুলের যুদ্ধ কর্ণপুত্র চিত্রসেনে।
কাটিল নকুল ধনু চিত্রসেন বাণে ॥
সারথি কাটিয়া রথ করিল বিরথী।
বাণে বিদ্ধ হ'য়ে চিন্তে নকুল সুমতি ॥
তবে খড়্গ চর্ম্ম হস্তে তার রথে চড়ি।
চিত্রসেন কবচ ধরি মুণ্ড কাটি পাড়ি ॥
নকুলের পরাক্রমে ধন্য ধন্য ধ্বনি।
সত্যষেণ সুষেণ আইল বীরমণি ॥
নকুল সহিত যুদ্ধ করে বীরগণ।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম শোভন ॥
সত্যসেন শক্তি মারে সহিল নকুল।
নিজ শক্তি মারি তারে করিল আকুল ॥
সত্যসেন পড়িল সুষেণ যুঝে বেগে।
নকুলের অশ্বরথ কাটি পাড়ে আগে ॥
বিরথী হইয়া তবে মাদ্রীর নন্দন।
শীঘ্রগতি আর রথে কৈল আরোহণ ॥
সন্ধানেতে কাটিলেন সুষেণের শির।
সিংহনাদ করি উঠে নকুল প্রবীর ॥
শুন মহারাজ তব বাহিনী সকল।
দলিয়া চলিল সবে পাণ্ডবের দল ॥
দেখি শল্য আগু হৈল ধরিয়া ধনুক।
পরাক্রম দেখি কেহ না রহে সম্মুখ ॥
যুধিষ্ঠির রাজা সহ হইল মিলন।
দোঁহে দোঁহা প্রতি করে বাণ বরিষণ ॥
যুঝিল নকুল ভীম রাজার পশ্চাতে।
যোদ্ধাগণ আগে যুঝে রথীর সনেতে ॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা আদি মহাবীর।
শল্যের নিকটে যুঝে হইয়া অস্থির ॥
গদাহাতে ভীমসেন হন আগুসার।
মহাকোপে যায় যেন অগ্নি অবতার ॥
নিবারিতে নারে শল্য ভীম গদাঘাতে।
রথেতে সারথি ভীম মারে এক ঘাতে ॥
লাফ দিয়া শল্যবীর চড়ে আর রথে।
অটল পর্ব্বত প্রায় আছে গদা হাতে ॥

শল্য বলে ভীম তোর বড়ই সাহস।
অকস্মাৎ গদা হানি চাহ নিজ যশ॥
সহিতে আমার অস্ত্র দেখি পরাক্রম।
এত দিনে আজি তোরে লইলেক যম॥
এত বলি শক্তি ছাড়ি দিল শল্যরাজে।
পড়িল নির্ভয়ে আসি ভীম বক্ষ মাঝে॥
বুক হৈতে ভীম শক্তি নিলেক কাড়িয়া।
শল্য প্রতি মারে বেগে হুহুঙ্কার দিয়া॥
আঘাতে মূর্চ্ছিত হয় মদ্র অধিপতি।
অন্তর হইয়া রথ রাখিল সারথি॥
কোপে শল্যরাজ গদা নিল তার পর।
মাতুল আইস বলি ডাকে বৃকোদর॥
আত্মপক্ষ ত্যাগ করি পরপক্ষে গিয়া।
এই অপরাধে মৃত্যু হইল আসিয়া॥
গদায় জানি যে তুমি বিক্রমে বিশাল।
তোমার সহিত যুদ্ধ বাঞ্ছি চিরকাল॥
এত বলি দুই বীরে হৈল বোলচাল।
গদায় গদায় যুদ্ধ বিক্রমে বিশাল॥
গদাযুদ্ধ বিশারদ দোঁহে মহাবীর।
বদন ভ্রুকুটি নাদে বাহিনী অস্থির॥
গদাঘাতে কম্পমান দোঁহাকার অঙ্গ।
ইন্দ্র বজ্রাঘাতে যেন ভাঙ্গে গিরিশৃঙ্গ॥
প্রথমে বিহ্বল দোঁহে সম দেখি বল।
স্বর্গেতে প্রশংসা করে অমর সকল॥
গদা এড়ি ধনু নিল মদ্রপতি রাজা।
মহাযুদ্ধ করে বীর ভীম মহাতেজা॥
তবে বৃকোদর বীর রথে চড়ে গিয়া।
দেখি কৃপাচার্য্য বীর আইল ধাইয়া॥
হইল তুমুল যুদ্ধ নাহি পরিমাণ।
দুর্য্যোধন শল্য এল আর চেকিতান॥
মহাঘোর যুদ্ধ হৈল না যায় বর্ণন।
অশ্ব গজ রক্তে ভাসি বুলে সর্ব্বজন॥
শল্য সহ যুঝে পুনঃ প্রধান পাণ্ডব।
মহাযুদ্ধ হৈল যেন উথলে অর্ণব॥
চন্দ্রসেন মদ্রসেন হৈল আগুয়ান।
যুধিষ্ঠির সহ যুঝে হ'য়ে সাবধান॥
যুদ্ধ করি গেল তারা শমন সদন।
ধনু ধরি শল্য আসি পুনঃ করে রণ॥
ভীমসেন সাত্যকি সহিত পাণ্ডুনাথ।
শল্যোপরি করিলেন ঘন বাণাঘাত॥
নিজ অস্ত্রে কাটি পাড়ে শল্য মহাবীর।
পুনঃ আসি উপস্থিত যথা যুধিষ্ঠির॥
উভয়েতে মহাযুদ্ধ হয় অপ্রমিত।
বৃষ্টিধারা যেন পড়ে দেখি চতুর্ভিত॥
কাটেন শল্যের ধ্বজ ধর্ম্ম নরপতি।
ধর্ম্মের ধনুক শল্য কাটে শীঘ্রগতি॥
আর ধনু লইয়া যুঝেন যুধিষ্ঠির।
নিবারিয়া করে যুদ্ধ শল্য মহাবীর॥
ক্রোধে ধায় চতুর্ভিতে বাহিনী বিনাশে।
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা ভাবেন বিশেষে॥
আপন ভাগিনা বধ কৈল মদ্রপতি।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যাহে না হইল কৃতী॥
ভীম সংহারিল দুর্য্যোধন সহোদর।
মদ্রপতি বিনাশিতে হইল দুষ্কর॥
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা আছে শল্যের নিধনে।
প্রলয় দেখি যে শল্য আজিকার রণে॥
হারিলে কি গতি হবে পাব মহালাজ।
এইমত ভাবিয়া কহেন ধর্ম্মরাজ॥
চক্রব্যূহ করি মোরে দোঁহে বল রাখ।
সহদেব নকুল আমার বামে থাক॥
দক্ষিণেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন আর যে সাত্যকি।
ভীমসেন ধনঞ্জয় প্রধান ধানুকী॥
বিনাশিব শল্য আজি মাতুল প্রবল।
শুনি চারিদিকে রহে হ'য়ে অনুবল॥
হইল প্রলয় যুদ্ধ ধর্ম্মরাজ ভাগে।
শল্যের সহায়ে দ্রৌণি যাইলেন আগে॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে।
দক্ষিণে নিবারে ভীম কৌরব প্রধানে॥
কৃপাচার্য্যে নিবারেণ বীর ধনঞ্জয়।
এইরূপে মহাযুদ্ধ হইল প্রলয়॥
যুধিষ্ঠিরে শল্য যুদ্ধ সমান সন্ধান।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা পড়ে দোঁহার সমান॥

যুধিষ্ঠিরে কম্পমান দেখি শল্যরাজে।
চারিদিকে সাবধানে রণে সবে যুঝে ॥
গোবিন্দ সহায় পাছে বলেন ডাকিয়া।
নাশহ মাতুলে উপরোধ কি লাগিয়া ॥
কৃষ্ণের বচনে যুধিষ্ঠির সাবধান।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান ॥
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মমতি যুদ্ধে ধর্ম্ম রাখে।
অন্যায় নাহিক দুই রথীর সম্মুখে ॥
অনুক্রমে মহাশর ছাড়ে মহীপতি।
সেইমত কাটে শল্য ধর্ম্ম ক্রুদ্ধমতি ॥
কাটেন শল্যের অস্ত্র মারি সাতবাণ।
রথধ্বজ সহ ছত্র হয় খান খান ॥
রথ লণ্ড ভণ্ড দেখি ক্রোধে মদ্রপতি।
সুসজ্জা করিয়া রথ আনে শীঘ্রগতি ॥
শল্য বলে ভাগিনেয় যুদ্ধে মহাবীর।
যুদ্ধেতে এমত কেন দেখি যুধিষ্ঠির ॥
আত্মমত বলে দেখি বুদ্ধি যত যার।
এতক্ষণে যুঝ তুমি অগ্রেতে আমার ॥
ধর্ম্মরাজ বলে যুদ্ধ করি উপরোধ।
সব জানি মাতুল অতুল মহাযোধ ॥
বিধিমত যুঝি আজি তোমার সংহতি।
তোমারে জিনিলে জয় হইবে সম্প্রতি ॥
ক্ষত্রকুলে ধর্ম্মযুদ্ধ বিজয় ঘোষণা।
যম সম শত্রু আর না করি গণনা ॥
মম ভাগ্য হেতু তুমি হৈলে রিপুগত।
ক্ষত্রধর্ম্ম রাখিবারে সব হৈল হত ॥
এক্ষণে মাতুল তব হইবে বিনাশ।
শমন ভবনে যাহ হইয়া নিরাশ ॥
অপরাধ না লইবে অস্ত্রের ঘাতনে।
আশীর্ব্বাদ কর মামা যাবৎ জীবনে ॥
শল্য বলে ধর্ম্মচারে তুমি সে প্রধান।
তোমার বিজয় সত্য নাহিক এড়ান ॥
পূর্ব্বে তব দরশনে ইচ্ছা মম ছিল।
পথে পেয়ে দুর্য্যোধন আমারে বরিল ॥
সে সব বৃত্তান্ত দূত কৈল তব আগে।
অতএব হইলাম দুর্য্যোধন দিগে ॥

ক্ষত্রধর্ম্ম রাখিলে উভয়ে নাহি দোষ।
সম্বন্ধের উপরোধে দূর কর রোষ ॥
কহিতে কহিতে দোঁহে করে বাণ বৃষ্টি।
প্রলয়ের মেঘ যেন মজাইতে সৃষ্টি ॥
অসংখ্য বরিষে বাণ যেন জলধারা।
খসিয়া পড়য়ে যেন আকাশের তারা ॥
ধর্ম্মরাজে ডাকিয়া বলেন যোদ্ধাগণ।
শল্যেরে মারহ বাণ পূরিয়া সন্ধান ॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় বহুতর।
দোঁহে দোঁহে বিন্ধিয়া করিল জর জর ॥
মহাবাণ বজ্র এড়িলেন ধর্ম্মসুত।
ধনু কাটি শল্যের কাটেন অশ্ব রথ ॥
আর ধনু ল'য়ে শল্য হৈল আগুসার।
হইল প্রলয় যুদ্ধ বাণে অন্ধকার ॥
ধনু কাটাকাটি পুনঃ হৈল পরস্পর।
পুনঃ ধনু নিল দোঁহে করিতে সমর ॥
সন্ধানে সন্ধানে দোঁহে পরম সন্ধানী।
দোঁহে দোঁহা বিনাশিব এই মনে জানি ॥
অসিমুখ বাণ শল্য এড়িলেক কোপে।
বুকে বাজি ধর্ম্ম রহিলেন মৃতরূপে ॥
ক্ষণে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হ'য়ে উঠে ধর্ম্মকারী।
বাণগুটি ফেলেন কাটিয়া করে ধরি ॥
ভীমসেন ধনঞ্জয় সাত্যকি প্রভৃতি।
বিনাশে কৌরব-সেনা করিয়া দুর্গতি ॥
যুধিষ্ঠিরে অবসন্ন দেখি ভীম বীর।
শল্যের সম্মুখে যুঝে হইয়া সুস্থির ॥
ভীমের কবচ কাটি পাড়ে শল্য বাণে।
শল্য-অশ্ব কাটে ভীম করিয়া সন্ধানে ॥
তাহা দেখি শল্য বীর মহাক্রোধ মনে।
পঞ্চ বাণ ভীমসেন পূরিল সন্ধানে ॥
শল্য বাণে ভীমসেনে করিল জর্জ্জর।
নিবারিতে নাহি পারে পবন-কোঙর ॥
তাহা দেখি পুনঃ যুধিষ্ঠির মহারাজ।
সন্ধান পূরিয়া আসে সমরের মাঝ ॥
বাণেতে পীড়িত শল্য দেখি যদুপতি।
ধর্ম্মরাজে ডাকিয়া বলেন শীঘ্রগতি ॥

বিনাশ করহ শল্যে কেন কর ব্যাজ ।
যুদ্ধকালে উপরোধ নহে ধর্ম্মরাজ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহর ।
কাশীরাম কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

শল্য বধ ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন মাতুল পীড়িত ।
প্রহারের কাল কৃষ্ণ নহেন উচিত ॥
গোবিন্দ বলেন রিপু পাই যবে পাশ ।
কালাকাল নাহি চাহি করি যে বিনাশ ॥
যাহার মরণে ভদ্র দেখি মহারাজ ।
তাহে বিনাশিতে দোষ নাহি যুদ্ধমাঝ ॥
গোবিন্দ বচনে শক্তি ল'য়ে যুধিষ্ঠির ।
ডাকিয়া বলেন রে সামাল মদ্রবীর ॥
শুনি শল্য ধনুকেতে বাণ যোড়ে বেগে ।
ভীম আদি বাণ কাটে রহি চারিদিকে ॥
হুঙ্কারে ছাড়েন শক্তি ধর্ম্মের নন্দন ।
লক্ষ্মণেরে শক্তি যেন এড়িল রাবণ ॥
গোবিন্দ রহেন তবে শক্তিশেল মুখে ।
গগনে আগুন উঠে ঝলকে ঝলকে ॥
দেখি তাহা শল্য বীর বাণেতে তৎপর ।
শক্তি নিবারিতে বাণ এড়িল সত্বর ॥
শক্তিতে ঠেকিয়া বাণ খণ্ড খণ্ড হয় ।
শল্য বলে মোর আজি জীবন সংশয় ॥
পড়িলেক শক্তি আসি শল্যরাজ বুকে ।
শক্তি ঘায়ে শল্য পড়ে সংগ্রাম সম্মুখে ॥
জীবন ছাড়িল শল্য পাইয়া বেদনা ।
সমরে পড়িল শল্য কটকে ঘোষণা ॥
শল্যরাজানুজ আসি শোকেতে মিলিল ।
ধর্ম্মরাজ সহিত সংগ্রামে প্রবেশিল ॥
বাণ বৃষ্টি করি ধর্ম্মরাজে আচ্ছাদিল ।
চতুর্দ্দিকে শরবৃষ্টি অন্ধকার হৈল ॥
দোঁহাকার বাণ কাটে দোঁহে বলবান ।
বাণ এড়ে দোঁহে পূরিয়া সন্ধান ॥
বাণ দেখি মনে মনে চিন্তিত হইয়া ।
যুধিষ্ঠির বাণ এড়িলেন বিশেষিয়া ॥
নির্ভয়ে পড়িল গিয়া তাহার শরীরে ।
শল্যের অনুজ বীর পড়ে ভূমিপরে ॥
মদ্ররাজে ধর্ম্মরাজ রণেতে পাড়িল ।
সংগ্রামের স্থলে বহু কোলাহল হৈল ॥
সমরে পড়িল শল্য হৈল কলরব ।
কৌরববাহিনী ভঙ্গ সানন্দ পাণ্ডব ॥
পাণ্ডব দলেতে সবে করে সিংহনাদ ।
শুনি কুরুদলে হৈল বড়ই বিষাদ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শকুনি বধের উপক্রমে নানা যুদ্ধ ।

সেনাগণে আশ্বাসিয়া কহে দুর্য্যোধন ।
অগ্র হ'য়ে যুঝ শত্রু করিব নিধন ॥
জয় পরাজয় মৃত্যু দৈবের ঘটন ।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন ॥
এত বলি কুরুপতি রথ আরোহণে ।
পথেতে ভেটিল আসি ভীমসেন সনে ॥
মহামত্ত হস্তী যেন করিছে গর্জ্জন ।
দুই সিংহে মিলি যেন করে মহারণ ॥
ভীম ডাকি বলে এস কুরু কুলাধম ।
করিলে সকল নাশ করি পরাক্রম ॥
এবে বুদ্ধি বল কর্ণ গেল সব কোথা ।
দুঃশাসন দুর্ম্মতি মরিল দুষ্ট ভ্রাতা ॥
দেখিয়া না দেখ চক্ষে তুমি অন্ধমতি ।
কুলান্তক তোমাকে সৃজিল প্রজাপতি ॥
রণে ক্ষমা দিয়া এবে ভজ ধর্ম্মরাজে ।
জীবনের আশা যদি মনে কর কাজে ।
নতুবা চলহ যথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ।
দুই পথ কহিলাম যাহাতে প্রসন্ন ॥
দুর্য্যোধন বলে ভীম সহ পরিবারে ।
শমন-সদনে আজি পাঠাব তোমারে ॥
বারে বারে অপমান কৈল নানামতে ।
এখন পূরিল কাল চল যমপথে ॥
দ্রৌপদীর অপমান পাসরিলা কেনে ।
কিরাত সমান হ'য়ে ফিরিলা কাননে ॥

শুনি ভীম বলে তব জেনেছি বিক্রম।
গন্ধর্ব্বে বান্ধিয়া তোরে লইল যখন ॥
নিজ বল পরাক্রম কি জানাব তোমা।
ভজ ধর্ম্মরাজে তিনি করিবেন ক্ষমা ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা ক্রোধে কটু কয়।
যুদ্ধ করি পাণ্ডবে করিব পরাজয় ॥
মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল হেনকালে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে ॥
ভীমের নারাচ বাজে দুর্য্যোধন বুকে।
ব্যাকুল সারথি রথ ফিরায় বিমুখে ॥
গদা হাতে ভীম সেন যায় শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্রে সংহারিল যত যোদ্ধাপতি ॥
আথালি পাথালি বীর মারে গদা বাড়ি।
সহস্র সহস্র রথ ফেলে চূর্ণ করি ॥
সম্মুখ বিমুখ নাই মারে খেদাড়িয়া।
পলায় সকল সৈন্য রণে ব্যস্ত হৈয়া ॥
দূরে থাকি যায় সবে পাইয়া তরাস।
পাছু পাছু ধায় বীর করিয়া বিনাশ ॥
একা ভীম নিবারিল সহস্র পদাতি।
তুরঙ্গ সহস্র পঞ্চ সহস্রেক হাতী ॥
সম্বিত পাইয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন।
আশ্বাসিয়া বলে ভাই নাহি যোদ্ধাগণ ॥
অর্জ্জুন সহিত যুদ্ধে ধায় সৈন্যগণ।
কুঞ্জর সহিত আসে রাজা দুর্য্যোধন ॥
উভয়েতে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ ॥
কৌরবের যোদ্ধাপতি শাল্ব নৃপবর।
হস্তীতে চড়িয়া এল সংগ্রাম ভিতর ॥
হস্তীর বিনাশে বাণ পাঞ্চাল এড়িল।
বিষম প্রহারে হস্তী আপনি পড়িল ॥
কোপে বীর লাফ দিয়া ভূমিতে নামিল।
দেখিয়া সাত্যকি তবে তার আগু হৈল ॥
কাটিল শাল্বের ধনু করি খণ্ড খণ্ড।
তাহা দেখি কৃতবর্ম্মা হইল প্রচণ্ড ॥
দুই জনে বাণবৃষ্টি ঘোর অন্ধকার।
মহা প্রলয়েতে যেন সৃষ্টির সংহার ॥

সাত্যকি এড়িল বাণ কৃতবর্ম্মা বীরে।
সেই বাণ বাজে তার বক্ষের উপরে ॥
বাণে বাণে আচ্ছাদিল কৃতবর্ম্মা বীর ॥
রথ ফিরাইল তবে সারথি সুধীর ॥
পুনঃ শাল্ব সাত্যকিতে বাধিল সমর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর জর ॥
সাত্যকির বাণে শাল্ব ত্যজিল জীবন।
তাহা দেখি কৃতবর্ম্মা আইল তখন ॥
শাল্ব বীর পড়িল দেখিয়া মহাবীর।
কৃতবর্ম্মা আসি রণে হইল সুস্থির ॥
পুনঃরপি কৃতবর্ম্মা সাত্যকিতে রণ।
দোঁহাকার সংগ্রামের কি দিব তুলন ॥
উভয়ে হইল রণ নাহি পাঠান্তর।
রথে চড়ি এল দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর ॥
ধ্বজ ছত্র কাটা গেল দেখি বিপরীত।
অশ্ব কাটা গেল রথ গমন রহিত ॥
ভূমে নামে কৃতবর্ম্মা হইয়া বিরথী।
দেখি কৃপ নিজ রথে তোলে শীঘ্রগতি ॥
পুনরপি দুর্য্যোধন যুদ্ধে কোপমনে।
শরাসনে করে রণ পাণ্ডবের সনে ॥
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গ দিল পাণ্ডব বাহিনী ॥
ধর্ম্মরাজ সহ রণে মিলিল শকুনি ॥
মুহূর্ত্তেকে সমর হইল ঘোরতর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
ধর্ম্মের সারথি রথ কাটিল তখনি।
পেয়ে লাজ ধর্ম্মরাজ নামিল ধরণী ॥
হেনকালে সহদেব ত্বরিতে আসিয়া।
আপনার রথে ধর্ম্মে লইল তুলিয়া ॥
পুনঃ দিব্যরথ আনি যোগায় সারথি।
ধনু ধরি ধর্ম্মরাজ উঠিলেন তথি ॥
সুসজ্জ হইয়া রাজা রহিয়া তথায়।
শকুনি বধিতে আজ্ঞা দিলেন ত্বরায় ॥
চতুর্দ্দিকে সেনাগণ রহ সাবধান।
শকুনি মারিয়া কর যশের বাখান ॥
পদাদি সহস্র ত্রিশ চলিল প্রধান।
এ সবার সহদেব কর্ত্তা আগুয়ান ॥

জানিয়া সমরে ধায় গান্ধার নন্দন ।
অনুবল পাছে থাকি দেয় দুর্য্যোধন ॥
ষষ্টিশত রথ অশ্ব আছেত বিভাগ ।
পদাদি পঞ্চাশ কোটি সহস্রেক নাগ ॥
সকল যোদ্ধার মাঝে শকুনি প্রধান ।
দুই দলে মিশামিশি বাধিল সংগ্রাম ॥
প্রতিজ্ঞা আছয়ে পূর্ব্বে শকুনি বিনাশে ।
সেই হেতু সহদেব অধিক আবেশে ॥
সহদেব শকুনি হইল মিশামিশি ।
বাণে অন্ধকার, নাহি জানি দিবানিশি ॥
রথে রথে গজে গজে তুরঙ্গে তুরঙ্গ ।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ দেখি যোদ্ধাভঙ্গ ॥
কেশাকেশী মুখামুখী ভুজে যায় তাড়ি ।
চরণে চরণ ছাঁদি ধায় গড়াগড়ি ॥
হেনমতে যোদ্ধাগণ করে মহারণ ।
মার মার শব্দ করি করয়ে গর্জ্জন ॥
বাণে অন্ধকার হৈল সংগ্রামের স্থলী ।
রথী রথী মহাযুদ্ধ সবে মহাবলী ॥
বহিল শোণিত নদী অতি ভয়ঙ্কর ।
হস্তী ঘোড়া ভাসে চলে সংগ্রাম ভিতর ॥
বিষম সমরে বহু পড়িল বাহিনী ।
সপ্ত শত অশ্ব শেষ রহিল শকুনি ॥
রাজ অনুমতি মতে পরম সাহসে ।
পাণ্ডব-বাহিনী ভঙ্গ দিল চারি পাশে ॥
সাহসে শকুনি যুঝে ধরিয়া ধনুক ।
বাণাঘাতে পাণ্ডুসেনা নাহি বান্ধে বুক ॥
হস্ত পদ বক্ষ কার' কাটে খণ্ড খণ্ড ।
কুণ্ডল সহিত কার' কাটি পাড়ে মুণ্ড ॥
যুদ্ধ করি শকুনি বাহিনী বিনাশিল ।
তাহা দেখি সহদেব সত্বরে ধাইল ॥
বাহিনী দুর্গতি দেখি কৃষ্ণ মহাশয় ।
ডাকিয়া বলেন কেন সেনাভঙ্গ হয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সমুদ্র তরিয়া ।
শকুনির যুদ্ধে কেন মজিলে আসিয়া ॥
শকুনিরে মার আজি অনর্থের মূল ।
যার দোষে ক্ষত্রকুল হইল নির্ম্মূল ॥

শুনিয়া অর্জ্জুন কোপে গাণ্ডীব ধরিয়া ।
ক্ষুদ্র মৃগে ধায় যেন সিংহ খেদাড়িয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সহদেবের হস্তে শকুনি বধ ।

গাণ্ডীব ধরিয়া পার্থ যুঝেন তখন ।
ছিন্ন ভিন্ন করিলেন কুরুসেনাগণ ॥
কেহ ডাকে মাতাপিতা কেহ চাহে জল ।
সাহসে শকুনি যুঝে বাহিনী সকল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ যুঝে রাজা দুর্য্যোধন ।
মহাঘোর যুদ্ধ হয় ঘোর দরশন ॥
বাণে কাটি পাড়ে তাহা রাজা দুর্য্যোধন ।
করিলেন সৈন্যোপরি বাণ বরিষণ ॥
সন্ধান পূরিয়া আইল ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ।
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া কাটে সারথির শির ॥
পঞ্চ বাণে ধনু কাটে ধ্বজ ছত্র আর ।
বাণে খণ্ড খণ্ড রথ করিল রাজার ॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দুর্য্যোধন ।
লাফ দিয়া সৈন্যমধ্যে পড়িল তখন ॥
অপমান পেয়ে রাজা ধায় দুর্য্যোধন ।
শকুনির কাছে আসি দিল দরশন ॥
তবে রাজা কৃতবর্ম্মা মহাবলবান ।
ভীমসেন সহ যুঝে হ'য়ে সাবধান ॥
ক্ষণেক রহিয়া তবে ভীম মহাবীর ।
বাণেতে বিন্ধিল যোদ্ধাগণের শরীর ॥
বাণে বাণে কাটে কৃতবর্ম্মা ক্রোধমন ।
মহাকোপে এল বীর পবননন্দন ॥
যুদ্ধ করে কৃতবর্ম্মা করিয়া বিক্রম ।
মহাযুদ্ধ করে দোঁহে নাহি পরিশ্রম ॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ করে বার বার ।
তাহা দেখি যোদ্ধাগণ হৈল অগ্রসর ॥
ভীমসেন করে রণ অনেক বিশেষ ।
নির্ম্মূল হইল সেনা অল্প অবশেষ ॥
একা ভীম সর্ব্ব সৈন্য করিল বিনাশ ।
দেখিয়া কৌরবগণ পাইল তরাস ॥

সঞ্জয় বলেন রাজা শুন নিবেদন।
অশ্ব আরোহণে আছে রাজা দুর্য্যোধন ॥
যোদ্ধাগণ কতগুলি আছয়ে সংহতি।
দেখিয়া কহেন পার্থ গোবিন্দের প্রতি ॥
হের দেখ নির্লজ্জ পামর দুর্য্যোধন।
তবু ক্ষমা নাহি রণে বিনাশ কারণ ॥
গোবিন্দ বলেন শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আগু হ'য়ে মার পাপিষ্ঠ কুরুবর ॥
অর্জ্জুন দেখহ সেনা প্রায় ভঙ্গিয়ান।
ক্ষণেক করহ রণ হ'য়ে সাবধান ॥
সঞ্জয় বলিল রাজা কি কব বিশেষ।
সকল হইল নষ্ট কিছু মাত্র শেষ ॥
অবশেষ আছে তব দুই শত রথ।
ত্রিশ সহস্র পদাতি অশ্ব পঞ্চশত ॥
কৌরব-বাহিনী রাজা এই মাত্র শেষ।
জানিয়া অর্জ্জুন প্রতি কন হৃষীকেশ ॥
মহাধনুর্দ্ধর পার্থ রণে অনিবার।
তোমা হ'তে শত্রু সব হইল সংহার ॥
আজি ভুজবলে যুধিষ্ঠির অধিকারী।
রহিল তোমার যশ ত্রিভুবন ভরি ॥
আজি যুধিষ্ঠিরের উপরে রাজ্যভার।
আজি হৈল ক্রুর কুরুবংশের সংহার ॥
অর্জ্জুন বলিল প্রভু তব প্রসাদাৎ।
সমরে বিজয়ী আমি জগতে বিখ্যাত ॥
কহিতে কহিতে যুদ্ধস্থলে ধনঞ্জয়।
বাণে বাণে করিলেন অন্ধকারময় ॥
মহাপরাক্রম পার্থ যেন ধনুর্ব্বেদ।
পঞ্চবাণে করে সুশর্ম্মার শিরশ্ছেদ ॥
তাহার তনয় কোপে রণে প্রবেশিল।
পার্থের নারাচ বাণে সেও কাটা গেল ॥
তবে কোপে বীরবর ছাড়ে সিংহনাদ।
যুঝহ সমরে বীর নাহিক বিষাদ ॥
দক্ষসেন বীর গেল সমরের মুখে।
তাহারে বধিল ভীম পরম কৌতুকে ॥
তাহার অনুজ ছিল সমরে দুর্জ্জয়।
তাহারে মারিল বীর পবন তনয় ॥

শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে জর্জ্জর শরীর ॥
শকুনিনিকটে এল সহদেব বীর।
বাণেতে জর্জ্জর কৈল শকুনি শরীর ॥
সম্বিত পাইয়া উঠে হইয়া চেতনা।
সিংহনাদ করে বীর পড়য়ে ঝন্‌ঝনা ॥
ভয়ে ভীত ভঙ্গিয়ান দেখি কুরুবল।
দুর্য্যোধন আশ্বাসিয়া রাখে সে সকল ॥
দেব অবতার বীর সহদেব রোষে।
অবিশ্রান্ত ক্ষান্ত নহে বিশিখ বরিষে ॥
শকুনির ধনু কাটি ফেলে অবহেলে।
অন্য ধনু ল'য়ে যুদ্ধ করে সেই বলে ॥
শকুনির নন্দন উলূক নাম ধরে।
পিতার সাহায্য হেতু আইল সমরে ॥
ভীমের সহিত রণ করে অনিবার।
ক্ষুরবাণে ভীম তারে করিল সংহার ॥
পুত্রশোকে যুঝে বীর মরণ ভাবিয়া।
নির্ভয়েতে ধনুর্গুণ সন্ধান পূরিয়া ॥
বাণে আচ্ছাদন কৈল মাদ্রীর নন্দনে।
গলিত রুধির অঙ্গ ভয় নাহি মনে ॥
মাদ্রীপুত্র মহাবীর মহাকোপভরে।
বাণে শকুনির তনু খান খান করে ॥
কোপে শক্তি লয় তুলি গান্ধার কুমার।
নিক্ষেপ করিল তারে করিতে সংহার ॥
দৃষ্টিমাত্রে শক্তি কাটে সহদেব বীর।
শক্তি ব্যর্থ গেল দেখি শকুনি অস্থির ॥
ভিন্দিপাল শক্তি ভল্ল পরশু তোমর।
শেল শূল জাঠি জাঠা যতেক অপার ॥
সন্ধান পূরিয়া বাণ শকুনি মারিল।
মাদ্রীসুত সহদেব সকল কাটিল ॥
কাটিল সারথি রথ করি লণ্ড ভণ্ড।
তীক্ষ্ণবাণে কাটি পাড়ে তুরঙ্গের মুণ্ড ॥
বিরথী হইয়া বীর রহে দাণ্ডাইয়া।
পরাক্রম গেল সব আতঙ্ক পাইয়া ॥
রথ হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
বিমুখ সংগ্রামে বীর পিঠ দিয়া চলে ॥

চঞ্চল চরণগতি নাহি বুদ্ধিবল।
করতালি দিয়া পাছু খেদাড়ে সকল ॥
ধিক্ ধিক্ ক্ষত্র হ'য়ে পলাইস্ কেনে।
ইহার অধিক ভাল সংগ্রামে মরণে ॥
অবলার প্রায় যাস ছাড়ি বীরপণা।
মরণ এড়িল হেন না কর ভাবনা ॥
অপমান বাক্য শুনি পুনঃ নেউটিল।
মরণ ভাবিয়া রণে আসিয়া পশিল ॥
রণভূমে পড়েছিল যত অস্ত্র তাই।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ লইয়া সবাই ॥
যত অস্ত্র ফেলি মারে কাটে মহাবীর।
অবসন্ন হ'য়ে পড়ে গান্ধার সুধীর ॥
আশু হ'য়ে মাদ্রীপুত্র চুলে ধরি আনে।
শকুনি দুঃখের মূল সর্ব্বলোকে জানে ॥
পশুর সদৃশ করি শকুনিরে আনে।
কম্পমান কলেবর হৈল হতজ্ঞানে ॥
সহদেব বলে তুমি দুষ্টের প্রধান।
এই হেতু তোমা প্রতি নাহি ক্ষমাবান ॥
পাশায় যতেক দুঃখ দিলা দুষ্টমতি।
উপহাস করিলেক রাজার সংহতি ॥
ভুঞ্জাব তাহার সুখ আজিকার রণে।
যে হাতে ধরিলে পাশা কপট বিধানে ॥
সেই হাত অগ্রে কাটি অন্য তার পরে।
আজি রণ শিখাইব নরাধম তোরে ॥
শকুনি বলিল মোরে মার দিব্যবাণ।
বধ কর কিন্তু না করিও অপমান ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।
কাটি পাড় মুণ্ড যদি ক্ষমা নাহি হয় ॥
এত শুনি দর্প করি সহদেব বীর।
পূর্ব্ব দুঃখ মনে করি হইল অস্থির ॥
অঙ্গুলি পর্য্যন্ত কাটি পাড়ে বাহুমূল।
পূরিল প্রতিজ্ঞা আজি শুন রে মাতুল ॥
কাতর শকুনি বীর করে ছটফটি।
ক্রোধে সহদেব বীর তার মুণ্ড কাটি ॥
কর্ম্ম অনুরূপ ফল বলে সর্ব্বলোকে।
পূর্ব্বের বিধান ফল পাইল প্রত্যেকে ॥
সময় পাইলে কর্ম্ম অবশ্য সে ফলে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল সব ভুঞ্জ এতকালে ॥
শকুনি পড়িল রণে হৈল সিংহনাদ।
কুরুসৈন্য ভঙ্গ দিল গণিয়া প্রমাদ ॥
পলাইতে নারে সবে যে পড়ে সম্মুখে।
প্রাণের সহিত মারে যারে আগে দেখে ॥
সেনাগণ ভঙ্গ দিল যেবা ছিল শেষ।
একা দুর্য্যোধন মাত্র আছে অবশেষ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাগণ নাশি।
শোক অভিমানে দুর্য্যোধন ভয় বাসি ॥
হইল পৃথিবীশূন্য জানি মহামতি।
অশ্ব ছাড়ি ভূমিতলে করিলেন গতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ।

সঞ্জয় বলেন রাজা কর অবগতি।
আপন সমর শেষ দেখি মহামতি ॥
কুরুকুলে সিংহ যেন ছিল মহারাজ।
দাবানল দহে যেন শুষ্ক বনমাঝ ॥
অগাধ শুষিল যেন মহোদধি জল।
পাণ্ডবে শুষিল তেন কৌরবের বল ॥
অমাত্য বান্ধব যত সব হৈল হত।
সমর সমাজে অনুকূল ছিল যত ॥
লোকলাজে অভিমানে না দেখি উপায়।
শূন্য হৈল বসুমতী জানিয়া নিশ্চয় ॥
জয় পরাজয় কর্ম্ম বিধির ঘটন।
আপনার শাক্য নহে কর্ম্ম নিবন্ধন ॥
এত ভাবি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
হস্তে গদা ধায় যেন মত্ত করিবর ॥
সর্ব্ব শূন্য অবশেষ দেখিয়া বিমন।
দ্বিতীয় বান্ধব নাহি সঙ্গে একজন ॥
চিন্তাযুক্ত দুর্য্যোধন করিল গমন।
কেহ না দেখিল কোথা গেল দুর্য্যোধন ॥
দৈবাৎ সঞ্জয় রণে আসিয়া মিলিল।
দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে আদেশিল ॥

দেখহ কৌরবপক্ষে আইল সঞ্জয়।
রাখিয়া কি কার্য্য এরে শীঘ্র কর ক্ষয়॥
তাহা শুনি সাত্যকি লইল খড়্গ করে।
বিনাশিতে সঞ্জয়ে ধাইল ক্রোধভরে॥
অকস্মাৎ আসি সত্যবতীর নন্দন।
সাত্যকির প্রতি করিলেন নিবারণ॥
তথা হ'তে আসিতেছে ফিরিয়া নগরে।
দেখিলেন পথে অতি দীন কুরুবরে॥
গদা হাতে দুর্য্যোধন অতি দীনবেশ।
নেত্র-নীর ঝরে মুখে নাহি বাক্যলেশ॥
দেখিয়া সঞ্জয়ে জিজ্ঞাসিল কুরুরায়।
কে আছে জীবিত কহ আমার সহায়॥
সঞ্জয় কহিল আছে এইমাত্র সার।
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা দ্রোণের কুমার॥
এতেক শুনিয়া রাজা ছাড়িল নিশ্বাস।
অচেতন হৈল পুনঃ মুখে নাহি ভাষ॥
গদগদ ভাবে রাজা কহে সকরুণে।
এমন করিবে বিধি নাহি ছিল মনে॥
জন্মিলে মরণ আছে না হয় অন্যথা।
অপমান যত কিছু সেই কাটা মাথা॥
সঞ্জয় সকলি জান কি কহিব আর।
বিধি বিড়ম্বিল মোরে মজিল সংসার।
সর্ব্বনাশ করিলেন দারুণ বিধাতা।
জনকের স্থানে সব কহিবা বারতা॥
কিছু না রহিল সেনা আমার সমাজ।
ত্বরিত গমনে যাহ যথা অন্ধরাজ॥
আমার দৈবের কথা কহিবা বিশেষ।
নিষ্ফল হইল যত হইল আবেশ॥
বৃদ্ধকালে শোকে অন্ধ হইলেন তাত।
এখন আমার ভাগ্যে যে থাকে পশ্চাৎ॥
কালপ্রাপ্ত হৈলে লোক না শুনে বচন।
কালেতে সংহার করে দৈবের কারণ॥
সুখ দুঃখ কর্ম্মভোগ বিধাতার বশ।
অনিত্য সংসার এই ধর্ম্ম কীর্ত্তি যশ॥
আমার বাসনা তাত ছাড়হ এখন।
পাত্র মিত্র জ্ঞাতি আর ইষ্টবন্ধুগণ॥
সকল মরিল আমি জীবিত কেবল।
বংশনাশ হৈল মম জীবন বিফল॥
বিফল জীবনে আর নাহিক বাসনা।
দৈবের নির্ব্বন্ধ এই না করি ভাবনা॥
যাহ তুমি সঞ্জয় কহিও সমাচার।
ইহ পরলোকে দেখা নাহি হবে আর॥
এত বলি হ্রদজলে করিল গমন।
প্রবেশ করিল দুঃখে রাজা দুর্য্যোধন॥
তথা হৈতে আসিছে সঞ্জয় বিষাদিত।
হইল সাক্ষাৎ এই তিনের সহিত॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামা আর।
জিজ্ঞাসিল সঞ্জয়ে কি কহ সমাচার॥
মহারাজ দুর্য্যোধন আছেন কোথায়।
কি করিব মন দহে না দেখি উপায়॥
শুষ্ক বন দহে যেন জ্বলন্ত আগুনে।
কহত সঞ্জয় কোথা পাব দুর্য্যোধনে॥
শুনিয়া সঞ্জয় কহে বচন বিশেষ।
দুর্য্যোধন রাজা হ্রদে করিল প্রবেশ॥
এত শুনি তিন বার করিল প্রয়াণ।
উপনীত হৈল আসি হ্রদ সন্নিধান॥
উদ্দেশে চলিল তারা শুনিয়া বারতা।
ধর্ম্মরাজ না জানেন দুর্য্যোধন কোথা॥
নানামতে ভাই সব করে অনুমান।
কোথা গেল দুর্য্যোধন না জান সন্ধান॥
দূত পাঠাইয়া দিল কৌরবের পুর।
আসি জিজ্ঞাসিল যথা আছয়ে বিদুর॥
ক্ষত্তা বলে নাহি জানি রণ হৈল শেষ।
কোথা গেল কুরুরাজ না জানি বিশেষ॥
দূত বলে রণ শেষ হইবেক যবে।
গদা হাতে পূর্ব্বমুখে রাজা গেল তবে॥
ইহার অধিক আমি না জানি বারতা।
বিস্মিত বিদুর শুনি এই সব কথা॥
সমর জিনিয়া যবে চলিল শিবির।
দুর্য্যোধন হেতু চিন্তান্বিত যুধিষ্ঠির॥
আপন শিবিরে যান ধর্ম্ম মহামতি।
ধৃতরাষ্ট্র প্রতি কহে সঞ্জয় সুমতি॥

নিয়া সঞ্জয়-বাক্য অন্ধ নরপতি।
শোকেতে ব্যাকুল হ'য়ে ছন্ন হৈল মতি॥
হা পুত্র কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন।
কেন প্রাণ আছে মম না জানি কারণ॥
জন্মে জন্মে যত পাপ করিয়াছি আমি।
সে কারণে হইলাম শোক-সিন্ধুগামী॥
দুর্য্যোধন বলি ডাকে কোথা দুঃশাসন।
কভু কর্ণ বলি ডাকে কভু ডাকে দ্রোণ॥
পুত্র পৌত্র বন্ধু আর অমাত্য সকল।
পড়িল সকল বীর রণে মহাবল॥
কতেক ডাকিব আর কত পড়ে মনে।
সমুদ্রের ঢেউ যেন বহে সমীরণে॥
একাদশ অক্ষৌহিণী পতি দুর্য্যোধন।
তাহার এ গতি হৈল দৈবের কারণ॥
ধৃতরাষ্ট্র শোকাকুল পড়িয়া ধরণী।
এমত করিবে বিধি মনে নাহি গণি॥
বৃদ্ধ অন্ধ পিতা মাতা না করিল মনে।
নিষ্ঠুর হইয়া গেল রাজা দুর্য্যোধনে॥
পুত্রহীন বৃদ্ধকালে জীবনে মরণ।
সহায় সম্পত্তি নাহি কি করি এখন॥
অনাথ করিয়া গেল যত অবলারে।
অমাত্য বান্ধব পুত্র গেল সুরপুরে॥
পক্ষহীন পক্ষী যেন রহিল পড়িয়া।
জলহীন মীন যেন মরয়ে ঘুরিয়া॥
পুণ্যহীন দেহ যেন ফলহীন বৃক্ষ।
বিষহীন সর্প যেন ধনহীন লোক॥
হস্ত হৈতে রত্ন যেন গেল ছড়াইয়া।
প্রাণহীন দেহ যেন রহিল পড়িয়া॥
রাজ্যভোগ তৃণ যেন ছাড়ি গেলা তুমি।
কি গতি হইবে সদা এই চিন্তি আমি॥
কেন না লইলে মোরে সঙ্গেতে করিয়া।
বৃদ্ধ পিতা মাতা কেন গেলে বিসর্জ্জিয়া॥
বধূগণ অনাথিনী হারাইয়া কুল।
কেমনে ধরিবে প্রাণ হইয়া আকুল॥
সুরাসুরজয়ী যেই গঙ্গার নন্দন।
শিখণ্ডীর হাতে হৈল তাহার নিধন॥
ভগদত্ত বীর আদি যত যোদ্ধাগণ।
কর্ণ মহাবীর যেই সংগ্রামে নিপুণ॥
তাহারে মারিল পার্থ সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
শত পুত্র মারে মোর পবন-তনয়॥
যার যত পরাক্রম করিল সকল।
ভাগ্যহীন হেতু তাহা হইল বিফল॥
কতেক কহিব দুঃখ কহনে না যায়।
ভাবিতে চিন্তিতে মম হৃদয় শুকায়॥
ভীমের বচন আর সহিতে না পারি।
শোকেতে জর্জ্জর হৈল গান্ধারী-কুমারী॥
শুনহ সঞ্জয় মম এই দৃঢ় আশ।
অনলে পড়িব নহে যাব বনবাস॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শুনহ বচন।
জয় পরাজয় দেখ বিধির ঘটন॥

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ।

সঞ্জয় বলেন শুন অন্ধ নরপতি।
কালবশে দুর্য্যোধন পাইল দুর্গতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সমরে দুর্জ্জয়।
একে একে বিনাশিল বীর ধনঞ্জয়॥
তাহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন।
যাহার সর্ব্বদা বশ এ তিন ভুবন॥
কতেক মন্ত্রণা কৈল পাণ্ডব কারণ।
জতুগৃহ করিলেক বধিতে জীবন॥
তথা হৈতে নিজ দেশে আসি পুনর্ব্বার।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈল পৃথিবীর সার॥
সম্পদ দেখিয়া তার দুঃখ হৈল মনে।
পাশা খেলাইল পুনঃ হিংসার কারণে॥
পাশায় হারিয়া পুনঃ গেল বনবাস।
ধন ছিল রাজ্য ছিল সকলি নিরাশ॥
কাম্যবনে বসতি করিল কত দিন।
দুঃখের নাহিক সীমা হ'য়ে ধনহীন॥
কতদিনে দুর্য্যোধন গেল সেই বনে।
ঘোষযাত্রা করি গেল প্রভাসের স্নানে॥
গন্ধর্ব্বের সনে তথা হইল সমর।
গন্ধর্ব্বে বান্ধিয়া নিল স্বর্গের উপর॥

যুধিষ্ঠির নিকটে আইল যত রাণী।
সবিনয় বচনে তুষিল ধর্ম্মমণি ॥
সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম কহিল পার্থেরে।
গন্ধর্ব্বে জিনিয়া আন দুর্য্যোধন বীরে ॥
আজ্ঞা মাত্র ধনঞ্জয় আনে সেইক্ষণে।
গন্ধর্ব্ব সহিত আনে রাজা দুর্য্যোধনে ॥
যুধিষ্ঠির রাজা দেখি বলিল বিস্তর।
হেন কর্ম্ম কদাচিৎ না করিহ আর ॥
দোঁহারে বিদায় করি দিল যুধিষ্ঠির।
অভিমানে গেল সবে আপন মন্দির ॥
তবে কত দিনান্তরে রাজা দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথে পাঠাইল দ্রৌপদী কারণ ॥
শূন্যপথে জয়দ্রথ সদা ফিরি বনে।
রথ আরোহণ করি সদা চিন্তি মনে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
শূন্যঘর দেখি দুষ্ট হরিল তখন ॥
দ্রৌপদী হরিয়া ল'য়ে যায় দুষ্টমতি।
রথেতে ক্রন্দন করে কৃষ্ণা গুণবতী ॥
হেনকালে আইলেন তথা ভীমসেন।
তথা হৈতে দ্রৌপদীর স্বর শুনিলেন ॥
দ্রৌপদী লইয়া যায় জয়দ্রথ বীর।
দেখি তবে দুই ভাই হইল অস্থির ॥
কপিধ্বজ রথে চড়ি ধরিল তাহারে।
অনেক ভৎর্সনা কৈল বিবিধ প্রকারে ॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন।
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ আছে নিরূপণ ॥
এইরূপে কহিল সঞ্জয় মহামতি।
শুনিয়া নিস্তব্ধ হন অন্ধ নরপতি ॥
এইরূপে শোকাকুল অন্তঃপুরে যত।
বিদুর প্রভৃতি কান্দে করি মৌনব্রত ॥
তথা যুধিষ্ঠির রাজা করেন ভাবনা।
দুর্য্যোধন কোথা গেল কহ সর্ব্বজনা ॥
হেথা দুর্য্যোধন রাজা দ্বৈপায়ন হ্রদে।
সকল নাশিয়া হেথা রহিল বিষাদে ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য মম ছিল।
একে একে ভীম সব সংহার করিল ॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
পরিণামে লাভ বিনা হয় হেন গতি ॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় জানিহ রাজন।
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম বেদের বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
কাশীরাম বিরচিল পাঁচালীর মত।
এত দূরে শল্যপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

শল্যপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

গদাপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের হ্রদ নিকটে গমন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইল দুর্য্যোধন ॥
পাণ্ডবের সৈন্যগণ খুঁজিয়া বেড়ায়।
দুর্য্যোধন রাজারে দেখিতে নাহি পায় ॥
আপন শিবিরে যান ধর্ম্ম নরবর।
দুর্য্যোধনে খুঁজিতে পাঠান নিজ চর ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল শ্রীজনমেজয়।
কহিলা অপূর্ব্ব কথা মুনি মহাশয় ॥
কুরুকুলপতি মহারাজ দুর্য্যোধন।
হ্রদ মধ্যে কি প্রকারে রহিল তখন ॥
কি উপায় করিলেন পিতামহগণ।
শুনিবারে বাঞ্ছা বড় কহ তপোধন ॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
যেইমতে হত দুর্য্যোধন দুষ্টমতি ॥
গদাপর্ব্ব কথা কহি শুন নৃপবর।
যেইমতে পুনরপি হইল সমর ॥
শত্রুজয়ী লোক অপমানে কোপ মন।
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিল দুর্য্যোধন ॥
গদার প্রহারে বীর সলিল বিদারি।
তাহাতে পশিল রাজা হাতে গদা করি ॥
ভ্রাতৃ বন্ধু সহিত নৃপতি যুধিষ্ঠির।
দুর্য্যোধন অন্বেষিতে যান বহু বীর ॥
বন উপবন খুঁজিলেন নানা দেশ।
না পাইয়া দুর্য্যোধনে ভাবেন বিশেষ ॥
মারিয়া বিপক্ষ করিলাম কোন্ কার্য্য।
পুনর্ব্বার দুর্য্যোধন লইবেক রাজ্য ॥
পুনর্ব্বার আসিয়া করিবে মহারণ।
পলাইয়া আছে কোথা রাজা দুর্য্যোধন ॥
এত কহি বসিয়া আছেন ধর্ম্মরায় ॥
হেথা তিন বীর দুর্য্যোধন কাছে যায় ॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ সুপণ্ডিত।
হ্রদের নিকটে গিয়া হৈল উপনীত ॥
জলস্তম্ভে দুর্য্যোধন আছেন নির্জ্জনে।
হ্রদের উপরে [illegible]কি ডাকে তিনজনে ॥
উঠ উঠ রাজা যুদ্ধে না হও বিমুখ।
যুধিষ্ঠিরে জিনিয়া ভুঞ্জহ রাজ্যসুখ ॥
পলাইয়া কেন তুমি পাও অধোগতি।
রণেতে কাতর নহে ক্ষত্রিয় এ মতি ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব করিব সংহার।
রাখিতে নারিবে কৃষ্ণ সহায় তাহার ॥
তা সবার বাক্য শুনি বলে দুর্য্যোধন।
বড় ভাগ্যে সংগ্রামে তরিলা তিনজন ॥

যে বলিলে সে সম্ভবে তোমা সবাকায়।
যুদ্ধে জয়ী হব তোমা সবার কৃপায় ॥
পড়িল আমার সৈন্য নাহি একজন।
পাণ্ডবের সৈন্য সব করে মহারণ ॥
একেশ্বর সমর না হয় সমুচিত।
বলবন্ত সহিত সংগ্রাম নহে হিত ॥
তবে অশ্বত্থামা বহু দর্পের আগার।
প্রতিজ্ঞা করিল করি মহা অহঙ্কার ॥
এই আমি মারিব সকল পরদল।
উঠ দুর্য্যোধন না হইও হীনবল ॥
পাঞ্চালক সোমবংশ করিব সংহার।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন সারোদ্ধার ॥
পঞ্চালে না মারি যদি কবচ এড়িব।
ধিক্ অকারণ ব্যর্থ শরীর ধরিব ॥
এ নহে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শুন মহারাজ।
প্রাণপণ চেষ্টায় সাধিব নিজকাজ ॥
শুন মহারাজ তুমি নাহি কর ভয়।
চারি বীরে মারিব বিপক্ষ দুরাশয় ॥
এই তিন থাকিতে তোমার কেন ডর।
পুনরপি চারি বীর করিব সমর ॥
হয় ধনঞ্জয়ে জিনি পুনঃ রাজ্য পাব।
নহে বা সমরে পড়ি সদ্য স্বর্গে যাব ॥
হেন জানি দুর্য্যোধন রণে দেহ মন।
চারি মহাবীরেতে করিব মহারণ ॥
হেন কথা শুনি বলে রাজা দুর্য্যোধন।
শুন মহারথী সব আমার বচন ॥
প্রাণেতে পীড়িত আমি শুন চারি বীর।
অস্ত্রাঘাতে ভগ্ন মম সকল শরীর ॥
রণ জিনিবারে যদি করিয়াছ মন।
আজি নিশি বঞ্চিয়া করিব কালি রণ ॥
এই কথা আলাপে আছেন চারিজন।
পক্ষী মারিবারে ব্যাধ গেল সেই বন ॥
ভীমের তোষণ লাগি মৃগয়া করিয়া।
সেই হ্রদে জলপানে গেল মৃগ লৈয়া ॥
সেই ব্যাধ শুনিল সকল সমাচার।
ব্যাধ বলে বড় কর্ম্ম হইল আমার ॥
যাহারে খোঁজেন সদা রাজা যুধিষ্ঠির।
হ্রদে পলাইয়া আছে সেই কুরুবীর ॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলে এ সব বিবরণ।
আনন্দিত হইবেন পাণ্ডুর নন্দন ॥
এত ভাবি ব্যাধগণ হরষিত মনে।
দ্রুতগতি নিবেদিল ভীমের চরণে ॥
ভীমসেন শুনি হ'ল হরষিত মন।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে কহিল তখন ॥
জলমধ্যে আশ্রয় করিল দুর্য্যোধন।
কুলের কলঙ্ক পাপ বড়ই দুর্জ্জন ॥
ভীমের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃবন্ধু সহ রাজা আনন্দে অস্থির ॥
যথা আছে জলমধ্যে রাজা দুর্য্যোধন।
তথাকারে সর্ব্ব বীর করিল গমন ॥
কৃষ্ণে আগু করি সবে তথা গেল চলি।
পাণ্ডুর নন্দন সব বলে মহাবলী ॥
সৈন্য সহ চলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
যথা জলমধ্যে আছে দুর্য্যোধন বীর ॥
কটকের নিনাদ হইল বিপরীত।
শব্দ শুনি চারি বীর হৈল বড় ভীত ॥
কৃপ কৃতবর্ম্মা বলে হইল অকাজ।
সৈন্য সহ আইলেন যুধিষ্ঠির রাজ ॥
কি করিব মহারাজ বলহ উপায়।
কোন আজ্ঞা হয় দুর্য্যোধন কুরুরায় ॥
দুর্য্যোধন বলে হও তোমরা অন্তর।
আমি মায়া করি থাকি জলের ভিতর ॥
রাত্রি অনুসারে সবে হ'বে এক স্থানে।
যুধিষ্ঠিরে মারি পুনঃ সাধিব সম্মানে ॥
রাজার বচনে চলি গেল তিনবীর।
নরপতি ডুবাইল সলিলে শরীর ॥
তিন জন বনমধ্যে করিল নিবাস।
রাজারে স্মরিয়া ঘন ছাড়িল নিশ্বাস ॥
নানা শোকে সন্তাপ করয়ে তিন বীর।
হেনকালে তথা আইলেন যুধিষ্ঠির ॥
হ্রদতীরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন।
জল মধ্যে দুর্য্যোধন কিমতে আছেন ॥

ধর্ম্মরাজ-বাক্য শুনি বলেন শ্রীহরি।
মায়াবন্ত দুর্য্যোধন আছে মায়া করি॥
মন্ত্রের প্রভাবে আছে সেই দুরাচার।
উপায়েতে রাজা দেখা পাইবে তাহার॥
মায়া করি ইন্দ্র সব দানবে দলিল।
বামন হইয়া হরি বলিরে ছলিল॥
উপায়েতে কার্য্য সিদ্ধ করে বিজ্ঞজনে।
চিন্তহ উপায় রাজা আমার বচনে॥
তোমা হৈতে অভিমানী বড় দুর্য্যোধন।
সহিতে না পারে কভু নিন্দার বচন॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহায় শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

—

বলদেবের তীর্থযাত্রা বিবরণ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ মুনিবর।
তীর্থযাত্রা করিলেন কেন হলধর॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
তীর্থযাত্রা কথা কহি ইথে দেহ মন॥
নৈমিষকাননে শৌনকাদি মুনিগণ।
বসিয়া করেন মহাভারত শ্রবণ॥
শ্রীসূত গোস্বামী গ্রন্থ করেন পঠন।
মুনি ষাটি সহস্রেক করেন শ্রবণ॥
ব্যাসাসনে বসিয়া কথক সূত মুনি।
কহেন ভারত-কথা বিজ্ঞ চূড়ামণি॥
এই কালে সেখানে গেলেন বলরাম।
মুনিগণ সাদরেতে করেন প্রণাম॥
মুনিগণ দিল তারে দিব্য কুশাসন।
পরস্পর হইল কুশল জিজ্ঞাসন॥
সূত মুনি বসিয়াছে আসন উপর।
রামে অভ্যর্থনা না করিল মুনিবর॥
মনে করে সর্ব্ব মুনি নিত্য মোরে সেবে।
সবায় প্রণাম করে আসি বলদেবে॥
বিশেষ আছি যে ব্যাস আসন উপর।
মম সমাদর যোগ্য নহে হলধর॥
এই বিবেচনা করি রহিল আসনে।
সমাদর না করিল রেবতীরমণে॥

বলরাম জানিয়া সূতের অহঙ্কার।
মনে মনে করিলেন এমত বিচার॥
কোন্ ছার সূত না করিল সম্বর্দ্ধনা।
মারিব উহারে দেখি রাখে কোনজনা॥
ওরে সূত নরাধম অতি নীচ জাতি।
এবে জানিলাম আমি তোমার প্রকৃতি॥
সমাদর আমারে না কর অহঙ্কারে।
মনে কর বসিয়াছ আসন উপরে॥
এখনি মারিব তোরে সবার সাক্ষাতে।
নিজ কর্ম্ম দোষেতে ঠেকিলি মম হাতে॥
সূত বলে শুন প্রভু বচন আমার।
অপরাধ করিনু কি অগ্রেতে তোমার॥
ব্যাসের আসনে আমি আছি যে বসিয়া।
কিমতে উঠিব আমি তোমারে দেখিয়া॥
ব্যাসাসনে থাকিয়া উঠিলে হয় দোষ।
এই হেতু মোরে নাথ না কর আক্রোশ॥
সূত যদি এতেক কহিলা হলধরে।
কম্পমান হইয়া উঠেন ক্রোধভরে॥
কাদম্বরী পানেতে পূর্ণিত দুলোচন।
প্রভাতের ভানু যেন লোহিত বরণ॥
যুগল অধর কোপে কাঁপে থর থর।
কদম্ব-কুসুম যেন হৈল কলেবর॥
বসিয়া ছিলেন রাম দেন এক লম্ফ।
দেখিয়া রামের কার্য্য সবাকার কম্প॥
প্রলয়ের মেঘ জিনি দারুণ গর্জ্জন।
ক্ষিতি টলমল করে কাঁপে নাগগণ॥
দিগ্‌গজ কাতর হৈল সমুদ্র উথলে।
সকল পর্ব্বত নড়ে রাম কোপানলে॥
হলে আকর্ষিয়া সূতে আনিয়া নিকটে।
খড়্গ দিয়া কাটেন মস্তক এক চোটে॥
দেখি হাহাকার করে যত দেবগণ।
কি হ'ল বলিয়া সবে করয়ে রোদন॥
হায় হায় করিলেন তপস্বী সমাজ।
সবে বলে রাম না করিলে ভাল কাজ॥
ব্রহ্মবধ তোমারে হইল মহাশয়।
করিলে দারুণ কর্ম্ম পাপে নাহি ভয়॥

পরম পণ্ডিত সূত ধর্ম্মেতে তৎপর।
সকল পুরাণ পাঠে ব্যাসের সোসর ॥
ব্রাহ্মণ্য দিলেন ব্যাস দেখি জ্ঞানবান।
হেনজনে বধ কর অদ্ভুত বিধান ॥
তোমারে না শোভে হেন কর্ম্ম দুরাচার।
ব্রহ্মবধ কর রাম কি বলিব আর ॥
সূতের কারণে মুনিগণ মনে দুঃখ।
লজ্জাতে মলিন রাম হন অধোমুখ ॥
অন্তর্য্যামী ব্যাস পরাশরের নন্দন।
অকস্মাৎ আইলেন নৈমিষ কানন ॥
তাঁরে দেখি শৌনকাদি মুনির সমাজ।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনে পূজিল মুনিরাজ ॥
রাম আসি প্রণমেন মুনির চরণে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি শান্তমনে ॥
দেখিয়া রামের কার্য্য ব্যাস তপোধন।
লাগিলেন কহিবারে করুণ বচন ॥
সূত বধ করি রাম কি কার্য্য করিলা।
সূতের নিধনে রাম ব্রহ্মবধী হৈলা ॥
অষ্টাদশ পুরাণ করিয়া আমি সার।
দিলাম সে সকলের পাঠে অধিকার ॥
চৌদ্দ শাস্ত্র চারি বেদ আর যত শাখা।
ব্রাহ্মণ সূতেরে আমি করিলাম দীক্ষা ॥
আগম প্রভৃতি আর আছে তন্ত্র যত।
আমার বরেতে সূত ছিল অবগত ॥
অকারণে বধ রাম করিলা তাহারে।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ হইল তোমারে ॥
রাম কন না জানিয়া হৈল দুষ্টাচার।
এ পাপ হইতে মোরে করহ উদ্ধার ॥
ব্যাস কহিলেন যত তীর্থ পৃথিবীতে।
অনুক্রমে পার যদি ভ্রমণ করিতে ॥
যতি হ'য়ে ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিয়া।
চান্দ্রায়ণ করি তীর্থ আইস ভ্রমিয়া ॥
কর যজ্ঞ হোম আর ব্রাহ্মণ-ভোজন।
নানা দান দিবে দ্বিজে অতিথি-সেবন ॥
ইত্যাদি কহিয়া ব্যাস গেলেন স্বস্থান।
তীর্থযাত্রা হেতু রাম করেন বিধান ॥
সূতের তনয় ছিল নাম তার সৌতি।
ডাকিয়া আনেন তারে রেবতীর পতি ॥
কহিলেন কর পিতৃশ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
শ্রাদ্ধ করি করাইল ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥
পুনঃ তারে বলদেব করিয়া আহ্বান।
পুরাণ পাঠের হেতু করেন বরণ ॥
ব্যাসাসনে সৌতিরে বসান হলধর।
দেখি মুনিগণ হন সহর্ষ অন্তর ॥
মুনিগণে বিদায় হইয়া হলপাণি।
চলিলেন তীর্থযাত্রা করিতে আপনি ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কহিব অপূর্ব্ব কথা অতি পুরাতন ॥
কৌরব পাণ্ডবে পাশা খেলাইল যবে।
বলরাম তীর্থ হেতু চলিলেন তবে ॥
জন্মেজয় কহিলেন কহ বিবরিয়া।
কোন কোন তীর্থে রাম গেলেন ভ্রমিয়া
মনেতে ভাবিয়া ব্যাসদেবের চরণ।
কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচন ॥

বশিষ্ঠ তীর্থের বিবরণ কথন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
যেই যেই তীর্থে রাম করিলেন গতি ॥
একমন হইয়া শুনহ নরবর।
ইহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর ॥
গেলেন বশিষ্ঠ তীর্থে সরস্বতী তীরে।
স্নান করি দান করিলেন ধনার্থীরে ॥
ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া বলরাম।
অতিথি সেবিয়া পূর্ণ করিলেন কাম ॥
রাজা বলে সেই তীর্থ হৈল কি কারণ।
বশিষ্ঠ তীর্থের কথা কহ তপোধন ॥
মুনি বলে অবগতি কর মহারাজ।
যে হেতু বশিষ্ঠ তীর্থ শুন তার কায ॥
বিশ্বামিত্রে বশিষ্ঠে বিবাদ অনুক্ষণ।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি এ সব বচন ॥
বড়ই তেজস্বী ক্রোধী মুনি বিশ্বামিত্র।
যুক্তিতে মারিল বশিষ্ঠের শত পুত্র ॥

সৌদাস রাজারে ব্রহ্মরাক্ষস করিয়া ।
বশিষ্ঠের পুত্র মুনি দেখাইল নিয়া ॥
শক্তিরে ধরিয়া রাজা করিল ভক্ষণ ।
গর্ভ মধ্যে আছিলেন শক্তির নন্দন ॥
পরাশর হইলেন বংশের রক্ষণ ।
তাঁর পুত্র হইলেন ব্যাস তপোধন ॥
এই বিসম্বাদে দোঁহে রাত্রি দিবা আছে ।
বশিষ্ঠ করেন স্থিতি সরস্বতী কাছে ॥
পূর্ব্বকূলে বশিষ্ঠের আশ্রম সুন্দর ।
তথা রহি তপস্যা করেন মুনিবর ॥
বশিষ্ঠের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সতত করিতে ।
বিশ্বামিত্র রহিলেন পশ্চিম কূলেতে ॥
কিছুকাল উভয়ে থাকেন দুই পারে ।
বশিষ্ঠের ইচ্ছা নাহি দ্বন্দ্ব করিবারে ॥
কলহে আসক্ত বড় বিশ্বামিত্র মুনি ।
নিরন্তর বশিষ্ঠের ছিদ্র অনুমানি ॥
অগাধ সলিল বহে নাহি পারাপার ।
দুজনে দেখিতে পান আশ্রম দোঁহার ॥
বশিষ্ঠের মনে নাহি কলহ বিবাদ ।
বিশ্বামিত্র চাহে বশিষ্ঠের অপরাধ ॥
একদিন বিশ্বামিত্র আশ্রমে বসিয়া ।
সরস্বতী নদীরে ডাকিল আশ্বাসিয়া ॥
বিশ্বামিত্র-ভয়ে ভীতা সদা সরস্বতী ।
সাক্ষাৎ করিল গিয়া ধরিয়া আকৃতি ॥
বিশ্বামিত্র কহে শুন নদী সরস্বতী ।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি ॥
বশিষ্ঠে আমাতে দ্বন্দ্ব আছে পূর্ব্বাপর ।
বিশেষ জানহ তুমি সব কথান্তর ॥
বশিষ্ঠ আছেন যোগে বসিয়া আসনে ।
অন্তর্ব্বাহ্য জ্ঞান তার নাহিক কথনে ॥
জলে একাকার করি ভাসায়ে মুনিরে ।
অবিলম্বে বশিষ্ঠেরে আনহ এ পারে ॥
শুনি সরস্বতী ভ'য়ে করিল স্বীকার ।
কি জানি শাপিতে পারে মুনি দুরাচার ॥
আপনার স্থানে যান নদী সরস্বতী ।
নিশা মধ্যে জলপূর্ণা হইলেন অতি ॥
বশিষ্ঠের আশ্রম ভাঙ্গিয়া স্রোতজলে ।
ভাসাইয়া বশিষ্ঠে আনিল পরকূলে ॥
বশিষ্ঠ আছেন ধ্যানে কিছু নাহি জ্ঞান ।
উপনীত করিলেন বিশ্বামিত্র স্থান ॥
দেখি বিশ্বামিত্র বড় আনন্দ হৈয়া ।
সরস্বতী প্রতি কহে আশ্বাস করিয়া ॥
বশিষ্ঠেরে আপনি রাখহ এই খানে ।
খড়্গ আনি গিয়া আমি ইহার নিধনে ॥
ভয়ে সরস্বতী বড় হইল ফাঁপর ।
অঙ্গীকার করিল করিয়া যোড়কর ॥
বিশ্বামিত্র খড়্গ আনিবারে গেল যদি ।
ভয়েতে ভাবিতে লাগিলেন পুণ্যনদী ॥
বড়ই দুর্ব্বার বিশ্বামিত্র মুনিরাজ ।
বশিষ্ঠেরে আনিয়া নহিল ভাল কাজ ॥
আপন আশ্রমে মুনি আছিল বসিয়া ।
এ পারে আনিনু আমি জলে ভাসাইয়া ॥
আমা হৈতে মুনিবর ত্যজিলেন প্রাণ ।
ব্রহ্মবধি হৈব আমি জানিনু বিধান ॥
ব্রহ্মবধ পাপ নাহি খণ্ডে কদাচন ।
এ অসৎ কর্ম্ম করিলাম কি কারণ ॥
বিশ্বামিত্র শাপভয়ে হইয়া আকুল ।
আপন কর্ম্মের দোষে হারানু দুকূল ॥
বিশ্বামিত্র যেবা করে শাপিয়া আমার ।
কৃপাবশে কোন দেব করিবে উদ্ধার ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপভয়ে কম্পিত অন্তর ।
মুনিরে বাঁচাই আমি যা করে ঈশ্বর ॥
এত ভাবি বশিষ্ঠেরে পুনঃ ভাসাইয়া ।
নিজাশ্রমে পুনর্ব্বার স্থাপিল লইয়া ॥
মুনিরে রাখিয়া সরস্বতী লুকাইলা ।
খড়্গ ল'য়ে বিশ্বামিত্র সে স্থানে আইলা ॥
দেখিল বশিষ্ঠ গেল আপন আশ্রমে ।
সরস্বতী নদী আর নাহি সেইখানে ॥
ক্রোধমন হ'য়ে বলে বিশ্বামিত্র মুনি ।
আমারে হেলন তুই করিলি পাপিনি ॥
ইহার উচিত ফল দিব তোর তরে ।
তোরে শাপ দিব কেহ খণ্ডাইতে নারে ॥

রজঃস্বলা হও তুমি দিলাম এ শাপ।
শোণিত হউক সদা তব সব অপ ॥
প্রেত ভূত পিশাচ আনন্দ সবাকার।
অনায়াসে রক্তপান করে অনিবার ॥
রক্ত-মাংসহারী সব পৃথিবী ভ্রমিয়া।
থাকিত শোণিত বিনা উপোষ করিয়া ॥
বিশ্বামিত্র-প্রসাদে আহ্লাদ সবাকার।
শোণিত করয়ে পান নাহিক নিবার ॥
বিশ্বামিত্রে প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন।
ধন্য ধন্য বিশ্বামিত্র মহা তপোধন ॥
যাহার প্রসাদে মোরা করি রক্তপান।
সকল মুনির মধ্যে তুমি ভাগ্যবান ॥
রাক্ষস আদির বড় হইল আনন্দ।
রাজঋষি দেবঋষি সদা নিরানন্দ ॥
সরস্বতী স্নান নাহি করে মুনিগণ।
হাহাকার করিয়া কহেন সর্ব্বজন ॥
ধর্ম্মপথ বিনাশিল বিশ্বামিত্র মুনি।
সংসারে হইল হেন কুযশ কাহিনী ॥
নারদাদি মুনি গিয়া ব্রহ্মারে কহিল।
সরস্বতী নদী বিশ্বামিত্র বিনাশিল ॥
রজঃস্বলা হও বলি অভিশাপ দিল।
আদ্যোপান্ত পর্য্যন্ত শোণিত জল হৈল ॥
স্নান তর্পণাদি নাহি হৈল সবাকার।
শোণিত হইল জল রাক্ষস-আহার ॥
ইহার উপায় প্রভু করহ আপনি।
নারদের বাক্যেতে কহিল পদ্মযোনি ॥
মহেশের সেবা সব কর মুনিগণ।
উপায় না দেখি কিছু বিনা ত্রিলোচন ॥
ত্রিলোচন তুষ্ট হৈলে সকল মঙ্গল।
রক্তজল দূর হ'য়ে হবে পূর্ব্বজল ॥
এতেক শুনিয়া মুনি ব্রহ্মার বচন।
সরস্বতী তীরে গেল যথা মুনিগণ ॥
ব্রহ্মার বচন সবে কহিল সাদরে।
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা শিব সেবিবারে ॥
মহেশ সদয় হৈলে হইবেক জল।
আরাধনা কর সবে সেবক বৎসল ॥
ইহা কহি দেবঋষি করেন গমন।
ব্রাহ্মণেরা করিলেন শিব আরাধন ॥
নিরাহারে একমনে হরের চরণ।
করিয়া মৃণ্ময় লিঙ্গ করয়ে পূজন ॥
শর্করা তণ্ডুল ঘৃত মধু পুষ্প দিয়া।
শিব শিব বলি কেহ বেড়ায় নাচিয়া ॥
হর মহেশ্বর শিব অনাথের গতি।
শূলপাণি শঙ্কর পিনাকী পশুপতি ॥
নীলকণ্ঠ উমাকান্ত ত্রিপুরনাশন।
পার্ব্বতীর প্রাণনাথ মদনমোহন ॥
অনাদি-নিধন জ্ঞানযোগের ঈশ্বর।
ধুস্তুর কুসুম প্রিয় দেব জটাধর ॥
প্রথম ঈশ্বর হর প্রেত ভূত সঙ্গ।
হরিহর একতনু গৌরী অর্দ্ধ অঙ্গ ॥
বৃষভ-বাহন ত্রিনয়ন ভূতনাথ।
সত্ত্বরজস্তমোগুণে তুমি অবিদিত ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে মুনিগণ।
হইল প্রসন্ন তবে দেব পঞ্চানন ॥
বলদবাহন হাতে ত্রিশূল ডমরু।
বিল্বপত্র ত্রিপত্র শিরেতে শোভে চারু ॥
রজত পর্ব্বত জিনি শুভ্র কলেবর।
জটা বিভূষণ শোভে চারু শশধর ॥
শুভ্র পদ্ম জিনি আভা বেষ্টিত অমর।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ভস্ম অঙ্গোপর ॥
এইরূপে সাক্ষাৎ হৈলেন কৃত্তিবাস।
দেখি মুনিগণে বড় হইল উল্লাস ॥
মহেশ কহেন বর মাগ মুনিগণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেবা লয় মন ॥
মুনিগণ বলে প্রভু যদি কর দয়া।
ইষ্টবর মাগি দেহ ছাড়ি নিজ মায়া ॥
রক্তজল হইয়াছে সরস্বতী নদী।
পূর্ব্বমত জল হোক আজ্ঞা কর যদি ॥
তথাস্তু বলিয়া হর কহিলেন কথা।
তেমন হইল জল পূর্ব্বে ছিল যথা ॥
আদ্যোপান্ত হইল সলিল মনোহর।
কহিলেন তীর্থের মহিমা মহেশ্বর ॥

হইল বশিষ্ঠ তীর্থ ইহার আখ্যান।
এই পুণ্যজলে যেই করে স্নানদান ॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন।
মিত্রদ্রোহ করে যেই স্থাপিত হরণ ॥
গুরুদারা হরে যেই পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোনকালে নাহি তার পরলোকে গতি ॥
ইত্যাদি পাতকী যদি এতে করে স্নান।
সর্ব্বপাপ নষ্ট হয় ইথে নাহি আন ॥
কোটি কোটি জন্মপাপ খণ্ডয়ে প্রসঙ্গে।
ইহা কহি গেলেন স্বস্থানে হর রঙ্গে ॥
শুনিয়া নিরক্ত হৈল সরস্বতী জল।
হাহাকার করি এল রাক্ষস সকল ॥
মুনিগণে আসিয়া কৈল ক্রোধবাণী।
আমাদের ভক্ষ্য কেন করিয়াছ হানি ॥
দুঃখ পাব মোরা সব আহার লাগিয়া।
তপোবনে তোমা সবে খাইব ধরিয়া ॥
নতুবা আমার ভক্ষ্য করি দেহ মুনি।
অকার্য্য হইবে পাছে বলি হিতবাণী ॥
রাক্ষস সকল শুন কহে মুনিগণ।
আজি হৈতে ভক্ষ্য তব হৈল নিরূপণ ॥
যজ্ঞশেষ দ্রব্য যত উদ্বৃত হইবে।
সে সকল দ্রব্য সব তোমরা খাইবে ॥
পর্য্যুষিত অন্ন, হাঁড়ি মধ্যে যাহা রাখে।
সেই সব ভক্ষ্য হৈল খাও গিয়া সুখে ॥
এত বলি মুনিগণ হৈল অন্তর্দ্ধান।
রাক্ষস সকল গেল নিজ নিজ স্থান ॥
তথা উত্তরিয়া রাম করিলেক স্নান।
দ্বিজগণে ভুঞ্জাইয়া দিল বহু দান ॥
নানারূপে দ্বিজেরে করেন পরিতোষ।
শুনিয়া ত জন্মেজয় পাইল সন্তোষ ॥
ভারতের পুণ্যকথা সমান পীযূষ।
কাশীরাম কহে নর হয় নিষ্কলুষ ॥

সোমতীর্থ প্রস্তাবে কার্ত্তিকের জন্মকথা।

কহেন বৈশম্পায়ন শুন একমনে।
সোমতীর্থে রাম চলিলেন পর্য্যটনে ॥
তথা গিয়া স্নানদান করে বহুতর।
বসন কাঞ্চন গাভী দিলেন বিস্তর ॥
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
সোমতীর্থ নাম হৈল কিসের কারণ ॥
মুনি বলে কহিব পুরাণ ইতিহাস।
একমনে শুন রাজা করিয়া বিশ্বাস ॥
পূর্ব্বকালে শিব দুর্গা কৈলাস শিখরে।
অত্যন্ত আকুল-চিত্ত শয়ন-মন্দিরে ॥
বহুকাল দুইজনে হয় রতিরঙ্গ।
বিপরীত প্রেম বাড়ে নাহি হয় ভঙ্গ ॥
মহেশের বীর্য্য যে পড়িল হেনকালে।
অসহ্য দেখিয়া গৌরী ফেলে গঙ্গাজলে ॥
সহিতে নারিল গঙ্গা শিববীর্য্য তাপ।
অকস্মাৎ তাহার হৃদয়ে হৈল কাঁপ ॥
গঙ্গা ভাসাইয়া ল'য়ে শরমূলে ফেলে।
ষড়মুখ কুমার তাহে জন্মিল সুকালে ॥
রোহিণী প্রভৃতি যে চন্দ্রের ছয় নারী।
উত্তম কুমার দেখি নিল কোলে করি ॥
সমান ধারাতে স্তন দিল ছয় মুখে।
কার্ত্তিক বলিয়া নাম রাখিলেন সুখে ॥
কৃত্তিকা তাহারে অগ্রে কোলে করেছিল।
এই হেতু কার্ত্তিক তাহার নাম হৈল ॥
মহাবলবান শিশু শিবের কুমার।
দেবগণ আসিলেন তাঁরে দেখিবার ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ।
হেনকালে শিবে কহে সহস্রলোচন ॥
দেবসেনা কন্যা আছে পরমা সুন্দরী।
কার্ত্তিকে বিবাহ দিব কহ ত্রিপুরারি ॥
দেবসেনাপতি নাম হইবে ইহার।
তারকাদি অসুরেরে করিবে সংহার ॥
অনুমতি দেন হর হ'য়ে হৃষ্টমনা।
কার্ত্তিকের অধীন হইল দেবসনা ॥
দেবসেনাপতি করি করিল বরণ।
নানা অস্ত্র আনি তারে দিল দেবগণ ॥
কার্ত্তিক হইল যদি দেব সেনাপতি।
হইলেন দেবগণ আনন্দিত মতি ॥

তারকের যুদ্ধে ইন্দ্র হারিয়া আপনি।
কার্ত্তিকের শরণাগত হৈল বজ্রপাণি ॥
কার্ত্তিকে বিনয়ে কহে দেব সহস্রাক্ষ।
আপনি নিধন কর দৈত্য তারকাখ্য ॥
ইন্দ্রবাক্যে কার্ত্তিক করেন অঙ্গীকার।
সমরে তারকা আমি করিব সংহার ॥
এতেক কহিল যদি দেব ষড়ানন।
তার পরাক্রম সব জানি দেবগণ ॥
সবে মেলি অস্ত্র আনি দিল কার্ত্তিকেরে।
সহস্রলোচন বজ্র দিল তার করে ॥
শঙ্কর দিলেন শূল বিষ্ণু চক্রবাণ।
যাহার প্রতাপে দৈত্য নাহি ধরে টান ॥
উৎক্রান্তি শক্তি দান করিল শমন।
বরুণ দিলেন পাশ লোকে অনুপম ॥
সর্ব্ব বলে যুক্ত হৈয়া যত দেবগণ।
কার্ত্তিকের সঙ্গে রণে করেন গমন ॥
নানাবাদ্য বাজাইছে যত দেবগণ।
শুনিয়া তারকাসুর কোপাবিষ্ট মন ॥
আপনার সেনাগণে সাজন করিয়া।
যুদ্ধ করিবার হেতু আইল ধাইয়া ॥
মহা কোলাহল হৈল নাহিক অবধি।
দেবতাগণের হৈল অসুর বিবাদী ॥
যুঝেন কার্ত্তিক একা মনে নাহি ভয়।
চারিদিকে দৈত্যগণ নিঃশঙ্কহৃদয় ॥
আগে বাক্‌যুদ্ধ শেষে করে অস্ত্রাঘাত।
সংগ্রামে তারকাসুর যুঝে দৈত্যনাথ ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে নিবারয়ে যার যত শিক্ষা।
গুরুস্থানে যত অস্ত্র পাইলেন দীক্ষা ॥
কার্ত্তিকের বাণে কার' নাহিক নিস্তার।
দৈত্যের সকল সৈন্য করিল সংহার ॥
মন্ত্রপূত করি শক্তি লইলেন হাতে।
কার্ত্তিক মারেন তাহা তারকের মাথে ॥
শক্তির আঘাতে দৈত্য চূর্ণ হৈল কায়।
শেষ সেনাপতি যত সকলে পলায় ॥
বাণ নামে সেনাপতি তারকার ছিল।
ভয়ে পলাইয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে রহিল ॥
বাণ না মরিল দেবতাগণের হুতাশ।
অঞ্জলি করিয়া কহে কার্ত্তিকের পাশ ॥
বাণ যদি না মরিল নহে ভাল কার্য্য।
কোন দিনে দেবে মারি লবে দেবরাজ্য ॥
এতেক কহিল যদি সব দেবগণ।
বাণেরে মারিতে চলিলেন ষড়ানন ॥
বাণ ছিল ক্রৌঞ্চ গিরিগহ্বরে পশিয়া।
শরে শক্তিধর গিরি ফেলেন ভেদিয়া ॥
ব্রহ্মার বচনে সেই স্থান তীর্থ হয়।
স্নানদানে সেখানে অসংখ্য পাপক্ষয় ॥
মুনি বলে শুনিয়া কার্ত্তিক জন্মকথা।
হলধর হইলেন উপনীত তথা ॥
স্নান যজ্ঞ করিলেন দান বহুতর।
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন বিস্তর ॥
দধীচির তীর্থে তবে গেলেন লাঙ্গলী।
স্নানদান করিলেন হ'য়ে কুতূহলী ॥
শুনিয়া জন্মেজয় বলে তপোধন।
দধীচি তীর্থের কথা কহ বিবরণ ॥
ভারতের পুণ্যকথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে হয় নর নিষ্কলুষ ॥

দধীচি তীর্থের বিবরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুরায়।
দধীচি তীর্থের কথা জানাই তোমায় ॥
ত্বষ্টা নামে মুনি এক বিরিঞ্চি-নন্দন।
মহাতেজোময় ছিল মহাতপোধন ॥
অসুরের কন্যা এক বিবাহ করিল।
ত্রিশিরা নামেতে পুত্র তাহাতে জন্মিল ॥
তিন মুণ্ড হৈল তার দেখিতে সুন্দর।
একমুখে বেদপাঠ করে নিরন্তর ॥
আর মুখে রামনাম করে অহর্নিশি।
অন্য মুখে মদ্যপান করে মহাঋষি ॥
মুনিপুত্র যজ্ঞ করে যখন যেখানে।
লুকাইয়া যজ্ঞভাগ দেয় দৈত্যগণে ॥
মাতামহকুলে তার বড়ই আদর।
দেবগণ জানিল সকল সমাচার ॥

ইন্দ্রকে কহিল শুন দেবতার পতি।
দেখ ত্বষ্টামুনি পুত্র করিছে অনীতি॥
লুকাইয়া যজ্ঞভাগ দেয় মাতামহে।
এতেক বচন ইন্দ্রে দেবগণ কহে॥
শুনিয়া কুপিল ইন্দ্র অগ্নির সমান।
দেবগণে সাম্যবাক্যে কৈল সমাধান॥
খড়্গ দিয়া ত্রিশিরার কাটিলেন মাথা।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সকল দেবতা॥
ত্বষ্টা মুনি পাইল সকল সমাচর।
শচীপতি প্রতি রোষ করিল অপার॥
যজ্ঞ করে ত্বষ্টা মুনি ইন্দ্রে কোপ করি।
সঘনে অমরগণ কম্পে থরহরি॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে জন্মিল নন্দন।
বৃত্রাসুর নাম তার অতি সুলক্ষণ॥
পরম তেজস্বী সেই বৃত্র মহাশয়।
ত্রিভুবনে কোন জনে নাহি করে ভয়॥
বিষ্ণুপরায়ণ হৈল পরম বৈষ্ণব।
তার কর্ম্ম দেখি ভয়ে কাঁপয়ে বাসব॥
মিলিল অনেক সৈন্য বৃত্রের সংহতি।
ইন্দ্রত্ব লইল খেদাড়িয়া সুরপতি॥
সকল অমরগণে লণ্ডভণ্ড কৈল।
স্বর্গের দেবতাগণ ভয়ে লুকাইল॥
পলাইয়া গেল সব ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে কহিল গিয়া সব বিবরণ॥
বৃত্রাসুর লইল সকল অধিকার।
আপনি ইহার প্রভু কর প্রতিকার॥
প্রজাপতি বলিলেন শুন দেবগণ।
দেবের অবধ্য ত্বষ্টা মুনির নন্দন॥
নারায়ণ স্থানে সবে করহ গমন।
নিজ নিজ দুঃখ কথা কর নিবেদন॥
এত বলি দেবগণে লইয়া সংহতি।
নারায়ণ সমীপে গেলেন প্রজাপতি॥
গোলোকধামেতে যথা দেব নারায়ণ।
উপনীত হইলেন সহ দেবগণ॥
প্রণাম করিল গিয়া অমর নিকর।
বসিতে আদেশ করিলেন বিশ্বম্ভর॥
আদেশ পাইয়া সবে বসে সন্নিধানে।
কহেন চতুরানন বিনয় বচনে॥
শুন প্রভু নারায়ণ আমার বচন।
তোমার চরণে কিছু করি নিবেদন॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে হয় নর নিষ্কলুষ॥
গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচন॥

দেবগণ কর্তৃক বিষ্ণুর স্তব।

ব্রহ্মা আদি সুরগণ, একান্ত একাগ্রমন,
স্তুতি করি হরির চরণে।
শুন প্রভু নারায়ণ, যতেক দেবতাগণ,
নিবেদন করে এক মনে॥
হে মধুকৈটভ অরি, আমরা ভয়েতে মরি,
বৃত্রাসুর নিল অধিকার।
বৈসে ইন্দ্র সিংহাসনে, খেদাড়িল দেবগণে,
অমরের নাহিক নিস্তার॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল, ভয়ে ইন্দ্র পলাইল,
অমরের নিল রাজদণ্ড।
দেবতা ছাড়িল ধর্ম্ম, লইল অগ্নির কর্ম্ম,
বরুণে করিল লণ্ডভণ্ড॥
পবনের অধিকার, লইলেক দুরাচার,
চন্দ্রার্কের কি কব দুর্গতি।
বৃত্র করে পরাভব, ইন্দ্রাদি দেবতা সব,
মনুষ্য সমান ভ্রমে ক্ষিতি॥
দারুণ দৈত্যের ভয়, প্রাণ নাহি স্থির হয়,
দেবতার নাহিক নিস্তার।
তুমি ত্রিলোকের পতি, সকল দেবের গতি,
চিন্তহ ইহার প্রতিকার॥
রজোগুণে দিয়া দৃষ্টি, আপনি করিলা সৃষ্টি,
সত্ত্বগুণে করহ পালন।
সৃজন পালন নাশ, তব কর্ম্ম সুপ্রকাশ,
তমোগুণে কর সংহরণ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব, করিল দেবতা সব,
শুনিয়া দুঃখিত ভগবান।

সম্বোধিয়া দেবগণে, কহিল সরল মনে,
দেবগণ কর অবধান ॥
ভারত মঙ্গল কথা, শুনিতে খণ্ডয়ে ব্যথা,
সকলের কলুষ বিনাশ।
গদাপর্ব্ব সুধাধার, ব্যাসের বচন সার,
পাঁচালী রচিল কাশীদাস ॥

দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ।

গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ দূর হবে ব্যথা ॥
আমার অবধ্য বৃত্র শুন দেবগণ।
আমার পরম ভক্ত শুনহ বচন ॥
দধীচি মুনির অস্থি আন সর্ব্বজন।
তাহাতে করহ অস্ত্র বজ্র সুগঠন ॥
সেই অস্ত্রে বৃত্রাসুর হইবে নিধন।
এই তার বধোপায় আছে নিরূপণ ॥
শুনি ইন্দ্র কহিতে লাগিল যুড়ি কর।
দধীচি ছাড়িবে কেন নিজ কলেবর ॥
অনেক পুণ্যেতে হয় মনুষ্যের কায়।
নিজ কায় কেমনে ছাড়িবে মুনিরায় ॥
তাহাতে ব্রাহ্মণ অঙ্গ শ্রেষ্ঠতম গণি।
ব্রাহ্মণ-শরীর হৈলে মুক্ত হয় প্রাণী ॥
চৌরাশী সহস্র যোনি ভ্রমণ করিয়া।
পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ জন্ম লভয়ে আসিয়া ॥
কর্ম্মক্রমে পারে যদি সাবধান হ'তে।
দুই জন্মে মুক্ত হয় কহি বেদমতে ॥
কহ প্রভু ইহার বিধান অনুসারে।
কোনমতে নিধন করিল বৃত্রাসুরে ॥
গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা।
দধীচির পূর্ব্বেকার কহি এক কথা ॥
পরম দয়ালু মুনি উপকারে রত।
পর উপকারে প্রাণ ত্যজে অতি দ্রুত ॥
স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুই জন।
উপাসনা হেতু গেল দধীচি সদন ॥
অনেক বিনয়ে স্তব কৈল মুনিবরে।
সদয় হইয়া মুনি জিজ্ঞাসে দোঁহারে ॥
কি হেতু আইলে দোঁহে আমার সদন।
কি কার্য্য সাধিব শীঘ্র কহ দুই জন ॥
আপনার প্রাণ দিলে যদি কার্য্য হয়।
অবশ্য কর্ত্তব্য এই কহিনু নিশ্চয় ॥
অশ্বিনীকুমার বলে শুন মুনিবর।
তোমার হইব শিষ্য দুই সহোদর ॥
শুনিয়া কহেন মুনি করিব অবশ্য।
উপদেশ দিয়া দোঁহে করি লব শিষ্য ॥
অঙ্গীকার করি আমি নাহিক সংশয়।
আজি দিন ভাল নহে যাহ নিজ গৃহ ॥
এই বাক্য শুনি দোঁহে প্রণাম করিয়া।
আপন ভবনে গেল বিদায় হইয়া ॥
এ কথা শুনিয়া ইন্দ্র নারদের স্থানে।
তখনি গেলেন দধীচির সন্নিধানে ॥
ইন্দ্রেরে দেখিয়া মুনি করিল আদর।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনেতে পূজিল বিস্তর ॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বসেন আসনে।
দধীচি জিজ্ঞাসে তারে মধুর বচনে ॥
কিবা হেতু আগমন হৈল সুরেশ্বর।
কি কার্য্য সাধিব আজ্ঞা করহ সত্বর ॥
পুরন্দর কহে শুন মুনি মহাশয়।
হেথায় আসিয়াছিল অশ্বিনীতনয় ॥
শুনিলাম আপনি করাবে উপাসনা।
এই হেতু আইলাম করিতে যে মানা ॥
তবে যদি তাহারে করিবে তুমি শিষ্য।
তোমার মস্তক আমি কাটিব অবশ্য ॥
ইন্দ্রের শুনিয়া কথা কহে মুনিবর।
শিক্ষা নাহি দিব বিদ্যা জেনো পুরন্দর ॥
এত শুনি বিদায় হইল সুরপতি।
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনিবর প্রতি ॥
ইহার কারণ মুনি বলহ আমারে।
ইন্দ্র কেন নিষেধ করিল দধীচিরে ॥
কোন শাস্ত্রে বড় ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারে।
বিশেষ করিয়া মুনি কহিবা আমারে ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যে হেতু নিষেধ করে সহস্রলোচন ॥

ইন্দ্র-উপাসিতা যেই বিদ্যা সারাৎসার।
মুনিরে মাগিল তাহা অশ্বিনীকুমার॥
যেই বিদ্যা প্রভাবে বাসব স্বর্গপতি।
গ্রহণ করিবে মম বিদ্যা মূঢ়মতি॥
সে বিদ্যা গ্রহণে হবে সমান আমার।
মন্ত্রবলে নিতে পারে মম অধিকার॥
এতেক ভাবিয়া ইন্দ্র করিল নিষেধ।
শুন রাজা পূর্ব্বকার বৃত্তান্ত বিভেদ॥
শুনিয়া সে জন্মেজয় হৈল হৃষ্টমন।
হরি পুনঃ কি কহেন কহ তপোধন॥
বিদায় হইয়া যদি আখণ্ডল গেল।
দোঁহে মুনি সন্নিধানে প্রভাতে আইল॥
মুনিবরে প্রণমিয়া দুই সহোদর।
নিকটে বসিল দোঁহে হরিষ অন্তর॥
কথোপকথন বহু হৈল মুনি সনে।
ইন্দ্রের সংবাদ মুনি কহে দুইজনে॥
উপদেশ তোমায় করাই যদি আমি।
মম শিরশ্ছেদন করিবে সুরস্বামী॥
তোমা দোঁহে মন্ত্র দিয়া হারাইব প্রাণ।
বুঝি দুইজনে ইহা কর সমাধান॥
অশ্বিনীকুমার বলে শুন মহাশয়।
এই বাক্যে কদাচিত না করিহ ভয়॥
অনেক ঔষধ মোরা জানি মুনিবর।
ক্ষণে জিয়াইতে পারি মৃত কলেবর॥
স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুই ভাই।
যতেক ঔষধি কিছু অগোচর নাই॥
প্রতিজ্ঞা করিল ইন্দ্র কাটিবে তোমায়।
মম এক নিবেদন শুন মহাশয়॥
কাটিয়া তোমার মুণ্ড রাখি গুপ্তস্থানে।
গুপ্ত মুণ্ড কথা যেন ইন্দ্র নাহি জানে॥
অশ্বমুণ্ড তব স্কন্ধে করিয়া যোজন।
সেই মুণ্ডে মন্ত্র মোরা লব দুইজন॥
মন্ত্র দিলে দেবরাজ কুপিত হইয়া।
তোমার অশ্বের মুণ্ড যাবেক কাটিয়া॥
তোমার স্বকীয় মুণ্ড মোরা দুইজন।
পুনরপি তব স্কন্ধে করিব যোজন॥

শুনিয়া দধীচি মুনি করিল স্বীকার।
মুনি শির কাটিলেন অশ্বিনীকুমার॥
অশ্বমুণ্ড যোড়া দিল মুনিবর স্কন্ধে।
পরাণ পাইল মুনি নাহি কোন সন্ধে॥
বিদায় লইয়া দোঁহে গেল নিকেতন।
নারদ জানিয়া গেল সব বিবরণ॥
সকল সংবাদ কহিলেন পুরন্দরে।
খড়্গ হাতে করি ইন্দ্র যায় ক্রোধভরে॥
যোগে যথা আছে বসি সে দধীচি মুনি।
তথা গিয়া উপনীত হৈল বজ্রপাণি॥
দেখিল ধেয়ানে মুনি আছয়ে বসিয়া।
মুনির অশ্বের মুণ্ড ফেলিল কাটিয়া॥
অশ্বমুণ্ড লইয়া ইন্দ্র করিল গমন।
দধীচি মুনির স্কন্ধ আছয়ে তেমন॥
অশ্বিনীকুমার চর ছিল সেইখানে।
দ্রুতগতি বার্ত্তা দিল ভাই দুইজনে॥
অশ্বিনীকুমার তথা গেল শীঘ্রতর।
মুনিমুণ্ড যুড়িলেক স্কন্ধের উপর॥
ঔষধ পরশে মুনি পাইল পরাণ।
অশ্বিনীকুমারে বহু করিল বাখান॥
শুন সবে দধীচি মুনির আখ্যন্তর।
পরকার্য্যে দিল মুনি নিজ কলেবর॥
সকলে চলিয়া যাহ দধীচির স্থান।
দেবের কারণে মুনি ছাড়িবে পরাণ॥
এতেক কহেন যদি দেব নারায়ণ।
বিদায় হইল তবে যত দেবগণ॥
প্রণাম করিয়া সবে চলিল সত্বরে।
সঙ্গেতে করিয়া নিল অশ্বিনীকুমারে॥
উপনীত হৈল যথা মুনি মহাশয়।
প্রণাম করিল গিয়া দেবতা-নিচয়॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল সবারে।
বসিল সকল দেব আসন উপরে॥
জিজ্ঞাসিল মুনিবর গমন কারণ।
কহিতে লাগিল তবে সহস্রলোচন॥
অবধান কর মুনি তপের গোঁসাই।
নিজ নিবেদন কথা কহিতে ডরাই॥

বৃত্রাসুর হইল ত্রিদিব অধিকারী।
নারায়ণ স্থানে সবে করিনু গোহারী ॥
কহিলেন কৃষ্ণ বৃত্র-বধের কারণ।
সকল দেবতা যাহ দধীচি সদন ॥
দেব উপকার হেতু মুনির কুমার।
দয়া করি ছাড়িবেন প্রাণ আপনার ॥
তাঁর অস্থি ল'য়ে অস্ত্র কর আখণ্ডল।
বজ্রাঘাতে মারহ দানব মহাবল ॥
শুন মুনি রক্ষা হয় না হয় অন্যথা।
আপনার প্রাণ যদি ছাড়হ সর্ব্বথা ॥
মুনি বলে হেন বাক্য নাহি শুনি কাণে।
পরের লাগিয়া কেহ ছাড়ে নিজ প্রাণে ॥
অনেক পুণ্যেতে প্রাণী নরযোনি পায়।
কেমনে ছাড়িতে তাহা বল দেবরায় ॥
দুর্ল্লভ জনম এই মনুষ্য উত্তম।
আর যত দেহ দেখ সকলি অধম ॥
শূকর জনম হৈয়া বিষ্ঠা মূত্র খায়।
শরীর ছাড়িতে তার মনে ব্যথা পায় ॥
মারিতে উদ্যত যদি কেহ করে তায়।
শরীর মমতা হেতু সঘনে পলায় ॥
কাক গৃধ্র শিবা শ্বান খেচর গর্দ্দভ।
পিপীলিকা সর্প ভেক দেখ যত সব ॥
অধম যোনীর মধ্যে যেই প্রাণ ধরে।
ইচ্ছাবশে কোন জন ছাড়ে কলেবরে ॥
বিশেষ ব্রাহ্মণদেহ হ'য়েছে আমার।
বহু পুণ্যে দ্বিজতনু পাইনু এবার ॥
সকল প্রাণীতে জ্ঞান আছয়ে নিশ্চয়।
আহার মৈথুন নিদ্রা আর আছে ভয় ॥
মনুষ্য সমান জ্ঞানী নাহি কোন জন।
এ দেহে অনেক কর্ম্ম ভজন-সাধন ॥
হেন দেহ ছাড়িবারে কহ দেবরাজ।
আমি যদি মরি তবে সিদ্ধ হবে কায ॥
না হইল তব কার্য্য মম কিবা দায়।
না বুঝি আদেশ কেন কর দেবরায় ॥
না ছাড়িব প্রাণ আমি শুনহ বিচার।
শুনিয়া সবার মনে লাগে চমৎকার ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ অধোমুখ হৈয়া।
ক্ষিতি পরে সর্ব্বজন মৌনেতে বসিয়া ॥
ত্রাসে কারো মুখে নাহি বচন নিঃসরে।
সদয় হৃদয় মুনি জানিল অন্তরে ॥
কহিতে লাগিল মুনি করুণা বচন।
ভয় ত্যজ কহি শুন সর্ব্ব দেবগণ।
আমি ম'লে রক্ষা পায় দেবতা সমাজ।
এ ছার শরীরে তবে কিবা আর কাজ ॥
অবশ্য মরিব আমি দেবের কারণ।
মম অস্থি ল'য়ে ইন্দ্র সাধ প্রয়োজন ॥
পৃথিবীতে যত যত করিলাম পুণ্য।
আমার সার্থক জন্ম হ'ল ধন্য ধন্য ॥
আশ্বাস পাইয়া ইন্দ্র কহে যুড়ি কর।
কত কল্প অমর হইলে মুনিবর ॥
তোমার অস্থিতে হবে অস্ত্র বলবান।
এ তোমার মৃত্যু নহে জীবন সমান ॥
এতেক শুনিয়া মুনি করিল স্বীকার।
যোগাসনে বসি প্রাণ ত্যজে আপনার ॥
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হন হরষিত।
পুষ্পবৃষ্টি মুনি পরে করে অপ্রমিত ॥
নাচিতে লাগিল দেবগণ ঊর্দ্ধবাহু।
কার্য্যসিদ্ধি করিয়া আনন্দ করে বহু ॥
শঙ্খ ভেরি আদি বাজয়ে বিশাল।
বীণা ডম্ফ ঘন বাজে ফুকারে কহাল ॥
মধুর সুনাদ বাঁশী বাজে শত শত।
উৎসব করয়ে আসি অপ্সরাদি যত ॥
মেনকা উর্ব্বশী আর রম্ভা তিলোত্তমা।
জানপদী সহজন্যা রূপে অনুপমা ॥
নানারঙ্গে নৃত্য করে যত বারাঙ্গনা।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় হরষিত মনা ॥
মহা মহোৎসব হৈল না পারি বর্ণিতে।
ডাক দিয়া দেবরাজ লাগিল কহিতে ॥
হরিষ বিধানে কহে দেব আখণ্ডল।
আজি হৈতে পুণ্য তীর্থ হইল এ স্থল ॥
দধীচির তীর্থ নাম করি নিরূপণ।
আমার ভারতী এই শুন দেবগণ ॥

অনন্ত জন্মের পাপ খণ্ডিবে ইহাতে ।
স্নানদান করে যেই দধীচি তীর্থেতে ॥
তথাস্তু বলিয়া চলিলেন দেবগণ ।
দধীচির অস্থি ল'য়ে সহস্রলোচন ॥
ডাকি বিশ্বকর্ম্মারে কহেন শীঘ্রগতি ।
বজ্র নির্ম্মাইয়া মোরে দেহ মহামতি ॥
আজ্ঞা মাত্র বির্শ্মকর্ম্মা বজ্র নিরমিল ।
সকল অস্ত্রের তেজ তাহে সমর্পিল ॥
ব্রহ্মার নিকটে ল'য়ে গেলেন মঘবা ।
প্রণাম করিল ইন্দ্র হ'য়ে নতগ্রীবা ॥
বজ্র দেখি হরষিত হ'য়ে পদ্মযোনি ।
ব্রহ্মমন্ত্রে অভিষেক করেন তখনি ॥
জীবন্যাস দিয়া ইন্দ্রে বলেন বচন ।
এই অস্ত্র ল'য়ে কর দানব মর্দ্দন ॥
ইন্দ্র বজ্র পাইয়া হইয়া আনন্দিত ।
ব্রহ্মারে প্রণাম করি চলেন ত্বরিত ॥
দেবসৈন্য সমস্ত করিয়া সমাবেশ ।
নিজরাজ্য প্রাপ্তি হেতু উদ্‌যোগী সুরেশ ॥
যুঝিতে চলিল বৃত্রাসুরের সংহতি ।
ইন্দ্রের নিনাদ পাইলেক দৈত্যপতি ॥
নিজ সৈন্যে সাজিয়া চলিল দৈত্যেশ্বর ।
দুইদলে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর ॥
রথী রথী মহাযুদ্ধ হৈল বাণে বাণে ।
পদাতি পদাতি যুদ্ধ হইল সঘনে ॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুদ্ধ হৈল মহামার ।
বাণে বাণে গগনে হইল অন্ধকার ॥
অনল বায়ব্য বাণ দোঁহে এড়ে রণে ।
দুইবাণ নষ্ট হয় দোঁহাকার বাণে ॥
মুখ মেলি দৈত্য ইন্দ্রে গিলিবারে যায় ।
দেখিয়া বৃত্রের বল বাসব পলায় ॥
ইন্দ্র পলাইল দূরে ল'য়ে সব দেবে ।
বিষ্ণুর শরণ লইলেন গিয়া সবে ॥
যুদ্ধ সমাচার কহে দেব নারায়ণে ।
বিষ্ণু বলিলেন ইন্দ্র শুন সাবধানে ॥
বিষ্ণুতেজ নাহি কিছু তোমার শরীরে ।
এই মম তেজ ধর দিলাম তোমারে ॥
বিষ্ণুতেজ পাইয়া হইয়া বলবান ।
পুনঃ যুদ্ধ করিবারে গেল মরুত্বান ॥
মহাযুদ্ধ সুরাসুরে হয় ঘোরতর ।
পড়িল অনেক সৈন্য সংগ্রাম ভিতর ॥
যুদ্ধকালে বৃত্রাসুর ইন্দ্রে বলে বাণী ।
আমারে করহ বধ বাসব আপনি ॥
ধর্ম্মপরায়ণ বৃত্র পরম বৈষ্ণব ।
নানারূপে বৃত্রাসুর শক্রে করে স্তব ॥
সুরপতি বলে বৃত্র তুমি বলবান ।
তোমাকে ক্ষমিয়া আমি সম্বরিনু বাণ ॥
বৃত্র বলে কার্য্যসিদ্ধি নহিল আমার ।
ইন্দ্র মোরে ক্ষমিয়া করিলা পরিহার ॥
শুন মূর্খ রণে পড়ি যাব স্বর্গলোক ।
এ কর্ম্ম না করি আমি বৃথা করি শোক ॥
এত বলি বৃত্রাসুর ইন্দ্রে দেয় গালি ।
শুন রে পামর ইন্দ্র তোর প্রতি বলি ॥
গুরুদারা হরিলি করিলি মহাপাপ ।
তোরে মারি গৌতমের খণ্ডাইব তাপ ॥
এতেক কুবাক্য বৃত্র বাসবেরে বলে ।
শুনি সুরপতি ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে ॥
কুলিশ ধরিয়া ইন্দ্র মারিলেন তারে ।
চূর্ণ হৈল বৃত্রাসুর কুলিশ প্রহারে ॥
অপর সকল দৈত্য পলাইল রণে ।
ইন্দ্র পুনঃ রাজা হৈল অমর ভুবনে ॥
যার যেই কার্য্য সেই লভিল সত্বর ।
সকল অমর হৈল সুস্থির অন্তর ॥
শুনহ ভূপতি কুরুবংশ চূড়ামণি ।
কহিলাম দধীচির তীর্থের কাহিনী ॥
সেই তীর্থে বলরাম হৈয়া উপনীত ।
স্নানদান যজ্ঞ করিলেন নিয়মিত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ ॥

শাণ্ডিল্যাশ্রমে নারদ-বলরামের সংবাদ ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় শুন মুনিবর ।
পুনঃ কোন্ তীর্থে চলিলেন হলধর ॥

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
হইয়া একাগ্র মন করহ শ্রবণ ॥
পৃথিবীর যত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া।
শাণ্ডিল্য আশ্রমে রাম উত্তরিল গিয়া ॥
শাণ্ডিল্য আশ্রমে সেই যমুনার তীরে।
তথায় দেখেন রাম নারদ মুনিরে ॥
তথা স্নানদান করি মনের হরিষে।
ব্রাহ্মণ-ভোজন আদি করান বিশেষে ॥
নারদ সহিত তথা হইল দর্শন।
বলদেব মুনিবর কহেন বচন ॥
তীর্থযাত্রা হেতু তুমি গেলে দেশান্তর।
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ হৈল ঘোরতর ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী দুর্য্যোধন সেনা।
মরিল নৃপতি বহু কে করে গণনা ॥
সপ্ত অক্ষৌহিণী পতি রাজা যুধিষ্ঠির।
তাহার সহায় হৈল মহা মহা বীর ॥
আপনি হইলা কৃষ্ণ অর্জ্জুন সারথি।
সেই যুদ্ধে নষ্ট হয় সকল নৃপতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি পড়িল সমরে।
আর তব ভাগিনেয় অভিমন্যু মরে ॥
দুর্য্যোধন একামাত্র কৃপ অশ্বত্থামা।
অবশেষে এই মাত্র কহিলাম সীমা ॥
পঞ্চভাই পাণ্ডব দ্রৌপদী পঞ্চসুত।
অবশেষে আর কিছু নাহিক প্রস্তুত ॥
হত সৈন্য দেখি পলাইল দুর্য্যোধন।
দ্বৈপায়ন হ্রদ মধ্যে পশিল রাজন ॥
তথাপি কৃষ্ণের মনে দয়া না হইল।
হ্রদ হৈতে রাজা দুর্য্যোধনে উঠাইল ॥
ভীম দুর্য্যোধনে হবে গদার সমর।
দেখিতে বাসনা যদি থাকে হলধর ॥
এইক্ষণে সেই স্থানে করহ গমন।
বাঁচাইতে পার যদি রাজা দুর্য্যোধন ॥
শুনিয়া নারদ-বাক্য দেব বলরাম।
তথায় গেলেন দ্রুত না করি বিশ্রাম ॥
হইলেন দ্বৈপায়ন হ্রদে উপনীত।
দেখিয়া গোবিন্দ উঠিলেন ত্বরান্বিত ॥

যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সম্ভ্রমে করিল সবে চরণ বন্দন ॥
গোবিন্দেরে আলিঙ্গন বলরাম দেন।
কৃষ্ণ বলরাম শোভা দেখি অনুপম ॥
প্রেম-অশ্রুজলে দোঁহে করিলেন স্নান।
প্রীতি বাক্যে জিজ্ঞাসেন সবার কল্যাণ ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চজনে করি আশীর্ব্বাদ।
শুভ জিজ্ঞাসেন রাম হরিষ বিষাদ ॥
গোবিন্দ কহেন রাম শুন জগন্নাথ।
পৃথিবীর রাজগণে করিল নিপাত ॥
যতেক নৃপতিগণ হইল সংহার।
উদ্ধারিতে ক্ষিতি ভার তব অবতার ॥
উত্তম করিলে ভাই ইথে নাহি দোষ।
এই কর্ম্মে সবাকার হইল সন্তোষ ॥
রামের বচন শুনি কৃষ্ণ মহাশয়।
নিবেদিতে সব কথা করে অভিপ্রায় ॥
হেনকালে দুর্য্যোধন কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে।
প্রণাম করিল রামে ব্যাকুল চিত্তেতে ॥
দুর্য্যোধনে কোলে নিয়া বহে নেত্রজল।
বলরাম জিজ্ঞাসেন তাহার কুশল ॥
কহিলেন সর্ব্ব কথা কুরু নৃপমণি।
শুনিয়া ভর্ৎসেন কৃষ্ণে দেব হলপাণি ॥
তুমি বিদ্যমানে উহা শোভা নাহি পায়।
সামঞ্জস্য কেন নাহি করিলে দোঁহায় ॥
জগন্নাথ কহিলা করিয়া যোড়হাত।
নিবেদন করি শুন রেবতীর নাথ ॥
শিশুকালে পাণ্ডব যে কৈল দুরাচার।
সকল আছয়ে দেব গোচর তোমার ॥
ত্রয়োদশ বৎসর তুমি নাহি ছিলে দেশে।
যতেক করিল দুষ্ট শুন সবিশেষে ॥
কপটে খেলিয়া পাশা নিল রাজ্যধন।
কপট পাশাতে কৈল দ্রৌপদীকে পণ ॥
শকুনির বশেতে আছিল পাশাসারি।
হারিলেন যুধিষ্ঠির রাজা নিজ নারী ॥
দুঃশাসন দ্রৌপদীকে আনে সভামাঝ।
তাহাকে আদেশ কৈল দুর্য্যোধন রাজ ॥

দ্রৌপদী হইল দাসী নাহিক বিচার।
শীঘ্রগতি আনহ বসন অলঙ্কার॥
সভামাঝে দ্রৌপদীর বস্ত্র কাড়ি লয়।
কুলবধূ জনে কি এমন উচিত হয়॥
তবে অন্ধ বর দিয়া কৈল পরিত্রাণ।
পুনঃ পাশা খেলিবারে করিল বিধান॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
অজ্ঞাত বৎসর এক কৈল নিরূপণ॥
আজ্ঞাকারী পাশা যেই ছিল শকুনির।
সেই পণে হারিলেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
দ্বাদশ বৎসর বনে ভ্রমিয়া পাণ্ডব।
যত দুঃখ পায় বনে কি বলিব সব॥
রহিলেন অজ্ঞাত বৎসর মৎস্যদেশে।
অজ্ঞাতে উদ্ধার হৈল উপায় বিশেষে॥
যুধিষ্ঠির চাহিলেন স্বীয় রাজ্যভার।
কদাচিত রাজ্য নাহি দিল দুরাচার॥
দূত হ'য়ে যাইলাম যথা দুর্য্যোধন।
আমারে রাখিতে চাহে করিয়া বন্ধন॥
কটুবাক্য আমারে কহিল দুর্য্যোধন।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
তবে সে হইল নাথ যুদ্ধ সমাবেশ।
যুদ্ধে রাজগণ সব হইল নিঃশেষ॥
মম অপরাধ এতে কি হৈল গোঁসাই।
দুর্য্যোধন তুল্য দুষ্ট পৃথিবীতে নাই॥
উহাকে করহ শান্ত রেবতীরমণ।
তব প্রিয় শিষ্য বটে রাজা দুর্য্যোধন॥
যুধিষ্ঠির এক্ষণে চাহেন পঞ্চগ্রাম।
সামঞ্জস্য করিয়া আপনি দেহ রাম॥
তব আজ্ঞা যুধিষ্ঠির না করে লঙ্ঘন।
উহাকে করিয়া দ্বন্দ্ব কর নিবারণ॥
সকল গিয়াছে একা আছে দুর্য্যোধন।
তবু পঞ্চগ্রাম মাগে ধর্ম্মের নন্দন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী রোহিণী নন্দন।
দুর্য্যোধন প্রতি কিছু বলিল বচন॥
শুন ভাই দুর্য্যোধন মম হিত কথা।
যুদ্ধ না করিবা তুমি শুনহ সর্ব্বথা॥
সর্ব্ব সৃষ্টিনাশ হৈল আর নাহি কেহ।
যুদ্ধে কিছু কার্য্য নাহি চিত্তে ক্ষমা দেহ॥
হৃদ্যতা করাই তোমা পাণ্ডব সহিতে।
অর্দ্ধ রাজ্য দেহ তুমি পাণ্ডব সম্প্রীতে॥
এতেক কহিল যদি দেব হলধর।
কতক্ষণে দুর্য্যোধন করিল উত্তর॥
মোরে আর হিতবাণী না বল গোঁসাই।
পাণ্ডবের সহ আর মম প্রীতি নাই॥
যত দুঃখ দিলাম পাণ্ডব পুত্রগণে।
ভয় স্নেহে প্রীতি আর হইবে কেমনে॥
সর্ব্বদুঃখ পাণ্ডব পারিবে পাসরিতে।
অভিমন্যু শোক না ভুলিবে কদাচিতে॥
সপ্তরথী একত্র হইয়া আসি রণে।
মারিনু অন্যায় যুদ্ধে শুভদ্রা-নন্দনে॥
এবে মম রাজ্যভার নাহি কিছু মনে।
সৌহৃদ্য করিতে কেন বল অকারণে॥
পূর্ব্বে পণ করিয়াছি সভার ভিতরে।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব পাণ্ডবেরে॥
সূচী অগ্রে যতখানি উঠিবেক ভূমি।
বিনা যুদ্ধে ততখানি নাহি দিব আমি॥
সমরে আমারে ভীম করিবে সংহার।
যুধিষ্ঠির পাইবেন সব রাজ্যভার॥
সবার ঈশ্বর হ'য়ে ভুঞ্জিলাম ক্ষিতি।
যুদ্ধে মরি স্বর্গে গিয়া করিব বসতি॥
রাজত্ব আমাকে আর নাহি শোভা পায়।
যুদ্ধে মম প্রাণ পণ করেছি নিশ্চয়॥
এত যদি দুর্য্যোধন কহিলা ভারতী।
তাহারে কহিলা তবে রেবতীর পতি॥
যাহা ইচ্ছা মনে হয় তাহা কর তুমি।
যুদ্ধ কর দোঁহে দ্বারাবতী যাই আমি॥
গোবিন্দ বলিলা দেব শুনিলা আপনি।
পাণ্ডবের অপরাধ শুনিলে এখনি॥
এইক্ষণে দ্বারকা গমন যুক্তি নয়।
দোঁহাকার গদাযুদ্ধ দেখ মহাশয়॥
বলরাম কহিলেন শুন দামোদর।
দেখিতে হইল তবে গদার সমর॥

যুধিষ্ঠির চাহি বলিলেন বলরাম।
এ ভূমিতে না করাও দোঁহার সংগ্রাম ॥
সমন্তপঞ্চক নাম কুরুক্ষেত্র জানি।
শুনিয়াছি মুনিগণ বদনে কাহিনী ॥
সেই স্থানে হয় যার সমরে বিনাশ।
চিরকাল হয় তার স্বর্গেতে নিবাস ॥
হ্রদতীর নহে শুন সংগ্রামের স্থান।
এই মত ধর্ম্মেরে কহিলা ভগবান ॥
সাধুবাদ করিলা সকলে হলধরে।
তখনি গেলেন কুরুক্ষেত্র তীর্থবরে ॥
সমর আরম্ভ হৈল ভীম দুর্য্যোধনে।
বসিল সকল লোক যথাযোগ্য স্থানে ॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ ॥

কুরুক্ষেত্রের বিবরণ।

জিজ্ঞাসিল মুনিবরে রাজা জন্মেজয়।
কুরুক্ষেত্র মহিমা বলহ মহাশয় ॥
পুণ্যক্ষেত্র কেমনে হইল সেই স্থান।
আমাকে বলহ মুনি করিয়া ব্যাখ্যান ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
তোমাকে জানাব কুরুক্ষেত্র বিবরণ ॥
তব পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন কুরুরাজা।
পুত্রবৎ করিয়া পালিত সব প্রজা ॥
প্রতাপে ছিলেন রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
সসাগরা পৃথিবীর হইল ঈশ্বর ॥
বিপক্ষ দলন মহারাজ চক্রবর্ত্তী।
পৃথিবী পূরিয়া যাঁর যশ আর কীর্ত্তি ॥
ধনুক অভ্যাস ভৃগুরামের সমান।
পরম যোগেন্দ্র শুকদেব সম জ্ঞান ॥
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য করে স্নানপূজা।
বৃহৎ লাঙ্গল এক স্কন্ধে নিয়া রাজা ॥
দুই নীল বৃষ নিজে যুড়িয়া লাঙ্গলে।
প্রহর পর্য্যন্ত চষে মহা কুতূহলে ॥
প্রহর পর্য্যন্ত বৃষ যতদূর যায়।
সেইক্ষণে চাষে ক্ষমা দেন কুরুরায় ॥

তারপর রাজকার্য্যে রত নরবর।
দরিদ্র দুঃখীরে দান করে নিরন্তর ॥
প্রতিদিন এইমতে চষেণ ভূপতি।
সহস্র বৎসরকাল চষিলেন ক্ষিতি ॥
একদিন চষে রাজা আপনার মনে।
ছদ্মবেশে সহস্রাক্ষ গেলেন সে স্থানে ॥
জিজ্ঞাসা করিল ইন্দ্র চাতুরী করিয়া।
নৃপবর এই ক্ষেত্রে চষ কি লাগিয়া ॥
রাজা হ'য়ে কেন কর কৃষকের কর্ম্ম।
ইহার কি মর্ম্ম রাজা কিবা আছে ধর্ম্ম।
রাজা বলিলেন স্বর্গে ইন্দ্রের শাসন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করয়ে যতেক রাজগণ ॥
পুরন্দর তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব ধর্ম্ম হয়।
চারিবেদে এই কথা বিদিত নিশ্চয় ॥
স্বর্গেতে অধীপ হৈল কশ্যপের সুত।
তাঁর অংশে রাজগণ ভূমি পুরুহূত ॥
যত কর্ম্ম করিবেন ক্ষিতির রাজন।
তার ধর্ম্মাধর্ম্ম পান সহস্রলোচন ॥
আপনি করিব যজ্ঞ এই ক্ষেত্রমাঝে।
অগ্র যজ্ঞভাগেতে তুষিব দেবরাজে ॥
রাজার এতেক শুনি ধার্ম্মিক বচন।
তুষ্ট হ'য়ে কহিলেন সহস্রলোচন ॥
আমি ইন্দ্র শুন রাজা বলি পরিচয়।
ইষ্টবর মাগ রাজা যেবা মনে লয় ॥
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা গলে বস্ত্র দিয়া।
ইন্দ্রের চরণযুগে পড়িলেন গিয়া ॥
তুমি ছদ্মরূপধারী দেব সুরপতি।
চর্ম্মচক্ষে চিনিতে না পারি মূঢ়মতি ॥
ইন্দ্র বলিলেন রাজা কিছু নাহি পাপ।
স্তুতিবাদ করি কেন বাড়াও সন্তাপ ॥
বর মাগ রাজা তব যেবা লয় মন।
মনোনীত বর দিব শুনহ রাজন ॥
রাজা বলে সুরপতি কর অবধান।
মোরে বর দিয়া প্রভু করহ বিধান ॥
সহস্র বৎসর আমি চষিয়াছি ভূমে।
কুরুক্ষেত্র বলিয়া হউক মম নামে ॥

এ ক্ষেত্রের ধূলি উড়ে লাগে যার গায়।
অসংখ্য জন্মের পাপ সে জনের যায়॥
অনিচ্ছায় বা ইচ্ছায় মরে যে এ স্থানে।
পায় যেন সে নির্ব্বাণ মুক্তি সেইক্ষণে॥
এই বর দেহ মোরে দেব দৈত্যভেদী।
এই তীর্থ রহিবেক চন্দ্র সূর্য্যাবধি॥
তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র হৈলা অন্তর্দ্ধান।
কুরুরাজ নিজ গৃহে করিল পয়াণ॥
এই হেতু কুরুক্ষেত্র শুন নৃপমণি।
তোমাকে জানানু কুরুক্ষেত্রের কাহিনী॥
জন্মেজয় বলেন শুনহ তপোধন।
তার পর কি হইল ভীম দুর্য্যোধন॥
মুনি বলে শুন শুন অপূর্ব্ব কথন।
দুইজনে যুদ্ধ হয় শুনহ রাজন॥
হেথায় সঞ্জয় কহে অন্ধ নৃপতিরে।
দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে পড়িল সমরে॥
শুনি হাহাকার করি করয়ে ক্রন্দন।
মহাশোকাকুল রাজা হয় অচেতন॥
সঞ্জয় বলেন রাজা কেন কান্দ আর।
সর্ব্বনাশ হৈল রাজা কপটে তোমার॥
কহ রাজা কি হইবে এখন কান্দিলে।
কিংজিতং কিংজিতং বলি যবে জিজ্ঞাসিলে॥
পাণ্ডবেরে যত তুমি কর ভিন্ন ভাব।
সে সব কর্ম্মেতে এবে হৈল এই লাভ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কিমতে করিল যুদ্ধ ভীম দুর্য্যোধন॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শুন মন দিয়া।
ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধ কহি বিস্তারিয়া॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥
ব্যাসের বচন শিরে করিয়া বন্দন।
কাশীরাম দাস কহে শুন সাধুজন॥

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ।

ভীম দুর্য্যোধন, করে মহারণ,
দেখে সবে কুতূহল।
দেখিতে সমর, লইয়া অমর,
আসিলেন আখণ্ডল॥
চড়িয়া বাহন, করে আগমন,
তেত্রিশ কোটি অমর।
যার যেই বেশ, করিয়া বিশেষ,
বসিলা যুড়ি অম্বর॥
অপ্সরী অপ্সর, কিন্নরী কিন্নর,
গন্ধর্ব্ব পিশাচ রক্ষ।
প্রেত ভূতগণ, না যায় গণন,
আসিলেক লক্ষ লক্ষ॥
হংসে পদ্মাসন, বৃষে পঞ্চানন,
পার্ব্বতী কেশরী-যানে।
দেব জলেশ্বর, আসিল সত্বর,
চড়িয়া নিজ বাহনে॥
হরিণে পবন, নরে বৈশ্রবণ,
মুষিকে বিঘ্নবিনাশন।
হইয়া কৌতুকী, চাপি মত্ত শিখী,
আসিলেন ষড়ানন॥
শমন মহিষে, পরম হরিষে,
আসেন দেখিতে রণ।
অষ্টলোকপাল, সজ্জা করি ভাল,
করিলেন আগমন॥
দিবা নিশাপতি, রমণী সংহতি,
করি রথ আরোহণে।
যত সিদ্ধগণ, না যায় গণন,
আসেন যুদ্ধ সদনে॥
দেব ঋষি আদি, নাহিক অবধি,
নারদাদি মুনি আর।
ঊর্দ্ধরেতা যত, হ'য়ে উল্লাসিত,
করিলেন আগুসার॥
সবে স্থানে স্থানে, বসিলেন যানে,
দেখিতে সমর রঙ্গ।
ভীম দুর্য্যোধন, দোঁহে করে রণ,
উঠিল রণ তরঙ্গ॥
দুই মহাবলা, গদা স্কন্ধে তুলি,
ফিরায় মণ্ডলী করি।

সঘনে গর্জ্জন, করে দুই জন,
যেমন দুই কেশরী ॥
যেন দুই হাতী, ধায় দ্রুতগতি,
পদভরে কাঁপে ক্ষিতি।
দুই বৃষে যেন, করয়ে গর্জ্জন,
কম্পিত শেষাহিপতি ॥
ভীম বামাবর্ত্তে, ফিরে মহাসত্ত্বে,
দক্ষিণে কৌরবপতি।
পর্ব্বত সমান, দুই বলবান,
ফিরিছে পবন গতি ॥
বাক্‌যুদ্ধ আগে, করে দোঁহে রাগে,
কেহ আর নহে ঊন।
ভীম মহাযোদ্ধা, ফিরাইছে গদা,
দুর্য্যোধন পুনঃ পুনঃ ॥
সাঞ্চি সাঞ্চি ডাকে, গদা ঘন পাকে,
দুজনে ভ্রময়ে কোপে।
দুই পদভরে, টলমল করে,
সঘনে অবনী কাঁপে ॥
দুই গদাঘাত, যেন বজ্রপাত,
ঠনঠনি শব্দ শুনি।
দুর্য্যোধন অঙ্গে, ভীম মহারঙ্গে,
করে গদার ঘাতনি ॥
মহা গদাঘাত, খেয়ে কুরুনাথ,
পড়িল ধরণীতলে।
পড়ি ক্ষণমাত্র, ধৃতরাষ্ট্র পুত্র,
সেইক্ষণে উঠে বলে ॥
পুনঃ দুই বীরে, গদা নিয়ে করে,
মণ্ডলী করিয়া ফিরে।
গদার প্রহার, করে মহামার,
দুজনে হানে দোঁহারে ॥
রাজা দুর্য্যোধন, হ'য়ে কোপ মন,
গদা প্রহারিল ভীমে।
বীর বৃকোদর, কাঁপি থর থর,
সঘনে পড়িল ভূমে ॥
হ'য়ে অচেতন, পবন-নন্দন,
ভূতলে পড়িল ঠায়।
দেখি নারায়ণে, বিনয় বচনে,
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায় ॥
কহ দামোদর, কৌরব ঈশ্বর,
ভীমে গদা প্রহারিল।
ভীম মহাবল, হইয়া বিকল,
যুদ্ধে অচেতন হৈল ॥
মহাবলবন্ত. কৌরব দুরন্ত,
ভীম হৈতে বলবান।
প্রলয় সংগ্রাম, করে অবিরাম,
কহ হেতু ভগবান ॥
গোবিন্দ কহেন, করহ শ্রবণ,
দুর্য্যোধন রণে কৃতী।
জানাই তোমাতে, ভীমসেন হৈতে,
বলাধিক কুরুপতি ॥
শুনি যুধিষ্ঠির, হইয়া অস্থির,
জিজ্ঞাসেন হরি স্থানে।
দুর্য্যোধন কৃতী, বলিলা শ্রীপতি,
বুঝি জয় নাহি রণে ॥
কহেন শ্রীকান্ত, রাজা হও শান্ত,
ভয় নাহি কর মনে।
উপায় ইহার, আছে সারোদ্ধার,
কহিব দেব এক্ষণে ॥
গোবিন্দ বচনে, স্থির হ'য়ে মনে,
রহিলেন ধর্ম্মসুত।
পবন-নন্দন, পাইয়া চেতন,
উঠিলেন অতি দ্রুত ॥
পুনঃ গদা তুলি, করিয়া মণ্ডলী,
ভ্রমে ভীম দুর্য্যোধন।
নিজ ঊরুতলে, করাঘাত ছলে,
মারিলেন নারায়ণ ॥
পবননন্দন, ছিল বিস্মরণ,
আপন প্রতিজ্ঞা কথা।
কৃষ্ণের সঙ্কেতে, পড়িল মনেতে,
হইলেন সব জ্ঞাতা ॥
বলরাম কাছে, যুদ্ধস্থলে আছে,
নাহিক অন্যায় রণ।

নাভির নীচেতে, গদা প্রহারিতে,
শাস্ত্রে নাহি কদাচন ॥
এই ভয় মনে, পবন-নন্দনে,
অন্যায় করিতে মন।
হলধর ভয়, ভাবিল হৃদয়,
রাম যদি ক্রুদ্ধ হন ॥
সাত পাঁচ মনে, ভাবে ক্ষণে ক্ষণে,
যে করুন হলধর।
প্রতিজ্ঞা পালন, করিব আপন,
প্রহারিব উরুপর ॥
এইরূপে দোঁহে, গদা ল'য়ে তাহে,
মণ্ডলী করিয়া ভ্রমে।
দুর্য্যোধন গদা, মারিতে সর্ব্বদা,
উদ্যম করিল ভীমে ॥
উরুর উপর, বীর বৃকোদর,
মারিতে না করে মন।
মস্তক উপর, মারিতে সত্বর,
ভাবিলেক দুর্য্যোধন ॥
এক লাফ দিয়া শূন্যেতে উঠিয়া,
বারিব ভীমের গদা।
এই অনুমানি, কুরু নৃপমণি,
লাফ দিয়া উঠে তথা ॥
দৈবের কারণ, না যায় খণ্ডন,
দুর্য্যোধন লাফ দিতে।
ভীম গদাঘাত, যেন বজ্রপাত,
বাজে তাহার উরুতে ॥
লোক দেখে রঙ্গে, দুই উরু ভঙ্গে,
ভূমে পড়ে দুর্য্যোধন।
দেখি দেবগণ, চমকিত মন,
ভীম করে আস্ফালন ॥
ব্যাসের বচন, ভাবি অনুক্ষণ,
পাঁচালী কৈল রচন।
গদাপর্ব্ব বাণী অপূর্ব্ব কাহিনী,
কাশীদাসের কথন ॥

দুর্য্যোধনের মস্তকে ভীমের পদাঘাত।

ইন্দ্র যেন গিরিভেদ করে বজ্রাঘাতে।
উরুভঙ্গে কুরুবীর পড়িল তেমতে ॥
কুরুপতি উরুযুগ দেখিয়া নয়নে।
কামের অধীন হ'য়ে ভজে নারীগণে ॥
হেন উরুভঙ্গ হ'য়ে পড়ে কুরুপতি।
দুরু দুরু শব্দেতে কাঁপয়ে বসুমতি ॥
অন্যায় সমরেতে পড়িল কুরুসুত।
উৎপাত হইল তবে দেখিতে অদ্ভুত ॥
বিপরীত বাত বহে নির্ঘাত সদৃশ।
শিবাগণ কান্দে রক্তবৃষ্টি অসদৃশ ॥
দুর্য্যোধনে চাহি ভীম বলিল বচন।
শুন ওহে কুরুপতি মূঢ় দুর্য্যোধন ॥
যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর কৈলে অপমান।
তার ফল ভুঞ্জ এবে শুন রে অজ্ঞান ॥
হেঁটমাথা করি আছে কুরু মহামতি।
ভীম বামপদে শিরে মারিলেক লাথি ॥
কৃপার সাগর যুধিষ্ঠির সাধুজন।
অশেষ বিলাপ করি ভীমসেনে কন ॥
ওরে ভীম কি করিলি কর্ম্ম বিগর্হিত।
এত অপমান করা অতি অনুচিত ॥
সমস্ত পৃথিবীপতি রাজা দুর্য্যোধন।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র রাজার নন্দন ॥
কেন তারে চরণ হানিলে কুলাধাম।
কুরুনাথে মারিলে করিয়া অনিয়ম ॥
সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রবর্ত্তী।
তাহার এমন কেন করিলে দুর্গতি ॥
মৃগমদ চন্দন সুগন্ধ সুবাসিত।
পদ্মমালা শিরে শোভে কাঞ্চন রচিত ॥
ভাস্কর মুকুট মণি দিনকর প্রায়।
দুর্য্যোধন শিরোমণি ধরণী লোটায় ॥
ওরে দুষ্ট ভীমসেন বড় দুরাচার।
কেমনে করিলি বাম চরণে প্রহার ॥
কৃপাশীল যুধিষ্ঠির করিল ক্রন্দন।
দেখিয়া বিস্মিত হয় যত সভাজন ॥

আপনি মরিলে ভাই, বান্ধবে মারিলে॥
নিজ কর্ম্মদোষে ভাই রাজ্য হারাইলে॥
সসাগরা পৃথিবীর ছিলা অধিকারী।
ভূমিতলে পড়িয়াছ রথ পরিহরি
ইন্দ্রের সমান তব প্রচণ্ড প্রতাপ।
সিংহাসন ছাড়ি ভূমে এই বড় তাপ॥
মহারাজগণ নাহি পান দরশন।
রাজ্যেশ্বর হ'য়ে এবে ভূতলে শয়ন॥
সহস্রেক বিদ্যাধরী তব সেবা করে।
মোহন পুরুষ তুমি সংসার ভিতরে॥
এবে তুমি লোটাহ পড়িয়া ভূমিতলে।
পৃথিবী শাসিলে ভাই নিজ বাহুবলে॥
মাগিলাম পঞ্চগ্রাম কৃষ্ণে পাঠাইয়া।
পাপিষ্ঠ শকুনি বাক্যে না দিলে ছাড়িয়া।
ভাই হ'য়ে চণ্ডাল হইলে মহারাজ।
এতেক করিয়া ভাই কি করিলে কাজ॥
রাজার ক্রন্দন দেখি সকল সমাজ।
পঞ্চালক সোম আর যত মহারাজ॥
কান্দয়ে সকল লোক যুধিষ্ঠির সনে।
ভূমে গড়াগড়ি যান রাজা দুর্য্যোধনে॥
কান্দিলেন যুধিষ্ঠির শোকে মনোদুঃখে।
জানুপরে শির দিয়া কাঁদে অধোমুখে॥
ভ্রাতৃবধ তাপে ধৈর্য্য ধরা নাহি যায়।
ভাই ভাই বলি রাজা কাঁদে উভরায়॥
রাজপাট সিংহাসন সকল ত্যজিয়া।
ভূমেতে লোটাও ভাই জ্ঞান হারাইয়া॥
কুবুদ্ধি শুনিয়া ভাই না শুনিলে বোল।
গুরুবাক্য না শুনিয়া যমে দিলে কোল॥
রাজার লক্ষণ ভাই আছিল তোমাতে।
তোমা হেন সত্যবাদী নাহি অবনীতে॥
সমর সাগর ঘোর দেখি লাগে ভয়।
একাকী করিলে রণ তুমি মহাশয়॥
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে।
পুত্রশোক ধৃতরাষ্ট্র সহিবে কেমনে॥
কি বলিয়া প্রবোধিব গান্ধার জননী।
কি বলিয়া আশ্বাসিব যতেক রমণী॥

এতেক বিলাপ করে ধর্ম্ম নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধেন আপনি শ্রীপতি॥
কি কারণে ক্রন্দন করহ গুণনিধি।
এই দুর্য্যোধন রাজা দুষ্টের জলধি॥
সে কালে এ দুষ্ট না ধরিল কার' বোল।
এখন সে মহাতাপে মৃত্যু দিল কোল॥
একবস্ত্র রজঃস্বলা দ্রুপদকুমারী।
সভামধ্যে আনে তারে উপহাস করি॥
জতুগৃহে পোড়াইল তোমা পঞ্চজনে।
ভীমে বিষ দিল দুষ্ট নিধন কারণে॥
অনেক পাপেতে রিপু গেল রসাতল।
হেন ছারে বল ধর্ম্ম ভাই মহাবল॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্য্যোধনের কোপ।

এতেক বলেন যদি দেব নারায়ণ।
শুনি দুর্য্যোধন হ'ল অতি ক্রুদ্ধমন॥
বাহুযুগ পৃথিবীতে ঝাঁকি দিয়া ভর।
হাঁটু অরোপিয়া ভূমি বলে নৃপবর॥
কহিতে লাগিল চাহি কৃষ্ণের বদন।
বুঝিলাম নিজে মন্ত্রী তুমি নারায়ণ॥
কহিলে অর্জ্জুনে তুমি উপদেশ বাণী।
ভীমে জানাইল পার্থ চক্ষুকোণ হানি॥
তোমার আদেশ মতে পাপী পাণ্ডুসুত।
অন্যায় সমরে বীর মারিল বহুত॥
কর্ণ ভূরিশ্রবা সোমদত্ত গুরু দ্রোণ।
অন্যায় সমরেতে মারিলা নারায়ণ॥
তোমার চরিত্র আমি ভালমতে জানি।
পাণ্ডবের পক্ষ তুমি চিন্ত মম হানি॥
ধিক্ ধিক্ তোমার জীবন অকারণ।
যেন আমি তেন তব পাণ্ডুর নন্দন॥
তুমি সে মারিলা মম সকল সমাজ।
আমারে মারিয়া তুমি সাধিলা কি কাজ॥
এত শুনি কেশব বলেন অতিশয়।
শুন দুষ্ট দুরাশয় গান্ধারী তনয়॥
আপনি মরিলে তুমি অধর্ম্মের ফলে।
দ্রৌপদী সতীরে চাহ করিবারে কোলে॥

তোর যত অধর্ম্মে মরিল রাজগণ ।
ভূরিশ্রবা দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ মহাজন ॥
করিলে অধর্ম্ম যত তাহা পড়ে মনে ।
অভিমন্যু সপ্তরথী মারিলে যখনে ॥
আপনি তোমার ঠাঁই গেলাম যখন ।
যুধিষ্ঠির লাগি পঞ্চ গ্রামের কারণ ॥
অঙ্গুলি প্রমাণ নাহি দিলে বসুমতি ।
এখন বান্ধব হৈল ধর্ম্ম নরপতি ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে দুর্য্যোধন ।
না জানি মাধব তব বীরত্ব কেমন ॥
জানিনু পুরাণ বেদশাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম ।
জগতে না দেখি কেহ করে হেন কর্ম্ম ॥
ক্ষত্র হ'য়ে ক্ষত্রধর্ম্ম করিনু পালন ।
এবে চলিলাম সঙ্গে ল'য়ে রাজগণ ॥
বিধবা লইয়া রাজ্য কর যুধিষ্ঠির ।
স্বর্গেতে লইয়া যাই যত সব বীর ॥
দুর্য্যোধন নৃপতির শুনিয়া উত্তর ।
মহাকোপে বলিলেন দেব হলধর ॥
অন্যায় সমর আজি করি আকর্ষণ ।
দুর্য্যোধন মহারাজে করিল নিধন ॥
এত বলি ক্রোধে কম্পে নাহি পরিমাণ ।
লাঙ্গল ধরেন হাতে সুমেরু সমান ॥
দারুণ প্রহারে মারি ভীম দুরাচার ।
অনিয়ম যুদ্ধ করে অগ্রেতে আমার ॥
এত বলি লাঙ্গল যুড়িল হলধর ।
দেখিয়া পাইল ভয় যত চরাচর ॥
সশঙ্ক হইয়া কহিলেন নারায়ণ ।
কোপ দূর কর প্রভু করি নিবেদন ॥
একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদী সুন্দরী ।
সভামধ্যে তাহারে আনিল কেশে ধরি ॥
আনিয়া বসাবে বলি নিজ উরু'পর ।
সেই দিন প্রতিজ্ঞা করিল বৃকোদর ॥
হেন কর্ম্ম করে দুষ্ট গোচরে আমার ।
সেই হেতু ভীম উরু ভাঙ্গিল উহার ॥

পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত ।
আপনি এ সব কথা না আছ বিদিত ॥
আর কিছু পূর্ব্বকথা শুন হলধর ।
মৈত্রেয় নামেতে ছিল এক ঋষিবর ॥
তার স্থানে অপরাধী ছিল দুর্য্যোধন ।
মৈত্র ঋষি অভ্যন্তরে ছিল কোপমন ॥
তেজস্বী মৈত্রেয় ঋষি দিল তারে শাপ ।
ভীম তোর উরু ভাঙ্গি ঘুচাইবে তাপ ॥
সত্য অঙ্গীকার ভীম কৈল সে কারণ ।
কুরুপতি উরু ভাঙ্গি করিল নিধন ॥
ক্ষত্র হ'য়ে ক্ষত্রধর্ম্ম রাখে আপনার ।
ইহাতে করিতে ক্রোধ না হয় তোমার ॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধ সম্বরেণ রাম ।
দুর্য্যোধনে প্রশংসা করেন অবিশ্রাম ॥
নিন্দা করি ভীমেরে বলেন বার বার ।
ধিক্ ধিক্ ভীমসেন জীবনে তোমার ॥
আপনার বীরত্ব দেখালে ভালমতে ॥
অন্যায় সমরে খ্যাতি রাখিলে জগতে ॥
আছিলেন দুর্য্যোধন রণ পরিহরি ।
তুমি তারে মারিলে অন্যায় যুদ্ধ করি ॥
হেন ছার সভাতে বসিতে না যুয়ায় ।
এত বলি রথে চড়ি যান যদুরায় ॥
দুর্য্যোধন রণ দেখি দেবগণ তুষ্টি ।
হরিষে বর্ষণ করিলেন পুষ্পবৃষ্টি ॥
নৃপগণে লইয়া গেলেন ধর্ম্মরাজ ।
বিষণ্নবদনে যান শিবিরের মাঝ ॥
যার যেই শিবিরে গেলেন সর্ব্বজন ।
বেলা অবসান, অস্ত হইল তপন ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত সমান ।
অবহেলে শুনিলে বাড়িয়ে দিব্যজ্ঞান ॥
যতেক আছয়ে তীর্থ পৃথিবীমণ্ডলে ।
তার ফল লভে মহাভারত শুনিলে ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত ।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত ॥

গদাপর্ব্ব সমাপ্ত ।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অশ্বত্থামার পাণ্ডবনাশার্থ প্রতিজ্ঞা

জন্মেজয় বলিলেন কহ মুনিবর।
কোন্ জন কি কর্ম্ম করিল অতঃপর॥
মুনি বলে দ্রোণপুত্র রাজার সাক্ষাতে।
মহা অহঙ্কার করি লাগিল বলিতে॥
অবধান মহারাজ কৌরব-ঈশ্বর
এক কথা কহি আমি তোমার গোচর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর শল্য আদি বীরে।
সেনাপতি করিয়া পূজিলা সমাদরে।
কোন্ কর্ম্ম তোমার করিল কোন্ জন।
সবে পাণ্ডবের পক্ষ জানিহ রাজন॥
সে কারণে তোমার না হৈল কিছু হিত।
মম ইচ্ছা হয়, কিছু করিব বিহিত॥
তব অপমান আমি সহিতে না পারি।
সেনাপতি কর মোরে কুরু-অধিকারী॥
আমার বীরত্ব তুমি জান ভালমতে।
কোন্ জন যুঝিবেক আমার অগ্রেতে॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
মম সনে বিবাদে তরিবে কোন জন॥
একদিন যুক্তি না করিলে মম সনে।
আপন বৈভব তুমি নাশিলা আপনে॥
জনম অবধি আমি তোমার পালিত।
সে কারণে করিবারে চাহি তব হিত॥
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন নরনাথ।
পাঞ্চাল পাণ্ডবে আজি করিব নিপাত॥
দ্রৌণির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু বলিয়া করেন নিবেদন॥
যে সব কহিলা মোরে গুরুর নন্দন।
পাণ্ডবের প্রিয় সবে বুঝিনু এখন॥
আর কেহ নাহি মম শুন মহাশয়।
আপনি যদ্যপি মম ঘুচাও সংশয়॥
সেনাপতি তোমারে করিব আজি আমি।
যদবধি আছি, কিছু হিত কর তুমি॥
রাজার বিনয় শুনি দ্রোণের নন্দন।
গর্ব্ব করি বলিল নাশিব সর্ব্বজন॥
কৌরবের পতি শুনি এতেক বচন।
কৃপেরে চাহিয়া তবে বলিছে তখন॥
শীঘ্রগতি জল আনি দেহ মহামতি।
আজি গুরুপুত্রেরে করিব সেনাপতি॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
দুই বীর চলিলেক জলের কারণ॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চলিল তখনি।
জল অন্বেষণ করে আঁধার রজনী॥

স্থানে স্থানে ভ্রমে, জল খুঁজিয়া না পায় ।
একত্র হইয়া দোঁহে ভাবেন উপায় ॥
রাজার বচনে আসি জল অন্বেষণে ।
জল নাহি পাই কি করিব দুই জনে ॥
বলিলেন কৃপ, শুন আমার বচন ।
যুদ্ধকালে এনেছিল জল সৈন্যগণ ॥
সেই জল বিনা আর না দেখি উপায় ।
এত বলি দুইজন চলিল তথায় ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত ।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত ॥

অশ্বত্থামাকে সেনাপতির অভিষেক ।

হেম কলসেতে বারি ল'য়ে দুইজন ।
রাজার নিকটে যায় আনন্দিত মন ॥
যথায় আছয়ে রাজা তথায় চলিল ।
দুর্য্যোধন নিকটেতে জল আনি দিল ॥
দেখি আনন্দিত অতি কৌরবের পতি ।
অভিষেক করিতে উঠেন শীঘ্রগতি ॥
উরু ভাঙ্গি পড়িয়াছে উঠিতে না পারে ।
স্পর্শ করি দিল বারি অশ্বত্থামা করে ॥
আপনি লইয়া বারি ঢালিলেক শিরে ।
এইরূপে সেনাপতি করিল দ্রৌণীরে ॥
বিদায় হইয়া তবে বীর তিনজন ।
পাণ্ডব শিবিরে যান সত্বর গমন ॥
ঘোর অন্ধকার নিশি পথ নাহি চিনি ।
ধীরে ধীরে চলি যায়, শব্দ নাহি শুনি ॥
হেনমতে কতদূর যায় তিনজন ।
বৃক্ষতলে বসি করে কথোপকথন ॥
হেনকালে রাজা সেই বৃক্ষের উপরে ।
দারুণ সঞ্চান পক্ষী পান দেখিবারে ॥
জাগি রহিয়াছে সেই ভক্ষণের তরে ।
নিদ্রিত সকল পক্ষী সকল সংসারে ॥
দেখিয়া উপায় পেয়ে বলে অশ্বত্থামা ।
এক বুদ্ধি পাইলাম কৃপাচার্য্য মামা ॥
কহিতে লাগিল পরে দ্রোণের কুমার ।
পাঞ্চাল পাণ্ডবে আজি করিব সংহার ॥
এইমত অশ্বত্থামা কহি দুই বীরে ।
হরষিত হ'য়ে যায় পাণ্ডব-শিবিরে ॥
রণজয় করিয়া হরিষ বড় মনে ।
সুখে নিদ্রা যায় সব পাণ্ডব-নন্দনে ॥
এইকালে তিনজন উত্তরিল তথা ।
বীরদর্প করি দ্রোণি কহিলেন কথা ।
সবংশে পাণ্ডবে আজি মারিব সমূলে ।
একজন না রাখিব পাণ্ডবের কুলে ॥
বলিলেন কৃপ ইহা না হয় উচিত ।
নিদ্রিত জনেরে নাহি মারি কদাচিত ॥
ভয়ার্ত্ত শরণাগত নিদ্রিত যে জন ।
কখন না হেন জনে করি প্রহরণ ॥
নিষেধ না মানি ইহা যেই জন করে ।
পঞ্চম পাতকী মধ্যে গণি যে তাহারে ॥
আমার বচন তুমি শুন সাবধানে ।
হেন কর্ম্ম বাসনা না কর কদাচনে ॥
আপন কুকর্ম্মে মজিলেক দুর্য্যোধন ।
ধার্ম্মিক পাণ্ডবে হিংসা করে অনুক্ষণ ॥
পাণ্ডবের সহায় সম্পদ নারায়ণ ।
তাহার অহিত করি জীবে কোন জন ॥
দুর্য্যোধন হিতাহিত বিচারিয়া মনে ।
যত শক্তি আছিল যুঝিল প্রাণপণে ॥
তখন নারিলে যুদ্ধ করিবে এখন ।
দুর্ব্বদ্ধি ছাড়িয়া তাত স্থির কর মন ॥
পিতৃবৈরী যদি চাহ করিতে নিধন ।
রণ মধ্যে ধরি বাপু কর নিপাতন ॥
সৎকর্ম্ম করিবে তাত মনে বিচারিলে ।
অসৎপথে পদার্পণ কিহেতু করিলে ॥
সৎকর্ম্ম সাধন তাত করহ যতনে ।
অসৎকর্ম্ম করিবারে ইচ্ছা কেন মনে ॥
এখন যে কহি আমি শুন সাবধানে ।
তিনজন চল যাই ধৃতরাষ্ট্র স্থানে ॥
সবাকার অধিকারী হন অন্ধরাজ ।
সে যেমত কহিবে করিব সেই কাজ ॥
সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা অমৃতের ধার ।
কাশী কহে শুনিলে এ ভব হবে পার ॥

শিবিরের দ্বারে অশ্বত্থামার শিবদর্শন।

কৃপের বচন শুনি দ্রোণের নন্দন।
ই চক্ষু রক্তবর্ণ কহিছে বচন ॥
রিয়াছি প্রতিজ্ঞা রাজার বিদ্যমানে।
কল করিব নষ্ট তোমার বচনে ॥
ত্রধর্ম্ম আছে হেন কহে জ্ঞানিজন।
ত্র হ'য়ে করিবেক প্রতিজ্ঞা পালন ॥
্রোণি বলে যাব আমি শিবির ভিতর।
র ছাড়ি দেহ যদি প্রাণে থাকে ডর ॥
নিয়া কহেন শিব ছদ্মবেশধারী।
রী রক্ষা করি আমি হইয়া দুয়ারী ॥
কেশ্বর আছি আমি দ্বারের রক্ষণে।
মা না জিনিয়া পুরে যাইবে কেমনে ॥
নিয়া কুপিত দ্রৌণি মারে নানা বাণ।
্ব মেলি সে সব গিলেন ভগবান ॥
ত বাণ এড়ে দ্রৌণি খান্ ত্রিলোচন।
খিয়া বিস্ময় মানে দ্রোণের নন্দন ॥
ন্য তূণ হৈল আর অস্ত্র নাহি তাতে।
স্ময় মানিয়া দ্রৌণি লাগিল ভাবিতে ॥
মান্য মনুষ্য নাহি হবে এইজন।
ণ গিলে নর হ'য়ে, না দেখি এমন ॥
জ্ঞাসা করিল তবে দ্রোণের নন্দন।
ক নিবেদন মম শুন মহাজন ॥
ক্ষণ আমার অস্ত্র আপনি গিলিলা।
ত বাণ খেয়ে কিছু ব্যথিত নহিলা ॥
ন্য হৈল তূণ মম, বাণ নাহি আর।
তামার চরিত্র দেখি লাগে চমৎকার ॥
কান্ দেব তুমি হও কহ মহাশয়।
নুগ্রহ করি নাশ করহ সংশয় ॥
তেক বলিল যদি দ্রোণের নন্দন।
বোধিয়া তাহারে কহেন ত্রিলোচন ॥
াহি জান দ্রোণপুত্র আমি কোনজন।
ভুনাথ নাম মম জানে বিশ্বজন ॥
র্ত শুনি কহে দ্রৌণি যোড় করি হাত।
পা করি মোরে দ্বার ছাড় বিশ্বনাথ ॥
ধূর্জ্জটি বলেন ইহা কেমনে পারিব।
পাণ্ডবের আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে নারিব ॥
চিন্তিত হইল দ্রৌণি শুনিয়া বচন।
ভাবে মনে উপায় কি করিব এখন ॥
কি করিব কি হইবে ভাবে দ্রৌণি বীর।
শিব পূজা করিব অন্তরে করে স্থির ॥
এত বলি গড়ে লিঙ্গ মৃত্তিকা লইয়া।
বিশ্বনাথে অর্চ্চিলেন বিল্বপত্র দিয়া ॥
শত্রুরে করিয়ে ক্ষয় অশেষ প্রকারে।
বলে ছলে কৌশলে নাশিব অকাতরে ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম লইয়াছি ব্রাহ্মণ হইয়া।
রাখিব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রিপু সংহারিয়া ॥
আমারে মন্ত্রণা দিলা নিজশক্তিমত।
কেবা এত অজ্ঞান করিবে সেইমত ॥
দুরাচার রিপু মম দ্রুপদ-নন্দন।
অন্যায় সমরে তাতে করিল নিধন ॥
সেই কোপে আজিও আমার তনু জ্বলে।
নিতান্ত বধিব আজি নিজ বাহুবলে ॥
তাহে যেইজন তার হইবে সহায়।
তার সহ মারিয়া পাঠাব যমালয় ॥
যেই দিন ধৃষ্টদ্যুম্ন নাশিলেক তাতে।
অঙ্গীকার করিয়াছি সবার সাক্ষাতে ॥
ব্রহ্মবধী পাতকী অধম দুরাচার।
তাহাকে মারিতে হেন উদ্যম আমার ॥
পাঞ্চাল পাণ্ডবে আমি করিব নিধন।
পরিতুষ্ট হইবে ভূপতি দুর্য্যোধন ॥
হর্ত্তা কর্ত্তা অন্নদাতা জনম অবধি।
প্রাণপণ করিয়া তাহার কার্য্য সাধি ॥
গৃহমধ্যে শ্রেষ্ঠ যেইজন অন্নদাতা।
তাহারে তুষিতে পাপ নাহিক সর্ব্বথা ॥
দুর্য্যোধনে তুষিব মারিব পিতৃবৈরি।
সন্তুষ্ট হইবে মোরে কুরু অধিকারী ॥
এত বলি গর্জ্জে বীর দ্রোণের নন্দন।
নিঃশব্দে রহেন কৃপ না কহে বচন ॥
মহাবেগে যান দ্রৌণি অতি ক্রোধমনে।
পাছু পাছু দুইজনে চলে তাঁর সনে ॥

শিবের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ। [পৃষ্ঠা—৬৯৯

শিবির নিকটে উত্তরিল তিন জন।
পশিতে বিরোধী হৈল নর এক জন॥
বিভূতি ভূষণ তার অঙ্গে ফণিহার।
চতুর্ভুজ ত্রিলোচন শিরে জটাভার॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করেতে ডম্বুর।
দিব্যরূপ দ্বারে বসি আছে মহাশূর॥
এইরূপে দ্বার রক্ষা করেন শঙ্কর।
নিষেধ করেন তারে যাইতে ভিতর॥
গঙ্গাজলে পুষ্প দিয়া করিল অর্চ্চন।
পূজা সারি স্তব করে দ্রোণের নন্দন॥
কাশীরাম দাস কহে শুন সর্ব্বজন।
যেইরূপ স্তব করে দ্রোণের নন্দন॥

অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক শিবের স্তব।

শুন প্রভু দিগম্বর, বাঞ্ছা পূর্ণ কর হর,
আমি দীন হীন অভাজন।
ক্ষমা কর দোষ যত, আমি তব অনুগত,
নাহি জানি ভজন পূজন॥
আকাশ পাতাল ভূমি, স্থাবর জঙ্গম তুমি,
দশ দিক অষ্ট কুলাচল।
ক্ষিতি অপ তেজঃ ব্যোম,পবন ভাস্কর সোম,
তব মূর্ত্তি বিশেষ সকল॥
কি কব তোমার তত্ত্ব, তুমি রজঃ তুমি সত্ত্ব,
তমোগুণে করহ সংহার।
পড়িয়াছি এই দায়, উদ্ধার করহ তায়,
তোমা বিনা কেবা আছে আর॥
ভজনবিহীন জন, হের প্রভু ত্রিলোচন,
লজ্জা রক্ষা কর এইবার।
কাতর এ দীন জানি, কৃপা কর শূলপাণি,
তোমা বিনা গতি কি আমার॥
সুমতি কুমতি দাতা, তুমি সবাকার ধাতা,
পাষণ্ড কি জানিবে মহিমা।
ভক্তজনে জানে তত্ত্ব, ও চরণে সদা মত্ত,
গুণাতীত গুণে নাই সীমা॥
তব ভক্ত যেই জন, তার নহে দুঃখী মন,
সদা সুখে বঞ্চে চিরকাল।
অভক্ত তোমার যেই, সদা দুঃখে মরে সেই,
বদ্ধ থাকে নাহি কাটে কাল॥
জ্ঞানোদয় নাহি হয়, সদা অন্ধকারময়,
বৃথা সেই ভ্রমে অবিরত।
না বুঝে ধর্ম্মের মর্ম্ম, যেমতে আপন কর্ম্ম,
ফল পায় সেই সেইমত॥
যদি জ্ঞান হয় তার, তবে ঘুচে অন্ধকার,
তব পদ আশ্রয় করিলে।
দিনে দিনে বাড়ে মান, পুনঃ হয় পুণ্যবান,
ভক্তিতে কেবল ইহা মিলে॥
এমন নামের গুণ নির্গুণের জন্মে গুণ,
গুণিগণে অধিক বাহুল্য।
অনায়াসে মুক্ত হয়, যেই জন নাম লয়,
পৃথিবীতে নাহি তার তুল্য॥
এত বলি দ্রোণপুত্র, স্তব করি শুদ্ধচিত্ত,
মহেশের ভুলাইল মন।
সদয় হইয়া হর, তারে কন নিতে বর,
কি বাসনা বলহ এখন॥
দ্রৌণি বলে এই বর, দেহ দেব দিগম্বর,
বাঞ্ছা পূর্ণ যেন মম হয়।
করি গিয়া শত্রুনাশ, দ্বার ছাড়ি কৃত্তিবাস,
এই বর দেহ মহাশয়॥

অশ্বত্থামার শিবিরে প্রবেশ ও ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বধ।

গিরিশ বলিল ইহা করিতে না পারি।
পুরী রক্ষা করি আমি হইয়া যে দ্বারী॥
এ বর ছাড়িয়া মাগ যাহা লয় মন।
দ্রৌণি বলে অন্য বরে নাহি প্রয়োজন॥
যদি কদাচিৎ এই বর নাহি দিবে।
বলিদান গ্রহণ করহ দেব তবে॥
দিব্য অস্ত্র যুড়ি অগ্রে জ্বালিল অনল।
পুড়িয়া মরিতে যায় দ্রৌণি মহাবল॥
বহু স্তব করিতে সে না করিল ত্রুটি।
নিবারিয়া বর মাগ বলিলা ধূর্জ্জটি॥
দ্রৌণি বলে যদি বর দিবে ত্রিলোচন।
কৃপায় করহ মম প্রতিজ্ঞা পূরণ॥

স্তবে বশ শঙ্কর দিলেন সেই বর।
পুনরপি বলে দ্রৌণি যুড়ি দুই কর॥
আর এক অনুগ্রহ কর শূলপাণি।
কৃপা করি দেহ মোরে তব খড়্গখানি॥
খড়্গ দিয় অন্তরে গেলেন পশুপতি।
কৃপেরে চাহিয়া বলে দ্রৌণি মহামতি॥
দ্বার আগুলিয়া দোঁহে রহ এইখানে।
কাটিও তাহার মাথা আসিবে যে জনে॥
খড়্গ হস্তে শিবিরে পশিল বীরবর।
নিদ্রাগত ধৃষ্টদ্যুম্ন খট্টার উপর॥
পিতৃবৈরী পেয়ে বীর মহাকোপমনে।
হাসিয়া ধরিল তবে পাঞ্চাল-নন্দনে॥
দ্রৌণিরে দেখিয়া বীর বিষণ্ণ বদন।
গদগদস্বরে বলে পাঞ্চাল-নন্দন॥
খড়্গে মুণ্ড কাটি মোরে না কর নিধন।
যুদ্ধ করি কর বীর স্বকার্য্য সাধন॥
দ্রৌণি বলে ব্রহ্মবধী দুষ্ট দুরাচার।
পশুবৎ করি তোরে করিব সংহার॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন কহে আরবার।
বিনা যুদ্ধে না মারিহ দ্রোণের কুমার॥
যুদ্ধেতে হইলে মৃত্যু স্বর্গেতে গমন।
এই কার্য্য কর বীর দ্রোণের নন্দন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-বচন শুনিয়া নাহি শুনে।
বজ্রমুষ্টি কীল তায় মারে ক্রোধমনে॥
হস্ত পদ উদরেতে করিল প্রবেশ।
পশুবৎ করিয়া ভাঙ্গিল মধ্যদেশ॥
ভীম যেন কীচকেরে করিল সংহার।
সেইমত করিলেন কুষ্মাণ্ড আকার॥
একেশ্বর দ্রোণপুত্র মারে সবাকারে।
নিশাযোগে ঘোর রণ শিবির ভিতরে॥
হাহাকার মহাশব্দ হয় আচম্বিতে।
প্রাণভয়ে পলাইতে চাহে দ্বারপথে॥
অসি হস্তে দুইজন রক্ষা করে দ্বার।
বাহির হইতে তারা করয়ে সংহার॥
বিপাকে পড়িয়া তারা না দেখে নিষ্কৃতি।
ঘোর রণ করে সবে দ্রৌণির সংহতি॥

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রণেতে প্রচণ্ড।
কাটিল সকল সেনা করি খণ্ড খণ্ড॥
দাবানল বন যেন করয়ে দাহন।
সেইমত কাটে সেনা দ্রোণের নন্দন॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ছিল এক ঘরে।
এক ঠাঁই শুয়েছিল পঞ্চ সহোদরে॥
হাত বুলাইয়া দেখে দ্রোণের নন্দন।
ভাবিল পাণ্ডব এই ভাই পঞ্চজন॥
মুখে বস্ত্র বান্ধিয়া কাটিয়া পাড়ে শির।
একে একে পঞ্চমুণ্ড কাটে দ্রৌণি বীর॥
পঞ্চমুণ্ড বসনে বান্ধিয়া দ্রোণসুত।
পাণ্ডবে জিনিয়া মনে বড় হর্ষযুত॥
জাগিয়া শিখণ্ডী ধনুর্ব্বাণ নিল হাতে।
করয়ে দারুণ যুদ্ধ দ্রৌণির সহিতে॥
বাণে বাণ নিবারয়ে দ্রোণের কুমার।
এইরূপে মহাযুদ্ধ করে মহামার॥
তীক্ষ্ণ অসি ল'য়ে বীর দ্রোণের কুমার।
মণ্ডলী করিয়া যুঝে বীর অবতার॥
ধরাধরি করি দোঁহে করে মহারণ।
মুণ্ডে মুণ্ডে বুকে বুকে চরণে চরণ॥
মল্লযুদ্ধ করি দোঁহে ক্ষিতিতলে পড়ি।
করিয়া অতুল যুদ্ধ যায় গড়াগড়ি॥
কখন উপরে দ্রৌণি শিখণ্ডী কখন।
দোঁহার প্রহারে দোঁহে অতি ক্রোধমন॥
প্রাণপণে শিখণ্ডী মারয়ে দ্রোণসুতে।
নাহি ফুটে অঙ্গে তার দৈববল হৈতে॥
বজ্রমুষ্ট্যাঘাত মারে শিখণ্ডীর মাথে।
ভাঙ্গিল মস্তকখান বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে॥
এইমত শিখণ্ডীকে করিয়া সংহার।
একজন অবশেষে না রাখিল আর॥
পঞ্চমুণ্ড ল'য়ে দ্রৌণি চলে হরষিতে।
দোঁহাকার সঙ্গে আসি মিলিল দ্বারেতে॥
দ্রৌণি বলিলেন মম প্রতিজ্ঞা পূরণ।
পাণ্ডব প্রভৃতি আর নাহি একজন॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
দুর্য্যোধনে দিব, ল'য়ে চলহ ত্বরিতে॥

রাজার নিকটে আসি বীর তিনজন।
দর্প করি কহে কথা দ্রোণের নন্দন ॥
অবধানে কথা শুন রাজা দুর্য্যোধন।
মারিলাম তব শত্রু পাণ্ডুর নন্দন ॥
পাঞ্চাল বিরাট আদি যত বীর ছিল।
সকলে আমার হাতে আজি মারা গেল ॥
যে প্রতিজ্ঞা করিলাম সাক্ষাতে তোমার।
আজি আমি করিলাম পালন তাহার ॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
এক জন না রাখিনু পাণ্ডব-সৈন্যেতে ॥
এত শুনি হরষিত হৈল দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু বলি রাজা বলিল বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

হর্ষ-বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু।

পড়িয়া আছিল রাজা ভূমির উপর।
বাহুযুগে ভর দিয়া উঠিল সত্বর ॥
রিপু নাশ শুনি রাজা তুষ্ট হৈল চিত্তে।
পাণ্ডবের মুণ্ড রাজা চাহিল দেখিতে ॥
ধন্য মহাবীর তুমি গুরুর নন্দন।
আমার পরম কার্য্য করিলে সাধন ॥
পঞ্চমুণ্ড দেহ আমি দেখিব নয়নে।
ভীমের মস্তক আমি ভাঙ্গিব চরণে ॥
শুনি পঞ্চমুণ্ড দ্রৌণি দিল সেইক্ষণে।
হাত বুলাইয়া দেখে রাজা দুর্য্যোধনে ॥
কৃষ্ণার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের আকৃতি।
ভীম বলি সেই মুণ্ড নিল কুরুপতি ॥
দুই করে সেই মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
তিলবৎ মুণ্ড গোটা গুঁড়া হ'য়ে গেল ॥
দেখিয়া কৌরবপতি মানিল বিস্ময়।
পাণ্ডবের মুণ্ড নহে জানিল নিশ্চয় ॥
একে একে পঞ্চমুণ্ড ভাঙ্গে দুর্য্যোধন।
জানিল পাণ্ডব নহে এই পঞ্চজন ॥
পর্ব্বত সদৃশ মম গদা গুরুতর।
কত প্রহারিনু তার মস্তক উপর ॥
পর্ব্বত ভাঙ্গিতে পারে করিয়া আঘাত।
দুরন্ত রাক্ষসগণে করিল নিপাত ॥
মারে বক হিড়িম্ব কির্ম্মীর নিশাচর।
জটাসুর কীচক শতেক সহোদর ॥
হেন ভীমে কাটিতে কি দ্রৌণির শকতি।
এত বলি নিশ্বাস ছাড়িল কুরুপতি ॥
বিষাদ ভাবিয়া কহে দ্রোণের নন্দনে।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ভাই পঞ্চজনে ॥
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য্য সাধিলা।
কুরুকুলে জলপিণ্ড দিতে না রাখিলা ॥
পাণ্ডবে মারিতে পারে কাহার শকতি।
যাহার সহায় হরি কমলার পতি ॥
নির্ব্বংশ করিলে তুমি ভাই পঞ্চজনে।
কুরুকুল বংশহীন হৈল এত দিনে ॥
এত বলি বিষাদ করিল বহুতর।
হরিষ বিষাদে রাজা ত্যজে কলেবর ॥
কাহার শরণ লব কে করিবে ত্রাণ।
তব কর্ম্মদোষে আজি হারাইব প্রাণ ॥
এইরূপে খেদ করি করয়ে বিচার।
দম্ভ করি বলে তবে দ্রোণের কুমার ॥
রণ করি পাণ্ডবে পাঠাব যমালয়।
মারিব পাণ্ডবে আমি কহিনু নিশ্চয় ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র আছে যেই আমার সদনে।
কার শক্তি হইবেক তাহার বারণে ॥
এইমত তিনজনে করিয়া বিচার।
ভাবে রণসিন্ধু মধ্যে কিসে হব পার ॥
এইরূপে তিনজন ভাবিতে লাগিল।
ইতিমধ্যে বিভাবরী প্রভাত হইল।
প্রাণভয়ে তিনজন তথা নাহি রয়।
চলিল নগর মুখে সশঙ্ক হৃদয় ॥
ভারত সৌপ্তিকপর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন ॥

সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র, সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত।

ঐষিকপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবী সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

পঞ্চপুত্রের মৃত্যু শ্রবণে যুধিষ্ঠিরাদির খেদ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ তপোধন।
ধৃষ্টদ্যুম্নে বধি গেল দ্রোণের নন্দন॥
শুনিয়া কি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ তপোধন॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সর্ব্ব সৈন্য বধি গেল রজনী সময়॥
শোকাবেশে রজনী হইল সুপ্রভাত।
ডাকে কাক কোকিল উদয় দীননাথ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথি আছিল নিশাকালে।
জীবন রাখিয়াছিল মড়ার মিশালে।
প্রলয় মানিয়া মনে পাইল তরাস।
দেখিল নিভৃতে রহি সকল বিনাশ॥
রবির প্রকাশে নিশা প্রসন্ন দেখিয়া।
যুধিষ্ঠিরে বার্ত্তা দিতে চলিল ধাইয়া॥
আছে বা না আছে ধর্ম্ম মনের ভাবনা।
উরুতে চাপড় মারে রোদন বিমনা॥
কান্দিতে কান্দিতে গেল যথা ধর্ম্মরাজ।
উপনীত হইয়া কহিছে সভামাঝ॥
অবধান কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
নিশাকালে বধি গেল সব সেনাগণ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি করি যত বীর ছিল।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সহিত মারিল॥
নিশাতে আসিয়া দুষ্ট দ্রোণের নন্দন।
অকস্মাৎ শিবিরেতে করিল গমন॥
নিদ্রায় কাতর ছিল যত সেনাগণ।
একে একে মারিলেক নাহি একজন॥
মৃত সঙ্গে ছিনু আমি করিয়া প্রকার।
বার্ত্তা দিতে আসিয়াছি অগ্রেতে তোমার॥
শুনিয়া করেন খেদ ধর্ম্মের নন্দন।
সকলি করিল নষ্ট দ্রৌণি দুষ্টজন॥
কিরূপে এমন যুদ্ধ হৈল কহ শুনি।
সূতপুত্র বলে অবধান নৃপমণি॥
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কি বলিব আর।
কালি নিশাকালে সৈন্য করিল সংহার॥
কোন দেবে সহায় করিয়া কি আইল।
কোন দেবতায় সাধি এ বর পাইল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরবর।
সংগ্রামের পরিশ্রমে শ্রান্ত কলেবর॥
শিবিরে নিশায় সবে আছিল শয়নে।
আসিয়া দ্রোণের পুত্র বধিল জীবনে॥
যার যত সেনা ছিল সুহৃদ বান্ধব।
একাকী বধিয়া গেল দেখি অসম্ভব॥

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সবার জীবন।
নিদ্রায় কাটিল শির দ্রোণের নন্দন ॥
সংহতি বাহিনী যত ছিল সম্বোধিতে।
সকল মারিল শেষ জান নরপতে ॥
রমণী আছিল যত যাহার সংহতি।
অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া রাখিল মারি লাথি ॥
অশ্বত্থামা দুর্ম্মতির দয়া নাহি প্রাণে।
কাতরে চরণে পড়ে তবু শিরে হানে ॥
অস্ত্র শস্ত্র বিবর্জ্জিত ছিল যত সেনা।
কেহ বা শয়নে ছিল হ'য়ে অচেতনা ॥
কেশে ধরি আনি তার শির ফেলে কাটি।
নিদ্রায় কাতর অতি করে ছটফটি ॥
তোমাকে কহিতে বিধি রাখিল আমায়।
যে ছিল মরিল সবে শুন ধর্ম্মরায় ॥
শুনি রাজা ভূমিতে পড়েন অচেতনে।
যেমন পড়য়ে বৃক্ষ মূলের ছেদনে ॥
সম্বিত পাইয়া রাজা করেন বিলাপ।
কি করিতে কি হইল কত ছিল পাপ ॥
এখন কি করি আর লইয়া ভুবন।
সর্ব্ব শূন্য দেখি এবে সব অকারণ ॥
মুনিগণ সহ ভাল ছিলাম কাননে।
পাপভোগ হয় মম রাজ্যের কারণে ॥
জ্ঞাতি বন্ধুগণ যত শ্বশুর মাতুল।
মায়া হেতু আসি সবে হয় অনুকূল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি হেন সহায় আমার।
কোথায় শিখণ্ডী সখা না দেখিব আর ॥
কুটুম্ব প্রধান মম হিতকারী জন।
বলিষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ছিল দুষ্টের দমন ॥
পুত্র পৌত্র সঙ্গে করি পরম উল্লাস।
আসিয়া আমার কার্য্যে হইল বিনাশ ॥
বুদ্ধিমন্ত মহারাজ অতুল পৌরুষে।
ক্ষিতিতে প্রধান ইন্দ্র গণি যে বিশেষে ॥
সাধিয়া আপন কার্য্য স্বচ্ছন্দ শয়নে।
গুরুপুত্র আসি নাশে ধর্ম্ম নাহি মানে ॥
নাম ধার কত রাজা করেন বিলাপ।
স্বকার্য্য সাধনে মম হৈল মনস্তাপ ॥
অভিমন্যু মরে রণে মহাযুদ্ধ করি।
সেই মহাশোক আমি পাসরিতে নারি ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিদ্রায় আছিল।
মূঢ়মতি অশ্বত্থামা সবারে মারিল ॥
আমার হিতের হেতু ছিল যত জন।
গৃহেতে না গেল সবে হইল নিধন ॥
জননী রমণী যারা আছয়ে আলয়।
কান্দিয়া কতেক নিন্দা করিবে আমায় ॥
এ সব ভাবিয়া মম স্থির নহে মন।
এমন হইল দশা দৈবের ঘটন ॥
বীরশূন্য হইলাম নাহি কিছু সেনা।
বৃথা রাজ্যে কার্য্য নাহি সংসার বাসনা ॥
বাঞ্ছা করি পুনঃ গিয়া বনবাস করি।
তপ আচরণ করি হৈয়া ব্রহ্মচারী ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ মদ্রপতি আদি।
এক এক বীর জিনে পৃথিবী অবধি ॥
সবারে করিনু জয় কৃষ্ণ সহকারে।
কে জানে দুর্দ্দশা শেষে ঘটিবে আমারে ॥
রাজার বিলাপ শুনি কান্দে সর্ব্বজন।
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে করুণ বচন ॥
পিতৃ ভ্রাতৃ আদি করি যত বন্ধুগণ।
এককালে অকস্মাৎ হইল নিধন ॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর বাক্য হরিল চেতনা।
মস্তক উপরে যেন পড়িল ঝন্‌ঝনা ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী পড়ে অশ্রুজল।
ভাই ভাই বলি কান্দে হইয়া বিকল ॥
জয় হেন মানি চিত্তে আনন্দ বিশাল।
তার বিপরীত আজি ঘটাইল কাল ॥
যেমন আনন্দ হৈল তেন নিরানন্দ।
ভাবিয়া কি হবে এবে বিধি কৈল মন্দ ॥
এমত করিবে বিধি জানিব কেমনে।
কৌরব সহিত দ্বন্দ্ব হইল যখনে ॥
সকল করিয়া নাশ আপনি বিনাশ।
পাপ রাজ্যে কার্য্য নাহি যাব বনবাস ॥
উজ্জ্বল হইয়া দীপ্ত হইল নির্ব্বাণ।
আমার বৈভব লাভ তাহার সমান ॥

সেইরূপ সৈন্য ছিল যামিনী শোভনে।
সকল বিনাশ হৈল নাহি দেখি দিনে॥
এককালে নানা শোক উপজিল আসি।
শোক-সিন্ধু মধ্যে আমি তৃণ হেন ভাসি॥
কষ্টভাগ্যে কষ্ট হয় নাহি হয় দূর।
স্বয়ম্বরে পাই দুঃখ দ্রুপদের পুর॥
লক্ষ রাজা স্বয়ম্বরে করিল গমন।
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হইল ইন্দ্রের নন্দন॥
তাহাতে অনেক কষ্ট পাইনু অপার।
কৃষ্ণের কৃপায় তাহা হইল নিস্তার॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হইলেন ধর্ম্মরাজ।
ভুবনে বিখ্যাত হৈল রাজসূয় কাজ॥
ত্রিভুবনে নিমন্ত্রণ হইল সবারে।
কত শত রাজা আসি রহিল দুয়ারে॥
কুবের সম্পদ জিনি হইল বৈভব।
পৃথিবীতে একচ্ছত্র হইল পাণ্ডব॥
জনে জনে বিষয় দিলেন যুধিষ্ঠির।
সম্পদের সংখ্যা নাহি পূর্ণিত মন্দির॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করিল মন্ত্রণা।
শকুনি পাপিষ্ঠে আনি দিলেক যন্ত্রণা॥
পাশা খেলি রাজ্যধন হরিয়া লইল।
সভামধ্যে আমার যে চুলেতে ধরিল॥
বস্ত্রহরণের কষ্ট দিল দুঃশাসন।
কতেক কহিব তাহা না যায় কথন॥
আকর্ষণ করি কেশ টানে পুনঃ পুনঃ।
কেহ কিছু নাহি বলে সকলি বিগুণ॥
দুর্য্যোধন পাপমতি দেখাইল উরু।
এ কারণে ভাঙ্গে ভীম মারি গদা গুরু॥
কর্ণ দুষ্ট আমারে বলিল কুবচন।
মরণ অধিক হৈল না যায় কথন॥
যে কষ্ট হইল তাহা নারি কহিবারে।
অমঙ্গল দেখি অন্ধ চিন্তিল বিচারে॥
আমারে ডাকিয়া অন্ধ দিল বরদান।
ধন রাজ্য দিয়া পুনঃ করিল সম্মান॥
বর পেয়ে নিজ রাজ্যে করিনু গমন।
পুনঃ পাশা খেলি দুষ্ট পাঠায় কানন॥
বনবাসে নানা কষ্ট হইল ভুগিতে।
কত দিনে দুর্য্যোধন বিচারিল চিতে॥
দুর্ব্বাসা মুনিরে পাঠাইল সেই বন।
শিষ্য ষাটি সহস্র লইয়া তপোধন॥
তবে কত দিনে জয়দ্রথে পাঠাইল।
আসিয়া আমার বাসে অতিথি হইল॥
শূন্যঘর দেখি দুষ্ট হরিল আমায়।
ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন আমারে সে দায়॥
অনন্তরে গিয়া আমি বিরাট আলয়।
সৌরিন্ধ্রী হইয়া দুঃখ ভুগিলাম তায়॥
তবে কত দিনে দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি।
আমাকে দিলেক দুঃখ অতি পাপমতি॥
প্রকারে মারিল ভীম রজনী সময়।
তবে পাইলাম রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায়॥
না জানি কি আছে আর বিধাতার মনে।
জটাসুর দিল দুঃখ কাম্যক কাননে॥
বলে ল'য়ে যায় দুষ্ট পৃষ্ঠেতে করিয়া।
তাহাকে মারিল ভীম গদা আস্ফালিয়া॥
তাহাতে পাইনু রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায়।
কত দুঃখ কব আর কহা নাহি যায়॥
এই সব দুঃখ স্মরি জ্বলে বহ্নিজ্বালা।
কত আর নিভাইব হইয়া অবলা॥
এবে শত্রু বিনাশিয়া মনে হৈল আশ।
গত-নিশি আমার ঘটিল সর্ব্বনাশ॥
এখন' জীবন ধরে এই পাপ তনু।
আমার উচিত হয় পশিতে কৃশানু॥
পিতৃ ভ্রাতৃ পুত্রশোকে জ্বলে কলেবর।
যেমন গরল জ্বালা জ্বলিছে অন্তর॥
কান্দিয়া শত্রুর নারী মনে পায় ব্যথা।
তাহার অধিক মোর করিল বিধাতা॥
দ্রৌপদী ক্রন্দন শুনি ভীম ধনঞ্জয়।
অবসন্ন বিষণ্ন দেখেন শূন্যময়॥
বিহ্বল হইয়া পড়ে মাদ্রীর নন্দন।
দ্রৌপদী হইতে করে অধিক ক্রন্দন॥
কোপেতে আকুল হ'য়ে ধর্ম্মের নন্দন।
শিবির দেখিতে রাজা করেন গমন॥

কাক চিল উড়ে পড়ে শিবা কঙ্ক আদি।
খরস্রোতে বহিতেছে শোণিতের নদী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অশ্বত্থামার মুণ্ডচ্ছেদনার্থ ভীমের যাত্রা।

শিবির দেখিয়া রাজা দুঃখ অসম্ভব।
অশ্রু বহে নেত্রে কান্দে যতেক পাণ্ডব ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি হত দেখি যুধিষ্ঠির।
বিলাপ করেন কত নেত্রে বহে নীর ॥
সকল মরিল রাজ্যে কিবা প্রয়োজন।
বৃথা করিলাম এত অসাধ্য সাধন ॥
ভীম বলে রাজা শোক কর অনুচিত।
আপনার কর্ম্মভোগ কে করে খণ্ডিত ॥
আপনি থাকিলে সর্ব্ব পাবে মহাশয়।
অকারণে কর শোক ইতরের প্রায় ॥
কর্ম্মবশে জন্ম মৃত্যু হয় পুনঃ পুনঃ।
কোথা ছিলে কোথা যাবে তাহা নাহি গণ ॥
কর্ম্মবশে আসি মিলে কেহ নহে কার।
জন্মিলেই মৃত্যু আছে নহে খণ্ডিবার ॥
যে মরিল সে চলিল যথা কর্ম্মভোগ।
কেবল শরীর ছাড়ে দৈবের সংযোগ ॥
কালপূর্ণ হৈলে পরে কে রাখিতে পারে।
কত শত মহারাজ পুনঃ পুনঃ মরে ॥
অষ্টাদশ দিন যুদ্ধ করিয়া সকলে।
সকলে জিনিয়া মৃত্যু হৈল নিশাকালে ॥
কালপূর্ণ হৈলে নরে বিধির নির্ব্বন্ধ।
কালেতে সংহার করে শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ ॥
ইথে শোক অনুচিত ভাবিয়া কি কার্য্য।
শাস্ত্রবিজ্ঞ হয়ে হও শোকেতে অধৈর্য্য ॥
অতঃপর দ্রৌপদী কহেন শোকাবেশে।
অশ্বত্থামা মুণ্ড আনি দেহ মম পাশে ॥
দ্রৌণির মস্তকে বদ্ধ আছে এক মণি।
মুণ্ড কাটি সেই মণি যদি দেহ আনি ॥
তবে শোক নিবারণ হয়তো আমার।
নহে ভ্রাতৃ পুত্রশোকে না বাঁচিব আর ॥
শুন ভীম মহাবীর তোমা সম নাই।
বিক্রমে বিশাল তোমা করিল গোঁসাই ॥
সুগন্ধি কুসুমোদ্যানে জিনি যক্ষরাজে।
হিড়িম্বে মারিলে তুমি অরণ্যের মাঝে ॥
ব্রাহ্মণ রক্ষণে বকে করিলে বিনাশ।
কিম্মীরে বধিয়া কৈলে কাননে নিবাস ॥
জয়দ্রথ ভয় হৈতে করিলে উদ্ধার।
কীচকে বধিয়া মান রাখিলে আমার ॥
এখন এ শোকসিন্ধু মধ্যে ডুবে মরি।
রক্ষা কর আমারে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি ॥
দুঃশাসন রক্তপান কৈলে রণমাঝে।
উরুভাঙ্গি ভূমেতে পাড়িলে কুরুরাজে ॥
প্রতিজ্ঞা পূরণে গদাঘাত কৈলে শিরে।
সমুদ্র তরিয়া মরি গোক্ষুরের নীরে ॥
আমার বচন ধর বধ অশ্বত্থামা।
সকল নিষ্ফল হৈল তোমার মহিমা ॥
এখন উচিত হয় এই সব কথা।
শীঘ্র মোরে আনি দেহ দ্রোণপুত্র-মাথা ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া রাক্ষসের কর্ম্ম করে।
নিদ্রাগত পেয়ে দুষ্ট সকলে সংহারে ॥
তাহার বিনাশে নাহি ব্রহ্মবধ ভয়।
অধর্ম্ম করিল সেই দুষ্ট দুরাশয় ॥
কান্দিতে কান্দিতে এত দ্রৌপদী কহিল।
অনুমতি হেতু ভীম ধর্ম্মে জানাইল ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এই সে উচিত।
কর্ম্ম অনুসারে শাস্তি শাস্ত্রের বিহিত ॥
এত শুনি ভীমবীর রথ আরোহিয়া।
নকুলে সারথি করি চলিল ধাইয়া ॥
ভীমের এতেক সজ্জা আরম্ভ দেখিয়া।
গোবিন্দ বলেন ধর্ম্মরাজে সম্বোধিয়া ॥
অশ্বত্থামা বিনাশে পাঠাও বৃকোদরে।
বিচার না করি রাজা মুক্ত দিলে তাঁরে ॥
অসাধ্য সাধন তেঁই সিদ্ধি অসম্ভব।
সংসার বিজয়ী সে, কে করে পরাভব ॥
পরাক্রম তাহার কি না আছ-বিদিত।
না বুঝিয়া হেন কর্ম্ম কর বিপরীত ॥

ত্রিলোকেতে সেই একা মহাধনুর্দ্ধর।
পরাক্রম করি জিনে সব চরাচর॥
কি করিবে ভীম তার করি মহারণ।
ভীম হৈতে না হইবে তাহার দমন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি, যবে ছিলা বনে।
অশ্বত্থামা নিরবধি ভ্রমিত কাননে॥
দৈবে একদিন গেল দ্বারকা ভুবনে।
দেখিয়া বান্ধবগণ হরষিত মনে॥
বিক্রম করিয়া বলে আমার সাক্ষাতে।
ব্রহ্মশির অস্ত্র আমি জানি ভালমতে॥
তাহা লৈয়া চক্র মোরে দেহ চক্রপাণি।
ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি হেন অস্ত্র জানি॥
অব্যর্থ আমার অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
ইহা লৈয়া চক্র মোরে দেহ নারায়ণ॥
উপরোধ হেতু আর দেরী না করিয়া।
দ্রৌণিকে দিলাম চক্র তখনি আনিয়া॥
তুলিতে নহিল শক্ত রাখি চক্রধর।
কহিল না লব চক্র রাখ চক্রধর॥
ইহার অধিক মম আছে ব্রহ্মশির।
বজ্রদণ্ডে জিনি আমি শুন যদুবীর॥
পৃথিবী সংহার দেব কর এই বাণে।
কাহারে না দিয়া অস্ত্র দিল মম স্থানে॥
করিলাম জিজ্ঞাসা সে দ্রোণের নন্দনে।
তবে চক্র চাহ কেন আমার সদনে॥
অশ্বত্থামা বলে তোমা জিনিবার মনে।
অস্ত্র হৈতে শ্রেষ্ঠ চক্র জানিনু এক্ষণে॥
কার্য্য নাহি তোমা সহ বিবাদে আমার।
এত বলি তথা হৈতে কৈল আগুসার॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই শুন মহাশয়।
বুঝিয়া করিবা কার্য্য যেবা মনে লয়॥
দ্রোণপুত্র দুরাত্মা সে ক্রোধন চঞ্চল।
ব্রহ্মশির অস্ত্র তার সদা করতল॥
আমার বচনে তুমি রাখ ভীম বীরে।
শুনিয়া চিন্তিত বড় রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
সকল মজিল রাজ্য কি কার্য্য বিশেষ।
নিশ্চয় মরিব আমি শুন হৃষীকেশ॥
অগ্রে ভীম চলি গেল না শুনি বারণ।
এখন উচিত যাহা কর নারায়ণ॥
তোমা বিনা গতি আর নাহি ত্রিভুবনে।
বল বুদ্ধি পরাক্রম নাহি তোমা বিনে॥
যে হয় উপায় এবে করহ উচিত।
তোমা বিনা পাণ্ডবের অন্য নাহি স্থিত॥
গোবিন্দ বলেন চল ভীমের পশ্চাৎ।
বিলম্ব না কর আর শুন নরনাথ॥
অর্জ্জুন সহিত হরি করিলা গমন।
তাহার পশ্চাতে যান ধর্ম্মের নন্দন॥
রথ রথী পদাতিক চলিল অপার।
নানা বাদ্য কোলাহল হৈল আগুসার॥
অশ্বত্থামা সর্ব্বসৈন্য করিয়া বিনাশ।
ভয়ে পলাইয়া রহে যথা মুনি ব্যাস॥
তথা উপনীত হৈল ভীম মহাবাহু।
অশ্বত্থামা দেখি যেন চন্দ্রে গিলি রাহু॥
বাদ্য শব্দে অশ্বত্থামা কম্পিত হইল।
ভীমের গর্জ্জন শুনি বিস্ময় মানিল॥
ভীমে দেখি অশ্বত্থামা করিল সাহস।
মরণ চিন্তিল মনে রাখিবারে যশ॥
অশ্বত্থামা অস্ত্র ধনু নাহি ধরে করে।
মুষ্টি করি লইল ঈষিকা সব্যকারে॥
মন্ত্র পড়ি ছাড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
নিষ্পাণ্ডবা ক্ষিতি করে প্রতিজ্ঞা তাহার॥
ক্রোধ করি অস্ত্র ছাড়ি করিল গর্জ্জন।
বাণের মুখেতে অগ্নি হয় বরিষণ॥
হেনকালে তথা পার্থ গোবিন্দ আসিয়া।
প্রলয় অনল উঠে সম্মুখে দেখিয়া॥
পার্থেরে কহেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর।
ক্ষণেক থাকিলে সর্ব্ব করিবে সংহার॥
সম্বরণ অস্ত্র জান দ্রোণ-উপদেশে।
সত্বরে সন্ধান পূর অস্ত্রের বিনাশে॥
ক্ষণেক থাকিলে হবে অসাধ্য হে সখা।
প্রলয় অনল উঠে নাহি যাবে রাখা॥
অর্জ্জুন শুনিয়া আইলেন ক্রোধভরে।
করতলে ধরি অস্ত্র সাহসী অন্তরে॥

আগু হৈয়া রথ হৈতে নামি ধনঞ্জয় ।
দাণ্ডাইয়া রহিলেন কারে নাহি ভয় ॥
যোড়হস্তে গুরুপদে করি নমস্কার ।
ধনুক টঙ্কার দেন লোকে চমৎকার ॥
এড়িলেন একবাণ উঠিল আকাশে ।
গর্জ্জন করিয়া যায় দ্রোণপুত্র নাশে ॥
তন্ত্রে মন্ত্রে বাণ এড়িলেক ধনঞ্জয় ।
হইল প্রলয় যুদ্ধ দোঁহেতে দুর্জ্জয় ॥
তিনলোক শব্দে কাঁপে, কাঁপে চরাচর ।
যেন কালদণ্ড বাণ জ্বলে বৈশ্বানর ॥
উল্কাপাত নির্ঘাত সে বাণ হৈতে খসে ।
হইল প্রলয় বড় পৃথিবী বিনাশে ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবৃষ্টি হয় ঘনে ঘন ।
প্রলয় দেখিয়া স্থান ছাড়ে দেবগণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল সর্ব্বলোক ।
মহাশব্দে বন যেন পোড়ায় পাবক ॥
দুই অস্ত্র সম দেখি কেহ নহে ঊন ।
মহাবীর দুইজন কেহ নহে ন্যূন ॥
গিরি বৃক্ষ পোড়ে তাহে প্রাণী কিসে গণি ।
অকালে প্রলয় হয় মানে সর্ব্ব প্রাণী ॥
মহাশব্দে পুড়ি যায়-সব অগ্নিময় ।
সমুদ্র মন্থনে যেন বিষের উদয় ॥
দ্বাদশ সূর্য্যের দীপ্তি প্রলয়ের কালে ।
সেইমত দোঁহে শত শত অস্ত্র ফেলে ॥
জল স্থল পুড়ি যায় যেমত ঝঞ্ঝনা ।
মহা অস্ত্র দোঁহে নাহি সম্বরে আপনা ॥
সর্ব্ব সৃষ্টিনাশ যায় দেখি লাগে ত্রাস ।
হেনকালে আইলা নারদ আর ব্যাস ॥
দুই বাণ মধ্যে রহিলেন দুই মুনি ।
জগতের নিতান্ত বিনাশ অনুমানি ॥
দোঁহারে বলেন ডাকি দুই তপোধন ।
সৃষ্টিনাশ কর কেন কর সম্বরণ ॥
উভয়ে বিবাদে কেন সৃষ্টি কর নাশ ।
কিবা মনে করিয়াছ কহ এক ভাষ ॥
শুনিয়া দোঁহার বাক্য অর্জ্জুন তখন ।
করিলেক আপনার অস্ত্র সম্বরণ ॥

দ্রৌণি ডাকে কহে শক্য নহে নিবারণ ।
ক্রোধে অস্ত্র ছাড়িলাম কি করি এখন ॥
উপরোধ রাখি যদি তোমা দোঁহাকার ।
পাণ্ডবে মারিয়া অস্ত্র আসুক আমার ॥
তবে যদি ক্ষমা করি দোঁহা উপরোধে ।
উত্তরার গর্ভপাত করিব বিবাদে ॥
যেই পুত্র আছে উত্তরার গর্ভবাসে ।
চলিল আমার অস্ত্র তাহার বিনাশে ॥
অর্জ্জুন বলেন কাটি দ্রোণপুত্র শির ।
নহিলে না হবে ক্ষমা শুন যদুবীর ॥
ব্যাস বলিলেন শুন বীর অশ্বত্থামা ।
শিরোমণি দিয়া পার্থে চাহ তুমি ক্ষমা ॥
তব বাণে মরে যদি শিশু গর্ভবাসে ।
তারে জীয়াইব আমি চক্ষুর নিমিষে ॥
মণি দিলে শির ক্ষত হইবে তোমার ।
বৎসর সহস্র তৈলে নহে প্রতীকার ॥
শিরের পীড়ায় তুমি করিবা ভ্রমণ ।
যেমন তোমার কর্ম্ম হইল তেমন ॥
এত শুনি অশ্বত্থামা করিয়া ছেদন ।
শিরোমণি ধনঞ্জয়ে করে সমর্পণ ॥
হেথা দ্রৌণি-বাণ বেগে উঠীল আকাশে ।
বায়ুবেগে উত্তরার গর্ভেতে প্রবেশে ॥
গর্ভে প্রবেশিয়া গর্ভ করিল নিধন ।
প্রবেশ করেন গর্ভে কৃষ্ণ সেইক্ষণ ॥
গর্ভ বিনাশিয়া বাণ হইল বাহির ।
পুনঃ গর্ভ জীবিত করেন যদুবীর ॥
এই মতে শান্ত হৈল অস্ত্র বরিষণ ।
জলেতে নিবৃত্ত যেন হয় হুতাশন ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার ।
কাশী কহে শুনিলে হইবে ভবপার ।

অশ্বত্থামার শিরোমণি পাইয়া দ্রৌপদীর সন্তোষ ।

মস্তক-জ্বলনে দুঃখ অশ্বত্থামা পায় ।
দেখি মুনি ব্যসদেব কহিলেন তায় ॥
যাবৎ তোমার দেহে থাকিবে জীবন ।
শিরোমণি তোমার না হবে কদাচন ॥

পৃথিবীতে নর তৈল মাখিবার কালে।
তব নামে তিনবার আগে দিবে ফেলে॥
সেই তৈল পড়িবেক পৃথিবী উপরে।
তোমার মস্তকেতে পড়িবে মম বরে॥
তাহাতে নিবৃত্ত হবে তোমার জ্বলনি।
নিজস্থানে যাহ, ভয় না করিহ দ্রৌণি॥
তব নামে অগ্রে তৈল যে জন না দিবে।
ব্রহ্মবধ পাতক তাহাকে পরশিবে॥
এইরূপে অশ্বত্থামা দিয়া মণিবর।
বিমনা হইয়া গেল আপনার ঘর॥
ব্যাস নারদেরে ল'য়ে পাণ্ডুপুত্রগণ।
কৃষ্ণ সহ করিলেন শিবিরে গমন॥
পুনর্জন্ম হৈল মনে করে ভীমবীর।
গোবিন্দের সাহায্যে সুস্থির যুধিষ্ঠির॥
জানিলেন কৃষ্ণ হৈতে তরিনু সঙ্কটে।
সতত রাখেন কৃষ্ণ বিঘ্ন যদি ঘটে॥
দ্রৌণির মস্তক মণি লইয়া সত্বর।
দ্রৌপদীর নিকটে গেলেন বৃকোদর॥
অগ্রে শিরোমণি রাখি কহেন বৃত্তান্ত।
ভাগ্যে রক্ষা পাইলাম এবার নিতান্ত॥
দ্রৌপদী বলেন মম গেল পরিতাপ।
দুঃখের কারণ মম ছিল পূর্ব্ব পাপ॥
মণি আনি দিয়া তুষ্ট করিলে আমারে।
আমা প্রতি মন আছে কহিনু তোমারে॥
এই মণি মহারাজ করুক ধারণ।
তবে ভীম আরো মম তুষ্ট হয় মন॥
দ্রৌপদীর অভীষ্ট জানিয়া ধর্ম্মরায়।
করিলেন স্বমস্তক ভূষিত তাহায়॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন নারায়ণে।
অন্তর্য্যামী ভগবান জানহ আপনে॥
না হইল না হইবে এমন মন্ত্রণা।
তোমার রক্ষিত আমি জানে সর্ব্বজনা॥
কার বরে দ্রোণপুত্র রাত্রিতে আসিয়া।
একাকী সকল সৈন্য গেল বিনাশিয়া॥
পূর্ব্বে যদি জনার্দ্দন হইত এমন।
সংহার করিত দ্রৌণি সব সৈন্যগণ॥
কহ শুনি জগন্নাথ ইহার কারণ।
কি কারণে অশ্বত্থামা করিল এমন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা জানিলে কি হয়।
কালে করে কালে হরে কাল সর্ব্বময়॥
পরাক্রমে দ্রোণপুত্রে পারে কি তোমায়।
সাধিল দুষ্কর কার্য্য শিবের কৃপায়॥
ভক্তি হেতু মহাদেব অর্জ্জুনের বশ।
সব রক্ষা করিলেন দিন অষ্টাদশ॥
ক্ষয়কালে উপনীত দ্রোণের নন্দন।
পাইল শিবির দ্বারে শিব দরশন॥
ভক্তিভাবে স্তব করে দেব মহেশ্বরে।
বর পাইলেক দ্রৌণি যা ছিল অন্তরে॥
দয়ার সাগর হর না ভাবি বিষাদ।
দ্রৌণিরে আপন খড়্গ দিলেন প্রসাদ॥
বর দিয়া শঙ্কর গেলেন নিজালয়।
বধিল সকল সেনা দ্রোণের তনয়॥
পরম দয়ালু হর দেবের দেবতা।
সংহার কারণে রুদ্র প্রলয় বিধাতা॥
পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করেন মহেশ।
পুনঃ বর দেন তুষ্ট হ'য়ে ব্যোমকেশ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি আদি দেবগণ।
শিব সেবি সব কার্য্য করিল সাধন॥
যাহার আজ্ঞায় জয় হয় ত্রিভুবনে।
ভক্ষণ করিল বিষ সমুদ্র-মন্থনে॥
শিব-বরে দ্রৌণি সব করিল বিনাশ।
নহিলে কাহার শক্তি হেন করে আশ॥
সৃষ্টির সংহার কর্ত্তা সেই দেবরাজ।
তাঁর আজ্ঞা বিনা কেহ নাহি করে কাজ
জন্মাইয়া ত্রিজগৎ করেন পালন।
কাল পরিপূর্ণ হ'লে আপনি নিধন॥
আদ্যদেব মহাগুরু সর্ব্বদেব গুরু।
ভক্তের অধীন সদা বাঞ্ছাকল্পতরু॥
এতেক মহত্ত্ব তব শিব-প্রসাদাৎ।
অর্জ্জুনে তোষেন দেব হইয়া কিরাত॥
যত বীর মরিলেন ভারত সমরে।
কুরুক্ষেত্রে পড়িয়া চলিল স্বর্গপুরে॥

তুমি আমি যথাকালে যাব অনায়াসে।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রেতে বিশেষে॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলেন বচন।
বুঝিলে না বুঝে মন মায়ার কারণ॥
তোমা বিনা নাই গতি শুন পরমেশ।
সর্ব্ব শূন্য দেখি আমি না পাই উদ্দেশ॥
দৈব হেতু সব হয় কে খণ্ডিতে পারে।
কর্ম্মবশে গতায়ত প্রাণী সদা করে॥
তথাপি তোমারে কহি মনের মানসে।
জয় পরাজয় হয় স্ব স্ব কর্ম্মবশে॥
দেখহ গোবিন্দ মম অতি অমঙ্গল।
গেল বন্ধু বান্ধবাদি তনয় সকল॥
বংশে বাতি দিতে আর না রহিল কেহ।
কি সুখে রহিব বল, চাহি নাক গেহ॥
বিলাপ করুণা যত কি করি এখন।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি বিধির লিখন॥
তোমার চরণে মতি রহে অনিবার।
জীবন যৌবন ধন মিথ্যা পরিবার॥
গোবিন্দ বলেন রাজা ত্যজ শোক মন।
রাজধর্ম্ম সদাচার কর অনুক্ষণ॥
যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রকুলে প্রধান এ কায।
প্রজার পালন কর পৃথিবীর মাঝ॥
জয় পরাজয় হয় নাহিক এড়ান।
পূর্ব্বাপর সংসারেতে আছে এ বিধান॥
কৃষ্ণের বচনে রাজা স্থির কর মন।
দ্রৌপদী সুস্থিরা হ'য়ে চিন্তে নারায়াণ॥
গোবিন্দ-মায়াতে তবে সুস্থির হইল।
অনুক্ষণ কৃষ্ণ নাম জপিতে লাগিল॥
সকল আপদ খণ্ডে জন্মে দিবজ্ঞান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
মহাভারতের কথা কাশী বিরচিল।
এইত ঐষিকপর্ব্ব সমাপ্ত হইল॥

ঐষিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

নারীপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

বৈশম্পায়নের প্রতি জন্মেজয়ের প্রশ্ন।

জন্মেজয় বলিলেন শুন মহাশয়।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুনি ঘুচিল সংশয়॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সমরে পড়িল।
তিন জন মাত্র তাহে রক্ষা যে পাইল॥
পরে কি হইল মুনি বলহ আমারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা জিজ্ঞাসি তোমারে॥
কি করিল শুনি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে।
সান্ত্বনা করিল কহ কোন্ কোন্ লোকে॥
দুর্য্যোধন হেন পুত্র মরিল যাহার।
কেমনে শোকেতে প্রাণ রহিল তাহার॥
গান্ধারী কিমতে বাঁচিলেন পুত্রশোকে।
বিবরিয়া সেই সব বলহ আমাকে॥
মৃত তনু কোনমতে হইল সৎকার।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয় সংহার॥
মুনি বলে শুন রাজা সে সব কথন।
যে কর্ম্ম করিল শোকে কৌরবনন্দন॥
সঞ্জয় কহিল ধৃতরাষ্ট্র নৃপবরে।
সেই সব বিবরণ কহিব তোমারে॥

——

শতপুত্র নাশে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও তাঁহার সান্ত্বনা।

দুর্য্যোধন-মৃত্যুকথা, সঞ্জয় কহিল তথা,
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল প্রভাতে।
যেন হৈল বজ্রাঘাত, আকাশের চন্দ্রপাত,
কর্ণ যেন রুদ্ধ হৈল বাতে॥
সকল পৃথিবীপতি, দুর্য্যোধন মহামতি,
বলে ইন্দ্র না হয় সোসর।
হেন পুত্র যার মরে, সে কেমনে প্রাণ ধরে,
শোকেতে হইল জর জর॥
পুত্রশোকে নরপতি, বিহ্বল পড়িল ক্ষিতি,
নয়নে ঝরয়ে জলধার।
বায়ুভগ্ন যেন তরু, শোক হৈল অতি গুরু,
পড়িয়া করয়ে হাহাকার॥
একশত পুত্র আর, মরিলেক পরিবার,
সঞ্জয় কহিল নৃপবরে।
হা পুত্র হা পুত্র করি, পড়ে কুরু অধিকারী,
বজ্রাঘাত পড়ে যেন শিরে॥
বিধি কৈল হেন দশা, মনে ছিল যত আশা,
দূর হৈল দৈবের ঘটন।
শতপুত্র বিনাশিল, একজন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ॥

হাহা পুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
শোকে মম না রহে শরীর।
আমারে সঞ্জয় কহ, কোথা তার পিতামহ,
কোথা গেল দ্রোণ মহাবীর ॥
কোথা কর্ণ মহীশূর, রিপু দর্প করি দূর,
কোথা গেল শকুনি দুর্ম্মতি।
কুমন্ত্রণা দিল মোরে, সে কারণে পুত্র মরে,
না শুনিল সুহৃদ ভারতী ॥
আর্ত্তনাদ করি বীর, ভূমেতে লোটায় শির,
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন করি।
পড়ি আছে রাজ্যপাট, মানিক মন্দির খাট,
কি হইল কুরু অধিকারী ॥
বৃদ্ধকালে পুত্রশোক, পড়িল অমাত্যলোক,
মরিল সুহৃদ বন্ধুজন।
করপুটে ভিক্ষা করি, হইল যে দেশান্তরী,
পৃথিবী করিব পর্য্যটন ॥
আমার ললাট-তটে, এ লিখন ছিল বটে,
কুরুকুল হইবে আঁধার।
সকল পৃথিবী শাসি, ভুঞ্জিয়া বিভবরাশি,
পরিচর্য্যা করিব কাহার ॥
হইলাম অতি দীন, যেন পক্ষী পক্ষহীন,
জরাতে হারাই রাজ্যসুখ।
নয়নবিহীন তনু, যেন তেজোহীন ভানু,
কেমনে সহিব এত দুঃখ ॥
আমারে সে হিত কাম, প্রবোধ দিলেন রাম,
তাহা আমি না ধরিনু মনে।
ভূপতি-সভাতে আসি, কহিল নারদ ঋষি,
তাঁর বাক্য না শুনিনু কাণে ॥
ভীষ্মদেব কুরুগুরু, মহামন্ত্রী কল্পতরু,
হিতকথা কহিল বিস্তর।
না শুনি তাহার বোল, বিপদেদিলাম কোল,
হাতে হাতে ফল পাই তার ॥
দুর্য্যোধন বধ ধ্বনি, দুঃশাসন মৃত্যুবাণী,
কর্ণ বধ কর্ণে নাহি সয়।
হৈল দ্রোণ বিনাশন, দগ্ধ হয় মম মন,
মোর বাক্য শুনহ সঞ্জয় ॥

পূর্ব্বে করিয়াছি পাপ, সে কারণে পাইতাপ,
বিচারিয়া বল তুমি মোরে।
আপনার কর্ম্মভোগ, সুত বন্ধু এ বিয়োগ,
কর্ম্মবন্ধে-ভোগ সবে করে ॥
শুনহ সঞ্জয় তুমি, ইহা নাহি জানি আমি,
কখন ভীষ্মের পরাভয়।
সেজনে অর্জ্জুন মারে, একথা কহিব কারে,
মনে বড় জন্মিল বিস্ময় ॥
যাঁর সঙ্গে ভৃগুরাম, করি রণ অবিশ্রাম,
প্রশংসা করিয়া গেল ঘরে।
তাঁহার হইল নাশ, শুনি মনে পাই ত্রাস,
সঞ্জয় কহিল আসি মোরে ॥
দ্রোণ মহাবলবান, পৃথিবী না ধরে টান,
তাঁহারে মারিল ধনঞ্জয়।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা, কাটিল কর্ণের মাথা,
অর্জ্জুন করিল কুরুক্ষয় ॥
আমা হেন দুঃখী জন, নাহি দেখি ত্রিভুবন,
আমার মরণ সমুচিত।
শীঘ্র মোরে লহ রণে, দেখাও পাণ্ডবগণে,
আমি সবে মারিব নিশ্চিত ॥
যুড়িয়া ধনুকে বাণ, ভীমের বধিব প্রাণ,
পুত্রশোক সহিতে না পারি।
অর্জ্জুনের কাটি মাথা, ঘুচাইব মনোব্যথা,
ধর্ম্মে দিব হস্তিনানগরী ॥
রাজার বচন শুনি, সঞ্জয় মনেতে গণি,
যোড়হাতে করে নিবেদন।
শুন শুন মহারাজ, সকলি বিধির কাজ,
বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ ॥
তোমার সমান গুণী, পৃথিবীতে নাহি শুনি,
সংসারেতে তোমার আখ্যান।
বৃদ্ধ হৈতে বৃদ্ধোত্তম, নাহি কেহ তোমা সম,
শোকে কেন হও হতজ্ঞান ॥
নরপতি পুণ্যবান, সঞ্জয় তাহার নাম,
পুত্রশোকে ছিল সে পীড়িত।
নারদের উপদেশ, পাইলেন সবিশেষ,
তাহে তাঁর হৈল সুস্থ চিত ॥

আপনি সে সব কথা, অবশ্য আছেন জ্ঞাতা,
তবে কেন শোকে দেহ মতি ।
জীবন মরণ যোগ, সুখ দুঃখে ভোগাভোগ,
কর্ম্মফলে হয় সে সঙ্গতি ॥
সহজে দুর্ম্মতি জন, রাজা হ'য়ে দুর্য্যোধন,
সাধুজন-বচন না শুনে ।
দুঃশাসন মহাবীর, শকুনি পাপেতে ধীর,
বুদ্ধি দিল কৌরব-নন্দনে ॥
কর্ণ বলিলেন যত, তাহে মাত্র অভিরত,
কার বোল না শুনিল কাণে ।
ভীষ্মদেব বুঝাইল, কর্ণে তাহা না শুনিল,
গান্ধারীর বাক্য নাহি শুনে ॥
গুরুজন বলে যত, উপহাস করে তত,
এ জনের কেমনে কল্যাণ ।
দ্রোণ কৃপ বিধিমতে, বুঝাইল বিদুরেতে,
প্রবোধ দিলেন ভৃগুরাম ॥
পাণ্ডবে মাগিল গ্রাম, আসিলেন ঘনশ্যাম,
নীতি বুঝাইল নারায়ণ ।
অসম্মত দুর্য্যোধন, কেবল মাগেন রণ,
কেন নাহি ত্যজিবে জীবন ॥
না শুনে ব্যাসের বাণী, অহঙ্কার মনে গণি,
ধর্ম্মপথ পরিহরি দূরে ।
আপনি মধ্যস্থ হৈলা, কত তাঁরে বুঝাইলা,
দৈবে যাবে শমনের পুরে ॥
পাশা খেলাইল যবে, শকুনি কহিল তবে,
সর্ব্ব ধন হারিল পাণ্ডব ।
কিংজিতং কিজিতং বলি,হইলা যে কুতূহলী,
কেন তাহা না ভাব কৌরব ॥
ক্ষিতির করিয়া ক্ষয়, শত্রুর বাড়ালে জয়,
পুত্রগণ মরিল অকালে ।
তুমি কেন শোক কর, আমার বচন ধর,
কি কারণ লোটাও ভূতলে ॥
জানিয়া করিলা পাপ, শেষে পাও মনস্তাপ,
অনুশোচ না কর তাহাতে ।
আপনার কর্ম্ম যত, ফল হয় অনুগত,
বিজ্ঞজন মুগ্ধ হন তাতে ॥

জ্বলন্ত অনল কেন, বসনে বাঁধিয়া আন,
সে অগ্নিতে দহিবে শরীর ।
এ সব আপন দোষে,কহি রাজা তব পাশে,
তাহে দোষ নাহিক বিধির ॥
পুত্র তব মহাবলী, সুহৃদ বচন ঠেলি,
রাজ্যলোভ করিল দুর্জ্জয় ॥
পূর্ব্বাপর না ভাবিল, অগ্নিতে পতঙ্গ হৈল,
তাহাতে হইল বংশক্ষয় ॥
সঞ্জয়ের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হৈয়া নৃপমণি,
অতি দীর্ঘ ছাড়িল নিশ্বাস ।
বিদুর পণ্ডিত গুরু, উপদেশে কল্পতরু,
নৃপতিরে করিল আশ্বাস ॥
উঠ উঠ মহারাজ, সকলি বিধির কাজ,
সবার মরণ মাত্র গতি ।
যত দিন নিয়ত যার, সেই দিন মৃত্যু তার,
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি ॥
মহা মহা বীর মরে, নিত্য যায় যমঘরে,
মৃত্যু বশ সব চরাচর ।
সকল সংহারে কাল, নাহি তার কালাকাল,
অনুশোচ করহ অন্তর ॥
পূর্ব্ব কথা মনে কর, শুন ওহে নৃপবর,
শকুনি খেলিল যবে পাশা ।
সেই অনর্থের মূল, বিনাশিল কুরুকুল,
হাসি তুমি করিলা জিজ্ঞাসা ॥
পাসরিলা সেই বাণী, শুন অন্ধ নৃপমণি,
সে কথা নাহিক তব মনে ।
এখনি ভাবহ শোক, নিন্দিবেক সর্ব্বলোক,
এই দশা হইল এক্ষণে ॥
ক্ষত্রিয় নিধন করি, সম্মুখ সমরে মরি,
সবে গেল বৈকুণ্ঠ ভবনে ।
এখন ত্যজহ শোক, আমার বচন রাখ,
দুঃখ ভাব কিসের কারণে ॥
জীর্ণ বস্ত্র পরিহরি, যেন নব বস্ত্র পরি,
তেমতি শরীর পরিবর্ত্ত ।
কেহ মরে গর্ভবাসে, কেহ মরে দশমাসে,
ক্ষিতিস্পর্শে হইয়া নিবর্ত্ত ॥

কেহ মরে বাল্যকালে, সকলি কর্ম্মের ফলে,
কেহ কারে মারিতে না পারে।
আমার বচন শুনি, শান্ত হও নৃপমণি,
শোক আর না কর অন্তরে॥
বিদুরের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হইল নৃপমণি,
কিন্তু শোকে দহয়ে শরীর।
না শুনে বচন হিত, ধরিতে না পারে চিত,
ধৈর্য্যকে ধরিতে নারে বীর॥
তবে আসি ব্যাস মুনি, বিদুর সঞ্জয় গুণী,
আর যত সুহৃদ সকলে।
শীতল সলিল সেচি, তালের বিউনী বিচি,
চেতন করান মহীপালে॥
সম্বিত পাইয়া পুনঃ, শোক করি চতুর্গুণ,
কহে ধিক্ মনুষ্য-জনমে।
পাই এত দুঃখ সব, পুত্রশোকে পরাভব,
ছার তনু নাহি যায় কেনে॥
শত পুত্র বিনাশিল, একজন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ।
অনিত্য এ সব দেহ, চিরজীবী নহে কেহ,
প্রাণ রাখি কিসের কারণ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
পুত্রশোক সহিতে না পারে।
ভাবয়ে বান্ধব-শোক, ক্ষণে ভাবে পরলোক,
নির্ণয় করিতে কিছু নারে॥
হাহাপুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
দুর্ম্মুখ প্রভৃতি শত পুত্র।
ধরিতে না পারি হিয়া, লহ মোরে উদ্ধারিয়া,
শোকেতে দহিছে মোর গাত্র॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
গোবিন্দ-চরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ।

বিষাদ করয়ে নরপতি পুত্রশোকে।
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত পুরলোকে॥
তবে ব্যাস কহিলেন শুন নৃপবর।
গত জীব হেতু তুমি শোক কেন কর॥
আর শোক না করিহ শুনহ রাজন।
মন দিয়া শুন দুর্য্যোধনের কথন॥
একদা গেলাম আমি ব্রহ্মার সভায়।
নারদাদি মুনিগণ আছিল তথায়॥
হেনকালে পৃথিবী করিল নিবেদন।
পরিত্রাণ আমারে করহ পদ্মাসন॥
হরি করিলেন যত দানব-সংহার।
ক্ষত্রকুলে তাহারা জন্মিল পুনর্ব্বার॥
পৃথিবীর বাক্য শুনি দেব প্রজাপতি।
আশ্বাস করিয়া তাঁরে কহিল ভারতী॥
ধৃতরাষ্ট্র তনয় নৃপতি দুর্য্যোধন।
কুরুবংশে জন্মিবে সে বড়ই দুর্জ্জন॥
সে তোমার খণ্ডাইবে ভার গুরুতর।
শুন বসুমতী তুমি আমার উত্তর॥
শুনিয়া কাশ্যপী স্তুতি অনেক করিলা।
যোড়হাত করি পুনঃ কহিতে লাগিলা॥
কেমন প্রকারে মোর ঘুচিবেক ভার।
কহ পিতামহ তার করিয়া বিস্তার॥
ব্রহ্মা কন কুরু পাণ্ডু ভাই দুইজন।
চন্দ্রবংশে উৎপন্ন হইবে বিচক্ষণ॥
পাণ্ডুর তনয় পঞ্চজন তুল্য দেব।
ধর্ম্ম ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির হইবে নন্দন।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আদি শত জন॥
রাজ্য হেতু বিবাদ হইবে দুইজনে।
পাণ্ডুর নন্দন যুধিষ্ঠির রাজা সনে॥
আপনি সহায় কৃষ্ণ হবেন তাঁহার।
কুরুক্ষেত্রে হইবেক ঘোর মহামার॥
কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্র যত সংহার হইবে।
শুন বসুমতী তব ভার না থাকিবে॥
যাহ যাহ বসুমতী আপনার স্থান।
দুর্য্যোধন হেতু তব হবে পরিত্রাণ॥
এত বলি পৃথিবীরে করিল বিদায়।
এই সব কারণ যে জানিনু তথায়॥

সেই দুর্য্যোধন হৈল তোমার তনয়।
কলি প্রবেশের অগ্রে শুন মহাশয় ॥
মহামহীপাল হৈল মহা ক্রোধশালী।
গান্ধারী উদরে জন্মে সাক্ষাৎ যে কলি ॥
সবে হৈল দুর্নিবার শত সহোদর।
কর্ণ হৈল সখা তার শকুনি বর্ব্বর ॥
ক্ষত্রিয় বিনাশ হেতু অনর্থ অঙ্কুর।
শুন মহারাজ সব শোক কর দূর ॥
কৌরব পাণ্ডবে হৈল ঘোরতর রণ।
কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বজন হইল নিধন ॥
এই পূর্ব্ব কথা আমি জানাই তোমারে।
এত বলি ব্যাসদেব বুঝান তাঁহারে ॥
হেনকালে সঞ্জয় করিয়া যোড়হাত।
করি এক নিবেদন শুন নরনাথ ॥
নানাদেশ হইতে অনেক নরপতি।
অভ্যর্থিয়া আনিলেক তোমার সন্ততি ॥
সবান্ধবে কুরুক্ষেত্রে হইল নিধন।
তা সবার প্রেতকর্ম্ম করহ রাজন ॥
সঞ্জয়ের বাক্যে রাজা নিশ্বাস ছাড়িল।
মৃতবৎ হ'য়ে রাজা ধরণী পড়িল ॥
বিস্তর প্রবোধ তারে দেয় বার বার।
রথসজ্জা করে কুরুক্ষেত্রে যাইবার ॥
ধৃতরাষ্ট্র আপনি কহিল বিদুরেরে।
স্ত্রীগণে আনহ শীঘ্র গিয়া অন্তঃপুরে ॥
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র রথেতে চাপিল।
স্ত্রীগণে আনিতে তবে বিদুর চলিল ॥
বিদুর বলিল শুন গান্ধার নন্দিনী।
কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন নৃপমণি ॥
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য আর কর্ণ মহাজন।
শত ভাই দুর্য্যোধন ত্যজিল জীবন ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী ত্যজিল পরাণ।
প্রেতকর্ম্ম হেতু রাজা করিল প্রস্থান ॥
পুত্রশোক শুনি দেবী হইল বিমনা।
অন্তঃপুরে কান্দি উঠে ছিল যত জনা ॥
অন্দরে উঠিল ক্রন্দনের কোলাহল।
হার ছিঁড়ে বস্ত্র ছিঁড়ে লোটায় ভূতল ॥
কপালে কঙ্কণাঘাত শুনি গণ্ডগোল।
প্রলয়কালেতে যেন জলের কল্লোল ॥
বিদুর বলেন ইহা উচিত না হয়।
কুরুক্ষেত্রে চল সবে রাজার আজ্ঞায় ॥
বিদুরের বাক্য শুনি গান্ধারী তখন।
বধূগণ সঙ্গে করে রথ আরোহণ ॥
ঘরে ঘরে মহাশব্দ উঠিল ক্রন্দন।
বাল বৃদ্ধ তরুণ কান্দয়ে সর্ব্বজন ॥
দেবগণ নাহি দেখে যে সব সুন্দরী।
রণস্থলে যায় তারা একবস্ত্র পরি ॥
সাধারণ জন সব দেখয়ে সবাকে।
এড়াইতে নারে কেহ দৈবের বিপাকে ॥
সমান সকল দিন নাহি যায় কার।
দেখিয়া শুনিয়া লোক না করে বিচার ॥
হ্রাস বৃদ্ধি কৌতুকাদি সৃজে নারায়ণ।
দেখিয়া না মানে তাহা অতি মূঢ়জন ॥
একবস্ত্র পরিল রাজার পাটেশ্বরী।
পুত্রগণ-শোকে মুক্ত হইল কবরী ॥
শত শত দাসীগণ যার সেবা করে।
সে জন পড়িয়া কান্দে ভূমির উপরে ॥
গলাগলি করি কান্দে যতেক সতিনী।
আহা মরি কোথা গেল কুরু নৃপমণি ॥
কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশু ফেলাইয়া দূরে।
হা নাথ হা নাথ বলি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ॥
মুক্তকেশে কান্দে কেহ শ্বশুরের আগে।
যোড়হাত করি কেহ স্বামীদান মাগে ॥
কেহ বলে রাজ্য দেহ পাণ্ডব-নন্দনে।
কেহ বলে কৃষ্ণ আসে তোমা বিদ্যমানে ॥
কেহ বলে মিথ্যা কথা নাহিক সংগ্রাম।
কৌরব পাণ্ডবে প্রীতি হ'ল পরিণাম ॥
মিথ্যা কথা কেহ কহিল রাজার গোচরে।
কুশলে আছয়ে কুরু সংগ্রাম ভিতরে ॥
এত বলি নারীগণে করয়ে করুণা।
তা শুনি রাজার মনে লাগিল বেদনা ॥
চারিভিতে বেড়িয়া কাঁদে যত নারী।
নগরে বাহির হৈল কুরু অধিকারী ॥

গান্ধারী চাপিল রথে যত বধূ সঙ্গে।
শোকাকুল সকলেতে বস্ত্র নাহি অঙ্গে ॥
বিচার নাহিক আর শোকে অচেতনা।
হতপতি নারীগণ হইল উন্মনা ॥
পরিল বসন কেহ করিয়া যতন।
অঙ্গেতে তুলিয়া দিল নানা আভরণ ॥
চরণে নূপুর পরে দোসারী মুকুতা।
সিন্দূর পরিল কেহ করি পূর্ণ সিঁথা ॥
চন্দনের বিন্দু তার চারিদিকে দিল।
সুন্দর অলকা তাহে বেষ্টিত করিল ॥
তাম্বুল ভক্ষণ করি নানা গীত গায়।
চরণে নূপুর কেহ নাচিয়া বেড়ায় ॥
কেহ অসিচর্ম্ম করে বীরবেশ ধরি।
ধেয়ে যায় কুরুক্ষেত্রে পতি অনুসরি ॥
মুক্তকেশা আত্রশাখা ল'য়ে কত জনা।
কেহ পথে পড়ে, কেহ শোকে অচেতনা ॥
অনেক চলিল নারী পতি-পুত্র শোকে।
প্রবোধ করিতে তারে নারে কোন লোকে ॥
হস্তিনা হইল শূন্য কেহ না রহিল।
রাজার সঙ্গেতে রাজবধূগণ চলিল ॥
প্রথম বয়সে কেহ দেখিতে উত্তমা।
মুক্তকেশে ধায় যেন সোণার প্রতিমা ॥
হেনমতে কুরুক্ষেত্রে যায় নরপতি।
সঙ্গেতে নাহিক রথ সৈন্য ঘোড়া হাতী ॥
যুবতী সমূহ সঙ্গে চলিল রাজন।
শূন্য হৈতে কৌতুক দেখয়ে দেবগণ ॥
শোকাকুল হ'য়ে পথে যায় নরপতি।
হেনকালে অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি ॥
কৃতবর্ম্মা সহ পথে হৈল দরশন।
নিরখিয়া রাজাকে আইল তিনজন ॥
পরিচয় নৃপতিকে দিল আপনার।
ধৃতরাষ্ট্র বলে তবে কহ সমাচার ॥
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বলে সেই তিনজন।
অবধানে শুন রাজা সব বিবরণ ॥
মুখে না আইসে বাক্য কহিতে ডরাই।
কহিবার যোগ্য নহে মনে দুঃখ পাই ॥
শুন কহি মহারজ সব সমাচার।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয় সংহার ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সকলি মরিল।
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ এড়াইল ॥
দৈবে না হইল তিন জনার মরণ।
শত ভাই সহিত পড়িল দুর্য্যোধন।
করিল দুষ্কর কর্ম্ম ভীম দুরাচার।
একেলা মারিল তব শতেক কুমার ॥
শুনহ গান্ধারী দেবী করি নিবেদন।
ভীম করিলেক কুরুবংশের নিধন ॥
যত কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর।
যত কর্ম্ম করিলেক দুঃশাসন ধীর ॥
শতপুত্র তোমার করিল যত কর্ম্ম।
যেমত আছিল মাতা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
পরাক্রম করিয়া পড়িল ঘোর রণে।
সুরপুরী গেল সবে চাপিয়া বিমানে ॥
শোক পরিহর দেবি না কর বিলাপ।
দুর্য্যোধন প্রাণপণে করিল প্রতাপ ॥
অন্যায় করিয়া ভীম ভাঙ্গিলেক উরু।
সেই ক্রোধে করিলাম মোরা কর্ম্ম গুরু ॥
সবান্ধবে পাঞ্চালেরে করিনু সংহার।
বধিলাম দ্রৌপদীর পঞ্চটী কুমার ॥
পাণ্ডবের রণে অবশেষ সপ্তজন।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥
শুনহ সকল কথা না করিহ ভয়।
অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে চল মহাশয় ॥
আজ্ঞা দেহ আমরা আপন স্থানে যাই।
কুরুক্ষেত্রে আছয়ে পাণ্ডব পঞ্চভাই ॥
এত বলি রাজার লইল অনুমতি।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল শীঘ্রগতি ॥
হস্তিনাপুরেতে গেল কৃপ মহাশয়।
কৃতবর্ম্মা চলি গেল আপন আলয় ॥
ব্যাসের আশ্রমে গেল দ্রোণের নন্দন।
কুরুক্ষেত্রে গেল হেথা অন্ধক রাজন ॥
ধৃতরাষ্ট্র আইল শুনিয়া পঞ্চভাই।
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্তি করেন সবাই ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন যদুনাথ।
কুরুক্ষেত্রে আইলেন দেখ জ্যেষ্ঠতাত ॥
কিমতে তাঁহারে আমি মুখ দেখাইব।
জিজ্ঞাসিলে সমাচার কি কথা কহিব ॥
গান্ধারীর ক্রোধে আর নাহিক নিস্তার।
কি উপায় করি কৃষ্ণ বল এইবার ॥
সতীর অব্যর্থ বাক্য শুন নারায়ণ।
আজি প্রাণ হারাইব ভাই পঞ্চজন ॥
বৃথা যুদ্ধ করিলাম বৃথা পরাক্রম।
বৃথা গুরুহত্যা আর জ্ঞাতির নিধন ॥
বৃথা বধিলাম পুত্র সুহৃদ বান্ধব।
বৃথা যুদ্ধ করিলাম শুন শ্রীমাধব ॥
আজি গান্ধারীর ক্রোধে নাহিক নিস্তার।
অপাণ্ডব হইবেক সকল সংসার ॥
শুন কৃষ্ণ তোমারে করি নিবেদন।
প্রাণ ল'য়ে পলাউক ভাই চারিজন ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল কুমার।
পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করুক এবার ॥
আমি যাব ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী গোচরে।
শাপ দিয়া ভস্মরাশি করুন আমারে ॥
আমার জীবনে আর নাহি প্রয়োজন।
লোকের সাক্ষাতে নাহি দেখাব বদন ॥
যুধিষ্ঠির বচন শুনিয়া চক্রপাণি।
বলিলেন তাঁরে তবে সুমধুর বাণী ॥
শুন রাজা ভয় তুমি কর কি কারণে।
রাখিতে মারিতে কেহ নাহি আমা বিনে ॥
সবাকার আত্মা আমি পুরুষ প্রধান।
আমা বিনা রাখিতে মারিতে নারে আন ॥
সবে মেলি চলি যাব নৃপতির স্থানে।
দূর কর ভয় তুমি আমার বচনে ॥
গান্ধারী না দিবে শাপ আমি ইহা জানি।
হরষিত চিত্তে তুমি চল নৃপমণি ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
হাসিয়া বলেন তবে শুন যদুবীর ॥
তোমার আজ্ঞাতে তবে সবে চলি যাব।
শীঘ্রগতি চলহ বিলম্ব না করিব ॥
অনুমতি দিল কৃষ্ণ রাজার বচনে।
হরষিত চলে সবে রাজ সম্ভাষণে ॥
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণ সহ যান দ্রুতগতি।
রাজার চরণে সবে করিল প্রণতি ॥
আমি যুধিষ্ঠির বলি পরিচয় দিতে।
রথ হৈতে ধৃতরাষ্ট্র নামিল ভূমিতে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক লৌহ-ভীম চূর্ণ করণ।

সঞ্জয় রাজারে ধরি বসায় আসনে।
বসিলেন পঞ্চভাই রাজ বিদ্যমানে ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বসেন আপনি।
হেনকালে বলে ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি ॥
কোথা ভীম আইসহ দিব আলিঙ্গন।
তুমি মম ঘুচাইলে পিণ্ড প্রয়োজন ॥
ঊরু ভাঙ্গি মারিলেক নৃপতি দুর্য্যোধনে।
একে একে সংহারিলে শতেক নন্দনে ॥
শুনিয়া আমার হৈল হরিষ বিষাদ।
এস আলিঙ্গন দিয়া করিব প্রসাদ ॥
এতেক বলিয়া রাজা বাড়াইল হাত।
নৃপতির অভিপ্রায় জানি রমানাথ ॥
আছিল লোহার ভীম দিলেন গোচরে।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির আনন্দ অন্তরে ॥
ধরিয়া লোহার ভীম চাপিল কোলেতে।
অযুত হস্তীর বল রাজার দেহেতে ॥
ভাঙ্গিল লোহার ভীম মহাশব্দ শুনি।
চূর্ণ হ'য়ে পৃথিবীতে পড়িল তখনি ॥
কপটে কান্দয়ে রাজা হৃদয়ে উল্লাস।
মনেতে জানিল ভীম হইল বিনাশ ॥
পুত্রশোকে নরপতি না শুনয়ে কাণে।
ভীম মরিলেক বলি হরষিত মনে ॥
নৃপতির দশা তবে দেখি নারায়ণ।
হাসিয়া বলেন সুধা মধুর বচন ॥
শুন বৃদ্ধ নরপতি না কান্দহ আর।
কুশলে আছেন ভীম পাণ্ডুর কুমার ॥

তোমার জন্মিবে ক্রোধ ইহা অনুমাণি ।
গঠিত লোহার ভীম দিনু নৃপমণি ॥
বিষাদ না কর তুমি শান্ত কর মন ।
ভীমেরে মারিলে নাহি পাবে দুর্য্যোধন ॥
আর কেন অপযশ রাখিবা ঘুষিতে ।
শুদ্ধচিত্ত হও রাজা জানাই তোমাতে ॥
আপনি কহিলা পূর্ব্বে শুনহ রাজন ।
আপন তনয় যেন পাণ্ডুর তেমন ॥
তবে কেন হেন কর্ম্ম করিলা রাজন ।
বুঝিলাম খল কভু নহে শুদ্ধ মন ॥
কোন অংশে পাণ্ডবের নাহি অপরাধ ।
আপনি করিলা তুমি নিজ কর্ম্ম বাদ ॥
ভীমে বিষ খাওয়াল রাজা দুর্য্যোধন ।
জতুগৃহে রাখিলেন পাণ্ডুর নন্দন ॥
তবে শকুনিরে আজ্ঞা দিল নরপতি ।
পাশা খেলাইল যুধিষ্ঠিরে সংহতি ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব হারিল ।
দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুলেতে ধরিল ॥
আপনি অনীতি করিলেক দুর্য্যোধন ।
জয়দ্রথে দিয়া করে দ্রৌপদী হরণ ॥
তথাপিও পাণ্ডবের ক্রোধ না জন্মিল ।
তবে দুর্য্যোধন দুর্ব্বাসারে পাঠাইল ॥
আপনি সকল জান তুমি মহাশয় ।
কিছু দোষ নাহি করে পাণ্ডুর তনয় ॥
অন্যায় করিল যুদ্ধ তোমার নন্দন ।
অভিমন্যু বেড়িয়া মারিল সপ্তজন ॥
পশ্চাতে পাণ্ডব পরাক্রম প্রকাশিল ।
প্রতিজ্ঞা কারণে সর্ব্ব কৌরবে মারিল ॥
বেদশাস্ত্র জান তুমি আগম পুরাণ ।
সজ্ঞান নাহিক কেহ তোমার সমান ॥
আপনি জানহ পাণ্ডবের যত দোষ ।
তবে কি লাগিয়া কর এ সব আক্রোশ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর যতেক বুঝাইল ।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বাক্য না শুনিল ॥
অধিক সকল গুণে হয় পঞ্চভাই ।
আপনি সকল জান কি হেতু বুঝাই ॥
জানিয়া না জান তুমি সকল উহার ।
কি কারণে নাহি বুঝ উচিত বিচার ॥
কেবল পুত্রেরে চাহি কর অপকর্ম্ম ।
ভীমেরে মারিয়া কেন বিনাশিবে ধর্ম্ম ॥
কি দোষ করিল ভীম বলহ রাজন ।
না বুঝিয়া কেন কর হেন আচরণ ॥
কদাচিত পাণ্ডবেরে ক্রোধ না করিহ ।
অধর্ম্ম হইবে মম বচন পালহ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি অন্ধ নরপতি ।
পাণ্ডবে আলিঙ্গিল হইয়া হৃষ্টমতি ॥
গান্ধারীর মন আছে শাপিব পাণ্ডবে ।
হেনকালে বলিলেন বাসুদেব তবে ॥
শুন দেবী পাসরিলে তুমি পূর্ব্বকথা ।
সতীর বচন কভু না হয় অন্যথা ॥
যাত্রাকালে তোমা জিজ্ঞাসিল দুর্য্যোধন ।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে জিনিবে কোনজন ॥
পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে ।
জয় পরাজয় কার বলহ আমারে ॥
তবে সত্য কথা তুমি কহিলে তখন ।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্য্যোধন ॥
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে ।
তবে কেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে রহিবে ॥
সে সব বচন সত্য মম মনে লয় ।
অতএব যুদ্ধ জিনে পাণ্ডুর তনয় ॥
ত্যজহ সকল ক্রোধ আমার বচনে ।
পুত্র ভাব কর পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে ॥
এত যদি বাসুদেব কহিলেন বাণী ।
যোড়হাতে বলিলেন অন্ধ রাজরাণী ॥
যত কিছু মহাশয় বলিলে বচন ।
বেদের সমান তাহা করিনু গ্রহণ ॥
কিন্তু হৃদয়ের তাপ সহিতে না পারি ।
একশত পুত্র মোর গেল যমপুরী ॥
ত্যজিলাম সব ক্রোধ তোমার বচনে ।
পুত্র সম স্নেহ হৈল পাণ্ডুর নন্দনে ॥

গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের যুদ্ধস্থলে গমন ও স্ব স্ব পতি পুত্রের মৃতদেহ দর্শনে খেদ।

মহাভয় উপজিল দেখি রণস্থল।
শকুনি গৃধিনী শিবা করে কোলাহল॥
হাতে মুণ্ড করিয়া নাচয়ে ভূতগণ।
কুক্কুর করিছে মাংস শোণিত ভক্ষণ॥
রক্তের কর্দ্দমে শীঘ্র চলিতে না পারে।
শোকাকুলা নারীগণ যায় ধীরে ধীরে॥
কেহ কেহ না পাইয়া পতি দরশন।
ভূমিতে পড়িয়া তারা করয়ে ক্রন্দন॥
ভ্রময়ে সমরস্থলে যত কুরুনারী।
শিবা শ্বান পক্ষিগণে ভয় নাহি করি॥
অনেক যতনে কেহ নিজ পতি পায়।
স্কন্ধে মুণ্ড যোড়া দিতে মহাব্যগ্র হয়॥
দুই হস্তে ধরে কেহ পতির চরণ।
বিলাপয়ে মুখে মুখ করিয়া মিলন॥
পাসরিলে পূর্ব্বকার প্রেমরস যত।
হাস্য পরিহাস তাহা স্মরাইব কত॥
সমর করিতে গেলে কেমন কুক্ষণে।
পুনঃ না হইল দেখা অভাগিনী সনে॥
হেনমতে পতি ল'য়ে অনেক সুন্দরী।
বিলাপ করয়ে সবে নানামত করি॥
তা দেখি গান্ধারী প্রাণ ধরিতে না পারে।
পতিশোকে বধূগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
রণভূমি দেখি দেবী অতি ভয়ঙ্কর।
কপালে কঙ্কণ মারি কান্দিল বিস্তর॥
হেন কেহ নাহি তথা প্রবোধ করিতে।
সবে শোকে অচেতন পড়িয়া ভূমিতে॥
কেবা কোথা পড়িয়াছে নাহিক উদ্দেশ।
রণভূমি দেখি দেবী লাগে ভয়াবেশ॥
মড়ার উপরে মড়া লেখা নাহি তার।
গান্ধারী দেখিয়া চিত্তে লাগে চমৎকার॥
গজবাজী পড়িয়াছে রথ বহুতর।
নানা অলঙ্কার বস্ত্র শস্ত্র মনোহর॥
মাথার মুকুট পড়িয়াছে রণভূমে।
মকর কুণ্ডল পড়িয়াছে নানাক্রমে॥
ধ্বজছত্র চামর প'ড়েছে রণস্থলী।
ডাকিনী যোগিনীগণ করে নানা কেলী॥
স্বামী পুত্র পৌত্র আর বন্ধু সহোদর।
পড়িয়া আছয়ে যত মৃত কলেবর॥
দুর্য্যোধন অন্বেষণে বুলয়ে গান্ধারী।
কতদূরে দেখে হত কুরু অধিকারী॥
ধূলায় পড়িয়া আছে রাজা দুর্য্যোধন।
গান্ধারী দেখিল সঙ্গে লৈয়া বধূগণ॥
পুনঃ দরশনে দেবী অজ্ঞান হইল।
গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল॥
পঞ্চ পাণ্ডবেতে তাঁরে তুলিয়া ধরিল।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল॥
সম্বিত পাইয়া তবে গান্ধার তনয়া।
চাহিয়া কৃষ্ণেরে বলে শোকাকুল হৈয়া॥
দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনি সঙ্গেতে কেন না দেখি রাজার।
কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনুকুমার॥
কোথা দ্রোণাচার্য্য কোথা কৃপ মহাশয়।
একেলা পড়িয়া কেন আমার তনয়॥
কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণি মুক্তাস্রজ।
কোথা গেল হস্তী ঘোড়া কোথা রথধ্বজ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়।
হেন রাজা দুর্য্যোধন ধূলাতে লুটায়॥
সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন।
হেন তনু ধূলার উপরে নারায়ণ॥
জাতি যূঁতী পুষ্প আর চাঁপা নাগেশ্বর।
বকুল মালতী আর মল্লিকা সুন্দর॥
এ সকল পুষ্পে পুত্র থাকিতে শুইয়া।
হেন তনু লোটে ভূমে দেখহ চাহিয়া॥
অগুরু চন্দন গন্ধ কুঙ্কুম কস্তুরী।
লেপন করিতে সদা অঙ্গের উপরি॥
শোণিতে সে তনু আজি হইল শোভন।
আহা মরি কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন॥
ত্যজহ আলস্য কেন না দেহ উত্তর।
যুদ্ধ হেতু তোমারে ডাকিছে বৃকোদর॥

উঠ পুত্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে।
গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে॥
কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকিছেন যুদ্ধের কারণ।
প্রত্যুত্তর নাহি কেন দেহ দুর্য্যোধন॥
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতন।
প্রিয়ভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সান্ত্বন॥
শোক না করিও দেবি শুন হিতবাণী।
সকল দৈবের খেলা জানহ আপনি॥
দেব দ্বিজ গুরু নিন্দা এ সব কুকর্ম্ম।
বেদে বুঝাইল ইহা না করিলে ধর্ম্ম॥
দুষ্কর্ম্ম দুঃসহ ত্যজি থাকিলে সুপথে।
ইহা সুখভোগী অন্তে যায় যে স্বর্গেতে॥
না জানিয়া কুকর্ম্ম করয়ে যেই জন।
পরিণামে দুঃখ পায় বেদের বচন॥
অহঙ্কারে অধর্ম্ম করয়ে নিরন্তর।
অবশেষে কর্ম্ম তার হয়ত দুষ্কর॥
না শুনে সুজন বাক্য মত্ত অহঙ্কারে।
অবশেষে সেইজন যায় ছারেখারে॥
কিন্তু এ সকল ঘটে নিজ কর্ম্মগুণে।
শোক দূর কর দেবি কান্দ কি কারণে॥
শুভাশুভ কর্ম্ম যত বিধির ঘটন।
ভোগ বিনা ক্ষয় নহে শাস্ত্রের লিখন॥
কালে আসি জন্মে পাপী কালেতেই মরে।
কালবশ এই সব জানাই তোমারে॥
না কর বেদনা তুমি শুন নৃপজায়া।
বুঝিতে না পারে কেহ বিধাতার মায়া॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
কিছুমাত্র বলি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে সেই তরয়ে সংসার॥
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি রচে মহাভারত কথন॥

মৃত পতি পুত্রাদি দর্শনে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের বিলাপ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অনুযোগ।

জন্মেজয় কহিলেন শুন মহামুনি।
গান্ধারী কি কহিলেন কহ তাহা শুনি॥
কেমনে ধরিল প্রাণ শত পুত্রশোকে।
ক্রোধ করি কোন্ কথা কহিল কৃষ্ণকে॥
পূর্ণব্রহ্ম অবতার দেব নারায়ণ।
জানিয়া শাপিল দেবী কিসের কারণ॥
এই ত আশ্চর্য্য অতি মম মনে লয়।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহাশয়॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
একচিত্ত হ'য়ে শুন ভারত কথন॥
কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া॥
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্র বীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা॥
দেখ কৃষ্ণ একশত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল॥
দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
দেখিতে না পায় যারে কভু সূর্য্যে চান্দে॥
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাহার রূপ রথ রাখে ভানু॥
হেম বধূগণ দেখ আসে কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্নকেশ মত্তবেশ দেখ তুমি নেত্রে॥
এই দেখ নৃত্য করে পতিহীনা বধূ।
মুখ অতি সুশোভন অকলঙ্ক বিধু॥
এই দেখ গান করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ওই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র ধরি॥
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের দুর্গতি।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতি॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধূলায় ওই দেখ নারায়ণ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান॥

একবালে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাইয়া আমারে কিরূপে হে মুরারী॥
পুত্রশোক-শেল সম বাজিছে হৃদয়।
দেখাবার হৈলে দেখাতাম মহাশয়॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক॥
পুত্রশোক তুল্য শোক নাহি তার এক॥
গর্ভধারী হ'য়ে যেই করেছে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ॥
এ শোক সহিতে কেবা আছয়ে সংসারে।
বিবরিয়া বাসুদেব কহ দেখি মোরে॥
সহিতে না পারি আমি হৃদয়ের তাপ।
ভাবিতে উঠয়ে মনে মহা মনস্তাপ॥
মহাবলবন্ত মম শতেক নন্দন।
কি দিয়া আমারে বুঝাইবা নারায়ণ॥
মহারাজ দুর্য্যোধন লোটায় ভূতলে।
চরণ পূজিত যার নৃপতিমণ্ডলে॥
ময়ূরের পাখে যার চামর ব্যঞ্জন।
কুক্কুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ॥
দেখিতে না পারি আমি এ সব যন্ত্রণা।
শকুনি দিলেক যুক্তি খাইয়া আপনা॥
যাত্রাকালে পুত্র মোরে জিজ্ঞাসিল জয়।
যে কথা কহিনু তাহা শুন মহাশয়॥
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ জয় সেইখানে।
এই কথা আমি কহিলাম দুর্য্যোধনে॥
না শুনিল মম বাক্য করি অনাদর।
রাখিল ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম করিয়া সমর॥
কাতর না হৈল রণে আমার নন্দন।
সমর করিয়া সবে ত্যজিল জীবন॥
হৃদয়ে রহিল কিন্তু বড় এক ব্যথা।
সংগ্রামে আইল দুর্য্যোধনের বনিতা॥
এই দুঃখ নারায়ণ না পারি সহিতে।
ওই দেখ বধূগণ আম্রশাখা হাতে॥
অতএব ব্যগ্র বড় হইয়াছি আমি।
আর এক নিবেদন শুন অন্তর্য্যামী॥
দুর্য্যোধন না মানিল হিত উপদেশ।
তাহার উচিত ফল পাইল বিশেষ॥

শকুনি আমার ভাই বড় দুরাচার।
তাহার বুদ্ধিতে হৈল বংশের সংহার॥
মরিলেক শত পুত্র বংশের সংহতি।
বৃদ্ধকালে রাজার হইবে কিবা গতি॥
পাণ্ডুর নন্দন রাজ্য লবে আপনার।
পুত্র নাহি কেবা আর যোগাবে আহার॥
জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে।
এই হেতু ক্রন্দন করি যে রাত্র দিনে॥
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতন।
করুণা সাগর কৃষ্ণ করেন সান্ত্বন॥
কৌরব-বনিতা কান্দে পতি-পুত্রশোকে।
তা দেখিয়া পাণ্ডব আছয়ে অধোমুখে॥
মৃতপুত্র কোলে করি করয়ে বিলাপ।
যুধিষ্ঠির রাজার বাড়িল মনস্তাপ॥
এমন সময়ে আসি দ্রৌপদী সুন্দরী।
পুত্রশোকে কান্দে শিরে করাঘাত করি॥
বিরাটনন্দিনী কান্দে শোকে অচেতনা।
তাহা দেখি পাইলেন অর্জ্জুন বেদনা॥
উত্তরা ধরিয়া অভিমন্যুর চরণ।
লাজ ভয় ত্যাগ করি যুড়িল ক্রন্দন॥
উত্তরা বলিল মোরে বিধি প্রতিকূল।
হেনজন মরে যার গোবিন্দ মাতুল॥
ধনঞ্জয় পিতা যায় হেন জন মরে।
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে॥
মোহেতে আকুল বড় রাজা যুধিষ্ঠির।
বিলাপিয়া ভূমেতে পড়িল ভীমবীর॥
শোকেতে অর্জ্জুন বীর করেন রোদন।
বিলপিয়া কান্দে দুই মাদ্রীর নন্দন॥
কুন্তী যাজ্ঞসেনী দোঁহে শোকে অচেতনা।
মহা শোক-সিন্ধু মাঝে পড়ে সর্ব্বজনা॥
ফুকারিয়া কুন্তীদেবী না পারে কান্দিতে।
হইল অন্তরে দগ্ধ কর্ণের শোকেতে।
বিলপিয়া উত্তরা যে যায় গড়াগড়ি।
প্রাণনাথ কোথা ওহে গেলে মোরে ছাড়ি॥
গোবিন্দ তোমার মামা পিতা ধনঞ্জয়।
আহা মরি কোথা গেলে অর্জ্জুন-তনয়॥

অস্থির পাণ্ডবগণে দেখি নারায়ণ।
সান্ত্বনা করেন কহি মধুর বচন ॥
কুরুক্ষেত্রে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল।
অশ্রুতে প্লাবিত হৈল সংগ্রামের স্থল।
না হয় শোকের অন্ত পুনঃ পুনঃ বাড়ে।
হা নাথ বলিয়া পতিহীনা ডাক ছাড়ে ॥
পড়িয়া গান্ধারী আছে অচেতনা শোকে।
দুর্য্যোধন বিনা অন্য শব্দ নাহি মুখে ॥
কি বলিব ওহে কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারী।
আজি হৈতে শূন্য হৈল হস্তিনানগরী ॥
না ধরিল আমার বচন দুর্য্যোধন।
তাহার কারণে শত পুত্রের নিধন ॥
শান্তনু তনয় কত বুঝাইল নীত।
দ্রোণ কত বুঝাইল শাস্ত্রের বিহিত ॥
বিদুর কহিল কত বিবিধ প্রকারে।
না শুনিল কদাচিত গুরু অহঙ্কারে ॥
না শুনিল কার' কথা যুদ্ধ কৈল পণ।
সকল জীবের গতি তুমি নারায়ণ ॥
শুনিয়াছি আমি সব সঞ্জয়ের মুখে।
আর কত অনুযোগ কহিব তোমাকে ॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল অতিশয়।
পুনরপি শোক ত্যজি গোবিন্দেরে কয় ॥
ওহে কৃষ্ণ জনার্দ্দন দৈবকীকুমার।
তোমা হৈতে হৈল মম বংশের সংহার ॥
অনর্থের মূল তুমি দেব নারায়ণ।
কর্ম্ম দেখাইয়া কর দোষ প্রক্ষালন ॥
তোমাতে সংহার হয় মিলয় তোমাতে।
জীবের কারণ আর নাহি তোমা হৈতে ॥
সকল তোমার মায়া তুমি সে প্রধান।
গুণ দোষ ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি ভগবান ॥
থাকিয়া প্রাণীর ঘটে যে বলাও যারে।
প্রাণী করে সেই কর্ম্ম দোষ' কেন তারে ॥
অসাধুর মত কোথা ধর্ম্মের বাসনা।
সাধুব্যক্তি তব পদ করয়ে ভাবনা ॥
সাধুযত প্রশংসা করয়ে চক্রপাণি।
সংসারে যতেক দেখি তার মূল তুমি ॥

অতএব কহি নাথ কর অবধান।
করাইলে কৌরব পাণ্ডবেতে সংগ্রাম ॥
ভেদ জন্মাইলে তুমি ওহে নরপতি।
না পারি কহিতে দেব তোমার প্রকৃত্তি ॥
কৌরব পাণ্ডব তব উভয় সমান।
তাহে ভেদ যুক্তি নহে শুন ভগবান ॥
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে।
সংগ্রামে প্রবৃত্ত ধর্ম্ম তোমার সন্ধানে ॥
হিংসার নাহিক লেশ ধর্ম্মের শরীরে।
ভেদ জন্মাইলে তুমি কহিয়া তাহারে ॥
যদি বিসম্বাদ হৈল ভাই দুইজনে।
তোমার উচিত নহে উপস্থিতি রণে ॥
তারে বন্ধু বলি সব করায় সমতা।
তুমি শিখাইয়া দিলে বিবাদের কথা ॥
কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে।
সমান সম্বন্ধ তব কুরু পাণ্ডুসনে ॥
বরণ করিতে তোমা গেল দুর্য্যোধন।
পালঙ্কে আছিলা তুমি করিয়া শয়ন ॥
জাগিয়া আছিলা তুমি দেখি দুর্য্যোধনে।
কপটে মুদিয়া আঁখি নিদ্রা গেলে কেনে ॥
পশ্চাতে অর্জ্জুন আসে সে কথা শুনিয়া।
উঠিয়া বসিলে মায়া নিদ্রা উপেক্ষিয়া ॥
নারায়ণী সেনা দিলা আমার নন্দনে।
ছলিতে অর্জ্জুন বাক্য শুনিলা প্রথমে ॥
সারথি হইলে তুমি অর্জ্জুনের রথে।
সমান সম্বন্ধ আর রহিল কিমতে ॥
তবে সে হইত ব্যক্ত সমান সম্বন্ধ।
তোমাতে উচিত নহে শুন কৃষ্ণচন্দ্র ॥
তারপর এক কথা শুনহ অচ্যুত।
করিলে দারুণ কর্ম্ম শুনিতে অদ্ভুত ॥
মধ্যস্থ হইয়া যবে গিয়াছিলে তুমি।
চাহিলে সে পঞ্চগ্রাম শ্রুত আছি আমি ॥
না দিলেক মম পুত্র কি ভাবিয়া মনে।
আসিয়া কহিলে তুমি পাণ্ডব-নন্দনে ॥
সদাচারী পাণ্ডুপুত্র রাজ্য নাহি মনে।
তাহে তুমি ভেদ করি কহিলা বচনে ॥

আপনি দিলেন ভেদ কৌরব পাণ্ডবে।
নহে তুমি প্রবৃত্ত হইলে কেন তবে॥
সে কালে আপন ঘরে যেতে যদি তুমি।
সম স্নেহ বলি তবে জানিতাম আমি॥
যুদ্ধ যুক্তি দিলা তুমি পাণ্ডুর কুমারে।
প্রবঞ্চনা করি কৃষ্ণ ভাণ্ডিলা আমারে॥
সব জানিলাম তুমি অনর্থের মূল।
করিলা বিনাশ তুমি যত কুরুকুল॥
কহিতে তোমার মর্ম্ম বিদরয়ে প্রাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান॥
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।
না কহিলে স্বাস্থ্য নাহি জানাই তোমাকে॥
কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখ।
উচিত কহিতে পাছে মনে ভাব দুঃখ॥
সুখ দুঃখ কহিবেক সবাকার স্থান।
আর কিছু কহি তাহা শুন ভগবান॥
অনাদি পুরুষ তুমি দেব ভগবান।
বিশ্বেশ্বর হও তুমি পুরুষ প্রধান॥
সবাকার মূল তুমি দেব জগন্নাথ।
সহজে অবলা আমি কি কব সাক্ষাৎ॥
কর্ণের আছিলা শক্তি অর্জ্জুন নিধনে।
তাহা দিয়া বিনাশিলে ভীমের নন্দনে॥
যুধিষ্ঠির সহ যুক্তি করি যদুপতি।
যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত করাইলা তুমি রাতি॥
ভীমসুত ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধ কৈল।
ক্রোধে কর্ণ সেই অস্ত্র ভৈমীরে মারিল॥
ওহে কৃষ্ণ এ সকল তোমার মন্ত্রণা।
কর্ম্ম সব মূল বলি প্রবোধিলা আমা॥
তোমার যতেক কর্ম্ম না পারি কহিতে।
কুরু পণ্ডু সম মিল বলহ সভাতে॥
চক্রব্যূহ দ্রোণাচার্য্য করিল রচন।
চক্রব্যূহ যুদ্ধ মাত্র জানয়ে অর্জ্জুন॥
আর কেহ নাহি জানে পাণ্ডব সভাতে।
অভিমন্যু শুনেছিল থাকিয়া গর্ভেতে॥
অভিমন্যু বধ কথা শুনিয়া অর্জ্জুন।
জয়দ্রথে নাশ হেতু করিল সে পণ॥
সঞ্জয়ের মুখে আমি শুনিয়াছি সব।
উপকার যত তুমি করেছ মাধব॥
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর শাপ।

কুরুকুল বিনাশিলা বসুদেব সুত।
কহিতে অনল উঠে কি কব অচ্যুত॥
পুত্রশোকে কলেবর জ্বলিছে আমার।
বল দেখি হেন শোক হয়েছে কাহার॥
শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিব হে তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে॥
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণ হৈতে কৃষ্ণ হইনু নিধন॥
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
তুমি এ যন্ত্রণা পাবে দিলাম এ শাপ॥
মম বধূগণ যেন করিছে ক্রন্দন।
এইমত কান্দিবেক তব বধূগণ॥
তুমি যেন ভেদ কৈলা কুরু পাণ্ডবেতে।
যদুবংশ তেন হবে আমার শাপেতে॥
কৌরবের বংশ যেন হইল সংহার।
শুন কৃষ্ণ এই মত হইবে তোমার॥
গোবিন্দেরে শাপ দিল কুপিয়া গান্ধারী।
শুনি কম্পমান হৈল ধর্ম্ম অধিকারী॥
অন্তর্য্যামী হরি জানিলেন এ কারণ।
সতীর অলঙ্ঘ্য বাক্য না হবে লঙ্ঘন॥
আমি জন্মিলাম ভূমি ভার নিবারণে।
পৃথিবীর ভার যে ঘুচিল এত দিনে॥
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
মম জ্ঞাতি মারিতে পারয়ে কোনজন॥
উঠহ গান্ধারী, নাহি করহ ক্রন্দন।
শাপ দিলা তথাপি না কর সম্বরণ॥
দুর্য্যোধন দোষে হৈল বংশের নিধন।
না জানিয়া আমারে শাপিলা অকারণ॥
আমি যদি দোষে থাকি ফলিবেক শাপ।
আপনার দোষে আমি পাব মনস্তাপ॥

এতেক বলিয়া মায়া করি নারায়ণ ।
পুত্রশোকে গান্ধারীকে করেন মোচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক মৃত স্বজনগণের শরীর সৎকার ।

কৃষ্ণের বচনে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি ।
যুধিষ্ঠিরে ডাকিয়া বলিছে মহামতি ॥
মন দিয়া শুন পুত্র আমার বচন ।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে মরিল যত জন ॥
রাজ-রাজ্যেশ্বর রাজা কুমার রাজার ।
গণনা করিতে নারি কতেক হাজার ॥
সুহৃদ বান্ধব কার' নাহি সহোদর ।
সবাকার প্রেতকর্ম্ম করহ সত্বর ॥
অগ্নি কার্য্য সবাকার করহ এখন ॥
নিমন্ত্রিয়া যতেক আনিল দুর্য্যোধন ।
তব আমন্ত্রণে এ'ল যত যত রাজ ।
না করিলে প্রেতকার্য্য হইবেক লাজ ॥
শ্রীধৌম্য সঞ্জয় আর বিদুর সুমতি ।
ইন্দ্রসেন ধর্ম্মসেন যুযুৎসু প্রভৃতি ॥
ইহারা সকলে যা'ক তোমার সহিত ।
করুক অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম যে যার উচিত ॥
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যত এসেছিল প্রাণী ।
সবার সৎকার কর ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞা পেয়ে ধর্ম্মের নন্দন ।
চিতাধূমে অন্ধকার করিল গগন ॥
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজার আজ্ঞায় ।
ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠির আছেন সহায় ॥
জ্ঞাতিগণে অগ্নি দিল ধর্ম্মের নন্দন ॥
চিতাধূমে অন্ধকার হইল গগন ।
অপর যতেক রাজা মৃত কুরুক্ষেত্রে ।
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজ আজ্ঞ মাত্রে ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হইল দাহন ।
অনুমৃতা হইল যতেক নারীগণ ॥
বিষাদ পাইয়া ধর্ম্ম করেন রোদন ।
প্রবোধ করেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন ॥

অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে ।
এ তিন ভুবন আছে যাঁহার শরীরে ॥
বিশ্বাস করয়ে লোক এ সব বচনে ।
বিশ্বরূপ যশোদা দেখিল বিদ্যমানে ॥
চারি ভাই সঙ্গে ল'য়ে পাণ্ডুর কুমার ।
গেলেন তর্পণ স্নান হেতু যত আর ॥
গঙ্গায় চলিল সব গোবিন্দ সংহতি ।
পঞ্চ পাণ্ডবাদি ধৃতরাষ্ট্র নরপতি ॥
গান্ধারী প্রভৃতি কুন্তী দ্রুপদনন্দিনী ।
উত্তরা প্রভৃতি আর যতেক রমণী ॥
স্নান আদি কৈল সবে জাহ্নবীর জলে ।
ধৌম্য পুরোহিত মন্ত্র পড়ায় সকলে ॥
দুর্য্যোধন আদি করি শত সহোদর ।
সবার তর্পণ করিলেন নৃপবর ॥
আর যত রাজগণ সংগ্রামে মরিল ।
একে একে সবাকার তর্পণ করিল ॥
ক্ষত্র মত নিত্যকর্ম্ম ছিল পূর্ব্বাপর ।
সেইমত করিল পাণ্ডুর সহোদর ॥
স্ত্রীপুরুষ কৈল যত পারত্রিক কর্ম্ম ।
যেমন বিধান ছিল শাস্ত্রমত ধর্ম্ম ॥
হেনকালে কুন্তীদেবী গিয়া সেইখানে ।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মধুর বচনে ॥
কর্ণ মহাবীর হয় আমার নন্দন ।
সুতপুত্র বলি যারে বলিলা বচন ॥
কন্যাকালে জন্ম হ'য় আমার উদরে ।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম জানাই তোমারে ॥
অসময় বলি তায়ে করি বিসর্জ্জন ।
মঞ্জুষা করিয়া ভাসাইলাম তখন ॥
তবে সূত পেয়ে তারে করিল পালন ।
প্রসিদ্ধ হইল সেই রাধার নন্দন ॥
বলবান দেখি দুর্য্যোধন নিল তারে ।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমারে ॥
মায়ের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির ।
বরিষয়ে দুই ধারে নয়নের নীর ॥
বিষাদ করিয়া ধর্ম্ম করেন রোদন ।
প্রবোধ করেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন ॥

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কুন্তীরে তখন।
পুনশ্চ কহিল কর্ণ জন্ম বিবরণ ॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্র পায় যেমত প্রকারে।
কহিল সকল কথা রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
এতেক শুনিয়া ধর্ম্ম মায়ের বচন।
মলিন বদনে পুনঃ করেন রোদন ॥
এতদিনে হেন কথা কহিলে জননী।
কর্ণ মম সহোদর এতদিনে শুনি ॥
ভ্রাতৃবধ করি আমি পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
কর্ণ মম সহোদর বিক্রমে বিশাল ॥
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে পঞ্চর্জ্জুন।
পুনশ্চ প্রবোধ দেন দৈবকীনন্দন ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা শোকেতে জর্জ্জর।
যোড়হাতে কহিলেন জননী গোচর ॥
শুনগো জননী আমি করি নিবেদন।
জানিলে না হ'ত কভু কর্ণের নিধন ॥
গুপ্ত করি রাখিলে না কহিলে আমারে।
বৃথা বধ করিলাম জ্যেষ্ঠ সহোদরে ॥
এ সকল কথা যদি কহিতে জননী।
তবে কেন বিনাশিব কর্ণ মহাজ্ঞানী ॥
তবে কেন বিনাশিব রাজা দুর্য্যোধন।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখাদি ভাই শত জন ॥
তবে কেন ভীষ্ম বীর ঈদৃশ হইবে।
অভিমন্যু পুত্র কেন রণেতে পড়িবে ॥
তবে কেন হইবেক দ্রোণের নিধন।
পূর্ব্বেতে এ সব যদি কহিতে বচন ॥
দৈবে কর্ণ রাজা ছিল হস্তীনানগরে।
দুর্য্যোধন তার বাক্য অন্যথা না করে ॥
কর্ণ-আজ্ঞাকারী ছিল যত কুরুগণ।
যুদ্ধ না হইত মাতা জানিলে এমন ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃ তুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
এ কলঙ্ক রাখিলাম আপনার কুলে ॥
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে।
এতদিনে হেন কথা কহিলে আমারে ॥
মা হইয়া পুত্র প্রতি এমত তোমার।
শুন গো জননী তাপ বাড়িল অপার ॥

শাপ দিব আমি বড় দুঃখ পাই মনে।
গুপ্তকথা না থাকিবে নারীর বদনে ॥
নারীর উদরে কভু কথা না রহিবে।
অতি গুপ্ত কথা হৈলে প্রকাশ হইবে ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির অতি শোকাকুল।
পুনঃ প্রবোধেন কৃষ্ণ হ'য়ে অনুকূল ॥
কৃষ্ণবাক্যে প্রীত পেয়ে পাণ্ডুর নন্দন।
শাস্ত্রমত করিলেন কর্ণের তর্পণ ॥
ঘটোৎকচ রাক্ষসের করেন তর্পণ।
পুনঃ স্নান করি কূলে উঠেন তখন ॥
কূলে রহিলেন ধর্ম্ম হইয়া অসুখী।
ভীমার্জ্জুন সহদেব কেহ নহে সুখী ॥
গান্ধারী পুত্রের শোকে বিস্তর কান্দিল।
পতিহীনা নারীগণ যত সঙ্গে ছিল ॥
শান্ত করি যুধিষ্ঠির আনেন শিবিরে।
ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি রহিল অনাহারে ॥
শিবিরে রহিল সবে বিষাদিত মনে।
গান্ধারী পুত্রের শোকে কান্দে রাত্রিদিনে ॥
অনাহারে তিন রাত্রি করিল বঞ্চন।
নিশিযোগে ফলাহার কৈল সর্ব্বজন ॥
আজি তিন দিন হৈল পুত্র নাহি দেখি।
কোথা দুর্য্যোধন কোথা দুর্ম্মুখ ধানুকী ॥
গান্ধারী কৃষ্ণেরে কন করিয়া রোদন।
আজি শূন্য হৈল মম সকল ভুবন ॥
কোথা গেল দুর্য্যোধন কহ যদুমণি।
অকারণে প্রাণ ধরি আমি অভাগিনী ॥
সকল সংসার শূন্য পুত্রের বিহনে।
শুন কৃষ্ণ কত দুঃখ উঠে মম মনে ॥
শতপুত্র আমার যেমন শশধর।
কি হইল কোথা গেল কহ যদুবর ॥
সে হেন সুন্দর মুখ অনলে পুড়িল।
নানা আভরণ অঙ্গে কেবা কাড়ি নিল ॥
অগুরু চন্দনে লিপ্ত ছিল নিরন্তরে।
কেমনে অনল দিলা এমন শরীরে ॥
স্বপ্নবৎ দেখি এই সকল সংসার।
কহ কোথা গেল মম শতেক কুমার ॥

সুবর্ণ রচিত পুরী নিল কোন্ জন।
কহ কৃষ্ণ কোথা গেল আমার নন্দন ॥
সকুণ্ডল কনক শরীর সুকুমার।
দুঃশাসন আদি পুত্র কোথা সে আমার ॥
শোক দুঃখ ভয়ে আমি হৈলাম উন্মনা।
কোথা শত বধূ মোর খঞ্জননয়না ॥
স্মরণ করিতে মম বিদরে পরাণ।
হস্তিনা হইল শূন্য শুন ভগবান ॥
এ বড় অন্তরে দুঃখ নহিল আমার।
বৃদ্ধকালে কোন গতি হইবে আমার ॥
মরিলে পুত্রের হাতে না পাব' আগুন।
ইহা ভাবি আরো দুঃখ বাড়ে চতুর্গুণ ॥
কি বুঝিয়া এত তাপ দিলেন আমারে।
শুন হে করুণাময় নিবেদি তোমারে ॥
এত জ্বালা আগেতে না জানি গদাধর।
পুত্রশোকে আমার দহিছে কলেবর ॥
ওহে ভীমসেন শুন আমার বচন।
আর বিষ তোমারে না দিবে দুর্য্যোধন ॥
আর কেবা জতুগৃহ করিবে নির্ম্মাণ।
ঘুচাইল সব ভয় প্রভু ভগবান ॥
শকুনি আমার ভাই গেল কোথাকারে।
আর কে মন্ত্রণা দিবে আমার পুত্রেরে ॥
ওহে যুধিষ্ঠির তব হৈল শুভ দশা।
আর কে তোমার সঙ্গে খেলাইবে পাশা ॥
গান্ধারের নাথ কোথা দুরাত্মা শকুনি।
তোমা সবাকার ভয় ঘুচিল এখনি ॥
এত বলি গান্ধারী পড়িল ভূমিতলে।
যুধিষ্ঠির ধরি তুলিলেন সেইকালে ॥
সান্ত্বনা করেন কৃষ্ণ বিবিধ প্রকারে।
নানাবিধ শাস্ত্র কথা বুঝাইল তাঁরে ॥
শুন গো গান্ধারী শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
ভূমিষ্ঠ হইল যবে রাজা দুর্য্যোধন ॥
এ শোকে সে সব কথা নহেত বিধান।
বিদুর কহিল যত সকলি প্রমাণ ॥
দুর্য্যোধন শোকেতে ক্রন্দন কর বৃথা।
অনিত্য সংসার এই আমি আছি কোথা ॥
অদ্য বা পক্ষান্তে হয় অবশ্য মরণ।
শুন গো গান্ধারী শোক কর অকারণ ॥
বিস্ময় পাণ্ডব-কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
শুন শুন ওহে ভাই হ'য়ে একমন।
কাশীরাম দাস কহে ভারত কথন ॥

শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস ও নারদের নানা উপদেশে যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
যুধিষ্ঠিরে তখন কহেন নারায়ণ ॥
অঙ্গীকার তথাপি না করেন রাজন।
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ মধুর বচন ॥
শুন শুহে ধর্ম্মরাজ ক্ষমা দেহ মনে।
হস্তিনানগরে চল আমার বচনে ॥
পৃথিবী পালহ রাজা সিংহাসনে বসি।
ধর্ম্মের নন্দন তুমি হবে রাজ্যবাসী ॥
যে দুঃখ পাইলে তুমি বেড়াইয়া বনে।
সে সকল কথা কেন নাহি কর মনে ॥
রজঃস্বলা দ্রৌপদীর কেশেতে ধরিল।
সভামধ্যে দুঃশাসন ঝটিতি আনিল ॥
দ্রৌপদীরে উরু দেখাইল দুর্য্যোধন।
তাহা সব পাসরিলে ধর্ম্মের নন্দন ॥
তথাপি এতেক ভয় বুঝিতে না পারি।
বিলম্ব না কর, চল হস্তিনানগরী ॥
এত যদি কহিলেন দৈবকী-নন্দন।
দিলেন পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ উত্তর বচন ॥
দুর্য্যোধন পাইল আপন কর্ম্মফল।
আমাকে উচিত নহে ভক্তবৎসল ॥
রাজ্যভোগ কখন নাহিক মম মনে।
নিরবধি পড়ে মনে ভাই দুর্য্যোধনে ॥
যুক্তি নহে সে সকল বচন শুনিতে।
ভীমার্জ্জুন ল'য়ে তুমি যাহ হস্তিনাতে ॥
গোবিন্দ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
পুনঃ পুনঃ মম বাক্য না কর লঙ্ঘন ॥

তোমাকে না শোভে হেন দিতে অনুমতি ।
তুমি রাজা হৈলে আমি পাইব পীরিতি ॥
এমত কৃষ্ণের লীলা কেহ নাহি জানে ।
অনুমতি দেন ধর্ম্ম কৃষ্ণের বচনে ॥
হস্তিনা যাইব চল দেব গদাধর ।
শুনি আনন্দিত হ'ল বীর বৃকোদর ॥
যুধিষ্ঠির রাজা হইবেন হস্তিনার ।
শুনি আনন্দিত হয় মাদ্রির কুমার ॥
অর্জ্জুন প্রফুল্ল হন ধর্ম্মের বচনে ।
ত্বরা করিলেন সবে হস্তিনা গমনে ॥
হেনকালে ধৃতরাষ্ট্র করেন ক্রন্দন ।
কোথায় ছাড়িয়া যাই পুত্র দুর্য্যোধন ॥
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ প্রভৃতি যত জন ।
স্মরিয়া আমাকে লহ শুন বাছাধন ॥
দেশেতে দেখিব গিয়া আমি কার মুখ ?
পাণ্ডব নিলেক রাজ্য ধন জন সুখ ॥
সকরুণে হেন কথা কহিল রাজন ।
শুনি যুধিষ্ঠির হইলেন অচেতন ॥
পড়িল ভূমিতে ধর্ম্ম হইয়া মূর্চ্ছিত ।
কৃষ্ণার্জ্জুন সহদেব দেখি হৈল ভীত ॥
তুলিয়া রাজাকে বসাইলেন শ্রীহরি ।
বসিয়া কহেন রাজা কৃতাঞ্জলি করি ॥
কি আর প্রবোধ দেহ ওহে দেব হরি ।
জ্যেষ্ঠতাত-শোক আর সহিতে না পারি ॥
কেমনে এ সব কথা শুনিব শ্রবনে ।
শুন কৃষ্ণ কার্য্য নাহি মম রাজ্যধনে ॥
দ্রোপদী মরিবে পঞ্চপুত্র বিবর্জ্জিতা ।
অভিমন্যু শোকে কান্দে বিরাট দুহিতা ॥
করি প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত যে ইহার ।
আর কিছু নাহি বল দৈবকী-কুমার ॥
ধৃতরাষ্ট্র বিরাটাদি দ্রুপদ রাজন ।
রাজ্য হেতু নাশিলাম শুন নারায়ণ ॥
পৃথিবীতে আছিল যতেক নরপতি ।
মম হেতু সবাকার হইল দুর্গতি ॥
কেন পাপ আশা আমি বাড়াইনু মনে ।
নাশ হৈল কুরুকুল আমার কারণে ॥

রাজ্যলুব্ধ হ'য়ে আমি হইনু দুরন্ত ।
ভীষ্ম হেন পিতামহ করিলাম অন্ত ॥
অর্জ্জুনের বাণে পিতামহ ম্রিয়মান ।
শিখণ্ডী সম্মুখে গিয়া কৈল অপমান ॥
রথ হৈতে যখন পড়িল ভীষ্মবীর ।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির ॥
পুষিয়া পালিয়া মোরে শিখাইল নীত ।
হেন পিতামহে মারি না হয় উচিত ॥
কহিতে অধিক দুঃখ উঠে নারায়ণ ।
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম পুনঃ যাব বন ॥
তবে ব্যাস প্রবোধ দিলেন নরবরে ।
শুন ধর্ম্ম, শোক কেন ভাবহ অন্তরে ॥
আমি যাহা কহি তাহা শুন মন করি ।
গতজীবে শোক কৈলে বাড়ে যত বৈরী ॥
যথায় সংযোগ, তথা বিয়োগ অবশ্য ।
সলিলের বিম্ব যেন সংসার রহস্য ॥
জন্মিলে মরণ যেন অবশ্যই লোক ।
জন্ম মৃত্যু দেহ ধরি না করিহ শোক ॥
এ সব ঈশ্বর-লীলা শুন নরপতি ।
সেই সে বুঝিতে পারে কৃষ্ণে যার মতি ॥
ইহাতে বিবাদ কেন শুনহ রাজন ।
পুনঃ পুনঃ আপনি কহেন নারায়ণ ॥
এত বলি কহিলেন বহু ইতিহাস ।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ দিলেন মুনি ব্যাস ॥
সংসার প্রসঙ্গে সেই কথা মুনিগণে ।
সনকেরে জিজ্ঞাসা করিল তপোবনে ॥
শুনিল মুনিরা যাহা সনকের স্থানে ।
সে কথা কহেন ব্যাস ধর্ম্মের নন্দনে ॥
অনিত্য শরীর ভাই শুন সর্ব্বজন ।
নানামত ব্যাধি হেতু প্রাণীর নিধন ॥
বিধাতা লিখিল যারে যেমন প্রকারে ।
খণ্ডন না হয় সেই জনমিলে মরে ॥
আপনার কর্ম্ম হেতু মরয়ে আপনি ।
চিরঞ্জীবী কেহ নহে শুন নৃপমণি ॥
প্রথম বয়সে কেহ, কেহ মধ্যকালে ।
শেষকালে মরে কেহ বার্দ্ধক্য হইলে ॥

বড় ছোট নাহি জানি মরে সর্ব্বজন।
কর্ম্ম অনুরূপ জান' পাণ্ডুর নন্দন ॥
অস্ত্রাঘাতে মরে কেহ জলেতে ডুবিয়া।
আত্মাঘাতী হয় কেহ গরল খাইয়া ॥
সর্পাঘাতে মরে কেহ মরে সান্নিপাতে।
শার্দ্দূল ভক্ষণে কেহ মাতঙ্গ হইতে ॥
যাহার যেমত কর্ম্ম তার সেই গতি।
হেতু মাত্র মৃত্যু হয় শুন নরপতি ॥
মহাধনবান রাজা নানা ভোগ করে।
শুন যুধিষ্ঠির সেই কাল পেলে মরে ॥
ভিক্ষা মাগি যেই জন খায় নিতি নিতি।
কাল প্রাপ্তে সে ও মরে শুন নরপতি ॥
নানা শাস্ত্র বিচারিয়া করয়ে বিচার।
ভোগ হৈলে অন্তে মৃত্যু হয় যে তাহার ॥
অতি দুঃখী মরে চিরজীবী কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির এই সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥
এ সব ঈশ্বর-আজ্ঞা কালে মরে প্রাণী।
তুমি জ্ঞানবান কত বুঝাইব আমি ॥
নিত্য শত স্বর্ণ কেহ দ্বিজে দেয় দান।
কালে তার মৃত্যু হয় না হয় এড়ান ॥
কোন কোন জন নিত্য নিত্য পাপ করে।
শুন নরপতি সে ও কাল পেলে মরে ॥
কিন্তু ধর্ম্ম পথে প্রাণী করিবে যতন।
কদাচিত পাপ পথে নাহি দিবে মন ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম আচরিতে বেদের বিধান।
এ সব ঈশ্বর লীলা শুন সাবধান ॥
আশার কৌতুক দেখ সকল সংসার।
কালেতে হরিবে সব ধর্ম্মের কুমার ॥
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা যথা হয় পরিবর্ত্ত।
সেইমত দুঃখ সুখ কালের বিবর্ত্ত ॥
শুন যুধিষ্ঠির কেহ কারে নাহি মানে।
অগাধ সলিলে মৎস্য থাকয়ে বন্ধনে ॥
বনে চরে মৃগ, কারে না করে হিংসন।
দেখহ ঈশ্বর-লীলা তাহার মরণ ॥
ঔষধে না করে ত্রাণ জানাই তোমারে।
কর্ম্মক্ষয় হৈলে প্রাণী অকস্মাৎ মরে ॥

ছাওয়াল অকর্ম্মা থাকে বাক্য না সরে।
ভোগ না সমাপ্তি হৈতে কেন সেই মরে ॥
ইথে কি তোমার, শোক কেন কর বৃথা।
মনে বিচারিয়া দেখ তব পিতা কোথা ॥
কোথা সে মান্ধাতা পৃথ্বী দিলেক দ্বিজেরে।
যযাতি নহুষ কোথা শিবি নরবরে ॥
হরিশ্চন্দ্র রুক্মাঙ্গদ ধর্ম্মশীল দাতা।
কালেতে মরিল তাহা বল আছে কোথা ॥
দুইখানি কাষ্ঠ স্রোতে একত্র মিলিন।
পুনশ্চ বিচ্ছেদ হয় কে কোথায় রয় ॥
সেই মত জানিবা বান্ধব সমাগম।
জ্ঞানবান লোকে তাহা না করয়ে ভ্রম ॥
নারীগণ গীতবাদ্য করে অনুক্ষণ।
লজ্জাহীন হ'য়ে শেষে করয়ে ক্রন্দন ॥
পিতৃ মাতৃ দেখহ যতেক পরিবার।
মনে বিচারিয়া দেখ কেহ নহে কার ॥
কত জন্ম মরণ, নির্ণয় নাহি জানি।
জননী রমণী হয়, রমণী জননী ॥
পুত্র হ'য়ে পিতা হয়, পিতা হয় পুত্র।
অদ্ভুত ঈশ্বর-লীলা কর্ম্ম মাত্র সূত্র।
পথিক সহিত যেন পরিচয় পথে।
সেইমত দিন কত থাকে এক সাথে ॥
তাহাতে বিচ্ছেদ হয় নিজকর্ম্ম গুণে।
শোক ত্যজ যুধিষ্ঠির কিবা ভাব মনে ॥
কালে আসে কালে যায় কেহ নাহি দেখে।
কোথা হ'তে আসে প্রাণী কোথা গিয়া থাকে ॥
ক্ষণেক সংযোগ হয় সদা বিভিন্নতা।
শুন যুধিষ্ঠির তুমি শোক কর বৃথা ॥
কোথা আছিলাম পূর্ব্বে কোথা চলি যাব।
কে বুঝে ঈশ্বর-লীলা কাহাকে কহিব ॥
কুম্ভকার চক্রে যেন দিবানিশি ভ্রমে।
সেইমত জানিহ বান্ধব সমাগমে ॥
ভাস্করের গতায়াতে দিন হয় ক্ষয়।
সংসার-কর্ম্মেতে থেকে চৈতন্য হারায় ॥
জন্ম জরা মরণ দেখিতে সদা হয়।
তথাপি লোকের মনে নাহি হয় ভয় ॥

যখন জন্ময়ে লোক এইত সংসারে।
তখন আইসে প্রাণী যম অধিকারে॥
রসিক জনাতে যেন সেবে মহারস।
জরা জীর্ণ সুখে থাকে নহে মৃত্যুবশ॥
ধ্যানে নিরবধি থাকে তপস্বীর সনে;
শুন যুধিষ্ঠির তারে হ'রে লয় যমে॥
আপনার শরীর রাখিতে নাহি পারি।
কি লাগিয়া পর লাগি শোক ক'রে মরি॥
এত সব তত্ত্ব কথা সনক কহিল।
অস্ত্র নামে ব্রাহ্মণের সন্দেহ ভাঙ্গিল॥
শোক ত্যজ যুধিষ্ঠির শুন নরপতি।
মহাসুখে ভুঞ্জ সসাগরা বসুমতী॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্ম নৃপবর।
মৌনেতে রহেন কিছু না দেন উত্তর॥
কৃষ্ণেরে কহেন তবে বীর ধনঞ্জয়।
কত ক্লেশ পান রাজা কহিতে সংশয়॥
জ্ঞাতিবধ পাপে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির।
বিশেষ আকুল বড় ভীম মহাবীর॥
কেমনে পাইবে রাজ্য কহ ভগবান।
বৃথা করিলাম তবে এতেক সংগ্রাম॥
আপনি নিশ্চয় কহ রাজা যুধিষ্ঠিরে।
তবে রাজ্য পাই প্রভু জানাই তোমারে॥
দেশান্তরী হ'য়েছিনু রাজ্যের কারণে।
স্মরিয়া সে সব কথা দুঃখ উঠে মনে॥
বিরাট নগরে বঞ্চিলাম বৎসরেক।
হীনকর্ম্ম করিলাম কহিব কতেক॥
হেন রাজ্য ত্যজিতে চাহেন যুধিষ্ঠির।
আপনি বুঝাও পুনঃ শুন যদুবীর॥
রাজ্য হেতু জ্ঞাতিগণ হইল বিনাশ।
যুধিষ্ঠিরে আপনি বুঝাও শ্রীনিবাস॥
বিক্রম করেছি যত শুনহ শ্রীহরি।
বুঝাও ধর্ম্মেরে তুমি মায়া দূর করি॥
সকল তোমার সাধ্য শুন নারায়ণ।
রাজ্য লাগি করিলাম যত পরাক্রম॥
রাজ্য করিবারে প্রভু বড় ইচ্ছা হয়।
আপনি বিশেষ তাহা জান মহাশয়॥

রাজ্য ধন নাহি চান ধর্ম্ম নৃপমণি।
আমাকে চাহিয়া, নৃপে বুঝাও আপনি॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি উঠেন গোবিন্দ।
নয়ন প্রসন্ন যেন বিকচারবিন্দ॥
ভক্তি করি কাছে গিয়া বসেন আপনি।
যুধিষ্ঠির হাতে ধরি কহেন তখনি॥
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
কেন নাহি শুন রাজা ব্যাসের বচন॥
যে সব মরিল রণে জ্ঞাতি বন্ধুজন।
শোক কৈলে পাবে হেন না হয় রাজন॥
সেব্যমান উদ্বেগে কলহ কণ্ডু বাড়ে।
শোকে মন দিলে রাজা লক্ষ্মী তারে ছাড়ে॥
আপনি নারদ পুনঃ সঞ্জয়ে কহিল।
তবেত সঞ্জয় রাজা শোক পাসরিল॥
হিতকথা কহিলেন ব্যাস মুনিবর।
তাহাতে আপনি কেন না দেহ উত্তর॥
এতেক কহেন যদি কমললোচন।
কিছু না কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
পুনঃ ব্যাস মুনি তাঁরে বুঝান বিস্তর।
মৌনভাবে রাজা তাঁরে না দেন উত্তর॥
কহিল নারদ মুনি নানা উপদেশ।
না করিবা শোক রাজা কহিনু বিশেষ॥
জ্ঞাতিবধ বলি নাহি ভয় কর চিতে।
শোক নিবারিয়া রাজা চল হস্তিনাতে॥
শ্রাদ্ধ শান্তি কর দুর্য্যোধন আদি করি।
দূর কর মৃত্যুশোক হও দণ্ডধারী॥
ধর্ম্মকথা নিরবধি করহ শ্রবণ।
তবে শোকহীন হবে শান্ত কর মন॥
গঙ্গা হৈতে জাত ভীষ্ম শান্তনু তনয়।
তাঁর দরশনে পাপ হইবেক ক্ষয়॥
মহাবলবান ভীষ্ম শান্তনু-নন্দন।
তাঁর দরশনে পাপ হবে বিমোচন॥
শ্রবণ করিতে বেদ অভ্যাস করিল।
ব্রহ্মার তনয় হৈতে সুশিক্ষা পাইল॥
মার্কণ্ডেয় মুনি হৈতে ধর্ম্মের নন্দন।
পরশুরাম হৈতে পাইল অস্ত্রগণ॥

ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার সম্পদ।
সাক্ষাৎ ব্রহ্মার যিনি ছিল সভাসদ ॥
মহাধর্ম্মশীল ভীষ্ম মহাতেজোময়।
তিনি সব ঘুচাবেন তোমার সংশয় ॥
তাঁর দরশনে দূর হবে অমঙ্গল।
শুনিলে জ্ঞানের কথা হইবে নির্ম্মল ॥
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
হস্তিনাতে কর গিয়া প্রজার পালন ॥
অনাথ ব্রাহ্মণ সব চাহেন তোমাকে।
তোমার কারণে নিত্য কাঁদে প্রজালোকে ॥
অবশেষ যত আছে পৃথিবীর পতি।
উপাসনা হেতু আছে শুন নরপতি ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্মতি।
হস্তিনায় যাইতে দিলেন অনুমতি ॥
ধৃতরাষ্ট্র অগ্রে করি পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনাপুরীতে শীঘ্র করেন গমন ॥
দিব্যরথে চড়িলেন পাণ্ডবের পতি।
তাহাতে সারথি হৈল ভীম মহামতি ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন রথেতে চলেন দুইজন।
সহদেব নকুল রথেতে আরোহণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি চাপিল বিমানে।
সঞ্জয় যুযুৎসু আদি চলে সব জনে ॥
কুন্তী ও গান্ধারী আদি নারীগণ যত।
হস্তিনা গমনে সবে চাপিলেক রথ ॥
শোকেতে গান্ধারী দেবী নেউটিয়া চায়।
দুর্য্যোধন বলি দেবী কান্দে উভরায় ॥
থাক্ কুরুক্ষেত্রে মম শতেক নন্দন।
আমি অভাগিনী যাই আপন ভবন ॥
দারুণ বিধাতা এত করিল আমাকে।
কোথায় ত্যজিয়া আমি যাই সে সবাকে।
সাত্যকি চাপিল রথে হরষিত চিতে।
কোলাহল করিয়া চলেন হস্তিনাতে ॥
ভীম করে সিংহনাদ পেয়ে মনে প্রীত।
তাহা দেখি গান্ধারীর হৃদয় দুঃখিত ॥
শীঘ্রগতি দ্বারী গেল হস্তিনানগরে।
ধর্ম্ম আগমন জানাইল সবাকারে ॥
দূতমুখে সম্বাদ পাইল পাত্রগণ।
সবে মেলি করে তবে নগর সাজন ॥
চান্দোয়া চামর আনি টাঙ্গাইল পথে।
প্রবাল মুকুতাদাম শোভে চারিভিতে ॥
বান্ধিল তোরণ সব বড় উচ্চ করি।
কদলী রোপণ করিলেক সারি সারি ॥
পুষ্পমালা বনমালা নগরে নগরে।
সুবর্ণের ঘট শোভে দুয়ারে দুয়ারে ॥
রাজমার্গ সুসংস্কার করিল যতনে।
সুবাসিত কৈল পথ অগুরু চন্দনে ॥
হস্তিনানগরে যত আছয়ে ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্ম আগমন শুনি আনন্দিত মন ॥
আনন্দেতে নানা বাদ্য সবে বাজাইল।
শুভক্ষণে ধর্ম্মরাজ পুরে প্রবেশিল ॥
বিজয় পাণ্ডব-কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার ॥
অপূর্ব্ব ভারত-কথা পুরাণ প্রধান।
এতদূরে নারীপর্ব্ব হৈল সমাধান ॥

নারীপর্ব্ব সমাপ্ত।

রাহুত মাহুত নানা, সঙ্গে ল'য়ে নানা সেনা,
মহা হস্তী সব যূথে যূথে ॥
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন আর, সঙ্গে ল'য়ে পরিবার,
বাদ্য কোলাহলে যদুপতি।
গেলেন ভীষ্মের স্থান, দেখি ভীষ্ম মতিমান,
আদর করেন সবা প্রতি ॥
যাঁর যেই যোগ্যাসন, বসিলেন ক্ষত্রগণ,
প্রণমিয়া ভীষ্মের চরণে।
একভিতে বিপ্রগণ, পাতি দিব্য কুশাসন'
আনন্দে বসিল সেই স্থানে ॥
যুধিষ্ঠির নরপতি, চিত্তে দুঃখ হ'য়ে অতি,
ভ্রাতৃগণ সহ শোকমনে।
লোটায় ধরণীপরে, মুখে নাহি বাক্য সরে,
বসিলেন বিষণ্ণবদনে ॥
যথাযোগ্য সম্ভাষণ, করে ভীষ্ম মহাজন,
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য সর্ব্বজনে।
দেখিয়া অমরগণ, প্রশংসিল সর্ব্বজন,
সাধুবাদে গঙ্গার নন্দনে ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
পুণ্য বৃদ্ধি পাপের বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের যোগ কথন।

ভীষ্মেরে কহিল পরে রাজা যুধিষ্ঠির।
তোমার বিয়োগে চিত্ত নাহিক সুস্থির ॥
আমা সম পাপ আত্মা নাহিক সংসারে।
রাজ্য হেতু প্রহার করেছি আপনারে ॥
পাপী আমি নরাধম অতি দুরাচার।
জ্ঞাতিবধ করিয়া পাতক কৈনু সার ॥
রাজ্য হেতু জ্ঞাতি বন্ধু সকল বধিয়া।
করিলাম বেদশাস্ত্র বহির্ভূত ক্রিয়া ॥
কল্পতরু পিতামহ আপন বিনাশ।
করিলাম বধিয়া ধনের অভিলাষ ॥
দ্রোণাচার্য্য গুরু আদি সুহৃদ সুজন।
জ্ঞাতি বন্ধু পরিবার বহু রাজগণ ॥
কর্ণ সোমদত্ত আদি বাহ্লিক নৃপতি।
দ্রুপদ সুশর্ম্মা আর বিরাট প্রভৃতি ॥
কর্ণ হেন ভাই মম দ্রোণ হেন গুরু।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ আদি পুত্র চারু ॥
আমার কারণে সবে পড়িল সমরে।
আমা হেন পাপী নাহি এ ঘোর সংসারে ॥
রাজ্যপদ ছাড়ি আমি যাব দেশান্তর।
অনশন করিয়া নাশিব কলেবর ॥
রাজ্যপদে কার্য্য মম নাহি প্রয়োজন।
ভীমে রাজ্য দিয়া আমি প্রবেশিব বন ॥
তপস্যা করিয়া কায় করিব শোধন।
যোগবলে আত্মা আমি করিব নিধন ॥
এত বলি অধোমুখে কান্দেন রাজন।
ক্রন্দন নিবৃত্ত ভীষ্ম বলেন বচন ॥
শোক দূর কর রাজা, স্থির কর মন :
ইতিহাস কহি এক করহ শ্রবণ ॥
সহস্রেক ফল শান্তিপর্ব্বের কথন।
শান্তিকথা কহি শান্ত হইবে রাজন ॥
জ্ঞাতিবধ পাপ আদি সব হ'বে ক্ষয়।
মহাযোগ ফল পাবে নাহিক সংশয় ॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে সর্ব্বত্র বিজয়।
হৃদয় সুস্থির করি শুন মহাশয় ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নিরঞ্জন।
সৃজন পালন তিনি করেন নিধন ॥
কে কারে মারিতে পারে, কার কি শকতি
কর্ম্মবন্ধে ভোগ যত করে কর্ম্মগতি ॥
কর্ম্মবন্ধে গতায়াত করে সংসারেতে।
পুনঃ মরে পুনঃ জন্মে পাপ পুণ্য হ'তে ॥
পাপেতে পাপীর পাপ বৃদ্ধি হয় নীতি।
যেন পাপ অর্জ্জে তেন ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥
মিথ্যা বলি চুরি করি কলুষ অর্জ্জয়।
কালদণ্ডে যমরাজা তাহারে পীড়য় ॥
সহস্র শতেক আছে যমের যাতনা।
তাহাতে মরয়ে লোক না জানে আপনা ॥
অনিত্য শরীর রাজা অনিত্য ভাবনা।
নিত্য বস্তু না জানিয়া পাসরে আপনা ॥

ধনমদে মত্ত হ'য়ে বস্তু নাহি মানে ।
নিকটে অন্তকপুর দুর্জ্জনে না জানে ॥
পাপ করি ধন অর্জ্জে চুরি হিংসাবাদ ।
না জানে দুর্জ্জন জন আপনা প্রমাদ ॥
সর্ব্বত্র সমান মৃত্যু না জানে দুর্ম্মতি ।
ধর্ম্মশাস্ত্র মানে, যার আছে, ধর্ম্মে মতি ॥
অন্তকালে পাপভোগ না হয় এড়ান ।
যাহা করে তাহা ভুঞ্জে পাপিষ্ঠ অজ্ঞান ॥
অসার সংসার এই শুনহ রাজন ।
অনিত্য শরীর নিত্য নহে ধন জন ॥
নিত্য বস্তু নারায়ণ এক সনাতন ।
তাঁহারে ভকতি কৈলে পাপ বিমোচন ॥
জন্মিলে মরণ সে অবশ্য পায় লোক ।
মহাজন তাহাতে না করে কোন শোক ॥
অসার সংসার দেখ রাজা যুধিষ্ঠির ।
শোক পরিহরি রাজা মন কর স্থির ॥
এত শুনি সবিস্ময় ধর্ম্মের তনয় ।
করাযাড়ে জিজ্ঞাসিল কহ মহাশয় ॥
মৃত্যু হেন বস্তু কেবা করিল সৃজন ।
পূর্ব্বাপর আছে কিবা ব্যাপিত ভুবন ॥
মৃত্যু বলি কোন্ জন এ তিন ভুবন ।
ছোট বড় সর্ব্ব জীবে করয়ে নিধন ॥
কে সৃষ্টি করিল মৃত্যু, হৈল কি কারণে।
মৃত্যুতে সংসারে হরে বড় বড় জনে ॥
যম বলে কাহারে সে ধরে কোন বেশ ।
কোন্ ব্যবসায় করে, থাকে কোন্ দেশ ॥
ভীষ্ম বলিলেন, বলি শুনহ রাজন ।
মৃত্যুর বৃত্তান্ত কথা অদ্ভুত কথন ॥
যবে করিলেন ব্রহ্মা সৃষ্টির পত্তন ।
মৃত্যু হেন বস্তু নাহি হইল সৃজন ॥
সংসার ব্যাপিল জীবে কেহ না মরয় ।
পৃথিবী না সহে ভার রসাতলে যায় ॥
শুনিয়া সকল তত্ত্ব চিন্তি প্রজাপতি ।
স্বায়ম্ভুব নামে এক করিল উৎপত্তি ॥
স্বায়ম্ভুব পুত্র হৈল রুচি মহাশয় ।
ভরতাদি সপ্ত হৈল তাহার তনয় ॥
সপ্ত পুত্রে সপ্ত দ্বীপে দিল অধিকার ।
জম্বুদ্বীপ মাগিলেন, ভরত-কুমার ॥
জ্যেষ্ঠপুত্রে জম্বুদ্বীপ দিল অধিকার ।
নাহি দিল ভরতেরে করি সুবিচার ॥
প্লক্ষদ্বীপে অধিকার দিলেন ভরতে ।
না লইল অধিকার ভরত কোপেতে ॥
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধে হইল বাহির ।
তপস্যা করিতে গেল পর্ব্বত মিহির ॥
মহাতপ আরম্ভিল রুচির নন্দন ।
অনাহারে বাতাহারে মুদিত লোচন ॥
এইরূপে রহে যাটি সহস্র বৎসর ।
তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মা দিতে আসিলেন বর ॥
না লইল বর সেই রহিল মৌনেতে ।
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মা কহিলেন বহুমতে ॥
দেখি মহাক্রুদ্ধ হইলেন সৃষ্টিধর ।
নেত্রানলে জন্মিল অসুর ভয়ঙ্কর ॥
সেইত' অসুর জম্বুদ্বীপেতে ব্যাপিল ।
সহিতে না পারি ভার পৃথিবী কাঁপিল ॥
ব্রহ্মারে সদনে পৃথ্বী গুহারি করিল ।
পৃথ্বী সম্ভাষিয়া তাঁর ভাবনা হইল ॥
চিন্তিয়া গেলেন ব্রহ্মা যথা ভগবতী ।
ললাট হইতে ঘর্ম্ম উপজিল তথি ॥
সেই ঘর্ম্ম মৃত্যু নামে লভিল জনম ।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বড়ই বিষম ॥
ব্রহ্মারে চাহিয়া মৃত্যু বলিল বচন ।
আজি সর্ব্ব জীবে আমি করিব নিধন ॥
একজন না রাখিব পৃথিবীতে আর ।
ছোট বড় সর্ব্ব জীবে করিব সংহার ॥
এতেক বলিয়া মৃত্যু কাঁপে থর থর ।
হাসিয়া মৃত্যুকে কহিলেন সৃষ্টিধর ॥
ক্রোধ সম্বরহ মৃত্যু শুনহ বচন ।
জম্বুদ্বীপে শীঘ্রগতি করহ গমন ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি দণ্ড কর জীবগণে ।
ব্যাধিরূপ হ'য়ে কর জীবের নিধনে ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক হও বরেতে আমার ।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে কর অধিকার ॥

চতুঃষষ্টি ব্যাধি সৃজি দেন তার সনে।
প্রেতপুরে যমরাজা চলিল তখনে ॥
পুরী চতুর্দ্দিকে তার অপূর্ব্ব রচন।
তার কথা কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন ॥
দেবঋষি সন্ন্যাসী যে মরে নৃপবর।
উত্তর দ্বারেতে যায় যমের নগর ॥
পশ্চিম দুয়ার হয় অতি রম্যস্থল।
নানা দ্রব্য ভোগ্য আছে অমৃত সকল ॥
সম্মুখ যুদ্ধেতে পড়ে যেই যোদ্ধাগণ।
পশ্চিম দুয়ারে যায় যমের সদন ॥
পূর্ব্বদ্বারখানি দেখি পরম সুন্দর।
দধি দুগ্ধ ভক্ষ্যদ্রব্য পরম সুন্দর ॥
স্বামীর সহিত মরে যত নারীগণ।
স্বামী ল'য়ে পূর্ব্বদ্বারে করয়ে গমন ॥
দক্ষিণ দ্বারের কথা কহনে না যায়।
শুনিলে লোমাঞ্চ হয় সকলের গায় ॥
দক্ষিণ দুয়ারে বহে বৈতরণী নদী।
পাপীর শরীর দহে পরশয়ে যদি ॥
মস্তকে মারায়ে দূত অস্ত্রের প্রহার।
সাঁতারিয়া পাপী সব হয় তাহে পার ॥
পার হ'তে আছে ভয়, শুনহ কাহিনী।
কৃমিতে মাথার খুলি খায় ইহা জানি ॥
ঠাঁই ঠাঁই একেশ্বর হৈতে হয় পার।
শৃগাল কুকুরে খায় ঘোর অন্ধকার ॥
চৌরাশী নরককুণ্ড তাহার দক্ষিণে।
তাহার সকল কথা শুন সাবধানে ॥
বজ্রকীট পোকা আছে তাহার ভিতর।
গ্রাসে গ্রাসে পাপী বেড়ি খায় নিরন্তর ॥
স্বামীবাক্য নাহি মানে, স্থাপিত হরণ।
দেবতারে নিন্দে আর নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ ॥
তাহারে ফেলায় ঘোর নরক ভিতরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা চিত্রগুপ্ত করে ॥
মহাকুণ্ড নাম ধরে পূরিত শোণিত।
শতেক যোজন তাহা কণ্টকে পূরিত ॥
সে নরকে গোবধ স্ত্রীবধকারী যায়।
সর্ব্বাঙ্গে পোড়ায় তাহে নরক পীড়য় ॥
তাহে ভাজা হয় পাপী আপনার তৈলে।
ব্রহ্মবধ করে কিম্বা সুবর্ণ হরিলে ॥
মিথ্যা কথা কহে যেবা হরয়ে শাসন।
কুম্ভীপাক নরকেতে তাহার গমন ॥
যে মহারৌরব নাম নরক বিশেষ।
শুনহ তাহার কথা বলিব অশেষ ॥
তনয়া বিক্রয় যেবা করে মূঢ়জন।
সে মহারৌরবে হয় তাহার গমন ॥
আর যেবা মহাপাপ করে মহীতলে।
একে একে নরক ভুঞ্জয়ে বহুকালে ॥
সংক্ষেপে জানহ যমপুরীর কথন।
কহিব ধর্ম্মের ফল শুনহ রাজন ॥
যার যেবা ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া বিচার।
ছোট বড় সবাকার কহিব বিস্তার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন ॥
সর্ব্বধর্ম্ম ফল লভে নাহিক সংশয়।
সর্ব্বত্র অভীষ্ট লাভ সর্ব্বত্রে বিজয় ॥
অন্তকালে গতি হয় বৈকুণ্ঠ উপর।
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের উত্তর ॥
কাশীরাম দেব চিত্ত গোবিন্দ-চরণে।
একচিত্তে একমনে শুনে সর্ব্বজনে ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রস্তাবে হরিনামের মহাত্ম্য কথন।

জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির করিয়া বিনয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কথা কহ শুনি মহাশয় ॥
কিরূপে অধর্ম্ম ভোগ করে পাপিগণ।
ধর্ম্মিলোক ধর্ম্মভোগ করয়ে কেমন ॥
শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার তনয়।
কহিব সকল কথা শুনহ নিশ্চয় ॥
যমরাজপুরী নাম বিখ্যাত ভুবনে।
অদ্ভুত তাঁহার পুরী না যায় বর্ণনে ॥
ষোলশত যোজন তাহার পরিমাণ।
যমের অদ্ভুত পুরী বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥

দান যজ্ঞ করে যেই ভজে নরায়ণে।
পুণ্যবান জন করে গমন সেখানে॥
ব্রাহ্মণেরে গাভী দান করে যেইজন।
বিষ্ণু তুল্য জানি বিপ্রে করয়ে সেবন॥
সর্ব্বদ্বার দিয়া যায় যমের সদন।
যমের বিচিত্র পুরী করে নিরীক্ষণ॥
নবঘনশ্যাম অঙ্গ মোহন মুরারী।
দেখিতে অপূর্ব্ব শোভা যেন চক্রধারী॥
সম্ভাষ করিয়া যম চিত্রগুপ্তে বলে।
পাপ পুণ্য বিচার করয়ে সেই কালে॥
যোগ ধর্ম্ম সাধিয়া ভজয়ে নারায়ণ।
বিধিমত ভক্তিভাবে করয়ে পূজন॥
সেইক্ষণে ধর্ম্মরাজ বিবিধ প্রকারে।
বিষ্ণুতুল্য করি পূজা করয়ে তাহারে॥
বৈকুণ্ঠ হইতে তবে দেব নারায়ণ।
দিব্য রথ পাঠাইয়া দেন সেইক্ষণ॥
যমেরে প্রণমি, রথে করি আরোহণ।
দেব তুল্য হ'য়ে, করে বৈকুণ্ঠে গমন॥
জলদান অন্নদান করে যেই জন।
আত্ম তুল্য অতিথিরে করয়ে সেবন॥
রথে চড়ি যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন।
কোনকালে তাহার না হইবে পতন॥
তাম্বুল গুবাক দান করে যেইজন।
দিব্যরথে যায় সেই যমের ভবন॥
ঘৃত দান করে দ্বিজে করে অন্নব্রত।
যমের নগরে যায় অরোহিয়া রথ॥
ধান্য দান ব্রাহ্মণেরে দেয় যেইজন।
বৃত্তিদান দিয়া যেই তোষেন ব্রাহ্মণ॥
বিচিত্র বিমানে যায় যমের নগরে।
নানা উপভোগ সেই ভুঞ্জয়ে সত্বরে॥
ভূমিদান দিয়া যেই তোষয়ে ব্রাহ্মণে।
পিতৃ-অঙ্গ দেব-অঙ্গ করে নিরীক্ষণে॥
ব্রাহ্মণের সেবা যেই করে অনুব্রতে।
ইন্দ্র আদি দেব পূজা করে শুদ্ধচিত্তে॥
পথে পথে ক্ষীর দান করিতে করিতে।
দিব্যরথে চড়ি যায় যমের পুরেতে॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহি যে কিছু শুন সারোদ্ধার॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুঞ্জয়ে আপনি যমরাজে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা তাঁহার সমাজে॥
যে যেমন ধর্ম্ম করে সে তেমন পায়।
সর্ব্বসুখে পূর্ণ হ'য়ে যমপুরে যায়॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারিতে কর্ত্তা ধর্ম্মরাজ।
অন্তকালে যায় জীব যমের সমাজ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদরে।
যাঁর নাম শ্রবণে অশেষ পাপ হরে॥
বিবিধ বিষ্ণুর ভক্তি বেদের বচন।
কি কারণে তাহা নর না করে সাধন॥
শুনহ গোবিন্দ-তত্ত্ব কঠিন না হয়।
কি কারণে তাহে লোক মানে পরাজয়॥
পরদ্রব্য হরে, করে হিংসা পরদার।
চুরি হিংসা করিয়া পোষয়ে পরিবার॥
বিপ্রে দান দেয় কিন্তু মনে অহঙ্কারে।
অতিথির পূজা নাহি করে পুরস্কারে॥
ব্রাহ্মণী হরণ করে কামে মত্ত হ'য়ে।
প্রকার প্রবঞ্চ করে মন্দ মিথ্যা ক'য়ে॥
এইমতে যত পাপ করয়ে অর্জ্জুন।
বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ি, বিষ্ঠা করয়ে ভক্ষণ॥
কান্দয়ে যতেক পাপী, করি হাহাকার।
মস্তক উপরে করে মুদ্গর প্রহার।
এইরূপে পাপ ভোগ করে পাপিগণ।
ইতিহাস কথা এক শুনহ রাজন॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেখ নিরঞ্জন।
তাঁর রূপ তাঁর গুণ বেদের বচন॥
এতেক ভাবিয়া চিত্তে ব্রহ্মার নন্দন।
শীঘ্রগতি গেলেন যেখানে পদ্মাসন॥
করযোড়ে স্তুতি নতি অনেক করেন।
তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মা নারদেরে জিজ্ঞাসেন॥
কি হেতু এ সত্যলোকে তব আগমন।
অসন্তোষ চিত্ত তব দেখি কি কারণ॥
সুরলোকে কিবা পরমাদ হইয়াছে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কিবা অসুর হ'রেছে॥

অসুরের পীড়া কি হ'য়েছে দেবলোকে ।
কিবা হেতু তোমার চিত্ত মগ্ন দেখি দুঃখে ॥
এত শুনি কহিল নারদ তপোধন ।
আমার চিত্তের দুঃখ না হয় খণ্ডন ॥
যত ভাবিলাম চিত্তে দিতে নাহি সীমা ।
জানিতে না পারি হরিনামের মহিমা ॥
বেদশাস্ত্র বহির্ভূত মন অগোচর ।
এই হেতু ভাবিয়া হ'য়েছি চিন্তান্তর ॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি সনাতন ।
তোমাতে উৎপত্তি হয় তোমাতে নিধন ॥
সংসারের পতি তুমি সবার ঈশ্বর ।
সংসারের আদি অন্ত তোমাতে গোচর ॥
সে কারণে আসিলাম ত্বরিত হেথায় ।
নামের মহিমা তুমি কহিবা আমায় ॥
তোমা বিনা অন্যজন কহিতে না পারে ।
এত শুনি হাসিয়া কহেন ব্রহ্মা তারে ॥
জগতের এক আত্মা সেই নিরঞ্জন ।
কে করিতে পারে তাঁর নাম নিরূপণ ॥
পূর্ব্বাপর আছে হেন বেদের উত্তর ।
নামের মহিমা কিছু জানেন শঙ্কর ॥
শিবের সদনে তুমি করহ গমন ।
নামের মহিমা কহিবেন ত্রিলোচন ॥
এত শুনি আনন্দিত হ'য়ে তপোধন ।
প্রণমিয়া চলিলেন হরের সদন ॥
দণ্ডবৎ করি হরে করিছেন স্তুতি ।
জয় জয় বিরূপাক্ষ কাত্যায়নী-পতি ॥
সনাতন পূর্ণব্রহ্ম সিদ্ধ অবতার ।
তোমার মহিমা আমি কি বলিব আর ॥
সে কারণে আসিলাম তোমার সদন ।
কহিবে আমাকে তুমি নাম নিরূপণ ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ত্রিলোচন ।
কে কহিতে পারে হরিনামের কথন ॥
সমুদ্রলহরী যেবা গণিবারে পারে ।
পৃথিবীর রেণু যেবা গণে এ সংসারে ॥
আকাশের তারা গণি করে নিরূপণ ।
শীঘ্রগতি তার স্থানে করহ গমন ॥

এত শুনি হর্ষচিত্তে করিয়া প্রণতি ।
ত্বরিতে গেলেন যথা ত্রিদশের পতি ॥
দেবঋষি নারদ বিখ্যাত তপোধন ।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে কেহ না করে বারণ ॥
গেলেন সত্বর যথা লক্ষ্মী নারায়ণ ।
করযোড়ে প্রণমিয়া করেন স্তবন ॥
জয় জয় জগন্নাথ ত্রিদশ ঈশ্বর ।
জগতনিবাসী জয় জগতের পর ॥
অপার মহিমা তব দিতে নারি সীমা ।
শিষ্টের পালন দুষ্ট ভঞ্জন গরিমা ॥
সৃজন পালন অংশ যাহার প্রকৃতি ।
অখিল কারণ অজ অখিলের পতি ॥
নমো নমো দিব্য মৎস্য পূর্ণ অবতার ।
সপ্তবিংশ জ্ঞানদাতা বেদের উদ্ধার ॥
নমো নমো অবতার দিব্য অসিমুখ ।
হিরণ্যাক্ষ বিদার পৃথিবী উদ্ধারক ॥
নমস্তে মুকুন্দ নমো নমো মধুহারী ।
নমস্তে বামনরূপ নমস্তে মুরারী ॥
নমো রঘুকুলোনাথ রাবণ অন্তক ।
নমস্তে মাধব নমঃ সংসার-পালক ॥
এরূপে নারদ করিলেন বহু স্তুতি ।
তুষ্ট হ'য়ে তাঁহারে কহেন লক্ষ্মীপতি ॥
ধন্য ধন্য মহামুনি ব্রহ্মার কুমার ।
কোন হেতু হেথায় করিলা অগ্রসর ॥
ভক্তের অধীন আমি ভকত জীবন ।
ভকতের ধন আমি ভকতের মন ॥
মনোহর রূপ আমি মন-অগোচর ।
কাহাতে নির্লিপ্ত আমি কাহে ভিন্ন পর ॥
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে আমার প্রকাশ ।
সে কারণে বিখ্যাত প্রকাশ শ্রীনিবাস ॥
আত্মারূপে আমার প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বভূতে ।
অন্যজন চিত্তে মোরে না পারে রাখিতে ॥
ভক্তের অধীন থাকি ভকত সহিতে ।
ভক্তিতে কেবল ভক্ত পারয়ে রাখিতে ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ আমি করি অনুক্ষণে ।
কহ মুনি আসিয়াছ কোন প্রয়োজনে ॥

নারদ বলেন তুমি আমার আধার।
সে কারণে গোবিন্দ মাগি যে পরিহার ॥
যদি বর দিবা এই দেহ নারায়ণ।
তব গুণ গাই আমি যেন অনুক্ষণ ॥
এক নিবেদন দেব শুনহ আমার।
তোমার দুর্ল্লভ নাম জগত নিস্তার ॥
ইহার মহিমা দেব কহিবা আমারে।
শুনিয়া মনের ভ্রান্তি সব যাবে দূরে ॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন নারায়ণ।
সঞ্জীবনীপুরে তুমি করহ গমন ॥
মম মূর্ত্তি তথা আছে যম ধর্ম্মরাজ।
ত্বরিতগমনে যাহ তাঁহার সমাজ ॥
নামের মহিমা তিনি করেন আমার।
তাহা শ্রুতমাত্র ভ্রম খণ্ডিবে তোমার ॥
এত শুনি আনন্দিত হ'য়ে তপোধন।
প্রণমিয়া চলিলেন কৃতান্ত ভবন ॥
যমের বিচিত্র সভা না হয় বর্ণন।
নিবসয়ে তথায় যতেক পুণ্যজন ॥
চতুর্ভুজ দিব্য মূর্ত্তি শ্যাম কলেবর।
খঞ্জন গঞ্জন নেত্র সুরঙ্গ অধর ॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন মুনিবর।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করেন বিস্তর ॥
স্তুতিবশে প্রসন্ন হইয়া মৃত্যুপতি।
জিজ্ঞাসেন কি হেতু আইলা মহামতি ॥
নারদ বলেন শুন হেথা যে কারণ।
কহিবা আমাকে কৃষ্ণনাম নিরূপণ ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন মৃত্যুপতি।
পুরীর পশ্চিমে মম যাহ মহামতি ॥
হরিনাম মহিমা পাইবা সেইখানে।
তবে সে তোমার ভ্রান্তি না থাকিবে মনে ॥
এত শুনি হাসিয়া গেলেন তপোধন।
পুরীর পশ্চিমদিকে করিলা গমন ॥
দেখেন যমের পুরে পাপীর তাড়ন।
কৃমিহ্রদ সারি সারি অদ্ভুত গঠন ॥

সেখানে নারদ দেখিলেন ভয়ঙ্কর।
উষ্ণজল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর ॥
কণ্টকের বন কোথা বিপুল বিস্তার।
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দে অনিবার ॥
কোনখানে করে পাশে পাপীরে বন্ধন।
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আছে পাপিগণ ॥
কোনখানে বিষ্ঠাকুণ্ডে ফেলে পাপিগণে।
মস্তকে মুদগারাঘাত করে দূতগণে ॥
কোনখানে অস্ত্রবৃষ্টি হয় ঘনে ঘনে।
অস্ত্রাঘাতে ব্যাকুল কান্দয়ে পাপিগণে ॥
এইরূপ প্রহারে ব্যাকুল পাপিজন।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন তপোধন ॥
গোবিন্দ মাধব হরে রাম দামোদর।
এত বলি কর্ণে হাত দিল মুনিবর ॥
সেই শব্দ যত যত পাতকী শুনিল।
শ্রুতমাত্র সবাকার পাপমুক্ত হৈল ॥
প্রেতমূর্ত্তি ত্যজিয়া হইল দিব্যকায়।
দিব্য বিমানেতে চড়ি স্বর্গধামে যায় ॥
অশেষ বিশেষ স্তুতি করে মুনিবরে।
অসংখ্য অর্ব্বুদ পাপী চলিল সত্বরে ॥
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন তপোধন।
অপার মহিমা হরিনামের কথন ॥
জয় জয় নামরূপ জয় জগদীশ।
অপার মহিমা জয় জয় অজ ঈশ ॥
এইরূপে বহু স্তুতি করে তপোধন।
আনন্দেতে যথাস্থানে করেন গমন ॥
ভীষ্ম বলিলেন পুনঃ শুনহ রাজন।
উত্তর দ্বারের কথা কহিব এখন ॥
পঞ্চদশ যোজন সহস্র পরিসর ॥
উত্তরে যমের দ্বার পরম সুন্দর ॥
স্থানে স্থানে উদ্যান বিচিত্র মনোহর।
নানাবিধ পসরা শোভিত থরে থর ॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ ক্ষীর নানা উপহার।
সুগন্ধি শীতল জল সুবাসিত আর ॥
পথে পথে স্থানে স্থানে দেব দ্বিজগণ।
সম্মুখ সমর করি মরে যত জন ॥

যোগাসনে নিজ দেহ করিয়া দাহন।
উত্তর দুয়ারে যায় সেই সব জন ॥
দিব্য ভোগবান হয় পরম আনন্দে।
যম ধর্ম্মরাজে গিয়া ভূমি লুটি বৃন্দে ॥
সেইক্ষণে যম আজ্ঞা দেন দূতগণে।
পত্নী সঙ্গে করি সদা থাকিয়া বিমানে ॥
তিন কোটি বৎসর দেবের পরিমাণে।
অমৃতাদি নানা ভোগ করে দিনে দিনে ॥
অনন্তর মহীতলে লভয়ে জনম।
সেই নারী পতি মাত্র করয়ে সম্ভ্রম ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥

ভদ্রশীল ও ধনুধ্বজের উপাখ্যান।

ভীষ্মদেব বলিলেন শুন কুন্তীসুত।
যমের দক্ষিণ দ্বার বড়ই অদ্ভুত ॥
পূর্ব্বে যাহা শুনিলাম দেবলের মুখে।
সবাহিত হ'য়ে আমি বলিব তোমাকে ॥
ভদ্রশীল নামে ঋষি অযোধ্যায় স্থিতি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ গুণে মহামতি ॥
যজন যাজন বেদ করি অধ্যয়ন।
নানামতে অর্জ্জিল নানারূপ ধন ॥
ধনুধ্বজ নামে এক শ্বপচকুমারে।
গোধন রক্ষণ হেতু রাখিল তাহারে ॥
পূর্ব্বেতে অবন্তী নামে ব্রাহ্মণ সে ছিল।
ভ্রাতৃশাপে চণ্ডালের কুলেতে জন্মিল ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
দ্বিজ হ'য়ে চণ্ডাল হইল কি কারণ ॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ইক্ষ্বাকু বংশের গুরু শান্তি তপোধন ॥
সুবন্তী অবন্তী তাঁর দুইটি নন্দন।
স্বধর্ম্ম অধর্ম্ম তারা করে দুইজন ॥
মহাধর্ম্মশীল হৈল সুবন্তী কুমার।
দুরাত্মা অবন্তী হৈল মহা পাপাচার ॥
নিজ ধর্ম্ম ছাড়িয়া করিল কদাচার।
চুরি হিংসা পাপ করে, হরে পরদার ॥
বহুমতে সুবন্তী করিল নিবারণ।
না শুনিল ভ্রাতৃবাক্য পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে সুবন্তী শাপিল সেইক্ষণ।
না শুনিলে মম বাক্য করিলে হেলন ॥
এই পাপে জন্মান্তরে চণ্ডাল হইবে।
অনন্তরে যমদূত হইয়া জন্মিবে ॥
ব্রাহ্মণ হইতে পুনঃ হইবে মোচন।
এত শুনি অবন্তী হইল ক্রুদ্ধমন ॥
দণ্ডক কাননে প্রবেশিল সেইক্ষণ।
তপস্যা করিল তবে শান্তির নন্দন ॥
অনাহারে আপনি ত্যজিল কলেবর।
সেইত অবন্তী হৈল শ্বপচকুমার ॥
ভদ্রশীল ব্রাহ্মণের হইল রাখাল।
যতন পূর্ব্বক রাখে গোধনের পাল ॥
তাহার পালনে গাভী ব্যাধি নাহি জানে।
ভদ্রশীল ব্রাহ্মণে তুষিল নিজগুণে ॥
কতদিনে সর্পের দংশনে সে মরিল।
শুনি ভদ্রশীল দ্বিজ শোকার্ত্ত হইল ॥
পুত্রশোকে পিতা যেন করয়ে রোদন।
সেইরূপ দ্বিজ বহু করিল শোচন ॥
খণ্ডন না যায় কভু মুনির উত্তর।
সেই ধনুধ্বজ হৈল যমের কিঙ্কর।
একদিন ধনুধ্বজ যমের আজ্ঞায়।
সুশীল নামেতে বৈশ্য আনিবারে যায় ॥
পথে ভদ্রশীল সহ হৈল দরশন।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল তপোধন ॥
জিজ্ঞাসিল কহ তুমি আছিলা কোথায়।
মরিয়া কিরূপে পুনঃ আইলা ধরায় ॥
মরিলে না জীয়ে লোক ব্রহ্মার সৃজন।
মরিয়া কিরূপে পুনঃ পাইলে জীবন ॥
সেই হস্ত সেই পদ সেই কলেবর।
আকৃতি প্রকৃতি সেই পরম সুন্দর ॥
এত শুনি প্রণমিয়া বলেন বচন।
সেই ধনুধ্বজ আমি শ্বপচনন্দন ॥

নিজ কর্ম্মফলে হই যমের কিঙ্কর।
পূর্ব্বে তুমি আমারে পালিলে বহুতর॥
নমো জগৎগুরু ব্রহ্ম প্রণতপালন।
নমস্তে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পতিত-তারণ॥
কৃপা করি দিলা মম গোধন রক্ষণে।
পুনর্জ্জন্ম খণ্ডন না হল সে কারণে॥
এত শুনি বিস্ময় মানিল তপোধন।
জিজ্ঞাসিল কহ শুনি যমের কথন॥
কিরূপেতে জন্মে জীব মায়ের উদরে।
কিরূপেতে তনু ত্যাগ করে আরবারে॥
জন্মেতে যতেক ধর্ম্ম অধর্ম্ম আচার।
কিরূপেতে কর্ম্মভোগ করায় তাহার॥
দূত বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার॥
মায়ের উদরে জীব শৃঙ্গার পরশে।
ঋতুর সংযোগে জন্ম জনক ঔরসে॥
পঞ্চ রাত্রি গতে হয় বদ্বুদ প্রমাণ।
পক্ষান্তরে হয় জীব বদরী সমান॥
মাসেক অন্তরে হয় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
হস্ত পদ নাহি মাংসপিণ্ডের সমান॥
দ্বিতীয় মাসেতে হয় মস্তক উৎপত্তি।
তৃতীয় মাসেতে হয় হস্ত পদাকৃতি॥
চতুর্থ মাসেতে কেশ লোমের জনম।
পঞ্চম মাসেতে তনু বাড়ে ক্রমে ক্রম॥
ষষ্ঠ মাসে ভ্রমে জীব মায়ের উদরে।
চতুর্দ্দিকে ঘোর অগ্নি দহে কলেবরে॥
সপ্তম মাসেতে জীব নানা ক্লেশে রয়।
ক্ষণেক চৈতন্য পেয়ে উদরে ভ্রময়॥
মায়ের ভোজন-রসে বাড়ে দিনে দিনে।
অষ্টমাসে দিব্যজ্ঞান আপনারে জানে॥
জন্ম-জন্মান্তরে যত করেছিল পাপ।
তাহার স্মরণে হয় জ্ঞানের প্রতাপ॥
স্মরিয়া সে সব পাপ করয়ে ক্রন্দন।
আপনারে নিন্দা করি বলয়ে বচন॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় দুরাচার।
কেন না ভজিনু কৃষ্ণ সংসারের সার॥
এইবার জন্মি প্রভু ভজিব তোমারে।
জ্ঞানদাতা জ্ঞান নাহি হরিও আমারে॥
এইরূপ দশমাস অবধি নির্ণয়।
জন্মমাত্রে মহামায়া জ্ঞান হরি লয়॥
জ্ঞানহত হবা মাত্রে করয়ে রোদন।
জননীর স্তনপানে বাড়ে অনুক্ষণ॥
যুগধর্ম্মে যথা আয়ু বিধির নির্ণয়।
তাহাতে অধর্ম্ম হৈল আয়ু যায় ক্ষয়॥
অধর্ম্মের ফলে লোক মরে বাল্যকালে।
যৌবনে মরয়ে কেহ অধর্ম্মের ফলে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলে মরে অর্দ্ধেক বয়সে।
বৃদ্ধকালে মরে লোক অদৃষ্টের বশে॥
সর্ব্বকালে আছে মৃত্যু নাহিক এড়ান।
ছোট বড় সর্ব্ব জীব একই সমান॥
চুরি হিংসা মিথ্যা কহি পোষে সুত দার।
মৃত্যুকালে বেড়িয়া কান্দয়ে পরিবার॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়া তাহার আচরণ।
বিচারিয়া ধর্ম্মরাজ করয়ে তাড়ন॥
যাহা করে তাহা ভোগ নাহিক এড়ান।
সংক্ষেপে কহিনু জীব কর্ম্মের বাখান॥
এত শুনি হাসিয়া বলয়ে দ্বিজবর।
এক সত্য কর তুমি আমার গোচর॥
কেমন যমের পুরী দেখাবে আমারে।
এত শুনি ভাবি দূত কহিছে তাহারে॥
যমের বিষম পুরী বিপুল বিস্তার।
দেখিবারে ইচ্ছা যদি হইল তোমার॥
যত পিতৃ-পিতামহ-ঋণে বদ্ধ আছ।
আপনি যতেক ঋণ লোকেরে দিয়াছ॥
ক্রমে ক্রমে সব ঋণ করহ শোধন।
তবে সে লইতে পারি যমের সদন॥
ঋণগ্রস্ত জনের না হয় তথা গতি।
যদি বা তথায় যায় ভুঞ্জয়ে দুর্গতি॥
এত শুনি ভাবি দ্বিজ বলয়ে বচন।
আজি আমি সর্ব্বঋণ করিব শোধন॥
অঋণী হইব আমি তোমার বচনে।
পুনরপি তোমাকে পাইব কোন্ স্থানে॥

দূত বলে দ্বিজ তুমি হইলে অঋণী ।
খট্বাতে গৃহের মধ্যে শুইবে আপনি ॥
দুয়ারেতে খিল দিয়া করিয়া শয়ন ।
সুত দারা সবাকে করিবে নিবারণ ॥
পুনঃ পুনঃ সবাকে কহিবে এই বাণী ।
তিন দিন গত হলে ঘুচাবে খিলনি ॥
ইতিমধ্যে যদি কেহ ঘুচায় দুয়ার ।
নিশ্চয় হইবে তবে আমার সংহার ॥
এইরূপে সবাকারে কহিবে বচন ।
সত্য কহি দেখাইব যমের সদন ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল সেইক্ষণ ।
আনন্দেতে দ্বিজ গৃহে করিল গমন ॥
পিতা-পিতামহ হৈতে যত ঋণ ছিল ।
ক্রমে ক্রমে ভদ্রশীল সকল শুধিল ॥
আপনিও যত ঋণ দিয়াছিল লোকে ।
সর্ব্বলোকে বলিলেক পরম কৌতুকে ॥
যার ধারি লহ ঋণ যেবা ধার' দেহ ।
এই ভিক্ষা মাগি আমি কর অনুগ্রহ ॥
এইরূপ সর্ব্বলোকে কহিয়া বচন ।
ক্রমে ক্রমে যত ঋণ করিল শোধন ॥
অঋণী হইল দ্বিজ আনন্দিত মন ।
দারাসুত সবাকারে কহিল বচন ॥
তিন দিবসের মত শুইব গৃহেতে ।
কদাচিত কেহ মোরে না যাবে তুলিতে ॥
যদ্যপি আমার বাক্য করহ অন্যথা ।
তবেত আমার মৃত্যু না হয় সর্ব্বথা ॥
এতেক বচন দ্বিজ কহি সুত দারে ।
আনন্দেতে নিদ্রা গেল ঘরের ভিতরে ॥
দ্বিজে সত্য করি দূত সুস্থ নাহি মনে ।
বৈশ্যেরে লইয়া গেল যমের সদনে ॥
এত বলি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ।
কিরূপেতে যম তারে করিল তাড়ন ॥
আচম্বিতে মৃত্যু তার হৈল কিরূপেতে ।
ইহার বিধানে দেব কহিবে আমাতে ॥
শুনিয়া কহেন হাসি ভীষ্ম মহাশয় ।
কীর্ত্তিমন্ত নামে এক বৈশ্যের তনয় ॥

সুশীল তাহার পুত্র বিখ্যাত জগতে ।
তার সম ধনে বৈশ্য নাহি পৃথিবীতে ॥
তড়াগ পুকুর বিল দিল শত শত ।
লিখনে না যায় দ্বিজ দান দিল যত ॥
ক্রোধের সমান রিপু নাহি সংসারেতে ।
দানকালে এক দ্বিজে চাহিল ক্রোধেতে ॥
জগতের গুরু দ্বিজ চিনিয়া না চিনে ।
ধনে মত্ত হ'য়ে চাহে সক্রোধ নয়নে ॥
ক্রোধে দ্বিজ তার দান কিছু না লইল ।
ক্রোধে দ্বিজ তারে শাপ সেইক্ষণে দিল ॥
দান দিয়া ক্রোধ মোরে কর পুনর্ব্বার ॥
এই পাপে অপমৃত্যু হইবে তোমার ॥
এত বলি নিজ স্থানে গেল তপোধন ।
বিরস বদন হৈল বৈশ্যের নন্দন ॥
একদিন নিত্যকৃত্য হেতু সন্ধ্যাকালে ।
গোষ্ঠ দিয়া যায় বৈশ্য রেবা নদীকূলে ॥
দৈবযোগে ষণ্ড এক বিক্রম করিয়া ।
বৈশ্যের হরিল প্রাণ শৃঙ্গেতে চিরিয়া ॥
যমের আজ্ঞায় তবে যমের কিঙ্কর ।
বৈশ্যেরে লইয়া গেল যমের গোচর ॥
কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে ।
তোমা হেন পুণ্য কেহ না করে সংসারে ।
তুমি পুণ্যবান, দান করিলে বিস্তর ।
তড়াগ পুষ্করিণী কূপ দিলে বহুতর ॥
দেবঋণে পিতৃঋণে হইলে মোচন ।
নানা যজ্ঞ করি আরাধিলে পদ্মাসন ॥
কিছুমাত্র তব পাপ আছে হৃদিমাঝে ।
ক্রোধদৃষ্টে তুমি চাহি ছিলা এক দ্বিজে ॥
যাহা অর্জ্জি তাহা ভুঞ্জি বেদের বচন ।
পাপ পুণ্য দুই ভোগ নাহিক মোচন ॥
এত শুনি বৈশ্য বলে বিনয় বচন ।
অল্প আছে যদি পাপ করিব ভুঞ্জন ॥
যম বলিলেন পড় হ্রদের ভিতরে ।
চিরকাল থাক তথা কুম্ভীর শরীরে ॥
দেবল ঋষির সঙ্গে হৈলে দরশন ।
তবে পাপভোগ তব হইবে খণ্ডন ॥

এত শুনি হ্রদমধ্যে পড়ে সেইক্ষণে।
গ্রাহরূপী হইয়া রহিল কতদিনে॥
রামহ্রদ নামে সেই পুণ্য তীর্থবর।
কুম্ভীর শরীর তাহে হৈল ভয়ঙ্কর॥
নর নারী পশু পক্ষী আদি যত জন।
সলিল স্পর্শন মাত্র করয়ে ভক্ষণ॥
তার ভয়ে কেহ নাহি হ্রদ পরশয়।
কত দিনে আইল দেবল মহাশয়॥
স্নান করি হ্রদে তপ করে তপোধন।
হেনকালে গ্রাহ আসি ধরিল চরণ॥
মুনির পরশ মাত্র দিব্যমূর্ত্তি হৈল।
দেব পূজ্যমান হ’য়ে স্বর্গেতে চলিল॥
এত শুনি আনন্দিত হৈল নৃপমণি।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি যোড়পাণি॥
অতঃপর কহ দেব দ্বিজের কথন।
কিরূপে যমের সভা করিল দর্শন॥
ভীষ্ম কন শুন কহি ধর্ম্মের নন্দন।
যতেক দেখিল তাহা না হয় বর্ণন॥
দক্ষিণ দুয়ারে ল’য়ে গেল দ্বিজবরে।
দেখিয়া যমের পুরী বিস্ময় অন্তরে॥
পুরীষের হ্রদ কোথা দেখে শত শত।
লিখনে না যায় পাপী তাহে আছে যত॥
কোন স্থানে উষ্ণজল বহে জলধর।
তপ্ত তৈল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর॥
কোন স্থানে স্নিগ্ধজল আছে থরে থর।
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দয়ে বিস্তর॥
কৃমি হ্রদ কোন স্থানে দেখি ভয়ঙ্কর।
ক্ষারজল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর॥
কোন স্থানে বৃষ্টি শীতে কাঁপে কলেবর।
কোন স্থানে অগ্নিবৃষ্টি হয় ভয়ঙ্কর॥
কোন স্থানে দূতগণ ভয়ঙ্কর কায়।
যতেক দুর্গতি করে লিখন না যায়॥
হাতে পায়ে বান্ধিয়া আনয়ে কোনজনে।
প্রহারে পীড়িত তনু কাতর রোদনে॥
এইরূপে শত শত অসংখ্য যাতনা।
ভুঞ্জায়েন ধর্ম্মরাজ না হয় বর্ণনা॥

দেখি সবিস্ময় হইলেন তপোধন।
পুরীর দুয়ারে তবে করিল গমন॥
দ্বার পার হ’য়ে চলিলেন তপোধন।
মনে করে যমেরে করিব দরশন॥
কোন মূর্ত্তি ধরে যম কেমন বরণ।
হেনকালে ডোমনীর সঙ্গে দরশন॥
কেশিনী তাহার নাম জন্মান্তরে ছিল।
যমের কিঙ্করী আসি মরিয়া হইল॥
দশ গণ্ডা কড়িতে বিক্রীত কুলাখানি।
হাটে তার ঠাঁই ল’য়েছিল দ্বিজমণি॥
পাঁচ গণ্ডা কড়ি দিয়া কুলা ল’য়েছিল।
বাকী পাঁচ গণ্ডা ধার শুধিতে নারিল॥
দুইবার তিনবার দ্বিজস্থানে গেল।
ধারিয়া না দিল তারে মনে পাসরিল॥
দৈবযোগে দেখা তার ডোমনী পাইল।
ধাইয়া সত্বরে আসি বসনে ধরিল॥
ক্রোধেতে ব্রাহ্মণে চাহি বলয়ে বচন।
সেই ভদ্রশীল তুই পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥
পাঁচ গণ্ডা কড়ি মম ধারিয়া না দিলে।
তাহার উচিত ফল পাবে এই কালে॥
ভাল চাহ যদি তবে যাহ কড়ি দিয়া।
নতুবা তোমার আত্মা লইব কাড়িয়া॥
দ্বিজ বলে হেথা আমি কড়ি কোথা পাব।
ছাড়ি দেহ, কড়ি ঘর হৈতে আনি দিব॥
ভাবিয়া ডোমনী বলে নাহিক এড়ান।
কড়ি দেহ, নহে তোমা লইব পরাণ॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইল ফাঁপর।
ক্রোধে ধনুর্ধ্বজ দূত করিল উত্তর॥
সেইকালে দ্বিজবর কহিনু তোমারে।
যে কালে আসিতে তুমি ইচ্ছিলা এথারে॥
পাঁচ গণ্ডা ধার যদি ধারহ কাহার।
তবে সে প্রমাদ দ্বিজ হইবে তোমার॥
অঙ্গীকার করি তুমি বলিলে তখন।
যত ধার আছে তাহা করিব শোধন॥
ব্রাহ্মণ জগৎগুরু পুরাণে বাখানে।
এমত তোমার আছে জানিব কেমনে॥

নাহিক এড়ান তব হইল প্রলয়।
ব্রহ্মহত্যা পাপ মোরে ফলিল নিশ্চয়॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ বলয়ে করুণে।
পাসরিয়া ছিনু এত জানিব কেমনে॥
তবে ধনুধ্বজ দূত ভাবে মনে মন।
ডোমনীরে চাহি বলে বিনয় বচন॥
না করিহ বধ, ছাড়ি দেহ গো ব্রাহ্মণে।
দ্বিজবধ মহাপাপ সর্ব্বশাস্ত্রে ভণে॥
দূতের বচনে হাসি বলয়ে ডোমনী।
তবে সে ছাড়িয়া আমি দিব দ্বিজমণি॥
কুলার প্রমাণ বক্ষচর্ম্ম কাটি ক্ষুরে।
এইক্ষণে দ্বিজবর দিউক আমারে॥
নহে আপনার অঙ্গ করিয়া ছেদন।
দেহ মোরে কুলার প্রমাণ এইক্ষণ॥
নহে বা দ্বিজের ধার ধারে যেই জন।
তাহারে আনিতে পার আমার সদন॥
তবে এই ধার আমি লই তার স্থান।
ইহা ভিন্ন দ্বিজ আর নাহিক এড়ান॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইল সত্বর।
দূতের সহিত তথা ভ্রমিল বিস্তর॥
আপনার ধারগ্রস্ত না দেখি কাহারে।
চিত্তেতে আকুল হ'য়ে চিন্তিল অন্তরে॥
নেত্র মুদি দিব্যজ্ঞান করিলেক ধ্যান।
জনার্দ্দন বিনা ইথে নাহি পরিত্রাণ॥
বিধিমতে নানা স্তুতি করিল বিস্তারে।
ত্রাণ কর জগন্নাথ রাখহ আমারে॥
নমস্তে বামনরূপ নমস্তে মুরারী।
নমঃ হয়গ্রীব রূপ নমঃ মধুহারী॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার পৃথিবী ধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন॥
নমো রঘুকুলবর রাম অবতার।
এক অংশে চারি রূপ দেব নরাকার॥
ক্ষত্র কুলান্তক নমো নমো ভৃগুপতি।
নমো রামকৃষ্ণ নমো নমো জগৎপতি॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিত রূপ সর্ব্ব দেহে স্থিতি।
অভক্তের শাস্তিদাতা ভক্তকুলগতি॥

তুমি ব্রহ্মা তব মুখে ব্রাহ্মণ উৎপত্তি।
বাহুযুগে ক্ষত্র উরে হৈল বৈশ্যজাতি॥
পদযুগে তোমার উৎপন্ন শূদ্রগণ।
তোমার সৃজন যত চরাচর জন॥
না জানিয়া পাপ করিলাম অকারণ।
এ মহা বিপদে প্রভু করহ তারণ॥
এইরূপে স্তুতি কৈল করি যোড়হাত।
বৈকুণ্ঠে অস্থির তথা বৈকুণ্ঠের নাথ॥
ভক্তের অধীন সদা দেব নারায়ণ।
প্রত্যক্ষ হইয়া দ্বিজে দিলেন দর্শন॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কিরীট ভূষণ।
পীতবাস পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ দেব সনাতন।
দেখি ভদ্রশীল হৈল সবিস্ময় মন॥
আনন্দে অশ্রুর জলে ভাসে কলেবর।
দণ্ডবৎ প্রণমি পড়িল পদপর॥
করে ধরি বিপ্রেরে তুলিল নারায়ণ।
আলিঙ্গন দিয়া হাসি বলিল বচন॥
ব্রাহ্মণ আমাতে কিছু নাহি ভেদ লেশ।
সে কারণ নাম আমি ধরি হৃষীকেশ॥
ভক্তের অধীন আমি শুনহ বচন।
ভক্তের মানস পূর্ণ করি সর্ব্বক্ষণ॥
বর মাগ দ্বিজবর যেই প্রয়োজন।
এত শুনি প্রণমিয়া বলয়ে বচন॥
বরেতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
বর দিয়া ভাণ্ড তুমি ভকতের মন॥
যদি বর দিবা প্রভু দেহত আমায়।
জন্মে জন্মে ভক্তি যেন থাকয়ে তোমায়॥
কীট পতঙ্গাদি যত যোনিতে জনম।
ইতিমধ্যে প্রভু যেন না হয় সম্ভ্রম॥
কর্ম্মদোষে যথা তথা জন্মি পুনর্ব্বার।
অচলা তোমাতে ভক্তি রহুক আমার॥
আর এক বর মোরে দেহ নারায়ণ।
এই ধনুধ্বজ দূতে করহ তারণ॥
কেশিনী ডোমনী দেব বড়ই পাপিনী।
তার ঠাঁই রক্ষা মোরে কর চক্রপাণি॥

এত শুনি হাসি প্রভু করেন উত্তর।
ভক্তের অধীন দ্বিজ মম কলেবর॥
ভক্তে যাহা মাগে নারি অন্য করিবারে।
আপনার অঙ্গ কাটি দিবত তাহারে॥
তবে রক্ষা পাবে দ্বিজ তোমার পরাণী।
এত বলি দ্বিজরূপ ধরে চক্রপাণি॥
ভদ্রশীল যেইরূপ সে রূপ ধরেন।
ধনুধ্বজ দূতে চাহি তবে কহিলেন॥
যাও শীঘ্র ল'য়ে দ্বিজে রাখ নিজ স্থানে।
ডোমনীর বোধ আমি করিব এক্ষণে॥
এত শুনি ধনুধ্বজ চলিল সত্বরে।
শীঘ্রগতি লইয়া আইল দ্বিজবরে॥
ধনুধ্বজ সহ তবে দেব নারায়ণ।
ডোমনীর স্থানেতে করিলেন গমন॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে।
আপনার অঙ্গ কাটি দিব ত তোমারে॥
এত বলি বক্ষচর্ম্ম কাটিয়া সত্বরে।
কুলার প্রমাণ প্রভু দিলেন তাহারে॥
নিজ মূর্ত্তি ধরি প্রভু চলেন সত্বর।
দেখিয়া কেশিনী হৈল বিস্ময় অন্তর॥
স্তুতি করে ডোমনী করিয়া যোড়কর।
কি হেতু করিলে হেন কর্ম্ম গদাধর॥
ব্রাহ্মণ কারণ প্রভু নিজ চর্ম্ম দিলে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কিছু না কহিলে॥
কেশিনীর প্রতি প্রভু বলেন বচন।
ইহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন॥
ব্রাহ্মণ অশ্বত্থবৃক্ষ করিয়া রোপণ।
বিধিমতে প্রতিষ্ঠা করিল সেইক্ষণ॥
বৃক্ষেতে অশ্বত্থ আমি জান সারোদ্ধার।
সে কারণে আপদে করিলাম উদ্ধার॥
ইহা শুনি বহু স্তুতি ডোমিনী করিল।
হেনকালে শূন্য হৈতে বিমান আইল॥
দোঁহাকারে রথে তুলি নিল সেইক্ষণ।
ব্রাহ্মণ প্রসাদে হৈল বৈকুণ্ঠে গমন॥
তিন দিন বাদে তথা দ্বিজ ভদ্রশীল।
নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে দ্বারে ঘুচাইল খিল॥
ভৃঙ্গার হাতেতে করি বহির্দ্দেশে যায়।
হেনকালে অশ্বত্থ বৃক্ষেতে দৃষ্টি হয়॥
কুলার প্রমাণ ছাল ছেদিত দেখিয়া।
নাকে হাত দিয়া রহে নিঃশব্দ হইয়া॥
জানিল অশ্বত্থবৃক্ষ দেব নারায়ণ।
শীঘ্রগতি পঙ্কে তাহা করিল পূরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন॥
তাহারে পাপের বাধা নাহি কোনকালে।
যতেক সৌভাগ্য তার হয় কর্ম্মফলে॥
পুত্রার্থী লভয়ে পুত্র ধনার্থীকে ধন।
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের বচন॥
মস্তকে করিয়া চন্দ্রচূড়-পদধূলি।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পাঁচালী॥

পাপ বিশেষে নরক বিশেষ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
সংক্ষেপে যমের পুর করিলা বাখান॥
কি পাপ করিলে জীব পায় কিবা ফল।
বিস্তার করিয়া কহ শুনি সে সকল॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা শুনহ রাজন।
ব্রাহ্মণেরে বৃত্তি দিয়া হরে যেই জন॥
অন্তে তারে ল'য়ে যায় যমের কিঙ্কর।
ঊর্দ্ধবাহু করি বান্ধে স্তম্ভের উপর॥
তলেতে তুষের ধূম দেয় ভয়ঙ্কর।
ধূমপান করে এক শতেক বৎসর॥
তারপর জন্মে পুনঃ সেই নরাধম।
কীট পতঙ্গাদি হয় চৌরাশী জনম॥
অনন্তরে নরজন্ম পায় দুরাচার।
পুনঃ পুনঃ তাহা ভোগ করয়ে অপার॥
কোপদৃষ্টে ব্রাহ্মণেরে চাহে যেই জন।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন॥
সহস্র সহস্র সূচি করিয়া দাহন।
দুই চক্ষু তারায় বিন্ধয়ে দূতগণ॥

মহতের নিন্দা শুনি হাসে যেইজন।
তপ্ত তৈল তার কর্ণে করয়ে সেচন ॥
মন্ত্র বেচি খায় যেবা ভোগে বদ্ধ হৈয়া।
তার পাপ কহি রাজা শুন মন দিয়া ॥
সহস্র সহস্র কল্প কোটি শত শত।
লিখিতে না পারি বিষ্ঠা ভোগ করে যত ॥
দশ সহস্র পুরুষ সহ সম্বলিত।
কুম্ভীপাকে ভুঞ্জে পাপ জন্ম শত শত ॥
অনন্তরে পায় গিয়া স্থাবর জনম।
কৃমি জন্ম হয় তার না ঘুচে সম্ভ্রম ॥
তবে যুগ সহস্র জন্ময়ে ম্লেচ্ছজাতি।
অনন্তরে পশু হৈয়া ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥
অনন্তরে বিপ্রজন্ম পায় আকিঞ্চন।
প্রতিগ্রহ হেতু হয় দরিদ্র লক্ষণ ॥
শতবংশ সহ সেই নরকে পড়য়।
তদন্তরে গিয়া পুনঃ রৌরবে ভ্রময় ॥
তদন্তরে সপ্ত জন্ম হয়ত গৰ্দ্দভ।
তদন্তরে সপ্ত জন্ম কুক্কুর সম্ভব ॥
তদন্তরে শত শত শূকর জনম।
বিষ্ঠা মধ্যে কৃমি হয় না ঘুচে সম্ভ্রম ॥
তদন্তরে লক্ষ লক্ষ মূষা জন্ম হয়।
তদন্তরে সপ্ত জন্ম চণ্ডালত্ব পায় ॥
তদন্তরে সপ্ত জন্ম হয় হীনজাতি।
এইরূপে ভ্রমে সেই শুনহ নৃপতি ॥
এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্ময়ে ভূতলে।
অশেষ যাতনা ভোগ করে কালে কালে ॥
বল করি অনাথের ধন যেবা হরে।
অন্তকালে পড়ে সেই নরক ভিতরে ॥
পরেতে সহস্র জন্ম হয় পশুজাতি।
অশেষ যাতনা ভোগ করে নীতি নীতি ॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনি যেই জন।
কিছুমাত্র নিবেদিয়া করয়ে ভক্ষণ ॥
অসিপত্র বনে তার হয়ত গমন।
অনন্তর হয় তার রাক্ষস-জনম।
বিপ্রে দান দিতে বিঘ্ন করে যেইজন।
তার পাপভোগ কহি শুন দিয়া মন ॥

অন্তকালে যমদূত লৈয়া সেই জনে।
অধোমুখ করি ফেলে নরক দক্ষিণে ॥
অনন্তরে কালানল মহাভয়ঙ্কর।
হাতে পায়ে বান্ধি ফেলে তাহার ভিতর ॥
অনন্তর অগ্নি হৈতে তুলিয়া যতনে।
তপ্ত ক্ষার তার অঙ্গে করয়ে সেচনে ॥
তদন্তরে ফেলে কৃমি হ্রদের ভিতর।
মাথার উপর মারে লোহার মুদ্গর ॥
পরনারী হরে যেবা বল ছল করি।
তার পাপ কহি শুন ধৰ্ম্ম অধিকারী ॥
লৌহময় দিব্য নারী করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ ॥
স্বামী ছাড়ি যেই নারী ভজে অন্য পতি।
যতেক তাহার শাস্তি শুন মহামতি ॥
লৌহের পুরুষ এক করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ ॥
কটাক্ষ মাত্রেতে তারে রতি করাইয়া।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে বন্ধন করিয়া ॥
দেবতা প্রমাণে শত সহস্র বৎসর।
তাবৎ থাকয়ে কুম্ভপাকের ভিতর ॥
তদন্তরে মর্ত্ত্যলোকে হয় পশুযোনি।
পুনঃ পুনঃ পাপভোগ করয়ে পাপিনী ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে যে ব্রাহ্মণে কটু ভাষে।
তাহার পাপের কথা শুনহ বিশেষে ॥
মৃত্যুকালে ধরি তারে যমের কিঙ্কর।
বন্ধন করিয়া তোলে পৰ্ব্বত উপর ॥
অধোমুখে আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে।
হস্ত পদ চূর্ণ হ'য়ে কান্দে সর্ব্বকাল ॥
অনন্তর ঘৃতে অঙ্গ করিয়া মৰ্দ্দন।
অগ্নি দিয়া সৰ্ব্ব অঙ্গ করয়ে দাহন ॥
পরাণে না মারি তারে বহু কষ্ট দিয়া।
অসিপত্র বনে তারে ফেলায় বান্ধিয়া ॥
তদন্তরে মর্ত্ত্যপুরে হয় পশুযোনি।
শৃগাল কুক্কুর আদি নকুল শকুনি ॥
তদন্তরে জন্ম হয় চণ্ডালের কুলে।
পুনঃ পুনঃ পাপভোগ করয়ে বহুলে ॥

পুষ্পোদ্যানে পুষ্প যেই করয়ে হরণ।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন॥
শেঁকুল কণ্টক বন অতি ভয়ঙ্কর।
উর্দ্ধমুখ করি ফেলে তাহার উপর॥
এইরূপে শত শত অশেষ যাতনা।
যেন তাপ তেন ভোগ না হয় বর্ণনা॥
স্বহস্তে ব্রাহ্মণ বধ করে যেই জন।
অসংখ্য যাতনা তারে ভুঞ্জায় শমন॥
যাহার যেমন পাপ ভোগে সে তেমন।
সংক্ষেপে জানাই পাপ ভোগের কথন॥
বিস্তারিয়া কহি যদি শতেক বৎসর।
তবু শেষ নাহি হয় ধর্ম্ম নৃপবর॥
অতঃপর শুন ধর্ম্মফলের লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাপ ভোগ হয়ত খণ্ডন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম-খণ্ডে পরলোকে তরি॥
চন্দ্রচূড় চরণে করিয়া নমস্কার।
কাশীদাস কহে শান্তিপর্ব্ব কথা সার॥

ধর্ম্মফল কথন।

বৃত্তিদান দিয়া যেই স্থাপয়ে ব্রাহ্মণে।
তার পুণ্যফল কত কহিব বদনে॥
বরঞ্চ ভূমির রেণু গণিবারে পারি।
সমুদ্রের জল বরং কলসিতে ভরি॥
তথাপি তাহার পুণ্য না হয় বর্ণন।
ইতিহাস বলি এক শুন দিয়া মন॥
সুবোধ নামেতে এক বিপ্রের নন্দন।
কুণ্ডীন নগরবাসী মহাতপোধন॥
অষ্টভার্য্যা শতপুত্র কন্যা শত জন।
সম্পদবিহীন দ্বিজ অদৃষ্ট কারণ॥
নানা দুঃখ ক্লেশ দ্বিজ করে অনিবার।
তথাপি ভরণ নাহি হয় সুত দার॥
অন্ন বিনা শিশু পুত্র শিশু কন্যাগণ।
দ্বারে দ্বারে বুলে তারা করিয়া ক্রন্দন॥
দুঃখিত সন্তান জানি যত পুরজন।
ঘৃণা বাসি ক্রোধে সবে করয়ে তাড়ন॥
যার স্থানে যে বাঞ্ছা করয়ে দ্বিজবর।
নাহি দেয় দুঃখী হেতু বলে কটূত্তর॥
এইমত দুঃখে কাল কাটে তপোধন।
একদিন গৃহে বসি ভাবে মনে মন॥
পৃথিবীতে বৃথা জন্ম ধনহীন জনে।
সর্ব্বসুখে হীন নর সম্পদবিহনে॥
কুলীন পণ্ডিত কিবা জন্ম মহাকুলে।
নৃপতি হউন কিবা বলে মহাবলে॥
ধনহীন পুরুষে না মানে কোনজন।
ধন যার থাকে, হয় সর্ব্বত্র পূজন॥
যে জনের ধন নাহি বিফল জীবন।
ফলহীন বৃক্ষ যেন ছাড়ে পক্ষিগণ॥
জ্ঞাতি বন্ধু ভ্রাতৃ মিত্র আদি পরিবার।
অন্যের থাকুক দায়, ছাড়ে সুত দার॥
জলহীন সরোবর না হয় শোভন।
ধনহীন পৃথিবীর মনুষ্য তেমন॥
চন্দ্রহীন রাত্রি যেন সব অন্ধকার।
ধনহীন তেমন না শোভে পরিবার॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য কিম্বা জন্ম শূদ্রকুলে।
চণ্ডালাদি জন্ম কিম্বা হউক ভূতলে॥
ধনবান হৈলে হয় সর্ব্বত্র পূজিত।
ধনেতে সর্ব্বত্র মান বিধি নিয়োজিত॥
পাপী কিম্বা চোর যদি হয় দুষ্টজন।
ধন যদি থাকে হয় সর্ব্বত্র সম্মান॥
সুখ দুঃখ ফল দুই অদৃষ্ট কারণ।
বিধির লিখন যাহা না হয় খণ্ডন॥
কেহ কেহ বলে দুঃখ স্থান হৈতে পায়।
স্বস্থান ছাড়িয়া যদি অন্য স্থানে যায়॥
স্থানদোষে দুঃখ পায় স্থানে শোক হয়।
অদৃষ্ট হইতে সেই শাস্ত্রমত কয়॥
এইরূপে দ্বিজবর অনেক চিন্তিল।
সে স্থান ছাড়িয়া শীঘ্র গমন করিল॥
কৌশল নামেতে রাজা কোশল দেশেতে।
পরিবার সহ দ্বিজ চলিল তথাতে॥
বৃত্তিদান মাগিলেন নৃপতির স্থান।
নৃপতি করেন যথাযোগ্য বৃত্তিদান॥

আনন্দে রহিল দ্বিজ কোশল নগরে ।
পরিবার সহ থাকি সুখভোগ করে ॥
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিল নরবর ।
সেই পুণ্যে হৈল স্থিতি স্বর্গের উপর ॥
শতেক বৎসর স্থিতি আনন্দ কৌতুকে ।
দুই কোটি যুগ রাজা স্বর্গে ভুঞ্জে সুখে ॥
অনন্তর ব্রহ্মলোকে হইল গমন ।
এক লক্ষ যুগ তথা করিল বঞ্চন ॥
অনন্তর হৈল তার বৈকুণ্ঠেতে স্থিতি ।
দুই কোটি কল্প তথা করিল বসতি ॥
ব্রাহ্মণের মহিমা বেদেতে অগোচর ।
ব্রাহ্মণ হইতে তরে পতিত পামর ॥
বিষ্ণুর শরীর দ্বিজ বিষ্ণু অবতার ।
যাহারে গোবিন্দ করিলেন পরিহার ॥
পদাঘাত খেয়ে স্তুতি করেন সে কালে ।
অদ্যাপিও পদচিহ্ন আছে বক্ষঃস্থলে ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ।
স্বয়ং বিষ্ণু সর্ব্ব কর্ত্তা আদি সনাতন ॥
তাঁরে পদাঘাত কেন করিল ব্রাহ্মণ ।
কহ পিতামহ শুনি সব বিবরণ ॥
শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার নন্দন ।
সাবহিতে শুন রাজা হৈয়া একমন ॥
পূর্ব্বে ভৃগু মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
ব্রহ্মসত্র কৈল ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ ॥
পৌলস্ত্য পুলহ ক্রতু আদি তপোধন ।
বশিষ্ঠ নারদ বিষ্ণু যত মুনিগণ ॥
একত্র হইয়া সবে যজ্ঞ আরম্ভিল ।
হেনকালে ভৃগুচিত্তে বিতর্ক উঠিল ॥
দেখি সব মুনিগণে বিস্ময় জন্মিল ।
কেবা সে ঈশ্বর বলি জানিতে নারিল ॥
অতি শীঘ্র মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
জানিবার তরে গেল হরের সদন ॥
মহাদেবে কপটে না করিল প্রণতি ।
দেখি মহাক্রোধ করিলেন পশুপতি ॥
ক্রোধ সম্বরিয়া হর কহেন বচন ।
কিহেতু আইলা হেথা ভৃগু তপোধন ॥
শুনিয়া উত্তর কিছু না দিল তাহারে ।
মহাক্রোধে শঙ্কর বলেন আরবারে ॥
অহঙ্কার কর তুমি না মান আমারে ।
অবহেলা কর কেন জিজ্ঞাসি তোমারে ॥
অহঙ্কারে উত্তর না দেও দুরাচার ।
এই হেতু তোরে আজি করিব সংহার ॥
এত বলি ত্রিশূল তুলিয়া নিয়া হাতে ।
ভৃগুরে মারিতে ক্রোধে যান ভূতনাথে ॥
হাতে ধরি শিবেরে রাখেন ত্রিলোচনা ।
তথা হৈতে গেল ভৃগু হইয়া বিমনা ॥
শীঘ্রগতি ব্রহ্মলোকে উত্তরিল গিয়া ।
ব্রহ্মারে না বলে কিছু চিত্তে দুঃখী হৈয়া ॥
কপটে সম্ভাষা না করিল জনকেরে ।
দেখি ক্রোধ করিলেন বিরিঞ্চি অন্তরে ॥
পুত্র বলি করিলেন ক্রোধ সম্বরণ ।
তথা হৈতে বৈকুণ্ঠে চলিল তপোধন ॥
তথায় দেখিল হরি খট্বার উপরে ।
শয়নে আছেন লক্ষ্মী পদসেবা করে ॥
দেখি ভৃগু মুনিবর না ভাবি অন্তরে ।
দ্রুত তাঁর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করে ॥
ক্রুদ্ধা হইলেন দেখি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।
নিদ্রাভঙ্গে উঠিলেন দেব চক্রপাণি ॥
ভৃগুমুনি দেখি প্রভু উঠিয়া সত্বরে ।
তাঁর পদ সেবন করেন পদ্মকরে ॥
আমার কঠিন দেহ বজ্রের তুলনা ।
চরণ কমলে তব হইল বেদনা ॥
শুনি মহামুনি ভৃগু লজ্জিত বদন ।
নানাবিধ প্রকারেতে করিল স্তবন ॥
নমঃ প্রভু ভগবান অখিলের পতি ।
নমস্তে ব্রহ্মণ্য দেব নমো জগৎপতি ॥
তুমি হে জানহ প্রভু ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদা ।
সবার ঈশ্বর প্রভু ভক্ত ভয়ত্রাতা ॥
করিলাম এই দোষ হইয়া অজ্ঞান ।
মম অপরাধ ক্ষমা কর ভগবান ॥
যোড়হাত করিয়া কহেন দামোদর ।
কদাচিত চিন্তান্তর নহ দ্বিজবর ॥

পদাঘাত নহে মম হইল ভূষণ।
এত শুনি সানন্দ হইল তপোধন ॥
নানামত স্তুতি করে প্রভু নারায়ণে।
মুনি পুনঃ গমন করিল যজ্ঞস্থানে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
চন্দ্রচূড় পদদ্বয় করিয়া ভাবনা।
কাশীরাম দেব করে পয়ার রচনা ॥

একাদশীর মাহাত্ম্য।

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
পৃথিবীতে জন্মি পুণ্য করে যেই জন ॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত সেই নিষ্পাপ শরীর।
অন্তে মোক্ষগতি লভে শুন যুধিষ্ঠির ॥
অষ্টমীর উপবাস করে যেই জন।
শুদ্ধচিত্তে শিবদুর্গা করে আরাধন ॥
ভূমিদান রত্নদান করিয়া ব্রাহ্মণে।
অতিথি অথর্ব্ব পূজা করে অন্নদানে ॥
দিব্য অন্ন উপহার করিয়া রন্ধন।
কুটুম্বেরে দিয়া পরে করয়ে পারণ ॥
এমত মাসে মাসে অষ্টমীর ক্ষণে।
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করে সাবধানে ॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হৈয়া শিবলোকে যায়।
কদাচিত যমের তাড়না নাহি পায় ॥
নারায়ণ নামে ব্রত বিখ্যাত জগতে।
নারায়ণ ব্রত যেই করে শুদ্ধচিত্তে ॥
তাহার পুণ্যের কথা না যায় বাখান।
সংক্ষেপে কহিব কিছু কর অবধান ॥
গৃহ ধর্ম্মে থাকিয়া করিবে যেই জন।
সর্ব্বভূতে দয়া করি করিবে পূজন ॥
যেমন বৈভব তথা করিবেক ব্যয়।
ব্রাহ্মণেরে দিবে ধন হৈয়া শুদ্ধাশয় ॥
মূলমন্ত্র তিনবার করিবে চিন্তন।
উপহার বৈভব করিবে নিবেদন ॥
অবশেষে প্রণমিয়া পড়িবে ধরণী।
ভক্তিভাবে বলিবে বিবিধ স্তুতিবাণী ॥
লক্ষ্মী নারায়ণ জয় জগত-জীবন।
নমস্তে গোবিন্দ জয় জয় নারায়ণ ॥
এইরূপে ভক্তি করি লক্ষ্মী নারায়ণ।
অবশেষে করি আবাহন বিসর্জ্জন ॥
ভূমিদান দিবে আর অন্নদান আদি।
অতিথি ব্রাহ্মণেরে পূজিবে যথাবিধি ॥
দ্বিজ গুরু আজ্ঞা তবে মস্তকে ধরিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিবে সুখে নিয়ম করিয়া ॥
এইমত নারয়ণ ব্রত যে আচরে।
কুটুম্বের সহ যায় বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
একাদশী মহাব্রত বাখানে পুরাণে।
তার কথা কহি রাজা শুন একমনে ॥
গালব নামেতে মুনি মহাতপোধন ॥
ভদ্রশীল নাম ধরে তাহার নন্দন ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজিয়া আরাধে নারায়ণ।
তাহার পুণ্যের কিছু কহিব কথন ॥
স্বয়ম্ভূ নন্দন হেন ধ্রুব মহাশয়।
শিশুকাল অবধি আরাধে জন্মেজয় ॥
সেইরূপ ধর্ম্মশীল গালবনন্দন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজিয়া আরাধে নারায়ণ ॥
দেব পাঠ তপ জপ শাস্ত্র অধ্যয়ণ।
সব ত্যজি করে হরিমন্দির মার্জ্জন ॥
মাসে মাসে কৃষ্ণ শুক্লা দুই একাদশী।
শুদ্ধচিতে আরাধয়ে পরম তপস্বী ॥
দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত ইহার কারণ ॥
নানামত বিষ্ণুভক্তি আছে শাস্ত্রমতে।
তপ জপ পূজা ধর্ম্ম বিখ্যাত জগতে ॥
ব্রাহ্মণের তপ জপ ধর্ম্ম আচরণ।
ইহার কি ফল কহ শুনি হে নন্দন ॥
এত শুনি ভদ্রশীল বলয়ে বচন।
এই যে ব্রতের ফল না যায় কথন ॥
আকাশের তারা যদি গণিবারে পারি।
সমুদ্রের জল যদি কলসীতে ভরি ॥
পৃথিবীর রেণু যদি পারি যে গণিতে।
তথাপি এ ব্রতপুণ্য না পারি কহিতে ॥

সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার।
সোমবংশে পূর্ব্বজন্ম আছিল আমার॥
ধর্ম্মকীর্ত্তি নাম ছিল বিখ্যাত জগতে।
দুষ্টমার্গে রত বড় ছিলাম মর্ত্ত্যেতে॥
একচ্ছত্র ভূপতি ছিলাম জম্বুদ্বীপে।
অধর্ম্মে ছিলাম রত ধর্ম্মেতে বিরূপে॥
প্রজাগণে পীড়িনু হিংসিনু শান্তজন।
এইরূপে পাপ করিলাম আচরণ॥
একদিন দৈবযোগে সৈন্যের সহিতে।
মৃগয়া করিতে গেনু চড়ি অশ্ব রথে॥
বিপিনে যাইয়া এক ঘেরিনু হরিণে।
ডাক দিয়া কহিনু সকল সৈন্যগণে॥
যার দিক দিয়া এই হরিণ যাইবে।
কদাচিত তারে যদি মারিতে নারিবে॥
বংশের সহিত তারে করিব সংহার।
এই বাক্য সবারে বলিনু বার বার॥
শুনিয়া সজাগ হৈল সর্ব্ব সৈন্যগণ।
সশঙ্কিত হৈয়া মৃগ ভাবে মনে মন॥
যদ্যপি পলাই এই সৈন্য দিক দিয়া।
সবংশে তাহারে রাজা ফেলিবে কাটিয়া॥
এক প্রাণী রক্ষা হেতু মরিবে অনেক।
শুভদিন আজি একাদশী অতিরেক॥
ইতিমধ্যে যদ্যপি আমার মৃত্যু হয়।
পশুত্ব খণ্ডিবে মোক্ষ লভিব নিশ্চয়।
যে হৌক সে হৌক মম যাউক পরাণ।
নৃপতির দিক দিয়া করিব প্রস্থান॥
যদি বা আমাকে রাজা করিবে নিধন।
মোক্ষগতি হবে পাপ পশুত্ব মোচন॥
যদি কদাচিত প্রাণ রহেত' আমার।
নৃপতি পাইবে লজ্জা সৈন্যের নিস্তার॥
এতেক ভাবিয়া মৃগ সেইরূপ করে।
মম দিক দিয়া মৃগ চলিল সত্বরে॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারি শীঘ্রগতি।
না বাজিল মৃগে বাণ এমতি নিয়তি॥
লজ্জা ভাবি তবে ক্রোধে চড়িয়া অশ্বেতে।
ঘোর বনে গেল মৃগ না পাই দেখিতে॥
দণ্ডক অরণ্যে বহু করিয়া ভ্রমণ।
নাহি পাইলাম মৃগ দৈব নির্ব্বন্ধন॥
অশ্ব হত হৈল, শ্রম হইল বহুল।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চিত্ত হইল আকুল॥
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুত আমি হইয়া বিশেষে।
বৃক্ষতলে রহিলাম দিবা অবশেষে॥
রাত্রিশেষে হৈল মম দৈবে লোকান্তর।
দুই যমদূত আসে অতি ভয়ঙ্কর॥
মহাশাপ দিয়া মোরে করিল বন্ধন।
সত্বরে লইয়া গেল যমের সদন॥
দেখি ধর্ম্মরাজ বড় গর্জ্জিল দূতেরে।
অকারণে কেন হেথা আনিলে ইহারে॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত আছে এই নরবর।
একাদশী উপবাসে হৈল লোকান্তর॥
শুন কহি দূতগণ আমার বচন।
একাদশী ব্রত আচরিবে যেই জন॥
দাস্যভাবে করে হরি মন্দির মার্জ্জন।
তারে হেথা তোরা না আনিবি কদাচন॥
গোবিন্দের নাম যেই করয়ে স্মরণ।
সর্ব্বভূতে সমভাবে ভজে নারায়ণ॥
কদাচ তাহারে তোরা হেথা না আনিবি।
সাবধান বিস্মরণ কভু নাহি হবি॥
দেবতুল্য পিতৃ মাতৃ যে করে সেবন।
অতিথি সেবয়ে করে তীর্থ পর্য্যটন॥
ভূমিদান গো-দানাদি করে দ্বিজগণে।
দুঃখী দরিদ্রকে তৃপ্ত করে অন্ন ধনে॥
সভামধ্যে মুখে যার মিথ্যা নাহি খসে।
দৈবযজ্ঞ করে যেই ব্রাহ্মণ উদ্দেশে।
গোধন পালন করে সর্ব্ব জীবে দয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ করে ত্যজি গৃহমায়া॥
যোগ সাধি মৃত্যুঞ্জয়ে ভজে যেই জন।
শুদ্ধভাবে যেই আরাধয়ে নারায়ণ॥
সাবহিত হ'য়ে করে পুরাণ শ্রবণ।
পুরাণ পড়য়ে যেই শুদ্ধচিত্ত মন॥
ধর্ম্মকথা কহিয়া লওয়ায় অধর্ম্মিরে।
কদাচিত তাহারে না আন হেথাকারে॥

ব্রাহ্মণের নিন্দা যেই করে অনুক্ষণ।
পিতৃ মাতৃ নিন্দে যেই বেশ্যাপরায়ণ ॥
বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করিয়া যেইজন।
পরনারী সঙ্গে সদা করয়ে রমণ॥
তাহারে আনিবি তোরা প্রহার করিয়া।
নাসিকা ছেদন করি পাশেতে বান্ধিয়া॥
পরনারী হরে যেবা হইয়া অজ্ঞান।
সভামধ্যে গুরুজনে করে অপমান ॥
তাহারে আনিবি তোরা আমার সদন।
হাতে গলে মহাপাশে করিয়া-বন্ধন ॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনি যেই জন।
দেবতারে নাহি দিয়া করয়ে ভক্ষণ ॥
লৌহপাশে বান্ধি তারে আনিবে হেথারে।
করিয়া প্রহার মাথে লৌহের মুদ্গরে ॥
ধর্ম্ম বিঘ্নকর আর বিদ্বেষী যেই জন।
উপহাস করে দ্বিজে হৈয়া দুষ্টমন ॥
হেথকারে বান্ধি তোরা আনিবি তাহারে।
পরবৃত্তি হরে যেবা জন্মিয়া সংসারে ॥
পরভার্য্যা হরে যেবা বলাৎকার করি।
অজ্ঞান হইয়া যেবা হরয়ে কুমারী ॥
তাহারে আনিবি তোরা করিয়া বন্ধন।
এইরূপ পাপ আচরয় যেই জন ॥
এত শুনি বিস্ময় মানিল দূতগণ।
করযোড়ে ধর্ম্মরাজে করয়ে স্তবন ॥
এ সকল কথা পিতা করিয়া শ্রবণ।
অবশেষে পাপ মম হইল খণ্ডন ॥
বিধিমতে যম মোরে করিল পূজন।
স্বর্গ হ'তে দিব্য রথ আইল তখন ॥
অজ্ঞানে হইল একাদশী আচরণ ॥
সেই পুণ্যে হ'ল মম স্বর্গে আরোহণ ॥
কোটি কোটি বর্ষ তাত স্বর্গে হৈল স্থিতি।
তদন্তরে ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি ॥
কোটি যুগ ব্রহ্মলোকে করিয়া-ভ্রমণ।
তোমার ঔরসে আসি হইল জনম ॥
দিব্যজ্ঞানে পাপ মোর না হয় বাধক।
সে কারণে একাদশী করিনু সাধক ॥
ইহার বৃত্তান্ত এই কহিলাম পিতঃ।
শুনিয়া গালব মুনি হইল বিস্মিত ॥
আনন্দিত হৈয়া পুত্রে করিল চুম্বন।
সেই হৈতে হৈল মুনি হরি পরায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
একচিত্তে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
সাবহিত হইয়া শুনয়ে যেই জন ॥
মনোবাঞ্ছা ফল লভে নাহিক সংশয়।
ব্যাসের বচন ইথে কভু মিথ্যা নয় ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধরের অগ্রজ ॥

হরিমন্দির মার্জ্জনের ফল।

ভীষ্ম বলিলেন শুন রাজা ধর্ম্মরায়।
আর কিছু ধর্ম্মকথা কহিব তোমায় ॥
গোবিন্দেরে করয়ে যে স্তুতি আচরণ।
নানা উপহার দিয়া করয়ে পূজন ॥
সোমবার দ্বাদশী দিবস শুভক্ষণে।
ক্ষীর জলে স্নান যে করায় নারায়ণে ॥
বংশের সহিত যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন।
কদাচ না পায় সেই যমের তাড়ন ॥
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী রোহিণী লক্ষণে।
ক্ষীরজলে স্নান যে করায় নারায়ণে ॥
উপবাস করি হরি করয়ে চিন্তন।
ত্রিভঙ্গ ললিত দিব্য মূর্ত্তি নারায়ণ ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয়।
বংশের সহিত হয় বৈকুণ্ঠে বিজয় ॥
গোবিন্দ-মন্দির যেই করয়ে মার্জ্জন।
তাহার পুণ্যের কথা না যায় কথন ॥
অজ্ঞানে সজ্ঞানে করে নাহিক বিচার।
সর্ব্ব ধর্ম্ম লভে সেই মহাপাপে পার ॥
পূর্ব্বে শুনিলাম আমি দেবলের মুখে।
সেই হেতু মহারাজ কহিব তোমাকে ॥
সাবধান হ'য়ে রাজা শুন একচিত্তে।
যজ্ঞধ্বজ নাম ছিল ইক্ষ্বাকু বংশেতে ॥

মহাধর্ম্মশীল রাজা বিখ্যাত সংসার।
একচ্ছত্রে জম্বুদ্বীপ যাঁর অধিকার॥
রাজধর্ম্ম যত সব ত্যজিয়া রাজন।
স্বহস্তে করেন হরিমন্দির মার্জ্জন॥
বীতিহোত্র নামে তার কুল পুরোহিত।
এ সব দেখিয়া যজ্ঞধ্বজের চরিত॥
সচিন্তিত হৃদয় হইয়া তপোধন।
একদিন নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ॥
কহ শুনি রাজা তুমি সর্ব্ব ধর্ম্মান্বিত।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি বিচারে পণ্ডিত॥
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব আছে পৃথিবীতে।
যাহা ইচ্ছা করিবারে পারহ করিতে॥
এত শুনি হাসিয়া বলয়ে নরপতি।
ইতিহাস কথা কহি কর অবগতি॥
ছিলাম পূর্ব্বেতে দুষ্টমতি পাপাচার।
পরদ্রব্য চুরি হিংসা করেছি অপার॥
বৃষলী-আসক্ত আমি হ'য়ে একেবারে।
গৃহের যতেক ধন দিলাম তাহারে॥
মম কর্ম্ম দেখি পিতৃ-মাতৃ ভ্রাতৃগণ।
ক্রুদ্ধ হৈয়া সবে মোরে করিল তাড়ন॥
সবাকার বাক্য আমি করি অবহেলা।
রাহু যেন নিঃশঙ্কে গ্রাসয়ে চন্দ্রকলা॥
মহাক্রুদ্ধ হৈল তবে যত ভ্রাতৃগণ।
প্রহার করিয়া মোরে করিল বন্ধন॥
নিবারিতে না পারিল অশেষ বিশেষে।
গৃহ হৈতে দূর করি দিল অবশেষে॥
ক্রোধে গৃহ হৈতে আমি হইয়া বারিত।
মহাঘোর বনে গিয়া পশিনু ত্বরিত।
অনাহারে অবসন্ন হইল শরীর।
ঘোর বনে পাই এক বিষ্ণুর মন্দির॥
বৃষ্টিজলে কর্দ্দম আছিল মন্দিরেতে।
পরিষ্কার করি শেষে শুইনু তাহাতে॥
দৈবযোগে এক সর্প তাহাতে আছিল।
নিদ্রার আবেশে মোর চরণে দংশিল॥
সেইক্ষণে কালপূর্ণ হইল আমার।
দুই যমদূত এল বিকৃতি আকার॥
মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন।
হেনকালে বিষ্ণুদূত আসে দুই জন॥
ক্রোধে যমদূতে চাহি বড়ই গর্জ্জিল।
পাশ হৈতে মুক্ত মোরে ত্বরিত করিল॥
দেখি সবিস্ময় হৈল যমদূতগণ।
করযোড়ে বিষ্ণুদূতে করে নিবেদন॥
মোরা দোঁহে হই ধর্ম্মরাজ অনুচর।
তাঁর আজ্ঞা ধরি মোরা মস্তক উপর॥
সংসারের মধ্যে যত মরে জীবগণ।
পশু পক্ষী মনুষ্যাদি জন্তু অগণন॥
সবারে লইয়া যাই যমের সদন।
পাপ পুণ্য বুঝি যম করেন তাড়ন॥
এই যজ্ঞমালী পাপী বিখ্যাত জগতে।
ইহার পাপের কথা না পারি কহিতে॥
কি কারণে পাপমুক্ত করিলে ইহারে।
কেবা দোঁহে পরিচয় দেহত আমারে॥
এত শুনি হাসি দোঁহে করিল উত্তর।
মোরা দুইজনে হই বিষ্ণুর কিঙ্কর॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
তাঁর আজ্ঞা মাথে ধরি করি যে ভ্রমণ॥
হরিনাম স্মরণ করয়ে যেই জন।
হরি পূজা করে হরিমন্দির মার্জ্জন॥
শ্রবণ কীর্ত্তন নাম করয়ে বন্দন।
দাস্যভাব সখ্যভাব আত্ম নিবেদন॥
তারে অধিকার তব নাহি কদাচন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত আছে সেই মহাজন॥
গোবিন্দ মন্দির এই করিল মার্জ্জন।
ইথে অধিকার তব নাহি কদাচন॥
এতেক বলিয়া দুই হরির কিঙ্কর।
ল'য়ে গেল শীঘ্র মোরে বৈকুণ্ঠনগর॥
সহস্র শতেক যুগ তথা হৈল স্থিতি।
তদন্তর ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি॥
শতকল্প ব্রহ্মলোকে করিনু বিহার।
তদন্তর ইন্দ্রলোকে হই আগুসার॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কাল পরিমাণ।
যত ভোগ করি স্বর্গে না হয় বাখান॥

তদন্তর এই মহা ইক্ষ্বাকুবংশেতে ।
সেই পুণ্যে আসিয়া জন্মিনু পৃথিবীতে ॥
অজ্ঞানে করিনু হরিমন্দির মার্জ্জন ।
তাহাতে এ গতি হৈল শুন তপোধন ॥
জ্ঞানে যেবা করে হরিমন্দির মার্জ্জন ।
শুদ্ধভাব হইয়া পূজয়ে নারায়ণ ॥
পৃথিবীর রেণু যদি পারি যে গণিতে ।
তাহার পুণ্যের কথা না পারি কহিতে ॥
ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ ।
এত শুনি বীতিহোত্র হন তুষ্ট মন ॥
কযোড়ে নৃপতিরে করিল বন্দন ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি নিল গোবিন্দ শরণ ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন ।
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন ॥
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই নাহিক সংশয় ।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস দেব কয় ॥

দানধর্ম্ম ।

ভীষ্ম বলিলেন শুন অপূর্ব্ব কথন ।
অপার মহিমা রাজা গোবিন্দ-সেবন ॥
লিঙ্গরূপী জনার্দ্দন শিলা অবতার ।
শ্রদ্ধা করি পূজা যেই করয়ে তাঁহার ॥
শুভলগ্ন শুভতিথি শুভক্ষণ দিনে ।
মধুপর্কে স্নান যে করায় নারায়ণে ॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয় ।
শতবংশ সহ যায় বিষ্ণুর আলয় ॥
নারিকেল জলেতে স্নাপয়ে পশুপতি ।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া বিবিধ করে স্তুতি ॥
শতবংশ সহ সেই নিষ্পাপ হইয়া ।
শিবের সদনে যায় বিমানে চড়িয়া ॥
দেবতা উদ্দেশে যেই পুষ্পোদ্যান করি ।
ভক্তি করি পূজা করে হর কিম্বা হরি ॥
অন্তঃকালে স্বর্গপুরে হয় তার গতি ।
ইহলোকে পরলোকে না হয় দুর্গতি ॥
তুলসী-আরাম যেই করিয়া রোপণ ।
ত্রিসন্ধ্যা স্তবন করে ত্রিসন্ধ্যা বন্দন ॥
তারে তুষ্ট হন প্রভু দেব জগৎপতি ।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহামতি ॥
বৈভব বিস্তর আসি করয়ে সংসারে ।
যার যে বৈভব হয় তেমন প্রকারে ॥
অল্প বা বিস্তর পুণ্য গণি যে সমান ।
তার কথা কহি রাজা শুন সাবধান ॥
তড়াগ পুষ্করিণী দেয় ধনাঢ্য পুরুষে ।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান অশেষ বিশেষে ॥
চতুষ্পাদ পুণ্য পূর্ণ কোথায় গণন ।
দ্বিপাদেতে পুণ্য কোথা শুন হে রাজন্ ॥
দ্বিপাদেতে পূর্ণ পুণ্য মধ্যমেতে গণে ।
নিকৃষ্টে পাদেক পূর্ণ বেদেতে বাখানে ॥
ইতিমধ্যে করে পুণ্য যত শক্তি যার ।
সমান গণি যে পুণ্য শ্রদ্ধা অনুসার ॥
ধেনু রত্ন তণ্ডুলাদি বস্ত্র আভরণ ।
অশ্রদ্ধায় করে যেই দ্রব্য নিবেদন ॥
অঙ্গহীন হয় পুণ্য, না হয় উহাতে ।
নিশ্চয় ধর্ম্মের পুত্র কহিনু তোমাতে ॥
দরিদ্র কিঞ্চিৎ যদি দেয় শ্রদ্ধান্বিতে ।
চতুষ্পাদ পুণ্য তার হয় যে নিশ্চিতে ॥
যেমন বৈভব তেন বিপ্রে দেয় দান ।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া পূজয়ে ভগবান ॥
নাহিক সংশয় ইথে বেদের বাখান ।
তড়াগ কূপেতে পুণ্য গণি যে সমান ॥
এক বীজ রোপণ করয়ে দুঃখীজন ।
সমান ইহার পুণ্য করি যে গণন ॥
কোটি কোটি ব্রাহ্মণে ভুঞ্জান ধনীগণ ।
দরিদ্র করায় এক বিপ্রকে ভোজন ॥
লক্ষ ধেনু বিপ্রে দান করে ধনীজন ।
দরিদ্রের এক গাভী হয় তার সম ॥
কোটি কোটি মনুষ্যে পালয়ে ধনীজন ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি আর শূদ্রগণ ॥
দরিদ্র পুরুষ এক মনুষ্য পালয় ।
সমান লভয়ে ফল বেদেতে বলয় ॥
ধনীতে পূজয়ে কৃষ্ণে দিয়া উপহার ।
ঘৃত দুগ্ধ রত্ন বস্ত্র তণ্ডুল অপার ॥

দরিদ্র পূজয়ে জল দিয়া নারায়ণ ।
শ্রদ্ধা ভক্তি স্তুতিবশে হয় তার সম ॥
ধনাঢ্য পুরুষ দেয় দিব্য দেবালয় ।
ইষ্টক পাষাণ হেমমণি রৌপ্যময় ॥
মুকুতার ঝারা স্তম্ভ প্রবাল পাথর ।
নানাবিধ দিব্য রত্ন অতি মনোহর ॥
শুভতিথি শুভক্ষণ করি নিরূপণ ।
শ্রদ্ধান্বিত গোবিন্দেরে করে সমর্পণ ॥
অন্নদান ভূমিদান ধেনুদান আদি ।
ব্রাহ্মণে ভুঞ্জায় কত না হয় অবধি ॥
মৃত্তিকার গৃহ এক করিয়া রচন ।
তাহাতে স্থাপয়ে হরি ধনহীন জন ॥
দুই এক ব্রাহ্মণে করয়ে অন্নদান ।
সমান লভয়ে পুণ্য বেদেতে বাখান ॥
সংক্ষেপে কহিনু দান ধর্ম্মের কথন ।
শোক দূর কর রাজা স্থির কর মন ॥
বিধির লিখন ফল ভুঞ্জয়ে সংসারে ।
যেন ধর্ম্ম তেন ফল বেদেতে বিচারে ॥
অধর্ম্মেতে কেহ ধর্ম্ম লভে কর্ম্মফলে ।
ধর্ম্ম হৈতে পাপ কেহ লভয়ে ভূতলে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির সবিস্ময় মন ।
জিজ্ঞাসেন কহ দেব ইহার কারণ ॥
অধর্ম্মেতে কেবা ধর্ম্ম পাইল সংসারে ।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহিবে আমারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
আমার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
মস্তকে বন্দিয়া মাত্র বিপ্র-পদরজ ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥

প্রয়াগ মাহাত্ম্যে ব্যাধ ও সুমতির উপাখ্যান ।

ভীষ্ম বলিলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন ।
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা শুন দিয়া মন ॥
ধনপতি নামে বৈশ্য অযোধ্যায় ধাম ।
সর্ব্বধনে পূর্ণ বৈশ্য গুণে অনুপম ॥
সুমতি নামেতে তার ভার্য্যা গুণবতী ।
পরমা সুন্দরী সেই যেন কাম-রতি ॥
সর্ব্বসুখে পূর্ণ বৈশ্য মহাধনবান ।
পুত্রহীন কেবল দুঃখিত মতিমান ॥
নানামতে নানাযজ্ঞ করয়ে বিস্তর ।
ভার্য্যা সহ ব্রত আচরিল বৈশ্যবর ॥
অদৃষ্টের বশে তার না হৈল নন্দন ।
এই হেতু সদা বৈশ্য রহে দুঃখী মন ॥
পুত্রহীন বৃথা জন্ম সংসার ভিতরে ।
পুত্র বিনা নাহি পার নরক দুস্তরে ॥
এইরূপে বৈশ্য বহু করিল চিন্তন ।
দূরদেশে গেল চলি বাণিজ্য কারণ ॥
একদিন বৈশ্যপত্নী দাসীগণ সঙ্গে ।
সরোবরে স্নান হেতু চলিলেন রঙ্গে ॥
উপবন মধ্যে আছে রাম সরোবর ।
স্নানে পুণ্যফল তাহে লভয়ে বিস্তর ॥
সেই সরোবরে গেল স্নান করিবারে ।
হেনকালে এক ব্যাধ আসে তথাকারে ॥
লুব্ধক তাহার নাম বিখ্যাত ভুবন ॥
দেখিয়া কন্যার রূপ হয় অচেতন ॥
পীতবর্ণ অতি রঙ্গ জিনিয়া কাঞ্চন ।
রক্তমাংস রবিত্রাস দেখিয়া পিন্ধন ॥
কুচযুগ জিনি পূগ কিবা রসায়ন ।
করিকর ভুজবর মধ্য পঞ্চানন ॥
মুখজ্যোতি দেখি শশী নিন্দে আপনারে ।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত ব্যাধ হইল অন্তরে ॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পেয়ে বলয়ে বচন ।
শুন আজ সুবদনী মম নিবেদন ॥
তোমা সম রূপবতী নাহি ত্রিভুবনে ।
এ রূপ যৌবন ব্যর্থ কর কি কারণে ॥
দূরদেশে গেল পতি বাণিজ্য কারণে ।
রতিসুখহীনা হ'য়ে বঞ্চহ কেমনে ॥
তোমাতে মজিয়া মন কম্পিত আমার ।
স্মরশরে মম অঙ্গ হৈল ছারখার ॥
দয়া করি রামা মোরে করাও রমণ ।
নহে এইক্ষণে আমি ত্যজিব জীবন ॥
নরহত্য মহাপাপ জানহ আপনি ।
এত শুনি ক্রোধচিত্তে বলে নিতম্বিনী ॥

অধর্ম্মী পাপিষ্ঠ তুই অতি হীন জাতি।
কোন্ লাজে হেন বোল বলিলে দুর্ম্মতি॥
স্পর্শ করি তোরে হয় স্নান করিবারে।
লজ্জা নাই তেঁই হেন বলহ আমারে॥
ভৃত্যের সমান মোর নহ দুরাচার।
এইমত অনেক করিল তিরস্কার॥
শুনিয়া হইল ব্যাধ দুঃখিত অন্তর।
স্নান করি বৈশ্যপত্নী গেল নিজ ঘর॥
মনে মনে ব্যাধ তবে অনেক ভাবিয়া।
নিবেদিল দাসীগণে বিনয় করিয়া॥
কিরূপে এ কন্যা লাভ হইবে আমার।
বিচার করিয়া তোরা কহ সারোদ্ধার॥
এত শুনি উপহাস করি দাসীগণ।
কোন্ লাজে হেন কথা কহরে দুর্জ্জন॥
বামন হইয়া চাহ চন্দ্রমা ধরিতে।
পতঙ্গ হইয়া চাহ অগ্নি নিবারিতে॥
চণ্ডাল হইয়া চাহ ধরিতে ব্রাহ্মণী।
লজ্জা নাই তেঁই বল হেন দুষ্টবাণী॥
পুনরপি বলে ব্যাধ বিনয় করিয়া।
কহ সত্য কিরূপে পাইব এই জায়া॥
ইহজন্মে পাই কিম্বা পাই জন্মান্তরে।
নির্ণয় করিয়া সত্য কহিবা আমারে॥
মালিনী নামেতে দাসী কহে হাসি হাসি॥
প্রয়াগে করহ তপ হইয়া তপস্বী॥
ত্রিসন্ধ্যা করহ স্নান প্রয়াগের নীরে।
এক ক্রমে তিনদিন রহ গঙ্গাতীরে॥
তথা বাস করিয়া স্মরিয়া নারায়ণ।
তিন দিন তিন রাত্র করিলে লঙ্ঘন॥
তবে সে এ কন্যা তুমি পাইবে নিশ্চয়।
এত বলি দাসীগণ গেল নিজালয়॥
শুনিয়া আনন্দে ব্যাধ চলিল ত্বরিত।
প্রয়াগের তীরে গিয়া হৈল উপনীত॥
একাসন করিয়া তিন দিবস রজনী।
একচিত্তে স্মরণ করয়ে চক্রপাণি॥
ভকতকবৎসল হরি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
ব্যাধে ডাকি বলিলেন শূন্যরূপ হৈয়া॥

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ব্যাধ হইবে তোমার।
এইত প্রয়াগে স্নান কর পুনর্ব্বার॥
এতেক শুনিয়া ব্যাধ আনন্দিত মন।
প্রয়াগে করিয়া স্নান করিয়া তর্পণ॥
পাপতনু খণ্ডিল হইল দিব্যগতি।
রূপে গুণে হৈল সেই বৈশ্যের আকৃতি॥
শীঘ্রগতি অযোধ্যায় করিল গমন।
উপনীত হন গিয়া বৈশ্যের ভবন॥
নিজপতি প্রায় ব্যাধে বৈশ্যপত্নী দেখি।
নিরখিয়া প্রণমিল আসি শশীমুখী॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইল সিংহাসনে।
ঈষৎ হাসিয়া কহে মধুর বচনে॥
যত দিন প্রাণনাথ নাহি ছিলা ঘরে।
তত দিন অসন্তোষ আমার অন্তরে॥
সুখলেশ নাহি চিত্তে আমি বিরহিণী।
চন্দ্রের অভাবে যেন ম্লান কুমুদিনী॥
ব্যাধ বলে বড় ভাগ্য তোমার আছিল।
তেঁই সে সঙ্কটে মম প্রাণরক্ষা হৈল॥
বহুদূর গিয়াছিনু বাণিজ্য কারণ।
ধন জন সব বিধি করিল হরণ॥
রাক্ষসের হাতে আমি পড়িয়াছিলাম।
সকল মজিল দৈবে প্রাণ পাইলাম॥
শুনি কহে বৈশ্যপত্নী সজল নয়ন।
ধন যাক্ প্রাণনাথ আইলে ভবন॥
এইরূপে আছে দোঁহে কথোপকথনে।
হেনকালে আসে বৈশ্য আপন ভবনে॥
শত শত বলদে শকটে পূরি ধন।
নিজ গৃহে আসি উত্তরিল সেইক্ষণ॥
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত হইল সুমতি।
এইরূপ দুইজন একই আকৃতি॥
তুল্য ভাষা তুল্য গুণ তুল্য দুই জন।
দুইজন দোঁহারে করিল নিরীক্ষণ॥
দেখিয়া বিস্ময় মন বৈশ্যের নন্দন।
কার সঙ্গে ভার্য্যা মম করিছে কথন॥
পতিব্রতা ভার্য্যা মম অন্য নাহি জানে।
কোন্ দেব আসিয়াছে ছল আচরণে।

এতেক ভাবিয়া বৈশ্য জিজ্ঞাসে পত্নীরে।
হইলাম বিস্মিত তোমার ব্যবহারে ॥
পতিব্রতা বলি তোমা জানে জগজ্জন।
পর-পুরুষের সঙ্গে কর আলাপন ॥
শুনিয়া সে বৈশ্যপত্নী কহিতে লাগিল।
তব রূপে এইরূপ বিধি নিরমিল ॥
আকৃতি প্রকৃতি রূপ তুল্য দোঁহাকার।
কেমনে জানিব চিত্তে কে স্বামী আমার ॥
এক গর্ভে জন্ম হেন হয়েছে দোঁহার।
ভেদজ্ঞান নাহি যেন অশ্বিনীকুমার ॥
দেখিয়া সুমতি তবে ভাবে মনে মনে।
দুই স্বামী এক রূপ দেখি কি কারণে ॥
পাপ বস্তু বলি হেন মনে নাহি জানি।
বুঝি করিলেন মোরে মায়া চক্রপাণি ॥
এতেক ভাবিয়া দেবী বিস্ময় অন্তরে।
কৃতাঞ্জলি করি স্তুতি করে দামোদরে ॥
জয় জয় জগৎপতি জয় নারায়ণ।
নমস্তে মাধব নমো নমো জনার্দ্দন ॥
নমস্তে বরাহরূপ নমস্তে বামন।
বলির মত্ততা হেতু পৃথিবী ধারণ ॥
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।
নমো নারায়ণ মধুকৈটভমর্দ্দন ॥
নমো ধন্বন্তরীরূপ দেবতার হিতে।
জগৎ উদ্ধার নাথ জগতের প্রীতে ॥
সত্ত্ব রজঃ তমোরূপ জয় জগৎপতি।
নমো নরসিংহরূপ ভক্তজন গতি ॥
নমঃ ক্ষত্রকুলান্তক নমো ভৃগুপতি।
নমো রামকৃষ্ণরূপ নমো জগৎপতি ॥
অখিলধারণ রূপ অখিলকারণ।
অন্তরীক্ষ নাভি তব, পাতাল চরণ ॥
আকাশ মস্তক তব, তপন নয়ন।
বিরাট রূপেতে ব্যাপিয়াছ ত্রিভুবন ॥
চরাচর দেব নাগ তোমার বিভূতি।
কি বর্ণিতে পারি দেব আমি নারীজাতি ॥
অবলা স্ত্রীজাতি হেন বলে জ্ঞানীজন।
তোমার মহিমা কিবা করিব বর্ণন ॥

তব মায়াবশে সমাচ্ছন্ন জগজ্জন।
কৃপা করি দেব মোর ঘুচাও বন্ধন ॥
তব পাদপদ্ম বিনা না জানি মুরারী।
যদি আমি হই সতী পতিব্রতা নারী ॥
দাসী বলি কৃপা যদি কর নারায়ণ।
এ মহা লজ্জাতে মোরে করহ তারণ।
ভীষ্ম বলিলেন শুন শ্রীধর্ম্ম রাজন্।
এইমত বৈশ্যপত্নী করিল স্তবন ॥
বৈকুণ্ঠের পতি তবে বৈকুণ্ঠ হইতে।
বৈশ্যপত্নী নিকটে আইলেন ত্বরিতে ॥
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ শ্যাম কলেবর।
কনক কিরীট দিব্য মস্তক উপর ॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
তুলসী কোমলদল বিচিত্র ভূষণ।
মকর কুণ্ডল আদি বলয় কঙ্কণ ॥
চারু চতুর্ভুজরূপ মোহন মূরতি।
ধন্য ধন্য মহাপ্রভু ধন্য জগৎপতি ॥
অঙ্গের দুকূল ভাসে আনন্দ অশ্রুতে।
দবগুৎ হইয়া কন্যা পড়িল ভূমেতে ॥
হাতে ধরি শীঘ্রগতি তুলিলেন তারে।
দামোদর দিব্যজ্ঞান দিলেন দোঁহারে ॥
দিব্যজ্ঞানে দিব্য মূর্ত্তি হৈল তিনজন।
বৈশ্যপত্নী বৈশ্য আর ব্যাধের নন্দন ॥
তিনজন নানা স্তুতি করে নারায়ণে।
করযোড়ে সুমতি রহিল সেইক্ষণে ॥
অবধান কর দেব মম নিবেদন।
দুই স্বামী একরূপ দেখি কি কারণ ॥
মায়ার নিদান তুমি বিখ্যাত ভুবনে।
মায়া করি ভাণ্ড তুমি নিজ ভক্তগণে ॥
কার শক্তি তব মায়া করিবে বর্ণন।
কিবা মায়াচ্ছন্ন মোরে করিলে এখন ॥
দুই স্বামী একরূপ চিন্তা বড় মনে।
আজ্ঞা কর মহাপ্রভু চিনিব কেমনে ॥
কৃপা করি শ্রীচরণে পড়ি জগৎপতি।
যেই স্বামী সেই হৌক এই সে মিনতি ॥

দ্বিচারিণী বলিবেক যত সর্ব্বজন ।
এই কর প্রভু মোর হউক মরণ ॥
না করিবা যদি শুন আমার বচন ।
তোমার উপরে হত্যা দিব এইক্ষণ ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন নারায়ণ ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কন্যা না হয় খণ্ডন ॥
দুই স্বামী এই তব অদৃষ্টে লিখিত ।
আমার শকতি ইহা না হয় খণ্ডিত ॥
এত শুনি বৈশ্যপত্নী করে নিবেদন ।
যদি মোরে আজ্ঞা প্রভু হইল এমন ॥
কৃপা যদি কৈলা প্রভু আমা তিন জনে ।
সশরীরে লহ প্রভু বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
মর্ত্ত্যেতে থাকিলে হবে লোকে উপহাস ।
হাসিয়া গোবিন্দ তারে করেন আশ্বাস ॥
ভকতবৎসল হরি ঠেকিলেন দায় ।
বৈকুণ্ঠ হইতে রথ আনেন ত্বরায় ॥
এক রথে আরোহি চলেন চারিজন ।
শূন্যে ভর করি রথ চলে সেইক্ষণ ॥
হেনকালে দুইজন হরির কিঙ্কর ।
চতুর্ভুজ রূপ দোঁহে শ্যাম কলেবর ॥
মোহন মুরতি রূপ রাজীবলোচন ।
চলি যায় বিমান আরূঢ় দুই জন ॥
সেই রথে আর দুই স্ত্রীপুরুষ জন ।
চারিজন এক রথে হরষিত মন ॥
দেখিয়া সুমতি অতি কৌতুহল মনে ।
করযোড়ে নিবেদন করে জনার্দ্দনে ॥
কহ দেব কেবা হয় এই দুই জন ।
তোমার সদৃশ রূপ দেখি কি কারণ ॥
আর দুই জন দোঁহাকার বাম পাশে ।
এক রথে চারিজন কৌতুক বিশেষে ॥
কৃষ্ণ কন জিজ্ঞাসহ উহা সবাকারে ।
আপনার পরিচয় কহিবে তোমারে ॥
এত শুনি সুমতি জিজ্ঞাসে সেইক্ষণ ।
কহ শুনি তোমরা কে হও দুই জন ॥
বামপাশে কেবা আর দেখি দুই জন ।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ ॥

এত শুনি হাসি দোঁহে বলয়ে বচন ।
হরির কিঙ্কর মোরা হই দুই জন ॥
এই দুই জন কেবা জিজ্ঞাসহ মোরে ।
দোঁহাকার কথা যে কহিব তোমারে ॥
এইত পুরুষ নামে কলিক আছিল ।
ক্ষত্রকুলে জন্মি বড় কুক্রিয়া করিল ॥
এই সে রমণী বড় আছিল পাপিনী ।
নামেতে কলিঙ্গ বেশ্যা বড় দ্বিচারিণী ॥
কিন্তু অজ্ঞানেতে এক করিল সাধন ।
শুকপক্ষী এক এই করিল পালন ॥
শুকমুখে হরিনাম করিল শ্রবণ ।
অসংখ্য পুরুষ সহ করিল রমণ ॥
সুমালী গন্ধর্ব্ব ছিল অতি ভয়ঙ্কর ।
তার সনে রমণ করিল বহুতর ॥
একদিন বেশ হেতু পুষ্প তুলিবারে ।
একাকিনী গেল এক কানন ভিতরে ॥
মৃগয়া কারণেতে কলিক দুষ্টতর ।
রথে চড়ি গিয়াছিল বনের ভিতর ॥
বেশ্যার রূপেতে মগ্ন হইল দুর্ম্মতি ।
হরিয়া রথেতে লৈয়া চলিল ঝটিতি ॥
শীঘ্র রথ চালাইয়া দিল দুরাচার ।
গন্ধর্ব্ব আসিয়া তথা নামিল সত্বর ॥
ক্রোধেতে কলিক তবে কৈল মহামার ।
প্রাণপণে বাণ বিন্ধে দোঁহে দোঁহাকার ॥
দোঁহে দোঁহা বাণ বিন্ধে কেহ নহে উন ।
ক্রোধেতে গন্ধর্ব্ব বাণ মারিল দ্বিগুণ ॥
বায়ু অস্ত্র গন্ধর্ব্ব এড়িল ক্রোধভরে ।
ফাঁপর কলিক নিবারিতে নাহি পারে ॥
মহা বায়ুবেগে রথ উড়ায় সত্বরে ।
প্রয়াগের জলে ফেলাইল দুরাচারে ॥
প্রয়াগে ডুবিয়া মরে এই দুই জন ।
জন্ম জন্মান্তর পাপ হইল মোচন ॥
বৈকুণ্ঠে লইয়া যাই এই সে কারণ ।
এত শুনি হৈল কন্যা সবিস্ময় মন ॥
দাসীগণ যে বলিল হইল নিশ্চয় ।
জানিলাম আমি এই ব্যাধের তনয় ॥

প্রয়াগে কামনা করি ডুবিয়া মরিল।
মম পতি সম রূপ সে জন হইল ॥
তুই পতি হৈল মম দৈব নির্ব্বন্ধন।
প্রয়াগ মহিমা কিছু না যায় কথন ॥
এইরূপে মনে মনে করিল চিন্তন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারী হ'য়ে রহে তিন জন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
মস্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচূড় পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥

—

পরশুরামের তীর্থপর্য্যটন।

ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন ॥
কৌণ্ডিন্য নামেতে মুনি বিখ্যাত ভুবন।
তীর্থযাত্রা করি তিনি করেন ভ্রমণ ॥
ভাগীরথী বারাণসী প্রভাস পুষ্কর।
বিন্দুক্ষেত্রে বিন্দুহ্রদ বিরজা দুষ্কর ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর সরযূ কেদার।
মান-সরোবর আদি তীর্থ হরিদ্বার ॥
একে একে সব তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
ব্রহ্মহ্রদক্ষেত্রে তবে করিল গমন ॥
বিপুল বিস্তার হ্রদ দেখিতে সুন্দর।
বৃহৎ কুম্ভীর থাকে তাহার ভিতর ॥
পূর্ব্বেতে পরশুরাম ভৃগুবংশপতি।
টাঙ্গিতে হ্রদের দ্বার কাটেন ঝটিতি ॥
খণ্ডিত হইয়া জল হইল বাহির।
হরিদ্বার দিয়া বহে মহাস্রোত নীর ॥
দ্বার মুক্ত করি স্নান করে তপোধন।
মাতৃবধপাপে রাম হইল মোচন ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ সবিস্ময় মন ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা ভৃগুবংশমণি।
কি কারণে মাতৃবধ করিলেন শুনি ॥
সর্ব্ব গুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ গণি যে জননী।
হেন কর্ম্ম কি কারণে করিলেন মুনি ॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা শুনহ রাজন।
ভুবনে বিখ্যাত জমদগ্নি তপোধন ॥
রেণুকা নামেতে তাঁর ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্রে বাঞ্ছা করি স্বামী সেবা করে অতি ॥
ক্রমে ক্রমে পঞ্চ তার জন্মিল নন্দন।
কনিষ্ঠ তাহার রাম প্রতাপে তপন ॥
ধনুর্ব্বেদ শিখিলেন বশিষ্ঠের স্থানে।
রামের সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
একদিন জমদগ্নি ছলিতে কুমারে।
গৃহিণীকে বলিলেন জল আনিবারে ॥
শীঘ্রগতি জল আনি দেহত আমারে।
তর্পণ করিব আমি জানাই তোমারে ॥
এত শুনি কলসী আনিয়া শীঘ্রতর।
জল আনিবারে যায় সিন্ধু সরোবর ॥
হেনকালে চলি যায় ঘৃতাচী অপ্সরী।
তার রূপে মুগ্ধ হয় গাধির কুমারী ॥
মুহূর্ত্তেকে তার রূপ করে নিরীক্ষণ।
যতক্ষণ তার প্রতি চলিল নয়ন ॥
সে কারণে বিলম্ব হইল কতক্ষণ।
জল ল'য়ে দ্রুতগতি করিল গমন ॥
বিলম্ব দেখিয়া মুনি ক্রোধিত হইল।
জ্যেষ্ঠ পুত্রে চাহি দ্রুত ডাকিয়া কহিল ॥
জননীর মাথা কাটি আনহ ত্বরিত।
এত শুনি জ্যেষ্ঠপুত্র হইল ভাবিত ॥
মাতৃবধ-পাপ চিন্তি না শুনিল বাণী।
আর তিন পুত্রেরে বলিল মহামুনি ॥
কেহ না শুনিল বাক্য ক্রোধে মুনিবর।
কনিষ্ঠ নন্দন রামে বলিল সত্বর ॥
জননী সহিত কাটি চারি সহোদর।
আমার আজ্ঞায় তাত ফেলাও সত্বর ॥
এতেক শুনিয়া রাম বিলম্ব না করি।
মাতৃ সহ কাটিলেন সহোদর চারি ॥
দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
তুষ্ট হৈয়া জমদগ্নি বলেন বচন ॥
চিরজীবী তাত তুমি হও মম বরে।
তোমা সম বীর কেহ নহিবে সংসারে ॥

আর যেই বর ইচ্ছা মাগ মম স্থানে ।
শুনিয়া কহেন রাম পিতার চরণে ॥
যদ্যপি আমায় পিতা তুমি দিবা বর ।
জীউক আমার মাতা চারি সহোদর ॥
এত শুনি সৌম্যদৃষ্টে চাহি তপোধন ।
ভার্য্যা সহ জীয়াইল চারিটি নন্দন ॥
মাতৃবধ সঞ্চারিল রামের শরীরে ।
না খসে হাতের টাঙ্গি পড়িল ফাঁপরে ॥
কহ তাত কি হইবে ইহার প্রকার ।
হাত হৈতে টাঙ্গি কেন না খসে আমার ॥
এত শুনি ধ্যান করি মহা তপোধন ।
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে শুনহ নন্দন ॥
মাতৃবধ-পাপ তাত দুষ্কর সংসারে ।
দৈবযোগে সঞ্চারিল তোমার শরীরে ॥
নিরাহারী ব্রতী হ'য়ে এক সম্বৎসর ।
মান অহঙ্কার ত্যজি শিরে জটাভার ॥
সংসারের যত তীর্থ করহ ভ্রমণ ।
তবেত তোমার পাপ হইবে মোচন ॥
পৃথিবীর যত তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ।
তবেত যাইবে তাত কৌশল ভুবন ॥
বিষ্ণুযশা নামে দ্বিজ জগতে বিদিত ।
তাহার বাটীতে গিয়া হবে উপনীত ॥
জিজ্ঞাসা করিবে তারে ইহার প্রকার ।
তবেত হস্তের টাঙ্গি খসিবে তোমার ॥
শুনিয়া বিলম্ব আর কিছু না করিল ।
তীর্থ পর্য্যটন হেতু সত্বরে চলিল ॥
গয়া গঙ্গা বারাণসী করিয়া ভ্রমণ ।
তদন্তরে প্রভাসেতে করিল গমন ॥
তদন্তরে মানসরে করিল গমন ।
বিন্দুক্ষেত্রে বিন্দুসর করিল ভ্রমণ ॥
উভয় পথেতে যত যত তীর্থ ছিল ।
একে একে ভৃগুরাম সকল ভ্রমিল ॥
পশ্চিম দ্বারকা আদি যত তীর্থগণ ।
প্রদক্ষিণ করি সব করেন ভ্রমণ ॥
দক্ষিণ দিকেতে আসি হৈল উপনীত ।
যত তীর্থ দক্ষিণেতে না হয় বর্ণিত ॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর সরযূ কেদার ।
গোদাবরী বৈতরণী রেবা নদী আর ॥
একে একে সর্ব্ব তীর্থ করিল ভ্রমণ ।
জনকের বাক্য তবে হইল স্মরণ ॥
সত্বরে চলিয়া গেল কৌশল নগরে ।
উপনীত হৈল গিয়া বিষ্ণুযশা ঘরে ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রামে দেখি দ্বিজবর ।
জিজ্ঞাসা করেন আসি রামের গোচর ॥
বিশীর্ণ শরীর কেন মলিন বদন ।
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন রবির কিরণ ॥
এত শুনি রাম করিলেন নিবেদন ।
যেই মত জননীরে করিল নিধন ॥
যেই মতে স্বহস্তে কাটিল ভ্রাতৃগণ ।
পুনশ্চ পাইল তারা যেমতে জীবন ॥
একে একে সকল করিল নিবেদন ।
শুনিয়া হইল দ্বিজ সবিস্ময় মন ॥
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে বলিল বচন ।
খসিবে হস্তের টাঙ্গি শুন দিয়া মন ॥
ব্রহ্মহ্রদে গিয়া স্নান করহ ত্বরিত ।
তবেত' হস্তের টাঙ্গি হইবে স্খলিত ॥
সেই সে হ্রদের কথা শুন দিয়া মন ।
ব্রহ্মার সৃজন সেই অদ্ভুত গঠন ॥
চক্রাকারে ঘুরে জল ঘূর্ণমান-বায় ।
সেই হ্রদে যেই স্নান করিবারে যায় ॥
দৃষ্টিমাত্র জল তার উঠে উথলিয়া ।
ডুবায়ে মারিতে বারি যায় খেদাড়িয়া ॥
পুণ্য আত্মা হয় যদি পায় সে জীবন ।
সে কারণে তথায় না যায় কোন জন ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত আছে ব্রহ্মার নিয়ম ।
নারদের মুখে শুনি বাড়িল সম্ভ্রম ॥
ব্রহ্মঋষি সুতপা নামেতে তপোধন ।
ব্রহ্মলোকে গিয়া ঋষি দিল দরশন ॥
বসিয়াছে প্রজাপতি সভার ভিতর ।
মেনকা অপ্সরী যায় শূন্যে করি ভর ॥
পরমা সুন্দরী কন্যা মোহে ত্রিভুবন ।
দেখি হেঁটমুখ কৈল প্রজাপতিগণ ॥

সেইকালে সুতপা কামেতে মত্ত হৈয়া।
কন্যার বদন কুচ চাহে নেহারিয়া॥
দেখিয়া সক্রোধ চিত্ত হৈয়া পদ্মাসন।
সুতপারে কহিলেন সক্রোধ বচন॥
মম লোকে আসিয়া করহ অনাচার।
এই পাপে কুম্ভীরত্ব হইবে তোমার॥
এইক্ষণে মম হ্রদে হইবে পতন।
কতদিন পরে তব হইবে মোচন॥
ভৃগুপতি যাবে মাতৃবধ খণ্ডিবারে।
তাবৎ থাকিয়া সেই হ্রদের ভিতরে॥
টাঙ্গির প্রহারে হ্রদদ্বার করি চির।
তথা স্নান যখন করিবে ভৃগুবীর॥
সেইক্ষণে গ্রাহরূপ ত্যজি শীঘ্রগতি।
তদন্তরে জীব অংশে হইবে উৎপত্তি॥
যুগল নয়ন অন্ধ হ'বে কর্ম্মদোষে।
শৃঙ্গারেতে রত হবে পশুর সদৃশে॥
এতেক বলিতে শীঘ্র হইল পতন।
গ্রাহরূপে সেই তীর্থে আছে তপোধন॥
শীঘ্রগতি তথাকারে করহ গমন।
তবে সে তোমার পাপ হইবে মোচন॥
এত শুনি ভৃগুরাম চলিল ত্বরিত।
ব্রহ্মহ্রদ-কূলেতে হইলা উপনীত॥
দেখি ভৃগুবরে জল উথলি চলিল।
পর্ব্বত প্রমাণ নীর খেদিয়া আসিল॥
শোষক মন্ত্রেতে নিবারিল ঘোর পানী।
হ্রদদ্বার মুক্ত কৈল টাঙ্গিঘাত হানি॥
হ্রদে স্নান করি তবে করিল তর্পণ।
খসিল হাতের টাঙ্গি আনন্দিত মন॥
হেনকালে কুম্ভীর দুরন্ত ভয়ঙ্কর।
রামের চরণে আসি ধরিল সত্বর॥
ধরিয়া কুম্ভীর কূলে তোলে ভৃগুমণি।
শাপে মুক্ত হ'য়ে গ্রাহ ছাড়িল পরাণী॥
মৃতদেহ দেখি রাম সবিস্ময় মন।
নিজ গৃহে গেল তীর্থ করিয়া ভ্রমণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

গয়াক্ষেত্রের উপাখ্যান।

রাজা বলে কহ শুনি গঙ্গার নন্দন।
কি করিল পরেতে কৌণ্ডিন্য তপোধন॥
ভীষ্ম বলিলেন গয়া গেল মুনিবর।
মহাপুণ্যক্ষেত্র সেই বাখানে অমর॥
গয়াসুর নামে ছিল দুরন্ত অসুর।
তাহার সৃজিত ক্ষেত্র খ্যাত তিনপুর॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ॥
পশ্চাৎ শুনিব কৌণ্ডিন্যের উপাখ্যান।
আগে কহ শুনি দেব ইহার আখ্যান॥
অসুর সৃজিত ক্ষেত্র পূজ্য কি কারণ।
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন॥
তমোগুণে জন্ম হৈল অসুর-কুমার।
ত্রিপুর নামেতে দৈত্য বিখ্যাত সংসার॥
দেব দ্বিজে হিংসা দুষ্ট করে নিরন্তর।
তার ভয়ে পলাইল যতেক অমর॥
শিবের নিকটে গিয়া করিলেন স্তুতি।
প্রকারেতে ত্রিপুরে মারেন পশুপতি॥
ত্রিপুরে মারিয়া নাম হৈল ত্রিপুরারী।
ত্রিপুরের ভার্য্যা শুকদৈত্যের কুমারী॥
সতী গুণবতী কন্যা রূপে অনুপম।
ত্রিপুরের প্রিয় ভার্য্যা প্রভাবতী নাম॥
গর্ভবতী সেইকালে আছিল সুন্দরী।
নারদ কহিল আসি দৈত্য বরাবরি॥
এই তব ভার্য্যা গর্ভে আছে তব সুত॥
তার কর্ম্ম ভবিষ্যতে হইবে অদ্ভুত॥
শীঘ্রগতি রাখ ল'য়ে জনকের ঘরে।
তবে শিব সহ তুমি প্রবেশ সমরে॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হন তপোধন।
পিতৃগৃহে কন্যারে রাখিল সেইক্ষণ॥
তবেত শিবের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল।
শিবের বাণেতে দৈত্য পরাণ ত্যজিল॥

পিতৃগৃহেতে কন্যা প্রসবিল যে নন্দন।
গয়াসুর নাম হ'ল বিখ্যাত ভুবন ॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হয় মহাবীর।
তাহার সমরে দেবগণ নহে স্থির ॥
এক দিন গয়াসুর কোন কর্ম্ম কৈল।
বিরলে বসিয়া জননীরে জিজ্ঞাসিল ॥
শুনগো জননী মোর এক নিবেদন।
বিবরিয়া কহ মোরে ইহার কথন ॥
যখন পড়িতে আমি যাই শুক্রস্থানে।
পিতৃহীন বলি মোরে বলে সর্ব্বজনে ॥
কহত জননী শুনি পূর্ব্বের কথন।
কোন্ বংশে জন্ম মম কাহার নন্দন ॥
পিতৃহীন সুতের অসুখী সদা মন।
জলহীন নদী যেন নহে সুশোভন ॥
চন্দ্রহীন রাত্রি যেন পদ্মহীন সর।
পিতৃহীন সন্তানের তেমতি অন্তর ॥
এত শুনি কহে মাতা রোদন করিয়া।
পিতৃহীন বাপু তুমি বড় অভাগিয়া ॥
ধন্দ অসুরের বংশ ত্রিপুর নামেতে।
তোমার জনক সেই বিখ্যাত জগতে ॥
আমার গর্ভেতে তুমি আছিলা যখন।
নারদ আসিয়া দৈত্যে কহিল তখন ॥
শিব সহ তোমার হইবে মহারণ।
অতএব আইলাম তোমার সদন ॥
এই গর্ভবতী যেই তোমার রমণী।
ইহাতে জন্মিবে এক মহাবীর মণি ॥
জনকের ঘরে ল'য়ে রাখ এইক্ষণে।
তবে সে করিবে রণ ধূর্জ্জটির সনে ॥
এত শুনি তব পিতা আনিয়া হেথাতে।
রাখিয়া করিল যুদ্ধ শিবের সঙ্গেতে ॥
কপট প্রবন্ধে কহে সর্ব্ব দেবগণ।
শিব হাতে তব পিতা হইল নিধন ॥
ভ্রাতৃবন্ধু আদি যত ছিল দৈত্যগণ।
সকলেরে দেবগণ করিল নিধন ॥
ত্রিপুরের বংশে তুমি এক বংশধর।
এত বলি তার মাতা কান্দিল বিস্তর ॥
এত শুনি গয়াসুর সক্রোধ অন্তর।
মায়ে প্রবোধিয়া গেল শুক্রের গোচর ॥
করযোড়ে প্রণমিল শুক্রের চরণে।
নিজ পরিচয় দৈত্য দিল সেইক্ষণে ॥
শুনি শুক্র দৈত্যগুরু আশ্বাস করিল।
অস্ত্র শস্ত্র নানা বিদ্যা সব পড়াইল ॥
ত্রিভুবনে যত বিদ্যা কিছু নাহি শেষ।
গুরু প্রণমিয়া দৈত্য আসে নিজ দেশ ॥
আসিয়া মায়ের পায়ে দণ্ডবৎ কৈল।
জননী বিস্তর তারে আশীর্ব্বাদ দিল ॥
অবশেষে যত দৈত্য ত্রিভুবনে ছিল।
গয়াসুরে আসি সবে সত্বরে মিলিল ॥
তবে গয়াসুর বীর মহাকোপ ভরে।
বহু সৈন্যে সাজি গেল সুমেরু-শিখরে ॥
ইন্দ্র আদি দেব যত অদিতি-তনয়।
বাহুবলে সবারে করিল পরাজয় ॥
তদন্তরে শিবসহ কৈল মহারণ।
একে একে জিনিল সকল দেবগণ ॥
একচ্ছত্র দৈত্য রাজা হৈল ত্রিভুবনে।
উদাসীন হ'য়ে ফিরে যত দেবগণে ॥
ইন্দ্র সহ যুক্তি করি যত দেবগণ।
ক্ষীরোদ উত্তর দিকে করিল গমন ॥
জগৎ ঈশ্বর বিষ্ণু আদি সনাতন।
করযোড় করি সবে করিল স্তবন ॥
জয় জয় জনার্দ্দন জয় জগৎপতি।
ত্রিভুবন চরাচর তোমার বিভূতি ॥
তুমি সৃজ তুমি পাল করহ সংহার।
এ মহাবিপদে দেব করহ নিস্তার ॥
তোমার স্থাপিত দেব যত দেবগণ।
আপনি স্থাপিয়া কর আপনি নিধন ॥
এইরূপ স্তুতিবাদ করে দেবগণ।
সেইক্ষণে প্রত্যক্ষ হৈলেন নারায়ণ ॥
চারু চতুর্ভুজ পীতবাস পরিধান।
ডাকিয়া বলেন দেবগণে ভগবান ॥
দৈত্যের ভয়েতে ভীত আছ দেবগণ।
নির্ভয় হইয়া যাহ আপন ভবন ॥

আজি আমি গয়াসুরে করিব সংহার।
রহিবে অদ্ভুত কীর্ত্তি জগৎ মাঝার॥
এত শুনি আনন্দিত যত দেবগণ।
প্রণমিয়া গেল সবে যে যার ভবন॥
সত্বর গেলেন প্রভু যথা গয়াসুর।
সাজিল মহেশ যেন মারিতে ত্রিপুর॥
নানাবিধ দিব্য অস্ত্র লইয়া প্রচুর।
সংগ্রাম চাহিল গিয়া যথা গয়াসুর॥
শুনি গয়াসুর ক্রোধে হইল বাহির।
গোবিন্দেরে ডাকিয়া বলিল মহাবীর॥
জগতের নাথ তুমি ঘোষে সুরাসুর।
দেবতার বিবাদেতে মজিল ত্রিপুর॥
ত্রিপুরের পুত্র আমি বিখ্যাত জগতে।
সহজে বাপের বৈরী দেবতা বধিতে॥
সমতায় মম সহ যুঝিবা আপনি।
মম কীর্ত্তি রহে যেন যাবৎ ধরণী॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র করিল বাছনি।
হাসিয়া নিলেন অস্ত্র দেব চক্রপাণি॥
শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদ্গর।
পরশু ভূষণ্ডি গদা আদি অস্ত্রবর॥
নিরন্তর ফেলে দোঁহে দোঁহার উপর।
এইরূপে হৈল যুদ্ধ শতেক বৎসর॥
কেহ পরাজয় নহে সম দুই জনে।
ভাবিয়া ডাকিয়া দৈত্য বলে নারায়ণে॥
তোমার সংগ্রামে তুষ্ট হইলাম আমি।
বর ইচ্ছা আছে যদি মাগি লহ তুমি॥
হাসিয়া বলেন হরি শুন দৈত্যপতি।
মোরে বর দিতে তুমি ইচ্ছা কৈলা যদি॥
এই বর দেহ মোরে দৈত্যের ঈশ্বর।
কভু হিংসা না করিবে দেব আর নর॥
পাষাণ শরীর হ'য়ে থাকহ শুইয়া।
অঙ্গীকার কৈল দৈত্য প্রাক্তন স্মরিয়া॥
শুনি আনন্দিত হইলেন নারায়ণ।
মোরে বর দিলা তুমি দৈত্যের নন্দন॥
মোক্ষ বর মাগিয়া লইবা মম স্থানে।
তব কীর্ত্তি রহে যেন এ তিন ভুবনে॥

এত শুনি হৃদয়ে ভাবিয়া দৈত্যবর।
প্রণমিয়া গোবিন্দেরে করিল উত্তর॥
যদি কৃপা আমারে করিলা চক্রপাণি।
ভক্তজন বাক্য তুমি পালিবা আপনি॥
পূর্ব্বেতে নারাদ যে দিলেন উপদেশ।
সেই আজ্ঞা মোরে করিবেন হৃষীকেশ॥
এই ক্ষেত্র মধ্যে মম যাউক পরাণী।
শিলারূপ হ'য়ে থাকি তব আজ্ঞা মানি॥
আমার মস্তকে পদ দেহ নারায়ণ।
মম নামে ক্ষেত্র এই হউক সৃজন॥
গয়াক্ষেত্র বলি নাম হউক ইহার।
সুখে ত্রিভুবন লোক করুক বিহার॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি জগতের জন।
আমার উপরে যেবা করিবে তর্পণ॥
পিতৃলোকে পিণ্ডদান করিবে যে জন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হ'য়ে তারে পিতৃগণ॥
চিরকাল বৈসে যেন অমর নগর।
এই বর আজ্ঞা মোরে দেহ দামোদর॥
পিণ্ডদানে মুক্ত যেই দিন না হইব।
সেই দিন উঠি আমি সংসার নাশিব॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া বর দিয়া নারায়ণ।
দৈত্যের মস্তকে পদ করেন স্থাপন॥
অসুর শরীর হত হৈল সেইক্ষণ।
আনন্দেতে নিজ স্থানে যান নারায়ণ॥
শিলারূপ হ'য়ে দৈত্য আছে চিরকাল।
অতঃপর যে কহি সে শুন মহীপাল॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে অবহেলে ভবসিন্ধু তরি॥

পঞ্চ প্রেতোপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
গয়াক্ষেত্রে ভ্রমিল কৌণ্ডিন্য তপোধন॥
আর যত ক্ষেত্র তীর্থ পৃথিবীতে ছিল।
একে একে তাহা মুনি সকলি ভ্রমিল॥
কুরুক্ষেত্রে উত্তরে আইল তপোধন।
লক্ষ লক্ষ শব তথা হতেছে দাহন॥

শ্মশানের নিকটে আইল তপোধন।
দেখিলা বসিয়া আছে প্রেত পঞ্চজন ॥
বিকৃতি আকার সব বিকৃতি বদন।
লম্ব ওষ্ঠ লম্ব কেশ লম্বিত দশন ॥
স্থূল নাশা কূপবর সদৃশ নয়ন।
বিষ্ঠা মূত্র আদি যত অঙ্গেতে ভূষণ ॥
দেখিয়া বিস্ময়-চিত্ত হৈল তপোধন।
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা হও পঞ্চজন ॥
এতেক শুনিয়া তবে মুনির বচন।
কহিতে লাগিল তারা হ'য়ে হৃষ্টমন ॥
প্রেতকুলে জন্ম মোর অদৃষ্ট কারণ।
তার কথা কহি মুনি শুন দিয়া মন ॥
নিজ কর্ম্মদোষে মোরা হইনু এরূপ।
তুমি কেবা মহাশয় কহিবে স্বরূপ ॥
রবি চন্দ্র জিনি কান্তি দেহের বরণ।
শিরেতে পিঙ্গল জটা মহা সুলক্ষণ ॥
মোহন মূরতি তনু জিনি নবঘন।
মুখরুচি পূর্ণশশী জিনিয়া শোভন ॥
করিকর ভুজবর পঙ্কজ নয়ন।
মধ্যদেশ মৃগ জিনি অতি সুগঠন ॥
কণ্ঠ কম্বু জিনি শম্ভু রক্ত পঞ্চ স্থল।
রক্ত কোকনদ পদ অতি সুশীতল ॥
দ্বিজ বলে হই আমি ব্রাহ্মণ-নন্দন।
কৌণ্ডিন্য আমার নাম বিখ্যাত ভুবন ॥
তীর্থযাত্রা করি আমি ভ্রমি এ সংসার।
গয়া গঙ্গা আদি তীর্থ ভ্রমিনু অপার ॥
জগতের হিত চিন্তি জগত নিস্তার।
কহ সত্য পঞ্চজন কাহার কুমার ॥
কোথায় নিবাস কিবা নাম সবাকার।
কি হেতু দেখি যে মূর্ত্তি বিকৃতি আকার ॥
এত শুনি পঞ্চ প্রেত বলয়ে বচন।
অরণ্যে নিবাস করি শুন তপোধন ॥
সূচীমুখ নাম মোর কর অবগতি।
শীঘ্রক ইহার নাম শুন মহামতি ॥
পর্য্যুষিত খ্যাত নাম ধরে এইজন।
লেখক পাঠক নাম ধরে দুই জন ॥
এই পঞ্চজন মোরা অরণ্যেতে বসি।
এত শুনি পুনরপি জিজ্ঞাসিল ঋষি ॥
এমত কুৎসিত নাম হৈল কি কারণ।
কোথায় আছিলা কিবা করহ ভক্ষণ ॥
সত্য করি কহ ভাষা না ভাণ্ডিহ মোরে।
এত শুনি একে একে কহিল তাঁহারে ॥
সূচীমুখ বলে মুনি কর অবধান।
আমার পাপের কথা না হয় বাখান ॥
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি বৈশ্যের নন্দন।
মহাধনবান ছিনু শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
একদিন অতিথি আইল মম ঘরে।
সম্ভাষ তাহারে না করিনু অহঙ্কারে ॥
দিব্য অন্ন উপহারে ভার্য্যা, পুত্র লৈয়া।
করিলাম ভক্ষণ অতিথিরে না দিয়া ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সেই আকুল হইল।
মম অদৃষ্টের বশে উঠিয়া সে গেল ॥
এই হেতু সূচীমুখ নাম যে আমার।
প্রেতযোনি হইলাম বিখ্যাত সংসার ॥
তদন্তরে শীঘ্রক করিল নিবেদন।
আমার পাপের কথা শুন তপোধন ॥
পূর্ব্বজন্মে ব্যাধকুলে উৎপত্তি আমার।
হীন শূদ্রজাতি ছিনু বড় দুরাচার ॥
পরদ্রব্য পরধন করি অপহার।
চুরি হিংসা করিয়া পুষিনু সুতদার ॥
এইরূপে কত দিন কৈনু নির্ব্বাহন।
অতিথি আইল দৈবে আমার সদন ॥
ক্ষুধাতুর হ'য়ে অন্ন মাগিল আমারে।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিলাম তারে ॥
পাপিষ্ঠ অধম তুই বড় দুরাচার।
ভিক্ষা মাগি খাও তুমি এ কোন্ আচার ॥
নিজ পরাক্রমে ধন করিয়া অর্জ্জন।
উদর পূরিতে নার' জীয় অকারণ ॥
এত বলি জ্যেষ্ঠপুত্রে কহিনু ক্রোধেতে।
ধাকা মারি দেহ দুষ্টে মোর বাড়ী হ'তে ॥
এত শুনি অতিথি হইল ক্রুদ্ধমন।
নাহি দিয়া দুষ্ট মোরে করহ তাড়ন ॥

মোরে অপমান যেন কৈলি দুরাচার।
প্রেতযোনি জন্ম দুষ্ট হইবে তোমার॥
ক্ষুধার্ত্ত অতিথি জনে করিলি বঞ্চন।
বিষ্ঠা মূত্রে হইবেক তোমার মরণ॥
এত বলি দুঃখচিত্তে করিল গমন।
শীঘ্রক আমার নাম হৈল সে কারণ॥
তদন্তরে আর প্রেত কহিল বচন।
পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি দ্বিজের নন্দন॥
অযাজ্য যাজক ছিনু লুব্ধ অতিশয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া অর্জ্জিনু ধনচয়॥
সুত দারা পরিবার করিয়া পোষণ।
ক্রূরমতি ছিনু অতি আশয় কৃপণ॥
একদিন বসি শাস্ত্র করিতে লিখন।
হেনকালে আসে এক অতিথি ব্রাহ্মণ॥
ক্ষুধাতুর আসি অন্ন মাগিল আমারে।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিনু তাহারে॥
সেই পাপে লেখক হইল মম নাম।
শয়ন আসন মম অমঙ্গল ধাম॥
তদন্তরে অন্য প্রেত বলয়ে বচন।
কহিব আমার কথা শুন তপোধন॥
পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি বৈশ্যের নন্দন।
মম ঘরে অতিথি আইল একজন॥
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন মাগিলা আমারে।
কপট করিয়া আমি পুছিনু তাহারে॥
তিরস্কার করি অন্ন করি পর্য্যুষিত।
অল্প অন্ন দিনু নহে উদর পূরিত॥
সেই পাপে পর্য্যুষিত নাম যে থুইল।
অদৃষ্টের ফলে মম প্রেতত্ব হইল॥
অন্য প্রেত বলে দ্বিজ শুনহ বচন।
অল্প দোষে হৈল মম দুর্গতি লক্ষণ॥
সঙ্গদোষে অল্প পাপে পাপ বাড়ে নীতি।
মোসবার বিবরণ শুন মহামতি॥
বিষ্ঠা মূত্র শ্লেচ্ছোদক করি যে ভক্ষণ।
শ্মশানে মশানে নিত্য করি যে শয়ন॥
বিশেষে নিবাস মম শুন তপোধন।
সন্ধ্যা বীজমন্ত্রহীন যেইত ব্রাহ্মণ॥
তাহার শরীরে করি নিয়ত বিহার।
আর যাহা করি তাহা শুন সারোদ্ধার॥
সন্ধ্যাহীন যেই গৃহে তৈলের বিহনে।
বিহীন যাহার বাড়ী তুলসী কাননে॥
যে যুবতী নিজপতি করি পরিহার।
অন্য পুরুষের সঙ্গে করে অনাচার॥
বাসি বস্ত্র প্রক্ষালন আলস্যে না করে।
বাসি ঘরে শোয় আর থাকে অনাচারে॥
তাহার শরীরে মোরা থাকি অনুক্ষণ।
পূর্ব্বজন্ম কথা কহি শুন দিয়া মন॥
শূদ্রের কুলেতে জন্ম আছিল আমার।
একদিন কর্ম্ম আমি কৈনু দুরাচার॥
আলস্য করিয়া গৃহে করিনু শয়ন।
হেনকালে অতিথি আইল একজন॥
ক্ষুধায় আকুল হৈয়া ডাকিল আমারে।
জাগিয়া উত্তর আমি না দিনু তাহারে॥
উত্তর না পেয়ে শাপ দিল অতিশয়।
জন্মান্তরে প্রেত দেহ হইবি নিশ্চয়॥
এত বলি অন্য স্থানে করিল গমন।
পাঠক আমার নাম হৈল সে কারণ॥
এত শুনি হৈল মুনি সবিস্ময় মন।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল কহ প্রেতগণ॥
কোন্ কর্ম্মে খণ্ডে হেন দুর্গতি লক্ষণ।
প্রেতগণ বলে শুন কহি তপোধন॥
নরযোনি পৃথিবীতে জন্মিয়া যে জন।
জাতি মত কর্ম্ম যে করয়ে আচরণ॥
জাতি জ্ঞাতি বন্ধুগণে করি আবাহন॥
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন॥
দরিদ্রে ভিক্ষুকে যেই করে অন্ন দান।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় বাখান॥
ব্রত উপবাস করে গোবিন্দ-উদ্দেশে।
অনন্ত গোবিন্দ ব্রত আচরে বিশেষে॥
আলস্য শয়ন নিদ্রা করিয়া বর্জ্জন।
স্বহস্তে করয়ে হরি মন্দির মার্জ্জন॥
গোবিন্দের উদ্দেশে করয়ে পুষ্পোদ্যান।
গোবিন্দের নাম যেই করে মতিমান॥

গৃহ-ধর্ম্মচর্য্যা যেই জন পরিহরি ।
একেশ্বর ভ্রমে তীর্থ পর্য্যটন করি ॥
সর্ব্বভূতে সমভাব করে যেই জন ।
শত্রুতে মিত্রেতে যার সম আচরণ ॥
মৃত্তিকাদি দিয়া গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ ।
লিঙ্গরূপে যে জন স্থাপয়ে ভগবান ॥
এই সব নর প্রেতযোনি নাহি পায় ।
সংসারেতে জন্মি যে দুষ্কর্ম্ম আচরয় ॥
পিতৃ মাতৃ নিন্দে যেবা নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ ।
অতিথিরে যেই জন না করে তোষণ ॥
পিতৃযজ্ঞে দেবযজ্ঞে বিমুখ যে জন ।
এই সব লোক মুনি হয় প্রেতগণ ॥
বহু ছল করি যেই পরবৃত্তি হরে ।
ব্রাহ্মণেরে প্রণাম না করে অহঙ্কারে ॥
ব্রত যজ্ঞে উপহাস করে যেই জন ।
বলে ছলে পরধন যে করে হরণ ॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনিয়া যে জন ।
লোভার্ত্ত হইয়া করে আপনি ভক্ষণ ॥
হেলায় না করে যেই তীর্থ পর্য্যটন ।
এ সব পাতকী হয় প্রেতত্ব কারণ ॥
গুরুনিন্দা করে যেই বেশ্যাপরায়ণ ।
প্রেতযোনি জন্ম হয় সেই সব জন ॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রসঙ্গেতে প্রেত পঞ্চজন ॥
পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ যত ভস্ম হ'য়ে গেল ।
প্রেতমূর্ত্তি ত্যজি পরে দিব্যমূর্ত্তি হৈল ॥
স্বর্গ হৈতে পঞ্চ রথ আইল সেক্ষণ ।
মুনিরে প্রণমি কৈল রথ আরোহণ ॥
ইন্দ্রের নগরে শীঘ্র করিল গমন ।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল তপোধন ॥
পৃথিবীর যত তীর্থ করিল ভ্রমণ ।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত কৌণ্ডিন্য তপোধন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
আমার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
শিরেতে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥

শিব চতুর্দ্দশীর মাহাত্ম্য ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান ।
ব্রতের মাহাত্ম্য কিছু করহ বাখান ॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা কহিতে কে পারে ।
সংক্ষেপেতে কিছু রাজা কহিব তোমারে ॥
ইক্ষ্বাকু বংশেতে রাজা চিত্রভানু নাম ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ রণে অনুপাম ॥
জম্বুদ্বীপে একচ্ছত্র হৈল নরপতি ।
কুবের সদৃশ তার ঐশ্বর্য্য বিভূতি ॥
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে দিনকর ।
প্রজার পালনে যেন রাম রঘুবর ॥
দ্বিজসেবা বিনা রাজা অন্য নাহি জানে ।
যেই যাহা মাগে দেয় তোষয়ে ব্রাহ্মণে ॥
শিবব্রতে রত সদা শিবপরায়ণ ।
শিবচতুর্দ্দশী ব্রত করে আচরণ ॥
ভার্য্যার সহিত রাজা উপবাস করি ।
দান ধ্যান করি বসিয়াছে অন্তঃপুরী ॥
হেনকালে অষ্টাবক্র সঙ্গে শিষ্যগণ ।
সত্বরে চলিয়া গেল রাজার সদন ॥
দেখি আস্তে ব্যস্তেতে উঠিয়া নরপতি ।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল শীঘ্রগতি ॥
বসিবারে আনি দিল দিব্য কুশাসন ।
একে একে বসিল সকল মুনিগণ ॥
সূপকারগণে আজ্ঞা দিল নরবর ।
দিব্য উপহার দ্রব্য আসিল বিস্তর ॥
যথাযোগ্য সবাকারে করায় ভোজন ।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ কৈল আচমন ॥
তাম্বুল কর্পূর আদি করিল ভক্ষণ ।
নৃপে চাহি অষ্টাবক্র বলিল বচন ॥
ভ্রাতৃ মিত্র আদি সবে করিল ভোজন ।
ভার্য্যা সহ উপবাস কর কি কারণ ॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা সুদৃশ্য ভাস্কর ।
কোন হেতু উপবাসে আছ নরবর ॥
কিবা চিত্তে দুঃখ তব না জানি কারণ ।
আত্মাকে দিতেছ দুঃখ কোন্ প্রয়োজন ॥

এক আত্মা জগতের হন নারায়ণ।
আত্মা তুষ্ট হৈলে তুষ্ট ব্রহ্ম সনাতন ॥
ষটচক্র কথা রাজা শুন দিয়া মন।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে স্থিত নারায়ণ ॥
চতুর্থ অদ্ভুত দল প্রথমে গণিবে।
দ্বিতীয়েতে অষ্টদল উপরে বর্ণিবে ॥
তৃতীয়েতে শতদল তাহার উপরে।
সূক্ষ্মরূপে বৈসে জীব তাহার ভিতরে ॥
মাঝেতে কেশর চতুর্দ্দিকে কর্ণিকার।
জীব আত্মা স্থিত তথা পদ্মের আকার ॥
তদন্তে অদ্ভুত চক্র চতুর্থ উপর।
অষ্টোত্তর শতদল তাহার ভিতর ॥
পঞ্চশত দল জীব মধ্যে কর্ণিকার।
কহিব তাহার কথা করিয়া বিস্তার ॥
তদন্তরে শতচক্র দলের নির্ম্মাণ।
দেব মুনিগণ করে যাহার বাখান ॥
চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্মরূপে দলের গাঁথনি।
স্বহস্তে বিধাতা তাহা নির্ম্মাণ আপনি ॥
চতুর্দ্দিকে কর্ণিকার মধ্যেতে কেশর।
সূক্ষ্মরূপে তাহে উপবিষ্ট দামোদর ॥
তার তিন ভাগ মধ্যে বৈসে নারায়ণ।
সুসিদ্ধ সজ্ঞান ভক্তি লভে যেই জন ॥
শরীরেতে আত্মারূপে বৈসে নারায়ণ।
তপ ব্রত ফলে তার কোন্ প্রয়োজন ॥
রাজা বলে মুনিবর কহিলে প্রমাণ।
মম পূর্ব্বজন্ম কথা কর অবধান ॥
চতুর্দ্দশী মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
ইহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে ॥
অজ্ঞানে সজ্ঞানে নর উপবাস করি।
সমাহিত হ'য়ে পূজা করে ত্রিপুরারী ॥
বিল্বপত্র ধুস্তুর কুসুম রাশি রাশি।
রক্তচন্দনাদি নানা গন্ধে বস্ত্র ভূষি ॥
পূজা ভক্তি করি স্তব করে পঞ্চাননে।
তাহার পুণ্যের কথা কি কব বদনে ॥
পৃথিবীর রেণু যেবা গণিবারে পারে।
সরোবর জল যদি কলসীতে ভরে ॥
বৃষ্টিবিন্দু জল যদি পারয়ে গণিতে।
তথাপি তাহার পুণ্য না পারি বলিতে ॥
পূর্ব্বে ব্যাধকুলে জন্ম আছিল আমার।
সুস্বর আছিল নাম মহা দুরাচার ॥
পরদ্রব্য পরবৃত্তি করি অপহার।
অধর্ম্মেতে রত ছিনু বিখ্যাত সংসার ॥
মৃগ ব্যাঘ্র আদি পশু নানা পক্ষীগণ।
যতেক করিনু বধ না যায় লিখন ॥
সেইরূপে নির্ব্বাহিনু কতেক দিবস।
একদিন অরণ্যে গেলাম দৈববশ ॥
কুজ্ঝটিতে অন্ধকার দেখিতে না পাই।
একেশ্বর ঘোর বনে ভ্রমিয়া বেড়াই ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হৈল দিবা অবসান।
আসিতে না পারি গৃহে হইনু অজ্ঞান ॥
ঘোর অন্ধকার নিশি চতুর্দ্দশী দিনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুক্ত আমি ভ্রমি একা বনে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা হৈল ঘোর নিশি।
বিল্ববৃক্ষে আরোহিনু মনে ভয় বাসি ॥
নিত্য নিত্য মৃগয়া করিয়া যাই ঘরে।
নগরে বেচিয়া আনি দিই পরিবারে ॥
তবেত ভক্ষণ করে ভার্য্যা পুত্রগণ।
উপবাসী রহি আজি দৈবের কারণ ॥
মম মুখ চাহি আছে ভার্য্যা পুত্রগণ।
ধনহীন নরজন্ম হয় অকারণ ॥
ভ্রাতৃ বন্ধু অনেক আছয়ে জ্ঞাতিগণ।
সবে ধনবান অমি দরিদ্র দুর্জ্জন ॥
উপবাসী গৃহে আছে ভার্য্যা পুত্রগণ।
কেহ না চাহিবে ধনহীনের কারণ ॥
এইরূপে হৃদয়েতে করিয়া চিন্তন।
আকুল হইয়া বহু করিনু ক্রন্দন ॥
অশ্রুজল পড়ি মম ভাসে কলেবর।
পকপত্র ছিল এক বৃক্ষের উপর ॥
পত্র পড়ে মম অশ্রুজলের সহিত।
আচম্বিতে একপত্র পড়িল ত্বরিত ॥
তাহাতে সন্তুষ্ট হন দেব পঞ্চান।
নিরাহারে সেই রাত্রি করিনু বঞ্চন

প্রাতঃকালে মৃগ মারি লইয়া ত্বরিত ।
নিজ গৃহে গিয়া আমি হৈনু উপনীত ॥
আমার বিহনে সবে দুঃখিত আছিল ।
মোরে দেখি সবে ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল ॥
নগরেতে মৃগমাংস শীঘ্রগতি লৈয়া ।
বেচিয়া ভক্ষণ দ্রব্য আনিনু কিনিয়া ॥
শীঘ্রগতি ভার্য্যা গিয়া করিল রন্ধন ।
হেনকালে অতিথি আইল এক জন ॥
সেই অতিথিরে আমি করাই ভোজন ।
পারণের মহাফল পাই সে কারণ ॥
এইরূপে কত দিন দুঃখে মোর গেল ।
আয়ুঃশেষে মৃত্যু আসি উপনীত হৈল ॥
মহাভয়ঙ্কর দুই যমের কিঙ্কর ।
আসি মহাপাশে মোরে বান্ধিল সত্বর ॥
যমের এ সব কর্ম্ম জানি পঞ্চানন ।
দ্রুতগতি পাঠাইল দূত দুইজন ॥
শিবের আকৃতি দোঁহে পরম সুন্দর ।
অকপটে মোর পাশ খুলিল সত্বর ॥
দেখিয়া বিস্মিত যমদূত দুইজন ।
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা কহ বিবরণ ॥
এতেক শুনিয়া তারা করিল উত্তর ।
শিবের নিকটে থাকি শিবের কিঙ্কর ॥
শিবের আজ্ঞায় পাশ করিনু মোচন ।
কহ শুনি কে তোমরা হও দুই জন ॥
বিকৃত আকার মূর্ত্তি লোহিত নয়ন ।
কোথায় নিবাস কর কাহার নন্দন ॥
কি হেতু এ ব্যাধপুত্রে করিলে বন্ধন ।
এত শুনি যমদূত বলয়ে বচন ॥
মোরা দুই জন ধর্ম্মরাজ অনুচর ।
তাঁর আজ্ঞা বহি ফিরি যত চরাচর ॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব চারণ নরগণ ।
সংসারের মধ্যেতে মরয়ে যত জন ॥
তাহারে লইয়া যায় যমের সদন ।
পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড করেন শমন ॥
এই ব্যাধ মহাপাপী অধম দুর্জ্জন ।
ইহার পাপের কথা না যায় কথন ॥
যমপুরে গেলে পাপ হইবে খণ্ডন ।
কি কারণে এই দুষ্টে করিলে মোচন ॥
এত শুনি পুনঃ কহে শিবের কিঙ্কর ।
তোমার ঈশ্বরে গিয়া কহরে বর্ব্বর ॥
শিবের অনুজ্ঞা মোরা লঙ্ঘিতে না পারি ।
এই ব্যাধপুত্রে ল'য়ে যবে শিবপুরী ॥
সর্ব্বপাপে এই ব্যাধ হইবে মোচন ।
শিব চতুর্দ্দশী ব্রত কৈল আচরণ ॥
তোর কিছু অধিকার নাহিক ইহাতে ।
এত বলি মোরে নিল শিবের সভাতে ॥
তিন লক্ষ বর্ষ মম তথা হৈল স্থিতি ।
দেবতুল্য নানা ভোগ ভুঞ্জি নিতি নিতি ॥
অনন্তর ইন্দ্রলোকে হইল গমন ।
তিন কল্প তথা সুখে করিনু বঞ্চন ॥
অনন্তর হৈল মোর ব্রহ্মলোকে স্থিতি ।
চৌদ্দ মন্বন্তর তথা হইল বসতি ॥
অনন্তর বৈকুণ্ঠেতে করিনু প্রয়াণ ।
লক্ষ্মী সহ বিরাজিত যথা ভগবান ॥
তিনকোটি বর্ষ তথা সুখেতে বঞ্চিনু ।
তারপর এই রাজবংশেতে জন্মিনু ॥
অজ্ঞানেতে শিবচতুর্দ্দশী মহাব্রত ।
আচরিনু হীনজাতি হ'য়ে ব্যাধসুত ॥
সেই পুণ্যে হেন গতি হইল আমার ।
ইক্ষ্বাকুবংশেতে জন্ম বৈভব বিস্তর ॥
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করি আচরণ ।
সে কারণে উপবাসী আছি তপোধন ॥
এত শুনি সবিস্ময় মহা তপোধন ।
পুনরপি নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ ॥
অপমান পেয়ে দুই যমের কিঙ্কর ।
ধর্ম্মরাজে গিয়া কিবা করিল উত্তর ॥
রাজা বলে মুনিবর কর অবধান ।
বিস্ময় হইয়া দূত হ'য়ে অপমান ॥
ক্রোধে থর থর অঙ্গ সঘনে কম্পিত ।
যমের সাক্ষাতে গিয়া হৈল উপনীত ॥
ভীতমন দূতগণে দেখিয়া শমন ।
জিজ্ঞাসিল কহ দূত কেন দুঃখী মন ॥

আমার কিঙ্কর তোরা নির্ভয় অন্তরে।
কার শক্তি তোমবারে হিংসা করিবারে॥
দূতগণ বলে আর কি কহিব কথা।
দণ্ডভয় আজি হৈতে হইল সর্ব্বথা॥
আজি হৈতে জগতের হইল নিস্তার।
পাপপুণ্য বিচার ঘুচিল তা সবার॥
সুস্বর নামেতে ব্যাধ মহা দুরাচার।
আজি দৈবে পরলোক হইল তাহার॥
তাহারে আনিতে মোরা করিনু গমন।
পাশে বান্ধি ল'য়ে আসি করিয়া তাড়ন॥
হেনকালে আসি দুই শিবের কিঙ্কর।
পাশ হৈতে মুক্ত তারে করিল সত্বর॥
নানা কটুত্তর বলি আমা দুই জনে।
রথে তুলি তারে ল'য়ে গেল দূতগণে॥
এই হেতু চিত্তে দুঃখ হইল সবার।
আজি হৈতে তোমার ঘুচিল অধিকার॥
এত শুনি হাসি যম বলয়ে বচন।
হেন কর্ম্ম আর না করিহ কদাচন॥
শিব নামে রত যেই বিষ্ণুপরায়ণ।
বিষ্ণু শিব সমরূপে ভাবে যেই জন॥
ব্রত আচারিয়া যেবা পূজে পঞ্চানন।
চতুর্দ্দশী মহাব্রত যে করে সাধন॥
ভূমিদান অন্নদান করয়ে যে জন।
বিষ্ণুভক্তি করি কিবা পূজয়ে ব্রাহ্মণ।
একাদশী চান্দ্রায়ণ পূর্ণিমার ব্রত।
সংসারের মধ্যে নর ইহাতে যে রত॥
তীর্থ পর্য্যটন করি পূজে দেবরাজে।
বারাণসীক্ষেত্রে গিয়া যেবা প্রাণ ত্যজে॥
তার'পরে অধিকার নাহিক আমার।
কদাচ না যাবি তোরা তারে অনিবার॥
এত শুনি হৈল দূত সবিস্ময় মন।
কহিনু তোমারে আমি কথা পুরাতন॥
এত শুনি অষ্টাবক্র হন হৃষ্টমন।
আশীষ করিয়া নৃপে গেল তপোধন॥
সেই হৈতে হৈল ঋষি শিবপরায়ণ।
শিবব্রতে রত হৈল অচ্যুত-নন্দন॥

বসন্ত প্রথম ঋতু চতুর্দ্দশী দিনে।
এই উপবাস যেবা করে একমনে॥
সর্ব্বকালে ফল লভে নাহিক সংশয়।
শিব চতুর্দ্দশী ব্রতে মহাফল পায়॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথনে।
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দ চরণে॥

অনন্ত ব্রতোপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক দূর কর রাজা চিত্ত কর স্থির॥
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন।
অনন্ত নামেতে ব্রত অপূর্ব্ব কথন॥
নারদের মুখে পূর্ব্বে করিনু শ্রবণ।
সেই ইতিহাস কহি শুন দিয়া মন॥
চিত্রাঙ্গদ নামে রাজা কোশলেতে স্থিতি
সোমবংশ চূড়ামণি মহাধর্ম্মে মতি॥
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে বৈশ্রবণ।
কীর্ত্তি ভাগীরথ সম মহাবিচক্ষণ॥
মন্ত্রণাতে বৃহস্পতি গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন ছিলেন শ্রীরাম॥
অনন্ত নামেতে ব্রত গোবিন্দ উদ্দেশে।
ভার্য্যা সহ নরবর আচরে বিশেষে॥
বিচিত্র মন্দির এক করিয়া রচন।
লিঙ্গরূপে তাহাতে স্থাপিয়া নারায়ণ।
রাজধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম ত্যজিয়া রাজন।
আপনি হস্তেতে করে মন্দির মার্জ্জন॥
অনন্তরে স্নানদান করি নরবর।
নানা উপহারে পূজে দেব দামোদর॥
পূজা শেষে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন।
অবশেষে লইয়া কুটুম্ব পরিজন॥
আনন্দিত হ'য়ে সবে করয়ে ভোজন।
এইরূপে নিত্য নিত্য পূজে নারায়ণ॥
বাদ্য বাজাইয়া এই জানায় নগরে।
অনন্ত নামেতে ব্রত বিখ্যাত সংসারে॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র চতুর্বিধ জন।
এই ব্রত যেবা না করিবে আচরণ॥

সবংশে লইব তারে শমনের ঘরে।
নগরে বাজারে এইরূপ বাদ্য করে॥
রাজভয়ে সর্ব্বলোক প্রাণপণ করে।
নিয়ম করিয়া শুভ ব্রত যে আচরে॥
ব্রত পুণ্যফলে সবে নিষ্পাপ হইল।
যতদূর ভূপতির অধিকার ছিল॥
যত লোক ছিল ভূপতির অধিকারে।
ব্রতপুণ্যফলে যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥
সত্যকালে যেন লোক পুণ্যবান ছিল।
রাজার প্রতাপে তেন দ্বাপর হইল॥
জানিয়া দ্বাপরযুগ এ সব কারণ।
চিন্তাকুল হইয়া ভাবিল মনে মন॥
পূর্ব্বে প্রজাপতি হেন করিল বিচার।
সংসার উপরে দিল মম অধিকার॥
কোটি লোক মধ্যে কেহ মম অধিকারে।
নিয়ম করিয়া ভজিবেক দামোদরে॥
সহস্রেক মধ্যে কেহ হবে মহাজন।
মহাব্রত আচরি ভজিবে নারায়ণ॥
যতেক সংসারে প্রজা হবে পাপাচারী।
অল্প আয়ু হ'য়ে যাবে যমের নগরী॥
এইরূপ নিয়ম করিয়া সৃষ্টিধর।
অধিকার দিল মোরে সংসার উপর॥
মহাধর্ম্মশীল দেখি এই নৃপমণি।
ব্রহ্মার নিয়ম ভঙ্গ করে হেন জানি॥
কোনমতে ব্রত ভঙ্গ হইলে রাজার।
তবে সে নিয়ম রক্ষা হয়ত ব্রহ্মার॥
এইরূপে দ্বাপর ভাবিয়া মনে মন।
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পিবরে করিল স্মরণ॥
সেইখানে বিশ্বকর্ম্মা আইল তখন।
করযোড়ে দ্বাপরে করিল নিবেদন॥
কি হেতু আমারে দেব ডাকিলে আপনে।
কোন কর্ম্ম সাধি দিব কহ নিজগুণে॥
দ্বাপর বলিল মোর কর এই কার্য্য।
অনুগ্রহ করি এক করহ সাহায্য॥
দিব্য এক কন্যা দেহ করিয়া গঠন।
পৃথিবীর মধ্যে যেন হয় সুলক্ষণ॥
তার রূপে গুণে যেন মোহে সর্ব্বজন।
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা করিল রচন॥
পৃথিবীর যত রূপ করিয়া মোহন।
মোহিত নামেতে কন্যা করিল সৃজন॥
দ্বাপরেরে কন্যা দিয়া হৈল অন্তর্দ্ধান।
দেখিয়া দ্বাপর হৈল অতি হর্ষবান॥
দ্বাপরের অগ্রে কন্যা কর যুড়ি কয়।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর মহাশয়॥
শুনিয়া দ্বাপর হৈল আনন্দিত মন।
কহে মর্ত্ত্যলোকে তুমি করহ গমন॥
চিত্রাঙ্গদ নামে রাজা বিখ্যাত ভুবনে।
আমার আজ্ঞায় তারে ভজিবে আপনে॥
দিব্য পর্ব্বতেতে দ্রুত করহ গমন।
এই সে নিয়ম চিত্তে রাখিবে স্মরণ॥
অনন্ত নামেতে ব্রত আচরে যে জন।
প্রকারেতে ব্রত তার করিবে ভঞ্জন॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
আজ্ঞামাত্রে মোহিনী চলিল সেইক্ষণ॥
মৃগয়া কারণ রাজা গেল সেই গিরি।
দেখিল অনূঢ়া কন্যা পর্ব্বত উপরি॥
রাজা করে একদৃষ্টে কন্যা নিরীক্ষণ।
ভুবনমোহন রূপ না যায় বর্ণন॥
মুখরুচি কত শশী করয়ে গঞ্জন।
কামধনু জিনি ভুরু অলক অঞ্জন॥
তিলফুল জিনি নাসা ভুজ করিকর।
সুতপ্ত কাঞ্চন জিনি গৌর কলেবর॥
কুচযুগ সম পূগ গঞ্জি রসায়ন।
কণ্ঠকম্বু জিনি শম্বু অতি সুলক্ষণ॥
রক্তবস্ত্র পরিধানা অরুণ উদিত।
দেখি স্মরশরে রাজা হইল মোহিত॥
ক্ষণেকে চৈতন্য তবে পাইয়া নৃপতি।
নিকটেতে গিয়া জিজ্ঞাসিল কন্যা প্রতি॥
কি নাম ধরহ তুমি কোথায় বসতি।
সত্য কার কহ মোরে না ভাণ্ডহ সতী॥
নিজ পরিচয় মম শুন গুণবতী।
সোমবংশে জন্ম চিত্রাঙ্গদ নরপতি॥

তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার।
মম ভার্য্যা হও তুমি কর অঙ্গীকার॥
কন্যা বলে হই আমি অযোনি উৎপত্তি।
এইত পর্ব্বত মধ্যে আমার বসতি॥
অনূঢ়া যে আছি আমি বিবাহ না হয়।
মোহিনী আমার নাম বিধির নির্ণয়॥
এক সত্য কর রাজা আমার গোচরে।
তবে আমি পরিণয় করিব তোমারে॥
ইচ্ছামত তোমারে কহিব যেই কথা।
আমার সে কথা কভু না হবে অন্যথা॥
যদি বা দুষ্কর হয় এ তিন ভুবনে।
মম বাক্য কভু নাহি করিবা খণ্ডনে॥
রাজা বলে আমি সত্য করি অঙ্গীকার।
কভু না খণ্ডিব কন্যা বচন তোমার॥
এত শুনি কন্যা করিলেন অনুমতি।
পুরোহিত বিপ্রেরে স্মরিল নরপতি॥
কঙ্কায়ন নামে মুনি বিখ্যাত জগতে।
পূর্ব্বাপর পুরোহিত সোমক বংশেতে॥
রাজার স্মরণে দ্বিজ আইল তখন।
প্রণমিয়া নৃপতি কহিল বিবরণ॥
পুরোহিত উভয়ে বিবাহ করাইল।
সেই রাত্রি নরপতি তথা নির্ব্বাহিল॥
মোহিনীরে কৈল রাজা মুখ্য পাটেশ্বরী।
ইন্দ্রের শোভয়ে যেন পুলোমা কুমারী॥
এইরূপে কতদিন রাজা বিহরয়।
অনন্ত ব্রতের আসি হইল সময়॥
চিত্ররেখা সহ রাজা ব্রত আচরিল।
উপবাস করি ব্রত নিয়মে রহিল॥
ভূমিদান গোদান করিল দ্বিজগণে।
অন্নদানে তুষিল যতেক দুঃখীজনে॥
দৈবের লিখন কভু না হয় খণ্ডন।
যুগবাক্য মোহিনীর হইল স্মরণ॥
নৃপতিরে চাহি কন্যা বলয়ে বচন।
উপবাসে কি কারণে আছহ রাজন॥
এতেক দুষ্কর ব্রতে কোন প্রয়োজন।
আমার বচনে রাজা করহ ভোজন॥
আমার বচন রাজা কহ সবাকারে।
হেন পাপ ব্রত যেন কেহ না আচরে॥
কন্যার বচন রাজা শুনি বজ্রাঘাত।
ক্রোধানলে নয়নে হইল অশ্রুপাত॥
ক্ষণে ক্রোধ সম্বরিয়া বলয়ে বচন।
অবলা স্ত্রীজাতি তুমি না বুঝ কারণ॥
এই ত অনন্ত ব্রত বিখ্যাত সংসারে।
হেন ব্রত বল মোরে ভঙ্গ করিবারে॥
অবলা স্ত্রীজাতি কিবা বলিব তোমারে।
এই ব্রত আচরিলে সর্ব্ব দুঃখে তরে॥
স্বর্গভোগ মহাফল অবহেলে পায়।
কদাচিত যমের নগর নাহি যায়॥
পূর্ব্ব কথা মম এই করহ শ্রবণ।
যেই হেতু এই ব্রত করি আচরণ॥
সত্যযুগে ছিনু আমি শ্বপচের বংশে।
সুষেণ আছিল নাম শূদ্র অবতংসে॥
বেশ্যাতে ছিলাম মত্ত মদ্যপানে রত।
পশু পক্ষী মৃগ বধ কৈনু শত শত॥
মম দুষ্টাচার দেখি ভ্রাতৃ বন্ধুগণ।
দূর করি দিল মোরে করিয়া তাড়ন॥
ক্রোধচিত্তে ঘোর বনে করিয়া প্রবেশ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হ'য়ে আকুল বিশেষ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পাই কেশব মন্দির।
তাহাতে আশ্রয় করি হইয়া অস্থির॥
অনন্ত ব্রতের সেই দিন শুভক্ষণ।
উপবাসী রহিলাম করিয়া শয়ন॥
দৈবযোগে নিশাশেষে সর্প ভয়ঙ্কর।
চরণে আমার আসি দংশিল সত্বর॥
বিষের জ্বলনে মৃত্যু হইল আমার।
দুই যমদূত আসিল বিকৃতি আকার॥
মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন।
হেনকালে এল বিষ্ণুদূত দুইজন॥
যমদূতে অনেক করিল তিরস্কার।
শীঘ্রগতি মুক্তি তারা করিল আমার॥
রথে করি নিল মোরে বৈকুণ্ঠ ভুবন।
অপমান পেয়ে গেল যমদূতগণ॥

দুই লক্ষ বর্ষ বিষ্ণুলোকে হৈল স্থিতি ।
অনন্তর ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি ॥
কত দিন ব্রহ্মলোকে সুখেতে বঞ্চিনু ।
তারপরে পুনরপি মর্ত্ত্যলোকে এনু ॥
দুই মন্বন্তর তথা করিনু বিহার ।
সেই পুণ্যে রাজবংশে জনম আমার ॥
হেন ব্রত করিবারে নিষেধ করহ ।
এমত কুৎসিত বাক্য কভু না বলহ ॥
কন্যা বলে রাজা তুমি করিলা স্বীকার ।
না খণ্ডিবে কোন কালে বচন আমার ॥
এবে তুমি মিথ্যাবাদী জানিনু কারণ ।
মিথ্যা সম পাপ নাহি বেদের বচন ॥
আপনার সত্য রাজা করহ পালন ।
মম বাক্যে এই ব্রত করহ ভঞ্জন ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হৈল ভীত মন ।
কন্যারে চাহিয়া রাজা বলিল বচন ॥
যে বলিলে কন্যা সত্য কভু নহে আন ।
ত্যজিবারে পারি আমি আপনার প্রাণ ॥
তথাপি এ ব্রত আমি না পারি ত্যজিতে ।
সে কারণে কহি আমি তোমার সাক্ষাতে ॥
এইক্ষণে নিজ আত্মা করিব নিধন ।
এত বলি জ্যেষ্ঠপুত্রে আনি সেইক্ষণ ॥
ছত্রদণ্ড দিয়া তারে করিল নৃপতি ।
ধর্ম্মজ্ঞান শিখাইল যত রাজনীতি ॥
যোগাসন করি তবে বসিল রাজন ।
দেহ ছাড়ি বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন ॥
রাজার মরণে সবে করয়ে ক্রন্দন ।
অনেক কান্দিল পুরে পাত্র মন্ত্রীগণ ॥
রাজার শরীর ল'য়ে করিল দাহন ।
নৃপতি বিচ্ছেদে সবে নিরানন্দ মন ॥
শ্রাদ্ধশান্তি করিলেন শাস্ত্রের বিধানে ।
ভূমিদান গোদান করিল দ্বিজগণে ॥
ইহা দেখি কন্যা তবে স্বস্থানে চলিল ।
বাদ্য বাজাইয়া সবে নগরে বলিল ॥
স্ত্রীর সহ সত্য না করিবে কদাচন ।
স্ত্রীর বাক্য কদাচ না করিবে গ্রহণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

চান্দ্রায়ণ ব্রতোপলক্ষে চন্দ্রকেতু রাজার উপাখ্যান ।

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ ।
আর কিছু ব্রত কথা কহিব এখন ॥
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে ।
শ্রদ্ধাভক্তি করি ব্রত যে জন আচরে ॥
সর্ব্বকাম ফল লভে নাহিক সংশয় ।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি এ সব নির্ণয় ॥
এক ইতিহাস কহি শুন দিয়া মন ।
পূর্ব্বে চন্দ্রকেতু রাজা ইক্ষ্বাকুনন্দন ॥
চন্দ্রের নন্দিনী সেই পতিব্রতা সতী ।
চন্দ্রাবতী নামে কন্যা তাহার যুবতী ॥
শাপ হেতু জন্ম নিল নীলধ্বজ-ঘরে ।
চন্দ্রাবতী নাম হৈল বিখ্যাত সংসারে ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ ॥
চন্দ্রের সে নন্দিনীকে শাপে কোন্ জন ।
মর্ত্ত্যলোকে তাহার জনম কি কারণ ॥
ভীষ্ম বলিলেন রাজ্য কর অবধান ।
পড়িবারে যান চন্দ্র বৃহস্পতি স্থান ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সিদ্ধ দ্বিজ অঙ্গিরা তনয় ।
নানা শাস্ত্র চন্দ্রকে পড়ান অতিশয় ॥
জীবের রমণী যেই তারকা নামেতে ।
মোহিত হইল চন্দ্র তাহার রূপেতে ॥
কামে বশ হ'য়ে গুরুপত্নী না মানিল ।
প্রবন্ধ মায়ায় তারে হরিয়া লইল ॥
তারারে লইয়া গেল আপন ভবন ।
চিরকাল তারা সহ করিল রমণ ॥
মর্ত্ত্যলোকে গিয়াছিল গুরু বৃহস্পতি ।
যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া আইল মহামতি ॥
পরলোক স্থানে শুনি এ সব কথন ।
গুরুপত্নী সুধাকর করিল হরণ ॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে গেল গুরু চন্দ্রের সদন ।
বলিল পাপিষ্ঠ তুই বড়ই দুর্জ্জন ॥

বৃথা শাস্ত্র মম স্থানে করিলা পঠন ।
গুরুপত্নী হরি পাপ করিলা অর্জ্জন ॥
গুরুগর্ব্বে নাহি দেখ আপন অপায় ।
আজি হৈতে হইবে কলঙ্ক তব গায় ॥
তবে আর মম বাক্য শুনরে অধম ।
মম শাপে মর্ত্তলোকে হইবে জনন ॥
কুরুবংশে ধনঞ্জয় পাণ্ডুর কুমার ।
তাহার ঔরসে জন্ম হইবে তোমার ॥
কৃষ্ণের ভাগিনা হ'য়ে সুভদ্রা গর্ভেতে ।
অল্প দিনে শাপ মুক্ত হইবে তাহাতে ॥
এত শুনি চন্দ্র তবে হৈল ক্রুদ্ধমন ।
বৃহস্পতি গুরুরে শাপিল সেইক্ষণ ॥
নিজ বশ নয় আত্মা পরবশ হয় ।
জানিয়া আমারে শাপ দিলা মহাশয় ॥
তোমারে ত শাপ আমি দিব সে কারণ ।
হীন পক্ষীযোনি মধ্যে পাইয়া জনম ॥
গৃধিনী নামেতে পক্ষী অবশ্য হইবা ।
চিরদিন ভোগ ভুঞ্জি শাপে মুক্ত হবা ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্ম নরপতি ।
কিরূপেতে পক্ষীযোনি পায় বৃহস্পতি ॥
কতদিনে গত হৈল শাপ বিমোচন ।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ ॥
গাঙ্গেয় বলেন ভূপ করহ শ্রবণ ।
চন্দ্রের বচন কভু না যায় খণ্ডন ॥
গৃধ্র পতঙ্গেতে জন্ম হৈল বৃহস্পতি ।
বৃন্দারক গিরিতটে করিল বসতি ॥
পরম কৌতুকে রহে ভার্য্যার সংহতি ।
কত দিনে পক্ষিণী হইল গর্ভবতী ॥
চারিগুটি ডিম্ব কত দিনে প্রসবিল ।
ডিম্ব ফুটি চারি শিশু তাহাতে জন্মিল ॥
দুই গুটি ডিম্বে হৈল দুই গুটি সুতা ।
স্বামী সহ পক্ষিণী হইল আনন্দিতা ॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিশু দেখি চারিজন ।
বাৎসল্য ভাবেতে দোঁহে করিল পালন ॥
ক্ষণেক না ছাড়ে দোঁহে শিশুর সংহতি ।
নানা উপহার ভোগে পালে নীতি নীতি ॥

এইরূপে কত দিন আনন্দ কৌতুকে ।
ভার্য্যা পত্নী সহ পক্ষী বঞ্চে নানাসুখে ॥
একদিন দৈববশে তাহার কারণ ।
একেশ্বর সে পক্ষী চলিল ঘোর বন ॥
ভার্য্যারে রাখিয়া ঘরে শিশুর রক্ষণে ।
আহার কারণে গেল দণ্ডক কাননে ॥
হেনকালে এক ব্যাধ আইল সেখান ।
পক্ষীরে দেখিয়া অস্ত্র করিল সন্ধান ॥
অল্পমাত্র অস্ত্রক্ষত হইল শরীরে ।
উড়িয়া পড়িল পক্ষী রেবানদী তীরে ॥
শূন্য এক দেবালয় ছিল সেই স্থলে ।
তাহার ভিতরে গেল ক্ষতে অঙ্গ জ্বলে ॥
পশ্চাতে দেখিয়া ব্যাধ আইল সত্বর ।
ত্বরাত্বরি প্রবেশিল মন্দির ভিতর ॥
বাণেতে পীড়িত পক্ষী উড়িবারে নারে ।
ফিরি ফিরি চলে পক্ষী ধরিতে না পারে ॥
সাতবার প্রদক্ষিণ কৈল দেবালয় ।
তবে মহাক্রুদ্ধ ব্যাধ হৈল অতিশয় ॥
পুনরপি দিব্য অস্ত্র করিল প্রহার ।
বাণাঘাতে তনুত্যাগ হইল তাহার ॥
পক্ষী ল'য়ে গৃহে ব্যাধ গেল হৃষ্টচিত্তে ।
বিষ্ণু প্রদক্ষিণ ফল লভিল তাহাতে ॥
সেই পুণ্যে শাপে মুক্ত হৈল সেইক্ষণ ।
দিব্যমূর্ত্তি হইয়া চলিল নিকেতন ॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু তোমারে ।
গুরু শিষ্য দোঁহে শাপ দিলেন দোঁহারে ॥
গর্ভবতী ভার্য্যা তবে দেখি বৃহস্পতি ।
ক্রুদ্ধচিত্তে তাহারে বলয়ে মহামতি ॥
অবলা স্ত্রীজাতি তুমি কি বলিব আর ।
মম বাক্যে এই গর্ভ করহ সংহার ॥
তবে সে লইব তোমা আপন ভবনে ।
শীঘ্রগতি গর্ভ ত্যাগ কর এইক্ষণে ॥
ভয়েতে আকুল প্রসবিল সেইক্ষণ ।
এক গুটি সুতা হৈল একটি নন্দন ॥
দেখি হরষিত জীব কহেন তখন ।
মম কন্যা পুত্র এই বিধির সৃজন ॥

চন্দ্র বলে মম পুত্র কন্যা এ হইল।
আমার ঔরসে জন্ম জানয়ে সকল ॥
কথায় কথায় দ্বন্দ্ব হয় দুই জন।
জানিয়া সকল তত্ত্ব দেব পদ্মাসন ॥
শীঘ্রগতি সেই স্থলে করিল গমন।
দ্বন্দ্ব নিবারণ হেতু কহেন বচন ॥
আমার বচনে দ্বন্দ্ব কর নিবারণ।
এই কন্যা পুত্রেরে জিজ্ঞাস বিবরণ ॥
যাহার ঔরসে জন্ম কহিবে কাহিনী।
এত শুনি জিজ্ঞাসা করিল নিশামণি ॥
নন্দিনী কহিল দেব কর অবধান।
যার ক্ষেত্র তার পুত্র শাস্ত্রের বিধান ॥
এত শুনি ক্রোধেতে বলিল শশধর।
মম শাপে নরলোকে হও লোকান্তর ॥
নরলোকে গিয়া জন্ম লভহ পাপিনী।
নীলধ্বজ ঔরসেতে জন্মিবে নন্দিনী ॥
সেইক্ষণে লোকান্তর হইল তাহার।
তবে চন্দ্র জিজ্ঞাসিল চাহিয়া কুমার ॥
কহ সত্য জন্ম তব কাহার ঔরসে।
মিথ্যা না কহিবা সত্য কহিবা বিশেষে ॥
এত শুনি করযোড়ে বলয়ে বচন।
তোমার ঔরসে জন্ম তোমার নন্দন ॥
এত শুনি পুত্রে চন্দ্র করিল চুম্বন।
কোলে করি নিজ গৃহে লইল নন্দন ॥
বুধ ব'লে নাম তাঁর ঘোষয়ে জগতে।
তারারে লইয়া গুরু গেল ধৈর্য্য চিতে ॥
সত্যলোকে প্রজাপতি করিল গমন।
খণ্ডন না যায় কভু চন্দ্রের বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

চন্দ্রকেতু রাজার মৃত্যু।

ভীষ্মদেব বলিলেন শুন নরপতি।
কতদিনে যুবতী হইল চন্দ্রাবতী ॥
ভুবনে বিখ্যাত নীলধ্বজ নরবর।
কন্যার যৌবন দেখি দিল স্বয়ম্বর ॥
পৃথিবীর রাজগণে ধরিয়া আনিল।
ইন্দ্রের সমান সভা শোভিত হইল ॥
একে একে কন্যা নিরখিল রাজগণে।
চন্দ্রকেতু ভূপে দেখি পীড়িত মদনে ॥
গলে মাল্য দিয়া তারে করিল বরণ।
কন্যা ল'য়ে গেল রাজা আপন ভবন ॥
গুণে মহাগুণী রাজা প্রতাপে তপন।
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে বৈশ্রবণ ॥
এক ভার্য্যা বিনে রাজা অন্য নাহি জানে।
উর্ব্বশী সহিত যেন বুধের নন্দনে ॥
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত আচরে নৃপতি।
নিরাহারে একমাস ভার্য্যার সংহতি ॥
যেই দিন হৈতে ব্রত সাঙ্গ সমাধান।
সেই দিনে চন্দ্রাবতী করে ঋতুস্নান ॥
চন্দ্রাবতী রূপে দীপ্তি মোহে ত্রিভুবন।
দেখিয়া নৃপতি মন পীড়িল মদন ॥
ব্রত ভঙ্গ করি রাজা করিল রমণ।
বহুমতে চন্দ্রাবতী করিল বারণ ॥
কামে বশ হ'য়ে রাজা না শুনিল বাণী।
সেই পাপে পঞ্চত্ব পাইল নৃপমণি ॥
স্বামীর মরণে কন্যা কান্দিল অপার।
ধর্ম্মকেতু নামে তার হইল কুমার ॥
পাত্র মিত্রগণ কত করিয়া যুকতি।
রাজদণ্ড দিয়া তারে করিল নৃপতি ॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
চন্দ্রকেতু রাজা যদি ত্যজিল জীবন ॥
দুই যমদূত আসি করিল বন্ধন।
চন্দ্রকেতু নৃপে নিল যমের ভবন ॥
কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে।
তোমা সম নাহি কেহ ধার্ম্মিক সংসারে ॥
কিছুমাত্র অল্প পাপ আছয়ে তোমার।
ব্রতসাঙ্গ দিনে তুমি করিলে শৃঙ্গার ॥
এত শুনি বলে রাজা ভাবি নিজ চিতে।
অল্প পাপ থাকে যদি ভুঞ্জিব অগ্রেতে ॥
ধর্ম্মরাজ বলে জন্ম গৃধ্রের যোনিতে।
হীনপক্ষী হ'য়ে থাক কৌণ্ডিন্য পুরেতে ॥

গৃধ্র পক্ষী হ'য়ে জন্ম লইল রাজন।
চন্দ্রাবতী শুনিলেক এ সব কথন॥
পিতার বাড়ীতে কন্যা গেল দুঃখী মন।
জনকেরে কহিল এ সব বিবরণ॥
শুনি নীলধ্বজ রাজা হৈল সচিন্তিত।
যুক্তি কৈল রাজ-পুরোহিতের সহিত॥
যুক্তি করি চাহি তবে বলিল কন্যারে।
স্বয়ম্বর করি পুনঃ বর অন্য বরে॥
কন্যা বলে হেন বাক্য না বলিহ আর।
আপনার দেহ আমি করিব সংহার॥
কৌণ্ডিন্য নগরে যদি না পাঠাও মোরে।
নারীহত্যা দিব তবে তোমার উপরে॥
শুনি রাজা ভৃত্যগণ দিলেন সংহতি।
কৌণ্ডিন্য নগরে পুনঃ গেল চন্দ্রাবতী॥
শকুনির রূপ কন্যা দেখিয়া স্বামীরে।
বিলাপ করিয়া কাঁদে অনেক প্রকারে॥
ক্রন্দন নিবর্ত্তি তবে বলয়ে বচন।
কি কারণে ব্রত ভঙ্গ করিলে রাজন॥
তার ফল ভুঞ্জ তুমি না হয় এড়ান।
কেমনে তোমারে আমি পাব মতিমান॥
ধর্ম্মরাজ করিলেন হেন তব গতি।
আজি আমি শাপ দিব ধর্ম্মরাজ প্রতি॥
এতেক বলিয়া জল লইলেক হাতে।
শাপভয়ে ধর্ম্ম তথা আসিল সাক্ষাতে॥
করযোড়ে কন্যা প্রতি বলয়ে বচন।
আমারে শাপিতে মাতা চাহ কি কারণ॥
তব স্বামী চন্দ্রকেতু হেন হৈল মন।
ব্রত সাঙ্গ দিনে তোমা করিল রমণ॥
সে কারণে হইল কলুষ অতিশয়।
যাহা করি তাহা ভুঞ্জি নাহিক সংশয়॥
আমার বচনে কোপ কর নিবারণ।
পাপে মুক্ত তব স্বামী হইবে এখন॥
গৃধ্রমূর্ত্তি ত্যজি পুনঃ দিব্যমূর্ত্তি হবে।
নাহিক সংশয় আজি স্বামীকে পাইবে॥
এতেক বলিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল।
শকুনির রূপ ত্যজি দিব্যমূর্ত্তি হৈল॥
দেবাকৃতি হৈল সেই কন্যা চন্দ্রাবতী।
দেবরথ পাঠাইয়া দিল সুরপতি॥
এত বলি দোঁহে কৈল স্বর্গে আরোহণ।
শুনহ পুরাণ কথা ধর্ম্মের নন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অষ্টমীর ব্রত মাহাত্ম্যে সুবাহু রাজার উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
আর কিছু ব্রতকথা শুন দিয়া মন॥
অষ্টমী নামেতে ব্রত পার্ব্বতী সেবনে।
জন্মরে অক্ষয় পুণ্য বেদেতে বাখানে॥
আশ্বিনের শুক্লপক্ষে অষ্টমীর দিনে।
শিবদুর্গা আরাধনা করে যেই জনে॥
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই নাহিক সংশয়।
ইতিহাস কথা কহি শুন ধর্ম্মরায়॥
কহিলেন পূর্ব্বে যাহা ব্যাস মুনিবর।
শুনিয়া বিস্মিত মম হইল অন্তর॥
সেই কথা কহি রাজা কর অবগতি।
সুবাহু নামেতে এক ছিল নরপতি॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা ধর্ম্ম কর্ম্মে রত।
ব্রাহ্মণেরে নানা দান দেন অবিরত॥
বিচিত্র আরাম এক করিয়া রচন।
বিপ্রে পূজে দিয়া মাল্য অগুরু চন্দন॥
এইমত বহুদিন পূজিল ব্রাহ্মণে।
দৈববশে কতকালে পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে॥
কোটি কোটি ব্রাহ্মণ করিল নিমন্ত্রণ।
দিব্য ভোগে সবাকারে করিল তোষণ॥
যথোচিত দক্ষিণা দিলেন দ্বিজগণে।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেল নিজ স্থানে॥
অন্তঃপুরে যায় রাজা ভোজন কারণ।
হেনকালে দেখ এক দৈবের ঘটন॥
সেইকালে এক দ্বিজ সুদেব নামেতে।
যাচ্ঞা করিল আসি রাজার সাক্ষাতে॥
যথোচিত দান মোরে দেহ নরবর।
কালবশে হৈল রাজা ক্রোধিত অন্তর॥

কালে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে ।
অন্ন বস্ত্র আদি নানা দিল ব্রাহ্মণেরে ॥
তাহা পেয়ে সত্বরে চলিল নিজ ঘরে ।
ক্রোধচিত্তে নৃপতি চলিল অন্তঃপুরে ॥
এই হেতু মহাপাপ ফলিল রাজনে ।
কতদিনে নৃপতি দেখিল্ল পুষ্পবনে ॥
প্রতিদিন আসি পুষ্প গন্ধর্ব্বে হরয় ।
ক্রোধচিত্ত নরবর পুষ্প নাহি পায় ॥
ভাবিয়া ভূপতি তবে রক্ষক রাখিল ।
কোন্ জন তুলে পুষ্প লক্ষিতে নারিল ॥
মনুষ্যের শক্তি নহে জানিল কারণে ।
আপনি রহিল রাজা কুসুম রক্ষণে ॥
পুষ্প তুলিবারে এল গন্ধর্ব্বের পতি ।
পুষ্পবনে অন্নবৃষ্টি বরিষয়ে অতি ॥
অন্নবৃষ্টি দেখি হ'ল সচিন্তিত মন ।
সেই রাত্রি রহিলেক জানিতে কারণ ॥
প্রাতঃকালে নৃপতি দেখিল গন্ধর্ব্বেরে ।
নিকটে আসিয়া রাজা জিজ্ঞাসিল তারে ॥
কি নাম ধরহ তুমি কোথায় বসতি ।
কোন্ হেতু আসি পুষ্প তোল নিতি নিতি ॥
আমারে সম্ভ্রম কিছু নাহি তোর মনে ।
আজি সে উচিত শাস্তি পাবে মম স্থানে ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল মম স্বর্গেতে বসতি ।
পুষ্পধর নাম মম বিদ্যাধর জাতি ॥
সুবেশ করিবে যত বিদ্যাধরীগণ ।
এই হেতু পুষ্প আমি করি যে হরণ ॥
আজি হৈতে মিত্র তুমি হইলে আমার ।
কোন্ কার্য্য সাধি দিব কহত তোমার ॥
কিন্তু এক সবিস্ময় হৈল মম মনে ।
নিত্য নিত্য পুষ্প হরি আসিয়া কাননে ॥
এক অপরূপ বড় দেখি হে রাজন ।
কালি হৈতে অন্ন কেন হয় বরিষণ ॥
এখনও অন্নবৃষ্টি হয় এই বনে ।
রাত্রি বঞ্চিলাম আমি জানিতে কারণে ॥
হেতু যদি জান রাজা কহিবে আমারে ।
এত শুনি নরপতি কহিছে তাহারে ॥
কোথা অন্নবৃষ্টি হয় না পাই দেখিতে ।
মিথ্যা কথা বলি কেন ভাণ্ডও আমাতে ॥
বিদ্যাধর বলে মিথ্যা হইবে কেমনে ।
দিব্যচক্ষু দিব তুমি দেখহ নয়নে ॥
এত শুনি দিব্যচক্ষে চায় নরনাথ ।
অন্ন বরিষণ দেখে করি দৃষ্টিপাত ॥
পূর্ব্বের কারণ তার হইল স্মরণ ।
গন্ধর্ব্ব চাহিয়া বলে শুন বিবরণ ॥
এককালে দৈবে আমি পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে ।
অন্ন বস্ত্র আদি দান দিলাম ব্রাহ্মণে ॥
সেই হৈতে অন্নবৃষ্টি হয়ত কাননে ।
যাহা দিই পাই তাহা এ নহে এড়ানে ॥
তারপর বিদ্যাধর শুনহ এক্ষণে ।
যে কালেতে অন্নদান দিলাম ব্রাহ্মণে ॥
ক্রোধরূপে ব্রাহ্মণেরে দিনু অন্নদান ।
এ পাপে নরক হৈতে নাহিক এড়ান ॥
এক নিবেদন করি শুনহ আমার ।
এ পাপে যেমতে তরি কহিবা প্রকার ॥
এত শুনি বিদ্যাধর গেল সুরপুরে ।
কহিল রাজার কথা ইন্দ্রের গোচরে ॥
শুনিয়া হাসিয়া ইন্দ্র বলিল বচন ।
যত পুণ্য করিল সে না হয় কথন ॥
পুণ্যফলে স্বর্গেতে আসিবে মতিমান ।
তার তরে আগে হৈতে করেছি উদ্যান ॥
সুবর্ণ প্রাচীর দেখ সুবর্ণের ঘর ।
সুবর্ণ পালঙ্ক শয্যা দেখ মনোহর ॥
পুরীর সম্মুখে গিরি দেখ বিদ্যমান ॥
ভক্ষণ সামগ্রী দেখ অদ্ভুত বিধান ॥
এত শুনি বিদ্যাধর হেতু জিজ্ঞাসিল ।
রাজভোগে হেন দ্রব্য কি হেতু হইল ॥
ইন্দ্র বলে কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনী ।
মহাপাপ অর্জ্জিল সুবাহু নৃপমণি ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণে ।
অন্নদান করিলেন অত্যন্ত যতনে ॥
এক গুণ দিলে হেথা হয় সপ্তগুণ ।
অন্নদান হেতু এই শুনহ নিপুণ ॥

যাহা দেয় তাহা ভুঞ্জে নাহিক এড়ান।
তার ভক্ষ্য হেতু যে রাখিনু মতিমান ॥
কিন্তু আর এক কথা শুন বিদ্যাধর।
যখন ব্রাহ্মণে দান দিল নরবর ॥
ক্রোধ করি অন্নদান দিলেন ব্রাহ্মণে।
সে পাপ ভুঞ্জিতে হবে যমের সদনে।
এত শুনি বিস্মিত হইল বিদ্যাধর।
করযোড়ে কহে পুনঃ ইন্দ্রের গোচর ॥
সুবাহুর সঙ্গে মম মিত্রতা হইল।
বিনয় করিয়া রাজা আমারে কহিল ॥
এই পাপ ভোগ তুমি খণ্ডাবে আমার।
তাহার অগ্রেতে আমি কৈনু অঙ্গীকার ॥
হেন পাপ ভোগ সখা ভুঞ্জিবে আপনে।
সাক্ষাতে কেমনে আমি দেখিব নয়নে ॥
ইহার প্রকার মোরে বল মহাশয়।
ইথে মুক্ত নরপতি কোন্ মতে হয় ॥
ইন্দ্র বলিলেন তার আছয়ে উপায়।
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি কহিবে রাজায় ॥
অষ্টমীর উপবাস পার্ব্বতী সেবন।
রাজার নগরে করি থাকে যেই জন ॥
তার অঙ্গ সেই দিন পরশ করিবে।
স্নান করি ব্রতী হ'য়ে তপ আরম্ভিবে ॥
কাটিয়া অঙ্গের মাংস রাখিবে রুধিরে।
শিব দুর্গা আরাধিবে এক সম্বৎসরে ॥
বৎসর হইলে পূর্ণ ব্রত সাঙ্গ করি।
বেদবিজ্ঞ দ্বিজগণে আনিবে আদরি ॥
অন্নদান ভূমিদান দিবে দ্বিজগণে।
আজ্ঞা ল'য়ে পশ্চাতে সে করিবে পারণে ॥
তবে তার এই পাপ হইবে খণ্ডন।
এত শুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্টমন ॥
কহিল এ সব গিয়া রাজার গোচরে।
শুনি নরপতি তবে ভ্রমিল নগরে ॥
অষ্টমীর উপবাসী কারে না দেখিল।
অনেক ভ্রমিয়া রাজা চিন্তিত হইল ॥
নগরের নারী এক ছিল বেশ্যাঘরে।
স্ত্রী পুরুষে কোন্দল করিছে বহুতরে ॥
নিরাহারে আছে তারা অষ্টমী দিবস।
তার অঙ্গ গিয়া রাজা করিল পরশ ॥
ব্রতী হ'য়ে সম্বৎসর পার্ব্বতী পূজিল।
মহাপাপ ভোগ হৈতে ভূপতি তরিল ॥
দান ধ্যান বহুতর করিল রাজন।
অন্তে তনু ত্যজি গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
শোক দূর করি রাজা স্থির কর মন।
স্বধর্ম্মেতে রাজধর্ম্ম করহ পালন ॥
অষ্টমীর ব্রতকথা শুনে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই ব্যাসের বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

একাদশীর ব্রতোপলক্ষে যজ্ঞমালীর উপাখ্যান।

কহেন গঙ্গার পুত্র কুন্তীর পুত্রেরে।
আর কিছু ব্রতকথা কহিব তোমারে ॥
একাদশী ব্রতকথা সর্ব্বব্রত সার।
অবধান কর শুন ধর্ম্মের কুমার ॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি একাদশী অনুষ্ঠানে।
পারণাদি অতঃপর শুন একমনে ॥
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত কর আচরণ।
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই পাপ বিমোচন ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি একাদশী দিনে।
ধৌত বস্ত্র পরি তৈল গ্রহণ বর্জ্জনে ॥
সেইরূপে জনার্দ্দন করিয়া স্থাপন।
ত্রিকোণ করিয়া করি আসন রচন ॥
পূর্ব্বমুখ হ'য়ে ব্রতী বসিবে আসনে।
শুদ্ধচিত্তে আরাধিবে দেব নারায়ণে ॥
ন্যাসমন্ত্রে পড়ি স্নান জপ নমস্কার।
মূলমন্ত্র জপি ধ্যান করি আরবার ॥
তদন্তরে নানা পুষ্পে পূজিবে বিধানে।
হৃদয় কমলোপরি স্মরি নারায়ণে ॥
তদন্তরে নৈবেদ্যাদি নানা উপহারে।
তাহা দিয়ে পুনরপি পূজিবে আচারে ॥
নৈবেদ্য তুলসী দিয়া করি নিবেদন।
পূজা অনুসারে তবে করি বিসর্জ্জন ॥

অবশেষে বাঁটিয়া দিবেক ভক্তগণে।
শিরে কর ধরি করি পূজা সমাধানে॥
পরদিন প্রাতঃকালে স্নান দান করি।
নানাবিধ উপহারে পূজিবে শ্রীহরি॥
পূজা সমাপন করি দিয়া বিসর্জ্জন।
তদন্তরে দ্বিজগণে করাবে ভোজন॥
নিজ বন্ধু বান্ধব যতেক জ্ঞাতিগণ।
সবাকারে আনিবে করিয়া নিমন্ত্রণ॥
পারণ করিবে তবে বন্ধুগণ ল'য়ে।
ব্রত সমর্পিবে পরে সাবধান হ'য়ে॥
এইরূপে পূজা করি যে সেবে শ্রীহরি।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হ'য়ে যায় বিষ্ণুপুরী॥
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহিনু তোমাতে।
একাদশী দিনে উপবাস হৈল যাতে॥
গালব মুনির পিতা পুত্রের সংবাদ।
একাদশী করি তার ঘুচিল প্রমাদ॥
কহিনু তোমারে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
পুরাণ-সম্মত কথা ব্যাসের বচন॥
মুনি বলে অবধানে শুন জন্মেজয়।
এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্মের তনয়॥
চিত্তগত ভ্রান্তি গেল শান্ত হৈল তনু।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন কুন্তী-অঙ্গজনু॥
কোন্ প্রকারেতে ভক্তি সাধি দামোদরে।
কিবা ভক্তি সাধিলে কি ফল পায় নরে॥
বিষ্ণুর মন্দির যেবা করয়ে মার্জ্জন।
দাস্যভাব করিয়া যে ভজে নারায়ণ॥
তাহার কি ফল হয় কহ মহাশয়।
নিতান্ত উদ্বেগ চিত্ত খণ্ডাহ সংশয়॥
ভীষ্ম কন ভাল জিজ্ঞাসিলা নৃপমণি।
অবধান কর কহি পূর্ব্বের কাহিনী॥
দেবমালী নামে বিপ্র ছিল শান্তিপুরে।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ বিদিত সংসারে॥
যজন যাজন কৃষি বাণিজ্য ব্যাপারে।
করিল সঞ্চয় ধন বিবিধ প্রকারে॥
এইরূপে নানাসুখে বঞ্চে তপোধন।
অপত্যবিহীন দ্বিজ সদা দুঃখীমন॥
একদিন ভার্য্যা সহ বসি তপাধন।
পুত্রাভাবে নানারূপ করয়ে শোচন॥
পুত্রহীন বৃথা জন্ম বেদের বচন।
ইহকালে দুঃখ অন্তে নরকে গমন॥
দুগ্ধহীন গাভী যেন পুত্রহীন তেন।
এইরূপে দ্বিজ বহু করিল শোচন॥
পুত্রহীন চিন্তায় আকুল তপোধন।
নারদ জানিয়া দেখা দিলেন তখন॥
নারদে দেখিয়া মুনি কৈল আরাধন।
পাদ্য অর্ঘ্যে করিলেন চরণ বন্দন॥
দেবমালী দ্বিজেরে জিজ্ঞাসে তপোধন।
কহ মুনিবর কেন বিরস বদন॥
করযোড় করিয়া করিল নিবেদন।
সর্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞাত তুমি মহা তপোধন॥
চরাচরে হইয়াছে যেবা হইবেক।
ভূত ভাবী বর্ত্তমান জানহ প্রত্যেক॥
নারদ কহেন মন বুঝিয়া তাহার।
সন্দেহ না কর দ্বিজ হইবে কুমার॥
অচিরে হইবে তব যুগল নন্দন।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন তপোধন॥
দেবমালী মহাযজ্ঞ কৈল আরম্ভন।
যজ্ঞভেদী হ'ল আসি দুইটি নন্দন॥
পরম সুন্দর শিশু অতি সুলক্ষণ।
দেখি আনন্দিত মন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ॥
যজ্ঞেতে জন্মিল নাম যজ্ঞমালী হৈল।
সুমালী বলিয়া নাম কনিষ্ঠে রাখিল॥
যজ্ঞমালী জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মশীল হৈল।
সুমালী কনিষ্ঠপুত্র পাপীষ্ঠ জন্মিল॥
কতদিনে যোগ্য দুই হইল নন্দন।
তদন্তরে দেবমালী দৃঢ় করি মন॥
সংসার বাসনা মন ছাড়িতে ইচ্ছিল।
আপনার সঞ্চিত যতেক ধন ছিল॥
সমান করিয়া ভাগ দিল দুই সুতে।
অরণ্যে প্রবেশ কৈল ভার্য্যার সহিতে॥
জানন্তি নামেতে তথা মহা তপোধন।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞ বিচক্ষণ॥

বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হরিনামে রত।
চতুর্দ্দিকে শিষ্ট যত শিষ্য অগণিত ॥
তাঁর কাছে গিয়া উত্তরিল তপোধন।
দেখিয়া জানন্তি মুনি কৈল অভ্যর্থন ॥
অতিথি বিধানে পূজা করিয়া সাদরে।
জানন্তি জিজ্ঞাসে সেই অভ্যাগত নরে ॥
কোথা হতে আইলেন কোথায় নিবাস।
কোন্ প্রয়োজনেতে আইলা মম পাশ ॥
এত শুনি বলে ঋষি করিয়া প্রণাম।
ভৃগুবংশে জন্ম মম দেবমালী নাম ॥
যোগ সাধিবারে আইলাম তব স্থান।
কৃপা করি মোরে দেব দেহ তত্ত্বজ্ঞান ॥
কিরূপে তরিব আমি এ ভব-সংসার।
কাহা হ'তে সংসার-বন্ধনে হব পার ॥
কহ মুনিবর মোরে যদি কর দয়া।
তোমার প্রসাদে যেন তরি ভব-মায়া ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল তপোধন।
ত্রিদশের নাথ বিষ্ণু এক সনাতন ॥
তাঁহার আশ্রয় কৈলে সর্ব্ব পাপ খণ্ডে।
সংসার হইতে তরে ঘোর যমদণ্ডে ॥
তাঁহার আশ্রয় বিনা গতি নাহি আর।
সেই ব্রহ্ম সনাতন জগতের সার ॥
তাঁহারে ভজহ পূজ তাঁরে কর স্তুতি।
তাঁর সেবা কর তাঁরে করহ ভকতি ॥
নাম গুণ শ্রবণ করিহ অনুক্ষণ।
সংসার তরিতে এই কহিনু লক্ষণ ॥
এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবমালী।
প্রদক্ষিণ করি বিপ্র তথা হৈতে চলি ॥
ভার্য্যা সহ উত্তরিল যমুনার তীরে।
স্তুতি ভক্তি করিয়া পূজিল দামোদরে ॥
একান্ত ভকতি করি কৃষ্ণে আরাধিল।
যোগে তনু ছাড়ি বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল ॥
চিতা করি তার ভার্য্যা জ্বালিল আগুনি।
পতি সঙ্গে বিষ্ণুপুরে গেল সুবদনী ॥
যজ্ঞমালী সুমালী যুগল পুত্র তার।
মহামতি যজ্ঞমালী ধর্ম্ম অবতার ॥
পিতার যতেক ধন সঞ্চিত আছিল।
নানাবিধ দান দিয়া পুণ্যকর্ম্ম কৈল ॥
তড়াগাদি জলাশয় দিল স্থানে স্থানে।
বিচিত্র মন্দির ঘর দিল নারায়ণে ॥
নানাবিধ ধ্যানযোগে দেবে আরাধিল।
দাস্যভাব করি কৃষ্ণচরণ সেবিল ॥
দেখিয়া সকল জীব আত্মার সমান।
নিজ হস্তে কৈল হরি মন্দির মার্জ্জন ॥
এইরূপে যজ্ঞমালী পুণ্য উপার্জ্জিল।
পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি হ'য়ে আনন্দে রহিল ॥
সুমালী পাপিষ্ঠ বড় কৈল অনাচার।
পিতার সঞ্চিত ধন যত ছিল তার ॥
অসৎপাত্রে মজাইল সতে নাহি দিল।
বৃষলীর বশ হ'য়ে সব মজাইল ॥
অবশেষে চুরি হিংসা পরিবাদ কৈল।
যত ধন ছিল এইরূপে মজাইল ॥
তার দুষ্টকর্ম্ম দেখি যত বন্ধুগণ।
জ্যেষ্ঠ যজ্ঞমালী সহ মিলে জ্ঞাতিগণ ॥
এক দিন যজ্ঞমালী নিভৃতে বসিয়া।
বিধিমতে বুঝাইল অনেক কহিয়া ॥
শুনিয়া তাহার কথা ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
চুলে ধরি সহোদরে কৈল প্রহারণে ॥
হাহাকার শব্দ উঠে পুরীর ভিতরে।
যতেক নগরবাসী আইল সত্বরে ॥
তার দুষ্টকর্ম্ম দেখি সবে ক্রুদ্ধ হৈল।
মহাপাশে সুমালীরে বান্ধিয়া ফেলিল ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন বহু করিল তাড়ন।
অনেক প্রকার কৈল নগরের জন ॥
দয়াশীল যজ্ঞমালী দয়া উপজিল।
ভ্রাতৃস্নেহ হেতু তারে মুক্ত করি দিল ॥
দুঃখিত দেখিয়া তারে ক্ষমা দিল চিত্তে।
কুলের বাহির তারে করিল দুর্বৃত্তে ॥
এইরূপে কতকাল করিল বঞ্চন।
হেনকালে দোঁহাকার হইল নিধন ॥
ধর্ম্ম আত্মা যজ্ঞমালী ধর্ম্মপরায়ণ।
পাঠাইয়া বিমান দিলেন নারায়ণ ॥

দুই দূত আইলেন শরীর সুন্দর।
বিমান লইয়া তারা আইল সত্বর॥
রথে তুলি যজ্ঞমালী নিল সেইক্ষণ।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নর্ত্তকে নাচন॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন।
পথে সুমালীর সঙ্গে হৈল দরশন॥
ভয়ঙ্কর যমদূত বিকৃতি আকার।
পাশে বান্ধি ল'য়ে যায় করিয়া প্রহার॥
দেখি সবিস্ময় চিত্ত যজ্ঞমালী হ'য়ে।
দূতগণে নিবেদিল বিনয় করিয়ে॥
এই দুষ্ট দূত হৈল কাহার কিঙ্কর।
কাহারে প্রহার করে কেবা এই নর॥
কোথাকারে ল'য়ে যায় কিসের কারণে।
বান্ধিয়া লইয়া যায় কোন্ প্রয়োজনে॥
যদি দূত জান তবে কহিবা আমারে।
এত শুনি বিষ্ণুদূত কহিল তাহারে॥
এই দুই জন হয় যমের কিঙ্কর।
এই যে দেখিছ পাপী তব সহোদর॥
যতেক অর্জ্জিল পাপ না হয় এড়ান।
বান্ধিয়া লইয়া যায় যম বিদ্যমান॥
এত শুনি যজ্ঞমালী মানিল বিস্ময়।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
যদি জান দূতগণ কহ বিবরণ।
কোন প্রকারেতে এই হয়ত মোচন॥
দূতগণ বলে এই পাপী দুরাচার।
আছয়ে উপায় এক মুক্তি করিবার॥
তোমার সদনে আছে যদি কর দান।
পূর্ব্বের কাহিনী কহি কর অবধান॥
কৌশল নগরে পূর্ব্বে কামিলা নামেতে।
বেশ্যাকুলে জন্ম এক ছিল দুষ্টচিতে॥
গো ব্রাহ্মণ বিনাশিয়া হয় দুষ্ট চোর।
তাহার পাপের কথা কি কহিব ঘোর॥
চুরি হিংসা করে আর বেশ্যাপরায়ণ।
নানারূপ কুকর্ম্ম অধর্ম্মি দুষ্টজন॥
তার দুষ্টকর্ম্ম দেখি যত বন্ধুজন।
নগর বাহির করি দিল সেইক্ষণ॥
বন্ধুগণ তাড়নেতে ভয় পেয়ে মনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণাযুক্ত হ'য়ে প্রবেশিল বনে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শ্রম হইল শরীর।
দৈবেতে পাইল এক কেশব মন্দির॥
মন্দির সমীপে এক সরোবর ছিল।
স্নান দান নিত্যকর্ম্ম তাহাতে করিল॥
শ্রম দূরে গেল শান্ত হৈল কলেবর।
আশ্রয় লইল সেই মন্দির ভিতর॥
যত ভস্ম অঙ্গার আছিল ভাঙ্গা ঘরে।
পরিষ্কার সে সব করিল নিজ করে॥
শ্রমযুক্ত হ'য়ে তাহে শয়ন করিল।
আয়ুশেষে আসি কাল উপনীত হৈল॥
গৃহের ভিতর মহাকাল সর্প ছিল।
দংশিয়া বৈশ্যেরে সেই বনান্তরে গেল॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ খণ্ডে যোগ্যতা কাহার।
সর্পের দংশনে মৃত্যু হইল তাহার॥
দুই দূত সেখানে আইল সেইক্ষণ।
মহাপাশে বৈশ্যপুত্রে করিল বন্ধন॥
জানিয়া যমের দুষ্ট কর্ম্ম গদাধর।
আমা দোঁহে পাঠাইয়া দিলেন সত্বর॥
সেইক্ষণে করিলাম মোচন তাহার।
যমদূতে করিলাম বহু তিরস্কার॥
সেই পুণ্যে বিষ্ণুর সাহায্যে মুক্তি পায়।
পূর্ব্বের কাহিনী এই জানাই তোমায়॥
গোচর্ম্ম প্রমাণ বিষ্ণু মন্দির মার্জ্জনে।
উদ্ধারহ নিজ ভ্রাতা দিয়া পুণ্যদানে॥
এত শুনি যজ্ঞমালী আনন্দিত মনে।
সুমালীরে পুণ্যদান দিল সেইক্ষণে॥
পুণ্যের প্রভাবে সব পাপ হৈল ক্ষয়।
যমদূত প্রতি তবে বিষ্ণুদূত কয়॥
ভ্রাতৃ পুণ্যফলে এই পাইল নিস্তার।
ছাড়হ ইহারে তোরা আরে দুরাচার॥
ইহার উপরে তোর নাহিক শাসন।
এত বলি মুক্তি করি দিল সেইক্ষণ॥
যজ্ঞমালী শুনি তবে স্তব্ধচিত্ত হৈয়া।
উভয়ে বৈকুণ্ঠে গেল বিমানে চাপিয়া॥

সুমালীর কথা যমদূত নিবেদিল।
শুনিয়া সকল দূতে যম প্রবোধিল॥
সেইক্ষণে যজ্ঞমালী নির্ব্বাণ পাইল।
বিষ্ণুর সাহায্যে মুক্তি সুমালী লভিল॥
সেই পুণ্যফলে সেই গেল স্বর্গবাস।
ধর্ম্ম সনে গঙ্গাপুত্র কন ইতিহাস॥
শ্রদ্ধাভক্তি হ'য়ে যেই দাস্যভাব করি।
মন্দির মার্জ্জন করি ভজয়ে শ্রীহরি॥
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।
অবহেলে এ ভব-সংসার সুখে তরে॥
কহিলাম তোমারে এ ধর্ম্মের নন্দন।
পূর্ব্বের কাহিনী এই ব্যাসের বচন॥
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় কথন॥
এ ভব-সংসার সুখে তরে অবহেলে।
তাহার পাপের পীড়া নাহি কোন কালে॥
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের বচন।
কাশীরাম কহে ভাবি গোবিন্দ-চরণ॥

—

বিষ্ণুর প্রদক্ষিণ প্রস্তাবে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সংবাদ।

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম নৃপবর।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি যোড়কর॥
প্রদক্ষিণ করে যেই দেব নারায়ণে।
প্রণিপাত আর স্তব করে দৃঢ়মনে॥
তাহার কি পুণ্যফল কহ মহাশয়।
চিত্তের সন্দেহ মম ঘুচাও নিশ্চয়॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাসা তোমার।
গোবিন্দেরে প্রণাম যে করে অনিবার॥
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।
পূর্ব্বের কাহিনী রাজা কহিব তোমারে॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র জীব অঙ্গিরাকুমার।
দেবের পরম গুরু বিখ্যাত সংসার॥
শক্রের নগরে তার আলয় নির্ম্মাণ।
কাঞ্চনে পূর্ণিত পুর নানা ভোগবান॥
লীলারূপে তাহাতে প্রকাশে দামোদর।
তার মধ্যে দিব্য এক মন্দির সুন্দর॥
প্রাতঃসন্ধ্যাকালে তবে গুরু বৃহস্পতি।
প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণেরে করে স্তুতি॥
এইরূপে নিত্য নিত্য করয়ে বন্দন।
একদিন গেল ইন্দ্র গুরুর ভবন॥
প্রদক্ষিণ করি গুরুদেব জনার্দ্দনে।
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করে হৃষ্টমনে॥
চক্রাবর্ত্তে সপ্তবার মন্দির ফিরিয়া।
প্রণাম করেন কৃষ্ণ প্রদক্ষিণ হৈয়া॥
হেনকালে আসি ইন্দ্র গুরুর সাক্ষাৎ।
বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে করি প্রণিপাত॥
নানাবিধ ভক্তি কৃষ্ণে কহে মুনিগণ।
স্তুতিপূজা ধ্যান আদি অর্চ্চন বন্দন॥
এ সব ছাড়িয়া তুমি প্রদক্ষিণ করি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পূজ হরি॥
ইহার কি ফল হয় কহিবা আমারে।
এত শুনি বৃহস্পতি কহিল তাহারে॥
সম্যক প্রকারে ফল কহিতে না জানি।
অবধান কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনী॥
ধ্যান অবশেষে তবে প্রদক্ষিণ হৈয়া।
প্রণিপাত করিলেন শিরে হাত দিয়া॥
দেখিয়া বিস্ময় মম হইল অন্তরে।
ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলাম তাঁহারে॥
কৃপা করি ব্রহ্মা কহিলেন যে আমারে।
সেই কথা শুন ইন্দ্র কহি যে তোমারে॥
পূর্ব্বে সত্যযুগে দ্বিজ সুদেব নামেতে।
দুষ্টাচার পাপবুদ্ধি আছিল জগতে॥
বেশ্যাপরায়ণ লুব্ধ পাপী দুরাচার।
নিরন্তর পরদ্রব্য করে অপহার॥
তার কর্ম্ম দেখি সবে ধিক্কার জন্মিল।
নগর হইতে তারে বাহির করিল॥
মহাবনে প্রবেশিল সেইত ব্রাহ্মণ।
নর্ম্মদার তীরে আসি দিল দরশন॥
তথায় দেখিল তপ করে এক মুনি।
তারে বিড়ম্বনা কৈল তত্ত্ব নাহি জানি॥
শকুনি পতঙ্গ পাখা করেতে আছিল।
সেই পাখা মুনির জটায় নিয়োজিল॥

হাস্য পরিহাস করি অনেক কহিল।
ময়ূরের পুচ্ছ তার শিরে আরোপিল॥
অতি সুশোভন দেখি জটার উপর।
দেখি তবে হৈল মুনি সক্রোধ অন্তর॥
না জানি আমারে দুষ্ট কর বিড়ম্বন।
ইহার উচিত শাপ দিব এইক্ষণ॥
শকুনি পতগ পাখা মম শিরে দিলে।
হইয়া গৃধিনী পক্ষী জন্মহ ভূতলে॥
এত শুনি তবে দ্বিজ বলিল বচন।
স্মৃতি ভঙ্গ মোর যেন না হয় কুখন॥
এত শুনি দুঃখচিত্ত হৈল তপোধন।
সেইক্ষণে পক্ষত্ব পাইল সে ব্রাহ্মণ॥
শরীর ত্যজিয়া দ্বিজ গৃধ্ররূপ হৈল।
নিবাস করিয়া সেই বনেতে রহিল॥
এইরূপে কত দিনে আছয়ে বনেতে।
এক দিন ব্যাধ তারে দেখে আচম্বিতে॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ পক্ষীরে মারিল।
অত্যল্প বাজিল বাণ কিছু না হইল॥
উঠিয়া সঘনে পক্ষী যায় পলাইয়া।
পাছে পাছে ব্যাধপুত্র চলিল ধাইয়া॥
কত দুরে গিয়া পক্ষী নির্জীব হইয়ে।
উড়িয়া পড়িল পক্ষী দেবালয়ে গিয়ে॥
ধেয়ে গিয়া ব্যাধ সেই পক্ষীরে ধরিল।
প্রদক্ষিণ করি শীঘ্র শরীর ত্যজিল॥
সাতবার প্রদক্ষিণ দেবালয় করি।
পক্ষত্ব পাইল পক্ষী দিব্যমূর্ত্তি ধরি॥
বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল বিমানে চড়িয়ে।
নিজ গৃহে গেল ব্যাধ মরা পক্ষী ল'য়ে॥
পাইল নির্ম্মল মূর্ত্তি দেব নারায়ণে।
প্রদক্ষিণ মহিমা কে কহিবারে জানে॥
ব্রহ্মার বচনে আমি মানিনু সংশয়।
সেই হ'তে প্রদক্ষিণ করি দেবালয়॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বহু স্তুতি।
জানাই তোমারে ইন্দ্র পূর্ব্বের ভারতী॥
ভীষ্ম কন অবধান করহ রাজন।
এত শুনি সবিস্ময় সহস্রলোচন॥
সেই হৈতে হৈল ইন্দ্র প্রদক্ষিণে রত।
কহিনু তোমারে রাজা পুরাণের মত॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শুনিলে পবিত্র হয় জন্ম নাহি আর॥

সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গোপলক্ষে উতঙ্কোপাখ্যান।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
এতেক শুনিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়॥
মায়া মোহ তেয়াগিয়া হ'লেন সুস্থির।
পুনরপি ভীষ্মে জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির॥
কিরূপে এ ঘোর মায়া ত্যজে জ্ঞানিজন।
কিরূপে জনম সেই করয়ে খণ্ডন॥
কিরূপে সাধুসঙ্গ করয়ে জীবগণ।
সংসারের মায়াজাল করয়ে খণ্ডন॥
সাধুসঙ্গ করি কিবা ভক্তি পায় নর।
ইহার বৃত্তান্ত কহ ওহে কুরুবর॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাস রাজন।
ঈশ্বরের মায়া খণ্ডে আছে কোন্ জন॥
সকলের আত্মা হন এক ভগবান।
কারো শত্রু মিত্র নহে কারে ভিন্ন জ্ঞান॥
মায়ার প্রভাবে সব অখিল মোহয়।
জ্ঞানিজন মায়াজাল জ্ঞানেতে ছেদয়॥
জ্ঞানরূপ ভগবান মায়ার নিদান।
কহিব তাঁহার কথা শুন মতিমান্॥
ঈশ্বর মায়ায় বিমোহিত চরাচর।
মায়া অবলম্বি অবস্থিত দামোদর॥
মায়াতে হইয়া বন্দী রহে মূঢ়জন।
মম ঘর মম বাড়ী মম পরিজন॥
এ সব সম্পত্তি মম, মম ভ্রাতৃগণ।
এ সব চিন্তিত হয় মায়ার কারণ॥
মায়ার প্রভাবে কাম বাড়ে অতিশয়।
চুরি হিংসা পরিবাদ ক্রোধ লজ্জা ভয়॥
কখন মরিব বলি চিত্তে নাহি করে।
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে ভ্রময়ে সংসারে॥
ঈশ্বর লিখিত সব না জানে অজ্ঞানে।
আমার আমার করি মরে অকারণে॥

পুত্র মিত্র ভার্য্যা কেহ সঙ্গে সাথী নয়।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি কারো সাথে রয়॥
হরিনাম হরিগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
মায়াতে হইয়া বদ্ধ না করে স্মরণ॥
এইরূপে ঈশ্বরের মায়ার বিধান।
তরিবে ইহাতে যেই হয় মতিমান॥
গৃহধর্ম্ম করিয়া করিবে সাধুসঙ্গ।
হরিনাম হরিগুণ কীর্ত্তন প্রসঙ্গ॥
সাধুমুখে কৃষ্ণজ্ঞান অস্ত্র করে ধরি।
মায়ার বন্ধন কাট্টহ ত্বরা করি॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করে সাধু দরশন।
ঈশ্বরের মায়া তরে সেই মহাজন॥
অজ্ঞানে বা জ্ঞানে করে অমৃত ভোজন।
তথাপি অমর হবে বেদের বচন॥
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহিব ইহাতে।
সাবধান হ'য়ে রাজা শুন একচিতে॥
কলিক নামেতে ব্যাধ ছিল শান্তিপুরে।
বহু পাপ দুরাচার করিল সংসারে॥
চুরি হিংসা পরদ্রোহী বেশ্যাপরায়ণ।
পরদ্রব্য লোভ লুব্ধ করে অনুক্ষণ॥
গো ব্রাহ্মণ মিত্র হিংসা করে সর্ব্বক্ষণ।
তাহার পাপের কথা না হয় কথন॥
অনুক্ষণ পরদ্রব্যে অপহার করে।
একদিন গেল ব্যাধ সৌরভ নগরে॥
নগর ভিতর গিয়া পশিল সত্বর।
বিচিত্র কাননে আছে দিব্য সরোবর॥
তথা গিয়া কলিক হইল উপনীত।
দেবালয় সেই স্থানে দেখে আচম্বিত॥
নানাধাতু বিরচিত বিচিত্র গঠন।
উপরেতে সুশোভন কলস কাঞ্চন॥
দেখিয়া হইল ব্যাধ আনন্দিত মন।
মন্দির নিকটে তবে করিল গমন॥
দেখিল ব্রাহ্মণ এক আছয়ে বসিয়া।
জিজ্ঞাসিল কহ দ্বিজ আছ কি লাগিয়া॥
উতঙ্ক নামেতে দ্বিজ সর্ব্ব গুণান্বিত।
বেদশাস্ত্রে বিজ্ঞ সাধু সর্ব্বত্র বিদিত॥

নানাবিধ অলঙ্কার স্বর্ণ পাত্রাসন।
শীলারূপী মূর্ত্তি তথা দেব জনার্দ্দন॥
পূজার সামগ্রী নানা সুবর্ণ রচিত।
দেখি আনন্দিত ব্যাধ হৃদয়ে চিন্তিত॥
ভাবিলেন নিশাযোগে এই ব্রাহ্মণেরে।
মারিয়া লইয়া যাব দ্রব্য নিজ ঘরে॥
এতেক ভাবিয়া মনে নিশ্চয় করিল।
মন্দির সমীপে বনে গোপনে রহিল॥
দিন অবসান নিশা হইল তথাতে।
হাতে খড়্গ এল ব্যাধ মুনিরে মারিতে॥
বুকে জানু দিয়া তবে ধরে সেইক্ষণ।
খড়্গ ঊর্দ্ধ করি হানিবারে কৈল মন॥
খড়্গ হস্তে দেখি মুনি বলয়ে ব্যাধেরে।
কি হেতু আমারে তুমি চাহ মারিবারে॥
একাকী দেখি যে তোমা নিষ্পাপ লক্ষণ।
তবে কোন হেতু বুদ্ধি দেখি কুলক্ষণ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম বেদেতে বাখানে।
সাধু নাহি হিংসা করে অহিংসক জনে॥
কালেতে কুবুদ্ধি যদি ঘটে কদাচিত।
তথাপিও হিত করে না করে অহিত॥
কালরূপী ভগবান এক সনাতন।
সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি তিনি করেন সৃজন॥
সেই হেতু তোমারে দেখি যে কুলক্ষণ।
প্রায় বুঝি কুবুদ্ধি দিলেন নারায়ণ॥
অখিলপতির মায়া অখিলে মোহময়।
ঈশ্বরের মায়াজাল কেহ না বুঝয়॥
মায়াতে করিয়া বদ্ধ যত জীবগণে।
কালীরূপী জনার্দ্দন ভ্রমেণ ভুবনে॥
পুত্র মিত্র সকল বান্ধব পরিজন।
ভৃত্য আদি ধন জন এ সব কারণ॥
ব্যস্ত হ'য়ে করে লোক নানা পর্য্যটন।
নানা দুঃখ পেয়ে করে নিত্য উপার্জ্জন॥
নানা ভোগ দুঃখ পেয়ে পোষে পরিবারে।
মোর ঘর দ্বার বলি অকারণে মরে॥
মরিলে সম্বন্ধ নাহি, না বুঝে পামর।
একা হ'য়ে জন্মে জীব যায় একেশ্বর॥

পুত্র মিত্র পরিবার না যায় সঙ্গেতে ।
আপনা না ভাবে জীব ঈশ্বর-মায়াতে ॥
সাধু সঙ্গ বিবর্জ্জিত লুব্ধক হইয়া ।
না জানে ঈশ্বর-মায়া তত্ত্ব না বুঝিয়া ॥
যাঁর নাম গুণের প্রভাব অবর্ণিত ।
কেবা সে বুঝিবে তত্ত্ব জগতে বিদিত ॥
শঙ্কর যাঁহার মায়া-তত্ত্ব নাহি জানে ।
মনুষ্য হইয়া কেবা জানিবে কেমনে ॥
জ্ঞানরূপী ভগবান ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর ।
জ্ঞানে মাত্র জানে জ্ঞানী জ্ঞানের অপর ॥
চরণারবিন্দ তাঁর যে, করয়ে সার ।
আপনাকে দিয়া প্রভু বশ হন তার ॥
যে জন পদারবিন্দ চিন্তে নিরন্তর ।
দুঃসহ সঙ্কটে তারে রাখেন শ্রীধর ॥
যাঁর নাম স্মরণে অশেষ পাপ হরে ।
পাপী হ'য়ে তত পাপ করিতে না পারে ॥
বহু ক্লেশে লোক ধন করে উপার্জ্জন ।
ধন দিয়া পোষয়ে বান্ধব পরিজন ॥
ঈশ্বরের কর্ম্মে কিছু নাহি করে ব্যয় ।
অধর্ম্মের সঙ্গে অসৎ পাত্রেতে মজয় ॥
পরলোকে কি হইবে চিত্তে নাহি ধরে ।
ঈশ্বরের নাম গুণ স্মরণ না করে ॥
অন্তঃকালে হয় তার নরকে বসতি ।
আপনাকে না জানে দারুণ মোহ মতি ॥
মোহমদে মাতিয়া করয়ে অহঙ্কার ।
সাধুজন নিন্দা করে দুষ্ট ব্যবহার ॥
গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে হিংসে সাধুজন ।
অধোগতি হয় তার নরকে গমন ॥
এইরূপে শাস্ত্রকথা অনেক কহিল ।
শুনিয়া কলিক মনে বিস্ময় মানিল ॥
সাধু পরশন মাত্রে পাপ দূরে গেল ।
করযোড় করি তবে উতঙ্কে কহিল ॥
অপরাধ কৈনু মুনি ক্ষম মহাশয় ।
তোমার পরশে মম পাপ হৈল ক্ষয় ॥
নমো নমঃ তোমার চরণে নমস্কার ।
যাঁহার প্রসাদে তরি এ ভব-সংসার ॥

পূর্ব্বজন্মে যত কৈনু পুণ্য উপার্জ্জন ।
এই জন্মে তত পাপ না হয় গণন ॥
পাপ দূরে গেল মম তোমার পরশে ।
জন্মিল যে নিত্যানন্দ ভক্তি হৃষীকেশে ॥
তুমি হে পরম গুরু হইলা আমার ।
তোমার প্রসাদে হইলাম ভবপার ।
নমো নমো নারায়ণ অনাদি নিদান ।
জয় জগন্নাথ নাম পতিত-পাবন ॥
সাধু সমাগম মাত্রে দুর্ব্বুদ্ধি খণ্ডিল ।
তোমার চরণে দেব ভক্তি উপজিল ॥
এইরূপে বহু স্তুতি কৈল নারায়ণে ।
হৃদয়ে ভাবিয়া যুক্তি করিলেক মনে ॥
এ দেহ রাখিয়া আর নাহি প্রয়োজন ।
পুনরপি পাপে পাছে ধায় মম মন ॥
ত্রিগুণে জন্মিল দেহ ক্ষণেক চঞ্চল ।
সে কারণে এ দেহ রাখিয়া নাহি ফল ॥
এতেক ভাবিয়া ব্যাধ নিন্দে আপনাকে ।
হে বিধি আমাকে রাখিলেন কোন্ পাকে ॥
আমার সমান নাহি পাপী দুরাচার ।
কেমনে পৃথিবী ভার সহয়ে আমার ॥
আমার যতেক পাপ আছে বল কার ।
এইক্ষণে আয়ুক্ষয় হউক আমার ॥
অন্তরে ভাবিতে অগ্নি উঠিল নয়নে ।
অতি শীঘ্র পঞ্চত্ব হইল সেইক্ষণে ॥
ব্যস্ত হ'য়ে উতঙ্ক উঠিল সেইক্ষণ
বিষ্ণুপাদোদক অঙ্গে করেন সেচন ॥
বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শে সাধু সমাগমে ।
সর্ব্ব পাপ খণ্ডিল জানিল অনুক্রমে ॥
প্রদক্ষিণ করিয়া উতঙ্কে করে স্তুতি ।
দিব্য রথ পাঠাইয়া দেন জগৎপতি ॥
চতুর্ভুজ দিব্য মূর্ত্তি হৈল সেইক্ষণে ।
প্রভু অনুক্রমে গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
দেখিয়া উতঙ্ক হৈল সবিস্ময় মতি ।
নানাবিধ প্রকারে অনেক কৈল স্তুতি ॥
তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ দেন দরশন ।
বর দিয়া যান কৃষ্ণ আপন ভুবন ॥

কহিনু তোমারে রাজা ধর্ম্মের কুমার।
ঈশ্বরের মায়া বুঝে শক্তি আছে কার ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের সার।
কাশীদাস দেব কহে রচিয়া পয়ার ॥

ব্যাধের প্রতি উতঙ্ক মুনির উপদেশ
ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম নরমণি।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করি যোড়পাণি ॥
উতঙ্ক কিরূপে কৃষ্ণে করিল স্তবন।
কোন্ মূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণ দেন দরশন ॥
কি বর দিলেন কৃষ্ণ তুষ্ট হ'য়ে তায়।
কহিবে সকল কথা বিশেষে আমায় ॥
ভীষ্ম কন অবধান করহ রাজন।
মহামুনি উতঙ্ক বিখ্যাত তপোধন ॥
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণ পরিচর্য্যা করে।
বেদশাস্ত্র নিষ্ঠাশীল সর্ব্বগুণ ধরে ॥
পাইল পরম গতি শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া।
করিল গোবিন্দে স্তুতি প্রণত হইয়া ॥
জয় জয় নারায়ণ জগৎ কারণ।
জয় জগন্নাথ প্রভু ব্রহ্ম সনাতন ॥
নমো কূর্ম্ম অবতার মন্দারধারক।
নমো ভৃগুপতি রাম ক্ষত্র-কুলান্তক ॥
নমো রাম অবতার রাবণনাশন।
বলিমদহর নমো নমস্তে বামন ॥
নমো ধন্বন্তরীকায় অমৃতধারক।
নমো যজ্ঞকায় হিরণ্যাক্ষ-বিদারক ॥
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।
নমস্তে নৃসিংহ মহাদৈত্যবিনাশন ॥
নমো রামকৃষ্ণরূপ গোকুল-বিহার।
নমো নমো জয় জয় বুদ্ধ অবতার ॥
ভবিষ্যৎ অবতার নমঃ কল্কিরূপ।
নমো হরি অবতার নমো বিশ্বরূপ ॥
নমো শ্রীসচ্চিদানন্দ বিশ্বপরায়ণ।
নমো নমো জগৎপতি ব্রহ্ম সনাতন ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি যম তুমি পশুপতি।
ত্রিজগৎ নাথ তুমি ত্রিজগৎপতি ॥
তুমি সূর্য্য বরুণ স্বরূপ কলেবর।
কুবের শমন তুমি জগৎ ঈশ্বর ॥
তোমার মায়ায় বদ্ধ সব চরাচর।
ত্রিগুণ ঈশ্বর তুমি প্রকৃতির পর ॥
অনন্ত তোমার রূপ গুণ জাতিহীন।
গুণেতে বর্জ্জিত তুমি গুণেতে প্রবীণ ॥
জ্ঞানের স্বরূপ তুমি তুমি মায়াধর।
নির্ম্মায়া নির্ম্মোহ তুমি মায়ার ঈশ্বর ॥
তোমা বিনা আর কিছু নাহিক সংসার।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে করহ বিহার ॥
অন্তরীক্ষ নাভি তব, পাতাল চরণ।
মস্তক আকাশ তব অরুণ লোচন ॥
দশদিক স্তোত্র তব, শশী বামেক্ষণ।
তোমার শরীরে ব্যপ্ত চরাচরগণ ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গ আদি ধারী।
নানা অলঙ্কারে তনু ভূষিত মুরারী ॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
বনমালা বিভূষিত গরুড়বাহন ॥
ত্রিভঙ্গ ললিতরূপ বেশ মনোহর।
নব দল বিকসিত শ্যাম কলেবর ॥
দেখিয়া উতঙ্ক মুনি হইল ব্যাকুল।
আনন্দ অশ্রুতে ভাসে অঙ্গের দুকূল ॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতলে।
দেখিয়া উতঙ্কে কৃষ্ণ করিলেন কোলে
আলিঙ্গন দিয়া মিষ্ট কহেন বচন।
তব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৌক তপোধন ॥
একান্ত ভকতি করি আমারে যে ভজে
অনুক্ষণ থাকি তার হৃদয়ের মাঝে ॥
মনোমত যেই মাগে দেই আমি তারে
সে কারণে শুন দ্বিজ কহি যে তোমারে
যেই বর তব ইচ্ছা মাগ মম স্থানে।
অদেয় হইলে তবু দিব এইক্ষণে ॥
এত শুনি কহে দ্বিজ করি যোড়পাণি।
অবধান নিবেদন শুন চক্রপাণি ॥

নিষ্কাম ভকত আমি বরে নাহি কাজ ।
যদি বর দিবে তবে দেহ দেবরাজ ॥
কর্ম্মদোষে জন্ম মম যথা তথা হয় ।
একান্ত ভকতি যেন তব পদে রয় ॥
কীট জন্ম হব কিম্বা মনুষ্য কিন্নরে ।
গন্ধর্ব্ব চারণ আদি যত চরাচরে ॥
পর্ব্বত স্থাবর আদি ভূত প্রেতগণ ।
যথা তথা জন্ম হয় অদৃষ্ট কারণ ॥
অকারণে কর মোরে মায়াতে মোহিত ।
নির্ম্মায়া হইব আমি মায়া বিবর্জ্জিত ॥
তোমার মায়াতে বদ্ধ যত চরাচর ।
কেবল বর্জ্জিত মায়া তোমার কিঙ্কর ॥
ঈশ্বরের মায়াতত্ত্ব কি বুঝিতে পারি ।
মায়া বিবর্জ্জিত বর দেহ শ্রীমুরারী ॥
এত বলি করে দণ্ডবৎ প্রণিপাত ।
দিলেন তাহারে জ্ঞান উক্তি জগন্নাথ ॥
পুনরপি উতঙ্কে বলেন শ্রীনিবাস ।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে পূরিবেক আশ ॥
নর-নারায়ণ স্থানে করহ গমন ।
তপ যোগ সাধি কর মম আরাধন ॥
নর নারায়ণ স্থানে লহ উপদেশ ।
একান্ত আমারে ভক্তি করিলে বিশেষ ॥
অন্তেতে আমারে তুমি পাইবে নিশ্চয় ।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন কৃপাময় ॥
তত্ত্ব উপদেশ ল'য়ে ভজিল শ্রীহরি ।
অন্তকালে তনু ত্যজি গেল বিষ্ণুপুরী ॥
কহিলাম তোমারে যে পুরাণ-কথন ।
ঈশ্বর নির্ণয় তত্ত্ব জানে কোন্ জন ॥
পৃথিবীর রেণু যদি গণিবারে পারি ।
কলসীতে ভরি যদি সমুদ্রের বারি ॥
আকাশের তারা যদি পারি যে গণিতে ।
ঈশ্বরের তত্ত্ব তবু না পারি কহিতে ॥
করেন করান তিনি আপনি ঈশ্বর ।
অন্য দিয়া অন্য বৃত্তি হরেন শ্রীধর ॥
অন্য দিয়া অন্য জনে সংহারেন হরি ।
তাঁহার প্রসঙ্গ মায়া বুঝিতে না পারি ॥
পিতা মাতা পুত্র বন্ধু কেহ কার' নয় ।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি বুঝ মহাশয় ॥
একা হ'য়ে আসে জীব একা হ'য়ে চলে ।
আমার আমার বলি মরয়ে বিফলে ॥
সে কারণে কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন ।
চিত্তে কৃষ্ণ রাখি শোক কর নিবারণ ॥
এত বলি গঙ্গাপুত্র নিঃশব্দ হইল ।
ধ্যানযোগে কৃষ্ণ মনে ধরিয়া রহিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥

ভীষ্ম কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ।

সূত বলে অবধান কর মুনিগণ ।
এতেক শুনিয়া পরীক্ষিতের নন্দন ॥
যোগমার্গ কথা শুনি সানন্দ হৃদয় ।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ॥
সে যোগমার্গের কথা ভীষ্মমুখে শুনি ।
কোন্ কর্ম্ম করিলেন ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
কিরূপে করেন ভীষ্ম স্বর্গে আরোহণ ।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় ইহার কথন ॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি ।
অনন্তর গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম মহামতি ॥
যোগমার্গ ইতিহাস পুরাণের সার ।
কহিলেন ধর্ম্মেরে করিয়া সুবিস্তার ॥
পুনশ্চ বলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন ।
রাজা হ'য়ে রাজ্য কর হস্তিনা ভুবন ॥
মহাযজ্ঞ করিয়া ভজহ দয়াময় ।
জ্ঞাতিবধ পাপ আদি সব হবে ক্ষয় ॥
মাঘমাস সীতাষ্টমী আজি শুভদিনে ।
শরীর ছাড়িব আমি ভজি নারায়ণে ॥
শুন কৃষ্ণ তব হস্তে করি সমর্পণ ।
পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীরে করিবা পালন ॥
ইন্দ্রের ভবনে আমি করিব প্রস্থান ।
এত বলি নিঃশব্দ হইল মতিমান ॥
নিগূঢ় করিয়া ধ্যান যোগ চিত্তে ধরি ।
করেন কৃষ্ণের স্তোত্র ভীষ্ম ভক্তি করি ॥

নমো নমো নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন।
সংসারের হেতু রূপ দেব নারায়ণ ॥
তুমি আদি তুমি মধ্য তুমি অন্তরূপ।
সকল জগত এই তব লোমকূপ ॥
নমোনমঃ আদি অবতার মৎস্যকায়।
নমো নরসিংহ হিরণ্যাক্ষ বিদারয় ॥
নমো কূর্ম্ম অবতার নমস্তে বামন।
নমো ভৃগুপতি ক্ষত্রকুলবিনাশন ॥
নমো রাম অবতার রাবণনাশক।
নমো রাম অবতার রেবতী নায়ক ॥
নমো কৃষ্ণ অবতার গোকুলবিহার।
নমো নমঃ সঙ্কর্ষণ দিব্য অবতার ॥
নমো কল্কি অবতার ম্লেচ্ছবিনাশন।
নমো নমো জয় জয় আদি নারায়ণ ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি দিবাকর।
আকাশ পাতাল তুমি দীর্ঘ কলেবর ॥
আত্মারূপে চরাচর জীবে তব স্থিতি।
তব তত্ত্ব জানিবারে কাহার শকতি ॥
এ ভব-সংসারে পার কর নারায়ণ।
এত স্তুতি করি ভীষ্ম ধ্যানে দেন মন ॥
মহারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীদাস দেব কহে রচিয়া পয়ার ॥

ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ।

ধ্যানযোগে সাক্ষাতে দেখেন নারায়ণ।
নবজলধর তনু অরুণ লোচন ॥
পীতবাস পরিধান বনমালাধারী।
নানা অলঙ্কারে রূপ ভূষিত মুরারী ॥
চারু চতুর্ভুজ রূপ মোহন মূরতি।
দেখি ভীষ্ম মনে মনে করিলেন স্তুতি ॥
সাক্ষাতে পদারবিন্দ দেখিয়া নয়নে।
শরীর ত্যজেন ভীষ্ম দেখে দেবগণে ॥
জয় জয় শব্দ হৈল ইন্দ্রের নগরে।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেব ভীষ্মের উপরে ॥
দিব্য রথ পাঠাইয়া দিল সুরপতি।
পবনের গতি রথ মাতলি সারথি ॥
রথেতে তুলিয়া স্বর্গে করিল গমন।
বন্ধুগণ সহ গিয়া হইল মিলন ॥
চিরদিনের বন্ধুসনে হইল দর্শন।
সম্ভ্রম খণ্ডিল পূর্ব্ব জন্মের কথন ॥
মুনি বলে অবধান কর জন্মেজয়।
স্বর্গেতে চলিল ভীষ্ম গঙ্গার তনয় ॥
মাঘমাসে শুক্লাষ্টমী তিথি শুভদিনে।
ত্যজিলেন ভীষ্ম তনু চিন্তি নারায়ণে ॥
শরীর ত্যজেন ভীষ্ম দেখি যুধিষ্ঠির।
রোদন করেন ভূমে লোটায়ে শরীর ॥
ভীমার্জ্জুন সহ কান্দে মাদ্রীর নন্দন।
অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নাদি যত বন্ধুগণ ॥
দ্বিজ ক্ষত্র আদি কত নগরের প্রজা।
রণ অবশেষে আর যত ছিল রাজা ॥
ভীষ্মের মরণে সবে অনেক কান্দিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল ॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
হাহা ভীষ্ম বলি কান্দে করি হাহাকার ॥
কোথা গেল পিতামহ ছাড়িয়া আমারে।
তোমার বিচ্ছেদে আত্মা ধরি কি প্রকারে
দুর্যোধন পাতক করিল অকারণ।
তাহার কারণে হৈল তোমার নিধন ॥
আপনি মরিল দুষ্ট জ্ঞাতি বিনাশিল।
শোক-সিন্ধু মধ্যেতে আমাকে ডুবাইল ॥
এত বলি কান্দে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
তথা আসিলেন ব্যাস জানি সমাচার ॥
কুরুক্ষেত্রে মধ্যে যথা ভীষ্মের পতন।
তথাকারে করিলেন ত্বরিত গমন ॥
ব্যাসে দেখি সম্ভ্রমে উঠিয়া পঞ্চজন।
সম্ভ্রমে করেন তাঁর চরণ বন্দন ॥
ধূলাতে ধূসর তনু নেত্রে ঝরে বারি।
সান্ত্বনা করেন ব্যাস সবারে নিবারি ॥
নিস্ফল তোমরা সব করহ ক্রন্দন।
কত না বুঝান ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন ॥
যোগমার্গ ইতিহাস পুরাণের সার।
তবু না ঘুচিল ভ্রম তোমা সবাকার ॥

ভ্রম দূর কর রাজা তত্ত্বে দেহ মন।
অকারণে কর শোক ভীষ্মের কারণ॥
পুণ্য আত্মা ভীষ্মবীর বসু অবতার।
শাপ ভ্রষ্ট হ'য়ে কুরুবংশে জন্ম তাঁর॥
শাপে মুক্ত হ'য়ে ভীষ্ম গেলেন স্বস্থান।
তাঁর হেতু শোক রাজা কর অকারণ॥
দুর্য্যোধন আদি-যত কৌরব আছিল।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কুরুবংশে জনমিল॥
ব্রহ্মার মানস পূর্ণ পৃথিবীর হিতে।
হত হৈল যত ক্ষত্র ভারত-যুদ্ধেতে॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কৃষ্ণ হ'য়ে অবতার।
পৃথিবীর ভার সব করেন সংহার॥
কিছুমাত্র অবশেষ আছে বিষ্ণু অংশ।
অল্পদিনে কৃষ্ণ তাহা করিবেন ধ্বংস॥
ততদিন রাজ্যভোগ কর নৃপমণি।
শোক ত্যাগ কর রাজা শুন মম বাণী॥
অগনি সংস্কার কর গঙ্গার নন্দনে।
অদাহন পৃথিবী দেখহ যেইখানে॥
আপোড়া পৃথিবী যদি তুমি কোথা পাও।
আমার বচন তুমি নিশ্চয় জানিও॥
কত কত রাজা জনমিল এ সংসারে।
কেহ নাহি, সবে গেল শমনের দ্বারে॥
চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে পৃথিবীতে।
আপোড়া কোথাও নাহি কহিনু তোমাতে॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মুনি।
বিস্ময় মানেন রাজা ব্যাসবাক্য শুনি॥
অর্জ্জুনেরে আদেশ করিলেন রাজন।
শীঘ্র কপিধ্বজে তুমি কর আরোহণ॥
পৃথিবী খুঁজিতে চাহি ব্যাসের বচনে।
ভ্রমিয়া দেখহ সব এ চৌদ্দ ভুবনে॥
অদাহ পৃথিবী যদি থাকে কোনখানে।
তথা ল'য়ে দাহ কর গঙ্গার নন্দনে॥
জানিয়া আইস ভাই চল শীঘ্রতর।
এত শুনি ধনঞ্জয় চলেন সত্বর॥
কপিধ্বজ রথ আরোহিয়া সেই ক্ষণে।
অগ্রে উপনীত গিয়া ইন্দ্রের ভুবনে॥
কোনখানে স্বর্গেতে নাহিক অদাহন।
একে একে বিচরেন ইন্দ্রের নন্দন।
সপ্তস্বর্গ পুনরপি করেন বিচার।
পাতালে গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার॥
সপ্ত পাতালেতে সব দেখেন বিচারি।
অদাহন পাতালেতে কোথাও না হেরি॥
অনন্তরে মর্ত্ত্যে আসিলেন ধনঞ্জয়।
সপ্ত দ্বীপ বিচারিয়া করেন নির্ণয়
অদাহন পৃথিবী না দেখি কোনখানে।
সবিস্ময় হ'য়ে আসি কহেন রাজনে॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র মানেন বিস্ময়।
ব্যাসের বচনে পূর্ব্ব ভ্রম দূর হয়॥
শোক ত্যাগ করি রাজা কার্য্যে দেন মন।
ভীমার্জ্জুনে আজ্ঞা তবে করেন রাজন॥
নানা কাষ্ঠ চন্দনাদি আনহ সত্বরে।
এক লক্ষ ঘৃত কুম্ভ সভার ভিতরে॥
কুরুক্ষেত্র মধ্যে শীঘ্র করহ সঞ্চয়।
চতুর্দ্দোলে করি আন গঙ্গার তনয়॥
আজ্ঞামাত্রে ধনঞ্জয় মাদ্রীর কুমারে।
অগনি সংস্কার দ্রব্য আনেন সত্বরে॥
শত শত ঘৃত কুম্ভ কাষ্ঠ রাশি রাশি।
আনিল ক্ষত্রিয়গণ পৃথিবী নিবাসী॥
চতুর্দ্দোলে তুলি নিল ভীষ্মের শরীর।
বিধিমতে অগ্নি দেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
ভীষ্মের শরীর দহি ভাই পঞ্চজন।
গঙ্গাতে যাইয়া তবে করেন তর্পণ॥
শ্রাদ্ধ শ্রান্তি করিলেক ক্ষত্রিয় বিধানে।
নানারত্ন অলঙ্কার দিলেন ব্রাহ্মণে॥
ভীষ্মের ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
অন্ন জল নাহি রুচে দুঃখিত রাজনে॥
মুনি বলে জন্মেজয় কর অবধান।
এতদূরে শান্তিপর্ব্ব হৈল সমাধান॥

শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

অশ্বমেধপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও ব্যাসের উপদেশ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
কি কি কর্ম্ম করিলেন পিতামহগণ ॥
মুনি বলে শুন তবে শ্রীজনমেজয়।
রাজ্যে রাজা হইলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
কিন্তু উপরোধে রাজ্য নিয়া যুধিষ্ঠির।
প্রজাগণ পালন করেন ধর্ম্মবীর ॥
রামের পালনে যেন অযোধ্যার প্রজা।
সেইমত প্রজার পালক মহাতেজা ॥
রাজ্যভোগ যুধিষ্ঠির না চাহেন মনে।
সদাই থাকেন ধর্ম্ম বিরস বদনে ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল সুমতি।
লইয়া করেন যুক্তি ধর্ম্ম নরপতি ॥
শুনহ অর্জ্জুন তুমি আমার বচন।
স্থির নহে চিত্ত মম কিসের কারণ ॥
রাজ্য ধন দেখিয়া আমার নহে প্রীত।
সতত চঞ্চল চিত্ত সদা হয় ভীত ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি জিজ্ঞাসিব কায়।
সর্ব্বদা ব্যাকুল চিত্ত না দেখি উপায় ॥
না হেরি নয়নে মোর কৃষ্ণ কালাচাঁদে।
চঞ্চল চকোর চিত্ত প্রাণ সদা কাঁদে ॥
দ্বারকানগরে তিনি গেলেন সম্প্রতি।
কে আর করিবে দয়া পাণ্ডবের প্রতি ॥
অতএব উঠে চিত্তে অনেক জঞ্জাল।
সর্ব্ব শূন্য দেখি সখে না হেরি গোপাল ॥
অর্জ্জুন বলেন চিন্তা না কর রাজন।
আসিবেন কৃষ্ণ তুমি করিলে স্মরণ ॥
যুধিষ্ঠির স্থির হইলেন সেই বোলে।
ব্যাসদেব তথা আইলেন হেনকালে ॥
তাঁরে দেখি উঠিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁর বন্দেন চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে।
জানিয়া সকল তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন তাঁরে।
কহ রাজা কি কারণে বিরস বদন।
তোমায় দেখিয়া মম বিচলিত মন ॥
অকৌরবা পৃথিবী করিলে বাহুবলে।
তোমা সম রাজা নাহি এ মহীমণ্ডলে ॥
অনুজ অর্জ্জুন তব ভীম মহাবলী।
আর তাহে সহায় আপনি বনমালী ॥
তোমা বিষাদিত আমি দেখি কি কারণ।
কহ দেখি মনস্তাপ কিসের কারণ ॥
এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
বিনয়ে কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥

শুন মুনি আমারে না করিও প্রশংসা ।
বড়ই নিন্দিত আমি মন্দ মম দশা ॥
লোভের কারণে ধর্ম্মপথ পরিহরি ।
করিলাম অন্যায় যে কহিতে না পারি ॥
পিতামহ ভীষ্মেরে করিলাম সংহার ।
আমার সমান কোন পাপী আছে আর ॥
গুরু দ্রোণাচার্য্য তিনি হয়েন ব্রাহ্মণ ।
নাশ করিলাম তাঁরে শুন তপোধন ॥
সহোদর কর্ণবীরে অর্পিনু শমনে ।
বধিলাম শত ভ্রাতৃ সহ দুর্য্যোধনে ॥
আর যত সুহৃদ বান্ধবগণ ছিল ।
রাজ্যলোভে আমা হৈতে যমদ্বারে গেল ॥
অভিমন্যু দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রগণ ।
রাজ্য হেতু নাশিলাম শুন তপোধন ॥
এমন নিন্দিত কর্ম্ম কেহ নাহি করে ।
না বুঝিয়া মহামুনি প্রশংস আমারে ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন ।
শুনিলাম আমি যত তোমার কথন ॥
জ্ঞাতি গুরু ভ্রাতৃ বন্ধু মারিয়াছ তুমি ।
কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম শুন নৃপমণি ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্র জাতি ।
এ সব ব্রহ্মার দেহে হৈল উৎপত্তি ॥
যথাযোগ্য ধর্ম্ম নিয়োজিল চারিজনে ।
সংগ্রাম ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম লিখিত পুরাণে ॥
তুমি বল নিন্দা কর্ম্ম করিলাম আমি ।
কিন্তু ইহা স্মরণেতে মুক্ত হয় প্রাণী ॥
যুধিষ্ঠির পুনশ্চ কহেন মতিমান্ ।
শুন প্রভু ক্ষত্রধর্ম্ম কহিলা প্রমাণ ॥
জ্ঞাতিবধ পাপে মম কাঁদিতেছে প্রাণ ।
কি করিব কহ মুনি ইহার বিধান ॥
কি কর্ম্ম করিলে পাপ যাইবেক দূরে ।
অনুকূল হ'য়ে মুনি কহিবে আমারে ॥
কোন্ মন্ত্র জপিব করিব কোন্ ধ্যান ।
কোন্ যজ্ঞ করি কহ মুনি মতিমান্ ॥
দ্রোণ জিজ্ঞাসিল করি আমাতে বিশ্বাস ।
শুন মুনি তাঁরে আমি কহি মিথ্যা ভাষ ॥
কিমতে এ সব পাপে পাব পরিত্রাণ ।
এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শুন মতিমান্ ॥
ব্যাস বলিলেন রাজা দুঃখ ভাব কেনে ।
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম্ম বিদিত পুরাণে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহাশয় ।
পুণ্যকর্ম্ম ব্যতিরেকে পাপ নহে ক্ষয় ॥
জ্ঞাতিবধে পাপভয় হয় নিরন্তর ।
কি উপায় করিব বলহ মুনিবর ॥
তবে ব্যাস কহিলেন শুনহ রাজন্ ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ধর্ম্মের নন্দন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে হয় পাপের বিনাশ ।
মন দিয়া শুন রাজা কহি ইতিহাস ॥
মহাবীর ছিল জমদগ্নির কুমার ।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিন সপ্তবার ॥
পিতার আজ্ঞায় তেঁই বধিল জননী ।
বনপর্ব্বে সেই কথা শুনিয়াছ তুমি ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁর পাপ গেল দূরে ।
এ সব শাস্ত্রের কথা কহি যে তোমারে ॥
ত্রেতাযুগে প্রভু হইলেন অবতার ।
আপনি শ্রীরাম দশরথের কুমার ॥
পালিতে পিতার সত্য চলিলেন বনে ।
বনে ভ্রমিলেন সতা লক্ষ্মণের সনে ॥
আদ্যোপান্ত রামায়ণ শুনিয়াছ তুমি ।
অশ্বমেধ করিলেন শ্রীরাম আপনি ॥
আর অশ্বমেধ করিলেন পুরন্দর ।
ব্রহ্মবধ পাপে মুক্ত তাঁর কলেবর ॥
তুমিও করহ রাজা অশ্বমেধ ক্রতু ।
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ এড়াবার হেতু ॥
এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন ।
যোড়হস্তে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
অশ্বমেধে পাপ দূর কহিলা আপনি ।
যজ্ঞ কৈল যত জন শুনিলাম আমি ॥
তা সবার সম নহে আমার ক্ষমতা ।
শুন মহামুনি ইহা না হয় সর্ব্বথা ॥
নির্দ্ধন নৃপতি আমি নাহি এত ধন ।
কিমতে হইবে মুনি যজ্ঞ সমাপন ॥

দুর্য্যোধন বিবাদেতে অর্থ হৈল ক্ষয়।
কিমতে হইবে যজ্ঞ মুনি মহাশয়॥
অশ্বমেধ হবে হেন না দেখি উপায়।
বিবরিয়া মহামুনি কহিবা আমায়॥
ফলহীন বৃক্ষ যেন ত্যজে পক্ষিগণ।
অর্থহীন পুরুষেরে ছাড়ে সর্ব্বজন॥
ধনহীন পুরুষের ধর্ম্ম নাহি হয়।
ধন হৈতে ধর্ম্ম হয় মুনিগণ কয়॥
হেন ধন নাহি মম কিসে হবে যজ্ঞ।
কিমতে তরিব পাপে কহ মহাবিজ্ঞ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কার্য্যে কর্ম্মে বদ্ধ হৈলে ধনে প্রয়োজন॥
তবে ধনে ধর্ম্ম হয় ইথে নাহি আন।
শুন রাজা কহি তোমা ধনের সন্ধান॥
মরুত নামেতে এক ছিল নরবর।
তার যজ্ঞ কথা কহি তোমার গোচর॥
অশ্বমেধ করিল মরুত নরপতি।
অদ্যাপি তাঁহার যশ ঘোষে বসুমতী॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে যজ্ঞেতে বরিল।
সুবর্ণ আসন সব দ্বিজগণে দিল॥
স্বর্ণ বাটি স্বর্ণ থালা স্বর্ণময় ঝারি।
কাঞ্চন নির্ম্মাণ পাত্রে অন্নজল পূরি॥
হেনমতে মরুত ব্রাহ্মণ সেবা করে।
প্রত্যহ নূতন পাত্র দিল দ্বিজবরে॥
হেনমতে যজ্ঞ কৈল শতেক বৎসর।
মরুত সমান ধনী নাহি নৃপবর॥
বহু ধন নিতে না পারিয়া দ্বিজগণ।
হিমালয় পার্শ্বেতে রাখিল সর্ব্বধন॥
তথা হৈতে সেই ধন আনহ সত্বর।
অশ্বমেধ হইবেক শুন নৃপবর॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
যোড়হস্ত করিয়া করিল নিবেদন॥
শুন মহাশয় আমি যজ্ঞ না করিব।
সে ধন ব্রহ্মস্ব, আমি কেমনে আনিব॥
পাপ বিনাশিতে চাহি যজ্ঞ করিবারে।
আনিতে বিপ্রের ধন বল কি প্রকারে॥
শুন মহামতি মম যজ্ঞে নাহি কায।
শুনিলে হাসিবে সব নৃপতি-সমাজ॥
ব্রহ্মস্বতে বংশ রক্ষা হইবে কেমনে।
কিমতে সে দ্রব্য আমি করিব গ্রহণে॥
হাসিয়া বলেন ব্যাস শুনহ রাজন।
দোষ নাহি নৃপতি আনিতে সেই ধন॥
সে ধন ব্রাহ্মণগণ করিলেন ত্যাগ।
ইথে দোষ না পরশে শুন মহাভাগ॥
ভয় না করিহ তুমি ধর্ম্মের তনয়।
অগ্নি জল পৃথিবী, এ ধন কার’ নয়॥
শত শত রাজা পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিল।
অনন্তরে কত কত আরো রাজা হৈল॥
বাহুবলে পৃথিবীর করিল পালন।
নানা যজ্ঞ করিলেক পেয়ে নানা ধন॥
সেই ধন জল অগ্নি হ্রাস নাহি হয়।
ইথে কেন কর ভয় ধর্ম্মের তনয়॥
পূর্ব্বেতে দেবতাসুর ছিল দুই ভাই।
এ ধন ধরণী যত অসুরেতে পাই॥
তবে দেব, অসুরে মারিল বাহুবলে।
এই ধন নিতে আজ্ঞা কৈল কুতূহলে॥
সাবর্ণি নামেতে হৈল সূর্য্যের নন্দন।
পৃথিবী পাইল রাজা তপের কারণ॥
বশ করি বসুমতী পালিলেক প্রজা।
হেনমতে সূর্য্যবংশে হৈল কত রাজা॥
তা সবার দান যজ্ঞ বিদিত সংসারে।
এ সব তপের তেজ জানাই তোমারে॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ খ্যাত ত্রিভুবনে।
সকল পৃথিবী দান দিলেন ব্রাহ্মণে॥
ব্রহ্মস্ব হইল তবে যেই বসুমতী।
তবে কেন লইবেক ক্ষত্র নরপতি॥
ব্রহ্মস্ব বলিয়া তার ভয় নাহি ছিল।
প্রজার পালনে ধর্ম্ম কর্ম্ম যে করিল॥
তবে বিরোচন সুত বলি হৈল রাজা।
ব্রাহ্মণেরে সপ্তদ্বীপ দিয়া করে পূজা॥
আপনি পাতালে গেল না পাইয়া স্থান।
দুষ্ট দেখি তারে বিড়ম্বিল ভগবান॥

তবে যমদগ্নিসুত ভৃগু-বংশপতি ।
শুনেছ তাঁহার কথা ধর্ম্ম নরপতি ॥
পৃথিবী জিনিয়া তিনি আনন্দিত মনে ।
পৃথিবী দিলেন দান মরীচি-নন্দনে ॥
কশ্যপ পাইল তবে সব বসুমতী ।
আপন নন্দনে দিল করিয়া পীরিতি ॥
ধন ধরা অগ্নি জল ইহা কারো নয় ।
শুন যুধিষ্ঠির রাজা শাস্ত্রে হেন কয় ॥
পৃথিবী পালিয়া তার হয় নানা ধন ।
ভয় না করিহ তুমি ধর্ম্মের নন্দন ॥
সে ধন আনিয়া রাজা যজ্ঞ কর সুখে ।
ইথে দোষ নাহি আমি কহিনু তোমাকে ॥
আনন্দ পাইয়া রাজা ব্যাসের বচনে ।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন আনন্দিত মনে ॥
হইল ধনের তত্ত্ব শুন মহামুনি ।
যজ্ঞ হেতু অশ্ববর কোথা পাব শুনি ॥
মুনি বলে অশ্ব আছে যুবনাশ্বপুরে ।
আনিতে করহ যত্ন সেই অশ্ববরে ॥
যজ্ঞ হেতু অশ্ব পালিতেছে নরপতি ।
শত কোটি সেনা আছে তাহার সংহতি ॥
যতনে পালয়ে অশ্ব যজ্ঞ নাহি করে ।
সেই ঘোড়া আন রাজা জানাই তোমারে ॥
পরাজিয়া যুবনাশ্বে হয় আন তুমি ।
তবে যজ্ঞ সিদ্ধি হবে কহিলাম আমি ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন দিয়া মন ।
হয় হেতু হবে সে রাজার সঙ্গে রণ ॥
কে আর করিবে যুদ্ধ নৃপতির সাথে ।
মহারাজ যুবনাশ্ব খ্যাত পৃথিবীতে ॥
ব্যাস বলিলেন রাজা চিন্তা কর কেনে ।
হয় আনিবারে আজ্ঞা কর ভীমসেনে ॥
বক হিড়িম্বক আর কির্ম্মীর দুর্ব্বার ।
কৈলাস মর্দ্দিয়া কৈল যক্ষের সংহার ॥
কীচকে মারিল বীর বিরাটনরে ।
শত ভাই দুর্য্যোধনে বধিল সমরে ॥
ভীম হৈতে হবে তোমা সিদ্ধ প্রয়োজন ।
ভীম আনিবেক ঘোড়া করিয়া যতন ॥
আমি জানি ভীমের অসাধ্য নহে কর্ম্ম ।
হয় হেতু চিন্তা না করিহ তুমি ধর্ম্ম ॥
যুধিষ্ঠির বলেন করহ অবধান ।
বড় দুঃখী আছে ভীম করিয়া সংগ্রাম ॥
জর্জ্জর ভীমের দেহ কৌরবের বাণে ।
তুরঙ্গ আনিতে তারে কহিব কেমনে ॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ দুই ত বালক ।
বিশেষ বাপের শোকে দহিছে পাবক ॥
কিমতে বলিব তারে তুরঙ্গ আনিতে ।
শুন মহামুনি বড় ভয় পাই চিতে ॥
এত যদি বলিলেন ধর্ম্ম নৃপবর ।
তাহা শুনি আনন্দিত বীর বৃকোদর ॥
ভীম বলে মহারাজ করহ শ্রবণ ।
তুরগ আনিতে কহিলেন তপোধন ॥
আনিব তুরগ আমি এ নহে আশ্চর্য্য ।
পরাজিব যুবনাশ্বে কত বড় কার্য্য ॥
ধন আনিবারে তুমি পাঠাও অর্জ্জুনে ।
আমি আনি গিয়া অশ্ব জিনিয়া রাজনে ॥
একেশ্বর যাব আমি ভদ্রাবতীপুরে ।
আনিব যজ্ঞের অশ্ব জিনিয়া রাজারে ॥
সবান্ধবে রাজারে পাঠাব যমঘরে ।
অবশ্য আনিব ঘোড়া কারে ভীম ডরে ॥
ইহা ভিন্ন আর নাহি আমার বিশ্রাম ।
শতেক বৎসর পারি করিতে সংগ্রাম ॥
কহিলেন যুধিষ্ঠির ভীমের বচনে ।
একাকী দুর্গমে তুমি যাইবে কেমনে ॥
বৃষকেতু বদন চাহেন যুধিষ্ঠির ।
রাজার ইঙ্গিতে তার পুলক শরীর ॥
যোড়হাতে কহিলেক ধর্ম্মের গোচরে ।
ভীম সঙ্গে যাই আমি আজ্ঞা দেহ মোরে ॥
যুধিষ্ঠির বলেন শুনহ প্রিয়তর ।
আছিল তোমার পিতা মহা ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুন বধিল তারে করিয়া বিক্রম ।
তার বধে আমি পাইয়াছি মনোভ্রম ॥
পরিচয় নাহি ছিল কর্ণের সংহতি ।
সবাই বলিল তারে রাধার সন্ততি ॥

সূতপুত্র বলি তারে বলে সর্ব্বজনে।
না চিনিয়া সহোদর বধিলাম রণে॥
বিনাশিল কর্ণবীরে অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
চাহিতে তোমার মুখ মনে পাই ভয়॥
বৃষকেতু বলে শুন পাণ্ডুর ঈশ্বর।
ক্ষত্রিয়প্রধান ধর্ম্ম করিতে সমর॥
বিপক্ষ হইল পিতা ত্যজি সহোদর।
কৌরব সহিত কৈল মন্ত্রণা বিস্তর॥
দ্রৌপদীরে উপহাসি হিংসিল তোমারে।
সেই পাপে মম পিতা গেল যমঘরে॥
আজ্ঞা দেহ যাব আমি খুড়ার সংহতি।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া শুন নরপতি॥
বৃষকেতু কথা শুনি ভীম হরষিত।
আলিঙ্গন দিল তবে মনের বাঞ্ছিত॥
তবে ঘটোৎকচ সুত মেঘবর্ণ নাম।
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে করিয়া প্রণাম॥
যদি আজ্ঞা কর তুমি ধর্ম্ম নরপতি।
পিতামহ সঙ্গে যাব পুরী ভদ্রাবতী॥
আনিব তুরঙ্গ আমি শুনহ রাজন।
অন্তরীক্ষে গতি মম ধর্ম্মের নন্দন॥
বুঝিতে আমার মায়া অমর না পারে।
আনিব তুরঙ্গ আমি হস্তিনানগরে॥
বৃষকেতু পিতামহে করিবে সমর।
ঘোড়াকে আনিব আমি শুন নরবর॥
এত যদি মেঘবর্ণ বলিল বচন।
অনুমতি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
যাও পুত্র ঘোড়ারে আনহ বাহুবলে।
মম আশীর্ব্বাদে ঘোড়া আনিবে কুশলে॥
তিনজন মিলিয়া করিবে মহারণ।
তবে সে জিনিবে তারে শুনহ নন্দন॥
সাজিলেন তিন বীর তুরঙ্গ আনিতে।
ব্যাস কহিলেন কথা রাজার সাক্ষাতে॥
অর্জ্জুনে পাঠাও রাজা আনিবারে ধন।
তবে সে কহিব আমি যজ্ঞ বিবরণ॥
মুনি বাক্যে অর্জ্জুনে কহেন নরপতি।
আজ্ঞা পেয়ে পার্থ রথে যান শীঘ্রগতি॥
হিমালয় পার্শ্বে যান পাণ্ডুর নন্দন।
রথেতে তুলিয়া আনিলেন সব ধন॥
ধন দেখি যুধিষ্ঠির সানন্দ বিস্তর।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ মুনির গোচর॥
আদ্যোপান্ত যজ্ঞ কথা জানাও আমারে।
স্থির নহে চিত্ত মম, কহিনু তোমারে॥
যজ্ঞ বিবরণ রাজা কহি যে তোমারে।
আদ্যোপান্ত অন্ন জল দিবে সবাকারে॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে যজ্ঞেতে বরিবে।
নানা আভরণ দিয়া সবারে তুষিবে॥
লক্ষ কুম্ভ ঘৃত নিত্য ঢালিবে আগুনে।
করিবে দেবতা পূজা কুসুম চন্দনে॥
পাঁচ কুম্ভ ঘৃত এক ব্রাহ্মণে ঢালিবে।
হেনমতে লক্ষ কুম্ভ প্রতি দন দিবে॥
ঘোড়ার লক্ষণ শুন ধর্ম্ম নরপতি।
চন্দ্রিমা জিনিয়া ঘোড়া দেহের মুরতি॥
পীতপুচ্ছ শ্যামবর্ণ অশ্ব মনোহর।
সর্ব্ব সুলক্ষণ হয় শুন নরবর॥
ভূষিত করিবে ঘোড়া দিয়া আভরণ।
আপনার নাম তাহে করিবে লিখন॥
জয়পত্র অশ্বভালে করিয়া বন্ধন।
আপনার নাম তাহে করিবে লিখন॥
তাহাতে লিখিবে পত্র যেই ঘোড়া ধরে।
নিজ বাহুবলে আমি জিনিব তাহারে॥
তুরঙ্গ ছাড়িয়া মধু পূর্ণিমা দিবসে।
পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া মনের হরিষে॥
আপনি থাকিবে যজ্ঞে তুমি হ'য়ে ব্রতী।
অসিপত্র ব্রত আচরিবে মহামতি॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে করি নিবেদন।
অসিপত্র ব্রতের বলহ বিবরণ॥
অসিপত্র ব্রত সেই কেমন প্রকারে।
কি নিয়মে থাকে তাহা বলহ আমারে॥
ব্যাস বলিলেন রাজা কর অবগতি।
অসিপত্র ব্রত কথা শুন নরপতি॥
যাবৎ না আসে ঘোড়া নিবৃত্ত হইয়া।
থাকিবে সে একাসনে দ্রৌপদী লইয়া॥

তার মাঝে খড়্গ এক থোবে নরপতি।
কদাচিত অন্য মত না করিবে তথি ॥
মদন আবেশে যদি মজে তার মন।
সেই খড়্গে কাটিয়া ফেলিবে সেইক্ষণ ॥
সেই ব্রত কর রাজা আমার বচনে।
তোমা বিনা করিতে নারিবে অন্যজনে ॥
শুনিয়া কহেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
আচরিতে না পারিল সহস্রলোচন ॥
হেন ব্রত আচরিব আমি কোন্ মতে।
শুন মহামুনি বড় ভয় পাই চিতে ॥
ব্যাস কন তোমার সহায় নারায়ণ।
তোমার অসাধ্য ইহা নহেত রাজন্ ॥
এত বলি ব্যাস চলিলেন নিকেতনে।
কৃষ্ণেরে করেন স্তব রাজা দৃঢ়মনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অশ্ব আনিতে ভীম, বৃষকেতু ও মেঘবর্ণের যাত্রা।

জন্মেজয় কহিলেন কহ মহামুনি।
অপূর্ব্ব প্রস্তাব আমি তোমা হৈতে শুনি ॥
কেমনে আনিল অশ্ব বীর বৃকোদর।
বিবরিয়া সেই কথা বল মুনিবর ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
ভীম আনিবারে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ করিয়া সংহতি।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে গেল শীঘ্রগতি ॥
পর্ব্বতে বসিয়া বীর হরষিত হৈয়া।
দেখিল রাজার পুরী দূরেতে থাকিয়া ॥
স্বর্ণরচিত পুরী মণি মুক্তাময়।
পুরী দরশনে ভীম মানিল বিস্ময় ॥
রক্ষক সকলে দেখি নানা অস্ত্র হাতে।
অগম্য রাজার পুরী যাইব কিমতে ॥
ভীমের বচন শুনি কর্ণের নন্দন।
যোড়হাতে ভীমেরে করেন নিবেদন ॥
রাজাবাড়ী মনোহর অতি অনুপম।
অমর নগর জিনি পুরীর সুঠাম ॥
প্রবেশিতে না পারিব যুবনাশ্বপুরে।
আসিবে যজ্ঞের ঘোড়া এই সরোবরে ॥
আসিবে অনেক সৈন্য ঘোড়ার সংহতি।
ধরিয়া লইব ঘোড়া করিয়া শকতি ॥
বৃষকেতু বলে আমি করিব সমর।
আমা নিবারিতে নাহি হেন আছে নর ॥
তবে মেঘবর্ণ বলে শুন পিতামহ।
ধরিয়া আনিব ঘোড়া যদি আজ্ঞা দেহ ॥
অশ্ব ল'য়ে থাকিব যে পর্ব্বত উপরে।
তোমরা প্রবৃত্ত দোঁহে হইবে সমরে ॥
মেঘবর্ণ বাক্য শুনি ভীম হৈল প্রীত।
পর্ব্বতে রহিল সে হইয়া হরষিত ॥
রাজার গমনে যেন বাজে বাদ্যচয়।
শুন খুড়া জলপানে আসে সেই হয় ॥
অশ্ব দেখি ভীমবীর আনন্দিত মনে।
ঘটোৎকচ সুতে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণে ॥
মেঘবর্ণ বলে তুমি দেখ না বসিয়া।
সৈন্যের মাঝারে ঘোড়া আনিব ধরিয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুবনাশ্ব রাজার অশ্বহরণ।

মেঘবর্ণ মহাবলী, হ'য়ে মহা কুতূহলী,
প্রণমিল ভীমের চরণে।
ভীম বড় কুতূহলে, তাহারে করিল কোলে,
আশীর্ব্বাদে হরষিত মনে ॥
প্রণমিয়া কর্ণ-সুতে, মেঘবর্ণ আনন্দেতে,
অন্তরীক্ষে করিল গমন।
প্রকাশি রাক্ষস-মায়া, দূর কৈল রবিছায়া,
অন্ধকারে না চলে নয়ন ॥
আকাশে খেচর সব, করে মহাকলরব,
বরিষে মুষলধারে জল।
প্রচণ্ড মারুত বয়, ঘোর শীলাবৃষ্টি হয়,
পূর্ণিত হইল ধরাতল ॥
বাত হৈল অতি গুরু, ভাঙ্গিল যতেক তরু,
পত্র পুষ্প পড়িল ভূতলে।

তাহা দেখি নৃপসেনা, হইলেক অন্যমনা,
অশ্ব নিতে না পারিল শালে ॥
মারুতি রুধিল বাট, ত্রাসিত রাজার ঠাট,
পরস্পর কহে নানা কথা।
কিবা হৈল দুরদৃষ্ট, অকস্মাৎ জলবৃষ্ট,
মায়া কৈল কেমন দেবতা ॥
মনে উপজিল ভয়, এ কর্ম্ম অন্যের নয়,
ঘোড়া নিতে আসে পুরন্দর।
শ্যামবর্ণ পীতপুচ্ছে, হেন অশ্ব কোথা আছে,
শিলাঘাতে শরীর জর্জ্জর ॥
নৃপসেনা হেনমতে, বিষাদ করিয়া চিতে,
অন্ধকারে না দেখি নয়নে।
চান্দোয়া চামর কোথা, খণ্ডখণ্ড হৈল ছাতা,
করি দন্ত খসি পড়ে ভূমে ॥
মেঘবর্ণ হেনকালে, ঘোটক লইয়া কোলে,
ল'য়ে গেল পর্ব্বত উপরে।
বৃষকেতু বৃকোদর, আনন্দিত বহুতর,
আলিঙ্গন করিল তাহারে ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ বিনাশন।
সেবি কৃষ্ণ-পদাম্বুজ, কহে কৃষ্ণ দাসানুজ,
কৃষ্ণপদে থাকে যেন মন ॥

যুবনাশ্ব রাজার হস্তিনা গমন ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন।

জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন।
এবে কহ যুবনাশ্ব রাজার কথন ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
সিংহাসনে বসিলেন ভীম মহাশয় ॥
নানা উপহারে রাজা ভীমেরে তুষিল।
মহাসুখে বৃকোদর ভোজন করিল ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সম্প্রীতি পাইয়া।
ভীমের সম্মুখে রহে যোড়হাত হৈয়া ॥
তোমার প্রসাদে দেখি গোবিন্দ-চরণ।
যুধিষ্ঠির দরশনে পাপ বিমোচন ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিব নারায়ণ।
শুন ভীমসেন মম এই নিবেদন ॥
প্রভাত সময়ে রাজা দিলেন ঘোষণা।
কৃষ্ণ দরশনে সব যাইব হস্তিনা ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা আনন্দিত হৈয়া।
মায়ের নিকটে বলে প্রণাম করিয়া ॥
চল গো জননি যাব হস্তিনানগরী।
গঙ্গাস্নান করি সবে দেখিব শ্রীহরি ॥
ঘুচিবে সকল পাপ কৃষ্ণ-দরশনে।
বিলম্ব না কর মাতা চল ভীমসনে ॥
এত যদি কহিলেন যুবনাশ্ব রাজ।
কহিতে লাগিল মাতা বুঝিয়া অকাজ ॥
রাজার নন্দিনী হই আমি রাজরাণী।
দেশান্তরে যাব আমি কভু নাহি শুনি ॥
ঘরে বাহির আমি না হই কখন।
কি বুঝিয়া বল বাপু কুৎসিত বচন ॥
কহিলেন যুবনাশ্ব শুন গো জননি।
থাকিলে অনেক ভাগ্য দেখে চক্রপাণি ॥
কত জন্ম ফলেতে করয়ে গঙ্গাস্নান।
মরিলে গঙ্গার জলে পাইবে নির্ব্বাণ ॥
বধূগণ সঙ্গে ল'য়ে চলহ সত্বর।
দেখিবে পরমানন্দে হস্তিনানগর ॥
শুভক্ষণে অশ্বেরে পালন কৈনু আমি।
দেখিব তুরগ হৈতে অখিলের স্বামী ॥
পুত্রের শুনিয়া কথা বলিল আবার।
এতধর্ম্ম না করিল জনক তোমার ॥
একছত্রে ভুঞ্জিলেক ভদ্রাবতীপুরী।
নানা যজ্ঞ দান কৈল বলিতে না পারি ॥
আমা সবা ল'য়ে কভু না গেল বিদেশে।
কৃষ্ণ নাম না শুনিনু থাকি গৃহবাসে ॥
অধোমুখ হৈল রাজা মায়ের বচনে।
পাত্রেরে বলিল লহ করিয়া যতনে ॥
ভূপাদেশে পাত্র তারে বন্ধন করিল।
দিব্য চতুর্দ্দোল করি তাহাকে লইল ॥
চতুর্দ্দোল করি তারে করিলেক স্কন্ধে।
মহাপাপে রাজমাতা উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ॥
দেখিয়া রাজার ভক্তি বীর বৃকোদর।
ধন্য ধন্য প্রশংসা করিল বহুতর ॥

সেই অশ্ব ল'য়ে রাজা চলিল আপনি।
অগ্রে গেল বৃকোদর বড় অভিমানী॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ নৃপতির সাথে।
প্রবেশ করিল গিয়া পুর হস্তিনাতে॥
একা ভীমে দেখিয়া কহেন নরপতি।
বৃষকেতু কোথা ভীম কহ শীঘ্রগতি॥
মেঘবর্ণ বীর কোথা কহ সমাচার।
কোথায় যজ্ঞের অশ্ব না দেখি আমার॥
অশ্ব ল'য়ে যুবনাশ্ব আইসে আপনি।
কৃষ্ণ দরশন আসে শুন নৃপমণি॥
পরিবার সহিত আইসে নরপতি।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ লইয়া সংহতি॥
ভীমের বচনে আনন্দিত যুধিষ্ঠির।
কোল দিয়া ভীমসেনে চিত্ত করে স্থির॥
তবে যুধিষ্ঠির কহিলেন ভীমসেনে।
কহ গিয়া এই কথা দ্রৌপদীর স্থানে॥
যুবনাশ্বে পূজা করি আনহ মন্দিরে।
শুন ভীম এই ভার দিলাম তোমারে॥
আজ্ঞা প্রাপ্তে সত্বরে চলিল বৃকোদর।
কহিল সকল কথা দ্রৌপদী গোচর॥
কুন্তী যাজ্ঞসেনী আদি যত নারীগণ।
স্বর্ণথালে করিল মঙ্গল আয়োজন॥
ধূপ দীপ শঙ্খঘণ্টা আদি যত দ্রব্য।
কুসুম চন্দন আর নিল হব্য গব্য॥
নৃপতির অভিলাষ বুঝি নারায়ণ।
দিব্যাসনে বসিলেন প্রসন্নবদন॥
নানামত বাদ্য বাজে হস্তিনানগরে।
ভীমসেন গেল যুবনাশ্বে আনিবারে॥
হেনকালে যুবনাশ্ব আইল নগরে।
ভীম তাঁরে আনিলেন মহা সমাদরে॥
অগ্রভাগে দ্রৌপদী করিতে নির্ম্মঞ্ছন।
কুসুম চন্দন নিল নানা আয়োজন॥
পরিবার সহিত গেলেন নরপতি।
যুধিষ্ঠির চরণেতে করিল প্রণতি॥
নানাদান যজ্ঞ করে যাঁর দরশনে।
দেখিলাম নারায়ণ তোমার মিলনে॥
ধন্য ধন্য যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দন।
তোমা হৈতে দেখিলাম গোবিন্দ-চরণ॥
এত বলি যুবনাশ্ব গলে বস্ত্র দিয়া।
ধরিল গোবিন্দ-পদ ভূমে লোটাইয়া॥
লক্ষ দণ্ডবৎ কৈল গোবিন্দ-চরণে।
আনন্দেতে অশ্রু বহে রাজার লোচনে॥
সুবেগ রাজার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া।
কৃষ্ণপদ পরশিল দুই হস্ত দিয়া।
পরে রাজনারী আসি করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ সবারে দিলেন ঘনশ্যাম॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা মাতারে ধরিয়া।
কৃষ্ণস্থানে কহিলেন বিনয় করিয়া॥
আমার মায়ের দোষ ক্ষম চক্রপাণি।
আপনার গুণে কৃপা করহ আপনি॥
জীবের জীবন তুমি সংসারের সার।
তুমি না করিলে কৃপা কে করিবে আর॥
পরম কারণ তুমি পতিত-পাবন।
তোমার দর্শনে মম পাপ বিমোচন॥
হিংসা করি পুতনাও পাইল তোমারে।
স্নেহগুণে তোমায় পাইল যুধিষ্ঠিরে॥
কামভাবে ব্রজবধূ পাইল তোমাকে।
এ সকল কথা শুনিয়াছি মুনি-মুখে॥
মহাপাপকারিণী হে আমার জননী।
আপনার গুণে কৃপা কর চক্রপাণি॥
তবে কৃপাদৃষ্টিতে চাহিয়া নারায়ণ।
তাহার যতেক পাপ করেন মোচন॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সম্প্রীতি পাইয়া।
কৃষ্ণকে করেন স্তব যোড়হস্ত হইয়া॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন।
তুমি ইন্দ্র তুমি যম কুবের পবন॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি সে পাতাল।
তুমি জল তুমি স্থল দশদিক্‌পাল॥
তুমি দিবা তুমি রাত্রি পর্ব্বত সাগর।
তুমি যোগ তুমি ভোগ তুমি চরাচর॥
মাস তুমি বার তুমি, তিথি পঞ্চদশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর তুমি, তুমি সে তাপস॥

তোমার মহিমা প্রভু কে বলিতে পারে।
এই তত্ত্ব জানি আমি বিদিত সংসারে॥
এক সুবর্ণেতে হয় নানা অলঙ্কার।
একেলা ধরিলে কত শত অবতার॥
তোমার সকল সৃষ্টি সর্ব্বমূল তুমি।
ব্রহ্মাদি না পায় তত্ত্ব কি বলিব আমি॥
ধন্য যুধিষ্ঠির রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
দেখিলাম তোমা হৈতে অভয় চরণ॥
ধন্য বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
যাহা হৈতে দেখিলাম গোবিন্দ-চরণ॥
আমার যতেক ভাগ্য বলিতে না পারি।
তোমার অভয় পদ দেখিনু মুরারি॥
এত বলি বাজী বাগ ধরি নৃপবর।
আনিল যজ্ঞের ঘোড়া কৃষ্ণের গোচর॥
হরিষে আছেন যুধিষ্ঠির নরবর।
দ্বারকায় চলিলেন দেব দামোদর॥
অপার মহিমা তাঁর কে কহিতে পারে।
দ্বারকায় গেলেন না কহি পাণ্ডবেরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

হেথা যুধিষ্ঠির রাজা রজনী প্রভাতে।
ডাক দিয়া অর্জ্জুনেরে আনেন সাক্ষাতে॥
একেলা অর্জ্জুনে দেখি কহেন রাজন।
বলহ কিরীটি কোথা বিপদ-ভঞ্জন॥
অর্জ্জুন বলেন হরি ছিলেন সভায়।
তত্ত্ব নাহি জানি, তিনি আছেন কোথায়॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ তোমার গোচরে।
সতত থাকেন ইহা বিদিত সংসারে॥
না বলিয়া গোবিন্দ গেলেন নিজালয়ে।
কি পাপ জন্মিল ভাই আমার হৃদয়ে॥
এত বলি অধোমুখে আছেন নৃপতি।
ভীম সহদেব তথা আইল ঝটিতি॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর আইল দুইজন।
হেনকালে আসিলেন ব্যাস তপোধন॥
ব্যাসে দেখি যুধিষ্ঠির করেন প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিলেন ব্যাস মহামতি॥
অবধান কর শুন মুনি মহামতি।
ঘোড়া আনিলেক ভীম করিয়া শকতি॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ বিক্রম করিল।
সহ পরিবার রাজা আমারে ভজিল॥
আপনি আইল রাজা তুরঙ্গ লইয়া।
সম্প্রীতি পাইল রাজা আমারে দেখিয়া॥
মুনি কন যুধিষ্ঠির শুনহ বচন।
আর ভয় নাই যজ্ঞ কর আরম্ভন॥
নিমন্ত্রিয়া আন যত ঋষি মুনিগণে।
যজ্ঞ আরম্ভন কর আজি শুভক্ষণে॥
উত্তম মধ্যমাধম এ তিন প্রকার।
সবাই পালিবে ধর্ম্ম যথাশক্তি যার॥
উত্তম যে লোক তার শুন ব্যবহার।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম ধর্ম্মের কুমার॥
লোভ মোহ ক্রোধ ত্যজি কৃষ্ণে কর মতি
উত্তম সে ভাগবত শুনে নরপতি॥
শত্রু মিত্র বলি তত্ত্ব কিছুই না জানে।
মধ্যম সে ভাগবত জানে সর্ব্বজনে॥
পরনারী পরদ্রব্য হরিবারে মন।
অধম বলিয়া তারে জানিবে রাজন্॥
চণ্ডাল করয়ে যদি বৈষ্ণবের কাজ।
মহাজন বলিয়া জানিবে মহারাজ॥
ব্রাহ্মণ করয়ে যদি চণ্ডালের কর্ম্ম।
চণ্ডাল বলিয়া তারে জানিহ হে ধর্ম্ম॥
যার যেই নিজ বৃত্তি করে যেই জন।
ধর্ম্মবন্ত বলি তারে জানিবে রাজন॥
নিজবৃত্তি ছাড়ি যেবা পরবৃত্তি করে।
সেই সে অধর্ম্ম বলি জানাই তোমারে॥
পিতৃকার্য্য দেবকার্য্য অতিথি সেবন।
যে জন করয়ে সেই হয় মহাজন॥
শুচি আর সত্যবাদী পালে নিজ ধর্ম্ম।
ইহার সমান আর নাহি কোন কর্ম্ম॥

কহিলাম সংক্ষেপে শুনহ নরপতি ।
কৃষ্ণে আনি যজ্ঞ কর রাজা মহামতি ॥
এ বড় বিস্ময় মম উপজিল মনে ।
তোমার সংহতি কৃষ্ণ নাহি দেখি কেনে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ছিলা চক্রপাণি ।
দ্বারকা গেলেন হরি তত্ত্ব নাহি জানি ॥
কৃষ্ণ না দেখিয়া মম উচাটন মন ।
না কহিয়া আমারে গেলেন নারায়ণ ॥
সেই হেতু আমি বড় ভয় করি মনে ।
না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গেলেন কি কারণে ॥
ব্যাস বলিলেন রাজা শুনহ বচন ।
দ্বারকা গেলেন হরি আছে প্রয়োজন ॥
ভীমে পাঠাইয়া তুমি আনহ কৃষ্ণেরে ।
আমি তপোবনে যাই তপ করিবারে ॥
এত বলি ব্যাস চলিলেন তপোবন ।
ভীমেরে ডাকেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
কৃষ্ণকে না দেখে মম মন উচাটন ।
কৃষ্ণ বিনা নাহি রহে আমার জীবন ॥
ভীম বলিলেক যাই কৃষ্ণ আনিবারে ।
কি কারণে দুঃখ তুমি ভাবহ অন্তরে ॥
রথ আরোহিয়া গেল দ্বারকা নগরে ।
দূত জানাইল গিয়া গোবিন্দ গোচরে ॥
ভীম আগমন শুনি দেব নারায়ণ ।
আনন্দে কহেন আন করিয়া যতন ॥
ভোজন করিতে সুখে ছিলেন শ্রীহরি ।
ভীমে আনিলেন দূত সমাদর করি ॥
ভোজন করেন সুখে বসি নারায়ণ ।
হেনকালে উপনীত পবন নন্দন ॥
এস এস বলি কৃষ্ণ ডাকেন ভীমেরে ।
দাসীগণ পাদ্য অর্ঘ্য যোগাইল তারে ॥
গোবিন্দ বলেন ভাই করহ ভোজন ।
রুক্মিণী আনিয়া দিল দিব্যান্ন ব্যঞ্জন ॥
ভোজন করেন ভীম মনের হরিষে ।
যত দেন তত খান আঁখির নিমিষে ॥
ভীমের ভোজন দেখি হাসে সত্যভামা ।
ধন্য তব উদর না দিতে পারি সীমা ॥
লজ্জিত হইয়া ভীম গোবিন্দ মায়ায় ।
না শুনিয়া সেই কথা আঁচান ত্বরায় ॥
কর্পূর তাম্বুল শেষে করিয়া ভক্ষণ ।
বিচিত্র প্যলঙ্কোপরে করিল শয়ন ॥
ভীম বলে কৃষ্ণচন্দ্র নিবেদি তোমারে ।
দ্বারকা আইলে তুমি না কহি রাজারে ॥
তোমা না দেখিয়া রাজা দুঃখ পায় মনে ।
ব্যাস বলিলেলেন তাঁরে যজ্ঞ আরম্ভনে ॥
আপনি তথায় চল যজ্ঞ দেখিবারে ।
আমাকে পাঠান রাজা লইতে তোমারে ॥
গোবিন্দ বলেন ভাই বঞ্চ এ রজনী ।
প্রভাতে ভেটিব গিয়া ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
এত বলি নারায়ণ করেন শয়ন ।
নানা কথা কুতূহলে রজনী যাপন ॥
রজনী প্রভাতে হরি বিচারি অন্তরে ।
ডাক দিয়া আনিলেন দেব হলধরে ॥
অক্রুর উদ্ধব আর বিজ্ঞ সর্ব্বজনে ।
গদ শাম্ব প্রদ্যুম্নাদি যত যদুগণে ॥
কৃষ্ণে প্রণমিয়া সবে বসিল আসনে ।
গোবিন্দ বলেন কথা সবা বিদ্যমানে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন যুধিষ্ঠির ।
আসিলেক আমারে লইতে ভীম বীর ॥
যজ্ঞ দেখিবারে আমি করিব গমন ।
করিবে সকলে মেলি দ্বারকা রক্ষণ ॥
রাখিয়া দ্বারকাপুরী সযত্ন হইয়া ।
আমি যাব কৃতবর্ম্মা উদ্ধবে লইয়া ॥
দারুক আনিল রথ সাজায়ে সত্বরে ।
শুভক্ষণে চাপিলেন হরি তদুপরে ॥
অগ্রে হ'য়ে ভীমসেন আইল সত্বরে ।
কৃষ্ণ আগমন কথা কহিল রাজারে ॥
শুনিয়া আনন্দ বড় ধর্ম্ম নরপতি ।
চলিলেন কৃষ্ণেরে আনিতে শীঘ্রগতি ॥
সহদেব নকুল অর্জ্জুন মহামতি ।
বিদুরাদি সর্ব্বজন চলিল সংহতি ॥
যুবনাশ্ব নরপতি যায় তার সঙ্গে ।
কৃষ্ণ আনিবারে চলে অতি বড় রঙ্গে ॥

হেনমতে আনন্দিত নগরের জনা।
কৃষ্ণ দরশনে যান সকল হস্তিনা ॥
অগ্রগামী যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ আনিবারে।
হেনকালে শ্রীকান্ত আসিলেন নগরে ॥
পদব্রজে আসিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
দেখিয়া ত্যজেন রথ কৃষ্ণ মহামতি ॥
কি কব তুলনা যাঁর দিতে নারে বেদে।
সেই হরি প্রণমিল যুধিষ্ঠির পদে ॥
আলিঙ্গন কৃষ্ণেরে দিলেন নরপতি।
হরিষে চলেন কৃষ্ণ পাণ্ডব সংহতি ॥
যুধিষ্ঠির-পুরে প্রবেশিলেন শ্রীজানি।
রাজসভা সুসজ্জা করেন নৃপমণি ॥
সভাসদ্‌গণ সব বসিল সভাতে।
হেনকালে ব্যাস আসিলেন ইচ্ছামতে ॥
কৃষ্ণে দেখি মহামুনি আনন্দ অপার।
প্রশংসা করেন ধন্য পাণ্ডুর কুমার ॥
যজ্ঞ হোম দানে যাঁরে না পায় দেখিতে।
হেন কৃষ্ণ দেখিলাম তোমার সাক্ষাতে ॥
এত বলি সভাতে বসিল মহামুনি।
হেনকালে প্রসঙ্গ করেন চক্রপাণি ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির আমার বচন।
উপস্থিত কর যত আছে অয়োজন ॥
দেশে দেশে পাঠাইয়া আন হব্য গব্য।
যজ্ঞ করিবারে চাহি ভাল ভাল দ্রব্য ॥
বিলম্ব না হয় আন দূত পাঠাইয়া।
যতনে রাখিবে দ্রব্য ভাণ্ডারে পূরিয়া ॥
রাজাকে কহেন তবে ব্যাস তপোধন।
বিলম্ব না কর রাজা কর অয়োজন ॥
আমার বচন তুমি শুন নরনাথ।
অশ্বমেধ যজ্ঞে বহু হইবে উৎপাত ॥
সাধু কর্ম্মে আছয়ে বাধক বহুতর।
কিন্তু তব সখা এই দেব দামোদর ॥
অতএব উদ্বেগ না হবে নরপতি।
তোমারে জিনিতে কার' নাহিক শকতি ॥
দূত পাঠাইয়া শীঘ্র কর অয়োজন।
আমন্ত্রণ করি আন দেব মুনিগণ ॥
ব্যাসের বচনে রাজা অর্জ্জুনে ডাকেন।
যজ্ঞ অয়োজন হেতু যতনে কহেন ॥
অর্জ্জুন নিযুক্ত করিলেন দূতগণে।
নানা দ্রব্য আনে তারা পরম যতনে ॥
পুরী পরিস্কার করে কত শত জন।
যজ্ঞের মণ্ডপ কেহ করয়ে গঠন ॥
দধিকুল্য ঘৃতকুল্য দুগ্ধ সরোবর।
ত্রিবিধ করিল কত দেখিত সুন্দর ॥
দধি সরোবর করে অতি মনোহর।
আয়োজনে পূর্ণ কৈল সকল ভাণ্ডার ॥
কৃষ্ণ যাহে তুষ্ট তাহা হইল আপনি।
আইল কতেক দ্রব্য সংখ্যা নাহি জানি ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে যুধিষ্ঠির আছেন্ সভাতে।
হেনকালে উৎপাত হইল আচম্বিতে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান্।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ।

জন্মেজয় কহিলেন কহ মহামুনি।
যজ্ঞের আরম্ভ কথা অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
অর্জ্জুন গেলেন যদি অশ্ব রাখিবারে।
ভ্রমণ করিল ঘোড়া পৃথিবী ভিতরে ॥
ধরিয়া রাখিল ঘোড়া কোন্ বলবান।
কার সহ কি প্রকার সংগ্রাম বিধান ॥
আমাকে সে সব কথা কহ তপোধন।
তোমার প্রসাদে শুনি পূর্ব্ব বিবরণ ॥
বলেন বৈশম্পায়ণ শুন জন্মেজয়।
অশ্বমেধ শ্রবণেতে পাপ নষ্ট হয় ॥
বলিলেন ব্যাস তবে ধর্ম্মরাজ প্রতি।
মুনি ঋষি আমন্ত্রিয়া আন শীঘ্রগতি ॥
আরম্ভ করহ যজ্ঞ মধু পূর্ণিমাতে।
যজ্ঞের সামগ্রী তুমি আনহ ত্বরিতে ॥
ব্যাসের বচনে রাজা ভীমে পাঠাইয়া।
ঋষি মুনি ব্রাহ্মণেরে আনেন ধরিয়া ॥
পাণ্ডবের আমন্ত্রণ প্রাপ্তে মুনিগণ।
হস্তিনানগরে আসি দিল দরশন ॥

পাদ্য অর্ঘ্যে যুধিষ্ঠির করিয়া পূজন।
প্রণাম করিয়া সবে দিলেন আসন॥
বসিলেন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে স্মরিয়া।
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল লইয়া॥
অনুচরে আয়োজন সব যোগাইল।
যজ্ঞের মণ্ডপে সব যতনে থুইল॥
বেদের বিধানে মঞ্চ করিল নির্ম্মাণ।
আশী হাত গর্ত্ত সেই সুন্দর গঠন॥
শাস্ত্রমত কুণ্ড শত হাত পরিসর।
নির্ম্মাইল যজ্ঞবেদী পরম সুন্দর॥
সুবর্ণ রচিত ঘট আরোপিল তাতে।
পুষ্পঝারা বান্ধিল চান্দোয়া চারিভিতে॥
দ্রৌপদীর সহিত ধর্ম্মরাজ করি স্নান।
করিলেন দোঁহে শুক্লবস্ত্র পরিধান॥
বেদধ্বনি করিলেন সর্ব্ব মুনিগণ।
ধৌম্য পুরোহিত করে বেদ উচ্চারণ॥
সঙ্কল্প করেন শুভক্ষণে নরপতি।
তবে ব্যাসদেব নৃপে দেন অনুমতি॥
ব্রাহ্মণ বরণ কর বসন ভূষণে।
ত্বরায় আনহ অশ্ব যজ্ঞ সন্নিধানে॥
ব্যাসের বচনে রাজা সানন্দ হইয়া।
আনাইল তুরঙ্গকে যজ্ঞে সাজাইয়া॥
আসন বসন সব কনকে রচিত।
সুবর্ণের থালি ঝারি মণিতে খচিত॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে করিছে বরণ।
প্রত্যক্ষ সবারে দেন আসন ভূষণ॥
বরণ পাইয়া চিত্তে আনন্দিত মনে।
বসিল সকল দ্বিজ যজ্ঞ আরম্ভনে॥
দ্রৌপদী সহিত ব্রতী হইল রাজন্।
মধুপূর্ণিমাতে হৈল যজ্ঞ আরম্ভন॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ ঘোড়া আনিয়া সত্বর।
প্রক্ষালেন দুই পদ ধর্ম্ম নরবর॥
কুসুম চন্দনে ঘোড়া করিল ভূষণ।
বান্ধিলেন অশ্বভালে সুবর্ণ দর্পণ॥
যুধিষ্ঠির নিজ নাম লিখেন দর্পণে।
পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া আপনার মনে॥
যদি কেহ বীর থাকে পৃথিবী ভিতরে।
ধরিলে যজ্ঞের ঘোড়া জিনিব তাহারে॥
নিজ বলে ছাড়াইয়া তুরগ আনিব।
তবে অশ্বমেধ যজ্ঞে সঙ্কল্প করিব॥
অশ্বভালে দর্পণেতে এ সব লিখিল।
ঘোটক অঙ্গেতে নানা অলঙ্কার দিল॥
কুন্তী আর গান্ধারী প্রভৃতি যত নারী।
হুলাহুলি মঙ্গল করিল আগুসরি॥
সত্যভামা আদি যত কৃষ্ণের রমণী।
মঙ্গল বিধানে অশ্ব পূজিল তখনি॥
ধনঞ্জয়ে ডাকিয়া বলিল নরবর।
অশ্ব রক্ষা হেতু ভাই সাজহ সত্বর॥
আমি ব্রতী হইয়া রহিব যজ্ঞস্থানে।
দিবানিশি দ্রৌপদী সহিত একাসনে॥
অসিপত্র ব্রত আচরণে দিব মন।
যতনে করিও ভাই ঘোটক রক্ষণ॥
অশ্ব চুরি হৈলে যজ্ঞ সাঙ্গ নাহি হবে।
ব্রত নষ্ট হবে আর কলঙ্ক রটিবে॥
শুনিয়াছি মুনি-মুখে এ সব কথন।
অশ্বহারা হ'য়ে দুঃখ পায় কত জন॥
যতনে রাখিবে অশ্ব বীর ধনঞ্জয়।
পৃথিবী ভ্রমিলে ঘোড়া কার্য্য সিদ্ধি হয়॥
নকুল থাকিবে মাত্র আমার সংহতি॥
সঙ্গেতে লইয়া যাও যত সেনাপতি॥
খাণ্ডব দহিয়া তুমি তুষিলে অনলে।
নিবাত কবচ বিনাশিলে বাহুবলে॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্বে করিলে অপমান।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সহ করিলে সংগ্রাম॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা চিন্ত অকারণে।
আমারে জিনিতে বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
পৃথিবী ভ্রমিয়া আমি তুরঙ্গ আনিব।
যদি কেহ ঘোড়া ধরে তারে বিনাশিব॥
কৃষ্ণের প্রসাদে ভয় না করি কাহারে।
কহিলাম সত্য আমি সবার গোচরে।
এত বলি ধনঞ্জয় হইল বিদায়।
ঋষি মুনিগণ দিল জয়ধ্বনি তায়॥

অশ্ব পিছে ধনঞ্জয় করেন প্রয়াণ।
বাজায় দামামা ভেরি খমক নিশান ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ভীম মহাবীরে।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাও অশ্ব রাখিবারে ॥
প্রদ্যুম্নকে ডাকিয়া বলিল নারায়ণ।
অশ্ব রাখিবারে পুত্র করহ গমন ॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি যতেক ধনুর্দ্ধর।
গদা শাম্ব সঙ্গে ল'য়ে চলহ সত্বর॥
রাখিও তুরগ সবে মন্ত্রণা করিয়া।
যুঝিও সমর মধ্যে সাবধান হৈয়া ॥
এত বলি প্রত্যেকেরে করিলা বিদায়।
প্রণমিয়া নারায়ণে সব সৈন্য যায় ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সুবেগ কুমার।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যান অশ্ব রাখিবার ॥
বৃষকেতু বীর আদি কর্ণের নন্দন।
অনেকে অশ্বের সঙ্গে করিল গমন ॥
দৈবযোগে তুরঙ্গ চলিল শুভক্ষণে।
প্রথমে যজ্ঞের ঘোড়া চলিল দক্ষিণে ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

নীলধ্বজ রাজার সহিত যুদ্ধ।

বৈশম্পায়ন কহেন শুন জন্মেজয়।
দক্ষিণ দিকেতে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
পশ্চাতে চলিল সৈন্য নানা অস্ত্র ধরি।
করিল প্রবেশ গিয়া মাহেশ্বরী পুরি ॥
মাহেশ্বরী পুরে রাজা নীলধ্বজ নাম।
অস্ত্র শস্ত্র বিশারদ বীর গুণধাম ॥
ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালে নীলধ্বজ রায়।
নানা সুখে আছে প্রজা ক্লেশ নাহি পায় ॥
প্রবীর নামেতে তার প্রধান তনয়।
যৌবনে হইয়া মত্ত নাহি ধর্ম্ম ভয় ॥
যুবতী লইয়া সদা কেলি করে জলে।
নানা রঙ্গে নানা ভঙ্গে খেলে কুতূহলে ॥
হেনকালে সেই অশ্ব যায় সেই পথে।
প্রবীর বনিতা তাহা পাইল দেখিতে ॥
মদন মঞ্জরী নামে প্রবীর বনিতা।
স্বামী আগে যোড়হাতে কহে ধীরে কথা ॥
হের দেখ অশ্ব আসে সর্ব্বসুলক্ষণ।
ঘোড়ার অঙ্গেতে কত মুকুতা রতন ॥
সোণার নূপুর বাজে অশ্বের চরণে।
ভুলিল আমার মন অশ্ব দরশনে ॥
অশ্ব ধরি দেহ মোরে প্রাণের ঈশ্বর।
নহিলে মরিব আমি তোমার গোচর ॥
বনিতার বাক্য শুনি রাজার নন্দন।
ছুটিয়া ধরিল ঘোড়া, সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
অশ্ব ভালে লিখন পড়িল নৃপসুত।
পড়ি লেখা অহঙ্কার বাড়িল বহুত ॥
অশ্ব ধরি কুমার কহিল নারীগণে।
ঘোড়া ল'য়ে তোমরা চলহ নিকেতনে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাজা যুধিষ্ঠির।
অশ্বেরে রক্ষিতে এল ধনঞ্জয় বীর ॥
অহঙ্কারে অশ্বভালে ক'রেছে লিখন।
ধরিতে আমার ঘোড়া, আছে কোন্‌জন ॥
যদি কেহ অশ্ব ধরে বিনাশিব তারে।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া, হস্তিনানগরে ॥
কদাচিত আমি অশ্ব না দিব পাণ্ডবে।
ঘোড়া না পাইলে আসি সংগ্রাম করিবে ॥
অতএব তোমা সবা যাও অন্তপুরে।
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া ল'য়ে পাক ঘরে ॥
হেথা অশ্ব না দেখিয়া পাণ্ডবেরগণ।
নানা অস্ত্র ল'য়ে যায় করিবারে রণ ॥
আগে আসে পার্থ বীর ধনুঃশর হাতে।
দেখা হল' তবে তাঁর প্রবীরের সাথে ॥
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে বীর ধনঞ্জয়।
ধরিলে যজ্ঞের ঘোড়া মনে নাহি ভয় ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিছেন যুধিষ্ঠির।
ঘোড়া ধরে পৃথিবীতে আছে কোন বীর ॥
প্রবীর বলিল নাহি কর অহঙ্কার।
ঘোড়া ধরি আমি নীলধ্বজের কুমার ॥
বুঝিব তোমার শক্তি পাণ্ডব-নন্দন।
লইবে কেমনে ঘোড়া করি তুমি রণ ॥

হাসিয়া অর্জ্জুন বলে যুদ্ধ তোর সনে।
একথা জানিলে হাসিবেক ক্ষত্রগণে॥
বিবাদ করিব আমি বালক সংহতি।
যুঝিবে তোমার সঙ্গে মম সেনাপতি॥
অর্জ্জুনের বাক্য রোষে রাজার কুমার।
আকর্ণ পূরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার॥
এত শুনি অগ্নিদেব প্রবেশিল রণে।
অর্জ্জুন কটক সব দহিল আগুনে॥
দেখিয়া অর্জ্জুন কহিছেন বৈশ্বানরে।
ক্ষমা করি অগ্নি হও সদয় আমারে॥
খাণ্ডব দহিয়া আমি তুষিনু তোমারে।
অক্ষয় কবচ তুমি দিয়াছ আমারে॥
এখন শক্রতা কর কিসের লাগিয়া।
মিনতি করিয়া বলি যাহ নিবর্ত্তিয়া॥
অশ্বমেধ করিবেন পাণ্ডুর নন্দন।
তাহাতে করিবে তুমি আহুতি ভক্ষণ॥
অর্জ্জুন বচনে অগ্নি সম্প্রীতি পাইল।
তেজ নিবারণ করি অর্জ্জুনে তুষিল॥
অগ্নির পাইয়া আজ্ঞা বীর ধনঞ্জয়।
এড়িলেন বরুণাস্ত্র হইয়া নির্ভয়॥
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি সলিল পরশে।
মন্দানল হ'য়ে গেল নৃপতির পাশে॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল যত নৃপ সেনাগণ।
আপনি পলায় রাজা পরিহরি রণ॥
প্রবীর রাজার পুত্র আছিল পশ্চাতে।
দেখিয়া অর্জ্জুনে সেই আইল ত্বরিতে॥
অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তার মুণ্ড কাটা গেল।
প্রবীর রাজার পুত্র ভূমিতে পড়িল॥
পুত্রশোকে নীলধ্বজ বিরস বদন।
ভঙ্গ দিল মনোদুঃখ পাইয়া রাজন॥
নীলধ্বজে কহে অগ্নি মধুর ভারতী।
অর্জ্জুনে জিনিতে নাহি তোমার শকতি॥
আমার বচনে তুমি পরিহর রণ।
মনুষ্য না হয় পার্থ নর-নারায়ণ॥
আমি অগ্নি শুন রাজা পাণ্ডবের পক্ষ।
পাণ্ডবের সখ্যকরি না করি অসখ্য।
তুরগ অর্পিয়া তুমি দ্রুত কর প্রীতি।
রাজ্য প্রজা রক্ষা পাবে শুন নরপতি॥
নহেত' অসাধ্য বড় হইবে দুষ্কর।
রাখিতে নারিব আমি শুন নৃপবর॥
জামাতার বাক্য শুনি নীলধ্বজ রায়।
অশ্ব আনিবার তরে অন্তঃপুরে যায়॥
পুত্রশোকে নৃপতির অন্তর জর্জ্জর।
নয়নে সলিল-ধারা বহে নিরন্তর॥
বিরস বদনে রাজা গেল অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা প্রিয়ার গোচরে॥
সংগ্রামে পড়িল পুত্র সমাচার পেয়ে।
ক্রন্দন করেন রাণী অচেতন হ'য়ে॥
কোথা সে প্রবীর বলি কাঁদে নরপতি।
পুত্রশোকে অচেতনা জনা গুণবতী॥
নৃপতি বলেন তুমি না কাঁদিও আর।
অশ্ব দিয়া রাজ্য আমি রাখি আপনার॥
ছিলাম পুরুষ আমি, হইলাম নারী।
এ সব ঈশ্বরলীলা বুঝিতে না পারি॥
সম্প্রীতি করিব আমি অর্জ্জুনের সনে।
সংগ্রামে মরিল পুত্র কার্য্য নাহি রণে॥
জনা বলে কি কথা কহিলে নরপতি।
শক্র সঙ্গে কেমনেতে করিবে পিরীতি॥
প্রবীরে মারিয়া সে হইল মোর অরি।
তার সঙ্গে প্রীতি কর কহিতে না পারি॥
সাহস করিয়া তুমি কর গিয়া রণ।
অর্জ্জুনে নাশিয়া কর শোক নিবারণ॥
নীলধ্বজ রাজা বলে শুন রূপবতী।
জামাতা হারিল রণে অর্জ্জুন সংহতি॥
যার বাহুবলে আমি জিনি সবাকারে।
স্থির হ'তে নারে সেই অর্জ্জুনের শরে॥
তুমি কি বুঝাবে নীতি সব আমি জানি।
পাণ্ডবের সহায় আপনি চক্রপাণি॥
প্রীত করি তার সনে অশ্ব সমর্পিয়া।
অশ্বরক্ষা হেতু প্রয়ে যাব গোড়াইয়া॥
শুনি তাহা জনা বলে ধিক্ বীরপণা।
রহিল ঘুষিতে অপযশের ঘোষণা॥

ক্ষত্রকুলে জনমিয়া ত্যজিলে সংগ্রাম ।
শত্রুর আশ্রয় ল'য়ে বৃথা ধর নাম ॥
তোমার সম্মুখে মৈল কোলের কুমার ।
পুত্র শোকে মরি এই তোমার গোচর ॥
এত বলি রাজরাণী কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ।
অশ্ব ল'য়ে নরপতি আইল বাহিরে ॥
অর্জ্জুনেরে অশ্ব দিল নীলধ্বজ রায় ।
যোড়হাতে বলে ক্ষমা করহ আমায় ॥
না জানিয়া মোর পুত্র তুরঙ্গ ধরিল ।
বিধাতা তাহার ফল হাতে হাতে দিল ॥
এত বলি নীলধ্বজ অর্জ্জুনের সঙ্গে ।
তুরঙ্গ রাখিতে রাজা গেল অতি রঙ্গে ॥
তাহা শুনি রাণী অতি ক্রুদ্ধা হ'য়ে মনে ।
অন্তঃপুর ত্যজি গেল ভ্রাতার সদনে ॥

পুত্রশোকে জনার ভ্রাতৃগৃহে গমন ।

তবে জনাবতী নারী, অন্তরেতে ক্রোধ করি,
ত্যজিয়া আলয় ধন জন ।
পুত্রশোকে অধোমুখ, মনেতে ভাবিছে দুঃখ,
স্বামী নিল বিপক্ষ শরণ ॥
পথে যেতে যুক্তি করে, বিনাশিব অর্জ্জুনেরে,
সহোদর সহায় করিয়া ।
না পূরিল মনোরথ, দৈবে মোর এই পথ,
কি করিব ঘরেতে বসিয়া ॥
বিনাশিলে অর্জ্জুনেরে,তবে মোরআশা পূরে,
নহে আমি ত্যজিব শরীর ।
কাতর হইল রাজ, দুঃখতে নাহিক লাজ,
কোথা গেল সে পুত্র প্রবীর ॥
লাজ অধোমুখ হৈয়া, মনে যুক্তি বিচারিয়া,
ভ্রাতার ভবনে গেল চলি ।
উলুকের বিদ্যমানে, জনা কাঁদে সকরুণে,
পুনঃ পুনঃ লোটাইয়া ধূলি ॥
ভগিনীর দশা দেখি, উলুক হইল দুঃখী,
হাতে ধরি তুলিল তাহারে ।
না কহিয়া বিবরণ, কাঁদ কেন অকারণ,
কেবা বল দুঃখ দিল তোরে ॥
জনা বলে ওগো ভাই,কহিবারে আসি নাই,
প্রবীর মরিল আজি রণে ।
অর্জ্জুন আইল পুরে, অশ্ব রাখিবার তরে,
সে হেতু সংগ্রাম তার সনে ॥
যুদ্ধ করে ধনঞ্জয়, জামাতা পাইল ভয়,
পরাজয় হইল নৃপতি ।
পুত্রশোক না ভাবিয়া, তুরগ দিলেন লৈয়া,
পার্থসহ করিলেক প্রীতি ॥
শুনিয়া পাইনু তাপ, না ঘুচিল মনস্তাপ,
স্বামী নিল শত্রুর শরণ ।
বিনাশিয়া অর্জ্জুনেরে,যদি রাজ্য দেহ মোরে,
তবে শোক হয় নিবারণ ॥
এ বড় অধিক লাজ, নীলধ্বজ মহারাজ,
পুত্রশোক না করিল মনে ।
জনমিয়া ক্ষত্রকূলে, অশ্ব রাখিবার ছলে,
ভয়ে গেল অর্জ্জুনের সনে ॥
ধরিনু চরণ তোর, প্রতিজ্ঞা রাখহ মোর,
অর্জ্জুনের বধিয়া জীবন ।
আমি সে অবলাজাতি,কলঙ্কে আছয়ে ভীতি,
নহে আমি করিতাম রণ ॥
ভাই যে উলুক নাম, ধর্ম্মবুদ্ধি অনুপাম,
লজ্জাতে করিল হেঁটমাথা ।
অবলা প্রবলা হ'য়ে, নিজ পুরী তেয়াগিয়ে,
কি কারণে আসিয়াছ হেথা ॥
পার্থ নর-নারায়ণ, কহে যত মুনিগণ,
রণে কেহ জিনিতে না পারে ।
পাণ্ডবের সখা গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
কেবা তাঁর কি করিতে পারে ॥
আপনার ভাল চাহ, নিজালয়ে চলি যাহ,
তবে সে আমার ক্রোধ নাই ।
কি কর্ম্মকরিলে তুমি,কভু নাহি শুনি আমি,
প্রতিফল পাবে মোর ঠাঁই ॥
রহিবেক দুষ্ট ভাষা, নহে কাটিতাম নাসা,
অবলার এত অহঙ্কার ।
ভ্রাতৃমুখে কথা শুনি, জনা অপমান গণি,
নাহি গেল পুরে আপনার ॥

পৃষ্ঠা—৮০০]

প্রবীর ও জনা।

প্রবীরের যুদ্ধ যাত্রা।

মহাভারতের কথা, শুনিলে খণ্ডয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ বিনাশন।
গোবিন্দ চরণে মন, নিয়োজিয়া সর্ব্বক্ষণ,
কাশীরাম দাস বিরচন॥

—

জনার দেহত্যাগ ও অর্জ্জুনের প্রতি গঙ্গার অভিশাপ।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
কি যুক্তি করিল জনা কহ বিবরণ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
দুর্ব্বাক্য শুনিল বহু জনা গুণবতী॥
ভ্রাতার নিকট বড় পেয়ে অপমান।
মনেতে করিল যুক্তি ত্যজিব পরাণ॥
ভাগীরথী তীরে জনা গেল শীঘ্রগতি।
যোড় হাত হ'য়ে বলে আপন ভারতী॥
শুন গঙ্গাদেবী আমি করি নিবেদন।
তোমার সলিলে আমি ত্যজিব জীবন॥
নাশিল অর্জ্জুন মম পুত্র ধন প্রাণ।
আপনি করিবে মাতা ইহার বিধান॥
সেই হেতু চিত্তে বড় হৈল অভিমান।
কাতর হইয়া বলি তোমা বিদ্যমান॥
এত বলি গঙ্গাজলে প্রবেশ করিল।
পুত্রশোক পেয়ে জনা শরীর ত্যজিল॥
জনার মরণে শোক পেয়ে ভাগীরথী।
ক্রোধে অভিশাপ দিল অর্জ্জুনের প্রতি॥
সতীকন্যা মরে পার্থ তোমার কারণে।
সে সকল ভয় তোর নাহি হয় মনে॥
ভীষ্মে নিপাতিলে তুমি কপট করিয়া।
ভয় না করিলে পিতামহ যে বলিয়া॥
কৃষ্ণ সখা বলি তোর বাড়ে অহঙ্কার।
না বুঝ দেবের মায়া পাণ্ডুর কুমার॥
পৌত্র হস্তে ভীষ্ম বীর ত্যজিল পরাণ।
তুমি ও পুত্রের হস্তে হারাইবে প্রাণ॥
শাপিলেন গঙ্গাদেবী তবে অর্জ্জুনেরে।
তাহা শুনি নারায়ণ চিন্তিত অন্তরে॥
ঈষৎ হাসেন কৃষ্ণ পাণ্ডব-সভায়।
ব্যাসদেব বুঝিলেন তার অভিপ্রায়॥
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির দেব নারায়ণে।
কহ কৃষ্ণচন্দ্র তুমি হাস্য কৈলে কেনে॥
গোবিন্দ বলেন শুন ধর্ম্ম নৃপবরে।
অভিশাপ হইল যে পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
গঙ্গা অভিশাপ দেন দুঃখ পেয়ে মনে।
তার মৃত্যু হবে বভ্রুবাহনের রণে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন হইবে কেমনে।
অভিশাপ দেন গঙ্গা কিসের কারণে॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কর অবধান।
মাহেশ্বরীপুরে রাজা নীলধ্বজ নাম॥
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া তাহার নন্দন।
অশ্ব হেতু অর্জ্জুনের সঙ্গে হৈল রণ॥
প্রবীর তাহার পুত্র হত হৈল রণে।
রাজারাণী তনুত্যাগ কৈল অভিমানে॥
গঙ্গাতে মরিল সেই পুত্রশোক পেয়ে।
গঙ্গা অভিশাপ দেন দুঃখিত হইয়ে॥
নীলধ্বজ অশ্ব দিল ধনঞ্জয় বীরে।
আপনি চলিল বীর অশ্ব রাখিবারে॥
অর্জ্জুন কারণে ভয় না করিহ তুমি।
সঙ্কট হইলে রক্ষা করিব সে আমি॥
এত বলি কৃষ্ণ প্রবোধেন যুধিষ্ঠিরে।
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে॥
অমৃত সমান এই ভারত কাহিনী।
আর কি কহিব আমি বল নৃপমণি॥

—

নীলধ্বজের অগ্নিজামাতৃত্ব বিবরণ।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
রাজার জামাতা অগ্নি হইল কেমন॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
এবে কহি নীলধ্বজ রাজার ভারতী॥
জনা নাম ধরে নীলধ্বজের মহিষী।
প্রসব করিল কন্যা পরম রূপসী॥
লক্ষ্মীশাপে জনা গর্ভে এল বসুমতী।
স্বাহা নাম হৈল তার শুন নরপতি॥
হৈল বিভা যোগ্যা কন্যা রাজা ভাবে মনে।
অনুক্ষণ যুক্তি করে পাত্র মিত্র সনে॥

কন্যা বলে শুন পিতা আমার বচন।
মনুষ্য লোকেতে মম নাহি লয় মন ॥
দেবপত্নী হব আমি ইথে নাহি আন।
সত্য কহিলাম পিতা তোমা বিদ্যমান ॥
স্বাহা বাক্যে পুছে রাজা হরিষ অন্তরে।
কাহারে বরিবা তুমি বলহ আমারে ॥
স্বাহা বলে শুন পিতা আমার বচন।
জীবনে মরণে অগ্নি বলে সর্ব্বজন ॥
অনল আমার স্বামী কহিনু তোমারে।
তাঁহাকে আনিয়া দেহ বিবাহ আমারে ॥
রাজা বলে কোথা পাব তাঁর দরশন।
কন্যা বলে আসিবেন করিলে স্মরণ ॥
এত বলি রাজকন্যা পূজে বৈশ্বানরে।
বৈশ্বানর তথা আসি কহেন সত্বরে ॥
নিজ অভিলাষ মোরে কহ গুণবতী।
কিসের কারণে মোরে পূজ নিতি নিতি ॥
স্বাহা বলে তুমি মোরে করহ গ্রহণ।
তবপত্নী হ'ব আমি এই নিবেদন ॥
এবমস্তু বলি অগ্নি সেই বর দিল।
বর পেয়ে স্বাহা মনে সম্প্রীতি পাইল ॥
জানাইল পিতৃদেবে অগ্নি আগমন।
শুনিয়া হৈল রাজা আনন্দিত মন ॥
যোড়হাত হ'য়ে রাজা বলিল অগ্নিরে।
স্বাহা নামে কন্যা আমি দিলাম তোমারে ॥
আপনি করিবে তুমি আমার রক্ষণ।
ধন জন রাজ্য তোমা কৈনু সমর্পণ ॥
তথাস্তু বলিয়া অগ্নি সেই বর দিল।
স্বাহার সহিত তাঁর বিবাহ হইল ॥

পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্মীর শাপ ও পাষাণ
হইতে অশ্ব উদ্ধার।

শ্রীজন্মেজয় বলেন শুন মহামুনি।
পূর্ব্ব বিবরণ কথা তোমা হৈতে শুনি ॥
লক্ষ্মী কেন অভিশাপ দিলেন ধরায়।
পৃথিবীর কি পাতক কহিবে আমায় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
সংক্ষেপে তোমায় কহি সে সব কথন ॥
অপার মহিমা তাঁর কে বুঝিতে পারে।
অবিরত কমলা থাকেন বক্ষোপরে ॥
তাহা দেখি বসুমতী কহেন লক্ষ্মীরে।
তোমার সমান তপ কেহ নাহি করে ॥
না দেখি এমন তপ না শুনি শ্রবণে।
নারায়ণ সঙ্গে তুমি থাক রাত্রি দিনে ॥
মহীবাক্য শুনি দেবী ক্রোধ উপজিল।
মনোদুঃখ পেয়ে তাঁরে অভিশাপ দিল ॥
জন্মিবে জনার গর্ভে হবে স্বাহা নাম।
অনল তোমার স্বামী ইথে নাহি আন ॥
পৃথিবী বলেন তুমি শাপ দিলা মোরে।
নারায়ণ সহ দেখা নহিবে তোমারে ॥
পৃথিবী পালিতে জন্মিবেন নারায়ণ।
সতত পাইব আমি তাঁর দরশন ॥
অনুক্ষণ থাকিবেন গোবিন্দ আমাতে।
এত বলি বসুমতী গেলেন ত্বরিতে ॥
শাপে বর পেয়ে তুষ্ট হইল ধরণী।
স্বাহা নাম হৈল নীলধ্বজের নন্দিনী ॥
যোড়হাতে জিজ্ঞাসেন শ্রীজন্মেজয়।
তারপর কোথা গেল পাণ্ডবের হয় ॥
মুনি বলে অশ্ব গিয়া প্রবেশিল বনে।
দক্ষিণ মুখেতে যায় আনন্দিত মনে ॥
সম্মুখে দেখিয়া শিলা বনের ভিতর।
নিজাঙ্গ ঘর্ষিল ঘোড়া পাষাণ উপর ॥
অপরূপ কথা রাজা শুন জন্মেজয়।
পাষাণে ধরিয়া রাখিলেক সেই হয় ॥
বিরস বদন হৈল কৃষ্ণের নন্দন।
ভীম সহ বিরস হইল সর্ব্বজন ॥
অর্জ্জুন বলেন কিবা আশ্চর্য্য বিধান।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া হইয়া পাষাণ ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি কার ঠাঁই যাব।
কহ দেখি কোনরূপে অশ্ব উদ্ধারিব ॥
প্রদ্যুম্ন বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ঐ দেখ সম্মুখে অপূর্ব্ব তপোধন ॥

তপোবনে মুনিস্থানে করহ প্রস্থান ।
দুঃখ না ভাবিও তুমি শুনহ অর্জ্জুন ॥
প্রদ্যুম্ন অর্জ্জুন আর কত রথিগণে ।
মুনি সম্ভাষিতে সবে গেল তপোবনে ॥
সৌভরি রহিয়াছেন আপন আশ্রমে ।
শিষ্যগণ বসিয়াছে তাঁর বিদ্যমানে ॥
বেদ শাস্ত্র পাঠ দেন আনন্দিত মনে ।
ধনঞ্জয় কামদেব গিয়া সেইখানে ॥
প্রণিপাত করিলেন ভূমিষ্ঠ হইয়া ।
নিজ পরিচয় দেন বিনয় করিয়া ॥
পাণ্ডুর তনয় যুধিষ্ঠির নরপতি ।
অশ্বমেধ করিলেন কৃষ্ণের সংহতি ॥
আমরা আইনু অশ্ব করিতে রক্ষণ ।
অর্জ্জুন আমার নাম শুন তপোধন ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে অশ্ব আইল কানন ।
পাষাণে ধরিল ঘোড়া না জানি কারণ ॥
ভয় পেয়ে নিবেদন চরণে তোমার ।
কহ কহ মহামুনি কি হবে আমার ॥
জ্ঞাতিবধ পাপে রাজা উৎকণ্ঠিত মন ।
না হইল যজ্ঞ সাঙ্গ শুন তপোধন ॥
অর্জ্জুন কহেন যদি এতেক উত্তর ।
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে মুনিবর ॥
শুন শুন পার্থ তুমি বচন আমার ।
চিত্তের সন্দেহ কেন না ঘুচে তোমার ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ তোমার সারথি ।
তথাপিও পাপ বলি মনে ভাব ভীতি ॥
কোটি ব্রহ্মহত্যা যায় যাঁহার স্মরণে ।
হেন কৃষ্ণ নাম তুমি নাহি লও কেনে ॥
না দেখি যে কিছু ভক্তি তোমার অন্তরে ।
সখা বলি জান তুমি দেব গদাধরে ॥
হিংসাতে পূতনা পায় কৃষ্ণের শরীর ।
জ্ঞাতিবধ পাপে কেন ভাবে যুধিষ্ঠির ॥
সতত সম্মুখে যেই দেখে নারায়ণ ।
পাপ নাহি থাকে তার পাণ্ডুর নন্দন ॥
তবে যদি অশ্বমেধে করিয়াছ মতি ।
পাইবে যজ্ঞের হয় না করহ ভীতি ॥
ব্রহ্মশাপে শিলাতনু হইল ব্রাহ্মণী ।
চণ্ডী নামে উদ্দালক মুনির রমণী ॥
তুমি পরশিলে তার হইবে মুকতি ।
পাইবে পূর্ব্বের তনু শুন মহামতি ॥
মুক্ত হইবেক অশ্ব শুন মহাশয় ।
গোবিন্দ বান্ধব তুমি না করিহ ভয় ॥
শুনিয়া এসব কথা সৌভরি বদনে ।
অশ্ব পাশে আইলেন আনন্দিত মনে ॥
মুনির বচনে তবে আনন্দ অন্তরে ।
শিলা পরশিয়া উদ্ধারেন অশ্ববরে ॥
অর্জ্জুন শিলাকে স্পর্শিলেন দুই করে ।
শিলারূপ পরিহরি নারীরূপ ধরে ॥
বহুমতে অর্জ্জুনেরে করিল স্তবন ।
তোমার পরশে হৈল এ পাপ মোচন ॥
তুমি নারায়ণ ইথে নাহি করি আন ।
শাপ হ'তে আমারে করিলে পরিত্রাণ ॥
মুক্ত হ'য়ে নিজালয়ে গেলেন ব্রাহ্মণী ।
পাণ্ডবের সৈন্য দিল জয় জয় ধ্বনি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি ॥

ব্রাহ্মণীর পাষাণ হইবার বৃত্তান্ত ।

জন্মেজয় রাজা বলে শুন তপোধন ।
ব্রাহ্মণী পাষাণ হৈল কিসের কারণ ॥
অভিশাপ কেন মুনি দিলেন তাহাকে ।
কৃপা করি সেই কথা কহিবে আমাকে ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি ।
মন দিয়া শুন কহি ব্যাসের ভারতী ॥
উদ্দালক নামে মুনি ছিল তপোবনে ।
চণ্ডী নামে তাঁর ভার্য্যা বিখ্যাত ভুবনে ॥
বিবাহ করিয়া মুনি ছিল নিকেতনে ।
চণ্ডীকে বুঝান মুনি বিবিধ বিধানে ॥
আমি তব স্বামী বটে হই গুরুজন ।
যতনে পালিবে তুমি আমার বচন ॥
চণ্ডী বলে তব বাক্য আমি না শুনিব ।
তুমি যাহা বল তাহা আমি না করিব ॥

দুঃখ পায় উদ্দালক তাহার বচনে।
কহিল সকল কথা মুনিপত্নীগণে ॥
তারা বলে বাল্যকালে কত বড় জ্ঞান।
পালিবে তোমার বাক্য হৈলে বুদ্ধিমান ॥
হেনমতে কতকাল বঞ্চিলেন মুনি।
চণ্ডী সে না শুনে কিছু উদ্দালক বাণী ॥
দুঃখ পায় উদ্দালক তাহার মিলনে।
স্বামীর বচন সে কদাচ নাহি শুনে ॥
কমণ্ডলু আনিতে বলিল মুনিবর।
দেবতা পূজিব আমি শুনহ উত্তর ॥
যজ্ঞ করি মনোনীত বর মাগি লন।
চণ্ডী বলে আমি কমণ্ডলু না আনিব ॥
না আনিব কমণ্ডলু যজ্ঞে নাহি কাজ।
কি হইবে সেবিলে গোবিন্দ দেবরাজ ॥
বরে প্রয়োজন নাহি প্রাক্তন যে মূল।
বৃথা উপদেশ দেহ নহে সমতুল ॥
চণ্ডীর বচনে মুনি যন্ত্রণা পাইল।
বাক্য নাহি শুনে নানামতে বুঝাইল ॥
তীর্থ হেতু এল কৌণ্ডিন্য মুনিবর।
উদ্দালক আশ্রমেতে আইল তৎপর?
শিষ্যসহ আইল কৌণ্ডিন্য মহামুনি।
প্রীতি পান উদ্দালক সেই কথা শুনি ॥
চণ্ডীকে ডাকিয়া কহিলেন মুনিবর।
না আনিব কৌণ্ডিন্য করিয়া সমাদর ॥
কোথায় পাইব ফল নাহি তপোবনে।
না করিব সম্প্রীতি কৌণ্ডিন্যের সনে ॥
চণ্ডী বলে মুনিরে করিব সমাদর।
ফল মূল আনি আমি দিব ত সত্বর ॥
কমণ্ডলু দেহ নিয়া পদ প্রক্ষালনে।
ঈষৎ হাসিয়া মুনি চণ্ডীর বচনে ॥
সমাদর করি মুনি কৌণ্ডিন্যে আনিল।
পাদ্য অর্ঘ্য যথাযোগ্য কুশাসন দিল ॥
কৌণ্ডিন্য বলেন শুন উদ্দালক মুনি।
কহ কহ কৃষ্ণ-কথা তোমা হৈতে শুনি ॥
উদ্দালক বলে মোর ভার্য্যা দুষ্টমতি।
আশ্রমে রহিতে আমি না পাই পিরীতি ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ আসিয়া হইল উপনীত।
বাক্য নাহি শুনে চণ্ডী মম হয় ভীত ॥
কৌণ্ডিন্য বলেন শ্রাদ্ধ করহ প্রভাতে।
দেখি চণ্ডী বাক্য নাহি শুনয়ে কিমতে ॥
রজনী বঞ্চিয়া মুনি প্রত্যূষ বিহানে।
জিজ্ঞাসেন চণ্ডীকে মুনির বিদ্যমানে ॥
আজি মম পিতৃশ্রাদ্ধ শুনহ বচন।
চণ্ডী সে বলিল শ্রাদ্ধে নাহি প্রয়োজন ॥
তাহা দেখি কৌণ্ডিন্যের ক্রোধ উপজিল।
আরক্ত লোচন করি চণ্ডীরে কহিল ॥
স্বামীবাক্য পাপীয়সি নাহি শুন কাণে।
শিলারূপ হও গিয়া আমার বচনে ॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য হৃদয়ে ভাবিয়া।
যোড়হাতে বলে চণ্ডী বিনয় করিয়া ॥
অব্যর্থ তোমার বাক্য শুন তপোধন।
কতকালে হবে মম শাপ বিমোচন ॥
দোষ অনুরূপ দণ্ড তুমি দিলা মোরে।
শাপান্ত করহ প্রভু নিবেদি তোমারে ॥
কৌণ্ডিন্য বলেন তুমি থাক গিয়া বনে।
অভিশাপে মুক্ত হবে অর্জ্জুন মিলনে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন যুধিষ্ঠির।
রাখিতে আসিবে ঘোড়া ধনঞ্জয় বীর ॥
ধরিয়া রাখিবে ঘোড়া তুমি বাহুবলে।
অর্জ্জুন পরশে পাপ ঘুচিবে সকলে ॥
এত বলি নিজালয়ে গেল তপোধন।
চণ্ডীকা পাষাণরূপা হৈল সেইক্ষণ ॥
চিরকাল শিলা হ'য়ে আছিল কাননে।
শাপমুক্ত হৈল এবে অর্জ্জুন মিলনে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কথা শুন জন্মেজয়।
ভদ্রাবতীপুরে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

হংসধ্বজ রাজার নগরে অশ্বের গমন ও তদুপলক্ষে নানা সংবাদ।

সেই দেশে হংসধ্বজ নামে নৃপবর।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর॥
সুরথ সুধন্বা তার দুইটি নন্দন।
বিষ্ণুভক্ত দুইজন বিষ্ণুপরায়ণ॥
ঘোড়া উপনীত হৈল তাহার নগরে।
দূত গিয়া সমাচার কহিল রাজারে॥
যুধিষ্ঠির করিলেন অশ্বমেধ ক্রতু।
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার হেতু॥
নগরে আইল ঘোড়া শুনহ রাজন।
সঙ্গে আসিয়াছে তার বহু সৈন্যগণ॥
দূতমুখে কথা শুনি রাজা আনন্দিত।
আলিঙ্গন দূতে দেন মনে হ'য়ে প্রীত॥
কি কহিলে আরে দূত শুভ সমাচার।
আইল আমার পুরে পাণ্ডুর কুমার॥
আজি সে আমার জন্ম হইল সফল।
অর্জ্জুন আগত পুরে বড়ই মঙ্গল॥
যেখানে অর্জ্জুন তথা দেব নারায়ণ।
এই কথা অতি সত্য কহে মুনিগণ॥
দেখিব মাধবে আমি পাণ্ডব মিলনে।
চিরদিন সাধ আছে কৃষ্ণ দরশনে॥
ধরিয়া যজ্ঞের ঘোড়া আনহ সত্বরে।
এত বলি নৃপতি ডাকিল অনুচরে॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা অনুচরগণ।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া যতন॥
অশ্ব ল'য়ে দিল হংসধ্বজের গোচরে।
মহানন্দে নরপতি আপনা পাসরে॥
যতন করিয়া অশ্ব রাখিল রাজন।
অর্জ্জুনে ধরিতে পুনঃ করিলেক মন॥
হংসধ্বজ বলে ওহে শুন বীরগণ।
যতন করিয়া সবে ধরিবা অর্জ্জুন॥
তবে সে পাইব আমি কৃষ্ণ দরশন।
সবান্ধবে পরশিব তাঁহার চরণ॥
এ বড় আমার সাধ আছয়ে অন্তরে।
দেখিব সে নারায়ণ আপনার ঘরে॥
আমার তপের ফল হইল উদয়।
সে কারণে আইলেন পাণ্ডুর তনয়॥
বান্ধহ যজ্ঞের ঘোড়া আর নাহি ডর।
এখনি অর্জ্জুন সহ হইবে সমর॥
ঘোড়া বান্ধা গেলে পার্থ কোথাও না যাবে।
অর্জ্জুন হইতে সবে গোবিন্দ দেখিবে॥
উত্তপ্ত করহ তৈল তাম্রের কুণ্ডেতে।
শীঘ্র রণে না আসিলে ফেলিবে তাহাতে॥
এত বলি রাজা দিল দামামা ঘোষণ।
পরস্পর সে কথা শুনিল সর্ব্বজন॥
রাজার আদেশ পেয়ে রাজ-পুরোহিত।
তাম্রের কটাহে কৈল তৈলেতে পূর্ণিত॥
তৈল তপ্ত যতনে করিল মুনিবর।
তাহা শুনি ভয় পায় যত ধনুর্দ্ধর॥
সত্বরে আইল সবে নানা অস্ত্র ধরি।
বিমানে চড়িয়া কেহ তুরঙ্গ উপরি॥
নৃপতি তনয় যে সুধন্বা ধনুর্দ্ধর।
শীঘ্রগতি আইসে সেই করিতে সমর॥
হেনই সময়ে তবে সুধন্বার নারী।
যোড়হস্ত করি বলে লজ্জা পরিহরি॥
শুন প্রাণনাথ তব কোথায় গমন।
নানা অস্ত্র বান্ধিয়াছ কিসের কারণ॥
সুধন্বা বলেন তত্ত্ব নাহি জান তুমি।
যুদ্ধ হেতু আদেশ করেন নৃপমণি॥
অর্জ্জুন আইল পুরে তুরঙ্গ লইয়া।
ঘোড়া ধরিলেন পিতা দূত পাঠাইয়া॥
অর্জ্জুন সারথি কৃষ্ণ জানিয়া শ্রবণে।
যুদ্ধ অভিলাষ পিতা কৈল সে কারণে॥
চিরদিন আছে সাধ কৃষ্ণ দরশনে।
অর্জ্জুন ধরিতে আজ্ঞা দিল সে কারণে॥
সেই হেতু দিল রাজা নগরে ঘোষণা।
সাজিয়া চলিল যুদ্ধে যত রাজসেনা॥
শুন প্রিয়ে পিতার মনের অভিলাষ।
আনিয়া দেখাব আজি দেব শ্রীনিবাস॥
যাত্রা করি যাই আমি করিবারে রণ।
জয়ধ্বনি দিয়া গৃহে করহ গমন॥

প্রভাবতী বলে নাথ শুন সাবধানে।
আজি ঋতুভোগ তুমি কর মম সনে ॥
একে পতিব্রতা আমি শুন প্রাণেশ্বর।
প্রভাতে যাইবে কালি করিতে সমর ॥
ঋতুস্নান করিয়াছি নিবেদি তোমারে।
পুত্রদান দিয়া যাও যুদ্ধ করিবারে ॥
অর্জ্জুন সহিত যাও করিবারে রণ।
এ কথা শুনিয়া মম চমকিত মন ॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদিত সংসারে।
কেমন করিয়া তুমি জিনিবে তাহারে ॥
আমি যে অবলা জাতি তাহে কুলনারী।
পুত্র না হইলে তবে কি প্রকারে তরি ॥
তোমার ঔরসে মম হইবে তনয়।
ঋতুর পালন কর শুন মহাশয় ॥
শুন প্রাণনাথ মোরে না কর নিরাশ।
পিতৃলোকে রাখ জল গণ্ডুষের আশ ॥
সংসার অসার দেখ সার নারায়ণ।
পুত্রদান দিয়া মোরে করহ গমন ॥
সুধন্বা বলিল তবে শুনহ সুন্দরী।
মিথ্যা পুত্রে কিবা কার্য্য যদি তুষ্ট হরি ॥
প্রভাবতী বলে নাথ এ নহে বিচার।
জনম বিফল অঙ্কে পুত্র নাহি যার ॥
পুন্নাম নরকে তার নাহিক নিষ্কৃতি।
এ সব শাস্ত্রের কথা শুন প্রাণপতি ॥
ব্যাস বশিষ্ঠাদি যত মহামুনিগণ।
পুত্র জন্মাইল সবে শুন নিবেদন ॥
ইথে দোষ নাহি, মোরে দেহ পুত্রদান।
তবে গিয়া সংগ্রামে দেখিবে ভগবান ॥
সুধন্বা বলিল শুন আমার বচন।
করিল আমার পিতা নিদারুণ পণ ॥
শীঘ্রগতি যেইজন না আসে সমরে।
তাহারে ফেলিবে তপ্ত তৈলের উপরে ॥
তপ্ত তৈলে ফেলাইবে তবে নরপতি।
প্রাণভয়ে সর্ব্বজন গেল শীঘ্রগতি ॥
পশ্চাৎ যাইব আমি নহে ভাল কাজ।
ক্রোধ করি তৈলেতে ফেলিবে মহারাজ ॥
শুন প্রভাবতী তুমি আজ থাক ঘরে।
সংগ্রাম জিনিয়া আমি তুষিব তোমারে ॥
প্রভাবতী বলে কথা শুন প্রাণেশ্বর।
অর্জ্জুনে জিনিবা তুমি অতি সে দুষ্কর ॥
সখা যাঁর নারায়ণ সংসারের সার।
এ তিন ভুবনে পরাজয় নাহি তাঁর ॥
ভকতবৎসল হরি রাখেন অর্জ্জুনে।
পূরিয়া আমার আশ তুমি যাহ রণে ॥
পঞ্চশরে জর্জ্জর হইল কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মোরে তোষহ সত্বর ॥
ঋতুর রক্ষণে নাহি দিনের বিচার।
এ সকল শাস্ত্র কথা তব জ্ঞাত সার ॥
ভার্য্যার বচন বীর নারিল লঙ্ঘিতে।
হাসিয়া যুদ্ধের সাজ এড়িল ভূমেতে ॥
সুধন্বা শয়ন কৈল খট্টার উপরে।
ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার তুষ্ট করিল ভার্য্যারে ॥
প্রভাবতী গর্ভ ধরে বীর কৈল স্নান।
যুঝিতে সুধন্বা যুদ্ধে করিল প্রয়াণ ॥
কুবলয়া নামে তার আইল ভগিনী।
সুধন্বা গমনে দেয় জয় জয় ধ্বনি ॥
যাহ যাহ সাধু ভাই অর্জ্জুনের রণে।
তোমা হৈতে কৃষ্ণ আমি দেখিব নয়নে ॥
সুধন্বার জননী পাইল সমাচার।
পুত্রের সম্মুখে আসে আনন্দ অপার ॥
শীঘ্র যাহ আরে পুত্র করিতে সমর।
তোমা হৈতে আজি সে দেখিব গদাধর ॥
যেখানে অর্জ্জুন তথা দেব নারায়ণ।
সত্য বলি এই কথা বলে সর্ব্বজন ॥
বিলম্ব না কর পুত্র চলহ সত্বরে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে ঘোড়া আইল নগরে ॥
চিরদিন আছে সাধ কৃষ্ণ দরশনে।
দেখিব পরমানন্দে অর্জ্জুন মিলনে ॥
জননীর বচন শুনিয়া হরষিত।
প্রণাম করিয়া মায়ে চলিল ত্বরিত ॥
হেথা দেখ সর্ব্ব সৈন্য সাজিয়া আইল।
হংসধ্বজ মহারাজ সবারে দেখি

সুধন্বারে না দেখিয়া বলে নরপতি।
কেন দিল নারায়ণ এমন সন্ততি॥
কোপে হংসধ্বজ কহিলেন পুরোহিতে।
আজি সুধন্বাকে তৈলে ফেলহ নিশ্চিতে॥
পুত্র হ'য়ে না পালিল পিতার বচন।
হেন ছার পুত্রে মম নাহি প্রয়োজন॥
পুরোহিত সহ রাজা এ কথা কহিতে।
সুধন্বা আইল তথা পিতার সাক্ষাতে॥
প্রণাম করিয়া পুরোহিতের চরণে।
রাজারে প্রণাম করে রাজ সম্ভাষণে॥
সুধন্বারে দেখি রাজা বলে কুবচন।
এখন বাহির দুষ্ট হলি কি কারণ॥
ঘোড়া রাখিবারে পার্থ আসে মম পুরে।
যত্ন করিলাম তারে ধরিবার তরে॥
অর্জ্জুন ধরিলে পাব কৃষ্ণ দরশন।
বুঝিয়া করিনু আমি নিদারুণ পণ॥
ত্বরায় সাজিয়া যেবা না আসে সমরে।
তাহারে ফেলিব তপ্ত তৈলের ভিতরে॥
ভয়েতে সাজিয়া এল যত সেনাগণ।
সে ভয় তোমার মনে নাহিক স্মরণ॥
সুধন্বা বলেন পিতা কর অবধান।
অস্ত্র ল'য়ে আসি আমি করিতে সংগ্রাম॥
হেনকালে প্রভাবতী সম্মুখে আইল।
ঋতুর রক্ষণ হেতু আমারে কহিল॥
মহাপাপ হয় ঋতু না কৈলে রক্ষণ।
অতএব বিলম্ব হইল সে কারণ॥
ইহা শুনি বলে হংসধ্বজ নরপতি।
জন্মিলে আমার কুলে তুমি পাপমতি॥
যুদ্ধের সময় তোর নারীতে যতন।
আরে দুষ্ট দেখিব কেমনে নারায়ণ॥
তুমি সে আমার কুলে পাপিষ্ঠ হইলে।
ছাড়িয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কামে মন দিলে॥
কৃষ্ণেতে বিমুখ হৈলে যাহ তৈল পাশে।
উচিত যে শাস্তি হয় ভুঞ্জহ বিশেষে॥
না করিলে ঋতু রক্ষা হয় মহাপাপ।
কি বুঝিয়া সুধন্বারে দেহ মনস্তাপ।

সুধন্বা বৈষ্ণব বড় জানহ আপনি।
লঘুপাপে গুরুদণ্ড নহে নৃপমণি॥
পাত্রের বচনে রাজা বলে পুরোহিতে।
সুধন্বা আমার পুত্র আসিল পশ্চাতে॥
ঋতুরক্ষা হেতু যে বিলম্ব হৈল তার।
কহ প্রভু কি হইবে ইহার বিচার॥
ওহে রাজা সর্ব্বগুণে তুমি নরপতি।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিতে চাহ দেখিয়া সন্ততি॥
ক্ষত্রের প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম ঘোষে সর্ব্বজন।
পুত্রস্নেহে ধর্ম্মপথ করিছ লঙ্ঘন॥
এত বলি সভা হৈতে যায় পুরোহিত।
মহাক্রোধভরে চলে অধর কম্পিত॥
না থাকিব তোর দেশে শুন নরপতি।
দেখিনু তোমার রাজা এবে পাপেমতি॥
এত শুনি হংসধ্বজ কহিল পাত্রেরে।
আমি যাই পুরোহিত আনিবার তরে॥
তপ্ত তৈলে সুধন্বাকে ফেলাইবে তুমি।
সুধন্বারে পুনঃ যেন নাহি দেখি আমি॥
অন্যের বচনে পুরোহিত না আসিবে।
যতন করিয়া আমি আনি গিয়া তবে॥
এত বলি হংসধ্বজ চলিল সত্বরে।
সুমতি পাত্রের পুত্র বলে সুধন্বারে॥
আপনি শুনিলে তুমি রাজার বচন।
তৈল পাশে দ্রুত যাও রাজার নন্দন॥
সুধন্বা বলেন তৈলে ত্যজিব জীবন।
বড় দুঃখ না দেখিনু কমললোচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

তপ্ত তৈলে সুধন্বাকে নিক্ষেপ।

এত বলি সুধন্বা আইল তৈলে পাশে।
ভয় পেয়ে লোক সব দেখিতে না আসে॥
তপ্ত তৈল দেখি বীর নাহি করে ভয়।
গোবিন্দ-চরণ ভাবে রাজার তনয়॥
জয় জয় নারায়ণ পরম কারণ।
আমি মূঢ় না দেখিনু তোমার চরণ॥

এ বড় অধিক দুঃখ রহিল অন্তরে।
অর্জ্জুন সহিত কৃষ্ণ না দেখি সমরে ॥
ওহে কৃষ্ণ রক্ষা কর অকাল মরণ।
তপ্ত তৈলে মোরে রক্ষা কর নারায়ণ ॥
উচ্চৈঃস্বরে সুধন্বা ডাকিছে নারায়ণে।
সঙ্কটে রাখিতে কেহ নাহি তোমা বিনে ॥
এত বলি সুধন্বা জপিছে কৃষ্ণ নাম।
ইহা শুনি শোকে লোক হইল অজ্ঞান ॥
সুমতি পাত্রের পুত্র ধরি সুধন্বারে।
ফেলাইয়া দিল তপ্ত তৈলের উপরে ॥
ভক্ত বুঝি তাহারে রাখেন নারায়ণ।
তপ্ত তৈল হৈতে তার নহিল মরণ ॥
সুধন্বা বসিয়া আছে তৈলের ভিতরে।
তৈলে বসি কৃষ্ণনাম ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
ঘন ঘন হরিনাম ডাকিছে সুধন্বা।
নৃপতির সভায় হেথা উঠিলেক কান্না ॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহিনু তোমারে।
পড়িল সুধন্বা তপ্ত তৈলের ভিতরে ॥
ভক্ত বুঝি তাহারে রাখেন নারায়ণ।
তপ্ত তৈলে সুধন্বার নহিল মরণ ॥
শ্রীজন্মেজয় বলে কহ মহামুনি।
কি কর্ম্ম সুধন্বা কৈল কহ দেখি শুনি ॥

তপ্ত তৈলে সুধন্বার পতনে রাণীর শোক।

না দেখিয়া সুধন্বারে, কান্দিতেছেউচ্চৈঃস্বরে,
ভূমিতে লোটায়ে সর্ব্বজন।
কেহ মনে দুঃখ পেয়ে, রাজার সম্মুখে গিয়ে,
কহিলেন সুধন্বা নিধন ॥
তাহা শুনি পুরোহিতে, রাজা কহে দুঃখচিত্তে,
সুধন্বা মরিল তৈল পাশে।
রক্ষা পায় ধর্ম্মপথ, রহিল শাস্ত্রের মত,
দেখিবারে চলহ হরিষে ॥
তবে হংসধ্বজ রায়, ধরি পুরোহিত পায়,
তৈল পাশে আনিল সত্বরে।
তাহাতে বেড়িয়া লোক, করে নানাবিধশোক,
না দেখি বৈষ্ণব সুধন্বারে ॥
হংসধ্বজ নরপতি, বিহ্বলে পড়িয়া ক্ষিতি,
পুত্রশোকে হরিল চেতন।
কেহ জল দেয় মুখে, কর্ণমূলে কেহ ডাকে,
পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত রাজন ॥
নগরে বনিতা ধেয়ে, সমাচার দিল গিয়ে,
সুধন্বার জননি যেখানে।
শুন শুন ঠাকুরাণী, সুধন্বা ত্যজিল প্রাণী,
অগ্নি সহ তৈলের মিলনে ॥
শুনি অমঙ্গল কথা, চলে সুধন্বার মাতা,
ত্যজিয়া চলেন অন্তঃপুরী।
বধূগণ চলে সাথে, শোকাকুল হ'য়ে চিতে,
প্রভাবতী সুধন্বার নারী ॥
লজ্জা ভয় নাহিকরে, কান্দেরামা উচ্চৈঃস্বরে,
কোথা প্রভু বৈষ্ণব সুধন্বা।
রণস্থলে প্রবেশিয়ে, কে ধরিবে ধনঞ্জয়ে,
কৃষ্ণকে দেখাবে কোন জনা ॥
ধরিয়া রাজার পায়, কান্দে রাণী উভরায়,
কেন কৈলা নিদারুণ পণ।
রণস্থলে প্রবেশিবে, অর্জ্জুনেরে পরাজিবে,
মিছে তুমি করিলে ভাবনা ॥
রাজা বলে উঠ পুত্র, লহ তুমি নানা অস্ত্র,
পরাভব করহ অর্জ্জুনে।
আছিল সে অভিলাষ, দেখিবারে শ্রীনিবাস,
আনিয়া দেখাও নারায়ণে ॥
এত বলি সে রাজন, পুত্রশোকে অচেতন,
প্রবোধ করয়ে রাজরাণী।
শোকসিন্ধু তেয়াগিয়া, অর্জ্জুনেরে পরাজিয়া,
আনিয়া দেখাও চক্রপাণি ॥
পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে, নৃপ অগ্রে পাত্র ধেয়ে,
কহিছেন শুন মহারাজ।
সুধন্বা না মরে তৈলে, বসিয়াছে কুতূহলে,
যেন দেখি প্রফুল্ল পঙ্কজ ॥
মহাভারতের কথা, শ্রবণে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

তপ্ত তৈল হইতে সুধন্বার উত্থান ও
পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ।

সুমতি পাত্রের মুখে শুনিয়া বচন।
সুধন্বা দেখিতে রাজা করিল গমন॥
বসিয়া সুধন্বা আছে তৈলের ভিতরে।
কাঞ্চন প্রতিমা যেন দেখে মহাবীরে॥
নাহি মরে সুধন্বা দেখিল নৃপমণি।
হরিষে করয়ে লোক জয় জয় ধ্বনি॥
শঙ্খ পুরোহিত বলে শুন নরপতি।
তৈল নাহি তাতে তেঁই হরষিতে স্থিতি॥
পুত্রস্নেহ হেতু তুমি ভাণ্ডও আমারে।
তপ্ত নাহি হয় তৈল কহিনু তোমারে॥
পরীক্ষা করিয়া তৈল জানিব সকল।
আমারে আনিয়া দেহ নারিকেল ফল॥
নারিকেল অনুচরে আনয়ে সত্বরে।
পুরোহিত ফেলে তাহা তৈলের উপরে॥
তৈল পরশিতে ফল শতখান হৈল।
শঙ্খ পুরোহিত ভালে আসিয়া বাজিল॥
অচেতন হ'য়ে দোঁহে পড়িল ধরণী।
ভয় প্রাপ্তে দোঁহারে তুলিল নৃপমণি॥
কতক্ষণে দুইজন পাইলা চেতন।
সুমতি পাত্রেরে রাজা জিজ্ঞাসে কারণ॥
তৈল পরশিতে শিশু কি বাক্য বলি।
অপূর্ব্ব ঔষধ মুখে কিবা দিয়াছিল॥
পাত্র বলে অবধান কর দ্বিজবর।
নারায়ণে সুধন্বা ডাকিল বহুতর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি মুখে, তৈলেতে পড়িল।
সকল লোকেতে ইহা নয়নে দেখিল॥
রক্ষা করিলেন হরি এই সুধন্বারে।
ঔষধ না জানে কিছু, কহিনু তোমারে॥
পাত্র বোলে দুইজন হৈল হরষিত।
ঝাঁপ দিতে তৈলকুণ্ডে চলিল ত্বরিত॥
আমরা পাষণ্ড বড় হিংসিনু বৈষ্ণবে।
রাখিলে এ পাপ তনু নরকে ডুবিবে॥
এত বলি তৈলেতে পড়িল দুইজন।
সুধন্বার অঙ্গ স্পর্শে এড়ায় মরণ॥
শঙ্খ পুরোহিত ল'য়ে রাজার কুমার।
তৈল হৈতে উঠিলেন আনন্দ অপার॥
হরষিত হংসধ্বজ পুত্র দরশনে।
সুধন্বা প্রণাম কৈল পিতার চরণে॥
তবে দুই পুরোহিত কহিল রাজারে।
সুধন্বা সমান ভক্ত নাহিক সংসারে॥
বৈষ্ণব হিংসিয়া মোরা পাইনু যন্ত্রণা।
শুন হংসধ্বজ বড় বৈষ্ণব সুধন্বা॥
সুধন্বা জিনিবে রণ ইথে নাহি আন।
আনিয়া তোমারে দেখাইবে ভগবান॥
পুরোহিত মুখে রাজা শুনিয়া বচন।
সুধন্বাকে তুষিলেন দিয়া আলিঙ্গন॥
হেনকালে রাজরাণী কহে সুধন্বারে।
শুভক্ষণে তোমা আমি ধরিনু উদরে॥
শুন পুত্র শীঘ্র যাও করিবারে রণ।
আনিয়া দেখাও মোরে কমললোচন॥
এত বলি রাজরাণী গেল নিজঘরে।
হরিষে সুধন্বা যায় যুদ্ধ করিবারে॥
সুধন্বা সংগ্রাম করে হাতে ধনুর্ব্বাণ।
চঞ্চল পাণ্ডব-সৈন্য নাহি ধরে টান॥
তবে বৃষকেতু বীর কর্ণের তনয়।
রথ আরোহিয়া আসে সমরে নির্ভয়॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া প্রবেশিল রণে।
যুদ্ধ আরম্ভিল তবে সুধন্বার সনে॥
বৃষকেতু শত বাণ পূরিল সন্ধান।
সুধন্বা কাটিয়া তাহা কৈল খান খান॥
পঞ্চশত বাণ এড়ে রাজার নন্দন।
বাণাঘাতে বৃষকেতু হৈল অচেতন॥
সুধন্বা বিন্ধয়ে তবে কর্ণের নন্দনে।
আগু হৈল কামদেব ক্রোধ করি মনে॥
চেতন পাইয়া উঠে কর্ণের কুমার।
ধনুক পাতিল বীর আসি পুনর্ব্বার॥
সুধন্বাকে ডাকিয়া বলিল ক্রোধমনে।
আমার সহিত যুদ্ধ বিন্ধ অন্যজনে॥
এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শুনহ সুধন্বা।
আজি তোমা বধি আমি রাখিব ঘোষণা॥

এত বলি বৃষকেতু বাণবৃষ্টি করে।
নিবারে সুধন্বা তাহা চোখ চোখ শরে॥
বৃষকেতু রথধ্বজ সুধন্বা কাটিল।
সারথির মাথা কাটি ভূমেতে পাড়িল॥
বাণ গুণ ধনু তার কাটিলেক শরে।
মারিল সহস্র বাণ বৃষকেতু বীরে॥
ভঙ্গ দিয়া গেল তবে কর্ণের নন্দন।
প্রদ্যুম্ন আইল তবে করিবারে রণ॥
মহাক্রোধভরে বীর আইল সমরে।
বাণাঘাতে পড়িল যতেক বীরবরে॥
তাহা দেখি সুধন্বার ক্রোধ উপজিল।
একবারে শতবাণ সন্ধান পূরিল॥
প্রদ্যুম্নে বিন্ধিল বীর করিয়া যতন।
শোণিত ভূষিত তনু রুক্মিণী নন্দন॥
পুনঃ পুনঃ বিন্ধে বাণ পূরিল আকর্ণ।
বাণাঘাতে সুধন্বা যে হইল বিবর্ণ॥
সুধন্বা সহিত রণ কৈল বহুতর।
কেহ পরাভব নহে দোঁহাতে সোসর॥
হেনমতে দুইজনে হইল সমর।
কৃতবর্ম্মা আইলেন ল'য়ে ধনুঃশর॥
সুধন্বা সহিত রণ কৈল বহুতর।
সহিতে না পারি যুদ্ধ হইল ফাঁপর॥
বাণাঘাতে কৃতবর্ম্মা পড়ে গিয়া দূরে।
অনুশাল্ব দৈত্য আসে যুদ্ধ করিবারে॥
ধনুক পাতিল সুধন্বার সন্নিধানে।
আবরে আকাশ দোঁহে বাণ বরিষণে॥
ডাক দিয়া অনুশাল্ব বলে ক্রোধ বাণী।
আজি শরাঘাতে তোর বধিব পরাণী॥
ভয় পেয়ে দৈত্যেশ্বর সুধন্বার রণে।
সহিতে না পারে বীর বাণের সন্ধানে॥
পরশু পট্টিশ গদা এড়ে দৈত্যপতি।
সুধন্বা নিবারে তাহা করিয়া শকতি॥
শিলীমুখ সূচীমুখ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
সুধন্বা উপরে দৈত্য পূরিল সন্ধান॥
নিবারয়ে রাজসুত বাণের আঘাতে।
তাহা দেখি অনুশাল্ব ভীত হৈল চিতে॥

সুধন্বা করিল তবে বাণের সন্ধান।
শরজালে দৈত্যের কাটিল ধনুর্ব্বাণ॥
কাটিল রথের ঘোড়া সারথির মুণ্ড।
বাণ গুণ ধনু কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড॥
মারিল সহস্র বাণ দৈত্যের উপরে।
মূর্চ্ছা হৈয়া অনুশাল্ব পড়ে গিয়া দূরে॥
আগে হৈয়া যুবনাশ্ব পুত্রের সংহতি।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে যতেক শকতি॥
সুধন্বা নিবারে বাণ হাতে ধরি চাপ।
বাণবৃষ্টি করিলেন দুর্জ্জয় প্রতাপ॥
সুধন্বার বাণ যেন অগ্নির সমান।
সহিতে না পারে রাজা কাতর পরাণ॥
সুবেগ সাহস করি প্রবেশিল রণে।
পিতা পুত্রে অচেতন সুধন্বার বাণে॥
রথ হৈতে দূরেতে পড়িল দুইজন।
সাত্যকি আইল তবে করিবারে রণ॥
সাত্যকি সহিত পরে যুঝয়ে সুধন্বা।
ভয়েতে কাতর হয় পাণ্ডবের সেনা।
যুঝিতে নারিল কেহ সুধন্বার সাথে।
পলায় পাণ্ডব-সেনা ভয় পেয়ে চিতে॥
বিমুখ হইল তবে যত সেনাপতি।
তাহা দেখি আইলেন পার্থ মহামতি॥
ধনঞ্জয় ডাকিয়া বলে সুধন্বারে।
ভঙ্গ দিল সৈন্য মম তোমার সমরে॥
পরাক্রম যত তব দেখিলাম আমি।
সাহস করিয়া মম সঙ্গে যুঝ তুমি॥
সুধন্বা বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
যুঝিব তোমার সনে মম নাহি ভয়॥
কিন্তু এক কথা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
কৃষ্ণেরে না দেখি কেন তব রথোপরে॥
সারথি তোমার রথে নাহি নারায়ণ।
কেমনে করিবে তুমি মম সহ রণ॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তুমি জিনিলে সবায়।
তব রথে সারথি ছিলেন যদুরায়॥
এবে কৃষ্ণহীন তুমি কিসের লাগিয়া।
নারিবে জিনিতে যুদ্ধ, যাওত ফিরিয়া॥

তোমার প্রতিজ্ঞা আমি শুনি লোকমুখে ।
খাণ্ডব দাহন তুমি করিলা কৌতুকে ॥
কিরাত শঙ্কর সঙ্গে করিলা সমর ।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সোসর ॥
শুনহ অর্জ্জুন তোমায় করি নিবেদন
কোন্ স্থানে কৃষ্ণ বিনা জিনিয়াছ রণ ॥
সংগ্রাম জিনিয়া তব প্রকাশিল যশ ।
হারিলে আমার যুদ্ধে হবে অপযশ ॥
যদি যুদ্ধ করিতে তোমার থাকে মন ।
আপনি সারথি লহ দেব নারায়ণ ॥
সুধন্বার বচনে অর্জ্জুন ক্রোধবান ।
গাণ্ডীব লইয়া হাতে পূরেন সন্ধান ॥
আকর্ণ পূরিয়া মারিলেন সুধন্বারে ।
হংসধ্বজ সুত তাহা নিবারিল শরে ॥
ক্রোধে বাণ মারিলেন রাজার নন্দন ।
বাণের উপর বাণ করে বরিষণ ॥
অর্জ্জুনের বাণ বৃষ্টি আকাশ ছাইল ।
ঘোরতর অন্ধকার করি আচ্ছাদিল ॥
ভয়েতে পলায় যত নৃপ-সেনাগণ ।
অর্জ্জুনের বাণে কেহ নহে স্থির মন ॥
গজবাজী রথ পড়ে গণিতে না পারি ।
রুধিরে কর্দ্দম ভূমি দেখে ভয় করি ॥
অর্জ্জুনের যুদ্ধ দেখি কম্পবান সেনা ।
সাহস করিয়া যুদ্ধ করিছে সুধন্বা ॥
কাটিল সকল অস্ত্র চক্ষুর নিমিষে ।
সুধন্বা বিক্রম দেখি অর্জ্জুন প্রশংসে ॥
সুধন্বা সাহস করি করিছে সংগ্রাম ।
অর্জ্জুন উপরে অস্ত্র পড়ে অবিশ্রাম ॥
অর্জ্জুনের রথ বীর করে নিরীক্ষণ ।
সারথি চালায় রথ নাহি নারায়ণ ॥
নৃপতি-তনয় তবে বিচারিল মনে ।
অর্জ্জুনের সারথি কাটিলে এক বাণে ॥
তবে আসিবেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে ।
এত বলি দশ বাণ যুড়িল ত্বরিতে ॥
সুধন্বা এড়িল বাণ পূরিয়া সন্ধান ।
সারথির মাথা কাটি কৈল দুইখান ॥

জর্জ্জর অর্জ্জুন-তনু সুধন্বার বাণে ।
রথ নাহি চলে বীর যুঝেন কেমনে ॥
হইলেন কাতর তখন ধনঞ্জয় ।
স্মরণ করিবামাত্র কৃষ্ণের উদয় ॥
সুধন্বা দেখিল কৃষ্ণ রথের উপর ।
যোড়হস্ত হ'য়ে বীর নানা স্তুতি করে ॥
আজি যে সফল হৈল আমার জীবন ।
একত্র দেখিনু আজি নর নারায়ণ ॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁরে না পায় দেখিতে ।
হেন কৃষ্ণ দেখিলাম অর্জ্জুনের রথে ॥
ধন্য হে অর্জ্জুন তুমি পাণ্ডুর নন্দন ।
স্মরণে আনিলে তুমি দেব নারায়ণ ॥
চিরদিন যোগাসনে ভাবে যোগীগণ ।
বহু তপ করিয়া না পায় দরশন ॥
হেন কৃষ্ণ আইলেন স্মরণ করিতে ।
হস্তেতে পাঁচনী ধরি রথ চালাইতে ॥
ধন্য হে অর্জ্জুন তুমি পাণ্ডুর কুমার ।
এ তিন ভুবনে নাহি তুলনা তোমার ॥
এখন যুঝিব আমি তোমার সংহতি ।
প্রতিজ্ঞা করহ তুমি পার্থ মহামতি ॥
অর্জ্জুন বলেন তোমা পরাজিব রণে ।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥
সুধন্বা বলেন শুন বীর ধনঞ্জয় ।
আমি তব তিন বাণ কাটিব নিশ্চয় ॥
কাটিয়া তোমার বাণ ফেলিব ভূমিতে ।
সত্য করি কহিলাম কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥
সুধন্বার বচন শুনিয়া নারায়ণ ।
প্রবোধ করিয়া পার্থে কহেন তখন ॥
এমত প্রতিজ্ঞা তুমি কর কি কারণ ।
এমত প্রতিজ্ঞা কভু না হয় শোভন ॥
সুধন্বা বৈষ্ণব বড় শুন ধনঞ্জয় ।
কাটিবে তোমার অস্ত্র কহিনু নিশ্চয় ॥
তিনবাণে সুধন্বাকে কাটিবে কেমনে ।
তৃণ তুল্য নহ তুমি সুধন্বার রণে ॥
মহাবলবন্ত হংসধ্বজের নন্দন ।
শুন সখা প্রতিজ্ঞা করিলে কি কারণ ॥

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ তুমি যার নাথ ।
কখন’ কি হয় তার প্রতিজ্ঞা ব্যাঘাত ॥
কখন প্রতিজ্ঞা মম ব্যর্থ নাহি হয় ।
তোমার প্রসাদে মম সর্ব্বত্রেতে জয় ॥
ঈষৎ হাসেন হরি অর্জ্জুনের বোলে ।
সুধন্বা ধনুক হাতে নিল সেইকালে ॥
অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধরিলেন হৃষ্টমনে ।
সাহস করিয়া যুদ্ধ করে দুইজনে ॥
সুধন্বা যতেক বাণ পূরিল সন্ধান ।
বাণেতে অর্জ্জুন করিলেন খান খান ॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ সুধন্বা উপরে ।
নৃপতি-তনয় তাহ' নিবারিল শরে ॥
হেনমতে দোঁহে যুদ্ধ করিলেন নানা ।
দেবাসুরে দিতে নাহি তাহার তুলনা ॥
অগ্নিবাণ সুধন্বা করিল অবতার ।
বারুণাস্ত্রে নিবারিল ইন্দ্রের কুমার ॥
যুড়িল বায়ব্য অস্ত্র পাণ্ডুর কুমার ।
পর্ব্বতাস্ত্রে সুধন্বা করিলেন সংহার ॥
দোঁহে মহাবলবন্ত বিক্রমে বিশাল ।
দুইজনে যুঝে যেন প্রলয়ের কাল ॥
কোপেতে সুধন্বা দিব্য অস্ত্র নিল হাতে ।
আকর্ণ পূরিয়া মারে অর্জ্জুনের মাথে ॥
বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন ফাঁপর ।
পড়িলেন কৃষ্ণ কোলে হইয়া কাতর ॥
হাত বুলায়েন হরি পার্থের শরীরে ।
শ্রম দূর করিয়া নিলেন ধনু করে ॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ দিয়া হুহুঙ্কার ।
দশযোজন পাছু হৈল রাজার কুমার ॥
কতক্ষণে সুধন্বা আইল পুনর্ব্বার ।
মহাক্রোধে বাণ মারে অর্জ্জুন উপর ॥
সেই বাণে রথ গেল উভয় যোজন ।
দেখিয়া কহেন কৃষ্ণে পাণ্ডুর নন্দন ॥
হে কৃষ্ণ দেখিয়া কি করিলা নিরূপণ ।
দোঁহা মধ্যে বলবান হয় কোন্ জন ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বাক্যে কহেন শ্রীহরি ।
তোমা হৈতে সুধন্বারে আমি ব্যাখ্যা করি ॥
আমি রথে বিশ্বম্ভর ধ্বজে হনুমান ।
আমা দোঁহে ঠেলি গেল উভয় যোজন ॥
আমি নামি রথ হৈতে দেখ বীরবর ।
কিমতে রাখহ রথ আমার গোচর ॥
এত বলি নামিলেন হরি বিশ্বম্ভর ।
মারিলেন ক্রোধে বাণ রাজার কুমার ॥
সেই বাণে রথ গেল চল্লিশ যোজন ।
দেখিয়া বিস্ময় মানে অর্জ্জুনের মন ॥
কতক্ষণে আইলেন ইন্দ্রের নন্দন ।
কহিলেন বন্দি প্রভু কমললোচন ॥
তোমার মায়ায় মুগ্ধ আছে সর্ব্বজন ।
তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন্ জন ॥
অনেক সঙ্কটে প্রভু ক'রেছ তারণ ।
এবার করহ রক্ষা শ্রীমধুসূদন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সুধন্বার মুণ্ডচ্ছেদ ও মুণ্ড প্রয়াগে নিক্ষেপ ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনিবর স্থানে ।
কহিল বৈশম্পায়ন রাজা বিদ্যমানে ॥
শেলপাট হাতে নিয়া পাণ্ডুর কুমার ।
সুধন্বারে মারিলেন দিয়া হুহুঙ্কার ॥
সুধন্বা কাটিল শেল দিয়া দশ শর ।
অর্জ্জুন চিন্তিত তবে দেখিয়া সমর ॥
সুধন্বারে জিনিতে নারিল ধনঞ্জয় ।
তিন বাণ লইলেন হইয়া নির্ভয় ॥
সন্ধান করেন পার্থ ধনুকের গুণে ।
সুধন্বা দেখিয়া তাহা ভীত হৈল মনে ॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি ভীত অকারণ ।
মরিবে আমার বাণে নাহি পরিত্রাণ ॥
সুধন্বা বলেন মম যদি ভাগ্য থাকে ।
শরীর ত্যজিব আমি কৃষ্ণের সম্মুখে ॥
চিরদিন সাধ আছে কৃষ্ণ দরশনে ।
দেখিনু সে নারায়ণ আপন নয়নে ॥
ক্ষত্রিয় প্রধান কর্ম্ম সম্মুখ সংগ্রাম ।
মরিলে পাইব আমি অক্ষয় নির্ব্বাণ ॥

কাটিব তোমার বাণ শুন ধনঞ্জয়।
রাখিতে না পারিবেন হরি দয়াময়॥
এত যদি সুধন্বা করিল অহঙ্কার।
কোপে বাণ এড়িলেন পাণ্ডুর কুমার॥
অনন্তের ভয় হৈল চঞ্চলা ধরণী।
বাণ দেখি সুধন্বা জপিছে চক্রপাণি॥
হুহুঙ্কার দিয়া বাণ এড়েন অর্জ্জুন।
সুধন্বা সে তিন বাণ কাটে সেইক্ষণ॥
তাহা দেখি পার্থে পাইলেন অপমান।
হেঁটমাথা করিলেন ব্যর্থ দেখি বাণ॥
মনোহর কৃষ্ণলীলা কে বুঝিতে পারে।
ভূমিতে পড়িয়া বাণ উঠিল সত্বরে॥
মহাবেগে অর্দ্ধশর শীঘ্রগতি যায়।
ভগ্নবাণ সুধন্বাকে কাটিয়া ফেলায়॥
মহাশব্দে হাহাকার করে সেনাগণে।
পড়িল সুধন্বা বীর অর্জ্জুনের বাণে॥
অর্জ্জুন কাটিল যদি সুধন্বার মাথা।
কাটামুণ্ড ডাকি বলে প্রাণকৃষ্ণ কোথা॥
বিষ্ণু অনুগত সেই সুধন্বা বৈষ্ণব।
হাসিয়া তাহার তেজ নিলেন মাধব॥
সুধন্বা হইল লিপ্ত কৃষ্ণ কলেবরে।
তাহা দেখি পার্থ বীর বিস্ময় অন্তরে॥
হরি পদতলে তার পড়িলেক শির।
সেই শির হস্তে লইলেন যদুবীর॥
ভক্তের মস্তক দেখি দয়া হৈল মনে।
গরুড়েরে নারায়ণ ডাকেন তখনে॥
বিনতা-নন্দন রহে যোড়হাত হৈয়া।
কহিলেন তাঁরে হরি ঈষৎ হাসিয়া॥
সুধন্বার মুণ্ড ল'য়ে চলহ সত্বরে।
ফেলাইয়া এস মুণ্ড প্রয়াগের নীরে॥
প্রয়াগ পবিত্র হবে মস্তক পরশে।
শুনহ গরুড় যাহ আমার আদেশে॥
পাইয়া হরির আজ্ঞা কশ্যপনন্দন।
সুধন্বার শির ল'য়ে করিল গমন॥
হিমালয়ে থাকিয়া দেখেন পশুপতি।
বৃষকে ডাকিয়া ক্রমে বলেন দ্রুতগতি॥

শুনহ বৃষভ তুমি আমার বচন।
গরুড়ের স্থানে তুমি করহ গমন॥
সুধন্বার মুণ্ড তুমি আনহ সত্বরে।
ফেলিতে না পারে যেন প্রয়াগের নীরে॥
তাহা শুনি শঙ্করে বলেন ভগবতী।
আনিতে নারিবে মুণ্ড বৃষ অল্পমতি॥
গরুড়ের স্থানে মুণ্ড কে আনিতে পারে।
অপমান পাবে প্রভু কহিনু তোমারে॥
প্রয়াগে ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন শ্রীহরি।
বৃষভ অশক্ত হবে আনিতে না পারি॥
শিবের হইল ক্রোধ শিবার বচনে।
ত্বরায় বৃষভ গেল গরুড়ের স্থানে॥
বিনতানন্দন জিজ্ঞাসিল বৃষভেরে।
শিবের বাহন তুমি যাবে কোথাকারে॥
বৃষভ বলিল শুন বিনতানন্দন।
সুধন্বার মুণ্ডেতে শিবের প্রয়োজন॥
পাঠাইল মহাদেব মস্তক লইতে।
এই হেতু আইলাম তোমার সাক্ষাতে॥
গরুড় বলিল মুণ্ড দিতে নাহি পারি।
প্রয়াগে ফেলিতে মুণ্ড কহিলেন হরি॥
তাঁর বাক্য লঙ্ঘিবারে আমি নাহি পারি।
প্রয়াগে ফেলিব মুণ্ড শুন সত্য করি॥
বৃষভ বলিল মুণ্ড নারিবা ফেলিতে।
সুধন্বার মুণ্ড আমি লৈব বলেতে॥
হাসিয়া গরুড় বলে নাহি তোর লাজ।
শুন নাহি শিবমুখে আমি পক্ষীরাজ॥
গরুড়ের বাক্যে বৃষভের ক্রোধ হৈল।
মস্তক কারণ দোঁহে যুদ্ধ উপজিল॥
গরুড়ের সনে বৃষ বুঝিতে নারিয়া।
ভাবিতে লাগিল বৃষ পরাভব পাইয়া॥
পাখসাটে বৈনতেয় ফেলাইল তারে।
বৃষভ পড়িল গিয়া শিবের গোচরে॥
অচেতন বৃষভেরে দেখিয়া ভবানী।
মুখে জল দিয়া তার রাখিল পরাণী॥
শঙ্করে কহেন ক্রোধে দেবী ভগবতী।
দেখিলে [illegible]॥

বিষ্ণুর বাহন পক্ষী মহাবল ধরে।
বৃষভ পাঠাও তুমি মুণ্ড আনিবারে ॥
গৌরীর বচনে ক্রুদ্ধ হ'য়ে গঙ্গাধর।
নন্দীকে বলেন তুমি যাহত সত্বর ॥
গরুড়ে জিনিয়া মুণ্ড আনিবে সত্বরে।
হিমালয় নন্দিনী আমাকে তুচ্ছ করে ॥
এত বলি শূল দেন দেব পঞ্চানন।
নন্দী মহাবীর তবে করিল গমন ॥
গরুড় দেখিয়া তবে শিবের কিঙ্কর।
মহাবলবান নন্দী শিবের সোসর ॥
ইহা দেখি পক্ষীরাজ আকাশে উঠিল।
দেখিয়া শিবের দূতে ভয় উপজিল ॥
গরুড় ফেলিল মুণ্ড প্রয়াগের জলে।
হাত পাতি নন্দী মুণ্ড ধরিল সে কালে ॥
আনিয়া মস্তক দিল শঙ্করের হাতে।
তাহা দেখি পার্ব্বতী রহিল হেঁটমাথে ॥
সুধন্বার মস্তক পাইয়া শূলপাণি।
মালাতে সুমেরু করিলেন মহাজ্ঞানী ॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহিনু তোমারে।
সুধন্বা নিপাত হৈল অর্জ্জুনের শরে ॥
হংসধ্বজ শুনিল এ সব বিবরণ।
কোথায় সুধন্বা বলি করয়ে রোদন ॥
পিতার ক্রন্দন দেখি সুরথ সত্বরে।
যোড়হাতে বলিলেন পিতার গোচরে ॥
শুন পিতা আর তুমি না কর ক্রন্দন।
আমি তোমা আনিয়া দেখাব নারায়ণ ॥
সেনাগণ ল'য়ে বীর প্রবেশিল রণে।
কামদেব আইল করিয়া বীরপণে ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব নীলধ্বজ রায়।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ শীঘ্রগতি ধায় ॥
সুরথ উপরে সবে বরিষয়ে বাণ।
নিবারয়ে ভূপতি তনয় সাবধান ॥
সুরথ সংগ্রাম করে ভয় নাহি মনে।
শরীর জর্জ্জর হৈল বাণ বরিষণে ॥
মোহ গেল কামদেব বাণের আঘাতে।
সারথি [illegible]
বৃষকেতু বীরে মারে এক শত বাণ।
ভঙ্গ দিল বৃষকেতু লইয়া পরাণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সুরথের যুদ্ধ এবং হংসধ্বজ রাজার কৃষ্ণ দর্শন।

জন্মেজয় বলিলেন শুন মুনিগণ।
অপূর্ব্ব ভারত-কথা শুনিতে সুন্দর ॥
দুই বাণে যুবনাশ্ব হৈল হতজ্ঞান।
রথ ল'য়ে সারথি হইল পাছুয়ান ॥
সুবেগে বিন্ধিল বীর ষষ্ঠি গোটা বাণে।
ভঙ্গ দিল সৈন্যগণ ভয় পেয়ে মনে ॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখিয়া কুপিত ধনঞ্জয়।
জিজ্ঞাসেন নারায়ণে করিয়া বিনয় ॥
সংগ্রাম করিতে আসে কোন্ মহারথী।
সৈন্য ভঙ্গ দিল মম যত সেনাপতি ॥
সুরথ উহার নাম বড় বলবান।
সংগ্রামে না হয় কেহ উহার সমান ॥
অর্জ্জুন বলেন রথ চালাও শ্রীহরি।
আজি সুরথেরে পাঠাইব যমপুরী ॥
পার্থে দেখি সুরথ করয়ে অহঙ্কার।
পড়িলে আমার হাতে নাহিক নিস্তার ॥
সুরথের বচনে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হৈল।
এক শত বাণ বীর ধনুকে যুড়িল ॥
মারেন আকর্ণ পূরি সুরথ উপরে।
ভূপতি তনয় তাহা নিবারিল শরে।
তবেত সুরথ হংসধ্বজের কোঙর।
হুঙ্কারে এড়িল অস্ত্র অর্জ্জুন উপর ॥
লুপ্ত হৈল রবিকর সব অন্ধকার।
দিব্য অস্ত্রে সংগ্রাম করয়ে বার বার ॥
জিনিতে না পারে যুদ্ধ সুরত চিন্তিত।
চঞ্চল নয়ন বীর দৃষ্টি-চারিভিত ॥
কপিধ্বজ রথখান দেখিয়া সম্মুখে।
দুই হাতে সাপটিয়া ধরিল তাহাকে ॥
সাপটি তুলিল রথ নিজ বাহুবলে।
ফেলাইয়া দিতে চাহে সমুদ্রের জলে ॥

তাহা দেখি ঈষৎ হাসিয়া গদাধর ।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হইলেন রথোপর ॥
তুলিতে নারিল রথ ভূমিতে পাড়িল ।
আপনার রথে গিয়া আরোহণ কৈল ॥
সুরথের বিক্রম দেখিয়া ধনঞ্জয় ।
গাণ্ডীব নিলেন বীর অত্যন্ত নির্ভয় ॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ পূরিয়া সন্ধান ।
সুরথের মাথা কাটি করে দুই খান ॥
পড়িল সুরথ হংসধ্বজের নন্দন ।
মুণ্ড ল'য়ে শিবদূত করিল গমন ॥
বৈষ্ণবের মুণ্ড বলি নিলেন শঙ্কর ॥
সুরথ পড়িল বার্ত্তা পায় নৃপবর ॥
পুত্রশোকে হংসধ্বজ করয়ে রোদন ।
প্রবোধ করেন পাত্র মিত্র সর্ব্বজন ॥
কেমনে দেখিব হরি বল না আমারে ।
পাত্র বলে মহারাজ চলহ সত্বরে ॥
রথ পদাতিক ল'য়ে করহ গমন ।
অর্জ্জুনের সারথি দেখিব নারায়ণ ॥
আপনি যজ্ঞের ঘোড়া লহ নরপতি ।
হরির সম্মুখে রাখি করহ প্রণতি ॥
নানা উপহার ল'য়ে চলে নরপতি ।
দূত গিয়া শ্রীহরিরে কহেন ভারতী ॥
অশ্ব ল'য়ে আসে হংসধ্বজ নরবর ।
শরণ লইবে তব শুন গদাধর ॥
নৃপতির অভিপ্রায় বুঝি যদুবর ।
বারণ করেন পার্থে করিতে সমর ॥
হেনমতে হংসধ্বজ আইল ত্বরিতে ।
দেখিলেন নারায়ণে অর্জ্জুনের রথে ॥
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজ লীলা ।
মকর কুণ্ডল কর্ণে গলে বনমালা ॥
নবজলধর জিনি শ্রীঅঙ্গের আভা ॥
দক্ষিণ বামেতে লক্ষ্মী সরস্বতী শোভা ॥
পারিষদগণ তাঁর সঙ্গেতে দেখিল ।
রথ হৈতে হংসধ্বজ ভূমেতে নামিল ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি পড়িল ভূমেতে ।
গোবিন্দ-চরণে রাজা লাগিল [illegible]

যোড়হস্ত হ'য়ে রাজা করিল স্তবন ।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন ॥
কুবের বরুণ তুমি দেব পুরন্দর ।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি বৈশ্বানর ॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি দিবারাতি ।
সলিল সাগর তুমি সর্ব্ব অব্যাহতি ॥
তা সবার মূল তুমি দেব নারায়ণ ।
তোমাতেই সর্ব্ব সৃষ্টি লভিল জনম ॥
অপার মহিমা তব কেহ নাহি জানে ।
বলিতে না পারে ব্রহ্মা সহস্র বদনে ॥
আমার মনেতে প্রভু এই ছিল সাধ ।
অর্জ্জুন সহিত তোমা দেখি কালাচাঁদ ॥
সে সাধ সম্পূর্ণ আজি হইল আমার ।
দয়াময় দয়া করি করহ নিস্তার ॥
ধন্য ধনঞ্জয় বীর পাণ্ডুর নন্দন ।
যার রথে আছ তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥
সফল জনম মম হৈল এতদিনে ।
দেখিনু তোমার রূপ আপন নয়নে ॥
এত বলি হংসধ্বজ স্তবন করিলে ।
ভক্তপ্রিয় হরি তারে করিলেন কোলে ॥
হরির প্রসাদ পেয়ে সুখী নরপতি ।
অর্জ্জুন-চরণে রাজা করিল প্রণতি ॥
আলিঙ্গনে রাজারে তোষেন ধনঞ্জয় ।
হেনকালে অনুচরে আনিলেক হয় ॥
হংসধ্বজ বলিলেন পাণ্ডুর নন্দন ॥
ঘোড়া ধরিলাম দেখিবারে নারায়ণ ॥
পূর্ণ হৈল অভিলাষ হরিকে দেখিয়া ।
শুন অর্জ্জুন তুমি যাহ অশ্ব লৈয়া ॥
কিন্তু এক ভিক্ষা আমি মাগিহে তোমারে ।
আজি তুমি বিশ্রাম করহ মম পুরে ॥
অনুমতি দেন পার্থ রাজার বচনে ।
কৃষ্ণ ল'য়ে গেল রাজা নিজ নিকেতনে ॥
সবান্ধবে নৃপতি দেখিল নারায়ণে ।
যতেক আনন্দ হৈল না যায় লিখনে ॥
যথাযোগ্য আহারে তুষিল সবাকারে ।
রজনী [illegible]

বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে তরি ভববারি ॥

বজাশ্বের ব্যাঘ্ররূপ হওনের বিবরণ।

জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন।
শুনিলাম হংসধ্বজ রাজার কথন ॥
বিবরিয়া কহ শুনি মুনি মহাশয়।
ঘোড়া সঙ্গে কোথায় গেলেন ধনঞ্জয় ॥
মুনি বলে অশ্ব গিয়া প্রবেশিল বনে।
হরষিতে যান হরি অর্জ্জুনের সনে ॥
বনের ভিতরে আছে দিব্য সরোবর।
চারিদিকে পুষ্পোদ্যান দেখিতে সুন্দর ॥
রামরম্ভা আছে কত সরোবর তটে।
দৈবযোগে অশ্ববর গেল সেই ঘাটে ॥
জল পরশিয়া অশ্ব ঘোটকী হইল।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের ভয় উপজিল ॥
ঘোড়ীরূপী হ'য়ে অশ্ব চলিল সত্বরে।
যতনে পাণ্ডব সৈন্য রাখিতে না পারে ॥
আপনার মনে ঘোড়ী চলে যেইখানে।
ঘোড়ী বেড়ি সৈন্যগণ যায় হৃষ্টমনে ॥
ঘোড়ী রূপ হয়ে অশ্ব সত্বরে চলিল।
দৈবযোগে এক হ্রদ সম্মুখে দেখিল ॥
ব্যাঘ্ররূপ হৈল তার জল পরশিয়া।
তাহা দেখি রহে পার্থ অধোমুখ হৈয়া।
গোবিন্দ বলেন সখা চিন্তা কর কেন।
এখনি পাইবে তত্ত্ব মুনি বিদ্যমান ॥
পাইবে ইহার তত্ত্ব মুনিবর স্থানে।
ব্যাঘ্ররূপ হ'ল ইহা কিসের কারণে ॥
কৌণ্ডিন্য নামেতে মুনি আছে সেই স্থানে।
নরনারায়ণ যান মুনি বিদ্যমানে ॥
মুনির চরণে দোঁহে করেন প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি গুণধাম ॥
তবে হরি কহিলেন শুন তপোধন।
আসিলাম তব স্থানে আছে প্রয়োজন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন যুধিষ্ঠির।
[illegible] হেতু আসিলেন পার্থবীর ॥
দৈবে এই বনে ঘোড়া প্রবেশ করিল।
জল পরশিয়া অশ্ব তুরগী হইল ॥
কার অভিশাপ ছিল এই সরোবরে।
পূর্ব্বকথা মহামুনি জিজ্ঞাসি তোমারে ॥
জিজ্ঞাসিল নারায়ণ কৌণ্ডিন্য মুনিরে।
মুনি বলে পূর্ব্ব কথা কহিব তোমারে ॥
কৌণ্ডিন্য বলেন শুন দেবনারায়ণ।
তুমি শ্রোতা আমি বক্তা এ নহে শোভন ॥
তবে যদি জানিয়া জিজ্ঞাসা কর তুমি।
সরোবর বিবরণ শুন কহি আমি ॥
বড় রম্য এই স্থান দেখিয়া পার্ব্বতী।
তপস্যা করিল আরাধিতে পশুপতি ॥
তপস্যা করেন গৌরী সরোবর তীরে।
সমাধি করিয়া মনে ভাবেন শঙ্করে ॥
হেনকালে এক দৈত্য তথায় আইল।
দেখিয়া গৌরীর রূপ মূর্চ্ছিত হইল ॥
কামে মত্ত হৈল পাপী অভয়া দেখিয়া।
যায় ধরিবারে দৈত্য বাহু প্রসারিয়া ॥
বুঝিয়া তাহার মন নগেন্দ্র-নন্দিনী।
তপ ভঙ্গ হেতু দেন অভিশাপ বাণী ॥
পুরুষ হইয়া যে আসিবে সরোবরে।
নারীরূপ সেই হবে শাপিলেন তারে
নারীরূপ হৈল তবে পার্ব্বতীর শাপে।
ঘরে নাহি গেল দৈত্য সেই মনস্তাপে ॥
সরোবরে অভিশাপ দিলেন ভবানী।
পুরুষ হইবে নারী পরশিলে পানি ॥
শাপান্ত না জানি শুন হরি মহাশয়।
প্রতিকার ইহার করিবে দয়াময় ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন মহামুনি।
আর এক কথা তোমা জিজ্ঞাসি যে আমি ॥
ঘোড়ীরূপ হ'য়ে ঘোড়া চলিল সত্বরে।
জলপান হেতু প্রবেশিল সরোবরে ॥
ব্যাঘ্ররূপ হৈল তার জল পরশিয়া।
কারণ জিজ্ঞাসি আমি কহ বিবরিয়া ॥
কৌণ্ডিন্য বলেন হরি বাক্যে দেহ মন।
কহিব তোমারে আমি [illegible] ॥

মিত্রসেন নামে মুনি ছিল এই বনে।
তার কথা কহি আমি তব বিদ্যমানে ॥
তীর্থ করি সে মুনি পাইল বড় ক্লেশ।
চিরদিন পরে আইলেন নিজ দেশ ॥
স্নানের কারণে মুনি হ্রদে প্রবেশিল।
স্নানাদি তর্পণ সেই জলেতে করিল ॥
হেনকালে এক দৈত্য তথাতে আসিল।
ভয়ঙ্কর বেশ ধরি মুনিকে ধরিল ॥
দৈত্যের দেখিয়া মূর্ত্তি মুনি বলে তারে।
ব্যাঘ্ররূপ দৈত্য হও শাপিনু তোমারে ॥
মুনিশাপে সেই দৈত্য ব্যাঘ্ররূপ হয়।
শুনহ শ্রীহরি এই হ্রদের বিষয় ॥
অভিশাপ হ্রদকে দিলেন মহামুনি।
ব্যাঘ্ররূপ হবে তোর পরশিলে পানি ॥
শাপান্ত নাহিক জানি শুন চক্রপাণি।
তুমি পরশিলে ঘোড়া হইবে এখনি ॥
শুন মহাশয় তুমি জগৎ ঈশ্বর।
যাহা জানি কহিলাম তোমার গোচর ॥
ব্যাঘ্র পরশি যে আমি তোমার বচনে।
ব্রাহ্মণের অভিশাপ ঘুচায় ব্রাহ্মণে ॥
এত বলি ব্যাঘ্রে পরশিল গদাধর।
ব্যাঘ্ররূপ ত্যজি অশ্ব হইল সত্বর ॥
প্রণমিয়া মুনিকে চলেন দুইজন।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥
অশ্ব রাখিবার হেতু ভ্রম চরাচর।
আমি শীঘ্রগতি যাই হস্তিনানগর ॥
সঙ্কট হইলে আমা করিও স্মরণ।
এত বলি বিদায় হলেন নারায়ণ ॥
ভ্রমণ করয়ে ঘোড়া আপনার সুখে।
সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে পার্থ চলিল কৌতুকে ॥

প্রমীলার দেশে অর্জ্জুনের গমন ও প্রমীলার কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
প্রমীলার দেশে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
মহাবনে আছয়ে প্রমীলা নামে নারী।
পদ্মিনী তাহার সঙ্গে আছে সত্য নারী ॥
আর কত রমণী বিরাজে তার পাশে।
পুরুষ নাহিক তাহে কহিনু বিশেষে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ঘোড়া গেল তার পুরে।
ধরিল রমণী সব পাইয়া ঘোড়ারে ॥
মহা বলবতী তারা শুন নরপতি।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া শকতি ॥
প্রমীলার বাক্যে ঘোড়া রাখিল বান্ধিয়া।
প্রবেশ করেন পুরে পার্থ পাছু গিয়া ॥
বনিতা ধরিল ঘোড়া শুনিয়া শ্রবণে।
পাণ্ডুর নন্দন ভীত হইলেন মনে ॥
পুরে প্রবেশিয়া দেখে বহু কন্যাগণ।
বিমান দেখেন কত তুরগ বারণ ॥
অর্জ্জুন প্রভৃতি মনে ভাবেন বিষাদ।
এমন না দেখি কভু হইল প্রমাদ ॥
ঘোড়া নাহি দেখি পথে চৌদিকে রমণী।
পুরুষ না দেখি পথে অমঙ্গল গণি ॥
অবলা প্রবলা হ'য়ে ধরে ধনুঃশর।
কি বুঝি ইহার সঙ্গে করিব সমর ॥
প্রদ্যুম্ন বলেন ঘোড়া আইল সঙ্কটে।
যুদ্ধে কার্য্য নাহি চল প্রমীলা নিকটে ॥
অবলা সহিত রণ এ বড় নিন্দিত।
লইব যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া সম্প্রীত ॥
প্রদ্যুম্নের বচন শুনিয়া ধনঞ্জয়।
প্রবেশ করেন পুরে মনে পেয়ে ভয় ॥
বৃষকেতু বীর দিল ধনুকে টঙ্কার।
তা শুনি বনিতাগণে আনন্দ অপার ॥
অর্জ্জুনের ভয় উপজিল তা শুনিয়া।
যুদ্ধ না করিব বলি বলেন ডাকিয়া ॥
প্রয়োজন আছে মম প্রমীলার সনে।
তাহা শুনি নিবৃত্ত হইল নারীগণে ॥
যুবতীগণের চিত্তে বাড়িল মদন।
সম্মুখে আছেন কাম শ্রীহরিনন্দন ॥
লাবণ্য কটাক্ষ হাস্য করে কোন জন।
ধাইয়া প্রমীলা অগ্রে কহিছে বচন ॥
অর্জ্জুন আইল হেথা অশ্বের কারণে।
শীঘ্রগতি ঠাকুরাণী চল দরশনে ॥

প্রমীলা উন্মত্ত হৈল দাসীর বচনে।
আপনি সাজিয়া চলে অর্জ্জুনের স্থানে॥
স্বর্ণথালে পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া সুন্দরী।
অর্জ্জুন সম্মুখে আসে নানা বেশ করি॥
প্রমীলা প্রণাম করে অর্জ্জুন চরণে।
পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া দাণ্ডায় বিদ্যমানে॥
পদ্মিনী সমান রূপ দেখি ধনঞ্জয়।
বসিতে বলেন তারে পেয়ে মনে ভয়॥
প্রমীলা বসিল সঙ্গে লইয়া পদ্মিনী।
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় অভিপ্রায় বাণী॥
শুনহ প্রমীলা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
পুরুষ না দেখি কেন তোমার নগরে॥
সকল সুন্দরী দেখি ভয় পাই মনে।
তোমারে জিজ্ঞাসি আমি এই সে কারণে॥
প্রমীলা বলিল, শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ভাগ্যে আমি পাইলাম তব দরশন॥
প্রসন্ন আমার চিত্ত তব দরশনে।
দূর হবে মনস্তাপ তোমার মিলনে॥
পূর্ব্বকথা কহি আমি তোমার গোচরে।
রমণী হইনু মোরা যেমন প্রকারে॥
দিলীপ নামেতে রাজা সর্ব্ব ভূমিপতি।
শুন হে কিরীটি আমি তাহার সন্ততি॥
দৈবেতে আইনু আমি মৃগয়া করিতে।
এই বনে উপস্থিত জনকের সাথে॥
পার্ব্বতী সহিত শিব ছিলেন এ বনে।
বিহার করেন দোঁহে আনন্দিত মনে॥
সেকালে জনকেরে দেখিলেন গৌরী।
কোপেতে দিলেন শাপ লজ্জা মনে করি॥
[illegible] যুবতী হও আমার বচনে।
[illegible] হইয়া সবে থাক এই বনে॥
[illegible] দেবীর বাক্য না হয় লঙ্ঘন।
[illegible] বনিতারূপ হইনু তখন॥
পার্ব্বতীর বরে কারে ভয় নাহি করি।
[illegible] অস্ত্র কেহ না আইসে মম পুরী॥
[illegible] তোমার ঘোড়া আমার নগরে।
[illegible] [illegible] ধরিল তাহারে॥
বান্ধিয়া রাখিল ঘোড়া করিয়া যতন।
না থাক এদেশে আর পাণ্ডুর নন্দন॥
পদ্মিনী সহিত আমি ভজিব তোমারে।
সংহতি করিয়া পার্থ ল'য়ে চল মোরে॥
কৃষ্ণসখা হেতু সে সবার প্রিয় তুমি।
বিবাহ করহ আমা বলিলাম আমি॥
কিরীটি বলেন শুন প্রমীলা সুন্দরী।
এখন বিবাহ তোমা করিতে না পারি॥
যজ্ঞ হেতু যুধিষ্ঠির হইয়াছে ব্রতী।
অশ্ব সঙ্গে আমি বেড়াইব বসুমতী॥
হস্তিনানগরে যাহ সকল সুন্দরী।
পুরাব তোমার আশা যজ্ঞ সাঙ্গ করি॥
কিরীটির বচনে প্রমীলা প্রীতি পায়।
সকল সুন্দরী মিলি গেল হস্তিনায়॥
মুক্ত হ'য়ে যজ্ঞ ঘোড়া যায় বনে বনে।
সৈন্য সহ কিরীটি চলেন অশ্ব সনে॥
জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন।
অমৃত সমান এই ভারত কথন॥
তোমার সুন্দর মুখ পদ্মের সমান।
তাহে কত মধু ঝরে নাহি পরিমাণ॥
পান করি তৃষ্ণা দূর না হয় আমার।
কহ কহ মহামুনি করিয়া বিস্তার॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
বৃক্ষদেশে প্রবেশিল পাণ্ডবের হয়॥
বৃক্ষ নামে সেই দেশ মহাভয়ঙ্কর।
ভীষণ নামেতে তথা আছে নিশাচর॥
ত্রিকোটি রাক্ষস আছে তাহার সংহতি।
দেবতা গন্ধর্ব্ব লোকে নাহি করে ভীতি॥
হরগৌরী বরে সেই মহাবলবান।
অমর অসুরগণে করে তৃণজ্ঞান॥
অরুণ উদয়কালে যত বৃক্ষগণে।
সুবাসিত পুষ্প তাহে হয় দিনে দিনে॥
মধ্যাহ্ন সময় নররূপ ফল ধরে।
আনন্দে রাক্ষসগণ তাহা ভোগ করে॥
তাহা দেখি বিস্ময় মানেন ধনঞ্জয়।
প্রবেশিল সেই দেশে পাণ্ডবের হয়॥

কামদেব বৃষকেতু আদি বীরগণে।
চমকিত হন সবে রাক্ষস দর্শনে॥
যোড়হস্তে ভীষণ জিজ্ঞাসে সমাচার।
কি কারণে আগমন হইল তোমার॥
পুরোহিত বলে শুন রাক্ষসের পতি।
আজি বড় হৈল মম আনন্দিত মতি॥
স্মরণ হইল এক অপূর্ব্ব কথন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈল রাজা দশানন॥
তাহাতে মনুষ্য মাংস খাইনু বিস্তর।
স্ত্রী পুত্রাদি সবাকার পূরিল উদর॥
তুমিহ করহ আজি যজ্ঞ নরমেধ।
তোমার প্রসাদে ঘুচে নরমাংস খেদ॥
লম্বোদরী নিশাচরী সম্মুখে দেখিল।
ভীষণ রাক্ষস তারে পাঠাইয়া দিল॥
নরবেশে যাহ তুমি সৈন্যের ভিতরে।
জেনে এস কেবা প্রবেশিল মম পুরে॥
ভীষণের আজ্ঞা পেয়ে হইল মানুষী।
সৈন্যেতে প্রবেশ গিয়া করিল রাক্ষসী॥
একে একে সবাকারে কৈল নিরীক্ষণ।
সম্মুখে দেখিল হনু পবননন্দন॥
হনু দেখি ভয় তার জন্মিল অন্তরে।
তত্ত্ব ল'য়ে শীঘ্র গেল ভীষণ গোচরে॥
লম্বোদরী বলে শুন রাক্ষসের পতি।
কটক চর্চ্চিয়া এনু যেমত শকতি॥
অর্জ্জুন প্রধান তাহে পাণ্ডুর নন্দন।
আইল যজ্ঞের ঘোড়া করিতে রক্ষণ॥
মহা মহা বীরগণ দেখিলাম তাতে।
হনুমান দেখিলাম অর্জ্জুনের রথে॥
ঘটোৎকচ সুত মেঘবর্ণ মহাবলী।
পাণ্ডব মিলনে অতি হ'য়ে কুতূহলী॥
কিন্তু হনুমান দেখি উপজিল ভয়।
সংগ্রামেতে কার্য্য নাহি জানাই তোমায়॥
হনুমান দেখি মনে বড় হয় শঙ্কা।
হনুমান হৈতে প্রভু নাশ হৈল লঙ্কা॥
এত যদি লম্বোদরী বলিল ভারতী।

দেবের অগম্য তুমি নাম বৃক্ষদেশ।
মরিতে অর্জ্জুন কৈল ইহাতে প্রবেশ॥
ভাল হৈল পিতৃবৈরী আইল আপনি।
নিশ্চয় বধিব আজি ভীমের পরাণী॥
বক নামে মম পিতা বিদিত সংসারে।
ভীমার্জ্জুন মম শত্রু বিনাশিল তারে॥
রাক্ষসের বৈরী বটে বীর হনুমান।
নিশ্চয় বধিব আজি ভীমের পরাণ॥
সাজ সাজ বলি ডাকে ভীষণ রাক্ষস।
যুদ্ধ হেতু নিশাচর করিল সাহস॥
বৃষকেতু কামদেব বরিষয়ে শর।
বিন্ধিয়া রাক্ষসগণে করিল জর্জ্জর॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব বরিষয়ে বাণ।
নীলধ্বজ হংসধ্বজ করয়ে সংগ্রাম॥
মেঘবর্ণ সহদেব সুবেশ সহিত।
যুঝয়ে রাক্ষসগণ মনে নাহি ভীত॥
অর্জ্জুন যুড়েন বাণ পূরিয়া সন্ধান।
নানা মায়া ধরে সেই রাক্ষস প্রধান॥
মেঘরূপ হ'য়ে করে বাণ বরিষণ।
বাণেতে অর্জ্জুন তাহা করে নিবারণ॥
বৃক্ষ শিলা পর্ব্বত বরিষে নিশাচর।
বৃষকেতু বাণ এড়ি কাটয়ে সত্বর॥
ক্রুদ্ধ হৈল ভীমসেন রাক্ষসের বাণে।
গদা হাতে ধায় বীর শঙ্কা নাহি মনে॥
কালদণ্ডসম গদা হাতেতে করিয়া।
ভীষণেরে মারিলেন সাহস করিয়া॥
ভীমের গদার বেগ কে সহিতে পারে।
মূর্চ্ছাগত নিশাচর দারুণ প্রহারে॥
ভীষণ রাক্ষস তবে সাহস করিয়া।
অর্জ্জুনের শিরে মারে মুষল ফেলিয়া॥
মোহ যায় ধনঞ্জয় মুষলের ঘাতে।
তাহা দেখি ভীমসেন ধায় গদা হাতে॥
হানিল গদার বাড়ি ভীষণ রাক্ষসে।
দৈবে প্রাণ পেয়ে সেই পলায় তরাসে॥
যুদ্ধ দেখি হনুমানে আনন্দ বাড়িল।

হনুমানে দেখিয়া পলায় নিশাচর।
শরীর ত্যজিয়া কেহ গেল যমঘর ॥
নয় লক্ষ রাক্ষস যে ছিল শেষ রণে।
প্রাণভয়ে পলাইল সবে ঘোর বনে ॥
কত সৈন্য সঙ্গে ল'য়ে ভীষণ দুর্ম্মতি।
মায়াতে হইল সেই মুনির মূরতি ॥
মায়া পাতি করিল মধুর ফুল ফল।
মায়াতে নির্ম্মাণ কৈল সরোবর জল ॥
সঙ্গে নিশাচরগণ শিষ্যরূপ হৈল।
অধ্যয়ন হেতু তারা চৌদিকে বসিল ॥
হেনমতে মায়া করি আছে নিশাচর।
রাক্ষস জিনিয়া যান পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
কতদূর বনেতে দেখেন তপোধন।
মুনিরূপে বসে আছে সঙ্গে পুণ্যজন ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ভয়ে আদর করিল।
অতিথি বলিয়া পাদ্য অর্ঘ্য যোগাইল ॥
দীর্ঘ নখ জটাভার দেখি ধনঞ্জয়।
মুনিজ্ঞানে তাহারে কহেন সবিনয় ॥
শুন প্রভু তব স্থানে চাহি আশীর্ব্বাদ।
অশ্বমেধ সাঙ্গ হৈলে পুরে মনোসাধ ॥
মুনি বলে শুন তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
যজ্ঞ সাঙ্গ তোমার করিবে নারায়ণ ॥
কিন্তু আজি বিশ্রাম করহ এই স্থানে।
আমার অতিথি হও দিন অবসানে ॥
বিবেচনা মনে করিলেন ধনঞ্জয়।
রাক্ষস বলিয়া তারে জানেন কথায় ॥
অর্জ্জুন বলেন মায়া না করিহ তুমি।
মুনিবেশ ধরিয়াছ জানিয়াছি আমি ॥
কিন্তু মম স্থানে আজি নাহিক নিস্তার।
এখনি পাঠাব তোমা যমের দুয়ার ॥
প্রাণ-ভয়ে তপস্বী হইল নিশাচর।
বিদিত হইল মায়া সবার গোচর ॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুর্ব্বাণ।
ভয়েতে রাক্ষস হয় নিজ মূর্ত্তিমান ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি বীর ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন হইয়া নির্ভয় ॥
গাণ্ডীবে টঙ্কার শুনি এল সর্ব্বজন।
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব কর্ণের নন্দন ॥
ভীম হংসধ্বজ আদি যত বীরগণ।
ত্বরায় আইল সবে করিবারে রণ ॥
গাছ শিলা অর্জ্জুনে মারয়ে নিশাচর।
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
বহু যুদ্ধ করিলেন ভীষণ সংহতি।
গদাঘাতে মারিলেন ভীম মহামতি ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

মণিপুরে বভ্রুবাহনের সহিত অর্জ্জুনের পরিচয়।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
মণিপুরে প্রবেশিল পাণ্ডবের হয় ॥
মণিপুরে বভ্রুবাহ নামে নরপতি।
তিন বৃন্দ সেনা তার নব লক্ষ হাতী ॥
এক লক্ষ নৃপতি রাজায় সেবা করে।
নানা রত্ন আনে তারা ভূপতি গোচরে ॥
চিত্রাঙ্গদাসুত সেই অর্জ্জুন নন্দন।
নব লক্ষ রথ যার আছে সুশোভন ॥
ষাটি কোটি রণেতে অশ্ব আছে যাহার।
মহাবল বভ্রুবাহ বীর অবতার ॥
তীর্থযাত্রা যেই কালে করে ধনঞ্জয়।
সে কালে গন্ধর্ব্ব কন্যা করে পরিণয় ॥
তার গর্ভে জনমিল সে বভ্রুবাহন।
অর্জ্জুন সমান তারে বলে সর্ব্বজন ॥
নাগকন্যা উলুপী আছেন তার ঘরে!
ইলাবন্ত তার পুত্র পড়িল সমরে ॥
কুরুক্ষেত্র রণে ইলাবন্ত হৈল ক্ষয়।
শুনিয়াছ সেই কথা শ্রীজনমেজয় ॥
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার তরে।
দৈবে আসি অশ্ব প্রবেশিল মণিপুরে।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া বভ্রুবাহ বীর।
জননীর কাছে কহে করি চিত্ত স্থির ॥
তুমি বল মম পিতা পাণ্ডুর নন্দন।
মণিপুরে আইলেন দৈবের ঘটন ॥

না জানিয়া যজ্ঞ অশ্ব ধরিলাম আমি।
কি করি উপায় এবে কহ গো জননী ॥
চিত্রাঙ্গদা বলে শুন সুবুদ্ধি কুমার।
যত্নেতে পালন কর বচন আমার ॥
অশ্ব ল'য়ে যাহ তুমি জনকের স্থানে।
অপরাধ মাগি লহ তাঁহার চরণে ॥
নানারত্ন অগ্রে থুয়ে করিবেক নতি।
পশ্চাতে কহিবে পুত্র আপন ভারতী ॥
চিত্রাঙ্গদা গর্ভে জন্ম কহিবে তাঁহারে।
তনয় বলিয়া তেঁই তুষিবেন তোরে ॥
বভ্রুবাহ বলে মাতা করি নিবেদন।
শুনিলাম যত আমি তোমার বচন ॥
এ রীতি ক্ষত্রের নহে শুনগো জননী।
যুদ্ধ করি পরিচয় তারে দিব আমি ॥
পদানত হৈলে ঘৃণা করিবে আমারে।
শুনগো জননী অগ্রে না জানাব তাঁরে ॥
চিত্রাঙ্গদা বলে পুত্র না হয় যুকতি।
কেমনে বুঝিবা তুমি পিতার সংহতি ॥
নাহি শুন লোকমুখে ইতিহাস কথা।
পূজা কৈলে পিতৃলোকে প্রসন্ন দেবতা ॥
তারে পুত্র বলি যে পিতার সেবা করে।
সেই পুত্র বলি যে পিতার বাক্য ধরে ॥
তুমি যাহ পিতা সঙ্গে করিবারে রণ।
কিমতে এ সব লাজে ধরিবে জীবন ॥
অশ্ব ল'য়ে যাহ তুমি পাণ্ডব গোচরে।
লোকধর্ম্ম কথা আমি কহিনু তোমারে ॥
আপন স্বধর্ম্ম রক্ষা করে যেইজন।
সর্ব্বত্র কল্যাণ তার বলে মুনিগণ ॥
জননীর বাক্যে বভ্রুবাহ নরপতি।
নানা রত্ন নিল সঙ্গে সুশোভন অতি ॥
অগুরু চন্দন গন্ধ লইল কস্তুরী।
পুষ্পমালা স্বর্ণথালে নিল যত্ন করি ॥
অশ্ব নিয়া চলিলেক পার্থের নন্দন।
অর্জ্জুনে ভেটিতে যান আনন্দিত মন ॥
দূত গিয়া কহিলেন পার্থের গোচরে।
বভ্রুবাহ আইলেন তোমা ভেটিবারে ॥

পদাতিক সঙ্গে আসে পাত্র মিত্রগণ।
অভিপ্রায় বুঝি তব লইবে শরণ ॥
তাহা শুনি সম্মতি দিলেন ধনঞ্জয়।
দিব্যাসনে বসিলেন সানন্দ হৃদয় ॥
কামদেব বৃষকেতু যুবনাশ্ব রায়।
হংসধ্বজ নীলধ্বজ বসিল সভায় ॥
অনুশাল্ব-বৃকোদর সুবেগ সহিত।
অর্জ্জুন সমাজ কৈল পেয়ে মহাপ্রীত ॥
পুষ্পক চন্দন অর্জ্জুনের পদে দিয়া।
প্রণাম করিল রাজা ভূমিষ্ঠ হইয়া ॥
পঞ্চরত্ন সম্মুখে রাখিয়া নরপতি।
অর্জ্জুন-চরণে রাজা করিল প্রণতি ॥
সম্মুখে রাখিয়া অশ্ব কহে নরপতি।
অবধান করি শুন পাণ্ডুর সন্ততি ॥
অর্জ্জুন চরণ প্রান্তে বসিয়া রাজন।
আপনার কথা যত করে নিবেদন ॥
তোমার তনয় আমি শুন মহাশয়।
চিত্রাঙ্গদা গর্ভেতে আমার জন্ম হয় ॥
যখন করিলা তুমি তীর্থ পর্য্যটন।
করিলা গন্ধর্ব্বসুতা বিবাহ তখন ॥
তোমার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার উদরে।
হইল আমার জন্ম কহিনু তোমারে ॥
না জানি ধরিনু ঘোড়া ক্ষমা দেহ মোরে।
বভ্রুবাহ বলি নাম জানহ আমারে ॥
এত বলি পুনরপি ধরিল চরণে।
শুনিয়া জন্মিল ক্রোধ অর্জ্জুনের মনে ॥
কাহারে বলিস পিতা নটির তনয়।
অভিপ্রায় বুঝি তোর নাহি লজ্জা ভয় ॥
নটি চিত্রাঙ্গদা সেই গন্ধর্ব্ব দুহিতা।
তুই যার পুত্র তার শুনিয়াছি কথা ॥
এত বলি করিলেন চরণ প্রহার।
ভূমেতে পড়িল চিত্রাঙ্গদার কুমার ॥
না করিহ তিরস্কার পাণ্ডুর তনয়।
আমিত তোমার পুত্র কহিনু নিশ্চয় ॥
তবে হংসধ্বজ আর নীলধ্বজ রায়।
অর্জ্জুনে কহিল যুক্তি না হয় তোমায় ॥

[illegible]
কুসুম চন্দন দিয়া পূজিল তোমারে ॥
চরণ প্রহার করা নহেত উচিত।
তোমার তনয় হয় এ কথা নিশ্চিত ॥
আপনি আসিয়া বলে তোমার তনয়।
অন্যে পিতা কহিতে অন্যের লজ্জা হয় ॥
তাহা শুনি ধনঞ্জয় কহেন বচন।
অভিমন্যু বীর ছিল আমার নন্দন ॥
সুভদ্রা তনয় বীর বিদিত ভুবনে।
চক্রব্যূহে যুঝিলেক দ্রোণ গুরু সনে ॥
দ্রোণ দ্রৌণি কৃপ কর্ণে সংগ্রামে তুষিয়া।
স্বর্গে গেল মহাবীর শরীর ত্যজিয়া ॥
সেই পুত্র হয় মম কুলের ভূষণ।
বভ্রুবাহ হয় দেখ নটীর নন্দন ॥
[illegible] গর্ব্ব করিয়া ধরিল মম হয়।
[illegible] পেয়ে বলে শেষে তোমার তনয় ॥
এ যদি হইত মম ঔরস নন্দন।
[illegible] বিনা ঘোড়া না করিত সমর্পণ ॥
[illegible]তর হইল, নহে আমার নন্দন।
[illegible] জিনয়ে বীজে বলে সর্ব্বজন ॥
পিতা হৈতে পুত্র শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে।
শাস্ত্রেতে এ সব কথা কহে মুনিগণে ॥
[illegible]তেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
বভ্রুবাহ রাজা তবে অধোমুখে রয় ॥
[illegible] কোপ উপজিল বভ্রুবাহ চিতে।
[illegible]খে দাণ্ডায়ে বীর রহে যোড়হাতে ॥
[illegible] মহাশয় তুমি কহিলা বিস্তর।
[illegible]বারে মন্দ কিন্তু ধর্ম্মেতে গোচর ॥
[illegible] জন্মের কিছু জান সমাচার।
[illegible] কহিতে হৈল সাক্ষাতে তোমার ॥
[illegible] বলিয়া তুমি গালি দিলা মোরে।
[illegible] আরজ তাহা বিদিত সংসারে ॥
[illegible] পাই আমি তোমাকে দেখিয়া।
[illegible] আসিয়াছি তুরগ লইয়া ॥
[illegible] অপমান করিলে আমারে।
[illegible] পরাক্রম আমি দেখাব তোমারে ॥

[illegible]
বান্ধিয়া রাখহ অশ্ব করিয়া শকতি ॥
এত বলি অশ্ব দিল অনুচরগণে।
অশ্ব ল'য়ে গেল তারা পরম যতনে ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া বীর প্রবেশিল ঘরে।
সেনাগণে আজ্ঞা দিল যুদ্ধ করিবারে ॥
নৃপাদেশে সৈন্যগণ করিল সাহস।
আনন্দেতে দেয় সবে দামামা নির্ঘোষ ॥
সাজ সাজ বলি পুরে উঠিল ঘোষণা।
নানা অস্ত্র লইয়া চলিল সর্ব্বসেনা ॥
হয় গজ বিমানে করিয়া আরোহণ।
ধনুর্ব্বাণ হাতে নিল করিবারে রণ ॥
তোমর পট্টিশ গদা মুষল মুদ্গর।
শেল টাঙ্গি হাতে নিল করিতে সমর ॥
চিত্রাঙ্গদা পাইলেক যুদ্ধ সমাচার।
পুত্রের সম্মুখে গেল করি হাহাকার ॥
কি কহিল প্রাণনাথ পাণ্ডুর নন্দন।
কেন পুত্র যুদ্ধ হেতু করহ সাজন ॥
শুনিয়া মাতার কথা বভ্রুবাহ কয়।
বিলক্ষণ পাইনু পিতার পরিচয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের মৃত্যু।

শ্রীজন্মেজয় বলে শুন তপোধন।
বভ্রুবাহ কিরীটী কেমনে হৈল রণ ॥
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহামুনি।
তোমার প্রসাদে আমি পূর্ব্বকথা শুনি ॥
বলিলা বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
যুদ্ধকথা কহি আমি কর অবগতি ॥
অনুমতি দিয়া চিত্রাঙ্গদা গেল ঘরে।
বভ্রুবাহ রাজা গেল যুদ্ধ করিবারে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ সেই হইবারে চায়।
এই হেতু ধনঞ্জয় নিন্দিলেন তায় ॥
শাপ দিয়াছেন গঙ্গা কিরীটী নিধনে।
এ সব ঈশ্বর লীলা কেহ নাহি জানে ॥

হয় গজ বিমানেতে গর্জ্জন করিয়া।
বভ্রুবাহ রাজা রণে প্রবেশিল গিয়া ॥
সিংহনাদ বাদ্যরব শুনিয়া শ্রবণে।
পাণ্ডবের সেনা সব প্রবেশিল রণে ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি বীর বৃষকেতু।
অগ্রে রথ চালাইল যুঝিবার হেতু ॥
বৃষকেতু বাণ তবে পূরিল সন্ধান।
কিরীটী তনয় তাহা করে খান খান ॥
হেনমতে দুইজন অনেক যুঝিল।
গগনমণ্ডল দোঁহে বাণে আচ্ছাদিল ॥
অন্ধকার হৈল সব না দেখি নয়নে।
পরিচয় নাহি যুদ্ধ করি কার সনে ॥
তবে বভ্রুবাহ কৈল বাণ অবতার।
দিনকর আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার ॥
দুই বাণে বিন্ধে বভ্রুবাহ নরপতি।
বৃষকেতু রথধ্বজ কাটে শীঘ্রগতি ॥
পঞ্চবাণ দিয়া কাটে সারথির মুণ্ড।
বাণ গুণ ধনু কাটি করে খণ্ড খণ্ড ॥
ফাঁপর হইল তবে কর্ণের নন্দন।
বভ্রুবাহনের রণে হৈল অচেতন ॥
তাহা দেখি শাম্ব বীর প্রবেশিল রণে।
অনেক সংগ্রাম করে বভ্রুবাহ সনে ॥
ক্রমে ক্রমে তাহা আমি কতেক কহিব।
ভারত সমুদ্র কথা সুধার অর্ণব ॥
বভ্রুবাহ বাণে কার' নাহিক নিস্তার।
হইল অস্থির রণে শাম্ব বীরবর ॥
জর্জ্জর হইল তনু রক্ত বহে স্রোতে।
কিংশুক কুসুম যেন শোভিছে বসন্তে ॥
প্রাণভয়ে পদাতিক নাহি রহে রণে।
অচেতন হৈল বভ্রুবাহনের বাণে ॥
ভীম আর সাত্যকি যে সাহস করিল।
বভ্রুবাহনের সনে অনেক যুঝিল ॥
রুধিরে কর্দ্দম ভূমি দেখিয়া নয়নে।
ভীমসেন মহাবীর ভয় পায় মনে ॥
তবে বভ্রুবাহ করে বাণের সন্ধান।
পলায় পাণ্ডব সৈন্য লইয়া পরাণ ॥

অন্যের থাকুক কথা ভীম ভঙ্গ দিল।
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সবে পলাইল ॥
নীলধ্বজ হংসধ্বজ পরাভব পেয়ে।
অর্জ্জুন সম্মুখে সবে উত্তরিল গিয়ে ॥
অপমান পেয়ে সবে বভ্রুবাহ রণে।
তা দেখি কিরীটী বীর কুপিলেন মনে ॥
গাণ্ডীব লইয়া পরে বীর ধনঞ্জয়।
যুঝিতে গেলেন বীর হইয়া নির্ভয় ॥
হেনকালে বৃষকেতু ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে।
রণে প্রবেশিল পুনঃ সাহস করিয়ে ॥
বৃষকেতু করিলেন বাণ বরিষণ।
বাণে বাণ নিবারয়ে কিরীটী নন্দন ॥
ধ্বজছত্র কাটে বাণ হাতে ল'য়ে ধনু।
এক বাণে বভ্রুবাহ কাটিলেন তনু ॥
বভ্রুবাহ সৈন্য তবে বিন্ধিলেক বহু।
কুপিল কিরীটী বীর যেন গ্রহ রাহু ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবের দত্ত বাণ।
কোপাগ্নিতে ধনঞ্জয় করেন সন্ধান ॥
বভ্রুবাহ রাজা তাহা নিবারিল শরে।
দেখিয়া কিরীটী বীর সক্রোধ অন্তরে ॥
পিতা পুত্রে উভয়ে যে সংগ্রাম হইল
বাহুল্য কারণ সব লেখা নাহি গেল ॥
অক্ষয় গাণ্ডীব তূণ রণে হৈল ক্ষয়।
তা দেখি চিন্তিত হইলেন ধনঞ্জয় ॥
বভ্রুবাহ বলে শুন ইন্দ্রের নন্দন।
পাণ্ডুর তনয় তোমা বলে সর্ব্বজন
ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির বড় ভাগ্যবান।
পবননন্দন ভীম পবন সমান ॥
সহদেব নকুল দুই অশ্বিনীকুমার।
ভাল চন্দ্রবংশে জন্ম হইল তোমার ॥
আপন জন্মের কথা মনে না করিলা।
তুমি মোরে জারজ বলিয়া গালি দিলা ॥
সম্মুখ সমরে আমি পাইনু তোমারে।
স্মরণ করহ তুমি দেব গদাধরে ॥
আজি কৃষ্ণ সঙ্গে তোমা পরাজয় করি।
তবে আমি প্রবেশ করিব নিজপুরী ॥

শুনেছি প্রতিজ্ঞা তব জননীর স্থানে ।
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
কিন্তু আজি যশোলোপ হইবে তোমার ।
ফিরিয়া না যাবে তুমি বাণেতে আমার ॥
বভ্রুবাহ বচনে কহেন ধনঞ্জয় ।
অহঙ্কার না করিও বেশ্যার তনয় ॥
তাহা শুনি বভ্রুবাহ ক্রুদ্ধ হৈল মনে ।
বাণেতে জর্জ্জর তনু করিল অর্জ্জুনে ॥
ব্যতিব্যস্ত হইলেন বীর ধনঞ্জয় ।
নর নারায়ণ মনে পাইলেন ভয় ॥
মঙ্গল না দেখিলেন সংগ্রাম ভিতরে ।
উচ্চমুখ হ'য়ে শিবা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
মুণ্ডহীন ছায়া বীর দেখি আপনার ।
চিন্তান্বিত হইলেন পাণ্ডুর কুমার ॥
অকুশল দেখিলেন ধ্বজে পড়ে কাক ।
হইলেন ব্যাকুলিত মুখে নাহি বাক্ ॥
বৃষকেতু সম্বোধি বলেন ধনঞ্জয় ।
হস্তিনানগরে যাহ কর্ণের তনয় ॥
ইহার সমরে মম নাহি পরিত্রাণ ।
হস্তিনানগরে যাহ লইয়া পরাণ ॥
তোমা বিনা বংশে আর না আছে সন্তান ।
তুমি জিলে পিতৃলোকে জল পিণ্ড দান ॥
যুবনাশ্ব সুবেগ প্রভৃতি সৈন্যগণ ।
বভ্রুবাহনের রণে না পায় রক্ষণ ॥
কিরীটীর কথা শুনি কর্ণের কুমার ।
কহিতে লাগিল বীর করি অহঙ্কার ॥
অমঙ্গল কথা তুমি কহ কি কারণে ।
বভ্রুবাহনেরে আমি পরাজিব রণে ॥
এত বলি ধনুর্ব্বাণ লইয়া সত্বরে ।
বিন্ধিল পঞ্চাশ বাণ বভ্রুবাহনেরে ॥
বভ্রুবাহ বলে শুন কর্ণের নন্দন ।
পুনঃ পুনঃ এস তুমি করিবারে রণ ॥
কৃষ্ণে স্তুতি কর তুমি মরণ সময় ।
পরকালে দিব্যগতি দিবেন তোমায় ॥
এত বলি বভ্রুবাহ হাতে নিল বাণ ।
আকর্ণ পূরিয়া তাহা করিল সন্ধান ॥

অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে সত্বরে এড়িল ।
বৃষকেতু মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল ॥
তাহা দেখি প্রদ্যুম্নাদি যত বীরগণ ।
সাহসে আইল সবে করিবারে রণ ॥
পার্থের তনয় পরাজিল সবাকারে ।
পড়িয়া রহিল সবে ভূমির উপরে ॥
তাহা দেখি ধনঞ্জয় বিষণ্ণ বদন ।
বৃষকেতু শোকে কান্দি কহিল বচন ॥
মহাবীর বৃষকেতু কর্ণের নন্দন ।
অহঙ্কার করি পুত্র হারালে জীবন ॥
নিষেধ করিনু যত না শুনিলে কাণে ।
শরীর ত্যজিলে বভ্রুবাহনের বাণে ॥
কি বলি যাইব আমি হস্তিনানগরে ।
কি বোল বলিব গিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
কি বলিয়া প্রবোধিব কুন্তীর হৃদয় ।
এই শোকে কি বলিবে কৃষ্ণ মহাশয় ॥
বৃষকেতু মুণ্ড তবে হৃদয়েতে ধরি ।
বিলাপ করেন পার্থ উচ্চৈঃস্বর করি ॥
কান্দেন বিষাদ মনে ইন্দ্রের নন্দন ।
তাহা দেখি হাসি কহে সে বভ্রুবাহন ॥
ক্ষত্রিয় এ ধর্ম্ম নয় শুন মহাশয় ।
এখনি দেখিবা তুমি আপন সংশয় ॥
হাসিবে ভূপতিগণ দেখিয়া তোমারে ।
ক্রন্দন উচিত নয় সমর ভিতরে ॥
যুদ্ধ করি বৃষকেতু গেল স্বর্গলোকে ।
গতজীবে শোকযুক্ত না শোভে তোমাকে ॥
আপনি ত্বরিতে তুমি করহ উপায় ।
সমরে বিষাদ করিবারে না যুয়ায় ॥
কি কারণে বিলাপ করহ তুমি শোকে ।
স্মরণ করিয়া শীঘ্র আনহ কৃষ্ণকে ॥
কৃষ্ণগত তব প্রাণ আমি ভাল জানি ।
কৃষ্ণহীন হ'য়ে কেন হারাবে পরাণী ॥
যদি বাঞ্ছা করহ কুশল আপনার ।
স্মরণ করহ শীঘ্র দৈবকী-কুমার ॥
চিন্তহ গোবিন্দপদ ওহে ধনঞ্জয় ।
নহিলে আমার বাণে যাবে যমালয় ॥

এত যদি বভ্রুবাহ বলিল ডাকিয়া।
কিরীটী চিন্তেন কৃষ্ণে সঙ্কটে পড়িয়া ॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু ওহে ভগবান।
বিষম সমরে মোরে কর প্রভু ত্রাণ ॥
আইস কমলাপ্রিয় শীঘ্র মণিপুরে।
বভ্রুবাহনের যুদ্ধে রক্ষা কর মোরে ॥
গজেন্দ্রে করুণা করি উদ্ধারিলা হরি।
অপার মহিমা তব কি কহিতে পারি ॥
দ্রৌপদীর লজ্জা তুমি কৈলে নিবারণ।
জতুগৃহে রক্ষা কৈলে আমা পঞ্চজন ॥
দুর্ব্বাসার অভিশাপে রাখিলা আমারে।
আপনি করিলা ত্রাণ বিরাট নগরে ॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মুক্ত করিয়াছ তুমি।
সংসারে বিদিত তাহা কি বলিব আমি ॥
সুরথ সুধন্বা যুদ্ধে রাখিলে আমারে।
এবার আসিয়া রক্ষা কর মণিপুরে ॥
গঙ্গার বচন সত্য করিতে মুরারি।
পার্থেরে রাখিতে না গেলেন ত্বরা করি ॥
চাহেন আপন রথপানে ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে না দেখিয়া পার্থ মনে পান ভয় ॥
বভ্রুবাহ বলে তুমি কি ভাবিছ মনে।
না পাবে নিস্তার তুমি আমার এ রণে ॥
এত বলি করে বীর বাণ বরিষণ।
নিবারিতে না পারেন নর নারায়ণ ॥
জর্জ্জর হইল বীর বাণের প্রহারে।
ফুটিল অর্জ্জুন বীরে রক্ত বহে ধারে ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র পাশুপত আদি যত বাণ।
ভয়েতে কিরীটী সব করেন সন্ধান ॥
বভ্রুবাহ রাজা তাহা শরে নিবারেণ।
প্রাণপণে কিরীটী জিনিতে না পারেন ॥
বাণবেশে গঙ্গাদেবী আসিয়া সেখানে।
কহেন সকল কথা বভ্রুবাহ কাণে ॥
তাহা শুনি আনন্দিত হন নরপতি।
রাখিলেন গঙ্গা অস্ত্র করিয়া শকতি ॥
তবে সেই অস্ত্র রাজা যুড়িলেন চাপে।
বাণ জুড়ি ইন্দ্র আদি দেবগণ কাঁপে ॥

মহাবেগে গঙ্গাবাণ আকাশে উঠিল।
কিরীটীর মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল ॥
পাণ্ডবের দলে যত শেষ সৈন্য ছিল।
অর্জ্জুন নিধন হেতু আতঙ্ক পাইল।
সংগ্রাম জিনিয়া বভ্রুবাহ কুতূহলে।
পরে প্রবেশিল বীর জয় জয় বোলে ॥
নানাবাদ্য নৃত্য গীত হরিষ ঘোষণ।
মায়ের সম্মুখে গেল সে বভ্রুবাহন ॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া মায়ে করিল প্রণাম।
হাসিয়া বলেন আমি জিনিনু সকল ॥
নাশিলাম ধনঞ্জয়ে সংগ্রামের স্থলে।
যতেক পাণ্ডব-সৈন্য জিনিলাম হেলে ॥
পুত্রের মুখেতে কথা শুনিয়া এমন।
ভয় পেয়ে চিত্রাঙ্গদা করয়ে রোদন ॥
ওরে পুত্র কি কহিলি অমঙ্গল কথা।
কেমনে কাটিলি তুই জনকের মাথা ॥
পিতৃহত্যা কৈলি তুই মহাপাপকারী।
এত বলি অচেতন হইল সুন্দরী ॥
ভূমিতে পড়িয়া চিত্রাঙ্গদা মহাশোকে।
কোথা গেল প্রাণনাথ ঘন ঘন ডাকে ॥
অনেক বিলাপ করি কান্দয়ে বিস্তর।
শুনিয়া উলুপী ধেয়ে আইল সত্বর ॥
মুখে জল দিয়া তারে তুলে হাত ধরি।
না জানি বিষাদ কেন করহ সুন্দরী ॥
কৃষ্ণ সখা কিরিটির না হবে মরণ।
বভ্রুবাহনের বাণে হৈল অচেতন ॥
পূর্ব্ব কথা কহি আমি তোমার গোচরে।
আপন মরণ তেঁই কহি‚ আমারে ॥
রোপিল দাড়িম্ব বৃক্ষ করিয়া যতন।
আমারে কহিল কথা পাণ্ডুর নন্দন ॥
দাড়িম্ব নিধনে মম জানিহ মরণ।
এত বলি নিজ দেশে করিল গমন ॥
ক্রন্দন ত্যজহ তুমি আমার বচনে।
দাড়িম্বের বৃক্ষ গিয়া দেখি দুইজনে ॥
উলুপীর বোলে চিত্রাঙ্গদা হরষিত।
দাড়িম্বের বৃক্ষতলে গেলেন ত্বরিত ॥

মৃত তরু দেখি দোঁহে হৈল অচেতন।
হাহা প্রাণনাথ বলি করয়ে রোদন॥
পতি দরশনে দোঁহে করিল গমন।
অগ্রে পিছে কান্দিয়া চলিল দাসীগণ॥
হেথা বভ্রুবাহ রাজা পেয়ে অপমান।
বিনাশিয়া জনকেরে ভাবয়ে নিদান॥
পাত্রমিত্র পাঠাইল জনকের স্থানে।
প্রবোধিতে তারা যায় পরম যতনে॥
উলুপী বলেন হেদে শুন চিত্রাঙ্গদা।
আচম্বিতে স্মরণ হইল এক কথা॥
অনন্ত দুহিতা আমি শুন গো সুন্দরী।
আমা বিবাহিয়া পার্থ গেল যমপুরী॥
অর্জ্জুনেরে ভক্তি করি অনন্ত পূজিল।
নানা ধন দিয়া মোরে অর্জ্জুনেরে দিল॥
অর্জ্জুনে দিলেন আমা হইয়া কৌতুকে।
অমৃত নামেতে মণি দিলেম যৌতুকে॥
পুণ্ডরীক নাগ দিল আমার সেবনে।
তাহাকে আনিব আমি করিয়া যতনে॥
মণির কারণ তারে পাতালে পাঠাব।
আনিয়া অমৃত মণি অর্জ্জুন জীয়াব॥
এত যদি চিত্রাঙ্গদা শুনিল বচন।
উলুপীরে বলে মণি আনহ এখন॥
অর্জ্জুনের শোকে তনু না পারি ধরিতে।
শুন গো ভগিনী মণি আনহ ত্বরিতে॥
উলুপী বলেন তুমি স্থির কর মতি।
এখনি পাইবে প্রাণ পাণ্ডবের পতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের জীবনার্থ মণি আনায়ন।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন মহামুনি।
অর্জ্জুন নিপাত কথা কহিব কাহিনী॥
কিমতে আনিল মণি পাতাল হইতে।
পাণ্ডুর নন্দন প্রাণ পাইল কিমতে॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
একে একে কহিব কথা সে সব ভারতী॥
উলুপী স্মরণ কৈল নাগ পুণ্ডরীকে।
ত্বরায় আইল নাগ উলুপী সম্মুখে॥
স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী বিচারিল মনে।
আইলেন বভ্রুবাহ জননীর স্থানে॥
অধোমুখে আইলেন মায়ের সদনে।
চিত্রাঙ্গদা বলে তারে করুণ বচনে॥
পিতৃ-হত্যা কৈলি তুই পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
মারিলি আমার বুকে এই বড় শাল॥
কি বলে উলুপী এবে শুনহ শ্রবণে।
পার্থে জীয়াইতে চাহে মণির মিলনে॥
পাতালে আছয়ে মণি অনন্ত সমীপে।
সত্বরে আনিয়া মণি রাখ মনস্তাপে॥
বভ্রুবাহ বলিলেন শুন গো জননী।
পুণ্ডরীক নাগ যাক আনিবারে মণি॥
পরিচয় নাহি মম মাতামহ সনে।
মণি নাহি দিবে নাগ আমার বচনে॥
পুণ্ডরীক গেলে যদি নাহি দেয় মণি।
সংগ্রাম করিব শেষে শুনগো জননী॥
উলুপী বলিল পুত্র কহিলে প্রমাণ।
সম্প্রীতে না দিলে মণি উচিত সংগ্রাম॥
পুণ্ডরীক নাগে তবে কহিল সুন্দরী।
মণি হেতু নাগ গেল রসাতল পুরী॥
অনন্তের স্থানে গিয়া কহিল সকল।
তাহা শুনি নাগরাজ হইল বিকল॥
সর্পগণ আগে কহে নাগ অধিপতি।
উলুপী মাগিল মণি অর্জ্জুনের প্রতি॥
বভ্রুবাহ সমরে মরিল ধনঞ্জয়।
মণি নিয়া গেলে জীয়ে পাণ্ডুর তনয়॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ সংসারে বিদিত।
বিলম্ব না কর মণি পাঠাও ত্বরিত॥
অনন্তের কথা শুনি ধৃতরাষ্ট্র কহে।
এ সব অগ্রাহ্য কথা আমারে না সহে॥
আপন মঙ্গল রাজা নাহি চিন্ত তুমি।
গরুড়ের ভয়ে সর্প রক্ষা করে মণি॥
হেন মণি পাঠাইতে চাহ নরলোকে।
শুন সর্পরাজ আমি বলিব তোমাকে॥

ভাল হৈল বভ্রুবাহ মারিল অর্জ্জুনে।
আমার আনন্দ বড় উপজিল মনে ॥
মিত্র মোর ধৃতরাষ্ট্র কৌরবের পতি।
অর্জ্জুন মারিল তার শতেক সন্ততি ॥
একথা শুনিয়া চিত্তে দুঃখ উপজিল।
অর্জ্জুন নিধনে মম আনন্দ হইল ॥
না দিব অমৃত মণি কহিনু তোমারে।
বভ্রুবাহনের শক্তি কি করিতে পারে ॥
মারিল বান্ধব বন্ধু গুরু ধনঞ্জয়।
সেই পাপে নষ্ট হৈল পাণ্ডুর তনয় ॥
নরলোকে কদাচিত মণি না রাখিব।
কত জীব জীবে বলি এ মণি রাখিব ॥
গরুড়ের ভয়ে মোরা না পাব নিস্তার।
মণি নাহি দিব শুন বচন আমার ॥
আমার সম্মতি নহে শুন নাগরায়।
তবে সে তোমার চিত্তে যেমত যুয়ায় ॥
আমরা যতেক নাগ না দিব সম্মতি।
সত্য কহিলাম কথা শুন নাগপতি ॥
অনন্ত বলেন কথা শুন নাগগণ।
ধর্ম্মপথ আচরিব শুনহ কথন ॥
অর্জ্জুন পাইলে প্রাণ মণির মিলনে।
সুখী হবে নারায়ণ একথা শ্রবণে ॥
কৃষ্ণপ্রীতে সুখ মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়।
মণি দিয়া রক্ষা কর পাণ্ডুর তনয় ॥
শুন ধৃতরাষ্ট্র তুমি আমার বচন।
মণি নাহি দিলে পার্থ পাইবে জীবন ॥
সখা যার নারায়ণ মৃত্যু নাহি তার।
মণি দিয়া যশ তুমি রাখ আপনার ॥
নহে বভ্রুবাহ হাতে পাবে অপমান।
সত্য কহিলাম আমি তোমা বিদ্যমান ॥
নাগমন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্র নাহি দিল মণি।
পুণ্ডরীক মুখে তাহা বভ্রুবাহ শুনি ॥
উলুপী বলিল পুত্র কি হবে উপায়।
মণি আনিবারে তুমি চলহ তথায় ॥
বভ্রুবাহ বলিলেন সম্প্রীতে না পাব।
বিক্রম করিয়া মণি শেষেতে আনিব ॥

এত বলি বভ্রুবাহ সাজন করিল।
রথ আরোহিয়া বীর পাতালে চলিল ॥
বাসুকী না দিল মণি জানিয়া রাজন।
মণি না পাইয়া রাজা অতি ক্রুদ্ধমন ॥
প্রবেশিল পাতালেতে যুদ্ধের কারণে।
তাহা দেখি দূত কহে রাজা-বিদ্যমানে ॥
দূতমুখে অনন্ত পাইল সমাচার।
যুদ্ধ হেতু আসে চিত্রাঙ্গদার কুমার ॥
অর্জ্জুন-নন্দন বীর জানে নানা শিক্ষা।
অপার বিক্রম তার নাহি কার' রক্ষা ॥
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকিয়া বলিল নাগপতি।
বভ্রুবাহ হেথা এল কি করি যুকতি ॥
মণি নাহি দিলে তুমি আমার বচনে।
পাতালে আইল সেই যুদ্ধের কারণে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম কি ভয় মানুষে।
বিনাশিব নৃপতিকে চক্ষুর নিমিষে ॥
তাহার কারণ তুমি না চিন্তহ মনে।
আমি যুদ্ধ করি রাজা বভ্রুবাহ সনে ॥
এত বলি বাসুকীরে দিল সমাচার।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা হইল তাহার ॥
স্মরণে আনিল যত ছিল নাগগণ।
বভ্রুবাহনের সনে আরম্ভিল রণ ॥
সে সব সংগ্রাম কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব আমি শুন নরবর ॥
গজ বাজী পদাতিক করিয়া সংহতি।
রণে প্রবেশিল বভ্রুবাহ নরপতি ॥
অনল সমান বাণ বরিষে রাজন।
আগু হৈতে নাহি পারে ছিল যতজন ॥
বিষদন্তে নাগগণ দংশিবে যাহারে।
চক্ষুর নিমিষে সেই যায় যমঘরে ॥
ধনুক ধরিয়া করে বাণ বরিষণ।
অগ্নিবাণে পুড়িয়া মরিল নাগগণ ॥
সর্প মনুষ্যেতে রণ অপূর্ব্ব কথন।
বড় বড় নাগগণ হারায় জীবন ॥
বাসুকী সংগ্রামে এল ক্রোধ করি চিতে।
অনেক যুঝিল বভ্রুবাহন সহিতে ॥

নিবারিতে নাহি পারি অর্জ্জুন নন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্র গর্জ্জিলেন দুঃখ পেয়ে মনে ॥
দুই পুত্র ল'য়ে ধৃতরাষ্ট্র করে রণ।
বিংশতি সহস্র সৈন্য বধিল জীবন ॥
মহাক্রোধ উপজিল অর্জ্জুন নন্দনে।
যুড়িল গরুড় বাণ ধনুকের গুণে ॥
হইল গরুড় মূর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্কর।
প্রাণভয়ে নাগ সব পলায় সত্বর ॥
প্রমাদ পড়িল আর না দেখি নয়নে।
ভয়েতে গেলেন নাগ অনন্ত সদনে ॥
অনন্ত বলেন কেন পলাও এখন।
শুন ধৃতরাষ্ট্র তুমি কর গিয়া রণ ॥
মণি নাহি দিলে তুমি আমার বচনে।
এখন করহ যুদ্ধ বভ্রুবাহ সনে ॥
বিনাশ হইবে নাগ তোমার বিচারে।
অর্জ্জুন নন্দনে কেবা জিনিবারে পারে ॥
অনন্তের বাক্য শুনি বলে নাগগণ।
সে কোপে করিবে তুমি নাগের নিধন ॥
আপনি বিদায় কর বভ্রুবাহনেরে।
যাইবে পাইলে মণি আপনার পুরে ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র দিল অনন্তেরে মণি।
মণি ল'য়ে নাগরাজ চলিল আপনি ॥
অনন্ত বলেন শুন হে বভ্রুবাহন।
মণি লহ যুদ্ধে রাজা নাহি প্রয়োজন ॥
এত বলি বভ্রুবাহনেরে মণি দিল।
অর্জ্জুন নন্দন তবে বাণ সম্বরিল ॥
মণি পেয়ে চিত্রাঙ্গদাসুত তুষ্ট হৈল।
মণির প্রভাবে মৃতসেনা বাঁচাইল ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র নাগ মনে বিচারিল।
আপনার দুই পুত্রে ডাকিয়া কহিল ॥
তোমরা করহ যদি কলঙ্ক ভঞ্জন।
তবে সে রাখিব আমি আপন জীবন ॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের আন গিয়া মাথা।
তবে মোর দূর হয় যত মনোব্যাথা ॥
বাপের বচনে দুই ভাই কুতূহলে।
মণিপুরে গেল তবে সংগ্রামের স্থলে ॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের মুণ্ড লইয়া।
প্রবেশিল পাতালেতে হরষিত হৈয়া ॥
শুন রাজা জন্মেজয় পূর্ব্বের ভারতী।
কদাচিত খল জন নহে শুদ্ধমতি ॥
মণি ল'য়ে বভ্রুবাহ গেল নিজপুরে।
উপনীত হৈল গিয়া মায়ের গোচরে ॥
উলুপী কহিল পুত্র কহ বিবরণ।
আনিলা কি রত্ন মণি অর্জ্জুন-নন্দন ॥
বভ্রুবাহ রাজা বলে আনিলাম মণি।
কিন্তু অর্জ্জুনের মাথা না দেখি জননী ॥
বৃষকেতু মুণ্ড নাহি কেবা ল'য়ে গেল।
তাহা শুনি চিত্রাঙ্গদা কান্দিতে লাগিল ॥
কুণ্ডলে মণ্ডিত মুণ্ড নিল কোনজন।
বিলাপিয়া ভূমে পড়ে অর্জ্জুন নন্দন ॥
চিত্রাঙ্গদা উলুপী কান্দেন দুইজনে।
তা দেখিয়া পাত্রমিত্র দুঃখ পায় মনে ॥
অন্বেষণ করি মুণ্ড কোথা না পাইল।
ভূমে পড়ি সর্ব্বজন কান্দিতে লাগিল ॥
পাত্রমিত্র প্রবোধয়ে সে বভ্রুবাহনে।
চিত্রাঙ্গদা উলুপী শান্তাইল দুইজনে ॥
অধোমুখে বিলাপ করেন নরপতি।
পিতৃহত্যা করিলাম হইয়া সন্তাত ॥
এ পাপ শরীর আর না রাখিব আমি।
আত্মহত্যা করি আমি শুন গো জননী ॥
শরীর ত্যজিব আমি এই পিতৃশোকে।
কৃমি হ'য়ে দুঃখ ভোগ করিব নরকে ॥
বুঝিনু আমার সম পাপী নাহি আর।
বিনা দোষে বিনাশিনু পিতা আপনার ॥
নাগগণে জিনি আমি আনিলাম মণি।
কেবা ল'য়ে গেল মুণ্ড কি হবে জননী ॥
উলুপী বলিল তুমি না কর ক্রন্দন।
প্রতিকার ইহার করিবে নারায়ণ ॥
এ কর্ম্ম অন্যের সাধ্য নহে কদাচন।
কৃষ্ণ বিনা আনিতে নারিবে কোনজন ॥
ভকতবৎসল প্রভু আসিবে ত্বরিত।
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের নাহি কিছু ভীত ॥

এত বলি প্রবোধিল সে বভ্রুবাহনে।
চৌদিকে বেড়িয়া সবে রহিল অর্জ্জুনে ॥
অধোমুখে চিত্রাঙ্গদা উলুপী সুন্দরী।
বিষাদে রহিল সর্ব্ব সুখ পরিহরি ॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহি যে তোমারে।
কুন্তীদেবী দেখে স্বপ্ন হস্তিনানগরে ॥
বৃষকেতু অর্জ্জুন হইল ক্ষয় রণে।
স্বপেতে দেখিল বভ্রুবাহনের বাণে ॥
ভয়ে কুন্তীদেবী শীঘ্র গোবিন্দে ডাকিল।
শুনহ গোবিন্দ মম অমঙ্গল হৈল ॥
উচাটন চিত্ত মম শুন নারায়ণ।
বৃষকেতু অর্জ্জুনের হইল নিধন ॥
মণিপুরে বভ্রুবাহ নামে নরপতি।
মহাবলবান সেই অর্জ্জুন সন্ততি ॥
ঘোড়া রাখিবারে পার্থ গেল তার পুরে।
বভ্রুবাহ সে অশ্ব ধরিল অহঙ্কারে ॥
অশ্বভালে লিখন পড়িয়া নরপতি।
অর্জ্জুনে ভেটিতে সে আইল শীঘ্রগতি ॥
নানা রত্ন অগ্রে করি প্রণাম করিল।
ক্রোধ করি পার্থ তার পূজা না হইল ॥
চরণ প্রহার কৈল মস্তক উপরে।
জারজ বলিয়া গালি দিলেক তাহারে ॥
বভ্রুবাহ রাজা তবে পেয়ে অপমান।
করিল অর্জ্জুন সঙ্গে অনেক সংগ্রাম ॥
ভীম আদি যুবনাশ্ব যত সেনাগণ।
বভ্রুবাহনের হাতে হৈল অচেতন ॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের কাটিলেক মাথা।
তোমারে জানাই কৃষ্ণ বিপদের কথা ॥
স্বপ্নেতে দেখিনু আমি শুন নারায়ণ।
তুমি গেলে দূর হবে চিত্ত উচাটন ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কুন্তীর বচন।
অন্তরে হৈলেন দুঃখী কমললোচন ॥
অমঙ্গল কথা পিসি কহ কি কারণে।
কিরীটী জিনিবে হেন নাহি ত্রিভুবনে ॥
কুন্তীরে প্রবোধ [illegible] ॥

কৃষ্ণের স্মরণে আসে বিনতানন্দন।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এখন ॥
তবে কৃষ্ণ গরুড়ে করিয়া আরোহণ।
অতি শীঘ্র যান প্রভু কিরীটী কারণ ॥
উপনীত হইলেন হরি মণিপুরে।
যেইখানে চিত্রাঙ্গদা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কৃষ্ণ দরশনে সবে চেতন পাইল।
বভ্রুবাহ রাজা তবে উঠি দাণ্ডাইল ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বভ্রুবাহনের বিনয়।

বভ্রুবাহ নরনাথ, যোড় করি দুই হাত,
নিবেদয়ে কৃষ্ণের চরণে।
আমি অতি দুরাশয়, শুন কৃষ্ণ মহাশয়,
জানিয়া প্রবৃত্ত এই রণে ॥
অশ্ব এল মণিপুরে, কহিলেন অনুচরে,
অহঙ্কারে ধরিলাম আমি।
অশ্বভালে লেখা যত, পড়িয়া হইনু জ্ঞাত,
শুন শুন দেব চক্রপাণি ॥
পরিচয় পিতাসনে ইচ্ছা করিলাম মনে,
বিশেষ কহিল চিত্রাঙ্গদা।
অশ্ব নিয়া আগে ধরি, কুসুম চন্দন পূরি,
দূর করি আপন মর্য্যাদা ॥
নানারত্ন স্বর্ণথালে, দিয়া পার্থ পদতলে,
যথাযোগ্য করিনু প্রণাম।
জারজ বলিয়া মোরে, লাথি মারিলেন শিরে,
সভাতে পাইনু অপমান ॥
তবু দুঃখ নাহি ধরি, আমি কৃতাঞ্জলি করি,
করিলাম অনেক বিনয়।
শুন শুন চক্রপাণি, নটীর তনয় আমি,
কহিলেন পার্থ মহাশয় ॥
এ পঞ্চভৌতিক দেহ, কামক্রোধ লোভমোহ,
সম্বরিতে না পারিনু আমি।
[illegible] কহিলেন শুন [illegible]

অহঙ্কারে হ'য়ে মত্ত, না বুঝিনু ধর্ম্মতত্ত্ব,
বিনাশ করিনু জন্মদাতা।
প্রবেশিয়া রসাতলে, নাগে জিনিলাম বলে,
মনি আনি না দেখিনু মাথা॥
আদি অন্ত বিবরণ, করিলাম নিবেদন,
কে লইল হরি পার্থশির।
আমি আপনার প্রাণ, না রাখিব ভগবান,
ভাল হৈল এলে যদুবীর॥
এত বলি বভ্রুবাহ, ত্যাজিয়া সকল মোহ,
দিব্য অস্ত্র লইল তখন।
নৃপতির হাতে ধরি, বারণ করেন হরি,
না মরিও অর্জ্জুন নন্দন॥
মহাভারতের কথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

মণিস্পর্শে অর্জ্জুনাদির জীবন প্রাপ্ত ও তাম্রধ্বজের সঙ্গে যুদ্ধ।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
কি প্রকারে পাইলেন অর্জ্জুন জীবন॥
সে সকল কথা এবে কহ মহাশয়।
তোমার প্রসাদে শুনি খণ্ডুক সংশয়॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
কহি যে তোমারে আমি সে সব ভারতী॥
নিজ পরিচয় দিল শ্রীবভ্রুবাহন।
করিলেন আশ্বাস তাহারে নারায়ণ॥
গোবিন্দ বলেন মুণ্ড হরিল যে জন।
তাহার মস্তক খসি পড়ুক এখন॥
অর্জ্জুনের মুণ্ড আসি স্কন্ধেতে লাগুক।
ইহা কহিলেন কৃষ্ণ হ'য়ে সকৌতুক॥
তবে সে দুজনার মস্তক খসিল।
বভ্রুবাহ রাজা তাহা নয়নে দেখিল॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের মস্তক লইয়া।
অনন্ত আপনি আসে সানন্দ হইয়া॥
দোঁহাকার স্কন্ধে মুণ্ড করিল যোজন।
অমৃত আপনি ছড়াইলা নারায়ণ॥
প্রাণদান পায় সবে মণির পরশে।
রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র আপনার পাশে॥
হস্তী ঘোড়া আদি যত ছিল মৃতলোক।
মণি হৈতে প্রাণ পায় দূর হৈল শোক॥
উঠিয়া বলি যত নৃপতিকুমার।
মহাশব্দে সৈন্য সব বলে মার মার॥
যদুমণি মণি দেন অনন্তের স্থানে।
মণি ল'য়ে গেল নাগ আপন ভবনে॥
গোবিন্দ বলেন শুন অর্জ্জুন তনয়।
ক্ষত্রধর্ম্ম আচরিলা নাহি ধর্ম্মভয়।
অপরাধ বলি তুমি না ভাবিহ মনে।
ক্ষত্রিয় প্রধান কর্ম্ম সম্মুখ সংগ্রামে॥
অর্জ্জুনেরে বুঝাইয়া কহিলেন হরি।
বভ্রুবাহনেরে তোষ আলিঙ্গন করি॥
কৃষ্ণবাক্যে ধনঞ্জয় সম্প্রীতি পাইয়া।
বভ্রুবাহে তুষিলেন আলিঙ্গন দিয়া॥
আমার নন্দন তুমি বড় বলবান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥
সম্প্রীতি পাইয়া সবে দিল আলিঙ্গন।
সবে বলে যোদ্ধা বড় শ্রীবভ্রুবাহন॥
প্রণমিয়া বভ্রুবাহ কহে যোড়হাতে।
একদৃষ্টে নিরীক্ষয়ে পাণ্ডবের নাথে॥
অনুশাল্ব দৈত্য সঙ্গে কৈল আলিঙ্গন।
সবে বলে ধন্য ধন্য অর্জ্জুন নন্দন॥
চিত্রাঙ্গদা উলুপী গেলেন অন্তঃপুরে।
কৃষ্ণ হেথা কহিলেন বভ্রুবাহনেরে॥
তুরঙ্গ রাখিতে যাহ অর্জ্জুন সংহতি।
সৈন্যগণ সঙ্গে লহ ঘোড়া আর হাতী॥
বভ্রুবাহ রাজা তবে হরষিত চিতে।
তুরঙ্গ রাখিতে গেল অর্জ্জুনের সাথে॥
লক্ষ ধেনু সেখানে ব্রাহ্মণে দিল দান।
তুরঙ্গ লইয়া বীর করিল প্রয়াণ॥
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে।
আর কি বলিব রাজা বলহ আমারে॥

শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন ।
অশ্ব ল'য়ে কোথা গেল পাণ্ডুর নন্দন ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ।
রত্নাবতী পুরে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
রত্নাবতীপুরে রাজা ময়ূরধ্বজ নাম ।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা সর্ব্ব গুণধাম ॥
সংগ্রামে নাহিক কেহ তাহার সমান ।
তার নামে বীরগণ হয় কম্পমান ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন নরপতি ।
অশ্বরক্ষা করে তাম্রধ্বজ মহামতি ॥
অশ্ব ল'য়ে আছে সেই নর্ম্মদার তীরে ।
দৈবে অর্জ্জুনের অশ্ব গেল সেই পুরে ॥
অশ্ব দেখি তাম্রধ্বজ আনন্দিত মন ।
অশ্বকে ধরিল বীর করিয়া যতন ॥
লিখন পড়িয়া তার হৈল অহঙ্কার ।
পাণ্ডব সমান বীর কেহ নাহি আর ॥
বীরবেশ অহঙ্কারে কাঁপে কলেবরে ।
ডাক দিয়া বলিল যতেক অনুচরে ॥
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া করিয়া যতন ।
দেখি কি করিতে পারে পাণ্ডুর নন্দন ॥
অহঙ্কারে অশ্বভালে করেছে লিখন ।
ধরিতে আমার ঘোড়া পারে কোনজন ॥
শীঘ্র লহ সেনাগণ ধনুর্ব্বাণ হাতে ।
সকলে সুসজ্জ হও সংগ্রাম করিতে ॥
[illegible]পাদেশে অনুচর অশ্ব ল'য়ে গেল ।
তাম্রধ্বজ যুদ্ধ হেতু সুসজ্জ হইল ॥
শিখিধ্বজ সুত অশ্ব ধরিলেক বলে ।
কিরীটি শুনিয়া আজ্ঞা করেন সকলে ॥
আগে হৈল বৃষকেতু ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ ।
তাম্রধ্বজ সহ তার বাজিল সংগ্রাম ॥
ডাক দিয়া বৃষকেতু বলে উচ্চৈঃস্বরে ।
কে ধরিল যজ্ঞ ঘোড়া মরিবার তরে ॥
যুধিষ্ঠির সহায় আপনি নারায়ণ ।
পাণ্ডবে জিনিতে নারে এ তিন ভুবন ॥
তাম্রধ্বজ বলে কৃষ্ণ সবাকার পতি ।
[illegible] বুঝিয়া কহ কেন কুৎসিত ভারতী ॥
ভক্তের অধীন কৃষ্ণ ভজনেতে পাই ।
এ তিন ভুবনে তাঁর শত্রু কেহ নাই ॥
পাণ্ডবের কৃষ্ণ বলি কর অহঙ্কার ।
শুন বৃষকেতু জ্ঞান নাহিক তোমার ॥
দেখিব কেমনে আজি জিনিবে সংগ্রাম ।
অশ্ব নিয়া নিজদেশে করহ প্রয়াণ ॥
মম পিতা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল ।
অশ্ব রাখিবার তরে মোরে পাঠাইল ॥
ভাল হৈল এই অশ্ব দৈবে দিল আনি ।
লইতে যজ্ঞের ঘোড়া না পারিবা তুমি ॥
বৃষকেতু বলে শুন নৃপতি নন্দন ।
জিনিয়া আনিল সঙ্গে যত রাজগণ ॥
যুবনাশ্ব নীলধ্বজ হংসধ্বজ আদি ।
পরাভব পেয়ে সবে আইল সংহতি ॥
বৃথা অহঙ্কার কর মরিবে এখন ।
নহে অশ্ব কিরীটিরে করহ অর্পণ ॥
বৃষকেতু বাক্যে বীর ক্রুদ্ধ হৈল মনে ।
যুড়িল পঞ্চাশ বাণ ধনুকের গুণে ॥
কর্ণের নন্দন নিবারিতে না পারিল ।
তাম্রধ্বজ বাণে বীর জর্জ্জর হইল ॥
তবে তাম্রধ্বজ বীর পাঁচ বাণ দিয়া ।
বৃষকেতু রথধ্বজ ফেলিল কাটিয়া ॥
তূণ গুণ কাটিলেন রথের সারথি ।
বিরথ হইল বৃষকেতু মহামতি ॥
দশ বাণে তাম্রধ্বজ তাহাকে বিন্ধিল ।
কর্ণের নন্দন রণে মূর্চ্ছিত হইল ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সুবেগ সহিত ।
করে বহু যুদ্ধ তাম্রধ্বজের সহিত ॥
পিতা পুত্রে মূর্চ্ছিত হইল দুইজনে ।
তবে অনুশাল্ব আসি প্রবেশিল রণে ॥
তাম্রধ্বজ সহ কৈল অনেক সংগ্রাম ।
ভূমিতে পড়িল দৈত্য হইয়া অজ্ঞান ॥
তবে হংসধ্বজ আর সে বভ্রুবাহন ।
প্রাণপণে দুই জনে কৈল মহারণ ॥
মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি করে ।
জিনিতে নারিল কেহ তাম্রধ্বজ বীরে ॥

প্রাণপণে যুঝে সবে অনেক প্রকার।
অচেতনে পড়ি গেল রথের উপর ॥
কেহ ভূমি পড়ি গেল হ'য়ে অচেতন।
তবে রণে প্রবেশিল কৃষ্ণের নন্দন ॥
তাম্রধ্বজ সনে সেও অনেক যুঝিল।
বাহুল্য কারণ তাহা লেখা নাহি গেল ॥
তাম্রধ্বজ বাণে তার শেষ হৈল তনু।
অচেতন হ'য়ে রণে পড়ে ফুলধনু ॥
আইল সাত্যকি ভীম করিতে সমর।
ছাইল গগন তবে এড়ি নানা শর ॥
মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি করে।
কাটিল ভীমের গদা দিব্য পাঁচ শরে ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে ল'য়ে বীর বৃকাদর।
তাম্রধ্বজ সহ কৈল অনেক সমর ॥
সাত্যকি সাহস করি এড়ে নানা বাণ।
নৃপতি তনয় তাহা করে খান খান ॥
তবে তাম্রধ্বজ বীর আশী বাণ দিয়া।
বিন্ধিলেক ভীমসেনে জর্জ্জর করিয়া ॥
সাত্যকি সহিত তবে বাধে মহারণ।
তারে পরাজিল শিখিধ্বজের নন্দন ॥
এ সব ঈশ্বরলীলা কেহ নাহি জানে।
যতেক পাণ্ডবসৈন্য পরাজিল রণে ॥
তাহা দেখি কিরীটির ক্রোধ হৈল মনে।
গাণ্ডীব লইয়া বীর প্রবেশেন রণে ॥
কিরীটী দেখিয়া তবে তাম্রধ্বজ বীর।
তীক্ষ্ণবাণ দিয়া তার বিন্ধিল শরীর ॥
কিরীটী যতেক বাণ যুড়েন ধনুকে।
তাম্রধ্বজ নিবারিল বাণ দিয়া তাকে ॥
নিবারিতে না পারিয়া তাম্রধ্বজ শরে।
পার্থের জর্জ্জর অঙ্গ রক্ত বহে ধারে ॥
মহাকোপে উপজিল পাণ্ডুর নন্দনে।
ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসেন তবে নারায়ণে ॥
ওহে কৃষ্ণচন্দ্র আমি না পারি বুঝিতে।
সংগ্রামে সমর্থ নাহি তাম্রধ্বজ সাথে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণবীরে পরাজিনু আমি।
নিবাতকবচে বিনাশিনু চক্রপাণি ॥
খাণ্ডব দহিনু আমি তুষিনু অনলে।
কালকেতু নিপাত করিনু বাহুবলে ॥
সংগ্রাম করিয়া আমি তুষিনু শঙ্করে।
জিনিনু কৌরবগণে বিরাট নগরে ॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের কৈনু অপমান।
আপনি জানহ তুমি আমার সংগ্রাম ॥
সুরথ সুধন্বা আমি নিপাতিনু রণে।
যুঝিতে না পারি আমি তাম্রধ্বজ সনে ॥
বীর নাহি দেখি তাম্রধ্বজের সমান।
শুন কৃষ্ণ পাইলাম বড় অপমান ॥
গোবিন্দ বলেন সখা ত্যজহ সমর।
মহাবলবান শিখিধ্বজের কোঙর ॥
জিনিতে নারিবে তুমি তাম্রধ্বজ বীরে।
বৈষ্ণব উহার পিতা বিদিত সংসারে ॥
গোবিন্দ বলেন সখা কর অবধান।
তুমি কিম্বা আমি হারি একই সমান ॥
তোমাতে আমাতে সখা কিছু ভেদ নাই।
ভক্তের মর্য্যাদা আমি রাখিবারে চাই ॥
রাজার সাহস আজি দেখাব তোমারে।
চল দুইজন যাই পুরীর ভিতরে ॥
শিখিধ্বজ সম দাতা নাহি ত্রিভুবনে।
সংগ্রাম ত্যজহ তুমি আমার বচনে ॥
দ্বিজবেশ ধরিয়া রাজার ঠাঁই যাব।
নৃপতি সাহস আমি তোমারে দেখাব ॥
পাইবে যজ্ঞের ঘোড়া ভয় নাহি মনে।
সংগ্রাম ত্যজিয়া তুমি এস মোর সনে ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কৃষ্ণের উত্তর।
ঈষৎ হাসিয়া বীর ত্যজেন সমর ॥
পাণ্ডবের কৃষ্ণ বলি জানে সর্ব্বজন।
তব পদে ভক্তি মোর নাহি নারায়ণ ॥
দর্পহারী তব নাম বিদিত সংসারে।
সাক্ষাৎ সে দর্প তুমি দেখাও আমারে ॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র হাস্যমুখে কন।
তোমা বিনা সখা মম আছে কোন্‌জন ॥
রণ জিনি তাম্রধ্বজ ছাড়ে সিংহনাদ।
চলিল বাপের পাশে লইতে প্রসাদ ॥

অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ব্রাহ্মণবেশে ময়ূরধ্বজ রাজার সভায় কৃষ্ণার্জ্জুনের গমন ।

পুত্রের বচন শুনি আনন্দ পাইল ।
আলিঙ্গন দিয়া রাজা পুত্রকে তুষিল ॥
শুভ সমাচর পুত্র কহিলে আমারে ।
আইলেন নারায়ণ রত্নাবতীপুরে ॥
সার্থক তপস্যা মম হৈল এত দিনে ।
দেখিব পরমানন্দে কিরীটী মিলনে ॥
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া মিলাইল বিধি ।
সবান্ধবে পরশিব কৃষ্ণ গুণনিধি ॥
যাঁর পাদপদ্ম হৈতে গঙ্গার জনম ;
আইলেন মম পুরে সেই নারায়ণ ॥
যাঁর পদ পরশে সানন্দ বসুমতী ।
মুনিগণ যাঁর পদ ভাবে দিবারাতি ॥
হেন যাদবেন্দ্র আইলেন মম পুরে ।
পূর্ব্ব তপফলে আমি দেখিব তাঁহারে ॥
তুমি পুত্র আমার জন্মিলে শুভক্ষণে ।
কৃষ্ণ দরশন পাব কিরীটী মিলনে ॥
শুনিলাম তব মুখে যুদ্ধ বিবরণ ।
বাহুবলে পরাজিলে শ্রীবভ্রুবাহন ॥
এক লক্ষ রাজা যাঁর খাটে ছত্রতলে ।
তাহাকে জিনিলা তুমি নিজ বাহুবলে ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব বড় বীরবর ।
তাহারে জিনিয়া তুমি করিলা সমর ॥
সাত্যকি ও বৃষকেতু বড় বলবান ।
তাহাকে জিনিলা তুমি বিক্রমে প্রধান ॥
পরাজিলা রতিনাথে আশ্চর্য্য কথন ।
কিরীটী তোমার বাণে হল অচেতন ॥
এ সব আশ্চর্য্য কথা শুনে লাগে ভয় ।
একেলা করিলা তুমি সবাকারে জয় ॥
পাণ্ডব বান্ধব করিবেন আগমন ।
অশ্ব হেতু গোবিন্দের দেখিব চরণ ॥

এত বলি আনন্দ পুলকে নরপতি ।
সমাজ করিল পাত্র-মিত্রের সংহতি ॥
পুনঃ আলিঙ্গনে পুত্রে তোষে নৃপবর ।
সিংহাসনে বসিলেন সভার ভিতর ॥
হেথা জনার্দ্দন যুক্তি বিচারিল মনে ।
দ্বিজরূপ হইলেন অর্জ্জুনের সনে ॥
বৃদ্ধ বিপ্ররূপ হইলেন নারায়ণ ।
রাজারে করিতে কৃপা করেন গমন ॥
খুঙ্গি পুঁথি কাঁখে শিষ্যরূপে ধনঞ্জয় ।
নৃপতির স্থানে যান হইয়া নির্ভয় ॥
সমাজ করিয়া রাজা আছেন যেখানে ।
তথা উপনীত কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সনে ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা উঠিল সত্বরে ।
প্রণমিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিল দ্বিজবরে ॥
যোড়হাত হ'য়ে রাজা বলেন বচন ।
কি হেতু আইলে তুমি কহ বিবরণ ॥
রাজার বচন শুনি দেব নারায়ণ ।
কপট করিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ॥
শুনহ ভূপতি মম দুঃখের কাহিনী ।
কহিতে বদনে মম নাহি সরে বাণী ॥
কৃষ্ণশর্ম্মা নামে দ্বিজ তোমার নগরে ।
পুত্রের সম্বন্ধ আমি কৈনু তার ঘরে ॥
বিবাহ দিবস দৈবে নিকট হইল ।
নিমন্ত্রণে ইষ্টবন্ধু কুটুম্ব আইল ॥
বর ল'য়ে আসিতে ছিলাম হরষিতে ।
দৈবে এক সিংহ আসি আগুলিল পথে ॥
মম পুত্রে খাইবারে চাহিল কেশরী ।
ভয়ে আমি কহিলাম যোড়হাত করি ॥
আমারে ভক্ষণ কর ছাড়িয়া পুত্রেরে ।
এক পুত্র বিনা আর নাহিক সংসারে ॥
পুত্রশোক সহিতে না পারিব যে আমি ।
শুন সিংহ আমারে ভক্ষণ কর তুমি ॥
সিংহ বলে তব মাংসে প্রীতি নাহি পাব ।
নবীন কোমল মাংস পেট পুরে খাব ॥
তপস্যায় শুষ্ক মাংস তোমার শরীরে ।
খাইতে নারিব আমি কহিনু তোমারে ॥

পুত্রের নিমিত্ত মোর বড় হৈল মায়া।
পুনঃ সিংহে কহিলাম যোড়হাত হৈয়া॥
কি বস্তু পাইলে ছাড় আমার কুমারে।
আজ্ঞা কর সেই দ্রব্য দিব সে তোমারে॥
তবে সিংহ কহিলেন নিদারুণ বাণী।
সে কথা কহিতে নাহি পারি নৃপমণি॥
রাজা বলিলেন কহ সেই ত কথন।
কি কহিল সে কেশরী শুনি বিবরণ॥
বিপ্র বলে সেই কথা কহিতে না পারি।
যে নিষ্ঠুর বাক্য মোরে কহিল কেশরী॥
শুন বিপ্র পুত্রের বাঞ্ছহ যদি প্রাণ।
ময়ূরধ্বজের অঙ্গ কাটি শীঘ্র আন॥
নানা ভোগযুক্ত সেই রাজ-কলেবর।
খাইতে আমার বাঞ্ছা আছয়ে বিস্তর॥
তবে সে ছাড়িব আমি তোমার নন্দনে।
এত বলি আজ্ঞা দিনু পরম যতনে॥
নির্ব্বন্ধ করিয়া আইলাম তব স্থান।
তুমি অঙ্গ দিলে রহে তনয়ের প্রাণ॥
এতেক বচন বিপ্র বলে বারে বারে।
নিজ তনু দিয়া তুমি রাখহ আমারে॥
দ্বিজের শুনিয়া কথা হরিষ রাজন।
দিব বলি অঙ্গীকার করিল তখন॥
তাহা দেখি পাত্রমিত্র করে হাহাকার।
যোড়হাত করি বলে রাজার কুমার॥
তাম্রধ্বজ বলিলেন শুন নিবেদন।
তুমি গেলে শূন্য হবে রাজ-সিংহাসন॥
আমি যাই দ্বিজ সঙ্গে সিংহের সম্মুখে।
পরম হরিষে সিংহ খাইবে আমাকে॥
রাজা বলে তোমা যদি লয়ত ব্রাহ্মণ।
তবে সত্য হয় পুত্র আমার বচন॥
তবে তাম্রধ্বজ বড় সম্বিত পাইয়া।
দ্বিজ কাছে কহে কথা হরষিত হৈয়া॥
শুন দ্বিজ তোমারে যে করি নিবেদন।
যেই পিতা সেই পুত্র শাস্ত্রের কথন॥
সিংহাসন শূন্য হবে ভূপতি-বিহনে।
আমি শিশুমতি প্রজা পালিব কেমনে॥

অনুমতি দেহ আমি যাই সিংহপাশে।
নিজ পুত্র ল'য়ে তুমি যাহ গৃহবাসে॥
এত যদি কহিলেন ভূপতি-নন্দন।
তাহা শুনি হাসি বলে কপট ব্রাহ্মণ॥
যেই পুত্র সেই পিতা করিলা প্রমাণ।
সমান শরীর তুমি ইথে নাহি আন॥
কিন্তু সে সিংহের কথা কহি যে তোমাকে।
ভূপতির অর্দ্ধ অঙ্গ মাগিল আমাকে॥
ভূপতির অর্দ্ধ অঙ্গ যদি পাই ভিক্ষা।
তবে সে আমার পুত্র পাইবেক রক্ষা॥
শুনহ ময়ূরধ্বজ আমার বচন।
সমস্ত শরীরে মম নাহি প্রয়োজন॥
অর্দ্ধাঙ্গ দিবেক তুমি বলহ আমারে।
পুত্র হেতু এই ভিক্ষা মাগিহে তোমারে॥
রাজা বলিলেন অঙ্গ দিব আপনার।
ইহাতে তিলেক দুঃখ নাহিক আমার॥
অর্দ্ধ অঙ্গ ব্রাহ্মণে দিলেন নরপতি।
সমাচার পায় পুরে নারী কুমুদ্বতী॥
দুই চারি দাসী সঙ্গে আইল সেখানে।
যোড়হাত করি বলে দ্বিজ বিদ্যমানে॥
নৃপতির অর্দ্ধ অঙ্গ গণি যে আমাকে।
মোরে সিংহে দিয়া রাখ আপন বালকে॥
কেন সিংহাসনশূন্য কর দ্বিজবর।
আজ্ঞা দেহ আমি যাই সিংহের গোচর॥
আমা দরশনে তুষ্ট হবেন কেশরী।
পুত্র ল'য়ে যাহ তুমি আপনার পুরী॥
এত যদি রাজরাণী করিল সাহস।
গোবিন্দে নিন্দেন পার্থ হইয়া বিরস॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ রাজন।
নারী বাম অঙ্গ মোর নাহি প্রয়োজন॥
দক্ষিণাঙ্গ দেহ রাজা কহিল আমারে।
যাচিঞা করিনু আমি তোমার গোচরে॥
দক্ষিণাঙ্গ দেহ মোরে শুন নরপতি।
মন দিয়া শুন তুমি সিংহের ভারতী॥
স্ত্রী পুত্রে করাত ধরি তোমারে চিরিবে।
তবে তব অর্দ্ধ অঙ্গ কেশরী লইবে॥

কেশরী কহিল এই নিষ্ঠুর বচন।
তবে সে পাইব আমি আমার নন্দন ॥
পরকাল তরিবারে এত যত্ন করি।
পুত্র বিনা নিদানে নরকে ঘুরে মরি ॥
অতএব মাগিলাম এ ভিক্ষা তোমারে।
কাতর না হ'য়ে অর্দ্ধ অঙ্গ দেহ মোরে ॥
দক্ষিণাঙ্গ দিয়া হে পুরাও অভিলাষ।
পরিণামে তোমার হইবে স্বর্গবাস ॥
শিখিধ্বজ বলে অর্দ্ধ অঙ্গ দিব আমি।
ক্ষণেক বিলম্ব কর দ্বিজবর তুমি ॥
রাজা বলে তাম্রধ্বজ আর রহ কেনে।
করাতে চিরহ আমা সবা বিদ্যমানে ॥
বসিল ময়ূরধ্বজ পূর্ব্ব মুখ হৈয়া।
নবীন তুলসীমালা গলায় পরিয়া ॥
স্নান করি তাম্রধ্বজ জননীর সনে।
হাতেতে করাত নিল আনন্দিত মনে ॥
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পুনঃ ল'য়ে যোড়হাতে।
করাত দিলেন তবে জনকের মাথে ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ রাজা দেয় উঠিল ঘোষণা।
দেখিতে আইল যত নগরের জনা ॥
শিশু বৃদ্ধ যুবা কেহ না রহিল ঘরে।
স্ত্রী পুরুষ উপনীত নৃপতির পুরে ॥
পথে যেতে পরস্পর কহে কোনজনে।
আপনারে নাশে রাজা ধর্ম্মের কারণে ॥
কেহ বলে ধন্য ধন্য শিখিধ্বজ রায়।
রাজতনু দিয়া রাজা স্বর্গপুরে যায় ॥
কেহ বলে ক্লেশ বিনা নাহি হয় ধর্ম্ম।
কেহ বলে নৃপতি করিল বড় কর্ম্ম ॥
অনিত্য শরীর এই বিচারিয়া মনে।
আপনার অঙ্গ রাজা দিলেন ব্রাহ্মণে ॥
চল চল দেখি গিয়া ভূপতি সাহস।
ভুবন ভরিয়া রাজা রাখিলেন যশ ॥
দূর হবে যত পাপ রাজ দরশনে।
দেখিলে সাহস হয় সত্য জানি মনে ॥
এত বলি সকলেতে তথায় চলিল।
ভূপতির পত্নী পুত্র করাত ধরিল ॥

শিখিধ্বজ বলিলেন শুন কুমুদ্বতী।
আমাকে চিরিতে নাহি হবে দুঃখমতি ॥
করাত ধরহ আমি ভয় নাহি করি।
চিরহ মস্তক মম শুদ্ধচিত্ত করি ॥
মাতাপুত্রে আনন্দিত নৃপতি বচনে।
চিরিছে মস্তক তার কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান জানেন সকল।
বলেন ঈষৎ হাসি ভকতবৎসল ॥
আর অর্দ্ধ অঙ্গ মম নাহি প্রয়োজন।
অশ্রদ্ধায় দান আমি না করি গ্রহণ ॥
কান্দিয়া অর্দ্ধেক অঙ্গ তুমি দিলা মোরে।
এ দান লইয়া আমি নারি তরিবারে ॥
না চিরিহ ভূপতিরে শুন রাজরাণী।
কাতর হইলে দান নাহি লই আমি ॥
এত বলি নারায়ণ ধনঞ্জয় সাথে।
সভা ত্যজি উঠিলেন আপনি ত্বরিতে ॥
কুমুদ্বতী বলে ভূপে যোড়হাত হৈয়া।
না নিলেন দান বিপ্র কিসের লাগিয়া ॥
শুনিয়া কহিল রাজা প্রিয়ার বচন।
কাতর দেখিয়া দান না নিল ব্রাহ্মণ ॥
এত বলি রাজা বামনেত্রে জল ঝরে।
যোড়হাত হ'য়ে বলে কপট দ্বিজেরে ॥
বাম নয়নেতে মম দেখি জলধার।
হৈলাম কাতর, মনে হইল তোমার ॥
তোমার সাক্ষাতে সত্য কথা কহি আমি।
করাতের ব্যথা নয় শুন দ্বিজস্বামী ॥
যে কারণে অশ্রুপাত বাম নয়নেতে।
তাহার কারণ আমি কহি যে তোমাতে ॥
দক্ষিণাঙ্গ তুমি মম করিলে গ্রহণ।
অভিমানে বামচক্ষু করয়ে ক্রন্দন ॥
এই সে আমার দোষ কহি যে তোমারে।
দক্ষিণাঙ্গ ল'য়ে তুমি যাহ ত সত্বরে ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন নরপতি।
আমি তোমা পরীক্ষিনু কিরীটী সংহতি ॥
তাম্রধ্বজ যুদ্ধে কত সম্বিত পাইয়া।
আইলাম পার্থ সঙ্গে কপট করিয়া ॥

তোমার সাহস যত দেখিলাম আমি।
যুদ্ধিতে রাখিলে যশ ধন্য রাজা তুমি॥
এত বলি বিপ্ররূপ ত্যজিয়া মুরারী।
সেইক্ষণে হইলেন শঙ্খচক্রধারী॥
গদাপদ্ম চতুর্ভুজ বনমালা গলে।
মকর কুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমলে॥
ভকতবৎসল হরি জানে নানা মায়া।
যুদ্ধ করিলেন নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিয়া॥
তবেত ময়ূরধ্বজ হরষিত হৈয়া।
প্রণমিল কৃষ্ণপদে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥
পরশিল নৃপশির দেব জগৎপতি।
হইল ময়ূরধ্বজ সুন্দর মূরতি॥
তা দেখি উঠিল পুরে জয় জয়কার।
প্রণমিল কৃষ্ণপদে রাজার কুমার॥
কৃষ্ণপদ পরশিল রাজার রমণী।
আশীর্ব্বাদ সবারে দিলেন চক্রপাণি॥
যোড়হাতে শিখিধ্বজ করেন স্তবন।
পরম কারণ তুমি দেব নিরঞ্জন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন রূপ তুমি।
তোমার মহিমা প্রভু কি বলিব আমি॥
করে পরশিলা তুমি আমারে মুরারী।
আমার ভাগ্যের কথা সীমা দিতে নারী॥
সিদ্ধ হৈল অশ্বমেধ শুন নারায়ণ।
অশ্ব লহ, যজ্ঞে মম নাহি প্রয়োজন॥
এত বলি দুই অশ্ব সেখানে আনিল।
কৃষ্ণের সম্মুখে অশ্ব কিরীটীরে দিল॥
কিরীটীর হাতে ধরি করিল প্রবোধ।
ক্ষম মম অপরাধ তুমি মহাবোধ॥
তাম্রধ্বজ যুদ্ধ কৈল তোমার সংহতি।
ক্ষমহ সকল দোষ পাণ্ডবের পতি॥
কিরীটী বলেন রাজা নহে অবিচার।
করিল ক্ষত্রধর্ম্ম তনয় তোমার॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন নরবর।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞে যাবে হস্তিনানগর॥
ময়ূরধ্বজ বলে আমি কিরীটী সাথে।
তাম্রধ্বজ যাই আমি তুরগ রাখিতে॥

তাম্রধ্বজ পুত্রে ডাকি সকলি কহিল।
পুরী রাখিবারে সেই অঙ্গীকার কৈল॥
কিরীটির সঙ্গে রাজা চলিল আপনি।
সঙ্গেতে চলিল সেনা লেখা নাহি জানি॥
মূর্চ্ছাগত সৈন্য যত আছিল সমরে।
কৃষ্ণ আজ্ঞা পেয়ে সবে উঠিল সত্বরে॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

সরস্বতীপুরে পাণ্ডবের প্রবেশ ও যমের সহিত যুদ্ধ।

শ্রীজনমেজয় বলে কহ মহামুনি।
কোন্ দেশে গেল অশ্ব কহ দেখি শুনি॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
সরস্বতীপুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
বীরব্রহ্মা নামে রাজা তার অধিকারী।
সেই দেশে যান পার্থ সহিত মুরারী॥
বীরব্রহ্মা নৃপতীর পুত্র পঞ্চজন।
মহাবলবান তারা গুণে বিচক্ষণ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে তারা আছিল নগরে।
দৈবে দুই অশ্ব তারা দেখিল গোচরে॥
বীরবেশে অহঙ্কারে তুরগ ধরিল।
অনুচরে নিয়োজিয়া পুরে পাঠাইল॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে নিল পঞ্চ সহোদর।
সৈন্যেতে বেষ্টিত রহে করিতে সমর॥
তুরগ ধরিল বীর ব্রহ্মার নন্দন।
তাহা শুনি কিরীটীর মলিন বদন॥
আগে হৈল বৃষকেতু ধনুর্ব্বাণ করে।
বৃষকেতু ডাক দিয়া বলয়ে তাহারে॥
কে ধরিল যজ্ঞ হয় দেহ পরিচয়।
আয়ুশেষ হৈল কার, যাবে যমালয়॥
বৃষকেতু বচনে কহিল পঞ্চজন।
মোরা অশ্ব ধরি বীরব্রহ্মার নন্দন॥
যজ্ঞ হেতু জনকের আছে অভিলাষ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করি যাবে স্বর্গবাস॥
দৈবে আসি দুই অশ্ব মিলিল নগরে।
কে তোমরা পরিচয় দেহ ত আমারে॥

বৃষকেতু বলে আমি কর্ণের নন্দন।
পরিচয় তব সঙ্গে কোন্ প্রয়োজন॥
বাক্যজালে দোঁহাকার ক্রোধ উপজিল।
বৃষকেতু দশবাণ ধনুকে জুড়িল॥
বীরব্রহ্মা পুত্র তাহা নিবারিল বাণে।
মারিল বিংশতি বাণ কর্ণের নন্দনে॥
বাণাঘাতে বৃষকেতু মানে পরাজয়।
হাতে বাণ অগ্রে হৈল কিরীটী তনয়॥
চিত্রাঙ্গদা সুত বীর বরিষয়ে বাণ।
পঞ্চজনে বিন্ধিয়া করিল খান খান॥
গজবাজী পদাতিক ক্ষয় হৈল রণে।
নিবেদয়ে পঞ্চভাই জনকের স্থানে॥
যুদ্ধ বিবরণ যত বাপেরে কহিল।
তাহা শুনি বীরব্রহ্মে ক্রোধ উপজিল॥
জামাতার প্রতি তবে কহিল ভূপতি।
রাখহ আমার দেশ করিয়া শকতি॥
পরাভব পায় মম পুত্র পঞ্চজন।
আপনি সাজিয়া যাহ করিবারে রণ॥
তোমার সাহসে কারে ভয় নাহি করি।
বাহুবলে তুমি রক্ষা কর মম পুরী॥
শ্বশুরের বাক্য শুনি সূর্য্যের নন্দন।
দণ্ড ধরি মহিষে করয়ে আরোহণ॥
সংগ্রামে শমন এল দণ্ড ল'য়ে হাতে।
দরশনে সৈন্যগণ ভয় পায় তাতে॥
বভ্রুবাহ আদি করি যত বীরগণ।
প্রাণপণে করিলেন শর বরিষণ॥
শেল টাঙ্গী নানা অস্ত্র মুষল মুদ্গর।
ভিন্দিপাল ক্ষুরপাদি বাণ প্রাণহর॥
সাহসে যুঝিছে যত পাণ্ডবেরগণ।
শমনের দণ্ডে হয় সব নিবারণ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সুবেগ কুমার।
ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া করিল মহামার॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ বরিষয়ে বাণ।
সাত্যকি ধনুক ধরি করয়ে সন্ধান॥
গদা হাতে ভীমসেন প্রবেশিল রণে।

প্রদ্যুম্নাদি বীরবর অনেক যুঝেন।
যমের সংগ্রামে সবে বিষণ্ণ বদন॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল সবে রণ পরিহরি।
যুঝিতে অর্জ্জুন আইলেন ধনু ধরি॥
সাহস করিয়া করিলেন বহু রণ।
দণ্ড ল'য়ে যম সব করিল বারণ॥
যুদ্ধ ত্যজি পার্থ জিজ্ঞাসেন নারায়ণে।
সংগ্রামে আইল যম কিসের কারণে॥
হরি কহিলেন আদি অন্তের কথন।
শুনিয়া প্রবোধ পান কুন্তীর নন্দন॥
সেই কথা কহি আমি শুন নরপতি।
শুনি ভারতের কথা কৃষ্ণে হয় মতি॥
বীরব্রহ্মা কন্যা নাম হয় যে মালিনী।
শুন রাজা জন্মেজয় অপূর্ব্ব কাহিনী॥
পরমা সুন্দরী কন্যা জিনি রতিরূপ।
দুহিতা দেখিয়া বড় আনন্দিত ভূপ॥
দিনে দিনে সেই কন্যা বাড়িতে লাগিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কলাতে পূরিল।
বিবাহের যোগ্য কন্যা দেখিয়া তখনে।
বীরব্রহ্মা মহারাজ বিচারিল মনে।
বিবাহের যোগ্য হৈল নহে ভাল কায।
কালাতীত হৈলে কন্যা হবে লোক লাজ॥
স্বয়ম্বর হেতু কন্যা বিচারিল মনে।
ডাকিয়া বলেন যত পাত্র মিত্রগণে॥
স্বয়ম্বর উদ্যোগ শুনিয়া রূপবতী।
যোড়হাতে জনকেরে বলিল ভারতী॥
কিসের লাগিয়া তুমি কর স্বয়ম্বর।
যমে আমি বরিয়াছি মনের ভিতর॥
যমে আনি বিবাহ করাও নরপতি।
ত্রিভুবনে যোগ্য দেখি সেই মম পতি॥
মরিলে সকলে যায় যমের নগরী।
আর কারে বরিব তাহাকে পরিহরি॥
দুহিতার বাক্য শুনি বীরব্রহ্মা রায়।
মহামুনি নারদেরে আনিল সভায়॥
নৃপাদেশ পাইয়া আসিল তপোধন।

কহিল আপন কথা করিয়া বিনয়।
মহামুনি নারদ গেলেন যমালয়॥
নারদে দেখিয়া যম করিল আদর।
যোগাইল পাদ্য অর্ঘ্য আসন সত্বর॥
যম বলে কি হেতু আইলে তপোধন।
মম ভাগ্যে তোমার হইল আগমন॥
নারদ বলেন যম শুন মন দিয়া।
বীরব্রহ্মা রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া॥
মালিনী নামেতে তার আছয়ে তনয়া।
তুমি স্বামী হবে তার আছয়ে মনয়া॥
এই হেতু আগমন তোমার গোচরে।
আমার বচনে চল সরস্বতীপুরে॥
অলঙ্ঘ্য মুনির বাক্য লঙ্ঘিতে নারিয়া।
রবিসুত যাত্রা কৈল ব্যাধিগণ লৈয়া॥
যম আগমনে ব্যাধি লোকেরে পীড়িল।
ব্যাধিভয়ে লোক সব দুঃখিত হইল॥
তবে নারদেরে জিজ্ঞাসিল নরপতি।
ব্যাধি হেতু প্রজানাশ কি হবে যুকতি॥
মুনি বলে রাজা ধর্ম্মপথে দাও মন।
ব্যাধি বল না করিবে শুনহ বচন॥
ধর্ম্ম আচরণে সবে পাবে মহাসুখ।
পরম পুলকে রবে, ভুলি যত দুঃখ॥
নারদের বাক্যে বীরব্রহ্মা নরপতি।
পাত্রমিত্র প্রজা সবে ধর্ম্মে দিল মতি॥
মুনি বলে আসিবেন সূর্য্যের নন্দন।
নিশ্চয় তোমার কন্যা করিবে গ্রহণ॥
মালিনীর অভিপ্রায় বুঝিয়া অন্তরে।
যম আইলেন বীরব্রহ্মার গোচরে॥
পরিচয় আপনার কহিল রাজনে।
হরষিত বীরব্রহ্মা যম আগমনে॥
শুভক্ষণ করি কন্যা দিল নরপতি।
মালিনীর সঙ্গে হৈল পরম পীরিতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

———

কৌণ্ডিন্যপুরে পাণ্ডবের প্রবেশ ও
চন্দ্রহংস রাজার কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
কৌণ্ডিন্যনগরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
ধৃষ্টবুদ্ধি নামেতে রাজার পাত্র ছিল।
কালকুট মিশাইয়া রাজারে মারিল॥
আপনি করয়ে রাজ্য বসি সিংহাসনে।
জন্মিয়াছে চন্দ্রহংস ইহা নাহি জানে॥
তবে ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী বিরলে বসিয়া।
মদনে লিখিল পত্র যতন করিয়া॥
শুন জন্মেজয় রাজা পত্রের লিখন।
খলের নির্ম্মল মতি নহে কদাচন॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল আশীর্ব্বাদ।
শুনহ মদন তুমি আমার সম্বাদ॥
চন্দ্রহংসে পাঠাইনু তব বিদ্যমানে।
যাবামাত্র বিষ দান করিবে যতনে॥
তোমার মঙ্গল হবে এ কর্ম্ম করিলে।
নহে পুত্র দুঃখ পাবে অবশেষকালে॥
কদাচিত না লঙ্ঘিবে আমার বচন।
আমি ত পশ্চাতে যাব নিজ নিকেতন॥
আমার অপেক্ষা কদাচিত না করিবে।
যাবামাত্র চন্দ্রহংসে বিষদান দিবে॥
পত্র লিখি পরে তাতে এক চিহ্ন দিল।
চন্দ্রহংস হাতে দিয়া বিশেষ কহিল॥
শুন চন্দ্রহংস তুমি বিষ্ণুভক্তজন।
মদনে লিখিনু আমি বিশেষ কথন॥
না পড়িবে এই পত্র নিষেধিনু আমি।
মদনেরে পত্র দিয়া তত্ত্ব আন তুমি॥
শিব বিষ্ণু ভেদ কৈলে যত পাপ হয়।
এ পত্র পড়িলে হবে কহিনু নিশ্চয়॥
এত বলি পত্র দিল চন্দ্রহংস হাতে।
কলিঙ্গ নন্দন তাহা রাখিলেন মাথে॥
চন্দ্রহংস যাত্রা করিলেন শুভক্ষণে।
মন্ত্রীর নগরে গেল আনন্দিত মনে॥
নিদাঘ সময়ে সেই প্রথম জ্যৈষ্ঠমাসে।
দেখিলেন উপবন নগর প্রবেশে॥

চারিদিকে পুষ্পোদ্যান মধ্যে সরোবর ।
বকুলের বৃক্ষ শোভে পাড়ের উপর ॥
রম্যস্থান দেখি চন্দ্রহংস হরষিত ।
বসিল বকুল মূলে পাইয়া পীরিতি ॥
পথশ্রমে চন্দ্রহংস বসিল সেখানে ।
নিদ্রা আকর্ষিল আসি তাহার নয়নে ॥
শুন শুন জন্মেজয় অপূর্ব্ব কথন ।
দৈবমায়া বুঝিতে না পারে কোনজন ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি রাজার দুহিতা রূপবতী ।
সখীসঙ্গে উপবনে আইল ঝটিতি ॥
পুষ্প তুলি সেই কন্যা শিবপূজা করে ।
স্নান হেতু উপনীত হৈল সরোবরে ॥
কতদূরে পুষ্প ল'য়ে আসে সখীগণ ।
একাকিনী আসে কন্যা স্নানের কারণ ॥
বৃক্ষ তলে নিদ্রা যায় পুরুষ সুন্দর ।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ অতি মনোহর ॥
কামে বশ হৈল কন্যা তাহারে দেখিয়া ।
মস্তক উপরে পত্র দেখিতে পাইয়া ॥
পাত্র ল'য়ে পড়িল বসিয়া রূপবতী ।
বাপের লিখন দেখি মদনের প্রতি ॥
গতিমাত্র চন্দ্রহংসে বিষদান দিবে ।
কদাচ বিলম্ব এতে তুমি না করিবে ॥
লিখন পড়িয়া কন্যা করে মনস্তাপ ।
বিষয়া বলিল বড় নিদারুণ বাপ ॥
দেখিয়া এমন রূপ দয়া না জন্মিল ।
বিষদান দিয়া এরে মারিতে বলিল ॥
বিষয়া বলিল মোরে মিলাইল ধাতা ।
নিশ্চয় হইব আমি ইহার বনিতা ॥
পূজিলাম শিব পদ ইহার কারণে ।
চন্দ্রহংস হবে পতি বিচারিয়া মনে ॥
নয়ন-কজ্জল নিল নখেতে করিয়া ॥
'য়া' লিখিয়া পত্র দিল হরষিত হৈয়া ॥
মুদিত করিয়া পত্র রাখিল সেখানে ।
বিষয়া গেলেন ঘরে আনন্দিত মনে ॥
স্নান করি কন্যাগণ শিবপূজা কৈল ।
হেথা চন্দ্রহংস পরে নিদ্রাভঙ্গ হৈল ॥

দিবাশেষে উত্তরিল মদনের স্থানে ।
দিলেন মন্ত্রীর পত্র পরম যতনে ॥
মদন পড়িয়া পত্র সকল জানিল ।
বিষয়াকে দান দিতে লিপি পাঠাইল ॥
চন্দ্রহংসে সমর্পিব বিষয়া সুন্দরী ।
বাপের বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি ॥
নানাবাদ্য হরিষে বাজায় রাজপুরে ।
বিষয়াকে সমর্পিল চন্দ্রহংস বরে ॥
নানা ধন কৌতুকে তুষিল তার মন ।
ক্ষীরভোগ অবশেষে কৈল দুইজন ॥
কুসুম শয্যাতে দোঁহে করিল শয়ন ।
হেথা ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী বিচারিয়া মন ॥
কলিঙ্গে করিল বন্দী নিল সর্ব্বধন ।
প্রজাগণে মহাপাপী করিল তর্জ্জন ॥
রজনী প্রভাতে হেথা মদন উঠিয়া ।
বাদ্যোদ্যম করিলেন আনন্দিত হৈয়া ॥
আইল ভিক্ষুক যত ভিক্ষার কারণে ।
তা সবারে মদন তুষিল নানা ধনে ॥
পথেতে যতেক যায় হরষিত হৈয়া ।
মদন প্রতিষ্ঠা যত কহিয়া কহিয়া ॥
হেনকালে মন্ত্রী আসে কৌণ্ডিন্য হইতে ।
নানা রত্ন গজবাজী লইয়া সহিতে ॥
মন্ত্রী দেখি আশীর্ব্বাদ কৈল দ্বিজগণ ।
শুভক্ষণে তব পুত্র জন্মিল মদন ॥
বিষয়াকে দিল দান চন্দ্রহংস বরে ।
তা সম সুন্দর নাহি সংসার ভিতরে ॥
চক্ষু আছে মদনের বুঝি অভিপ্রায় ।
তুষিলেন নানা ধনে আমা সবাকায় ॥
তাহা শুনি ধৃষ্টবুদ্ধি অতি কোপে জ্বলে ।
আরক্ত করিয়া আঁখি কটুবাক্য বলে ॥
আরে মম কুলে তুই কুপুত্র জন্মিলি ।
কার বাক্যে চন্দ্রহংসে মম কন্যা দিলি ॥
মদন বলিল তব পাইয়া লিখন ।
চন্দ্রহংসে বিষয়া করিনু সমর্পণ ॥
মন্ত্রী বলে কোথা লিখিলাম আন দেখি ।
মদন যোগায় পত্র হইয়া কৌতুকী ॥

ধৃষ্টবুদ্ধি সেই পত্র করে নিরীক্ষণ ।
চন্দ্রহংসে বিশ্বাস না জন্মিল এখন ॥
মদনের দোষ নাহি বিচারিলা মনে ।
চন্দ্রহংসে আনিতে কহিল সেইক্ষণে ॥
চন্দ্রহংসে আনিতে দিলেন পাঠাইয়া ।
ধৃষ্টবুদ্ধি অনুচরে আনিল ডাকিয়া ॥
শুন অনুচরগণ আমার ভারতী ।
চণ্ডিকা আলয়ে তোরা যাহ শীঘ্রগতি ॥
নিশীথে দেখিবি যারে চণ্ডিকার ঘরে ।
যদি মম পুত্র হয় কাটিবে তাহারে ॥
ছাড়িয়া না দিবে তারে কহিলাম আমি ।
এত বলি অনুচরে দিলেন মেলানি ॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্র ল'য়ে তারা চলিল সত্বরে ।
চন্দ্রহংস আসে হেথা মন্ত্রীর গোচরে ॥
বিনয়া সহিত চন্দ্রহংস মহামতি ।
মন্ত্রীর চরণে আসি করিল প্রণতি ॥
আশীর্ব্বাদ না করিল মনে দুঃখ পেয়ে ।
চন্দ্রহংসে মন্ত্রী কহে অধোমুখ হ'য়ে ॥
যদ্যপি করিলা মম দুহিতা গ্রহণ ।
শুনিলাম না পূজিলে কালিকা-চরণ ॥
কুলের দেবতা মম হন ভগবতী ।
তাঁহাকে পূজিতে তুমি যাহ শীঘ্রগতি ॥
নানা উপহার গন্ধ চন্দন লইয়া ॥
চণ্ডীকা পূজিতে যাও একাকী হইয়া ॥
চন্দ্রহংস বলিলেন যথা আজ্ঞা হয় ।
পূজিব বৈষ্ণবী পদ জানিয়া নিশ্চয় ॥
তাহা শুনি মন্ত্রী দাসীগণে আজ্ঞা দিল ।
নৈবেদ্য লইয়া চন্দ্রহংসে যোগাইল ॥
চন্দ্রহংস সম্মুখে আনিল দাসীগণ ।
চণ্ডিকা পূজিতে তবে করিল গমন ॥
ভৃঙ্গারে পূরিয়া বারি সব্য করে নিল ।
স্বর্ণপাত্র বাম হাতে গমন করিল ॥
শুন রাজা জন্মেজয় অপূর্ব্ব কথন ।
চন্দ্রহংসে যেমতে রাখেন নারায়ণ ॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে পারে বুঝিতে ।
পথে দেখা হৈল তার মদন সহিতে ॥
মদন বলিল তুমি যাহ কোথাকারে ।
চন্দ্রহংস বলে যাব দেবি পূজিবারে ॥
কুলদেবী নাহি পূজি মন্ত্রী দোষ দিল ।
আয়োজন দিয়া মোরে হেথা পাঠাইল ॥
মদন বলিল তুমি যাহ নিকেতন ।
আমি গিয়া চণ্ডিকারে করিব পূজন ॥
এত বলি চন্দ্রহংসে পাঠাইল ঘরে ।
মদন চলিল হেথা দেবী পূজিবারে ॥
দেবী পূজে মদন হইয়া কুতূহলী ।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দেন হ'য়ে কৃতাঞ্জলি ॥
শঙ্খ ঘণ্টা মদন বাজায় কুতূহলে ।
শব্দ পেয়ে রাজদূত আসে হেনকালে ॥
মন্ত্রীর আদেশে তারা বিচার না কৈল ।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া দূত মদনে কাটিল ॥
রাজপুত্র দেখি শেষে মনে পায় ভয় ।
অকস্মাৎ সেই স্থানে হৈল জয় জয় ॥
চন্দ্রহংসে দেখি মন্ত্রী কোপে জ্বলি বলে ।
চণ্ডীকা পূজিতে তুমি কেন নাহি গেলে ।
চন্দ্রহংস বলে শুন মোর নিবেদন ।
আমারে যাইতে তথা না দিল মদন ॥
আপনি গেলেন তথা দেবী পূজিবারে ।
তাহার বচনে আমি আইলাম পুরে ॥
চন্দ্রহংস মুখে শুনি এতেক ভারতী ।
হা পুত্র বলিয়া তবে যায় খলমতি ॥
চণ্ডীকা-মণ্ডপে গিয়া চারিদিকে চায় ।
কাটাস্কন্ধ মদন ভূতলে প'ড়ে রয় ॥
মুণ্ড হাতে করি মন্ত্রী করয়ে রোদন ।
আহা মরি কোথা গেল পুত্ররে মদন ॥
এত বলি ধৃষ্টবুদ্ধি আত্মঘাতী হৈল ।
পুত্রশোকে আপনার মস্তক কাটিল ॥
প্রমাদ দেখিয়া তবে অনুচরগণ ।
চন্দ্রহংসে আসিয়া করিল নিবেদন ॥
মদন সহিত রাজা লোটায় ধরায় ।
তত্ত্ব নাহি জানি কেবা কাটিল দোঁহায় ॥
শুনিয়া প্রমাদ কথা দূতের বচনে ।
চন্দ্রহংস গেল শীঘ্র চণ্ডীকা ভবনে ॥

বিচ্ছিন্ন মস্তক দোঁহে আছয়ে পড়িয়া ।
ভয় পান চন্দ্রহংস দোঁহারে দেখিয়া ॥
যোড়হাতে চণ্ডীকারে করেন স্তবন ।
বিষ্ণুরূপা স্বর্ণময়ী শুন নিবেদন ॥
বিষ্ণুজায়া বৈষ্ণবী যে ব্রাহ্মণী কমলা ।
হরপ্রিয়া হৈমবতী হও অনুকূলা ॥
তোমার মহিমা মাতা কেহ নাহি জানে ।
নিদ্রারূপা হও তুমি বিষ্ণুর নয়নে ॥
এত বলি চন্দ্রহংস নানা স্তুতি কৈল ।
তথাপিও অভয়ার কৃপা না হইল ॥
ভক্ত চন্দ্রহংস তবে বিচারিয়া মনে ।
আপনা কাটিতে খড়্গ লইল তখনে ॥
বৈষ্ণব বিনাশ দেখি নগেন্দ্র-নন্দিনী ।
আসি চন্দ্রহংস হস্ত ধরিল তখনি ॥
চন্দ্রহংস বলিলেন চরণে ধরিয়া ।
পিতা পুত্রে দুইজনে দেহ বাঁচাইয়া ॥
চন্দ্রহংস বাক্যে দেবী দোঁহে বাঁচাইল ।
মদন সহিত মন্ত্রী উঠিয়া বসিল ॥
চন্দ্রহংস সৌভাগ্য যে দেখিয়া নয়নে ।
মন্ত্রীবর তুষিলেন আনন্দিত মনে ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি বলে মম রাজ্যে নাহি কায ।
আজি হৈতে চন্দ্রহংস হৈল মহারাজ ॥
মন্ত্রী বলে যাই আমি যোগ সাধিবারে ।
হিংসিয়া বৈষ্ণবগণে কি কাজ শরীরে ॥
এত বলি বিবেকী হইল ধৃষ্টবুদ্ধি ।
মন্ত্রী গেল কাননে করিতে যোগ সিদ্ধি ॥
তথা চন্দ্রহংস তবে কহিল মদনে ।
রাজত্ব করহ তুমি বসি সিংহাসনে ॥
মদন বলিল রাজ্যে নাহি প্রয়োজন ।
শুন চন্দ্রহংস তুমি লহ সিংহাসন ॥
মন্ত্রী হ'য়ে থাকি আমি তোমার গোচরে ।
রাজ্য ধন হস্তী ঘোড়া দিলাম তোমারে ॥
মদন হইল মন্ত্রী চন্দ্রহংস রাজা ।
তাহা দেখি আনন্দিত যত সব প্রজা ॥
কলিঙ্গে আনিল চন্দ্রহংস নরপতি ।
নানা সুখ ভোগে তার জন্মিল পীরিতি ॥
বিষয়ার গর্ভে হল উভয় নন্দন ।
মকরাক্ষ পদ্মাক্ষ যে দোঁহে বিচক্ষণ ॥
পুনশ্চ কলিঙ্গ গেল আপন নগরে ।
চন্দ্রহংস রাজ্য ধন সব দিল তারে ॥
এই কহিলাম চন্দ্রহংসের কথন ।
হেনকালে তথায় নারদ আগমন ॥
মুনি দেখি সম্ভ্রমে উঠিল সর্ব্বজনে ।
আশীর্ব্বাদ করিলেন হরষিত মনে ॥
অর্জ্জুন পাইয়া বার্ত্তা মুনির গোচর
কৃষ্ণ দরশন করি যান মুনিবর ॥
অর্জ্জুন শুনিয়া কথা নারদের মুখে ।
প্রবেশ করেন পুরে পরম কৌতুকে ॥
আনন্দিত চন্দ্রহংস পাণ্ডব গমনে ।
কৃষ্ণ দরশন পান অর্জ্জুন মিলনে ॥
চন্দ্রহংস বলে শুন পুত্র দুইজন ।
রাখহ যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া যতন ।
অশ্ব ল'য়ে এল ভূপ হরষিত মতি ।
রাখিলেন দুই অশ্ব যথা জগৎপতি ॥
প্রণমিল চন্দ্রহংস লোটাইয়া ক্ষিতি ।
পুলকে আকুল তনু অধিক ভকতি ॥
অভয় চরণে শত দণ্ডবৎ হৈয়া ।
যোড়হাতে চন্দ্রহংস রহে দাণ্ডাইয়া ॥
চন্দ্রহংসে আশ্বাস করিলা নারায়ণ ।
অর্জ্জুন তোষেন তাঁরে দিয়া আলিঙ্গন ॥
সবান্ধবে কৈল রাজা কৃষ্ণ দরশন ।
নিজালয়ে ল'য়ে গেল করিয়া যতন ।
নানা আয়োজন সব সমর্পণ কৈল ।
কৌণ্ডিন্যকপুরে দুই দিবস রহিল ॥
কহিলাম তোমা চন্দ্রহংসের ভারতী ।
যেই জন শুনে ইহা কৃষ্ণে হয় মতি ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী ।
কাশীরাম দাস কহে শুনি ভবে তরি ॥

মণিভদ্র রাজার দেশে পাণ্ডবদের আগমন ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ।
উত্তর মুখেতে গেল পাণ্ডবের হয় ॥

দুই গোটা অশ্ব গেল উত্তর সাগরে ।
প্রবেশিল দুই অশ্ব সলিল ভিতরে ॥
তাহা দেখি ভয় পায় যত সৈন্যগণ ।
অর্জ্জুন বলেন কি হইবে নারায়ণ ॥
সলিলেতে দুই অশ্ব করিল প্রবেশ ।
কেমনে পাইব অশ্ব বল হৃষীকেশ ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি চিন্তা কর কেনে ।
আপনি যাইব জলে অশ্ব অন্বেষণে ॥
এত বলি অর্জ্জুনে লইয়া জগৎপতি ।
বভ্রুবাহ রাজা গেল দোঁহার সংহতি ॥
ভীম আদি সৈন্য সব রহিলেন কূলে ।
বভ্রুবাহ কৃষ্ণার্জ্জুন প্রবেশিল জলে ॥
বাগদালভ্য মুনি নিকটে গেল চলি ।
জানেন সকল তত্ত্ব দেব বনমালী ॥
দ্বীপেতে আছেন মুনি বটপত্র শিরে ।
উপনীত তিনজন তাঁহার গোচরে ॥
প্রণমিয়া মুনিরে বলিল তিনজন ।
নারায়ণ দেখি মুনি আনন্দিত মন ॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে জিজ্ঞাসেন হরি ।
দ্বীপ মধ্যে আছ বটপত্র শিরে ধরি ॥
আশ্রম না কর তুমি কিসের কারণে ।
কতদিন মুনিবর আছ এইখানে ॥
বাগদালভ্য মুনি তবে বলয়ে বাসিয়া ।
কি কারণে দুঃখ পাব আশ্রম করিয়া ॥
অল্পকাল পরমায়ু দিল নারায়ণ ।
আজি কালি মরি, গৃহে কোন্ প্রয়োজন ॥
মুনির বচনে জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় ।
কতদিন এখানে আছেন মহাশয় ॥
মুনি বলে এক কল্প আমার জীবন ।
শত মন্বন্তর বটপত্র আচ্ছাদন ॥
পার্থ বলে মনন্তর কত দিনে হয় ।
এক কল্প কারে বলে কহ মহাশয় ॥
বাগদালভ্য বলে শুন ইন্দ্র নন্দন ।
একাত্তর যুগে মন্বন্তরের গণন ॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে যত কল্প হয় ।
এই পরমায়ু মম পাণ্ডুর তনয় ॥

এত অল্পদিনে কিবা কার্য্য আশ্রমেতে ।
অতএব আছি আমি বটপত্র মাথে ॥
কোথা যাও তিনজন বলহ আমারে ।
কি কারণে আসিয়াছ আমার গোচরে ॥
অর্জ্জুন বলেন যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির ।
অশ্ব রাখি আমি যে সঙ্গেতে যদুবীর ॥
না জানি যজ্ঞের ঘোড়া গেল কোনস্থানে ।
অশ্ব তত্ত্বে আইলাম তোমা বিদ্যমানে ॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া মুনিবর ।
ঈষৎ হাসিয়া তারে দিলেন উত্তর ॥
মিথ্যা অশ্বমেধ কর ভক্তি নাহি মনে ।
অনুক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্র দেখিছ নয়নে ॥
তথাপি করহ যজ্ঞ কি বলিব আর ।
সত্য বলি অর্জ্জুন জানহ চক্রধর ॥
কে বুঝিবে কৃষ্ণলীলা পাণ্ডবনন্দন ।
শিব ব্রহ্মা নারিল করিতে নিরূপণ ॥
এত বলি মুনিবর যোড়হস্ত হৈয়া ।
কৃষ্ণেরে করিল স্তুতি বিনয় করিয়া ॥
তোমার মায়ায় স্থির নহে সুরগণ ।
কিসের গণনা করি পাণ্ডুর নন্দন ॥
পূর্ব্ব তপফলে দেখিলাম তব পদ ।
হইল পবিত্র আজি আমার আস্পদ ॥
এত বলি তুষিলেন দেব নারায়ণে ।
সে দ্বীপ ভ্রমিয়া অশ্ব এল সেইখানে ॥
সলিল ত্যজিয়া অশ্ব কূলেতে উঠিল ।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের আনন্দ হইল ॥
মুনি প্রণমিয়া চলিলেন তিন জন ।
অশ্বের গমনে সুখী যত রাজগণ ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ॥
সিন্ধুপুরে গেল তবে পাণ্ডবের হয় ॥
তার অধিকারী মণিভদ্র নরপতি ।
দুঃশলার পুত্র জয়দ্রথের সন্ততি ॥
কুরুক্ষেত্রে পার্থ-হস্তে জয়দ্রথ মৈল ।
তার পুত্র মণিভদ্র রাজ্যে রাজা হৈল ॥
দূতমুখে শুনি পুরে আইল অর্জ্জুন ।
সসৈন্য সাজিয়া এল করিবারে রণ ॥

পলাইয়া গেল তবে রাজ্য পরিহরি ।
অর্জ্জুন দেখেন তবে অরাজকপুরী ॥
পাণ্ডবের সৈন্য যত পশিলেক পুরে ।
তাহা দেখি প্রজাগণ কম্পিত অন্তরে ॥
অর্জ্জুন বলেন এই কাহার নগর ।
প্রজাগণ বলে শুন সে সব উত্তর ॥
জয়দ্রথ রাজা ছিল ইহা অধিকারী ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মরি গেল স্বর্গপুরী ॥
তাহার তনয় মণিভদ্র নরবর ।
শুনিয়া তোমার নাম পলায় সত্বর ॥
পরিবার সহ রাজা যায় পলাইয়া ।
কহিনু তোমার ঠাঁই বিনয় করিয়া ॥
হাসিলেন ধনঞ্জয় এ কথা শ্রবণে ।
সাত্যকিরে পাঠাইল আশ্বাস কারণে ॥
সাত্যকি সন্ধান করি করিল গমন ।
দুঃশলারে কহিলেন মধুর বচন ॥
প্রবোধ করিয়া তারে সাত্যকি আনিল ।
পুত্রসহ দুঃশলা অর্জ্জুন কাছে গেল ॥
অর্জ্জুন বলেন ভগ্নি কিসের কারণ ।
তুমি কেন ভয় পেয়ে করিলে গমন ॥
পূর্ব্ব বিবরণ তুমি মনেতে করিয়া ।
ভয়ে পলাইলে ধন রাজ্য তেয়াগিয়া ॥
সে ভয় নাহিক আর কহিলাম আমি ।
হস্তিনানগরে মম সঙ্গে চল তুমি ॥
তবে মণিভদ্র আসি বন্দিল চরণে ।
অনেক প্রণাম কৈল লোটাইয়া ভূমে ॥
আলিঙ্গনে তাহাকে তোষেণ ধনঞ্জয় ।
নির্ভয় হইল জয়দ্রথের তনয় ॥
আমার বচন শুন দুঃশলা ভগিনী ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
তুরগ রাখিতে তাই আইলাম হেথা ।
শুন স্বসা পুত্র সঙ্গে তুমি চল তথা ॥
যজ্ঞেতে যাইতে তোমা হয় যে উচিত ।
আইস আমার সঙ্গে দূর কর ভীত ॥
পিতৃ মাতৃ দোঁহাকার বন্দিয়া চরণ ।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে তুমি আসিবে ভবন ॥

এত যদি পার্থ বীর আশ্বাস করিল ।
জননী সহিত মণিভদ্র যাত্রা কৈল ॥
পাত্র মিত্র সবাকারে নিয়োজিয়া পুরে ।
মণিভদ্র যাত্রা কৈল হস্তিনানগরে ॥
কত অনুচর সঙ্গে ল'য়ে অশ্ব হাতী ।
হস্তিনানগরে যান আনন্দিত মতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পাণ্ডবের হস্তিনায় পুনঃ প্রবেশ ও যজ্ঞ সাঙ্গ ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ।
পৃথিবী ভ্রমণ কৈল পাণ্ডবের হয় ॥
পুনশ্চ আইল অশ্ব হস্তিনানগরে ।
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে ॥
শুন বলি যজ্ঞ সাঙ্গ হইল যেমনে ।
নিবৃত্ত হইল দোঁহে হরষিত মনে ॥
তুরগ ধরিয়া ভীম নিজ বাহুবলে ।
হস্তিনায় প্রবেশ করিল কুতূহলে ॥
দূত গিয়া সমাচার কহে যুধিষ্ঠিরে ।
অশ্ব ল'য়ে ধনঞ্জয় আইলেন পুরে ॥
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত অতি ।
বলিলেন অর্জ্জুনে আনহ শীঘ্রগতি ॥
নৃপাদেশে অর্জ্জুন সহিত নারায়ণ ।
যুধিষ্ঠির সম্মুখে করেন আগমন ॥
অসিপত্র ব্রত পালি পেয়ে বড় দুঃখ ।
কৌতুকে চাহেন রাজা অর্জ্জুনের মুখ ॥
প্রণাম করেন দোঁহে রাজার চরণে ।
আশীর্ব্বাদ দেন রাজা আনন্দিত মনে ॥
মুনিগণে প্রণাম করেন ধনঞ্জয় ।
বসিলেন ধর্ম্মপাশে হইয়া নির্ভয় ॥
ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনের স্থানে ।
আদ্যোপান্ত কথা ভাই কহ সাবধানে ॥
অর্জ্জুন কহেন কথা করিয়া বিনয় ।
যথা তথা ভ্রমণ করিল যজ্ঞ হয় ॥
যত রাজগণ সহ সংগ্রাম বাধিল ।
অর্জ্জুনের মুখে সব প্রকাশ হইল ॥

শুনিয়া পুলক হৈল রাজার শরীরে।
যুধিষ্ঠির বলেন আনহ সবাকারে॥
তবে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় করিয়া গমন।
যজ্ঞস্থানে আনিলেন যত রাজগণ॥
নিজ পরিচয় দিল যতেক ভূপতি।
সমাজে বসিল ধর্ম্মে করিয়া প্রণতি॥
হস্তিনানগরে বড় আনন্দ হইল।
নানামত আয়োজনে সবারে তুষিল॥
রজনী বঞ্চিল সবে অতি কুতুহলে।
সমাজ করেন কৃষ্ণ অতি ঊষাকালে॥
অর্জ্জুন বিদুর ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠির পাছে সব বসিলেন তথি॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ শিখিধ্বজ রায়।
যুবনাশ্ব বীরব্রহ্ম বসিল সভায়॥
অনুশাল্ব বভ্রুবাহ চন্দ্রহংস আদি।
আর কত নাম লব যতেক নৃপতি॥
ত্রিকোটি পদ্মিনী সঙ্গে প্রমীলা সুন্দরী।
সভাতে বসিল সবে নানা বেশ ধরি॥
গান্ধারী প্রভৃতি রাণী আর যে রমণী।
বসিল উত্তম স্থানে সঙ্গেতে রুক্মিণী॥
হস্তিনানগর মধ্যে যত প্রজা ছিল।
যজ্ঞ দেখিবারে সবে সত্বরে চলিল॥
পরিহাস অর্জ্জুনে করেন নারায়ণ।
প্রমীলা সহিত সখা ভাল হৈল রণ॥
তিন কোটি পদ্মিনীর সঙ্গেতে বঞ্চিলা।
আমি মনে ভয় পাই কেমনে তুষিলা॥
অর্জ্জুন বলেন দেব নাহি জান তুমি।
ষোড়শ সহস্র শত তোমার রমণী॥
কৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথা অনেক আছিল।
বাহুল্য কারণে তাহা লেখা নাহি গেল॥
শেষেতে কহিব আমি এ সব কথন।
এবে যজ্ঞ সাঙ্গ কথা শুনহ রাজন॥
ব্যাসে বলিলেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
কত যজ্ঞ অবশেষ কহ তপোধন॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের তনয়।
কিছু যজ্ঞ অবশেষ পূর্ণ নাহি হয়॥
আয়োজন যজ্ঞ শেষে করহ ভূপতি।
তুরগ আনহ শীঘ্র শুন মহামতি॥
ব্যাসের বচনে সবে পাইয়া আনন্দ।
অষ্টবারী করিলেন মণ্ডপ স্বচ্ছন্দ॥
অষ্টগোটা কুণ্ড স্থাপিলেন সেইখানে।
ধ্বজ দণ্ডে পতাকা শোভিত স্থানে স্থানে
যজ্ঞ উপহার যত জানিল সেখানে।
ধৌম্য পুরোহিত আসি বসিল আসনে॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
ভীমে স্নান করিবারে আজ্ঞা দেহ তুমি॥
অশ্বহন্তা এক ভীম বিনা কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির আমি কহিনু তোমায়॥
ব্যাসের বচনে রাজা কহেন ভীমেরে।
আজ্ঞা পেয়ে ভীমসেন শীঘ্র স্নান করে॥
খড়্গ হস্তে করি ভীম রহিল সেখানে।
অশ্ব আনিলেন পার্থ পরম যতনে॥
নানাতীর্থ জলে ঘোড়া স্নান করাইল।
মনোমত ক্রিয়া যত মুনিরা করিল॥
চারিদিকে জয়ধ্বনি মঙ্গল ঘোষণা।
শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি আর বিশেষ বাজনা॥
মুনি সব ঢালে ঘৃত অগ্নির উপর।
অশ্ব গলে মালা দেন ধর্ম্ম নরবর॥
ব্যাস বলে নিষ্পাপী হইল অশ্ববর।
অতঃপর খড়্গ লহ বীর বৃকোদর॥
হাতে খড়্গ নিল ভীম মুনির বচনে।
কাটিল অশ্বের মুণ্ড সভা বিদ্যমানে॥
অশ্বমুণ্ড মহাবেগে উঠিল আকাশে।
জয়ধ্বনি সভামধ্যে হইল হরিষে॥
অশ্ববর স্কন্ধ হইতে দুগ্ধ নিঃসরিল।
রক্ত না পড়িল সবে নয়নে দেখিল॥
সুবাসিত কর্পূর তাম্বুল পুষ্প নিয়া।
যজ্ঞ পূর্ণ ধৌম্য করে বেদ উচ্চারিয়া॥
ইন্দ্র যম বরুণেরে দিলেন আহুতি।
নৈঋতে কুবের আদি যত দিক্‌পতি॥
ত্রিভুবনে দেবাসুর যত চরাচর।
সবাকে আহুতি দেন ধর্ম্ম নরবর॥

অগ্নি বিসর্জ্জিয়া ধৌম্য দক্ষিণা চাহিল ।
রজত কাঞ্চন ধন প্রচুর পাইল ॥
শিখিধ্বজ রাজা তবে নিজ অশ্ব ল'য়ে ।
যজ্ঞ করিলেন যুধিষ্ঠির আজ্ঞা পেয়ে ॥
যত আয়োজন ধর্ম্ম হইতে পাইল ।
তুষ্ট হৈয়া শিখিধ্বজ যজ্ঞ সমাপিল ॥
ঋষি মুনিগণ সব যজ্ঞ সমাপিয়া ।
যুধিষ্ঠিরে কহিল মনে প্রীতি পাইয়া ॥
হয়েছে হইবে নাহি সংসার ভিতর ।
কৃষ্ণসখা হেতু তব মহিমা বিস্তর ॥
যজ্ঞেতে কি কার্য্য তব শুন নৃপবর ।
শত শত যজ্ঞফল কৃষ্ণের গোচর ॥
নারায়ণ উদ্দেশেতে নানা যজ্ঞ করে ।
হেন কৃষ্ণ অবিরত তোমার গোচরে ॥
এত বলি মুনিগণ প্রশংসা করিয়া ।
সবে গেল তপোবনে বিদায় হইয়া ॥
নিজালয়ে নৃপগণ বিদায় হইল ।
তুরগ বারণ ধন সম্মান পাইল ॥
বিদায় দিলেন যুধিষ্ঠির সবাকারে ।
বভ্রুবাহ রাজা তবে গেল মণিপুরে ॥
যুবনাশ্ব নরপতি বিদায় হইয়া ।
নিজালয়ে গেল যে মনে প্রীতি পাইয়া ॥
নীলধ্বজ নিজ দেশে করিল গমন ।
চন্দ্রহংস রাজা গেল আপন ভবন ॥
শিখিধ্বজ বীরব্রহ্মা গেল নিজপুরে ।
মণিভদ্র চলিলেন আপন নগরে ॥
আপনার দেশে সবে করিল প্রয়াণ ।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন দেব ভগবান ॥
বহুদিন আছি আমি হস্তিনানগরে ।
অনুমতি দেহ আমি যাই দ্বারাপুরে ॥
যুধিষ্ঠির কন আমি কহিব কেমনে ।
দ্বারকায় যাহ বাক্য না আসে বদনে ॥
ভীম বলিলেন আজ্ঞা দেহ নরবর ।
সম্প্রতি যাউক কৃষ্ণ দ্বারকানগর ॥
অনুজ্ঞা দিলেন রাজা ভীমের বচনে ।
ত্বরান্বিত নারায়ণ দ্বারকা গমনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিদায় হন সবাকার স্থানে ।
প্রণাম করেন কৃষ্ণ কুন্তীর চরণে ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করেন মহামতি ।
আলিঙ্গন ভীমার্জ্জুন নকুল সংহতি ॥
সহদেবে আলিঙ্গন দিয়া অকপটে ।
বিদায় হইলা পরে দ্রৌপদী নিকটে ॥
দারুক আনিয়া রথ যোগায় সত্বরে ।
আরোহণ করিলেন হরি রথোপরে ॥
ভীষ্মক দুহিতা আদি কৃষ্ণের রমণী ।
দৈবকী প্রভৃতি করি কৃষ্ণের জননী ॥
সারথি সংযুক্ত রথে কৃষ্ণের সহিতে ।
বিদায় হইয়া গেল সবে দ্বারকাতে ॥
রহিলেন পঞ্চ ভাই হস্তিনানগর ।
রাজ্যসুখ ভোগ করি পঞ্চ সহোদর ॥
শুন জন্মেজয় রাজা কহিনু তোমারে ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল এতদূরে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞকথা শুনে যেই জন ।
তাহারে করেন দয়া দেব নারায়ণ ॥
অচলা কমলা তার থাকয়ে ভবনে ।
আয়ুর্যশ বৃদ্ধি হয় এ কথা শ্রবণে ॥
কিছু যদি বিশ্বাস থাকয়ে নরপতি ।
অন্তকালে স্বর্গে যায় ব্যাসের ভারতী ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী ।
কাশীরাম দাস কহে তরি ভববারি ॥

অশ্বমেধপর্ব্ব সমাপ্ত ।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

আশ্রমিকপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য ও বিদুরের সহিত কথোপকথন।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মহামুনি।
তদন্তরে কি কর্ম্ম হইল তাহা শুনি॥
পিতামহ উপাখ্যান অপূর্ব্ব চরিত্র।
তোমার প্রসাদে শুনি হইব পবিত্র॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষে পিতামহগণ।
কি কি কর্ম্ম করিলেন কহ তপোধন॥
কি করিল অন্ধরাজ সুবল-নন্দিনী।
নারীগণ কি করিল কহ শুনি মুনি॥
শুনিতে আনন্দ বড় জন্মায় অন্তরে।
মুনিরাজ দয়া করি বলহ আমারে॥
মুনি বলিলেন রাজা কর অবধান।
অতঃপর শুন পিতামহ উপাখ্যান॥
যজ্ঞ কর্ম্ম সমাপিয়া ভাই পঞ্চজন।
দিলেন ব্রাহ্মণগণে বহুবিধ ধন॥
হেনমতে পঞ্চভাই হরিষ অন্তর।
নানা দান উৎসব করেন নিরন্তর॥
যজ্ঞ বিনা সে সবার অন্যে নাহি মতি।
ভ্রাতৃসহ বঞ্চেন শুনহ নরপতি॥
সত্য ধর্ম্মশাস্ত্র আর প্রজার পালন।
দুষ্ট চোর ভয় খণ্ডে বৈরীর মর্দ্দন॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম বিনা গতি নাহি আর॥
দাস দাসী প্রজা আদি অনুগত জনে।
রাজার পালনে সবে সদা হৃষ্টমনে॥
ভ্রাতৃগণ সহ তথা ধর্ম্মের নন্দন।
ইষ্ট তুল্য ধৃতরাষ্ট্রে করেন সেবন॥
ভীমার্জ্জুন আর দুই মাদ্রীর নন্দন।
সতত রহেন ধৃতরাষ্ট্রের সদন॥
ভীমসেন মহাবীর পবন-নন্দন।
পূর্ব্ব দুঃখ অন্তরে না হয় পাসরণ॥
স্মরিয়া সে সব দুঃখ ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।
ক্রোধ করি অন্ধরাজে কহে কটুভাষ॥
পূর্ব্ব কথা বুঝি প্রায় হৈলে পাসরণ।
জতুগৃহে পোড়াইলে আমা পঞ্চজন॥
খলমতি কদাচারী তুমি কুরুকুলে।
আমা সবা হিংসা করি সবংশে মজিলে॥
শত পুত্র তব আমি করিনু সংহার।
তবু দুঃখ পাসরণ নহেত আমার॥
এত বলি দুই বাহু করে আস্ফালন।
দন্ত কড়্মড় করে অরুণ লোচন॥
ভীমবাক্যে ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বদা অস্থির।
অন্তরে অনল দহে কুরু মহাবীর॥

অর্জ্জুন সহিত দুই মাদ্রীর নন্দন।
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞাতে চলেন অনুক্ষণ॥
ভীম-বাক্যজালে রাজা দহে কলেবর।
দ্বিগুণ পূর্ব্বের শোক দহয়ে অন্তর॥
হায় পুত্র দুর্য্যোধন বীর চূড়ামণি।
তোমার বিরহে দহে এ পাপ পরাণী॥
এক পুত্র হৈলে লোকে আনন্দ অপার।
তোমা হেন শত পুত্র মরিল আমার॥
আজ্ঞাতে করিলে বশ পৃথিবীর রাজা।
ভক্তিভাবে তোমার চরণ কৈল পূজা॥
ইন্দ্রের বৈভব কৈলে পৃথিবী ভিতর।
তোমার জনক হেন হইল কাতর।
এইরূপে অনুতাপ করে অনুক্ষণ।
দুই এক দিন রাজা না করে ভোজন॥
গান্ধারী প্রবোধ বহু করেন রাজারে।
সত্যধর্ম্ম বিচারিয়া বিবিধ প্রকারে॥
অকারণে তাপ কেন কর নরপতি।
কর্ম্ম অনুরূপ রাজা শুভাশুভ গতি॥
আপন কর্ম্মের ভোগ নাহিক এড়ান।
জানি পুনঃ শোচন না করে জ্ঞানবান॥
আমারে যেরূপ ভাবে হৃদয় তোমার।
সেইরূপ তোমা প্রতি হৃদয় আমার॥
ভীম প্রতি যেইরূপ তোমার হৃদয়।
সেইরূপ ভাবে ভীম শুন মহাশয়॥
শিশুকাল হৈতে তুমি ভীমেরে হিংসিলা।
অনেক মন্ত্রণা করি নানা দুঃখ দিলা॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে ভীম বড় দুরাচার।
একেশ্বর শত পুত্র মারিল আমার॥
তাহারে দেখিলে মম সর্ব্ব অঙ্গ দহে।
দ্বিগুণ বাড়য়ে অগ্নি হৃদয়ে না সহে॥
যুধিষ্ঠির গুণ কথা না যায় বর্ণন।
সাধুপুত্র গুণবান ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীমের এমন ভাব সে কিছু না জানে।
না রহে জীবন মম ভীমের বচনে॥
এইরূপে অন্ধরাজ গান্ধারী সহিত।
হেনকালে বিদুর হইল উপনীত॥
প্রণমিয়া অন্ধেরে বিদুর মহামতি।
জিজ্ঞাসিল উচাটন কেন নরপতি॥
কোন দুঃখে দুঃখী তুমি কহত আমারে।
ইষ্টদেব তুল্য তোমা সেবে যুধিষ্ঠিরে॥
ভ্রাতৃগণে নিয়োজিল তোমার সেবনে।
অপর আছয়ে যত দাস দাসীগণে॥
ধর্ম্মপথে যুধিষ্ঠির নহে বিচলিত।
আর চারি সহোদর তার মনোনীত॥
রাজ্য অর্থ ধন আদি সকলি তোমার।
পিতৃতুল্য ভাবে তোমা ধর্ম্মের কুমার॥
আপন ইচ্ছায় তব যেই মনে লয়।
যত ইচ্ছা দান ভোগ কর মহাশয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কহিলে প্রমাণ।
বেদতুল্য তব বাক্য কভু নহে আন॥
মম হিত উপদেশ যতেক কহিলা।
না শুনিনু তব বাক্য করে অবহেলা॥
সেই হেতু এই গতি হইল আমার।
তবে সুখ দুঃখ কথা কি আর বিচার॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্ব গুণাধার।
কোন' দোষে দোষী নহে ধর্ম্মের কুমার॥
পুত্রের অধিক মম করয়ে সেবন।
তাঁর গুণে হৈল মম শোক নিবারণ॥
কোন' দোষে দোষী নহে রাজা যুধিষ্ঠির।
কিন্তু ভীম দুরাচার দহয়ে শরীর॥
কোন কর্ম্ম হেতু আমি যদি কহি তারে।
কর্ম্ম না করিয়া আর কহে কটুত্তরে॥
শত পুত্র মারি দুঃখ নহে নিবারণ।
দন্ত কড়্মড়্ করে বাহু আস্ফালন॥
ভীমের চরিত্র দেখি দহে মম কায়।
কি কহিব কহ মোরে ইহার উপায়॥
বিদুর কহেন শুন স্থির কর মন।
ভীমের বচনে রাজা নহ উচাটন॥
অপমান করে তোমা যদি যুধিষ্ঠির।
তব যেই চিত্তে লয় কর নরবর॥
তুমি যেই ভাব কর বৃকোদর প্রতি।
তোমারেও দুষ্টভাব করয়ে মারুতি॥

ইহা জানি বৃকোদরে ত্যজহ আক্রোশ।
যুধিষ্ঠির প্রতি তুমি নহ অসন্তোষ ॥
তোমারে বিমনা যদি শুনে ধর্ম্মরায়।
এইক্ষণে আসিয়া পড়িবে তব পায় ॥
তুমি অসন্তোষ যদি হও নরপতি।
রাজ্য ত্যজি বনে যাবে ধর্ম্ম নরপতি ॥
তাহারে প্রসন্ন ভাব হও নরনাথ ॥
এত বলি বিদুর করিল প্রণিপাত ॥
পুনরপি ধৃতারাষ্ট্র সকরুণে কয়।
যুধিষ্ঠিরে ক্রোধ মম কদাচিত নয় ॥
আমি ধৃতরাষ্ট্র রাজা বিখ্যাত ভুবনে।
মহাধনুর্দ্ধর পুত্র একশত জনে ॥
সকল সংহার মম করে যেইজন।
তাহার পালিত হ'য়ে রাখিব জীবন ॥
ধিক্ ধিক্ জীবনে এমন ছার আশ।
সংসার যুড়িয়া লজ্জা লোকে উপহাস ॥
দ্বিতীয় বাসব মম পুত্র দুর্য্যোধন।
তাহা বিনা পাপ প্রাণ রহে এতক্ষণ ॥
এইরূপে শোচনা করিয়া বহুতর।
পুনঃ বিদুরের প্রতি করিল উত্তর ॥
অবধান কর ভাই বচন আমার।
যে বিধান চিত্তে আমি করেছি বিচার।
রাজ্যসুখ ভোগ নানা করিনু বিস্তর।
মম সম সুখ নাহি ভুঞ্জে কোন নর ॥
অতঃপর চিত্তে সে সকল ক্ষমা দিব।
বনবাসে গিয়া আমি যোগ আরম্ভিব ॥
রাজনীতি ধর্ম্ম হেন আছে পূর্ব্বাপর।
শেষকালে প্রবেশিবে অরণ্য ভিতর ॥
অবশেষ কাল মম হৈল উপনীত।
যোগ ধর্ম্ম আচরণ হয়ত বিহিত ॥
সত্য সত্য বনে যাব নাহিক সংশয়।
যোগ আচরিব গিয়া কহিনু নিশ্চয় ॥
বিদুর বলেন রাজা কর অবধান।
যতেক কহিলে সত্য কভু নহে আন ॥
রাজা হ'য়ে শেষকালে যাব বনবাস।
যোগ আচরিব গিয়া করিয়া সন্ন্যাস ॥

বেদের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহাশয় ॥
আপনি বৃদ্ধক অতি শরীর দুর্ব্বল।
শোকাতুর অন্ধ তব নয়ন যুগল ॥
অভ্যন্তর যেতে তব নাহিক শকতি।
ঘোর বনে কিমতে পশিবে নরপতি ॥
ভয়ঙ্কর বনজন্তু সিংহ ব্যাঘ্রগণ।
প্রলয় মহিষ গজ ঘোর দরশন ॥
কিমতে রহিবে তথা তাহা মোরে কহ।
আর তাহে মহারাজ চক্ষে না দেখহ ॥
অপমৃত্যু হয় পাছে এই বড় ভয়।
এই হেতু ইথে মোর চিত্তে নাহি লয় ॥
সে কারণে কহি আমি শুন মহারাজ।
গৃহাশ্রমে থাকিয়া না হয় কোন কাজ ॥
দ্বিজগণে দান দেহ বহুবিধ ধন।
প্রবাল মুকুতা মণি রজত কাঞ্চন ॥
ভূমিদান অন্নদান আর নানা দান।
অন্ন দান নহে অন্য দানের সমান ॥
যাহা ইচ্ছা দান কর আপনার মনে।
কৃষ্ণপদ চিন্তা কর বসিয়া নির্জ্জনে ॥
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ যবে হবে এইমতে।
পাইবা উত্তম গতি শুন নরপতে ॥
ধর্ম্মের নন্দন দেখ রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃ মন্ত্রী বন্ধুশোকে আকুল শরীর ॥
তোমার সেবন হেতু করে গৃহবাস।
তোমার এ মতি শুনি হইবে নিরাস ॥
তোমা বিনা সকল ত্যজিবে ধর্ম্মরায়।
ব্রহ্মচর্য্য আচরি কাননে পাছে যায় ॥
এই হেতু রাজা আমি কহি যে তোমায়।
গৃহাশ্রমে রহি গতি চিন্তা কর রায় ॥
ইহা বিনা উপায় নাহিক রাজা আর।
মম চিত্তে লয় রাজা এই তো বিচার ॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমার বচন খ্যাত বেদের বিহিত ॥
যতেক কহিলে কিছু না হয় বিধান।
কিন্তু এক কথা কহি কর অবধান ॥

করুণানিদান সেই নন্দের কুমার।
একমনে ভজিলে সে করয়ে উদ্ধার ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ কর নিবারণ।
কায়মনোবাক্যেতে চিন্তিবে নারায়ণ ॥
গৃহাশ্রমে হেন শক্তি নহিবে আমার।
সে কারণে বনে যেতে করেছি বিচার ॥
বনজন্তুগণ হেতু কহিলে প্রমাণ।
আপন অদৃষ্ট ফল না হবে এড়ান ॥
যা থাকে অদৃষ্টে তাহা অবশ্য হইবে।
পূর্ব্বার্জ্জিত ফল যাহা তাহা কে খণ্ডাবে ॥
অভয় পদারবিন্দ করিয়া ভাবন।
সর্ব্ব ভয় হইতে হইবে বিমোচন ॥
ইহা ভিন্ন অন্য চিত্তে না লয় আমার।
বনবাসে যাইব কহিনু সারোদ্ধার ॥
ধৃতরাষ্ট্র মন বুঝি বিদুর সুমতি।
আশ্বাসিয়া বলে পুনঃ শুন নরপতি ॥
তুমি যদি বনবাসে যাইবা নিশ্চয়।
আমিও সংহতি তব যাব মহাশয় ॥
আমি তব ভৃত্য, তুমি আমার ঈশ্বর।
ঈশ্বর বিহনে কিবা করিবে কিঙ্কর ॥
যথায় যাইবা তুমি যাইব সংহতি।
তোমার যে গতি রাজা আমার সে গতি ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ করিব বিধিমতে।
তাঁর অনুমতি বিনা না পারি যাইতে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কহ যুধিষ্ঠিরে।
সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহ বিবিধ প্রকারে ॥
তুমি আমি গান্ধারী সঞ্জয় আদি করি।
নানামতে প্রবোধিব ধর্ম্ম অধিকারী ॥
এত শুনি বিদুর চলিল ধর্ম্ম স্থানে।
বসিয়া আছেন ধর্ম্ম রত্নসিংহাসনে ॥
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃগণ চৌদিকে বেষ্টিত।
ব্রাহ্মণমণ্ডলী সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত ॥
স্বধর্ম্মে করেন রাজ্য ধর্ম্মের নন্দন।
পুত্রবৎ পালেন যতেক প্রজাগণ ॥
সর্ব্বজীবে সমভাব দয়ার ঈশ্বর।
ধর্ম্ম অবতার ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ॥
যুধিষ্ঠির গুণে বশ হৈল সর্ব্বজন।
শোক দুঃখ সকল হইল বিস্মরণ ॥
প্রাতঃকালে উঠি রাজা করি স্নান দান।
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃগণে করেন সম্মান ॥
তদন্তরে দ্বিজগণে করিয়া সম্মান।
বিবিধ রতন দেন নাহি পরিমাণ ॥
অশ্ব বৃষ গাভী বৎস আর নানা ধন।
ভূমিদান অন্নদান বিবিধ বসন ॥
হেনমতে দান কর্ম্ম করি সমাপন।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে করি সম্ভাষণ ॥
সেবায় নিযুক্ত করি ভ্রাতৃ বন্ধুজনে।
আজ্ঞা মাগি রাজকার্য্যে যান সেইক্ষণে ॥
সিংহাসনে বসিয়া করেন রাজকার্য্য।
পাত্রমিত্র ভ্রাতৃ বন্ধু সহিত সাম্রাজ্য ॥
রাজকার্য্য অবসানে আসিয়া মন্দিরে।
ব্রাহ্মণে করেন পূজা নানা উপচারে ॥
যাহাতে যাহার প্রীতি ভক্ষ্যদ্রব্য আদি।
সবারে করেন দান সহিত দ্রৌপদী ॥
যথোচিত তৃপ্ত করি অন্ধ নরবরে।
সেইমত গান্ধারীকে পূজেন সাদরে ॥
দোঁহা অনুমতি ল'য়ে বিদায় হইয়া।
ভোজন করেন রাজা বন্ধুগণ লৈয়া ॥
এইমত নিত্যকর্ম্ম করি ধর্ম্মরায়।
সাধু সর্ব্বগুণান্বিত অপ্রমিত কায় ॥
ভারত আশ্রমপর্ব্ব অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনেচ্ছা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের খেদ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
কহ শুনি কিবা কর্ম্ম হ'ল তার পর ॥
মুনি বলে শুন কুরুকুল অধিকারী।
বিদুর আইল যুধিষ্ঠির বরাবরি ॥
রাজার নিকটে বসি বলয়ে বচন।
অবধানে শুন রাজা ধর্ম্মের নন্দন ॥
পরম ভাজন তুমি সাধু সুপণ্ডিত।
তব গুণে বসুমতী হইল পূর্ণিত ॥

তোমা হৈতে কুরুকুল পবিত্র হইল।
তোমার সমান রাজা না হবে নহিল ॥
যত রাজকর্ম্ম নীতি শাস্ত্রেতে বাখানে।
সকল তোমাতে পূর্ণ, তুমি পূর্ণ গুণে ॥
যেই কৃষ্ণ অনাদি পুরুষ সনাতন।
যাঁর তত্ত্ব না পান স্বয়ম্ভু পঞ্চানন ॥
আগমে কিঞ্চিৎ তত্ত্ব না পায় যাঁহার।
হেন প্রভু বশ হৈল গুণেতে তোমার ॥
ব্রাহ্মণ-সেবার গুণ কে বলিতে পারে।
সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সংসার ভিতরে ॥
ব্রাহ্মণেতে প্রীতি হন দেব নারায়ণ।
এই হেতু দ্বিজসেবা কর অনুক্ষণ ॥
পাত্রমিত্র প্রজা বন্ধু সুহৃদ সুজন।
সদয় হৃদয়ে কর সবার পালন ॥
এইমত বিধিমত কহিয়া রাজারে।
কহিলেন শেষ ধৃতরাষ্ট্রের উত্তরে ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল তোমার সদনে।
এই ভিক্ষা দেও মোরে প্রসন্ন বদনে ॥
রাজার নিয়ম এই আছে পূর্ব্বাপর।
ক্ষত্রধর্ম্ম বিধি নীতি বেদের উত্তর ॥
রাজা হ'য়ে করিবেক প্রজার পালন।
দান ব্রত যজ্ঞ নানা ধর্ম্ম উপার্জ্জন ॥
শেষকালে তনয়েরে রাজ্য ভার দিয়া।
বনবাস করিবেন যোগ আচরিয়া ॥
ফলমূলাহারী হ'য়ে করিবে বসতি।
সমাধি সাধিয়া লভিবেক দিব্যগতি ॥
সে কারণে ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল মোরে।
সান্ত্বনা পূর্ব্বক তোমা কহিবার তরে ॥
অবশেষ কাল এই হইল আমার।
কুলধর্ম্ম মত আমি করিব আচার ॥
যথাশক্তি কিছুমাত্র যোগ আচরিব।
তব অনুমতি হ'লে কাননে পশিব ॥
বিদুর বচন শুনি যেন বজ্রাঘাত।
পড়িল অস্থির হ'য়ে পাণ্ডবের নাথ ॥
কি বলিলা খুল্লতাত নিষ্ঠুর বচন।
কোন দোষে জ্যেষ্ঠতাত করেন বর্জ্জন ॥
জ্যেষ্ঠতাত মোরে যদি ত্যজিবে নিশ্চয়।
তবে আর কিসের আমার গৃহাশ্রয় ॥
আমিও সন্ন্যাসী হৈয়া যাব বনবাসে।
কি করিব ধন জন বন্ধু গ্রাম দেশে ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির আকুল হৃদয়।
বিদুর সহিত যান অন্ধের আলয় ॥
কান্দেন অন্ধের পদ ধরি ধর্ম্মরায়।
কোন দোষে তাত তুমি ত্যজিবা আমায় ॥
রাজ্য দেশ ধন জন সকলি তোমার।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর ॥
কোন দোষে দোষী আমি নাহি তব পদে।
বালকেরে ত্যাগ কর কোন্ অপরাধে ॥
আমি রাজা হৈতে যদি দুঃখ তব মনে।
আমি অভিষেক করি তোমার নন্দনে ॥
যুযুৎসুরে অভিষেক করিব এখনি।
হস্তিনার পাটে তারে দিব রাজধানী ॥
তোমার কিঙ্কর আমি তুমি মম প্রভু।
তব আজ্ঞা বিচলিত নহি আমি কভু ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
লোটাইয়া ধরিলেন অন্ধের চরণ ॥

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয়ের বনযাত্রা।

ধৃতরাষ্ট্র রাজা যান গহন কানন।
শুনিয়া ব্যাকুল চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ॥
ভ্রাতৃগণ কৃষ্ণাসহ আসি দৌড়াদৌড়ি।
অন্ধরাজ গান্ধারী কুন্তীর পায়ে পড়ি।
ধূলায় ধূসর হৈয়া করয়ে ক্রন্দন।
অনাথ হইল আজি পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
পিতৃশোক নাহি জানি তোমার কারণে।
সর্ব্বশোক পাসরিনু তোমা দরশনে ॥
তোমার বিহনে সব হৈল অন্ধকার।
কোন সুখে গৃহেতে রহিব মোরা আর ॥
কি দেখি ধরিব প্রাণ উপায় কি হবে।
তোমার সহিত তাত বনে যাব সবে ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির কান্দিয়া অপার।
প্রবোধ করেন সবে অশেষ প্রকার ॥

বিদুর সঞ্জয় দোঁহে বিচারিয়া মনে।
ডাকিয়া নিভৃতে কহে মাদ্রীর নন্দনে॥
রাজার নন্দিনী কুন্তী রাজার গৃহিণী।
জনম দুঃখেতে গেল হেন অনুমানি॥
তোমরা উভয় তাঁর অতি প্রিয়তর।
কুন্তীরে প্রবোধ দেহ দুই সহোদর॥
তোমা দোঁহাকার স্নেহ নারিবে ছাড়িতে।
যাইতে নারিবে কুন্তী হেন লয় চিতে॥
এত শুনি দুই ভাই চলিল তখন।
জননীর গলে ধরি কান্দে দুইজন॥
কোথায় যাইবে তুমি নিষ্ঠুর হইয়া।
কিমতে বঞ্চিব মোরা তোমা না দেখিয়া॥
যদি আমা দোঁহে ছাড়ি যাইবে কাননে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমানে॥
এত বলি কান্দে দোঁহে উচ্চরব করি।
ব্যাকুল হইয়া চিত্তে ভোজের কুমারী॥
কি করিবে ইহার উপায় নাহি দেখি।
কহিতে লাগিল কুন্তী দ্রৌপদীরে ডাকি॥
তুমি শুদ্ধা পতিব্রতা লক্ষ্মী অবতার।
এই বাক্য প্রতিপাল্য করিবা আমার॥
এই দুই পুত্র মোর প্রাণের সমান।
এদিগে পালিবা তুমি হৈয়া সাবধান।
আমারে পাসরে যেন তোমার পালনে।
অনুমতি কর মাতা আমি যাই বনে॥
এত বলি শিরোঘ্রাণ করিল চুম্বন।
প্রণমিয়া যাজ্ঞসেনী করয়ে রোদন॥
পঞ্চপুত্র কোলে করি ভোজের নন্দিনী।
শিরে চুম্ব দিয়া করে আশীর্ব্বাদ বাণী॥
বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়া পঞ্চজনে।
চলিলেন কুন্তীদেবী ধৃতরাষ্ট্র সনে॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সবে প্রবোধ না মানে।
শোকের নাহিক অন্ত ভাই পঞ্চজনে॥
মা মা বলি যুধিষ্ঠির ডাকেন সঘনে।
নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা মাতা হৈলা কি কারণে॥
সহদেব নকুল এ ভাই দুইজনে।
তিলেক না জীবে মাতা তোমার বিহনে॥

পূর্ব্বে যবে বনে পাঠাইল দুর্য্যোধন।
মম সঙ্গে বনে গেল ভাই চারিজন॥
ঝরিত নয়ন সদা তোমার বিহনে।
তোমার ভাবনা বিনা না করিত মনে॥
তদন্তরে তোমার পাইয়া দরশন।
তিলেক বিচ্ছেদ নহে ভাই দুইজন॥
কেমনে চলিলা মাতা নির্দ্দয়া হইয়া।
এই দুই শিশু প্রতি না দেখ চাহিয়া॥
আমা সম ভাগ্যহীন নাহি অবনীতে।
জনম অবধি মজিলাম দুঃখ চিতে॥
ছার রাজ্য ধন মম ছার গৃহবাস।
তোমা বিনা হৈল মম সকল নিরাশ॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির যত বধূগণ।
দুঃশলা সুন্দরী আদি কান্দে সর্ব্বজন॥
হাহাকার করি সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
আমা সবা ছাড়ি কোথা যাও নৃপবরে॥
হাহা বিধি কি উপায় করিব এখন।
এত ক্লেশে পাপ প্রাণ রহে কি কারণ॥
পাষাণে রচিত দেহ আমা সবাকার।
এতেক প্রহারে তনু না হয় বিদার॥
গড়াগড়ি যায় সবে ধূলায় ধূসর।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় ভূমির উপর॥
দেখিয়া ব্যথিত হৈল বিদুর সুমতি।
ডাকদিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির প্রতি॥
শোক ত্যজ শুন রাজা আমার বচন।
আমা সবাকার শোক কর নিবারণ॥
ইহা সবাকার প্রতি করহ আশ্বাস।
প্রবোধিয়া সবাকারে লহ গৃহবাস॥
ধর্ম্মের নন্দন তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তোমার এতেক মোহ অতি অবিচার॥
সবারে সান্ত্বনা করি স্থির কর মন।
তোমারে বুঝায় হেন আছে কোনজন॥
এইরূপে বিদুর কহিল বহুতর।
অনেক সান্ত্বনা করি পঞ্চ সহোদর॥
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন বিদুর সুমতি।
হেন অবধান কর বিদুরের প্রতি॥

এ সময় ব্রাহ্মণেরে দিব কিছু দান ।
কিছু ধন মাগি আন ধর্ম্মরাজস্থান ॥
অন্ধের বচনে ক্ষত্তা কহে যুধিষ্ঠিরে ।
কিছু ভিক্ষা চাহে তোমা অন্ধ নৃপবরে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভিক্ষা কিসের কারণ ।
তাঁহারি সকল রাজ্য প্রজা ধন জন ॥
আমি আদি সকল বিক্রিত তাঁর পায় ।
হেন বাক্য কহিবারে তাঁরে না যুয়ায় ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির ডাকি ভ্রাতৃগণে ।
ধন আনিবারে আজ্ঞা দিলেন তখনে ॥
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা পেয়ে চারি সহোদর ।
ভাণ্ডার হইতে ধন আনে বহুতর ॥
প্রবাল মুকুতা স্বর্ণ মণি মরকত ।
বিবিধ রতনরাশি কৈল শত শত ।
হরষিত অন্ধরাজ গান্ধারী সহিত ।
দ্বিজগণে ধন দান কৈল অপ্রমিত ॥
ভূমিদান অন্নদান করিল বিস্তর ।
হস্তী অশ্ব ধেনু বৎস রত্ন বহুতর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি রাজা দুর্য্যোধন ।
সবাকার নাম করি দ্বিজে দিল দান ॥
দানেতে তুষিয়া সব ব্রাহ্মণ মণ্ডল ।
বনে যেতে অন্ধরাজ হইল বিকল ॥
বহু আশীর্ব্বাদ কৈল ভাই পঞ্চজনে ।
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ করিল চুম্বনে ॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই কান্দে উভরায় ।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিল গান্ধারীর পায় ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল দেবী প্রসন্নবদনে ।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া ভাই পঞ্চজনে ॥
একে একে সবাকারে করিয়া বিদায় ।
বনবাস গমন করিল কুরুরায় ॥
গান্ধারীর স্কন্ধে আরোপিয়া বাম হাত ।
ধীরে ধীরে চলিলেন কুরুকুল নাথ ॥
গান্ধারীর বামভাগে চলিল সঞ্জয় ।
অগ্রে অগ্রে চলিলেন ক্ষত্তা মহাশয় ॥
হেনমতে অন্ধরাজ চলেন কানন ।
দেখিবারে আইল সকল প্রজাগণ ॥
বালবৃদ্ধ যুবা ধায় কুলবধূগণে ।
ধৃতরাষ্ট্র বেশ দেখি কান্দে সর্ব্বজনে ॥
ওহে অন্ধরাজ তুমি যাও কোথাকারে ।
কি হেতু তপস্যা বেশ ধ'রেছ শরীরে ॥
দুই চক্ষু অন্ধ তব অপূর্ব্ব শরীর ।
কিমতে ছাড়েন তোমা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
বাহুড় বাহুড় রাজা না যাও কাননে ।
তোমার বিহনে রাজা জীবে কোনজনে ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার ।
সেবিবে তোমায় সেই ধর্ম্মের আচার ॥
এইরূপে চতুর্দ্দিকে কাঁদে সর্ব্বজন ।
প্রবোধিয়া ধৃতরাষ্ট্র চলিল কানন ॥
পথ দেখাইয়া ক্ষত্ত. আগে আগে যায় ।
কুরুক্ষেত্র নিকটে আইল কুরুরায় ॥
তথা হৈতে চলি গেল জাহ্নবীর কূলে ।
স্নানদান করিলেন নামি গঙ্গাজলে ॥
বসিয়া গঙ্গার তীরে কথোপকথনে ।
সেই দিন বঞ্চিল জাহ্নবী জলপানে ॥
রজনী প্রভাত হৈল সূর্য্যের উদয় ।
প্রভাতে উঠিয়া তবে বিদুর সঞ্জয় ॥
গঙ্গার পশ্চিমে বন নামে দ্বৈপায়ন ।
নানাবিধ বৃক্ষলতা শোভিত কানন ॥
অশোক চম্পক বৃক্ষ পলাশ কাঞ্চন ।
অর্জ্জুন খর্জ্জুর আম্র জাম তরু বন ॥
রাজবৃক্ষ শাল তাল আর আমলকী ।
কণ্টকী দাড়িম্ব নারিকেল হরিতকী ॥
শিরীষ কদম্ব ঝাটি বদরী খদির ।
তিন্তিড়ী বহেড়া আর নারঙ্গ জম্বীর ॥
দেবদারু ভদ্রোরুক নিম্ব তরুবর ।
বিচিত্র কদলীবৃক্ষ দেখিতে সুন্দর ॥
নানা পুষ্প সৌরভে শোভিত বনস্থলী ।
ভ্রমর গুঞ্জরে তাহে কোকিল কাকলী ॥
বিচিত্র তুলসীবৃক্ষ অতি সুশোভন ।
বিচিত্র মঞ্জরী তাহে নবদলগণ ॥
আমোদে পূর্ণিত হয় সকল কানন ।
পুষ্পভরে লম্ববান যত তরুগণ ॥

মল্লিকা মালতী যূথী জাতি নাগেশ্বর।
করবী বকুল জবা রঙ্গন টগর॥
সেউতী মাধবীলতা কুটজ কিংশুক।
সেফালিকা সারি সারি দেখায় কৌতুক॥
নব নব দলেতে পূর্ণিত ফল ফুল।
তার গন্ধে মকরন্দ ধায় অলিকুল॥
ময়ূর কোকিলগণে করে কুহুরব।
মন্দ মন্দ সমীরণ বহে সুসৌরভ॥
বন দেখি আনন্দিত বিদুর সঞ্জয়।
হেথায় বঞ্চিব হেন চিন্তিল হৃদয়॥
দুইখানি কুটীর রচিল সেইখানে।
মুনিগণ নিবসয়ে তার সন্নিধানে॥
সম্ভাষিয়া মুনিগণে করিয়া বিনয়।
অন্ধের নিকটে গেল বিদুর সঞ্জয়॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সহিত ভোজসুতা।
সবে ল'য়ে কুটীরে আইল পুনঃ ক্ষত্তা॥
কানন-নিবাসী যত ঋষি মুনিগণ।
আইল করিতে ধৃতরাষ্ট্র সম্ভাষণ॥
যথাবিধি সবাকারে পূজিয়া সাদরে।
হরষিতে জিজ্ঞাসিল অন্ধ নৃপবরে॥
মহামুনি ঋষিগণ ধৃতরাষ্ট্র প্রীতে।
আশ্রম করিয়া রহিলেন চতুর্ভিতে॥
দেখিয়া পাইল প্রীতি অন্ধ নরবরে।
ব্রহ্মচর্য্য আচরিল শুদ্ধ কলেবরে॥
নিকটে জাহ্নবী নীরে স্নান দান করি।
হোমকর্ম্ম সমাপিয়া কুরু অধিকারী॥
গৃহমধ্যে কুশাসন করিয়া স্থাপন।
পূর্ব্বমুখে বসিলেন করি যোগাসন॥
হৃদয়ে পরম পদ চিন্তিয়া সাদরে।
মন্ত্র জপ করে অন্ধ ভক্তি পুরঃসরে॥
নিকটে বিদুর আর সঞ্জয় সুমতি।
যোগাসন করি দোঁহে করিলেন স্থিতি॥
এইরূপে সকলে বসিল যোগাসনে।
মন্ত্র ধ্যান করি কৃষ্ণ জপেন সুক্ষণে॥
দিন শেষে বিদুর সঞ্জয় দুইজন।
ফল মূল আনি সবে করিল ভক্ষণ॥

পুণ্যকথা আলাপেতে বঞ্চিয়া রজনী।
হেনমতে কাননে রহিল নৃপমণি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান॥

বনে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাণ্ডবের আগমন।

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নরপতি।
গৃহে যান ধর্ম্মরাজ শোকাকুল মতি॥
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত পাঞ্চাল-কুমারী।
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ দুঃশলা সুন্দরী॥
শোকাকুল হ'য়ে সবে কান্দে সর্ব্বজন।
রজনী দিবস শোক নহে নিবারণ॥
না রুচে আহার জল সদা ঝরে আঁখি।
শোকাকুল মন সবে হৈল বড় দুঃখী॥
ধর্ম্ম অগ্রে কান্দি কহে মাদ্রীর তনয়।
এত দিনে মৃত্যুকাল হইল নিশ্চয়॥
ধরিতে না পারি প্রাণ জননী বিহনে।
দশদিক অন্ধকার লাগে রাত্রিদিনে॥
ভোজন না করে অনুক্ষণ মহাশয়।
রজনী দিবস নিদ্রা চক্ষে নাহি হয়॥
এইক্ষণে যদি আমি নাহি দেখি মায়।
অবশ্য মরিব দোঁহে কহিনু নিশ্চয়॥
এত বলি দুই ভাই কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
অস্থির হইয়া পড়ে ভূমির উপরে॥
ভীমসেন অর্জ্জুন কান্দেন দুইজন।
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কান্দে অনুক্ষণ॥
ধৃতরাষ্ট্র-বধূগণ করে হাহাকার।
রাত্রি দিন শোক বিনা অন্য নাহি আর॥
কান্দিয়া রাজার প্রতি কহে সর্ব্বজন।
নিশ্চয় না রহে প্রাণ শুনহ রাজন॥
কুরুকুলনাথ অন্ধ সুবলনন্দিনী।
বিদুর সঞ্জয় আর কুন্তী ঠাকুরাণী॥
তাঁহা সব বিহনে জীবন নাহি রয়।
ইহার বিধান শীঘ্র কর মহাশয়॥
এ শোক-সাগরে কেহ তিলেক না জীবে।
যথা গেল অন্ধরাজ তথা যাব সবে॥

এইরূপ নৃপতিরে কহে সর্ব্বজন।
শুনিয়া ভাবিত চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ॥
দিবারাত্রি কান্দিলেক মাদ্রীর তনয়।
শরীর ত্যজিবে দোঁহে হেন মনে লয় ॥
কোনমতে প্রবোধ না হয় দুই ভাই।
পুরজন আদি সবে কাতর সবাই ॥
অন্যমতে না হইবে শোক নিবারণ।
জ্যেষ্ঠতাত নিকটেতে যাইব কানন ॥
সবারে কাতর দেখি পাণ্ডবের পতি।
বাহুড়িয়া আসিবেন হেন লয় মতি ॥
কদাচিত বাহুড়িয়া যদি না আইসে।
সেইরূপে সবাই রহিব তাঁর পাশে ॥
এইরূপ অনুমানি ধর্ম্মের নন্দন।
সবারে আশ্বাস করি প্রবোধিয়া কন ॥
শোক দুঃখ ছাড়ি সবে স্থির কর মন।
সেই বনে সবে মোরা করিব গমন ॥
রাজার বচনে সবে তুষ্ট হ'য়ে মনে।
সেইক্ষণে বাহির হইল সর্ব্বজনে ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত।
ভীমসেন সুভদ্রা উত্তরা পরীক্ষিত ॥
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ দুঃশলা সুন্দরী।
লিখনে না যায় যত চলে নরনারী ॥
ত্রিবিধ বাহনে চলে আর পদব্রজে।
পঞ্চম শব্দেতে তাহে নানা বাদ্য বাজে ॥
পূর্ব্বেতে ভারত-যুদ্ধে সৈন্যের সাজনি।
তেমনি সাজিল অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ॥
তাহা সবাকার ছিল যত নারীগণ।
সবাই চলিল ধৃতরাষ্ট্র দরশন ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হেন অনুমানি।
মহারোলে কম্পমান হইল মেদিনী ॥
হেনমতে ধর্ম্মরাজ চলিল ত্বরিত।
দ্বৈপায়ন কাননেতে হৈল উপনীত ॥
গঙ্গাজলে স্নান করি প্রবেশি কাননে।
চলিলেন পঞ্চভাই সহ নারীগণে ॥
বসিয়াছে ধৃতরাষ্ট্র কুটীর ভিতর।
মৌনভাবে একাসনে যুড়ি দুই কর ॥

প্রণমিয়া পঞ্চভাই অন্ধের চরণে।
জ্যেষ্ঠতাত বলিয়া ডাকেন পঞ্চজনে ॥
সমাধি ত্যজিয়া অন্ধ শুনিবারে পায়।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসেন কুরুরায় ॥
শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন সবিনয় ॥
তব ভৃত্য যুধিষ্ঠির শুন মহাশয় ॥
এত শুনি অন্ধ যুধিষ্ঠিরে কোলে নিল।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া শুভ জিজ্ঞাসিল ॥
কহ তাত পুরের কুশল সমাচার।
কুশলে আছেতো সব বন্ধু পরিবার ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কি কহিব আর।
তোমার সাক্ষাতে এই সব পরিবার ॥
তোমা না দেখিয়া সবা হৃদয় বিদরে।
আপনি রহিলা আদি কানন ভিতরে ॥
কহ তাত কোথা মম গান্ধারী জননী।
কোথা কুন্তী মাতা মোর ভোজের নন্দিনী ॥
খুল্লতাত কোথায় বিদুর মহাশয়।
তাঁ সবারে না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায় ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কুরুপতি।
ও কুটীরে তব মাতা গান্ধারী সংহতি ॥
বিদুরের সমাচার নিশ্চয় না জানি।
জীয়ে কি না জীয়ে ভাই ক্ষত্তা গুণমণি ॥
অনশন ব্রত করি ত্যজিয়া আহার।
একেশ্বর গেল ক্ষত্তা নিকটে গঙ্গার ॥
চারিদিন আমা সহ নাহি দরশন।
জীয়ে কি না জীয়ে ভাই কর অন্বেষণ ॥
শুনিয়া আকুল ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
চলিলেন গঙ্গাতীরে অন্তরে অস্থির ॥
গঙ্গাতীরে বটমূলে দেখি একেশ্বর।
দীর্ঘ জটাভার পড়িয়াছে পৃষ্ঠোপরে ॥
করপুটে বসিয়া আছেন মহাশয়।
প্রণাম করেন গিয়া ধর্ম্মের তনয় ॥
আছে কিনা আছে প্রাণ না জানি নিশ্চয়।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
ওহে খুল্লতাত বলি ডাকে ঘন ঘন।
কৃতাঞ্জলি করি ডাকে ভাই পঞ্চজন ॥

ওহে মহাশয় পাণ্ডবের প্রাণদাতা।
ভৃত্যগণ ডাকে তুমি উঠি কহ কথা॥
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কৈলে পুনঃ পুনঃ।
যুধিষ্ঠির ডাকয়ে উত্তর নাহি কেন॥
ওহে খুল্লতাত কেন না শুন শ্রবণে।
কোন অপরাধে এত কোপ কৈলা মনে॥
এইরূপে পঞ্চ ভাই করেন রোদন।
দেখিলেন আকাশে থাকিয়া দেবগণ॥
দুই আঁখি নিয়োজিল যুধিষ্ঠির পানে।
বিদুরের তেজ নিঃসরিল সেই ক্ষণে॥
দ্বিতীয় দেখায় যেন রবির কিরণ।
যুধিষ্ঠির অঙ্গে লিপ্ত হইল তখন॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
জয় জয় শব্দ হৈল অমর নগরে॥
ভ্রাতৃগণে বলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
দ্বিগুণ হইল তেজ আমার শরীর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

বিদুরের দেহত্যাগে সকলের বিলাপ
এবং ব্যাসদেবের সান্ত্বনা।

বিদুরে লইয়া কান্দিছেন পঞ্চজন।
হেনকালে আইলেন মুনি দ্বৈপায়ন॥
মুনি দেখি প্রণমিল পঞ্চ সহোদর।
খুল্লতাত বলি কান্দে সবে উচ্চৈঃস্বর॥
প্রবোধিয়া মুনিবর কহেন বচন।
অকারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন॥
আপনি কি নাহি জান রাজা যুধিষ্ঠির।
তোমায় বিদুরে হয় একই শরীর॥
মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম্ম মহাশয়।
বিদুররূপেতে তাঁর ক্ষিতেতে উদয়॥
তুমিহ আপনি ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়।
ধর্ম্ম অংশ হও তুমি ধর্ম্মের তনয়॥
বিদুরের তেজ যেই হইল বাহির।
সেইক্ষণে প্রবেশিল তোমার শরীর॥
কহিলাম তোমারে এ তত্ত্ব সমাচার।
শোক মোহ দূর কর ধর্ম্মের কুমার॥
ব্যাসের বচনে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
বিধিমত বিদুরের করেন সৎকার॥
ধৃতরাষ্ট্রে আসিয়া কহেন সমাচার।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে অম্বিকাকুমার॥
আপনি ধরেন তাঁরে ব্যাস মহামুনি।
নানা কথা প্রবোধ কহেন তত্ত্ববাণী॥
অন্ধ বলে বিদুর ছাড়িয়া গেল মোরে।
তথাপি রহিল মোর পাপ কলেবরে॥
দুর্য্যোধন শোক মম হৈল পাসরণ।
কিরূপে বিদুরশোকে বাঁচিব এখন॥
বিপরীত শব্দ হৈল পুনঃ সেই স্থলে।
দেখিবারে বনবাসী আইল সকলে॥
ধৃতরাষ্ট্র পাশে বসি ব্যাস মহামুনি।
প্রবোধ করিয়া কহিছেন তত্ত্ববাণী॥
অবধান কর রাজা পূর্ব্বের কাহিনী।
দৈত্যভরে পীড়াযুক্ত হইল মেদিনী॥
ধেনুরূপ ধরি গেল ব্রহ্মার সদন।
কান্দিতে কান্দিতে ক্ষিতি করে নিবেদন॥
দৈত্যভর আর আমি সহিতে না পারি।
কি করিব আজ্ঞা দেহ সৃষ্টি অধিকারী॥
শুনি ব্রহ্মা পৃথিবীরে আশ্বাসি তখন।
ক্ষীরোদের তীরে গিয়া সহ দেবগণ॥
প্রণমিয়া করপুটে করিলেন স্তুতি।
তুষ্ট হ'য়ে প্রত্যক্ষ হইলেন শ্রীপতি॥
দৈত্য বিনাশিতে যুক্তি করিয়া সৃজন।
দেবগণে আদেশেন কমললোচন॥
নিজ নিজ অংশে সবে হও অবতার।
লীলায় করিব ক্ষয় পৃথিবীর ভার॥
আপনি জন্মিব আমি বসুদেব ঘরে।
নাশিব পৃথিবী ভার কহিনু তোমারে॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন নারায়ণ।
দেবগণ সহ ব্রহ্মা গেলেন ভবন॥
দেবকীর গর্ভে জন্মিলেন নারায়ণ।
অনন্ত অগ্রজ তাঁর রেবতীরমণ॥

ধর্ম্ম অংশ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
বায়ু অংশে বৃকোদর পবনকুমার॥
ইন্দ্র অংশে জন্মি লন বীর ধনঞ্জয়।
অশ্বিনীকুমার দুই মাদ্রীর তনয়॥
অগ্নি অংশে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চাল-নন্দন।
লক্ষ্মী অংশে পাঞ্চালী যে বিখ্যাত ভুবন॥
আপনি আছিলা তুমি গন্ধর্ব্বের পতি।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কলির আকৃতি॥
অপর তোমার পুত্র রাক্ষস সকল।
সূর্য্য অংশে জন্ম বীর কর্ণ মহাবল॥
বসু অবতার ভীষ্ম তব জ্যেষ্ঠতাত।
বিদুর আপনি ধর্ম্ম শুন নরনাথ॥
বৃহস্পতি অংশে জন্ম দ্রোণ মহাশয়।
রুদ্র অংশে কৃপাচার্য্য জানিহ নিশ্চয়॥
চন্দ্র অংশে অভিমন্যু অর্জ্জুন-কুমার।
কহিনু তোমারে রাজা সর্ব্ব সমাচার॥
এইরূপে অন্ধেরে কহেন মুনিবর।
মায়ের নিকটে যান পঞ্চ সহোদর॥
গান্ধারীরে প্রণাম করেন পঞ্চজনে।
আশীর্ব্বাদ কৈল দেবী প্রসন্নবদনে॥
পুত্র কোলে করি কুন্তী করিল চুম্বন।
প্রণাম করিল আসি যত বধূগণ॥
এইমতে সর্ব্বজনে পূরিল কানন।
হেনকালে কহিলেন মুনি দ্বৈপায়ন॥
দ্বারকা নগরে আমি যাব শীঘ্রগতি।
বরে কার্য্য থাকে যদি মাগ নরপতি॥
বর মাগ থাকে যদি কিছু প্রয়োজন।
অবশ্য যাইব আমি দ্বারকা ভুবন॥
গান্ধারী সুবলসুতা শুনি হেন কথা।
করযোড় করি বলে সতী পতিব্রতা॥
কৃপার সাগর তুমি মুনি মহাশয়।
তোমার মহিমা যত মুনিগণে কয়॥
তোমার অসাধ্য দেব নাহি ত্রিজগতে।
সে কারণে এক বর মাগি যে তোমাতে॥
পুত্রশোক সম আর নাহি ত্রিভুবনে।
শত পুত্র আমার সংহার হৈল রণে॥
সেই শোকে দহে মম সকল শরীর।
তিলেক না হয় ক্ষান্ত নয়নের নীর॥
শোকের সাগরে ভাসি নাহিক উপায়।
সে কারণে মুনিরাজ নিবেদি তোমায়॥
একবার তাদের পাইলে দরশন।
শোকসিন্ধু হৈতে তবে হইব মোচন॥
প্রসবিয়া আমি না দেখিনু পুত্রমুখ।
এই মম হৃদয়ে আছয়ে বড় দুঃখ॥
এই বর মাগি দেব তব পদতলে।
কৃপায় দেখাও মোরে তনয় সকলে॥
অন্ধরাজ বলিলেন এই মনোনীত।
কৃপা কর মুনিরাজ কহিনু নিশ্চিত।
কুন্তীদেবী কহিছেন যুড়ি দুই কর।
মম মনস্কাম সিদ্ধ কর মুনিবর॥
কর্ণপুত্র নয়নে দেখিব একবার।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ পঞ্চপুত্র আর॥
কৃপা করি দেখাও যদ্যপি মহাশয়।
হৃদয়ের শেল মম তবে দূর হয়॥
কিবা কব মুনিরাজ তোমার চরণে।
সদা মম দগ্ধচিত্ত শোকের আগুনে।
দীনবন্ধু ভগবান যিনি অন্তর্য্যামী।
তিনি তো সকল জ্ঞাত কি কহিব আমি॥
এমন অভাগী আমি জন্মেছিনু ভবে।
কান্দিয়া যে জন্ম গেল মৃত্যু হবে কবে।
শ্বশুরকুলের অন্ত আমা হতে হৈল।
আমি যে মহাপাতকী নাহি সমতুল॥
আমার মনের দুঃখ মনেতে র'য়েছে।
কাহারে কহিব সদা হৃদয় দহিছে॥
তুমি সর্ব্ব সারাৎসার কৃপার সাগর।
তুমি যে অকুল কর্ত্তা মহিমা অপার॥
ক্ষণেক যোগের বলে এই চরাচর।
পুনর্ব্বার করিবারে পার মুনিবর॥
সকল করিতে পার তুমি মহাঋষি।
কহিতে সকল কথা আঁখি-নীরে ভাসি॥
বলিব বলিব বলি করিতেছি মনে।
শোকেতে দহিছে অঙ্গ না চাহি নয়নে॥

পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি ।
তোমা হৈতে পাণ্ডুকুল হইল সংহতি ॥
কুলক্ষয় হৈল দেব ম'ল সব বীর ।
স্মরিতে হৃদয় দহে ঝরে আঁখি-নীর ॥
কেন বিধি হেন জন্ম দিয়াছিল মোরে ।
আঁখির পুত্তলী সব গেল কোথাকারে ॥
সতত নয়ন মোর সেই মুখ চায় ।
দারুণ অন্তর দহে কি কহিব হায় ॥
বিধি বিড়ম্বিল আমা কারে দিব দোষ ।
শুনিয়া তোমার বাণী হইনু সন্তোষ ॥
মম সম হতভাগ্য নাহি তিন লোকে ।
পিতৃকুল ক্ষয় হেতু সৃজিল আমাকে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ।
সবংশে মজিল পিতা পাঞ্চাল রাজন ॥
মম পঞ্চপুত্র মৈল দৈবের বিপাকে ।
শোকসিন্ধু মধ্যে বিধি ডুবাইল মোকে ॥
কান্দিয়া সুভদ্রা কহে যুড়ি দুই কর ।
নিবেদন অবধান কর মুনিবর ॥
আমা হেন হতভাগ্য নাহি ত্রিভুবনে ।
অভিমন্যু হেন পুত্র হত হৈল রণে ॥
দ্বিতীয় কুমুদবন্ধু রূপের বর্ণনা ।
ধনুর্দ্ধর মধ্যে কেহ নাহিক তুলনা ॥
জনক অর্জ্জুন যার মাতুল মুরারী ।
জ্যেষ্ঠতাত ভীমসেন ধর্ম্ম অধিকারী ॥
সবা বিদ্যমানে পুত্র হইল সংহার ।
আমা সম অভাগিনী কেবা আছে আর ॥
মৎস্যদেশে এল পুত্র বিবাহ কারণ ।
পুনঃ আমা সহিত না হৈল দরশন ॥
সকলি নিরাশ বিধি করিল আমারে ।
কেমনে ধরিব প্রাণ এ পাপ শরীরে ॥
কৃপার সাগর মুনি কর প্রতীকার ।
অভিমন্যু আমারে দেখাও একবার ॥
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ দুঃশলা সুন্দরী ।
প্রণমিয়া কহে কথা মুনি বরাবরি ॥
কম্পিতবদনী রামা পরিহরি লাজ ।
করযোড়ে কহে অবধান মুনিরাজ ॥
আমাদের পরিতাপ কর বিমোচন ।
স্বামী পুত্র সহিত করাও দরশন ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহাশয় ।
কৃপায় খণ্ডাও মম মনের বিস্ময় ॥
ইষ্ট বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব মিত্রগণ ।
ভারত-যুদ্ধেতে হত হৈল যত জন ॥
যদি পুনঃ তা সবারে দেখিব নয়নে ।
শোকসিন্ধু হৈতে পার হইব আপনে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য রাজা দুর্য্যোধন ।
বিরাট দ্রুপদ আদি যত বন্ধুগণ ॥
সবার সহিত দেখা করাও আমার ।
তোমা বিনা এ কর্ম্ম করিতে শক্তি কার ॥
পূর্ব্বে পিতামহ-মুখে শুনিয়াছি আমি ।
বেদশাস্ত্র প্রকাশিতে নারায়ণ তুমি ॥
এত বলি নিবর্ত্তিল ধর্ম্মের নন্দন ।
নিজ নিজ কামনা কহিল সর্ব্বজন ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন ।
আশ্বাসিয়া সবাকারে বলেন বচন ॥
যে বাসনা করিলে আমার কাছে সবে ।
আজি নিশাযোগে এ বাসনা পূর্ণ হবে ॥
হৃষ্টচিত্ত হৈল সবে মুনির বচনে ।
নিশ্চয় হইবে দেখা করিলেন মনে ॥
কতক্ষণে দিন যাবে হইবে রজনী ।
অস্তগত হৈল অনুমানি দিনমণি ॥
হেনমতে দিন গেল রজনী প্রবেশে ।
কুতূহল সর্ব্বজন হরিষ বিশেষে ॥
করযোড়ে স্তব করে মুনির গোচর ।
মনের বাসনা পূর্ণ কর মুনিবর ॥
তবে সত্যবতী-সুত ব্যাস মহামুনি ।
অদ্ভুত যাঁহার কর্ম্ম কি দিব নিছনি ॥
ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি ডাকি কহে মুনিরাজ ।
দুই হস্ত তুলি ডাকে যতেক সমাজ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বলি ডাকে মুনিবর ।
দুর্য্যোধন শল্য আদি যত ধনুর্দ্ধর ।
সত্বরে আইস সবে আমার বচনে ।
বিলম্ব না কর এস আমার এখানে ॥

ধ্যান করি মুনিবর ডাকে ঘনে ঘন ।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ব্যাসের বচন ॥
ইন্দ্রপুরে নিবাস করয়ে যত বীর ।
দেব সঙ্গে বৈসে সবে দেবতা শরীর ॥
ব্যাসমুনি স্থানে সবে জানিয়া কারণ ।
সত্বরে মুনির অগ্রে চলে সর্ব্বজন ॥
কৌরব পাণ্ডব যত ছিল বীরগণ ।
ব্যাস মুনি অগ্রেতে চলিল সর্ব্বজন ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত ।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥

ব্যাসের আজ্ঞায় স্বর্গ হৈতে দুর্য্যোধনাদির আগমন
ও ধৃতরাষ্ট্রদিগের সহিত সাক্ষাৎ ।

মুনি বলে অবধান শুনহ রাজন্ ।
মুনিস্থানে স্বর্গ হ'তে এল সর্ব্বজন ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী একত্র মিলিয়া ।
ব্যাসের সদনে সবে মিলিল আসিয়া ॥
দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হৈয়া মুনিবর ।
কহিলেন সকলেরে ডাকিয়া সত্বর ॥
মনের বাসনা পূর্ণ হইল সবাকার ।
ইষ্ট মিত্র বন্ধু সবে দেখ আপনার ॥
দিব্যরথে আসিল যে সারথি সহিত ।
গঙ্গার নন্দন ভীষ্ম সংগ্রামে পণ্ডিত ॥
দিব্য শরাসন হাতে দিব্য শর তূণ ।
মালতীর মালা গলে শোভে চতুর্গুণ ॥
দিব্য শঙ্খ বাদ্য পূরি গগনমণ্ডলী ।
এইরূপে দেখা দেন ভীষ্ম মহাবলী ॥
দিব্য ধনুর্ব্বাণ করে দ্রোণ মহাশয় ।
দিব্য রথসজ্জা রক্তবর্ণ চারি হয় ॥
সপ্ত কুম্ভ কমণ্ডলু ধ্বজ মনোহর ।
দিব্য শঙ্খ শব্দেতে পূরিত চরাচর ॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান ভূষণ মলয়জ ।
স্কন্ধেতে উত্তরী অঙ্গে ভূষিত কবচ ॥
দিব্যরথে আরোহিয়া কর্ণ মহাবল ।
অক্ষয় কবচ অঙ্গে মকর কুণ্ডল ॥
অগুরু চন্দন শোভে পদ্ম পুষ্পমাল ।
আজানুলম্বিত ভুজ বিক্রমে বিশাল ॥
দিব্যরথে সারথি বিজয়ী ধনুর্ব্বাণ ।
অখণ্ডমণ্ডল বিধু জিনিয়া বয়ান ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদে পূরে বনস্থলী ।
প্রফুল্লবদনে সবে আশ্বাসয়ে বলি ॥
ভগদত্ত জয়সেন জয়দ্রথ রাজা ।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ বিকর্ণ মহাতেজা ॥
শত ভাই সহিত নৃপতি দুর্য্যোধন ।
শকুনি মাতুল সঙ্গে তনয় লক্ষণ ॥
নারায়ণী সেনাগণ সুশর্ম্মা সংহতি ।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা শল্য মহারথী ॥
প্রতিবিন্দ অনুবিন্দ আর জরাসন্ধ ।
কাশীরাজ কাম্বোজ সহিত নৃপবৃন্দ ॥
দণ্ড ধনুর্ব্বাণ করে সুষেণ নৃপতি ।
কলিঙ্গ ঈশ্বর শত অনুজ সংহতি ॥
অলম্বুষ অলায়ুধ রাক্ষস সকল ।
বিপরীত গর্জ্জনে পূরিছে বনস্থল ॥
দিব্যরথে আরোহিয়া ঘটোৎকচ বীর ।
কনক কুণ্ডল কর্ণে প্রকাণ্ড শরীর ॥
মহাবীর অভিমন্যু সুভদ্রানন্দন ।
দিব্যরথে আরোহিয়া হাতে শরাসন ॥
দ্রুপদ নৃপতি পুত্রগণ সমুদিত ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্রাজিত ॥
সপুত্র বিরাট রাজা সহ দুই ভাই ।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র দেখ এক ঠাঁই ॥
জরাসন্ধসুত সহদেব ধনুর্দ্ধর ।
শিশুপাল তনয় চেদীর নৃপবর ॥
পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে সবে ভারত সমরে ।
সমর করিল তাঁরা যেমন প্রকারে ॥
সেই ধনুর্ব্বাণ সেই রথ আরোহণ ।
সেই অশ্ব সারথি মাতঙ্গ অশ্বগণ ॥
রথ রথী অশ্বের উপরে আসোয়ার ।
গজেতে মাহুতগণ পর্ব্বত আকার ॥
ধানুকী ধনুক হাতে চর্ম্ম অসি ঢালী ।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী এক ঠাঁই মেলি ॥

নিজ নিজ বান্ধব পাইয়া দরশন।
আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন সর্ব্বজন ॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিব্যচক্ষু দিলা মুনিবর।
আত্মীয় সকলে দেখে অন্ধ নৃপবর ॥
আনন্দ-সাগরে ভাসে কুরু নরপতি।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতে বসুমতী ॥
দুর্য্যোধন আদি এক শত সহোদর।
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল অন্ধের গোচর ॥
পুত্রগণ কোলে করি অম্বিকানন্দন।
অনিমিষ নয়নে করয়ে নিরীক্ষণ ॥
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ বদনে চুম্বন।
মনের মানসে করে কথোপকথন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভগদত্ত শল্য নরপতি।
কর্ণ ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ মহামতি ॥
ধৃতরাষ্ট্র নিকটে বসিল সর্ব্বজন।
কানন ভিতরে হৈল হস্তিনাভুবন ॥
পূর্ব্বমত সভা করি বৈসে অন্ধরাজ।
পাত্রমিত্র ইষ্ট বন্ধু সকল সমাজ ॥
ব্যস্ত হ'য়ে গান্ধারী ধরিল পুত্রগণে।
প্রণমিল শত পুত্র মায়ের চরণে ॥
শত পুত্র কোলে করি সুবল-নন্দিনী।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতিল মেদিনী ॥
ঘন ঘন চুম্ব দেন পুত্রগণ-মুখে।
অনিমিষ নয়নে পুত্রের মুখ দেখে ॥
আনন্দ-সাগরে সবে হইল পূর্ণিত।
অন্য অন্য কহে কথা মনের পীরিত ॥
পুলকে পূর্ণিত পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
খণ্ডিল সকল তাপ আনন্দিত মন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ চরণে করিল নমস্কার।
মদ্ররাজে সম্ভাষে মাতুল আপনার ॥
কর্ণেরে প্রণাম করে পঞ্চ সহোদর।
আনন্দে চক্ষুর জল বহে খরতর ॥
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে কর্ণ করি আলিঙ্গন।
কুন্তীর নিকটে গেল ভাই ছয় জন ॥
প্রণাম করিল কর্ণ কুন্তী-পদতলে।
আনন্দে ভাসিল কুন্তী পুত্র নিল কোলে ॥
ঘন ঘন চুম্ব দেন বদনকমলে।
বার বার অনিমিষ নয়নে নেহালে ॥
খণ্ডিল সকল পাপ আনন্দিত মনে।
কোলে করি বৈসে কুন্তী পুত্র ছয় জনে ॥
কথোপকথন করে মনের হরিষে।
সব পাসরিল যত দুঃখ শোক ক্লেশে ॥
বৃষসেন আদি যত কর্ণের কুমার।
ঘটোৎকচ অভিমন্যু পঞ্চপুত্র আর ॥
নিকটে আসিয়া সবে হৈল উপনীত।
পাঞ্চাল বিরাট বন্ধুগণের সহিত ॥
পুত্রগণ পেয়ে কুন্তী হৃদয়ে লইল।
হরিষে নয়নজলে স্নান করাইল ॥
ঘটোৎকচ পেয়ে তবে ভীমসেন বীর।
আলিঙ্গন করি ভীম পুলক শরীর ॥
অভিমন্যু করি কোলে বীর ধনঞ্জয়।
আসিয়া সুভদ্রা দেবী পুত্র কোলে লয় ॥
মাতা পিতা সম্বোধিয়া অভিমন্যু রথী।
পরীক্ষিত পুত্র কোলে নিল শীঘ্রগতি ॥
বসিল উত্তরাদেবী অভিমন্যু পাশে।
নানা কথা আলাপন করে পরিতোষে ॥
দুর্য্যোধন আদি করি ভাই শত জন।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব করিল সম্ভাষণ ॥
পূর্ব্বমত শত্রুভাব নাহিক এখন।
অন্য অন্য সম্ভাষা করয়ে হৃষ্টমন ॥
পঞ্চ পুত্র পেয়ে তবে দ্রুপদ-কুমারী।
আনন্দে পূর্ণিতা হৈল পুত্র কোলে করি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রুপদ নরপতি।
ভ্রাতৃ জ্ঞাতি দেখি কৃষ্ণা আনন্দিত মতি ॥
করযোড়ে প্রণমিল পিতার চরণে।
যথাবিধি সম্ভাষা করিল ভ্রাতৃগণে ॥
ধরিয়া পিতার হস্ত দ্রৌপদী সুন্দরী।
শোক দুঃখ সম্বরে বিলাপ বহু করি ॥
আনন্দে পূর্ণিত মনস্তাপ গেল দূরে।
নানা কথা আলাপন হরিষ অন্তরে ॥
দ্রুপদ বিরাট আদি যত বন্ধুগণ।
পঞ্চভাই পাণ্ডব করিল সম্ভাষণ ॥

অতি হৃষ্টচিত্ত হৈয়া ভাই পঞ্চজন।
সম্ভাষিয়া তোষেণ যতেক বন্ধুগণ॥
নিজ নিজ পতি দেখি যত নারীগণ।
সম্ভ্রমে পতির পাশে আইল তখন॥
হরষিত হ'য়ে স্বামী বসাইল পাশে।
ইষ্টকথা আলাপনে সবারে সম্ভাষে॥
দুর্য্যোধন পাশে বসি ভানুমতী নারী।
তনয় লক্ষ্মণ কোলে করিল সুন্দরী॥
দুঃশাসন সহ ঊনশত ভাই আর।
নিজ নিজ পত্নী লৈয়া বসে যে যাহার॥
এমত প্রকারে সবে বঞ্চিল রজনী।
নহিল নহিবে হেন অপূর্ব্ব কাহিনী॥
এইরূপে হৈল সব তাপ বিমোচন।
সাধু সাধু মুনিবর কহে সর্ব্বজন॥
মনোগত নারীগণে ভাবয়ে হৃদয়।
এমত রজনী যেন প্রভাত না হয়॥
পাছে পুনঃ স্বামীসনে হয়ত বিচ্ছেদ।
এই হেতু সবার হৃদয়ে বাড়ে খেদ॥
চাপিয়া চরণে ধরে নিজ নিজ পতি।
দেখিয়া ব্যথিত হৈল যত মহামতি॥
মুনিবাক্য শুনি তবে আনন্দ অপার।
দৃঢ় করি ধরে সব স্বামী আপনার॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র স্থানে বসি পঞ্চজনে।
বিদায় মাগিল সবে অন্ধের চরণে॥
শোকেতে কান্দেন অন্ধ গান্ধারী সহিত।
বিচ্ছেদ করিতে আর না হয় উচিত॥
দেখিয়া সকলে তবে প্রবোধিয়া কয়।
অকারণে শোক কেন কর মহাশয়॥
কত দিন বনে যোগ কর আচরণ।
অচিরে পাইবে আমা সবার দর্শন॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সহিত ভোজসুতা।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডুপুত্র দ্রুপদ-দুহিতা॥
সবারে প্রবোধ করি মাগিল বিদায়।
নিজ নিজ পত্নীগণে লৈয়া সবে যায়॥
উত্তরা সুন্দরী যায় অভিমন্যু সাথে।
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা লাগিল চিন্তিতে॥
কহিলেন ব্যাসপদে করিয়া প্রণতি।
উত্তরা চলিল অভিমন্যুর সংহতি॥
মাতৃহীন হইবেক রাজা পরীক্ষিত।
উত্তরারে যাইবারে না হয় উচিত॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি চিন্তিত হৃদয়।
উত্তরারে রাখিলেন মুনি মহাশয়॥
অপর সকল নারী স্বামীর সংহতি।
স্বর্গপুরে চলে সবে পতিব্রতা সতী॥
সংসারের মায়া কেহ না করিল আর।
মুনির প্রসাদে ভবসিন্ধু হৈল পার॥
হেনমতে অবশেষ হইল রজনী।
দশদিক প্রসন্ন প্রকাশে দিনমণি॥
দিব্যজ্ঞান জন্মে সব পাপের বিনাশ।
আশ্রমিক পর্ব্ব কথা কহে কাশীদাস॥

যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন ও তপোবনে
ধৃতরাষ্ট্রাদির যজ্ঞাগ্নিতে দাহ।

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নরনাথ
এইরূপে হইল সে রজনী প্রভাত॥
যুধিষ্ঠির প্রতি কন ব্যাস তপোধন
হস্তিনানগরে রাজা করহ গমন॥
না ভাবিহ শোক দুঃখ হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
ভ্রাতৃসঙ্গে রাজ্যের পালন কর গিয়া॥
ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী আর গান্ধারী সঞ্জয়।
সবারে বিদায় করে মুনি মহাশয়॥
প্রদক্ষিণ করি সবে মুনিরে বন্দিল।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি নিজ স্থানে গেল॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি সঙ্গে ভ্রাতৃগণ।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর বন্দেন চরণ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল দোঁহে প্রসন্ন বদন।
ওহে তাত নিজ রাজ্যে করহ গমন॥
কুরুকুলে তোমা বিনা কেহ নাহি আর।
তুমি পিণ্ড দিবে আশা আছে সবাকার॥
ভুবনে অপূর্ব্ব তাত তোমার চরিত্র।
তোমা হৈতে কুরুকুল হইবে পবিত্র॥

দুঃখ না ভাবিহ তাত থাক হৃষ্টমনে ।
রাজ্য দেশ পাল গিয়া ভাই পঞ্চজনে ॥
পঞ্চ ভাই বন্দিলেক মায়ের চরণে ।
ছাড়িয়া যাইতে কিন্তু নাহি লয় মনে ॥
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী তনয় সকলে ।
সহদেব নকুলেরে লইলেন কোলে ॥
দ্রৌপদীরে চাহি কুন্তী বলয়ে বচন ।
এই দুই পুত্রে তুমি করিবা যতন ॥
লক্ষ্মী অবতার তুমি সতী পতিব্রতা ।
মহিমাতে তুমি হৈলা জগতে পূজিতা ॥
তব কীর্ত্তি ঘুষিবেক যাবৎ ধরণী ।
এত বলি আশীর্ব্বাদ কৈল সুবদনী ॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই পাঞ্চালী সহিত ।
সুভদ্রা উত্তরা আর রাজা পরীক্ষিত ॥
সকলে মেলানি করি আরোহিয়া রথে ।
মলিন বদনে চলিলেন পঞ্চ ভ্রাতে ॥
বহু সৈন্যগণ সঙ্গে বিবিধ বাজন ।
সুগন্ধি সহিত বয় মন্দ সমীরণ ॥
জাহ্নবী-সলিলে স্নান করিয়া তর্পণ ।
চলেন হস্তিনাপুরে পাণ্ডুর নন্দন ॥
নানা বাদ্য বাজে, নাচে গায় বিদ্যাধরী ।
পঞ্চ ভাই প্রবেশ করেন নিজ পুরী ॥
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃ সঙ্গে করে রাজ-কাজ ।
পুত্রবৎ পালন করেন ধর্ম্মরাজ ॥
অনুক্ষণ ধর্ম্ম বিনা অন্য নাহি মনে ।
সর্ব্বদা করেন রাজা অন্ধের ভাবনে ॥
জননী আমার কুন্তী গান্ধারী জননী ।
সঞ্জয় সহিত বনে অন্ধ নৃপমণি ॥
অনাথের নাথ প্রায় বনে চারিজন ।
নাহি জানি কোন কর্ম্ম হইবে এখন ॥
এই মত ধর্ম্ম ভাবে দিবস রজনী ।
দৈবযোগে আইলা নারদ মহামুনি ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া প্রণমেন পঞ্চজন ।
করযোড়ে দাঁড়াইল বিষণ্ণ বদন ॥
বসিতে করিল আজ্ঞা মুনি মহাশয় ।
নিকটে বসেন পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই পাঞ্চালী সহিত ।
সুভদ্রা উত্তরা আর রাজা পরীক্ষিত ॥
করযোড়ে কহিলেন শুন মুনিবর ।
জনক জননী মম অরণ্য ভিতর ॥
অনাথের সদৃশ নিবসে ঘোর বনে ।
এই গতি হৈল আমা পুত্র বিদ্যমানে ॥
মুনি বলিলেন নৃপ শুন সাবধানে ।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা যজ্ঞ কৈল একদিনে ॥
অগ্নির নির্ব্বাণ নাহি করিল রাজন ।
সেই অগ্নি লাগিয়া দহিল তপোবন ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সঞ্জয় তব মাতা ।
চারিজনে যোগাসনে আছিলেন তথা ॥
অগ্নি দেখি অন্তর নহিল চারিজন ।
সেই সে অগ্নিতে সবে হইল দাহন ॥
নিজ কৃত অগ্নিতে পুড়িল অন্ধরাজ ।
শ্রাদ্ধ আদি কর রাজা নাহি কর ব্যাজ ॥
এত শুনি পঞ্চ ভাই লোটায় ধরণী ।
হাহাকার করিয়া কান্দিল নৃপমণি ॥
দ্রৌপদী প্রভৃতি পুরে কান্দে সর্ব্বজন ।
বহু অনুতাপ করি করিল রোদন ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা আনি দ্বিজগণে ।
শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপিয়া তুষিলেন ধনে ॥
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

আশ্রমিকপর্ব্ব সমাপ্ত ।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত

মুষলপর্ব্ব।

—০○*○০—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

যদুবালকদিগের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং শাম্বের মুষল প্রসব।

জন্মেজয় বলে শুনি কহ তপোধন।
কি কি কর্ম্ম করিলেন রুক্মিণীরমণ ॥
ভার নিবারণ হেতু হৈয়া অবতার।
একে একে নাশিলেন পৃথিবীর ভার।
তবে কোন্ কর্ম্ম করিলেন যদুমণি।
বিবরিয়া আমাকে কহিবা মহামুনি ॥
ভারত শুনিতে রাজা বড় হৃষ্টমন।
পরাগে করয়ে যেন ষট্পদ ভ্রমণ ॥
প্রশ্ন করি সর্ব্ব তত্ত্ব লন মুনিস্থানে।
সাধু সত্ত্বগুণে রাজা পূর্ণ সর্ব্বগুণে ॥
নহিল নহিবে হেন সাধু ক্ষিতিতলে।
যার যশ প্রচারিল এ মহীমণ্ডলে ॥
নৃপতির প্রশ্ন শুনি মুনি মহাশয়।
সাধু সাধু বলিয়া রাজারে প্রশংসয় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুপতি।
দ্বারকায় বিহার করেন লক্ষ্মীপতি ॥
একদিন বেদী পরে বসি নারায়ণ।
রুক্মিণী প্রভৃতি নারী সেবয়ে চরণ ॥
জাম্ববতী সত্যভামা ভদ্রা নগ্নজিতি।
মিত্রবিন্দা মাদ্রী আর কালিন্দী শ্রীমতি ॥
এই অষ্ট পাটরাণী শ্রীকৃষ্ণমোহিনী।
ষোড়শ সহস্র আর কৃষ্ণের রমণী ॥
নিজ মনোরথে সবে সেবয়ে শ্রীহরি।
চামর ব্যজন করে নিজ হস্তে করি ॥
তাম্বুল যোগায় কেহ মনের হরিষে।
রাতুল চরণ কেহ চাপে পরিতোষে ॥
হেনমতে সবে করে প্রভুর সেবন।
অনিত্য সুখেতে লিপ্ত কমলারমণ ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ একত্র হইয়া।
একদিন সবে যুক্তি করেন বসিয়া ॥
ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠ বসতি।
পৃথিবীতে রহিলেন না করেন স্মৃতি ॥
নরদেহ ধরিয়া নাশিতে ক্ষিতি-ভার।
মহা দৈত্যগণেরে করিলেন সংহার ॥
করিলেন বহু কর্ম্ম কেলি অনুসারে।
যাহা স্মরি পাপীলোক যায় ভবপারে ॥
দিন দিন অবনীতে করেন বিহার।
বৈকুণ্ঠে আসিতে এবে হয় সুবিচার ॥
হেনমতে দেবগণ করে অনুমান।
জানিলেন সর্ব্ব অন্তর্য্যামী ভগবান ॥
বেদীতে বসিয়া কৃষ্ণ তুলিয়া নয়ন।
দ্বারকার বসতি করিলা নিরীক্ষণ ॥

স্থানে স্থানে বসতি লোকেতে পূর্ণ সব ।
নগর ভিতরে সব লোক কলরব ॥
ঠেলাঠেলি গতায়াতে পথ নাহি পায় ।
পথ ঘাট লোকেতে পূর্ণিত সর্ব্বথায় ॥
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন নারায়ণ ।
কি উপায় করিবেন ভাবেন তখন ॥
পৃথিবীর ভার আমি করিব সংহার ।
আমা হৈতে হৈল আরো চতুর্গুণ ভার ॥
করযোড়ে বলে যত কৃষ্ণের নন্দন ।
হের অবগতি কর যত মুনিগণ ॥
চিরদিন গর্ভবতী এই ত অঙ্গনা ।
না হয় প্রসব বড় পাইছে যন্ত্রণা ॥
কতদিনে প্রসবিবে কি হবে অপত্য ।
আপনারা মহাজ্ঞানী কহিবেন সত্য ॥
এত শুনি মুনিগণ কুমারের বাণী ।
ধ্যানস্থ হইয়া দেখি কহিল তখনি ॥
জানিলাম শুন ওহে কৃষ্ণের কুমার ।
লৌহপাত্রে করিয়াছ গর্ভের অকার ॥
অবজ্ঞা জানিয়া ক্রোধ হৈল মুনিগণে ।
ক্রোধমুখে কহিতে লাগিল ততক্ষণে ॥
কৃষ্ণের নন্দন তোরা যদুকুলোদ্ভব ।
ব্রাহ্মণেরে উপহাস করহ যাদব ॥
যে লৌহপাত্রেতে কৈলে গর্ভের আকৃতি ।
এখনি উত্তম বংশ হইবে উৎপত্তি ॥
তাহা হৈতে তোমা সবে হবে বড় ভয় ।
যদুকুল ধ্বংস হবে জানিহ নিশ্চয় ॥
হেনই সময় সেই জাম্ববতী-সুত ।
মুষল প্রসব এক কৈল আচম্বিত ॥
চিন্তিত হইল দেখি যতেক কুমার ।
কি করিব কি হইবে করেন বিচার ॥
মুষল দেখিয়া অতি বিষাদিত মন ।
সকল কুমার হৈল মলিন বদন ॥
আপনার দোষে হৈল কুলের নিধন ।
কুল অন্ত হবে হেন বুঝয়ে কারণ ॥
অজ্ঞান হইয়া কৈনু দ্বিজে উপহাস ।
রক্ষা নাহি নিশ্চয় হইবে সর্ব্বনাশ ॥

শুনিয়া কি বলিবেন দেব গদাধর ।
না জানি কি কহিবেন দেব হলধর ॥
কি হেতু কুবুদ্ধি আজি হৈল মোসবার ।
কোন্ মতে হইবে ইহার প্রতিকার ॥
কোন লাজে লোকে তবে দেখাব বদন ।
শুনিলে এখনি ক্রুদ্ধ হবে নারায়ণ ॥
বড় লজ্জা ভয় আজি হ'ল মোসবার ।
বাহুড়িয়া গৃহে পুনঃ না যাইব আর ॥
এই অনুতাপ করে যত শিশুগণ ।
অন্তর্য্যামী জানিলেন সব নারায়ণ ॥
পুত্রগণ সন্নিকটে আসি গদাধর ।
কহেন সবার প্রতি মধুর উত্তর ॥
কি কারণে মৌনভাব দেখি পুত্রগণ ।
কোন্ দুঃখে দুঃখী হৈলে কহত কারণ ॥
কৃষ্ণের বচনে কহে যতেক কুমার ।
দৈবেতে কুবুদ্ধি তাত হৈল মোসবার ॥
কুকর্ম্ম হইল আজি, বুদ্ধি হৈল হ্রাস ।
মুনিগণে দেখি করিলাম উপহাস ॥
তার প্রতিফল এই হইল মুষল ।
কোপে শাপ দিয়া গেল ব্রাহ্মণ সকল ॥
ইহা হ'তে হইবেক যদুবংশ ক্ষয় ।
এই হেতু আমাদের হইয়াছে ভয় ।
লজ্জা ভয়ে হইয়াছে আকুল পরাণ ।
বুঝিয়া যা হয় দেব করহ বিধান ॥
কুমারগণের কথা শুনিয়া শিহরি ।
শিশুগণে আশ্বাসিয়া কহেন শ্রীহরি ॥
এই হেতু চিন্তা কেন কর সর্ব্বজন ।
যাহা কহি তাহা শুন যদি লয় মন ॥
মুষল লইয়া যাহ প্রভাসের তীরে ।
ঘষিয়া করহ ক্ষয় পাষাণ উপরে ॥
ঘর্ষণে করিলে ক্ষয় ভয় কিবা আর ।
সত্বর গমনে যাহ যতেক কুমার ॥
আসিয়া প্রভাস-তীরে করি স্নানদান ।
পাষাণে ঘর্ষয়ে সবে আনন্দ বিধান ॥
ঘর্ষণে করয়ে ক্ষয় কুমার সকল ।
ঘষিতে ঘষিতে ক্ষয় হইল মুষল ॥

অবশেষে অল্পমাত্র রহিল কিঞ্চিৎ।
দেখিয়া কুমার সব হইল বিস্মিত॥
হাতে ধরি ঘষিতে আয়ত্ত নাহি হয়।
কেমনে করিব ইহা পাষাণেতে ক্ষয়॥
খণ্ডিল মনের ত্রাস কৃষ্ণ উপদেশে।
কি আর করিব ভয় অল্প অবশেষে॥
এতেক বালক সব মনে অনুমানি।
শেষ লৌহ প্রভাস সলিলে ফেলে টানি॥
হরষিতে স্নান করি প্রভাসের জলে।
দ্বারাবতী চলে গেল বালক সকলে॥
গোবিন্দের আগে আসি কহিল কাহিনী।
শিশুগণে আশ্বাসেন দেব চক্রপাণি॥
ভারতে মুষলপর্ব্ব অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দেব কহে শুনে পুণ্যবান॥

যদুকুল ক্ষয়ার্থে কৃষ্ণ-বলরামের যুক্তি।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
মুষল বৃত্তান্ত কহি শুনহ কারণ॥
মুষল ঘষিয়া ক্ষয় কৈল শিশুগণ।
সেই হ্রদে হৈল নল-খাগড়ার বন॥
শেষ লৌহ জলে যেই টানিয়া ফেলিল।
জলে ছিল মৎস্যরাজ তাহারে গিলিল॥
ধীবর আইল মৎস করিতে ধারণ।
জালে বন্দী হৈল মৎস্য দৈবের কারণ॥
লৌহ শেষ পায় মৎস্য কাটিবার কালে।
জরা নামে এক ব্যাধ এসে সেই স্থলে॥
মাগিয়া লইল লৌহ ধীবরের স্থানে।
কর্ম্মিগৃহে ফলা গড়াইয়া দিল বাণে॥
এখানে দ্বারকাপুরে দেব নরহরি।
যদুবংশ বিনাশিতে হৃদয়ে বিচারি॥
অবধান কর দেব রেবতীরমণ।
ভারাবতারণে আইলাম এ ভুবন॥
দুষ্ট দৈত্য মারিয়া খণ্ডিনু পৃথ্বিভার।
ততোধিক যদুকুল হইল আমার॥
ইহা সব বিদ্যমানে নহে ভার শেষ।
অধিক যাতনা ক্ষিতি পায় ত বিশেষ॥
ইহার উপায় দেব চিন্তিয়াছি আমি।
যদুকুল ক্ষয় করি হবে স্বর্গগামী॥
মম বংশ ক্ষয় করে, আছে কোনজন।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি করিব নিধন॥
প্রভাসে যাইব চল স্নান করিবারে।
যদুবংশ সঙ্গে করি লহ সবাকারে॥
এইমতে দুই ভাই উঠিয়া ত্বরায়।
মাতা পিতা অগ্রে যান লইতে-বিদায়॥
হেনকালে অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
ভূমিকম্প উল্কাপাত অতি বিপরীত॥
সঘনে নির্ঘাত শব্দ দশদিকে হয়।
দিবসেতে ধূমকেতু হইল উদয়॥
দ্বারকায় জলচর হয় মূর্ত্তিমান।
টলমল করয়ে দ্বারকাপুরীখান॥
কাষ্ঠ শিলা মৃত্তিকা প্রতিমা যত ছিল।
কেহ অট্ট হাসে, কেহ বিদারী পড়িল॥
নৃত্য করি বুলে কেহ, নগর ভিতরে।
অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল মন্দিরে॥
শৃগাল কুক্কুর সব ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
প্রিয়া প্রিয়া দ্বন্দ্ব হয় নগরে নগরে॥
অকালে উদয় হৈল দেব রবি শশী।
সিংহিকা তনয় তাহে অপূর্ব্ব গরাসী॥
হাহাকার শব্দ করে নগরের লোক।
স্বর্গের দেবতাগণ করে মহাশোক॥
এইরূপে উৎপাত হইল সুবিস্তার।
দেবগণ সংহতি আইল সৃষ্টিধর॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া যতেক দেবগণ।
করিলেন বহুমতে প্রভুর স্তবন॥
নমস্তে কমলাকান্ত বিশ্বরূপ হরি।
নমস্তে ক্ষীরোদশায়ী মধুকৈটভারি॥
নির্লেপ নিগূঢ় নিরাকার নিরঞ্জন।
অনন্ত আকার বিশ্বরূপ সনাতন॥
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে এ তিন প্রকার।
লীলায় করহ সৃষ্টি লীলায় সংহার॥
চন্দ্র সূর্য্য আকাশ পৃথিবী জলনিধি।
পবন বরুণ ইন্দ্র গঙ্গা নদ নদী॥

সকল তোমার অঙ্গ কেহ ভিন্ন নহে।
অন্যরূপে বিলাসে তোমার সর্ব্ব দেহে ॥
অপার তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে।
আপনি করিলা লীলা দানব সংহারে ॥
ক্ষিতিভার হেতু পূর্ব্বে করিলে গোহারি।
এই হেতু পৃথিবীতে এলে ত্বরা করি ॥
অসুর বধিয়া খণ্ডাইলা পৃথ্বীভার।
ধর্ম্ম সংস্থাপন আর অসুর সংহার ॥
চিরদিন শূন্য আছে বৈকুণ্ঠভুবন।
সবাই প্রার্থনা করে তব আগমন ॥
নররূপ ধরিয়া রহিলে ক্ষিতিতলে।
কৃপা করি যত লোক কৃতার্থ করিলে ॥
দারুণ দুরন্ত দৈত্যগণ দুষ্টমতি।
লীলায় সংহারি, ভার খণ্ডাইলে ক্ষিতি ॥
অপার তোমার লীলা কহে বেদকৃতী।
রিপুভাবে দৈত্যগণে দিলা উর্দ্ধগতি ॥
এমনতোমার দয়া কে বুঝিতে পারে।
মিত্রামিত্র ভাব নাই তোমার বিচারে ॥
কৃপায় করিলে পার যত পাপীগণে।
পতিতপাবন নাম ইহার কারণে ॥
এইরূপে বিধাতা কহিল স্তুতিবাণী।
হাসিয়া উত্তর দেন দেব চক্রপাণি ॥
অচিরে বৈকুণ্ঠে যাব শুন বিধিবর।
নিজ নিজ গৃহে যাও যতেক অমর ॥
ভার নিবারিতে আমি আসি পৃথিবীতে।
ততোধিক ভার ক্ষিতি হৈল আমা হৈতে।
যদুবংশ বৃদ্ধি হৈল আমার কারণ ॥
অন্যরূপে নাহি হয় সব নিবারণ ॥
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি সংহারিব ভার।
অচিরে যাইব আমি স্থানে আপনার ॥
অতএব নিজ স্থানে করহ গমন।
যথাসুখে বিহার করহ দেবগণ ॥
শুনিয়া সানন্দ ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
প্রদক্ষিণ করি বন্দে শ্রীহরি-চরণ ॥
তবে যত দেবগণে লইয়া সংহতি।
গেলেন বিদায় হৈয়া দেব প্রজাপতি ॥

বলভদ্র সহ হরি করিয়া বিধান।
পুত্রগণে ডাকিয়া করিল আজ্ঞা দান ॥
বিবিধ উৎপাত দেখ হ'ল বারে বার।
সবে মেলি করহ ইহার প্রতিকার ॥
প্রভাস তীর্থেতে সবে করহ প্রয়াণ।
আপদ খণ্ডিবে সব তাহে কৈলে স্নান ॥
শীঘ্রগতি সজ্জা কর সব পুত্রগণ।
সবে চল যদুবংশে আছে যত জন ॥
স্ত্রীগণ কেবল মাত্র রহিবেক ঘরে।
হরির আদেশে সবে চলিল সত্বরে ॥
প্রভুর আদেশ পেয়ে যত যদুগণ।
প্রভাসে যাইতে সজ্জা করে সর্ব্বজন ॥
পুত্রগণে আদেশ করিয়া দুই ভাই।
শীঘ্রগতি আইলেন মাতাপিতা ঠাঁই ॥
তত্ত্বকথা নিভৃতে কহেন দুইজন।
মায়াজাল ছাড়ি দেহ শুনহ বচন ॥
পুত্র পরিবার বন্ধু দেখ যত জন।
মায়াময় ফাঁস এই নিগূঢ় বন্ধন ॥
হেন মায়াজাল এড়ি তত্ত্বে দেহ মন।
সংসারের মায়ামদ ত্যজ দুই জন ॥
নিজ নিজ কর্ম্মার্জ্জিত ভুঞ্জে দুই কালে।
সুখ দুঃখ আপন অর্জ্জিত কর্ম্মফলে ॥
ইহা জানি ব্রহ্মজ্ঞান কর আচরণ।
পাইবা উত্তম গতি শুন দুইজন ॥
এত বলি প্রবোধিয়া জনক-জননী।
প্রভাসেতে যাত্রা করিলেন চক্রপাণি ॥
উগ্রসেনে সম্বোধিয়া দেব দামোদর।
দারুকে বলেন রথ আনহ সত্বর ॥
আজ্ঞামাত্র দারুক রথের সজ্জা করি।
শুভক্ষণে আরোহণ করেন শ্রীহরি ॥
মুষল পর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস তীর্থে গমন।

কৃষ্ণ সঙ্গে চলিলেন যত যদুগণ।
বলভদ্র কৃতবর্ম্মা সাত্যকি সারণ ॥

কামদেব চারুদেষ্ণ সুদেষ্ণ সুচারু ।
চারুদেহ চারুগুপ্ত ভদ্রচারু চারু ॥
চারুচন্দ্র বিচারু এ দশটী নন্দন ।
রুক্মিণীর গর্ভে এরা লভিল জনম ॥
সুভানু স্বর্ভানু আর চন্দ্রভানু ভানু ।
প্রভানু বিভানু বৃহদ্ভানু প্রতিভানু ॥
ভানুমান অবিভানু এই পুত্র দশ ।
সত্যভামা উদরে শ্রীকৃষ্ণের ঔরস ॥
শ্রীশাম্ব সুমিত্র শত্রাজিত চিত্রকেতু ।
পুরুজিত বিজয় সহস্রজিত ক্রতু ॥
বসুমান নবন যে দ্রবিণ দশম ।
জাম্ববতী নন্দনের এই জান ক্রম ॥
বীরচন্দ্র অশ্বসেন বৃষ বেগবান ।
আর শঙ্কু বসু কুন্তি চিত্রগু আখ্যান ॥
লগ্নজিতা উদরে হইল এই দশ ।
কৃষ্ণের সন্তান ধরে কৃষ্ণের সাহস ॥
শুক কবি বৃষ বীর সুবাহু নামক ।
ভদ্র শান্তি দর্শ পূর্ণমাস শ্রীসোমক ॥
কালিন্দী দেবীর পুত্র এই দশ জন ।
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এরা বিখ্যাত ভুবন ॥
প্রঘোষ ওজস সিংহ ঊর্দ্ধগ প্রবল ।
গাত্রবান মহাশক্তি সহ আর বল ॥
আর যে অপরাজিত এই দশ জন ।
মাদ্রীর গর্ভেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ-নন্দন ॥
বৃষ গৃধ্র বহ্নি হর্ষ অনিল পবন ।
বহ্বন্ন অন্নাদ ক্ষুধি এই নয় জন ॥
দশম মহাংশ এই গোবিন্দ নন্দন ।
মিত্রবিন্দা দেবীর আনন্দ বিবর্দ্ধন ॥
বৃহৎসেন প্রহরণ শূর অরিজিত ।
সুভদ্রা সত্যক রাম শ্রীসংগ্রামজিৎ ॥
আয়ু আর জয় এই দশটি সন্তান ।
ভদ্রার সহিত কৃষ্ণ সদা সুখবান ॥
অষ্ট মহিষীর পুত্র করিল গমন ।
সবার প্রধান এই কৃষ্ণের নন্দন ॥
গোবিন্দের ভার্য্যা ষোল সহস্রেক আর ।
জনে জনে দশ পুত্র হৈল সবাকার ॥
এক লক্ষ অষ্টবিংশ সহস্র নন্দন ।
অষ্ট মহিষীর পুত্র আর আশীজন ॥
কৃষ্ণের নন্দন এই করিনু লিখন ।
তা সবার পুত্র পৌত্র কে করে গণন ॥
অপর যাদব-বংশ গণিতে অপার ।
বলিয়া ছাপান্ন কোটি কর়য়ে বিচার ॥
সুসজ্জা করিয়া রথে করে আরোহণ ।
নানা অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ করিল ধারণ ॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে ।
নগর বাহির হরি হইলেন পরে ॥
দ্বারকা ত্যজিয়া হৈল কৃষ্ণের গমন ।
দিবসে আন্ধার হৈল দ্বারকা ভুবন ॥
চিত্র-পুত্তলির প্রায় রহে সর্ব্ব নারী ।
মৌনভাবে নিস্পন্দে নিঃসরে নেত্রবারি ॥
হেনমতে দ্বারকা ত্যজিয়া নারায়ণ ।
করেন প্রভাস-তারে সত্বরে গমন ॥
মুষলপর্ব্বের কথা ব্যাসের রচিত ।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাদানুবাদ ।

সাত্যকির বচনে হাসেন নারায়ণ ।
পুনরপি সাত্যকিরে বলেন বচন ॥
জানি আমি সাত্যকি তোমার বীরপণা ।
কুরু-পাণ্ডবের দলে জানে সর্ব্বজনা ॥
কর্ণের সহিত রণ কৈলে একবার ।
প্রাণ ল'য়ে পলাইলে করি পরিহার ॥
দ্রোণ সঙ্গে যুঝিয়া পাইলে পরাভব ।
কেহ কেহ না যুঝিল করিয়া গৌরব ॥
সিংহনাদ করিয়া বলিলে রণস্থলে ।
হীনশক্তি জনে পায়ে সংহার করিলে ॥
ভয়ান্বিত হীনশক্তি হীন অন্ধজন ।
তোমার যুদ্ধের যোগ্য এই সব জন ॥
সোমদত্ত-সুত ভূরিশ্রবা নরপতি ।
যুঝিতে আসিয়া ছিল তোমার সংহতি ॥
নিজ শক্তি না জানিয়া যুদ্ধে দিলে মন ।
যে গতি করিল তোমা হয় কি স্মরণ ॥

হীন অস্ত্র কৈল তোমা সংগ্রাম ভিতরে।
কেশে ধরি উদ্যম করিল কাটিবারে॥
হেনকালে কহিলাম অর্জ্জুন নিকটে।
হের দেখ শিনিপুত্র পড়িল সঙ্কটে॥
ভূরিশ্রবা কাটে দেখ সাত্যকির শির।
ত্বরিতে করহ রক্ষা ধনঞ্জয় বীর॥
আমার বচনে তবে কুন্তীর কুমার।
খড়্গ সহ হস্ত কাটি পাড়িলেক তার॥
হস্ত কাটা গেল তার অর্জ্জুনের বাণে।
ভূমে লোটাইয়া বীর পড়ে সেইক্ষণে॥
ভূমিতে পড়িল প্রায় ত্যজিল জীবন।
খড়্গ ল'য়ে তুমি তারে কাটিলে তখন॥
এই বীরপণা তুমি করিলে সমরে।
দর্প করি কথা কহ সভার ভিতরে॥
কোন পরাক্রমে ভূরিশ্রবাকে মারিলে।
বড় কর্ম্ম কৈলে বলি মনে বিচারিলে॥
পাপীর সংসর্গে পাপ বাড়ে নিতি নিতি।
এখানে উচিত নহে তোমার বসতি॥
মর্য্যাদা থাকিতে উঠি করহ গমন।
অন্য ঠাঁই বৈস তুমি যথা লয় মন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত যদুগণ॥
মনে মনে শিশু সব করে অনুভব।
কৃষ্ণের পরম প্রিয় সাত্যকি উদ্ধব॥
এত দিনে সাত্যকি বিচ্ছেদ হৈল প্রায়।
নহে কটুত্তর এত কহে যদুরায়॥
কৃষ্ণের উত্তর শুনি শিনির নন্দন।
মহাকোপে গর্জ্জিয়া উঠিল সেইক্ষণ॥
বারুণী মদিরাপানে ঘূর্ণিত লোচন।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন মহাকোপ মন॥
কর পদ কম্পিয়া কম্পয়ে ওষ্ঠাধর।
কড় মড় দশন মর্দ্দয়ে করে কর॥
গর্জ্জনেতে বলিলেন গোবিন্দের প্রতি।
আমায় এমন বাক্য কহরে দুর্ম্মতি॥
তোমার দুষ্কর্ম্ম যত কেবা নাহি জানে।
কপটে মারিলে পাণ্ডবের বন্ধুগণে॥
অবোধ পাণ্ডব সব তোমার উত্তরে।
রণজয় করিয়া রহিল স্থানান্তরে॥
যদি সবে এক ঠাঁই বঞ্চিত রজনী।
তবে কেন সর্ব্বনাশ করিবেক দ্রৌণি॥
তুমি আমি পঞ্চ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
তব বাক্যে স্থানান্তরে রহি সর্ব্বজন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি পঞ্চ দ্রৌপদীকুমার।
রহিল শিবিরে যেন অনাথ আকার॥
নিশিযোগে ছিল সবে নিদ্রায় বিহ্বলে।
চোররূপে তিনজন গেল সেইকালে॥
কৃপ কৃতবর্ম্মা আর দ্রৌণি দুষ্টমতি।
নিদ্রিত জনেরে মারে দুর্জ্জন প্রকৃতি॥
যদি আমি থাকিতাম কিম্বা পাণ্ডুসুতে।
কার শক্তি দ্রৌপদীর পুত্র বিনাশিতে॥
কৃতবর্ম্মা কৃপ দ্রৌণি তিন দুরাচার।
ইহা হৈতে পাপকারী কেবা আছে আর॥
না বলিয়া অস্ত্র যদি প্রহারয়ে প্রাণে।
অস্ত্রহীন জনে আর হীনশক্তি জনে॥
অবিরোধি জনে যেই করয়ে প্রহার।
তাহা সম পাপী নাহি বেদের বিচার॥
সকল অধর্ম্ম পথ যে জন শিখিল।
সে জন ধার্ম্মিক হ'য়ে সভাতে বসিল॥
তোমা সম কপটী, কে পাপী দুরাচারী।
সকল হইল নষ্ট তোমার চাতুরী॥
কপট তোমার যত ধর্ম্মের বিচার।
কোন ঠাঁই বীরপণা না দেখি তোমার॥
জরাসন্ধ ভয়েতে ত্যজিয়া মধুপুরী।
সমুদ্র ভিতরে বৈস দ্বারকানগরী॥
ক্ষুদ্র জন বড় জন কেবা নাহি জানে।
নন্দের নন্দন তুমি বাস বৃন্দাবনে॥
গোপ অন্ন খাইয়া বঞ্চিলে গোপগৃহে।
গোপাল বলিয়া নাম তেঁই লোকে কহে॥
জন্মের নির্ণয় তব কেবা নাহি জানে।
বসুদেব দৈবকীর পশিলা স্মরণে॥
পিতা বসুদেব হৈল দৈবকী জননী।
বসুদেব-তনয় বলিয়া সবে জানি॥

বাসুদেব নাম দিল করিয়া আদর ।
সভামধ্যে কৈল তোমা যাদব ঈশ্বর ॥
বসুদেব পুত্র বলি মান্য করি সবে ।
দোষাদোষ নাহি লই তাঁহারি গৌরবে ॥
এই হেতু হইল বড়ই অহঙ্কার ।
আমারে করহ নিন্দা আরে দুরাচার ॥
পৃথিবীতে যত মহারাজগণ ছিল ।
ক্ষত্র সভা মধ্যে তোরে বসিতে না দিল ॥
যুধিষ্ঠির রাজা যবে রাজসূয় কৈল ।
এক লক্ষ নৃপতিরে বরিয়া আনিল ॥
গৌরব করিয়া ভীষ্ম কহিল তাহাতে ।
রাজগণ মধ্যে অগ্রে তোমায় পূজিতে ॥
ভীষ্মের বচনে ধর্ম্ম পূজিল তোমারে ।
সেই হেতু রুষিল যতেক নরবরে ॥
বলিল সকল রাজা যত কুবচন ।
সে সকল কথা তব হয় কি স্মরণ ॥
দৈবেতে কহিলে তুমি বাক্য কটুময় ।
তোমার সভায় কি বসিতে যোগ্য হয় ॥
পরম কপটী তুমি অতি দুরাচার ।
তোমার চাতুরী কেহ নারে বুঝিবার ॥
নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ নিষ্পাপ সত্যব্রতী ।
হেন জনে নিন্দে যেই সেই দুষ্টমতি ॥
তোমার জনকে পূর্ব্বে কেবা নাহি জানে ।
গিয়াছিল দৈবকীর স্বয়ম্বর স্থানে ॥
দৈবক রাজার কন্যা তোমার জননী ।
পরম রূপসী বিদ্যাধরী রূপ জিনি ॥
দেখিয়া মোহিত হ'ল জনক তোমার ।
কন্যা লইবার হেতু করয়ে বিচার ॥
বহু রাজা আসিয়াছে স্বয়ম্বর স্থানে ।
রথে তুলি লয় কন্যা সবা বিদ্যমানে ॥
সত্বর গমনে যায় কন্যারে লইয়া ।
চৌদিকে ভূপতিগণ বেড়িল আসিয়া ॥
দেখিয়া হইল বসু ভয়ে কম্পবান ।
কি করিব কেমনে হইবে পরিত্রাণ ॥
কন্যার কারণে আজি জীবন সংশয় ।
পলাইতে নাহি শক্তি মজিনু নিশ্চয় ॥
ভয়ার্ত্ত জানিয়া যত সাধু রাজগণ ।
ক্রোধ সম্বরিয়া গেল না করিল রণ ॥
দুষ্ট রাজগণ সঙ্গে বাহ্লীক নন্দন ।
বসুর উপরে করে অস্ত্র বরিষণ ॥
দেখিয়া কুপিল শিনি জনক আমার ।
সোমদত্ত সনে রণ করিল অপার ॥
রথ অশ্ব সারথি কাটিল ধনুর্গুণে ।
হাতাহাতি সমর হইল দুইজনে ॥
কোপেতে জনক মোর ধরি তার চুলে ।
চড় মারি দন্ত ভাঙ্গি করিল নির্ম্মূলে ॥
সকল ভূপতিগণ কৈল উপরোধ ।
সোমদত্তে ছাড়ি পিতা সম্বরেণ ক্রোধ ॥
ভয়েতে সকল রাজা নিবৃত্ত হইল ।
আপন আপন দেশে সবে চলি গেল ॥
পিতা স্থানে সোমদত্ত অপমান পেয়ে ।
শিব আরাধনা করে ঘোর বনে গিয়ে ॥
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে বর যাচে পশুপতি ।
বর মাগে সোমদত্ত হরে করে স্তুতি ॥
শিনির প্রহারে মম দহে কলেবর ।
বড় অপমান কৈল সভার ভিতর ॥
তেমতি আমার পুত্র হোক্ বলবান ।
শিনি-পুত্রে মোর পুত্র করে অপমান ॥
সেই হেতু ভূরিশ্রবা হৈল বলধর ।
আমি কি কহিব ইহা জানে সর্ব্ব নর ॥
এই হেতু আমার করিল অপমান ।
না হইল শক্তি তবু বধিতে পরাণ ॥
যে কালে আমার কেশ ধরিল দুর্ম্মতি ।
কুমারের চক্র হেন ফিরিলাম তথি ॥
কত শক্তি ধরে সেই সোমদত্ত-সুত ।
দৈববলে এই কর্ম্ম করিল অদ্ভুত ॥
যেই জন করিল এতেক অপমান ।
বলে ছলে প্রকারে লইব তার প্রাণ ॥
আমার সাহায্যে হস্ত কাটিল অর্জ্জুন ।
আমি তার মুণ্ড কাটিলাম সেইক্ষণ ॥
ইহাতে পাতকী বড় হইলাম আমি ।
বড় ধার্ম্মিকেরে লেয়া বসিয়াছ তুমি ॥
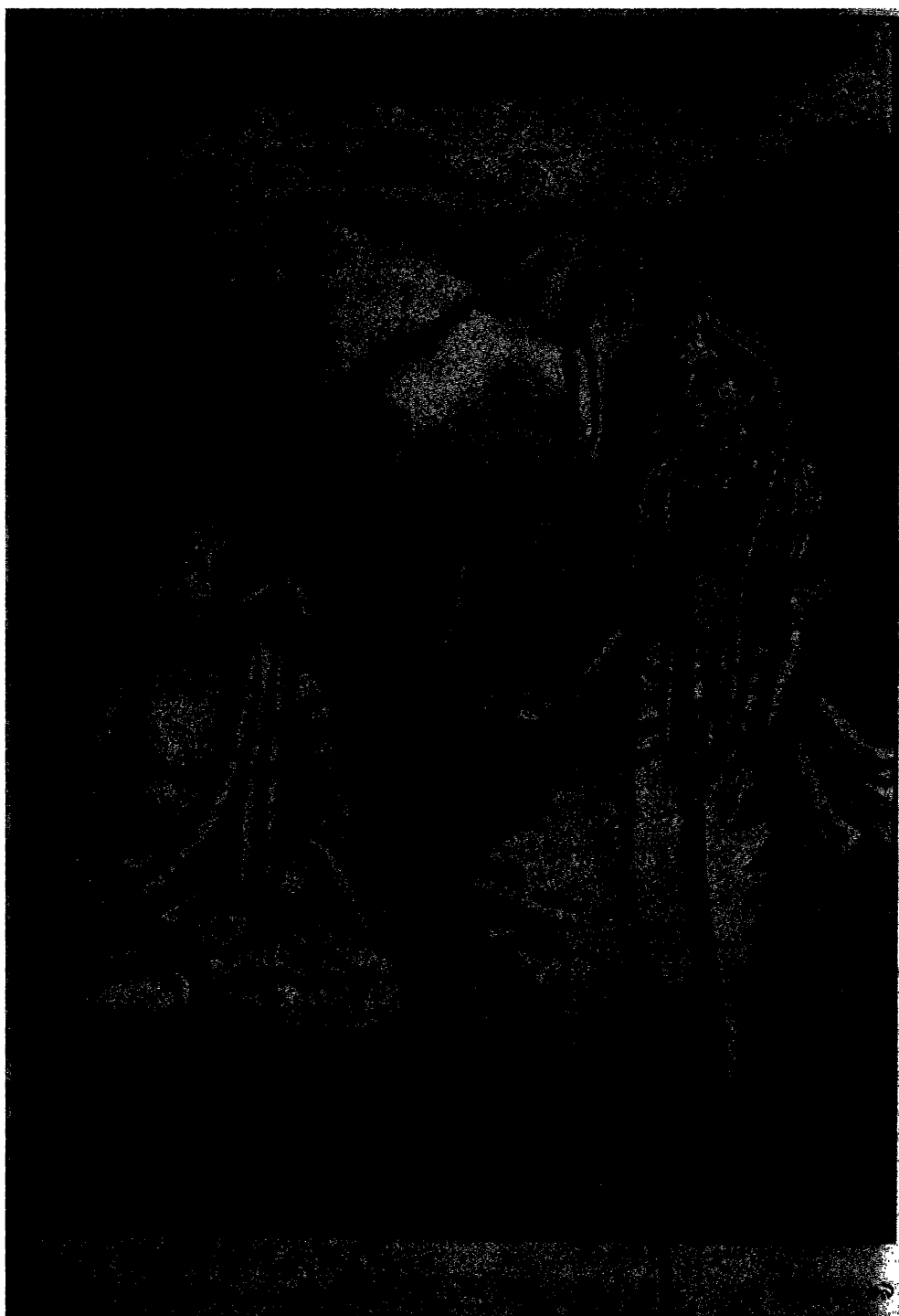
পাণ্ডব তোমার প্রিয়বন্ধু বলি জানে ।
তাহাদের সর্ব্বনাশ করিল যে জনে ॥
পুত্র মিত্র বন্ধু নাশিলেক যেইজন ।
নিদ্রিত জনেরে গিয়া করিল নিধন ॥
হেন জন হৈল তব পরম বান্ধব ।
জানিনু তোমার প্রিয় যেমন পাণ্ডব ॥
কপট করিয়া মজাইলে পাণ্ডবেরে ।
পরম কুটিল তুমি কে জানে তোমারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি ॥

যদুকুল ধ্বংস ও বলদেবের দেহত্যাগ ।

এইরূপে বলাবলি হইল বিস্তর ।
গর্জ্জিয়া উঠিল কৃতবর্ম্মা ধনুর্দ্ধর ॥
হাতে অসি করি যায়, কাটিবার আশে ।
গর্জ্জন করিয়া বলে বচন কর্কশে ॥
আরে দুরাচার পাপী শিনির নন্দন ।
এতেক তোমার গর্ব্ব না বুঝি কারণ ॥
গোবিন্দেরে নিন্দা কর দুষ্ট অধোগামী ।
ইহার উচিত ফল তোরে দিব আমি ॥
ভূরিশ্রবা ঢাল খাঁড়া লৈয়া বীর দাপে ।
কোন্ পরাক্রম কর এতেক প্রতাপে ॥
নৃপতি সমুহ মধ্যে কৈল অপমান ।
কোন্ লাজে ধর দুষ্ট এ পাপ পরাণ ॥
অপমান হৈতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শত গুণে ।
ধিক্ ধিক্ আরে দুষ্ট নির্লজ্জ জীবনে ॥
আমারে নিন্দহ দুষ্ট-না বুঝি কারণ ।
পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ কৈল কোনজন ॥
দ্রোণপুত্র প্রবেশিল শিবির ভিতরে ।
সকল করিল ক্ষয় দ্রোণি একেশ্বরে ॥
আমা দোঁহে আছিলাম দাণ্ডাইয়া দ্বারে ।
রে দুষ্ট আমারে গালি দেহ অহঙ্কারে ॥
এত বলি অসি ল'য়ে কাটিবারে ধায় ।
গর্জ্জিয়া সাত্যকি বলে জমদগ্নি প্রায় ॥
উচিত কহিতে ক্রোধ হইল তোমার ।
আমারে মারিতে এস আরে দুরাচার ॥
তোর দর্প ঘুচাব কাটিব তোর শির ।
এত বলি অসি ল'য়ে ধায় মহাবীর ॥
অসির প্রহারে বীর কাটে তার শির ।
ভূমেতে লোটায় কৃতবর্ম্মার শরীর ॥
হাহাকার শব্দে ডাকে যতেক যাদব ।
মার মার বলিয়া ধাইল যত সব ॥
দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম সবিস্ময় মন ।
আত্ম আত্ম বিবাদী হইল সর্ব্বজন ॥
কৃতবর্ম্মা বধ হৈল দেখিয়া নয়নে ।
সাত্যকিরে মারিবারে ধায় যদুগণে ॥
নানা অস্ত্র ফেলি মারে সাত্যকি উপর ।
মুষলধারায় যেন বর্ষে জলধর ॥
স্নেহ করি কেহ হৈল সাত্যকির ভিত ।
অস্ত্র বৃষ্টি করে কেহ অতি ক্রোধচিত ।
সহোদরে সহোদরে হৈল দুই দল ।
মার মার শব্দেতে হইল কোলাহল ॥
প্রলয় সময়ে যেন উথলে সাগর ।
দেবাসুরে হয় যেন যুদ্ধ ঘোরতর ॥
ঘোরতর গর্জ্জন সঘনে সিংহনাদ ।
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ বৃষ্টি নাহি অবসাদ ॥
ধনুকে যুড়িতে বাণ বিলম্ব না করে ।
হাতে অস্ত্র বীর সব করয়ে প্রহারে ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারণ করে জনে জনে ।
সর্ব্ব অস্ত্র ক্ষয় হৈল অস্ত্র নাহি তূণে ॥
ক্রোধমনে যুদ্ধ করে নাহি অবসান ।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখেন ভগবান ॥
অদ্ভুত দেখিয়া রাম বিষণ্ণবদন ।
বৃত্তান্ত জানিয়া স্থির হৈলেন তখন ॥
যুঝয়ে যাদবকুল আপনা আপনি ।
খড়্গ ল'য়ে কেহ কেহ করে হানাহানি ॥
ধনুকে ধনুকে যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ ।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন ভীষণ দর্শন ॥
ধনুক টঙ্কার শব্দে পূরিল গগন ।
ভয়ে ভীত তিন লোক শুনিয়া গর্জ্জন ॥
রণস্থলে গালাগালি করে ভাই ভাই ।
ইষ্ট বন্ধু কার' পানে কেহ নাহি চাই ॥

শক্তি তুলি হানে কেহ কাহার' উপর।
শেল জাঠা শক্তি মারে ভূষণ্ডী তোমর ॥
আপনা প্াসরি সবে কোপে অচেতন।
পাথর তুলিয়া মারে ঘোর দরশন ॥
মুদ্গর তুলিয়া কেহ মারে কার' মাথে।
রথ অশ্ব সারথি মারেন এক ঘাতে ॥
আঁকড়ি করিয়া কেহ ধরে রথখান।
সিংহনাদ ছাড়ি ফেলে দিয়া এক টান ॥
প্রহারে না করে ভয় অভেদ্য শরীর।
অতুল সাহস সবে রণে মহাবীর ॥
হেনমতে যুঝে যত যাদব-কুমার।
শূন্য কর হৈল কার' অস্ত্র নাহি আর ॥
যতেক বিক্রম কৈল কিছু না হইল।
যাদবগণের অঙ্গ তিল না ভেদিল ॥
উপায় করেন তবে দেব ভগবান।
নিকটে খাগ্ড়ার বন দেখি বিদ্যমান ॥
মুষল ঘর্ষণে পূর্ব্বে সলিল যে হ'ল।
তাহাতে খাগ্ড়া নল বন উপজিল ॥
যদুগণে দেখাইয়া কন দামোদর।
নল বৃক্ষ ফেলি মার সবে পরস্পর ॥
এই উপদেশ যদি যদুগণে পায়।
শীঘ্রগতি নলবন উপাড়িতে যায় ॥
নল খাগ্ড়ার গাছ ধরি যদুগণ।
অন্যে অন্যে প্রহার করয়ে জনে জন ॥
অস্ত্রেতে না ভেদে যেই যাদব শরীর।
নল খাগ্ড়ার ঘায় পড়ে সব বীর ॥
অঙ্গে পরশিবামাত্র পড়ে সেইক্ষণ।
ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হয় যত যদুগণ ॥
জনে জনে মারামারি অতিশয় ক্রোধ।
ভাই ভাই খুড়া জ্যেঠা নাহি উপরোধ ॥
হেনমতে যদুগণে হয় মহারণ।
দারুকে ডাকিয়া কন শ্রীমধুসূদন ॥
সত্বরে দারুক যাহ মথুরানগরে।
মম রথে করি লহ বজ্র মহাবীরে ॥
মথুরায় রাখ নিয়া প্রপৌত্র আমার।
অস্ত গেল যদুকুল কিবা দেখ আর ॥

সে কারণে বজ্র লৈয়া যাও মথুরায়।
স্ত্রীগণ লইয়া পিছে যাইবে তথায় ॥
আমিও পৃথিবী ছাড়ি যাব নিজ স্থানে।
আজি হৈতে সপ্তম দিবস পরিমাণে ॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হবে কৃত্তিকানক্ষত্র।
সেই দিনে দ্বারাবতী গ্রাসিবে সমুদ্র ॥
এই সব বিবরণ কহিবে সবারে।
ব্রহ্মশাস্ত্র বুঝাইবে শোক নাশিবারে ॥
তথা হৈতে হেথায় আইস শীঘ্রগতি।
পুনঃ যাইবারে হবে হস্তিনা বসতি ॥
পাণ্ডবগণেরে দিয়া মম সমাচার।
আনিবেক প্রিয়সখা অর্জ্জুন আমার ॥
এত বলি দারুকেরে দিলেন বিদায়।
বজ্রে ল'য়ে দারুক গেল মথুরায় ॥
প্রদ্যুম্নের পৌত্র অনিরুদ্ধের তনয়।
উষার উদরে জন্ম বজ্র মহাশয় ॥
মধুপুরে রাখি তারে কৃষ্ণের আদেশে।
সবাকারে সমাচার দিলেক বিশেষে ॥
দারুক বচনে সবে হৈল চমৎকার।
আকাশ ভাঙ্গিয়া শিরে পড়ে সবাকার ॥
অস্থির হইয়া সবে ভূমিতলে পড়ি।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় যায় গড়াগড়ি ॥
অচেতন দেখিয়া দারুক সবাকারে।
ব্রহ্মশাপ বুঝাইল বিবিধ প্রকারে ॥
ব্রহ্মে মন নিযুক্ত করিয়া সবাকার।
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে চলিল পুনর্ব্বার ॥
আসিয়া দেখিল সেই প্রভাসের তীরে।
ভূমিতলে পড়িয়াছে যত যদুবীরে ॥
একজন নাহি কেহ বৃষ্ণি যদুকুলে।
অন্যে অন্যে মারি সবে হইল নির্ম্মূলে ॥
ধূলায় ধূসর তনু অবনী লোটাই।
কেবল আছেন রামকৃষ্ণ দুই ভাই ॥
শোকেতে আকুল হৈল দারুক সারথি।
মূর্চ্ছিত হইয়া সেই পড়িলেক ক্ষিতি ॥
প্রবোধিয়া গোবিন্দ কহেন দারুকেরে।
সত্বরে দারুক যাহ হস্তিনানগরে ॥

শ্রীবুদ্ধের দেহত্যাগ।

আমার পরম বন্ধু পাণ্ডুর নন্দন।
অর্জ্জুনে আনিতে শীঘ্র করহ গমন ॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা পেয়ে চলে দারুক সারথি।
হস্তিনানগরে গেল বিষাদিত মতি ॥
বলভদ্রে কহিলেন দেব নারায়ণ।
অবধান কর দেব করি নিবেদন ॥
এইখানে আপনি থাকহ একেশ্বর।
দ্বারকা হইতে আমি আসি ত্বরাপর ॥
মাতা পিতা পরিজন না পায় বারতা।
সবা সম্বোধিতে আমি যাই শীঘ্র তথা ॥
যাবৎ না আসি আমি দ্বারকা হইতে।
তাবৎ আপনি হেথা থাক এইমতে ॥
কৃষ্ণবাক্যে বলভদ্র করেন স্বীকার।
তোমা বিনা গতি ভাই কে আছে আমার ॥
রামেরে রাখিয়া কৃষ্ণ করেন গমন।
দ্বারকানগরে আসি দেন দরশন ॥
জনক জননী পুরনারীগণ যত।
সবাকারে প্রবোধ করেন সমুচিত ॥
পূর্ব্বে যত অমঙ্গল হইল অপার।
প্রভাসে গেলাম করিবারে প্রতীকার ॥
স্নান করি একত্রে বসিল সর্ব্বজন।
কথায় কথায় দ্বন্দ্ব করিল সৃজন ॥
সেই দ্বন্দ্বে মহাকোপ হয় সবাকার।
আত্ম আত্ম যুদ্ধ করি হইল সংহার ॥
একজন যদুকুলে আর কেহ নাই।
কেবল আছি যে রামকৃষ্ণ দুই ভাই ॥
শোকেতে আকুল রাম না আইসে ঘরে।
তপ আচরেণ তিনি প্রভাসের তীরে ॥
আমিও শোকেতে প্রাণ ধরিতে না পারি।
গৃহবাস ছাড়িলাম হব তপশ্চারী ॥
সংসার অসার মাত্র সব মায়াজাল।
ইহাতে মোহিত হৈলে বৃথা যায় কাল ॥
এমতি সংসার ধন্ধ দেখ ভাবি মনে।
স্থিরমতি করি মন দেহ তত্ত্বজ্ঞানে ॥
বিষাদ ত্যজিয়া সবে ধর্ম্মে দেহ মন।
এত বলি মেলানি মাগেন নারায়ণ ॥
সবার জীবন হরি নিল নারায়ণ।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে সর্ব্বজন ॥
শ্বাসমাত্র শরীরে আছিল সবাকার।
অবনী লোটায় লোক শবের আকার ॥
রামের নিকটে আসি শ্রীমধুসূদন।
ভাই ভাই মিলিয়া করেন আলিঙ্গন ॥
প্রভাসের তীরে রাম যোগাসন করি।
হৃদয়ে পরমব্রহ্ম জপে মন করি ॥
যুগল নয়নে হেরি কৃষ্ণের বদন।
যোগে তনু ত্যজিলেন রোহিণীনন্দন ॥
ভারত মুষলপর্ব্ব ব্যাস বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ।

যদুবংশে অবতরি, বাসুদেব নাম ধরি,
কৌতুকেতে অবনীবিহারী।
যাঁহার কটাক্ষে হয়, সৃজন পালন লয়,
ভকত-বৎসল চক্রধারী ॥
যাঁর নাম গুণ গাই, সর্ব্বপাপে ত্রাণ পাই,
নাহি রহে শমনের ভয়।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি, ক্ষিতিভার ত্রাণ করি,
নিজ বংশ সব করি ক্ষয় ॥
এক জন নাহি শেষ, হৃদে চিন্তি হৃষীকেশ,
নিজ দেহ ত্যজিতে বিচারি।
প্রভাস তীর্থের তীরে, উঠিলেন শাখী পরে,
বসিলেন শাখায় মুরারী ॥
বসিয়া বৃক্ষের পর, চিন্তিলেন চক্রধর,
নিজ দেহ ত্যাগের কারণ।
এক পদ তরু পর, আরোহিয়া গদাধর,
নম্র করি দ্বিতীয় চরণ ॥
আপনা চিন্তিয়া মনে, বসি প্রভু শাখাসনে
মৌনেতে আছেন গদাধর।
নম্রকায় মন্দগতি, ব্যাধ এক এল তথি,
মৃগয়ার ছলে একেশ্বর ॥
জরা ব্যাধ ধরে নাম, ধনুর্ব্বেদে অনুপম,
হাতে ধরি দিব্য শরাসন।

মৃগ মারিবার ছলে, ব্যাধ আসি সেই স্থলে,
দেখিলেক কৃষ্ণের চরণ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পদ, রবিবিম্ব কোকনদ,
শত পদ্ম যেন সুশোভন।
রাতুল চরণ দেখি, ব্যাধসুত হৈল সুখী,
মৃগকর্ণ হেন নিল মন।
মুষলের শেষ পাই, যেন বাণ নিরামাই,
দৈবে সেই বাণ নিল হাতে।
টানিয়া ধনুকখান, সন্ধানিয়া মারে বাণ,
চরণ ভেদিল জগন্নাথে॥
বাণ মারি ব্যাধসুত, বৃক্ষতলে এল দ্রুত,
অপূর্ব্ব দেখিয়া হৈল ভীত।
কিরীট কুণ্ডল হার, নানা রত্ন অলঙ্কার,
হৃদয়ে কৌস্তুভ সুশোভিত॥
পাঞ্চজন্য সুদর্শন, পাদপদ্ম সুশোভন,
চতুর্ভুজ গলে বনমালা।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন দেহে, মণি বিভূষণ তাহে,
নবমেঘে যেমন চপলা॥
অম্লান তুলসী-মাল, আকর্ণ-লোচন ভাল,
অলকা তিলকা ভালে সাজে।
পরিধান পীতবাস, মুখচন্দ্র সুপ্রকাশ,
কত শোভা কত দ্বিজরাজে॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া ব্যাধ, মাগি নিজ অপরাধ,
প্রণমিয়া প্রভুর চরণে।
কৃপাময় অবতরি, অনাদি পুরুষ হরি,
তুমি সার এ তিন ভুবনে॥
আমি পাপী দুরাশয়, অজ্ঞানেতে মূর্ত্তিময়,
অপরাধ করিনু গোঁসাই।
শুন প্রভু চক্রপাণি, যে কর্ম্ম করিনু আমি,
আমার নিষ্কৃতি কভু নাই॥
শুনিয়া ব্যাধের বাণী, আশ্বাসেন চক্রপাণি,
শুন ব্যাধ না করিহ ভয়।
মম দেহ ত্যাগকালে, নয়নেতে নিরখিলে,
স্বর্গে যাবে কহিনু নিশ্চয়॥
রামচন্দ্র অবতারে, পিতৃসত্য পালিবারে,
প্রবেশিনু অরণ্য ভিতর।
সীতা নামে মম নারী, রাবণ লইল হরি,
অন্বেষিতে দুই সহোদর॥
সাক্ষাৎ হইল বনে, আর চারি কপিসনে,
সখা হৈল সহিত আমার।
বধ করি বলিরাজা, সুগ্রীবে করিনু রাজা,
ছিলে তুমি বালির কোঙর॥
মারিয়া লঙ্কার পতি, উদ্ধারিনু সীতাসতী,
দিতে বর যাচিনু তোমারে।
পিতৃবৈরি মারিবারে,বর মাগি নিলা মোরে,
আমিও ছিলাম অঙ্গীকার॥
সেই প্রয়োজন ফলে, জন্ম হৈল ব্যাধকুলে,
মুক্ত হ'য়ে যাহ স্বর্গপুরে।
হেনকালে আচম্বিতে, পুষ্পবৃষ্টি অপ্রমিত,
রথ এল ব্যাধের গোচরে॥
চাহিয়া গোবিন্দপদ, রথ আরোহিয়া ব্যাধ,
স্বর্গপুরে করিল গমন।
শ্রীমধুসূদন হরি, হৃদয়ে ভাবনা করি,
নিজ দেহ ত্যজেন তখন॥
জ্যোতির্ম্ময় নিজ অঙ্গে, প্রবেশি পরম রঙ্গে,
দেবগণে করে স্তুতিবাণী।
দুন্দুভি-নিনাদ বাজে, অপ্সরী কিন্নরী নাচে,
হুলাহুলি অমর রমণী॥
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে, পারিষদগণ সেবে
স্তুতি করে সুর মুনিগণ।
চতুর্ম্মুখে বিধিবর, পঞ্চমুখে মহেশ্বর
করপুটে করয়ে স্তবন॥
অখিল হইল দীপ্ত, ভুবন হইল তৃপ্ত
আনন্দিত যত দেবগণ।
শুনরে ভকত ভাই, স্মরণেতে মুক্তি পাই,
এড়াই শমন দরশন॥
ভক্তবশ গুণনিধি, ভক্তবাঞ্ছা করে সিদ্ধি,
নাহি আর ভক্তির সমান।
কাশীদাস বলে যদি, পার হবে ভব-নদী,
ভজ সেই দেব ভগবান॥

——

অর্জ্জুন কর্তৃক প্রভাসে রামকৃষ্ণের মৃতশরীর দর্শন ।

হস্তিনা নগরে এল দারুক সারথি ।
করযোড়ে কহে কথা ধর্ম্মরাজ প্রতি ॥
অবধান কর রাজা পাণ্ডুর নন্দন ।
কৃষ্ণ পাঠাইল মোরে তোমার সদন ॥
গোবিন্দের প্রিয়বন্ধু তোমা পঞ্চভাই ।
তোমার ভাবনা বিনা অন্য মনে নাই ॥
সে কারণে আমারে পাইলেন হেথা ।
দ্বারকা লইয়া যাব পার্থ মহারথা ॥
বহুদিন তাঁর সহ নাহি দরশন ।
সেই হেতু লইতে কহেন নারায়ণ ॥
তিলেক বিলম্ব রাজা না হয় বিচার ।
শীঘ্রগতি অর্জ্জুন করুন অগ্রসর ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি পঞ্চ সহোদর ।
দারুকেরে বসায়েন করিয়া আদর ॥
বসিয়া সুস্থির চিত্ত না হয় দারুক ।
হৃদয় দহিছে শোকে বৈসে হেঁটমুখ ॥
দারুকের চিত্ত রাজা দেখি উচাটন ।
বিস্ময় ভাবিয়া মানিছেন মনে মন ॥
এইত দারুক হয় কৃষ্ণের সারথি ।
যেই কৃষ্ণ অনাদি পুরুষ লক্ষ্মপতী ॥
তাঁহার আশ্রিত জন কি দুঃখে দুঃখিত ।
ইহার কারণ কিছু না বুঝি কিঞ্চিৎ ॥
এত চিন্তি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ।
কিহেতু দারুক এত চিত্ত উচাটন ॥
কৃষ্ণের আশ্রিত জন কিবা তব দুঃখ ।
কি দুঃখে ত্রাসিত হৈলে কহত দারুক ॥
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন শাম্ব যাদব সকল ।
কেমন আছেন অনিরুদ্ধ মহাবল ॥
কেমন আছেন সবে কহ সত্যবাণী ।
কহ দেখি কৃষ্ণের কুশলবার্ত্তা শুনি ॥
তব চিত্ত উচাটন দেখিয়া নয়নে ।
প্রাণাধিক মিত্র মম ধৈর্য্য নাহি মানে ॥
কৃষ্ণের কুশল কহ দারুক সারথি ।
কেমন আছেন প্রিয়বর যদুপতি ॥
শুনিয়া দারুক কহে যোড়করি হাত ।
সে সকল অবগত হইবে পশ্চাত ॥
ত্বরিত অর্জ্জুনে রাজা করহ বিদায় ।
বন্ধুজন দেখিতে চাহেন যদুরায় ॥
শুনি অনুমতি দেন পাণ্ডুবংশপতি ।
সুসজ্জ হইয়া পার্থ যান শীঘ্রগতি ॥
ত্বরিত গমনে পার্থ দ্বারকানগরী ।
বিস্ময় মানেন সেই দ্বারাবতী হেরি ॥
পূর্ব্বরূপ শোভা কিছু না সেখানে আর ।
শূন্যাকার পুরীখান দিনে অন্ধকার ॥
পুরেতে পুরুষ নাহি কেবল রমণী ।
চিত্র-পুত্তলিকা প্রায় আছে অনুমানি ॥
শুষ্ক ওষ্ঠ শুষ্ক মুখ শুষ্ক সর্ব্ব অঙ্গ ।
না হয় আনন্দ বাদ্য নৃত গীত রঙ্গ ॥
মনুষ্যের শব্দ নাহি দ্বারকানগরে ।
কপোত পেচক শিবা চৌদিকে বিহরে ॥
গৃধ্র কঙ্ক নানা পক্ষী উড়ে পালে পালে ।
ঘোরতর শব্দ করি উঠে বসে চালে ॥
এত সব দেখি পার্থ হইয়া চিন্তিত ।
চক্ষেতে পড়য়ে জল চিত্ত বিকলিত ॥
বসুদেব দৈবকী রোহিণী তিনজন ।
প্রাণহীন জন যেন ভূমিতে শয়ন ॥
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন-বারত্তা ।
শুষ্কতনু সবার বদনে নাহি কথা ॥
পুনঃ পুনঃ পার্থ বীর করেন জিজ্ঞাসা ॥
হরি বলি কান্দে সবে নাহি অন্য ভাষা ।
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ নাহি বলে সর্ব্বজন ॥
চিন্তান্বিত হইলেন কুন্তীর নন্দন ।
দারুক বলেন পার্থ কি কর ভাবনা ।
প্রভুরে দেখিবা যদি চল সর্ব্বজনা ॥
প্রভাসের তীরেতে আছেন দুই ভাই ।
সকল যাদবগণ আছেন তথাই ॥
এত বলি সত্বরে চলিল দুইজন ।
শূন্যময় হৈল পুরী দ্বারকা ভুবন ॥
পথ বিহরণে সবে যায় ধীরে ধীরে ।
আসিয়া মিলিল সবে প্রভাসের তীর ॥

তথায় দেখিয়া যদুকুলের সংহার।
ভূমে গড়াগড়ি যায় অঙ্গ সবাকার ॥
হাহা রবে কান্দিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
করেন বিলাপ বহু মহাশোক মন ॥
রামের শরীর দেখি প্রভাসের তীরে।
বিলাপ করেন পার্থ লুণ্ঠিত শরীরে ॥
হায় যদুকুলপতি বীর হলধর।
মুষল লাঙ্গল কেন ভূমির উপর ॥
সকল ত্যজিয়া প্রভু যোগে দিলা মন।
দুষ্ট দৈত্য বিনাশ করিবে কোন্ জন ॥
ভারাবতরণ হেতু আসি ক্ষিতিতলে।
পৃথিবীর ভার হরি যোগ আচরিলে ॥
বারেক উত্তর দেহ রেবতীরমণ।
কান্দিয়া আকুল তব বন্ধু পরিজন ॥
তবে ধনঞ্জয় যায় বৃক্ষের তলায়।
প্রাণনাথ কৃষ্ণদেহ দেখিয়া তথায় ॥
কৃষ্ণদেহ কোলে করি কান্দিছেন বীর।
পৃথিবী তিতিল তাঁর নয়নের নীর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে ॥

দৈত্যগণ কর্ত্তৃক যদুপত্নীগণ হরণ ও পাষাণ হইবার বিবরণ।

কৃষ্ণের শরীর পার্থ কোলেতে করিয়া।
বিলাপ করেন বহু কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ নাথ কৃষ্ণ ধন জন।
কৃষ্ণ বিনা পাণ্ডবের আছে কোন্ জন ॥
এতদিনে পাণ্ডবেরে বঞ্চিলেন বিধি।
কোন দোষে হারাইনু কৃষ্ণ গুণনিধি ॥
এই দ্বারাবতী আমি পূর্ব্বে আসিতাম।
আমারে পাইলে কত পাইতে বিশ্রাম ॥
সখা সখা বলি মোরে করি সম্বোধন।
ভুজ প্রসারিয়া আসি দিতে আলিঙ্গন ॥
পূর্ব্বেতে কহিলে তুমি সভার ভিতর।
কৃষ্ণার্জ্জুন এক তনু নহে ভিন্ন পর ॥
পাণ্ডুপুত্রগণ মম প্রাণের সমান।
পাণ্ডবের কার্য্যেতে বিক্রীত মম প্রাণ ॥
সলিল রক্ষিত যেন মৎস্য আদি জন।
সেইরূপ পাণ্ডব রক্ষিত নারায়ণ ॥
সারথিত্ব করিয়া সঙ্কটে কৈলে পার।
দুর্য্যোধন ভয় হৈতে করিলে উদ্ধার ॥
আমি তব সখা প্রাণসখী যাজ্ঞসেনী।
পরম বান্ধবরূপে রাখিলে আপনি ॥
পাখা যেন রক্ষা করে পাখীর জীবন।
সলিল রক্ষিত যেন জলচরগণ ॥
ওহে প্রভু যদুনাথ নাহি শুন কেনে।
কোন্ দোষে দোষী হৈনু তব ও চরণে ॥
তব প্রিয়সখা আমি সেই ধনঞ্জয়।
সখারে বিমুখ কেন হৈলে মহাশয় ॥
একবার চাও প্রভু মেলিয়া নয়ন।
সখা বলি বারেক করহ সম্বোধন ॥
বারেক দেখাও চাঁদমুখের সুহাস।
বারেক বদনচাঁদে কহ সুধাভাষ ॥
রত্ন সিংহাসন ত্যজি ভূমিতে শয়ন।
চাঁদমুখে লাগিয়াছে রবির কিরণ ॥
কোন্ মুখে যাব আমি হস্তিনানগরে।
কি বলিব গিয়া আমি রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
ভাইগণে কি বলিব দ্রৌপদীর তরে।
কেমনে ধরিবে প্রাণ ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
হায় বিধি! এতদিনে করিলে নিরাশ।
কোন্ দোষে হারাইনু মিত্র শ্রীনিবাস ॥
বিস্মরিলা সব কথা স্বীকার করিয়া।
সঙ্গে নিলে নিজ জনে পাণ্ডবে ত্যজিয়া ॥
ভাগ্যবন্ত যদুকুল পুণ্য নাহি সীমা।
ইহলোকে পরলোকে পাইলেক তোমা ॥
আমা সম হতভাগ্য পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোন্ গুণে পাব সেই কৃষ্ণপদে মতি ॥
হা কৃষ্ণ কমলাকান্ত করুণা নিদান।
তোমা বিনা দহে মম হৃদয় পরাণ ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি কোথায় বা যাব।
আর কোথা সে চাঁদবদন দেখা পাব ॥

শিরেতে হানিয়া হাত কাঁন্দি উচ্চৈঃস্বরে ।
ভূমে গড়াগড়ি যান পার্থ ধনুর্দ্ধরে ॥
দারুক সারথি বোধ করায় অর্জ্জুনে ।
স্থির হও ধনঞ্জয় শোক ত্যজ মনে ॥
অকারণে শোক কৈলে কি হইবে আর ।
আমি যাহা কহি তাহা শুন সারোদ্ধার ॥
বিধি নীতি আছে যেই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ।
আপনি সবার তুমি কর প্রেতকর্ম্ম ॥
পূর্ব্বেতে আমারে কহিলেন গদাধর ।
সর্ব্ব হৈতে বড় প্রিয় পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
যোগ আচরিয়া পরে পাইবে আমারে ।
এই কথা দারুক কহিবা পাণ্ডবেরে ॥
সে কারণে এই কর্ম্ম তোমার বিহিত ।
সবার সৎকার কর্ম্ম করিতে উচিত ॥
বহুমতে সান্ত্বনাদি করিল অর্জ্জুনে ।
সৎকার করিতে পার্থ করিলেন মনে ॥
চন্দনের কাষ্ঠ তথা করি রাশি রাশি ।
জ্বালিলেন চিতানল গগন পরশি ॥
দেবকী রোহিণী বসুদেবের সহিত ।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিল হরষিত ॥
রেবতী রামের সনে পশি হুতাশন ।
অগ্নিকার্য্য সবাকার করিল অর্জ্জুন ॥
সবাকার অগ্নিকার্য্য করি সমাপন ।
বিধিমতে করিলেন শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ॥
দারুক পুনশ্চ কয় অর্জ্জুনের প্রতি ।
অর্জ্জুন বন্ধুর কার্য্য করহ সম্প্রতি ॥
স্ত্রী গণে লইয়া যাও হস্তিনানগরে ।
প্রভুর রমণীগণ বিদিত সংসারে ॥
তোমা বিনা কার শক্তি রাখিবারে পারি ।
সমুদ্র গ্রাসিবে এই দ্বারকানগরী ॥
আজ্ঞা কর আমি বনে যাই মহাশয় ।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন ধনঞ্জয় ॥
এতেক বৃত্তান্ত পার্থে কহি মহামতি ।
দারুক চলিল যথা বনের নিবৃত্তি ॥
কৃষ্ণের রমণীগণে লইয়া সংহতি ।
গেলেন হস্তিনাপথে পার্থ মহামতি ॥

দ্বারকা গ্রাসিল আসি সমুদ্রের জল ।
প্রভুর মন্দির মাত্র জাগয়ে কেবল ॥
এক শত পঞ্চ বর্ষ শ্রীমধুসূদন ।
মর্ত্ত্যপুরে নিবসেন দ্বারকা ভুবন ॥
স্ত্রীগণে লইয়া পার্থ করেন গমন ।
হাতে ধরি গাণ্ডীব অক্ষয় শরাসন ॥
হেনকালে দৈত্যগণ আছিল কোথায় ।
কৃষ্ণের রমণীগণে দেখিবারে পায় ॥
একত্র হইয়া যুক্ত করে সর্ব্বজন ।
কৃষ্ণের রমণীগণে হরিব এখন ॥
অর্জ্জুন লইয়া যায় যতেক সুন্দরী ।
কাড়িয়া লইব হেন হৃদয়ে বিচারি ॥
পার্থে আগুলিল আর সকল রমণী ।
হস্তে ধরি স্ত্রীগণের করে টানাটানি ॥
দেখিয়া কুপিত অতি বীর ধনঞ্জয় ।
গাণ্ডীব ধরিল বীর ক্রোধে অতিশয় ॥
অগ্নিদত্ত গাণ্ডীব অক্ষয় শরাসন ।
যাহাতে করেন পার্থ ত্রৈলোক্য শাসন ॥
দেবের বাঞ্ছিত ধনু অতি মনোহর ।
খাণ্ডবদাহন কালে দিল বৈশ্বানর ॥
ধরি ধনু হেলায়, হেলায় দিত গুণ ।
এবে গুণ দিতে শক্ত নহেত অর্জ্জুন ॥
মহাভয় হৈল ধনু তুলিতে না পারি ।
কত কষ্টে গুণ দেন বহু শক্তি করি ॥
টানিতে না পারি ধনু আকর্ণ পূরিয়া ।
কিছু অল্প টানি, বাণ দিলেন ছাড়িয়া ।
মহাকোপে ছাড়িলেন বজ্রসম বাণ ।
দৈত্য অঙ্গে ঠেকি পড়ে তৃণের সমান ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ বিন্ধে প্রাণপণে ।
অবহেলে বাণ ব্যর্থ করে দৈত্যগণে ॥
এড়িল অক্ষয় অগ্নি বাণ ধনঞ্জয় ।
যত বাণ এড়িলেন সব ব্যর্থ হয় ॥
যত বিদ্যা পাইলেন দ্রোণগুরু স্থান ।
যত বিদ্যা পাইলেন অমর ভুবন ॥
এ তিন ভুবনে যারে মানে পরাজয় ।
দৈত্য সনে রণে সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয় ॥

ব্রহ্ম অস্ত্র অর্জ্জুনের হৈল পাসরণ।
বিস্ময় মানিয়া চিন্তিলেন মনে মন ॥
গাণ্ডীব ধনুক বীর ধরি দুই করে।
প্রহার করেন দৈত্যগণের উপরে ॥
ইতর মনুষ্য যেন করে ধরি বাড়ি।
দৈত্যগণ অর্জ্জুনেরে করে তাড়াতাড়ি ॥
দৈত্যগণ অর্জ্জুনেরে পরাজিয়া রণে।
স্ত্রীগণে লইয়া গেল স্বচ্ছন্দ গমনে ॥
দৈত্যগণ পরশে প্রভুর নারীগণ।
পাষাণ পুত্তলি হ'ল ত্যজিয়া জীবন ॥
পরাজয় মানি পার্থ পরম চিন্তিত।
কান্দিতে কান্দিতে যান অত্যন্ত দুঃখিত ॥
বদরিকাশ্রমে গিয়া ব্যাসের নিকটে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল করপুটে ॥
অর্জ্জুনেরে মলিন দেখিয়া অতিশয়।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে ব্যাস মহাশয় ॥
কি হেতু হইলে দুঃখী কুন্তীর নন্দন।
আজি কেন দেখি তব মলিন বদন ॥
দুষ্কর্ম্ম করিলে কিবা কহত আমারে।
পরাজয় হৈলে কিবা সংগ্রাম ভিতরে ॥
দেব-দৈত্যে হিংসিলে কি সুজনে পীড়িলে।
দুর্জ্জন সেবনে কিবা হীনতা পাইলে ॥
এত বলি আশ্বাসিয়া মুনি মহাশয়।
করে ধরি বসাইল বীর ধনঞ্জয় ॥
কান্দিয়া কহেন পার্থ মহাধনুর্দ্ধর।
কি কহিব মুনি সব তোমাতে গোচর ॥
এত দিনে পাণ্ডবেরে বিধি হৈল বাম।
গোলোকনিবাসী হ'ল কৃষ্ণ বলরাম ॥
যাঁর অনুগ্রহে আমি বিজয়ী সংসারে।
হেলায় গাণ্ডীব ধনু ধরি বাম করে ॥
যম সম বৈরীগণে না করিনু ভয়।
পরাক্রমে করিলাম তিনলোক জয় ॥
মম পরাক্রম-দেব সব জান তুমি।
এক রথে চড়িয়া জিনিনু মর্ত্ত্যভূমি ॥
সেই তূণ সেই ধনু সেই ধনঞ্জয়।
সকল নিষ্ফল হৈল শুন মহাশয় ॥
দৈত্যগণ আসি মোরে পরাজিল রণে।
কৃষ্ণের রমণী কাড়ি নিল মম স্থানে ॥
প্রভু বিনা এই গতি হইল এখন।
এ পাপ জীবনে মম নাহি প্রয়োজন ॥
বিক্রম বিজয় মোর সব দামোদর।
তাঁহার অভাবে ধরি পাপ কলেবর ॥
কহ মুনি কি উপায় করিব এখন।
কেমনে পাইব আমি শ্রীমধুসূদন ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন সঘনে বহে শ্বাস।
অর্জ্জুনেরে আশ্বাসিয়া কহিলেন ব্যাস ॥
স্থির হও ধনঞ্জয় শোক পরিহর।
আমি যাহা কহি তাহা শুন বীরবর ॥
যা কহিলে ধনঞ্জয় সব আমি জানি।
বল বুদ্ধি পরাক্রম দেব চক্রপাণি ॥
অনাদি পুরুষ তিনি ব্রহ্ম সনাতন।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি সেই নারায়ণ ॥
নির্লেপ নির্গুণ নিরঞ্জন নিরাকার।
অক্ষয় অব্যয় তিনি অনন্ত আকার ॥
জল স্থল শূন্য তিনি সকল সংসার।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে নিবাস তাঁহার ॥
আত্মপর নাহি তাঁর সব সমজ্ঞান।
কীট পক্ষী মনুষ্যাদি সকলি সমান ॥
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি পঞ্চানন।
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য তিনি পবন শমন ॥
চরাচর সর্ব্বভূতে বিশ্বে যেই জন।
পরমাত্মা রূপে ব্রহ্ম সেই সনাতন ॥
কে জানিতে পারে সেই প্রভুর মহিমা।
চারিবেদে কিঞ্চিৎ না পায় যাঁর সীমা ॥
শত কোটি কল্প যোগী ধ্যানে রাখি মন।
তবু নাহি পায় সেই প্রভু দরশন ॥
তোমরা পাইলে কত পুণ্যে সে বান্ধব।
কৃষ্ণ বিনা অন্য নাহি জান তোমা সব ॥
ভক্তির অধীন সেই প্রভু নারায়ণ।
ভক্তিযোগে পাই সেই প্রভু দরশন ॥
ত্যজিয়া মনের ধন্দ ভজ গিয়া তাঁহে।
ভক্তিরূপ ভগবান দূর হরি নহে ॥

অচিরে অর্জ্জুন সেই কৃষ্ণকে পাইবে।
প্রিয়জন স্মরণেতে সতত চিন্তিবে ॥
নিকটে থাকিতে তাঁরে যত ভক্তি ধরে।
শত কোটি ভক্তি হয় থাকিলে অন্তরে ॥
জানিয়া অর্জ্জুন তুমি স্থির কর মন।
গৃহেতে গমন কর জানিয়া কারণ ॥
পুনশ্চ বলেন পার্থ শুন মহাশয়।
এক কথা কহি, মোর খণ্ডাও বিস্ময় ॥
দৈত্য হরি লইল প্রভুর নারীগণ।
ইহার কারণ তুমি কহ তপোধন ॥
পূর্ব্বপুণ্যে কৃষ্ণ পতি পাইল স্ত্রীগণ।
সদাকাল সেবিলেক শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥
তাহা সবাকার কেন হৈল হেন গতি।
কহিবে ইহার হেতু মুনি মহামতি ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কহিলেক মুনি।
কার শক্তি হরিবেক শ্রীকৃষ্ণ-রমণী ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি শুন ধনঞ্জয়।
বিদ্যাধরীগণ ছিল ইন্দ্রের আলয় ॥
প্রভুর প্রকাশ যবে হইল অবনী।
তাহা সবাকারে আজ্ঞা কৈল পদ্মযোনি ॥
পৃথিবীমণ্ডলে জন্ম লহ গিয়া সবে।
ভাগ্য পুণ্যফলে সবে কৃষ্ণ পতি পাবে ॥
লক্ষ্মী অংশ পেয়ে হবে লক্ষ্মীর সমান।
ভক্তিতে করিবে বশ বিষ্ণু ভগবান ॥
বিধির আদেশ সর্ব্ব কন্যাগণ লৈয়া।
পৃথ্বীতে চলিল সবে হৃষ্টমতি হৈয়া ॥
স্নান করিবারে গেল পুণ্যনদী তীরে।
অষ্টাবক্র নামে মুনি তথা তপ করে ॥
ভক্তি করি কন্যাগণ প্রণতি করিল।
তুষ্ট হৈয়া মুনিবর আশীর্ব্বাদ দিল ॥
পৃথিবীতে গিয়া সবে পাবে কৃষ্ণ পতি।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে শুন গুণবতী ॥
আশীর্ব্বাদ লাভ করি চলিল রমণী।
হেনকালে জল হৈতে উঠে মহামুনি ॥
অষ্ট ঠাঁই কুব্জ বক্র খর্ব্ব কলেবর।
পদযুগ বঙ্কিম, বঙ্কিম দুই কর ॥
শ্রবণ নাসিকা চক্ষু সব বিপরীত।
দেখিয়া অপূর্ব্ব সব হইল বিস্মিত ॥
মুনিরূপ দেখি সবে উপহাস কৈল।
তাহা শুনি মুনিবর কুপিয়া কহিল ॥
আমা দেখি উপহাস কর নারীগণ।
সে কারণে শাপ দিব শুন সর্ব্বজন ॥
পৃথিবীতে গিয়া সবে কৃষ্ণে পতি পাবে।
এই অপরাধে সবে দৈত্য হরি লবে ॥
মুনির বচনে সবে কম্পিত শরীর।
নিবেদন করে তবে চরণে মুনির ॥
অবলা স্ত্রীজাতি মোরা সহজে চঞ্চলা।
ক্ষম অপরাধ মুনি দেখিয়া অবলা ॥
প্রসন্ন হইয়া কর শাপ বিমোচন।
ধর্ম্মে মতি রহু আজ্ঞা কর তপোধন ॥
তুষ্ট হ'য়ে পুনরপি মুনিবর কহে।
কহিলাম যে কথা সে কভু ব্যর্থ নহে ॥
অবশ্য হরিবে দৈত্য না হবে এড়ান।
দৈত্যের পরশে সবে হইবে পাষাণ ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমায়।
কন্যাগণে দৈত্য হরে এই অভিপ্রায় ॥
পাষাণ হইল তারা দৈত্যের পরশে।
প্রভুর রমণীগণ গেল তাঁর পাশে ॥
না ভাবিও চিত্তে দুঃখ চল নিজ ঘরে।
ভোগ অভিলাষ ত্যজি ভজহ কৃষ্ণেরে ॥
এত বলি অর্জ্জুনেরে দিলেন বিদায়।
প্রণমিয়া ধনঞ্জয় যান হস্তিনায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট যদুকুল নাশের কথা।

জন্মেজয় কহে তবে শুন তপোধন।
অতঃপর কি হইল কহ বিবরণ ॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চভাই শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগে।
কিমতে ধরিল প্রাণ এত শোক ভোগে ॥
বিশেষিয়া কহ মুনি মহাশয় মোরে।
এ তাপ খণ্ডাও মম মনের ভিতরে ॥

তব মুখে শ্রুতবাক্য সুধা হৈতে সুধা।
শ্রবণেতে আমার খণ্ডিল সব ক্ষুধা ॥
পিতামহ উপাখ্যান অপূর্ব্ব আখ্যান।
তব মুখে শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান ॥
বিখ্যাত বৈশম্পায়ন মহাতপোধন।
ব্যাস উপদেশ শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ ॥
নৃপতির বাক্য শুনি আনন্দিত মনে।
কহিতে লাগিল মুনি জন্মেজয় স্থানে ॥
মুনি বলে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
অনন্তরে শুন পিতামহের কাহিনী ॥
বসিলেন ধর্ম্মরাজ রত্ন সিংহাসনে।
শিরেতে ধরিল ছত্র পবন-নন্দনে ॥
চামর ঢুলায় দুই মদ্রবতী-সুত।
পাত্র মিত্র অমাত্য সংযুত গুণযুত ॥
সভায় বসিয়া রাজা ধর্ম্ম অবতার।
হরষিতে বসি সবে করেন বিচার ॥
হেনকালে অমঙ্গল দেখি বিপরীত।
দিবসেতে শিবাগণ ডাকে চারিভিত ॥
অন্তরীক্ষে গৃধ্রপক্ষী উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
বিপরীত শব্দ করি ঘন ডাকে কাকে ॥
বিনা মেঘে ঘোর ডাকে ভীষণ গর্জ্জন।
বিপরীত বাত বহে ভস্ম বরিষণ ॥
প্রবল প্রলয়ে যেন অগ্নি বরিরণ।
ঘোরতর শব্দে ডাকে পশু-পক্ষীগণ ॥
ঘরে ঘরে নগরে লোকের কলরব।
অন্যে অন্যে কোন্দল করয়ে লোক সব ॥
পিতাপুত্রে বিবাদ শাশুড়া বধূ সনে।
ব্রাহ্মণ সহিত দ্বন্দ্ব করে শূদ্রগণে ॥
জনকের কেশে ধরি মারয়ে তনয়।
ভাল মন্দ নাহি মুখে যাহা আসে কয় ॥
দেউল প্রাচীর ভাঙ্গে দেবের দেহর।
প্রতিমা সকল নাচে গায় মনোহর ॥
অবিশ্রান্ত ক্ষণে ক্ষণে নাচে বসুমতী।
বিবিধ উৎপাত বহু হইল অনীতি ॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
চিন্তাযুক্ত হ'য়ে মনে করেন ভাবন ॥
না জানি কি হেতু হয় এত অমঙ্গল।
মন স্থির নহে মম হৃদয় বিকল ॥
দ্বারকানগরে গেল পার্থ মহারথী।
তার ভদ্রাভদ্র কিছু না পাই বারতা ॥
না জানি কি বিরোধ করিল কার সনে।
নাহি জানি কি কর্ম্ম করিল সেইখানে ॥
কিবা পার্থ সমরে পাইল পরাজয়।
এত অমঙ্গল দেখি অকারণ নয় ॥
কিরূপে ত্বরিতে পাই পার্থের বারতা।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইয়া দেহ তথা ॥
কি কারণে আজ মম আকুল পরাণ।
বাম আঁখি নাচে এই বড় অলক্ষণ ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির করেন ভাবন।
বিষাদ করেন রাজা চিন্তাকুল মন ॥
পার্থ আইলেন তবে দ্বারকা হইতে।
হস্তিনায় প্রবেশিল কান্দিতে কান্দিতে ॥
হায় কৃষ্ণ বলিয়া কান্দেন ঘনে ঘন।
কিমতে যাইব আমি হস্তিনা ভুবন ॥
কি বলিব গিয়া আমি ধর্ম্ম নৃপবরে।
হায় প্রভু তোমা বিনা কি হবে আমারে ॥
নয়নযুগলে বারি বহে অনিবার।
শুষ্কমুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি হাহাকার ॥
গাণ্ডীব ধরিতে নাহি হইলেন ক্ষম।
কৃষ্ণের সহিত গেল বীরত্ব বিক্রম ॥
রথেতে গাণ্ডীব রাখি বীর ধনঞ্জয়।
পদব্রজে চলিলেন অতি দীন প্রায় ॥
দূরে দেখি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসেন বৃকোদরে।
এই দেখ অর্জ্জুন আসিছে কতদূরে ॥
অর্জ্জুনের রথ হেন পাই দরশন।
অর্জ্জুন আইসে মম হেন লয় মন ॥
কিহেতু এতেক ধীরে চলে রথবর।
বিষাদ গমন হেন বুঝি যে অন্তর ॥
অর্জ্জুনেরে দেখি আজি বড়ই মলিন।
কৃষ্ণবর্ণ শুষ্কমুখ যেন অতি দীন ॥
দারুক আইল পূর্ব্বে কৃষ্ণের আদেশে।
অর্জ্জুনে লইয়া গেল গোবিন্দের পাশে ॥

কতবার যায় পার্থ দ্বারকা ভুবন।
আনন্দসাগরে আসে নিজ নিকেতন॥
আজি কেন অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
কলহ করিল কিবা কাহার সহিত॥
কিম্বা কোন অপরাধ কৈল প্রভুস্থানে।
সেই দোষে কৃষ্ণ কি করিলেন ভর্ৎসনে॥
বলভদ্র সহ কিবা করিল বিবাদ।
না জানি ঘটিল আজি কেমন-বিষাদ॥
যদি পার্থ হ'য়ে থাকে কৃষ্ণের বর্জ্জিত।
সকলে নৈরাশ হ'ল পাণ্ডব নিশ্চিত॥
কৃষ্ণ বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর।
সকল সম্পদ মম চরণ তাঁহার॥
তাঁহার বর্জ্জিত হ'য়ে কে ধরিবে দেহ।
কি করিব রাজ্যধন কি করিব গেহ॥
এইমত যুধিষ্ঠির করেন চিন্তন।
নিকটে আইল পার্থ ইন্দ্রের নন্দন॥
চিত্র পুত্তলিকা প্রায় মুখে নাহি বোল।
পড়িল ধরণীতলে হইয়া বিহ্বল॥
হা কৃষ্ণ বলিয়া বীর লোটায় ধরণী।
অর্জ্জুনের নেত্রজলে ভিজিল অবনী॥
রাজা জিজ্ঞাসেন কহ কুশল সংবাদ।
পাণ্ডবের তরে কিবা হইলে প্রমাদ॥
কি দোষ করিলে তুমি কৃষ্ণের চরণে।
গোবিন্দ বর্জ্জিত কি হইলে এত দিনে॥
স্বরূপেতে বলহ কুশল সমাচার।
কি কারণে এত দুঃখ হইল তোমার॥
উঠ উঠ ধনঞ্জয় কহ বিবরণ।
কি প্রকার আছেন সে শ্রীমধুসূদন॥
কি কারণে ত্বরিত সে দারুক আইল।
ভাল মন্দ সমাচার কিছু না কহিল॥
তোমাকে লইয়া গেল দ্বারকা নগরী।
কহ তুমি কিরূপে ভেটিবে দেব হরি॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
এক লোমকূপে তাঁর বৈসে কত জন॥
কত শিব ইন্দ্র যাঁর এক লোমকূপে।
তাঁহারে সম্ভাষ তুমি করিলে কি রূপে॥
মাতুল নন্দন হেন বিচারিল মনে।
সেই দোষে কৃষ্ণ নাহি চাহিল নয়নে॥
কিবা বলভদ্র সহ কৈলে অবিনয়।
কি দোষ করিলে তুমি ভাই ধনঞ্জয়॥
চারিভিতে চারি ভাই মলিন বদন।
ধূলায় লোটায় বীর ইন্দ্রের নন্দন॥
অর্জ্জুন কহেন রাজা কি কহিব আর।
এতদিনে কৃষ্ণহীন হইল সংসার॥
পাণ্ডবের বন্ধুরূপী সেই নারায়ণ।
তাহাতে বর্জ্জিত হ'লে শুনহ রাজন॥
ব্রহ্মশাপে যদুবংশ হইলেক ক্ষয়।
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করি সবে করিল প্রলয়॥
কামদেব আদি যেই কৃষ্ণের নন্দন।
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি যতেক যদুগণ॥
পরস্পর যুদ্ধ করি হইল সংহার।
একজন যদুকুলে না রহিল আর॥
যোগে তনু ত্যজিলেন রেবতীরমণ।
নিম্ববৃক্ষ আরূঢ় ছিলেন নারায়ণ॥
ব্যাধ এক আসি বাণে বিন্ধিল চরণ।
তাহে ত্যজিলেন প্রাণ শ্রীমধুসূদন॥
পাণ্ডবকুলের নাথ দেব জনার্দ্দন।
তাঁহার বিয়োগে হ'ল সকল মরণ॥
কি করিব রাজ্যধন কি কাজ জীবনে।
সকল নিরাশ হ'ল গোবিন্দ বিহনে॥
গাণ্ডীব ধরিতে মম শক্তি নাহি আর।
দশদিক শূন্য দেখি সকলি অন্ধকার॥
মুষলপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব ঘটন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥

যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
পড়িলেন ধরণী উপর।
ভীমসেন মাদ্রীসুত, ভদ্রা কৃষ্ণা পরীক্ষিত,
লোটাইয়া ধূলায় ধূসর॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
প্রাণধন গোবিন্দ বিহনে।

হাহাকার শব্দ করি, কান্দি ধর্ম্ম অধিকারী,
পড়িলেন ভূমে অচেতন ॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
পার্থরূপ পক্ষীর জীবন।
বিবিধ সঙ্কটে ঘোরে,রক্ষা কৈলে বারে বারে,
কুরুক্ষেত্রে আদি মহারণ ॥
খাণ্ডবদাহন কালে, ইন্দ্র আদি দিকপালে,
তোমার কৃপায় হৈল জয়।
নিবাত কবচ আদি, যত দেবগণ বাদী,
একেলা বধিল ধনঞ্জয় ॥
উত্তর গোগ্রহে রণে, ভীষ্ম আদি বীরগণে,
একেশ্বর জিনিল ফাল্গুনী।
দুর্য্যোধন ভয় হৈতে,রক্ষা কৈলে কুরুক্ষেত্রে,
সারথিত্ব করিলে আপনি ॥
পূর্ব্বেতে পাশায় জিনি,সভামধ্যে যাজ্ঞসেনী,
ধরিয়া আনিল দুর্য্যোধন।
বিবস্ত্রা করিতে তারে, দুষ্ট দুঃশাসন ধরে,
বস্ত্র ধরি টানে ঘনে ঘন ॥
পঞ্চস্বামী বিদ্যমান, কিছুতে না দেখি ত্রাণ,
ডাকিল তোমার নাম ধরি ॥
অনাথের নাথ তুমি, তখনি জানিনু আমি,
রক্ষা কৈলে দ্রুপদকুমারী ॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি, আসিল দুর্ব্বাসা ঋষি,
ঘোরতর অরণ্য ভিতর।
সে সমুদ্রে পাণ্ডুসুতে, ফেলাইল কুরুনাথে,
তাহাতে রাখিলা দামোদর ॥
বিরাট নগর হৈতে, দুর্য্যোধন কুরুসুতে,
হস্তিনা আইসে দূতগণে।
তোমার মুখের বাণী, না শুনিল কুরুমণি,
ঘোরতর করিল দারুণে ॥
কৃপাসিন্ধু অবতার, সঙ্কটে করিলে পার,
বন্ধুরূপে পাণ্ডব নন্দনে।
পুনঃ আমি শোকান্তরে,অরণ্যে যাবার তরে,
সত্য চিন্তিলাম নিজ মনে ॥
প্রবোধিয়া বিধিমতে,আমারেরাখিলে তাতে,
বুঝাইয়া অশেষ প্রকার।
হায় দুঃখ বিমোচন, পাণ্ডবের প্রাণধন,
তোমা বিনা কে আছে আমার ॥
যুধিষ্ঠির নৃপবর, ধনঞ্জয় বৃকোদর,
সহ দুই মাদ্রীর নন্দন।
শোকসিন্ধু মধ্যে পড়ি, ধরণীতে গড়াগড়ি,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে ঘনে ঘন ॥
ভারত অমৃত কথা, ব্যাসের রচিত গাথা,
সর্ব্ব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনপ্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান।

রাজা বলে ভাই সব কি ভাবিছ আর।
ব্রাহ্মণে আনিয়া দেহ সকল ভাণ্ডার ॥
কৃষ্ণ বিনা গৃহবাসে নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণের উদ্দেশে যাব নিশ্চয় বচন ॥
সকল সম্পদ মম সেই জগৎপতি।
তাঁহা বিনা তিলেক উচিত নহে স্থিতি ॥
যথায় পাইব দেখা শ্রীনন্দনন্দনে।
কৃষ্ণ অনুসারে আমি যাইব আপনে ॥
বুঝিয়া রাজার মন ভাই চারিজন।
করপুট হইয়া করেন নিবেদন ॥
পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি।
তুমি যেই পথে যাবে সেই পথে গতি ॥
তোমা বিনা কে আর করিবে কোন কায।
কৃপায় সংহতি করি লহ ধর্ম্মরাজ ॥
আজন্ম তোমার পাশে নহি বিচলিত।
আমা সবা ত্যজিবারে নহে ত উচিত ॥
এত শুনি আশ্বাসেন ধর্ম্ম নরপতি।
প্রণমিয়া করপুটে কহেন পার্ষতি ॥
আমি ধর্ম্মপত্নী তব ভাই পঞ্চজনে।
আমারে ছাড়িয়া সবে যাইবে কেমনে ॥
তোমা সবা সঙ্গে আমি যাইব নিশ্চয়।
অনুগত জনেরে না ত্যজ কৃপাময় ॥
তোমার যে গতি রাজা আমার সে গতি।
অনুগত জনে রাজা করহ সংহতি ॥

শুনি আশ্বাসেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রুপদনন্দিনী হৈল হরষিত মনে॥
নানা রত্ন সবারে বিলান অপ্রমিত।
মথুরানগরে দূত পাঠান ত্বরিত॥
তথা অনিরুদ্ধসুত বজ্রনাম ধরে।
যদুবংশ শেষ মাত্র তিনি একেশ্বরে॥
যুধিষ্ঠির আশয় বুঝিয়া বজ্রবীর।
সত্বরে আইল যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
বজ্রবীরে পেয়ে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
আলিঙ্গন করি হৈল আনন্দ অপার॥
ইন্দ্রপ্রস্থপাটে তারে অভিষেক করি।
ছত্রদণ্ড অর্পিলেন ধর্ম্ম অধিকারী॥
তাহারে কহেন তবে ধর্ম্ম নৃপবর।
কৃষ্ণের প্রপৌত্র তুমি বৃষ্ণিবংশধর॥
এই ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি কর অধিকার।
হস্তিনাতে পরীক্ষিত পাবে রাজ্যভার॥
তোমার প্রপিতামহ শ্রীমধুসূদন।
করিলেন বন্ধুরূপে আমারে পালন॥
এত কহি যুধিষ্ঠির সত্বর হইয়া।
বজ্রহস্তে ইন্দ্রপ্রস্থে দেন সমর্পিয়া॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা হস্তিনা ভুবনে।
পরীক্ষিতে বসায়েন রাজ-সিংহানে॥
পঞ্চতীর্থ জল আনি করি অভিষেক।
সমর্পিয়া পাত্র মিত্র অমাত্য যতেক॥
চতুর্দ্দিকে ঘন হয় হরি হরি ধ্বনি।
হস্তিনায় পরীক্ষিত হৈল নৃপমণি॥
শুভক্ষণ করিয়া পাণ্ডব পঞ্চবীর।
পাঞ্চাল নন্দিনী সঙ্গে হইল বাহির॥
শ্রীহরি শ্রীহরি বলি ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
বিদায় দিলেন যত বন্ধু বান্ধবেরে॥
কৃপাচার্য্য গুরুপদে প্রণাম করিয়া।
ধৌম্য পুরোহিত স্থানে বিদায় হইয়া॥
চলিল পাণ্ডব সহ দ্রুপদনন্দিনী।
হৃদয়ে ভাবিয়া সেই দেব চক্রপাণি॥

প্রজালোকের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ বাক্য।

ধর্ম্ম বলিলেন শুন আমার বচন।
শোক না করহ সবে যাহ নিকেতন॥
এই পরীক্ষিত হ'ল রাজ্যেতে রাজন।
আমা সম তোমা সবে করিবে পালন॥
সংসার অসার সার নন্দের নন্দন।
মনেতে চিন্তহ সেই কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ চিন্ত কৃষ্ণ কর সার।
ভেবে দেখ কৃষ্ণ বিনা গতি নাহি আর॥
এইরূপে প্রবোধ করিয়া বহুতর।
কৃষ্ণ বলি চলিলেন পঞ্চ সহোদর॥
হেনমতে পঞ্চ ভাই যান পূর্ব্বমুখে।
হেনকালে বৈশ্বানর দেখেন সম্মুখে॥
অর্জ্জুনে চাহিয়া চলিছেন বৈশ্বানর।
আমার বচন শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
আমি হুতাশন, শুন ইন্দ্রের নন্দন।
মম হেতু করিয়াছ খাণ্ডবদাহন॥
তোমা পঞ্চ সহোদর দেব অবতার।
বিষ্ণু সহ পৃথিবীতে করিলে বিহার॥
করিলে অনেক কর্ম্ম বিনাশিলে ভার।
পরম সন্তোষ হৈল পৃথিবী অপার॥
অতঃপর কিছু আর নাহি প্রয়োজন।
স্বর্গবাসে চলিলে তোমরা পঞ্চজন॥
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
দেহত আমায় তবে এ নহে কৌতুক॥
এত শুনি পঞ্চভাই পাঞ্চালী সহিত।
প্রণিপাত করিলেন হ'য়ে হরষিত॥
গাণ্ডীব ধনুক আর তূণপূর্ণ শর।
অগ্নি বিদ্যমানে দেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
ধনুক লইয়া অগ্নি হৈল অন্তর্দ্ধান।
করপুটে পঞ্চজন করেন প্রণাম॥
তবে পূর্ব্বমুখ হ'য়ে যান ছয় জন।
বনে বনে চলিলেন ভাই পঞ্চজন॥

মুষলপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত

স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

———০○*○০———

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

পাণ্ডবগণের মেঘনাদ পর্ব্বতে আরোহণ।

বলিলেন জন্মেজয় পিতামহগণ।
কোন্ পথে স্বর্গেতে করেন আরোহণ ॥
কোন্ কোন্ পর্ব্বতে পড়িল কোন্ বীর।
স্বশরীরে কেমনে গেলেন যুধিষ্ঠির ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
ধৌম্যেরে বিদায় দিয়া পাণ্ডুর তনয় ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ক্ষান্ত করি মন।
হইলেন একান্তে গোবিন্দ-পরায়ণ ॥
পুণ্য ভাগীরথী জলে করি স্নান দান।
সূর্য্যে অর্ঘ্য দিলেন হইয়া সাবধান ॥
গঙ্গা মৃত্তিকায় অঙ্গ করিয়া ভূষিত।
শুক্লবস্ত্র পরিধান উত্তরী সহিত ॥
হরি স্মরি করিলেন গঙ্গাজল পান।
শুচি হৈয়া স্বর্গপথে করেন প্রয়াণ ॥
বহু বন পার হৈয়া অনেক পর্ব্বত।
দিবানিশি যান হরি চিন্তি অবিরত॥
কত শত মুনি ঋষি দেখি নানা স্থানে।
মেঘনাদ পর্ব্বতে গেলেন কত দিনে ॥
পরম সুন্দর গিরি সুরপুরী সম।
অনেক তপস্বী ঋষি মুনির আশ্রম ॥
পর্ব্বতে উঠিয়া রাজা দেখি জম্বুদ্বীপ।
ভয়ঙ্কর নদ নদী দেখেন সমীপ ॥
অনেক তপস্বী ঋষি আছে গিরিবরে।
পর্ব্বত-গহ্বরে কেহ বৃক্ষের কোটরে ॥
তাম্রজটা গলে পাটা তেজে গ্রহরাজ।
তপ জপ সাধে নিত্য আপনার কায ॥
মেঘবর্ণ মেঘনাদ গিরি মনোহর।
দ্বিতীয় সুমেরু সম সুন্দর শিখর ॥
অতিশয় উজ্জ্বল পর্ব্বত সুশোভন।
দানব ঈশ্বর নাম বৈসে পঞ্চানন ॥
দানব নৃপতি দেশে দানব রক্ষক।
পঞ্চজনে দেখে যেন জ্বলন্ত পাবক ॥
মনুষ্য আইল দেশে এ সব দেখিয়া।
রাজার সাক্ষাতে সবে জানাইল গিয়া ॥
পঞ্চজন নর আসে সঙ্গে এক নারী।
তব যোগ্যা হয় রাজা পরম সুন্দরী ॥
আইসে লইতে রাজ্য হেন লয় চিতে।
শুনি মেঘনাদ দৈত্য সাজিল ত্বরিতে ॥
বাহিনী সহিত সাজি আইল বাহিরে।
তিন লক্ষ কিরাত ধনুক যুড়ি তীরে ॥
দানবের রূপ যেন কন্দর্প আকার।
নীলবর্ণে সাজিয়া করিল অন্ধকার ॥

যেই পথে পঞ্চ ভাই আইসে পাণ্ডব ।
সেই পথ আগুলিয়া রহিল দানব ॥
অন্ধকার করিলেক বাণ বরিষণে ।
দেবতা বরিষে যেন আষাঢ় শ্রাবণে ॥
নানা বাণবৃষ্টি করে প্রচণ্ড কিরাত ।
পবন রুধির নাহি দেখি দীননাথ ॥
মহাসিংহনাদ করে শব্দ বিপরীত ।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ হইল বিস্মিত ॥
মেঘনাদ দৈত্য জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে ।
কে তোমরা পঞ্চজন, যাবে কোথাকারে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন দানব প্রধান ।
চন্দ্রবংশ-সমুদ্ভব পাণ্ডুর সন্তান ॥
ভ্রাতৃভেদে মম বংশ হইল সংহার ॥
অতএব স্বর্গপথে করি অগ্রসর ॥
আশীর্ব্বাদ কর রাজা তুমি পুণ্যবান ।
তোমার প্রসাদে দেখি প্রভু ভগবান ॥
তবে মেঘনাদ বলে শুন যুধিষ্ঠির ।
যুদ্ধ কর পঞ্চভাই না হও অস্থির ॥
যুদ্ধ নাহি দিয়া যদি করিবা গমন ।
যাইতে নারিবা স্বর্গে শুনহ রাজন্ ॥
আমার সহিত যুদ্ধে যদি পাও প্রাণ ।
তবে স্বর্গপুরে তুমি করহ প্রয়াণ ॥
পৃথিবীতে শুনিয়াছি সোমবংশ হ'তে ।
নিঃক্ষত্রা হইল ক্ষিতি ভীমার্জ্জুন হাতে ॥
তিন কোটি কিরাত দানব তিনকোটি ।
ভীমার্জ্জুন কর দেখি যুদ্ধ পরিপাটী ॥
দানবের বচনেতে হ'ল মনে দুঃখ ।
পঞ্চ ভাই যান, করি উত্তরেতে মুখ ॥
দেখিল পাণ্ডবগণ করিল প্রয়াণ ।
কুপিয়া দানব হ'ল অগ্নির সমান ॥
হাতে অস্ত্র করিয়া বেড়ায় চতুর্ভিত ।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী হৈল চমকিত ॥
মেঘনাদ দৈত্য বলে যাক পঞ্চ ভাই ।
ইহা সবাকার ভার্য্যা আন মম ঠাঁই ॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ কিছু না বলিল ।
দ্রৌপদীরে দৈত্যগণ ধরিয়া লইল ॥

দেখি বৃকোদর ধর্ম্মে বলে ডাক দিয়া ।
দ্রৌপদীরে দৈত্যগণ লইল ধরিয়া ॥
শুনিয়া চাহেন রাজা পাঞ্চালীর ভিতে ।
ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর নারিল সহিতে ॥
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃতযোগে বাড়ে ।
অশেষ প্রকারে দৈত্যগণে গালি পাড়ে ॥
গদা নাহি শালবৃক্ষ দেখি বিদ্যমান ।
উপাড়িল বৃক্ষবর দিয়া এক টান ॥
নাড়া দিয়া পাতা ঝাড়ি হাতে নিল ডাল ।
ক্রোধ করি ধায় বীর ক্রুদ্ধ যেন কাল ॥
প্রহার করয়ে বৃক্ষ, ডাকে হান হান ।
দেখি মেঘনাদ দৈত্য হ'ল কম্পমান ॥
ভীম বলে শুনরে কিরাত দৈত্যগণ ।
দ্রৌপদীরে ছাড়, যদি পাইবে জীবন ॥
ইহা বলি প্রহারিল দৈত্যের উপর ।
অসংখ্য কিরাত দৈত্য গেল যমঘর ॥
অবশেষে পলাইল লইয়া জীবন ।
মস্তক ভাঙ্গিল কার ভাঙ্গিল দশন ॥
দেখি মেঘনাদ বলে মনে ভয় পেয়ে ।
তুমি রাজ্য কর হেথা নরপতি হ'য়ে ॥
প্রাণ রক্ষা কর, হের লহ তব নারী ।
এত বলি দৈত্যপতি পরিহার করি ॥
দেখি চিত্তে ক্ষমা দিল বীর বৃকোদর ।
দ্রৌপদীকে ল'য়ে গেল ধর্ম্মের গোচর ॥
তুষ্ট হ'য়ে ধর্ম্মরাজ ভীমে দেন কোল ।
স্বর্গপথে যান রাজা মুখে হরিবোল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীদাস দেব কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

দানবেশ্বর শিব দর্শন ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।
চলেন উত্তরমুখে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
দানব ঈশ্বর শিব রচিত সুবর্ণে ।
নানা ধাতু বিদ্যমান শোভে প্রতি বর্ণে ॥
মস্তকে শোভিত মণি মুকুতার পাঁতি ।
অন্ধকারে দীপ্ত করে যেন দিনপতি ॥

দিব্য সরোবর তথা সুবাসিত জল।
হংস চক্রবাক শোভে প্রফুল্ল কমল ॥
তাহা দেখি পঞ্চভাই জলেতে নামিয়া।
করেন তর্পণ স্নান পিতৃ উদ্দেশিয়া ॥
স্নান করি কুণ্ড হ'তে উঠি ছয়জন।
দানব ঈশ্বরে আসি করিল পূজন ॥
কেহ স্তব করে কেহ শিব সেবা করে।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম কেহ করে লুঠি শিরে ॥
ভক্তিভাবে ভোলানাথে মাগিলেন বর।
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর ॥
এত বলি প্রণমিয়া করি জলপান।
উত্তরমুখেতে পুনঃ করিল প্রয়াণ ॥
কতদূর যাইতে দেখেন সরোবর।
জল দেখি তুষ্ট হন পঞ্চ সহোদর ॥
জল পান করি স্নিগ্ধ হন পঞ্চজন।
ত্যজিলেন মেঘনাদ পর্ব্বতের বন ॥
কেদার পর্ব্বতে তবে করি আরোহণ।
বড় সুখ পাইলেন দেখি উপবন ॥
কেদার পর্ব্বত সেই অতি সুশোভন।
যাহাতে শুনেন কর্ণে স্বর্গের বাজন ॥
পর্ব্বতে উঠিয়া ভাবিছেন হৃষীকেশ।
পৃথিবী চাহিয়া রাজা না পান উদ্দেশ ॥
অতিশয় উচ্চ গিরি বড় ভয়ঙ্কর।
লক্ষ গজ পরিমাণ বিস্তার উপর ॥
পর্ব্বতের চারি পাশে শোভে নানা বৃক্ষ।
কিন্নর গন্ধর্ব্ব কন্যা আছে লক্ষ লক্ষ ॥
জিনিয়া সাবিত্রী সতী সুন্দর কামিনী।
ভ্রমর গুঞ্জরে যেন প্রফুল্ল পদ্মিনী ॥
পাণ্ডবের রূপ দেখি মোহে নারীগণ।
কহিতে লাগিল কিছু মধুর বচন ॥
কোথা হৈতে আগমন যাবে কোথাকারে।
কিবা নাম কোন্ বর্ণ কহিবা আমারে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন চন্দ্রবংশেতে উৎপত্তি।
যুধিষ্ঠির নাম মম পাণ্ডুর সন্ততি ॥
জ্ঞাতিবধ পাতকে অস্থির মম মন।
স্বর্গে যাব কৃষ্ণ আজ্ঞা দিলেন যেমন ॥

অতএব রাজ্য ছাড়ি যাই স্বর্গপুরে।
এই পরিচয় কন্যে জানাই তোমারে ॥
এত শুনি পুনরপি বলে কন্যাগণ।
পৃথিবী ছাড়িয়া যদি আইলে রাজন ॥
কি হেতু পাইয়া দুঃখ যাহ স্বর্গপুর।
এই দেশে থাক হৈয়া রাজ্যের ঠাকুর ॥
দেখহ আমার পুরী পরম সুন্দর।
শোক রোগ ব্যাধি জরা নাহি নৃপবর ॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি শোভা আবাস উদ্যান।
কিন্নর নগরে রাজা হও মতিমান ॥
তিন লক্ষ কন্যা মোরা হব তব দাসী।
করিব চামর সেবা চারি পাশে বসি ॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলেন তখন।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় যাব অমর ভুবন ॥
দ্বাপর হইল শেষ কলি আগমন।
যদুবংশ লইয়া গেলেন নারায়ণ ॥
তাঁর দরশন বিনা রহিতে না পারি।
অতএব স্বর্গে যাব দেখিতে মুরারি ॥
করিলাম সঙ্কল্প যাবৎ প্রাণ থাকে।
না করিব রাজ্যভোগ যাব স্বর্গলোকে ॥
শুনি কন্যাগণ পুনঃ কহে যুধিষ্ঠিরে।
কেমনে যাইবে স্বর্গে মানব-শরীরে ॥
মনুষ্য দুর্গম স্বর্গ শুন নরপতি।
শরীর ত্যজিয়া সে গেলেন যদুপতি ॥
এই দেশে গঙ্গাতীরে থাকি কত কাল।
দেবদেহ পেয়ে স্বর্গে যাবে মহীপাল ॥
আমাদের সঙ্গে থাক হাস্য রঙ্গ রসে।
কতক দিবস কাল কাট অনায়াসে ॥
রাজা বলিলেন যে তোমরা মাতৃসম।
তোমা সবাকার মায়া মনেতে দুর্গম ॥
নিষ্ঠুর শুনিয়া নিবর্ত্তিল কন্যাগণ।
চলেন উত্তরমুখে পাণ্ডুর নন্দন ॥
পর্ব্বত দেখেন বীর অতি মনোহর।
বিরাজিত অর্দ্ধ অঙ্গ শঙ্করী শঙ্কর ॥
নানা রত্ন বিভূষিতা আসন গম্ভীরা।
অন্ধকার আলো করে যেন চন্দ্র তারা ॥

তাহে বিরচিত কুণ্ড ত্রিভুবন সার।
স্ফটিক সমান শুভ্র চন্দ্রের আকার॥
কুণ্ডে নামি স্নানদান করি পঞ্চজন।
দুই কুল কৌরবের করেন তর্পণ॥
স্নান করি তিনবার প্রদক্ষিণ কৈল।
মণিময় মহেশে দেখি তুষ্ট হইল॥
বিমল ঈশ্বর শিব সাক্ষাতে দেখিয়া
প্রণাম করেন সবে অঙ্গ লোটাইয়া॥
কৃমী কীট পশু পক্ষী যদি তথা মরে।
রুদ্ররূপ ধরি তারা যায় রুদ্রপুরে॥
এ সকল তত্ত্ব শুনি লোকের বদনে।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিল ছয়জনে॥
ভক্তিভাবে ভোলানাথে মাগিলেন বর।
ভূতনাথ ভূতাধীশ তুমি ভূতেশ্বর॥
কৃত্তিবাস কালীকান্ত দেহ এই বর।
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর॥
বর মাগি ছয়জন চলে তথা হৈতে।
পর্ব্বত কেদার পার হ'ল মহা শীতে॥
যাইতে উত্তরমুখে পাণ্ডুর নন্দন।
দুই জলাশয় তাহে দেখে সুশোভন॥
ধর্ম্মের নির্ম্মাণ তাতে প্রফুল্ল কমল।
হংস চক্রবাক ক্রীড়া করয়ে সকল॥
অপ্সরী কিন্নরী তথা নানা ক্রীড়া করে।
মুনিগণ তপ করে পর্ব্বত উপরে॥
খেলয়ে মর্কটগণ পেয়ে দিব্য শাখী।
বিবিধ বিধানে সুখ করে পশু পাখী॥
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তার তীরে।
জল হেতু ভীমেরে পাঠান সরোবরে॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
উত্তরমুখেতে যান পাণ্ডুর তনয়॥
যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আইসে স্বর্গপথে।
সমাচার জানি ধর্ম্ম আসিল ছলিতে॥
জলচর পক্ষী হৈয়া রন সরোবরে।
বসিলেন যুধিষ্ঠির পর্ব্বত উপরে।
পথশ্রমেতৃষ্ণাযুক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
জল হেতু চলিলেন বৃকোদর বীর॥
আজ্ঞা পেয়ে সরোবরে গেল বৃকোদর।
দেখিয়া ডাকিয়া বলে পক্ষী জলচর॥
কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য কিবা সার পথ।
কেবা সদা সুখে থাকে কহ চারি মত॥
পক্ষীর বচন ভীম না শুনিল কাণে।
শিলারূপ হইলেন জল পরশনে॥
এইরূপে অর্জ্জুন নকুল সহদেবে।
প্রশ্ন না কহিতে পারি শিলা হয় সবে॥
অবশেষে আপনি চলেন ধর্ম্ম ভূপ।
তাঁরে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসেন মায়া পক্ষীরূপ॥
কি বার্ত্তা আশ্চর্য্য পথ কেবা সদা সুখী।
জল খাবে পাছে অগ্রে কহ শুনি দেখি॥
ধর্ম্ম বলিলেন এই বার্ত্তা আমি জানি।
মাস বর্ষ রূপে কাল পাক করে প্রাণী॥
দিনে দিনে যমালয়ে যায় জীবগণ।
শেষের জীবন আশা আশ্চর্য্য লক্ষণ॥
শ্রুতি স্মৃতি আগম অশেষ ধর্ম্মপথ।
সেই পথ সার যেই সজ্জনের মত॥
ফল মূল শাক যেই খায় দিবাশেষে।
অপ্রবাসী অঋণী সে সদা সুখে বৈসে॥
এই সত্য চারি আমি জানি মহাশয়।
শুনিয়া সন্তুষ্ট ধর্ম্ম দেন পরিচয়॥
চমৎকার হৈয়া রাজা পড়িলেন পায়।
ভ্রাতৃগণে উদ্ধারিয়া আনন্দিত কায়॥
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম বলিলেন তবে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ তুমি একা স্বর্গে যাবে॥
আর সব জন পথে পড়িবে নিশ্চয়।
এত বলি ধর্ম্ম চলিলেন নিজালয়॥
ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

মেঘবর্ণ পর্ব্বতে পাণ্ডবদের গমন ও ভীমের হস্তে ভীষণা রাক্ষসীর মৃত্যু।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
গেলেন উত্তরমুখে পাণ্ডুর তনয়॥

মেঘবর্ণ নামে গিরি অতি ভয়ঙ্কর।
আরোহেণ পাণ্ডুপুত্র তাহার উপর॥
ছত্রিশ যোজন সেই পর্ব্বত প্রসর।
অতি অনুপম যেন সুমেরু শিখর॥
তথায় থাকিয়া মেঘ বর্ষে চারি মাস।
নানা শব্দে কোলাহল দেখিলে তরাস॥
সেইত পর্ব্বত রক্ষা করে দেবগণ।
পূর্ণচন্দ্র সদা তথা করে সুশোভন॥
মেঘগণ আছে তথা অতি ভয়ঙ্কর।
দিবা রাত্র নাহি জানি পর্ব্বত উপর॥
পঞ্চনারী বৈসে সুখে সুবর্ণের পুরে।
কিন্নরী জিনিয়া শোভা করে অলঙ্কারে॥
যুধিষ্ঠিরে দেখি বলে নারী পঞ্চজন।
কোথা হৈতে আসিয়াছ তুমি বিচক্ষণ॥
মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ তুমি বুঝিনু কারণে।
বহু দুঃখ পাইয়াছ হেন লয় মনে॥
নয় কোটি কন্যা লৈয়া থাক এই ভূমি।
আপন ইচ্ছায় স্বামী করিলাম আমি॥
আমার নগরে দেখ অতি রম্য পুরী।
তুমি স্বামী হইলে সেবিব কোটি নারী॥
দ্বিতীয় স্বর্গের সুখ পাইবে হেথায়।
রাজ্য কর যত দিন চন্দ্র সূর্য্য রয়॥
কন্যার বচন শুনি ধর্ম্মের তনয়।
যোড়হাতে কহিছেন অতি সবিনয়॥
সঙ্কল্প করিনু আমি সবার সাক্ষাতে।
স্বর্গপুরী যাইব দেখিব জগন্নাথে॥
কলি আগমন হয় ইহার কারণ।
স্বর্গে যাই অনুজ্ঞা দিলেন নারায়ণ॥
দয়া করি মোরে বর দেহ কন্যাগণ।
স্বর্গে গিয়া দেখি যেন বিষ্ণুর চরণ॥
এত বলি তথা হৈতে করিয়া গমন।
উত্তরমুখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন॥
হেনকালে সেই পথে ভীষণা রাক্ষসী।
মুখ মেলি পর্ব্বত-শিখরে আছে বসি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য যুড়ি কায় অতি ভয়ঙ্কর।
বদন দেখিয়া ভয় করে দিবাকর॥
বিশাল রাক্ষসী পথ আগুলিয়া রহে।
বিপুল মনুষ্য দেখি খাইবারে চাহে॥
ধর্ম্ম বলিলেন হের দেখ বৃকোদর।
মুখ মেলি খেতে চায় দুষ্ট নিশাচর॥
ভয় হয় মনে, দেখি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
চারি ক্রোশ পথ যুড়ি দীর্ঘ কলেবর॥
কিরূপে যাইব পথে করিল আটক।
দীপ্তমান তেজ যেন জলন্ত পাবক॥
দ্রৌপদীর ভয় হৈল রাক্ষসী দেখিয়া।
ভয়েতে অর্জ্জুন বীরে ধরিল চাপিয়া॥
শঙ্খপাণি নামে মুনি বৈসে সেই বনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন তাঁর স্থানে॥
কি হেতু রাক্ষসী বাস করে স্বর্গপথে।
সর্ব্বকাল আছে, কিম্বা এল কোথা হতে॥
শুনি মুনি বলিলেন বচন গভীর।
রাক্ষসীর বিবরণ শুন যুধিষ্ঠির॥
চিত্রা নামে স্বর্গপুরে আছিল অপ্সরী।
দুর্ব্বাসা মুনির শাপে হৈল নিশাচরী॥
ক্ষুধায় না থাকে এই মায়াবী রাক্ষসী।
যারে পায় তারে খায় কিবা যোগী ঋষি॥
তপস্বী সন্ন্যাসী মুনি মৃগ পক্ষী নরে।
পাইলে আনন্দ মনে সবে গ্রাস করে॥
ক্ষণেকে অপ্সরী হ'য়ে সুরে মন মোহে।
নররূপ পক্ষীরূপ ইচ্ছা হয় যাহে॥
বকাসুর নামে ছিল রাক্ষস দুরন্ত।
তাহার ভগিনী এই শুনহ তদন্ত॥
শক্তি যদি থাকে, দুষ্টে করহ সংহার।
নহে ধরি নিশাচরী করিবে আহার॥
এত শুনি বৃকোদর হৈল আগুয়ান।
দম্ভ করি কহিল রাক্ষসী বিদ্যমান॥
বকাসুর নামে যেই তোর জ্যেষ্ঠ ভাই।
তারে মারিয়াছি আমি তোরে না ডরাই॥
এত বলি মহাক্রোধে বীর বৃকোদর।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ দুই ভাঙ্গিল সত্বর॥
টান দিয়া একখান মারে রাক্ষসীরে।
মুখ মেলি রাক্ষসী গিলিল কোপভরে॥

দেখি কোপে আর শৃঙ্গ মারে বৃকোদর।
লুফিয়া রাক্ষসী ধরে পর্ব্বত শিখর ॥
রক্তাক্ষি রাক্ষসী কোপে চাহে চারিপাশে।
বড় বৃক্ষ ভাঙ্গে তার নাসার নিশ্বাসে ॥
ভীমের সাক্ষাতে শব্দ করে ভয়ঙ্কর।
দেবাসুর কম্পমান সিন্ধু ধরাধর ॥
রাক্ষসীর ঘোর শব্দ ঘন হুহুঙ্কার।
কোপে থর থর অঙ্গ পবনকুমার ॥
উপাড়িল সেই বৃক্ষ দিয়া এক টান।
পদভরে পর্ব্বত হইল কম্পবান ॥
ভীম বলে নিশাচরী দেখ এই বৃক্ষ।
বজ্রসম প্রহারে ভাঙ্গিব তোর বক্ষ ॥
এত বলি হাতে গাছ আসে বায়ুবেগে।
রাক্ষসী কাটিয়া পাড়ে দশনের আগে ॥
না মরে রাক্ষসী সেই নাহি ছাড়ে পথ।
দেখি ধর্ম্ম চিন্তিত হলেন মনোগত ॥
বীর বৃকোদর পুনঃ গোবিন্দ ভাবিয়া।
সুররাজ পর্ব্বত আনিল টান দিয়া ॥
ভীম বলে নিশাচরী শুন রে ভীষণা।
মনে না করিহ আর বাঁচিতে কামনা ॥
মুনি ঋষি খেয়ে তোর বেড়েছে বাসনা।
আজ যুদ্ধে দেখাইব যমের যাতনা ॥
এত বলি দুই হাতে পর্ব্বত ধরিয়া।
রাক্ষসীরে প্রহারিল হুঙ্কার ছাড়িয়া ॥
আইসে পর্ব্বত দেখি গগনের পথে।
লাফ দিয়া রাক্ষসী ধরিল বাম হাতে ॥
বলবতী নিশাচরী শঙ্করের বরে।
ফেলাইয়া দিল গিরি দক্ষিণ সাগরে ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হৈল ভীমবীর।
কি হবে উপায় চিন্তিলেন যুধিষ্ঠির ॥
তবে বৃকোদর বীর বিষন্ন বদনে।
ব্যাকুল হইল বীর রাক্ষসীর রণে ॥
নাহি মরে নিশাচরী নাহি ছাড়ে পথ।
মুখ মেলি গ্রাসে যেন আদিত্যের রথ ॥
মনে ভাবি ভীমসেন হইল বিস্ময়।
জনক পবনে চিন্তে সঙ্কট সময় ॥
পুত্রে পার কর পথে পিতা প্রভঞ্জন।
তোমার প্রসাদে তবে দেখি নারায়ণ ॥
এত বলি বৃকোদর ডাকিল পবনে।
ডাক দিয়া পবন বলিল ভীমসেনে ॥
শুন পুত্র বৃকোদর না হও ভাবিত।
কি কার্য্য তোমার রণে করিব বিহিত ॥
জোড়হাতে বলে ভীম বন্দিয়া চরণ।
রাক্ষসী মারিলে হয় স্বর্গ আরোহণ ॥
এই কর্ম্ম কর পিতা হর তার বল।
ঘুষিবে তোমার যশ অবনীমণ্ডল ॥
এত শুনি হাসিয়া বলিলেন পবন।
তব তেজঃ হৌক পুত্র আমার সমান ॥
বাহুবলে রাক্ষসীরে করহ সংহার।
বহু সুখে সুরপুরে কর আগুসার ॥
বৃক্ষ ল'য়ে বৃকোদর মারে মালসাট।
চালাইয়া দিল বৃক্ষ নাসিকার বাট ॥
রাক্ষসী নিস্তেজ হ'ল ভীমের প্রহারে।
লোটাইয়া পড়ে ভূমে ছটফট করে ॥
দেখিয়া হইল ভীম প্রফুল্ল অন্তর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন বুকের উপর ॥
নাসাপথে উঠে বৃক্ষ ভেদি তার মুণ্ড।
হস্ত পদ চিরিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥
আকর্ষণ করি করে উপাড়িল স্তন।
বজ্র কিলে ভাঙ্গিলেন দুপাটি দশন ॥
মস্তক ঢুকায় তার পেটের ভিতরে।
গলা চাপি ধরিয়া বধিল রাক্ষসীরে ॥
মাংসপিণ্ড সম কৈল কচ্ছপের হেন।
পূর্ব্বেতে কীচক বীর বিনাশিল যেন ॥
কুষ্মাণ্ড সমান কৈল রাক্ষসীর কায়।
মহাক্রোধে পদাঘাত মরিলেক তায় ॥
ঘোর শব্দ করিয়া মরিল নিশাচরী।
আনন্দিত বৃকোদর বিক্রমে কেশরী ॥
অন্তরীক্ষে তুলে তারে বৃক্ষে জড়াইয়া।
ঘন পাক দিয়া ফেলে ভূমে আছাড়িয়া ॥
দেবাসুর নাগ নর দেখি বিস্ময়মান।
গন্ধমাদনেরে যেন লুফে হনুমান ॥

অন্তরীক্ষে শত পাক দিয়া রাক্ষসীরে।
ফেলাইয়া দিল তারে দক্ষিণ সাগরে
ভীষণা রাক্ষসী মারি ভীম মহাবীর।
শীঘ্রগতি গেল যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

———

ভদ্রকালী পর্ব্বতে পাণ্ডবদের গমন ও হরি পর্ব্বতে দ্রৌপদীর দেহত্যাগ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
চলিল উত্তরমুখে ভাই পঞ্চজন॥
দেখিল অপূর্ব্ব এক পর্ব্বত উপর।
অতি অপরূপ শিবলিঙ্গ মনোহর॥
চন্দ্র সূর্য্য স্ফটিক জিনিয়া শুভ্রকায়।
স্তব করিলেন রাজা মহেশের পায়॥
তোমার প্রসাদে করি স্বর্গ আরোহণ।
এত বলি প্রণমিয়া করেন গমন॥
বহু কষ্টে রাক্ষস আশ্রম এড়াইয়া।
ভদ্রকালী নামে গিরি আরোহেণ গিয়া॥
দেখেন পর্ব্বতে উঠি পাণ্ডুর নন্দন।
সপ্তরথে সূর্য্য আদি গ্রহদেবগণ॥
তাহা দেখি ছয় জন হরিষ অন্তরে।
ভদ্রকালী দেবী দেখিলেন গিরি'পরে॥
প্রণাম করিয়া বর মাগেন যতনে।
এই বর দাও মাতা মাগি তব স্থানে॥
যুধিষ্ঠির কন দেবী কর মোরে দয়া।
কলিকালে জাগ্রতা থাকিবা মহামায়া॥
রাজা প্রজা অন্যায় যে করে অবিচারে।
খণ্ড খণ্ড হবে তারা তোমার খর্পরে॥
অমর নগর সম সুন্দর শোভন।
বিদ্যাধরি অপ্সরী জিনিয়া কন্যাগণ॥
লীলাবতী নামে কন্যা ভূপতি তাহাতে।
পাটে অধিকার করে পুরুষ বর্জ্জিতে॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবে দেখিয়া নিজ পুরে।
অগ্র হ'য়ে কহিলেন সবার গোচরে॥
রাজ্য নিতে এল কিবা কোন নরপতি।
আমার পর্ব্বতে এল অপরূপ গতি॥
সর্ব্বকাল এই রাজ্য মম অধিকার।
যে হউক সমরে করিব মহামার॥
এত বলি হাতে অস্ত্র ধনুক লইয়া।
যুধিষ্ঠিরে রাখিল পর্ব্বতে বসাইয়া॥
কোন' নারী জিজ্ঞাসা করলি পাণ্ডবেরে।
কেবা তুমি কোথা যাবে কেন এই পুরে॥
রাজা বলে কন্যাগণ না হও অস্থির।
পৃথিবীর রাজা আমি নাম যুধিষ্ঠির॥
কি কারণে তোমা সবে ভাব অন্য কথা।
রাজ্য দেশ লইতে না আসি আমি হেথা॥
কলি আগমন হবে পৃথিবী ভুবনে।
স্বর্গে আরোহণ মোরা করি সে কারণে॥
এত শুনি কন্যাগণ চলিল ধাইয়া।
লীলাবতী রাণীকে সংবাদ দিল গিয়া॥
শুনি লীলাবতী কন্যা ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
লক্ষ নারী সাজ করে বিবিধ বিধান॥
নানা অলঙ্কার অঙ্গে সাজন করিয়া।
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে হাসিয়া হাসিয়া॥
জিতেন্দ্রিয় রাজা তুমি মহাপুণ্যবান।
অতএব এতদূরে করিলে প্রয়াণ॥
মম ভাগ্যে আসিয়াছ আমার নগর।
আমি দাসী হব তুমি হও রাজ্যেশ্বর॥
ভদ্রকালী পর্ব্বতেতে আমি অধিকারী।
হীরা মণি মাণিক্যে মণ্ডিত মম পুরী॥
যাবৎ থাকিবা ভদ্রকালীর পর্ব্বতে।
তাবৎ থাকিব রাজা তোমার সহিতে॥
জরা মৃত্যু ব্যাধি ভয় নাহি কোন পীড়া।
স্বর্গ হ'তে এ স্থানে আনন্দ পাবে বাড়া॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে শুন লীলাবতী।
নিঃশত্রু করিয়া আমি ছাড়িলাম ক্ষিতি॥
কলি আগমনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ।
রাজ্য ত্যজি কর গিয়া স্বর্গ আরোহণ॥
করেছি সঙ্কল্প আমি মর্ত্ত্যের ভিতর।
রাজ্য না করিব, যাব অমর নগর॥

পৃষ্ঠা—৮৮৮] দ্রৌপদীর দেহত্যাগ।

অতএব ক্ষমা মোরে দাও কন্যাগণ।
সুরপুরী যাব আমি যথা নারায়ণ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির চরিত্র দেখিয়া।
পুনরপি কহে কন্যা ঈষৎ হাসিয়া॥
বুদ্ধি নাহি কিছু তব ধর্ম্মের নন্দন।
কি সুখ পাইবা স্বর্গে দেখি নারায়ণ॥
আমাদের সঙ্গে তুমি থাক নিরন্তর।
স্বর্গের অধিক ফল পাবে অতঃপর॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে।
অন্য সুখ নাহি ভাল লাগে মোর চিতে॥
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে মরি শুন কন্যাগণ।
অতএব যাব আমি অমর ভুবন॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি নারীগণ।
বাহুড়িয়া নিবর্ত্তিয়া গেল সর্ব্বজন॥
লীলাবতী কন্যা গেল পেয়ে মনোদুঃখ।
পঞ্চ ভাই চলিলেন উত্তরাভিমুখ॥
কত দূরে দেখিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
ভদ্রেশ্বর নামে লিঙ্গ অতি সুশোভন॥
ত্রৈলোক্য বিখ্যাত শিব অতি মনোহর।
নানা রত্নে বিরচিত প্রবাল প্রস্তর॥
তাহা দেখি পাণ্ডবের হরষিত মন।
পঞ্চ ভাই করিলেন প্রণাম স্তবন॥
স্নানদান করি সবে ফল পুষ্প লৈয়া।
পূজা করি স্তব করে চৌদিক বেড়িয়া॥
বর মাগিলেন অতি মনের কৌতুকে।
করিলেন যাত্রা সবে উত্তরাভিমুখে॥
হরিনাম পর্ব্বতে করেন আরোহণ।
দেখেন পর্ব্বতে মণি মাণিক্য রতন॥
ঐরাবত নামে হস্তী ফিরে পালে পালে।
দেব যক্ষ মরে, অঙ্গ হিমেতে ভেদিলে॥
মহাহিমে শীত ভেদি যায় কত দূর।
পাছে পড়ি দ্রৌপদীর অঙ্গ হৈল চূর॥
বিষম দারুণ হিমে শীর্ণ কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে পর্ব্বত উপর॥
অন্তকাল জানি দেবী চিন্তে নারায়ণ।
স্বামীগণ মুখ চাহি ত্যজিল জীবন॥
পাঞ্চালীর পতন পর্ব্বত হরিনামে।
অগ্রগামী রাজা না জানেন কোন ক্রমে॥
পাছে বৃকোদর পার্থ দেখি বিপরীত।
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠিরে বলেন ত্বরিত॥
পাঞ্চালী পড়িয়া পথে ত্যজিল শরীর।
শুনি তবে আকুল হৈলেন যুধিষ্ঠির॥
মহাভারতের কথা রচিলেন ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

দ্রৌপদীর শোকে পাণ্ডবদের বিলাপ।

যুধিষ্ঠির নৃপমণি, কোলে লৈয়া যাজ্ঞসেনী,
কান্দিছেন সকরুণ ভাষে।
শোক দুঃখে অচেতন, আর ভাই চারিজন,
অশ্রুমুখে বৈসে চারিপাশে॥
দ্রৌপদীর মুখ চেয়ে, কান্দিছেন বিলাপিয়ে,
কোথা গেলে দ্রুপদনন্দিনী।
অজ্ঞাতে তোমার তরে, বধিনু কীচক বীরে,
তুমি পাণ্ডবের ধন মানি॥
যেকালে দ্রুপদরাজে, পণ কৈল সভামাঝে,
রাধাচক্র বিন্ধিতে যে পারে।
অযোনিসম্ভবা কন্যা, ত্রিভুবনে সেই ধন্যা,
সম্প্রদান করিবে তাহারে॥
প্রতিজ্ঞা বচন শুনি, এক লক্ষ নৃপমণি,
হুড়াহুড়ি বিন্ধিবার তরে।
দুর্জ্জয় ধনুক ধরে, গুণ দিতে নাহি পারে,
তবু বাঞ্ছা পাইতে তোমারে॥
রক্ত উঠে কার মুখে, কার হস্ত ঘাড় বাঁকে,
না পারিয়া ক্ষমা দিল সবে।
চারিবর্ণে যে বিন্ধিবে, তারে রাজকন্যা দিবে,
দ্রুপদ কহিল ডাকি তবে॥
তোমা জিনি পঞ্চ ভাই, গেলাম জননী ঠাঁই,
ভিক্ষা বলি মায়ে বলা গেল।
না দেখিয়া না শুনিয়া, জননী হরিষ হৈয়া,
বাটি খাও পঞ্চজনে কৈল॥
আজ্ঞা দিল মুনিগণে, বিভা কৈনু পঞ্চজনে,
লক্ষ্মীরূপা সুন্দরী পাঞ্চালী।

দ্বাদশ বৎসর ব'নে, তুষিলে ব্রাহ্মণগণে,
পর্ব্বতে পড়িলে অঙ্গ ঢালি ॥
মর্ত্ত্যে করিলাম পাপ, তেঁই এত পাইতাপ,
কেন তুমি পড়িলে পর্ব্বতে।
কেমনে যাইব পথে, কান্দেন ভূপতি চিতে,
নাহি কেহ প্রবোধ করিতে ॥
কান্দি ভীম ধনঞ্জয়, যমজ সোদরদ্বয়,
শোকাকুল করে হাহাকার।
বিস্তর বিলাপ করি, বলে পুনঃ হরি হরি,
অগ্রে হৈল মরণ তোমার ॥
আমাদের সঙ্গ ছাড়ি; পর্ব্বতে রহিলা পড়ি,
তোমা এড়ি যাইব কিমতে।
এতেক ভাবিয়া সবে, কিছু শান্ত হৈয়া তবে,
প্রিয়বাক্য কহে ধর্ম্মসুতে ॥
এই হেতু দেশে পূর্ব্বে, রহিতে বলিতে সর্ব্বে,
দৃঢ় করি না ছাড়িলে সঙ্গ।
তোমা হেন নারী বিনে, শূন্যদেখি রাত্রিদিনে,
বিধাতা করিল সুখ ভঙ্গ ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
হয় দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের প্রশ্ন।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
তবে কতক্ষণে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
দ্রৌপদীরে বেড়িয়া বৈসেন পঞ্চজন।
ধর্ম্মরাজ বলিলেন গদগদ বচন ॥
তোমার বিচ্ছেদ প্রাণে সহিতে না পারি।
হায় প্রিয়ে মোরে ছাড়ি গেলে কোন পুরী ॥
পড়িয়া রহিলে কেন পর্ব্বত উপরে।
তোমার শয়নে মম পরাণ বিদরে।
উত্তর না দেহ কেন স্বামী পঞ্চজনে।
সঙ্গ ছাড়ি কেমনে রহিলে মহাবনে ॥
কপট পাশায় আমি করিলাম পণ।
তব অপমান কৈল দুষ্ট দুঃশাসন ॥
তোমার কারণে ভীম প্রতিজ্ঞা করিল।
দুঃশাসনের বক্ষ চিরি রক্তপান কৈল ॥
উরু ভাঙ্গি মারিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
নিঃক্ষত্রা হইল ক্ষিতি তোমার কারণ ॥
তোমা হেতু জয়দ্রথ পায় অপমান।
গোবিন্দের প্রিয় তুমি পাণ্ডবের প্রাণ ॥
তোমার বিহনে দিনে দেখি অন্ধকার।
এত শুনি কান্দে রাজা চক্ষে জলধার ॥
বৃকোদর বলিলেন ধর্ম্ম নৃপমণি।
কোন্‌পাপে পর্ব্বতে পড়িল যাজ্ঞসেনী ॥
পতিব্রতা হৈয়া স্বর্গে নাহি গেলে কেনে।
এত শুনি শ্রীধর্ম্ম বলেন ভীমসেনে ॥
দ্রৌপদীর পাপ শুন কহি যে তোমারে।
আমা হৈতে বড় স্নেহ ছিল পার্থ বীরে ॥
এই পাপে দ্রৌপদী রহিল এই ঠাঁই।
জানাই বৃত্তান্ত শুন বৃকোদর ভাই ॥
জ্ঞাতিবধ পাপে সদা জ্বলিছে আগুনি।
ঘৃতাহুতি তাহাতে হৈল যাজ্ঞসেনী ॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কর্ণপথে পান কৈলে খণ্ডে মনক্ষুধা ॥
কাশীরাম দাস প্রভু নীল শৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজানুজ সম্মুখে গরুড় ॥

পাণ্ডবদের বদরিকাশ্রমে গমন ও সহদেবের মৃত্যু ও যুধিষ্ঠিরের শোক।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
দ্রৌপদীরে তেয়াগিয়া পাণ্ডুর তনয় ॥
শোক মোহ কাম ক্রোধ লোভ আদি ছাড়ি।
পঞ্চ ভাই গঙ্গাতীরে যান স্বর্গপুরী ॥
যাইতে উত্তরমুখে পাণ্ডুর নন্দন।
তাম্রচূড় গিরি করিলেন আরোহণ ॥
পর্ব্বত দেখিয়া সুখী পাণ্ডুর তনয়।
শঙ্খনাদে পূরিল সর্ব্বত্র জয় জয় ॥
আকাশ পরশে চূড়া অতি ভয়ঙ্কর।
সপ্ত অশ্ব রথে যায় দেবতা ভাস্কর ॥

কালচক্র ফিরে সদা আপনার কাছে।
বৃক্ষ লতা নাহি তথা ভাস্করের তেজে॥
পাপিষ্ঠ পরাণী যদি তথা গতি করে।
আরোহণ মাত্রে সেইক্ষণে পুড়ে মরে॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন ভাই পঞ্চজন।
কালাগ্নি রুদ্রের পুরী ভয়ঙ্কর বন॥
অতিশয় প্রচণ্ড প্রতাপ তেজ তাঁর।
নিকটে যাইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
আছেন ঈশ্বর তথা দশমূর্ত্তি ধরি।
দ্বারে থাকি পঞ্চ ভাই নমস্কার করি॥
স্তব করি বর পেয়ে করিল গমন।
ক্রৌঞ্চ নামে পর্ব্বতে করিল আরোহণ॥
ক্রৌঞ্চের নির্ম্মাণ পুরী অতিশয় শোভা।
ইন্দ্রের খাণ্ডব জিনি কনকের প্রভা॥
স্বর্গ হৈতে নামে তাতে গঙ্গা সরস্বতী।
হংস চক্রবাক জলে চরে হৃষ্টমতি॥
সুবর্ণের পাখা পক্ষী আছে বহুতর।
জল স্থল আবাস উদ্যান মনোহর॥
নির্ম্মল উজ্জ্বল জল স্ফটিক আকার।
তীরে তপ করে মুনি জ্ঞান অনুসার॥
দেখিয়া হরিষ বড় পাণ্ডু-পুত্রগণ।
স্বর্ণের মণ্ডপ তথা দেখি বিচক্ষণ॥
অতি অপরূপ পুরী প্রাসাদ মন্দির।
অন্ধকারে আলো করে জিনিয়া মিহির॥
পুষ্করাক্ষ নামে শিব মণ্ডপ ভিতর।
তাঁর পূজা করে দেব দানব-ঈশ্বর॥
কিন্নরের রাজপুরী অতি অনুপম।
স্থাপিয়াছে দেব-দেব মহাদেব নাম॥
বীণা বংশী বাজে কেহ গায় শিবগীত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ সবে আনন্দিত॥
চারিপাশে স্তুতি করে নাচয়ে নর্ত্তনী।
অন্য জাতি নারী নাহি সকল ব্রাহ্মণী॥
কেহ গন্ধ চুয়া দেয় পুষ্প পারিজাত।
বিল্বপত্রে গালবাদ্যে পূজে বিশ্বনাথ॥
স্তবপাঠ করে কেহ শিবের সাক্ষাতে।
একপদে স্তব কেহ করে যোড়হাতে॥

সেবিলে সকল পাপ হয় তার ক্ষয়।
অনেক তপস্বী ঋষি করয়ে আশ্রয়॥
নিরবধি সবে সেবে শিবের চরণ।
অন্তরীক্ষে আছে কেহ যোগপরায়ণ॥
দেখি পঞ্চভাই করিলেন স্নানদান।
লোভ মোহ ছাড়িয়া পাইল দিব্যজ্ঞান॥
স্নান করি পাণ্ডব হইল কুতূহলী।
পিতৃলোকে উদ্দেশিয়া দেন জলাঞ্জলি॥
প্রবেশ করেন সবে মণ্ডপ ভিতরে।
বিবিমতে পঞ্চভাই পূজিল শঙ্করে॥
করযোড়ে প্রভু রুদ্রে মাগিলেন বর।
পুনঃ জন্ম নাহি হয় মর্ত্ত্যের ভিতর॥
এত বলি প্রণমিয়া যান তথা হৈতে।
দেবপুষ্প পড়ে আসি ভূপতির মাথে॥
দেখিয়া তপস্বিগণ প্রফুল্ল অন্তরে।
আদর করিল বড় রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
এই তীর্থে থাক রাজা মোসবার সঙ্গে।
কোথাকারে কোন্ হেতু যাবে কোন্ ভাগে॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন হাসিয়া।
নিষ্কণ্টক নিজ রাজ্য, সকলি ত্যজিয়া॥
সঙ্কল্প করেছি আমি মর্ত্ত্যের ভিতর।
স্বর্গপুরে যাইব দেখিব দামোদর॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে সব মুনিগণ।
স্বর্গে গিয়া দেখি যেন দেব নারায়ণ॥
এত শুনি বলে তারে ক্রৌঞ্চ মুনিবর।
তব তুল্য রাজা নাহি অবনী ভিতর॥
সমস্ত ত্যজিয়া যাহ স্বর্গের বসতি।
দেখিয়া গোবিন্দ-পদ পাবে দিব্যগতি॥
তাঁরে নমস্কার করি ধর্ম্মের নন্দন।
উত্তরমুখেতে যাত্রা করেন তখন॥
বদরিকাশ্রমে দেখি জাহ্নবীর কূলে।
বদরিক বৃক্ষ তথা শোভে ফল ফুলে॥
অমৃত জিনিয়া স্বাদু পিক নাদে ডালে।
জরা মৃত্যু ভয় নাহি তথায় থাকিলে॥
দুর্ব্বাসার বরে বৃক্ষ অক্ষয় অব্যয়।
নানা বর্ণে নানা স্থল দিব্য দেবালয়॥

করয়ে তপস্যা তীরে কত শত মুনি।
তরঙ্গ নির্ম্মল বহে গঙ্গা মন্দাকিনী॥
দুর্ব্বাসা গৌতম ভরদ্বাজ পরাশর।
অশ্বত্থামা আঙ্গিরস আর সোমেশ্বর॥
ঋষিগণ বলে তবে রাজাকে দেখিয়া।
হেথায় থাকহ রাজা আমা সবা লৈয়া॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব এথা আছে শত শত।
পঞ্চভাই থাক সুখে সবার সহিত।
অশ্বত্থামা আসিয়া মিলিল পঞ্চজনে।
পূর্ব্ব শোক স্মরিয়া কান্দয়ে দুঃখমনে॥
অশ্বত্থামা বলে থাক বদরিকাশ্রমে।
পাপ মুক্ত হৈয়া, হরি পাবে পরিণামে॥
এতেক শুনিয়া বলিলেন যুধিষ্ঠির।
না করিব স্থিতি মোরা থাকিতে শরীর॥
সঙ্কল্প করিনু আমি কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
যাইব অমরপুরে সুমেরু পর্ব্বতে॥
সঙ্কল্প লঙ্ঘিলে হয় ব্রহ্মবধ ভয়।
অতএব কহি শুন তপস্বী-তনয়॥
যে হোক সে হোক, থাকে যায় বা জীবন।
যাইব বৈকুণ্ঠপুরী যথা নারায়ণ॥
অশ্বত্থামা বলে কোথা দ্রুপদ-নন্দিনী।
যুধিষ্ঠির কহিলেন ত্যজিল পরাণী॥
শুনি হাহাকার করি কান্দে দ্রোণসুত।
হাহা কৃষ্ণা সুবদনী রূপ গুণযুত॥
তবে গুরুপুত্রে বন্দিলেন সর্ব্বজন।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন॥
কতদূরে গঙ্গাতীরে দেখে নৃপবর।
পর্ব্বত রৈবত নামে অতি মনোহর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য দুর্ল্লভ বিচিত্র উপবন।
অরোহেণ সে পর্ব্বতে ভাই পঞ্চজন॥
রেবা নাম্নে পুণ্য নদী পর্ব্বত উপর।
অতি সুনির্ম্মল জল শোভে মনোহর॥
তীরে রেবানাথ বিষ্ণুমূর্ত্তি চতুর্ভুজ।
প্রণমেন যুধিষ্ঠির সহিত অনুজ॥
মণি মরকত পুরী অতি শোভা করে।
চৌরশী যোজন তার উপরে বিস্তারে॥
বৃক্ষে অন্ধকার নাহি জানি দিবারাতি।
তিন লক্ষ কিরাত কুৎসিত মূর্ত্তি অতি॥
নানাবর্ণে অস্ত্র ধরে প্রচণ্ড কিরণ।
মণি রত্নে বিভূষিত লোহিত বরণ॥
পিষ্কন গাছের ছাল তাম্রবর্ণ কেশ।
কর্ণে রামকড়ি সাজে ভয়ঙ্কর বেশ॥
কেহ মালসাট মারে কেহ দেয় লম্ফ।
কেহ অন্তরীক্ষে কেহ জলে দেয় ঝম্ফ॥
বাণ বৃষ্টি করিয়া করিল অন্ধকার।
ভাবেন না দেখি পথ পাণ্ডুর কুমার॥
মহাহিমে কাঁপে তনু পায়ে বাজে শীলা।
বিষণ্ণ হইয়া তবে ভাবিতে লাগিলা॥
তিন লক্ষ কিরাত করিল বানবৃষ্টি।
প্রলয়কালেতে যেন সংহারিতে সৃষ্টি॥
সাত্যবাদী পাণ্ডুপুত্র গোবিন্দ সহায়।
একগুটি বাণ তার না লাগিল গায়॥
দেখিয়া কিরাতগণ অদ্ভুত মানিল।
এড়িয়া ধনুক বাণ নমস্কার কৈল॥
জিজ্ঞাসিল তোমা সবে কোন মহাজন।
কিবা নাম কোথা ধাম কোথায় গমন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন পরিচয়।
চন্দ্রবংশে জন্ম মম পাণ্ডুর তনয়॥
দ্বাপর হইল শেষ কলি আগমন।
স্বর্গপুরে যাই মোরা তথির কারণ॥
রাজার বচনে বলে কিরাত প্রধান।
এই দেশে রাজা হও তুমি পুণ্যবান॥
স্বর্গসুখ পাবে তুমি এস্থানে রাজন।
নিরন্তর তোমারে সেবিবে দেবগণ॥
তা সবারে মৃদুভাষে বিদায় করিয়া।
স্বর্গপথে যান রাজা গোবিন্দ স্মরিয়া॥
যাইতে পর্ব্বত মধ্যে দেখেন রাজন।
করয়ে শিবের সেবা কিরাত ব্রাহ্মণ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া ভাবিলেন মনে মন।
বর মাগি লইল শঙ্করে পঞ্চজন॥
মহাশীতে হিমে ভেদি যান কতদূর।
সহদেব বীর পড়ি অঙ্গ হৈল চুর॥

অন্তকাল জানিয়া চিন্তিল নারায়ণ।
অবাক হইয়া পড়ি ছাড়িল জীবন ॥
যুধিষ্ঠিরে শুনাইল বৃকোদর ধীর।
পর্ব্বতে ত্যজিল প্রাণ সহদেব বীর ॥
পড়িল কনিষ্ঠ ভাই শুনহ রাজন।
দেখি শোকে কান্দিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
কোথাকারে গেল ভাই পরাণ আমার।
জ্যোতিষ শাস্ত্রের গুরু বুদ্ধির আধার ॥
আমাদিকে ছাড়ি ভাই গেলে কোথাকারে।
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি জিজ্ঞাসিব কারে ॥
পরম পণ্ডিত ভাই মন্ত্রী চূড়ামণি।
যার বুদ্ধে রাজ্য পাই কুরুগণে জিনি ॥
এত বলি পড়িলেন আছাড় খাইয়া।
হায় সহদেব বলি ভূমে লোটাইয়া ॥
ভারত সমরে জয় কৈলা কুরুগণে।
শকুনিরে সংহারিলা সবা বিদ্যমানে ॥
দিগ্বিজয় করিয়া করিলে মহাক্রতু।
মোরে এড়ি পর্ব্বতে পড়িলা কোন হেতু ॥
বিষম সঙ্কটে বনে পাইয়াছ ত্রাণ।
পর্ব্বতে পড়িয়া ভাই হারাইলে প্রাণ ॥
জননী কুন্তীর তুমি বড় প্রিয়তর।
হেন ভাই পর্ব্বতে রহিলা একেশ্বর ॥
ধবল পর্ব্বতে কৃষ্ণা কৃষ্ণ বিষ্ণুলোকে।
কে জানিবে মম দুঃখ কহিব কাহাকে ॥
দশদিক অন্ধকার দেখেন নয়নে।
স্থিরচিত্ত নৃপতির হৈল কতক্ষণে ॥
ভীম জিজ্ঞাসেন রাজা কহিবে আমাতে।
কোন পাপে সহদেব পড়িল পর্ব্বতে ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে শুন সাবধান।
সহদেব জ্ঞাত ভূত ভাবি বর্ত্তমান ॥
পাশাতে আমারে আহ্বানিল দুর্য্যোধন।
বিদ্যমান ছিল ভাই মাদ্রীর নন্দন ॥
হারিব জিনিব সেই ভাল তাহা জানে।
জানিয়া আমারে না করিল নিবারণে ॥
বারণাবতেতে যবে দিল পাঠাইয়া।
আমাদিগে কপটে মারিতে পোড়াইয়া ॥
জানিয়া না বলিলেক কুলের বিনাশ।
অধর্ম্ম হইল তেঁই পাপের প্রকাশ ॥
এই পাপে যাইতে নারিল স্বর্গপুরে।
শুন বৃকোদর ভাই জানাই তোমারে ॥
এত বলি যান রাজা করিয়া ক্রন্দন।
ভীমার্জ্জুন নকুল পশ্চাতে তিনজন ॥
পথমধ্যে সরোবর দেখি বিদ্যমান।
যুধিষ্ঠির তা'তে করিলেন স্নানদান ॥
দেব ঋষি পিতৃলোকে করিয়া তর্পণ।
শুচি হৈয়া করিলেন স্বর্গ আরোহণ ॥
সহদেব দ্রৌপদী চলিল স্বর্গপুরে।
ভেটিল গোবিন্দে অতি সানন্দ অন্তরে ॥
জ্ঞাতি গোত্রগণ সঙ্গে হইল মিলন।
যুধিষ্ঠির পথ চাহি আছে সর্ব্বজন ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস ॥

চন্দ্রকালী পর্ব্বতে নকুলের ও নন্দিঘোষ পর্ব্বতে অর্জ্জুনের দেহত্যাগ।

মুনি বলে কহি শুন নৃপ জন্মেজয়।
চলিল উত্তরমুখে পাণ্ডুর তনয় ॥
যাইতে উত্তরমুখে দেখেন রাজন।
সরোবর তীরে লিঙ্গ অতি সুশোভন ॥
গঙ্গার সদৃশ দেখি সুনির্ম্মল জল।
কোকনদ প্রফুল্ল সহস্র শতদল ॥
সরোবর আছে শত যোজন বিস্তার।
জল দেখি নৃপতির আনন্দ অপার ॥
মৃগ পক্ষী হংস চক্র বিহরে বিস্তর।
ভ্রমর ঝঙ্কারে বনে জলে জলচর ॥
অপরূপ দেবের দুর্ল্লভ সেই স্থান।
বসন্তে পবন মত্ত কোকিলের গান ॥
পদ্মে আচ্ছাদিত সব নাহি দেখি নীর।
নিত্য স্নান হয় যাতে সদা ইন্দ্রাণীর ॥
সেই সরোবরে স্নান করি চারিজন।
শোক দুঃখ ছাড়ি কিছু স্থির হৈল মন ॥

তাহার পশ্চিমে গিরি চন্দ্রকালী নাম।
স্ফটিক নির্ম্মল দীপ্ত চন্দ্রের সমান॥
ভুবনের সার সে পর্ব্বত সুশোভন।
তাহাতে পাণ্ডব করিল অরোহণ॥
হিমে অঙ্গ জ্বর জ্বর গিয়া হিমালয়।
তাহে উঠি পাণ্ডব করেন জয় জয়॥
ধীরে ধীরে যান হিমে পদ নাহি চলে।
ঋষি মুনি তপস্বী দেখেন গঙ্গাকূলে॥
ষোড়শ সহস্র লিঙ্গ দেখি পঞ্চানন।
ভক্তিভাবে প্রণাম করেন চারিজন॥
বিচিত্র মণ্ডপ নানা দেবের আবাস।
ঋষি মুনি জপ তপ করে চারি পাশ॥
নৃসিংহের মূর্ত্তি দেখি পর্ব্বত উপরে।
দেবকন্যাগণ তাতে নিত্য পূজা করে॥
চারি ভাই প্রণাম করেন তাঁর পায়।
নৃসিংহ উদ্ধার কর ঘন বলে রায়॥
হিরণ্যকশিপু মারি রাখিলা প্রহ্লাদ।
স্বর্গপথে পাণ্ডবে রাখিবা অপ্রমাদ॥
অভয় নৃসিংহ নাম যে করে স্মরণ।
জলে স্থলে ভয় তার নাহি কদাচন॥
এত বলি বর মাগি নৃসিংহের ঠাঁই।
বিষাদ সন্তাপ তাপে যান চারি ভাই॥
কতদূরে দেখিলেন গিরি মনোহর।
নানা ধাতু বিরচিত প্রবাল পাথর॥
পশ্চাৎ করিয়া গিরি চলেন উত্তরে।
হিমেতে মন্থর পদ চলিতে না পারে॥
নকুলের অঙ্গে পড়ে শোণিত বহিয়া।
পর্ব্বতে পড়িল বীর আছাড় খাইয়া॥
গোবিন্দ চিন্তিয়া চিত্তে ত্যজিল পরাণ।
স্বর্গপুরে প্রবেশিল কৃষ্ণ বিদ্যমান॥
ধর্ম্মেরে কহিল তবে ভীম মহামতি।
পড়িল নকুল বীর শুন নরপতি॥
পাছে দেখি ধর্ম্মরাজ ভাবিলেন চিতে।
ছয় জন মধ্যে তিন রহিল পর্ব্বতে॥
তিনলোকে দুর্জ্জয় নকুল মহাবীর।
যাহার সংগ্রামে দেবাসুর নহে স্থির॥
হেন ভাই পড়ে মম পর্ব্বত উপরে।
কোন সুখে কি বলিয়া যাব স্বর্গপুরে॥
তাপের উপরে তাপ শোকে মহাশোক।
কাহারে কহিব দুঃখ হরি পরলোক॥
যাম্যদিক যেই ভাই জিনিল সকলে।
যজ্ঞ করিবার কালে ধন আনি দিলে॥
স্বর্গ নাহি গেলা ভাই পড়িলে পর্ব্বতে।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিব কিমতে॥
কান্দি জিজ্ঞাসেন ভীম নৃপতির স্থানে।
কোন পাপে নকুল পড়িল এইখানে॥
যুধিষ্ঠির কন শুন ভাই, বৃকোদর।
কুরুক্ষেত্রে হয় যবে ভারত সমর॥
কর্ণের সমর হৈল আমার সহিতে।
সেই কালে নকুল আছিল মম ভিতে॥
কর্ণের সংগ্রামে যবে মম বল টুটে।
সহায় না হৈল সেই বিষম সঙ্কটে॥
যুদ্ধ না করিল ভাই আমার রক্ষণে।
এই পাপে পর্ব্বতে পড়িল পরিণামে॥
কতদূরে মহা হিমে যান তিন জন।
নন্দীঘোষ গিরি করিলেন আরোহণ॥
পদ্মরাগে বিরাজিত গিরি মনোহর।
নানা জাতি নর নারী পরম সুন্দর॥
মণি বিভূষিত যত দেবের বসতি।
সে বনেতে অক্ষয় অব্যয় হয় গতি॥
তিন ভাই করি তথা গোবিন্দ-পূজন।
যোড়হাতে করিলেন কৃষ্ণের স্তবন॥
ভক্তিভাবে স্তুতি করে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।
জলপান ক'রে যান হ'য়ে কুতূহলী॥
ভয়ঙ্কর নন্দীঘোষ পর্ব্বত বিশাল।
হিমাগমে মহাশীত বহে সর্ব্বকাল॥
পশু পক্ষী গাছ লতা নাহি সেই দেশে।
হিমের প্রতাপে নাশ হ'য়েছে বিশেষে॥
হিম ভেদি অর্জ্জুনের হরিল যে জ্ঞান।
গোবিন্দ ভাবিয়া চিত্তে ত্যজিলেন প্রাণ॥
দেবাসুরে দুর্জ্জয় সে পার্থ মহাবীর।
পতনে পর্ব্বতে কম্প পৃথিবী অস্থির॥

উল্কাপাত ঘোর বহে প্রলয়ের ঝড়।
ভল্লুকাদি বরাহ গণ্ডার আদি ঘোড় ॥
ভীমসেন বলে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
পর্ব্বতে পড়িয়া পার্থ ত্যজিল জীবন ॥
যার পরাক্রমে যক্ষ নর নহে স্থির।
হেন ভাই পড়ে শুন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
প্রাণ দিল নন্দীঘোষ পর্ব্বত উপরে।
এত বলি বৃকোদর কান্দে হাহাকারে ॥
চমৎকার চিত্ত হৈয়া চান ধর্ম্মরাজ।
না চলে চরণ চক্ষে নাহি দেখে কাজ ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥

—

যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

ভীমের বচন শুনি, শোকে ধর্ম্ম নৃপমণি,
কান্দিছেন বিলাপ করিয়া।
হাহাকার ঘন মুখে, চাপড় মারিয়া বুকে,
পর্ব্বতে পড়েন লোটাইয়া ॥
হায় পার্থ মহাবল, পাণ্ডবের বুদ্ধি বল,
পর্ব্বতে পড়িলা কি কারণে।
স্বর্গপুরে আরোহণ, না হইল বিচক্ষণ,
প্রাণ দিব তোমার বিহনে ॥
ত্রিভুবন কৈলে জয়, মহাবীর ধনঞ্জয়,
নররূপে বিষ্ণু অবতার।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, কৌরববাহিনী জিনি
মোরে দিলা রাজ্য অধিকার ॥
রাজসূয় যজ্ঞকালে, জিনি নিজ বাহুবলে,
করিলা উত্তর দিক জয়।
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা নিয়া, সুরাসুর পুরী গিয়া,
নিমন্ত্রিয়া আনিলা সবায় ॥
স্বর্গে যত দেবগণ, হইয়া সাদর মন,
দিল অস্ত্র মন্ত্রের সহিত।
তাহাতে সর্ব্বত্র জয়, করিলে শত্রুর ক্ষয়,
তব তুল্য নাহি পৃথিবীতে।

(লঘু ত্রিপদী)

প্রবেশি কাননে, দেব পঞ্চাননে,
তুষিলা বাহুযুদ্ধেতে।
মারিলা অজস্র, কিরাত সহস্র,
একা তুমি কাননেতে ॥
অমর সোসর, জিনিলে শঙ্কর,
ম্লেচ্ছ কিরাতের দেশ।
হৈয়া হৃষ্টচিত্ত, অস্ত্র পাশুপত,
দিলা প্রভু ব্যোমকেশ ॥
কালকেয় আদি, যত সুরবাদী,
হেলায় করিলা নাশ।
যত দেবচয়, করিলা অভয়,
পূরাইয়া অভিলাষ ॥
তাহে দেব অস্ত্র, পাইলা সমস্ত,
তোমার অজেয় নাই।
আর ধনুঃশর, দিলা বৈশ্বানর,
খাণ্ডব দহিলে ভাই ॥
জিনি দেবগণ, দৈত্য অগণন,
অগ্নিরে সন্তোষ কৈলে।
ছাড়ি যাও তুমি, কিসে জীব আমি,
প্রাণ দিব শোকানলে ॥
প্রাণাধিক বীর, ত্যজিলে শরীর,
নন্দীঘোষ গিরিবরে।
আমি পুনর্ব্বার, না দেখিব আর,
পড়িনু শোকসাগরে ॥
ভারত সমরে, কর্ণ মহাবীরে,
বিনাশিলে ভীষ্ম দ্রোণে।
যাহার সহায়, যার ভরসায়,
প্রবল কৌরবগণে ॥
তুমি মম প্রাণ, বীরের প্রধান,
সব শূন্য তোমা বিনে।
মহাবীর তুমি, ঘন ডাকি আমি,
উত্তর না দেহ কেনে ॥
নিদ্রা যাহ সুখে, আমি মরি শোকে,
উঠিয়া উত্তর দেহ।

কুরুগণে জিনি, লহ রাজধানী,
তাহার যুকতি কহ ॥
রাজা ভূমে পড়ি, যান গড়াগড়ি,
না বান্ধেন কেশপাশ।
ভারত সঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত,
বিরচিল কাশীদাস ॥

সোমেশ্বর পর্ব্বতে ভীমের তনুত্যাগ ও
যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবীর।
অর্জ্জুনের শোকেতে কান্দেন যুধিষ্ঠির ॥
বৃকোদর বলিলেন ধর্ম্ম অধিপতি।
কোন্ পাপে পড়িল অর্জ্জুন মহামতি ॥
ভূপতি বলেন শুন পবন-তনয়।
আমা হৈতে দ্রৌপদীর বশ ধনঞ্জয় ॥
সবে হেয় জ্ঞান তার ছিল মনোগতে।
এই হেতু পার্থবীর পড়িল পর্ব্বতে ॥
এত বলি দুইজনে বিষণ্ণ বদনে।
চলেন উত্তরমুখে চিন্তি নারায়ণে ॥
বৃকোদর বলে তবে হইয়া আকুল।
চল রাজা দুইজনে যাই সুরকুল ॥
এত বলি গঙ্গাতীরে যান দুইজন।
চারি ক্রোশ হৈতে শুনি স্বর্গের বাজন ॥
উঠেন পর্ব্বতে দুই পাণ্ডুর নন্দন।
ছয় জন মধ্যেতে আছেন দুইজন ॥
শতেক যোজন সেই প্রমাণে উত্থিত।
বিবিধ বৃক্ষের মূল রতনে মণ্ডিত ॥
হিমাগম সুশীতল অতি অনুপম।
তার তলে দুই ভাই করেন বিশ্রাম ॥
কতক্ষণ বসি পুনঃ করেন গমন।
যাইতে দেখেন রাজা নদী সুশোভন ॥
রেবানামে নদী সেই পাপ বিনাশিনী।
স্বর্গ হৈতে নামে তাহে ত্রিপথগামিনী ॥
নানা রত্নে বিরচিত দুই কূল তার।
দেখিতে সুন্দর নদী মহিমা অপার ॥
নানারত্ন গিরিবর দেখিতে সুন্দর।
সুবর্ণের শৃঙ্গ মণি মাণিক্য পাথর ॥
অতিশয় অপূর্ব্ব পর্ব্বত সুশোভন।
চন্দ্র সূর্য্য সমাগম গ্রহ তারাগণ ॥
সঙ্কল্প করিয়া রাজা যান একচিত্তে।
না জানেন ভূমণ্ডল আছে কোন্ ভিতে ॥
তার জলে নরপতি করেন তর্পণ।
তুষ্ট হ'য়ে পঞ্চাননে করেন পূজন ॥
পুণ্য হেতু চলিলেন স্বর্গের উপর।
দর্শন করেন রাজা শিব সোমেশ্বর ॥
কীট পক্ষী কৃমি আদি তথা যদি মরে।
রুদ্ররূপ হৈয়া তারা যায় স্বর্গপুরে ॥
কিন্নর গন্ধর্ব্ব তথা গান করে নিত্য।
সহস্রেক সোমকন্যা করে বাদ্য নৃত্য ॥
সোমেশ্বর পূজিয়া করিল নমস্কার।
বর চান মর্ত্ত্যে, জন্ম না হোক আমার ॥
এত বলি স্তুতি করি আর প্রণিপাত।
শিবের প্রসাদে পুষ্প পান পারিজাত ॥
পুষ্পমালা অঙ্গে শোভা পাইল রাজার।
হরষিত নারীগণ জয় জয়কার ॥
প্রশংসা করিয়া কহে সোমকন্যাগণ।
সুললিত স্বরে কহে মধুর বচন ॥
পুণ্য হেতু ভূপতি আইলা এত দূরে।
এক বোল বলি রাজা শিবের মন্দিরে ॥
সোমেশ্বর রাজ্যে তুমি হও দণ্ডধর।
যাবৎ থাকিবে পৃথ্বী চন্দ্র দিবাকর ॥
আমাদের স্বামী হৈয়া থাকহ আনন্দে।
স্বর্গ সুখ পাবে অন্তে দেখিবে গোবিন্দে ॥
একক যাইবে স্বর্গে কোন্ সুখ হেতু।
যে বিচারে আসে আজ্ঞা কর ধর্ম্মসেতু ॥
কন্যাগণ বচনে বিস্মিত যুধিষ্ঠির।
আশ্বাসিয়া বলিলেন বচন গভীর ॥
অনুচিত কন্যাগণ বল কি কারণে।
আশীর্ব্বাদ কর, যেন দেখি নারায়ণে ॥
শুনিয়া রাজার মুখে নিষ্ঠুর ভারতী।
কন্যাগণ গেল তবে যে যার বসতি ॥

সোমেশ্বর বন্দি রাজা চলেন উত্তর।
মহাহিম ভেদিল ভীমের কলেবর ॥
সোমেশ্বর পার হৈতে নারে প্রাণপণে।
ভেদিল শরীর বীর পড়িল অজ্ঞানে ॥
পর্ব্বত পড়িল যেন পর্ব্বত উপর।
ভীমসেন পতনে কম্পিত ধরাধর ॥
সমুদ্রে সুমেরু গিরি যেন নিল ঝম্প।
কূর্ম্মপৃষ্ঠে থাকিয়া বাসুকী হৈল কম্প ॥
পড়িলেক বৃকোদর পর্ব্বত বিশালে।
চলাচল কম্পমান সাগর উথলে ॥
বাসুকী এড়িল বিষ যোদ্ধা এড়ে বাণ।
চমকিত পশু পক্ষী ছাড়িল যে প্রাণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে হইল চমৎকার।
চারিদিকে সাট লাগে লঙ্কার দুয়ার ॥
ইন্দ্র শঙ্কা পান স্বর্গে বিষম আস্ফালে।
ভূমিকম্প উল্কাপাত গগনমণ্ডলে ॥
প্রচণ্ড পবন বহে নির্ঘাত দুর্ব্বার।
শব্দে সেতুবন্ধে হৈল তরঙ্গ গঙ্গার।
ঋষি মুনি তপস্বীর ভাঙ্গিল যে ধ্যান।
বন এড়ি পশু ধায় লইয়া পরাণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার।
বৃকোদর পড়ে খণ্ডাইয়া ক্ষিতিভার।
যুধিষ্ঠির দেখেন পড়িল ভীম ভাই।
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়েন তথাই ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া নৃপবর।
হাহাকার করিয়া ডাকেন বৃকোদর ॥
মরিবারে কৈলা ভাই স্বর্গ অরোহণ।
প্রাণের অধিক ভাই অতুল বিক্রম ॥
সংসার হইল শূন্য তোমার বিহনে।
শুনিয়া পাইল ভয় গিরিবাসীগণে ॥
যার পরাক্রমে তিন লক্ষ হাতী মরে।
হেন ভাই পড়ে মম পর্ব্বত উপরে ॥
কারে ল'য়ে যাব স্বর্গে দেখিতে মুরারী।
কেবা জিজ্ঞাসিবে পথে বচন চাতুরী ॥
কে আর তারিবে বনে দুষ্ট দৈত্য হাতে।
কে আর করিবে গর্ব্ব কৌরব মারিতে ॥
কিবা ল'য়ে যাব স্বর্গে দেখিবারে হরি।
ভাই সব মরে মম বৃথা প্রাণ ধরি ॥
যবে জতুগৃহ কৈল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
পাপ পুরোচন পুরী করিল দাহন ॥
চলিতে না পারি সুড়ঙ্গের পথ ঘোর।
পঞ্চজনে ল'য়ে ভাই গেলে একেশ্বর ॥
হিড়িম্বেরে মারিয়া হিড়িম্বা কৈলে বিভা।
কত দৈত্য পলাইল দেখি তব প্রভা ॥
ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কৈলে বিনাশিয়া বকে।
লক্ষ রাজা জিনিয়া লভিলে দ্রৌপদীকে ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হৈনু তোমার প্রতাপে।
মরিল কীচক বীর তব বীর দাপে ॥
বিরাটেরে মুক্ত কৈলা সুশর্ম্মার ঠাঁই।
মম বাক্য বিনা কিছু না জানিতে ভাই ॥
জরাসন্ধ বধ কৈলা মগধপ্রধান।
জটাসুর মারি বলে কৈলে পরিত্রাণ ॥
নিঃক্ষত্রা করিলে ক্ষিতি ভারত সমরে।
মম সঙ্গে আইলে যাইতে সুরপুরে ॥
তবে কেন এড়ি মোরে পড়িলে পর্ব্বতে।
উত্তর না দেহ কেন ডাকি স্নেহমতে ॥
পর্ব্বতে পড়িলে ভাই ছাড়িয়া আমারে।
কে পথ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিবে বারে বারে ॥
বনবাসে বঞ্চিলাম তোমার সাহসে।
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ ভুঞ্জে মৃগমাংসে ॥
আমরা নিদ্রিত হৈলে থাকিতে জাগিয়া।
আমারে ত্যজিয়া কেন রহিলে শুইয়া ॥
বড় দুঃখ দিয়া গেলে আমার অন্তরে।
উঠহ প্রাণের ভাই উঠ ধরি করে ॥
মম বাক্যবশ ভাই মম বাক্যে স্থিত।
তোমা সবা বিনা ভাই জীতে মৃত্যুবৎ ॥
যে কালে আইনু ধৃতরাষ্ট্র ভেটিবারে।
অন্ধের আছিল ক্রোধ তোমা মারিবারে ॥
গোবিন্দ রাখেন তোমা লৌহভীম দিয়া।
হেন ভাই নিদ্রা যায় পর্ব্বতে পড়িয়া ॥
এত বলি ভূপতি কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
চারি ভাই ভার্য্যা ভাবি আকুল অন্তরে ॥

লক্ষ্মণ পড়িল যবে রাবণের শেলে।
ক্রন্দন করেন রাম ভাই ল'য়ে কোলে॥
সেইমত কান্দিলেন ভীমে কোলে লৈয়া।
হিমে তনু কাঁপে তবু ব্যাকুল কান্দিয়া॥
প্রবোধ করিতে আর নাহি কোনজন।
ধর্ম্মরাজ করিলেন অরণ্যে রোদন॥
জননীরে স্মরিয়া কহেন শোক পাই।
এ হেন দুঃখীরে কেন গর্ভে দিলে ঠাঁই॥
শৈশবে মরিল পিতা না পড়ি সে শোকে।
পিতামহ ভীষ্মদেব পালিল সবাকে॥
হিংসা হেতু বিষলাড়ু ভীমে খাওয়াল।
পাপ দুর্য্যোধন যারে ভাসাইয়া দিল॥
উদ্দেশ না পেয়ে কান্দে জননী আমার।
সাত দিন মাতা মম কৈল অনাহার॥
অনন্ত করিয়া কৃপা দিল প্রাণদান।
তাহে না ম'রে ভাই পাইলে পরিত্রাণ॥
দেখিবারে গোবিন্দে আইলে স্বর্গপুরী।
না পাইলে দেখিতে সে প্রসন্ন শ্রীহরি॥
হায় বীর পার্থ কৃষ্ণা সুন্দর নকুল।
হায় সহদেব বীর বিক্রমে অতুল॥
হায় বিধি মম ভাগ্যে কি আছে না জানি।
মম কর্ম্মে এত দুঃখ লিখিলা আপনি॥
কোন জন্মে আমার আছিল কোন পাপ।
সে কারণে দহে তনু শোকেতে সন্তাপ॥
কি করিনু কি হইল আর কিবা হয়।
এত বলি কান্দিলেন ধর্ম্মের তনয়॥
হায় কুন্তী পিতা পাণ্ডু কোথা গেলে ছাড়ি।
হায় দুর্য্যোধন অন্ধ বিদুর গান্ধারী॥
হায় ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ পাঞ্চাল-কুমারী।
তোমা সবাকার শোক সহিতে না পারি॥
হায় ভীমার্জ্জুন হায় মাদ্রীপুত্র ভ্রাতা।
হায় কৃষ্ণা প্রাণপ্রিয়া তুমি গেলে কোথা॥
এক দণ্ড কোথা না যাইতে আজ্ঞা বিনে।
তবে আমা একা রাখি ছাড়ি গেলে কেনে॥
সব দুঃখ যায় যদি পাপ আত্মা ছাড়ি।
এত বলি কান্দিলেন ভূমিতলে পড়ি॥
কতক্ষণে স্থির হইয়া ধর্ম্মের তনয়।
ক্রন্দন সম্বরি রাজা ভাবেন হৃদয়॥
কোন পাপে বৃকোদর স্বর্গ নাহি গেল।
এই কথা ভূপতির মনেতে হইল।
মিথ্যা বলি দ্রোণ গুরু বিনাশিল রণে।
স্বর্গে নাহি গেল ভাই ইহার কারণে॥
এই চিন্তা করি রাজা ভাবিত অন্তরে।
একান্তে গোবিন্দ চিন্তি চলেন উত্তরে॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
যাঁহার চরিত্র তিন ভুবনে প্রকাশ॥
ভীমের প্রয়াণ যেবা শুনে শুদ্ধভাবে।
পরম কৃষ্ণের পদ সেইজন পাবে॥
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দ ভাবিয়া।
তরিবে শমন দায় শুন মন দিয়া॥

যুধিষ্ঠিরের সহিত বিপ্ররূপী ইন্দ্রের ও
কুকুররূপী ধর্ম্মের ছলনা।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
উত্তরাস্যে চলিলেন ধর্ম্মের তনয়॥
কতদূরে দেখি গন্ধমাদন পর্ব্বত।
যাহার সৌরভ যায় যোজনের পথ॥
তাহে উঠি শুনিলেন স্বর্গের বাজনা।
ভূপতি করেন মনে পূরিল কামনা॥
স্বর্গের দুর্ল্লভ ভোগ সেই গিরিবরে।
আরোহণ করিলেন হরিষ অন্তরে॥
পর্ব্বতে দেখিল তবে ধর্ম্মের তনয়।
অপূর্ব্ব মহেশ লিঙ্গ মরকতময়॥
অত্যন্ত নির্জ্জন স্থান লোকে মনোহর।
কোটি চন্দ্র জিনিয়া উজ্জ্বল মহেশ্বর॥
হীরা মণি মাণিক্যের মন্দির সুঠাম।
দেখি রাজা ভক্তিভাবে করেন প্রণাম॥
হরিহর এক তনু ভিন্ন কভু নয়।
হরিভক্ত মোরে হর হবেন সদয়॥
এত বলি বর মাগি যান ধীরে ধীরে।
কতকালে পার হব দুঃখের সাগরে॥

বিষাদ ভাবেন মনে ধর্ম্মের নন্দন।
কারে লৈয়া যাব আমি ত্রিদিব ভুবন॥
কে মোরে করাবে দেখা কৃষ্ণের সহিতে।
হিমে যদি যায় তনু তরি দুঃখ হৈতে॥
বংশক্ষয় করিলাম স্বর্গে আরোহিয়া।
চারি ভাই ভার্য্যা বনে রহিল পড়িয়া॥
পৃথিবীতে আমি কত করিলাম পাপ।
কোন মুনি দেব ঋষি দিল মোরে শাপ॥
কান্দেন ভূপতি স্মরি দ্রৌপদী সুন্দরী।
হেনকালে আসে যত গন্ধর্ব্বের নারী॥
কন্যাগণ বলে রাজা কান্দ কি কারণ।
দ্বিতীয় স্বর্গের সম এ গন্ধমাদন॥
স্বর্গে আসি কান্দ কেন কহ বিবরণ।
এ স্থানে না হয় কেহ দুঃখের ভাজন॥
কন্যাগণ বাক্য শুনি কন নৃপবর।
চারি ভাই ভার্য্যা গেল পর্ব্বত উপর॥
ছয়জন মধ্যে আমি আছি একজন।
মহাহিমে স্বর্গপথে মৈল পঞ্চজন॥
মহাবীর ভীম ভার্য্যা না দেখিব আর।
এই হেতু কান্দি কন্যা শুন সমাচার॥
ভাবিত না হও রাজা ভার্য্যা ভ্রাতৃশোকে।
তব অগ্রে তারা সব গেছে স্বর্গলোকে॥
কি কারণে কান্দ রাজা হৈয়া বিচক্ষণ।
স্বর্গেতে সবার সঙ্গে হইবে মিলন॥
স্বর্গপথে আসিতে পড়িল রাজা সব।
তারা সবে অগ্রে গেল শুনহ পাণ্ডব॥
উপেন্দ্র খগেন্দ্র ইন্দ্র যোগেন্দ্রের প্রায়।
তুমি মহারাজ তেঁই আসিলে হেথায়॥
আর এক বাক্য রাজা শুন সাবধানে।
এত দূরে আসিয়াছ পুণ্যের কারণে॥
মনুষ্যের শক্তি নাই এতদূরে আসে।
অতএব এক বাক্য বলি যে বিশেষে॥
রাজা হৈয়া থাক গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
স্বর্গের অধিক সুখ ভুঞ্জ আনন্দতে॥
যুধিষ্ঠির বলিছেন শুন কন্যাগণ।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় করি স্বর্গে আরোহণ॥

সঙ্কল্প করিনু আমি অবনী ভিতর।
রাজ্য না করিব, যাব অমর নগর॥
প্রাণতুল্য ভাই ভার্য্যা পড়িল বিষাদে।
কি কার্য্য রাজ্যেতে মম বিপুল সম্পদে॥
এত শুনি নিবৃত্ত হইল কন্যাগণ।
যুধিষ্ঠির করিলেন স্বর্গ আরোহণ॥
কতদূরে দেখিলেন কিন্নরের পুরী।
পদ্মিনী রমণীগণ আর বিদ্যাধরী॥
যুধিষ্ঠিরে বলে তুমি কোন পুণ্যবান।
আলিঙ্গন দিয়া রাখ আমাদের প্রাণ॥
আমা সবাকার স্বামী হও মহামতি।
যাচক হইয়া বলে যতেক যুবতী॥
পুরুষ নাহিক রাজা রাজ্যেতে আমার।
তুমি রাজা হও দাসী হইব তোমার॥
অকাল মরণ নাহি জরা মৃত্যু ভয়।
নানা সুখ পাবে রাজা জানিও নিশ্চয়॥
অবশেষে মহামন্ত্র শিখাব তোমারে।
শীত ভেদি অনায়াসে যাবে স্বর্গপুরে॥
শুনি কন্যাগণ বাক্য বলেন রাজন।
সুখ অভিলাষ নাহি করে মম মন॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে দেব কন্যাগণ।
স্বর্গপুরে গিয়া যেন দেখি নারায়ণ॥
দ্বাপরের শেষ হ'ল কলি অবতার।
সত্য ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত অতি কদাচার॥
সে কারণে যাই স্বর্গে ইন্দ্রের ভুবন।
করিলেন শ্রীমুখে অনুজ্ঞা নারায়ণ॥
কন্যাগণ বলে রাজা তুমি মূঢ়জন।
কি ফল পাইবা স্বর্গে দেখি নারায়ণ॥
হেথা ফল কত পাবে কি ক'ব তোমারে।
না শুনিয়া নরপতি চলেন উত্তরে॥
হিমালয় গিরি পাইলেন মনোহর।
নারীগণ আসে নিত্য পূজিতে শঙ্কর॥
ত্রিভুবন সার বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত।
চতুর্দ্দশ সহস্রেক শিবলিঙ্গ স্থিত॥
পরম সুন্দর গিরি কি কহিতে পারি।
সুমেরু কৈলাস জিনি মহেশ্বর পুরী॥

বিচিত্র নগর ঘর অতি মনোরম।
কন্যাগণ আসে নিত্য শিবের আশ্রম ॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান চন্দ্র সম কান্তি।
রূপ দেখি মুনিগণ মনে হয় ভ্রান্তি ॥
নানা অলঙ্কারে শোভা ত্রৈলোক্য-মোহিনী।
মুখপদ্ম করপদ্ম সকল পদ্মিনী ॥
বিচিত্র চম্পক দাম শোভিত গলায়।
কেহ কেহ নৃত্য করে কেহ গীত গায় ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতি আসেন এই পথে।
পাদ্য অর্ঘ্য ল'য়ে আসে তাঁহার সাক্ষাতে ॥
ঋষি মুনিগণ শুনি ধর্ম্মের প্রয়াণ।
দেখিতে আইল সবে আনন্দ বিধান ॥
পৃথিবীর রাজা হেথা এল পুণ্যভাগে।
ঝটিতি আসিল সবে যুধিষ্ঠির আগে ॥
দেব ঋষিগণ আসি করেন সম্ভাষ।
অন্ধকার ঘুচে গেল হইল প্রকাশ ॥
প্রণাম করেন রাজা মুনি ঋষিগণে।
নৃপতিরে আশীর্ব্বাদ কৈল সর্ব্বজনে ॥
শোভা পায় পর্ব্বতে বৈতরণী সরিত।
অতি অপরূপ তীর নীর সুললিত ॥
পর্ব্বতে বেষ্টিত জল অতি সুশোভন।
অষ্টাশী তপস্বী তপ করে অনুক্ষণ ॥
ক্রীড়া করে জলেতে বিবিধ জলচর।
সুন্দর কনক পদ্ম ফুটে নিরন্তর ॥
অষ্টাশী সহস্র ঋষি দেখি অনুপম।
গোড়হাতে নরপতি করেন প্রণাম ॥
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া প্রশংসে মুনিগণ।
ধন্য ধন্য রাজা তুমি হরিপরায়ণ ॥
এই বৈতরণী নদী পরম নির্ম্মল।
উত্তর হইতে বহে দক্ষিণ মণ্ডল ॥
দক্ষিণ শমনপুরে প্রলয় তরঙ্গ।
পাপী পার হৈতে নারে দেখি দেয় ভঙ্গ ॥
মর্ত্ত্যেতে গো দান করে যেই পুণ্যজনে।
সুখে পার হৈয়া যায় নৌকা আরোহণে ॥
ভূপতি বলেন আমি পাপী নরাধম।
মুনিগণ বলে তুমি মহাপুণ্যতম ॥
এত বলি মুনিগণ কৈবর্ত্ত ডাকিয়া।
নৃপতিরে পার কৈল নৌকা আরোহিয়া ॥
ঋষিগণে বন্দি রাজা নদী হৈয়া পার।
পুণ্য হেতু দেখিলেন স্বর্গের দুয়ার ॥
চন্দ্র সূর্য্য দেবগণ দেখেন প্রত্যেক।
স্বর্গ আরোহণ হৈতে আছে যোজনেক ॥
পার হৈয়া বৃক্ষতলে বসি নরেশ্বর।
স্বর্গ দেখি হইলেন চিন্তিত অন্তর ॥
অদ্ভুত স্বর্গের দ্বার দেখি বিদ্যমান।
নানা ঋতু বিরাজিত প্রবাল পাষাণ ॥
হাতে অস্ত্র দ্বারপাল চৌদিকে বেষ্টিত।
কত লক্ষ পুণ্যবান হ'য়েছে বারিত ॥
ইন্দ্র আজ্ঞা বিনা দ্বারী দ্বার নাহি ছাড়ে।
বুকে বুকে দাণ্ডাইয়া আছে করযোড়ে ॥
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া লইল আগুসারি।
দ্বারপালগণ কহে কর যোড় করি ॥
তোমার জনক পূর্ব্বে পাণ্ডু নরপতি।
মৃগঋষি শাপে তাঁর না হৈল সন্ততি ॥
বিমুখ হইয়া রাজা সংসারের সুখে।
কুন্তী মাদ্রী ভার্য্যা সহ আইল হেথাকে ॥
অপুত্রক হেতু ইন্দ্র আজ্ঞা নাহি দিল।
হেথা হৈতে পুনঃ তিনি মর্ত্ত্যপুরে গেল ॥
দেব হৈতে জন্ম হৈল তোমা পঞ্চভাই।
পুত্রবান হইয়া বৈকুণ্ঠে পায় ঠাঁই ॥
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম তব, ধর্ম্মের ঔরসে।
তুমি মহা ধর্ম্মশীল জানি সবিশেষে ॥
মুহূর্ত্তেকে বৈস রাজা শূন্য সিংহাসনে।
ইন্দ্রে জানাইয়া স্বর্গে লব এইক্ষণে ॥
দ্বারপাল গিয়া বার্ত্তা দিল পুরন্দরে।
যুধিষ্ঠির আইলেন স্বর্গের দুয়ারে ॥
শুনিয়া দেবতা সবে কহে ইন্দ্র প্রতি।
রথে করি যুধিষ্ঠিরে আন শীঘ্রগতি ॥
এত শুনি দেবরাজ বিপ্ররূপ ধরি।
যুধিষ্ঠিরে ছলিবারে এল শীঘ্র করি ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করেন প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিলেন কপট দ্বিজাতি ॥

জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে কপট ব্রাহ্মণ ।
বড় পুণ্যবান তুমি এলে কোনজন ॥
এত শুনি নৃপতি কহেন যোড়করে ।
পরিচয় মহাশয় কহিব তোমারে ॥
জম্বুদ্বীপ নামে এক আছে পৃথিবীতে ।
যাহে জন্মিলেন ব্রহ্মা ভার নিবারিতে ॥
চন্দ্রবংশে দেব অংশে হস্তিনায় ধাম ।
পাণ্ডুপুত্র ঋষিগোত্র যুধিষ্ঠির নাম ॥
রাজ্যলোভে সবান্ধবে বধিলাম রণে ।
লোভে পাপ আছে তাপ হৈল মম মনে ॥
জ্যেষ্ঠতাত সহ মাতৃ গেল তপোবনে ।
পঞ্চ ভাই দুঃখ পাই ভ্রমি নানা স্থানে ॥
আমারে বিষাদ দেখি দেব নারায়ণ ।
আজ্ঞা দেন কর রাজা স্বর্গ আরোহণ ॥
কলি অবতার হবে দ্বাপরের শেষ ।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন হৃষীকেশ ॥
যদুবংশ করি ধ্বংস ব্রহ্মশাপ ছলে ।
আপনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু গেলেন কৌশলে ।
তবে মোরা পঞ্চভাই করিয়া বিচার ।
পৌত্রে সমর্পণ করি রাজ্য অধিকার ॥
পঞ্চভাই ভার্য্যা সহ আসি স্বর্গপথে ।
হিম শীতে পঞ্চজন পড়িল পর্ব্বতে ॥
শোক দুঃখ সন্তাপে তাপিত মম মন ।
এই নিজ তত্ত্ব দ্বিজ করি নিবেদন ॥
একেশ্বর দ্বিজবর যাব স্বর্গপুরী ।
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া দেখিব মুরারী ॥
কিম্বা প্রাণ যাক কিম্বা যাই স্বর্গপুরে ।
করিয়া সঙ্কল্প এই আসি এতদূরে ॥
কতদূর আছে স্বর্গ কহ দ্বিজবর ।
যাইতে পারিব, কিবা যাবে কলেবর ॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুন ধর্ম্ম নরবর ।
এখনি দেখিবে রাজা পঞ্চ সহোদর ॥
কুরুক্ষেত্রে যে ছিল আঠার অক্ষৌহিণী ।
সবাকারে ক্ষণেকে দেখিবে নৃপমণি ॥
এড়াইয়া এলে দুঃখ আর চিন্তা নাই ।
আমি ল'য়ে যাব তোমা ঈশ্বরের ঠাঁই ॥
নিকট হইল স্বর্গ যাবে মুহূর্ত্তেকে ।
শোক দুঃখ পরিহর জানাই তোমাকে ॥
ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরে কথা হয় এইমতে ।
তথা ধর্ম্ম আইলেন কুক্কুররূপেতে ॥
শব্দ করি ব্রাহ্মণে খাইতে শ্বান যায় ।
দণ্ড লৈয়া ব্রাহ্মণ মারিল তার গায় ॥
নির্ঘাত প্রহার করে কুক্কুরের দেহে ।
পরিত্রাহি ডাকি শ্বান যুধিষ্ঠিরে কহে ॥
ওহে পৃথিবীর রাজা মহাপুণ্যবান ।
নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ বধে কর পরিত্রাণ ॥
দণ্ডের প্রহারে মম কম্পবান তনু ।
উদ্ধার করিতে কেহ নাহি তোমা বিনু ॥
কুক্কুরের বাক্যে রাজা উঠি যোড়হাতে ।
বলেন বিনয় করি বিপ্রের সাক্ষাতে ॥
নাহি মার কুক্কুরেরে শুন দ্বিজবর ।
শুনিয়া বিপ্রের ক্রোধ বাড়িল বিস্তর ॥
হাতে দণ্ড করি বলে নৃপতির প্রতি ।
মম হাতে কুক্কুরের নাহি অব্যাহতি ॥
পুণ্যহীন কুক্কুরের নাহি পরিত্রাণ ।
পুণ্য বিনা স্বর্গে বাস নাহি মতিমান্ ॥
ভূপতি বলেন রাখ কুক্কুরের প্রাণ ।
মর্ত্ত্যের অর্দ্ধেক পুণ্য দিব আমি দান ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ধর্ম্ম হাসি মনে ।
ধরিলেন নিজ মূর্ত্তি রাজা বিদ্যমানে ॥
তদন্তরে দেবরাজ নিজ মূর্ত্তি হৈয়া ।
পরিচয় কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া ॥
ধর্ম্মে ইন্দ্রে দেখি রাজা আপন নয়নে ।
লোটাইয়া পড়িলেন অষ্টাঙ্গ চরণে ॥
কোলে করি ধর্ম্ম সাধু বলেন তাঁহাকে ।
তুমি পুত্র যুধিষ্ঠির না চিন আমাকে ॥
ধর্ম্ম বলি মর্ত্ত্যলোকে বলয়ে তোমারে ।
তোমা জন্মাইনু আমি কুন্তীর উদরে ॥
এই ইন্দ্র দেবরাজ স্বর্গ অধিপতি ।
এস পুত্র কোলে করি কেন দুঃখমতি ॥
তোমার চরিত্র প্রচারিল ত্রিভুবনে ।
স্বর্গপুরে চল, চড়ি পুষ্পক বিমানে ॥

পদব্রজে পর্ব্বতে পেয়েছে বড় পীড়া।
একে সুকোমল অঙ্গ শোক চিন্তা বেড়া ॥
সর্ব্ব দুঃখ হৈল দূর চল স্বর্গপুরে।
মাতা পিতা দেখিবা সকল সহোদরে ॥
এতেক কহেন যদি ধর্ম্ম মহাশয়।
আনন্দিত হইলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
ভারত অপূর্ব্ব কথা স্বর্গ আরোহণে।
যুধিষ্ঠির স্বর্গে যান কাশীদাস ভণে ॥

যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপুরী গমন।

ধর্ম্ম আদি দেবচয়, দেখি রাজা সবিস্ময়,
প্রণাম করেন সবাকারে।
মাতলি ইঙ্গিত পেয়ে, দিব্য পুষ্পরথ ল'য়ে,
যোগাইল রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র দুইজনে, গন্ধমাল্য আভরণে,
যুধিষ্ঠিরে করেন ভূষিত।
বিবিধ বন্ধন ছান্দে, মস্তকে মুকুট বান্ধে,
কিন্নর গন্ধর্ব্ব গায় গীত ॥
পারিজাত পুষ্পমালা, শোভয়ে রাজার গলা,
বাজে শঙ্খ মৃদঙ্গ কাহাল।
উর্ব্বশী প্রভৃতি নাচে, কেহ আগে কেহ পাছে,
জয় শব্দ কংস করতাল।
মাতলি সারথি রথে, ধর্ম্ম ইন্দ্র আদি সাথে,
বায়ু ইন্দ্র বরুণ হুতাশ।
কেহ ছত্র শিরে ধরে, হুলাহুলি জয়স্বরে,
কেহ করে চামর বাতাস ॥
কেহ অগ্রে যায় ধেয়ে, পঞ্চবাদ্যে বাজাইয়ে
পুষ্পবৃষ্টি আনন্দে প্রচুর।
মুনিগণ বেদ গান, ধর্ম্মপুত্র স্বর্গে যান,
মুহূর্ত্তে গেলেন সুরপুর ॥
দেখি রাজা পুণ্যকারী, সকল সুবর্ণপুরী,
সর্ব্ব গৃহে কিন্নরের গান।
সদা মহানন্দময়, নাহি জরা মৃত্যু ভয়,
কৌতুকে বিহরে পুণ্যবান ॥
স্বর্গগত নরবর, তারে দেখি পুরন্দর,
বসাইল রত্ন সিংহাসনে।
পদ প্রক্ষালিতে বারি, পূরিয়া সুবর্ণ ঝারি,
যোগাইল যত দাসগণে ॥
ইন্দ্র আজ্ঞা পেয়ে পরে, নানাদ্রব্য উপহারে,
ভোজন করায় নরনাথে।
কর্পূর তাম্বূল দিয়া, পালঙ্কেতে বসাইয়া,
ইন্দ্র আশ্বাসিল ধর্ম্মসুতে ॥
ইন্দ্র বলে যুধিষ্ঠির, তুমি পুণ্য আত্মা ধীর,
নরদেহে এলে স্বর্গপুরে।
এ পুরী অমরাবতী, হও তুমি শচীপতি,
যুক্তি আসে আমার বিচারে ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
কহিছেন বিনয় বচন।
তব বাক্যে পাই ত্রাস, কেন কর পরিহাস,
আমি মূঢ়মতি আকিঞ্চন ॥
সত্য কৈনু মর্ত্ত্যপুরী, বৈকুণ্ঠে দেখিব হরি,
তুমি মম সব দুঃখ জান।
তুমি পিতা দেব আর্য্য, কর মম এই কার্য্য
স্বর্গসুখে নাহি মম মন ॥
ইন্দ্র বলে শুনবাণী, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী,
পঞ্চভাই শতেক কৌরবে।
পিতা জ্যেষ্ঠখুল্লতাত, জ্ঞাতিগোত্র ভ্রাতৃমাত,
সবা সঙ্গে বৈকুণ্ঠে মিলিবে ॥
এত বলি সেইক্ষণে, পুষ্পরথ অরোহণে,
পাঠাইল স্বর্গ পরকাশ।
ভারত সঙ্গীত গীত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

যুধিষ্ঠিরের বৈকুণ্ঠে গমন ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
নিজ পুণ্যে স্বর্গে গেল ধর্ম্মের তনয় ॥
পুষ্পরথে আরোহিয়া যান বিষ্ণুপুরে।
অপ্সর অপ্সরীগণ সদা নৃত্য করে ॥
কেহ ছত্র ধরে কেহ চামর বাতাস।
দুই দিকে সারি সারি দেবের আবাস ॥
ব্রহ্মলোকে দেখি রাজা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে।
প্রণমিয়া সম্ভাষা করিলেন কৌতুকে ॥

সমাদর করি ব্রহ্মা করি আলিঙ্গন।
চারি মুখে প্রশংসেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
তথা হৈতে নরপতি নানা স্বর্গ দেখি।
অপূর্ব্ব কৈলাসপুরী দেখিয়া কৌতুকী ॥
চন্দ্রখণ্ড জিনি পুরী পরম উজ্জ্বল।
দিবা রাত্র সমজ্ঞান সদা ঝলমল ॥
গণেশ কার্ত্তিক নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল।
সবা দেখি আনন্দিত ধর্ম্ম মহাপাল ॥
হরগৌরী দোঁহে দেখি অজিন আসনে।
ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ করেন চরণে ॥
আইসহ নরপতি বলে শূলপাণি।
ভাল হৈল এলে স্বর্গে ত্যজিয়া অবনী ॥
তোমা হেন পুণ্যবান নাহি ত্রিভুবনে।
স্বকায় চলিয়া এলে অমর ভুবনে ॥
এত বলি করিলেন প্রেম আলিঙ্গন।
প্রণাম করিয়া যান পাণ্ডুর নন্দন ॥
কতক্ষণে বৈকুণ্ঠে হইয়া উপনীত।
পুরী দেখি নরপতি হৈলেন চিন্তিত ॥
কিরূপে নির্ম্মাণ করিলেন নারায়ণ।
ত্রিভুবনে পুরী নাহি ইহার তুলন ॥
প্রবেশ করেন পুরী জয় জয় দিয়া।
রত্নাসনে নারায়ণ দেখিলেন গিয়া ॥
রথ হৈতে নামি পুরে যান পদব্রজে।
প্রণাম করেন গিয়া বিষ্ণু চতুর্ভুজে ॥
বিদ্যমানে নারায়ণ দেখিয়া নৃপতি।
চমৎকার মানিলেন অঙ্গের বিভূতি ॥
হস্ত পদ সুশোভিত কর্ণে শতদল।
মকর কুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল ॥
শ্যাম অঙ্গে পীতাম্বর হাটক নিছনি।
নব জল মাঝে যেন হয় সৌদামিনী ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি হাতে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভমণি শোভে মরকতে ॥
বাম দিকে কমলা দক্ষিণে সরস্বতী।
এই বেশে হৃষীকেশে দেখেন ভূপতি ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি পড়েন চরণে।
বলিছেন নারায়ণ আনন্দিত মনে ॥
আইসহ নরপতি ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্ম।
চিরকাল না দেখিয়া পাই ব্যথা মর্ম্ম ॥
আগুসরি উঠিয়া করেন আলিঙ্গন।
বসিবারে দেন দিব্য কনক আসন ॥
পদ পাখালিতে বারি যোগায় দেবতা।
চামর বাতাস করে ইন্দ্র চন্দ্র ধাতা ॥
সুখাসনে দুইজনে বসিয়া কৌতুকে।
গোবিন্দ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসেন হাসিমুখে ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন ধীরে পর পর।
পরীক্ষিতে করিলাম রাজ্য দণ্ডধর ॥
দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ আসি স্বর্গপথে।
মহাহিমে পাঁচ জনে পড়িল পর্ব্বতে ॥
শোকে দুঃখে একাকী আইনু স্বর্গলোকে।
শরীর সার্থক হৈল দেখিয়া তোমাকে ॥
শুনিয়া কহেন সমাদরে নারায়ণ।
অগ্রে আসিয়াছে তারা আমার সদন ॥
করযোড়ে কহিলেন ধর্ম্মের তনয়।
নয়নে দেখিলে তবে হয়ত প্রত্যয় ॥
শুনি নারায়ণ তবে সঙ্গেতে লইয়া।
চলেন উত্তরমুখে দ্বার খসাইয়া ॥
দক্ষিণেতে হয় শমনের অধিকার।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তথা সব অন্ধকার ॥
প্রবেশ করেন সেই পুরে নরপতি।
দেখিতে না পান রাজা কেবা আছে কতি ॥
যুধিষ্ঠিরে সবে পেয়ে জ্ঞাতি গোত্রগণে।
চতুর্দ্দিকে ডাকে সবে হরষিত মনে ॥
দ্রোণ কর্ণ ভীষ্ম শত ভাই দুর্য্যোধন।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর শকুনি দুঃশাসন ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল সুন্দর।
ঘটোৎকচ জয়দ্রথ বিরাট উত্তর ॥
অভিমন্যু বিকর্ণ পাঞ্চালী পুত্রগণে।
কুন্তী মাদ্রী দুই দেখি পাণ্ডুরাজ সনে ॥
দ্রৌপদী গান্ধারী আদি যত কুরুনারী।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী আছে সেই পুরী ॥
সবে বলিলেন ধর্ম্ম তুমি পুণ্যবান।
স্বকায়ে দেখিলে স্বর্গে দেব ভগবান ॥

অল্প পাপ হেতু মোরা সদা পাই ক্লেশ।
সবাকারে উদ্ধারিয়া লহ নিজ দেশ ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির চান চারি কোনে।
দেখিতে না পান মাত্র শুনিলেন কাণে ॥
নরক দেখিয়া রাজা মনে পায় ভয়।
অনুমানে বুঝিলেন এই যমালয় ॥
ভাবিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন কৃষ্ণেরে।
কেন কৃষ্ণ নাহি দেখি জ্ঞাতি বান্ধবেরে ॥
কেন বা হইল মম নরক দর্শন।
বিশেষ কহিয়া কৃষ্ণ স্থির কর মন ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
কিছু পাপ হ'তে হৈল নরক দর্শন ॥
জ্ঞাতি গোত্র নাহি দেখ তথির কারণে।
পাপক্ষয় হৈল এবে ত্যজ ভয় মনে ॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
কোন্ পাপ করিলেন ধর্ম্ম নরবর ॥
আজন্ম তপস্বী জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী।
দান ধর্ম্মে মতি সদা পাতক বিবাদী ॥
তাঁহার হইল পাপ কেমন প্রকারে।
মুনিবর বিস্তারিয়া কহিবা আমারে ॥

যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের হেতু ও শ্বেতদ্বীপে গিয়া স্বজনাদি দর্শন।

মুনি কহে শুন জন্মেজয় সাবধানে।
যুধিষ্ঠিরে পাপ হৈল যাহার কারণে ॥
ভারত সমরে যবে হৈল মহামার।
সারথি হ'লেন নারায়ণ অর্জ্জুনের ॥
মারিলেন বহু সৈন্য উপায় করিয়া।
ভীষ্ম বীরে বধিলেন শিখণ্ডী রাখিয়া ॥
তবে সেনাপতি হৈল দ্রোণ মহাশয়।
অশ্বত্থামা তাঁর পুত্র সমরে দুর্জ্জয় ॥
অনেক প্রকারে দ্রোণ না হয় বিনাশ।
দেখিয়া উপায় করিলেন শ্রীনিবাস ॥
কপটে মারেন হস্তী অশ্বত্থমা নামে।
অশ্বত্থামা হত শব্দ হইল সংগ্রামে ॥
শুনি চমৎকার লাগে দ্রোণের অন্তরে।
অশ্বত্থামা হত হরি কহেন সমরে ॥
প্রত্যয় না যান দ্রোণ কৃষ্ণের উত্তরে।
সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসিল রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
দ্রোণবাক্য শুনিয়া চিন্তিত নৃপমণি।
কিরূপে কহিব আমি অসত্য এ বাণী ॥
কৃষ্ণ বলিলেন রাজা না কহিলে নয় ;
মিথ্যা না কহিলে, দ্রোণ নাহি পরাজয় ॥
পুনঃ পুনঃ নিন্দিয়া বলিল বৃকোদর।
অশ্বত্থামা হত দ্রোণ কহ নৃপবর ॥
মিথ্যা বাক্য ভয় যদি কর নৃপবর।
অশ্বত্থামা হত ইতি কহ লঘুস্বর ॥
সঙ্কটে পড়িয়া রাজা না কহিলে নয়।
ডাকিয়া দ্রোণেরে বলিলেন মহাশয় ॥
অশ্বত্থামা হত হৈল ইহা আমি জানি।
লঘুশব্দে গজ ইতি বলেন আপনি ॥
অশ্বত্থামা হত শুনি ধর্ম্মের বদনে।
দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোকে প্রাণ দিল রণে
এই পাপ করিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
তোমারে জানাই আমি পূর্ব্বের কথন ॥
জন্মেজয় বলে তবে কহ মুনিবর।
পিতামহে লৈয়া কি করিলেন শ্রীধর ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের কুমার।
এইরূপে যুধিষ্ঠির দেখি অন্ধকার ॥
গোবিন্দেরে জিজ্ঞাসেন পাপের কারণ।
কপট করিয়া কহিলেন নারায়ণ ॥
কৌরব সহিত যবে হইল সমর।
চক্রব্যূহ করি যুঝে দ্রোণ ধনুর্দ্ধর ॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে জর্জ্জরিত করিল তোমারে।
অভিমন্যে ডাকি তুমি কহিলে তাহারে ॥
পিতার সমান তুমি মহাযোদ্ধাপতি।
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র দ্রোণ মহারথী ॥
গুরুবধে আজ্ঞা দিলে হ'য়ে ক্রোধমন।
দ্বিতীয় অবধ্য জাতি হয়ত ব্রাহ্মণ ॥
গুরুবধ মহাপাপ শুন নরপতি।
সেই মহাপাপ তব হৈল মহামতি ॥

পাপেতে নরক রাজা দেখ অন্ধকার।
রাজা বলিলেন কর সঙ্কটে উদ্ধার ॥
তবে হরি অনুজ্ঞা দিলেন খগেশ্বরে।
শ্বেতদ্বীপ সরোবরে লহ নৃপবরে ॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব আপনি।
দেখাব ধর্ম্মেরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ॥
বিষ্ণুর বচন শুনি খগ মহাবীর।
যুধিষ্ঠিরে নিয়া গেল সরোবর তীর ॥
পাখসাটে পর্ব্বত উড়িয়া যায় দূরে।
মুহূর্ত্তেকে সেই দ্বীপে গেল খগেশ্বরে ॥
সরোবরে দেখিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ বিদ্যাধরগণ ॥
জলে জলচরগণ নানা ক্রীড়া করে।
ঋষি মুনি মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র চারি তীরে ॥
বিচিত্র নগর বন সাগর চত্বর।
বৈকুণ্ঠ সমান পুরী অতি মনোহর ॥
অনেক ঈশ্বর মূর্ত্তি সর্ব্বদেব স্থান।
ভ্রমর ঝঙ্কারে মত্ত কোকিলের গান ॥
মনুষ্য হইয়া যদি তাহে স্নান করে।
দেবদেহ পেয়ে যায় বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
হেন সরোবর দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
মহাজলে স্নান করি করেন তর্পণ ॥
মানব-শরীর ছাড়ি দেবদেহ পান।
দুঃখ শোক পাসরিয়া সর্ব্বসিদ্ধ হন ॥
নরদেহ ত্যজি রাজা দেবদেহ ধরে।
পৃষ্ঠে করি গরুড় উড়িল বায়ুভরে ॥
মুহূর্ত্তেকে গেল যথা দেব নারায়ণ।
চতুর্ভুজে ধর্ম্মরাজে কৈল সমর্পণ ॥
রাজারে দেখিয়া হরি কহেন হাসিয়া।
নিমেষ নাহিক আর নাহি অঙ্গছায়া ॥
কিরূপ আছিলে রাজা হইলে কিরূপ।
বিচারিয়া মনে বুঝ আপন স্বরূপ ॥
ভূপতি বলেন শুন অনাদি গোঁসাই।
তোমার প্রসাদে মম পূর্ব্বরূপ নাই ॥
দেবত্ব পাইনু মনে হেন হয় জ্ঞান।
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ভগবান ॥

মর্ত্ত্যেতে রাখিলে হরি অশেষ সঙ্কটে।
নিজ পুরী এড়ি সদা ভক্তের নিকটে ॥
রাজসূয় করালেন দিয়া বন্ধুবল।
শিশুপাল দন্তবক্রে দিলে প্রতিফল ॥
রাখিলে দ্রৌপদী লজ্জা কৌরব-সমাজে।
দ্বাদশ বৎসর রক্ষা কৈলে বনমাঝে ॥
দুর্ব্বাসারে দুর্য্যোধন পাঠাইল যবে।
সেই দিনে সমাধান করিত পাণ্ডবে ॥
নিশাকালে রক্ষা কৈলে কাননেতে গিয়া।
মোহিলা মুনির মন বিষ্ণুমায়া দিয়া ॥
তদন্তরে সান্দীপন মুনির আশ্রমে।
আম্র হেতু সঙ্কটে তারিলে পথশ্রমে ॥
অজ্ঞাত বৎসর এক বিরাট ভুবনে।
শক্র হৈতে রক্ষা কৈলা চক্র আচ্ছাদনে ॥
তাহার অন্তরে মম রাজ্যের লাগিয়া।
আপনি হস্তিনাপুরে গেলা দূত হৈয়া ॥
আমারে বিভাগ নাহি দিল দুর্য্যোধনে।
বান্ধিয়া রাখিতে তোমা বিচারিল মনে ॥
আপনি বিরাটমূর্ত্তি দেখাইলে তারে।
সমূলে করিলা ক্ষয় ভারত সমরে ॥
জ্ঞাতিবধ পাপে মম শরীর বিকল।
অশ্বমেধ করাইলা হইয়া সবল ॥
পুত্রহস্তে অর্জ্জুন মরিল মণিপুরে।
প্রাণ দিয়া যজ্ঞপূর্ণ কৈলা গদাধরে ॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ হইয়া খর্ব্বরূপে।
পাতালে রাখিলা ছলি বলিরাজ ভূপে ॥
ভৃগুরাম রামচন্দ্র কামপাল রাম।
বৌদ্ধ কল্কি নারায়ণ নরসিংহ শ্যাম ॥
বারে বারে জন্ম লও দুষ্ট বিনাশিতে।
যুগে যুগে অবতার দেবতার হিতে ॥
তোমার চরিত্র চারি বেদে না নিরখি।
জ্ঞাতিগোত্র দেখাইয়া কর মোরে সুখী ॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি নারায়ণ।
আশ্বাসিয়া কহিলেন মধুর বচন ॥
সর্ব্ব দুঃখ গেল রাজা না কর সন্তাপ।
সবন্ধু কুটুম্ব গোত্র দেখহ মা বাপ ॥

এত বলি যান হরি রাজারে লইয়া।
কুরুপুরে প্রবেশেন দ্বার ঘুচাইয়া ॥
রাজারে কহেন হরি শুন ধর্ম্মপুত্র।
অনুপম দেখহ দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র ॥
পিতা পাণ্ডু দেখ রাজা জননী কুন্তীকে।
শ্বেতছত্র বিরাজিত রাজার মস্তকে ॥
বামে মাদ্রী বসিয়াছে মদ্রের কুমারী।
অন্ধরাজ বসিয়াছে সহিত গান্ধারী ॥
দেখহ বিকর্ণ কর্ণ কৌরবকুমার।
দুর্য্যোধন শত ভাই সঙ্গে সহোদর ॥
ভগদত্ত শল্য মদ্ররাজ জয়দ্রথ।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সুরথ ভরত ॥
বিরাট দ্রুপদ দেখ স্বপুত্র সহিতে।
পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র দেখহ সাক্ষাতে ॥
শিশুপাল সুশর্ম্মা মগধ নৃপমণি।
একে একে দেখ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ॥
শকুনি উত্তর পুণ্ড্র দ্রোণাচার্য্য গুরু।
ভগদত্ত শল্য রাজা সিন্ধু ভীম উরু ॥
পঞ্চজন পঁড়িলেন স্বর্গেতে আসিতে।
চারি ভাই দেখ রাজা দ্রৌপদী সহিতে ॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা কৃষ্ণের বচনে।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় চান চারি পানে ॥
পাসরিয়া সকল মর্ত্ত্যের শক্রকার্য্য।
যথাযোগ্য মিলন করেন হৈয়া ধৈর্য্য ॥
আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈল তনু মন।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া সানন্দ জ্ঞতিগণ ॥
কেহ আশীর্ব্বাদ করে কেহ প্রণিপাত।
পিতা মাতা জ্যেষ্ঠতাত বন্দে নরনাথ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীরে করি দণ্ড নতি।
মহা অনন্দিত রাজা দেখি গোত্র জ্ঞাতি ॥

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক দশ অবতারের স্তোত্র।

হৃষ্ট হৈয়া করিছেন কৃষ্ণের স্তবন।
তব মায়া কে বুঝিতে পারে নারায়ণ ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা।
প্রধান পুরুষ তিন ভুবনের ভর্ত্তা ॥
মীনরূপে বেদ উদ্ধারিলা তুমি জলে।
কূর্ম্মরূপে ধরণী ধরিলা অবহেলে ॥
ধরিয়া বরাহ কায় দন্তে কৈলে ক্ষিতি।
হিরণ্যকশিপু হন্তা নৃসিংহ মূরতি ॥
বামন আকারে বলি নিলা রসাতলে।
তিন পদে ত্রিভুবন ব্যপিলা সকলে ॥
রামরূপে রাবণের সবংশে সংহার।
নিঃক্ষত্র করিলা ভৃগুরাম অবতার ॥
বলরামরূপে সূর্য্যসুতা আকর্ষিলে।
বুদ্ধরূপে আপন কারুণ্য প্রকাশিলে ॥
কল্কিরূপে বিনাশ করিলা ম্লেচ্ছ ভূপে।
প্রতিকল্পে অবতার হ'লে এইরূপে ॥
ঋষি মুনি যোগী যাঁর নাহি পায় অন্ত।
চারিবেদে যাঁহার ক্রিয়ার নাহি অন্ত ॥
মোরে উদ্ধারিলা মহা বিপদ তরণী।
রহিল অদ্ভুত কীর্ত্তি যাবত ধরণী ॥
এত স্তুতি নৃপতি করেন নারায়ণে।
সন্তুষ্ট করেন হরি তারে আলিঙ্গনে ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা তুমি মম প্রাণ।
স্বশরীরে আইলা আমার বিদ্যমান ॥
কৃষ্ণের আদেশে রাজা পরিজন লৈয়া।
রহিলেন হরিপুরে হরষিত হৈয়া ॥
অশ্বমেধ সাঙ্গ হৈল স্বর্গ আরোহণ।
পাইল পরম পদ পাণ্ডুপুত্রগণ ॥

মহাভারত শ্রবণে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে রাজা জন্মেজয়ের মুক্তি।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
অষ্টাদশ পর্ব্ব সাঙ্গ পাণ্ডব-বিজয় ॥
ব্রহ্মবধ পাপে মুক্ত হৈলে অতঃপরে।
দান তপ দ্বিজসেবা পূজ বৈশ্বানরে ॥
শুক্লবর্ণ চান্দোয়া দেখেন বিদ্যমানে।
কৃষ্ণবর্ণ দুর হৈল ভারত শ্রবণে ॥
দেখি সব সভাসদ হরিষে বিস্ময়।
ব্রহ্মহত্যা পাপে মুক্ত হৈল জন্মেজয় ॥